সোমপ্রকাশ

১৫শ ভাগ ২ য় সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ টাকা। } ১২৮৭ সাল ১৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ এপ্রেল। { মফস্বলে ডাক মাশুল সহ ১০ বার্ষিক ৫৲, অগ্রিম পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই বৈশাখ সোমবার।

কলিকাতা ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন।

ম্যালেরিয়া এক অপকারীর প্রায় চতুর্থাংশ কাল যাবৎ বর্দ্ধমান প্রভৃতি বঙ্গদেশের নানা স্থানে যা দেখাইল, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেরও কোন ে স্থাধিকার বিস্তার করিল, অসংখ্য লোক পরিবার কালে পতিত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমে- প্রজাবৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়া প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিল। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ও [illegible] যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার [illegible] গণনা করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া-হত লোকসংখ্যা কম হইবে এরূপ বোধ হয় না। [illegible] ম্যালেরিয়াকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশের [illegible] অনেক গৃহ অরণ্যপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] হইয়াছে। সেই দুরন্ত ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। অনেক ডাক্তার ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সাধারণের অনেক অর্থ উদরসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ম্যালেরিয়ার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়া যে কি রূপ ধারণ করিয়া কোন্ স্থানে লুকাইয়া থাকে, ডাক্তারেরা তাহা খুঁজিয়া পান নাই। যদিও একটী সন্ধান বলিয়া দি, সেইখানে গেলেই ম্যালেরিয়াকে দেখিতে পাইবেন। ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনে যে দুটী পুরাণ পুষ্করিণী আছে উহাই ম্যালেরিয়ার আকর স্থান। ঐ খান হইতে উদ্ভূত হইয়া ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়াছে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, ঐ পুষ্করিণী দুটীর প্রত্যেক জলীয় পরমাণু এক একটী পর্ব্বত প্রমাণ ম্যালেরিয়ার প্রসব করিয়াছে। সেই পুষ্করিণীর ধারে গেলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া মহোদয় বুঝি আমাদের শরীরে অধিষ্ঠান করিলেন। সময়ে সময়ে মনে এই তর্কের উদয় হয়, যাহারা ঐ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে বাস করিয়া আছে, তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে। শেষে এই সিদ্ধান্ত হয়, ঐ স্থানই বিষ-প্রতি-ন্যায়ের অধিষ্ঠান স্থান। মধ্যে আমরা শুনিলাম বাকপুকুরেরা জেলার ও আদালতের পূর্ব্বতন সীমার পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই সময়ে কি ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনটীকে কলিকাতা হইতে খারিজ করা হইয়াছে? উহা কি আর কলিকাতার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় না? ঐ লেনবাসীরা কি মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয় না? তাহারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রজা নয়? গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী নন? গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী, যদি এরূপ হয়, অবিলম্বে ঐ পুষ্করিণী দুটী বুজাইয়া ফেলা উচিত। উক্ত লেনবাসীরা যখন ট্যাক্স দিতেছে, তখন তাহারা স্বচ্ছন্দ ব্যবহারার্থ জলের জল না পাবে কেন? ঐ গলিটী মিউনিসিপালিটীর চক্ষে ধূলি দিয়া কি আত্ম-গোপন করিয়া আছে? ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন বলিয়া যে একটী গলি আছে, মিউনিসিপালিটী কি তাহা জানিতে পারেন নাই? যদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে এ গলির এ দুর্দ্দশা কেন?

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহাতে অনেকে অনেক প্রকার সুখলাভের আশা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা অচিকিৎসনীয় রোগগ্রস্তের কাল-পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যলাভের আশার ন্যায় আশা মাত্র। অচিকিৎসনীয় রোগী মনে করে, দুরন্ত হেমন্তকাল অতীত হইয়া বসন্তের আগমন হইলে আমি নীরোগ হইব, সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। আমরাও সেইরূপ মনে করি, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ভঙ্গ হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা হইলে, ঘটের অবসাদ হইবে। কিন্তু আমরা মূঢ় ও অতি নির্ব্বোধ, বুঝিতে পারি না যে, আমাদের এ কষ্ট অবসাদ হইবার নয়। আমাদের রোগ প্রতীকার হইবার রোগ নয়। আমাদের এ অচিকিৎসনীয় রোগ। মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্ত হউক, আর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হউক, এ রোগের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইয়াছে। মুক্তকণ্ঠার কন্যা সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে। দুই বৎসর থাকিয়া মন্ত্রিসম্প্রদায় যেরূপ অসদাচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয় নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মন বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের উপরে অত্যন্ত চটিয়া আছে, তাঁহারা দলে দলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিরোধিপক্ষকে মনোনীত করিতেছেন। এখনও সভ্যনির্ব্বাচন শেষ হয় নাই। যতদূর নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনপ্রিয় উদারমতাবলম্বী দলের বিলক্ষণ পরিপুষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার পরিণাম-ফল বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ। আমাদের এ' ঘটনার ফলসিদ্ধি হউক না হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনে যদি কিছু পাত হয় এই আশা। নূতন ভাল বাসি অন্ততঃ সেই নূতনের চেষ্টা হইবে। যাহাতে সাধারণতন্ত্র উদারিত হইয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বিলাতে তাঁহারা যাহাই কা

সোমপ্রকাশ

১৫শ ভাগ ২ য় সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ টাকা। } ১২৮৭ সাল ১৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ এপ্রেল। { মফস্বলে ডাক মাশুল সহ ১০ বার্ষিক ৫৲, অগ্রিম পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই বৈশাখ সোমবার।

কলিকাতা ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন।

ম্যালেরিয়া এক অপকারীর প্রায় চতুর্থাংশ কাল যাবৎ বর্দ্ধমান প্রভৃতি বঙ্গদেশের নানা স্থানে যা দেখাইল, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেরও কোন ে স্থাধিকার বিস্তার করিল, অসংখ্য লোক পরিবার কালে পতিত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমে- প্রজাবৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ করিয়া প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিল। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, ও [illegible] যত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার [illegible] গণনা করিয়া দেখিলে বঙ্গদেশের ম্যালেরিয়া-হত লোকসংখ্যা কম হইবে এরূপ বোধ হয় না। [illegible] ম্যালেরিয়াকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গদেশের [illegible] অনেক গৃহ অরণ্যপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। [illegible] হইয়াছে। সেই দুরন্ত ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। অনেক ডাক্তার ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সাধারণের অনেক অর্থ উদরসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ম্যালেরিয়ার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়া যে কি রূপ ধারণ করিয়া কোন্ স্থানে লুকাইয়া থাকে, ডাক্তারেরা তাহা খুঁজিয়া পান নাই। যদিও একটী সন্ধান বলিয়া দি, সেইখানে গেলেই ম্যালেরিয়াকে দেখিতে পাইবেন। ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনে যে দুটী পুরাণ পুষ্করিণী আছে উহাই ম্যালেরিয়ার আকর স্থান। ঐ খান হইতে উদ্ভূত হইয়া ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়াছে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, ঐ পুষ্করিণী দুটীর প্রত্যেক জলীয় পরমাণু এক একটী পর্ব্বত প্রমাণ ম্যালেরিয়ার প্রসব করিয়াছে। সেই পুষ্করিণীর ধারে গেলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া মহোদয় বুঝি আমাদের শরীরে অধিষ্ঠান করিলেন। সময়ে সময়ে মনে এই তর্কের উদয় হয়, যাহারা ঐ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে বাস করিয়া আছে, তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে। শেষে এই সিদ্ধান্ত হয়, ঐ স্থানই বিষ-প্রতি-ন্যায়ের অধিষ্ঠান স্থান। মধ্যে আমরা শুনিলাম বাকপুকুরেরা জেলার ও আদালতের পূর্ব্বতন সীমার পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই সময়ে কি ফকিরচাঁদ মিত্রের লেনটীকে কলিকাতা হইতে খারিজ করা হইয়াছে? উহা কি আর কলিকাতার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় না? ঐ লেনবাসীরা কি মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেয় না? তাহারা কি গবর্ণমেণ্টের প্রজা নয়? গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী নন? গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী তাহাদের স্বাস্থ্যের দায়ী, যদি এরূপ হয়, অবিলম্বে ঐ পুষ্করিণী দুটী বুজাইয়া ফেলা উচিত। উক্ত লেনবাসীরা যখন ট্যাক্স দিতেছে, তখন তাহারা স্বচ্ছন্দ ব্যবহারার্থ জলের জল না পাবে কেন? ঐ গলিটী মিউনিসিপালিটীর চক্ষে ধূলি দিয়া কি আত্ম-গোপন করিয়া আছে? ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন বলিয়া যে একটী গলি আছে, মিউনিসিপালিটী কি তাহা জানিতে পারেন নাই? যদি জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে এ গলির এ দুর্দ্দশা কেন?

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহাতে অনেকে অনেক প্রকার সুখলাভের আশা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা অচিকিৎসনীয় রোগগ্রস্তের কাল-পরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যলাভের আশার ন্যায় আশা মাত্র। অচিকিৎসনীয় রোগী মনে করে, দুরন্ত হেমন্তকাল অতীত হইয়া বসন্তের আগমন হইলে আমি নীরোগ হইব, সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইব। আমরাও সেইরূপ মনে করি, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ভঙ্গ হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা হইলে, ঘটের অবসাদ হইবে। কিন্তু আমরা মূঢ় ও অতি নির্ব্বোধ, বুঝিতে পারি না যে, আমাদের এ কষ্ট অবসাদ হইবার নয়। আমাদের রোগ প্রতীকার হইবার রোগ নয়। আমাদের এ অচিকিৎসনীয় রোগ। মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্ত হউক, আর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হউক, এ রোগের প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইয়াছে। মুক্তকণ্ঠার কন্যা সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে। দুই বৎসর থাকিয়া মন্ত্রিসম্প্রদায় যেরূপ অসদাচরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডীয় নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মন বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের উপরে অত্যন্ত চটিয়া আছে, তাঁহারা দলে দলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের বিরোধিপক্ষকে মনোনীত করিতেছেন। এখনও সভ্যনির্ব্বাচন শেষ হয় নাই। যতদূর নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনপ্রিয় উদারমতাবলম্বী দলের বিলক্ষণ পরিপুষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার পরিণাম-ফল বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ। আমাদের এ' ঘটনার ফলসিদ্ধি হউক না হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদত্যাগ একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনে যদি কিছু পাত হয় এই আশা। নূতন ভাল বাসি অন্ততঃ সেই নূতনের চেষ্টা হইবে। যাহাতে সাধারণতন্ত্র উদারিত হইয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বিলাতে তাঁহারা যাহাই কা

এদেশবাসী প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইতে পারেন, এমন একটী কার্য্যও তাঁহাদের আধিপত্য কালে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। লর্ড লিটন সিমলায় বসিয়া বৈদ্যুতিক-তার-যোগে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন। এই তারের এক প্রান্তে লর্ড রিপনভিন্ন স্বয়ং ছিলেন। তিনি যেরূপে দাঁড়াইতেন, লর্ড লিটন অপর প্রান্তে থাকিয়া সেরূপে নাড়িয়া তাঁহার উত্তরসাধকতা করিয়াছেন। তাঁহাদের আধিপত্যকালেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। নানাপ্রকার অত্যাচারকর করের সৃষ্টি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে অনাহারে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতবাসীর শোণিত-স্বরূপ ধনসম্পত্তি অনাবশ্যক যুদ্ধে ব্যয়িত হইয়াছে। আমরা নূতন পরিবর্ত্তন ভাল বাসি বলিয়া মনে করিতেছি, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় চলিয়া গেলে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের হইতে আমাদের মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক কি সে ঘটনা ঘটিবে? যিনি ভাবী মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নেতা, সেই গ্লাডষ্টোন বাবুই ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষীয় রাজস্ব ব্যয়ের পথপ্রদর্শক। তিনি ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যত টাকা ব্যয় করুন কলেই তাঁহার অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। অতএব তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত দলও যে আমাদের বন্ধু, তাহা আমরা বলিতে পারি না। দুই দলেরই অভিপ্রায় ভারতভূমি দোহন। এই দোহন ব্রতে দুই দলই সমান দক্ষ, তবে একটু প্রভেদ আছে। একদল দোহন করিয়াই ক্ষান্ত হন, আর এক দলের গুরু তাহাতে তৃপ্তি হয় না, তাঁহারা দুগ্ধনিষ্কাশন-যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া গবয়িনীর জীবন সংশয় করিয়া তুলেন।

যাহা হউক, আমরা এখন যেরূপ উচিত, তাহাতে যে কোন পরিবর্ত্তন হউক, তাহাই আমাদের পক্ষে কল্পতরুর ফলাফলে আমরা ভূক্তভোগী হইয়াছি, এখন যে দিকেই চক্র চালিত হউক, তাহাতে আমরা ভীত ও চমকিত নহি। তবে এক কথা এই, যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা একাধিপত্য ও যথেচ্ছ ব্যবহারের এত পক্ষপাতী নহেন। স্বদেশবাসিদিগের কতকগুলি মনুষ্যোচিত স্বত্ব তাঁহারা এ কথা স্বীকার করেন এবং সেই অধিকৃত থাকে, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ও আছে। কিন্তু তাঁহারা নিজ জন্মভূমির কার্য্য রূপ ব্যস্ত থাকেন, যে ভারতবর্ষের নিকে ণ করিবার অবসর পান না। ইংলণ্ডের লোক আপনার কাজেই ব্যস্ত। পার্লি র সভ্যগণও প্রায় স্ব স্ব উন্নতি লাভের ার প্রবেশ করেন। সুতরাং যিনি যে দলের লোক, তিনি সেই দলের অভিমুখে মনোরক্ষা করিয়া চলিয়া থাকেন। আমরা উপরে উক্ত দুটোর যেরূপ গুণ বর্ণন করিলাম, তাহাতে পাঠক এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না যে ইংলণ্ডে পরহিতৈষী ভাল লোক নাই। এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা চিন্তাশীল উদারস্বভাব পরহিতব্রতে দীক্ষিত ও স্বার্থাচারবিরোধী। তাঁহারাই প্রাচীন সাধন সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বটেন; কিন্তু তাঁহারাই সমাজের প্রাণভূত। যেমন কয়েকখানি মাত্র বাষ্পীয়রথে সহস্র সহস্র শকট সকল করিয়া দেশময় বেড়াইতেছে, তাঁহারাও সেইরূপ দেশের সমুদায় কার্য্যে অগ্রণী, সমুদায় কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও সমুদায় কার্য্যে উদ্যোগশীল, তাঁহাদের চরিতেই ইংলণ্ডের মান ও নাম। তাঁহাদের অধ্যবসায় অবিচলিত। উপরচোরস দাসত্বমুক্তি-বিধায়ক নিয়ম সংস্থাপনের জন্য অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া শেষে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন। এই সম্প্রদায়ই ইংরাজদিগের মুখ উজ্জ্বল করেন। তাঁহাদের উদারমতাবলম্বী দলের সহিতই সহানুভূতি অধিক। ঐ দল সময়ে সময়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রায় শত বৎসর কাল তাঁহাদের হইতেই যা কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহাদের মতেই সাধারণের মত। গ্লাডষ্টোন সাহেব পুর্ব্বে যেরূপ থাকুন, অধুনা তিনি এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী হইয়াছেন; তাঁহারা গত কয়েক বৎসর কাল অত্যাচারে পীড়িত ভারতবর্ষের সহিত সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য কলাপ দ্বারা এরূপ বোধ হইয়াছে যে, তাঁহারা যদি কখন পরাভূত হন, ভারতবর্ষ সুখী হইবে। এ প্রস্তাবটীর লেখা শেষ হইলে পর আমরা শুনিলাম, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

এদেশীয়দিগের উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ।

বিধাতা দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কটু কষায়াদি বড় রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মনের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কবিগণের নবরস সৃষ্টি। শূদ্রার বীর করুণাদি ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাদর। কোন দেশের লোকে বীররস ভাল বাসেন। কোন দেশের লোকের আদিরস প্রিয়। কিন্তু হাস্যরসের সকল দেশেই সমান আদর। পাঠক! ইতিহাস পাঠ কর দেখিতে পাইবে অনেক সময়ে অনেক দেশে অনেক প্রকারে হাস্যরসের অভিনয় হইয়াছে। যখন রোমকেরা গ্রীসদেশীয়দিগের স্বাধীনতা দানের ঘোষণা করেন, তখন এই হাস্যরসের একবার অভিনয় হয়। গত শতাব্দীতে যখন সর্ব্বশক্তিমান সিজিয়া আপনাকে পেশোয়ার পাদুকাবাহক বলিয়া ঘোষণা করেন, তখনও এই রসের অভিনয় হয়। আমাদের দেশেও আমাদের গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর এই রসের অভিনয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা যে রাজপ্রসাদ-বিষয়ে ইউরোপীয়ের সহিত সমান স্বত্বের অধিকারী, এ কথা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অনেকবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কার্য্য কিন্তু কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ বলা হইল সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে নিরপেক্ষ ভাবে গৃহীত হইবে। এ পরীক্ষা কি ইংলণ্ডীয় কি ভারতবর্ষীয় সকলেরই সমান আছে। ভারতবর্ষীয়েরা যদি ইচ্ছা করে, ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে। প্রথমে পরীক্ষা দিবার জন্য ২১ বৎসর বয়স নির্দ্ধারিত হইল। তাহাতে যখন দেখা গেল, ভারতবর্ষীয়েরাও ২১ বৎসর বয়সে অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন ঐ বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। কিন্তু সমান স্বত্বে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার কোন ব্যতিক্রম করা হইল না! এই ত গেল এক অভিনয়।

দ্বিতীয় অভিনয়—গত বৎসর সিবিল সর্ব্বিস লইয়া মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। বিলাতে পর্য্যন্ত "সমস্বত্বের" গৌরব-রক্ষার ঢেউ উঠিতে লাগিল। ভারতের মুখ-উজ্জ্বলকারক বাবু সত্যেন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের মনে সমস্বত্ববিষয়ক সংস্কার দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভা অমনি ভারতবর্ষীয়দিগকে বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বেণ্ট করিয়া দিবার অনুমতি দিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এমনি সসজ্জ যে মন্ত্রীর মুখ হইতে বাক্য নির্গত হইতে না হইতে ছুই তিন জনকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট করিয়া ফেলিলেন। জয়জয়কার শব্দ উত্থিত হইল। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। সেই আনন্দোন্মাদ-হেতু বেতন বিষয়ে তাঁহারই লক্ষ্য রহিল না। বলা হইয়াছিল বিনা পরীক্ষায় নিয়োজিত সিবিল সর্ব্বেণ্টে ইংলণ্ডের পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিল সর্ব্বেণ্টদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশের অধিক বেতন পাইবে কথার বাঁধনী কেমন? দুই তৃতীয়াংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশও নয়, শেষ ডেপুটীর ন্যায় শত টাকাও নয়। কিন্তু "নামে গোঁসাঁই ত কাঁহি।" ফলতঃ নামে সিবিল সর্ব্বিস আড়ম্বর সিবিল সর্ব্বিসের অধিক। কিন্তু ফলিতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা হীন। নামে যে হউক, ফলে ডেপুটী ও সিবিল উভয়ই সমান হইল। অনেক উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এই প্রার্থনায় সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদের নিমিত্ত দরখাস্তও করিলেন না! যাহাতে লাভ নাই, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা অন্য লোকে করিবে। গবর্ণমেণ্টও দেখিলেন সত্য সত্যই ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী ও সিবিল সর্ব্বিস এক হইল, এই সুযোগে আমরা ব্যয় বি

কিঞ্চিৎ সুবিধা করিয়া দিই। অমনি ডেপুটীদিগের বেতন কমিয়া গেল। দুই শত টাকা হইতে দেড় শত হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় যুবকদিগের অন্ততঃ আট দশ জন প্রতি বৎসর দুই শত টাকা বেতনে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন, এখন দুই জনের অধিক প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অবশিষ্ট সকলকে ১৫০ টাকায় প্রবেশ করিতে হইবে। সিবিল সর্ব্বিস সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সহিত ভারতবর্ষীয়ের সমান স্বত্বের কল্যাণে প্রাচীন অধিকারিত স্বত্বও লোপ হইল; অথচ ইংলণ্ডের লোকেরা জানিলেন বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বেণ্ট করা হইল। ডেপুটীরা যেমন পূর্ব্বে অনেক বেতন পর্য্যন্ত উঠিতে পারিতেন এখন আর সে উঠিবার যো রহিল না। এখন পাঁচ শতের উপর উঠা অতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। সিবিলিয়ানত নিযুক্ত হইলেন, ইহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় আর কিছু দিন পরিদর্শন না করিয়া বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা প্রায় স্থিরই যে ইহাঁরা ইংলণ্ডীয় সিবিলিয়ানের ন্যায় উচ্চ পদ ও উচ্চ বেতন পাইবেন না। গবর্ণমেণ্ট যাহাই স্থির করুন যে কোন রূপে এই কার্য্যপ্রণালী সমর্থন করুন, আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক আমরা এই বুঝিলাম, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে দুই জন করিয়া জজপদের ডেপুটী মনোনীত করিবেন; কিন্তু ইহাদিগকে ডেপুটীদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক কাজ করিতে হইবে। অবশিষ্টগুলি সব-ডেপুটী হইলেন। তাহাদিগকে ডেপুটীর কার্য্য করিতে হইবে অথচ ডেপুটীর মত বেতন পাইবেন না।

উপসংহারে দুঃখ সহকারে দয়ালু গবর্ণমেণ্টকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, লেজার প্রতি এরূপ ব্যবহার আমাদের মহামনা গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

বঙ্গসমাজের একটী সুন্দর চিত্র।

কোণের বউ।

বঙ্গদেশে একজাতি মনুষ্য আছে, তাহাদিগকে কোণের বউ বলে। কোণের বউ হওয়া যে কি ভয়ানক বস্তু, তাহা যাহাঁরা কোণের বউ তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা সরলচিত্তে তাহা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। কোণের বউ প্রতিপদেই অপরাধী, প্রতি কার্য্যেই দোষী। গমনে, ভোজনে, শয়নে, রন্ধনে, বাক্য কথনে, অঙ্গচালনে সকলেতেই কোণের বউ দোষী। কোণের বউ ক্ষুধা হইলে বলিতে পাইবে না; খাইতে পাইবে না—উদর পূরিয়া খাইতে পাইবে না; কোন ইচ্ছা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—চিরদিন করিলে কাঁদিতে পাইবে না—পীড়া হইলে বলিতে পাইবে না—হাসিয়া কথাটী কহিতে পাইবে না—যাতনা হইলে প্রকাশ করিতে পাইবে না—প্রাণ ওষ্ঠাগত বেরিয়াও গাত্রবস্ত্র খুলিতে পাইবে না—স্বস্থির চলিতে পাইবে না—স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে পাইবে না! ইহাই বঙ্গসমাজের নিয়ম—ইহাই বঙ্গসমাজে চির প্রচলিত; ইহাই বঙ্গসমাজে আদরের ধন। কোণের বউ সকল বিষেই অপরাধী; কথা চলিলে কড়কা, মন্থরে কুঁড়ে; হাসিলে লজ্জাহীনা, না হাসিলে অহঙ্কারী; কথা কহিলে বাচাল, না কহিলে গর্ব্বিতা, ক্ষুধায় ঘরেলে খাকসী, না খাইলে তাচ্ছিল্যকারিণী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হয়। অধিক কি, পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যন্ত্রণাসূচক সামান্য চিহ্ন প্রকাশ করিলেও অসহিষ্ণু বলিয়া তাহার কত শত ব্যাখ্যা হইয়া থাকে? কোণের বউ নিজে কিছু বলিতে পায় না। তাহার হইয়া বলিবারও কেহ নাই। কোণের বউ পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিত। অধিক কি কথাটী কহিবারও যো নাই। কথা কহিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। হাসিয়া যে সুখ, কোণের বউয়ের তাহা নাই। যাতনায় হাসিবারও কথা কহিবার অধিকার নাই, পৃথিবীতে তাহার কি সুখ? গৃহে কোন ক্ষতি হইলে কোণের বউ তাহার দায়ী; কুকুরে হাঁড়ি খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী। কোণের বউ কথা কহিতে পারে না; কোণের বউ উত্তর করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে পারে না; কোণের বউ নিজ দোষ ক্ষালন করিতে পারে না, সুতরাং অপরাধী। গৃহিণীর শত অপরাধ হইলেও মার্জ্জনীয়; কিন্তু কোণের বউয়ের পানে চুণ খসিলেই প্রমাদ উপস্থিত; তাহার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কারের সীমা থাকে না। "খাণ্ডড়ী মুক্তকণ্ঠ, ননাদ খড়্গহস্ত। কোণের বউয়ের কাঁদিবারও যো নাই। কাঁদিয়া যে টুকু সুখ কোণের বউয়ের তাহাও নাই। কাঁদিলে আরও ভর্ৎসনা, আরও গঞ্জনা। কোণের বউ ছাদ হইতে শুষ্ক বস্ত্র আনিবার সময় তুলক্রমে ননাদের একখানি বস্ত্র আনিয়াছেন এবং বৈবাৎ তাঁহারই নিম্ন গৃহে তাহা নিপতিত হইয়াছে; অনুসন্ধানে প্রকাশ হইল, কোণের বউয়ের ঘরে পাওয়া গেল—অতএব কোণের বউ চোর। কোণের বউ চোর, এ অপবাদের আর সীমা নাই—এ কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। খাণ্ডড়ী তীব্র বাক্যাবলীতে তাহার অন্তর বিদ্ধ করিলেন; ননাদ শতমুখী হইয়া করিলেন; শ্বশুর জামাই তাহাতে অনুমোদন করিলেন। পাড়ার লোকে গালাগালি করিতে লাগিল "কোণের বউ চোর।" কোণের বউ ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায় অবনতমুখী; মুখে কথা নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, উদরে আহার নাই; পরাধীনা—সম্পূর্ণ পরাধীনা। যতক্ষণে দিবে ততক্ষণে খাবে—সকলে বিরক্ত; কে দিবে? যথাকালে দিবে তথাকালে খাইবে। পেট জ্বলিয়া গেল, পিপাসায় তালু শুষ্ক হইয়া গেল—কে দেখিবে; কে জিজ্ঞাসিবে? যে যথাকালে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া দিবে, তথাকালে খাইবে। কোণের বউয়ের দুঃখ কে বলিবে? কোণের বউয়ের দুঃখ কে দেখিবে? দুঃখে শুনিবে? কে তাহার সহিত সহানুভূতি করিবে? কোণের বউ চোর না হইলেও সামাজিক গতিকে চোর! সকল বিষয়েই তাহার মর্ম্মান্তিক—তাহার বুকে পাথর চাপা।

সুখের জীবন যৌবন। জীবনের সুখ যৌবন। কত উৎসাহ, কত আমোদ, কত আহ্লাদ, কত উল্লাস, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশা, কত ভরসা, কত সৌন্দর্য্য এই সময়ে হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হইবে। তৎসমুদয় অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই সেই পতিসোহাগিনীর অন্তরে পাথর চাপা পড়িল। মস্তকে, চক্ষে ও চিন্তায় সুবর্ণবর্ণ কালিমা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; কমনীয় লাবণ্য তিরোহিত হইতে লাগিল; নবীনা দিন দিন হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, দীর্ণা হইতে লাগিল। এইরূপ দুর্দশায়—এইরূপ নিরুৎসাহে তাহার সুখের যৌবনকাল অতিবাহিত হইল। পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিল—তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া গেল। ভবিষ্যতের সকল সাধু আশা ভরসা তাহা হইতে তিরোহিত হইল।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই যে অবস্থায় বয়, বিদ্যা, উৎসাহ ও উন্নতির মূল স্থাপিত হয়—যে অবস্থায় যশঃ, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, আশা অঙ্কুরিত হয়—যে অবস্থায় দয়া ও দাক্ষিণ্যের হস্ত প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়—নীতিশিক্ষা পাইলে মানুষ যে অবস্থায় বিবিধ সুমিষ্ট ফলে ফলবান হইতে থাকে—যে অবস্থায় শরীর ও মন সতত প্রফুল্ল থাকে—উৎসাহে বারি নিষিক্ত হইলে যে অবস্থায় শরীরের তেজ ও কান্তি, দেহের লাবণ্য, গঠনের সৌন্দর্য্য, মনের উল্লাস দিন দিন বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং জীবনের ভিত্তিমূল দৃঢ় সংস্থাপিত করে; সেই অবস্থায়—সেই যৌবন অবস্থায়—যাহারা সুখী হইল না, যাহাদের সকল আশা, সকল ভরসা, সকল উৎসাহ, সমূলে উৎপাটিত হইল—যাহাদের বল, বয়, বর্ণ, যৌবন, প্রতিভার আশাবীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় হইতে অকালেষণী দ্বারা নিষ্পেষিত হইল—উল্লাস, আনন্দ, প্রফুল্লতা, যাহাদের মুখে, চক্ষে ও চিন্তায় পরিবর্ত্ত হইল, এ জীবনে—এ যৌবনে—তাহাদের সুখ কোথায়? কাহারও [illegible] কোথায়?

জীবনই বা কোথায়? সংসারসুখে—পৃথিবীর সকল সুখে—আমোদ আহ্লাদে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা অনবরত উন্মনা ও চিন্তানিমগ্ন। তাহাদিগের হইতে আমাদের উপাদেয় ফল লাভের আশা কিরূপে হইতে পারে? আহা! স্বামীর যে স্ত্রী বাল্যকালের ক্রীড়া সঙ্গিনী, কৈশোরে যৌবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন, গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্যা, ধর্ম্মে যে গুরু, আশ্রমে যে আশ্রম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে তুষণ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে ধর্ম্ম, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা, তাহার সহিত কি ঐরূপ ব্যবহার করা উচিত? সমস্ত জীবন যাহার উপর নির্ভর করে, তাহার জীবনমূলে কি ঐরূপ কুঠারাঘাত করা উচিত? ইহাতে কি পরিণামে সুফল ফলিয়া থাকে? না; পরিবর্ত্তে অদ্ভুত ফল না ফলিয়া বিষময় ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আমরা যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলাম, সুশিক্ষিতা না হইলে আমরা কখন ঈদৃশ আশা করিতে পারি না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলেই প্রাচীনেরা জ্বলিয়া উঠেন, বিষবহ্নির সর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। সেই হেতু অনেক স্থলে শিক্ষিতবুদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃতা থাকিয়া নানারূপ যাতনা সহিতে থাকেন। সকল স্ত্রীর প্রথমে কোষের বড়। সকল স্ত্রীরই এই দুর্দ্দশা, সকল স্ত্রীই এই যাতনা। সকল স্ত্রীরই এই পরিণাম। ইহার মূল কারণ পরাধীনতা। যাহারা স্বাধীন না হইয়া বিবাহ করেন, তাঁহাদেরই জীবন বিষময়। পুরুষের উভয় সঙ্কট। একদিকে সমাজ তখন ফিরিতে পারেন না, অন্য দিকে সুখে জীবন উপভোগ করিতে পারেন না। অতএব স্বাধীন হইয়া বিবাহ করা ও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনার প্রাচীন নিয়ম রক্ষা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন।

বাবু সতীপ্রসাদ সেন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় বঙ্গসমাজের যে একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। চিত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সৌষ্ঠব ও উহার ভাব দর্শন করিলে চিত্রকরের লিখননৈপুণ্য ও উহার ভাবের প্রশংসায় বিরত হওয়া যায় না। তিনি যে কেবল অতি উত্তমরূপ রং লাইয়াছেন এরূপ নয়, তাঁহার তুলির টানগুলিও দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, চিত্রখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হয় নাই। সতীপ্রসাদ বাবু নব বধূর কষ্টের বিষয়ই বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু কি কারণে যে সে কষ্ট হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। এ কষ্ট বাল্যবিবাহ ও অশিক্ষার ফল। শৈশবকালে বিবাহ হয়, বালিকারা শৈশবেই পতিগৃহে যায়। তখন তাহাদের কর্ত্তব্য-শিক্ষা বা স্বভাবতঃ কর্ত্তব্য বোধ হয় না, শ্বশুর শাশুড়ী বা অন্য অন্য পরিবারের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে না। সুতরাং ভ্রম-প্রমাদ ঘটে ও বৃদ্ধি অনিত হয়। গুরুজনেরা তাহাদের সেই ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু অধিকাংশ লোকজন অশিক্ষিত। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন অশিক্ষিতের নিকটে শিক্ষালাভ কেমন বিড়ম্বনার বিষয়। যেরূপে শিক্ষা দিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। সুতরাং বালকের হাতে খড়্গ দিবার ন্যায় বিপরীত ফল ফলিয়া উঠে। অন্তঃপুরের মেয়েবাঁকিনী শিক্ষার ন্যায় এ শিক্ষা অনেক স্থলে নববধূর অঙ্গে ক্ষতির দ্বারা বর্ষণ করিয়া বঙ্গসমাজের শোচনীয় অবস্থার প্রমাণ করিয়া দেয়।

সতীপ্রসাদ বাবু যে প্রথার নিন্দা করিয়াছেন, যে প্রথা নববধূদিগের বিষম কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাঁহারা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, নববধূদিগকে কষ্ট দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহাদের একটী সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নয়, পক্ষান্তরে বাল্য বিবাহ চিরপ্রচলিত। এরূপ স্থলে পতিগৃহেই স্ত্রীগণের শিক্ষার প্রধান স্থান। বিবাহের পর বালিকারা পতিগৃহে যদি গুরুজনের নিকটে থাকে, গুরুজন যদি সজ্জন ও ধীরপ্রকৃতি হন, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে তাহাদিগকে নীতিসঙ্গত সদুপদেশ দিয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন। গুরুজনেরা এই শিক্ষা দিবেন বলিয়াই সমাজের অধিনায়ক কিম্বা ব্যক্তিরা স্ত্রীগণের শৈশব কালেই পতিগৃহ বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ গুরুজনই অশিক্ষিত। অধিকাংশ স্থলে সেই অশিক্ষার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে গুরুজন সুশিক্ষিত এবং নববধূগণ বিনীত, সরল ও কৌশিক, সেখানে সতীপ্রসাদ বাবুর বর্ণিত [illegible] অভিনয় হয় না। বোধ হয় সতীপ্রসাদ বাবুও ইহা অনুভব করিয়া দেখিয়া থাকিবেন।

কালচক্র কুম্ভকার চক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশীয় লোকেরা সেই পরিবর্ত্তস্রোতে গা ঢালিয়া দেন না, উহার যাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং বিপরীত স্রোতোগামীর যে যাতনা হয়, তাহা ভোগ করিয়া থাকেন। বাল্যবিবাহ এখনকার সময়ের উপযোগী নয়। বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা এমনি অনাস্রব (একগুঁয়ে) কালের গতির এমনি বিরোধী, প্রাচীন প্রথার এমনি ভক্ত, যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন দেশের বিষম দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, দেশ বলবীর্য্যহীন হইতেছে, অপ্রতিবিধেয় রোগ শোকের আবসথ হইতেছে, অকালমৃত্যুর ক্রীড়ার স্থান হইতেছে, তাঁহারা ইহা দেখিয়াও দেখেন না! তথাপি তাঁহাদের চৈতন্য হয় না, তথাপি তাঁহাদের বাল্যবিবাহ-পরিবর্ত্তন-চেষ্টা জন্মে না! সতীপ্রসাদ বাবু যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তন ও সুশিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতিরেকে কি তাহার সংশোধনের সম্ভাবনা আছে?

বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যের দুটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, যে পরিবর্ত্তনে দেশের উপকার আছে, সে পরিবর্ত্তন-চেষ্টা নাই, প্রত্যুত, যাহাতে অপকার আছে, সেই পরিবর্ত্তনস্রোত অবারিতরূপে বহিতেছে। দ্বিতীয়, যদি কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা হয়, প্রাচীন বিষয়ের সংস্কার-চেষ্টা করা হয় না। পরিবর্ত্তনস্থলে বিজাতীয় বিষয় আনিয়া সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাওয়া হয়। তাহার এই ফল ফলে, অনেকে তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ ও অননুরক্ত হয়। সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধি হয় না।

পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয়দিগের ব্যবহার দর্শন করিলে ইঁহাদিগকে সদীবহা ও সদ্বস্তুতা-শূন্য বলিয়া বোধ হয়। দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গদেশে বার মাসে তের পার্ব্বণ ও সেই পার্ব্বণকালীন ব্যায়োদ্যম প্রথম উদাহরণ। সম্প্রতি যে চৈত্র-পার্ব্বণ অতীত হইয়াছে, পাঠক তাহারই বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখুন। বাবুরা যে চড়ার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার শব্দে কর্ণ বধিরায়মাণ ও শিরোবেদনা উপস্থিত হয়, সেই চড়ার শব্দ ও তাহার তালে তালে আজও ভদ্রের নৃত্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয়েরা এমনি বিকৃত-রুচি-সম্পন্ন ও নয়ন-শ্রবনহীন, যে তাহাতে কষ্ট বোধ নাই। কষ্ট বোধ থাকিলে অবশ্যই উহার পরিবর্ত্তনস্পৃহা জন্মিত। দ্বিতীয়, বস্ত্র-পরিধান। এ বিষয়ে বঙ্গবাসীদের রুচি যে কেমন বিকৃত, পাঠক কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। স্ত্রীলোকদিগের শাটী পরিধার যে এক রীতি আছে, তাহাতে ও প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে আবৃত হয় না, তাহা

ব্যবহার লোকে যত সৌখীন হইতেছে, ততই সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইতেছে। শরীর আবরণ করা বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য; কিন্তু অনেকেরই বস্ত্র সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। সামাজিক লোকেরা সেই বস্ত্রাবিষয়ী বস্ত্র পরিধান করিয়া পরিবারগণকে প্রকাশ্য স্থানে কিরূপে গমন করিতে অনুমতি দেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ দেশের অবস্থা এইরূপ, যে দেশের রুচি এই প্রকার বিকৃত, সে দেশে সতীপ্রসাদ বাবুর বর্ণিত বিষয়ের শীঘ্র প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সেমন এমনি বিকৃত শোচনীয় অবস্থা যে, সকল অবস্থার লোক যে বাল্যবিবাহ তাহা সমাজের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ভয় করিতে পারিতেছে না, কিন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া সেই অধর্ম্ম ভয় করিয়া সমাজভিত্তিতে লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যা হইতেছে, তাহাতে কোন কথা নাই। সেমনি, যদি আমাদিগের যৌবন-চিহ্ন নিম্ন কন্যাকে রজঃস্বলা হওয়ার পরেও পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় রাখি, তাহাতে লোকেরা তোমাকে জাত্যন্তর করিবে, সমাজে একঘরে করিবে। কিন্তু তুমি যদি মদের দোকানে পিপা পার করিয়া সহরের মদ মহার্ঘ্য করিয়া ফেল, কেহ উচ্চ বাচ্য করিবে না। শাস্ত্রে লেখা যে সুরা পান করে, যে তাহার সংসর্গে থাকে, সেও মহাপাতকী হয়। সেই সুরা এখন নিত্য সেব্য হইয়া উঠিয়াছে।

শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দিগের দুর্ভাগ্য।

শাসন সম্বন্ধে ভারতবাসিদিগের অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁহারা শাঁখের করাতের ন্যায় মধ্যে পতিত হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ শাসনকর্ত্তা বিদেশীয়, এদেশীয়ের সহিত তাঁহার সম-সুখ-দুঃখতা অল্প, এদেশীয়ের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদিজ্ঞান অল্প; তাহাতে আবার তাঁহারা এক স্থানে স্থির নন, রাশিচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছেন। রাজনীতিও ঘড়ির পেণ্ডুলমের ন্যায় চঞ্চল। কেবল নিজে চঞ্চল নয়, ঘড়ির কাঁটার ন্যায় রাজপুরুষদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। রাজা রাজধানীতে বাস করিয়া দেশ শাসন করেন, এই নিয়ম প্রথা। উহাতে রাজা স্বরাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারেন। উহার অন্তরাত্মা ভারতবর্ষের ভূয়োদর্শন জন্মে। প্রজার রাজার সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়। রাজা প্রজাবৎসল হন। কিন্তু অনেক দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা। কোন দেশে প্রতি বৎসর, বা তিন চারি বৎসর অন্তর শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়। রোমে প্রতি বৎসর যাবৎ প্রকার শাসনকর্ত্তারই কোন না কোনপ্রকার পরিবর্ত্ত হইত। আমেরিকায় পাঁচ বৎসরান্তে শাসন কর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়। ইংলণ্ডেও বলিতে গেলে সাত বৎসরের মধ্যে একবার না একবার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহাতে শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনকার্য্যে ভূয়োদর্শন জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প হইলেও রোমের বৃদ্ধ-বিজ্ঞ-জন-শোভিত সেনেট, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট, আমেরিকার কনগ্রেসসভা অনেক পরিমাণে সে অভাব পূরণ করিত ও করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দেশ সমূহে সাধারণ লোকে শাসনকার্য্য অনেক পরিমাণে নিষিদ্ধ ও বিধিবদ্ধ থাকে, সুতরাং অনভিজ্ঞতা দোষে কোন শাসনকর্ত্তা কোন অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন বা অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাইলে তাহারা তাহার দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিত ও করিয়া থাকে। শাসন কর্ত্তারাও দেশীয় লোক, দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদি তাঁহাদের বেশ জানা চিন ও আছে, সুতরাং তাঁহারা দেশের লোকের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন ও হইয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। প্রথমতঃ যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহারা দেশীয় নহেন। দেশীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগকে যাবৎ শাসনকাল অনভিজ্ঞ থাকিতে হয়। অনেক রীতিনীতি তাঁহাদের দেশীয় রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত, দেশীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভাবিত নয়। তাঁহারা যদি এক ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিবেশক দেশবাসী হইতেন তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ সুবিধা হইত, তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ দুর্যোগ ও ব্রিটিশ সিংহের ভারতবর্ষে পদার্পণ বিধাবধি ঘটিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের শাসন সম্বন্ধে আর এক বিষম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন হইলেই ভারতবর্ষেরও শাসনকার্য্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। গবর্ণর জেনারল এবং বোম্বে ও মান্দ্রাজের গবর্ণর পরিবর্ত্তন হয়। সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তনস্রোত লেপ্টেনাণ্টগবর্ণরপর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এক দেশের শাসন প্রণালীর সহিত আর এক দেশের শাসন প্রণালীর এরূপ নিকট সম্বন্ধ থাকা দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। বোম্বের সাধারণ ভদ্রের অধীনস্থ দেশ সকলেও এইরূপ রাজধানী হইতে পরিবর্ত্তন স্রোত প্রত্যেক স্থানীয় শাসনস্থানে উপনীত হইত। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় পীড়ন হইত। রোমে যে সকল উৎকোচ অত্যাচারাদি মহাপাপের স্রোত বহিয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা ও সদ্বিবেচনা এবং ব্রিটিশ জাতির স্বভাবসিদ্ধ উদারতা গুণে ব্রিটিশ অধিকারে তাহার কিছুই নাই বটে কিন্তু শাসনকর্ত্তার ঘন ঘন পরিবর্ত্তনে দেশের মঙ্গল হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কেন্দ্রস্থানীয়। যেমন রোমীয় সেনেট সভা নূতন নূতন নিয়োজিত শাসনকর্ত্তাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষের সংশোধন করিতেন, ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভাও সেইরূপ ভারতবর্ষীয় অনভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তাদিগের দোষ সংশোধন করিয়া লন। বাস্তবিক সে ঘটনা নয়। গবর্ণর জেনারল সকল সময়ে কৌন্সিলের মত লইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। তিনি নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। যিনি গবর্ণর জেনারল হন, তিনি প্রায়ই ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন না। ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থাসভায় তাঁহার তর্ক প্রণালীর গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা হয় না। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক সময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগের প্রকৃত অনিষ্ট করিয়া বসেন। যিনি সর্ব্বোপরি কর্ত্তা, তিনি নিজেই যখন অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ নন, তখন তিনি যে আপনার অধীন শাসনকর্ত্তাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষের সংশোধনে সমর্থ হইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। আবার দেখা যায় যে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে শাসনকার্য্য যখন ইংলণ্ডের তখন ভারতবর্ষের হয়। যখন উদারমতাবলম্বী মন্ত্রি ইংলণ্ডের কর্ত্তা হন, তখন তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পান না। তাঁহারা যাঁহাকে গবর্ণর জেনারল করিয়া পাঠান, তাঁহারা তাঁহার উপরে ভার দিয়াই প্রায় নিশ্চিন্ত হন। তিনি যদি যোগ্য লোক হন, তবেই ভারতবর্ষের কথঞ্চিৎ মঙ্গল হয়। অনেক সময়ে ক্ষমতা ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের উপরে বর্ত্তে। এই কৌন্সিল ভারতবাসী অধিকাংশ ইংরাজের আশ্রয়স্থল। তাঁহারা এই সুযোগের সময়ে আপনাদের মহিমা করিয়া লইবার চেষ্টা করেন। এমন কি উহারা লর্ড নর্থব্রুকের ন্যায় মহোদয়দিগেরও ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা বিফল করিয়াছেন।

আবার যখন উদার মতাবলম্বীর বিপরীত মত কর্ত্তা হন, ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা [illegible] তাঁহাদের দেশের মাথা [illegible] ভারতবর্ষ তাঁহাদের এক মাত্র কার্য্য হয়। তাঁহারা ভারতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। কিন্তু ইহা বিবাহের মনোযোগ। ইহারা প্রায়ই এক

একজন সাক্ষী গোপাল ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের প্রতিবাদ গ্রাহ্যও করেন না। ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভায় বসিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থা প্রস্তুত হয়। বিংশতি কোটি লোকের তারস্বরে আর্ত্তনাদ অরণ্যে রোদন প্রায় হয়।

ফলতঃ ঘটিকা যন্ত্রস্থ লোহমান পদার্থের ন্যায় ভারতবর্ষীয় শাসন কার্য্যবহে ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার হস্ত নিহিত হইতেছে। এক মন্ত্রিসভার কর্তৃত্বে ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণের, অপর সভার কর্তৃত্বে ইংলণ্ডীয় ইংরাজগণের মহোৎসব। অভাগা ভারত সন্তানের পক্ষে ইংলণ্ডীয় শাসন শাঁখারির করাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর। উভয় পার্শ্বেই তীক্ষ্ণ ধার দন্তাবলী, যে দিকেই যাও মাংসাস্থি ছেদন নিশ্চয়। যাহাই হউক, অদ্যতা কতকগুলি ইংরাজের একটী গুণ দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। যে মন্ত্রিসভার উপরেই কার্য্য ভার ন্যস্ত হউক না কেন, তাঁহারা সকলেরই মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন। আজ দেখিলেন, ভারতবর্ষবাসীদিগের উপর কর্তৃপক্ষীয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনি তাঁহারা উহাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়া বিখ্যাতনামা হইলেন। কালি আবার অন্য মন্ত্রিসভার অন্য মত হইল, তাঁহারা অমনি সেই মতে চলিলেন। তাঁহারা যেন আধ্যাত্মিক শক্তি বলে কাহার হাতে কখন প্রভুশক্তি ন্যস্ত থাকিবে, তাহার আভাস প্রাপ্ত হন। আর সেই আভাসের অনুসরণ করেন। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের আর এক অমঙ্গল। ভারতবর্ষীয়েরা কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাশক্তির স্রোত বুঝিয়া লইতে পারেন না। সুতরাং ইঁহারা কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া তাহার অপনয়নে সমর্থ হন না।

কলিকাতা ছোট আদালতের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ব্যাঘ্রের মুখলাঙ্গুল তীক্ষ্ণ দন্তাবলী ও নখর আছে, তদ্দ্বারা কেবল যে তাহারা পশু বধ করিয়া তন্মাংস ও শোণিত দ্বারা কায়ক্লেশের পূরণ করে এরূপ নয়, ঐ দন্ত ও নখ তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ। যখন অপেক্ষাকৃত বলবান ব্যাঘ্র ও সিংহাদি আক্রমণ করিতে আইসে, তখন তাহারা ঐ অস্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন করে। শৃগাল সর্প শূকরাদিও তীক্ষ্ণ দশনাদি তাহাদের আত্মরক্ষার উপায়। ভীরু কাপুরুষ মানুষদিগেরও ঐরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ছলনা, চাতুরী, আইনের অসম্পূর্ণতাদি তাহাদের উপার্জ্জন ও আত্মরক্ষা উভয়েরই সাধন হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষেরা দিন দিন যে প্রকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতেছেন, তাহাতে ঐ অধমদিগের ঐ উভয় পথই ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এখন মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি দ্বারা উপার্জ্জন চেষ্টা বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অধমেরা একেবারে ব্যবসায় ত্যাগ করে নাই বটে, কিন্তু সশঙ্ক হইয়া বিচরণ করিতেছে। অধমেরা এমনি চতুর ও প্রতারণাপটু যে তাহারা একটু ছিদ্র পাইলেই তদ্দ্বারা আপনাদের স্বার্থসাধন করিয়া লইবার চেষ্টা পায়। অতি সূক্ষ্ম বিলুপ্ত তাহাদের চক্ষে এড়াইতে পারে না। কোথায় কি আপনাদের প্রতারণার পথ আছে, তাহারা সর্ব্বদা সে অনুসন্ধান করিতেছে। কোথায় কি আইনের দোষ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে, কোথায় কাহার কি বন্দোবস্তের ছিদ্র আছে, তাহারা সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় যেন সে সমুদায় দেখিতে পাইতেছে। কলিকাতার সীমা ও ক্ষমতা নির্ণায়ক আইনের যে একটু অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটী আছে, অধমেরা তাহার উদ্ভাবন করিয়া সেই পথে বণিকদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে।

এক ব্যক্তি কলিকাতার এক বণিক হাউস হইতে কতকগুলি দ্রব্য লয়। তখন সে কলিকাতায় বাস করিত। এখন সে বণিককে ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে মফস্বলে গিয়া বাস করিয়াছে। যে দ্রব্য লয়, তাহার মূল্য ৫০০ টাকার ন্যূন। যাহার পাওনা, সেই মহাজন দেনদারের নামে কলিকাতা ছোট আদালতে নালিশ করিয়াছিল। জজ বলিয়াছেন ৫০০ টাকার ন্যূন মকদ্দমায় মফস্বলবাসী আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন, কলিকাতার ছোট আদালতের এরূপ ক্ষমতা নাই। আইনেও এ ক্ষমতা দেয় নাই। এই কথা কহিয়া জজ দুঃখ প্রকাশ ও বাদির নালিশ অগ্রাহ্য করেন।

টেড্‌স এসোসিএসন সভার সেক্রেটারি এই বিষয়টী উদাহরণ স্থলে প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা ছোট আদালতের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রার্থনায় বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আবার ঐ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, শীঘ্র এ বিষয়ে আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইবে।

বৃশ্চিক হিতোপদেশকর্ত্তার হিরণ্যক মূষিকের ন্যায় শত দ্বার করিয়া বাস করে। তখন কোন মুখ দিয়া বহির্গত হয়, আর কোন মুখ দিয়া প্রবিষ্ট হয়, তাহার নির্ণয় করা কঠিন: অতএব তাহাদের গর্ত্তের দ্বারগুলি একবারে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। যদি গর্ত্তগুলি একান্ত রুদ্ধ করিতে না পারা যায়, অন্ততঃ গর্ত্তের মুখে মুখে কেতকদণ্ড ও রাজদ্বারের ন্যায় আইনরূপ কণ্টক নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আর তাহারা তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক দ্বারা মুখ বিদারণের ভয়ে গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অনেক ধূর্ত্ত মেনদার দিন কত কাল মহাজনদিগকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে ফরাসডাঙ্গায় গিয়া বাস করে। সে পথটী বন্ধ হইয়াছে, এখন কলিকাতা ছোট আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াও এ পথটী বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক।

কাবুলে এখন কে রাজা হইবেন?

ব্রিটিশসিংহ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া বেগে যখন কাবুল আক্রমণ করিতে যান, তাহার বীরত্ব হরণে উদ্যত হন, তখন এই সোমপ্রকাশ প্রাণপণে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। প্রাণপণ শব্দটী সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সোমপ্রকাশ দেহ ত্যাগ করিয়াছে, তথাপি প্রতিবাদে বিরত হয় নাই। কিন্তু আক্রমণ প্রবৃত্ত সিংহের ক্রম নিবারণ সাধ্যায়ত্ত নয়, কাবুলের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। এখন তথায় কে রাজা হইবেন, এই প্রসঙ্গ উপস্থিত। সম্প্রতি তথায় যে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে, দরবার স্থলে দরবারের প্রধান নায়ক ষ্টিফিন সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কাবুলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা একজন রাজার অন্বেষণ করিতেছেন। সেই রাজা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগত হন, তবেই রাজা হইতে পারিবেন। সম্ভবতঃ দিগের ইচ্ছা যাকুব খাঁ রাজা হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা নয়। তাঁহারা যখন যাকুব খাঁ তাঁহাদের অমতে কাজ ও বিরোধী আচরণ করিয়াছেন। যিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনের কাজ করিবেন, তিনিই রাজা হইবেন।

রাজপ্রতিনিধির প্রতিনিধি দরবার স্থলে যখন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন কাবুলের যত স্বাধীনতা আছে ও উত্তর কালে যত স্বাধীনতা থাকিবে, তাহা পাঠকের অবিদিত থাকিতেছে না। তিনি অতঃপর রাজা হইবেন, তিনি যে কিরূপ রাজা হইবেন, তাহাও পাঠকের বুঝিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। তাঁহাকে স্বর্ণসিংহাসনস্থ একটী সুসজ্জিত পুত্তলিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজপুরুষেরা কল টিপিয়া তাঁহাকে যে দিকে নাচাইবেন তিনি সেই দিকেই নাচিবেন। কাবুলের সিংহাসনে এরূপ রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার স্বাধীনত

অবস্থায় তাহা কি বিড়ম্বনার বিষয় নয়? এরূপ অবস্থায় কাবুলে আমাদিগের রাজপুরুষগণের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

কাবুলের স্বাধীনতারত্ন যখন হৃত হইয়াছে, স্বাধীন দেশ বলিয়া কাবুলের যখন মান মর্য্যাদা লাভের সম্ভাবনা নাই, দেশ স্বাধীন থাকিলে যে যে গুণ থাকে, সে গুণ থাকিবারও যখন আর সম্ভাবনা নাই, তখন আর এই বিড়ম্বনা কেন? আমাদিগের বিবেচনায় পরস্পরা সম্বন্ধে না করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুলের রাজশক্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাবুলের সিংহাসনে উল্লিখিত বিড়ম্বনাময় রাজাকে অধিষ্ঠিত করিলে কি কাবুলের, কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের, কি ভারতবর্ষের কাহারই মঙ্গল হইবে না। কাবুলের এখন বিষম বিশৃঙ্খল অবস্থা, তথাকার সরদারেরা অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতি ও অশিক্ষিত। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত নয়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। একটু সুযোগ পাইলেই পরস্পরের অনিষ্টসাধনে বিমুখ হয় না। রাজ্যের শাসনরজ্জু গ্রহণে সমর্থ এমন যোগ্য ও দক্ষ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট যাহাকে রাজা করুন, আপনাদিগের পক্ষের আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। সৈন্য সামন্ত তথায় রাখিত হইবে। সেই সৈন্যের ব্যয় নিত্য যোগাইতে হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নিজেই যে কেবল ব্যতিব্যস্ত হইবেন এরূপ নয়, ভারতবাসীদিগকেও ব্যতিব্যস্ত করিবেন। ভারতভূমিকে তাঁহারা কপিলা গাভীর ন্যায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদিগের সাধ্য এই, তাঁহারা যখন মনে করিবেন, তখনি ইহাকে দোহন করিয়া লইতে পারিবেন। ভারতভূমি হৃষ্টপুষ্ট কামধেনু হউক, আর জীর্ণ শীর্ণ গাভি হউক, এস্থলে তাহার বিচারের প্রয়োজন হইতেছে না; যাহার সম্পত্তি আছে, সে ব্যক্তিরও যদি অপরের নিমিত্ত নিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না। ভারতবর্ষ কাবুলের নিমিত্ত চির দিন যে ক্ষতি সহ্য করিবে, ইহা কি সম্ভাবিত?

দ্বিতীয় কথা এই, কাবুলে যদি ধামাধরা রাজা করা হয়, কাবুলের তাহাতে মঙ্গল নাই। তাহা হইতে কাবুলের কোন প্রকার উন্নতি হইবে না। না দেশের লেখা পড়া শিক্ষা, না ধর্ম্মনীতিদীক্ষা, না আয় ব্যয়ের সঙ্গত অবস্থা, না পুলিসের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, না বিচার প্রণালী ইহার কিছুই হইবে না। প্রত্যুত সুরাজা-রহিত রাজ্যের যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিবে। তাহাতে লোকের ক্রমে অবনতি হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদি কাবুলের রাজভার গ্রহণ করেন, আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম, তাহার নিবারণ হইয়া নানাপ্রকার শুভ ফলই ফলিতে থাকিবে। পুলিসের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, সুবিচার বিতরণ, দেশের লোকের লেখা পড়া শিক্ষার উপায় বিধান প্রভৃতি নানাপ্রকার সুফলের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। দেশের লোকেরা স্বাধীনতা বিনিময় করিয়া যদি এইগুলি লাভ করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহাদিগের অন্তর কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবে। কিন্তু এদিকে স্বাধীনতা গেল ওদিকেও অত্যাচারস্রোত বহিতে লাগিল, যদি এরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে কাবুল যে কেবল শ্রীহীন হইবে এরূপ নয়, কাবুলবাসিরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে নিত্য অভিশাপ দিতে থাকিবে।

তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার মলহর রাওকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে একজন বালককে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তথায় এক গুপ্ত ঘটনা নিবন্ধন বালকের অভিষেক জন্য অনিষ্ট ফল দেখিতে হইল না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজনীতিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত সর, টি, মাধব রাওকে ঐ রাজ্যের কর্ণধারতা পদে নিয়োজিত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট কাবুলে কি সার টি, মাধব রাওয়ের সদৃশ উপযুক্ত মন্ত্রী পাইবেন? কাবুলে আজিও সেরূপ যোগ্য লোক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টকেই মন্ত্রীর কার্য্য করিতে হইবে।

চতুর্থ, আবদুল রহমান মাংসাশী গৃধ্রের ন্যায় দূর হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাবুল দর্শন করিতেছেন। তিনি সুযোগ পাইলে উপদ্রব ঘটাইবার চেষ্টার কখনই বিমুখ হইবেন না। দেশীয় কোন ব্যক্তিকে রাজা করিলে আবদুল রহমানের উৎসাহ হইবার কথা নয়, প্রত্যুত তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তিনি যদি ব্রিটিশ সিংহকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় দর্শন করেন, অগ্রসর হইতে তাঁহার সাহস জন্মিবে না।

পঞ্চম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাবুলের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বল্পকাল মধ্যে তথা হইতেই কাবুলের ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাঁহারা আয় সংস্থানের নানা উপায় জানেন। রাজ্য সুশৃঙ্খল হইলে সে উপায় সহজে উদ্ভাবিত ও সম্পাদিত হইয়া আসিবে। তাহা হইলে আর পীড়িতের পীড়া অথবা দুর্ব্বহ ভারবাহী ভারতকে নূতন ভারে ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। ভারতবাসিরাও রাজপুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কাবুলও সুখী হইবে। তবে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বিনা পক্ষপাতে রাজপুরুষদিগকে এই কাজটী করিতে হইবে, ইউরোপীয়ের হউক, আর দেশবাসীর হউক, কাবুল মধ্যে কাহার কোন প্রকার অত্যাচার না থাকে। সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিবারিত হইলেই কাবুলবাসীরা আপনা হইতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং আপনাদের স্বাধীনতালোপ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

আমরা যে যে যুক্তিতে উপরি উক্ত মত প্রকাশ করিলাম, যাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে সেই সেই যুক্তি ধরিয়া উল্লিখিত বিষয়ের বিবেচনা করিবেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে কাবুলের রাজশক্তি গ্রহণের মত প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন দোষ থাকুক, সাধারণে প্রজাগণের সুখ সম্বর্দ্ধন ও তাহাদের উন্নতি-বিধানের যে ইচ্ছা আছে, তাহা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কাবুল তাঁহাদের হস্তগত থাকিলে এক্ষণকার অপেক্ষা ইহা যে বহুগুণে সুখী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন স্থির হইতেছে, উহাদিগের স্বাধীনতা লাভের আর আশা নাই, তখন এই ব্যবস্থাই শ্রেয়স্কারিণী। তবে যাঁহারা মনে করিতেছেন, উহার মতাবলম্বী দলের প্রভুত্ব জন্মিলে কাবুলের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাঁহাদিগের ভ্রম। ব্রিটিশ রাজনীতির গতি এরূপ নয়। পূর্ব্বাধিকারীরা যে কাজ করিয়া যান, পরাধিকারীরা তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। ভারতবর্ষে ব্রিটিশজাতির প্রায় সপাদ শতবৎসর রাজত্ব হইতে চলিল, ইহার মধ্যে যত কাজ হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনটীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে? ব্রিটিশ রাজনীতি আমাদিগের দ্বারভাগরাজবংশীয়দিগের বাহনের নীতির তুল্য। দ্বারভাগরাজ বলেন, পিতা পুত্রপৌত্রাদি-সত্ত্বে তাহাকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিবেন না, কিন্তু যদি দান করিয়া ফেলেন তাহা সিদ্ধ হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরও মত নয় যে তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারীরা কোন প্রকার অন্যায় বা অসঙ্গত কর্ম্ম করেন, কিন্তু যদি করিয়া ফেলেন, তাহার আর পরিবর্ত্ত হইবে না।

বাবু লালমোহন ঘোষের পার্লামেণ্টের সভ্যপদ লাভের আশংসা।

"খোস খবরের খড়ার কাল।" বাবু লাল মোহন ঘোষ পার্লামেণ্ট সভার সভ্য হইবেন যে একটী জনরব উঠিয়াছে, তাহা সত্য এই হউক, আমাদিগের হৃদয় কিন্তু আনন্দিত হ

পার্লিমেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় সভ্য নিযোজিত হন, সোমপ্রকাশের এ অনেক দিনের প্রস্তাব, এ অনেক দিনের বাঞ্ছা। বাবু লালমোহন ঘোষ হইতে বুঝি সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই আশাবীজ অঙ্কুরিত হয়। সোমপ্রকাশের যুক্তি এই, ভারতবর্ষীয়েরা যাবৎ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য হইতে না পারিবেন, তাবৎ ব্রিটিশ জাতি হইতে ভারতের প্রকৃত হিত লাভের সম্ভাবনা নাই। পার্লিমেণ্টসভা ব্রিটিশ জাতির সমষ্টিস্বরূপ। যাঁহারা ব্রিটিশ জাতির অলঙ্কার ও গৌরবস্থল, তাঁহারা পার্লিমেণ্ট সভা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। তাঁহারা ভারতের দুঃখ, ভারতের অভাব স্বচক্ষে কই প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন না। সুতরাং দুঃখ জানিতে না পারিলে দয়া উপজে না। দয়া না হইলেও দুঃখ প্রতিকারের ইচ্ছা জন্মে না। সভায় আমাদিগের দুঃখ জানাইবার লোক নাই, সুতরাং সভায় আমাদিগের দুঃখ দূর করিবার অন্তরিক চেষ্টা হয় না। কিন্তু সভায় যদি ভারতবর্ষীয় সভ্য নিযোজিত হন, তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের দুঃখ সভ্যগণের গোচর করেন, আমাদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হয় সন্দেহ নাই।

অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য হইবার স্বত্ব কি? দাবী কি? ভারতবর্ষীয়েরা গ্রেট ব্রিটেনের অন্ন গ্রহণ করেন নাই। ইহাঁরা গ্রেট ব্রিটেনের আচার ব্যবহার অনুসারে চলেন না। গ্রেট ব্রিটেনের ধর্ম্ম ইহাঁদের ধর্ম্ম নয়। তবে কি শুণে ও কি যুক্তিতে এদেসভার সভা হইবেন?

আমরা যুক্তি বুঝি না, ও স্বত্বাস্বত্ব বুঝি না। আমরা এই বুঝি, আমরা ব্রিটিশ প্রজা, পার্লিয়ামেণ্ট সভা আমাদের রাজা, রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার যে অংশে যে কিছু কষ্ট আছে, সমুদায় দূর করেন। সভা আমাদের সমুদায় দুঃখ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাহা দূর করিতেও পারেন না। কিন্তু আমাদিগের দেশের লোক সভা হইলে সভা আমাদের দেশের দুঃখ ও অভাব বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন, তাহার মোচন ও করিবেন। অতএব আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য হইবার দাবী আছে। কেবল বাবু লালমোহন ঘোষ সভ্য হইলেই আমরা তৃপ্তি লাভ করিতেছি না। যতগুলি ভারতবর্ষীয় সভ্য হইলে সভা আমাদিগের নিবেদনীয় বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারেন, ততগুলি সভ্য করা উচিত। আইন বল, নিয়ম বল, এ সমুদায়েরই মূল যুক্তিই আইন ও নিয়মের সৃষ্টির কারণ। আইনও নিয়মের রক্ষার কারণ। যুক্তিই ও নিয়মের পরিবর্ত্তের কারণ। যুক্তিই আইন ও নিয়মের লোপের কারণ, সেই যুক্তিই আমাদিগের পক্ষে আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন আইন ও কোন নিয়মই অপরিবর্ত্তনীয় নয়। তাঁহারা প্রয়োজন অনুসারে সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকেন। প্রয়োজন অনুসারে নূতন নিয়মেরও সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যখন আমাদের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য হইবার প্রয়োজন বুঝিতেছেন, তখন নূতন নিয়ম না করিবেন কেন? আমাদিগের যে কিছু শুভাশুভ সমুদায়ই তাঁহাদিগের কৃপাসাধ্য। তাঁহারা যখন আমাদিগের উপর কৃপা করিয়া আমাদিগকে সিবিল সর্ব্বিস্ট করিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে হাইকোর্টের জজ করিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগের জেলার জজ হইবার পথ মুক্ত করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদিগের প্রতি যে কৃপা করিবেন না, তাহা ত বোধ হয় না। তবে আমাদিগের চেষ্টা নাই, উদ্যোগ নাই, তাহাতেই তাঁহারা কৃপা করেন না। যেমন ইক্ষু তেমনি থাকিলে রস মিষ্ট হয় না, ভাঙ্গা মর্দ্দন করিতে হয়। অতএব যাঁহারা আমাদিগের দেশের শীর্ষ স্থানে আছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, একবাক্য হইয়া সকলে এ বিষয়ে যত্নবান হন এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এ বিষয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার গোচর করেন।

বিবিধ সংবাদ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে। ১৯ এ এপ্রেল জেনারল ইয়াটের সৈন্যগণ মুসাকি হইতে যাত্রা কালে দেখিল, আন্দারাবের তেরাকির ও পলিমান খেল জাতীয় ১৫০০০ অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য একত্রিত হইয়াছে। জেনারল ইয়াট উহাদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে গিডিমির ২৩ মাইল দক্ষিণে ঐ সকল সৈন্যের মধ্য হইতে ১০০০ ঘোড়ার আসিয়া ইংরাজ সৈন্যগণকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে এক ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বিপক্ষেরা পরাস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদিগের ৬৫ হাজার লোক হত ও আহত হইয়াছে। ইংরাজ পক্ষে ১৭ জন মাত্র হত ও ১১৫ জন আহত হইয়াছে।

রুশিয়াবাসী ইউদোরাই তত্রত্য নিহিলিষ্ট চক্রান্তের মূল। রুশ কর্ত্তৃপক্ষেরা এতদিন তাহা জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এ রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে। চক্রান্তকারীদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়া হইতেছে। এই সঙ্গে অনেক নিরীহ ব্যক্তিরও প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। চক্রান্তকারীরা এক্ষণে পরাগত হইয়াও পরিত্রাণ পাইতেছে না।

লাহোরে গত শনিবারে ও তাহার পূর্ব্ব বুধবারে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। শনিবারে বেলা ৫ টা ২৫ মিনিটে আরম্ভ হইয়া চারি সেকণ্ড মাত্র ছিল উহার পূর্ব্ব বুধবারে রাত্রি ৮ টা ১৫ মিনিটে আরম্ভ হইয়াছিল।

কাশ্মীর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ধরদী নামক অসভ্য জাতীয় ৩০০ শত লোক একত্র হইয়া ধরবাই আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। উহাদিগের ১২ জন হত ও ১৪ জন আহত হইয়াছে।

আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও কার্য্য বজায় রাখিয়া আফগানিস্থানে যে সকল কর্ম্মচারী টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষেরা ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্যে একবার তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে আবার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে টেলিগ্রাফের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরাই ভাতা পাইবে, কিন্তু ডাক বিভাগের লোকে পাইবেন না।

শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ক্রস্ট সাহেব এই খানি সারকিউলার প্রচার করিয়া সমুদায় জেলার ও স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদিগকে জানাইয়াছেন যে এখন হইতে তাঁহাদিগের স্কুল অথবা কালেজ লাইব্রেরীর জন্য যে সকল ইংরাজী পুস্তক আবশ্যক হইবে, তাহা ব্রাইন কোম্পানির নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে। ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট উহার জন্য আর আবেদন করিতে হইবে না।

প্রোফেসর মার্স নামে আমেরিকাবাসী এক পণ্ডিত এক অদ্ভুত জন্তু দর্শনের কথা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, উহার উচ্চতা ৮ ফিট লম্বা ও ২৫ ইঞ্চি মোটা। অন্যান্য অবয়বও এইরূপ। লম্বাও উহা ১১৫ ফুটের কম নহে। তত্রত্য ইয়েলো কালেজ মিউজিয়মে যে কৃমীরের মৃতদেহটী আছে, উহা জীবিতাবস্থায় ১০০ ফিট লম্বা ছিল।

গত ১৪ ই বাণিকট নামক স্থানে বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনে অনেকগুলি বাড়ীর দেয়াল ফাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু আর কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

বঙ্গদেশের ন্যায় অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হাঁসপাতাল সমূহের ব্যয় সংক্ষেপ করা হইতেছে গতবর্ষে এই সকল হাঁসপাতালের প্রতি রোগীর জন্য প্রত্যহ পাঁচ আনা আট পাই খরচ পড়িত, এবৎসর সংক্ষেপ করিয়া পাঁচ আনা তিন পাই করা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত [illegible]গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে:—

১। পশুবলি চরিত। ২। কোরানের জীবন চরিতের। ৩। আর্য্য সঙ্গীত। ৪। আর্য্যধর্ম্ম বিবেক। ৫। [illegible] মাসিক পত্রিকা) ৬। [illegible] কাব্য) ৭। পঞ্চানন্দ (হাস্য রস-প্রধান সাপ্তাহিক পত্র) ৮। কমলতা (মাসিক পত্রিকা) ৯। সহজ পরিমিতি।

১৮৭৮-৭৯ অব্দে হিংস্র জন্তুর হস্তে মাদ্রাজের ৪৩৯ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঐ দুই বৎসরে পীড়ারীর হস্তে ১৭৯ ব্যাঘ্র ৬১৮ চিতা ব্যাঘ্র ১১৯ ভল্লুক ১৩ নেকড়িয়া ১৮ গোবাঘ হত হয়। গবর্ণমেণ্টকে এই সকল শীকারির পুরস্কার ১৭১৬০ টাকা দিতে হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম-ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয়ের যায় সংক্ষেপ চেষ্টা করিয়াছে, ষ্টেট সেক্রেটারি বোম্বাইয়ের গবর্ণরের বেতন বার্ষিক ৮ হাজার টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। এখন হইতে যিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে বার্ষিক ১২০০০০ টাকা বেতন লইতে হইবে। পূর্ব্ববৎ ১২৮০০০০ টাকা পাইবেন না। ঐরূপ মাদ্রাজ সরকার সভ্যগণেরও বার্ষিক ৮ হাজার টাকা বেতন কমিয়া গিয়াছে। এখন হইতে সভ্যদিগের বার্ষিক ৬১ হাজার টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ক্রমে হাইকোর্টের জজদিগেরও বেতনের হ্রাস হইবে, কিন্তু কত হ্রাস হইবে তাহার কিছুই স্থির হয় নাই। অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে জবাব দিয়া অথবা তাহাদিগের বেতন কমাইয়া সংক্ষেপ করা অপেক্ষা এইরূপ মোটা বেতন [illegible] মোটা টাকা কমাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই ভাল হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারির দৃষ্টি কি আর কোন দিকে পড়িবে না?

ইংলিসম্যানের কারুণ্য সংবাদদাতা বলেন [illegible] গ্রিফিন কোহিস্থানে সর্দ্দার ও মালিক [illegible] লইয়া একটী দরবার করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের উপর অত্যন্ত [illegible] হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে জানানই এই [illegible] মুখ্য উদ্দেশ্য।

[illegible] হইতে ২৩এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে [illegible] গত কল্য উইণ্ডসর হইতে লণ্ডনে [illegible] করিয়া আসিয়া গ্রানভিল ও গ্রাডষ্টোনের [illegible] সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী গ্রাডষ্টোনকে [illegible] হয় নাই ডাকিয়া লইয়া যাইবেন। ডেলি [illegible] বলিতেছেন, লর্ড ডফরিনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করাই ক্রমে স্থির হইতেছে।

গত বুধবার বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে একখানি চাউলের কীর্ত্তি ইথুনিয়া নামক আহাজের থাকা লাগিয়া গার্ডেন রিচে জলমগ্ন হইয়াছে। চাউল ডুবিয়া গিয়াছে কিন্তু জাহাজ হয় নাই।

১৭ ই এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতার সর্ব্বশুদ্ধ ১৮২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

চীনেরা যে ইন্দুর ভক্ষণ করে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু উহারা যে দুগ্ধ পান করে না, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। তাহাদিগের যুক্তি এই, খাদ্যের নিমিত্ত পশুদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কিছু লওয়া মানুষের উচিত নহে। বিশেষতঃ গাভী হইতে কিছুই লইতে নাই। উহারা মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। যাহার নিকট হইতে মানুষ সর্ব্বপ্রকারে উপকার পায়, সেই গাভীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক দুগ্ধ দোহন করিয়া লওয়া বড়ই অকর্ত্তব্য। যে সকল লোক ইহা না বুঝে, তাহারা পশু অপেক্ষাও নির্ব্বোধ। যাহারা দুগ্ধ বিক্রী করে, তাহারা ধনলুব্ধ, যাহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খায়, তাহারা নির্ব্বোধ। স্তনদুগ্ধের অভাবে বালকের যেমন দেহ পুষ্ট হয় না, তেমনি গাভীর দুগ্ধ না পাইলে বৎসও সবলদেহ হইতে পারে না। এই সকল জানিয়া শুনিয়া যাহারা গাভিদুগ্ধ দোহন করিয়া বিক্রয় করে ও যাহারা তাহা ক্রয় করে, তাহারা মহাপাপে লিপ্ত হয়। যদিও গরুতে কিছু বলিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহারা এ জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয় এবং যাহারা খায়, তাহারা ক্রমে পশুপক্ষির ন্যায় হইতে থাকে। দেহ পুষ্ট করিবার জগতে অসংখ্য দ্রব্য আছে। এ সকল সত্ত্বেও যাহারা দুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা মূঢ় জগতে আর কেহই নাই। উহারা বলে মানুষের জীবনের একটী সীমা আছে, তবে যাহারা দুগ্ধ পান করে, তাহারা কি সবল হইয়া অমর হয়? যখন তাহা হয় না জানা আছে তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদয় ব্যবহার করা মনুষ্যের উচিত। সকলেরই এই সৎপরামর্শ অনুসারে দুগ্ধ পানে বিরত হওয়া আবশ্যক। যে পরিবার দুগ্ধ পান হইতে নিবৃত্ত হইবে, সেই পরিবার জীবন সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে। আর যাহারা দুগ্ধপানের বিষময় ফল না জানে, তিনি তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন, এ জগতে তাঁহারই উন্নতি হইবে।

আমেরিকার অন্তঃপাতী নরকোপিং নামক স্থানের একটী নদীতে বৃহৎ জাহাজের গমনাগমনের সুবিধার্থ তাহার তলা খনন করিয়া গভীর করিবার প্রয়োজন হয়। ঐ তলা খনন করিতে করিতে উহার সাত ফুটের নিম্নে ৮ টী ওক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সমুদায় ছাল পচিয়া গিয়াছে। যখন ঐ গাছ তোলা হইল দেখা গেল উহা আবলুস কাষ্ঠের ন্যায় কাল হইয়া গিয়াছে এবং অতিশয় শক্ত হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে ঐ গাছগুলি প্রায় ২০০ শত বৎসর কাল ঐ অবস্থায় পতিত ছিল।

এই গ্রীষ্মের সময়ে বঙ্গদেশ প্রায়ই সুস্থ থাকে কিন্তু এবার আমরা আমাদের বাস গ্রামের সন্নিকটস্থ গ্রাম গুলিতে জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসূচিকাদি রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি। আমাদিগের সম্বাদ দাতারাও বিসূচিকাদির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিয়াছেন। এবার এই প্রকার ঘটনার কারণ এই বোধ হয় গত বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতেই সরোবরাদি জলে পরিপূর্ণ হয় নাই। অনেক স্থলেই বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্লভ হইয়াছে। অনুমান হয় পঙ্কিল জল পানই এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবের কারণ। যেখানে মিউনিসিপালটী নাই, সেখানে যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল দুর্লভ হয়, তাহা আমাদিগের তত বিস্ময়ের কারণ হয় না। কিন্তু যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে, সেখানে এ ঘটনা অতিশয় দুঃখ ও বিস্ময়ের কারণ। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য রাস্তারিরকার্য্য বন্ধ করিয়াও উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান করিয়া দেন। অধীনস্থ গ্রাম নগরাদির স্বাস্থ্যবিধায়ক মিউনিসিপালিটীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গবর্ণমেণ্ট বিনা পরীক্ষায় দেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বীস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতহিতৈষী ইংরাজ ও ইউরেসিয়েরা ও তৎফলভাগী হইবে। এটী গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যেই এই প্রকার ঔদার্য্য দর্শন করিতে ভাল বাসি।

এবার চীনের সংহিত রণের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। উভয় পক্ষেই যুদ্ধ আয়োজন হইতেছে। চীনেরা বড় বড় কামান ও রণতরি সংগ্রহ করিয়া ঝিরালিনে একত্র করিতেছে।

মনিয়র উইলিয়মসের হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত ও খ্রিষ্ট ডেবিসের বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকদ্বয় এন, এ, পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। উহার মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের সম্প্রদায় পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য নয়।

গ্লাসগো নিবাসী ম্যাকটীয়র নামে এক ব্যক্তি সামান্য প্রস্তর হইতে উজ্জ্বল হীরক প্রস্তুত করিয়াছেন। উহার জ্যোতি প্রকৃত হীরার অপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃত হীরার সহিত প্রভেদ করাও কঠিন।

ফ্যারার নামে একজন ফরাসি এক আশ্চর্য্য কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ

কল মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট কথা কহিতে পারিবে। ইহাতে ১৪ টী চাবি আছে ও মনুষ্যের খাসনালীর ন্যায় নালী, ওষ্ঠ, আলজিহ্বা ও নাসিকা প্রভৃতি সমস্তই আছে। এই কল দ্বারা কথা বলাইতে হইলে ঐ চাবি এরূপে টিপিতে হইবে যে তাহা দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃত ক্রিয়া হইতে থাকিবে। এবং কথাগুলিও অতি স্পষ্টরূপে বহির্গত হইবে।

কল চালাইবার কার্য্যে দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করিবার সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত রেজলিউসন করিয়াছেন:—

কল চালকের পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত করা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মাত্রেরই উচিত। কেবল ব্যয়-সংক্ষেপ নয়, ইউরোপীয় কলচালকদিগের প্রাণ-রক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সর্ব্বদা অগ্নির নিকটে থাকাতে ইউরোপীয়েরা শীঘ্র রুগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। দেশীয় লোক কল-চালক হইলে সে শঙ্কা অল্প হইবে। লোক এই সময়ে সর্দ্দিগরমিতে প্রাণত্যাগ করে। দেশীয় লোককে কল চালকের কার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়া-ছেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অন্য অন্য রেলওয়ে কোম্পানিও যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত করেন, তজ্জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। সুবুদ্ধি বালকগণ যদি লোকোমটীবে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে এক অথবা দুই বৎ-সর পর্য্যন্ত কারখানার কার্য্য ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে। তৎপরে কোন কল চালকের অধীনে বহু দিবস বিনা বেতনে ফায়ারম্যানের কাজে থাকিয়া উত্তমরূপ শিখিলে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বেতনে কল চালকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। ইংরাজী শিক্ষিত বালক ইংরাজীর অনভিজ্ঞ বালক অপেক্ষা অধিক বেতন প্রাপ্ত হইবে। গবর্ণ-মেণ্ট এ সম্বন্ধে গারাণ্টিড রেলওয়ে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও ষ্টেট রেলওয়ের ম্যানেজারদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবং যাহাতে তাঁহাদিগের অধীনস্থ রেলওয়ে সমূহে দেশীয় ভ্রাইবর নিযুক্ত হয় সে জন্য বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়া-ছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে উক্তরূপ প্রথা প্রথম অবলম্বন করিতে হইলে বড় কষ্ট হইবে বটে কিন্তু ইহারা যখন শিক্ষিত হইবে তখন সকল দিকেই বিশেষ সুবিধা হইবে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই আদেশ মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন।

অধুনা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ এক প্রকার লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা আর্য্যগণের কৃতি ও কীর্ত্তি। আমরা তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজী সাহিত্যের মোহিনী শক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমাদিগকে সেই পবিত্র সারগর্ভ লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধার বিষয়ে একান্ত নিশ্চিন্তবৎ দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহার উদ্ধার কামনা করিয়াছেন। যে সকল পুস্তক এক্ষণে আর আমাদিগের দেশে পাওয়া যায় না, ইউরোপে তাহা পাওয়া যাইতেছে। আমা-দিগের আবশ্যক হইলে ইউরোপবাসী পণ্ডিতগণ আমাদিগের ঐ অভাব মোচন করেন। জগতের সকল জাতিই আপন আপন ধর্ম্ম বিজ্ঞান সাহিত্যাদি শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষণে তৎপর। তাঁহারা আপনাদিগের পৈতৃক ধন যত্নে রাখিয়া অন্য জাতির সাহিত্যাদি ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্ন সকল বাছিয়া লইতে চেষ্টা পান, কিন্তু আমরা সেই আর্য্যদিগের এমনি অকৃতী সন্তান যে আমরা আমাদিগের অমূল্য পৈতৃক সম্পত্তি সংস্কৃত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় গ্রন্থের রসাস্বাদে এমনি মত্ত হইয়াছি যে তাহাতেই আমাদিগের সংস্কৃতশাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। অতিরিক্ত মধুর রসাস্বাদে আমাদিগের মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই কেহ তাহার উদ্ধারের কথা একবার মনেও করে না। জ্ঞানের প্রশস্ত পরিচায়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের পুনরুদ্ধারে যে আমাদিগের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা আমরা বুঝি না। সুতরাং আমরা তাহার উদ্ধার চেষ্টাও করি না। একখানি সূচনা পত্র দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাবু তারিণীপ্রসাদ নিয়োগী সেই লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সকলের পুনরুদ্ধার চেষ্টা পাইতেছেন। আপাততঃ তিনি দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রতিমাসে ডিমাই ৪ পেজি ১০ ফরমা করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিবেন। এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্রমে তিনি শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, সামুদ্রিক ও যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সমূহ প্রচার করিতে থাকিবেন। ৫০০ শত গ্রাহক হইলেই তিনি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আপাততঃ অন্যূন ২০০ শত মাত্র গ্রাহক হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ৩৷৵০। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা ২ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখি-বেন। ভরসা করি দেশীয় ধনী ও বদান্য মহোদয়-গণ তারিণী বাবুর এই কার্য্যে সাহায্য দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম অযোধ্যার কমি-শনর হ্যারিংটন সাহেব বারাণসীস্থ ইহার নামক পত্রের প্রকাশকের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া অপরাধে হারবেলির সহকারী [illegible] নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। প্রতিবাদিগণের আবেদন ক্রমে লক্ষ্ণৌয়ের সিটি মাজিষ্ট্রেটের উপর ইহার বিচারের ভার হইয়াছে। প্রকাশক জামিন খালাস পাইয়াছেন। উকীল জ্যাক্সন সাহে[illegible] পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বেরিলির সংবা[illegible] পত্রই এই অনর্থের মূল।

শ্রীহট্টে ভয়ানক ঝড় ও বন্যা হইয়া গিয়াছে।

আগামী বৎসর হইতে সিলক্রাইট পরীক্ষা জানু-য়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবারে গৃহীত হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত কর্ডোবা প্রদেশস্থ অবজা-রবেটরীর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ডাক্তার গাউলড বলেন যে সম্প্রতি তিনি সূর্য্যের অতি নিক-টেই একটী বৃহৎ ধূমকেতু দেখিয়াছেন। উহা ক্রমে উত্তর দিকে গিয়াছে।

সিসিলিতে এক প্রকার কালী প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। সুইস মুলার ইহার আবিষ্কারকর্ত্তা। এই কালী চারি প্রকার। কাল, লাল, সবুজ ও শ্বেত। কাঁচ, চীনার বাসন, হাড়ের দ্রব্যে, প্রস্তর ও ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যে পেন কলম দ্বারা লিখিয়া [illegible] লইলে কোন ক্রমেই উঠান যায় না।

কলিকাতা মেজেটে এবার বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটীর কতগুলি অবান্তর নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। সে নিয়মগুলি অতি সুন্দর। মিউনিসিপাল [illegible] এরূপ অবান্তর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার [illegible] সকল মিউনিসিপালিটীকেই দেওয়া আছে। [illegible] দুই একটী জিল্লা অন্য কোন মিউনিসিপালিটী [illegible] ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন না। আমরা [illegible] করি, অন্যান্য মিউনিসিপালিটী সমূহও বর্দ্ধমান [illegible] মিউনিসিপালিটীর প্রদর্শিত পথের পথিক হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা [illegible] ভক্তি-প্রদায়িনী সভা অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের [illegible] আলরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা [illegible] তেছেন। সভা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীদিগের পরী[illegible] করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ১৯ এ [illegible] পরীক্ষা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে [illegible] গৃহীত হইবে। সভা সর্ব্বোপরি [illegible] ব্যক্তিকে একটী পদক পুরস্কার [illegible] পথের ১৫ ই বৈশাখের মধ্যে [illegible] আবশ্যক।

লিভারপুল ও সাউথ পোর্ট [illegible] ২৩ এ মার্চ্চেষ্টারে একটী বৃহৎ [illegible] ছিল। এই সভায় বিস্তর লোকের সমাগম [illegible] তূলজাত দ্রব্যের উপর হইতে আবকারী [illegible]

ভঙ্গ যাহাতে একবারে উঠিয়া যায় সাধারণের সেই চেষ্টাই এই সভা করিবার মূল কারণ। এই সভায় পার্লামেণ্টের অন্যূন ১২ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বার্কে নামক একজন সভ্য বলিয়াছেন যে গবর্ণর জেনেরলের সভায় নূতন সভ্য শিব শ্রেষ্ঠের আমদানী শুদ্ধের একজন ঘোর বিরোধী। সুতরাং এবিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের অন্যমত করার সম্ভাবনা অল্প। শুদ্ধ শিব সাহেব নহেন রাজস্ব সচিব ট্রাচি সাহেবও আমদানী শুদ্ধের অত্যন্ত বিরোধী। তিনি এ জন্য সভার অন্য অন্য সভ্যের ও গবর্ণমেণ্টের প্রায় কর্ম্মচারিমাত্রেরই সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। " মাকেটারের কি এখনও ক্ষুধার শান্তি হয় নাই ?

বিজ্ঞান শাস্ত্রের কল্যাণে নিত্য যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে দিন আমেরিকার অন্তর্গত বেলিজো নামক স্থানে বিজ্ঞানের সাহায্যে একটী চমৎকার অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছে। ২০ বৎসর বয়স্ক একটী যুবকের নাসিকার উপর শোথ হইয়া ক্রমে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারেরা রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লইয়া তাহার নাসিকা করিয়াছেন। পীড়িত ব্যক্তির বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে অস্থী উঠাইয়া ফেলা হয় এবং নাসিকার অগ্রভাগে দুইটী গভীর ছিদ্র করিয়া দাঁড়াটীর স্থানে যে গর্ত্ত ছিল তাহা এক খণ্ড মাংসের দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নাসিকার উপরিভাগে কয়েকটী ছিদ্র করিয়া ঐ অঙ্গুলী বসাইবার উপযোগী করিয়া অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত কাটিয়া মধ্যে ফেলা করা হয় নাসিকার ন্যায় করিয়া উভয় পার্শ্ব রৌপ্যের দেওয়া হইয়াছিল। পরে অবশিষ্ট অঙ্গুলির [illegible] করিয়া হাতখানি নাসিকার দাঁড়ার [illegible] দিয়া কপাল হইতে মাংস এরূপ [illegible] নাসিকার সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া [illegible] এক্ষণে উহা স্বাভাবিক নাসিকার ন্যায় হইয়া [illegible] পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সকল স্থানই সুন্দর [illegible] গিয়াছিল।

[illegible] পত্রের ১ লা জানুয়ারিতে কটকে হাউজের একটী কালেক্টর খোলা হইবে।

[illegible] শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা [illegible] প্রধান বিচারপতি জষ্টিস জ্যাকসন [illegible] কর্ম্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। [illegible] শরীর ভাল নহে বলিয়া ডাক্তরেরা তাঁহাকে [illegible] প্রধান বেশ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের [illegible] অংশ ইউরোপে অতিবাহিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। জ্যাকসনের ন্যায় উপযুক্ত বিচারপতি অতি অল্পই আছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপূজার ছুটী সম্বন্ধে একটী নূতন রকমের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা দুর্গোৎসব উপলক্ষে একমাস ছুটী লইবেন, তাঁহারা আর অনুগ্রহ-লভ্য ছুটী লইতে পারিবেন না। বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের উপরে এ আদেশ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত নিগ্রহপ্রদ বলিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, কোন স্বচ্ছন্দই নাই, যা একটু ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন ?

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তত্রত্য লোকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। শুনিলাম বাঁকুড়াবাসীরা তাঁহাদিগের অসুবিধা জানাইয়া বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছে। যাহা হউক লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের এবিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত।

উপনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ইরণডেল সাহেবের মাসিক ২৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপাল কমিশনরেরা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। শুনিলাম লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে কলিকাতা আগ্রা ব্যাঙ্কের অন্যতর কর্ম্মচারী বাবু অম্বিকাচরণ সুর বেঙ্গল লিমিটেড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসনের ডাইরেক্টর হইয়াছেন। অম্বিক বাবু যেরূপ যোগ্য লোক তাহাতে তাঁহার এই পদ প্রাপ্তি সকলের আনন্দের হইয়াছে।

গত ১৮৭১ অব্দে একবার গ্রেটব্রিটেনের কালা ও বোবার সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০০ হইয়াছিল। ব্যারনেস মেয়র ডি, রথশ্চাইলড ইহাঁদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক্তার প্রাগ সাহেব এই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছন। তাঁহারই সাহায্যে বালকগণ শিক্ষকের ঠোঁট নড়া দেখিয়া দিব্য লেখা পড়া শিখিয়াছে। ইহাদিগের সংবাদপত্র পাঠেরও ব্যবস্থা আছে। এক জন কাগজ পড়িতে থাকে অপরাপর বালকে তাহার ঠোঁট নড়া দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারে।

ম্যালেবর দ্বীপের শাসনকর্ত্তা তত্রত্য বাগানে অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয়কে গত শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম বোম্বাইয়ের বিস্তর হিন্দু ও পারসী সস্ত্রীক হইয়া তথায় উপস্থিত হন। উপস্থিত স্ত্রীগণ ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় আচার ব্যবহারও উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। বোম্বাই বঙ্গদেশকে অনেক বিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৫ই এপ্রেল। সর্দ্দার তাহের খাঁ আলম ও সয়ওয়ার খাঁ মরদান নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ ১৪ই গিয়াছে। আবদুল রহমান ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদিগের এ যুদ্ধটীকে ধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের লোকেরও ইহাতে বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি আপনাকে আফগানস্থানের রাজা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তুর্কিস্থানের যুদ্ধে তিনি কৃতকার্য্য হওয়াতে হিন্দুকুশের উত্তরের লোকেরা তাঁহাকে রাজা স্বীকার করিয়াছে। এক্ষণে তিনি ইংরাজদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করিয়া আপনাকে সমস্ত কাবুলের আমীর বলিয়া ঘোষণা করিবার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যার্থ ঘোদামন হইতে তুর্কিস্থানে বিস্তর লোক প্রস্থান যাইতেছে। মীর বোঁচার দুই জন ভ্রাতা সাহাবাজ খাঁয়ে অজ্ঞাতসারে ১০০ লোক সঙ্গে লইয়া বেবা কুচকায় হইতে পলায়ন করিয়াছে। উহারা এক্ষণে খোলা কিল্লি নামক স্থানে মীর বোঁচার শরীররক্ষক হইয়া আছে।

সেনাপতি আলম কুশির পশ্চিম পাটকোহাই রোগান নামক স্থানে দুই দল পদাতি ও একদল আখারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইংরাজেরা শত্রুদিগের যে সকল কামান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১৪ টী ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন।

সেনাপতি রস সাহেব বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া ময়দান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ প্রথমে কেল্লা কাজি তৎপরে আরগন্ডা জয় করিয়া ময়দানে যাইবে।

হিসারক হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরাজ সৈন্যগণ আনজমগাম হইতে যখন প্রচ্ছন্নভাবে স্থানান্তরে যাইতেছিল, সেই সময়ে শত্রুগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া শেষে শিবিরের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট পামর হত, কাপ্তেন হার্ডিন্টন দুই জন সিপাহি ও এক জন কাহার আহত হইয়াছে। কাপ্তেন নিউকেণ্টেরও কিছু আঘাত লাগিয়াছিল।

আবদুল রহমানের সমরসজ্জার কাবুলে ধুমধাম পড়িয়াছে। সেরপুরের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য হিন্দু বণিকগণ ৮ লক্ষ টাকা সঞ্চিত করিয়াছে।

এইরূপ জনরব শুনিয়া আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ ৫০০০ চর্ম্মনির্ম্মিত ও ৩২ টী লৌহ নির্ম্মিত কামান ও ২০০০ বন্দুক দিয়াছেন।

মহম্মদ জান ধারানিরিক নামক স্থানে রহিয়াছেন। আবদুল গফুর তথায় ২০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছেন।

হাসেন খাঁ ও করিম খাঁ লগারে লোক সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। সেকাবাদ নামক স্থানে শত্রুরা বোধ হয় ইংরাজ সৈন্যগণের গতিরোধের চেষ্টা পাইবে। হিসারকে একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা আছে। ইংরাজ সৈন্যগণের শিজওয়ান নামক স্থানে যাত্রাকালে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। বিপক্ষেরা শিজওয়ান ও জগদলকের মধ্যস্থিত টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে।

বোম্বেটা হইতে ১৯ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে মেজর ওয়াণ্ডবি শত্রুদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

কান্দাহারে তারে খবর দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কাবুল হইতে ১৮ ই এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে যে আবদুল রহমান তক্তিপোলে পৌঁছিয়াছেন। তিনি বাবাকজাইয়ের মেদীন খাঁ ও কিজিলবাসের গুলতান মহম্মদ খাঁর পুত্র কাদের খাঁকে এক হাজার বিদ্রোহী সৈন্য সহ বধ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া আপন আপন গৃহে যাইতেছে।

মীর বোঁচা টেগাওর সর্দার গোলাম কাদেরের অধীনস্থ তিন হাজার সাকি সঙ্গে লইয়া খোজা কাদেরের নিকটে গিয়াছেন। খেবাজির সৈয়দ আবদুল্লা ও হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন। সওয়ার খাঁ শিজওয়ানে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই এপ্রেল। রুশ গবর্ণমেণ্ট এক কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ১৭ ই এপ্রেল। রাজ্ঞী ইউজেনা কেপে উপনীত হইয়াছেন।

বার্লিন ১৬ ই এপ্রেল। জর্মণির পার্লামেণ্ট সভায় সেনা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসোরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই এপ্রেল। প্রিন্স গর্চাকফ কিছু সুস্থ হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই এপ্রেল। তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী তত্রত্য পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশনের আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। ষ্টাণ্ডর্ড বলেন মন্ত্রিসম্প্রদায় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। লিবারাল দল মন্ত্রী হইলেন।

টাইমস বলেন ব্রাইট সাহেব পুনরায় সভ্য থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পারিস ১৯ এ এপ্রেল। এম ফ্রিসিনেট এক্‌থানি সার্কুলার প্রচার করিয়া সাধারণকে জানাইয়াছেন যে এম, থিয়ারের রাজনীতির কিছুই পরিবর্ত্ত হইবে না। তিনি বর্ত্তমান প্রস্তাবের একটী মীমাংসা করিয়া শীঘ্রই সন্ধিপত্রের লিপিপড়ি শেষ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

লণ্ডন ২০ এ এপ্রেল। হোম বিভাগের সেক্রেটারি ক্রস সাহেব "গ্রাণ্ড ক্রস অব দি বাথ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২০ এ এপ্রেল। রুশের সরকারী পত্র সকল লিখিয়াছেন যে নিহিলিষ্টেরা রুশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাদিগের শত্রু বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। রুশ গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের শাসনের নিমিত্ত একটী উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাদিগের এই পত্র হস্তগত হওয়াতে সংকল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান সত্বরেই করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ এপ্রেল। ভারতেশ্বরী বোধ হয় শীঘ্রই লর্ড হাটিংটনকে নূতন মন্ত্রিসভা করিবার আদেশ দিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে

প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়

৬৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং ছুনীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্ণলতা গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্দ্দোষের নাম খোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫, পাঁচ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেবি নয়। প্রাপ্তিস্থান এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের ওল্ড কেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড, ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের স্বর্ণলতা "লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড, ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

৯ ই এপ্রেল। প্রেসিডেন্সি বিভাগের [redacted] সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাকিশোর [redacted] অনুপস্থিতি নিবন্ধন বাবু বেণীমাধব [redacted] আপাততঃ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন [redacted] পরগণার লাইসেন্স ট্যাক্সেরও কার্য্য করিবেন।

বাবু বনমালী পরামানিক কিছু বিলম্বে [redacted] প্রেসিডেন্সি বিভাগে বেণী বাবুর পদে [redacted] সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। জে, এ, ক্রাক্তেন [redacted] লিড ভলেণ্টিয়র রাইফল সৈন্য [redacted] ও আডজুটেণ্ট হইলেন।

১৫ ই এপ্রেল মালদহের সব ডেপুটী [redacted] বাবু বঙ্কবিহারি বক্সী সাঁওতাল পরগণার [redacted] হুমকার বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডার [redacted] ডেপুটী কালেক্টার বাবু দেবীপ্রসাদ মুন্সেফের [redacted] বেওসরাইয়ে বদলী হইলেন।

[redacted]রের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [redacted]দীকিঙ্কর সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন [redacted]কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[redacted]র প্রতিনিধি ডরেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [redacted]স, এ, সামুয়েল ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট [redacted] হইলেন।

[redacted]প্রেল। হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও [redacted]এক, ডবলু ব্যাডকক সাহেব ১৮৭০ [redacted]আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা [redacted] হইলেন।

[redacted]মের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু [redacted] সাহেব ২৪ পরগণা ও হুগলীর আডিসনাল [redacted] আডিসনাল সেসন জজ হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

[redacted]প্রেল। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক [redacted] ডাউনিং সাহেব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি [redacted]গের প্রিন্সিপাল হইলেন এবং ঐ কালেজের [redacted]ষ্টার ও সিনিল্যাণ্ড সাহেব সিবিল ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগের অধ্যাপক হইলেন।

৬ই এপ্রেল। পাটনা কালেজের অধ্যাপক [redacted]ইন্যাণ্ড সাহেব ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবের অনুপস্থিতি [redacted]লে তথাকার কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

[redacted]ই এপ্রেল। পুর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার [redacted]আবদুল মজিদ ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের [redacted] হইলেন।

[redacted]ই এপ্রেল। কটকের অন্তর্গত খাসপুরের [redacted]মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও, টি, বাবো [redacted]ধারার ২২২ ধারা অনুসারে সবাসরি [redacted]ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[redacted]প্রেল। মেদনীপুরের সব ডেপুটী [redacted]কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর [redacted]ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[redacted]প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম [redacted] হইলেন। কিন্তু ইনি সচরাচর হাব- [redacted] থাকিবেন।

[redacted]সিংহের অন্তর্গত নিকলির মুন্সেফ বাবু [redacted]লাল মুখোপাধ্যায় (যিনি একণে ছুটী লইয়া- [redacted] বীরভূমের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় [redacted] থাকিবেন।

[redacted]নাইলাল মুখোপাধ্যায় ছোট আদালতের [redacted]ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা [redacted]পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২০ এ এপ্রেল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলি- [redacted]র মুন্সেফ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র ভাগলপুরের সুবর্ডিনেট জজ এবং মুঙ্গের ও ভাগলপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যজ্ঞেশ্বরনাথ মিত্র ২য় শ্রেণীর মাজি- ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[redacted]ষ্ট্রের ২য় মুন্সেফ বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করিম- গঞ্জে বদলী হইলেন।

[redacted]ষ্ট্রের অন্তর্গত করিমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

[redacted]ষ্ট্রের মুন্সেফ বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক বি, এল, রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। ইনি প্রায় সদর ষ্টেষণে অবস্থান করিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ বাবু হরিনারায়ণ রায় ১ম শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু জগৎচন্দ্র দাস নওয়াখালীর ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। ইহাকে প্রায়ই সেওয়ানগঞ্জে থাকিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইহাঁকে ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসরাগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিতে হইবে।

নওয়াখালীর মুন্সেফ বাবু হরমোহন বসু এল, এল যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না পাইবেন, সে পর্য্যন্ত প্রায়ই তাঁহাকে সেওয়ানগঞ্জে থাকিতে হইবে।

বাবু আশুতোষ সেন বি, এল, কটকের ৪র্থ শ্রেণীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ইনি মেদনীপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন, ইহাঁকে প্রায়ই নিমলে থাকিতে হইবে।

কটকের মুন্সেফ বাবু শিবপ্রসাদ বসু ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনি ২৫ টাকা পর্য্যন্তের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণীগঞ্জ।

এখানকার মাজিষ্ট্রেট বেলি সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। পূর্ব্ব ছেড় বৎসর মাত্র তিনি এখানে ছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন দেশের হিতের জন্য নহে। একে তাঁহারা বিদেশীয়, এ সময়ের মধ্যে এক স্থানের আচার ব্যবহারে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিবার বিষয় কি? সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্মচারীদিগকে স্থানান্তরিত করিলে বড় সুখের হয়।

বিসূচিকা এখানে দেখা দিয়াছে। প্রতি বৎসরই এই পীড়ার প্রকোপে এ স্থানটী উৎসন্ন যাইতেছে। যে যে কারণে এ রোগটী এখানে প্রবল হয়, সে গুলির নিষ্কাশন না হইলে স্থানটী অপেক্ষা- কৃত সুস্থ থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ স্থানটী বহুজনাকীর্ণ, পানীয় জলের যে পরিমাণে এ সময় সরবরাহ হইয়া থাকে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। একে এখানে পুকুরের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাও গ্রীষ্মাগমে অনেক পরিমাণে শুষ্ক হইয়া যায়। এই দূষিত জল পান করিয়াই লোকে এই অভিভূত হয়। আমরা সাদরে প্রার্থনা করি, কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টীর একবার বিবেচনা করেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এখানকার পুস্তকা- লয়ের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে। এখানে এতগুলি ভদ্রলোক থাকিতে এটী যে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে। সম্পাদক মহেন্দ্র বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। চাঁদাদাতৃগণের এত অনাস্থা কেন?

যশোহর।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আমাদের মহামান্য লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় বঙ্গদেশে রেলওয়ে বিস্তারে মনোযোগী হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেষণ রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত যে রেল হইবে, তথা হইতে যশোহর সদর ষ্টেষণ হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত একটী শাখা রেল হইবে।

কিনাদহ সবডিবিজনের এলাকাধীন ষ্টেষণ মোট চাঁদপুরের অন্তঃপাতী জয়নগর গ্রামে হওয়া সতীশচন্দ্র রায় ও বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহো- দয়দিগের বহুদিন অবধি বিবাদ মামলা মোকদ্দমা চলিতেছিল। এতদ্বিষয়ক রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হওয়ায় উভয় পক্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি- য়াছেন। সম্প্রতি কিনাদহের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট ডিয়ার সাহেব উক্ত গোলযোগ নিবারণার্থে উভয় পক্ষের ৩৫ জন আসামী করিয়া প্রত্যেকের নিকট ৫০০ পাঁচ শত টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল এদিকে অতিশয় বিপা- বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা ধান্য বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিল হওয়ায় আর সকল দাগি হইয়াছে। এবার আরও প্রচুর জলের আবশ্যক। স্থানে স্থানে জল উঠ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিনাদহের মাজি-

ষ্টেট ডিয়ার সাহেব বাবদস্থ গ্রামে একটী পুষ্করিণী খননের সাহায্যার্থ এককালীন ৪০০৲ চারি শত টাকা দান করিয়া সাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

যশোহর জেলার মধ্যে কোট চাঁদপুর গুড় ও চিনি কারবারের প্রধান স্থান। বসুশিয়া, কেশবপুর, খেজুরা প্রভৃতি স্থানেও গুড় চিনির ব্যবসায় হইয়া থাকে। এ বৎসর কারখানাদার ও আড়তদারদিগের কিছু কিছু লাভ হইবে বটে কিন্তু খরিদদারদিগের অপরিমিত ক্ষতি হইবে। কোট চাঁদপুরে ভাল চিনি ৭৷৹ টাকা, গালী ৩৷৹ টাকা দরে বিক্রী হইতেছে।

ষ্টেসন কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত সলেমানপুর ও ধোপাবিলা গ্রামে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইতিমধ্যে সলেমনপুর গ্রামে ৩৪ টী এবং ধোপাবিলা গ্রামে ৪।৫ টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণেও কয়েকজন পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত আছে। ধোপাবিলা গ্রামে দূষিত জল হইতেই বিসূচিকা বিষ উৎপন্ন হইয়াছে।

জামালপুর (মুঙ্গের।)

২১ এ এপ্রেল।

গত বৎসরের শেষে আমরা দুটী বৃহৎ লোকসে হারাইয়াছি। একটী কাশিমবাজার নিবাসী রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, অপরটী বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য। ইহাঁরা উভয়েই সোমপ্রকাশের বহুদিনের গ্রাহক। অন্নদা বাবু স্বদেশের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া মুঙ্গেরেই প্রায় বাস করিতেন। ২৭ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। নব্য বিষয়ী বাবুদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাঁর তাহার একটীও ছিল না। ইদানীন্তন ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও দান, ধ্যানে যেন উৎসাহ অধিয়াছিল। তিনি জামালপুরের সাধারণ পুস্তকালয়ের জন্য ২০০ টাকা এবং মুঙ্গের হরিসভাগৃহের জন্য ৪০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একজন প্রশংসনীয় লোক। ইনি একাদিক্রমে ২৪ বৎসর সম্মান ও তেজের সহিত রেলওয়ে আফিসে কর্ম্ম করেন। অন্যান্য বাবুদিগের মত "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" করা ইহাঁর প্রকৃতি ছিল না। একমাত্র ইহাঁরই যত্নে এখানে একটী হরিসভাগৃহ হয়। ঐ গৃহের যাহা কিছু খরচ শ্যামাচরণ বাবু একাই নির্ব্বাহ করিতেছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তদ্ভিন্ন ইদানীং তাঁহার অতিথি ও পথিকের প্রতি যত্ন হইয়াছিল। আমরা প্রত্যহ প্রায় দেখিতাম একজন না একজন সন্ন্যাসী বা মহান্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত আছে। ইহাঁর মৃত্যু বড় আশ্চর্য্য ও ভাবব্যঞ্জক। অন্য দিন আফিসে কাজ করিয়া সহজ মানুষ বাসায় আসেন। সেদিন ব্যবসাপ্রযুক্ত পরিবারে কিছুদিন রহিয়া যেন, আসিয়াছে, পড়িয়া যাইতে যাইতে গৃহে আসিয়া বমী করেন এবং ঐ কি। আমার মাথার যেন কে জিলুসের ছাতাটা জোরে মে" এই কথা বলিয়া, ইষ্টনাম স্মরণপূর্ব্বক যেমন শয়ন করেন, অমনি মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে সম্প্রতি এখানে একটী পুস্তকালয় ও ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানীর পুস্তকালয় হইতে বাঙ্গালী বাবুদিগকে পুস্তক পড়িতে দেয় না দেখিয়া অনেক দিন হইতে উক্ত বাবুর একটী পুস্তকালয় করিবার ইচ্ছা ছিল, সম্প্রতি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। আপাততঃ প্রায় একশত ভাল ভাল ইংরাজী পুস্তক আসিয়াছে। গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত নিয়মে দেখিতে পাইতেছে—১৫ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত যাহারা বেতন পান মাসিক ৵০ আনা; ৩০ হইতে ৭০ টাকা ।০ আনা এবং ৭০ টাকার উপর হইতে ॥০ আনা। ১৫ দিন পর্য্যন্ত যদ্যপি ঐ সময়ের মধ্যে পুস্তক সকল পাঠ করিতে দেওয়া হইবে। পাঠ সমাপ্ত না হয়, পুনরায় যাইয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিতে হইবে। উক্ত বাবুর নিজ টাকায় ঔষধালয় করিবার উদ্দেশ্য এই, রেলওয়ে কোম্পানীর ঔষধালয় হইতে বাঙ্গালীদিগকে ঔষধ দেওয়া হয় না। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরের টাকায় ঔষধ আনিয়া খরিদ দরে বিক্রয় করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে সুলভ মূল্যে ঔষধ পাইতেছি। পল্লীগ্রামের জমীদারগণ যদ্যপি এই নিয়মে এক একটী ঔষধালয় করেন, গরিব লোকের বিশেষ উপকার করা হয়।

দুর্গাচরণ বাবুর আমোদ প্রমোদেও বেশ সখ আছে। তাঁহার যত্নে সম্বরে একটী নাট্যাভিনয় হইবে বলিয়া রীতিমত আখড়াই দেওয়া হইতেছে।

এখানকার বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিত্যাগ করিলে স্কুলটী একেবারে ধ্বংস হইতেছিল। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পুনরায় একটী ১৫ টাকা বেতনের শিক্ষক আসিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম।

শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর হরিসভার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলে একত্রিত হইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের হাতে আপাততঃ ঐ সভার তত্ত্বাবধান ভার প্রদান করিয়াছেন। এখানকার ভিটায় সকল শুনিতেছি আর একটী হরিসভা করিবেন। পড়িবে পাঠার হরি হরিসংকীর্ত্তনের [illegible]

মুঙ্গের সম্প্রতি ঘড়িয়ালের উপদ্রব [illegible] গত রাজধানীর দিন কইবারিনীর ঘাট হই[illegible] বৎসরের একটী বালক ও বালিকাকে ধ[illegible] বালিকাটীকে আর দেখিতে পাওয়া যা[illegible] টীর মৃত দেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছ[illegible]

মুঙ্গেরের বাঙ্গালী বাবুরা একটী [illegible] করিয়াছেন। মধ্যে আমাদপুরে তাঁহা[illegible] হয়। গান ইত্যাদি আমাদের ভাল [illegible] তবে সাজ পোষাক মন্দ নহে।

হুগলী।

হুগলী জেলার অধীন থানাকুল কৃষ্ণনগরের [illegible] বন্দর গ্রাম নিবাসী উদয় চন্দ্রের হরিদাসী নাম্নী বালিকা কন্যা তাহার সম বয়স্ক রাজু নামক বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে [illegible] আসিয়াছিল। ঐ অলিত দেশলাইয়ের উদ্গার [illegible] দাসীর অঙ্গুলিতে অসহ্য হওয়াতে তুলিতে [illegible] কালে দৈবাৎ কেরোসীনের কানেস্তারায় পড়ি যায়, পরক্ষণেই অগ্নি ভয়ঙ্করূপে প্রজ্বলিত হইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্যাদি ভস্মীভূত করিয়াছে। বালক ও বালিকা দুইটীর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। শোচনীয় ব্যাপার! আমরা আগে [illegible] হইলাম, এই অগ্নিকাণ্ড দ্বারা গৃহস্বামীর [illegible] প্রায় সহস্র টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া [illegible] গৃহে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, সেখানি [illegible] দোকান ঘর ছিল। আজ কাল সস্তা [illegible] লোকে কেরোসিন তৈলের ব্যবহার [illegible] ছেন, কেরোসিন তৈল বড় বিপদজনক।

আজ কাল রৌদ্রের তেজ প্রখর [illegible] বারী রেজেষ্টরী কালেক্টরী প্রভৃতি [illegible] কার্য্য প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করি[illegible] এগার টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। [illegible] পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, [illegible] কালেক্টর সাহেব বাহাদুর ডেপুটী [illegible] বাবু কেদার নাথ বিশ্বাস মহাশয়কে [illegible] তিনি বেলা নয় টা হইতে দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত আদালত ও ট্রেজরি খোলা রাখিবেন। মেদো বোনাপার্টী সর্ব্বদাই বলিতেন "কোন প্রকার মের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সে নিয়মটী [illegible] নিয়ম অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী ও উপকারী জানাই, নতুবা পুরাতন নিয়মই উৎকৃষ্ট" আমরা [illegible] ছেটি বীম্‌স সাহেব বাহাদুরের এই হুকুমে [illegible] ন উকীল, মোক্তার, বাদী, প্রতিবাদিগণের [illegible]

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। ৩ য় সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫৷৷০ টাকা। } ১২৮৭ সাল ২২ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮০। ৩ রা মে। { মফস্বলে ডাক মাসুল সহ ১০, ষাণ্মাষিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ বৈশাখ-সোমবার।

নববিভাকরের কি ঔদার্য্য!

সীজার মৃত্যুকালে কহিয়াছিলেন *Et tu Brute?* ব্রুটস তুমিও ইহার মধ্যে আছ? আমাদিগকেও আজ সীজারের ন্যায় দুঃখে ও ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, নববিভাকর! তুমিও কি সোমপ্রকাশের বিদ্বেষি চক্রান্তকারি-দলের মধ্যে আছ? তুমি লিখিয়াছ "তাঁহার (সোমপ্রকাশ সম্পাদকের) কি আর তিন চারিমাস কার্য্য বিলম্ব সহিল না? তিন চারি মাস পরে উদারতন্ত্র মন্ত্রিদল আপনা হইতেই এই অনিষ্টকর ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতেন। এই কয়েক মাসের অর্থক্ষতি কি তাঁহার এতদূর অসহনীয় হইল যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য রাখিলেন না? অর্থ ক্ষতির চিন্তা যদি তাঁহার নিকট এত গরীয়সী হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে সেরূপ তেজস্বিতা সহকারে সোমপ্রকাশ বন্ধ না করিয়া সেই সময়েই গবর্ণমেণ্টের নিকট হীনতা স্বীকার করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, যাহা অনিষ্ট হইবার তাহা হইয়াছে, এখন ভরসা করি প্রাচীন সম্পাদক মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে অথবা প্রকারান্তরে মুদ্রণপাশনী ব্যবস্থার পোষকতা করিয়া আর যেন আপনার অগৌরব ও স্বদেশীয়দিগের অহিত সাধন না করেন।"

যাহারা অর্থ ভাল বাসে, আমরা অর্থের লোভেই সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদি তাহারা এ কথা বলে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হয় না। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" মহোপাধ্যায় আর্য্য চাণক্যের এই যথার্থ নীতিবাক্য আছে। যে নিজে অর্থলুব্ধ হয়, সে অন্যকেও অর্থলুব্ধ দেখে তাহা ত সিদ্ধই আছে। নববিভাকর! তুমি ত অর্থলুব্ধ নও। তুমি ত নিঃস্বার্থ-দেশহিতব্রতে দীক্ষিত। তুমি কিরূপে স্থির করিলে যে আমরা অর্থলোভী? অর্থলোভের বশীভূত হইয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিয়াছি? যাহারা স্বার্থে অন্ধ ও যাহারা স্বার্থে বধির হয়, তাহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত দেখিতে বা শুনিতে পায় না। নরশার্দ্দুল ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় রিচার্ড রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া যেসময়ে অসংখ্য নরহত্যা করিয়া ইংলণ্ডকে শোণিতে প্লাবিত করে, তৎকালে বকিংহাম তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া প্রধানরূপে সেই হত্যাকাণ্ডের সাহায্য দান করে। রিচার্ড অঙ্গীকার করিয়াছিল বকিংহামকে হিয়ারফোর্ডের আরল করিয়া দিবে। অন্য অন্য অন্যান্য সম্পত্তি দানেরও অঙ্গীকার করিয়াছিল। বকিংহাম যখন সেই অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রার্থনা করিল, রিচার্ড তখন সে কথা শুনিতে পাইল না। বকিংহাম যত প্রার্থনা করে, রিচার্ড অন্য কথা আনিয়া ফেলে।

যে ঘটনায় সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে, তাহা ত ৮ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে আদ্যোপান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির, তাহারা তৃতীয় রিচার্ডের নিকটে বকিংহামের প্রার্থনা বাক্যের ন্যায় তাহা যেন দেখিতে না পাউক বা শুনিতে না পাউক কিন্তু নববিভাকর! তুমি ত স্বার্থান্ধ ও স্বার্থবধির নহ, তবে তুমি তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইলে না কেন?

নববিভাকর! তুমি আর এক স্থানে লিখিয়াছ "সোমপ্রকাশ সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করাতে এবং হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সংবাদপত্র পুনঃ প্রচারের অনুমতি গ্রহণ করাতে উল্লিখিত মহাত্মাদিগের অনেক জোর কমিয়া গিয়াছে।" এ স্থলে এককালে অনেকগুলি বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। বিভাগ করিয়া ক্রমে বলি, বিভাকর সম্পাদক অবধান কর। প্রথম কথা এই, গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনায় কি অপমান আছে? দ্বিতীয় কথা কোন্ খানে বিভাকর সম্পাদক আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনা দেখিলেন? গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমরা যে আবেদন পত্র করিয়াছিলাম, তাহাই কি বিভাকর সম্পাদকের চক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে? বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদন পত্র পাইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে রেজলিউসন করেন, তাহা কি বিভাকর সম্পাদকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই? আমাদিগের আবেদন করিবার পূর্ব্বে যে কার্য্য শেষ হইয়াছিল! তাহা কি বিভাকর সম্পাদক জানিতে পারেন নাই? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসনের পর আমরা তাঁহার নিকটে যাই। তিনি আমাদিগকে সোমপ্রকাশ প্রচারের অনুমতি দেন, এবং এই কথা বলিয়া দেন, ইতিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সোমপ্রকাশ প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব ইতিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-গ্রহণার্থ একখানি আবেদন করিতে হইবে। তদনন্তর আমরা স্বয়ং আবেদন পত্র প্রেরণ করি। গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপ্রসন্নের আবেদন পত্রের কোন উত্তর না দিয়া রেজলিউসন করিলেন কেন? এটা কি বুঝা কঠিন কাজ? মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বাধীন ভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ববৎ সোমপ্রকাশ প্রচারের অনুমতি দিয়া যখন আমাদিগের মান বর্দ্ধন করিলেন, তখন কি তাঁহার অধিকতর মান বর্দ্ধন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়? তদনুরোধিত কি

এই ব্যবহার নয়? ভদ্রতার কি এই রীতি নয়? যে ব্যক্তি যাহার সম্মাননা করে, সে যদি তাহার সমুচিত প্রতিসম্মাননা না করে, সে কি রূঢ় বলিয়া পরিগণিত হয় না? আমাদের ইংরাজীতে পত্র লিখিবার অভ্যাস নাই। অন্যে অনুগ্রহ করিয়া ঐ আবেদনপত্রখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা যদি নিজে লিখিতে পারিতাম, আমরা উহাতে আরো অধিক বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতাম। তাহা হইলেই যথাবিধি কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইত। ঐ আবেদন পত্রে আমাদের মনোমত সৌজন্য প্রদর্শিত হয় নাই। ভাল! এ স্থলে আমরা বিভাকর সম্পাদককে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন গুনে নরহত্যা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, গবর্ণমেণ্ট কি আইন রহিত করিয়া তাহাকে বধদণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া দেন? আমাদিগের ক্ষমা প্রার্থনার কি এমনি মোহিনী শক্তি আছে যে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আইনটী রহিত করিয়া দেলিলেন? বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কৃত রেজলিউশনটী দেখিয়া বিভাকর সম্পাদক কি বুঝিতে পারেন নাই যে সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম দানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল? সোমপ্রকাশ প্রচার যে কারণে বন্ধ করা হয়, তাহা কি ৮ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে বিস্তারিতরূপে লিখিত হয় নাই? গবর্ণমেণ্ট ডিপজিট চাহিয়াছিলেন, আমরা দিতে পারি নাই, তাই সোমপ্রকাশ বন্ধ করিয়াছিলাম। ইহা ত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বিভাকর সম্পাদক তেজ কোথায় দেখিলেন? গবর্ণমেণ্টের উপরে তেজ?

বিভাকর সম্পাদক আর এক যে কথা লিখিয়াছেন "উহার মতাবলম্বিদলের মস্তিষ্ক লাভ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা না করিয়া সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচার করাতে ৯ আইনের বিরোধিদলের বল করিয়া দিয়াছে।" এটীও একটী বিচার্য্য কথা। বল করিয়া গেল, না, বলবৃদ্ধি হইল? গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্ষমা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়াই করুন, নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই করুন, আর অন্য কারণের পরতন্ত্র হইয়াই করুন, যখন বিনা ডিপজিটে সোমপ্রকাশ পুনঃপ্রচারের অনুমতি দান করিয়াছেন, তখন কি আইনটী বলহীন হয় নাই? ইহাতে কি ৯ আইনের বিরোধি দলের বলবৃদ্ধি হইতেছে না? তাঁহারা কি এ কথা বলিতে পারিবেন না যে আমাদের অনুযোগেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিয়াছেন? বিভাকর সম্পাদক যে লিখিয়াছেন "গ্রাডষ্টোন সাহেব মুদ্রণবিধি উঠাইবার জন্য বিবিধমত প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু এতদ্দেশীয় অদূরদর্শী স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বিশেষের দোষে কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটিতেছে। রাজপুরুষেরা ৯ আইন প্রণয়ন করিবার কিছু পরেই যদের প্রধানতম সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ অন্তর্হিত হয়। গ্রাডষ্টোন সাহেব এই কথার উল্লেখ করিয়া উক্ত আইনের বিষময় ফল হাতে হাতে দেখাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিতেন আইন নাম মাত্র হইল। এই আইন অনুসারে দণ্ডবিধান করিবার প্রয়োজন হইবে না। তবে আইন থাকাতে তয়ে কেহ রাজদ্রোহসূচক কথা লিখিতে সাহসী হইবেন না।" তাহাই কি ফলে পরিণত হইতেছে না? আইনটী কি বাস্তবিক নামমাত্র সার হইল না? যে ডিপজিট সোমপ্রকাশের মৃত্যুবাণ হইয়াছিল, তাহাই যদি রহিত হইল, আইনের আর কি মহিমা রহিল? ডিপজিট গ্রহণ ব্যবস্থা কি ৯ আইনের প্রাণভূত নয়? বিভাকর সম্পাদক আমাদের ক্ষমা প্রার্থনার যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহাই যেন আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম, এখন বিভাকর সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিনা ডিপজিটে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্রের পুনঃ প্রচারে অনুমতি দিবেন, ৯ আইনের কোন ধারায় ইহা লিখিত আছে?

যে প্রকারে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ত ইতিবৃত্ত যথাযথরূপে লিখিত হইল, এখন বিভাকর সম্পাদক কি বলেন? ইহাতে দেশের মঙ্গল না অমঙ্গল? ইহাতে দেশের গৌরব না অগৌরব? ইহাতে দেশের মান না অপমান? অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট যে একটী অনুপম ঔদার্য্যের কার্য্য করিলেন, বিভাকর সম্পাদক তাহার গুণ গ্রহণ করিলেন না!

যাহা হউক, যে যাহা বলুন সকলই শোভা পাইতে পারে। কিন্তু নববিভাকরের সোমপ্রকাশের বিপক্ষে কোন কথা বলা উচিত হয় না। সোমপ্রকাশের সহিত বিভাকরের যেরূপ গুরুতর সম্বন্ধ তাহা তাঁহার একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। সোমপ্রকাশ বিভাকরের জন্মদাতা। সোমপ্রকাশের যদি মৃত্যু না ঘটিত, নববিভাকর কি উদিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে নিজ কিরণবিতরণ করিতে পারিত? যাহা হইতে অন্নলাভ, পুষ্টিলাভ ও উন্নতিলাভ হইয়াছে, সে যদি সহস্র দোষে দোষী হয়, তাহা হইলে তাহার দোষের কথা বলা কর্ত্তব্য হয় না। তাহাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সোমপ্রকাশ যদি নববিভাকরকে নিজ গ্রাহকগণ না দিত নববিভাকরের কি এ প্রকার আকস্মিক উন্নতি লাভ হইত? সেই উন্নতি লাভের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কি বিধেয় নয়? সোমপ্রকাশ নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াও এরূপ সাহায্য দান না করিলে বিভাকর এত দিনে গ্রাহগ্রস্ত হইত সন্দেহ নাই। যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া এই মহোপকার করিল, তাহার সেই দানের ও সেই উপকারের কি শেষে এই পুরস্কার? কি অকৃতজ্ঞতা! কি মানুষ রাক্ষসতা! সকল দোষ মার্জ্জনীয় হয়; কিন্তু অকৃতজ্ঞতা দোষ মার্জ্জনীয় নয়। বিভাকর সম্পাদক কৃতবিদ্য হইয়াও যে অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, ইহার পর ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? বিভাকর সম্পাদক একবার পক্ষপাতশূন্য হইয়া ভাবিয়া বলুন দেখি, যে ব্যক্তি দেশমধ্যে অকৃতজ্ঞতাবীজ বপন করে, তাহা হইতে দেশের অমঙ্গল, না যে ব্যক্তি হইতে দেশের মান রক্ষা হয়, সে ব্যক্তি হইতে দেশের অমঙ্গল?

উপসংহারে একটী কথা ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। নববিভাকরসম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই নববিভাকর সোমপ্রকাশ সম্পাদকের সম্পত্তি। সোমপ্রকাশ সম্পাদক উহাতে লিখিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, সে দিন বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত হোরেস কড্‌রেল সাহেবও স্পষ্টাক্ষরে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমি নববিভাকরে লিখি না এবং উহার এক পয়সা উপস্বত্ব লই না। অথচ সাধারণে আমাদিগকে উহার লেখক ও উপস্বত্ব-ভোগী মনে করেন। সাধারণের এই ভ্রম দূর করাই সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ যে ঘটনা ঘটাইয়াছেন, তাহার পরেও যদি আমরা সোমপ্রকাশের পুনঃপ্রচারে বিরত হইতাম, দেশের লোকে ও গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রচারক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিতেন সন্দেহ নাই। বিভাকর সম্পাদক বিজ্ঞ লোক। তিনি কি সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে বিরত হইয়া সাধারণের এই সংস্কারকে জাগরিত করিয়া রাখিতে বলেন? সাধারণের এই প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার হওয়াতে বিভাকর সম্পাদক কি লাভবান হইয়াছেন? এখনও যদি এই সংস্কার বলবান থাকে, তাহাতে কি তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি আছে? তাঁহার যে প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে দীক্ষা ও শিক্ষা দেখিতে পাই, তাহাতে ত আমাদের এমন বোধ হয় না যে লোককে ভ্রান্ত রাখিয়া তাঁহার কোন স্বার্থসিদ্ধি বা ইষ্টসিদ্ধি আছে। ইহার অভ্যন্তরে আর একটী মার্ম্মান্তিক কথা আছে। আজও বঙ্গদেশের এমন অবস্থা হয় নাই যে সকল পাঠকেই ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা ও রচনার ভিন্ন ভিন্ন রীতি ও উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝিতে পারেন। সুতরাং অনেকেই নববিভাকরের

লেখাকে আমাদের লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণের এ প্রকার সংস্কার থাকাও উচিত নয়। এই সকল নানা কারণে আমাদিগকে অগত্যা সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে ব্রতী হইতে হইয়াছে।

লর্ড লিটন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

আমাদিগের উপরে যদি কিছু স্নেহ ও মমতা থাকে, তাহা কাটাইয়া তিনি ত স্বদেশে চলিলেন। কিন্তু আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি, তাঁহাকে অভিনন্দন দিয়া বিদায় করিতে পারিলাম না। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু একটীও অভিনন্দনযোগ্য গুণ খুঁজিয়া পাইলাম না। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দেয়, রত্নও পায় বিষাক্ত দ্রব্যও পায়। কিন্তু আমরা তাঁহার অভিনন্দন দ্রব্য লাভার্থ অনেক ডুব দিলাম কিন্তু একটী রত্নও পাইলাম না, কেবল বিষাক্তদ্রব্যে আমাদের মস্যাধার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি যাহাতে প্রজারা সন্তুষ্ট হয়, তিনি এমন কোন কাজ করিয়াছেন, আমাদের ত মনে হইতেছে না। রাজা রামচন্দ্র প্রজার মনোরঞ্জনার্থ প্রাণপ্রিয়তমা গর্ভবতী জনকতনয়াকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড লিটন গবর্ণর জেনরল হইয়া বঙ্গদেশের প্রধান প্রজা যে জমীদারগণ, তাহার অবমাননা করিয়াছেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা স্বদেশের হিত-চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করাও হইয়াছে। তাঁহাদের ধনসালা বন্দোবস্তের যে অখণ্ডনীয় স্বত্ব ছিল, লার্ড লিটন তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, লাইসেন্স টাক্স করিয়া দরিদ্র প্রজাদেরও অসন্তোষ সম্পাদন করিয়াছেন। বলিতে কি, তাঁহার উপরে কোন প্রজাই কোন অংশে তুষ্ট হয় নাই।

লার্ড লিটন ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ভারতের প্রকৃত অধিপতি বটেন কিন্তু লর্ড লিটন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজা। প্রজার হিত সাধন, শ্রেয়োবর্দ্ধন, উন্নতিসাধন রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তিনি বরাবর ইহার বিপরীতপথগামী হইয়া চলিয়াছেন। তিনি নিজ অধীন প্রজাগণের অনিষ্ট করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের ইষ্টসাধন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারে প্রজারা কোন অংশেই সুখী হয় নাই, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজে দরিদ্রপীড়ক কর সংস্থাপন করিয়া প্রজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন। বিধাতা আবার তাঁহার সপক্ষ হইয়া দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়া প্রজাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে কত লোক যে জঠরানলজ্বালায় দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত লোকের যে ধর্ম্ম ও চরিত্র নাশ হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কত লোক যে কত প্রকার অসহ্য কষ্ট পাইয়াছে, তাহার অবধি নাই। কাবুলে যে এক অভিনয় হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার যবনিকা পতন হয় নাই, তাহাতে লর্ড লিটনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু তিনি তাহার একজন প্রধান নায়ক। লর্ড মেও ও লর্ড নর্থব্রুক প্রভৃতি ভাবী অনিষ্ট শঙ্কা করিয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে শঙ্কিত ও শঙ্কুচিত হন, তিনি অক্লেশে অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যার পর নাই অযশোভাজন হইলেন। একটী স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, কত অর্থের শ্রাদ্ধ হইল, কত লোক প্রাণ ত্যাগ করিল, দেশটী অরণ্যপ্রায় হইয়া উঠিল, আপনার অধীন অসংখ্য সৈন্যের সমরাঙ্গনে পতনবৃত্তি অবলম্বন করিল, শেষে ভারতবর্ষকে লইয়াও বিষম টানাটানি আরম্ভ হইল, অকৃতাপরাধে যুদ্ধের ব্যয় ভারতের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইল! কাবুলের উপরে তাঁহার এমনি কোপ, কাবুলকে উৎসন্ন দিবার তাঁহার এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে তিনি যাইবার সময়েও কাণ্ডারীর ও গজনীর স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া কাবুলকে অস্বাধীন করিয়া গেলেন। যাহা হইতে এত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, আমরা কি বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দান করিব? আমরা যদি তাঁহাকে অভিনন্দন দান করি, সাধারণের কি এই সংস্কার জন্মিবে না যে, যে সকল গবর্ণরজেনেরল ভারতের অনিষ্টকারী, তাহাদিগকেই অভিনন্দন দান করিতে হয়? তাহা হইলে কি অভিনন্দনশব্দটী কলঙ্কিত হইবে না? যে শাসনকর্ত্তা প্রজারঞ্জক, তাঁহাকেই অভিনন্দন দিতে হয়। কিন্তু আমাদের লর্ড লিটন এমনি প্রজারঞ্জক! এমনি প্রজারঞ্জনগুণে ভূষিত! পাছে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অধীনে প্রজারঞ্জনার্থ কোন শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই শঙ্কায় অগ্রে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! ফলতঃ আমরা এক এই করিয়া গণনা করিয়া দেখিতেছি, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রজার যত অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন, তাহার শতাংশের এক অংশও প্রিয় কার্য্য করেন নাই। কিছু করেন নাই বলিলেই বরং সোজাসোজি বলা হয়। এক ব্যক্তি এক মাতালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ঢাকের বাদ্য কখন ভাল লাগিয়া থাকে! মাতাল উত্তর করিল, যখন চুপ করে। আমরাও তেমনি বলি, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া শাসন কার্য্যরূপ যেরূপ বাদ্যোদ্যম করিলেন, যদি সে বাদ্যনা না বাজাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। অথবা এ কথা বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়, তিনি যদি ভারতবর্ষে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত।

পক্ষপাতদূষিত মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইনটী তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি যদি ঐ স্তম্ভটী উন্মূলিত করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অভিনন্দন দিবার একটী পথ থাকিত। সে অংশেও আমরা হতাশ ও বঞ্চিত হইলাম।

আমরা স্বদেশের প্রতিনিধি হইয়া এতক্ষণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। এখন আমাদের নিজের বিষয়ে বক্তব্য এই, তিনি আমাদের একটী মহোপকার করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণোদিত হইয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা নিজে তাঁহার নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু অভিনন্দন দান করিতে পারি না। অভিনন্দন দান করিতে গেলে সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া দিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজ কার্য্য দ্বারা সাধারণের অনুরাগভাজন হইয়া অভিনন্দন লাভের পথ বন্ধ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়।

পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড বিকন্সফিল্ড্ আপনার প্রাধান্য রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে সদলে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। তাঁহার আশ্রিত সংবাদপত্র সম্পাদকবিগের মধ্যে কেহ কেহ ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিতেছেন, কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ হইবে। জাতীয় ভাব ও ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের লোপ হইবে। বঙ্গদেশেও বিপ্লবের তরঙ্গ লাগিয়াছে। লার্ড বিকন্সফিল্ডের পক্ষ লোকে যেমন নিরানন্দ হইয়াছেন, উদারমতাবলম্বী দল পরস্থ হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গদেশীয় যুবকগণ আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছেন। ইহাঁরা মনে করিতেছেন যেন ইহাঁদেরই রাজত্ব হইল। ইহাঁদের জ্ঞানে স্বপ্ন এই, এত দিনের পর ভারতের দুঃখ-নিশার অবসান হইল! সুখরবি উদিত হইয়া ভারতের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিবে! কিন্তু চিন্তা না করিলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য গিয়া যখন ভারত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতেশ্বরীর হস্তগত হয়, তখনও আমরা এইরূপ সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। অনেকে বলে, প্রভাতে স্বপ্ন দেখিলে একে আর হয়। আমরা কি অশুভক্ষণে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, আমাদের অদৃষ্টে বিপরীত

ঘটনা হইল। আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে যে সুখে ছিলাম, ভারত ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস হইলে তাহা হইতে বঞ্চিত হইলাম। লিবরালদলের মস্তিষ্কালে আমাদের অদৃষ্টে যে সে ঘটনা ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ নাই। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই, সুবক্তাগণের মনোরথই পূর্ণ হউক। অপর প্রার্থনা এই, লিবরাল দলের অধীনে যাঁহারা ভারতের শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাঁহারা যেন কন্সরবেটিভ শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় ইংলণ্ড হইতে যাত্রাকালে ইংলণ্ডে মন ও চক্ষু রাখিয়া আসিয়া ভারত শাসন না করেন।

বিকন্সফিল্ড দলের লোকে যাহাতে উদারমতাবলম্বী দলের গুরুবিচ্ছেদ হয়, তাহাও করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু সে বাদ হইলে সকলই বিফল হয়। লিবরল দলের সভ্য সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে আর কোন সময়ে কোন দলের এত অধিক হয় নাই। বিকন্সফিল্ডের দলে ২৩৫ ও গ্লাডষ্টোনের ৩৪৯। আবার এই সমস্ত লোকের এক মত ও এক প্রাণ। ইংলণ্ডেশ্বরী হার্টিংটন সাহেবকে ডাকিয়া মন্ত্রিসভা সংগঠনের অনুরোধ করেন, কিন্তু হার্টিংটন তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব থাকিতে আমি প্রধান পদ লাভের যোগ্য নহি। এই উদারভাব আজিও আছে বলিয়াই ইংলণ্ডের এত প্রভুত্ব। যে পদ পাইবার জন্য অন্য দেশের লোক কত নবহত্যা করে, কত পাপ করে, হার্টিংটন সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াও ত্যাগ করিলেন। মহারাণী গ্লাডষ্টোন সাহেবের উপর কিছু বিরক্ত। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে গ্লাডষ্টোনকে ডাকেন, কিন্তু যখন সমস্ত ইংলণ্ড গ্লাডষ্টোনকে মন্ত্রী করিবার জন্য উৎসুক, তখন আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি উদারতা গুণে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী এবং রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী করিয়াছেন। হার্টিংটন সাহেব ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি হইয়াছেন। হার্টিংটন সাহেবের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ উদারচেতা লোককে ষ্টেট সেক্রেটরি পাওয়া আমাদের অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। তিনি যেরূপ উদারতা সহকারে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পদের লোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভারতবর্ষের বিষয়ে তিনি কিরূপ আচরণ করিবেন, তাহারও নির্ণয় করা কঠিন নহে। যত লোকে লর্ড লিটনের শাসনপ্রণালীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মারকুইস অব হার্টিংটন একজন প্রধান। গ্লাডষ্টোন ও, ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের কন্যা বড় লড়িয়াছেন, হার্টিংটনও সেইরূপ অধ্যবসায় সহকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মনুষ্যোচিত স্বত্ব স্থাপনের বন্দোবস্ত চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বে হনরেবল ইষ্টিঘাছিল লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী হইবেন, সম্প্রতি তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, তিনি নৌ-সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লিবরাল দল ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তা হইলে ভারতবর্ষের দিকে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ থাকিবে না। তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। একজন ভাল গবর্ণর জেনরল প্রেরণই তাঁহাদের ভারতবর্ষ শাসনের শেষ সীমা হইবে। আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল প্রায় হইয়াছে। সভা নির্ব্বাচন সভায় এত বক্তৃতা হইয়া গেল, গ্লাডষ্টোন হার্টিংটন কসেট প্রভৃতি সদাশয় মহাশয়গণ এত বক্তৃতা করিলেন, বক্তৃতাস্রোতে দিক প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু কই ভারতবর্ষের কথা ত কেহই কিছু বলিলেন না। যদি কেহ কিছু বলিয়া থাকেন তবে সে আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে। কিন্তু আফগান যুদ্ধ ত ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ যুদ্ধ নয়। উহা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ। যখন ১৮৭৪ অব্দে বিকন্সফিল্ড প্রধান মন্ত্রী হন, সে সময়েও এইরূপ চারি দিকে বক্তৃতার ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল। রাজস্ব কার্য্যে গ্লাডষ্টোন সাহেব বৃহস্পতি। তিনি বলিয়াছিলেন অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। টাকা উদ্বৃত্ত হইলে ইংলণ্ডীয়দিগের আয়করের কিয়দংশ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে। তাহাতে বিকন্সফিল্ড (তখন ডিসরেলি) বলিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোনের এই কথা অত্যন্ত অন্যায়। যখন বাঙ্গালাদেশে দুর্ভিক্ষরূপ ঘোর অনল শিখা জ্বলিতেছে, তখন ইংলণ্ডের ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব ধরা তাহার নিবারণ করাই উচিত। তিনি মুখে এই কথা বলেন বটে কিন্তু কার্য্যে ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা ইংলণ্ডে ব্যয় করিয়া ফেলেন, এক কপর্দ্দকও ভারতবর্ষকে দেন নাই। কিন্তু তখন তাঁহার কথায় লোকে এমনি মোহিত হইয়াছিল যে তাহাতে কতই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এবার মুখের কথায়ও সে আশা দেওয়া হয় নাই। তবে গ্লাডষ্টোন সাহেব মিডলোথিয়নে বক্তৃতাকালে ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে উক্ত আইনের আমূলশেষ হইয়া আসিয়াছে। গবর্ণর জেনেরল নিয়োগের বিষয়েও আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। লোকে ডফরেন প্রভৃতি বড় বড় লোক গবর্ণর জেনারল হইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সর্ব্বপ্রথমে গোসেন সাহেবকে গবর্ণর জেনরল হইতে অনুরোধ করেন। গোসেন সাহেব রাজস্বকার্য্যে অতিশয় দক্ষ। গত কয় বৎসর ধরিয়া অর্থ নীতি সংক্রান্ত অনেক অতি জটিল বিষয়ের তিনি অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম যে গোসেন সাহেব গবর্ণর জেনারল হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুরোধ করাতে কিরূপ লোককে গবর্ণর জেনারল করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিপ্রেত, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। ৭। ৮ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ও আয় ব্যয় হিসাব লইয়া যে কি গণ্ডগোল করিতেছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাঁহাদের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা অবগত হওয়া একান্ত দুষ্কর। এই আজি বলিলেন গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়াছে, আবার কালি দেখান হইল রাজস্ব উদ্বৃত্ত হইয়াছে। অতএব রাজস্বের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই জন্যই গ্লাডষ্টোন সাহেব গোসেন সাহেবের মত সুদক্ষ অর্থনীতিজ্ঞ লোককে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল করিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ একজন প্রসিদ্ধ সচ্চরিত্র লোক আসিলে তিনিও ভারতবর্ষের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার নিশ্চিন্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনও হইয়াছে। তাঁহাকে আশু ততঃ দুটী গুরুতর বিষয়ে একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। প্রথম, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টসকলের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহাদি। দ্বিতীয়, হোম রুলরদিগের সহিত বিরোধ। বিদেশীয়দিগের সহিত ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রি সম্প্রদায় যে আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে গ্লাডষ্টোন সাহেবের অনুমোদিত নহে, ইহা সকলেই অবগত আছেন বিকন্সফিল্ড যাহা করিয়া গিয়াছেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, তাহার ত মীমাংসা করিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে অনেক সময় লাগিবে এবং অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টও, পাছে নূতন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কৃতকার্য্য উল্টাইয়া দেন এই ভয়ে অনেক বিষয়ে এমন গোল বাঁধাইয়া গিয়াছেন যে তাহা পরিষ্কার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। লর্ড লিটন কান্দাহারে যাহা করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ তাহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কাবুলের কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার এখনও কিছু স্থির হয় নাই। ইহার মধ্যে লর্ড লিটন কান্দাহারকে কাবুল রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া তথায় এক জন শাসনকর্ত্তা বসাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে লর্ড লিটনের যে কি সুবিধা হইল তাহা বুঝা যায় না। তিনি প্রথম হইতে বলিয়া আসিতেছেন, কাবুল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহার পর সহসা এইরূপ কাবুলের এক খণ্ড স্বাধীন করিয়া দেওয়া শুদ্ধ কাবুল ঘটিত একটা বন্দোবস্ত যাহাতে শীঘ্র না হয় বোধ হয় তাহাই উদ্দেশ্য। ইহাতে কেবল আগতপ্রায় গবর্ণর জেনারলের কার্য্য পথে কণ্টক অর্পণ করা হইল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের দ্বিতীয় দুর্ভাবনার বিষয় হোমরুলরদিগের সহিত বন্দোবস্ত। হোমরুলর নামে একদল লোক ইংলণ্ডে হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে স্থানীয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট হউক এবং সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃত্ব করুন। ইহাঁদের দলে কত লোক, তাঁহাদিগের শক্তি কত দূর, তাহা অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু ইহাঁদের বল যে ক্রমশঃ পুষ্ট হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। অধুনাতন পার্লিয়ামেণ্টে ইহাঁদের ৬৩ জন মেম্বর আছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব হোমরুলার মতের পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাঁহার সহিত হোমরুলরদিগের বিবাদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্টে হোমরুলরদিগের প্রাধান্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা এবার যুক্তিতে ত্রুটী করিবেন না।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরত্যাগ প্রযুক্ত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণের কিরূপ রাজনীতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। বাস্তবিকও উহা কৌতুকের বিষয়। অনেক কর্ম্মচারী ইহারই মধ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইংলণ্ড ঈশ্বরমতাবলম্বী, আমরাও তাহাই। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার একান্ত বিরোধী, যাঁহাদের যত্নে সুরাবয় সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাও ভারতবর্ষীয়দিগের মঙ্গলের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। নয় বর্ষ্ম মূল্যে উচ্চ শিক্ষার যত সুফল তাহা কে না জানে? সুরাবয় সংক্রান্ত আইন হইবার সময়ে তাঁহার বক্তৃতা কাহার অবিদিত আছে। তিনি ক্যানিং কালেজের পারিতোষিক বিতরণ স্থলে এই মর্ম্মের বক্তৃতা করিয়াছেন "সহংশজাত যে সকল হাল ক্যানিং কালেজে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবে তাহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল, তদ্দ্বারা অল্প মূল্যে তাহারা ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারিবে। অতএব এখন যদি তালুকদারের সন্তানেরা তাঁহাদের সন্তানদিগকে সুশিক্ষা না দেন তবে সে তাঁহাদের দোষ।" বায়ু যখন যে দিক দিয়া বহে, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষাদিও সেই দিকে হেলিতে থাকে। ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রবাহ যে দিক দিয়া বহে ভারতবর্ষস্থ অনেক সাহেবই সেই দিকে আত্ম সমর্পণ করেন। যাহা হউক, আমরা আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

শিবপুর কলেজ ও ঢাকা ওয়ার্কশপ।

শিক্ষিত দল! তোমাদের ত বড় বিপদ দেখিতেছি। ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় মুসলমানজাতীয় একজন তিলীয় রাজা বহুসংখ্যক লোককে বশীভূত করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা কঠিকর বিবেচনা করিয়া এককালে সকলের প্রাণহত্যা করিয়াছিল, তেমনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় তোমাদের সকলের জীবিকা সংস্থান দুষ্কর ও কষ্টকর বোধ করিয়া এককালে তোমাদের সকলকে তোপে উড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন! অতএব তোমাদের বড় বিপদ, এ কথা আমরা বলিতেছি না। আমাদের রাজারা মুসলমানজাতীয় রাজা নন। আমরা তোমাদিগের বাস্তবিক বড় বিপদ দেখিতেছি। একদিকে প্রতিবৎসর তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ওদিকে তোমাদের জীবিকার পথ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে আশাধার সংকীর্ণ হইয়াছে। উচ্চতর রাজপদগুলি তোমাদের পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ, তৎপদ লাভে তোমাদের আশা নাই বলিলেই হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট বহুজাতীয় বহুবিধ লোকের ভরণ-পোষণ-কারী। যাহাঁরা তাঁহাদের প্রিয়পাত্র, উচ্চ রাজপদগুলি তাহাদের জন্যই রাখিয়াছেন। তোমরা বিনা পরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বেণ্ট হইবে বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলে, কৌতুককর সেশীয় সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদের সৃষ্টি করিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ব্রিটিশিয়াও তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, সামান্য পদগুলিও যে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে পাও, সে সম্ভাবনাও অল্প। দিন দিন যেরূপ আকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কিছু দিন পরে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া চাকরীতে তোমাদের মাসিক ১০। ১৫ টাকা উপার্জ্জন করা কঠিন হইয়া উঠিবে। তোমরা এ বিপদ-শান্তির কি উপায় স্থির করিয়াছ? স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য। তাহাতে তোমরা অত্যন্ত মন্দ। উচ্চতর বাণিজ্যেরও এক প্রকার কষ্ট। তাহাতে বিশাল মূলধন, অধিকতর পরিশ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায় আবশ্যক। সেদিকেও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। শিল্পকার্য্যে ইউরোপীয়দিগকে অতিক্রম করা বড় কঠিন কর্ম্ম। একে ত তাহারা শিল্পকার্য্যে বহুদিনের অভ্যস্ত, তাহারা শিল্প দ্রব্যের যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে, এদেশীয়দিগের দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা এই, এদেশীয়েরা কি শিল্প কি বাণিজ্য কোন বিষয়ে তাহাদিগকে পরাভব করিতে না পারে। আপনাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য সৎই হউক আর অসৎই হউক যে কোন উপায় আছে, তাহার অবলম্বনে অনেকে পরাঙ্মুখ হয় না। যে এক কৃষিকার্য্য আছে, ইউরোপীয় অধ্যবসায় তাহারও অপ্রতিযোগী নয়। প্রতিযোগী থাকিলেও ঐ একমাত্র আশাস্থান আছে। উহার উন্নতি-সাধন করিতে পারিলে কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু সকল শিক্ষিতই যদি সেই লাভের লোভে উন্মুখ হন, সেই লাভ "চট কস্য মাংসং ভাগশতং" হইয়া পড়িবে। উহারও বহু ভাগী আছে, এদেশে কৃষক বলিয়া যে সম্প্রদায় আছে, তাহারাই সেই ভাগী। শিক্ষিতেরা যদি কৃষিকার্য্য আপনাদের একান্ত করিয়া লইতে যান, তাহা হইলে তাহাদের অন্নের কর্ত্তা হইতে হইবে। সেটীও দেশের একটী অমঙ্গলের কথা।

আমরা দেখিতেছি কতকগুলি শিক্ষিত লোক নিরুপায় ও হতাশ হইয়া যাত্রার দল আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের দেশ আয়োদপ্রিয়, ইহাতে কতকগুলি লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে দেশের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহা এক প্রকার নিকৃষ্ট ব্যবসায়। শিক্ষিতদল এখন তোমরা কি করিবে? চাকরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প এই তিনটী বিষয় অবলম্বন কর। ইহাতেও প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে সত্য কিন্তু ভারত তোমাদের দেশ, তোমাদের জন্মভূমি, তোমরা যদি অধ্যবসায়শীল হইয়া এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ কর, স্বার্থলাভ তোমাদের পশ্চাতে থাকিয়া উত্তেজনা করিতে থাকে এবং ন্যায়পথে থাকিয়া তোমরা উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাও, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে না হউক বহু অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। শিল্পবিষয়ে তোমাদিগকে কার্য্যপটু করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তোমাদিগের কার্য্যশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তোমরা এই সময়ে বদ্ধপরিকর হও। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিল্পশিক্ষা বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বড় বড় লোক সকলও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান ও নিজ নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন।

ফলতঃ, উনবিংশ শতাব্দী অন্য কার্য্যের নিমিত্ত যত না হউক, শিল্প ও পূর্ত্ত কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই শতাব্দীতে লেসেপ্স সাহেব জলপ্রণালী করিয়া সুয়েজ খাল খনন করিয়া আপনার পূর্ত্তকার্য্যদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফার্ডিনা আল্পস পর্ব্বত ভেদ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া লৌহবর্ত্মের অবকাশ প্রদান করিয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয়ের মধ্যে ভূমির নিম্ন দিয়া পথ হইবার জল্পনা শুনিতেও পাওয়া যায়।

আটলাণ্টিক সাগরের উপর দিয়া রেল চালাইবার প্রস্তাবও হইতেছে। বৈদ্যুতিক তারে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই প্রায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। লেসেপ্স সাহেব সেয়ার আষ্ট্রাকান হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেল করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী প্রদেশস্থ রাজ্য সকলের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধুনা তিনি এই প্রাচীন বয়সে পানামা যোজকের মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি যে ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যান, এমন বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত কার্য্য শেষ হইলে নাবিকদিগকে আর সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টন করিতে হইবে না, যে পথে যাইতে বহুদিন লাগিত, তাহা একদিনের মধ্যেই যাওয়া যাইবে। ইউরোপে প্রস্তাব হইতেছে, একটী খাল কাটিয়া ডেন্মার্ককে ইউরোপ হইতে স্বতন্ত্র করা হইবে। তাহা হইলে বাণিজ্যতরি অনায়াসে বল্টিক সাগর হইতে জর্ম্মণ সমুদ্রে আসিতে পারিবে, আর বিপদসঙ্কুল স্কাগারা দিয়া যাইতে হইবে না।

আমাদের দেশেও পূর্ত্তকার্য্যের মহা উন্নতি হইয়াছে। যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষগণের নাম চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে সন্দেহ নাই। শোণ সেতু শতদ্রু সেতু প্রভৃতি ইংরাজজাতির বিজ্ঞান বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণের বশীভূত হইয়া ভারতবর্ষবাসিদিগকেও এই বিদ্যা শিখাইবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুলিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন। অনেকগুলি বাঙ্গালী এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। অনেকে স্ব স্ব কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্যও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে শিক্ষা হইত, তাহাতে হাতে কর্ম্ম শিক্ষা হইত না। কেবল পুস্তক হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইত। অধুনা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উঠাইয়া দিয়া শিবপুরে একটী নূতন বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তক হইতেও শিক্ষা দেওয়া হইবে, হাতেও কাজ শিখান হইবে। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। তাহাতে পাঁচটী শ্রেণী খুলা হইয়াছে। ১। সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ২। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং। ৩। সিবিল ওবরসিয়রের। মেকানিকাল ওবরসিয়র। ৫। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। ছাত্রগণের ভবিষ্যতের জন্য ১০ টী বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাত্রগণের থাকিবার স্থানেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রধান অধ্যাপক ডাউনিং সাহেব অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণের কোন কষ্ট নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য এত লোক আবেদন করিয়াছে যে শিবপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের থাকিবার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। এ জন্য ডিরেক্টর সাহেব ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে আর আবেদন গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে অন্ততঃ দুই শত ছাত্রের বাসোপযোগী বাটী নির্ম্মিত হইবে।

সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে সঙ্গে ভিহিরির কার্য্যালয়ও উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাকার ছাত্রেরা নূতন বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তথাকার অধ্যাপক কোবেকার্স সাহেবও নূতন বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুনিতেছি নাকি এই সঙ্গে ঢাকার শিল্পবিদ্যালয়টীও উঠিয়া যাইবে। ঢাকার বিদ্যালয়টী ঢাকা মর্ণাল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেনের যত্নে স্থাপিত হয়। দীন বাবু বাল্যকাল অবধি কর্ম্মকার ও সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্য অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যখন মর্ণাল স্কুলের সঙ্গে শিল্পশ্রেণী খুলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। যখন দেখিলেন ঢাকার উন্নতিপ্রিয় যুবকগণ তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন তিনি প্রত্যহ ৪ টা অবধি ৬টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের শাসনকালে তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন। তদবধি বিদ্যালয়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। দীন বাবুরও উন্নতি হইয়াছে। তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু যে পেণ্ডুলম চালিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও চলিতেছে। আজিও সে বিদ্যালয়ে নানাবিধ দেশ হিতকর ব্যবসায় শিক্ষা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমরা এরূপ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি না। ভিহিরির বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়াতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ, ভিহিরি শিক্ষার্থী ছাত্রের পূর্ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান নহে, বিদেশ হইতে ছাত্র গিয়া তথায় শিক্ষা করিত; সুতরাং সে বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ঢাকা ভিহিরির মত স্থান নয়, কলিকাতার যেমন ঢাকাও প্রায় তেমনি, উহা পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রসারের একটী কেন্দ্র। এরূপ স্থান হইতে বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলে অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিবে। ঢাকা মর্ণাল স্কুলের ছাত্রেরা কিছু শিবপুরে আসিতে পারিবে না। উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়ও অল্প। উহার বিশেষ গুণ এই যে, উহা এদেশীয় লোক দ্বারা এদেশীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত ও চালিত হইতেছে। অতএব ঐ বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

---

১. দিবাকরের পুনরুদয়কামনা।

দিবাকর সৌর-জগৎ-শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইয়া একবারে অদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে, সৃষ্টি লোপ হইতে বসিয়াছে। অতএব দেবগণের ন্যায় আমরা তাঁহার পুনরুদয় কামনা করিতেছি। পাঠক উপরের শীর্ষকটী দেখিয়া কি তাই ভাবিতেছেন? তা নয়। দিবাকর নামে আমাদের সহযোগী একখানি সমাচারপত্র ছিল। সোমপ্রকাশের মৃত্যু হইলে তিনি আমাদিগের সপক্ষতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহারও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এক্ষণে সোমপ্রকাশ জীবন লাভ করিল, দিবাকর মৃত অবস্থায় থাকেন কেন? আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহারই পুনরুদয়-কামনা করিতেছি। দিবাকর সম্পাদকের প্রতিও আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের স্বাধীনজের সংবাদদাতা যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত ও প্রচারিত হইল।

"সোমপ্রকাশ ত পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। যখন ইহার ঘোর-বিপদ উপস্থিত, সে সময় ইহার উদ্ধারে বিশেষ প্রয়াসবান হইয়া যে একখানি সংবাদ পত্র সোমপ্রকাশের সঙ্গে গতজীবন হয়, তাহার পুনঃ প্রকাশের এখন উপায় কি? যে কৃপাবলে সোমপ্রকাশের উদ্ধার সাধন হইল, সেইরূপ কৃপার কণা মাত্র প্রক্ষিপ্ত না হইলে এ কাগজ খানির ত গত্যন্তর দেখা যায় না। যে কাগজ খানি সে সময়ে সোমপ্রকাশের রক্ষার্থ এত বদ্ধপরিকর হয়, তাহার নাম "দিবাকর"। বীরভূম হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার কার্য্য অধিক দিন না চলিতে চলিতে সোমপ্রকাশ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব ইহাতে উদিত হয়। প্রস্তাবটী তাদৃশ কঠোরভাষায় লিখিত হয় নাই, কিন্তু তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট (গ্রাণ্ট) সাহেবের সম্মুখে সেই প্রস্তাবটী রাজদ্রোহের উদ্দীপক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ কাগজের অধ্যক্ষ বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার বহুবার লেখালেখি চলে। দক্ষিণা বাবুর গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে অন্য কোন সংস্রব নাই। তিনি বীরভূমের কমিটীর অন্যতর

সহসা মাত্র। তিনি পত্রের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, শঙ্কিত বড় মন্দ হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু কাগজের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। কাগজখানি কয়েক মাস মাত্র জীবিত ছিল, ইহার সেবাও অতি পরিপাটী হইতেছিল। এত দিন ইহার কার্য্য চলিলে এটী সাধারণ্যে সমাদৃত হইত ও দেশের ভূরি উপকার সাধনে সমর্থ হইত। এখন কথা হইতেছে, এটী এখন কি উপায়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমাদের ছোট বাহাদুর অতি ভদ্রবান্ লোক। সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ হওয়াতে দেশের কত যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহা এত দিন নীরবে অনুধাবন করিয়া এখন প্রকাশের আবেশ প্রচার করিলেন ও তদ্দ্বারা আপন মহানুভবতার সামান্য পরিচয় দিলেন না। আমরা বলি, তাঁহার এক অংশে আর কলঙ্ক থাকে কেন? এ সামান্য মাত্র কাগজের প্রচার বন্ধ রাখিয়া রাজ্যের কি বিশেষ উপকার দর্শিবে? আমি বলি, তিনি কৃপা করিয়া এখনকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অনুসন্ধান লইয়া অধ্যক্ষকে প্রচারের অনুমতি করুন। এ কার্য্যে বীরভূমবাসিমাত্রেই উৎসাহ হইয়া তাঁহার দীর্ঘ-জীবন কামনা করিবে।

কাহা হইতে আদালতের জীবন রক্ষা হইতেছে?

যাহাঁদের তর্কশক্তি নাই, পরিণাম-বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, এবং চিন্তাশক্তি নাই, তাঁহারা, কাহা হইতে আদালতের জীবন রক্ষা হইতেছে? এই প্রশ্নের এই উত্তর দিবেন কেন গবর্ণমেণ্ট হইতে। পাঠক একবার তর্ক করিয়া দেখুন দেখি, এটী সদুত্তর হইল কি না? কেহ যদি মকদ্দমা না করে, অর্থী প্রত্যর্থী না জুটে, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্ট আদালত রক্ষা করিতে পারেন? তবে বল, অর্থী প্রত্যর্থীই আদালতের রক্ষাকর্ত্তা। না, পাঠক! তাহাও নয়। অন্য দুই একটী উদাহরণরূপ পাশ দিয়া তর্কশক্তিকে খারাস করিয়া তুল, তাহার পরে স্থির করিয়া বলিতে পারিবে আদালতের রক্ষাকর্ত্তা কে? নদীকে কে রক্ষা করে? পর্ব্বতের প্রস্রবণ। তাকে আবার কে রক্ষা করে? মেঘ। মেঘ হইয়া বৃষ্টি না হইলে প্রস্রবণ শুষ্ক হইয়া যায়। সেই মেঘের রক্ষার কারণ কে? সমুদ্র। সূর্য্যকর-সংযোগে সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এখন পাঠক এইরূপে তর্কশক্তি খাটাইয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, আদালতের রক্ষাকর্ত্তা কে?

আমরা উপরে প্রমাণ করিয়া দিলাম, গবর্ণমেণ্ট আদালতের রক্ষাকর্ত্তা নন। আপাততঃ অর্থী ও প্রত্যর্থীকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বোধ হয় বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বাস্তবিক তাহারাও নয়। মকদ্দমা করিবার যে প্রকার কার্য্যপ্রণালী, আইনের যে প্রকার জটিলতা, তাহাতে অসহায় হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা আদালতে গিয়া যদি সহায়তা না পায়, তাহা হইলে কি মকদ্দমা করিতে পারে? উকীল, মোক্তার, কৌঁসলি প্রভৃতি অর্থী প্রত্যর্থীর যে যে সহায়বল আছেন, তাঁহারাই আদালতের প্রকৃত রক্ষক। সূর্য্য ব্যতিরেকে যেমন পৃথিবী থাকে না, উহাদের ব্যতিরেকে তেমনি আদালত ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। আদালত আবার উহাদের রক্ষক। কথায় বলে "বনরক্ষক শিবা, শিবারক্ষক বন।" তেমনি আদালতরক্ষক উকীল ও উকীল রক্ষক আদালত।

উকীলেরা যে কিরূপে আদালতের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন। তথাপি আমরা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। বোধ কর একটি ঘটনা ঘটিল, একজন অর্থী ও একজন প্রত্যর্থী হইল, উভয়েই আদালতে গেল, একজনের ন্যায় একতরের অন্যায় আছে সন্দেহ নাই। উকীলেরা দুই দল হইলেন, উভয় দলেই উভয় পক্ষের সমর্থন করিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল। কিন্তু কেহ যদি অন্যায় পক্ষ আশ্রয় না করেন, কেহ যদি অন্যায়কারীকে উৎসাহ না দেন, তাহার অন্যায় তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, কেহ যদি তাহার উকীল না হন, কাজেই তাহাকে মকদ্দমা হইতে বিরত হইতে হয়। পাঠক! এখন দেখুন প্রতিপন্ন হইল কি না উকীলেরাই আদালতের রক্ষক। নদীমাতৃক দেশে নদীর জলেই যেমন শস্যের জীবন রক্ষা হয়, উকীল হইতেই তেমনি আদালতের রক্ষা হইতেছে। এটী ঠিক কথা কি না পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন।

যে কারণে আজ আমাদের মনে এবিষয়টীর উদয় হইল, তাহা এই—সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক ব্যক্তির স্ত্রী বাজারে গিয়া এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ধারে কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করে। ব্যবসায়ী ঐ স্ত্রীর স্বামীর নিকটে বিল পাঠাইয়া দেয়। উহার স্বামী এক পয়সাও দিল না, বলিল আমার স্ত্রীকে আমি বাজার হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। ব্যবসায়ী আদালতে নালিশ করিল। বিচ্ছ আদালতে তাহার পরাজয় হইল। তাহার আপীল করিল। সেখানেও পরাজয় হইল। পাঠক দেখুন কেমন চমৎকার কাণ্ড। কেমন মকদ্দমার আপীল পর্য্যন্ত হইয়া গেল! উকীলেরা আর্থীকে যদি নিবারণ করিতেন, তাহা হইলে কি এ মকদ্দমা হইত? ইহা বড় কঠিন বিষয় নয় যে উকীলেরা বুঝিতে পারেন নাই। যে স্ত্রী ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনে, তাহার স্বামী যখন বলিল সে অনুমতি দেয় নাই, সে যে তাহার দায়ী নয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রী যদি ইচ্ছামত ধার করিয়া টাকা অন্যকে দেয়, স্বামী কি তাহার দায়ী হইবে? আমাদের দেশে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কি ধর্ম্মকর্ম্ম কি ব্যবহার কার্য্য কোন বিষয়েই স্ত্রীর স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার অধিকার নাই। অন্য দেশে এরূপ শাস্ত্র না থাকুক, যুক্তি ত আছে? স্ত্রী যখন স্বামীর পরাধীন, তখন স্বামীর মতনিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। যদি বল ইউরোপীয় স্ত্রীরা স্বাধীন, স্বামীর পরাধীন নন। তাহা হইলে ত যুক্তি আরও পরিষ্কার। স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন স্ত্রীর ধনের দায়ী হইবেন কেন?

আমরা যে মকদ্দমাটীর উল্লেখ করিলাম বোধ হয় ইহার মত পরিষ্কৃত মকদ্দমা আর হয় না। এমন পরিষ্কৃত সন্দেহশূন্য মকদ্দমা যাঁহাদের প্রসাদে হয়, তাঁহারাই কি আদালতের জীবনভূত নন? তাঁহারা কেবল আদালতের রক্ষার উপায় নন, গবর্ণমেণ্টেরও আয়ের প্রশস্ত দ্বার।

এখন প্রশ্ন এই উকীলের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশের মঙ্গলের কারণ কি না? তরু-গোধন-পর্য্যাপ্ত শস্য দেশমধ্যে উৎপন্ন না হইলে যেমন দেশের অমঙ্গল হয়, উকীলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তেমনি অমঙ্গল ঘটিতেছে। এই অমঙ্গল নিবারণের একটী উপায় করা আবশ্যক। সম্প্রতি লিবরালদল মন্ত্রিসম্প্রদায় হইয়াছেন। তাঁহারা পরিবর্ত্তনপ্রিয়। তাঁহাদের মত উদার। তাঁহারা নূতন বন্দোবস্ত ভাল বাসেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগের নিকটে উকীলদিগের বিষয়ে একটীনূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, উকীলদিগকে সমান একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এত বিচারপতির পদ নাই যে সেই সেই পদে ইহাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। কাবুলে যুদ্ধ উপস্থিত আছে, গবর্ণমেণ্ট সেইখানে ইহাদিগকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করুন। যাহার যেমন গুণ ও ক্ষমতা তদনুসারে তিনি তেমনি পদস্থ হউন। সৈন্যদল মধ্যে ইহাঁদের প্রথম পাইবার যোগ্য অমাদার অর্থেদার লেপ্টেনেণ্ট কাপ্তেন প্রভৃতি অনেকগুলি কাজ আছে। প্রথমে সেই সেই পদে অধিষ্ঠিত হউন, তাহার পর ক্রমে উন্নতি লাভ করিবেন। ক্রমে অভ্যাস দ্বারা সাহসিকতা ও কার্য্যপটুতাও জন্মিবে।

কেমন পাঠকগণ এ কি মন্দ প্রস্তাব? আপনারা কি ইহাতে অনুমোদন করেন না?

নূতন গবর্ণর জেনরল।

বুধবার ডাকে সংবাদ আসিয়াছে, মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত লোকে গবর্ণর জেনরল নিয়োগের বিষয়ে যাঁহাকে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে যে বিতর্ক করিয়াছিলেন, সে সমস্ত বিফল হইল। কেহ বলিয়াছিলেন কানাডার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ডফরেন্ সাহেব গবর্ণর জেনরল হইবেন। কেহ ভাবিয়াছিলেন ডিউক আর্গাইল গবর্ণর জেনরল হইবেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব সেদিন গোসেন সাহেবকে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে সকলের সংস্কার হইয়াছিল, বিলাতের কোন বিখ্যাতনামা উদার নীতিজ্ঞ ভারতবর্ষে মহারাণীর প্রতিনিধি হইবেন। সকলের সকল আশা ব্যর্থ হইল। কিন্তু উপস্থিত নিয়োগে আমাদের অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। লর্ড রিপন যদিও উদারমতাবলম্বীদিগের অধিনায়ক নহেন, কিন্তু ইনি একজন অতি উচ্চ পদবীর লোক। যাহাঁরা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মারকুইস উপাধিধারী অতি বিরল। ইহাঁর পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট, বয়স ৫৩ বৎসর, ইনি দক্ষতা সহকারে অনেক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যও করিয়াছেন, সুতরাং ইনি যে ষ্টেট সেক্রেটরি অথবা প্রধান মন্ত্রীর খামাবরা হইবেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। ইহাঁর পিতা কিছু দিনের জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে রিপনের আরল হন। আমাদের গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮২৭ খ্রীঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঅব্দে পিতার পরলোকান্তে ইনি পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি কমন্স হাউসের সভ্য হইয়াছিলেন। যে বৎসর পিতার মৃত্যু হয়, সেই বৎসরেই ইনি যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরি হন। পরে অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরি হইয়াছিলেন। সার জি সি লুইসের মৃত্যু হইলে ১৮৬৩ খ্রীঅব্দে ইনি স্বীয় দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধ বিভাগের সেক্রেটরির পদ প্রাপ্ত হন এবং মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরে যখন ১৮৬৬ খ্রীঅব্দে সর চার্লস উড ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির পদত্যাগ করেন, সে সময়ে ইনি কিছু দিন ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঅব্দে আমেরিকার সহিত সন্ধি করিবার জন্য যে কমিশন পাঠান হয় ইনি সেই কমিশনের সভাপতি হন। এ কার্য্যে ইনি এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে মহারাণী তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মারকুইস উপাধি প্রদান করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইহাঁকে ডি সিএল উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের এক জন লর্ড লেফ্‌টেনাণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট। ১৮৭০ খ্রীঅব্দে লর্ড ক্লেটলণ্ডের মৃত্যুর পর ইনি ইংলণ্ডীয় ফিল্‌মেশন দিগের অধিনায়ক অথবা প্রাণ্ডমাষ্টার হন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কোন কারণ বশতঃ সেই অধিনায়কতা পরিত্যাগ করেন।

এক্ষণে ঐ ফিল্‌মেশন দলের প্রতি ইহার বিশেষ বিদ্বেষ। কারণ এই, দিব্য করিয়া গোপনে যে সমাজে প্রবেশ করিতে হয়, ইনি সে সমাজ ভাল বাসেন না। ১৮৭৪ খ্রীঅব্দে ইনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ লইয়া ইংলণ্ডে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার একটী পুত্র, তিনি অরল, তাঁহার নাম হেনরিক ওলিফর।

ইহাঁর জীবন চরিত পাঠ করিয়া আমাদের একটী বিষয়ে আশার সঞ্চার হইতেছে। ইনি গ্লাডষ্টোনের হলাক্রান্ত রোমান ক্যাথলিক। সুতরাং ইহার অধিকার কালে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয় উঠিয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর ১৫।১৬ লক্ষ টাকা পাদরীদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। এই পাদরীরা আবার ইংলিস চর্চ্চের পাদরী। ভারতবর্ষে যত সাহেব আছেন, তাহার অনেকেই ইংলিস চর্চ্চের নহেন। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নয়। ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনরল রোমান ক্যাথলিক যাঁহার হস্তে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ভার, তিনি স্বয়ং আয়রলণ্ড হইতে প্রোটেষ্টাণ্ট চর্চ্চ উঠাইয়া দিবার প্রধান উদ্যোগী। এ অবস্থায় কয়েক জন মাত্র ইংরাজ কর্ম্মচারীর সুবিধার জন্য বৎসর বৎসর ১৫।১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় রহিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে ভারতের শুভ লাভের যেমন আশা সঞ্চার হইতেছে, তেমনি ইহাঁর ধর্ম্ম লইয়া মত পরিবর্ত্ত দেখিয়া শঙ্কাও জন্মিতেছে। কথায় বলে "অবাবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ"। ইহাঁর মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সংবাদে অস্থিরচিত্ততার যেন কিছু কিছু পরিচয় হইতেছে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৩ এ এপ্রেল। সেনাপতি রস সাহেব সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দল কেল্লা ইয়নি হইতে যখন ডোপ নামক স্থানে যাইতেছিল সেই সময়ে শত্রু পক্ষীয় সৈন্যগণ পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাদের বাধা দিয়াছিল।

ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে কাবুলের বিস্তর লোক বিনষ্ট হওয়াতে তত্রত্যবাসীদিগের বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

মহম্মদ হোসেন খাঁ গত কল্য লগায়ের অন্তর্গত আরগণ সার নামক স্থানে লোক সংগ্রহার্থ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কোহিস্থানের অন্তর্গত তাজা নামক স্থানে মীর বোঁচা ২০০ সৈন্য ও মীর সৈয়দ খাঁ ইস্তালিফে ৪০০ সৈন্য লইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

জেনারল ইুয়ার্ট গজনি জয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ সেরপুরে ৩১ টী তোপধ্বনি হইয়াছিল।

২৬ এ এপ্রেল। আবদুল রহমান তুর্কিস্থানে ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন বলিয়া সাধারণের যে প্রতীতি জন্মে তাহা ভ্রান্ত, বাস্তবিক তিনি ততদূর আয়োজন করিতে পারেন নাই। কুণ্ডুজি নামক স্থানে তিনি সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন।

গজনির পতন হইলে মুস্তি আলম মুসাজানকে সাপুরে লইয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধের সময় তাঁহার গুরু আহত ও তাঁহার ভ্রাতা হত হইয়াছেন।

কোহিস্থান ও কাবুলের লোকে গজনীর অবরোধ সংবাদে বিশ্বাস করিতেছে না।

মহম্মদ জানের ভ্রাতা ও আর কতকগুলি সর্দ্দার মুস্তাকি দুর্গ হইতে আসিয়াছে। মহম্মদ জান আরমতে পলায়ন করিয়াছেন। মুসা খাঁ মুস্তি আলমের দুর্গে আছেন এবং মুস্তি আলম তথাকার জাতিদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন। হাজারারা যদিও সম্মুখে বন্ধুভাব দেখায়, ভিতরে ভিতরে অনেক অনিষ্ট করিতেছে।

কাবুল হইতে ২৫ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে, গজনিতে অরাজকতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। আহম্মদ খেল নামক স্থানে সিলজাইজাতি পরাভূত ও নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছে। তজ্জন্য সর্দ্দার ও মল্লিকগণ এক্ষণে অধীনতা স্বীকার করিতেছেন।

সেনাপতি রস সাহেব সর্দ্দার আলম খাঁ ও তাহের খাঁকে মসাজানে প্রেরণ করিয়াছেন। আলম খাঁর প্রার্থনা অনুসারে সেনাপতি ইুয়ার্ট মসাজানকে সন্ধি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। গজনিবাসিদিগের উপর আলম খাঁর প্রভুত্ব অত্যন্ত অধিক। যে পর্য্যন্ত কাবুলের সকল গোলযোগ শেষ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার মতে প্রবেশ শাসন করা হইবে।

চার্কবাসী হোসেন খাঁ গোলাম হায়দর ও রাজা খাঁর অধীনস্থ লগারিগণের সহিত অদ্য চেরাশিবস্থ সৈন্যগণের একটী যুদ্ধ হইয়াছিল প্রাতঃকালে ১০০০ হাজার শত্রু একত্র হইয়া শিবির অধিকার করিয়া তাহাতে পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। শত্রুগণ পুনরায় বেলা সাতটার সময়ে গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যগণ উহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে নাই। লগারিরা দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতেছে। ৯২ সং হাইলাণ্ডার সৈন্যগণ গোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুগণ উহাদিগের কতকগুলি অশ্ব বধ করিয়াছে। ৯২ নম্বরের দল হইতে ৩ দল সৈন্য চেরাশিবের অন্তর্গত ২ টী দুর্গ প্রায় কেল্লা অধিকার করিয়াছে। শত্রুগণ জেনারল ম্যাকফার্সনকে আক্রমণ করিয়াছে। সেনাপতি হ্যাণ্ডলে বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যাত্রা করিয়াছেন। লগারিরা যখন বাগান পরিত্যাগ করিয়া কুণীর নিকটস্থ পর্ব্বতে যাইতেছিল, সেই সময়ে ইংরাজ সৈন্যগণ উহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয়পক্ষে একটী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শত্রুদিগের ১০০ শত হত ও তদ্ভিন্ন অনেক আহত, ইংরাজ পক্ষে ৩০ জন হত ও ৩১ জন আহত হইয়াছে।

কাবুল হইতে ২৫ এ এপ্রেল সংবাদ আসিয়াছে মোল্লা মুন্সি আলম হয় হাজার আম্বারিক ও সলিমান খেল জাতীয় লোককে উত্তেজিত করিয়া অর্জ্জা আলমের নিকট একত্র করিয়াছেন। সেনাপতি পালিসর সৈন্য সামন্ত লইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা যে স্থানে রহিয়াছে সে স্থান আক্রমণ করা সহজ সাধ্য নয় বলিয়া সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট বিস্তর নূতন সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দান করেন, ৯ ই প্রাতঃকালে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শত্রুদলের চারিশত হত হইয়াছে।

কাবুল ২৬ এ এপ্রেল। আবদুল গফুর বিস্তর লোক লইয়া সেনাপতি রসের শিবির আক্রমণ করে, কিন্তু কার্য্য কিছুই করিতে পারে নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। ভারতেশ্বরী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে ঔইণ্ডসোরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে তিনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ এপ্রেল। সণ্টেনগ্রিয়ার সৈন্যগণ পঁহুছিবার পূর্ব্বে এলবেনিয়েরা পরিত্যক্ত প্রদেশ সকল অধিকার করিয়াছে। উভয় দলে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে।

লণ্ডন ২৬ এ এপ্রেল। ফরচুন বেতে আমেরিকাবাসী বীবরেরা যে অত্যাচার করিয়াছিল এবং তদ্বিবন্ধন যে ক্ষতি হইয়াছে, লর্ড সালিসবরি তাহা পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ এপ্রেল। সার, উইলিয়ম, ভারনাণ হার্টকোর্ট হোম বিভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন।

লর্ড ডার্বি গসেন ও লর্ড রোজবেরি মন্ত্রিসভার সভ্যপদ গ্রহণে সম্মত হন নাই।

২৪ এ এপ্রেল। মার্কুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল, আয়ল ভিস্কাউন্ট উপনিবেশের ষ্টেট সেক্রেটারি, ডিউক আর্গাইল প্রিবিসিলের লর্ড, আয়ল স্পেন্সার প্রিবি কাউন্সিলের প্রধান সভাপতি। জন ব্রাইট ডচি ল্যাঙ্কাষ্টারের চ্যান্সেলার, সলেসিট্রি আডমিরালিটীর সেক্রেটারি, সার চার্লস ডাইক বিদেশীয় কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি ষ্টেট সেক্রেটারি হইলেন।

সেণ্টপিটারসবর্গ ২৭ এ এপ্রেল। উইণ্টার পালেস যে ব্যক্তি দগ্ধ করিয়াছিল, সে হত হইয়াছে।

২৯এ এপ্রেল। ডডসনসাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ক্যাবিনেটের একজন সভ্য হইলেন। চ্যান্সারলেন বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট। মন্ত্রিসভা শিক্ষা সংক্রান্ত সভার ভাইস প্রেসিডেণ্ট। সার হেন্‌রী জেমস্ এটর্ণি জেনেরল গ্রাণ্টডফ্ উপনিবেশের অণ্ডার সেক্রেটারি। মার্কুইস লান্স ডাউন ভারতবর্ষের অণ্ডার সেক্রেটারি। আয়ল মরলে সংগ্রামকার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটারি। ফসেট পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল, লর্ড কালিংফোর্ড কনষ্টাণ্টিনোপলের ইংরাজ দূত হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

ভারতেশ্বরীর মধ্যম পুত্র এডিনবর্গের ডিউক রুশ সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত রুশ রাজবংশের কিছু বিবাদ চলিতেছে বলিয়া তাঁহার পত্নী ডচেস এডিনবর্গ কোন ক্রমেই ইংলণ্ডবাসে সম্মত হইতেছেন না। ইহার পক্ষে পুত্রকলত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করা যেরূপ কঠিন, আর সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ঘরজামাই হইয়া থাকা সেইরূপ কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন আজি কয়েক মাস হইল লর্ড লিটন কভেনাণ্টেড সিবিল সর্ব্বিসটী উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ভলে ভলে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল শীঘ্রই ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। সত্য সত্যই কি এটী লার্ড লিটনের প্রস্তাব?

রায়ভাঙ্গার চিনির কলের ম্যানেজার সাহেব বিনা অপরাধে একজন দেশীয় লোককে বধ করাতে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। সাহেব বলেন তিনি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করেন নাই। এটী ও সেকেলে ধুয়া।

ইংরাজ অধিকৃত ব্রহ্মদেশে এখনও এক প্রকার লোক আছে, উহারা দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হিন্দু ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের প্রতি ইহাদিগের এখন অটল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। ইহারা যে সকল স্থানে থাকে, সে সকল স্থানে অদ্যাপি ইংরাজদিগের কঠোর শাসন প্রচলিত হয় নাই।

গত ৭ই মার্চ্চ নিগ্রো বন্দরে জাপানিদিগের এক খানি জাহাজের চোড় হঠাৎ ফাটীয়া ৩১ জন লোক হত ও ৩৬ জন আহত হইয়াছে। উহাতে সমুদায় ৭২ জন মাত্র লোক ছিল।

কাণ্ডিওয়ারে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা এক্ষণে ঘাস ও বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

মিসর দেশের খেদাইব আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটী। গ্রেট বিটনের ৩ কোটী ২০ লক্ষ। ভারতবর্ষের ২০০০ কোটী। ঐ ঐ স্থানবাসীদিগের সুবিধার্থ ইউনাইটেড ষ্টেটে ৪১ হাজার গ্রেট বিটনে ১৩৭৬৮ ও ভারতবর্ষে ৪১০৭টী পোষ্ট আপিস আছে।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রষ্ট সাহেব হুগলী জমিদারী স্কলারসিপ ফণ্ড হইতে কিছু টাকা লইয়া দুইটী স্বতন্ত্র বৃত্তি স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে বালক বৃত্তি না পাইবে ও ইচ্ছা সত্ত্বে অর্থাভাব নিবন্ধন পড়িতে না পারিবে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর তাহার প্রকৃত অবস্থা জানিয়া দুই বৎসরের নিমিত্ত ঐ বৃত্তি তাহাদিগকে দান করিবেন। হুগলী ব্রাঞ্চ ও হুগলী কলেজ স্কুল ও উত্তরপাড়া স্কুলের যে বালকের এইরূপ অবস্থা ঘটিবে তিনিই উহা প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু তাঁহাকে হুগলী কালেজে পড়িতে হইবে।

আমাদিগের পাঁচতোপীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "বড়ঞা থানা মুর্শিদাবাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহার ফলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই জেলার অন্তর্গত কান্দিতে একটী সবডিবিজন স্থাপিত হইয়াছে। ফৌজদারী মকদ্দমা কম। কিন্তু দেওয়ানি আদালতে অনেক মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে। একজন বিচারক হইতে আর চলে না। আমাদের বিবেচনায় আর একজন সাহায্যকারী মুন্সেফ আসিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

এডুকেশন গেজেটে বিনা মূল্যে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। আমরা জানি অনেকে আমোদ করিবার নিমিত্ত এ কার্য্য করিয়া থাকেন। আর কেহ বা লোক নিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞাপন দেন। কর্ম্মপ্রার্থিগণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া বিজ্ঞাপনদাতার নিকট প্রশ্ন সাপত্রের অনুলিপি ও পত্রোত্তর পাইবার আশায় পত্রোদরে একখান ডাক টিকিট পাঠাইয়া থাকেন। বিজ্ঞাপন দাতারা পত্র পাইয়া তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দেন না। টিকিট খানি তাঁহার লাভ হইল। এক মাসের উপর হইবেক আমার এক আত্মীয় এডুকেশন গেজেটে একটী স্কুলের পদ শূন্য দেখিয়া উক্ত স্কুলের সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে স্বীয় প্রশংসা পত্রের অনুলিপি ও পত্রের উত্তর পাইবার বাসনায় পত্রের মধ্যে একখান টিকিট দিয়া পাঠাইয়া দেন। তাহার পর তাহার উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার আর দুইখান পত্র লিখিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম পাওয়া দূরে থাকুক, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পাইলেন না। তাঁহার দুই আনা ডাক মাশুল অকারণ গেল। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অমূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আর গেজেটের নামে যেন কলঙ্ক রটনা না করেন। ইহাতে সাধারণের উপকার না হইয়া বরং দিন দিন অপকার হইতেছে।

ঈশ্বর প্রসাদাৎ আজ কাল এ অঞ্চলে কোন পীড়া নাই। এবার ওলাউঠায় পাঁচতোপী ও তৎপার্শ্ব স্থান সমূহে অনেক লোক মরিয়াছে। পাঁচতোপীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রদান করিতেছেন। ইহাতে এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

গত ১৮ই বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এখানে বিলক্ষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বৃষ্টিতে তিলের ও তুঁতের বিশেষ উপকার হইয়াছে।"

সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্মের পর কেবল যে আমরা কয়েকজন শিক্ষিতের নূতন ব্যবহার দেখিলাম, তাহা নয়; কয়েকখানি নূতন সংবাদপত্রও আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে। মেদিনী পত্রিকা তাহার সন্যতর। বাবু শুরুনাথ দাস মেদনীপুরে ইহার প্রণয়ন করেন। এই পত্রে দেখা গেল, লক্ষ্মণনাথের শ্রীমতী গোলোকমণি নিজ পুত্রের বিবাহ-কালে শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি সাধনার্থ শিক্ষা-বিভাগের হস্তে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় দুটী বৃত্তি দেওয়া হইবে। লক্ষ্মণনাথ স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা ঐ বৃত্তি পাইবেন।

প্রভাতী এখানিও আমাদের পক্ষে নূতন পত্র। এখানি দৈনিক। এখানির কার্য্য মন্দ হইতেছে না। আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, সম্পাদকেরা অধ্যবসায়বান হইলে ইহা ক্রমেই উন্নতি পথে অধিরূঢ় হইবে। এই পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদ দুটী দৃষ্ট হইল।

"বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ কিং সাহেব বলেন যে, চীনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। নেপাল রাজ্যের উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। উহার তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত কিং সাহেব সম্প্রতি নেপালে গিয়াছেন। তিনি বলেন তথাকার প্রধান লোকেরা চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, রুশিয়া অপেক্ষা চীন হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। উত্তর ব্রহ্মদেশেও চীনগবর্ণমেণ্টের দূত আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পুনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তীলেরা নগরের কালেক্টরীতে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের শাসনের নিমিত্ত মেজর ডানিয়েল তথায় প্রেরিত হইয়াছেন।"

মফস্বলে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আমরা ভারতমিহিরকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহার রচনা তত উৎকৃষ্ট না হউক, প্রস্তাবগুলি মন্দ হয় না। অনেক প্রস্তাবে তর্কশক্তির বিশেষ পরিচয় থাকে। মুদ্রণকার্য্যটীও সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। আমরা সম্পাদককে সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত দেখিয়া বড় দুঃখিতহইলাম। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদনপত্রের প্রত্যুত্তরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে রেজলিউসন করেন, সম্পাদক কি সেখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন নাই? গবর্ণমেণ্ট যে সোমপ্রকাশের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, ঐ রেজলিউসন কি তাহার পরিচয় দিতেছে না? গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে যে অনুমতিপত্র দিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সরত আছে? যে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের মান বর্দ্ধন করিয়াছেন, আমাদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের মান বাড়ান কি উচিত নয়? আমাদের গবর্ণমেণ্ট এমন নির্ব্বোধ নন, যে ন্যায় যুক্তি ও আইনের বিরুদ্ধে আমাদিগকে কোন সরতে বাধ্য করেন, আমরাও এমন কাপুরুষ নহি, যে কোন সরতে বাধ্য হই। সে প্রকার বাধ্য বাধকতা থাকিলে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দান কালে অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। যাহা হউক, আমরা সম্পাদককে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন রেজলিউসনটী একবার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। সম্পাদক নিশ্চয় জানিবেন আমরা বিনীতভাবে যে আবেদন করিয়াছি, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মান বর্দ্ধন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। এই পত্র হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

ফাগবারির জমিদার বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরীর একটী হাতি পাগল হইয়া সহরের সন্নিকটে তাহার মাহুতকে আহত এবং একটী লোককে হত করিয়াছে। মাহুত হাতীটাকে যথেষ্ট প্রহার করে, সেই প্রহারে চিঁই হইয়া হাতী মাহুতকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিতে প্রয়াস পায়। প্রথমত একজন মাহুত পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায় এবং প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে। হাতী অপর মাহুতকেও ফেলিয়া দেয় এবং তাহাকে দাঁতে বিদ্ধ করিতে যত্ন করে। মাহুত দুই দাঁতের মধ্যে পড়িয়া দাঁত ধরিয়া থাকে। হাতী দাঁত বিঁধাইতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে কিন্তু দাঁত মাটিতে বাধিয়া যায় বলিয়া দাঁতের ফাঁকে মাহুত রক্ষা পায়। হাতী পুনঃ পুনঃ বিফল যত্ন হইয়া মাহুতকে লইয়া একটী বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে থাকে। এদিকে পল্লীর লোক সমবেত হয়। পল্লীর লোকের হো হো শব্দে এবং প্রহারে উত্যক্ত হইয়া হাতী মাহুতকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। লোকগুলি দৌড়িয়া পলায়ন করে তাহাদের মধ্যে একটী লোক ভূমিতে পড়িয়া যায়। হাতী তাহাকে ধরিয়া বলের ন্যায় শূন্যে বার বার ছুড়িয়া ফেলে এবং ধরিতে থাকে। প্রহারে প্রহারে লোকটী পিণ্ডাকার হইয়া যায়। কেহ লাস আনিতে গেলে হাতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসে। সমস্ত দিন, হাতীটী ঐ লাসের উপর আপনার ক্রোধের জ্বাল মিটাইয়াছে। হাতীটাকে ধরিয়া আনিতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উহাকে গুলি করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। হুকুম না হওয়ায় পুলিশসাহেব গুলি করিয়াছেন। হাতী বারটী গুলি খাইয়াও মরে নাই। শুনিতেছি মেজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং গুলি করিবেন।"

সিংহলের মুক্তা তোলায় গবর্ণমেণ্ট গত ১৭ ই এপ্রেল ১৫০০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্যাটলিং নামে এক ব্যক্তি নূতন রকমের এক প্রকার কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কামানে এক মিনিটে প্রায় হাজার বার গোলা ছোড়া যাইতে পারে।

ফরাসিদিগের সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধকালে এক জন সৈন্য ১৬ বার আহত হইয়াছিল। পরে তাহার কোন বন্ধুর কৃপায় তাহার জীবন রক্ষা হয়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে তাহার বন্ধুর কৃত উপকারের কথা বিস্মৃত হয় নাই। ফোনের অন্তর্গত সইন্ট ডি এল নামক স্থানে ঐ সৈনিকপুরুষ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই বন্ধুকে আনাইয়া ২৫০০০০ (ফ্রাঙ্ক মুদ্রা বিশেষ) দিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে যে প্রণালীতে কাবুলীদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইতেছে, কোন এক ইংরাজ তাহা ভাল বলিয়া অনুমোদন করেন নাই। সম্প্রতি তিনি লিখিয়াছেন শুদ্ধ ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিলে সাধারণের মনে তখনই ভয়ের সঞ্চার হইবে না। তিনি বলেন অপরাধি ব্যক্তিকে ফাসি দিয়া তাহার মস্তক একখানি শূকর চর্ম্মের দ্বারা আবৃত করিয়া ৪ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইবে এবং ক্রমে আর তাহারা বিপক্ষতাচরণে সাহসী হইবে না। উঃ কি সূক্ষ্মবুদ্ধি !!

বাবু হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, দুগ্ধ দুগ্ধ বাহির করিবার আইনে ২৪ জন গোয়ালার দণ্ড হইয়াছে এবং সকল গোয়ালাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি আমরা শুনিলাম, আমাদের বাসা বাটীর নিকট সেন্তলা গলিতে একজন গোয়ালা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ কার্য্য অতি গোপনে সম্পন্ন করিয়া থাকে। ভরসা করি, পশুদিগের প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা এবিষয়ের তত্ত্ব লইবেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও খড়দহ গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এখানে বৃহৎ গভীর পুষ্করিণী নাই, তজ্জন্য গ্রামবাসিদিগকে এই সময়ে অনেক কাজের নিমিত্ত গঙ্গাজল ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে সকল কাজের নিমিত্ত গঙ্গাজল আনয়ন দুঃসাধ্য। হয়বান্ গবর্ণমেণ্ট অথবা নবাবগঞ্জনিবাসী প্রকৃতসম্পত্তিসম্পন্ন বাবু বংশীধর-মণ্ডলের ন্যায় কোন পরদুঃখকাতর মহোদয় ২।১ টী ব্যবহার যোগ্য পুষ্করিণী যদি খনন করাইয়া দেন, তাহা হইলে গ্রামবাসিগণের ক্লেশের নিবারণ হয়।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আলীপুরের বাটী হইতে তিন শত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি চুরি গিয়াছে। এত পাহারা থাকিতে এরূপ চুরি হওয়া আশ্চর্য্যের সন্দেহ নাই। শাসন প্রণালীর বিষয়ে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে সতর্ক করা ও চেয়ারের অভিপ্রেত নয় ?

রাজস্ব মন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের লীলা খেলিয়া উঠিয়াছে। এবার রাজস্বসংক্রান্ত আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের [illegible] অবস্থা জানাইয়া দিয়াছেন। পালামেণ্টের [illegible] প্রকৃত পক্ষে ভারতের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ষ্ট্রাচি সাহেবের এই অসঙ্গত [illegible] বিরক্ত হইয়াছেন।

সিজনি অবিকার উপলক্ষে কলিকাতায় [illegible] ধ্বনি হইয়াছিল।

বিলাতের এক জন সাহেব [illegible] পরিত্যাগ করিয়া উদারমতাবলম্বী [illegible] করাতে তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে [illegible] করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়া এখবানি দরখাস্ত করেন। বিচারপতি তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষে এরূপ অকৌশল দেখিয়া পরিত্যাগের বিধি দিয়াছেন।

আর্য্যবিভাকর নামে এক খানি নূতন সমাচার পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান বৈশাখ মাসই তাহার জন্ম মাস। পত্র খানি যেমন নূতন, তেমনি ইহাতে একটী নূতন রকমের সংবাদ দেখিতে পাইলাম। সেটি এই—

" রেঙ্গুণে একটী সুন্দর রকমের জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে।—ব্রহ্মদেশীয় একটী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া জনৈক সদাগরের দোকান হইতে এক হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ খরিদ করে এবং পুরুষটী স্ত্রীটীকে দোকানে রাখিয়া স্বর্ণের তোড়া সহ নৌকা হইতে টাকা আনিবার ছল করিয়া প্রস্থান করে। কিয়ৎকাল পরে স্ত্রীটীও স্বামী আসিতেছে না কেন, কারণ অবগত ও টাকা আনিবার জন্য তাহার ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানটীকে সদাগরের অপর এক কেটাতে রাখিয়া প্রস্থান করিল। সদাগর অনেক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া শিশুটীর নিকটে গেলেন, দেখিলেন, শিশুটী প্রকৃত মনুষ্য নহে, একটা চীনের পুতুল কাপড়ে জড়ান। সদাগর নিশ্চয়ই জুয়াচোরের ব্যাপার মনে করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু আর তাহাদিগকে দেখা গেল না। "

মূল্য অল্প বা ব্যয় অল্প হইলে কাজ যে কত অধিক হয়, ১৮৭৮ অব্দের ডাকবিভাগের পত্র বিলি দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। লণ্ডনের প্রধান ডাক ঘর হইতে ১৮৭৮ অব্দে প্রতিদিন দশ লক্ষ চিঠি বিলি হইয়াছে। লণ্ডনের একটী কুষ্ঠি প্রতি দিন তিন হাজার চিঠি ডাকে পাঠাইয়াছে।

প্রাবিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ভারতবর্ষে ২৬০ প্রকার সর্প আছে। উহার মধ্যে পাঁচ প্রকার বিষাক্ত।

দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ঐ সকল চিহ্ন যখন দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই সময়ে অনাবৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ হয়।

যাঁহারা খগোলবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর উপগ্রহ যেমন একটী চন্দ্র আছে, মঙ্গলেরও উপগ্রহ স্বরূপ দুটী চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। একটী চন্দ্র মঙ্গলের ১৪০০ মাইল দূরে আছে এবং উহা ৩০ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। অপরটী মঙ্গলগ্রহের ৫৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং উহা ৭ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে।

সম্প্রতি আমরা একটী নূতন রকমের প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট কালেজের ছাত্রগণকে বেতন দিয়া মাসে মাসে তাহাদিগের বেতন দিয়া আসিতে হইবে। কালেজের কেহ উহা গ্রহণ করিবেন না। বালকগণকে দুই খানি টাকা প্রণামী দিয়া তথায় লইয়া যাইতে হইবে। টাকা প্রণামী তাহারা এক খানিতে সই করিয়া দিবেন। সেই খানি তাহার বেতন দেওয়ার প্রমাণভূত হইবে। এ নিয়মটি কার্য্যে পরিণত হইলে কালেক্টরীতে খাজনা দেওয়ার ন্যায় হইবে সন্দেহ নাই। এ প্রস্তাবটি কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মা করিলেন ?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার শান্তিরক্ষক জুয়াচোর ব্যবসায়ীদিগের জুয়াচুরি ধরিবার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সে দিন কলিকাতার ঘাটে এক ব্যক্তি এক নৌকা পচা ছোলা ও খেসারি বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। শান্তি রক্ষকের অনুসন্ধানে ব্যবসায়ী ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হয়। বিচার পতির আদেশ ক্রমে উহা আলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ৭ই তারিখে বশুড়া জেলে অগ্নি লাগিয়াছিল। শুনা গেল ২৫০ কয়েদী পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে এক চামচা গন্ধক এক গ্লাস পোর্ট মিশ্রিত করিয়া রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। গন্ধক ঐ প্রকারে ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত স্বল্প হয় এবং তাহাতেই বিশেষ উপকার দর্শে।

দুগ্ধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক হাঁড়ি দুগ্ধে আধ ছটাক গীপসম লবণ ফেলিয়া দিয়া উহা ঘন করিয়া জাল দিতে হয়। যদি এই দুগ্ধ ১০ ঘণ্টায় জমিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা বিশুদ্ধ, যদি ৬ই ঘণ্টায় জমিয়া যায় তাহা হইলে উহাতে এক চতুর্থাংশ জল আছে, যদি সাড়ে এক ঘণ্টায় জমিয়া যায়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক জল আছে, আর যদি ১০ মিনিটে জমে তাহা হইলে উহাতে তিন ভাগ জল ও একভাগ দুগ্ধ আছে জানিতে পারা যায়। এই নিয়মটী ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষিত হইয়াছে।

ফ্রান্সের একাডেমী অফ্ সায়েন্স্ সূর্য্যের তাপ পরিমাণ অবধারণ করিবার জন্য একটী পুরস্কার দিবেন, প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু সূর্য্যের তাপের কত পরিমাণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা সাধ্যাতীত দেখিয়া ঐ পুরস্কারটী কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তবে ভিওলী নামা কোন বিজ্ঞানবিৎ তাঁহার গবেষণার জন্য একাডেমী হইতে প্রশংসা পাইয়াছেন। সেনবী নামক এক বিজ্ঞানবিৎ নির্ণয় করিয়াছেন যে সূর্য্যের উত্তাপের

পরিমাণ ১৮০০০০০ হইতে ৩৬০০০০ ডিগ্রির মধ্যে।

ডিলার্ড আরেবি নামক ফ্রান্স দেশীয় কোন একটী গ্রাম সমস্ত অট্টালিকা ও বৃক্ষাদির প্রস্তরের সহিত ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। ঐ গ্রামটী পার্ব্বত্য প্রদেশে সংস্থাপিত বলিয়া বৃষ্টির প্রপাতে উহার অধস্তল শিথিল হইয়া যাওয়াই এরূপ ঘটনার কারণ।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে লর্ড হার্টিংটন ষ্টেট সেক্রেটারি, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী; সালবোর্ণ লর্ড হাই চ্যানসেলর; আরল গ্রানভিল বিদেশীয় কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি; চাইল্ডার্স যুদ্ধ-কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি, লর্ড নর্থব্রুক আডমিরালিটীর কর্ত্তা, ফরষ্টার আয়রলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, লিখাল রিমাম্বরান্সার ডে, ওকিনলি সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি লুইস জাক্সনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট জল সেচন কার্য্যের নিমিত্ত বর্দ্ধমানে খাল খননের আদেশ দিয়াছেন। ইহা কাটন নগর হইতে আরম্ভ হইয়া মেমারির রাস্তা পর্য্যন্ত হইবে। দামোদরের উপকূলের নিম্ন দিয়া এই খাল খনন করা হইবে। এই কার্য্য করিতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

ইউরোপীয়েরা শবদাহের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। আমাদিগের আর্য্য ঋষিরা আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপকারিতা বুঝিলে বোধ হয় জগতের সকল জাতিই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাহার অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠিবেন। আমাদিগের শাস্ত্রে যে এক একটী উপায়ের বিধান আছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে শব দাহের ন্যায় তাঁহাদিগের সেই সকলের ইচ্ছা যে অত্যন্ত বলবতী হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই শব দাহের প্রস্তাব ইংলণ্ডে আজি কয়েক বৎসর আন্দোলিত হইয়া ক্রমে তাহা ফলে পরিণত হইতেছে। ইংলণ্ডবাসীরা যদিও তাহাদিগের চিরন্তন প্রথা একেবারে লোপ সাধন করেন নাই বটে কিন্তু শীঘ্রই যে তাহা করিবেন, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। এ জন্য তথায় সভা হইয়াছে। ওকাকিড নামক স্থানে শব দাহের জন্য দাহস্থানও প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য আইন প্রণয়নেরও কল্পনা করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের এই সভা সাধারণ্যে উহার উপকারিতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়াতে ইটালি প্রভৃতির মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মিলানে শবদাহ আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মনি ও ইহার প্রচলনের আদেশ দিয়াছেন। প্রুশিয়া ও বেলজিয়মের সমাজ সংস্কারকেরা বিধি বিধান দ্বারা ইহার প্রচলনের চেষ্টা পাইতেছেন। ফ্রান্সেও এজন্য একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, আমেরিকাও এই নিয়ম প্রচলিত করিবেন। সুইটজারলণ্ডস্থ জুরিচ সোসাইটী এজন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনা ও গয়া ষ্টেট রেলওয়ের একখানি জল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া জাহানার নিকটস্থ একটী পল্লী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

রুশিয়ার কোন কোন স্থান এরূপ শীতপ্রধান যে শীতকালেও পৃথিবীর কোন স্থানে সেরূপ শীত হয় না। এই ঘোর শীত প্রধান স্থানের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন কৃষক বাস করিত। এ ব্যক্তি নিজ দেহ রক্ষার জন্য তখন দুই পয়সারও আট্রক্স করিয়া আগুন করে নাই। বুকে হাত দিয়া দারুণ শীত কাটাইতেছিল। সম্প্রতি ইহার অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এ ব্যক্তি এত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল যে মৃত্যুর পরে তাহার নিকট হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এখন হইতে সিবিল সার্ব্বিসের কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গেলে প্রতি মাইল আট আনা অথবা প্রতি দিন ৫ টাকা ভাতা পাইবেন। তাহাই জল বাঁধে।

গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভার আপীস যখন স্বতন্ত্র ছিল, তখন ব্যয় বাদে কেবল কলিকাতা হইতেই বৎসরে ৫০। ৬০ হাজার টাকা লাভ হইত কিন্তু গত জানুয়ারি মাস হইতে জেনেরল পোষ্টআপীসে উঠিয়া গিয়া মার্চ্চ মাস অবধি ৬০ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মেনেরল ষীমন্যাভিগেসন কোম্পানির প্রগ্রেস নামক জাহাজ গোহাটীতে অগ্নি লাগিয়া একেবারে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। কত প্রাণী হত্যা হইয়াছে, এখনও সে সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি তুর্কীরা ইংরাজ অধিকারে আসিয়া নানা প্রকার উপদ্রব করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রাউন তাহাদিগের শাসনার্থ বস্রা নামক স্থানে গমন করিয়াছেন। যদি উহারা এই অবধি ক্ষান্ত না হয়, তবে বোধ হয় নাগা যুদ্ধের ন্যায় তুর্কান যুদ্ধও আবার বাঁধিবে।

শ্রীযুক্তবাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সেণ্টপিটার্সবর্গের অধ্যাপকতা পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতী তাঁহার একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেই পত্র পাঠ করিয়া রুশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণে জানা যায়। নিশিকান্ত বাবু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃত হন নাই। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তথায় গিয়া অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহাকে অধ্যাপকগণের সংসর্গ ছাড়িয়া বড় লোকের দলে মিশিতে হয়। এইরূপ করাতে অধ্যাপকেরা তাঁহার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। তিনি এক্ষণে "দেশত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" এই সাধু উপদেশ অনুসরণ করিয়া পুনরায় জর্ম্মণিতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। জর্ম্মণিতে তিনি ডাক্তরী পরীক্ষা দিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিনবৎসর কাল তিনি রুশিয়ার অধ্যাপকতায় ব্যস্ত ছিলেন। অধ্যাপক হইয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে খ্যাতি লাভ করিব ও জগতের যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধন করিব, এই তাঁহার আন্তরিক অভিসন্ধি ছিল। তাঁহার সে আশা বিফল হইল; কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। পুনরায় নূতন বিদ্যা শিক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

যদি কেহ এমন নির্ব্বোধ থাকেন এরূপ মনে করেন, ভারতবর্ষে রুশিয়া অধিকার হইলে সুখী হইব, তিনি দেখুন যে ইংরাজে ও রুশে কত প্রভেদ। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পত্রের কিয়দংশ এই:—

"এখানীর সমাজ নানা দলে বিভক্ত—দলীয়গণের পরস্পরের প্রতি কুকুর বিড়ালের অনুরাগ। একদলে যাহা বলিবেন ও করিবেন, অপর দলে তার যতদূর প্রতিকূল আচরণ করিতে পারেন করিবেনই নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। যদি ইহার এক দলের পক্ষাবলম্বী অথবা এমন কি পক্ষপাতী ও হইয়া পড় তবে বিপক্ষ দল তোমার অনিষ্ট করিতে জীবন মরণে রতী, ইহারা তোমার নামে নিন্দাবাদ প্রচার করিতে তোমার যাহাতে প্রতিপত্তি ক্ষয় হইতে পারে তার জন্য সমস্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত। ঘোর অবিশ্বাস পরনিন্দা, পরানিষ্ট-চিন্তা, অশ্রাব্য চরিত্র-দোষের (স্ত্রীগণের এ বিষয়ে হয় ত প্রধান্য!) সংযোগে এই রুশিয় রাজধানী পুরাকালীন সোডম, রোম, পম্পাদি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর বেরসাইয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহাদিগকে নিতান্ত আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহাদিগকেও মন খুলিয়া সকল ভাব ও চিন্তা বলা যায় না—কাফে (Cafe') ও রেস্তোরাঁর (Retaurant) ত কথাই নাই—সেখানে যে অর্ব্বাচীন রাজনীতি ধর্ম্মনীতি অথবা সমাজ-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিবে তার সম্বন্ধে খেরূপীয়কুলস্থ কোন চিরবন্ধনাবৃত নির্জ্জন কারাবাস দর্শন সম্ভব। মানব চিত্ত যে সমুদায় প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক ও আলোচনা

করিয়া ক্রমশঃ মহত্ত্বাত্ব ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা যখন ঘুণাক্ষরেও অসম্ভব, তখন সে নগরে সে দেশে ভয়ানক অশ্রুতপূর্ব্ব লম্পটতা নিয়ম হইবে আশ্চর্য্য কি? যেখানে স্বজাতিহন্তা পশুবৎচরিত্র যোদ্ধৃগণের অথবা নর্ত্তকী—কামেন্দ্রিয়েনগণেরই—পসার, যেখানে গুপ্তচর অথবা মানব হৃদয়ের প্রিয়তম আশা ভরসার ধ্বংসকারী পামরগণই Star দ্বারা বিভূষিত হয়, যেখানে উচ্চপরিবারের বালকগণ শৈশবাবধিই Diplomacy শিক্ষা করে এবং বালিকাগণ ফরাসী ও জর্ম্মান্ রাজ্যের নীতি আদর্শানুসারে চরিত্র গঠন করিতে থাকে, সেখানে যে পূর্ব্বতন পম্পাদি নগরের খেলা পুনরায় খেলিত হইবে না তা কি সম্ভব হয়? সোডম মরুসাগরে, পম্পাদি বিসুভিয়স গর্ভে; আমার কখন কখন মনে হয় যেন সেণ্টপিটরসবর্গও সেই রূপে কোন দিন অকস্মাৎ উত্তর মহাসাগরের তুষার পর্ব্বতের দ্রবসম্ভূত জলপ্লাবনে "মাতা ইবার" গর্ভে স্বকীয় পাপ কলঙ্কিত মুখ লুকায়িত করিতে বাধ্য হইবে।

নিহিলিষ্টগণের একখানি হস্তাখাতা পুঁজিয়া পাইলে হয় ত সিষ্টের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণবংশের আদেশ পাওয়া যাইতে পারে। ইঁহারা পড়িয়াছেন ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীর Aristocrat এর Aristocrat অতএব একটা ব্রাহ্মণ হত্যা করিলে অন্ততঃ অসংখ্য অসংখ্য পারিয়ার দুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লওয়া হইবে। "বিশেষতঃ এখানে আসিয়া ও ওই চাপকা পুত্র কেবল রাজকর্ম্মচারিবের মধ্যেই ফেরাফিরি করে—এ ভারতবর্ষ নয়, আমরা পারিয়া নই, এক বার দেখা যাবে।"

সংবাদদাতার পত্র।

মালদহ।

মালদহে এক্ষণে গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তন্নিমিত্ত প্রায়ই দুই একটী লোক ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। যদাপি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তবে এই রোগের ভীষণ রূপ ধারণ করিবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মাতিশয্যে আমেরও অনেক ক্ষতি হইতেছে। এ বৎসর আমের প্রচুর মুকুল হইয়াছিল; কিন্তু ফাল্গুন মাসের বৃষ্টিতে উহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা ছিল তাহাও ১৮ই বৈশাখের ভয়ানক ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। একে ত দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়াতে লোকে কষ্টে সৃষ্টে এক প্রকার সংসার চালাইতেছিল, তাহাতে যখন আমের এই মহৎ অনিষ্ট হইল, তখন মালদহবাসী দরিদ্রদিগের কষ্টের একশেষ হইবে; কারণ এখানকার দীন-দুঃখীরা আমের সময় আম কুড়াইয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ধনীরাও ফলকর বাগান বিক্রয় করিয়া থাকেন।

এবার মালদহে বোরোধানা বেশ জন্মিয়াছে।

মালদহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবদাস ভট্টাচার্য্য এই জেলার ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্কুল পরিত্যাগ করাতে ছাত্রগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। আমরা আশা করি ভাবী হেডমাষ্টার বাবু সাগরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ছাত্রদিগের এই দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রেডে উন্নীত হইয়াছেন। ইনি বরাবর প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

এত দিনের পর মালদহ সবডিবি স্কুলগৃহ প্রায় প্রস্তুত হইল। বিগত বর্ষার স্কুল গৃহটী পড়িয়া যাওয়াতে উহার কার্য্য সাধারণের অসুখকর একটী স্থানে সম্পন্ন হইত। অগ্রহায়ণ মাসে হিতৈষী ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় সংগ্রহার্থ একটী কমিটী হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় ৫০০ শত টাকা সংগৃহীত হয় এবং আরও কিছু টাকার অনটন হওয়ায় দিনাজপুরের রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর ২০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এখনও আর কিছু টাকার আবশ্যক আছে। মালদহ যেরূপ দরিদ্র প্রধান স্থান; তাহাতে ইহার সাহায্য করা সকলেরই উচিত। স্কুল সম্পাদক বাবু কৃষ্ণমোহন দাস ও সহকারী সম্পাদক বাবু কিশোরীমোহন শেঠ বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ বিশেষ যত্ন ও মাতামা করিতেছেন।

যশোহর।

১। মহাশয়! কপোতাক্ষী নদীর শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ ব্যথিত না হয়? এই ক্ষুদ্র নদীটী যশোহরের অন্তর্গতী তারপুরের দক্ষিণাংশে ভৈরব নদী হইতে নির্গত হইয়া চৌগাছা, অমৃতবাজার, ঝিনাইগাছা, রামনগর, মুক্তারপুর, কাঁপা, চাকুলা, সিমোলিয়া, বরবড়াল, মুন্সাপুর, গোপসোনা, তালা, কলিমুদ্দি, হরিদাসকাটী, রাড়লি, সোলো, গদাইপুর, প্রভৃতি গ্রাম দিয়া শিবসা নদীতে পড়িয়াছে। ইহার সঙ্কীর্ণ বোধাইসমেত বড় বড় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে না। এতদ্বিবন্ধন এপ্রদেশের মহাজনদিগের ব্যবসায়কার্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। সময়ে সময়ে চাউল, চিনাগুড়, চিনি প্রভৃতি দ্রব্য পরিপূর্ণ নৌকা সকল কপোতাক্ষী গর্ভে হেলতায় করিয়া থাকে। নদীতে অধিক জল নাই, এ কারণ অধিকাংশ স্থানে চড়া পড়িয়া গিয়াছে। যদি বোধাই নৌকা ঐ সমস্ত চড়ায় প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল নৌকা তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইয়া মহাজনদিগকে শোকাকুলিত করে। এই নদীটীর শোচনীয় দশা মোচনার্থ কোন মহাত্মা গাত্রোত্থান করিয়া কোন প্রকার চেষ্টা বা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। এই নদীসীমার মধ্যগত যে কয়েকটী গাল আছে, তাহার খালান আবশ্যক। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্‌রো সাহেব সমীপে আমাদিগের সানুনয় নিবেদন এই, কপোতাক্ষী নদীর চির দুরবস্থা বিমোচন করিয়া যশোহরবাসিগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হউন। আশা করি কমিশনর বাহাদুর এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

২। এ বিভাগের অধিকাংশস্থানবাসীরা অতি সহজেই পাইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের অর্দ্ধক্রোশ, একক্রোশ কি দেড় ক্রোশ ব্যবধানে নদী কিংবা বাঁওড় বা খাল কি বিল অথবা উত্তম পুষ্করিণী আছে। ঐ ঐ গ্রামের মহিলাগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকে বাটী হইতে এক একটী কলসী এবং একটী করিয়া ঘটি লইয়া জল আনয়নার্থ গমন করে। জল লইয়া আসিবার সময়ে ঐ ঘটীর জল তাহাদের জীবনাবলম্বন হয়। সময়ে সময়ে বাটী হইতেও এক এক ঘটিপূর্ণ জল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কাহার কাহার দুই তিন বার যাতায়াত করিতে হয়। এই দারুণ বৈশাখ মাসের রোদে অনেক সম্ভ্রান্তবেরা পথঘাটে যেরূপ কষ্ট পান, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন। কোন কোন গ্রামে যে দুই একটী পুষ্করিণী বা পাতকুয়া আছে, তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত। বিশেষতঃ গরু, মেষ, মহিষ প্রভৃতি পুষ্করিণীতে নামিয়া জল পান করায় জল পঙ্কিল হইয়া উঠে। ঐ জল হইতে দূষিত বাষ্পরূপ বিষ উত্থিত হইয়া বিসূচিকা রোগের সৃষ্টি করে। শুনিতে পাই, গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার উপনগর সমূহে জলকষ্ট নিবারণার্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় খনন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সঙ্গে সঙ্গে যশোহরের নিজল প্রদেশের প্রতি প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্ট কি এক বার কৃপা কটাক্ষে চাহিবেন? আমাদের দেশীয় দাতা মহোদয় ও দানশীল মহোদয়গণ কি নিজল প্রদেশে জলাশয় প্রতিষ্ঠা পুণ্য বিবেচনা করেন না?

৩। ষ্টেষন কালীগঞ্জের অন্তর্গতী সারাপুর গ্রামে ও আউটপোষ্ট চৌগাছার সন্নিকট জয়নীপুর গ্রামে অত্যন্ত চৌর্য্য ভয় হইয়াছে। ইতিমধ্যে প্রায়শঃ গ্রামদ্বয়ে কয়েকটী গরু ও অন্যান্য কিনিষপত্র চুরি

গিয়াছে। এদিকে ক্রমশঃ চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আজ কাল অন্যান্য স্থানেরও চুরির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় না হইলে যেমন পঞ্চায়তের মাল ক্রোক বিক্রয় দ্বারা ট্যাক্স সংগ্রহ করা হয়, সেই রূপ গৃহস্থের জিনিসপত্র চুরি গেলে চৌকিদারের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য সংগ্রহ করা কি যুক্তিসঙ্গত হয় না? আমাদের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় মহোদয় কি ঐ নিয়মটী কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন? গৃহস্থের দ্রব্য সামগ্রী চুরি গেলে চৌকীদারকে দায়ী হইতে হইবে। যদি এই নিয়মটী প্রচলিত হয়, তাহা হইলে চৌকীদারেরা কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং সকলের দ্রব্য সামগ্রী চুরি যাইবারও অতি অল্প সম্ভাবনা থাকে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০ সাল।

১৯ এ এপ্রেল। নওয়াখালীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এফ এচ, ম্যাকলিন সাহেব আপাততঃ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কালীনাথ দে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গৌরদাস বসাক ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ বসু নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত নওয়াখালীতে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ফইজুদ্দিন হোসেন ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

মুন্সেফের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সেরাজুল হক্ রাজসাহিতে বদলী হইলেন।

২০এ এপ্রেল। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ এফ হ্যাওলে সাহেব আপাততঃ প্রথমশ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার হইয়া পুরীতে রহিলেন।

২৩এ এপ্রেল। পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ কিছুদিনের জন্য সারণের লাইসেন্স ট্যাক্স বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রভাতচন্দ্র রায় রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকুবিগ্রামে রহিলেন।

২৪এ এপ্রেল। ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ভূমি রেজিষ্টরির নিমিত্ত বাবু জানকী নাথ দত্ত আপাততঃ দ্বিতীয়শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ এফ হার্ডিং ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের টেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে আর হাণ্ড সাহেব বক্সারের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের দ্বিতীয়শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ কুতবদিয়ায় নিযুক্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ই এপ্রেল। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২১ এ এপ্রেল। রঙ্গপুরের মুন্সেফ বাবু রুদ্রচন্দ্র দাস, বি এল (ইনি ছুটি লইয়াছেন) ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন।

বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্রের প্রতি যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তিনি আলীপুরে থাকিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু আনন্দ কুমার সব্জাধিকারী ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের মুন্সেফ হইলেন।

২৪ এ এপ্রেল। সুবর্ডিনেট জজ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র কিছুদিনের জন্য হুগলীর দ্বিতীয়শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

২৫ এ এপ্রেল। ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ বাবু শম্ভুচন্দ্র দে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ফটিকছারীতে বদলী হইলেন।

ফটিকছারির মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার রায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাথাজারিতে বদলী হইলেন।

২৭ এ এপ্রেল। বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকে প্রায় সাতকীরায় থাকিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ঘাড়ে, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন, পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, শক্তির ব্যথা, কাণীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সম্ভ্রান্তিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ রুডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৬৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা

কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। গ্রন্থকর্ত্তার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে

প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্যে আগমন।
৩। এত অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুন্সাপুর বগুরিপাড়ার কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মুন্সাপুর বগুরিপাড়া কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থপক্ষে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্দ্দোষের নাম বোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড, ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের স্বর্ণলতা "লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড, ভবানীপুর } শ্রীভুবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থ প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকা খানি প্রায় ১৬ বৎসর কাল চলিয়া মধ্যে বিশেষ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত এক বৎসর বন্ধ ছিল। গত কার্ত্তিক মাস হইতে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া ছয়মাস কাল নির্ব্বিঘ্নে ও নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিয়াছে। এই পুনর্জ্জীবিত পত্রিকাখানির প্রতি পূর্ব্ব গ্রাহক গ্রাহিকা এবং বামা হিতৈষী বন্ধুগণ যেরূপ স্নেহ ও সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশাতীত উৎসাহ লাভ করিয়াছি এবং পত্রিকাখানি যে স্থায়ী হইবে, তাহার সম্পূর্ণ আশা হইয়াছে। এক্ষণে বামাবোধিনী যাহাতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া বামাগণের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির সহায় হইতে পারে, তাহা একান্ত প্রার্থনীয় এবং সেই জন্য দেশস্থ বিদ্যানুরাগী ও বামাকুলের উন্নতি প্রার্থী সকল মহোদয় ও মহোদয়ার নিকট আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা, তাঁহারা এই পত্রিকার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ইহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা বিধান করিবেন।

কলিকাতা
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ১২৮৭। ১ লা বৈশাখ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

নূতন দত্ত এণ্ড কোং হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যালয়

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৪৪ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সমস্ত প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য বাবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং	৷৵০	৷৷০	ওলাউঠা বাক্স	২৷০	৪৷০
ক্ষুদ্র বড়ী	৷৵০	৷৷০	সাধাঃ চিকিঃ	৮,	১২,
ডাইলিউসন	।০	।৵০	অরযোগের	৩,	১২,

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৩, চিকিৎসা সূত্র ৷৵০
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৵
স্ত্রী চিকিৎসা ১, প্রমেহ, শুক্রক্ষয়ণ ৷৵
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ।৵০
অন্ন চিকিৎসা ।০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ।৵০।

হোমিওপ্যাথী প্রকাশক যন্ত্র।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বাহিদা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও নাগরীতে অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া

কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ সম্ভূতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১।০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

শিবা ঘৃত।

(নখ্যুসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক চঞ্চলতা, বুদ্ধিনাশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা অস্থিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৸০ আনা।

যোগসিন্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর সুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০। কলিকাতা সিমুলিয়া।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া,
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ।৵০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন গোলা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র ইহা দ্বারা আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা প্যাকিং ও ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু, " " "
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু, " " "
" " যোগেন্দ্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে অনরেবল মাজিষ্ট্রেট

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব, এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ... ।৵ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃজাপুর বহুবাজার কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ।১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মৃজাপুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগর লেন ১০ নং বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৪ র্থ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৫৷০ টাকা। } ১২৮৭ সাল ২৯ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮০ ১০ ই মে। { মফস্বলে ডাক মাশুল সং ১০, ষাণ্মাষিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ বৈশাখ-সোমবার।

মন্দ কৌতুক নয়।

একটী বড় কৌতুককর কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আমাদিগকে সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন মধ্যে পুনরায় লেখনী গ্রহণ করিতে হইল। আমাদের এক জন আত্মীয় এক দিবস আসিয়া সুবিস্তচিত্তে বিষণ্ণবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, লেপ্টনন্ট গবর্ণর আপনাকে নাকি বড় ধমকাইয়াছেন? আমরা হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তোমাকে এ সংবাদ দিল? ইহার রচয়িতাই বা কে? তিনি এই উত্তর করিলেন, রচয়িতার নাম শুনিবার প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক ঘটনাটী কি? আমরা তাঁহার সমক্ষে যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। লেপ্টনন্ট গবর্ণর মহামতি ইডেন সাহেব আমাদের যেরূপ অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করেন, তাহা নিজ মুখে বলা ভাল দেখায় না। আমরা অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি সাক্ষিস্বরূপ আছেন। সপ্ত রথিতে বেষ্টন করিয়া অভিমন্যু বধ করিতে উদ্যত! এ সময়ে কৃষ্ণদাস বাবুর কর্ত্তব্য লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের যে প্রকার কথোপকথন হয়, তিনি পেটি্রটে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। শরপ্রহার আর সহ্য হয় না!

তবে নাকি আমাদের নব যুবকগণের উদ্ভাবনী শক্তি নাই? তবে নাকি তাঁহাদের নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই? আমরা উপরে যে কৌতুককর বাক্যের উল্লেখ করিলাম, ইহার তুল্য নূতন সৃষ্টি আর কি আছে? ইহার তুল্য নূতন আবিষ্ক্রিয়া আর কি হইতে পারে? মহামুনি বাল্মীকি "মা নিষাদ" ইত্যাদি শ্লোকের সৃষ্টি করিয়া যে যশোলাভ করেন নাই, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের ও কলম্বস আমেরিকার আবিষ্কার করিয়া যে যশোলাভ করিতে পারেন নাই, আমাদের কতিপয় যুবক সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে নূতন সৃষ্টি ও নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া সেই যশ একাকার করিয়া লইলেন!

যাহা হউক, বুদ্ধির কি তীক্ষ্ণতা? কি চমৎকারিতা? এক বৎসর কাল সোমপ্রকাশ বন্ধ হইয়াছিল, ইহার মধ্যে লেপ্টনন্ট গবর্ণর আমাদিগকে ডাকিয়া ধমকাইবার আর সময় পান নাই! যেই বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ আবেদন করিলেন, অমনি সুযোগ পাইলেন! অন্য সময়ে আমাদিগকে ডাকাইতে কি তাঁহার সাহস হয় নাই? আমাদের কি মহাবীর অর্জ্জুনের দেবদত্ত গাণ্ডীব ধনুক ও অক্ষয় তূণীরের ন্যায় দেবদত্ত দুর্জ্জয় গোলাগুলি আছে? তাই দেখিয়া কি তিনি ভীত হইয়াছিলেন? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট যে এমন মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার হয় ইহা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট যে দেশহিতৈষিতা ও গুণগ্রাহিতা গুণের পরিচয় দিলেন, আপনারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের যে অনুমতি দিলেন, কতিপয় যুবক সোমপ্রকাশের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ সে মহত্ত্ব, সে হিতৈষিতা, সে গুণগ্রাহিতা, সে ঔদার্য্যের মহিমা যে বুঝিতে পারিলেন না, ইহার পর আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

আমরা দেখিতেছি সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে উল্লিখিত বিপরীত ঘটনা ঘটাইবার বিবিধ কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, সোমপ্রকাশকে পুনরুদ্ভয়মান দেখিয়া কতক ব্যক্তি ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়াছেন। ঈর্ষ্যা সীসার অক্ষর। যদি সমানভাবে মুদ্রিত হয়, পদার্থ তাহার উপর বিপরীতভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। আবার যদি বিপরীতভাবে মুদ্রিত হয়, পদার্থ সমানভাবে অঙ্কিত হয়। ইহার অন্যতর ঘটনা হওয়াতেই কয়েকজন নব যুবক সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম লাভ ঘটিত যথাযথ বৃত্তান্তের বিপরীতভাব দর্শন করিয়াছেন। ঐ ঈর্ষ্যাবশতঃ বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদে বসিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের যে কথাবার্ত্তা হয়, যুবকেরা তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি উদারভাবে যে রেজলিউসন করেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই এবং গবর্ণমেণ্ট বিনা সর্ত্তে উদারভাবে আমাদিগকে সোমপ্রকাশ প্রচারের যে অনুমতি দেন, তাহারও তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল আমাদের বিনয়বিস্তৃতিত আবেদন-পত্রখানিকে আমাদের লঘুতা ও হীনতা স্বীকারস্বরূপ কুটকটাক্ষের দেখিয়াছেন। পৃথিবীতে এরূপ কতকগুলি লোক আছে, যে উপকারির উপকার স্মরণ করিয়া তাহাদের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, কিরূপে সেই উপকারির উপকার-ঋণের পরিশোধ করিবে ভাবিয়া আকুলিত হয়, ঈর্ষ্যাবান যুবকেরা তাহা বুঝিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দেওয়াতে কেবল আমাদের নয় দেশেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে। যে গবর্ণমেণ্ট এমন উপকার করিলেন, আমাদের আবেদনপত্রে প্রকাশিত বিনয় ও দৈন্যতা কি সেই উপকার ঋণের পর্য্যাপ্ত পরিশোধ হইয়াছে? সেই গবর্ণমেণ্টের মান-বর্দ্ধন করাতে কি লঘুতা হয়? সমাচার পত্র সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে উদার ব্যবহার করেন, অন্যত্র কুত্রাপি কি তাহার সাদৃশ্য আছে? অন্যত্র সংবাদ পত্র হইতে গবর্ণমেণ্টের অনভিমত একটী বাক্য বিনিঃসৃত হইলেই তৎক্ষণাৎ কারাবাস বা নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। কল গবর্ণমেণ্টের

প্রসাদে কত সংবাদ পত্র সম্পাদকের যে সাইবিরিয়া বাসস্থান হইয়াছে, সোমপ্রকাশের প্রতি ঈর্ষ্যাবান্ সুহৃৎরা কি তাহার সংবাদ রাখেন না?

দ্বিতীয়, কতকগুলি যুবক ব্রাহ্ম তেজস্বী। ভীমের মত তাঁহাদের তেজ। প্রকৃত তেজ কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না। প্রকৃত তেজ অনুসারে কাজ করিতে পারেন না। আমাদের কৃত আবেদন পত্রে যদি আমরা লিখিতাম, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিরাগ উৎপন্ন হয়, যাহাতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী হয়, আমরা সেই প্রকার প্রস্তাব লিখিব, তাহা হইলে বোধ হয় ব্রাহ্ম-তেজস্বীরা বড় খুসী হইতেন। তাঁহারা শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেন! তাঁহাদের কৃত ধন্যবাদ ধ্বনিতে গগনতল পরিপূরিত হইত সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম-তেজস্বীরা আমাদিগকে তেজোহীন কাপুরুষ মনে করুন, তাহাতে দুঃখ নাই, গবর্ণমেণ্টকেও যে কাপুরুষ মনে করিতেছেন, ইহাই অতি দুঃখের বিষয়। তাঁহারা আমাদের কৃত আবেদন পত্রের নম্রভাব দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা নিয়মে ও সরতে বাধ্য হইয়া সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, অর্থ-স্রোতে যেন সরতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট কি এমনি বৃদ্ধ, কাপুরুষ ও অসভ্য যে আমাদিগকে যুক্তি ন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ সরতে বাধ্য করিয়া সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারে অনুমতি দিবেন? সে প্রকার কোন নিয়ম ও সরত থাকিলে তাঁহাদের অনুমতি পত্রে কি তাহা প্রকাশ থাকিত না? সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার হয়, সোমপ্রকাশের মৃত্যুদিন অবধি নানা প্রমাণ পাইয়া তাঁহাদের এই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাঁহারা যদি সোমপ্রকাশের হস্ত পদ ও মুখ বদ্ধ করিয়া প্রচারের অনুমতি দিতেন, তাদৃশ অসার সোমপ্রকাশ হইতে দেশের উপকার কি? গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্র হইতে শাসিত প্রজার অভিপ্রায় জানিতে পারেন। ইহা সংবাদ পত্র প্রচারের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন, তবে তাদৃশ সংবাদ পত্র হইতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কি? সে প্রকার কোন গর্হিত নিয়মে বদ্ধ করা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা সোমপ্রকাশের পুনঃ প্রচারের অনুমতি দিতেন না। আমরাও উহার প্রচারে ব্রতী হইতাম না। আমরা স্বাধীনভাবে স্বমত প্রকাশ করিয়া সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদন করিব, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং স্বমুখে এই অনুমতি দিয়াছেন। আমরা আবেদন পত্রেও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যে অনুমতিপত্র দিয়াছেন তাহাতে বিশেষ করিয়া উহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন বিপরীত শিরঃ বা সরত থাকিত, ঐ অনুমতি পত্রে বিশেষ করিয়া তাহা উল্লিখিত হইত, তাহার কি সন্দেহ আছে?

তৃতীয়, এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যার তার কথায় ও যে সে কথায় তাঁহারা বিশ্বাস করেন। অপরের নিন্দাও তাঁহাদের বড় মিষ্ট লাগে। সোমপ্রকাশদ্বেষিরা গ্লানিকর একটী অলীক জনরব তুলিয়া দিলেন, তাঁহারা সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া সর্ব্বত্র গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন অর্থলাভ নাই। অপরের নিন্দা প্রচার করিয়া তাঁহাদের মনের যে কিছু তৃপ্তি লাভ হয় এই মাত্র।

চতুর্থ, সোমপ্রকাশের পুনর্ব্বার জন্মলাভে কতকগুলি লোকের স্বার্থহানি হইয়াছে। স্বার্থ বড় আপদ। স্বার্থ হানির সম্ভাবনা হইলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধি স্থির থাকে না। দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইতে হয়। স্বার্থ-নাশ-শঙ্কিত ব্যক্তিরা না করিতে পারে এমন কাজই নাই। তাঁহারা কেবল উল্লিখিত কৌতুককর গল্পের সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, আরো কত সোমপ্রকাশের গ্লানিকর প্রমোদময় কল্পনা করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, সোমপ্রকাশের লেখা ভাল নয়, সম্পাদক বাঙ্গালা লিখিতে জানেন না, তবে যে সোমপ্রকাশ বিক্রীত হয়, সে কেবল সম্পাদকের খাতিরে। তাঁহাদের মনে মনে অভিমান এই, তাঁহারা সোমপ্রকাশের লেখা অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারেন, কেবল খাতির নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রণীত পত্র সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয় না! কেমন পাঠকগণ! এটী কি কৌতুকের কথা নয়? সোমপ্রকাশে বিশুদ্ধ রীতির অনুগত বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হয়, আমরা এ গর্ব্ব করি না। কিন্তু আপনাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের এমন বিপরীত সংস্কার কেন? সোমপ্রকাশের প্রতি এরূপ অনুচিত পক্ষপাত হইবার কারণ কি? এ প্রকার অসঙ্গত খাতির বা কি কারণে করিয়া থাকেন? পাঠকগণ! অনুগ্রহ করিয়া আপনারাই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন। সোমপ্রকাশের পুনর্জীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত কৌতুককর গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, সে গুলির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে সেই মধুর আস্বাদনের অংশী না করা উচিত হয় না, এই বিবেচনা করিয়াই আমরা এ স্থলে সেগুলির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ ব্যর্থ গেল বলিয়া আপনারা ক্ষুণ্ণিত না হন, এক্ষণে এই প্রার্থনা।

উপসংহারে আমরা দুঃখিত চিত্তে অর্থিভাবে সর্ব্ব-সাধারণরূপ উচ্চতর আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম-নাটকরূপ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষের আবেদন প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় অঙ্ক বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের রেমলিটসন। তৃতীয়, মহামতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ। চতুর্থ, আমাদের আবেদনপত্র। পঞ্চম, গবর্ণমেণ্টের অনুমতিপত্র। যাঁহারা ঈর্ষা, অসূয়া, মৎসর বা অন্য কারণে অন্ধ হইয়া নাটকের আর কোন অঙ্ক দেখিতে পাইলেন না, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিত্যাগ করিয়া কেবল চতুর্থ অঙ্কটী দেখিলেন এবং যে ভাবে ও যে কারণে ঐ অঙ্কটী ঐরূপে অবতারিত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন না, প্রত্যুত বিপরীত ভাব ঘটাইলেন, তাঁহাদের কি দণ্ড হওয়া উচিত? আমরা যে প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে যদি আপনারা নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় প্রতিবাদিগণের মস্তকের কামড়াখের কেশ মুণ্ডন করিবার, না হয়, গোঁপের দক্ষিণভাগ কামাইয়া দিবার আজ্ঞা দিন। অন্য প্রকার শাস্তির প্রতি আমাদের বড় অরুচি। এই নিমিত্ত আমরা সে প্রার্থনা করিলাম না।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সঙ্কট।

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবগণ যে যে সময়ে অসুর-কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়াছেন, সেই সেই সময়ে তাঁহারা কোন প্রধান দেব বা দেবীর শরণাপন্ন হইয়া সেইসেই অত্যাচার হইতে মুক্তির ও সুখলাভের আশা করিয়াছেন। বেণ রাজা যখন প্রজা পীড়ন করেন, তখন সেই সকল প্রজা পৃথুরাজা হইতে আপনাদিগের সৌভাগ্যলাভের আশা করিয়াছিল। প্রজারা যখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়, তখন দেবরাজ হইতে সুবৃষ্টি হইয়া সেই দুর্ভিক্ষ দুঃখের অবসান হইবে তাহারা এই আশা করে। আমরা সেইরূপ দেখিতেছি, অত্যাচার-পীড়িত জাতি ও ব্যক্তিরা নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অধিনায়ক গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে আপনাদিগের দুঃখ-নিশা-অবসানের আশা করিতেছে। গ্রীসদেশীয়েরা তারযোগে গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন "গ্লাডষ্টোন সাহেব মিড্‌লোথিয়ানে যে জয় লাভ করিয়াছেন, সেই প্রমোদকর সমাচার অদ্য প্রাতঃকালে আমাদের নিকটে উপনীত হইল। ইহাতে এথেন্সের সমুদায় লোক আনন্দিত হইয়াছে। প্রভুশক্তি যে লিবর লদলের হস্তগত হইয়াছে, ইহাতে প্রজারা ও সমাচার পত্র সম্পাদকেরা সকলেই তুল্যরূপে আনন্দিত হইয়াছে এবং এই মনে করিতেছে, তাহাদের মনো-

স্বর এক্ষণে পরিপূর্ণ হইবে।" মস্কিনিগ্রো হইতে তারযোগে এই সমাচার আসিয়াছে যে, "গ্লাডষ্টোন সাহেব যে স্বাধীনতার পক্ষপাতী, মস্কিনিগ্রোবাসীরা ইহা কখন ভুলিবে না। কখন নয়, কখন নয় কখন নয়।" সমস্তিয়ার লোকেরাও শিবরলদলের মন্ত্রিত্ব লাভে অভিনন্দন করিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন বলিয়া বঙ্গীয় যুবকেরাও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। সে দিন তাঁহাদের আনন্দের প্রমাণস্বরূপ ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়ন সংবাদপত্র লোহিত রেখা দ্বারা অঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল।

আমরা ত দেখিতেছি, নূতন মন্ত্রিসভাদের বিশেষতঃ গ্লাডষ্টোন সাহেবের বড় সঙ্কট উপস্থিত। অনেকগুলি তাঁহার পরীক্ষার স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হইবেন এটী বড় সংশয়স্থল। আমরা কাবুলে তাঁহার পরীক্ষা অধিকতর কঠিন দেখিতেছি। "সাপে ছুঁচা ধরা" বলিয়া যে একটী প্রবাদ আছে, আমাদের গবর্ণমেণ্টের কাবুলে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন যদি তাঁহারা কাবুল ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আইসেন, অন্ধ হইবেন। অপমান অপেক্ষা অন্ধতা প্রশংসনীয়। যদি কাবুল স্বহস্তে রাখেন, তাহাতে মৃত্যু। সেই মৃত্যু উভয় পক্ষে। কাবুলবাসীরা যেপ্রকার উদ্ধতপ্রকৃতি, তাহারা যে সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট যত দিন তাহাদিগকে স্ববশে আনিতে না পারিবেন, তত দিন উভয় পক্ষের যে কত লোক হতাহত হইবে, তাহার নির্ণয় নাই। তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা সহজ নহে। কাবুল পর্ব্বতময় স্থান। জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাহারা নগর হইতে তাড়িত হইলে সেই জঙ্গলে গিয়া বাস করিবে। সময়ে সময়ে তথা হইতে দস্যুর মত বহির্গত হইয়া বৃটিশ সৈন্যগণের প্রাণ সংহার করিবে, আপনারাও হত হইবে। সমুদায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সুন্দর বনের ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে এককালে উন্মূলিত করা কি সহজ? যদি জঙ্গল পরিষ্কৃত না হয়, আমরা যে উপদ্রবের আশঙ্কা করিতেছি, তাহা দূরীকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। নাগারা যে সামান্য শত্রু তাহারাও জঙ্গল ও পর্ব্বতবাসী বলিয়া এ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বশীভূত হইল না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সভ্য গবর্ণমেণ্ট হইয়া সোদরসম মনুষ্যদিগকে বন্য জন্তুর ন্যায় চিরকাল তাড়াতাড়ি করিয়া বেড়ান এবং তাহাদিগকে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পান, এটীও বড় লজ্জার বিষয়। মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় থাকে, তখন প্রবল লোকেরা পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগকে হত ও উন্মূলিত করিবার চেষ্টা পায়। সভ্যকালেও যদি সেই অসভ্যোচিত কার্য্যের অভিনয় হয়, তাহা হইলে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় কি ইতর বিশেষ হইল। গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই, প্রথমেই কাবুলের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হউক। তিনি শীঘ্র কাবুল ঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করুন। অকারণ প্রাণিহত্যা হইতেছে, সেই কারণে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে বলিয়াই যে আমরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকটে কাবুলের গোলযোগ নিষ্পত্তির সত্বিনয় প্রার্থনা করিতেছি এরূপ নহে, ঐ কাবুল আমাদের হৃদয়স্থানে শনিস্বরূপ হইয়াছে। কাবুলে যত দিন গোলযোগ থাকিবে, তত দিন কাবুলবাসীদিগের ন্যায় আমরাও অসুখিত হইব। আমাদের সুখবিধেচক রাজপুরুষেরা স্থির করিয়াছেন, আমরা যত দোষের দোষী, আমাদের নিমিত্তই কাবুল যুদ্ধ, অতএব যাবৎ যুদ্ধকাল, আমাদিগকে কাবুলের যুদ্ধ ব্যয় যোগাইতে হইবে।

কাবুলের গোলযোগের মীমাংসা করা যেমন কঠিন, গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লাভে বঙ্গীয় যুবকেরা যে আশান্বিত হইয়াছেন, সে আশা পূর্ণ করা তেমন কঠিন নহে। কঠিন নয় কেন, এ কারণ প্রদর্শন করিতে গেলে বঙ্গদেশীয়দিগের কি কি প্রার্থনীয় বিষয় অগ্রে সেগুলির বর্ণন করা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রার্থনীয় এই, রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতে সমুদয় কার্য্য করুন। অনেক বিষয়েই তাঁহাদিগের বিলক্ষণ পক্ষপাতিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপদ বিতরণবিষয়ে রাজপুরুষদিগের পক্ষপাত যেন উদ্রীব হইয়া আছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বিনা পক্ষপাতে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমভাবে এদেশীয়দিগকে উচ্চতর রাজপদে অভিষিক্ত করিতে কি সাহসী হইবেন না? দ্বিতীয় পক্ষপাত বিচার বিতরণ কালে। একে এই ঊনবিংশশতাব্দী, বৃটিশজাতির প্রাধান্য, সপাদ শতাব্দী কাল ভারতে আধিপত্য লাভ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আজিও রাজপুরুষেরা বিচার বিতরণ কালে ইউরোপীয়ের সহিত এদেশীয়ের সমধর্ম্মিতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। আমরা কলিকাতা ছোট আদালতকে ইহার উদাহরণ স্থানে গ্রহণ করিলাম। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভীরগ্রামে দুর্গাদাস নামে এক ঠাকুরাণী আছেন। প্রতিমা সম্বৎসর জমসারিনী থাকেন। সম্বৎসরান্তে তাঁহার পূজা হয়। পূজার দিবস বর্দ্ধমানের মহারাজের প্রদত্ত পূজা অগ্রে না হইলে যেমন অন্যের পূজার অধিকার নাই, তেমনি কলিকাতা ছোট আদালতে অগ্রে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা না হইলে এদেশীয়ের মকদ্দমায় অধিকার হয় না। তৃতীয় কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে পক্ষপাত। যে সকল লোকে স্বচ্ছন্দে কর দান করিতে পারে, তাহাদের অর্থ-শরীরে অল্পাঘাত করা হয় না। পক্ষান্তরে যাহারা অতি কষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদিগের উপরে ছুরিকার তীক্ষ্ণতর আঘাত। বর্ত্তমান লাইসেন্স ট্যাক্সই ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল। এদিকে দরিদ্র মাত্রই লাইসেন্স ট্যাক্স করা হইল, ওদিকে কিন্তু মাদেষ্টারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল এটী সামান্য পক্ষপাতের কার্য্য নয়। আইন বিধান বিষয়ক রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতিতার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন না। মুদ্রা যন্ত্র সংক্রান্ত নয় আইন সেই পক্ষপাত স্পষ্টাক্ষরে করিয়া দিতেছে। ইংরাজী সংবাদ পত্রের যে কার্য্য, বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরও সেই কার্য্য। ইংরাজী সমাচারপত্র হইতে যে ইঙ্গিতমিষ্ট হয়, বাঙ্গালা সমাচার পত্র হইতেও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু চমৎকার এই, ইংরাজী সমাচার পত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রের শাসনার্থ আইন করা হইল।

এগুলি পুরাণ কথা বটে, কিন্তু নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনসাহেব শিবরল, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত। সেই প্রশস্ত হৃদয়ে এই সকল সংকীর্ণতার স্থান প্রাপ্ত না হয়, এই প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্তই আমরা একে একে ঐ পুরাণ বিষয়গুলির উল্লেখ করিলাম। গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ঐ নীতিগর্হিত দোষগুলির সংশোধন করেন, তাহা হইলেই আমাদের হৃদয়গতে মনোরথ পূর্ণ হইবে। মনোরথ পূর্ণ হইলেই তাঁহারা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অভিষেকে যে আশান্বিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহার গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতে পারিবেন।

বঙ্গীয় যুবকগণের যে যে প্রার্থনীয় এক যুবক সেগুলি বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন, সে প্রস্তাবটীও এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১ম। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন। ইহাতে জাতি স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। তাঁহাদের ইতিহাস অত্যাচারির হস্ত হইতে পুনঃপ্রায় স্বাধীনতার উদ্ধার বৃত্তান্তে পরিপূরিত। সুতরাং তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-বিলোপকে অত্যাচার বলিয়া মনে করেন সন্দেহ নাই। যে দিন এই নীতিবিগর্হিত [illegible] জাতির কলঙ্ক স্বরূপ এই [illegible] হইয়াছে, সেই দিন অবধি উহার মতাবলম্বী [illegible] বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহাদের বক্তৃতা অরণ্যে রোদন প্রায় হইয়াছিল। কারণ, বিলক্ষণ দলবদ্ধ বলে তাঁহারা ছিলেন। তিনি তাঁহাদের চির-

কারে উল্লেখও করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এখন সমস্ত। ঐ পক্ষপাত দূষিত আইনটী শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, যুবকগণের এই সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম প্রার্থনীয়।

২য় আফগান যুদ্ধ। স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজজাতি সাহসী বলিষ্ঠ তেজীয়ান সমরকুশল এক বীর জাতির স্বাধীনতা বিনা কারণে হরণ করেন, এটী অতি ঘোর কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্কের শীঘ্র অপনয়ন করা উচিত। ইংরাজেরা অতি সত্বর আফগানস্থান পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, অনেকে এই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। উদার মতাবলম্বী দল বরাবর আফগান যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। অতএব যুবকগণের বাসনা এই, নূতন গবর্ণর জেনেরল ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াই যেন লিপেল গ্রিফিন ও হেনরল রসকে তারযোগে এই কথা বলিয়া পাঠান যে তোমরা সংবাদ পাইবামাত্র সৈন্যেরা খাইবার পার হইয়া আসিবে। আফগানেরা যাহাকে ইচ্ছা রাজা করুক, সে বিষয়ে আমাদের কোন কথা কহিবার প্রয়োজন নাই।

৩য়। ডুর্ডিকের দোহাই দিয়া লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি যে সমস্ত অত্যাচারকর ধার্য্য করা হইয়াছে, যাহাতে প্রজার বাণিজ্য বন্ধ হইতেছে, ব্যবসায় ক্ষতি হইতেছে, লোকে ভরবায় হইতে অব্যাহতি পাইবার আশয়ে বিষয় কর্ম্ম করিতে বিরত হইতেছে সেই কদর্য্য কর অবিলুপ্ত রাখিয়া ব্রিটিশ জাতির ললাট কলঙ্কিত রাখা কি লিবারল দলের মন্ত্রিত্বকালে শোভা পায়? যে দিন রিপন সাহেব আসিয়া প্রথম মন্ত্রিসভায় অধিষ্ঠিত হইবেন, সেই দিনেই তিনি দেখিতে পাইবেন যে তদ্ধ ৭০ লক্ষ টাকার কথা গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, এবং উল্লিখিত দোষগুলি ঘটিতেছে। অতএব তিনি অবিলম্বে এই আজ্ঞা দিবেন যে ঐ কর এককালে উঠিয়া যায়। যদি লর্ড লিটন নিতান্ত অর্থকৃচ্ছের সময়ে ৫০ লক্ষ টাকার তুলার মাশুল ত্যাগ করিতে পারিলেন, তবে রিপন সাহেব সচ্ছল অবস্থায় আর ৩০ লক্ষ ত্যাগ করিতে না পারিবেন কেন?

৪র্থ সিবিল সর্ব্বিস। পূর্ব্বপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় পরীক্ষার্থির বয়স কমাইয়া দিয়া অনুদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে উদারমতাবলম্বী দল পরীক্ষার বয়স বাড়াইয়া যাহাতে দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করুন এবং আপনাদের অনুপম ঔদার্য্যের পরিচয় দিন।

৫ম। আফগান যুদ্ধের ব্যয়। রুশিয়ায় ও ইংলণ্ডে বন্ধু। বিকন্সফিল্ড ও আলেকজাণ্ডরে কলহ, তাহাতে দরিদ্র ভারত মারা যায় কেন? বিশেষতঃ ভারত নিরপরাধ। ভারতের প্রজারা যুদ্ধ বাঁধায় নাই। বিকন্সফিল্ডই যত অনর্থের মূল। হয় তিনি নিজে কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করুন, নতুবা যাঁহারা তাঁহার উপরে রাজভার দিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা ব্যয়ভার বহন করুন।

৬ষ্ঠ। গ্লাডষ্টোন ধর্ম্মালয়ের প্রতি পক্ষপাতী নন। তিনি এক্ষণে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম্মালয়গুলি উঠাইয়া দিন। তাহাতে প্রায় ১৫। ১৬ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। ঐ টাকা শিক্ষাবিভাগের সাহায্যার্থ প্রদত্ত হউক এবং ঐ টাকার মধ্য হইতে এক লক্ষ টাকা বিলাতগামী শিক্ষার্থিদিগের পাথেয় ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হউক।

৭ম। তুলার মাশুল। ভারতের অসঙ্গল অবস্থায় মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে যে তুলার মাশুল পরিত্যাগ করা হইয়াছে, সে কাজটী অন্যায়। অন্যায়ের বিদ্বেষী ন্যায়পরায়ণ উদারমতাবলম্বী দল যদি এই অন্যায় কার্য্যটীকে জীবিত থাকিতে দেন, তাহা হইলে সেটী তাঁহাদের কলঙ্কস্তম্ভস্বরূপ হইবে। অতএব এ ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যুবকগণের এ প্রার্থনীয়গুলি অসঙ্গত নয়। আমরাও সেই সেই প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু উদারমতাবলম্বী দল স্ব ইচ্ছায় উল্লিখিত প্রার্থনীয়গুলির কতদূর পরিপূরণ করিবেন, কতদূর পরিপূরণে সমর্থ ও কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় কঠিন, কিন্তু এ কথা বলা কঠিন নয় যে, পৃথিবীতে যত সম্প্রদায়ের যত রাজনীতিজ্ঞ আছেন, তাহার মধ্যে উদার মতাবলম্বী নীতিজ্ঞেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক। যদি কাহারও বাক্যে দৃঢ়তর আস্থা করা যায়, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দলের। যদি কেহ দেশের বিশেষ উপকার করিয়া থাকেন, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দল। রাজনীতিজ্ঞেরা সচরাচর মনে করেন, স্বকার্য্য সিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অন্যের সর্ব্বনাশ করা দূষণীয় নহে। যদি কোন সম্প্রদায় এই কদর্য্য কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দল। যদি কাহার উপরে ভারতের আশা ভরসা থাকে, সে ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী দলের উপরে। কিন্তু যুবকগণ উদারমতাবলম্বী দল হইতে যেপ্রকার শুভ-লাভের আশা করিতেছেন, আমরা সে প্রকার করিতে পারিতেছি না। সত্য বটে, তাঁহারা বরাবর কন্জরবেটিব দলের কার্য্যের ও বাক্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং প্রতিবাদের সময়ে অনেক শক্ত কথাও বলিয়াছেন কিন্তু কখন এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই যে আমরা পদস্থ হইয়া পূর্ব্বমন্ত্রিসম্প্রদায়-কৃত কার্য্য সহিত বা তাহার পরিবর্ত্ত করিব। বরং হার্টিংটন সাহেব অস্ওয়াল্ড ট্বইষ্টল নামক স্থানে তাঁহার প্রতিযোগী এলরড সাহেবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, স্বাধীন রাজ্যের নিয়ম অনুসারে তুলনাতন্ত্রের সকল মাতব্বরই উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে উহা সময়সাপেক্ষ। গ্লাড ষ্টোন সাহেবও বলিয়াছেন, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করিব না। যদি এরূপ হইল, উদারমতাবলম্বী দলের মন্ত্রিত্ব-লাভে উদ্যতপ্রায় যুবকগণের মনোরথ পূর্ণ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে এক আশা এই, যাঁহারা নূতন মন্ত্রিসভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় উদার, উদারতম কার্য্যের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা অভ্যস্ত। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। আর যদি অবসর পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষের হিত চেষ্টাও করিতে পারেন। কিন্তু অবসর পাইবেন কি? তাঁহাদের ঘরের কাজ অনেক। বিশেষ উদার দলের গৃহ বিচ্ছেদেরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। গ্রোসেনও লো প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির গ্লাডষ্টোনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহার উপর, হোমরুলর বলিয়া কতকগুলি লোক আছেন। কার্য্যও অনেক আছে। হয় ত এমনও হইতে পারে যে প্রথমেই নির্ব্বাচন প্রণালীর পুনঃ সংস্কার লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মালয় ঘটিত গোলযোগ ঘটিবারও অসম্ভাবনা নয়। যদি ইহার অন্যতর কোন ঘটনা হয়, কার্য্যের এত বাহুল্য হইয়া উঠিবে যে হার্টিংটন সাহেব পর্য্যন্তও ভারতবর্ষের কার্য্য সম্যক্রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন না। ভারতের সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরলের হস্তে ন্যস্ত হইবে। তিনি কি করিতেছেন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের তাহার তত্ত্ব লইবারও অবসর হইবে না। এরূপ অবস্থায় যুবকগণের আনন্দোল্লাস হয় ত কেবল উন্মাদেই পর্য্যবসিত হইবে।

বেহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর।

উভয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইলে যে কি দারুণ দুর্দ্দশা ও দুঃসহ যন্ত্রণা হয়, তিনি তখন পরস্পর আঘাতোন্মুখ উভয় নৌকার মধ্যস্থলে পড়িয়াছেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন। মধ্যম পুত্রের, মধ্যম শ্রেণীর লোকের, মধ্যম শ্রেণীর ধনবান্ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের তাহা অবিদিত নাই। বেহারবাসীরা বাঙ্গালা দেশ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মধ্য-

স্থলে পড়িয়া যার বিপদাপন্ন হইয়াছে। তাহাদের কোন বিষয়েই উন্নতি নাই। না আছে তাহাদের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় বলবীর্য্য, না আছে বঙ্গদেশীয় বুদ্ধিচাতুর্য্য, না আছে সাংসারিক সুখ। অনেকে অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আলঙ্কারিকেরা "শৌর্য্যহীনঃ" বলিয়া যে লক্ষণের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারা সেই উদাহরণস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সদয়হৃদয় মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের কল্যাণবিধানের চেষ্টা পাইতেছেন। নীলকরের হউক, আর জমীদারের হউক, তাহাদের উপরে যে সকল অত্যাচার ছিল, তিনি ক্রমে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আনিয়াছেন। তাহারা উর্দ্দু ও হিন্দি উভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া যে অত্যাচার ও কষ্ট ভোগ করিতেছিল, সম্প্রতি তাহারও সংহারার্থ তিনি অসি উত্তোলন করিয়াছেন।

রাজা যা কিছু করেন সে প্রজার মঙ্গলের জন্য। তিনি আইনই করুন, বিচারই করুন, হিসাবই করুন, আর কোন প্রতিজ্ঞাই করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য যে, প্রজাগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে। অতএব রাজভাষা প্রজাগণের সুখবোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশীয়দিগের অধিকার স্থলে প্রায়ই ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে। রাজা নিজ ভাষায় রাজকার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন, প্রজারা তাঁহার ভাষা শিখিয়া লয়, অথবা প্রজাকে বুঝাইবার জন্য দ্বিভাষীর প্রয়োজন হয়। বিচারালয় সমূহে বিচারপতি ও কার্য্যার্থির এইরূপ ভাষাভেদ-নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনেক অসুবিধা ঘটে, হাস্যরসেরও অভিনয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এক্ষণে সমস্ত কার্য্যই বাঙ্গালাভাষায় সম্পন্ন হয়, কেবল বিচারপতিরা ইংরাজীতে আপন মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হয়, তাহা সাধারণের গোচর করিবার জন্য অনুবাদক নিযোজিত আছেন; কিন্তু বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা শোচনীয়।

বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইংরাজী উর্দ্দু ও হিন্দি এই তিনের অধিকার। উর্দ্দু ও হিন্দিতে বিষম দ্বন্দ্ব। উর্দ্দু লক্ষ্ণৌ দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় মুসলমানপ্রধান নগরীতে প্রচলিত। ঐ ঐ স্থানের সকল লোকই যে উর্দ্দু বুঝিতে পারেন, এরূপ নহে। দেশের অধিকাংশ লোকে উহা বুঝিতে পারে না। বেহারে ও পশ্চিমের প্রতি স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে উর্দ্দু ও হিন্দী দুটী ভাষারই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যতদিন এই শোচনীয় অবস্থা দূরীকৃত না হইতেছে, ততদিন পশ্চিমের মঙ্গল নাই। সেখানে কোন গ্রন্থ প্রচারণ করিতে গেলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। উর্দ্দুতে লিখিলে কতকগুলি লোক গ্রাহক হয়, আর হিন্দিতে লিখিলে অপর কতকগুলি গ্রাহক হইয়া থাকে। সমস্ত লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়, এরূপ পুস্তক সেখানে লিখিবার যো নাই। রাজা শিবপ্রসাদ ঐ গোলমাল মিটাইবার জন্য উর্দ্দু ও হিন্দীর মাঝামাঝি এক ভাষা প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে পুস্তক ছাপাইতেন, তাহা নাগরী ও উর্দ্দু দুই প্রকার অক্ষরেই মুদ্রাঙ্কিত করিতেন, অথচ ভাষা একই থাকিত। তাঁহার উদ্যম এক প্রকার ব্যর্থ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক দেশে এক স্থানে এইরূপ ভাষা-বৈষম্য তত্রত্যবাসীদিগের উন্নতির প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাহেবেরা উর্দ্দুর পক্ষপাতী। তত্রত্যদিগের পক্ষে যেমন ইংরাজী উর্দ্দুও তেমনি বিদেশীয় ভাষা। ইংরাজীতে প্রকাণ্ড সাহিত্য আছে, উর্দ্দুতে তাহা নাই, হইতেও পারে না। কারণ, উহা জাতীয় ভাষা নহে। দুই চারি জন রাজা ঐ ভাষায় রাজ কর্ম্ম করিতেন বলিয়াই উহার এত আদর। উর্দ্দু যে রাজকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কতিপয় ইংরাজের ভ্রমই তাহার কারণ। প্রথম প্রথম তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষের লোকেই উর্দ্দু বুঝিয়া থাকে। উহা এক প্রকার ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হইবে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি উর্দ্দু বাঙ্গালাদেশে হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমাদের সুযোগ্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব সম্প্রতি রেজোলিউসন করিয়াছেন যে, বেহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হইবে। যেমন বিদেশীয় বৃক্ষকে অনেক যত্ন করিয়া অনেক যত্নে জীবিত রাখিতে হয় অথচ তাহাতে কোন উপকার হয় না, উর্দ্দুও ঠিক সেইরূপ। এক্ষণে যদি উর্দ্দু অক্ষর উঠিয়া যায় ক্রমে উর্দ্দু ভাষাও বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। উর্দ্দু রহিত হইয়া তথায় হিন্দী প্রচলিত হইলে বাঙ্গালা দেশে যেমন হর্ষনীল সাহিত্যের সূত্রপাত হইতেছে, বেহারেও তেমনি হইবে। ঐ রেজোলিউসন দ্বারা লেঃ গবর্ণর মুসলমান পীড়িত বেহারবাসীদিগের মহোপকার সাধন করিলেন। তাহারা যে একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার সূত্রপাত হইল। তাহাদের যে একটী স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র সাহিত্য শাস্ত্র হইবে তাহার উপক্রম হইল। ভারতবর্ষে বেহারী দিগের ন্যায় গৌরব কাহার? ঐ বেহারে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোককে এক ধর্ম্মসূত্রে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ বেহারবাসীদিগের মাগধী ও পালী নামে ভাষা এক সময়ে সংস্কৃতের লোপে উদ্যত হইয়াছিল। ঐ মাগধী এক দিন মূল ভাষা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

"সা মাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কল্পিকা।"

এই মহাবাক্য যে ভাষার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে, ঐ ভাষা আজিও সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ মাগধী ও পালী ভাষার লিখিত পুস্তক অনুবাদ করিয়া চীনের সাহিত্য শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। যাহাদের ভাষা এইরূপ এবং বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বেহারীরা কি না বাবদিক ভাষা বঙ্গদেশে দুষ্কর বঙ্গ! বঙ্গদেশের আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে একজন দ্বিভাষীর সাহায্য লাভ হইলেই পর্য্যাপ্ত হয়। কিন্তু বেহারে দুইজন দ্বিভাষী না হইলে চলে না। উহাদিগের জাতীয়তার পুনঃ স্থাপন করিয়া সর আশলি ইডেন শুদ্ধ বেহারীদিগের কেন সমস্ত ভারতবর্ষের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যে মিথিলা পণ্ডিত মণ্ডলীর জন্ম ভূমি, যেখানে প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের গৌরবের এক মাত্র স্থান নবদ্বীপ যে মিথিলা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মিথিলার ভাষা ইতর লোকের ভাষা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! বিশেষতঃ যে ভাষায় বিদ্যাপতি কবিতাবলী লিখিয়া ভক্তিরসে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উন্মত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মত ললিত সুমধুর সুশ্রাব্য ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া আমরা নিতান্ত কাতর ছিলাম। ইডেন সাহেব আমাদের সে দুঃখ দূর করিলেন। এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসন কর্ত্তারা যদি ইডেন সাহেব প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতের একটী মহোপকার সাধিত হইবে।

লবণের ব্যবসায়।

এদেশে একটী চির প্রবাদ আছে "যার নুণ খাই তার গুণ গাই।" লবণের এমনি মহিমা যার নুণ খেতে হয়, তাহার বর্ণনীয় গুণ না থাকিলেও তাহার আরোপিত গুণেরও বর্ণন করিতে হয়। আমরা সেই প্রবাদ বাক্যের বশীভূত হইয়া আজ "লবণের ব্যবসায়" এই শীর্ষক প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। পাঠকগণ! আপনারা দূর দেশে আছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাদিগকে লবণ গাওয়াইব, আর আপনারা উহার গুণে বশীভূত হইয়া সোমপ্রকাশের যে গুণ নাই, তাহা চক্ষে দেখিবেন এমন ভরসা

বর্ণনে প্রবৃত্ত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই। এই কারণেই আজ আমরা লবণ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত কর্ণপ্রণালীর দ্বারা আপনাদিগের উদরস্থ করিয়া দিতেছি। অভিপ্রায় এই আপনারা সোমপ্রকাশকে ভুলিতে পারিবেন না, ইহার দোষকীর্তনে উৎসুক হইবেন না, এবং ইহার যে গুণ নাই, তাহারও গানে উন্মুখ হইবেন।

১২৮৫ সালে ৭৮ লক্ষ মণ লবণ কলিকতায় আসিয়াছে। ইহার মধ্যে ৭২ লক্ষ মণ ইংলণ্ড হইতে ও ছয় লক্ষ মণ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে আনীত হইয়াছে। চল্লিশ পরগণায় যে লবণের গোলা আছে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭৫০ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে সমস্ত লবণ আসিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ লিবরপুল, আরব, মিসর ও ইটালি হইতে আনীত হয়। ফ্রান্স হইতে কিছু কিছু লবণ আসিত, এবার তাহার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। ফ্রান্সের লোকে যদি ইংলণ্ড হইতে লবণ লয়, তাহা হইলে তাহাদের মণ করা আট আনার বেশী ব্যয় হয় না। কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডের লবণ লয় না। তাহারা নিজের দেশে লবণ প্রস্তুত করে এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় লবণের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য লবণের উপরে অত্যধিক শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যদিও ফ্রান্সের লবণের মূল্য অধিক, তথাপি যাহারা লবণ বিদেশে বিক্রয় করিয়া আসিতে পারে, ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পারিতোষিক দেন বলিয়া অনেকে লবণ আমাদের দেশে লইয়া আইসে। এবার কিছু আসে নাই কেন, বুঝা যায় না। বোধ হয় তাহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে যত লবণ খরচ হইত, সমুদায় কলিকাতা হইতে যাইত; কিন্তু এক্ষণে সম্বর হ্রদ ও পঞ্জাবস্থ লবণময় পর্ব্বত মালায় এত অল্প মূল্যে এত অধিক লবণ পাওয়া গিয়াছে যে ১৮০০০ মণ লবণ পঞ্জাব হইতে বেহার পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছে। লিবরপুলের লবণের আমদানী ক্রমে কম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরও কলিকাতা হইতে লবণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় শীঘ্র কলিকাতা হইতে রপ্তানী বন্ধ হইবে। লিবরপুল লবণের মূল্যও কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে শতকরা ৪০ টাকা ছিল, এখন শতকরা প্রায় ৮০ টাকা হইয়াছে। পঞ্জাবের লবণের দর যদি ইহার অপেক্ষা অল্প হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশেও ঐ লবণ ব্যবহৃত হইবে। লবণে মণকরা এখন ২৸৶ মাশুল লওয়া হয়। লবণের দামও মণ করা প্রায় ৮৲। সুতরাং মাশুল ও খরচায় লবণের মূল্য ৩৷৶ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপরে ব্যবসাদারদিগের লাভ আছে। সুতরাং লবণ অধিক কিনিতে গেলে ৪ টাকা পড়ে ও অল্প কিনিতে গেলে প্রায় ৪৷৷ টাকা পড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট যেমন কিছু মাশুল ত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি লিবরপুলের ব্যবসাদারেরা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অতএব প্রজার কিছু বিশেষ লাভ হয় নাই।

যে ৭৮ লক্ষ মণ লবণ কলিকাতায় আইসে, তাহার প্রায় ৪৯ লক্ষ মণ বাঙ্গালায় খরচ হয়, ২৯ লক্ষ মণ বেহারে, অর্দ্ধ লক্ষ মণ ছোটনাগপুরে, ৩ লক্ষ মণ আসামে, চারি লক্ষ মণ উত্তর পশ্চিমে, ৩ হাজার মণ নেপালে যায়, অবশিষ্ট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যয়িত হয়। ছোট নাগপুরে, গঞ্জাম ও সম্বলপুর হইতে লবণের আমদানী হয়। এই জন্য কলিকাতা হইতে অল্প লবণ রপ্তানী হইলেও উল্লিখিত স্থান সকলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। বাঙ্গালার লোক গড়ে সাড়ে পাঁচ সের, বেহারের লোক সাড়ে চারি সের লবণ খরচ করে। আসামে প্রতি ব্যক্তিতে প্রায় তিন সেরই পড়ে। আসামে এত কম লবণে কিরূপে চলে? আমরা শুনিয়াছি সেখানকার লোকে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না। এই জন্য কলার বাসনা পুড়াইয়া এক প্রকার অতি জঘন্য অস্বাস্থ্যকর লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহাই ব্যবহার করে। এ কথা সত্য হইলে আসামে লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত।

৭৮ লক্ষ মণ লবণের মধ্যে ৫ লক্ষ মণ কলিকাতায় থাকে, অবশিষ্টের মধ্যে ২১ লক্ষ মণ পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে, ৫ লক্ষ মণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে, লক্ষমণ ষ্টীমার দ্বারা ৪৫ লক্ষ মণ নৌকায়, প্রায় লক্ষ মণ গোরুর গাড়ি ও মোট প্রভৃতিতে চতুর্দ্দিকে নীত হয়। রেলওয়েতে লবণের ভাড়া অতি অল্প, নৌকার ভাড়াও অধিক নয়। বারব, যে সকল নৌকা বোম্বাই হইয়া আইসে, তাহাই ফিরিয়া যাইবার সময়ে লবণ লইয়া যায়। সুতরাং অতি অল্প ভাড়াতেই নাবিকেরা সন্তুষ্ট হয়। এইরূপে কেবল সিরাজগঞ্জ হইতে প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ মণ চারি দিকে যায়।

কলিকাতা ভিন্ন বাঙ্গালার মধ্যে চট্টগ্রামের বন্দরে ইংলণ্ড হইতে প্রায় দুই লক্ষ মণ লবণ আমদানী হয়। এই দুই লক্ষের মধ্যে ২৫ হাজার মণ নারায়ণগঞ্জে ও ৪০ হাজার মণ চাঁকায় পাঠান হয়, অবশিষ্ট নিজ চট্টগ্রামে খরচ হইয়া থাকে।

সাঁওতাল পরগণা ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের রেজলিউসন।

৫ ই বুধবারের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের একটী রেজলিউসন প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গেল সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী দামন কোহ নামক স্থানে গ্রামস্থের বন্দোবস্তের বিষয় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৮৬৩ অব্দে একবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, আবার ১৮৭৯ অব্দে হয়। রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছে, দেশে ৩৩ টী বাজার বসিয়াছে, কোনরূপ হাঙ্গাম হয় নাই। উক্ত স্থানে পাহাড়ী ও সাঁওতাল নামক দুই জাতি বাস করে। পাহাড়ীরা পাহাড়ের ভিতর অবস্থান করে। উহারা সংখ্যায় অতি অল্প। সাঁওতালদিগের পাহাড়ের নীচে বাস। তাহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক। রেজলিউসনে দেখা গেল, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীরা যাহাতে দামনকোহের মধ্যে কোনরূপে স্থান না পায়, তাহার জন্য অত্যন্ত কঠোর নিয়ম করা হইয়াছে। এমন কি গ্রাম্য লোকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত যে, বিদেশীয়দিগকে গ্রামে বাস করিতে বা বাজার হইতে কোন দ্রব্য কিনিতে দিবে না। দামনকোহে রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ বাসা না পাইলে অসুবিধা হইবে বলিয়া রেলওয়ে কোম্পানি ঐ বন্দোবস্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উত্তর দিয়াছেন, যে, রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা বাজারে গিয়া থাকিবে, যদি বাজারে থাকিতে না পারে, সেখানকার আফিসরের নিকট আবেদন করিলে তিনি যে স্থান দেখাইয়া দিবেন, সেই স্থানে গিয়া বাস করিবে। এত কড়াকড়ি কেন? কড়াকড়ি করিবার তিনটী কারণ অনুমিত হইতেছে। প্রথম, সাঁওতালেরা অতি সরল, নির্ব্বোধ,লেখাপড়া জানে না, চতুরতা শিখে নাই। বাঙ্গালীরা চতুর। যাহারা বিদেশে বাস করে, তাহাদিগের অধিকাংশের চরিত্র ভাল নহে। হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে যাহারা ধূর্ত্ত, তাহারাই ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সেই ব্যবসায়ীরা, নির্ব্বোধ সাঁওতালদিগের নিকটে অনায়াসে অধিক লাভ করিতে পারিবে বলিয়া সাঁওতাল পরগণায় বাণিজ্য করিতে যায় এবং সরল সাঁওতালদিগকে ঠকাইয়া তাহাদের অর্থ হরণ করিয়া আত্মোদরপূরণ করিয়া থাকে। সাঁওতালদিগকে কেহ প্রতারণা প্রবঞ্চনা না করে, এইটী গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের এ সদয় আশয় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট পিতৃস্থানীয়, প্রজারা সন্তান, সাঁওতালেরা সরলতায় বালক তুল্য। পিতা যেমন সর্ব্বপ্রযত্নে শিশু সন্তানের রক্ষা করেন, গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ শিশু সম সাঁওতালদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এ অংশে গবর্ণমেণ্টের নীতির প্রশংসা না করিয়া বিরত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয়, সাঁওতালেরা অনক্ষর বলিয়া নিজ চরিত্রের দৃঢ়তা ও উৎকর্ষ রক্ষণে তাদৃশ পটু

নয়। তাহার উপরে বিদেশীয় অসৎ লোকের সংসর্গ হইলে সেই চরিত্র অধিকতর দূষিত হইবার সম্ভাবনা।

তৃতীয়, লামা সাহেব ও ডুমায়সিং প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত দুষ্ট ও দুরভিসন্ধি ব্যক্তির গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বেষ আছে তাহারা বৈরসাধনার্থ অনায়াসে সরলপ্রকৃতি সাঁওতালদিগকে বিদ্রোহকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে।

আমরা উল্লিখিত রেগুলিউসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে নীতির অনুধাবন করিলাম, তাহা এক অংশে অপ্রশংসনীয় হইতেছে না বটে কিন্তু অপর অংশে অনুমোদনীয় নয়। রামনকোহ নামক স্থানে বিদেশীয়দিগের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হওয়াতে সাঁওতালদিগের যেমন ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে, তেমনি একটী মারাত্মক অনিষ্টেরও সম্ভাবনা। বিদেশীয়ের সহিত সংসর্গ না হইলে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতির পরিজ্ঞান না থাকিলে, তাহাদের হৃদয়ের উন্নত ভাব ও অভিপ্রায়াদি জানিতে না পারিলে, স্বদেশের উন্নতি হয় না। স্বদেশীয়দিগের বুদ্ধির উন্মেষ চতুর গতি ও মার্জ্জনাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বলিতে কি, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের উল্লিখিত ব্যবস্থাটী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণের কলির প্রথমে সমুদ্রযাত্রাদি-দীকারাদি-নিষেধ-তুল্য হইয়াছে। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশদেশান্তরে ও দ্বীপদ্বীপান্তরে যদি যায়, ইহাদের ধর্ম্মসংস্কারের বিপর্য্যয় ঘটিবে, ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধন শ্লথ হইয়া যাইবে, লোকের মনে ধর্ম্মের মহিমা ও ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জাগরূক থাকিবে না, ক্রমে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা এ বিবেচনা করেন নাই যে, সমুদ্র যাত্রা প্রতিষেধ করাতে ভারত বাসীদিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বিদেশীয়ের সহিত সংসর্গ না হইলে কি বহুদর্শন হয়? বহুদর্শন ব্যতিরেকে কি বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হয়? অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া দেশ দেশান্তরে গমনাগমন না করিলে কি সাহস উৎসাহ ও অধ্যবসায়াদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমূল হয়? ভারতবাসীরা দীর্ঘকাল অলস অকর্ম্মণ্য নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া জড় পদার্থের ন্যায় যে কালক্ষেপ করিয়াছেন এবং পশুজাতির ন্যায় কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, উল্লিখিত মারাত্মক প্রতিষেধ কি তাহার কারণ নয়?

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২৮এ এপ্রেল। গত ২৫এ এপ্রেল সেখাবাদে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্ডক, ঘজীরবেগ সাদি ও লগারিরা একত্র হইয়া সেনাপতি হল সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এই যুদ্ধে উহাদের১২ শত লোক হত হইয়াছে। সৈন্যাবাসের নিকটস্থ কিলুদর্ক নামক স্থানে নিক, ওয়ার্ডক, লগার ও মরবান হইতে লোক সকল আসিয়া একত্র হয়। রবিবারে ইংরাজ সৈন্যের সহিত উহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ফলাফল আমি ও জানা যায় নাই। ঐ দিবস কর্ণেল জেম্‌কিন্স গোলাম হায়দার ও হাসেনখাঁকে চারাসিব নামক স্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

হাসেনখাঁর তিন শত লোক কালাজাহুর্গে অবস্থিতি করিতেছে।

মীরবাঁচা অতি অল্প সৈন্য লইয়া কোহিস্থানে রহিয়াছেন। সা সঙ্গের নিকটে শত্রুরা ইংরাজদিগের একজন পত্র বাহককে গুলি করিয়াছে।

আব্দুলগফুর বিদ্রোহের উত্তীপনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য সেনাপতি গফ ২৯ এ লঙ্গার নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। মোল্লারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করে নাই। তিনি দুর্গ লুণ্ঠন ও তাহা ধ্বংস করিয়াছেন এবং আব্দুল গফুরের পুস্তকালয়ে যত বহুমূল্য পুস্তক ছিল তাহা লইয়া আসিয়াছেন।

কাবুল ২রা মে। ব্রিকিন সাহেব কোহিস্থানের ভার, সর্দ্দার ইব্রাহিম খাঁ বারাকজয়ও ওয়াজির আলা আফজল খাঁর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

অদ্য জেনেরল রসের সৈন্যগণ গোলাম হায়দরের কেল্লা হইতে সেরপুরে বড় বড় কামানশ্রেণী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

অনেকের মনে হইয়াছিল যে ওয়াসি মহম্মদ দেশের লোককে বিদ্রোহী করিবার জন্য ফিরিতেছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাহা করেন নাই। বরং যে সকল লোক দরবাণী আক্রমণের চক্রান্তে ছিল তিনি তাহাদিগের অনেককে বন্দী করিয়াছেন ও তাহাদিগের গ্রামের কিয়দংশ ধ্বংস করিয়াছেন।

খেলাতি গিলজাইয়ে কতকগুলি লোক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে।

কাবুল ৩ রা মে। লগার হইতে সংবাদ আসিয়াছে সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে আমীর কেল্লায় উপস্থিত হইয়াছে। কামল গুলিও টাঙ্গি-ওয়ার্ধাকের মধ্য দিয়া গিয়াছে। লগারবাসীরা ইংরাজ সৈন্যগণের খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য সকল দিতেছে।

কাবুলের নদীটী ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। উহার মধ্যস্থলে যে সেতুটী ছিল তাহার কিয়দংশ ভাসিয়া গিয়াছে।

বারিকার নামক স্থানে শত্রুরা ইংরাজদিগের কতকগুলি দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল। কাপ্তেন কুইম এই সংবাদ শ্রবণে দশজন সৈন্য সমভিব্যাহারে গিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সমুদয়ের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। এবং দস্যুদিগের ৫০ জনকে হত করিয়া আসিয়াছেন।

দিন দিন কাবুলে গ্রীষ্ম বাড়িতেছে।

কাবুল ৫ই মে। জেনেরল ইুয়ার্ট সর্দ্দার আলম খাঁকে গজনী শাসনের ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

দস্যুরা মরদান গমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

আসামতুল্লা পিউজানের নিকটস্থ গ্রাম সমূহের লোকদিগকে বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তিনি আজিও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংরাজেরা কাবুল হইতে আব্দুল রহমানের নিকট কিজন নামক স্থানে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। আব্দুল রহমান যদি কাবুলে যাইতে সম্মত হন তাহা হইলে দূত তাঁহার গমনার্থ যান ও তদ্ভিন্ন বিস্তর টাকা দিবেন।

ইংরাজকৃত প্রস্তাবের উত্তরে আব্দুল রহমান কি বলেন, সেই অপেক্ষায় মীর বোঁচা চুপ করিয়া আছেন।

কাবুল ৫ই মে। তুর্কিস্থানে আপাততঃ কোন গোলযোগ নাই। জনরব এই যে আব্দুল রহমানের বরাক্‌সানস্থ সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। ধর্ম্মঘট করিবার জন্য কোহিস্থানীরা বেগা কুচকারে আর একত্র হইতেছে না। যাহারা একত্র হইয়াছিল তাহারা ও পরস্পরে পৃথক হইয়াছে। সরদার খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা পরোয়ানে প্রত্যাগত হইয়াছে। জেনেরল সৈয়দ খাঁ ইস্তালিফে আছেন। মীর বোঁচা ইংরাজদিগের প্রেরিত দূতের সঙ্গে তুর্কিস্থানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

গিলজাইরেরা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। উহারা রাস্তাদি কাটিয়া দিবার ভয় দেখাইতেছে। ভবিষ্যতে ইংরাজদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে তাহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে গিলজাইদিগের তেজস্বিনী সভা ভঙ্গ হইয়াছে।

আসামতুল্লা ও বাইরম খাঁ হিসারকে থাকিয়া ইংরাজদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন।

তাহের খাঁ গজনীতে জেনারল ইুয়ার্টের নিকটে রহিয়াছেন।

মুসাজান রবিবারে গজনীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বিবিধসংবাদ।

মানুষ বিজ্ঞানবলে যে সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড করিতেছে ইহা যদি স্থায়ী হয়, আর মানুষের এই সভ্যতার অবসান হইয়া, যদি সে পুনরায় অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হয়, এই সভ্য কালের মনুষ্য কৃত ঐ অদ্ভুত কাণ্ড গুলিকে সে দেব কাণ্ড বলিয়া মনে করিবে সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত সংবাদটী পাঠ করিলেই পাঠক আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন। রুশিয়ায় ভল্গা নামে একটী বৃহৎ নদী আছে। উহার উপরে একটী সেতু করা হইতেছে। যেস্থানে সেতু নির্ম্মিত হইতেছে সেখানকার পরিসর চারি মাইল। এত বড় সেতু আর কোথাও নাই। ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় ন্যূনাধিক ১৭ লক্ষ টাকা অনুমিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম লর্ড লিটন সিমলায় অতি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন। ওঁহার মনে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে যে, কেহ ওঁহাকে ভাল বাসে না। এই নিমিত্ত তিনি লোক জনের সহিত বড় দেখা সাক্ষাৎও করেন না। যদি সত্য হয়, এটী বাস্তবিক দুঃখের সংবাদ সন্দেহ নাই।

আমেরিকায় প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল প্রশস্ত একটী কয়লার খনি আছে। উহা আপালাচিয়ান খনি নামে প্রসিদ্ধ।

একখানি সংবাদ পত্রে দেখা গেল, ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেবের আকার দেখিলে বোধ হয় তিনি বড় চিন্তাশীল। জগতের অনিষ্ট চেষ্টাই কি এই চিন্তার ফল হইল?

বোধ হয় আমাদিগের পাঠকগণের অনেকেই ড্রাসবর্গের প্রসিদ্ধ ঘড়ির কথা শুনিয়াছেন। আমেরিকাবাসী ষ্ট্রিলিণ্গ মীর নামে এক ব্যক্তি ঐরূপ একটী বৃহৎ ঘড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঘড়িটী উচ্চ ১৮ ফুট, প্রশস্ত প্রায় ৮ ফুট। ইহার নির্ম্মাণার্থ ৩০ হাজার ডলার ব্যয় হইয়াছে। এবং দশ বৎসর কাল লাগিয়াছে। উহার শীর্ষ স্থানে জলন্তম্ভের পিতল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঐ ঘড়ির চারি পার্শ্বে ক্ষোদিত গহ্বরে বালক যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও এক মৃত ব্যক্তির অস্থিময় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অতি ক্ষীণস্বরে কোয়াটার, যুবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও স্পষ্টস্বরে অর্দ্ধ ঘণ্টা, প্রৌঢ় পূর্ণস্বরে তিন কোয়াটার, এবং বৃদ্ধ ক্ষীণস্বর স্বরে চারি কোয়াটার বাজায়। অবশেষে মৃতের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বরে ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়। ঘণ্টা বাজান শেষ হইলে পর মধুর বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে। ঘড়ির একটী দ্বারে এক কৃত্রিম ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। সে সেই দ্বার রক্ষা করিতেছে। আমেরিকায় কনগ্রেস সভায় সভাপতিগণের মূর্ত্তি ঐ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি এক চন্দ্রাতপের নিচে উপবিষ্ট আছে। ৩৭ টী নক্ষত্র দ্বারা ঐ চন্দ্রাতপ সুশোভিত হইয়াছে। উক্ত সভার সভাপতিগণের মূর্ত্তিগুলি ওয়াসিংটনের মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁহাকে নমস্কার করে। ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া একখানি পত্র হস্তে স্বাধীনতার ঘোষণা করিতে থাকে, তাহার পর আর একটী কৃত্রিম ভৃত্য আর এক দ্বার খুলিয়া দেয়। সভাপতিগণের মূর্ত্তি গুলি সেই দ্বার দিয়া ঘড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অধিকতর আশ্চর্য্য এই, ঘড়িতে দুটী কাঁটা আছে, তাহার একটী, পৃথিবী কোন ঋতুতে সূর্য্যাভিমুখে কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং গ্রহগণ কোন সময়ে কত দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা, দেখাইয়া দেয়। আর একটী কাঁটায় নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, সেণ্টপিটার্সবর্গ, সান ফ্রন্সিস্কো প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে কোন সময়ে কয় ঘণ্টা বাজে তাহা দেখাইয়া দেয়।

পূর্ণিয়ার জমীদার বাবু মহেশলাল ও নথ চাঁদলাল ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া সারা নদীর উপরে একটী সেতু করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতী করমালিকার লোকেরা জমীদারের সহিত খাজনা আদায়ের গোলযোগ করাতে, গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, শান্তি রক্ষার্থ তথায় একবৎসরের নিমিত্ত, ৮ জন কনষ্টেবল ও একজন হেড কনষ্টেবল থাকিবে। ইহাতে ৯৮৬ টাকা ব্যয় হইবে। গ্রামবাসিদিগকে ঐ ব্যয় দিতে হইবে। এপ্রকার দণ্ড না হইলে দুষ্ট প্রজাদের শাসন হয় না।

লণ্ডন জর্ণাল সম্পাদক বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব এবার এক ফলে পার্লামেণ্টের কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি আর দুই বৎসর কাজ করিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। এবং আপনার পদ লর্ড গ্রানভিলকে দিয়া যাইবেন। এটী কাহার ফল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। জর্ণাল সম্পাদকের না গ্লাডষ্টোনের?

বিশ হাজার চীন সৈন্য আমুর পার হইয়া গিয়াছে। উহাদিগের আর ৪০ হাজার সৈন্য কাসগার ও কুলজা সীমান্ত রুশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। রুশকে যে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে দিতেছে না। অতি লোভে বুঝি তাঁতি নষ্ট হয়।

ব্লিমসল সাহেব ডার্বিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন একজন ভারতবর্ষীয়কে পার্লামেণ্টের সভ্য করিতে হইবে এবং তজ্জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার সাহায্যার্থ তিনি ৫০০ টাকা দিবেন। সেদিন গ্লাডষ্টোন সাহেবও ইহার পোষকতা করিয়া লিডসের সভ্য নির্ব্বাচকদিগকে বলিয়াছেন লালমোহন বাবু স্বদেশের সুখ দুঃখের কথা জানাইবার জন্য ভারতের প্রতিনিধি হইয়া এখানে আসিয়াছেন, আর প্রকৃত পক্ষে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্পর্ক তাহাতে, তাঁহার আগমনও অবিধেয় হয় নাই। ইয়র্কসায়রের অধিবাসীগণের নিকটে তিনি লালমোহন বাবুর পরিচয় দিয়া বলেন যে তিনি একজন সরলা বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। উদার মতাবলম্বী দলের কার্য্য-সম্পাদকদিগের এরূপ এক জন সুদক্ষ বাঙ্গালীকে পার্লামেণ্টের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা কর্ত্তব্য উচিত। আর উদারমতাবলম্বী দলের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একজন হিন্দুকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিলে অনেকের সুখের হইবে সন্দেহ নাই। লালমোহন বাবুকে সভ্য করার বিষয়ে অনেক বড় ইংরাজের মত আছে, বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র সম্পাদকও ইহার অনুমোদন করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের এদেশীয় সহযোগীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এ কথায় ঠাট্টা করিয়া থাকেন। এক লালমোহন বাবুর পার্লামেণ্ট সভায় সভ্য পদলাভ প্রস্তাব লইয়া আমরা অনেকের হৃদয়ের পরিচয় পাই লাম। যাহাঁরা তাঁহার সপক্ষ তাঁহাদের এক হৃদয়; আর যাহাঁরা তাঁহার বিপক্ষ তাঁহাদের এক হৃদয়। লালমোহন বাবু সভ্য হইলে ইংরাজ জাতীর যে কি গৌরবের ও উন্নত ভাবের কাজ হয়, সংকীর্ণ হৃদয় বিপক্ষেরা সেটী বুঝিতে পারেন না।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এডিসন সাহেব এক জন সুদক্ষ ও প্রতিভাশালী লোক। তিনি ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিশনর। প্রান্তবর্ত্তী রাজ্য সমূহের বৃত্তান্ত তাঁহার নখদর্পণের ন্যায়। নূতন গবর্ণর জেনরলকে ব্রহ্মদেশের বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহাকে শীঘ্র ব্রহ্মদেশ হইতে আসিতে বলা হইয়াছে। এ পরামর্শের উদ্দেশ্য কি? ডিসরেলি সাহেব পৃথিবী মধ্যে হুলস্থুল বাঁধাইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন! সিবারলদলের ত উহার অপেক্ষা অধিক হুলস্থুল বাঁধাইয়া তাঁহাকে পরাভব করিবার ইচ্ছা নয়?

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে রুশেরা বড় খুসী হইয়াছে। তজ্জন্য সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বলেন, এই পরিবর্ত্তনে ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইল। কথা বড় মিথ্যা নহে।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল মার্কুইস রিপন

১৪ই মে বিলাত পরিত্যাগ করিবেন। ১লা জুন বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন। তথা হইতে আসিয়া সিমলা শৈলে লার্ড লিটনের নিকট হইতে কার্য্য বুঝিয়া লইবেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিবেন। শুনা যাইতেছে লার্ড লিটনের সহিত ইঁহার যুক্ত বন্ধুতা আছে।

অধ্যাপক বীল সাহেব বলিয়াছেন, "বিনয় পীটকাম" গ্রন্থে বুদ্ধদেবের শিক্ষা প্রণালীর যেরূপ উল্লেখ আছে, বিলাতের কালেজ প্রভৃতিতে সেই শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা উচিত। কেবল বুদ্ধদেবের নীতি শিক্ষা প্রণালী কেন ভারতবর্ষীয় আর্য্য গ্রন্থকারেরাও যেপ্রকার মহার্ঘ নীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার এক একটী বোধ হয় আজিও ইংরাজী মহাল কিনসফি গ্রন্থে প্রবেশ করে নাই।

বারাণসীর ইঁহার পত্রে মেরিলিয় কমিশনর হ্যারিংটন সাহেবের নামে গ্লানিকর পত্র প্রকাশ হওয়াতে কমিশনর যে অভিযোগ করিয়াছিলেন গত বারে আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। এক্ষণে আমরা তাহার ফলের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। বিচারে পত্রপ্রকাশকের ২৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও পত্রপ্রেরকের ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এটী সংবাদদাতা ও পত্রপ্রেরকদিগের একটী বিলক্ষণ শিক্ষাস্থল হইল। আমরা দেখিতে পাই অনেক সংবাদদাতা ও পত্র-প্রেরক, যে কোন একটা শুনা কথা লিখিয়া বসেন, শেষে প্রমাণ হয় না, আপনারা ও মজেন, সম্পাদককেও মজান। যে বিষয় তাঁহারা প্রমাণ করিতে না পারিবেন সে সংবাদ লেখা অতি অকর্ত্তব্য। সত্য সংবাদ হইলেও যদি প্রমাণ না হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠে। বিপক্ষ কুকর্ম্ম করিয়াও শেষে অব্যাহতি পান। অতএব তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হইয়া লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কালীঘাটের অনতিদূরবর্ত্তী সাহাপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আজিও কিনারা হয় নাই। আসামীদিগের অধিকাংশই ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা নিজ নিজ মুখে কোন স্পষ্ট কথা বলে নাই। প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ঘটনার অনেক রহস্য উদ্ভেদ হইয়া পড়িয়াছে। সে দিবস আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য মূল ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ হইলে আরও নূতন নূতন রহস্য জানা যাইবে। যদি চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জন সাধারণের মত ঠিক হয়, তাহা হইলে ধৃত আসামীরা যে এ অভিনয়ের প্রধান নায়ক তাহার আর সন্দেহ থাকে না। আমরা ভরসা করি স্থানীয় পুলিস এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিবেন। দুষ্টের দমন অথচ শিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর কোন অত্যাচার না হয় ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

দক্ষিণ উপনগরীয় মিউনিসিপালিটীর যন্ত্রে যেমন কালীঘাট পর্য্যন্ত গ্যাসের আলো হইয়াছে, তেমনি জলের কল হয় এই আমাদের ইচ্ছা। কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে ভাল পানীয় জলের পুষ্করিণী একটীও নাই, কেবল এক গঙ্গা ভরসা। তাহাও এই নিদারুণ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এমনি লোণা হইয়া উঠে যে, নিতান্ত প্রাণের দায় ভিন্ন তাহা কোন মতে পান করা যায় না। এরূপ অবস্থায় পানীয় জলের কল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মূর্খ লোকে যে বলে, "আদালতের ডিক্রী কলার পাত, ছুট করিলে দশ হাত তফাৎ" বাস্তবিক এ কথাটী নিতান্ত অপ্রমাণ্য নহে। সে দিবস কার্য্য বিশেষে কালীঘাটে গিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি তাহার আদালত-সিদ্ধ ন্যায্য প্রাপ্য পাওনা দখল পাইবার জন্য আদালতের নাজির পেয়াদা সঙ্গে বিষয়-স্থলে উপস্থিত হইয়াও স্থান পাইতেছে না, ও দিকে আর এক ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রস্তুত অন্নে বল পূর্ব্বক ভোগ সমাইতেছে। এ এক রূপ মজা নয়।

বোম্বাইয়ের জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ সংস্কৃত শিক্ষার্থী গণের উৎসাহ দানার্থ কতকগুলি বৃত্তি স্থাপনার্থে ২০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। এবং আরও কিছু দিবেন বলিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার হস্তগত হয়। মৃত জগন্নাথের পত্নী ইহার আনুপূর্ব্বিক জানিতেন। এবং স্বামীর অঙ্গীকৃত টাকা দিবার কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া তালুক বিক্রয় করিয়া টাকা দিবার অভিপ্রায়ে সেনেটকে জানান। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সভা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ঐ বিশ হাজার টাকার সুদে বার্ষিক বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক স্ত্রীলোকটীর সদাশয়তা ও মহাশয়তার নিমিত্ত তাঁহাকে সেনেট সভার বিশেষরূপে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

জেনেরল পোষ্ট আফিসে মানঅর্ডার আফিসের কার্য্য উঠিয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ষ্টেটস্‌মানের সম্পাদক এই কথা শুনিয়া সংবাদপত্রের মাশুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। রাজকোষে অর্থের অনটন হওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট এখন উক্ত কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ও তাকবিভাগের অবস্থা ভাল এখন এক না করেন? এ অনুরোধে কেবল সংবাদপত্র পাঠক ও সংবাদপত্র প্রচারকের লাভ নয় গবর্ণমেণ্টেরও ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। সংবাদপত্র যতই অল্প মূল্য হইবে ততই গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে। ততই গবর্ণমেণ্টের লাভ।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুষ্টিয়ার কর্ম্ম করিতেন। কোন কারণে তথায় তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েটে কর্ম্মপ্রার্থী হন এবং হেড আসিষ্টাণ্ট বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকটে আসিয়া একখানি জাল সুপারিস চিঠি দিয়া বলেন, কুষ্টিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ব্রজনাথ বাবু লিখিত পত্রখানির রচনা দেখিয়া এই জালের কথা তাঁহাকে বলেন। যুবক সে কথা অস্বীকার করাতে তিনি তাঁহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারে তাঁহার প্রতি চারি মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। যাহা হউক যদু বাবু চাকরী করিলেন ভাল? অথবা যদু বাবুর দোষ নাই, যেপ্রকার দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে চাকরী ছুঁড়া ভার, অন্য দিকে যাইবার সকলের সুবিধা ও ক্ষমতা নাই, চাকরী না হইলেও চলে না সুতরাংই দিবা দুই প্রহরের সময়ে সিঁধকাটি হাতে করিয়া বাহির হইতে হয়।

লার্ড নর্থব্রুকের স্মরণার্থ টাকায় নর্থব্রুক হল নামে যে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ বিভাগের কমিশনর ২৪ এ মে উহার প্রতিষ্ঠা করিবেন। লার্ড নর্থব্রুক অনেক বিষয়ে ভারতবাসিদিগের স্মরণীয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমান করিয়াছেন, কলিকাতাও তাহার নিকটে ১৯৬২৭২৪ মণ চাউল মজুত আছে। উহার মধ্য হইতে ৯ লক্ষ মণ বিদেশে পাঠান যাইতে পারে।

৩রা মে বেহারের ২৩৫০ সিন্দুক অহিফেন ৩২৯৭২৭৫ টাকায় এবং বারাণসীর ২৩৫০ সিন্দুক ৩১১৪৭২ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

ষ্টেচি সাহেব আমাদের দেশীয় সিবিলিয়ান। তাঁহার ধনাধনির মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি লার্ড লিটনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁহারই উৎসাহে লার্ড লিটন কাবুল যুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছিলেন। লার্ড লিটন বলিলেন টাকার অনটন, ষ্টাচি সাহেব বলিলেন ভারতে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত আছে। কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ভার ইংলণ্ড না ভারতবর্ষ কে বহন করিবে? ষ্টাচি সাহেব মুখর হইয়া বলিলেন ভারতবর্ষের রাজকোষে অপার অর্থ

আছে। অতএব ভারতবর্ষেরই সেই ভার বহন করা কর্ত্তব্য। তাহার দুই দিনপরেই আবার বলিলেন, দুর্ভিক্ষ কণ্ডে একটীও টাকা নাই। এবারও পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হয় হয় এমন সময়ে (নিয়মিত সময়ের ৫ সপ্তাহ পূর্ব্বে) বজেট বাহির করিলেন। বজেটে দেখান হইল যে, কাবুল যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় দিয়াও ৯০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। লিটন সাহেব মহাখুসি হইলেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন ষ্টাচি সাহেব যেপ্রকার কার্য্য-দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ৫০০০০ টাকা এক কালীন দান করা হইবে। কিন্তু যেমন লিবরাল দল পদস্থ হইলেন অমনি দেখা গেল যে, ভারতবর্ষীয় রাজকোষের সঞ্চিত টাকাগুলির পাখা হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে যে ৫০০০০ টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহাও আর দিবার সঙ্গতি নাই। আবার সম্প্রতি তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, আয় ব্যয় বৃত্তান্ত প্রদর্শিত হয় তাহাতে কাবুল যুদ্ধ সম্বন্ধে ৩ কোটী টাকা ভুল হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে ঋণ না করিলে আর চলে না। যাহা হউক মহাবীর ষ্টাচি সাহেবের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আর দুঃখ করিলেই বা কি হইবে। স্বকর্ম্ম ফল ভাব কুমার।

বিজ্ঞান বৃদ্ধ হইবে না। অলদাইড অফ লাইম্, বেড়াইটা ও পড়ি প্রভৃতি কতক গুলি এরূপ গুণ সম্পন্ন পদার্থ আছে যে, তাহারা দিবসে সূর্য্যের আলোক আকর্ষণ করিয়া রাত্রিতে উহা উদ্গীরণ করিয়া থাকে। এই গুণ অবলম্বন করিয়া ঐ সব পদার্থের দ্বারা এরূপ রঙ্গ প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা গৃহের দেয়ালে লেপন করিয়া দিলে সেই ভিত্তি পতিত আলোক রাশিকে বন্দীকৃত করিয়া রাখে। নিশাগমে ঐ আলোক বিক্ষিপ্ত হইয়া গৃহকে আলোকময় করে। এ আলোর অগ্নির ন্যায় দাহিকা শক্তি নাই। এই নিমিত্ত জাহাজের বয়ার বিলেপিত হইতেছে ও বাষ্পপূর্ণ খনির গাত্রের লেপনে ঐপদার্থ লিপ্ত হইয়া আলোকের কার্য্য সম্পাদন করে।

ফরাসিরা ক্ষুদ্র পশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। ১৮৫১ অব্দে তথায় সূত্র পাকাইবার জন্য ৮৫০০০০ কল ছিল। এক্ষণে উহা বৃদ্ধি হইয়া ২২৭০০০০ হইয়াছে। পশম ও পশমি দ্রব্য বিক্রয়ে উহারা বিস্তর টাকা পাইয়া থাকে। উহারা ৩২২০০০০০ টাকা মূল্যের সূত্র ও ৪৯৪২০০০০০ টাকা মূল্যের পশমি কাপড় ৩৯০০০০০ টাকা মূল্যের পরিষ্কৃত পশম ও ৩৬৭০০০০০ টাকা মূল্যের অপরিষ্কৃত পশম বিক্রয় করিয়াছে।

নিউইয়র্ক হইতে সায়াণ্টিফিক আমেরিকান নামে এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজার।

বিজ্ঞাপন।

To

The inhabitants of Malikapore, Baikantapore, Changreepotta, Harinavi, Rajpore, Nischintapore, Juggunnathpore, Uklai, Tagorce, Khureegachee and Sonapore.

It is advertised under Section 30 of the Code of Civil Procedure for general information that a suit has been instituted in the Court of the first Sub Judge 24 Perguna by Ram Prosanna Bhuttacharjee, Koylass Chundra Bhuttacharjee, Tara Prasanna Bhuttacharjee and Rajendra Nath Bhuttacharjee, against Mohendra Nath Rai Choudhury, Panchanon Rai Choudhury, Khetter Nath Rai Choudhury, Nobeen Chand Ghose, Dina Nath Bhuttacharjee and Raj Kumar Bose for possession on behalf of the Public of a Tank called *Bosu Pookernee* situate in Malikapore measuring by estimation 41 Bigas of land more or less valued at Rs 1500 on the 30th day of April 1880 and that the Case has been fixed for settlement of issues on the 5th day of Judge 1880.

Bhuban Chunder Mookerjee
First Sub Judge 24 Pergna.

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ৷৵০ আনা ডাকমাশুল সহ ৷৶০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। গত কল্য পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইয়াছিল। উহার বর্ত্তমান সভ্যগণ বলিয়াছেন, ব্রাড সাহেব বক্তা মনোনীত হইবেন।

লর্ড কার্লিংফোর্ড কনষ্টাণ্টিনোপলের দৌত্যকার্য্য গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন।

সর জে, হার্পেল লণ্ডিটায় জেনেরল ও এচ, সি, বেনারম্যান সংগ্রামকার্য্যের কাইমানসিয়াল সেক্রেটারি হইলেন।

রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট রুশ সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে সেনাপতিদিগকে রত্নে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বোধ হয় পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা দৃঢ়তর হইবে।

লণ্ডন ১লা মে। আরল কাউপার আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনণ্ট ও লর্ড ও হেগান লর্ড চ্যাম্বেলর এবং অনরেবল মরগান এডভোকেট জেনেরলের পদ হইলেন।

লণ্ডন ৩ রা মে। মাকুইস হিপন ১৪ই মে ভারতবর্ষে আগমনার্থ যাত্রা করিবেন।

রৌপ্যের উপর শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য একটী সভা করিবার চেষ্টা করা হইবে।

অদ্য গ্লাডষ্টোন সাহেব লীড্‌সে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, এবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে বোধ হয় ৪। ৫ কোটী টাকা কম পড়িবে।

লণ্ডন ৫ ই মে। ডেলিনিউস বলেন, সর ফ্রেডরিক হেনিসের পদ, সার গার্ণেট উলসলিরই পাইবার সম্ভাবনা।

ভারতের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দর্শনে ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের সম্পাদক পার্লামেণ্টকে রাজস্ব-সচীব ষ্টাচি সাহেবকে ভারতবর্ষের কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

ডেলিটেলিগ্রাফ বলেন, গর্ডন পাশা নূতন গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন।

লণ্ডন ৬ ই মে। গোসেন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপলের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

টাইম্‌স বলেন, আফগান যুদ্ধের যে ব্যয়ের কথা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৩ কোটী টাকা ভুল বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই মে। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এডমিরালটি সংক্রিটনার প্রচার করিয়াছেন, ইউরোপের বড় বড় রাজগণ যাহাতে একত্র হইয়া বার্লিনের সন্ধি-পত্রের অবশিষ্ট সর্ত্তগুলি সম্পন্ন করিয়া দেন, এই পত্র সেই অভিপ্রায়েই প্রচারিত হইয়াছে।

বিস্তর অনুসন্ধানেও আটলাণ্টা নামক জাহাজের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

জেনেরল স্কবেলফ ২৫ এ এপ্রেল টাইফ্লিসে পৌঁছিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৩ এ এপ্রেল। রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলু এচ্ ডি অলি, কিন সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত মুঙ্গেরে থাকিবেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, এ সাণ্ডার্সন রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৬ এ এপ্রেল। মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুমার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য কাঁথির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শান্তপ্রসাদ ও তমলুক সবডেপুটী কালেক্টার মুন্সি মৈউদ্দিন আহম্মদ ছাপড়াস্থার অন্তর্গত তাজোহারার কার্য্য করিবার নিমিত্ত আপাততঃ রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে রহিলেন।

২৮ এ এপ্রেল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার বি, এ, মানভূমের সদর ষ্টেবণে রহিলেন।

২৯ এ এপ্রেল। ষ্টাম্প ষ্টেবণরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জে বি রবার্ট সাহেব ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৩০ এ এপ্রেল। পণ্ডিত শ্যামনারায়ণ চম্পারণের অন্তর্গত বেতীয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১লা মে। ঢাকার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল নরসিংহে বদলী হইলেন।

৪ঠা মে। করিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বদলী হইলেন।

৩০এ এপ্রেল। সোহারওগার মুন্সেফ মৌলবী গজনফর আলী হাজারিবাগের অন্তর্গত কুরুক্ দিয়ার বদলী হইলেন।

কুরুক্ দিয়ার মুন্সেফ বাবু রামদয়াল ঘোষ সোহারওগায় বদলী হইলেন ও তার সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১লা মে। পিরোজপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। ইহাঁকে প্রায়ই বরিশালে থাকিতে হইবে।

তারমণ্ডহারবরের মুন্সেফ বাবু শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ২৩ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু ইহাঁকে প্রায়ই তারমণ্ডহারবরে থাকিতে হইবে।

নওয়াবালীর অন্তর্গত লক্ষীপুরের মুন্সেফ মৌলবী আহম্মদউল্লা শ্রীহট্টের অন্তর্গত মদনপুর বাজারে বদলী হইলেন।

বাবু বিমলাচরণ মজুমদার বি, এল নওয়াবালীর মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে লক্ষীপুরে থাকিতে হইবে।

মানভূমের অন্তর্গত বড়বাজারের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের ঋণ সংক্রান্ত মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

৩ রা মে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র রঙ্গপুরের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

পিরপৈঁজী।

আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার পূর্ব্বতন সুযোগ্য ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু রামরতন মজুমদার ও অন্যান্য কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি গত ৩০ এ এপ্রেল শুক্রবার হইতে "The Kah yog" নামক বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, ইতিবৃত্ত, রাজনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায় পূর্ণ একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র (রয়াল ২ পেজীর ২ ফর্ম্মার আকারে) প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা। উহা প্রতি শুক্রবার এখানকার "আলবর্ট" প্রেস্ হইতে মুদ্রিত হইবে। এবারে ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি, স্থিতিকাল, এবং দশ অবতারের বিষয় হিন্দু পত্রিকা মতে, অথচ বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া অতি সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। যেমন সত্যযুগের স্থিতিকাল ১৭, ২৮,০০০ ত্রেতার ১২, ৯৬,০০০ দ্বাপরের ৮, ৬৪,০০০ এবং কলির ৪, ৩২,০০০ বৎসর (তন্মধ্যে কলি ৪২৮১ বৎসর হইয়াছে) এই চারিযুগে ৪৩,২০,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ হয়। পৃথিবী ২৮ মহাযুগে ধ্বংস হইবে। এই রূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর; এবং ১৪ মন্বন্তরে বা ১৪ × ৭১ + ৪৩,২০,০০০ = ৪. ২ ৯, ৪১,৮০,০০০ বৎসরে সৃষ্টিকর্ত্তার এক দিবস হয়, অর্থাৎ এত সৌর বৎসরে ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবীর কক্ষোপরি পরিভ্রমণের ন্যায় একবার আপনা আপনি আবর্ত্তন করিয়া থাকে। পাঠক! এই উদাহরণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আর্য্যপণ্ডিতগণ জ্যোতিষতত্ত্বে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন; আর ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় পৃথিবী একটী বিন্দু রূপে পরিগণ্ড হইয়া পড়ে কি না তাহা হউক রামরতন বাবু এক জন হিন্দু।—তিনি যদি ক্রমশঃ এইরূপে হিন্দুদিগের সমুদয় কার্য্যকে, উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তির সহিত ঐক্য করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই আমাদের মহোপকার সাধন করা হয়। আমরা ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

আজ কাল এখানকার অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। শস্য এ বৎসর উত্তম জন্মিয়াছে। ১০১ সিক্কার ওজনে ভাল চাউল ৩ টাকা, মধ্যম ৷৷৷০ টাকা; তিসি ৪৷৶০-৷৷৷০; উৎকৃষ্ট দুধী গম ২৷৷০ টাকা, মধ্যম আমালি বা গণ্ডর গম ২ ৶০-৷০; বুট ২ ৶০-৶০; এবং বেড়ী ৩০ মণে প্রতি মণ বিক্রীত হইতেছে। নীলের আবাদ মন্দ নহে। গত ২০ এ ২৪ এ বৈশাখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে।

গত ১৮ই মার্চ্চ এখানকার ট্রেজরী হইতে ৩০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। যে ব্যক্তি সেই অপহারকের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে মহামান্য কমিশনর সাহেব তাঁহাকে ৫০০ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। কালেক্টরী হইতে চুরি, বড় সর্ব্বনাশের কথা। যে কোন উপায়েই হউক, গবর্ণমেণ্টের এ চোর ধরা নিতান্ত আবশ্যক।

যখন এদেশবাসীগণ সবল, সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবি ছিলেন, তখন মহাত্মা মনু, তাঁহাদিগের জন্য ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল এদেশবাসীগণ নানা কারণে যত দুর্ব্বল অল্পায়ু ও কৌপীনধারি হইতেছেন, ততই তাঁহাদের সংসারে বিশেষরূপ ঘনিষ্টতা জন্মিতেছে। ততই তাঁহাদের নিকট মহাত্মা মনুর, সে সুনিয়ম তামাদি হইয়া পড়িতেছে!! দুঃখের কথা বলিব কি, কাহাল গ্রামের একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সংপ্রতি স্ত্রী হীন হওয়ায়, আবার এই মাসে বিবাহ করিবেন, দিন স্থির করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ক্রম পঞ্চাধিক ষষ্টী বৎসর! আবার ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার পৌত্র, দৌহিত্র ও পুত্র কন্যায় ১৫টী সন্তান জীবিত! পাঠক! ইহার বিবাহের উদ্দেশ্য কি, কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

সোমড়া।

কিয়দ্দিবস হইল, আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভ্য শ্রীযুক্ত দীননাথ অধ্যেতা মহাশয় এখানে আগমন করিয়াছেন। গত ১৬ ই চৈত্র সুখড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মুস্তোফী মহাশয়ের বাটীতে তদীয় পুত্র বাবু ক্ষেত্রনাথ মুস্তোফী মহাশয়ের যত্নে একটী সভা হইয়াছিল। আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ও বিদ্যা বিষয়ে অধ্যেতা মহাশয় প্রায় ছই ঘণ্টা কাল একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তৎপরে আর্য্যসঙ্গীত হইয়াছিল। সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের

সম্পাদক বাবু সতীশপ্রসাদ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যেতা মহাশয় মহাশয়; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, সংগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসনীয়।

পুরুই নামক গ্রামে এক ব্যক্তি তালগাছে পাতা কাটিতে উঠিয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ গাছের উপর হইতে বৃক্ষান্তরে যাইবার চেষ্টা করাতে পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ডাক বিভাগের আজ কাল অত্যন্ত কার্য্যবিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। চিঠি, সংবাদপত্র অতি বিলম্বে পৌঁছিতেছে। সম্প্রতি মুঙ্গের হইতে একখানি চিঠি সাত দিনে, কলিকাতা হইতে তার খানি সংবাদ পত্র তিন দিনে ও আন্দুলের (হাবড়ার অন্তর্গত) চিঠি সকল চারি দিনে পাওয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ আবশ্যক।

মধ্যে বিসূচিকা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আজ কাল একটু কম বোধ হইতেছে।

ঝড় ও বৃষ্টি সর্ব্বদাই হইতেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে এক এক পস্‌লা সুন্দর বৃষ্টি হইতেছে। কৃষকেরা কৃষি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এবার এখানে আম সামান্য জন্মিয়াছে।

১৪ ই বৈশাখ এখানে শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

খামারগাড়ি।

রোডসেস কমিটী হইতে আমাদিগের গ্রাম্য রাস্তা সংস্করণের জন্য অনেক দিন পরে এক শত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। টাকা আনিবার জন্য আমরা দুই তিন দিবস ঘুরিয়াছিলাম, রোডসেস কর্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্যে আমরা প্রত্যাগমন করিয়াছি। ডাইস চেয়ারম্যান বাবুকে সাদুনয় অনুরোধ এই, তিনি যেন লোককে বারম্বার আজি কালি করিয়া কষ্ট না দেন।

হাবপুর গ্রামে সন্তোষ জাতীয় দুই ব্যক্তি কিপ্ত শৃগালের দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বার্ত্তাবহ বিভাগের কর্তৃপক্ষ আমাদিগের ডাকঘর হইতে বাদেশ্বরপুর রুকুষপুর ও হাতিকান্দা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রাম খারিজ করিয়া বলাগড়ের ডাকঘরভুক্ত করাতে তত্রত্য গ্রামবাসীদিগের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। আমাদিগের ডাকঘর হইতে ঐ সকল গ্রাম ছয় মাইলের মধ্যে, কিন্তু বলাগড় হইতে উহা পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। কর্তৃপক্ষ কি বিবেচনায় এরূপ বন্দোবস্ত করিলেন বুঝিতে পারি না। তথাস্থিত ইনেস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ এই, তিনি ঐ কয়খানি গ্রাম পূর্ব্ব এলাকাভুক্ত করিয়া তাহাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

রাণীগঞ্জ।

আজি কয়েক দিন মধ্যে মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইতেছে। তবে এই ঝটিকার প্রবলতা বহু জন ব্যাপক হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ হওয়াতে সময়ের ভাব বিলক্ষণ শীতল হইয়া পড়িয়াছে। কোথায় এ সময়ে বৈশাখ উত্তাপে লোকে গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিবে, না শীত কালের শীত আসিয়া উপস্থিত। সময়ের আকস্মিক এরূপ পরিবর্ত্তনে নানা পীড়া দেখা দিয়াছে। কতিপয় দিবস মধ্যে আমরা অনেক গুলি লোককে জ্বরে অভিভূত হইতে দেখিলাম।

শুনিলাম উকড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহিত সম্পাদক মহাশয়ের বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। শীঘ্র এ বিবাদের মীমাংসা হইয়া না গেলে স্কুলটীর স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগকে সন্দিহান হইতে হইবে। এটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল, এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয়াদি অধ্যাপনা হইয়া থাকে। উকড়া সিহাড়সোলের অতি সন্নিহিত। সিহাড়সোলে যখন এবম্প্রকার স্কুলের কার্য্য চলিতেছে, তখন উকড়া স্কুলের তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। আবার উকড়ার অন্য পার্শ্বে মানকরে একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইতে চলিল। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এত নিকটে নিকটে স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা কি? ইহাতে কোনটীরই সম্যক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। সাহায্য মঞ্জুর করিবার সময়ে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কর্তৃপক্ষ কার্য্য করিলে আমাদিগকে আর লেখনী ধারণ করিতে হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক, সিহাড়সোলের স্কুলটী অজাতা মহারাণী দ্বারা পরিপালিত হইয়া থাকে। বালক দের বেতনের হার অতি সামান্য, ৷৷০ বার আনা ও ৵ আনা মাত্র। এতৎ ব্যতীত দরিদ্র বালকগণের রাজসরকার হইতে আহার পাইবার ব্যবস্থা আছে।

সিহাড়সোলের সন্নিহিত আমড়া পোতায় একটী পুলিস আউট পোষ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দুইজন মাত্র কনষ্টেবল থাকে। এটী যেরূপ ভয়ঙ্কর স্থান, এখানে এইরূপ পুলিস থাকাতে এ অঞ্চল এক প্রকার আপদ্ভাশূন্য হইয়াছে কিন্তু শুনিলাম কনষ্টেবলদের থাকিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় নাই, তথায় তাহারা বৃক্ষতলে আহার ও শয়ন করিয়া থাকে, এরূপে জীবন ধারণ বড়কষ্টকর। পুলিস কর্তৃপক্ষ কি তাহাদের থাকিবার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন?

সংবাদপত্রে দেখিলাম রাণীগঞ্জের কোন কয়লার খনি (বসকে) ভূতলে পতিত হওয়াতে অনেকগুলি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আমরা এখানে বাস করিয়া থাকি, বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, এখানে এরূপ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সংবাদ প্রকাশ না করিলে সংবাদপত্র কি দরের জিনিস হয় না?

এখানকার সন্নিহিত কোন স্থানে ১২৫ ফিট ভূগর্ভে একটী বাবহৃত শিল ও নোড়া পাওয়া গিয়াছে ঐ শিল নোড়া সিহাড়সোল রাজবাটীতে প্রদর্শন জন্য আনীত হইয়াছে। এই শিল ও নোড়া কত দিনের ব্যবহারের জিনিস তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় যেন ঐ শিল ও নোড়া সেদিন মাত্র ব্যবহার করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

বাওয়ালী।

কলিকাতার প্রায় ৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বাওয়ালী নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। বাওয়ালী কতকগুলি সুপ্রসিদ্ধ অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী জমীদারদিগের বাসস্থান বলিয়া খ্যাত। বলিতে কি কলিকাতার দক্ষিণে এরূপ ধনী জমিদার আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার চতুষ্পার্শ্বে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ও অনেকগুলি ভদ্রলোকের বসতি ও আছে। বিশেষতঃ উক্ত জমীদার মহাশয়দিগের জমীদারী কার্য্যোপলক্ষে অনেকগুলি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদেশী এখানে প্রায় সর্ব্বদা থাকেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এখানে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী মধ্যম শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়, একটী পোষ্টআফিস, একটী দাতব্য চিকিৎসালয়, "বাওয়ালী দেশ হিতৈষিণী" নামক একটী সভা প্রভৃতি জমীদার বাবুদিগের অনেকগুলি সদনুষ্ঠান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটীর অভাবে এস্থানটী অরণ্যবৎ হইয়া আছে। সেই অভাবটী অদ্যাপি যে এখানে কেন না পূর্ণ হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে যে কারণে এ অভাব দূরীভূত হয় তাহার একটীরও অসদ্ভাব এখানে নাই। আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত অভাব মোচন কারী কর্তৃপক্ষদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু কেমন আমাদিগের দুরদৃষ্ট, যে মহাত্মারা দুলিয়াও একবার এ হতভাগাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন না। বাওয়ালী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও জঘন্য পল্লীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া আর আমরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভাব একটী রাস্তা। রাস্তা একেবারেই নাই বলিলে হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন। হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন তবে অত্রস্থ অধিবাসীরা অন্য স্থানে কি উপায় অবল-

অনে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এক্ষণ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, যদি ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত লোকের গাড়ির দিক অর্থাৎ চাকার চিহ্ন ও আষাঢ় মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ডোঙ্গার অথবা সাল্‌তির আরোহ সুলভতা ও প্রভাবৎসল ইংরাজদিগের রাজত্বে প্রজাদিগের যাতায়াতের সহজ ও সুপথ বলিয়া গণ্য হয় তাহা, হইলে, অন্যান্য লোকদিগের রাস্তার আদৌ অভাব নাই। বাস্তবিক আজ কাল যেখানে সেখানে রাস্তার যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে, যদি রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষীয়েরা একবার, এখানকার রাস্তার অবস্থা অবলোকন করেন, তাহা হইলেও আমাদিগের অদৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দি। এস্থলে আমরা দুইটী রাস্তার কথা উল্লেখ না করিয়া বিরত থাকিতে পারিলাম না।

১ ম। খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বেহালা ও রাজার হাটের ভিতর দিয়া ডায়মণ্ড হারবর পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে বেহালার অনূন ১ ক্রোশ দক্ষিণে আরশীর ঘাট নামক স্থান হইতে ঐ রাস্তার একটী শাখা বহির্গত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাকরা হাটের ভিতর দিয়া বরাবর রায়পুর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই রাস্তাটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত। আবার বাকরা হইতে এই রাস্তাটীর আর একটী শাখা বহির্গত হইয়া বাওয়ালি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই শাখা প্রশাখা রাস্তা দুটীর অবস্থা যদি রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষীয়েরা স্বচক্ষে একবার দেখেন তাহা হইলে উপরে যে আমরা গোরুর গাড়ির দিক ও ডোঙ্গা অশ্বতর লোকদিগের যাতায়াতের সহজ ও সুপথ বলিয়া আসিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে। বর্ষাকালের ত কোন কথাই নাই, অন্যান্য কালে ও এই রাস্তার পথিকের দুর্গতির কথা শুনুন। প্রায় প্রতি বৎসর এই রাস্তায় নূতন মাটি দেওয়া হয়। ঐ নূতন মাটির উপর দিয়া সর্ব্বদা গোরুর গাড়ির যাতায়াতে ১ ফুট হইতে ২ ফুট পর্য্যন্ত গাঢ় টী খাদ বরাবর হইয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ির কথা দূরে থাকুক ইহাতে পথিকের গমনাগমনের যে কতদূর কষ্ট হয় তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বিশেষতঃ যখনি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হয় অথবা শুক্লপক্ষে সুধাকর দৈব প্রতিবন্ধক বশত সুধা বিতরণে বিরত হন, আর যদি কোন পথিক এই রাস্তায় আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই রাত্রি সেই রাস্তায় অতিবাহিত করিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক।

২য়। খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া বজবজের ভিতর দিয়া আচিপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে বহুকাল পূর্ব্বে বজবজ হইতে বাওয়ালী পর্য্যন্ত বোধ হয় ঐ রাস্তাটী মৃত্তিকানির্ম্মিত শাখা রাস্তা ছিল। এক্ষণে নাই বলিলেও হয়, তথাপি স্থানে স্থানে যে কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারা বোধ হয় ইহা পূর্ব্বে একটী রাস্তা ছিল, নয় একটী প্রশস্ত বাঁধ ছিল। এই রাস্তার বিষয় আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু এইটী অশ্বতর লোকদিগের যাতায়াতের সহজ পথ, এবং অল্প অর্থ ব্যয় করিলে এ রাস্তাটীর উদ্ধার হইতে পারে।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যাহা যাহা থাকিলে রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষীয়েরা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন তাহার একটীরও অসদ্ভাব এখানে নাই। রাস্তা না হইবার প্রধান কারণ অর্থ, সেই অর্থের ও অপ্রতুল এখানে নাই। অত্রত্য জমীদার মোহদয়গণ বৎসর বৎসর প্রায় ১২। ১৩ হাজার টাকা রোডসেস দিয়া থাকেন। আমরা আমি ও কমিটীর কর্তৃপক্ষেরা বলিয়া থাকেন যে যে স্থান হইতে রোডসেস আদায় হয় সেই টাকায় সেই স্থানের প্রজাদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, এবং অতিরিক্ত হইলে স্থানান্তরে ব্যয়িত হয়। আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ তাহার ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। কেন যে রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষেরা আমাদিগের প্রতি বাম, বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি স্থানীয় সাহায্যের সাপেক্ষ হন, তাহা হইলেও জমীদার মহোদয়গণ সাহায্য দানে কুণ্ঠিত নহেন। এরূপ অবস্থায়ও যদি এখানে রাস্তা না হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগের আশা নাই।

আমাদিগের এত প্রার্থনায়, এত ক্রন্দনে যদি রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষ মহোদয়গণ দয়াপ্রদর্শিত হইয়া আমাদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমাদিগের প্রার্থনা এই যে হয়, যেন তাঁহারা জায়গীর ঘাট হইতে বাওয়ালি পর্য্যন্ত এই ৩ ক্রোশ রাস্তাটী পাকা করিয়া দেন, নয় বজ বজ হইতে বাওয়ালী পর্য্যন্ত আপাততঃ একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত রাস্তা প্রস্তুত করিয়া, পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেইটীকে পাকা করিয়া দেন। শেষোক্তটী আপাততঃ মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেও আমরা বিশেষ উপকৃত হই ও ইহাতে আমাদিগের জমীদার মহোদয়গণ স্থানীয় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এ রাস্তাটীর দৈর্ঘ্য আড়াই ক্রোশের অধিক হইবে না। এ রাস্তাটী হইলে আর একটী সুবিধা এই যে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অতি অল্প অর্থ ব্যয় করিয়া অবলীলাক্রমে বাওয়ালীতে আসা যায়। কলিকাতা খিদিরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ৵০ হইতে ১।০। ১৷০ পর্য্যন্ত দিয়া নৌকা কিম্বা ষ্টীমলিয়া যাবা বজ বজ আসিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহার পর এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিতে তত বেশী কষ্ট বোধ হয় না। এ জিন্ন সময়ে সময়ে ঘোঁড়ার গাড়ি প্রভৃতি অন্যান্য যান অবলম্বন করিয়াও অতি অল্প ব্যয়ে এখানে যাতায়াত করা যায়।

উপসংহার কালে প্রার্থনা এই যে বাঙ্গালা কাগজের অনুবাদক মহোদয় এই বিষয়টী অনুবাদ করিয়া রোডসেস কমিটীর কর্তৃপক্ষগণের গোচর করেন।

বাওয়ালী
২২ বৈশাখ
১২৮৭ সাল

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধী—বর্দ্ধমান ১৷০
শ্রীযুক্ত রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী বাহাদুর—
তুবড়াঙ্গার ১৷০
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়—মালদহ ১৷০
" " মধুসূদন তালুকদার—নওয়াখালী ১৷০
" " দুর্বিদাসসরকার—রাজমহল ১৷০
" " কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডাক্তার—
গোবরডাঙ্গা ৭
" " পরেশনাথ আচার্য্য—কলিকাতা ৩৷৷০
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জজ—
ভবানীপুর ৩৷৷০
" " গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ—দিনাজপুর ১৷০
" " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—মেহেরপুর ৭
" " অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতা ৭

বিজ্ঞাপন।

যোগসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, ঘড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর লুপ্ত-

রক্তঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
৪৭নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়,আমযুক্ত গ্রহণী, শর্করিকাগ্রহণী এবং তৎসম্পৃক্ত জ্বর বা কোষ্ঠে যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵০ আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসম্পৃক্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা যন্ত্রণা নিশ্চয় এককালে তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেতপ্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র অতি শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ১, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঘৃত ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ব্যবহার করাইলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে না, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, বারম্বার বেদনা, বক্ষঃ দোষ, অতি অল্প অথবা অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব, এবং গর্ভ হইলে অন্য প্রকার উপদ্রবের আশঙ্কা মূর্চ্ছা ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুবিখ্যাত ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।

১ শিশির মূল্য ... ... ২ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷০ আনা।

কুমারি আসব।

ইহা দ্বারা সকল প্রকার অম্লশূল, পেটের শূল, বুক জ্বালা, অম্লোদ্গার অজীর্ণ, ক্ষুধা মান্দ্য, উদরাধ্মান, আহারান্তে অম্ল বমন, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়, এবং এতৎ সংক্রান্ত উদরাময়াদি বর্ত্তমান থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

এক শিশির মূল্য ১৷৷০ প্যাকিং ৵০

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরঙ্গিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ শক্তি হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেঁচুনি, আক্ষেপ বক্রস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত সমস্ত হেতু নিদ্রা বিঘ্নিত হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ১ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দর্পদাস বসু, এল এম এস
" " ত্রৈলোক্যনাথ বসু, " " "
" " অমৃতকৃষ্ণ বসু, " " "
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

যে প্রফেসর নাথ দে ফরেষ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ঔষধালয়।
১৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

সচিত্র ঋগ্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩০
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ তরফা নিয়মে অনূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩, এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ মাত্র। অন্ত ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অনিদ্রতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৩, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে। মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

ডবলিউ রুডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

[শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান, দেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশি মূল্য ১, ডাকমাশুল ৷৷০

ভর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কটিশূল, বেদনা ও বোধ বক্ষা প্রভৃতি সমস্তপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সুতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অরুচি, প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, সূতী ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

পরাণহাটা

কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। গ্রন্থকর্ত্তার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে অবতরণ।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মায় আট ফরমার উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রাহকের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মৃজাপুর নন্দবীপাড়ায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মৃজাপুর হপরিপাড়া ৬৯নং যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৩ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৭৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা সুলক্ষেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি. আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়

৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

যেন ব্যক্তি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া ধনী মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীত ভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইহাতে সোমড়া পব্লিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ পশুজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেকে সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন

সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৹ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে: অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

পুস্তকাগারের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র

কলিকাতা মৃজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা জৌহরারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

বৈদ্যজ্ঞ রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪৷৹ টাকা ডাক মাশুল ।৵

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সংগ্রহাদি, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্পদংশন, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু পরীক্ষার প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ২৷৹ টাকা ডাকমাশুল ৵

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের ভারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, স্থনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্ণলাভ গদ্য পদ্যের আধ্যাত্মাভ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নিক্কোদের নাম বোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড, ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৶ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড, ভবানীপুর } শ্রীভূতনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ্‌ষ্ট

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য বাবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
হুমা ট্রিং	৸৹	৵৹	ওলাউঠা বাক্স	২৸৹
ক্ষুদ্র বড়ী	৸৹	৸৹	সাধারণ চিকিৎ	৸৹ ১৲
ডাইলিউসন	৷৹	৷৹	অরবোধের	৵৹ ১৲

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৩, চিকিৎসা সূত্র ৷৶৹ ওলাউঠা চিকিৎসা ৷৹ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ৷৶ স্ত্রী চিকিৎসা ১, প্রমেহ, শুক্রক্ষয় ৷৶ ঔষধগুণ সংগ্রহ ১৷৹ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷৹ অন্ন চিকিৎসা ৷৹ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵৹ ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৶ ডাক মাশুল ৷৵৹।

হোমিওপ্যাথী প্রকাশক যন্ত্র।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরীতে অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, শুক্রসত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রভাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵৹ পোয়া .. .. ৩ টাকা।
তৈল ৷৹ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহগটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও পেট প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৹ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৹ আনা।

শিবা ঘৃত।

(নখুসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল .. ... ৷৹ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুজাপুর বস্তরিপাড়া ৯৯ক্রম বহে কার্য্যাদ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৷৵৹ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃদ্ধওস্তাগরের লেন ৬৯ক্রম বহে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৫ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম বাণ্মাষিক ৫৷৷০ টাকা। } ১২৮৭ সাল ৫ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ১৭ ই মে। { মফস্বলে ডাক মাশুল সহ ১০,বাণ্মাষিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ-সোমবার।

নববিভাকর বদ্ধপরিকর হইয়া পুনরায় শর শরাসন হস্তে সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার আটে পুটে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সতরটী তূণীর নিবদ্ধ. দুই সাতের ছটী তূণীর ঝুলিতেছে। তূণগুলি শরে পরিপূর্ণ, কিন্তু শরের তীক্ষ্ণতা নাই। ছোটো কথা আর অধিকক্ষণ না বলিয়া স্পষ্ট কথা বলা ভাল। পাঠকবর্গ! এক সোমপ্রকাশের কথা লইয়া ২৯ এ বৈশাখের নববিভাকরের সতর কলম পরিপূরিত হইয়াছে। সতর কলম পড়ি, আমাদের এত সময় ও ধৈর্য্য হইল না, কিন্তু আমরা তৎপূর্ব্বক ধৈর্য্যকে ধরণে অধিষ্ঠিত করিয়া হর দশ পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইল, উহার মধ্যে সতর পংক্তিও উত্তর দানে যোগ্য নাই। আমরা যে সময়ে এ প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করি, তৎকালে বারাণাধিক কামানের শব্দের ন্যায় আমাদিগের মস্তকের উপরে যে নিরন্তর মেঘ গর্জ্জন হইতেছিল, তাহার সহিত ঐ সতর কলম লেখার উপমা দিতে আমরা ইচ্ছা করি না। অথবা যে অমাবাস্যা, ঝঞ্ঝাবাত, প্রাকৃতিক মেঘাড়ম্বর, ও দশপাঁচকলহ প্রভৃতি উপমান আছে, তাহার সহিতও উপমা দেওয়া চলিতে পারে। একটী নূতন উপমান সংগ্রহ করিয়া দিলেও দেওয়া যায়। সে উপমান—বাঙ্গালিদিগের যুদ্ধ। যে যুদ্ধ প্রায়ই বাক্যে পরিণত হয়। তবে নববিভাকর একটী উত্তরদান-যোগ্য কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে গ্রাহকের মর্দ্দ বিয়াছিলাম এই মাত্র। আমরা মর্দ্দ বিয়াছিলাম, তিনি যে এ কথা লিখিয়াছেন, আমাদের খাতার পাখা হইয়া তাঁহার বাসস্থানে উড়িয়া গিয়া বসিয়াছিল, এ কথা যে তিনি লিখেন নাই, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়! যাহা হউক, লেখাটুকু সংক্ষিপ্ত বটে; কিন্তু পাঠক কি মনে করিতেছেন, ইহা হইতে অনাক্ষিপ্ত বিশাল কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস উঠিতেছে? অথবা অকৃতজ্ঞতার স্রোত পড়িতেছে? আমরা যে গ্রাহকগণের নামের মর্দ্দ দিয়াছি, নববিভাকর তাহা উপকার বলিয়া স্বীকার করেন না; তাহা না করুন, তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতার মান রক্ষা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তিনি যে কৃতজ্ঞতাশূন্য বড় নন, তাহার এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে ১৫০০ টাকা দেনা বহন করিতে হইয়াছে কিন্তু ১০০০ টাকা মাত্র পাওনা পাইয়াছেন। এস্থলে এই দেনা পাওনার টাকার পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণের প্রয়োজন হইতেছে না। দেনা পাওনা যতই হউক, পাওনা আদায় করিতে ও দেনা পরিশোধ করিতে পারুন আর না পারুন, তাহাতে দেখিবার প্রয়োজন হইতেছে না। বিভাকর সম্পাদক দেনা পাওনার ভার লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাগজ বাহির করিবেন, এই স্বীকার করাতেই আমরা গ্রাহকগণের নামের মর্দ্দ দিয়াছিলাম। এস্থলে যে সচরাচর দেনা পাওনার ভার বহনের ব্যবস্থা হয়, তাহা বিষয়ী লোক মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। এস্থলে আমরা বিভাকর সম্পাদককে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়া সরলভাবে বলুন দেখি, এরূপভার দেনা পাওনার ভার লইয়াও কে এত গ্রাহক পায়? আমরা স্বতন্ত্র অর্থ না লইয়া কেবল গ্রাহকগণের দেনা পাওনার ভার দিয়া গ্রাহকের মর্দ্দ বিয়াছি—এই কথা শুনিয়া কয়েক জন সমাচারপত্র ব্যবসায়ী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নববিভাকর যে একখানি স্বতন্ত্র পত্র তুলে উদিত হইয়াছে, সেসম্পাদক স্বয়ংই ২৯ এ বৈশাখের নববিভাকরে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

নববিভাকর সম্পাদক আর এক বড় মিষ্ট কথা লিখিয়াছেন, আমরা গ্রাহকগণের নিকট হইতে ১৫০০ টাকা অগ্রিম লইয়া তখন করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তিনি (বিভাকর সম্পাদক) অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সেই অপমান হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের বিধি এ কাগজ বিভাকর সম্পাদকের বিধি নূতন বোধ হয় নাই। তবে তখন করিবার কথা যে বলিয়াছেন, ইহা সকলের পক্ষে না হউক, আমাদের পক্ষে নূতন বটে। কিন্তু তিনি নিশ্চয় জানিবেন, আমাদের উদর অগ্নিষিক্ত পাকীর উদরের ন্যায় নয়। ইহাতে যে সে কথা হজম হয় না। গুরুতর উদরে যেমন গুরু প্রাপ্তি ঘটে নাই, আমাদের উদরেও তেমনি পরের কথা জীর্ণ হয় না। নববিভাকর সম্পাদক স্বয়ং সমাচারপত্র প্রকাশকারী হইয়া অথচ পাঠক ভাবে যদি সোমপ্রকাশের দেনা পাওনার ভার গ্রহণ না করিতেন, আমরা গ্রহণ দিয়া পাঠকগণের ঘর পরিশোধ করিতাম। আমরা বাস্তবিক নিকটস্থ ও পরিচিত নয়। দূর স্থিত পাঠকের সহিত কেমন আলাপ উপাদন করে, দূর হইতে আমাদের কথায় কথা উপাদন করিতে থাকে, তাহা তেমন আপত্তি উপর পরিশোধ করা যে কেমন আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলে বুঝিতে না।

নববিভাকর সম্পাদক আর একটী বড় বৌদ্ধিক মহা সুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশ সম্পাদকের পত্নী কটী দেন যে তিনি নিজের আয় আপনি দেখিবেন; তাঁহাকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবে কি? এটী বড় অন্যায় কথা; নববিভা

কারের সম্পাদক ঈশ্বরাধীন লোক, তিনি গ্রাহকগণকে সম্পত্তি জ্ঞান করিতে না পারেন, কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান নাই, তাহার বিচারেরও এখানে প্রয়োজন হইতেছে না। গ্রাহকগণ আমাদের সম্পত্তি নন, আমরা নববিভাকর সম্পাদকের সহিত একমত হইয়া যেন একথা স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমরা যে তাঁহার প্রার্থনা ও অনুরোধক্রমে গ্রাহকগণের নামের সঙ্ঘ তাঁহাকে দিয়াছি, সে বিষয় অস্বীকার করিতে সঙ্কুচিত নহি। কল না পাইলে কি বিভাকর সম্পাদক এই অল্প দিনের মধ্যে এত গ্রাহক সংগ্রহে সমর্থ হইতেন? তিনি যে লিখিয়াছেন, এটী গর্ব করার কথা নয়, অতএবে আমরা বলি, গ্রাহক পাই যখন সংবাদপত্রের জীবন এবং সেই গ্রাহক যে প্রকাশ্য লোক, তখন গ্রাহকগণের কথা যে গোপনের কথা নয়, প্রকাশ্য কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন যুক্তি দ্বারাই তাহার খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা নয়। যাহা হউক স্পষ্ট কথা এই বিভাকর সম্পাদক যদি এ কথা বলিতেন নববিভাকর সোমপ্রকাশের পরিবর্তে হইতেছে, তাহা হইলে আমরা গ্রাহকের নাম দিতাম না। আর আমরা সোমপ্রকাশ প্রচার করিতে পারিব না, যদি এ অঙ্গীকার করিতাম, তাহা হইলেও আমরা উহার পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইতাম না।

এখানে আর একটী কৌতুকের কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইল। বিভাকর সম্পাদক প্রবন্ধ হইয়া সোমপ্রকাশের সহিত সমালোচন হইয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি যে জ্ঞান আরম্ভ করিয়া চতুরানন হইয়াছেন, তাহা ইহার পূর্বে অনেকে জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই সংবাদ সোমপ্রকাশের বিদেশী কাহার কাহার সম্পাদকের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছে। কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই, আমরা যদি থাকা লাগে, তবে কেন তুমুল আন্দোলনায় নিঃসংশয় সম্পাদক দুইজনা হইবেন। কল, বিভাকর আদৌ সম্পাদকদিগের মস্ত উচ্চ করিলেই যে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা হইল, তিনি আমাদের এমন মনে একথা স্থান না দেন। চন্দ্রমণ্ডলে যে কিছু উচ্চ মস্তকটি দেখিয়া সাধারণকে বলিতেন, আমরা দেখিয়াছিলাম এবং এক মাত্র নববিভাকর বই, বারা নয়, আরও আছে নববিভাকর আছেন।

উপসংহারে নববিভাকর সম্পাদককে কিছু উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। তিনি এখন সোমপ্রকাশের বিরোধাচরণ করিতেছেন। সোমপ্রকাশের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি না হইবার সম্ভাবনা নাই। বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ ভদ্রলোকগণের চরণাবরণ উপানৎযুগলের ন্যায় নববিভাকর কলেবরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। "বলং বলং বাহুবলং" বিভাকর সম্পাদক বাহুবল আশ্রয় করুন। উচ্ছল ও ওজস্বিনী ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করুন। এখন আমরা দেখিতেছি বঙ্গদেশ বিদ্যানুরাগী ও গুণের উৎসাহদাতা হইয়াছেন। বিভাকর সম্পাদক উৎকৃষ্ট প্রস্তাবরূপ পর্যাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত করিয়া যদি পাঠকগণের জ্ঞানক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, বিভাকরের উন্নতি প্রাবৃটকালীন বনলতার ন্যায় দুর্বার হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কাপুরুষেরাই অন্যের মস্তক চাপিয়া রাখিয়া আপনার মস্তক উচ্চ করিয়া তুলিবার চেষ্টা পায়। সৎ পথে থাকিয়া নিজ বাহুবল প্রকাশ করিয়া অগ্রসরতি সাধন চেষ্টাই প্রশংসনীয়। মহাপুরুষেরা সেই চেষ্টাই করিয়া থাকেন। নববিভাকর উন্নত হইয়া যদি দীর্ঘজীবী হন, তাহা সচ্চর সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় সোমপ্রকাশের অধিকতর আনন্দের কারণ হইবে। বিভাকরের উদয় দেখিয়া সোমপ্রকাশ ত কাতর নয়, কিন্তু সোমপ্রকাশের উদয় দেখিয়া বিভাকর কাতর হইতেছেন কেন?

কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ও গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট একটী প্রার্থনা।

বহুবাণীর ঐন্দ্রজালিক সিদ্ধিকা ঘুরাইয়া এবং নানাপ্রকার মুখা করিয়া বয়স থাকে করিয়াছিল, মহাশয়! আপনি যদি ভারত-ভবনটি দেখিতে চান, দেখাইতে পারি। আপনার পর তাহা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নিজ মনোমধ্যে কহিলেন। ঐ দেখ

"এই সভা সমাজে বজ্রনিকরকলাপোপম শত শত। কোটিকৈলাসকূটকোটিসো সমুন্নতশিখরাঢ্য-মট্টালৈশ্চতুর্ভিঃ। এবোপেতৈরবারতপরিখমশশিরমণী দেবি দেবস্তধানো। মুহুরভি রোমি চৈরাশ্চকৈত-রবলম্বপ্রতিবিম্বানাগাঃ।"

দেবি! দেখ ঐ গগনতলে পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মা। ঐ দেখ ত্রিনয়নের কলা-শোভিত শঙ্কর। ঐ দেখ গরুড়পৃষ্ঠোপরিগতশঙ্খাদী চতুর্ভুজ নারায়ণ। ঐ দেখ ইন্দ্রাবতারাদি দেবগণ। আরো দেখ অন্য দেবগণ। ঐ দেখ অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছেন। তাহাদের চরণের নূপুরধ্বনি হইতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব কাবুলযুদ্ধ-ঘটনার কারণ, আমীর সিরার আলীর ব্যবহার, ভারতের সীমানির্ণয়, ভারতের স্কন্ধে কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার নিক্ষেপের যুক্তি, ভারতবর্ষের অর্থাগমের দ্বার-বহুলতা ও অর্থের সচ্ছলতা প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইন্দ্রজালের স্বরূপ কি তাহা জানেন না, তাহার তত্ত্ব বুঝেন না, তাঁহারা ঐ ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। সাধারণে ইংলণ্ডের লোকেরা ও পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। সুতরাং ভূতপূর্ব মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাঁহারা তাহাই বুঝিয়াছেন।

পাঠক এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে ইংরাজ জাতি এমন বুদ্ধিমান্ ও সকল বিষয়ের অনুসন্ধানকারী, তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন না কেন? নৈয়ায়িকেরা বলেন, আলোক-সংযোগে পদার্থ দর্শন হয়। সেই পদার্থ যদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, প্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা কি? ভূতপূর্ব মন্ত্রী ডিসরেলি সাহেব এমনি গূঢ় ভ্রান্তিতম বিস্তার করিয়াছিলেন, কেবল ঐরূপ পদার্থ নয়, ইংলণ্ডের লোক ও পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণের যে মানস-চক্ষু পদার্থ দর্শন করিবে, তাহাও ঐ গাঢ় অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিষয় গ্রহণে চিত্তের স্বাধীনতা না থাকিলে বিষয় যথাযথরূপে গৃহীত হয় না। ডিসরেলি সাহেবের উপর বিশ্বাস তাঁহাদিগের সেই স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা বিপথগামী হইয়া ভ্রান্ত পথের পথিক হইয়াছিলেন। সাংখ্যদর্শনকার বলেন।

"অশ্রোত্রিয়মিত্রিয়ং শ্রোত্রাদয়ধিষ্ঠানং।"

ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু যাহারা ভ্রান্ত, যাহারা চক্ষুর গোলকাদিকে ইন্দ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

সম্প্রতি পরবশ হইয়াই ইংলণ্ডের লোকেরা মনে করিয়াছিলেন, সত্যই বুঝি ডিসরেলি সাহেব ভারতবর্ষের আয়ন বৃদ্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিক সীমা নির্ণয় করিতেছেন! সত্যই বুঝি করিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন! সত্যই বুঝি ভারতের সীমা বৈজ্ঞানিকরূপে নির্দ্ধারিত হইলে রুষিয়ার ভারত প্রবেশ নিরুদ্ধ হইবে! সত্যই বুঝি আমীর রুষিয়ার চক্রে পড়িয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন! সত্যই বুঝি ভারতের রক্ষার জন্য কাবুল আক্রমণ করা হইয়াছে! সত্যই বুঝি ভারতের সকল অবস্থা!

এখন গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিকার উপস্থিত। এখন সত্যরূপ সূর্য্যের উদয়। এখন আর প্রকৃত তত্ত্বকে ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন থাকিবার সম্ভাবনা নয়। ডিসরেলি সাহেব ও গ্লাডষ্টোন সাহেব উভয়ের স্বভা-

বগত সৌসাদৃশ্য নাই। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ডিসরেলি সাহেবের মনকে সমুদ্রগর্ভের ন্যায় নিয়ত আলোড়িত করিতেছে। কার্য্য দেখিয়া লোকের মন অনুমান করা যদি সঙ্গত হয়, তাঁহার মনের ভাব যে প্রকার অনুমিত হইতেছে, তাহাতে বোধ তাঁহার যদি অলৌকিক ক্ষমতা থাকিত, তিনি প্রকৃতি বিপ্লব ঘটাইতেন সন্দেহ নাই। তিনি বিশ্বম্ভরার পুত্র রাবণের ন্যায় দশমুণ্ড ও বিংশতি হস্ত করিয়া কৈলাস পর্ব্বত উৎপাটন করিতেন, সমুদ্র উৎখাত করিতেন, ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডে নিয়া এবং ইংলণ্ডকে ভারতে আনিয়া ফেলিতেন! তাঁহার যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা যেরূপ প্রবল, প্রাকৃতিক বিপ্লব ঘটাইতে পারিলে সেই আকাঙ্ক্ষা যথার্থতঃ চরিতার্থ হইত। তিনি ইহুদি—বংশজাত আদিয়া খণ্ডের লোক। তিনি যে সমস্ত কাণ্ড করিলেন, বোধ হয় তাঁহার মনে মনে ছিল তাঁহা হইতে আদিয়া খণ্ডের মুখ উজ্জ্বল হইল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, আমরা এ কথা বলি না। কিন্তু তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ডিসরেলি সাহেবের আকাঙ্ক্ষার ন্যায় প্রবাকাঙ্ক্ষা নহে। তাঁহার সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ন্যায়পরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি মানব—হিতৈষী। তাঁহার হৃদয় উদার। পরাক্রান্তহিংসা ও সঙ্কীর্ণভাব তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই প্রকার গুণান্বিত ও মহোদার-হৃদয় বলিয়া তাঁহার নিকটে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি, কাবুল যুদ্ধের ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য? তিনি স্থির ও ধীরচিত্তে বিনা পক্ষপাতে এই প্রশ্নটীর একবার বিবেচনা করুন। এ প্রস্তাব মধ্যে কাবুল সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। কাবুল সংক্রান্ত ব্যয় বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ভারতকে কাবুলের যুদ্ধ-ব্যয়ের যে দায়ী করিয়াছেন, এটী নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। ভারত যে কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের দায়ী হইবেন তাহার কারণ কি? যদি বলেন রুশিয়ার আক্রমণ-শঙ্কাই সেই কারণ, এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, সেই কাল্পনিক শঙ্কা যদি বাস্তবিকই হয়, তাহা হইলেও ভারতকে কাবুল-যুদ্ধ ব্যয়ের দায়ী করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। রুশিয়েরা যদি বাস্তবিক ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তাহাতে ক্ষতি ও অপমান কার? ক্ষতি ও অপমান কি ইংলণ্ডের নয়? ভারত রক্ষা করিতে না পারিলে ইংলণ্ড অবমানিত হন, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের আত্ম-মান-রক্ষার্থ ব্যয় করা কি উচিত নয়? ভারতের নিজের মানই বা কি অপমানই বা কি? ভারতের হস্তে ও পদে পরাধীনতা শৃঙ্খলের কড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ কাহার সম্পত্তি? ভারত হস্তান্তরগত হইলে কাহার ক্ষতি হইবে? এ ক্ষতি কি ইংলণ্ডের নয়? সম্পত্তির রক্ষার্থ যদি কিছু ব্যয় করিতে হয়, সম্পত্তি স্বামীর কি সে ব্যয় করা উচিত নয়? যদি কোন জমীদারের জমিদারীর অন্তর্গত কোন তালুক অন্যে কাড়িয়া লয়, জমিদার কি সে তালুক রক্ষার ব্যয় নিজে করিবেন না? তবে তিনি বড় প্রজার নিকটে সাহায্য চাহিতে পারেন। সেই সাহায্য দানও প্রজার সৌজন্যের উপর নির্ভর করে। অতএব ভারত-রক্ষার্থ কাবুল যুদ্ধের ব্যয়ভার ইংলণ্ডেরই বহন করা উচিত। ইংলণ্ড ভারতের নিকটে সাহায্য চাহিতে পারেন এই মাত্র। কাবুল যুদ্ধ-ব্যয়ের সাহায্য দান করা ইংলণ্ডের উচিত এই বলিয়া ফসেট সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন সেটীও ঠিক হয় নাই। ইংলণ্ড কাবুল যুদ্ধের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করুন এবং ভারত সাহায্য দান করুন, ফসেট সাহেবের এই প্রকার দু স্থল প্রস্তাব করাই উচিত ছিল। এ ব্যয়ের অবধিও নাই। প্রথমে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, এক্ষণে শুনিতেছি দশ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহাই যে অন্তা সীমা হইবে, কে বলিতে পারে? কাবুলীরা এখনও যুদ্ধে বিরত হয় নাই। ওদিকে আবদুল রহমান গ্রুকের ন্যায় কাবুলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আরও যে কত ব্যয় হইবে, তাহার সীমা কি? এই দুর্ভর ব্যয়ভার ভারতের মস্তকে যদি নিক্ষিপ্ত হয়, ভারত পিষ্টক পিণ্ড হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও তৎপাঠে লোকের ইচ্ছা।

"শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।"

ক্রমিক-উন্নতি-জ্ঞাপক এই যে একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি তাহার একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। সেই ইতিবৃত্ত বর্ণনে রেভরেণ্ড জে লং সাহেবের অধিকার। পরাধিকার হরণ করিয়া পাপগ্রস্ত হওয়া আমাদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সাহিত্য-গগনস্তাগে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, সংক্ষেপতঃ তাহারই উল্লেখ করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ফলতঃ বঙ্গভাষা এক্ষণে যে অবস্থা-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই বর্ণন করা আমাদের অভিপ্রেত। সোমপ্রকাশের উদয়ের পূর্ব্বে আমরা জ্ঞানান্বেষণ, সমাচারদর্পণ, বঙ্গদূত, প্রজ্ঞাকর, ভাস্কর, সমাচার চন্দ্রিকা, রসরাজ, প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, এই কয়েকখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দর্শন করিয়াছিলাম। আর যদি দুই একখানি থাকে, তাহা আমাদের স্মরণ হইতেছে না। সোম প্রকাশের জন্মের পর তিমিরাবৃত গগনমণ্ডলে নক্ষত্র মণ্ডলীর ন্যায় অসংখ্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র সাহিত্য-গগনস্তাগে শোভা পাইতেছে। এখনও অদ্ধপুষ্ট দুই একখানি নূতন উদিত হইতেছে। এগুলি সমুদায়ই ক্রমে গ্রাহকগণের উৎসাহ-দান-রূপ বারি দ্বারা সিক্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে। সকল গুলির সমানরূপ উন্নতি না থাকুক, সকলগুলিই যে গ্রাহকগণের সাহায্য-দান-দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইতেছে যে বঙ্গভাষার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার দুর্দ্দশা ছিল, এখন সেরূপ নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন, রস ভাব, গুণ, রীতি, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভাষাকে সুশোভিত করা দূরে থাকুক, উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী রচনা দূরে থাকুক, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে স্বাভিপ্রায়ই প্রকাশ করিতে পারিতেন না, সুতরাং পাঠকও জুটিত না। পুষ্পে মধু না থাকিলে মধুকর কি সেখানে গিয়া থাকে? এখন সকল সংবাদপত্রেই যখন মধুলোভী মধুকর জুটিতেছে, তখন স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি এখন মধুহীন নয়। এখন উহা মধু দ্বারা উদ্যানিত করিয়া তুলে বলিয়া উহার দৈনন্দিন উন্নতি লাভ হইতেছে। পূর্ব্বে পাঠকদিগের যে প্রকার বিকৃত রুচি ছিল, এখন তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যক্তিবিশেষের গ্লানি লইয়াই প্রায় সম্পাদকেরা ও পাঠকেরা আমোদ করিতেন। এখন তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলে রাজনীতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাঠক এরূপ মনে করিবেন না যে পূর্ব্বে যে বিশকপ্পা বেয়াল্লিশকপ্পা চুয়াল্লিশকপ্পা ও পঞ্চাশকপ্পা সাহিত্য-সংসারে করিয়াছিলেন, এখন আর তাঁহারা নাই। এখনও সম্পাদকদের ও তাঁহাদের অনেকের উদর নয়-মাথোচর হয়। গ্লানি করিবার ও গালি দিবার রোগটা আজও অনেকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবসর উপস্থিত হইলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। পরের গ্লানি করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের জিহ্বাবর্ত্তী শিরাগুলিকে যেন বিষ নিক্ষেপ দ্বারা উত্তাজিত করিয়া তুলে! ঐ মহামহিমদিগের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ঐ মহামহিমদিগের আরো একটী বিরুদ্ধ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রত্যেকে মনে করেন, এক একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ দেশ মধ্যে নির্ম্মাণ করিবেন। এই

এপ্রদেশে আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, প্রত্যেকে এক একটী ভাষার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা না করিয়া সকলে মিলিয়া একটী ভাষাকেই পরিপুষ্ট বর্দ্ধিত মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া তুলুন। তাহা না করিলে বাঙ্গালা ভাষার সম্যক উন্নতি লাভ ঘটে।

মফস্বলের ইউরোপীয় অপরাধী।

ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী বিধাতৃরূপ ধারণ করিয়া সমভাবে বিরাজ, সহস্র নয়নে দর্শন ও সহস্র করে রক্ষা সম্পাদন করিতেছে। পাপ কার্য্য ও চুক্তিভঙ্গ আর নিষ্কৃতি নাই। যেখানে দিবাকরের প্রবেশ করিতে না পারে, সেই অন্ধতম খিরিঙ্গিচায়ও আর আত্মগোপন করিয়া দুষ্কার্য্য আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না। পীড়ন দস্যুতস্করতা ও কপটাদি দুষ্কার্য্যসকল ক্রমে কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গনিগুঢ়ন করিতেছে। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ব্ববৎ বল, বিস্তার ও দৃঢ়িমা নাই। শিরাসকল সঙ্কুচিত হইয়া শুষ্ক প্রায় হইয়া আসিয়াছে। শাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে নগর ও পল্লীগ্রামে উভয়েরই প্রায় তুল্য অবস্থা। মফস্বলে ধনবান্, বলবান্, অধিকারিবর্গের যে এক অত্যাচার ছিল, ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর মহিমা তাহাকে হতপদ ও রুদ্ধ করিয়া ভগ্নাবস্থাক্ষেত্রের প্রাচীরের ন্যায় শুষ্কসার করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মফস্বলবাসী দুই অধিবাস ও দুষ্ট প্রজাগণের হস্তবিধানার্থ যে এক অদ্ভুত-পূর্ব্ব অদ্ভুত উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে অত্যাচারকে দেশ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম আশ্রয় করিতে হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে উপায় শুরুতর অপরাধ। বাবু জ্ঞানকীনাথ রায়ের ৫০ হাজার টাকা দণ্ড হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম সম্প্রতি এক মফস্বলবাসী অধিবাসীর এক মকদ্দমায় ৫০ হাজার টাকার জামিন লওয়া হইয়াছে। যদি তিনি দোষী হন, তাঁহার যে গুরুতর অর্থদণ্ড হইবে তাহা অনুমিত হইতেছে। মফস্বলবাসী প্রজারা চেষ্টা করিলে তাহাদের নগরাথ ও গ্রামের শান্তি রক্ষার্থ কেমন কমিসনর বসিয়া দেখা হয়। পল্লীবাসীদিগের সেই শান্তিরক্ষক কমিটেবলদিগের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহাতে এমন মনে করিবেন না যে সে কমিটেবল সম্প্রদায় হইয়া উঠিয়াছে, পুলিস যেমন উৎপীড়ন করিয়া যে প্রকার পুলিস অবলম্বনগুলি সংবিধানের দ্বারা লোকে পরিপূরিত হইয়াছে। মফস্বলে একটীও অনাথ হয় না তাহা নয়, একটীও অত্যাচার হয় না, তাহা নয়, তবে কর্ম্মচারীরা পুরস্কারাদির পরিচয় দেন না তাহাও নয়। আমরা মধ্যে মধ্যে দুই একটী বীভৎস ঘটনা শুনিতে পাই। পুলিস কর্ম্মচারীরাও সময়ে অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে নরকে ও স্বর্গে যত অন্তর মফস্বলের পূর্ব্ব অবস্থায় ও মফস্বলবাসী পুলিসের এক্ষণকার অবস্থায় তত অন্তর হইয়াছে। বলিতে কি এক্ষণে রামরাজ্য উপস্থিত, এ কথা বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু মফস্বলবাসী ইউরোপীয় অপরাধীর বিষয়ে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মফস্বলবাসী ইউরোপীয় অপরাধীর প্রায়ই দণ্ড হয় না। যদি দুই এক ব্যক্তির কদাচিৎ দণ্ড হয়, সে সামান্য মাত্র। তাহাদের অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধানে গবর্ণমেণ্টের মত নাই, আমরা এ কথা বলি না। গবর্ণমেণ্টের চক্ষে নীল লোহিত শ্বেত পীত সকলই সমান। আইনেরও অপরাধ নাই, আইনও শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে দণ্ডভেদ করিতে বলে না। তবে এরূপ বৈষম্য ঘটনা হয় কেন? এই বৈষম্য ঘটনার কয়েকটী কারণ ঘটিয়াছে। আমরা তন্মধ্যেই উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিলাম। এদেশের যে সকল লোক ইউরোপীয়ের নিম্ন সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হয়, তাহারা হীনকুলজাত। উচ্চ লোকেরা প্রায়ই নির্ব্বুদ্ধি হয়, নির্ব্বুদ্ধি লোকেরা কার্য্যে অলস, কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম ও অবশ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়েরা স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ, ক্ষিপ্রকারী ও কার্য্যসাধনে তৎপর। তাহারা শীঘ্র কাজ চায়, এদেশীয় অলস ভৃত্যেরা তাহাদের মনোগত শীঘ্র কার্য্যসম্পাদন করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ইউরোপীয়ের ক্রোধ নাসারন্ধ্র-স্ফুরণ-ক্ষেত্র করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তখন সে মদমত্তের ন্যায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, তাহার হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, সে অন্ধপ্রায় হইয়া নিজ ক্রোধপাত্রকে দারুণ প্রহার আরম্ভ করে। সে পাশব ক্রোধাবেশের শান্তি না হয়, তাবৎ বিরত হয় না। এদেশীয়ের প্রাণ, পুঁটীমাছের প্রাণ, ইউরোপীয়ের বজ্রসম মুষ্টি ও পদপ্রহার কত ক্ষণ সহ্য করিতে পারে। এদেশীয়েরা মানাকারণে এমনি সাহসহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, যে সেহারকালে ইউরোপীয়ের প্রতি যোধী হইয়া তাহার প্রহারে সাহসী ও শক্ত হয় না। সুতরাং প্রহৃত ব্যক্তি দীর্ঘকাল প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহারা স্বরূপ বৈরসাধনে সমর্থ না হয়, তাহারা রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে, এটী যেন বিধিকৃত নিয়ম। এই নিমিত্ত নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "দুর্জ্জনেনা বরং বাসো।" হত ব্যক্তির আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা শোকার্ত্ত হইয়া আদালতের আশ্রয় লয়। কিন্তু প্রায়ই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই, অধিকাংশ ঘটনাস্থলে সাক্ষী থাকে না। যে দুই একজন স্বচক্ষে সেই ঘটনা দর্শন করে, তাহারা সেই কৃত্যাকারী ইউরোপীয়েরই অর্থক্রীত ভৃত্য, সহজেই তাহাদের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের প্রতি অত্যাচার হইলে ইহার প্রতিকার হওয়া উচিত, আমি যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আদালতে অবিকল বলিব, এ প্রকার ইচ্ছা ও স্বদেশীয়ের ও স্বজাতীয়ের প্রতি অনুরাগ এদেশে বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি কাহার সে ইচ্ছা ও সে অনুরাগ অবিলুপ্ত থাকে, আর সে সাহস করিয়া সাক্ষ্য দিতে যায়, আর একটী চর্ম্মিপাত উপস্থিত হয়। সাধারণে দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশীয় ইতর লোকের কালের ও স্থানের দূরতা বোধ নাই। উকিল ও কৌন্সলিরা এটী বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা ডিস্রেলী সাহেবের ভারতের বৈজ্ঞানিক সীমানির্ণয়ের ন্যায় ঐ বিষয়ের নির্ণয়ার্থ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃত ঘটনাদর্শী ও প্রকৃত-ঘটনা-বাদী সাক্ষীরও বাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ ঘটিয়া উঠে। যদি এমন কোন বিচারপতির নিকটে উক্ত প্রকার মকদ্দমার বিচার উপস্থিত থাকে যে, তাঁহার হৃদয় স্বজাতীয়ের প্রতি পক্ষপাতে অন্ধ, তিনি ঐ সাক্ষি বাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধরূপ দিবা পথ পান, অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দেন। আর যদি অপক্ষপাতী বিচারপতির নিকট মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তিনি যদি বন্ধ্যাবিকরণের মানরক্ষার্থ অপরাধীর কিছু দণ্ড করেন, উপর আদালতে তাহা স্থায়ী হয় না। নিম্ন আদালতের বিচারপতি ঘটনা স্থানে গিয়া তদন্ত করেন, ঘটনার অনুসন্ধান লন, তাহাতে তাঁহার যে সংস্কার জন্মে, আপীল আদালতের সে সংস্কার থাকে না। আপীল আদালত দূর হইতে দর্শন করেন, সাক্ষি, বাক্যের অনৈক্য দেখিলেই ঘটনাটীকে অলীক বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং তিনি মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দেন। দূর হইতে দর্শন করিলে যে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানা যায় না, উপস্থিত কালুর মুকদ্দমা তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। উহার ভিতরের গূঢ় বৃত্তান্ত যে কি ইংলণ্ডের লোকেরাও তাহা জানেন না, আমরাও জানিতে পারি নাই। এ কথানি সম্বাদপত্র লিখিয়াছেন, কারণে ষাট হাজার ব্রিটিশ সৈন্য গিয়াছে, আরও সৈন্যের প্রয়োজন। এদিকে শুনিতে পাই, কাবুলের প্রধান প্রধান স্থানগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে প্রকৃত ঘটনা যে জানিতে পারা যায় না এটী সিদ্ধ কথা। আমরা দূর হইতে যদি একটী স্বভাবতঃ বক্র পদার্থ দর্শন করি, তাহাকে সমান বলিয়া বোধ

হয় এবং অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন পরার্থ দূরবর্ত্তী ব্যক্তির দৃষ্টিতে অদ্ভিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অতএব দূরবর্ত্তী আপীল আদালতের প্রকৃত ঘটনাকে যে অলীক বলিয়া বোধ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সম্প্রতি হাইকোর্টে যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাই আমাদের এ প্রস্তাবের অবতারণার কারণ। খাঁরজাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট ডাউএল সাহেব ঐ মকদ্দমার বিচার করেন। বাদী ভারতেশ্বরী, প্রতিবাদী এ, সি, বিচিত্তেন। মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদীর ছয় সপ্তাহের কারাবাসের আদেশ করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। বিচিত্তেন দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহার মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। আদালত সে মীমাংসা করিয়াছেন। মকদ্দমে যে ঘটনা হয়, এই প্রসঙ্গে আমরা তাহার স্বরূপ বর্ণন করিলাম এই মাত্র।

এস্থানে আমাদের বক্তব্য এই, ইউরোপীয়েরা প্রবল, এদেশীয়েরা দুর্ব্বল, উভয়ের সমকক্ষতা নাই। সুতরাং উভয়ের বিরোধ স্থলে ন্যায় বিচার হইবার সম্ভাবনা অল্প। ন্যায় বিচার না হইলেও সম্ভ্রান্তিরক্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিফল। গবর্ণমেণ্টেরও কলঙ্ক। প্রবলের হস্তে যদি দুর্ব্বলেরা নিহত হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার নিবারণ করিতে না পারেন, তাঁহাকে ঘোর পাপী হইতে হইবে। ঈশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যবধের অধিকার দেন নাই। রাজা পৃথিবীতে সেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি প্রতিনিধি হইয়া যে কারণে হউক যদি সেই ঈশ্বরের অনভিপ্রেত মনুষ্য বধ নিবারণ করিতে না পারেন, সমুদায় পাপই তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, এইরূপ একটী আইন করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য যে, যে কোন ইউরোপীয় হউক, যে কোন কারণ উপস্থিত হউক, কোন ইউরোপীয় এ দেশীয়ের প্রাণে কাক তুলিতে পারিবে না। যে কোন ইউরোপীয় এই আইন লঙ্ঘন করিবে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ভূম্যধিকারিদিগের ন্যায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার ৫।১০।১৫।২০।২৫ প্রভৃতি হাজার টাকা দণ্ড করিবেন। যদি কোন এদেশীয় ইউরোপীয়ের নিকটে অপরাধ করে, ইউরোপীয় অপরাধকারির নামে যোগ্য আদালতে রীতিমত অভিযোগ করিবে। আদালত প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া তাহার দণ্ড করিবেন। ইউরোপীয় যদি স্বয়ং স্বহস্তে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়া অপরাধির দণ্ড করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট থাকিয়া ফল কি? ব্যবস্থাপদ্ধতিতেই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ এরূপ একটী উপায় না করিলে ইউরোপীয় হইতে এদেশীয়ের প্রাণ হত্যা নিবারণ হইবে না, গবর্ণমেণ্টও দোষ মুক্ত হইতে পারিবেন না। আমাদের সহযোগীরা কি এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না? তাঁহারা কি এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে উৎসুক নন? এপ্রকার একটী আইন হইলে কি দেশের উপকার নয়? পরিশেষে অনুবাদক মহোদয়ের নিকটে আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, তিনি যেন এই প্রস্তাবটী আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন অথবা এই একমাত্র প্রস্তাবের বিষয়ে নয়, সাধারণ্যে তাঁহার নিকট আমাদের অনুরোধ এই, তিনি যখন সোমপ্রকাশের যে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করা আবশ্যক বোধ করিবেন, তাহার যেন আদ্যোপান্ত অনুবাদ করেন।

রুশ ও চীন।

বোধ হয় আমাদের পাঠকগণের অনেকের মধ্যে আসিয়ার কাসগরের অধিপতি যাকুব বেগের নাম অবিদিত নাই। তিনি একজন সামান্য লোকের সন্তান। নিজ উৎসাহ অধ্যবসায় ও সাহসাদিগুণে উন্নত হইয়া উঠেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগে মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইয়া চীন সম্রাটের প্রতিনিধিদিগকে দুষ্কৃত করিয়া তোলে এবং ঐ অঞ্চলে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত করে। যাকুব বর্দ্ধমান হইয়া আপনার উন্নতিপথ উন্মুক্ত করেন এবং ক্রমে কাসগরের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। তাঁহার সমস্ত জীবন কাল অনিয়মে কাসগর শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু কুলজা নামক স্থানের বিশৃঙ্খলা কোন ক্রমে নিবারিত হয় নাই। রুশিয়েরা ঐ স্থান অধিকার করিয়া বসে। তখন চীন ও রুশিয়ার মিত্রতা ছিল। চীনেরা আপত্তি করিল। রুশিয়া বলিলেন, তোমরা যখন ইহার শাসনে সমর্থ হইবে তখন আমরা কুলজা তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব। বাকুব বেগের মৃত্যুর পর চীনেরা কাসগর অধিকার করিয়া রুশিয়াকে কুলজা ছাড়িয়া দিতে বলে। রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহার এই উত্তর দেন, আমাদের যে খরচ হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে দিতে হইবে, আর তোমাদের দেশে গোলযোগ ঘটিয়া আমাদের তুর্কিস্থানে কোন উপদ্রব না ঘটে, এজন্য তোমাদিগকে পঞ্চাশের পরগণা আমাদিগকে দিতে হইবে। তদবধি চীনের কর্ত্তাব্যক্তি চেংটো [illegible] গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবে সম্মত হন। লিবেদিয়া নামক স্থানে সন্ধি হয়। কর্ণেল সঞ্চিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তিনি পিকিনে প্রত্যাগত হইলে পর চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধরাইয়া দেন। তাহার পর সংবাদ আসিল যে, চীন গবর্ণমেণ্ট রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাল্লাত্য পরগণা ফিরিয়া চাহিয়াছেন। কিছু দিন পরে, এ সংবাদও আসিল যে চীন সৈন্য আমুর নদী পার হইয়াছে এবং এ সময়রবও উইল যে রুশিয়েরা বলিতেছে, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণে উত্তেজিত করিতেছে পরে প্রমাণ হইল, কতকগুলি মজুর আমুর নদী পার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা চীনের সৈন্য নহে। রুশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হইল, কুলজা নামক স্থানের ইতিবৃত্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিনা বিবাদে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করেন। অধ্যাপক মার্টিনের উপরে কুলজার ইতিবৃত্ত জানিবার ভার সমর্পিত হইল। তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কুলজা চীনের রাজ্যভুক্ত। চীনদিগকে উহা ফিরিয়া দেওয়া উচিত। রুশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। ক্ষতি পূরণের যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, যদি উভয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করেন, তাহার পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন। তুর্কিস্থানের শান্তিরক্ষার জন্য পর্ব্বতের পথ অধিকার করিয়া রাখা রুশ গবর্ণমেণ্টের অন্যায়। চীনেরা যখন কাসগর অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন তাহারা কুলজাতে যে শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মার্টিনো বিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর চীন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য সেণ্টপিটর্সবর্গে গমন করিয়াছেন।

মার্টিন সাহেব রিপোর্ট মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড চীনদিগকে রুশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতেছেন, এ কথা অমূলক। ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের লোকেরা রুশদিগের হাতার বিপক্ষ হইয়া তাঁহারা কখন আসিয়ার একজন রাজার সঙ্গে যোগ করিয়া ইউরোপের সাধারণ সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে না. কারণ, আসিয়ার কোন রাজা [illegible] ইংলণ্ডের যেমন ভারি, ইংলণ্ডও সেইরূপ স্থানে [illegible] তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে চীনের সঙ্গে [illegible] তখন রাজা [illegible] আর যখন আমরা সঙ্গে [illegible] তাহাদিগকে লইয়া তখন আমরা [illegible] ইউরোপ ও আসিয়ার ঐরূপ ব্যবহার পাইবার সম্ভাবনা।

[illegible] এ স্থলে ডিসরেলির অভিমত [illegible] গবর্ণমেণ্ট ও আলেকজান্দ্রার অভিমত [illegible] মেণ্ট কত অন্তর, এ বার বিবেচনা করিয়া দেখা আলেকজন্ডর অভিপ্রায়, ইংলণ্ড [illegible] বিপক্ষে অনুত্থিত করিবেছেন। তিনি আবার [illegible] নিরাকার তথায় একজন বিজ্ঞ বিদেশ [illegible]

পাঠাইলেন, তাহার তত্ত্ব নিরূপিত হইল। তাঁহার মনে যে সংশয়রূপ কুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তদ্রূপ প্রাকৃতিক নির্ম্মল বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহা দূরীকৃত করিয়া দিল। পক্ষান্তরে, ডিসরেলির অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট যখন শুনিলেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আমীর সের আলিকে ইংলণ্ডের বিপক্ষে প্রোৎসাহিত করিতেছেন, তখন তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেন না, ঐ কিম্বদন্তীকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন এবং সহস্র ধারাবাহী এমনি এক ঘোর শোণিতময় অনর্থ প্রস্রবণ উৎখাত করিয়া বসিলেন যে, আজও তাহার মুখ বন্ধ হইল না! কতদিনে যে বন্ধ হইবে, তাহার নিশ্চয় নাই। কত দিন যে ঐ লোহিতময় প্রস্রবণ কলিবরাদি উদ্গীরণ করিয়া দেশ প্লাবিত করিবে, তাহা বলা যায় না।

তুর্কি ও মণ্টিনিগ্রো।

যেমন সুযোদয় হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকার স্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া দূরে প্রস্থান করে, সেইরূপ উদারমতাবলম্বিদলের রাজ্যাধিরোহণের পূর্ব্বেই পৃথিবীর অনেক স্থান হইতে অত্যাচার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুর্কি ও মণ্টিনিগ্রো এই দুই দেশের বাহা সীমা লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহার মীমাংসা হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে দিন কলবিদ্যা কৃতপুণ্য মরিগণ ইংলণ্ডের রাজ্য-কক্ষা ছিলেন, তখনি তুর্কি চতুর পুরাণের নাম দুই দিনের পরিবার বাঁধাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতেছিল। যখন ইংলণ্ড রক্ষা-সংসারের ভার পরিত্যাগ করিলেন, তখন তুর্কি কলিযুগের বিষ দুরন্ত শক্তির, আবার মনে করিয়া তুর্কির অধীন বাল্কান সমূহের প্রাধান্য মুখব্যাদান করিল, তুর্কি অমনি ইংলণ্ডের নিকট রাজসাহায্য প্রার্থনা করিয়া ইংলণ্ডের সাহায্য লাভে সমর্থ হইত। যখন এপ্রেল মাসে যখন উদারমতাবলম্বিদলের প্রতি গ্লাডষ্টোনিদিগের পক্ষপাতিতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তখন তুর্কি ভাবিল ইংলণ্ডের প্রভুশক্তি বিবাদ-বিসম্বাদিনী হইবে, আর অধিক বিলম্ব নাই। উদারমতাবলম্বিদল প্রকৃত বিপক্ষ নন, বিশেষতঃ তাঁহারা উহাঁদের পক্ষপাতী। এ সময়ে যদি আমরা বাহ্যের সম্পর্ক না করি, আমরা বিদ্রোহদলের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারিব না, তাহা হইলেই আমাদিগকে পৃথিবীর মানচিত্রের অবয়ব হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তুর্কির মেঘচিত্ত ভগ্ন হইল, উহারা তখন মণ্টিনিগ্রোর সহিত রাজধানীর সন্ধিস্থ বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে উৎসুক হইল। যে সময়ে বার্লিনে কন্‌গ্রেস সভা হয়, সেই অবধি যাহাতে এই বিবাদের মীমাংসা হয়, এই ইউরোপীয় রাজগণ তুর্কিকে সেই অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তুর্কি একটা না একটা ছল করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ পরিহার করিয়াছে। এখন আর সেই অনুরোধ পরিহারের পথ নাই। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ ইটালীয় দূত কাউণ্ট ভ্রুটি এ বিষয়ে তুর্কির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ১২ ই এপ্রেল রাত্রিতে এই মীমাংসা হইয়াছে যে, প্রাবা ও গুসিঞ্জি তুর্কি পাইবেন এবং তুর্কিক্রাঙ্গা মণ্টিনিগ্রো পাইবেন। স্কুটারি হ্রদ ও আড্রিয়া সমুদ্রের মধ্যগত সমস্ত প্রদেশই প্রায় মণ্টিনিগ্রোর হস্তগত হইবে। তুর্কি দশ দিনের মধ্যে ঐ সমস্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিবেন। ইউরোপীয় রাজগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেই ইহার নিষ্পত্তি হইবে।

চারি শত বৎসর ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদের পর মণ্টিনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করিল। এই কারণেই মণ্টিনিগ্রোবাসিরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্ব লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মণ্টিনিগ্রো পূর্ব্বে রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। ঐ সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে মণ্টিনিগ্রো সারভিয়ার সহিত মিলিত হয়। সারভিয়া যখন স্বাধীন হইত, মণ্টিনিগ্রোও স্বাধীন হইত। সারভিয়া যখন অধীনতা স্বীকার করিত, মণ্টিনিগ্রোও তাহার অনুগমন করিত। যে সময়ে জগদ্বিজয়ী রোমীয় প্রতাপান্বিত কিংবা মহম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া একে একে সমস্ত প্রদেশ গ্রাস করিতে থাকে, সে সময়ে কেবল কৃষ্ণ পর্ব্বত নিবাসী কতিপয় মণ্টিনিগ্রোই তাহাদের আক্রমণের গতি রোধ করে। তখন একজন বিশপ মণ্টিনিগ্রোর অধিপতি ছিলেন। তাহার পর বহুবার মণ্টিনিগ্রোর রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু সমরকুশল স্বাধীনতাপ্রিয় সাহসী পার্ব্বত্যগণ কখন মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তুরস্কের সুলতান অনেকবার অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেশের উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন কিন্তু নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন যে মণ্টিনিগ্রোবাসিরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গবর্ণরকে দূরীকৃত করিয়া আবার স্বাধীন হইয়াছে। শেষে সুলতান বিরক্ত হইয়া মণ্টিনিগ্রোর সীমায় কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানকে বাস করাইলেন। মণ্টিনিগ্রোর সহিত ইহাদের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় ৬ই শতাব্দী চলিয়া আসিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত বিসিসের সাধারণতন্ত্র মণ্টিনিগ্রোর একমাত্র সহায় ছিল। কালক্রমে তাহারাও কালকবলে পতিত হইল কিন্তু মণ্টিনিগ্রো অচলের ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে। এইরূপে চারি শতাব্দীকাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের আশা পূর্ণ হইল। ইউরোপীয় রাজগণের অনুগ্রহে এক্ষণে মণ্টিনিগ্রো একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। উহাদের সাহস ধন্য! জগদীশ্বর কখন গুণের পুরস্কার দানে বিমুখ হন না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা।

বাটীর কর্ত্তা স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে পরিবারের যেমন কষ্ট হয়, দেশের গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইলে প্রজার তেমনি যার পর নাই কষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক বন্ধন লোক-লজ্জা ও লোকের অবজ্ঞা প্রভৃতি বাটীর কর্ত্তার স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধের কয়েকটী যেমন স্বভাবসিদ্ধ উপায় আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা নিরোধের তেমন কোন স্বাভাবিক উপায় নাই। প্রজার প্রতি দয়া ও মায়া সকল শাসনকর্ত্তার থাকে না। সকল শাসনকর্ত্তা সমাচারপত্রের বাধার ভ্রূক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার হস্ত রোধ করিতে পারেন, ইংলণ্ডে এরূপ একদল কর্ত্তা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দূরে থাকেন এবং ভারতের প্রকৃত কথা ও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের হস্তে সকলের শক্তি থাকিলেও তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে সেই শক্তিশূন্য হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার নিরোধ করিতে পারেন, ভারতবর্ষ মধ্যে এমন একটী শক্তিসম্পন্ন উপায় না থাকিলে ভারতের মঙ্গল নাই। আমরা ইণ্ডিয়ান-আসোসিয়েসন সভাকে সেই শক্তিসম্পন্ন উপায় মনে করিতেছি। এই সভার সভ্যগণ যদি দেশের সমস্ত লোকের সাহায্য পান, আমরা যে আশা করিতেছি, তাহা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন এই দুটী সভা এক্ষণে ভারতে আমাদের আশাস্থল হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সভার জমীদারের সভা বলিয়া কিছু অপ্রতিষ্ঠা আছে, সুতরাং তাঁহার বল যেন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া আছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সে অপ্রতিষ্ঠা নাই। অতএব ইনি সম্পূর্ণ বলশালী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সভার সভ্যগণের এখন নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ। এ সভা এখন দ্বিগুণিত উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে শক্ত হইবেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কর্ত্তব্য, এই সভার সহিত মিলিত হউন এবং এই সভাটীই যাহাতে ভারতে ইংলণ্ডের

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুরূপ সভাতলে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই চেষ্টা করুন। এই সভা যথোচিত শক্তি-সম্পন্ন হইলে যে, ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা নিরুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যে প্রসঙ্গে অদ্য আমরা এই সকল কথা কহিলাম তাহা এই:—

গত ১৩ ই মে বৃহস্পতিবার ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সভ্যগণ টাউনহলে এক সভা করেন। সভাস্থলে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, ১৮৭৭ অব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ অবধি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের উপর যত প্রকার অত্যাচারক কর-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং এই কয়েক বৎসরে যে যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রতিবাদ করিয়া, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করা হইবে। যে কয়েকটী বিধি, প্রজার ক্লেশকর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন, অস্ত্রনিয়ামক বিধান, বিদেশীয় বস্ত্রের শুল্ক ত্যাগ ও লাইসেন্স কর প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রধান। আর যে সকল কার্য্য দ্বারা প্রজাগণের পীড়ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে আফগান যুদ্ধ, কাবুল যুদ্ধের ব্যয় ভারতের স্কন্ধে নিক্ষেপ, সিবিল সর্ব্বিসের বয়োহ্রাস প্রধান।

আমরা উক্ত সভার এই মহোদ্যম চেষ্টার সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। উচিত সময়েই উহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এখন শিক্ষাবিভাগের নস্যির। অন্যান্যের উন্মূলন করাই তাঁহাদের প্রধান সংকল্পিত বিষয়। সভার নিকটে আমাদের একটী বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। সাহেবদের বুদ্ধি নাই। উপযুক্ত আরো ছই তিন জন লোককে নিযুক্ত করুন। তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করুন এবং ভারতে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের অনুরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করুন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক অন্যায়ের ভাল বাসেন না; ঐ সকল কথা শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় অবশ্য আর্দ্র হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য আপনা হইতেই ক্রমে ঐক্য সভার পেটিসিনিবন্ধের প্রার্থনা পরিপূরণে উৎসুক হইবে সন্দেহ নাই।

বহরমপুর কলেজ।

সর আশলি ইডেন সাহেব আর একটী কার্য্য দ্বারা বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্যগণের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব বহরমপুর কলেজটীর গলদেশে আঘাত করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন। ইডেন সাহেব সে খড়্গ কাড়িয়া লইয়াছেন। তিনি বহরমপুরে এক জন ইউরোপীয় প্রিন্সপাল পাঠাইবেন সংকল্প করিয়াছেন কাম্বেল সাহেব বহরমপুর হইতে বি, এ, ক্লাস উঠাইয়া গিয়াছেন। তথায় এখন এল, এ, পর্য্যন্ত পড়া হয়। বি, এ, ক্লাস উঠিয়া যাওয়াতেই ত কালেজটী নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, ক্রফ্ট সাহেবের মরার উপরে খাঁড়ার ঘা কেন? বহরমপুর কালেজের জন্মাবধি প্রায় আমরা সোদযোগ শুনিতেছি। বোধ হয়, উহার প্রতিষ্ঠাকালে অস্থির উদ্ধার করা হয় নাই, বহরমপুরবাসিরা দৈবজ্ঞ ডাকিয়া একবার অস্থির উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না, যদি কালেজটী স্থিরপদ হয়। আমরা পরিহাস করি আর যা করি, বড় দুঃখের বিষয়, মুরশিদাবাদ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। বহরমপুর জেলায় প্রায় ১৩ লক্ষ লোকের বাস। এরূপ স্থলে একটী কলেজ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কথায় বলে, "দুধের সাধ ঘোলে মিটে না।" কেবল এল, এ, ক্লাস খোলা থাকিলেই কালেজের সাধ মিটিবে না। পূর্ব্বের মত বি, এ, ক্লাস পুনিয়া কালেজটীকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তোলা উচিত। যদি বলেন ছাত্র জুটে না, এই নিমিত্ত কালেজ ক্লাস ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহার কারণ কি? আমাদের মনে হইতেছে, বন্দোবস্তের দোষই তাহার কারণ। ভাল বন্দোবস্ত হইলে অবশ্যই ছাত্র জুটিবে।

পূর্ব্বে উত্তর বাঙ্গালা হইতে যে সকল ছাত্র বহরমপুরে আসিত, তাহারা এক্ষণে রাজসাহীতে যায় সত্য, কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, মুরশিদাবাদ, নবদ্বীপ মেহেরপুর মহকুমার উত্তর অঞ্চল এবং সমস্ত মহলে-বারবীর ছাত্র বহরমপুরে যায়। বহরমপুর কলেজের দীনাবস্থা দেখিয়া অনেকে কলিকাতায় আসিতেছে কিন্তু বহরমপুরে যদি ভাল পড়াশুনা হয়, ইহাদের বেশীর ভাগ কলিকাতায় আসিবে না। বলা বাহুল্য সম্ভাবনা করা যায় যে, ভাগলপুর পাটনা কালেজ ছাড়িয়াও বহরমপুরে উপস্থিত হইবে। মহাত্মা কলেজ আছে তন্মধ্যে বহরমপুর কলেজ একটী প্রধান বলিয়া গণ্য। কিন্তু কৃষ্ণনগর কলেজের পরে সমস্ত ছাত্রই নবদ্বীপ জেলার লোক। লোহারদের জিমাদার, মাহাতা ও সিংহ রাজোহারের ছাত্রও অনেক আছে। কৃষ্ণনগর কলেজ কাঁচ দেওড়ী জেলা লইয়া চলিতেছে। অতএব পাঁচ সাতটী জেলার ছাত্র লইয়া যে বহরমপুর কলেজ কেন চলিবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বহরমপুরের দেশ হিতৈষী উকীলেরা মুক্তহস্ত জমীদার ও মহাজনগণ সর রিচার্ড টেম্পলের সময় অবধি বি, এ, ক্লাস খুলিবার চেষ্টায় আছেন। শুনিয়াছি তাঁহারা একবার ৪০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। সর রিচার্ড সে টাকা লইয়া প্রাক্টিকাল আট স্কুল খুলিয়া যান। তাহার পর আর সেই স্কুলের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। বহরমপুরের জমীদারেরাও বহরমপুর কালেজের প্রতি ক্রফ্ট সাহেবের দয়া দেখিয়া আর বি, এ, ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই। এল, এ, ক্লাসই থাকে না, তাঁহারা কিসেই বা বি, এ, ক্লাস খুলিবার চেষ্টায় সাহস বাঁধিবেন? তাঁহাদের এই এক সুযোগ উপস্থিত। এইবারে বাহাতে কলেজটী ভাল হয়, তাঁহারা সেই চেষ্টায় থাকুন। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষা দান বিষয়ে অনুদার ভাব নয়। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ১৮৮৪ অব্দের মধ্যে সর চার্লস উডের প্রবর্ত্তিত উদার শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন। সর আশলি ইডেন সদয় আছেন। এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইল। বহরমপুর কালেজে যদি একজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষ নিয়োজিত হন, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর কি গতি হইবে? তাঁহার পুনর্ব্বারে পদ প্রতিষ্ঠা নিতান্ত অন্যায়। তাঁহাকে যদি পুনর্ব্বারে অধিষ্ঠিত করা হয়, তবে কাহারা সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের একটী উপায় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইবে। তিনি যেরূপকার যোগ্য লোক, তাহাকে ভূদেব বাবুর ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বিদ্যা ঘর স্থল ইনস্পেক্টর করিয়া দিলেই সব সামঞ্জস্য হইবে।

চাঁদস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের

বড় বিপদ।

স্বাধীন মুলুকের বাব একটা ছাড়া হলদল পড়িয়া গিয়াছে। কলম্বরী ষ্ট্রাচি সাহেবের মাতা টানা টানি আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার যে পাওনা নিকা ছিল। প্রকাশ হইয়াছিল, ঐ সালে কাবুল যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলানের কোটী টাকা সংগৃহীত হয়। এই নয় কোটীর মধ্যে তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ষ্ট্রাচি সাহেবকে দিতে হইবে, এই প্রকার অনুমান করা হয়। অবশিষ্ট পাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যাহার যাহার দিতে হইবে তাহার তালিকা এই—

১৮৭৬-৭৭ অব্দে	৩০ লক্ষ।
১৮৭৭-৭৮ অব্দে	১ কোটী ৮০ লক্ষ।
১৮৭৮-৭৯ অব্দে	১ কোটী ৪০ লক্ষ।

সম্প্রতি সাড়ে পাঁচ কোটী টাকার কাবুল যুদ্ধের শেষ হইবে শুনিয়া অনেকেই বিস্ময়াপন্ন

হইলেন। যাহাঁরা হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রশংসাবাদে গগনতল পরিপূরিত হইল। সকলে (অন্যে যত কলক না কলক তাঁহাদের পক্ষ লোকে) ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কুতপুর্ব্ব মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের মনে আত্মশ্লাঘার উদয় হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, দেখ এই একটী কাবুল যুদ্ধ-সত্ত্বেও আমরা ভারতকে হেউলিয়ার অবস্থা হইতে এমনি সাফল্য করিয়াছি যে, ১৮৮০-৮১ অব্দে সমস্ত ব্যয় বাদে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে অনুমান করা হইয়াছে, আরও যা কম বেশী হয় বলা যায় না। লর্ড লিটন গবর্ণমেণ্টের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন এবং অবশ্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ষ্টাচি সাহেবের ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবার হুকুম হইয়া গেল। লীল ও গাঙ্গার মাসুল তাগ করিয়া প্রায় ৫। ৭ লক্ষ টাকা অতি স্বীকার করা হইল।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি হিসাব প্রস্তুত হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেই অর্থাৎ ১৪ ই মার্চের মধ্যে প্রকাশ হইল যে, প্রত্যহ রাজকোষ হইতে বিস্তর টাকা কাবুলে যাইতেছে। তিন সপ্তাহ না যাইতেই অনুমানে বেহাতাস দোষ স্পর্শিল। গবর্ণর জেনরল ও ষ্টাচি সাহেব স্বয়ং সাহস পূর্ব্বক সকল কথা বিলাতে লিখিয়া পাঠাইতে পারিলেন না। বোধ হয়, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য নির্ব্বাচনের সঙ্গে ইহার কোন প্রকার গূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তখনও সভা নির্ব্বাচন শেষ হইয়া যায় নাই। যাহা হউক, পরে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনুসন্ধানে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, যদিও সৈন্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধান করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাপি এখন দেখা এত অধিক ব্যয় হইতেছে, তখন অবশ্যই তাঁহাদের অনুমানে বোধাবে ভয়ঙ্কর দোষ ঘটিয়াছে। দোষ স্থির হইল, হিসাবে ভুল হইয়াছে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল আমাদের ভুল হইয়াছে বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন এবং এই কথা বলিলেন, অনুমানাধিক প্রায় ৩ কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

এই ৩ কোটী টাকাই যে কাবুল যুদ্ধব্যয়ের শেষ সীমা হইবে, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিতে পারেন? সাধারণে বিশ্বাস এই যে রাজকোষ হইতে প্রতি মাসে এক কোটী করিয়া টাকা কাবুলে যাইতেছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে ৬ কোটী টাকা ব্যয়ে শুদ্ধ শেষ হইয়া দূরে থাকুক, বায় কোটী টাকা লাগিলেও পারিতে পারে।

যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয়, ষ্টাচি সাহেবকে লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কহিতেছেন, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হউক, কেহ কহিতেছেন, যাহাঁদের হস্তে আমাদের সমস্ত ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারা বিশ্বাসের অযোগ্য, নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে অক্ষম, তাঁহাদের মত লোকের হস্তে বড় বড় কার্য্যের ভার দেওয়াতে কেবল অনীমন্ত লোকদিগের সর্ব্বনাশ করা হয় এই মাত্র। যদি কেহ মিথ্যা কল্পনার কল্পনা করিয়া লোকের ক্ষতি করে, সর্ব্বদেশের দণ্ডবিধিতেই তাহার গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। আর যাঁহারা ভারতের কর্ত্তা, তাঁহারা যে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা রটাইয়া ইংলণ্ডের লোককে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া, ভারতবাসিদিগের মহৎ ক্ষতি করিয়াছেন এবং নিতান্ত অর্থকৃচ্ছ্রের সময়েও অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া দরিদ্র ভারতকে ১০। ১২ কোটী টাকার দাবী করিয়াছেন, তাঁহাদের কিরূপ দণ্ড হওয়া উচিত? ইংলণ্ড যদি রোম রাজ্য হইত, যদি রোমের ন্যায় প্রদেশস্থ দুরন্ত কর্ম্মচারিদিগের বিচারের জন্য ইংলণ্ডে কোন বিচারালয় থাকিত, তাহা হইলে লর্ড লিটনের বা ষ্টাচি সাহেবের হস্ত হইতে সর্ব্বস্ব দত্ত হইত। সালই আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে যে নাটোর অভিনয় হইয়াছিল, হয় ত পুনরায় তাহার অভিনয় হইত, ইত্যাদি।

ষ্টাচি সাহেবকে লইয়া কাঁটা বনে যে প্রকার হেঁচকান হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তিনি যে মিথ্যা হিসাব দিয়া সকলকে ঠকাইয়াছেন, ভ্রমেও কখন আমাদের এরূপ মনে হয় না। ভারতের রাজস্ব চিরকালই খোলোকদাঁধা হইয়া আছে। যিনি রাজস্বমন্ত্রী হন, তিনিই ঘুরিয়া বেড়ান, কেহই অঙ্ক পান না। প্রত্যাবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষিরা এক গাছায়, আর সমাজতন্ত্রা অন্য গাছায়। ষ্টাচি সাহেব স্বয়ং সমাজ হইয়া অন্যকে ভ্রমে পতিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয় নয়। তাঁহার যদি প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় থাকিত, তিনি কখন ভ্রম হইয়াছে বলিয়া জগতে নিজ দোষ খ্যাপন করিতেন না। ভারতের রাজস্ব যে প্রকার অন্ধতমসাচ্ছন্ন, তিনি যদি মৌনী হইয়া থাকিতেন, তাঁহার ভ্রম সহসা প্রকাশ হইত না। রাজস্ব যে প্রকার বিষয়, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বিশেষতঃ অনুমানের উপরেই অধিকাংশের নির্ভর। প্রায়ই অনুমানের অধিক আয় ব্যয় হইয়া থাকে। যুদ্ধের ব্যয় স্থির করিয়া বলিতে পারেন, বোধ হয়, জগতে এরূপ লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। আনুমানিক আয় ব্যয়ের যে ভিন্নতা নাই, নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

গত বৎসর অহিফেনে প্রায় দেড় কোটী টাকা অনুমানাধিক লাভ হইয়াছিল। এ বৎসরও দেড় কোটী টাকা অধিক লাভ হইবে অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু মালবের অহিফেন ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। লবণেও এইরূপ ক্ষতি হইবে অনুমান হইতেছে। গবর্ণর জেনরল বলেন, যুদ্ধের ব্যয়াধিক্য, অহিফেন ও লবণের ক্ষতি অভাবনীয় ঘটনা। এ কথা অযথার্থ নয়। এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই, রাজস্ব বিষয়ে এপ্রকার আলগা ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। যাহাতে পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ফসেট সাহেবের চেষ্টা দেখিয়া কালে যে পাকা বন্দোবস্ত হইবে, সে আশাও জন্মিতেছে।

পাঠকগণ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব এবার মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। তিনি পবিত্র লোকহিতৈষিতাবলে এই উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা ভারতীয় বিষয়সকলের রীতিমত অনুসন্ধান করেন, তাঁহার এই চেষ্টা। কাবুলযুদ্ধ ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড বহন করেন, তাঁহার এই ইচ্ছা। আর ব্যয় বৃত্তান্তে প্রায় ৪। ৫ কোটী টাকার ভুল হইয়াছে শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যাহাঁদের দোষে এইরূপ হইয়াছে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ের দায়ী হইতে হইবে। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যে অত্যন্ত মন্দ, তদ্বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়তর সংস্কার আছে। লিবরালদল যখন পদস্থ ছিলেন, তখনও এই রাজস্ব লইয়া যে মহাগণ্ডগোল হয়, ফসেট সাহেবই তাহার কর্ত্তা। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই আছে। ভারতের রাজস্বের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। সর বিচার্ড টেম্পল এই কমিটীর অন্যতম সভ্য হইয়াছেন। কমিটীর সভ্যগণ অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে কার্য্যারম্ভ উপস্থিত হইবেন।

বিবিধ সংবাদ।

ফিরোজপুরে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিয়াছে। ম্যাক্‌কার্থে ও জনষ্টন নামক অর্ডনান্স বিভাগের দুই জন কর্ম্মচারির পরস্পর বিলক্ষণ জন্যতা ছিল। সুধবার জনষ্টন কোন কার্য্য উপলক্ষে ম্যাক্‌কার্থের বাটীতে গিয়াছিলেন। কার্য্য শেষ হইলে জনষ্টন বসিয়া আছে, এমন সময়ে, ম্যাক্‌কার্থে তরবারি লইয়া তাহাকে আক্রমণ করে ও বিলক্ষণ আঘাত করে। সেখানে একটী বন্দুক ছিল জনষ্টন আত্মরক্ষার্থ ম্যাক্‌কার্থকে গুলি করে। গুলি খাইয়া সে যেমন পড়িয়া গেল অমনি জনষ্টন পলায়ন করে।

আক্রমণকারী বলিয়া বিচারে আঠার বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। ইউরোপীয়ে ইউরোপীয়ে হইয়াছে বলিয়া এইরূপ দণ্ড হইল, ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে হইলে এ প্রকার দণ্ডবিধান হইত কি না সন্দেহ স্থল।

গবর্ণমেণ্ট সকলের দণ্ড করিয়া বেড়ান। এবার গবর্ণমেণ্টকে দণ্ড দিতে হইয়াছে। ডবলু বুল সাহেব ইটের সমন্ধ লইয়াছিলেন। তাহা ভঙ্গ করাতে গবর্ণমেণ্টকে ২০ হাজার টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল লেডি লিটন লর্ড লিটনের সহিত আপাততঃ ইংলণ্ডে যাইতেছেন না। শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শিমলায় থাকিবেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবই কি ইহার কারণ?

এডিনবর্গে গ্লাডষ্টোন সাহেবের সম্মানার্থ একটী চিহ্ন স্থাপিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এরূপ চিহ্ন স্থাপনে কেবল যে গুণির উৎসাহ দান করা হয় তাহা নয়, যাঁহারা গ্লাডষ্টোন সাহেবের সদৃশ ব্যক্তিদিগের সম্মাননা চিহ্ন স্থাপন করেন, তাঁহাদিগেরও গুণজ্ঞতার পরিচয় হয়।

১৮৭৯।৮০ অব্দে ভারতে ২০৫০৩৯২৯ টাকার স্বর্ণের আমদানী ও ২২৯৮৮৯০ টাকার স্বর্ণের রপ্তানি এবং ৯৮০৪৫০১৯ টাকার রৌপ্যের আমদানী ও ১৩৩৫০৫৮৬ টাকা মূল্যের রৌপ্যের রপ্তানি হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় নিউওয়েষ্ট মিনষ্টর নামে এক নগর আছে। উহা ফ্রেজর নদীর তীরে অবস্থিত। উক্ত নগরের কিয়দ্দূরে ফ্রেজর নদীর পরিসর প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার এক তীর ৯০ ফুট উচ্চ ও অপর তীর ১০০ ফুট উচ্চ। হঠাৎ এক দিন উচ্চ তীরটী অনেক দূর লইয়া ভাঙ্গিয়া নদীর মধ্যে পড়িল। নদীর পরিসর প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গেল। পতনোন্মুখ মৃত্তিকারাশি ১০ ফুট উচ্চ তীর ভূমি অতিক্রম করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত জল প্লাবিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের ফ্রেজর নদীর নামানামে সকলেই আছেন। তিনিও সময়ে সময়ে নৌকা বাহিয়া ও বাগান সমেত ২। ৩ ক্রোশ পথাৎ উহার সাৎ করেন।

শুনা গেল মহারাণ্ড সিন্ধিয়া আমেরিকা হইতে ১৮০ মণ রৌপ্য আনাইয়াছেন। এত রূপা কেন? আমরা রাস্তায় সন্দেশ বিছাইয়া রাস্তা চলিবার কথা শুনিয়াছিলাম, তেমনি কি রূপা রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে?

গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আফগান যুদ্ধে দেবাদি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে ও আবশ্যক সামগ্রী ক্রয় করিতে গবর্ণমেণ্টের ১০৫০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শুদ্ধ ডিনিষ লাড়াচাড়া ও খরিদ বিক্রীতে মাসিক এই, পাঠক স্থূল ব্যয়টী ইহাতে অনুমান করিয়া লইবেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন তথায় শীঘ্রই একটী ভয়ানক ঝড় হইবে। পুলিষ কমিশনর সামুদ্রবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন। অধিক গর্জ্জন হইলে বর্ষণ হয় না। জ্যোতির্ব্বিদেরা যখন যখন ঝড়ের কথা কহিয়াছেন, তখনই পবনদেব বধীরের ন্যায় অতর্কিত ভাবে আসিয়া অসতর্ক ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করেন।

১৮৭৮ অব্দে কলিকাতা ছোট আদালতে ৩৮০০০ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ১৮৭৯ অব্দে ৩৭১৯৯ টী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৮ সালের মোকদ্দমার সংখ্যার অপেক্ষা ৭৯ সালে ১১৯৯ মোকদ্দমা অধিক হইয়াছে। বিবাদি টাকার সংখ্যা ৭৮ সালে ১৮১৯৬১৪ ছিল ৭৯ সালে ১৮৭২৫৮৯ হয়। জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের বেতন দিয়া গবর্ণমেণ্ট কেবল এক কলিকাতা ছোট আদালত হইতে ৭৯ সালে ৭৩১১৯টাকা লাভ পাইয়াছেন। মকদ্দমার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দেশের মঙ্গলের নয়।

মেদিনীপুর ও কোলার মধ্যস্থানে ডাক মারা গিয়াছে। রক্ষীরা ৯ টী পুলিন্দা লইয়া গিয়াছে। ঐ রূপ দার্জ্জিলিং লাইনেও ডাক মারা গিয়াছে। এখনও তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান হেরল্ড বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে পণ্ডিত হরকৃষ্ণ কাশ্মীরে উচ্চ বিচারপতির কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিউইয়র্কের অন্তর্গত কোপেক নামক স্থান হইতে একটী প্রকাণ্ডকায় শূকর ইউরোপের ব্রডওয়ে নামক বাজারে আনীত হয়। উহার দৈর্ঘ্য ৯ ফুট, প্রস্থ ৭ ফুট। ওজন ১৭ মণ ১৫ সের।

সেরপুর বারিকের অবরোধ শেষ হইতে না হইতেই রবর্টস্ সাহেব মীরবোচার ছর্গ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করিবার জন্য লোক পাঠান। দুর্গের সময়ে দুর্গ নষ্ট করা দূষিত নহে, কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্র নষ্ট করা অন্যায় অন্যায়। কারণ উহাতে মীরবোচার নহে সমস্ত আফগানিস্থানের প্রায় ৬ই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে।

আমরা শুনিলাম মৌলবীর নিকটে একজন বেদি হার এই স্বপ্নাদেশ হইয়াছে যে স্থানীর ভিতর এক মসীদে বিস্তর টাকা আছে। বেদিরা সিন্ধিয়ার অনুমতি লইয়া সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু সংখ্যক লোক দেখিতে আসিতেছে সপকথনের মধ্যে আমেদ মহারাজ কোলকার এবং লর্ড হেনরি ভেনির নাম শুনিতে পাই।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেম্যাথিন পিয়ারসন্ বলেন যে ডাক্তার গুল্ড দক্ষিণ আমেরিকায় যে ধূমকেতু দেখিয়াছেন সে ১৮৪১ অব্দের ধূমকেতুর পুনরাবৃত্তি মাত্র। ঐ ধূমকেতু খ্রীষ্টের জন্মের ১৭৭০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম দৃষ্ট হয়। তাহার পর খৃঃ পূঃ ৩৭০, ২৫২,১৬৩ এবং খ্রীঃ অঃ ৩৩১, ৪১১, ৫৩৩, ৪৮২, ৭০৮, ৭৭৯, ৮৮২, ১০৭৭, ১১০৬, ১২০৮, ১৩১৩, ১ ২৬, ১৩৮১, ১৪০৭, ১৪০৪, ১৪৯১, ১৫১১, ১৫৩৮, ১৬৬৮, ১৬৮৯, ১৭০৫, ১৮৪৩, এবং ১৮৬০ সালে উহাকে দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির করিয়াছেন যে উহা সাত বৎসর অন্তর ফিরিয়া আইসে।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ গিল সাহেব দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপে একটী বৃহৎ ধূমকেতু দেখিয়াছিলেন।

প্রায় ৬ই বৎসর হইল শ্যামে কয়েকটী নীলকান্ত মণির খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশবাসীরা সংবাদ পত্রে এই সংবাদ প্রকাশ করাতে ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের লোভে তথায় এত লোক গিয়াছিল যে সেই জনতায় বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ বা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, কেহ কেহ বিস্তর মণি লইয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় উহার এক খানি পাথরের দাম ৩০০০০ টাকা হইয়াছে। এক খানি ওজনে ৩৮ কারাট।

মনে উৎসাহ ও আনন্দের উদয় হইলে বিনা ঔষধে কঠিন পীড়াও শান্তি হয়। পাঠক তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন। সম্প্রতি বিলাতের একটী বিবি এরূপ পীড়িত হন যে ডাক্তারে জবাব দিয়া যান। বাটীর সকলে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। পীড়িত বিবিটীর এক শৈশবসহচরী এই সংবাদে তাঁহাকে দেখিতে আইসে, এবং নিকটে বসিয়া একে একে সেই বালাকালের ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া কাঁদিতে থাকে। পীড়িত বিবিটীর মনেও শৈশবকালের কথা স্মরণ হওয়াতে অতুলপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় এবং ক্রমে ছজনে কথোপকথন করেন। দুই এক দিনের মধ্যে তিনি আপনা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রগর্ভ দিয়া বৈদ্যুতিক তার আছে। অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট আর এক প্রস্থ তার বসাইবার জন্য ইষ্টরণ এক্সটেনশন্ টেলিগ্রাফ কোম্পানির সহিত ৩, ২০, ৪০০ টাকা দিবেন স্থির করেন। মীমাংসা হয় যে আট মাসের মধ্যে তার বসান শেষ হইয়া যাইবে। অধিকাংশ তার প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে ইংলণ্ডের হঠাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত তার বসাইবার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বোক্ত কোম্পানি অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সমস্ত তার ইংলণ্ডকে দেন, অথচ প্রস্তাবিত সময়ের পর এক মাস মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ার কার্য্যও শেষ করিয়া দেন। অষ্ট্রেলিয়া তাঁহাদের যে দুই মাস অধিক সময় দিয়াছিলেন তাহার সমুদয় লাভে নাই। ইহাদের অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্যপরতা ধন্য। ১৮ মাসের মধ্যে ইংলণ্ডের ৩০১৮ মাইল ও অষ্ট্রেলিয়ার ২৪৬২ মাইল তার প্রস্তুত ও সমুদ্র গর্ভে নিহিত হইল।

মিউনিচের এক ব্যক্তি দিবা বেলা রাজাইতে পারেন। তিনি অন্য কোন উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করিতে না পারিয়া বনমানুষের খেলা দেখান করিলেন। তাঁহার পুত্র একটী বানর ভাড়া করিয়া সাধারণের এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন বনমানুষে উদ্যম বেহালা বাজাইতেছে। অনেক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ ঘটনা দর্শনার্থ টিকিট ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে সাহেবের এক সপ্তাহে সাতশ টাকা উপার্জ্জন হইল। একদা এক ব্যক্তি বনমানুষের বেহালা বাদন শুনিয়া অবশেষে তাহার সহিত কোলাকুলি করিবার জন্য তাহার গায়ের একটী লোম ধরিয়া সজোরে টানাতে কোলাকুলি মুক্ত হওয়াতে সাহেবের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষার উপযুক্ত গুরু।

আমরা ছঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি বিদুষী রমাবাইয়ের ভ্রাতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী গত ১২ই বৈশাখ শনিবারে ঢাকা নগরীতে অল্প রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্টাম্প ডেবেনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রবার্ট সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল স্থির করিয়াছেন ইঁসপাতালের কর্ম্মকারী দিগকে মাসে দশ টাকা বাঁটা দিবেন।

৬ই মে গবর্ণমেণ্ট জেজারিয়ে ৫৭৮৩৮৫ টাকা সঞ্চিত ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এ সপ্তাহে ২ লক্ষ টাকা কম পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে:—

১। কল্পনা কুসুম। ২ ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অভিধান। ৩ লুক্রেশিয়া। ৪ মাটসিনির জীবন বৃত্ত। ৫ বিদ্যা বিষয়ক নিবন্ধক। ৬ সভ্যতা সোপান। ৭ আমা চরিত। ৮ উষা হরণ, খণ্ডিত নাটক। ৯ ব্যাকরণ মঞ্জরী। ১০ সাধুর প্রকাশ। ১১। Child's Arithmetic. ১২। শিক্ষণপাল বহি। ১৩ অক্ষয়ের বিলাপ কাব্য। ১৪ সমাজ অভিধান।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৮ই মে। জেনেরল রবার্টের সৈন্যগণ হারাসিয়ে নামক স্থানে আগামীবার শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

সোমালের সন্ধ্যা বাহিনে জেলালাবাদ হইতে কর্ম্মনিয়েটের পত্র গুলি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। মহম্মদ আয়ুবের কুশির দক্ষিণ পশ্চিম কাবুলের নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোরাণ লইয়া লোকদিগকে এই যুদ্ধে যোগ দানার্থ আহ্বান করিতেছেন।

জেনেরল রবার্টের সৈন্যগণ মকদন নামক স্থানে যাইতেছে।

আবদুল রহমানের নিকট যিনি দূতস্বরূপে গিয়াছেন তিনি নিরিখে কিন্তুপক্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু আবদুল রহমান যে কোথায়, তাহার কিছুই স্থির হয় নাই।

বলমান্ট ষ্টিউয়ার্ট সাহেব অনেক দূর গিয়াছিলেন, তুলাকাল, হাজেনখাও ও গোলাম হায়দার নিকিয়ে গজনীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

আলম খাঁ উস্মাজের লোকদিগকে মহম্মদ জানের কথা শুনিতে নিবারণ করিতেছেন।

জেলালাবাদে ৮ ই মে। অতি অল্পদিন হইল জেনেরল আববুথনট ও মেজর কুক ৬জন সেপ্টেম্বর সমভিব্যাহারে, যখন জগদলক করিতে যাইতে ছিলেন সেই সময়ে একদল চোর তাঁহাদিগের পশু হরণ করিয়া লইতে চেষ্টিত ছিল। তাহার কুক উহাদিগের একজনকে ধরিয়া ফেলে। ও ৩ জনে মিলিয়া ঐ ব্যক্তিকে বধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহাদিগের ৮০জনে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, ঐ ব্যক্তি রক্ষা পায়। ঐ ব্যক্তি এখন কয়েকজন লোকের সহিত মিলিয়া ঐ সকল লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের ৩ জনকে আহত করিয়া তাহাদিগের ৩ টা সামগ্রী ও ৭ টি ঘোড়া লইয়া গিয়াছে।

কাবুল ৯ ই মে। রামসেনের ডিভিসিয়েটের পঞ্চ লইয়া চেমবেলেন ডেভিসের সহিত আসিয়া মিলিয়াছে। কর্ণাল ডনল ৪০ অশ্বারোহী ও ৬ কম্পানি ও ৬ কম্পানি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ঐ সকল পশু উদ্ধারার্থ গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। কেবল তাহাদিগের দুই জনকে মারিয়া ফেলিয়াছেন।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে কর্ণাল টানার অশ্বারোহী ও অপরাপর সৈন্যদিগের শাসনার্থ ১৫০ শত সৈন্য লইয়া খেলাতি গিলজই হইতে তাগিবাদে গমন করিয়াছেন। তিনি উহাদিগের গ্রাম অধিকার করিয়া অপহৃত দ্রব্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। কর্ণাল টানার যখন খেলাতিগিলজাইয়ে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন সেই সময়ে শত্রুপক্ষীয় ৩০০ লোক একত্র হইয়া তাঁহার সহিত যোরতর যুদ্ধ করে। অবশেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের একজন আহত ও শত্রুপক্ষের ১৪ জন হত ও ৮ জন বন্দীকৃত হইয়াছে।

মহম্মদ জান কোরাণ লইয়া সন্ধিসূত্র মোচন করিতেছেন। স্পার্ট উপত্যকার একদিক সব ছেড়ুরিক ব্রাউ ও অন্যদিক জেনারেল ব্রয় রক্ষা করিতেছেন।

জেনেরল রবার্ট সৈন্য সামন্ত লইয়া অদ্য সাফরসঙ্গ ও আন্দিবাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। সেনাপতি ইয়ুট গত কল্য তাবাবির পরিদর্শন করিয়াছেন।

১০ই মে। আন্দিনের মালেকদিগের সভা ভঙ্গ হইয়াছে। আশামুদ্দিন মাগুলা খাঁর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন আমীর মালিকদিগকে যেরূপ সান্ত্বনা করিতেন, ইংরাজেরা তাহাদিগকে সেইরূপ সান্ত্বনা দান করেন না বলিয়াই উহারা এত উৎপাত করিতেছে। তাহারা কাবুলে যাইতে ইচ্ছা করে না। যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে ইংরাজেরা সম্মত হন তাহা হইলে আর কোন উপদ্রব ঘটিবে না। নচেৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। তাহারা তাহাদিগের প্রতিবাদ পত্র পাঠাইতে বলিয়া আসিয়াছে এবং ইহা সাধারণ প্রতিনিধির উপস্থিতি হইতে লক্ষ্য রাখিতে। টুট, গুলাম ও উচিতের খোকানি মালেকেরা আশামুদ্দিন খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তাহা জানা যায় নাই।

চরবর মোহমার লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে।

জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৩ রা ব্রাণ্ডিতে শত্রুরা গুলি করে। সেতুর নিকটস্থ এক স্থান হইতে ১০০ হাজার টেলিগ্রামের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। মহম্মদ জান উচিনী, কাদিরান ও চরবর হইতে ৭০০ লোককে একত্র করিয়াছেন। ইহারা ওয়াজির নিকায় বেরাল একত্র হইয়াছে। সৈয়দ খাঁ কিম্বা, ফকিরান মহম্মদ সোমজাক ও মহম্মদ খাঁ আমেদজাই সর্দারদিগের সেনাপতি।

কাবুল ১৩ই মে। আমীর ঘুরা হইতে শত্রুরা এক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমীর অনুসন্ধানের দ্বারায় তাহার উদ্দেশ পাইতে পারে নাই। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি সুযোগ ক্রমে কাবাগার হইতে কাল্পনিক পলাইয়া আসিয়াছে।

বাদ। সাহেব যে সকল সৈন্য আবদুল রহমানের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন। নীর খেয়া খান এই গোলযোগের মূলীভূত বলিয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া তৎপদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আবদুল খাঁ ঠৌকো কুমজী নামক স্থানের সৈন্যগণের সৈন্যাধ্যক্ষ করিতেছিলেন। আবদুল রহমান তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্দার উপাধি দিয়া মেজারি সরিফে ইসক খাঁর সাহায্যার্থ পাঠাইয়াছেন। ইসক খাঁ সর্দার সরওয়ার খাঁর কন্যাকালীদিগকে শাসনার্থ মেজারি সরিফে রহিয়াছেন।

গত রাত্রিতে শত্রুরা সি যেরা ও জগদলকের মধ্যস্থ টেলিগ্রামের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই মে। ফরেট সাহেব ব্যাঙ্কনির কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ রাজস্ব বিষয়ক প্রস্তাবের উত্থাপনা করিয়া বলিয়াছেন, রাজস্ব সচীব সার জন ষ্টাচির প্রবন্ধ আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে ৫ল ভ্রান্তি হইয়াছে। এ ভুল পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট ধরিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক এক্ষণে হিসাবের আগা পোড়া ভাল করিয়া দেখা হইবে। তাঁহারা বিশিষ্ট কারণ দেখাইতে না পারিলে তাহাদিগকে নিশ্চয় রাখী হইতে হইবে। আফ্‌গান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ডকেও বহন করিতে হইবে।

লণ্ডন ৮ই মে। মাকুইস রিপন ভারত সভার পৌরিস্থ প্রতিনিধির শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের গত কল্য ডাউনিংষ্ট্রীট বলিয়াছেন তিনি কোট অব ডাইরেক্টারের লিখিত ১৮৫৪ অব্দের পত্র অনুসারে শিক্ষা বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

বার্মিংহাম ভারত সভার সভ্যগণ বলিয়াছেন গত মাসে ব্রহ্মের কম্পানি ও অযোধ্যানি ভাল ছিয়াছে। ক্রমেই মালিকের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

কর্ণাল কমিবেলকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছিল তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

কনসরবেটীব দলের একজন সার ভাবনন চাটকোট সভা পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন নাই; তাহার পরিবর্ত্তে অন্য অশ্বারোহী সভ্য নির্ব্বাচন হইতেছে।

লণ্ডন ৯ মে। কর্ণাল গফন, মাকুইস রিপনের প্রাইবেট সেক্রেটরি, লর্ড ষ্টেনলিয়ম এসকোর্ট এবং লেফ্‌টেনাণ্ট মিউর ও ডেরি এডিকং। কাপ্তেন ঢ ও ফিজ ষ্টেনলিয়ম অতিরিক্ত এডিকং। মেজর চোলা ষ্টেনলিয়ের লেফ্‌টেরি হইলেন।

১০ই মে। নূতন মন্ত্রিসভাস্থদের সকল সভাই অধিষ্ঠাধিকারে স্ব স্ব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ফ্রান্সে সাহেব বংশীয়ের ভুল উপলক্ষে গত বৎসর মেণ্টের প্রতি যে অভিযোগ করিয়াছিলেন তাহা ক্রোস সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কিছু সময় স্থগিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ই মে। ষ্টাণ্ডার্ড বলেন অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনাদি হইলে কতকগুলি গোর গোলিক হইবে। উহাদিগের একটী সভা হইবে। এই সভার নাম কমিটী " অব এমকোয়ারি। " মার্লবোরো টেম্পল ইহার একজন সভ্য হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই মে। বর্লিনের সন্ধিপত্রের সহ অনুসারে মন্টিনিগ্রো গ্রীক ও আষ্ট্রেলিয়ান দলের সম্বন্ধে যে কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার একটি সীমাংসা করিয়া দিবার জন্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পত্র-

দ্বারা ইউরোপের বড় বড় রাজগণকে জানাইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মে। আলবানিয়েরা বিদ্রোহী হইয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। স্কুটেরি নামক স্থানে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। মণ্টিনিগ্রোর সৈন্যগণ সীমা প্রদেশে একত্র হইতেছে।

কমন্স হাউসের সিলেক্ট কমিটী করিয়াছেন, ব্রাডলা সাহেব যে নিমে রাজভক্ত, তাহা তিনি দিবা করিয়া বলিতে পারেন। বেঙ্গল ষ্টাফ কোরের কাপ্তেন রিচার্ড করি রিজওয়ে ভিক্টোরিয়া ক্রস উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

লণ্ডন ১৪ ই মে। লর্ড রিপন লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

খোডেজার্ট, ডার্বির হইয়া সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

গ্রিণ্স লিওপোল্ড কানাডায় যাত্রা করিয়াছেন।

ডেলিনিউস একটী প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, যাহাতে বিদ্রোহীদিগের দমন করা যায়, ফরষ্টার সাহেব আয়র্লণ্ডে পুনরায় সেই উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ব্রকবর্ণে ১৫ হাজার তাঁতি কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। তাহারা শত করা ৫ টাকার হিসাবে মজুরি বৃদ্ধি করিবার কথা বলিতেছে।

প্রেরিত পত্রের সার সংগ্রহ।

বাবু অমৃতচরণ বসু লিখিয়াছেন, গত ২৮ এ রবিবার বেলা প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় রাণাঘাটের বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয়ের পূজার বাটীর টাঁদনীতে রাণাঘাট বক্তৃতাসভা নামে একটী সভা করিবার অভিপ্রায়ে অন্যূন ৬৫ শত ভদ্রলোক সমবেত হইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিশনরগণের ভ্রমে যেখানে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইবে অথবা কমিশনরগণের কোন বিষয়ে কোন অন্যায় অনুষ্ঠান হইবে তাহার প্রতিবাদ করা ও কমিশনরগণকে তাঁহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ইষ্টার্ণ চণ্ডীতলার অনতিদূরবর্ত্তী শ্রীখণ্ড, নৈটী, মণিরামপুর ও রমানাথপুরে ওলাউঠার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ গ্রাম গুলিতে কুবকদিগের বাস। ইতিপূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বরে তত্রত্য অধিবাসিগণ জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ঐ পীড়াক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। নিত্য নিত্য বিস্তর লোক কাল কবলে পতিত হইতেছে। গ্রামের দুরবস্থা ও অধিবাসীদিগের অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজনাদি নিবন্ধনই এই মৃত্যু ঘটিতেছে। যাহা হউক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনের এই অনিষ্ট দূরীকরণে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

কেওড়ামাল পরগণা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট মেদনীপুর জেলার খাস মহাল জরিপ করিয়া টাকা প্রতি ৮০। ৵৮০ নিরিখ বৃদ্ধি করাতে কোন প্রজা তাহা দিতে সম্মত হয় নাই। সম্প্রতি কাঁথির বন্দোবস্ত সংক্রান্ত ডেপুটী কালেক্টার মহাশয় ঐ সকল খাস মহালের প্রতি প্রজাকে বর্ত্তমান বর্দ্ধিত জমীর জমাবন্দী সহ এক একখানি নোটীশ দিয়াছেন। এই প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নোটীশ দেওয়াতে প্রতি প্রজাকেই কালেক্টারের নিকট, তাহাকে বা রেবিনিউ বোর্ডে, কাহাকে বা কমিশনরের নিকট কাহাকেও বা দেওয়ানি আদালতে নালিস করিতে হওয়ায় তাহাদিগের বিস্তর শারীর ক্লেশ ও অর্থ ক্ষতি হইতেছে। তিনি আরও দুঃখ করিয়াছেন বর্ত্তমান বন্দোবস্তের খাজনা আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জমীদারকে যে নোটীশ দেন, তাহাতে জমীদার অস্বীকার করায় ঐ সকল খাস মহালের ভূমির রাজস্ব গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আদায় করিবেন এই রূপ বাসনায় প্রকাশ্য স্থানে চড়ুরা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট খাস মহালের প্রজাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, ইহাই পত্র প্রেরকের প্রার্থনা।

যশোহরের সংবাদদাতা "বঙ্গদেশে আবগারির একাধিপত্য ও গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে মদের ভাঁটী হওয়াতেই অধিকাংশ লোক মাতাল হইয়া অকর্ম্মণ্য হইতেছে এবং অপরিমিত সুরাপান নিবন্ধন অনেকের অকালে মৃত্যু হইয়া দেশের মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আবগারী উঠাইয়া দিয়া অন্য প্রকার করস্থাপন করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লন, সংবাদদাতার তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার বিনীত অনুরোধ এই, অন্য অন্য সম্পাদক তাঁহাদিগের পত্রে এবিষয়ের আন্দোলন করেন।

রাজসাহী হইতে বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নায়েব শ্যামনগরনিবাসী বাবু নটবর ঘোষ অনেকের বিবেচনায় পতিত হইয়াছেন। ইনি বিষয় কর্ম্মে একজন যোগ্য লোক। ইহাঁর বিরুদ্ধে মহারাজের নিকটে অনেকে অনেক সময়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যেন তাহাতে আদৌ বিশ্বাস না করেন। স্বর্গীয় মহারাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্যামনগরে দেবালয় অতিথিশালা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহাঁর যত্নে দেবসেবা, বিদ্যাদান অন্নদান প্রভৃতি উত্তম চলিতেছে। কিন্তু চিকিৎসালয়টীর অবস্থা ভাল নহে।

অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন:—বঙ্গভাষা ব্যবসায়িগণ সাইমন্স ট্যাক্স প্রণীড়িত হইয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তদ্রত্য ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার যেখানে ১২০০ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেক্টার সেই খানে ৪০ হাজার টাকা কর ধার্য্য করাতেই সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর, যাহাদিগের কর গ্রহণ করিতেন না, বর্ত্তমান কালেক্টর তাহাদিগেরও কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কোথায় ১২ হাজার কোথায় ৪০ হাজার! বড় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

বারাণসী হইতে পণ্ডিত অযোধ্যারাম বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন, তথায় একটী ধর্ম্মসভা হইয়াছে। ইতি মধ্যে ইহার দুইটী অধিবেশনও হইয়াছিল। সভার অধিবেশন-বিষয়ক বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহাতে মনোহর বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন: তত্রত্য ধনিগণ এই সভার কার্য্যে যোগ না দিলে ইহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প।

সংবাদদাতার পত্র।

যশোহর।

ষ্টেমর মধিরামপুরের অন্তঃপাতী আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা গ্রাম হইতে ঝেরাপাড়া পর্য্যন্ত একটী কেরিওত রাস্তা না থাকায় পথিক সম্প্রদায়ের যাতায়াতের অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যশোহরে যাইতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঐ সময়ে ডাকের গরুর গাড়ি বিলি এবং মফস্বলে গমন ও আহার প্রভৃতি করা হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। গত বর্ষাকালের বন্যায় ১৯ ফেব্রু ক্রোশ ব্যবধান কাঁপা পোষ্টাফিস হইতে ৫। ৬ দিন অন্তর আমরা ডাকের চিঠি ও সংবাদপত্রাদি পাইয়াছিলাম। চাকলা হইতে নোয়ালি, সোঁড়া, ভরতপুর, টাপা, মল্লিকপুর, করিহর নগর দিয়া ঝেরাপাড়ার তালসারি পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাজপথ প্রস্তুত হইলে অনায়াসে ২৫। ৩০ খানি গ্রামের অধিবাসিবর্গের গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে।

এক্ষণে যশোহরের দয়াশীল মাজিষ্ট্রেট ষ্টার্ট সাহেব মহোদয় সমীপে আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা এই, প্রাগুক্ত রাস্তাটি প্রস্তুত করাইবার

সাহায্য মঞ্জুর করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করুন।

বিগত ২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার এ বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন হইতে এ দিকে প্রায় পাঁচদিন একরূপে বারি বর্ষণ করিতেছেন। ঐ বৃষ্টিতে হেমনাথপুরের অন্তঃপাতী ঠুঁটে কামালপুর, গোপালপুর, মনোহরপুর, বাজিতপুর, শ্যামনগর, কোণাকোলা, হাড়খালি, বিপ্রকোণা, চন্দ্রাকান্দা, কোদালপাড়া, ঝেদাপাড়া, কদমবাড়িয়া, রবিহরনগর, মুকুন্দপুর, ভুমুরখালি, ঘোলখালা, মল্লিকপুর, দো দেড়ে, বাজপুর, মামা বাগপুর, এলাগা, মধুমল নগর, শেহুরা, কাঁটালতলা, সোঁতা, ভরতপুর, নোয়ালি, গোবিন্দপুর, চাকলা প্রভৃতি গ্রামের কৃষকেরা কৃষি চাস করিয়া ধান্য বপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বশোহরের আর কোন স্থানে বোধ হয় ধান্য বুনিতে বাকি নাই। অধিকাংশ স্থানে ধান্যের চারা বাহির হইয়াছে। গত রবিবারেও এদিকে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী হড় হড়ে (হরিহর) নদের জল স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

যশোহরের অন্তঃপাতী ঝকির হাটের শাখা পোষ্ট আফিসের ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার পুলিস ইন্স্পেক্টর হাস্ত ইতিপূর্ব্বে দুইখানি রেজেষ্টরি পত্র অপহরণ করিয়া ৪৫৫ টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। সম্প্রতি সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। জজ সেজ বিচারে তাহার ২ বৎসর কারাবাস ও ১০০ দুইশত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ঝিনাইদহের বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বার্ষিক অধিবেশন নিবারণার্থ বিগত ২২ এ বৈশাখ সোমবার তথায় একটী সভা হইয়াছিল। উক্ত সভাধিবেশনের কয়েক জন কৃতবিদ্য পরহিতৈষী মাননীয় মহোদয় ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এলাকাধীন প্রায় সকল গ্রামের সম্ভ্রান্তিপন্ন ভদ্র লোকদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সভাতে উক্ত সময় উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সভ্য মহোদয়দিগের মনোরঞ্জন এবং বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের উন্নতির চেষ্টা করিলেন না। অধ্যক্ষেরা বিদ্যা কর্তৃপক্ষের কটাক্ষ পাতে যশোহরের মাথের পুরাট উঁচা পাইবার উপক্রম হইয়াছে। উহাতে সভের ছাই পড়া হয় হওয়াই কি স্কুলিদোষাণের অপরাধ?

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম সে দিবস আইট পোষ্ট কোর্টচালানের অন্তর্গত সদেমালপুর গ্রামে চোরে বলিয়া গে, এস ম্যাকলিয়ড সাহেবের মৃত মেমের কবর বা সমাধি খনন করিয়াছিল। কোর্ট চাঁদপুরে একটী বিখ্যাত গুলির আড্ডা আছে। ঐ আড্ডার লোকের দ্বারা এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জনশ্রুতি মৃত মেমের কবরীতে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত ফুল এবং হস্তের অঙ্গুরিতে ৭।৮ শত টাকা মূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরীয় দেওয়া হইয়াছিল। চোরেরা তু দিয়া বহু কষ্টে কাটালের বাক্স ভাঙ্গিয়া ইপ্সিত অর্থ লইতে পারে নাই। উক্ত গ্রামে আরও একটী সিন্ধ চুরি এবং বাজারে জনৈক দোকানদারের সরিষা চুরি গিয়াছে। ঐ সময়ে কোর্ট চাঁদপুরে ম্যাজিষ্টরের পুলিস ইনস্পেক্টর ও ৩ জন ইন্সপেক্টর উপস্থিত থাকিতেও ঐ সমস্ত চুরি যাওয়ায় তত্রত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

হুগলী।

১ লা জ্যৈষ্ঠ।

গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ নিবন্ধন প্রাতঃকালে কাছারি হওয়াতে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া "সোমপ্রকাশে" লিখিয়াছিলাম। সংপ্রতি বিষয় কর্ম্মে অবগত হইলাম, আমাদিগের সেই লেখা দেখিয়া বেঙ্গল সেক্রেটরী সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর সাহেবকে ইহার সত্যতা জানিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উল্লেখ করেন "সোমপ্রকাশের হুগলির সংবাদদাতা হুগলির ফৌজদারী কালেক্টরী প্রভৃতি আদালত কমি প্রাতঃকালে হওয়াতে সদর সাধারণ উকীল মোক্তার ও অপর প্রজাবর্গদিগের বিলক্ষণ অসুবিধা হইতেছে বলিয়া লিখিয়াছেন।" তাহাতে প্রাতঃকালে কাছারি না হইয়া বেলা ১০ টা হইতে ৫টা অবধি হয়, তাহার নিমিত্ত জনীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় আবার ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত কাছারি করিতেছেন।

আমাদিগের কৃতবিদ্য যুবকেরা দেশের অলঙ্কার স্বরূপ, অন্য লোকেরা তাঁহাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করিয়া থাকেন, এমত অবস্থায় তাঁহারা নিজেই যদি কোনাদি রিপুর অধীন হইয়া অন্যায় কাজ করিয়া বসেন, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের হয়। আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হেডিকেল বাগানের ছাত্র গরিফানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় হুগলি-রেলওয়ে ষ্টেসনের বুকিং ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত টীকিট লওয়া উপলক্ষে বিবাদ করিয়া মারিপিট করাতে হুগলির জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কণিশ সাহেব বাহাদুর উপেন্দ্র বাবুর ১০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই সামান্য মোকদ্দমায় উপেন্দ্র বাবুর পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা জানি নীলমণি বাবু নিতান্ত অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি হুগলির ষ্টেষণে প্রায় ১৮ বৎসর আছেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরা তাঁহাকে কোন আরোহির সহিত কুব্যবহার করিতে দেখি নাই।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি এখানকার একটী সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শুনা গেল ঐ স্ত্রীলোকটী ৩।৪ মাসের সন্তঃ ছিলেন।

সংপ্রতি হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রোড সেস কমিটীর ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ রায় মহোদয় আমাদিগের মোগলাই গ্রামের রাস্তা গুলির সংস্কারার্থ রোডসেস্ ফণ্ড হইতে এক শত টাকা দিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রদত্ত টাকা "সমুদ্রে গাদা অঙ্ক স্বরূপ" হইয়াছে। আমরা ভরসা করি শ্যামাপদ বাবু আগামী বৎসরের বজেটের সময় আর কিছু টাকা দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

চন্দননগর।

বসন্ত ও ওলাউঠায় এখান জনশূন্য করিতেছে। তবে আহ্লাদের বিষয়, যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় জ্বরে পীড়ার হ্রাস হইতেছে।

আমাদের নবাগত বড় সাহেব "সেফ দে সেব ডিস" বাস্তবিক প্রজাহিতৈষী। তিনি প্রায় প্রত্যহই এখানকার ধনী প্রজাবর্গের বাটীতে গিয়া, কিসে এখানের উন্নতি হইবে, তাহার পরামর্শ করিতেছেন। যদ্যপি ঈশ্বরেচ্ছায় এখানকার ধনী বাবু তাঁহার সহায় হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি হইবে।

বাঙ্গালী টোলায় রাত্রিকালে আলো দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান ঐ অঙ্গে সর্ব্ব সমেত ৩৫ টী নূতন আলো দেওয়া হইবে। ইহার জন্য প্রজাকে টাকা দিতে হইবে না। এস্থানের প্রত্যেককে বার্ষিক আট আনা টাক্স দিতে হয়। এই ৵০ আট আনা ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আর কোন বিষয়ে কর গ্রহণ করেন না। চন্দননগর-গবর্ণমেণ্ট যেরূপে প্রজা পালন করিতেছেন, তাহাতে বাস্তবিক ফরাসি জাতিকে প্রজাপালন বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের পাড়ার জন কয়েক যুবকের যত্নে একটী নাট্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এবিষয়ে নবগোপাল বাবুর যত্ন দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহা স্থায়ী হইবে।

তাঁহার উহাদ প্রশংসনীয়, কিন্তু যদ্যপি তিনি ইহার সঙ্গে একটী রিডিংরুম করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক অভাব মোচন হয়।

জামালপুর

একটী ব্রাহ্মণ জামালপুরের অডিট আফিসে কেরাণিগিরি কর্ম্ম করিত। উহার চরিত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি একদিন রাত্রি অনুমান একটার সময়ে এক ফিরিঙ্গীর বাড়িতে প্রবেশ করিয়া তাহার মেমের সহিত বারা ছাদ বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় দেখে মেম নিকটে নাই। অনুসন্ধানার্থ বাহির হইবা মাত্র মেম ও ঐ যুবাকে একত্র বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া সাহেব যুবার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ প্রহার করেন এবং অনধিকার প্রবেশের দায়িতে পুলিসে চালান দেন। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট উহার বিচার হয়। বিশিষ্ট প্রমাণ না হওয়াতেই মোকদ্দমাটী ডিস্ মিস হইয়াছে। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ানেরা যদি ভারাম্বর বলিয়া হিন্দু সমাজে স্থান না পায় তবে এই লম্পট যুবক ও আমাদের মতে হিন্দু সমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে।

একটী রেলওয়ে বাবু ট্রেণ হইতে নামিয়া যাত্রীরা যে ফটক দিয়া বাহিরে যায় সেখান দিয়া না যাইয়া প্লাটফরমের মধ্য দিয়া কর্ম্ম স্থানে যাইতে ছিলেন। পুলিসের জনেক কনষ্টেবল যাইতে নিষেধ করিলে কহেন, আমার নিকট ছাড় পত্র (পাশ) আছে, অতএব যে সে স্থান দিয়া যাইতে পারি। কনষ্টেবল সে কথা না শুনিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলে ও তিনি যাইতে নিরস্ত হয়েন নাই। কনষ্টেবল এই অপমানে তাঁহার উপর মার পিটের একটী মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া, মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু রীতি মত প্রমাণ দিতে না পারায় মোকদ্দমাটী ডিস্ মিস্ হইয়াছে।

মুঙ্গেরের একটী বাবু জামালপুরের অডিট আফিসে কর্ম্ম করেন। বাসায় কিছু কাজ আনিয়া দেখেন, গৃহে কালী নাই। তাঁহার এক বন্ধু মুঙ্গের ষ্টেসনে কর্ম্ম করেন, তাঁহার নিকট ভৃত্য দ্বারায় কিছু কালী চাহিয়া পাঠান। ভৃত্য একটী ভাঙ্গা বোতলে করিয়া কালী লইয়া প্লাট ফরমে আসিবা মাত্র ষ্টেসনের পুলিসের এক ব্যক্তি তাহাকে চোর বাঁধিয়া মেগুরে করে ও হাজতে দেয়। যে বাবু কালী বিবাদিলেন তিনি এই সমাচারে ভৃত্যের উদ্ধার করিতে যাইলে কহে, "তুমি আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার না করাতেই এরূপ কাজ করিয়াছি, এক্ষণে যদ্যপি দুই শত টাকা আনিয়া দিতে পার তাহা হইলে ছাড়িতে পারি, নচেৎ কিছুতেই ছাড়িব না" এই বলিয়া, সমস্ত রাত্রি তাহাকে হাজতে রাখে। তৎপরদিন ছাড়িয়া দিয়া, ফৌজদারিতে তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল। মুঙ্গেরের মুখোপা মাজিষ্ট্রেট ভৃত্যটীকে খালাস দিয়া উল্টিয়া ঐ পুলিশ কনষ্টেবলের মেয়াদ দিয়াছেন। উত্তম বিচার হইয়াছে, এইরূপ দুই চারিটী হইলে পুলিসের অত্যাচার অনেক কমিতে পারে।

গত সপ্তাহে একশত মণ আন্দাজ একখানি চাউলের নৌকা যখন মুঙ্গেরের ঘাটে লাগে হঠাৎ তামাক খাইবার আগুণ উড়িয়া গিয়া ছোই ধরিয়া যায়। মাঝিরা বুদ্ধি পূর্ব্বক নৌকা খানি জলমগ্ন করায় চাউল ও নৌকার কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

এখানে আজ কাল ব্রাহ্মদের ও মদ বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। অপরা তাহাতেই বা দোষ কি? বোতল বোতল সুরা উদরস্থ করিয়া যখন ব্রহ্মণাদেব ব্রাহ্মণেরা পবিত্র দেহে স্থির থাকিতে পারেন তখন সুরা স্পর্শে তাঁহার অকলঙ্কিত শরীর কলঙ্কিত করিতে কে সাহসী হইবে?

সম্প্রতি এতদঞ্চলে এমন পূর্ব্ব বাতাস বহিতেছে যে, ঘুড়ের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি না হইলে ধূলার জ্বালায় রাস্তা চলা ভার হইত। এই বাতাসে আমের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। আম পয়সায় দুইশের আড়াইশের বিক্রয় হইতেছে।

অন্যান্য সংসর অপেক্ষা এবৎসর এখানে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগের ভয় কম। যদিও এই একটী বালকের ওলা বিকার হইতেছে কিন্তু মারাত্মক নহে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিম্নোক্ত নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৩ রা মে। মুঙ্গেরের অন্তর্গত বাবুদের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইমদাদ আলী কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরায়ে রহিলেন।

মৌলবী গোলাম এসাহি পূর্ণিয়ার ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৪ ঠা মে। বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দীননাথ আঢ্যি ঐ জেলার ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ য় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জবলু. সি. টেলার সাহেব প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

১০ ই মে। চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালিশঙ্কর সেন ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত পুরন্দর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধামোহন রায় ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই মে। শ্রীযুক্ত, এম. এন বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৩ রা মে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বেগুসরায়ের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

মফট তৈয়ার।

অল্প ডামে বিশি ১ টাকা পার্সিল ৵ আনা। বর্ষের ঘা, পুচ, কটকট, বেবনা, সন সন, ঘোঁ ঘোঁ, ধরিয়া ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মফস্বল।

প্রতি বোতল ১০ আনা। দদ্রের ঔষধ পত্র, যে ঔষধ, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, শুষ্ক নাসার ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল ধর

৩৯ নং চোরবাগান

ঈশানমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

কলিকাতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার বর্ত্তমানপুর ঈশানচন্দ্র মিত্রের মৃত ঔরসীয় ৺ (তিনি জাতীয় হিন্দু) ঐ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নময়ী দাসীর নামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া গিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে সেই উই-

দের প্রোবেট লইয়াছেন। এক্ষণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী। উইলকর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

ধর এণ্ড ধর

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর প্রক্টর।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ সাড়ে দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গৌরোদ্দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বধ্যান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ প্রমাণ শ্লোকসহ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে বঙ্গভাষায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ ম খণ্ড (৩১২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ ছই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও পঞ্চতত্ত্ব সখা সখীর তত্ত্বধ্যান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যক্রিয়া ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ ছই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। ছই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৩ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।

৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট

বাগবাজার। কলিকাতা।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩৲

বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১৲

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১৲ হারে নিয়মে অল্প দিবসের মধ্যে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩, এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৷০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ সেবনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন, পক্ষাঘাত, প্রসারসংকোচন, শূল ব্যথা, কোলা, শক্তির ব্যথা, কানীর ব্যথা, শিরাপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৩, পার্কিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ কড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান দেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার যোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কটিশূল, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অরুচি, প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্থূলী হীনীন প্রকৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মালিকাপুর বস্থ পুষ্করিণী।

১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার বিধানমতে মালিকাপুর, বৈকুণ্ঠপুর, চাঙড়ীপোতা, করিমাতি, রাজপুর, নিশ্চিন্তপুর, জগন্নাথপুর, উখলা, তেঘরি, খুড়িগাছি ও সোনাপুর গ্রাম হারের লোক সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, যে জেলা ২৪ পরগণার প্রথম সুবর্ডিনেট জজ আদালতে বাদী রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এবং রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পঞ্চানন রায় চৌধুরী ক্ষেত্রনাথ রায় চৌধুরী, মনীমচাঁদ ঘোষ, দীননাথ ভট্টাচার্য্য এবং রাজকুমার বসুর বিরুদ্ধে গত ৩০ এ এপ্রেল তারিখে সাধারণের হিতার্থে ১৫০০ টাকার দাবিতে বস্থ পুষ্করিণী নামক পুষ্করিণী দখল জন্য নালিস উপস্থিত করিয়াছে। ঐ পুষ্করিণী মালিকাপুর গ্রামে স্থিত এবং পুষ্করিণীটীর পরিমাণ কমবেশী ৪২৲ বিঘা জমী হইবে। ঐ মোকদ্দমার উক্ত ধার্য্যের জন্য আগামী ৫ ই জুলাই দিন অবধারিত হইয়াছে। ১৮৮০। ৯ ই মে।

Bhubun Chandra Mookerjee

প্রথম সবজজ।

২৪ পরগণা।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার কার্য্যার্থ হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র, মুন্সাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড

গরাণহাটা

কলিকাতা।

এই বিদ্যালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। গ্রন্থকর্ত্তার আদেশানুসারী প্রুফ দেখা এবং গ্রন্থনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল

ম্যানেজার।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের সপ্তম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৯৲ টাকা। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৮ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে লোকরঞ্জনোপযোগী সাধারণ বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। সপ্তম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্তে আগমন।
৩। এক অপূর্ব্ব নগরী।
৪। উপন্যাস।
৫। শকুন্তলা ও কালিদাস।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপাজি ৬ফর্ম্মা আট পেজায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রাহকের নাম করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর নম্বরীপাড়ায় তদানন্দ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেনামি পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ

কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মুজাপুর নম্বরীপাড়া ৬নং যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৩ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৭৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সহ ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলফেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিশেষে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, মহোদয়া ছই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়

৬৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

কোন ব্যক্তি প্রবন্ধনা পূর্ব্বক সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম ও তিন শত টাকা মহাত্মাদিগের নিকট অর্থ এবং পুস্তকাদি মহাশয়দিগের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। অদ্য দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অপর কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রবঞ্চক। ইংরাজীতে সোমড়া পব্লিক লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও লিষ্ট ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ দয়াজ্ঞানহীন প্রবঞ্চকদিগের জন্য অনেক সাধু ইচ্ছায় বিঘ্ন হইল, এবং অনেক দেশহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৪ এ বৈশাখ ১২৮৭।

শ্রীসতীপ্রসাদ সেন

সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের গদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সারল্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্থানিক টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু

পুস্তকভাণ্ডারের লেন ১০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা মুজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা কৌড়দারি বালাখানা ১৪৯ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য প্রক্রিয়াবলী।

তপসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৷০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে মহর্ষিদের মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সংশোধন, গুপ্তিকাদির দংশন, সন্নিপাতাদি, অভিঘাত, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

ইহাতে সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের শোধন মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির বিবিধ বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আশ্চর্য্য মিলন। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নিদর্শনের মাসুল লাগে না।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ দশ টাকা মাত্র। ডাকমাশুল লাগে না। নিয়ম ৫ পাঁচ, দেবি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৯৯ রসাপগলা, অমরাপুরী — শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্গলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷০ আনা।

নবম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্গলতা লেখক" "হরিদাস বিদ্যা" নামে একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৮ রসাপগলা, অমরাপুরী — শ্রীভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়, কার্য্যাধ্যক্ষ।

ন. চ. দ. এণ্ড কো.
হোমিওপ্যাথিক
ডিপো

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তকচিকিৎসার জন্য যাবতীয় পুস্তকসহ স্যাম্পের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বোতল।

মাদার টী ৷৷০ ৷৷০ ওয়াইন বার্ড ৷৷০ ৷৷০
ফ্লুয়ড্রাক্ট ৷৷০ ৷৷০ সাধারণ টিংচার ১৲ ১৷৷০
এসিটিকেসন ১৲ ৷৷০ অন্যান্য ঐ ১৲ ১৷৷০

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫৲ চিকিৎসা সূত্র ৷৷০ ওলাউঠা চিকিৎসা ৷৲ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ৷৵ স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষয় ৷৵ ঔষধগুণ সংগ্রহ ১৷৷০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷৷০ অন্ত্র চিকিৎসা ৷৷০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০ ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৷৷০।

হোমিওপ্যাথি প্রকাশক যন্ত্র।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল লখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরীতে অতি সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কণ্ডুয়া, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

১ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ১ টাকা।
৬ ৵০ শিশি ... ... ১ টাকা।
৫ ৷৷০ শিশি ... ... ৸ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, একাহ্নিক দুর্নিবার জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহদুষ্ট জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আরূঢ় হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷০ আনা।

শিবায়ুত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ শোষার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক অস্থিরতা, দুর্ব্বিলাস, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক শোষার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৷০ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷৷০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুক্তাপুর দশরিপাড়া কলঙ্কম বয়ে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ছণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর প্রকারে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যদি সোমপ্রকাশ গ্রাহকে অনিচ্ছু হইলে অবশ্যই মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵০ ছয় আনা হারের পরিবর্ত্তে ৷৷০ তিন আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ইহা এই পত্র কলিকাতা মুক্তাপুর ১৮ নং বৃদ্ধকাশীর লেন কলঙ্কম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।" ৬ ষ্ঠ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। | ১২৮৭ সাল ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ২৪ এ মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসময়ে পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

প্রহারনিষেধক আইনের আবশ্যকতা।

মফস্বলে ইউরোপীয়দের দারুণ প্রহারে সচরাচর এদেশীয়ের মৃত্যু হয়। ইহার নিবারণার্থ এইরূপ একটী আইন করা আবশ্যক যে কোন ইউরোপীয় এদেশীয়ের গায়ে হাত তুলিতে পারিবে না। যদি কোন ইউরোপীয় এ আইনের উল্লঙ্ঘন করে, অথবা বিবেচনা করিয়া তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড করা হইবে, পাঠকগণের বিলক্ষণ স্মরণ আছে, আমরা যত বারে এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম আহম্মদাবাদের এক মুসলমান পদাঘাতে এক হিন্দু স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। অতএব আমরা এই প্রস্তাব দ্বারা আমাদের কৃত সেই অতীত প্রস্তাবের সংশোধন বাসনা করিয়াছি। কেবল ইউরোপীয়ের প্রহার-নিমেধ-বিধায়ক আইন হইলে চলিতেছে না। সাধারণ্যে প্রহারনিষেধক একটী আইন হওয়া উচিত।

কেহ কাহাকে প্রহার করিলে আদালতে অভিযোগ করিয়া তাহার দণ্ডবিধান করা যায় এইরূপ আইন আছে। কিন্তু প্রাণবধের নিবারণ বিষয়ে সে আইনটী পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। কেহ প্রহার করিল, গায়ে বেদনা হইল, অথবা শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইয়া রুধিরধারা নির্গত হইল, তুমি আদালতে অভিযোগ করিলে, বিচারপতি অপরাধীর দণ্ড করিলেন, তাহাতে তোমার গায়ের বেদনার লাঘব হইল না এবং শরীরে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাও বিলক্ষ হইল না। ক্ষতের প্রতিকারার্থ ডাক্তারের আশ্রয় লইতে হইল, ব্যয় করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হইল। আদালতে অভিযোগ করিয়া সে অংশে তুমি কোন ফল পাইলে না। তবে অপরাধীর দণ্ড হওয়াতে তোমার এই এক লাভ হইল, ক্রোধে ও অপমানে তোমার শিরায় শিরায় যে বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল, শরীরচারী শোণিত যে উৎসৃষ্ট বিসৃষ্ট হইতেছিল, মুখ চোখ ও নাসিকা হইতে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ব্রহ্মতল বিদীর্ণ হইয়া যে অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল, তত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অগ্নিপর্বতের ন্যায় যে মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছিল, ললাটফলকে স্বেদবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় যে বিরাজিত হইতেছিল; অপরাধীর দণ্ড হওয়াতে তাহার শান্তি হইল এবং বর্ষাকালীন পয়ঃ আবর্তের ন্যায় তোমার মনোমধ্যে যে মহান আবর্ত্ত হইতেছিল, তাহার নিবৃত্তি হইল এই মাত্র।

যে স্থলে অন্যকৃত প্রহারে শরীর অক্ষত ও অবিনষ্ট থাকে, সেইখানকার এই ব্যবস্থা, কিন্তু যেখানে প্রহার প্রভাবে শরীরস্থ পঞ্চ ভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, সেখানে বিচারালয়ের দণ্ড ব্যবস্থায় কোন প্রকার লাভেরই সম্ভাবনা নাই। সেই সেই হত্যাস্থলের দণ্ড ব্যবস্থার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আইন করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

এক জন নিদারুণ প্রহার করিয়া ইচ্ছানত আর এক জনের প্রাণহরণ করে; এ বড় ভয়ঙ্কর কথা। মানুষ যে ইচ্ছানত আর একজনের প্রাণ সংহার করিবে, ঈশ্বর কি মানুষকে সে ক্ষমতা দিয়াছেন? না, দেন নাই। তিনি যদি মানুষকে সে ক্ষমতা দিতেন, তিনি নিজ হস্তে সে ক্ষমতা রাখিতেন না। যিনি যত বড় উচ্চপদারূঢ় হউন; যিনি যত বড় দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী হউন; যিনি যত বড় বুদ্ধিমান হউন; যিনি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালী হউন, তাহা সকলেরই এক গতি। দরিদ্র ও ভিক্ষুকেরা যে রীতিতে জন্মগ্রহণ করে; যে রীতিতে তাহাদের যৌবন লাভ হয়; যে রীতিতে তাহাদের প্রৌঢ় দশা ও বৃদ্ধদশা উপস্থিত হয়; পরিশেষে তাহাদের যে রীতিতে মৃত্যুমুখে পতন হয়; উচ্চ পদারূঢ় ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরও জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক বিষয়ের সেই রীতি। যে দুষ্পরিহার্য পদার্থে দরিদ্রের জন্ম, ঐশ্বর্য্যবানেরও সেই পদার্থে জন্ম হয়। মৃত্যুকালে দরিদ্রের যেমন হিমাঙ্গ নাড়ীক্ষয় দৃষ্টি ও বাক্‌রোধ, চৈতন্য নাশ হয়, ঐশ্বর্য্যবানেরও অবিকল সেইগুলি ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধিমান ও ধনবান বলিয়া কেহ যমি খাওয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাবতীয় মনুষ্যেরই জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর একরূপ নিয়ম করিয়াছেন। তখন মনুষ্যের কেন, পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি সাধারণের একবিধ প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছেন, তখন সেই বুঝা যাইতেছে, সমস্ত হইতেছে ঈশ্বর মনুষ্যের ক্ষমতা আর কাহারও হস্তে মাত্র করেন নাই।

পাঠক এ স্থলে এই আপত্তি করিতে পারেন, যদি ঈশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যের প্রাণহরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই এবং প্রহারে প্রাণহরণ করিলে তিনি কি করিবেন না? তাহার উত্তর এই, নির্দ্দিষ্ট পরিমিত স্থলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের স্বাধীনতার কথা। ঈশ্বর মানুষকে নানাবিধ শক্তি দিয়াছেন, স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। মানুষ নানা প্রকারে সেই সকলের নিজ নিজ অধিকার রক্ষা করে, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হয় না, যুদ্ধঘটনা হয় না, মনুষ্য হইতে হয় না।

কিন্তু মানুষ কেমন দুরাগ্রহ গ্রস্ত, কেমন দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ, কেমন স্বার্থপরতায় অন্ধ, কেমন দুই বুদ্ধির আশ্রয়, কেমন অকৃতজ্ঞ যে ঈশ্বরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া বসে। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয় এবং তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া মহাপাপসঞ্চয় করে। তাহাকে নৈরাশ্যে কার্য্য করিয়া তাঁহার নীতি ঘোষণা করিতে পারে না। তাহারাই কলহের সূত্রপাত বিধান করিতেছে।

রাজারা জগতে যে মনুষ্যবধরূপ প্রলয় করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের ঈশ্বরাধিকার-কলঙ্কিত পরিচয় হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের অক্ষমতা ও পরস্বাপহারশক্তি-বিহ্বলতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয় হইতেছে। একজন এক জনের প্রাণবধ করিল, তাহা দেখে প্রাণবধকারীর প্রাণবধ করিলেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রাণবধ অংশে প্রথমাপরাধী প্রাণবধকারী রাজা ও তাহার হন্তকারী রাজা উভয়ের তুল্যাপরাধী। ঈশ্বরের নিকটে উভয়েই মহাপরাধী হইলেন, উভয়েই কৃপা পাপী হইলেন। আমরা যে রাজগণের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা কহিতেছিলাম, তাহার কারণ এই। তাঁহারা মনে করেন, মনুষ্যবধরূপ প্রলয় হত করিলে জগতে মনুষ্যের নিবারিত হইবে। ইতিহাসের সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত সমর হয় নাই এমত প্রতিপন্ন হয় নাই, কিন্তু এমনত কোন দেশে মনুষ্যবধ নিবারিত হইয়াছে? মনুষ্যবধের দণ্ডবিধানের কি অন্য উপায় নাই? বধের যে ফল, অন্য উপায়ে অবশ্যই সে ফল। অন্য উপায় অবলম্বন করিলে সহজে অনেক উপকার হইতে পারে। সম্প্রতি আফগান যুদ্ধে রাজপুরুষেরা যদি ছাড়িয়া দিয়া আসিতেন, তাহা হইলে কত টাকা বাঁচিত, কত লোকের প্রাণ রক্ষা হইত, কত লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যাহারা স্বচক্ষে ইহার দর্শন করিতেছে, তাহারাই বুঝিতে পারিতেছে না। সেখানে অনেকের এরূপ খারাপ বাতাস হইয়াছে, এই নিমিত্ত অনেক অনর্থ আশঙ্কায় ভয় হইতেছে। যখন ইংরাজি নিরাকৃত হইবে, তখন রাজপুরুষেরা এই ব্যয়ের পরিমাণ করিবেন। আমরা ইহার একটী উপায় দিতেছি। তাহা এই যুদ্ধব্যয়ের ভার প্রজাবর্গের উপর দিলে হয়। তাহাদের কুলের উপর দিলে ভাল হয়। তাহাতে কুলীন ও উচ্চে মাটি দিয়া উচ্চ নিম্ন করা হইবে; তাহাদের কুলের চিহ্ন পাওয়া যাইবে না, তাহাদের কুলীনত্ব নিরাকৃত করা হইবে; কাহাকেও খুঁজিতে হইবে না। অধিকন্তু তাহাদের আশ্রয় লইয়া আমাদের [illegible] হইবে না। পাপের কণ্টকের রাজ্য। পাপের [illegible] প্রদান করিলে পাপিষ্ঠের কুল হইবে [illegible]

[illegible] বধের [illegible]
পুত্র বা বিষ্ঠাগর্ভের পাপিষ্ঠারা [illegible]

ইংরাজ যখন করিয়া টানিতে থাকুক, অথবা বুকুর দিয়া খাওয়ান হউক, কিম্বা শূলে দেওয়া হউক, অথবা কবাস্ত দিয়া বিদারণ করা হউক।

এই সকল মত এক্ষণে বীভৎস ও জুগুপ্সিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমার এমন দিনও আসিবে, যখন মানুষের প্রাণবধ দণ্ড এইরূপ জুগুপ্সিত বলিয়া বোধ হইবে। তখন উহা পরিত্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই। তখন আমাদের দয়ালু আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র মুখ হইতে "মা হিংস্যাঃ সর্ব্বভূতানি" এই যে মহোদার বাক্য নির্গত হইয়াছে, রাজগণ তাহার অনুসরণ করিবে। ফলতঃ যেসময় দয়ালু সংপুরুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা দুষ্কৃতস্বরূপে জীবহিংসার পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব আমরা প্রবল ব্যক্তির নিরাকরণ প্রহারে দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রাণরক্ষা নিবারণের উপায় স্বরূপ যে আইন করিবার প্রস্তাব করিলাম আমাদের সভ্যতম গবর্ণমেণ্ট তাহাতে উপেক্ষা করিবেন, আমাদের এমন বোধ হয় না। তাঁহারা ঐ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং আমাদের বাঞ্ছানুরূপ একটী আইন করিয়া ঐ বীভৎস ভাবের নিবারণে যত্নবান্ হন, এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

যদি গবর্ণর জেনরল রাখা হয় ইংলণ্ড হইতে পাঠান উচিত নয়।

লার্ড আর্ডল্যণ্ড পেরি আফগান যুদ্ধ-সম্বন্ধে যে প্রস্তাব নিবেদন করিয়াছেন, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, বিশ্বাস না করিবার কোন পথ দেখা যায় না, তিনি প্রথমে প্রয়োগ ঘটনা করিয়া স্বরাজ্য সংরক্ষণ করিয়াছেন তাহা হইলে লার্ড লিটনকে আফগান যুদ্ধের সংঘটনকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এক জন মাত্র কল্পনা করেন, অন্য সব লোকে অতি সহজে বশ হইয়া থাকেন। কিন্তু আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে লার্ড লিটন মাইকেরিয়া ও অভিনেতা উভয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভাবে বুঝা যায়, প্রস্তাব লেখক পেরি সাহেবের এই কথা বলা অভিপ্রেত, আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ নাই। যত দোষ লার্ড লিটনের। কারণ, তিনি সীমাবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া তাহাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের মত করিয়া লইয়াছিলেন। মিলেটরি সেক্রেটরি কর্ণেল কল সাহেব আবার লার্ড লিটনের মত করেন।

পেরি সাহেব একজনকে দোষমুক্ত ও অপরকে দোষী করুন, আর অন্যেই সে চেষ্টা পাউন, কিন্তু আমাদের মতে সকলেই সমান দোষী। সত্য বটে লার্ড লিটন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু লার্ড সালিসবরি বা ডিসরেলি যদি ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন না করিতেন, প্রস্তাবটী কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না। লার্ড লিটন মোহমন্ত্রবলে কি তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন? তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না? যদি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন; তাহা হইলে এই দুই প্রকার অনুমান করিতে হয়। হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই দেখেন না, গবর্ণর জেনেরলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, তিনি যা করেন, তাই হয়, মন্ত্রণা তাঁহারা মুগ্ধমূর্ত্তি, উপরিস্থ পদে কেবল সাক্ষী গোপাল স্বরূপ আছেন। তাঁহারা এমন গুরুতর বিষয়ে কিরূপে অনায়াসে অনুমোদন করিলেন? তাঁহারা ইহার অনিষ্টকারিতার বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না? সীমা বাড়াইতে হইলে অন্তত উপত্যকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইবে। পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী যাবতীয় পার্ব্বত্য পথ অধিকার ব্যতিরেকে সে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। পার্ব্বত্য পথ অধিকার করিতে গেলেই কাবুলের সহিত যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা। ঘটনাতে তাহাই ঘটিয়াছে। যাঁহাদের উপরে সকল বিষয়ের ভার, তাঁহারা যদি উচ্চস্থানে থাকিয়া এ সকল অনিষ্ট দেখিতে না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার ফল কি? বিশেষতঃ সীমাবৃদ্ধি প্রস্তাব নূতন প্রস্তাব নয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ঐ প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলেরা ঐ সকল অনিষ্ট দেখিয়াই ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা বলেন, লার্ড লিটনই কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার গুরুতরাপরাধী, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমাদের সংস্কার এই, ইংলণ্ডে কাবুল যুদ্ধের পক্ষ প্রবল হইয়াছিল, রোমেটেড হইয়াছিল, লার্ড লিটন কেবল হুঙ দিয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল দত্ত অনর্থের মূল, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা গবর্ণর জেনেরলের মতেই চলেন, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গবর্ণর জেনেরলের নিয়োগ বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এদেশীয়দের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী মন, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল করা কর্ত্তব্য নয়। এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতাবান্ লোকের আবশ্যক করিতে হইলে ইংলণ্ড হইতে গবর্ণর জেনেরল পাঠান উচিত হয় না। ভারতে ইংরেজ আধিপত্য আরম্ভ অবধি এপর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে যত গবর্ণর জেনেরল আসিয়াছেন, তাঁহাদের

অধিকাংশই ভারতের প্রতি দয়া মায়া-শূন্য হইয়া কাজ করিয়াছেন। লর্ড লিটন ঐ দলের প্রধান। ইনি ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন, সকল বিষয়েই ভারতের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় এই, ইঁহা হইতে ভারতের একটীও হিত কার্য্য হয় নাই। লর্ড ডেলহাউসি যে এত দুরন্ত ছিলেন, তথাপি তিনি প্রকারান্তরে ভারতের হিত-সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের রেলওয়ে তাঁহার কীর্ত্তি। এই সকল কারণে আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, যাঁহারা ভারতে থাকিয়া দীর্ঘকাল রাজকার্য্য করিয়া রাজকার্য্যে সুশিক্ষিত ও এদেশীয়দের হিত-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিকেই ভারতের গবর্ণর জেনরল করা কর্ত্তব্য। আমরা সকল বিষয়েই ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজকর্ম্মচারীদিগের পূর্ব্বশিক্ষার ও অভিজ্ঞতালাভের বিধি দেখিতে পাইতেছি। যিনি সিবিল সর্ব্বেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে আইসেন, তাঁহাকে প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের সহকারী হইয়া কার্য্য করিতে হয়। তাহার পর ক্রমে তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ ও উচ্চতর পদ লাভ করেন। অন্য অন্য বিষয়েরও এইরূপ ব্যবস্থা। কেবল গবর্ণর জেনরল নিয়োগের বিষয়ে এ বিধি নাই। এ বিধি নাই বলিয়াই আমরা অল্প গবর্ণর জেনরলকে ভারত-হিতৈষী ও ভারতের প্রতি দয়াবান্ দেখিতে পাই। যদি এরূপ নিয়ম হয়, ভারতের যেসমস্ত রাজকর্ম্ম-চারী নিজ গুণে ও ভারতের প্রতি দয়াগুণে বিখ্যাত হইবেন এবং ক্রমে কমিশনর ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চ পদ লাভ করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তমকে বাছিয়া গবর্ণর জেনরল করা হইবে।

আমরা যে অনিষ্ট নিবারণের বাসনায় গবর্ণর জেনরল নিয়োগের উপযুক্ত প্রস্তাব করিলাম, ভারতে গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিলেও সে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। এখন আর আমরা ভারতের গবর্ণর জেনরল পদের উপযোগিতা আব-শ্যকতা ও সার্থকতা দেখিতে পাই না। এখন যদি সকল প্রেসিডেন্সিতে এক একজন উপযুক্ত গব-র্ণর প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে কার্য্য চলিতে পারে। তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একবারে ইংল-ণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে স্ব বক্তব্য বিষয় সকল লিখিয়া পাঠাইবেন। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আদেশাদি দিবেন। গবর্ণর জেনরল পদ উঠিয়া গেলে অনেকগুলি উপকার হইবারও সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ অনেক-গুলি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য লাঘব হইবে। তৃতীয়তঃ লার্ড ডেলহাউসি ও লার্ড লিটন প্রভৃতির ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষা-পরবশ গবর্ণর জেনরল হইতে ভারতের যে মহা অনিষ্ট ও ইংরাজ জাতির যে কলঙ্ক হইল, তাহা আর হইবে না। লার্ড ডেলহাউসি অন্যায় বলপ্রয়োগপূর্ব্বক ঝান্সী রেবার প্রভৃতি এদেশীয় রাজার রাজ্য যে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হয় নাই? লার্ড লিটন কাবুলে অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া একটী স্বাধীন দেশ উৎসন্ন করিলেন এবং অন্যায়রূপে ভারতকে যে ঋণের দায়ী করিলেন, এটী কি ইংরাজ জাতির কলঙ্কের বিষয় নয়?

ভারত যাঁহাদের চন্দ্র সূর্য্য বুধ বৃহস্পতি শুক্রাদি গ্রহের ন্যায় দূরবর্ত্তী, ভারতের সহিত জন্মাবচ্ছিন্নে যাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তাদৃশ সমুদ্র-দ্বীপবাসীয় ব্যক্তিদিগকে ভারতের গবর্ণর জেনরল করিলে যে কি মহাদোষ হয়, তাহা অনেকেরই কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাঁহারা তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের কাজ ভাল হয় না, তাদৃশ ব্যক্তিরও এদেশে আসা ভাল হয় না। তাঁহা-দের মধ্যে অনেকে কেবল যে ভারতের প্রতি নিঃস্নেহ ও নির্দ্দয়, তাহা নয়। তাঁহারা রাজনীতি বিষয়েও নিষ্ণাত নন। রাজনীতি যে প্রকার দুরূহ বিষয়, দীর্ঘকাল আলোচনা না করিলে ইহাতে ব্যুৎ-পত্তি হয় না। রাজনীতিতে ব্যুৎপন্ন না হইয়া গবর্ণর জেনরলী করা নাবিস্তি পুত্রের ঔরকার্য্য নিষ্ফার ন্যায় হইয়া উঠে। ইংলণ্ডে গবর্ণর জেনরল নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার আর একটী প্রধান দোষ এই, অনেকে দুরাকাঙ্ক্ষা পরিবেশে বয়ন করিয়া আইসেন। উপস্থিত হইয়া তাহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টায় অনেক ধনে প্রাণে ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়। কেকেয়ী প্রাণবিনিক্ষেপকারী বালকদিগকে যেমন বলিয়াছিল "খেলাতে খেলা আমাদের মৃত্যু" অনেককে সেই বাক্যের পুনরুক্তি করিতে হয়।

নীলকরের অত্যাচার।

আমাদের যশোহরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পুনরায় নীলকরের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, নীল-করেরা বলপূর্ব্বক প্রজার ক্ষেতে নীল বপন করিতেছে।

অত্যাচারের মূল উৎপাটিত হয় নাই। অতএব পুনরায় অত্যাচার সংবাদ শ্রবণ আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কতক গুলি জঙ্গলা গাছ আছে এক কালে তাহার মূল উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার মস্তক ছেদন করা হয়, সে গাছ পুনরায় দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাহার শাখা প্রশাখা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। নীল গঠিত অত্যাচারের মূল দুটী। এক প্রজার ক্ষেতে নীল বপন, দ্বিতীয় প্রজাকে নীলের দাদন দেওয়া। এ দুটীর অনাথাচরণ হয় নাই। মধ্যে কেবল অত্যাচার বৃক্ষের মধ্যস্থানে আঘাত করিয়া তাহার ছেদন করা হইয়াছিল। পুনরায় কালসহকারে সেই অত্যাচার-বৃক্ষ শাখা পল্লবাদি বিশিষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। নীলকরেরা প্রজার ধানাদি ক্ষেতে নীল বপন করিতে পারিবে না এবং প্রজাকে কোন রূপে দাদন গছাইতে পারিবে না, যাবৎ এ প্রকার স্পষ্ট আইন না হইবে, তাবৎ এ অত্যাচারের সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যিনি নীল অত্যাচারের প্রধান পক্ষ, তিনি বঙ্গ-দেশের নীর্ঘ স্থানে বিরাজমান। অতি দূরতর প্রদেশ হইতেও তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন। তাদৃশ ব্যক্তির অধিকারে নীলকরেরা কিরূপে পুনরায় অত্যাচার করিতে সাহসী হইল এ বিষয়ে আমাদের বড় সংশয় জন্মিতেছে। ইহার অভ্যন্তরে কোন গূঢ় কাণ্ড থাকিতে পারে। অথবা সংশয় কি? স্বার্থ মানু-ষের অন্তরকে মলিন করিয়া তুলে। নীলকর-দিগের ও হৃদয়ের মলিনতা-কারক নীল সম্পর্ক আছে, যাহাদের সে সম্পর্ক নাই, স্বার্থ তাহাদের শুভ হৃদয়কেও নীলরঞ্জিত করিয়া তুলে। যাহা হউক, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা বলিলাম। পর প্রেরকের নিকটেও আমাদের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। তিনি "নীলকরের অত্যাচার" এই শীর্ষক দিয়া পত্র লিখিয়া-ছেন। কিন্তু এ শীর্ষক না দিয়া যদি "দেশীয় লোকের প্রতি দেশীয় লোকের অত্যাচার" এই শীর্ষক দিয়া পত্র লিখিতেন, তাহা অধিকতর সঙ্গত হইত। আমরা ও, পত্রপ্রেরক ঠিক কথা লিখিয়াছেন বলিয়া অধিক-তর আনন্দিত হইলাম। নীলকরেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার প্রতি অত্যাচার করে, না, নীলকরের নিযো-জিত দেশীয় কর্ম্মচারীরা ও পাঠীয়াল প্রভৃতি প্রজার প্রতি অত্যাচার করে? নীলকর সাহেবের দেশীয় লোকেরা যদি তাহার সাহায্য না করে, নীলকর কি অত্যাচার করিব মনে করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? নীলকর কি স্বকরস্থ প্রজাকে শারীরিক প্রহার করে? দাদন দিবার লিখিত দলিলে কি প্রজার বাটীতে ডাকিতে যায়? নীলকর কি স্বয়ং লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া প্রজার জমি চষিতে যায়? নীল

করা কি স্বয়ং আবদ্ধ প্রজার বাটী লুণ্ঠন করিতে যাব? দেশীয় লোকেরাই নীলকরের সহায় হইয়া এই সকল অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া থাকে। যাহাদের এদেশে জন্ম, যাহাদের ভাবাবধি এদেশীয়দের সহিত সহবাস, যাহাদের এদেশীয়দের সহিত একবিধ ব্যবহার ও একবিধ ধর্ম্ম, তাহারাই যদি সামান্য অর্থের দাস হইয়া দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া সোদরসম স্বদেশীয়দের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিতে পারিল, বিদেশীয় খ্রিষ্টীয় বিধর্ম্মী নীলকরেরা যে অত্যাচার করিবে, তাহা কি অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়? নীলকরের স্বার্থের মহান্ অন্তরায় আছে। নীলকরের জন্য বাড়ী ঘর গাড়ী ও ভাল খানা চাই, তাহার সময়ে সময়ে মাছ খাস প্রভৃতি নানা প্রকার বায়ুসিরী চাই। এক নীল হইতে সে সমুদয়ের ব্যয় সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং তাহার অধিক লাভ চাই। প্রজার স্বচ্ছন্দ পুঁজিতে গেলে সে অত্যন্ত কষ্ট হয়। প্রজা বাঁচিল বা মরিল, তাহা দেখিতে চলে না। কাজে কাজেই অন্ধ ও বধির হইয়া কাজ করিতে হয়। যাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া কাজ করে, তাহাদের হইতে ন্যায়সীমা রক্ষা হয় না, ন্যায়সীমা অতিক্রম করিয়া অধিক লাভ করিবার চেষ্টা পাইতে গেলে অত্যাচার আপনা হইতে হইয়া আইসে। নীলকরের বাটীর সম্মুখে যে মনোহর উদ্যান বিনির্ম্মিত হয়, তাহাতে যে নানাজাতীয় বৃক্ষ বিরোপিত হয়, তাহাতে এক একটু প্রজার শোণিত না দিলে তাহার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী।

গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবার টাউনহলে ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সভ্যগণ একটী সভা করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বিষয়ে যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে, তদ্বারা তিনি বিশেষরূপে তাঁহার পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রধান প্রস্তাবিত বিষয় এই, কথায়েটীন দলের অধিকার কালে ভারতে যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার প্রতীকার প্রার্থনায় পার্লিয়েমেণ্ট সভায় আবেদন করা। দ্বিতীয়, প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালীর প্রার্থনা করা। আমরা কিন্সটিটিউটের অতিরিক্ত স্তম্ভে দেখিলাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার অনিষ্ট-প্রতিকার প্রার্থনায় পার্লিয়েমেণ্ট সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং দেশের সকল লোককে এবিষয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমরা উক্ত সভ্যদিগের এ প্রশংসনীয় চেষ্টা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আমরা যে প্রস্তাবে প্রস্তুত হইতেছি, যদি উক্ত সভ্যগণ ও দেশের লোকেরা সহায়বিষয়ে যত্নবান হন, আমরা অধিকতর সন্তোষ লাভ করিব, দেশেরও সমধিক কল্যাণ সাধিত হইবে। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা অনিষ্ট প্রতিকারপ্রার্থনা ও প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রার্থনা যুগপৎ এই উভয় প্রার্থনা করিতেছেন। এরূপ প্রার্থনা না করিয়া সকলে মিলিয়া ভারতে কেবল একমাত্র প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করুন এবং তাহার হেতুবাদস্থলে বক্ষ-রহেলীর দলের মন্ত্রিত্বকালে ভারতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করুন। ভারতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে উল্লিখিত যাবতীয় অনিষ্টের প্রতিকার সুসহজে হইয়া আসিবে। এই একমাত্র প্রার্থনা না করিয়া নানারি প্রার্থনা করিলে এই হইবে, নূতন মন্ত্রিগণ কতক কতক প্রার্থনা পূরণ করিয়া আবেদনকারিদিগের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইবেন। কতক মনোরথ পূর্ণ হইলে আবেদনকারিদিগকে কাজে কাজেই নিরস্ত হইতে হইবে, তখন আর তাঁহারা অধিক জিদ করিতে পারিবেন না। বাধ্য হইবে। এরূপ মনে হইবে, উপকারীকে বারম্বার বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নয়।

বোধ কর, এক ব্যক্তির সাংঘাতিক বিকার হইয়াছে, নানা উপসর্গ উপস্থিত। হাকন পিপাসায় মুখমণ্ডল ফাটিয়া যাইতেছে, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক, রসনা নীরস, তন্দ্রায় নয়নদ্বয় নিমীলিত, হস্তপদে জ্বালা, আন্তরিক দারুণ যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করিতেছে। শয্যাতলে বিলুণ্ঠন করিতেছে। মুহুর্মুহু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে। এক একবার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিতেছে। এক একবার উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা পাইতেছে। এস্থলে চিকিৎসক আসিয়া যদি তুষারশর্করা, বা বাহ্যনিবৃত্তির কোন ঔষধ দেন বা কোন ডাক্তার যাহার ব্যবস্থা করেন, যে চিকিৎসাপ্রণালী [illegible], উক্ত সভ্যদিগের অনিষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা সেইরূপ হইয়াছে। চিকিৎসক যদি প্রকৃত সাংঘাতিক রোগের চিকিৎসা না করিয়া কেবল উপসর্গ নিবারণের চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহার কৃতার্থতা লাভ হয় না। সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠালাভও হয় না। একটী উপসর্গের নিবারণ হইল, আর একটী উপসর্গ আর এক দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিল। তাহাতেও ঐরূপ প্রকৃত রোগ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর অভাব। যত দিন সে রোগের শান্তি করা না হইবে, তত দিন উপসর্গসম অনিষ্ট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা নাই। একের মন্ত্রিত্ব কালে একটী অনিষ্টের প্রতিকার হইল, অপরের মন্ত্রিত্বকালে হয় ত আর এক প্রকার গুরুতর অনিষ্ট দর্শন দিল। কিন্তু প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কিত অনিষ্টের মূলে কুঠারাঘাত হইবার সম্ভাবনা। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ ইষ্টলাভের যে সম্ভাবনা নাই, আমরা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি। ভারতের রাজস্ব একটী প্রধান অন্ধকার পূর্ণ বিষয়। এটী তখন যে কি আকার ধারণ করে, বাহিরের লোকের তাহা বুঝা দূরে থাকুক, যাঁহারা ঐ কাজে আছেন, তাঁহারাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বহুবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের কোন উপায় হইল না। মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধানার্থ এক একটী কমিটী বসে বটে কিন্তু সেই সেই কমিটীর উপবেশন ও আড়ম্বরমাত্র সার, কাজে কিছু হয় না। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীরূপ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতিরেকে, এ রোগের কি শান্তির সম্ভাবনা আছে? আমাদিগের প্রস্তাবিত শাসন প্রণালী হইলে তন্ন তন্ন করিয়া রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে। যে যে স্থানে দোষ আছে, তাহার সংশোধন হইবে। একটী বিশুদ্ধ ও পরিপুষ্ট রাজস্ব-প্রণালী সংস্থাপিত হইবে। এখনকার মত তখন আর ঢাঁচা কমিয়া বেড়াইতে হইবে না। এখন সমুদয়ই গোলযোগে পূর্ণ ও অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। এখন দুই এক লক্ষ টাকা কেহ নিজ ব্যয়ে বিনিয়োজিত করিলে অপরে জানিতে পারে না। কেহ দুই এক লক্ষ টাকা নিজ ঘর হইতে আনিয়া সাধারণ খনাগারে ঢালিয়া দিলেও অপরে জানিতে পারে না। রাজস্বের এটী বড় শোচনীয় অবস্থা। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হইলে এ অবস্থা সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থীর বয়স কম করিয়া দেওয়াতে এদেশীয়েরা সিবিল সর্ব্বিস হইতে পারিতেছে না বলিয়া তোমরা চীৎকার আরম্ভ করিলে, বিড়ম্বনাময় দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসের সৃষ্টি করিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী হইলে, এ প্রকার বিড়ম্বনাময় কপট নাটকের অবতারণা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

তৃতীয়, অস্ত্রবিষয়ক ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন করিয়া পক্ষপাতিতার একশেষ করা হইল। তোমরা গোলযোগ করিলে, কেহই তোমাদিগের কথায় কর্ণপাত বা উত্তর দান করিল না। তোমরা বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় আপনারাই চীৎকার করিলে আপনারাই আবার নীরব হইলে। প্রতিনিধি শাসন প্রণালী হইলে কি এরূপ অন্যায় ও অবিচার হইবার কথা? তখন আপনাদিগের অধিকারের কথাই বল,

আর কোন নূতন স্বত্বের কথাই বল, সকলই সোজা পাইবে। তখন, আর অরণ্যে রোদন হইবে না। তখন আর তোমাদের প্রার্থনাবাক্য কাপুরুষের কটুক্তিপূর্ণ বজ্রাস্ফোট তুল্য বিফল হইবে না।

উপসংহারে আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি উক্ত সভাদ্বয় মিলিত হউন, দেশের সকল লোককে সঙ্গে করিয়া লউন, কোমর বাঁধুন, লিবারল পার্লামেণ্ট সভার নিকটে কেবল ঐ এক বিষয়ের প্রার্থনা করুন, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। লিবারল দল উন্নতিপ্রিয়, লিবারল শব্দের অর্থ উদার। ঐ দল উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাবের অনুমোদন ও আপনাদিগের ঔদার্য্যের পরিচয় দান করিয়া স্বজনের যে সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যাহারা সুজন ও উন্নতিপ্রিয়, তাঁহারা উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব শুনিয়া দীর্ঘকাল মুখমুদ্রণ করিয়া থাকিতে পারেন না। অধ্যবসায় প্রায় বিফল হয় না। আবেদনকারীরা অধ্যবসায়বান্ হইয়া যদি সংকল্পিত বিষয় সাধনের দৃঢ়তর চেষ্টা পান, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন।

কাবুল পরিত্যাগের উদ্যোগ।

কমসরবেটীব দলের লীলাখেলা ইংলণ্ডে শেষ হইয়াছে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কাবুল যে তাঁহাদের একটী প্রধান লীলাখেলার স্থান হইয়াছিল, এখানকার লীলাখেলাও বোধ হয় শেষ হইয়া আসিল। বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কাবুল পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইলে লিবারল দল কাবুলের যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজেরা কাবুলে ইংরাজ সৈন্যগণের নিবাস ও রক্ষার্থে যে সমস্ত দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভগ্ন করিতে কত বার হইবে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইঞ্জিনিয়রদিগের উপরে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা আর প্রস্তুত করা না হয়, এই আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট অনুমান হইতেছে, কাবুলযুদ্ধ ও কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের অভিমত। তাঁহারা যে অবিলম্বে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন বোধ হয় ইহাই তাহার উপক্রম।

আমরা অনেকের অনেক প্রকার লীলাখেলা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। কিন্তু কমসরবেটীব মন্ত্রিদলের লীলাখেলার ন্যায় এমন অদ্ভুত নিষ্প্রয়োজন নিষ্ফল অনিষ্টকর লীলাখেলা কখন দেখি নাই। আর যে দেখিব সে সম্ভাবনাও নাই। কৃষ্ণ পূতনা বধ করিলেন, কালীয় দমন করিলেন, গিরি গোবর্দ্ধন তুলিয়া ধরিলেন, সে সকলের এক একটী মহান উদ্দেশ্য ছিল। জগতের উপকারই সেই উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টও অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন। শয়তানে তাঁহাকে পর্ব্বতে লইয়া গেল। তিনি স্পর্শ করিয়া কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিলেন। এক একখানি রুটী ও এক একটী মৎস্য দ্বারা বহুসংখ্য লোককে আহার করাইলেন। তিনি এই প্রকার অনেক লীলাখেলা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহা হইতে জগতের ভূরি উপকার হইয়াছে। সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে জগৎ উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের কাবুলের লীলাখেলায় আমরা এ প্রকার কোন উপকার দেখিতে পাই না, কেবল অনিষ্ট। অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ ধননাশ ও মাননাশ হইল। আমাদের কাবুলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। যদি কিছু সম্পর্ক থাকে, সে কেবল কাবুলের মেওয়া, আঙ্গুর, বাদাম, পেস্তা, ও কিসমিসের সঙ্গে সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরাও কাবুলের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর বিপদাপন্ন হইলাম। দুই একটী লোকের খেয়াল চরিতার্থ করা ভিন্ন ত আর আমরা কাবুল যুদ্ধের কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই ভৌতিক কাণ্ড উপস্থিত করিয়া কি আপনাদিগের ক্ষমতা দেখাইলেন? "আমরা যা মনে করি তাই করিতে পারি" জগৎকে কি এই প্রভু শক্তি প্রদর্শন করিয়া মোহিত করিলেন? কাবুলে যে কাণ্ড হইয়া গেল, বাকুলেও এমন কাণ্ড করে না। না আছে যুদ্ধের প্রয়োজন, না আছে যুদ্ধের প্রতিপাদ্য, না আছে সামঞ্জস্য-সম্বন্ধ।

এ সময়ে আমাদের দুটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। কাবুলকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসা হইবে? যদি কাবুলরক্ষার সুব্যবস্থা না করিয়া আসা হয়, সেটী অত্যন্ত একান্ত বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। কাবুলের যে প্রকার দশা ঘটান হইয়াছে, এখন তাহাদের যে প্রকার অসহায় অবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে, এখন যদি তাহাদিগকে অমনি ছাড়িয়া আসা হয়, তাহারা এখন যে বিপদসাগরে পতিত হইয়া আছে, তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিকতর বিপদে পড়িবে। যাহারা সিংহ, ব্যাঘ্র ও শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় পরস্পরকে পরস্পর দংশন করিবে এবং পরস্পরকে পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিবে এবং দুর্ব্বলেরা অনাথ ও অসহায় হইয়া বিপন্নমান হইবে। উদারাশয় লিবারল দল কি ইহা দেখিতে পারিবেন? এ কথা ভাবিলেও যে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। লিবারল দল কাবুল ছাড়িয়া আসিবেন, যদি এই সংকল্প করিয়া থাকেন, সেটী তাঁহাদের নামের অনুরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাবুলীদিগের রক্ষার সদুপায় করিয়া আপনাদের নামের অনুরূপ কার্য্য করিয়া আসা উচিত।

দ্বিতীয়, কাবুলের সিংহাসনে কাহাকে অধিরোহিত করা হইবে? পূর্ব্ব আমীরের পরিবারস্থ দুই ব্যক্তিকে আমরা সিংহাসন-যোগ্য দেখিতেছি। এক, ভূতপূর্ব্ব আমীর সিরার আলীর পুত্র ইয়াকুব খাঁ; দ্বিতীয়, আবদুল রহমান। হতভাগ্য ইয়াকুবের অদৃষ্টে চিরকালটা স্বদেশবাসীদের দ্বেষ ও বিদ্বেষই গেল। কাবুলবাসীরা যদি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকেই গদ্দায় বসা উচিত। যদি বল, তিনি ইংরাজের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার সে দোষ ধর্ত্তব্য নয়। যদি কাবুলের সমুদয় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইল, মূল কাবুল যুদ্ধই যদি বিড়ম্বনাময় হইল, যদি যুদ্ধের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য অকিঞ্চিৎকর হইল, হতভাগ্য ইয়াকুবের অপরাধই কি কেবল কিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা হইলে ত লিবারল দলের লিবারলত্ব থাকে না। যথার্থ উত্তরাধিকারিকে বঞ্চিত করা কি ঔদার্য্যের কার্য্য? ইনি রাজার যথার্থ উত্তরাধিকারী, ইনি ইংরাজের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই বলিয়া ইহাঁকে বঞ্চিত করিলে অন্যায় কাজ হইবে।

কান্দাহার প্রভৃতি যে যে প্রদেশগুলি কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে? আমাদের বিবেচনায় এগুলি কাবুলের সহিত সংযোজিত করিয়া কাবুল পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনি একটী অখণ্ড রাজ্য করিয়া দেওয়া উচিত।

বিলাতী কাপড়।

১২৮৫ সালে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ সতর কোটী টাকার বস্ত্র আনীত হয়। ইহার মধ্যে আট কোটী আটত্রিশ লক্ষ টাকার বস্ত্র কলিকাতায় আইসে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতেও তাহাতে কলিকাতার প্রায় চারি লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকার কাপড় আসিয়াছিল।

কলিকাতা হইতে প্রায় তের কোটী তেষট্টি লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় বাঙ্গালা দেশ ও উহার পশ্চিমাঞ্চলে নীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালায় চারি কোটী, বেহারে তিন কোটী চৌষট্টি লক্ষ, উহার পশ্চিমাঞ্চলে দুই কোটী বিরানব্বই লক্ষ, পঞ্জাবে এক কোটী ছয়ট্টি লক্ষ, আসামে তিরাশি লক্ষ, রাজপুতানায় চৌদ্দ লক্ষ, মধ্য ভারতবর্ষে সাত লক্ষ, ছোটনাগপুরে তের লক্ষ, বোম্বাইয়ে তিন লক্ষ, এবং চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ইতরত-

বর্ষীয় বস্ত্র সমূহে প্রায় সাত লক্ষ টাকার [illegible] নীত হইয়াছে।

এস্থলে পাঠকগণ কৌতূহল [illegible] করিতে পারেন, কলিকাতায় [illegible] যে কাপড় বিলাত হইতে [illegible] আসিয়াছে, তাহাই আবার কলিকাতা হইতে অন্যান্য স্থানের নীত হইয়াছে। আমিবার সময়ে আট কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন টাকার টাকা মূল্যের কাপড় আসিল, কিন্তু সাহেবরা যাইবার সময়ে [illegible] সাড়ে তিন কোটি এক লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় [illegible] বাহিরে প্রেরিত হইল? তাহার উত্তর এই যে, কলিকাতায় যে মূল্য সম্ভাদি আসীত হয়, কলিকাতার বাহিরে যাইবার সময়ে তাহার মূল্য বন্দিবিশেষে লাভ ও মাসুল প্রভৃতিতে একবার প্রায় পঁচিশ টাকা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কলিকাতায় আট কোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্র আমদানী হইলে কলিকাতা হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে তাহার মূল্য দশ কোটী বাহান্ন লক্ষ টাকা হইয়া উঠে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বাউড়িয়ার কাপড়ের কলে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়। উপরে যে লেখা হইয়াছে এদেশের নানা বন্দর হইতে কলিকাতায় ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার টাকার কাপড় আসে, তাহার মধ্যেই হইতেও প্রায় একত্রিশ লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল। ১৮৮১।৮২ সালে ইংলণ্ডে বস্ত্রের ব্যবসায় অত্যন্ত মন্দ হয়। এই জন্যই ঐ বৎসরে সাধারণাতিরিক্ত লোকে ৬৫ কোটী টাকার কাপড় আনিয়া কলিকাতার বন্দর পরিপূর্ণ করিয়াছিল। ১২৮৮ সালে ইহার অধিকাংশ বিক্রীত হইয়াছে।

১৮৮ সালের গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট দৃষ্টি করিলে যে সকল দেশের লোক পূর্ব্ব ভারত বেলাতের যোগে কলিকাতা হইতে বস্ত্র প্রাপ্ত হন, তাহারা সচরাচর প্রত্যেকে ১৸৹ মূল্যের কাপড় ক্রয় করে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা হেলফুরের যোগে যাবতীয় বন্দরের, সাহেবের প্রত্যেকের ১৸৹ মূল্য লাগে। কিন্তু [illegible] প্রত্যেকে বৎসরে প্রায় এক টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের কাপড় ক্রয় করে। উহারা অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান দেশে বাস করে বলিয়া বোধ হয় উহাদিগকে অধিক পরিমাণে বস্ত্র ক্রয় করিতে হয়।

এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, একজন লোকের সচরাচর অন্ততঃ চারিখানি ধুতি, একখানি চাদর এবং দুই তিন খানি গামছা ভিন্ন চলে না, এ সমুদয়ের অন্যূন আড়াই টাকা লাগে। কিন্তু বিলাত হইতে আমরা প্রত্যেকে গড়ে পাঁচ সিকার অধিক কাপড় পাই না। অবশিষ্ট কাপড় কোথা হইতে আইসে? ইহাতে এই অনুমান হয়, এদেশে অন্ততঃ আর দশ কোটী টাকার কাপড় সংগৃহীত হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের কোন প্রসঙ্গই প্রায় থাকে না। প্রতি হাটে প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া যে কত টাকার কাপড় বিক্রয় হয়, তাহার একটী হেতেরী পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সে হেতেরীটি নিয়ম না করিলে, আমরা বস্ত্রের জন্য কেবল মাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকি বলিয়া সাধারণের যে একটী ভ্রম আছে, তাহা দূরীভূত হইবে না এবং দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে লোকেরও দৃষ্টি পড়িবে না। আমাদের সংস্কার এই, ভারতবর্ষের নানা স্থানে আজিও অনেক পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের সূক্ষ্মবস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের কথা বলিতেছি না। অদ্যাপি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অনেক স্থানে তন্তুবায়দিগের ব্যবসায় চলিতেছে। অযোধ্যার একজন কমিশনর লিখিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশের পুর অঞ্চলে সহস্র সহস্র তাঁত চলিতেছে। আমাদের দেশীয় দরিদ্র তাঁতিরা যে অগাধ ধনশালী মাঞ্চেষ্টর বণিকদিগের সঞ্চিত ধন তুলিয়া উড়াইতেছে, এরূপ তাহাদিগের সম্বন্ধে বিষম নহে। আমাদিগের দেশীয় ধনবানেরা যদি এই সময়ে উহাদিগের সহায়তায় প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ উহাদিগের সহিত মিলিয়া বিশুদ্ধভাবে কার্য্য চালাইতে পারেন, তাহা হইলে ভারতের একটী উন্নতি দ্বার বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই।

১৮৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১১১ ৫০০০০০ টাকার তুলা বিদেশে নীত হইয়াছে এবং ১৯৮১০০০০০ টাকার কাপড় বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। তুলা ও কাপড় উভয়ের ওজন এবং মূল্য ধরিলে যত তুলা গিয়াছে, তত কাপড় আইসে নাই। আমরা যদি নিজে নিজ দেশে এই বস্ত্রের ব্যবসায় চালাই, এই তুলার কাপড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অধিকাংশ কল, কারিগর তাঁতিদিগের বস্ত্রবয়ন শিক্ষা, বড় বড় কারখানা খুলি, রীতিমত শ্রমবিভাগ ব্যবস্থা করি, সুপ্রণালীতে তাহার পরিদর্শনকার্য্য সম্পন্ন করি; তাহা হইলে কেবল হাতে তাঁত বুনিয়া আমরা ম্যাঞ্চেষ্টরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কত লাভ করিতে পারি বোধ হয়। আর যদি আমরা কল আনাইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখি এবং যদি অপেক্ষাকৃত সমস্ত তুলার কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের বস্ত্র সংস্থান করিয়া দিতে পারি। বিশেষতঃ মাঞ্চেষ্টর এক্ষণে আমাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বণিকগণ কাপড়ে এত পাট মিশাইতেছে যে, যে দরে আমরা কাপড় কিনিয়া থাকি, উহার রীতিমত মূল্য তাহার অর্দ্ধেক হওয়াও উচিত হয় না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ দেখিতেছেন, আমরা অনন্যগতি। তাঁহাদের ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমরা হতজ্ঞানহীন অসার অপদার্থের ন্যায় তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিয়া আছি। সুতরাং তাঁহাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তাঁহারা যা মনে করিতেছেন, তাই করিতেছেন। তাঁহারা যদি কেবল পাট মিশাইয়া ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহারা বাপের ঠাকুর। কথে খড় ও কেশে মিশান, বলা যায় না। ক্ষমতাহীন ভাগ্যপুরুষকে সকলেই চাপিয়া ধরে। পাট মিশান রোগটী কেবল মাঞ্চেষ্টরের নয়, শুনিতেছি বোম্বাইয়েরও নাকি ভেজাল দেওয়া রোগ ধরিয়াছে। আমাদের দেশীয় বস্ত্রে একটুও ভেজাল নাই, অথচ উহার মূল্য কলজাত বস্ত্রের মূল্যের অপেক্ষা চারি আনার অধিক নহে। আমরা কৃতবিদ্য উৎসাহশীল, উদ্যমশীল যুবকগণকে দেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিতেছি। যদি তাঁহারা স্বীয় অধ্যবসায় বলে এদেশে প্রচুর পরিমাণে অকৃত্রিম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশীয় বস্ত্রের মূল্য আর কিছু কমাইতে পারেন, তাহা হইলে, মানুষের বুদ্ধি ও আছে, পাট মিশ্রিত কাপড় কেহ কিনিতে যাইবে কেন?

আমরা সময়ে সময়ে এই বাঙ্গালা প্রদেশে প্রচার শুনিতে পাই, সুবেদার উৎসাহসহকারে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র আর পরিধান করিবেন না। এরূপ অলীক দেশহিতৈষিতায় দেশের অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি যথার্থ দেশের হিতসাধনে ব্রতী হইয়া যান, তাহা হইলে মাঞ্চেষ্টরের দোহনকর লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিউন এবং নিজে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে যাহাতে দেশীয় বস্ত্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা বাঁচিয়া থাকিলে প্রায় বিশ লক্ষ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া অতিশয় আমোদিত হইলাম। কিন্তু আমাদের অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন মাঞ্চেষ্টর ও বোম্বাইয়ের পথাবলম্বী হইয়া পাট মিশাইতে আরম্ভ না করেন। তাহা না করিলে কেবল যে তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সেই সঙ্গে লাভ হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদের দ্বারা পৃথিবীর একটী মহৎ উপকার সাধিত হইবে। দশ জন প্রচারকের মধ্যে যদি দুই জন সাধু থাকে, তাহা হইলেও ভরসা করা যায়, যে

কালে প্রস্তারকবিগেরও চরিত্র সংশোধিত হইয়া আসিবে।

মিউনিসিপালিটী।

১৮৭৬ অব্দে যে মিউনিসিপাল আইনটী করা হয়, তাহার তুল্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আইন ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সভা হইতে কখন হইয়াছে কি না সন্দেহস্থল। মিল প্রভৃতি গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্থানীয় শাসন সম্বন্ধে যে সকল উন্নত নীতির আবিষ্ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, উহাতে সে সমস্তই সন্নিবেশিত আছে। মিল বলেন, স্থানীয় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রায়ই গ্রামবাসী লোক। তাঁহাদের স্থানীয় কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকিলেও উচ্চতর রাজনীতি বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি শিক্ষিত কর্ম্মচারিকে স্থানীয় শাসন সভায় স্থান দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগের মিউনিসিপাল আইনেও রাজ কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা হইতে এক চতুর্থাংশ সভ্য মনোনীত করিবার বিধি আছে। মিলের মতে স্থানীয় সভায় নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত করা আবশ্যক। মিউনিসিপাল আইনেও বিধি আছে, যদি কোন মিউনিসিপালিটী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করেন, তাঁহারা নির্ব্বাচন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। ঐ আইনে এ বিধিও আছে, কমিশনরেরা স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে পত্র লিখিতে পারিবেন। আইনে বিধি আছে স্থানীয় করে যে কিছু লাভ হয়, মিউনিসিপালিটী তাহার এক মাত্র অধিকারী। এই জন্যই আমরা বলিয়াছিলাম যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আইন অতি অল্প আছে।

কিন্তু একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মফস্বলের অধিকাংশ মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অতি শোচনীয়। গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌকর্য্য সম্পাদন করা হইবে বলিয়া প্রতিবৎসর লাখি লাখি টাকা কররূপে লোকের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়, কিন্তু টাকা কোথায় যায়, তাহার কিছুই ঠিকানা হয় না। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান নাই, রাস্তা ঘাটের ত্রবস্থার ত, লাভের মধ্যে এই যে মিউনিসিপালিটী হইবার পূর্ব্বে পথে ধূলা কম ছিল, এখন অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে রাস্তা নিম্ন ছিল, নিম্ন দিক দিয়া জল চলিয়া যাইত, এখন রাস্তা উচ্চ হইয়া জলের পথগুলি বন্ধ হইয়াছে। তদ্বিবন্ধন অনেক স্থান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। লোকে মনে করেন, আইন ভাল হইলেই সব ভাল হয়। কিন্তু আমাদের মিউনিসিপাল আইন ভাল হইয়াও মিউনিসিপালিটীর অবস্থা ভাল হয় না কেন?

প্রধান কারণ এই যে ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি এবং আইন অনুসারে তিনি কমিশনরদের অমতে কার্য্য করিতে পারেন। শুভ উদ্দেশে এ নিয়ম করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ, অনেক সময়ে অনভিজ্ঞ কমিশনরদের অমতে কার্য্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেখানে পাঁচ জনের হাতে কাজ, সেইখানেই সভাপতিকে এই প্রকার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার সাক্ষী গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভা। কিন্তু অনেক স্থলে এই শুভ বিধি অশুভ ফলোৎপাদক হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটেরা সচরাচর স্বহস্তে অধিক ক্ষমতা রাখিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে কমিশনরদের অমতে কার্য্য করিয়া থাকেন; প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত না থাকিলে সভা হয় না। আমাদের মতে এ নিয়ম রহিত করিয়া স্থানীয় কোন কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত সভাকে সভাপতির আসন দেওয়া উচিত এবং কতকগুলি করিয়া মিউনিসিপালিটীর কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ এক একজন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ম্যাজিষ্ট্রেট নিকটে না থাকিলে সভ্যগণ অনেক সময়ে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতেও গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত সভাপতির সহিত সভ্যদিগের বিবাদে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। যখন কলিকাতাতেই এরূপ কাণ্ড হয়, তখন মফস্বলে যে কিরূপ হয়, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন হইতেছে না। যে কিছু টাকা আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধেক, তিন পঞ্চমাংশ বা দুই তৃতীয়াংশ পর্য্যন্তও কমিশনর সাহেব পুলিসের উদরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে সভ্যেরা প্রতিবাদ করিতে পারেন না, করিলে কেহ শুনে না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিলেও কিছু হয় না। গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌকর্য্যের নামের অনুষ্ঠান করিয়া করিয়া পুলিসে যে এত টাকা কেন দেওয়া হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ কাণ্ডটা কি অন্যায় নয়? যখন মিউনিসিপালিটী কিছু না, তখন ও গ্রামবাসিদিগের কষ্ট অর্থে পুলিস প্রতিপালিত হইবে। সে টাকা এখন তোমার পেটে, দেশের শান্তি রক্ষা হয় কি না হয় তাহার কোন কথা কহ না। গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য নানা প্রকার কর লইতেছেন। স্থানীয় সভ্যেরা না হয় গবর্ণমেণ্টের কিছু আনুকূল্য করুন, তাঁহারা পুলিসের সমস্ত ব্যয় ভার কেন বহন করিবেন, তাহার যুক্তি বুঝিতে পারা কঠিন। আর যদিই তাঁহাদিগকে ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, স্থানীয় পুলিসের অধ্যক্ষতা ভারও তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বিভাগস্থ কমিশনরের হস্তে কেন? ব্রিটিশ প্রতাপে এক্ষণে চৌরাদির উৎপাত অল্প হইয়াছে। যখা সময়ে ইউরোপে রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তিনি দেশ শাসন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। দুর্দ্দান্ত লর্ডেরা গ্রামবাসিদিগের উপর অত্যাচার করিত। এই কারণে গ্রাম রক্ষার ভার গ্রামবাসিদিগের হস্তেই অর্পিত হয়। তাহাতে রক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এখন সুরক্ষিত দণ্ডপ্রণয়ন-বিরচিত শান্তিপ্রিয় বঙ্গদেশে সেই রক্ষাকার্য্য গ্রামবাসিদিগের দ্বারা সম্পাদিত না হইবে কেন?

আইনে যে সকল স্থানীয় আয়ের উপরে মিউনিসিপালিটীর ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে পার ঘাটের টাকা, ধোঁয়াড়ের টাকা, গাড়ি রেজিষ্টরীর টাকা ও টোল গেটের টাকা প্রধান। কিন্তু ধোঁয়াড়ের টাকা প্রায় কোন মিউনিসিপালিটী পান না। শুনিয়াছি উহা নাকি ইম্পিরিয়াল ফণ্ডে জমা হয়। যদি ইম্পিরিয়াল ফণ্ডেই জমা হইল তবে মিউনিসিপালিটীকে এ টাকার অধিকারী করিবার অর্থ কি? পার ঘাটের টাকাও অনেক স্থানে গবর্ণমেণ্টের কর বলিয়া গৃহীত হয়। আবার অনেক স্থানে এক পারে প্রবল ও অপর পারে দুর্ব্বল মিউনিসিপালিটী থাকিলে প্রবলই সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলেন কিন্তু পার ঘাটের রাস্তা যে এক মাইল পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া দিবার কথা আছে, তাহা বাঁধাইয়া দেন না। যেখানে একটু বাণিজ্য আছে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী হইতেছে সেইখানেই কিছু লাভ হয়, অন্যত্র কিছুই হয় না। অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটী গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী করেন না। টোল গেটের বিষয়ে নিয়ম এই যে, মিউনিসিপালিটীর সীমার দুই এক মাইলের মধ্যে টোলগেট হইলে উহার উপস্বত্ব মিউনিসিপালিটী পাইবেন। কেবল যে রাস্তার জন্য টোলগেট হয়, মিউনিসিপালিটীকে সেই রাস্তাটীর মেরামত করিতে হইবে। কিন্তু আমরা অনেক স্থানে দেখিতেছি যে এরূপ টোলগেট আদিও বোর্ডসের সম্পত্তির হাতে রহিয়াছে, মিউনিসিপালিটীকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং যে সকল স্থানীয় কর মিউনিসিপালিটীর হস্তগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ দ্বারা মিউনিসিপালিটীর প্রকৃত প্রস্তাবে আনুকূল্য হইতেছে না, ইহাও মিউনিসিপালিটী সমূহের অবস্থোন্নতির অন্যতম কারণ।

উপযুক্ত কমিশনরের অভাব অন্যতম আর একটী কারণ। ভোলার সব জজ বাবু কালী কিঙ্কর উকীল ডাক্তার

১ শিক্ষকদিগের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী স্বদেশানুরাগী অবসরবান্, ও উদ্যমশীল লোক পাঠান এবং স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটেরাও মিউনিসিপালিটী। প্রতি বিষয়ে সদুপদেশ দেন। তদ্দারা ঐ চারিটী জেলা নানা রাস্তা প্রস্তুত হয় ও অন্যান্য ইংরাজশাসনীয় শোভা সম্বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এরূপ ঐরূপ ভিন্ন অন্যান্য কমিশনর হইবার যোগ্য লোক মিলিয়া উঠে না। পুরাতন অঞ্চের কর্ম্মচারী অথবা আমুকরারেরা স্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধি করা অনেক সময়ে স্থানীয় সভ্যেরা এমনি বলাবলি করিয়া তুলেন, যে তাহাতে সমস্ত কার্য্যেরই ত্রুটি হইয়া যায়। গ্রামের মধ্যে যদি দুই চারি জন ধনী লোক থাকেন, তাঁহারা এসেসমেণ্টের মধ্যে প্রবেশ করিতে চান না। কর্ণ নির্দ্ধারণ অর্থে কতকগুলি সভ্যের উপস্থিতির আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিয়াছে অনেক স্থানে বিজ্ঞাপন মাত্রেও সেই সভাগুলিতে সভ্যেরা যাহাতে সকলে যাগ, তাহার উপায় করিয়া কমিশনরদিগের স্বয়োই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লন। অন্য অন্য সভ্যেরা আসেন না। অনেকেই মিউনিসিপালিটীর কর দিতে চান না। এরূপ কেন হয়? পূর্ব্বে যখন গ্রামে সাম্রাজ্ঞী স্কুল শিক্ষক এসেসমেণ্ট প্রবেশও প্রায় সমস্ত কমিশনরেই স্বদেশহিতৈষিতা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীতে প্রায় সকলের মনেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা মন্দির, সভাগৃহ, নাট্যশালাপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতবর্ষের সেই দুরাশা অধিক হইয়াছে। কিন্তু এখানে সেরূপ স্বদেশহিতৈষিতা দেখা যায় না কেন? যেমন যাহারা স্থানীয় সভায় দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে কমিশনরদিগের কোন সমস্ত স্বত্ব প্রদান করা হইল, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে সেনেট সভার সভ্যপদে নিযুক্ত করা হইল, তাহাদিগের উপরে পুলিস হাকিমদিগের ক্ষমতা দেওয়া হইল, কিন্তু আমাদিগের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের এরূপ কোন আশা ও প্রলোভন আছে যে, তাঁহারা নিজ ব্যয়ে স্বীকার করিয়া দেশের কার্য্য করিবেন? তাহাদিগের ভুল দিকেই বিস্তর ভারি পড়ে। তাঁহারা টাক্স বৃদ্ধি করেন, পেয়াদারা পুণ্যাগারের ন্যায় করিয়া তাঁহাদের তোষামোদ করে। অধিক টাকা বৃদ্ধি না করিলে বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরের কোপে পড়িতে হয়। মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের "ইজমবিকার" হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় এবং পাইয়া কে বলের মহিষ তাড়াইতে যাইবে? আমাদের মতে বোমক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও উৎসাহদানের কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গত ১৫ ই বৈশাখ চটগ্রামে রাউজান থানার অন্তর্গত নওয়াপাড়া পুস্তকালয়ে সোমপ্রকাশের পুনর্জন্ম উপলক্ষে একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় বিস্তর লোকের সমাগম হয়। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাকৃষ্ণ সেন গত ১২৮৫ সালের সোমপ্রকাশ হইতে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশের দ্বারা দেশের কি উপকার হইয়াছে" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতাও করা হইয়াছিল।

শকট নির্ম্মাণকারী ইুয়াট কোম্পানি এদেশীয় লোকদিগের ব্যবহারোপযোগী শকট নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহারা ত্রিপুরার রাণীর জন্য এক খানি স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত শকট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে এই শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় ছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার নেপালের সেনাপতির নিমিত্ত এক খানি গাড়িতে এরূপ শিল্পকার্য্য করিয়াছেন যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এদেশীয় লোকেরা সুশিক্ষিত ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে সকল বিষয়েই সমুন্নতিসম্পন্ন করিতে পারে।

প্রজার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রোগের উৎপত্তি। এক দেশের রোগ যাহাতে অন্য দেশে না যায় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক। এই অনিষ্টকারিতা নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বন্দরে বন্দরে এক এক জন চাল ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। আগত ও প্রতিগত জাহাজের যাত্রিদিগকে পরীক্ষা করাই ইঁহাদিগের কাজ। কাহাকে যাইবার সময়ে ও আসিবার সময়ে ডাক্তার কর্ত্তৃক দিয়া যাত্রিদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যদি ঐরূপ পরীক্ষায় কোন ব্যক্তিকে রোগিত বলিয়া তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি সে জাহাজের স্থানান্তরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে উত্তমরূপে ধৌত করাইয়া ছাড়িয়া দেন এবং পীড়িত ব্যক্তির উপযুক্ত চিকিৎসা করেন। পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য হইলে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গত ১৮৭৮ সালে আগত ৭০২ ও প্রতিগত ৪০৮ খানি জাহাজের ঐ পরীক্ষা হয়। এত চেষ্টায় ও গত বর্ষে সিংহলের বিবি বিরি রোগ এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল।

ডোভেল পোর্টের ডকইয়ার্ডে একটী নূতন যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমপূর্ণ জলস্থ গৃহে ১৫ মিনিট অবস্থিতি করা যাইতে পারে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও কোন কষ্ট হয় না।

শুকরাটে এক জাতীয় হিন্দু আছে। উহাদিগের বার বৎসর অন্তর বিবাহের দিন পড়ে। বার বৎসরের মধ্যে আর কাহারো বিবাহ হয় না। বার বৎসর পরে কোন নির্দ্দিষ্ট মাসে প্রায় পুত্র কন্যার বিবাহ হইতে বাকি থাকে না। অতি অল্প দিন হইল উহাদিগের সেই বিবাহের সময় গিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে দেশের আর কোন বালক বালিকার বিবাহ হইতে বাকী নাই। অনেকে পাছে আবার তাহার পুত্র কন্যার ১২ বৎসরের মধ্যে বিবাহ না হয় এই ভয়ে সদ্য প্রসূত সন্তানের ও বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছে। সামাজিক প্রথার কি মহিমা অনন্ত!

বিগত ৩১ শে মার্চ্চ যে বৎসরের শেষ হইয়া গেল তাহাতে আমাদের দেশ হইতে ১৬২॥ লক্ষ টাকার কাফি, ১১১৫ লক্ষ টাকার তুলা, ৮৩৪ লক্ষ টাকার চাউল, ১১৫ লক্ষ টাকার গম, ৪ কোটী টাকার পাট, ৬০ লক্ষ টাকার তৈল, ৪ কোটী টাকার তৈলোৎপাদক শস্য, ৩০ লক্ষ টাকার রেশম, ১১ লক্ষ টাকার তামাক বিদেশে নীত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রায় ২৭৮॥ লক্ষ টাকার সুতা, ১৬৭১ লক্ষ টাকার কাপড়, ৬৮ লক্ষ টাকার রেশম, ৩১ লক্ষ টাকার কাগজ, ১০৭ লক্ষ টাকার চিনি, ২১ লক্ষ টাকার চা, ৯৩ লক্ষ টাকার তামাক ও চুরট, ৮৩ লক্ষ টাকার পশম ও পশমের কাপড় আনীত হইয়াছে।

গত ১৮৭৩ অব্দে কলিকাতা ১৩৩ নং অপর চিৎপুর রোডে একটী আয়ুর্ব্বেদবিধিবিহিত ঔষধালয় হইয়াছে। স্থাপয়িতা আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং প্রতিদিবস প্রাতঃকালে সমাগত পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে বিনা মূল্যে অকৃত্রিম ঔষধ ও বিতরণ করেন। আমরা ইঁহাদের প্রেরিত দুই একটী ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা উৎকৃষ্ট।

মেলটন নামক স্থানে অতি কৌতুককর একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথায় একজন এইরূপ ব্যক্তি বাস করিয়াছিল যে সে ঘোড়ায় চড়িয়া উপরের বৈঠকখানায় উঠিবে ও তথা হইতে নামিয়া আসিবে। যাইবার সময়ে ঘোড়া বেশ খেলে কিন্তু আসন সময়ের বৈঠকখানা ছাড়িয়া সে আসিবে কেন, কোন মতেই সে ঘোড়াকে ঘর হইতে বাহির করা গেল না, ২, ৩ দিন পরে ঘরের এক পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিয়া কল আনিয়া ঘোড়াকে নামান হইল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০০ টাকা ব্যয় পড়িল।

মৃত রামকৃষ্ণ হালদারের উপযুক্ত পুত্রেরা পিতার বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের স্ব স্ব স্থাপনের জন্য

হাইকোর্টে নালিশ করে। জজ সাহেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন বাদীরা যে রাজকৃষ্ণের পুত্র তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ হয় নাই। বিচারপতিদিগকে অনেক সময়ে অনেক প্রকার বিপদে পড়িতে হয়।

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারিদিগের বেতনের তালিকা—

	পাউণ্ড
গ্লাডষ্টোন, প্রধানমন্ত্রী	৫০০০
লর্ড সেলবোরন, লর্ডচ্যানসেলার	১০০০০
আরল স্পেন্সার, সভাপতি	২০০০
ডিউক আর্গাইল, প্রিবিসিল	২০০০
সার ডমনিক হারকোট হোম সেক্রেটরি	৫০০০
আরল গ্রেনভিল, বিদেশীয় সেক্রেটরি	৫০০০
আরল কিম্বারলি, উপনিবেশের সেক্রেটরি	৫০০০
চাইল্ডারস, সংগ্রামকার্য্যের সেক্রেটরি	৫০০০
মারকুইস হার্টিংটন ভারতবর্ষের সেক্রেটরি	৫০০০
লর্ড নর্থব্রুক, নৌবিভাগের সেক্রেটারি	৪৫০০
গরষ্টর আয়রলণ্ডের সেক্রেটরি	৪৫০৫
কমেট, পোষ্টমাষ্টার জেনারল	২৫০০
চাম্বারলেন, বাণিজ্যবিভাগে	২০০০
ব্রাইট, ল্যাঙ্কাষ্টরের চ্যানসেলার	২০০০
ডড্‌সন, স্থানীয় বোর্ডের কর্ত্তা	২০০০
সেলিবার, নৌবিভাগের সেক্রেটরি	২০০০
ডবলু বি ওডাম, কার্য্যবিভাগে	২০০০
মণ্ডেলা, শিক্ষাবিভাগে	২০০০
গ্রাণ্টডফ উপনিবেশিক অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০
মারকুইস ল্যান্সডৌন, ভারতের অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০
আরল মোরলি, যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরি	১২০০
সার চারলস ডিলকি বিদেশীয় অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০
কাষল ব্যানরমান রাজস্ব অণ্ডর সেক্রেটরি	১৫০০

বিলাতে সর্ব্বোচ্চ বেতন ১০০০০ পাউণ্ড বা লক্ষ টাকা। তাহাও একজনের, দুজনের নয়, গ্লাডষ্টোন যে বেতন পান আমাদের দেশের হাইকোর্টের পিউনি জজেরাও সেই বেতন পান। কমিসনরেরা অণ্ডর সেক্রেটরিদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক বেতন পাইয়া থাকেন।

টুক নামক স্থানে রিচার্ডসন ব্রদার্স কোম্পানি এক প্রকার রেল গাড়িতে করিয়া তিন মাইল দূরস্থিত একটী অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আনয়ন করিয়া থাকেন। রেলওয়েতে লোহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠের রেল ব্যবহৃত হয়।

ফ্রান্সে একটী নূতন রকমের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে প্যারেরয়ালের অবিদূরে আলফ্রেড গিলবার্ট ও ভিক্টর ক্যারন্ নামক দুই যুবক যুবতীতে প্রণয় সঞ্চার হয় কিন্তু যুবতীর পিতার সহিত যুবকের রাজনৈতিক মতের মিল না হওয়ায় সে বিবাহে অসম্মত হয়। যুবক ও যুবতী গোপনে পলায়ন করে কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে যুবতীর পিতা তাহাকে ধৃত করে এবং গিলবার্টের সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসে কিন্তু বিবাহ না দিয়া অন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে থাকে। যুবক যুবতী আবার পলায়ন করিয়া প্লেসিসিক নামক স্থানে উপস্থিত হয়। তথায় দুইজনেই আত্ম হত্যা করিবে স্থির করে। তদনুসারে গিলবার্ট ক্যারনকে গুলি করিয়া আপনাকেও গুলি করে। কিন্তু কেহই মরে নাই। দুই জনেই দুই মাস হাঁসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে। আরোগ্য লাভের পর প্রণয়িনীকে গুলি করার অপরাধে গিলবার্টকে হাজতে রাখা হয়। গিলবার্ট হাজতে আছে এমন সময়ে লক্ষণেরা পারিস অবরোধ করে। পারিসের কর্ত্তৃপক্ষ গিলবার্টকে খালাস দিয়া তাহাকে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করেন। সে অনেক বার যুদ্ধকার্য্যে প্রশংসা লাভ করে। শত্রুবিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেলে গিলবার্টকে পূর্ব্ব অপরাধে আবার জেলে দেওয়া হয়। আবার কমিউনদিগের বিদ্রোহ সময়ে বিদ্রোহীরা হাজত ঘর ভাঙ্গিয়া গিলবার্টকে সদলে লয়। বিদ্রোহ শান্তি হইলে গিলবার্ট বিদ্রোহিদিগের সহিত নির্ব্বাসিত হয়। বিদ্রোহিদিগের অপরাধ মার্জ্জনা হইলে, গিলবার্ট আবার পারিসে আইসে এবং হত্যা করার অপরাধী বলিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পিত হয়। এ দিকে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে তদিকে তাহার প্রণয়িনী ক্যারন একজন সম্ভ্রান্ত বণিককে বিবাহ করে, তাহার অনেক গুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছে। কিন্তু চমৎকার এই গিলবার্ট আজও হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

বোম্বাই হইতে সমাচার আসিয়াছে যে মানিকজী পেটিটের তুলার কলে আগুণ লাগিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকার মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে এবার বেথুন স্কুলে টাকা ছিল না বলিয়া বৎসামান্য পুস্তকাদি পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

কমিসরিয়েটের অনেক গুলি দ্রব্য চুরি যাওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট সেভিলোরাক্স তাহার তদারক করিবার জন্য সীমা প্রদেশে গিয়াছিলেন। এ জন গোমাস্তা ও জন দেশীয় কর্ম্মচারী দ্বারা এই অন্যায় কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে এই রূপ প্রমাণ হওয়াতে তাঁহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

অধ্যাপক টিণ্ডেল অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছেন, বক্তৃতায় বিষয় আলোক ও বর্ণ। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে হরিদ্রা ও নীলে মিশ্রিত হইয়া সবুজ রঙ হয় কিন্তু এক্ষণে সেটী ভুল বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। টিক বর্ণ দ্বয়ের মিশ্রণে সাদা রঙ হয়। প্রতিপক্ষ বর্ণ বিষয়ে যে মত ছিল টিণ্ডেল সাহেব তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলেন সাদার প্রতিপক্ষ কাল, নীলের প্রতিপক্ষ কমলা লেবুর রঙ এবং লালের প্রতিপক্ষ সবুজ।

বারাণসীর কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া সাধুভাষায় এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন। শুনা গেল তাঁহারা ইংলণ্ডীয় সাধুভাষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সাহায্য পাইবার জন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহেবকে ধরিয়াছেন। পত্রখানি সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ হইবে।

শ্যামে গৃহদাহ হইলে প্রজার বড় বিপদ। রাজা শুদ্ধ তত্ত্ব করিয়া অগ্নিদাতার অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিম্নলিখিতরূপ দণ্ড বিধান করেন। যদি কোন শূন্য গৃহে কাহারও অনবধানতা নিবন্ধন অগ্নি লাগে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ১০ দিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। যদি কোন গৃহস্থের অনবধানতায় তাহার নিজ গৃহে অগ্নি লাগে তবে তাহাকে ২০ দিন কারারুদ্ধ থাকিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ অগ্নি হইতে অন্যের গৃহদাহ অথবা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার ৬০ দিন কারাবাস এইরূপে দোষের লোকের যে পরিমাণে ক্ষতি হইবে সেই পরিমাণে কারাবাস দিনের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন রাজবাটী অথবা নগরের প্রধান ধর্ম্মালয় ভস্ম হয় তাহা হইলে অগ্নিদাতার দশ বৎসর কারাবাস হয়। অনবধানতায় ভ খেল এই, যদি কেহ ক্রোধ পরবশ হইয়া অথবা নিজ গৃহে অগ্নি দিয়া অন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাহার দ্রব্য সামগ্রী লয় কিম্বা সেই অভিপ্রায়ে আগুন দেয়, এরূপ প্রমাণ হয় তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়া থাকেন।

বিলাতের কনসর বেটীর দলের সভ্যগণ বলিতেছেন, লিবারল দল হইতে রাজকার্য্য কখনই সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে না। কাই স্থানে এবৎসর যদি তাঁহারা কার্য্য করিতে পারেন কিন্তু আগামী বর্ষে আর তাহা পারিবেন না। তাঁহাদিগের সংস্কার লিবারল দল বর্ত্তমান বর্ষের জন্যই রাজা, আগামী বর্ষে আবার তাঁহারাই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ডুমডুকে একটী সবডিভিজনের আফিস করেন, এই প্রার্থনা করিয়া ঐ স্থানের কতকগুলি লোকে স্বাক্ষর করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা ঐ পত্র মধ্যে এ প্রার্থনাও করিয়াছেন, হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব

একটু কৃপাদৃষ্টি করিলে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। ক্যাম্বেল সাহেব সপ্তাহে রেজিষ্টারি আফিস হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হয়, তুমজুড়ে রেজিষ্টারি আফিস হইবার কোন বাধা দেখা যাইতেছে না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এ বিষয়ে অমনোযোগী হইবারও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

প্রেস্ কমিশনর সকলণ্ড সাহেব ষ্টাম্প ডেবনসির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। শুনা যাইতেছে তাঁহার পদে আর এখন লোক নিযুক্ত করা হইবে না। ক্রমে পদটী উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ঐ সঙ্গে সঙ্গে ১ আইনটীকে একবারে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেই ত্রাস হইত।

গত ২৮ এপ্রেলে আমিলিয়া নামক জাহাজ কালাপানিতে চলৎশক্তি হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ১৮ লক্ষ টন চা ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়াছে।

ষ্টার সাহেব কলিকাতা ডিংপুরে আবার ট্রামওয়ে খুলিতেছেন।

কাবুলের ৮৩পুরুষ আমীর ইয়াকুব খাঁ মন্থর কারাগার হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুনা গেল সর্দ্দার মহম্মদ শরিফ খাঁ ইহার মূলে ছিলেন। এবং তাঁহারই উদ্যোগে এত দূর হইয়াছিল।

পেশোয়ারে ছর্ভিক্ষ হইয়াছে।

টাইমস বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাম্বিরের মহারাজার বিরুদ্ধে বিলাতে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহারাজ শাসন কার্য্যে পটু হইবেন। কেহ বলেন তিনি গোপনে রুশের সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়াছেন। লক্ষণ ভাল নয়।

রাজস্ব সচিব ষ্টাচি সাহেব আগামী ৩ রা জুন বিলাত যাত্রা করিবেন। এটী কি শেষ যাত্রা?

কলিকাতার প্রটকা সাহেব আমের পাতা হইতে এক প্রকার ঔষধ বাহির করিয়াছেন। ইহাতে বেশ কাপড় ছোবান যাইবে।

বিলাতি চিঠির রেজিষ্টারি ফি কমিয়া ৩ আনা করিবার প্রস্তাব হয়। কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন আপাততঃ আন্দোলিত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে যাহাতে করিয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

বিলাতে এই গুণ জনরব উঠিয়াছে ইণ্ডিয়া হাউসের ভারতবর্ষ সাক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্র পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। কাগজ পত্র গুলি কাজে সাক্রান্ত নয়?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু প্রমদাচরণ সেন ও বাবু উপেন্দ্রলাল দে এ বৎসর সিবিলকাইট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে মনোনীত হইয়াছেন। মেডিকাল কালেজের বাবু বসন্তকুমার বসু ও সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজের বাবু সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ম বারের পরীক্ষায় এলা নির্দ্দারিত হইয়াছেন।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক একটী ছোট সুন্দর ও একটী বাঁশি লইয়া কতক বৎসর অবধি পর্টল্যাণ্ড প্লেস, পেবিস নামক স্থানে ভিক্ষাপথ অবলম্বন করিত। ভিক্ষুক এক স্থানে বসিলে কুকুর বাঁশিটী মুখে করিয়া থাকিত এবং দয়ালু পথিকগণ ঐ বাঁশির মধ্যে কিছু কিছু দিয়া যাইত। এইরূপে কিছু দিন গেলে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের পীড়া হইল। তখন তাহার সেই কুকুরটী বাঁশি মুখে করিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইত। পথিকেরা ভিক্ষুককে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার পীড়া হইয়াছে মনে করিয়া ঐ কুকুরের বাঁশিতে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু কিছু বেশী দিত। অতঃপর ভিক্ষুকের মৃত্যু হইলে কুকুরটীও অদৃশ্য হইল। তখন সকলেই তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ক্রমে দেখা গেল কুকুরটী তাহার প্রভুর বাটীর পোতার নীচের একটী কুঠারিতে মরিয়া রহিয়াছে এবং সে সেখানে শুইয়াছিল তাহার নীচে অর্দ্ধিয়ান রেলওয়ের লিখিত একখানি ২০০০০ ষ্টাকের খত পাওয়া গিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি এই টাকা তাহার নিকট হইতে ঋণ করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আফ্‌গান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইয়াছেন। এই টাকা পুস্তকাকারে নাম করিয়া লওয়া হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজসাহীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু রাম মহিম দে তত্রত্য কালেজে আইন শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের হস্তে ২০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়াছেন।

আলিপুরে যে ভয়ানক হত্যার বিচার হইতেছিল বোধ হয় তাহার নিষ্পত্তি আলিপুরে হইল না। সেসন সাহেব ১১ টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত জুরিদের চার্জ্জ দিলেন। জুরিরা প্রথম একমত হন নাই। তাহার পর সকলে এক মতে অপরাধী ব্রহ্মকে দোষী বলিয়া আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অপরাধীদিগের পক্ষে কৌন্সিলি হেলেন ব্রহ্মের যখন অভিপ্রায় উহারা মুক্তি পায়, তখন জুরিদের সঙ্গে তাহার অনেক কথা প্রযুক্ত মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠান উচিত। গবর্ণমেণ্টের উকীল বলেন যে অবিলম্বে উহাদের ফাঁসি দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ক্ষণ বিবেচনার পর জজ বলিলেন যে, আমি অন্য কোন আজ্ঞা দিব না; সে ভার হাইকোর্টের উপর নির্ভর হইবে। কারণ বাদীর পক্ষ সাক্ষী গ্রহণের পর জুরিদিগের অগ্রণী বলিয়াছিলেন যে এ বিচারে আমাদের একমত হওয়া কঠিন।

বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টাডেন্ট কলেজে একটী স্ত্রীলোক প্রবিষ্ট হইয়া ট্রাইপস পরীক্ষায় সপ্তম হইয়াছেন। যদি তাঁহার উপাধি পাইবার আইন থাকিত তবে তিনি রাঙ্গলার হইতেন অর্থাৎ বাবু আনন্দমোহন বসু যে উপাধি পাইয়াছেন সেই উপাধি পাইতেন। সিউহাম কলেজ আর একটী ছাত্রীকে উত্তম পাশ হইয়াছেন। একজন ইতিহাসে প্রথম হইয়াছেন আর একজন নীতিশাস্ত্রে চতুর্থ হইয়াছেন।

লর্ড রিপন ভারতবর্ষে আসিয়া মন্থর পদাতে অবস্থিতি করিবেন।

ইউনাইটেড ষ্টেট নিবাসী প্রোফেসর বিচেল অন্তরীক্ষগামী একপ্রকার যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তিনি ইহা দ্বারা উত্তর মেরু গমন করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার আকৃতি জাহাজের ন্যায় প্রতিফল বায়ুতে উহা ঘণ্টায় ৫ ক্রোশ যাইয়া থাকে।

বন্দীকৃত আমীর ইয়াকুব খাঁর পরিবারবর্গ শীঘ্রই মন্থরে তাঁহার নিকটে আসিবে।

এক ব্যক্তি মনের দুঃখে ও নানাপ্রকার কু চিন্তায় মলিন ও শুষ্ক মুখে বার্লিংটনের এক ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসককে তাহার এই পীড়া শান্তির ঔষধ দিতে বলে, ডাক্তার তাঁহার এই কথায় একটী বিলিতে কিছু কুইনাইন, ইপসম সল্ট ওয়ার উড, রুবার্ব ও কাইন অইল একত্র করিয়া সেবন করিতে দেন। সে ব্যক্তি ইহা সেবন করিলে তাহার মুখ এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে ৬ মাস সে কেবল মুখের অসুখ লইয়াই বিব্রত হয়, সুতরাং আর অন্য কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থান পায় নাই।

ভারতেশ্বরী লর্ড রিকণফিল্ডের পদত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ মান বর্দ্ধন করিয়াছেন এরূপ সম্মান প্রায় কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। অন্য সময়ে প্রধান মন্ত্রিকে ডাকাইবার প্রয়োজন হইলে তিনি লোক দ্বারা খবর দিয়া ডাকাইয়া আনিতেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পূর্ব্বে লিওপোল্‌ড তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

ভ্রমসংশোধন।

হুগলীর সংবাদদাতার পত্রের এক স্থলে লেখা ছিল এখানকার কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কুলনারী ছাদের উপর হইতে ঘুমের ঘোরে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখানকার পরিবর্ত্তে ইলছোবা মোওলাই পড়িতে হইবে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৮ ই মে। ছেলালাবাদ ও ধরণ্টরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহের লোকের উপর নজর চক্ষু হইতে রাজা দিগের পক্ষ রক্ষার ভার ছিল, কিন্তু তাহারা সে বিষয়ে উপেক্ষা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ৩০০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

কাবুল ১৯ ই মে। সেনাপতি রবার্টের সৈন্যগণ লণ্ডার উপত্যকায় অবস্থিতি করিতেছে। উহারা আক্রমণ করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়াছে বটে কিন্তু পাদশা খাঁকে ধরিতে পারে নাই।

লটাবণ্ড নামক স্থানে একটী ডাকের ঘোড়া চুরি গিয়াছে।

কাবুলের সর্দ্দারগণ খিলজাই ও কোহিস্থানীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। শুনা যাইতেছে শীঘ্রই উহাদিগকে দমন করা হইবে।

কাবুল ১৭ ই মে। তুরস্কের দুইজন লোক কাবুলে আসিয়াছে। লোকে উহাদিগকে বন্দীকৃত করিয়াছিল। সুযোগ পাইয়া উহারা তথা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।

কিলাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়া প্রজাগণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে। রাজ্যে ঘোরতর অরাজক কাণ্ড উপস্থিত।

মোল্লা কাহার ও মোল্লা ফকির ছেলালাবাদের দক্ষিণ চিলিথার নামক স্থানের লোকদিগকে ইংরাজ দিগের বিরুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। উহারা কোন ক্রমেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে চাহিতেছে না। এজন্য তাহারা প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে।

সেনাপতি রবার্ট পাইসা খাঁর সহযানস্থ দুর্গ ধ্বংস করিয়াছেন, পাইগা খাঁ পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছে। তত্রত্য লোকের বিশ্বাস, আবদল রহমান বাবুলের আমীর হইবেন।

কাবুল ১৮ ই মে। আইমক-খেল দিগের সহিত মুসাকি নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ১৯ নম্বর বেঙ্গল ল্যান্সার ও ২ নম্বর পঞ্জাব ক্যাভালরি দলের ১০০ শত লোক হতাহত হইয়াছে ও ৮০টী ঘোড়া মারা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিস্তর লোক সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাবুল ২০ এ মে। গত কল্য মোল্লা কালীল ২০০০ সাদিকে যুদ্ধার্থ একত্র করিয়া কেলেলাবাদের নিকটস্থ বিমল নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাগণ যুদ্ধার্থ নদী পার হইলে উহাদিগের কতকগুলি লোক পলায়ন করে, অবশিষ্ট লোক গুলি সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। শেষে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইহাদিগের ৭০ জন হত ও ইংরাজদিগের ১০ জন মারা আহত হইয়াছে। মোল্লা কালীল প্রস্থান করিয়াছে।

পেসবোলাক নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া ৮০রাজ সৈন্য চারি সহস্র শত্রুর সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ব্রগেডিয়র গিব একেবারে তাহাদের আক্রমণ করেন। অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর উহারা, তিন চারি মাইল হটিয়া পড়ে। এই ৪০০০ এর মধ্যে অধিকাংশই মিলওয়ারি ও কুগিয়ালি উহাদের প্রায় ১০০ জন হত হইয়াছে। ইংরাজদিগের সপ্তজন তিন জন হত ও ১৪ আহত হইয়াছিল। কাবুলে থাকর খানার আগুন লাগিয়া ২০টী বাটী একেবারে উড়িয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই মে। দক্ষিণ কেন্সিংটনের চিত্রশালায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে বিভাগ আছে, রাজ্ঞী গত কল্য তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে কোন প্রকার বল প্রয়োগ উপায়ের অবলম্বনে অভিলাষী নহেন।

লণ্ডন ১৭ ই মে। সুলতান বার্লিনের সন্ধিপত্র অনুসারে কাজ করাতে আলবানিয়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। ইউরোপের রাজগণ এই কথা বলেন যে, সুলতানের উচিত সেই সেই স্থানে সৈন্য প্রেরণ করেন।

প্রিন্স অর্লফ রুশের দৌত্যকার্য্য গ্রহণার্থ সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতে পারিসে গিয়াছেন।

এই প্রকার ঘোষণা করা হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডের চর্ত্তিকষটিত প্রস্তাব পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান সেসনে উপস্থিত করিবেন।

সুলতান কর্ণেল কমেরফর্ডের হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য রুশ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই মে। গোসেন সাহেব গত কল্য কনষ্টাণ্টিনোপল যাত্রা করিয়াছেন।

পার্নেল সাহেব হোমরুলের দলের কর্ত্তৃপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুলতানকে বলা হইয়াছে যে তিনি নিজ রাজ্যে ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন।

মণ্টিনিগ্রোর গোলযোগ সম্বন্ধে ইউরোপীয় রাজদিগের দূতগণ একত্র হইয়া সুলতানকে পত্র লিখিয়াছেন। তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ মে। গত কল্য উইথ টাউন জিলার যে সভা নির্ব্বাচন হয় তাহাতে ম্যাকলরণ ফটলণ্ডের লর্ড এডভোকেটের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কনসরবেটীব দলের লোক।

ম্যাটারবুল হিউজিসান সাহেব পিয়ার হওয়াতে লাণ্টউইচের প্রতিনিধি সভ্য পদ খালি হয়। সেই পদে অধিকাংশের মতে কনসরবেটীব দলের বর্ণার্ট মনোনীত হইয়াছেন।

আলেকজান্দ্রিয়া ১০ এ মে। আবদ বিপন অদ্য প্রাতঃকালে এই স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তথা বিপন ট্রেণে সুয়েজ নোঙ্গর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

গ্লাডষ্টোনসাহেব বক্তৃতাতে উঠিয়া সেই পুরা নিয়মেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গত কল্য কনসরবেটীব দল একটী সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে লর্ড রিকন্সফিল্ড বলিয়াছেন তিনি ঐ দলের অধিনায়কতা পরিত্যাগ করিবেন না। লিবারল দলের জয় ও টরদলের যে পরাভব হইয়াছে তিনি লোকের পরিবর্ত্তন স্পৃহাকেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্বদলস্থ লোক দিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে দলবদ্ধ থাকেন এবং যাহাতে স্বদলের সম্মান রক্ষা হয় এরূপে বিপক্ষকে বাধা দেন।

লণ্ডন ২০ এ মে। অদ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন হইলে লর্ড চানসেলার রাণীর বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। মহারাণী বলেন যে বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তুরস্কের যে অন্যান্য রাজগণের সংযোগে শীঘ্র বর্লিন সন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব। তুর্কির রাজ্য প্রণালীর সংস্কার হইবারও তুর্কির অধীনস্থ রাজ্য সমূহের স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবারও সম্ভাবনা আছে। তুর্কির সহিত উপরিউক্ত বিষয় ঘয়ের নিষ্পত্তি হইলেই পূর্ব্ব অঞ্চল আর কোন গোলযোগ পাকিবে না। সুদক্ষ গোসেন সাহেবকে তুর্কিতে দূত স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানে আমার সৈন্যেরা বিলক্ষণ সাহস ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও অনবরত শ্রম করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখন ও অভিলষিত বন্দোবস্ত হইবার কোন সুবিধা হয় নাই। আফগানিস্থানে শান্তি স্থাপন এবং তত্রত্য অধিবাসীগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ যত্ন করিতে কোন রূপ ত্রুটি হইবে না।

যাহাতে আমাদের সহিত আফগানদিগের সৌহার্দ্দ থাকে তাহারও যত্ন করা যাইবে।

ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা বড় মন্দ। উহার অবস্থা সমাক পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। পার লিয়ামেণ্ট যাহাতে রাজস্ব বিষয়ে তথ্য অবগত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে কোন ত্রুটি করা যাইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজ্য সমবায় সংস্থাপন ও ট্রান্সবালে আমাদিগের প্রাধান্য রক্ষার বিশেষ যত্ন করা যাইবে।

এতদ্ভিন্ন মহারাণী ইংলণ্ডে অনেকগুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী এই যে, যদি কারখানায় কর্ম্মকরদিগের কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে তাহার জন্য কারখানার অধিকারী দায়ী হইবেন।

গ্লাডষ্টোনসাহেব বলেন যে তুর্কির সম্ভ্রান্ত এই যে তুর্কির সাম্রাজ্য রক্ষা ইংলণ্ডের প্রয়োজন। তুর্কির এই সংস্কার দূর করিবার জন্য গোসেন সাহেবকে তথায় পাঠান হইয়াছে। গ্রীস ও মণ্টিনিগ্রোর সহিত তুর্কির বিবাদ মিটাইতে সত্বর নিষ্পত্তি হয় তাহার জন্য গোসেনকে বিশেষ চেষ্টা করিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদকের পত্র।

কোতুক।

গবর্ণমেণ্টের এইরূপ নিয়ম যে, রাত্রি ৯ টার পর আবগারীর দোকান সকল বন্ধ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই নিয়ম সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বস্থানে প্রতিপালিত হয় না। ইতিমধ্যে আমরা রাত্রি ১০ টার পর কোন্নগরের দেশীয় মদের দোকানের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম। দেখিলাম, তখন পর্য্যন্ত দোকানে আলো জ্বলিতেছে এবং কতকগুলি লোক

বাহিরে গোলমাল করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরে এক ব্যক্তি এক বোতল মদ লইয়া দোকান হইতে বহির্গত হইল। ইহারা কি সাহসে এইরূপ বাধা করিয়া থাকে, বুঝিয়া উঠা ভার। ভরসা করি; শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্টেট এই দোকানখানির উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

এখানে অতিশয় চোরের ভয় হইয়াছে। গত পূর্ব্ব সপ্তাহে বিহারী দাস নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে সিঁদ হইয়াছিল। অনূন ৯০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। গত সপ্তাহে চোরেরা শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে রাত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা জাগিয়া উঠাতে বিফল প্রযত্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকের এইরূপ অনুমান, যে শুনতার পুরাতন কল বন্ধ হওয়াতে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছে। যাহা হউক সকলে সতর্ক থাকিলে, স্থানীয় পুলিস ইহার নিমিত্ত যথোচিত উপায় করিবেন।

সরাইলপুর, পানিহাটী, বারাকপুর ও জগদ্দল প্রভৃতি স্থানের গঙ্গার অতিশয় হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রামগুলির কতকে ব্যক্তিকে কামড়াইয়াছিল। কতক ব্যক্তি শমন সদনে নীত হইয়াছে, অবশিষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে গঙ্গাতীরবাসী লোকদিগের নিকট অনুরোধ এই, ইহারা যেন জলে নামিয়া স্নান করেন।

পাঁচতোপী।

যেলা মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী সবডিবিসন কান্দির সন্নিকটবর্ত্তী জেমোর রাজধানীতে একটী চুরী হইয়াছে। চোরেরা অনুমান ২২০০ টাকা ও গহনাদি লইয়া গিয়াছে। লালবাটী হেয়দের নিকটে, তিন জন দস্যুধৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহারা পশ্চিম দেশীয় লোক। ইহাদিগের কাছে অনেক চুরী বাহির হইয়াছে। আমাদিগকে নিরপেক্ষ লিখিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে আরও চোর আছে, তাহাদের সন্ধানে হইতেছে। ইহাদের নিকট একটী মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহারা এক্ষণে হাজতে আছে।

মধ্যে মধ্যে এখানে চুরী হইতেছে। ইহাতে পুলিস কাহার উদ্যম চলিতেছে। ধানা বসান আছে, ফাঁড়ি আছে, নীলের অবস্থা নিরাপদ নহে; আর কাহার কিসে উদ্যম।

এখানে পাঁচ আইন জারি হইয়াছে। এ আবার কি? সকলে ইহাকে মিউনিসিপাল আইনের অপভ্রংশ করিতেছে।

শান্তিপুর।

"গোঁসাই, তাঁতি, পাচালুচ, তিন লয়ে শান্তিপুর" আমরা এই চির-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিতেছি। শান্তিপুর আমাদের জন্মভূমি, এজন্য ইহার হিতের কামনায় আমরা সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যাকুলিত হইয়া থাকি, কিন্তু শান্তিপুরের স্বামিহীনতা নিবন্ধন আমরা প্রায় অধিকাংশ বিষয়েই অকৃতকার্য্য হই, এই মাত্র। শান্তিপুরের জন্য আমরা অরণ্যরোদন করিয়া থাকি পদে পদে বিপদের পদে দলিত হইতেছি, তন্নিবন্ধন আমাদের বিপুল অর্থ অনর্থক ভূগর্ভে বা পেয় প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি সাধারণের সহানুভূতিলাভে বঞ্চিতপরাহত। পূর্ব্বে যখন এই শ্রীপাট শান্তিপুরের স্বামী ছিলেন, তখন সাধারণের হিত কামনায় কাহাকে কখন অযথা বিপদের পদে নিপতিত হইতে হয় নাই। ঐ সময়ে পরহীরা প্রেম পিপাসু প্রসন্ন বারবেলা মতিবাবুর কঠোর শাসনভূশের দারুণ আঘাতে বিষ্ঠা জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ কাল সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, সুতরাং দুরাচার ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে ঐ সকল যত্ত ভণ্ড দুরাচারদিগের সমুচিত সুশাসনের সদুপায় নাই। কারণ, গত ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ১০ আইন ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের কয়েকটী ধারা সামাজিক শাসনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!! সুতরাং আজ কাল মুড়ি মিছরির সমান দর না হইবে কেন? পূর্ব্বে যখন সামাজিক শাসন সকল প্রচলিত ছিল, তখন ব্যভিচার দোষের ঐরূপ বিষদন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল না। দুরাচার ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক শাসনাধীন ছিল। এক্ষণে সামাজিক শাসন নাই, সুতরাং ব্যভিচারস্রোতঃ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত। শ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী আমাদের সামাজিক হিত কামনায় তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি দ্বারা নিত্য নূতন নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচলিত করিতেছেন, তবেই নিত্য নূতন নূতন অপরাধের আবির্ভাব হইতেছে। মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের রাজত্বকালে আমাদের অন্তঃকরণে যে সকল আশা ভরসা সঞ্চারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাগ্যদোষে ভারতেশ্বরীর শাসনমণ্ডলে সে সমস্ত নিশীর স্বপন ও কবিত্বের মানসস্তোত্রের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লর্ড রিপনফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট আমাদের চক্ষে ভিন্ন কোন বিষয়ে সুখ হয় নাই।

শান্তিপুরের লোকেরা আমোদ প্রিয়, এজন্য এখানে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে। বারয়ারী পূজা, তের দোল ও চৌদ্দ দোলের তাবৎ মরিতে না মরিতেই সে দিন কয়েক পল্লীতে চন্দন যাত্রা হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় কয়েক স্থানেই বিলক্ষণ সমারোহ ও নর নারী সমাগম হইয়াছিল। চন্দন যাত্রার প্রতি বৎসর যে সকল সঙ গঠিত হইয়া থাকে, এবার তদপেক্ষা কিছু অধিক হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন বং মহলে কয়েক দিন বিলক্ষণ সঙের গল্প চলিয়াছিল! বস্তুতঃ এবার প্রায় সমস্ত সঙই দেখিতে সুশ্রী ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল সুন্দর সঙ দেখিয়া যদি আমাদের জীবন্ত সঙের কিছু চৈতন্য হইত, তাহা হইলে সঙের যাত্র আমাদের সার্থক জ্ঞান হইত। জীবন্ত সঙ মাত্রেই বিবেকবিরহিত, সুতরাং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের সম্ভাবনা অত্যল্প।

শান্তিপুর মিউনিসিপল ইংলিস স্কুলের বহুকাল সংকলিত একটী বাটীর জন্য আমাদের জাইসচেয়ার ম্যান একটী সভা করেন। ঐ সময়ে নগরস্থ সমস্ত ভদ্র লোককে রীতিমত নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কতকগুলি মনোনীত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺মতি বাবুর নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভা করা হইয়াছিল। ঐ সভায় সভাপতি পদে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অধিরোহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। মিউনিসিপল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী ও একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী চাঁদা সংগ্রহ করা এই সভার উদ্দেশ্য। যে সভায় ফলার নাই, টাকা দিতে হয়, সেই সভায় সচরাচর যেরূপ লোক সমাগম হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত সভায় তদনুরূপই হইয়াছিল। এতন্নিবন্ধন সভার আশানুরূপ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ মিউনিসিপল স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ কতদিনে সম্প্রদায় হস্ত অর্থের আনুকূল্য করিবেন, তাহা ভবিষ্যদ্বক্তারাই জানেন, বলা বাহুল্য যে, মিউনিসিপালিটীর মাথা নাই ও উহা সাধারণের বিবেচনার বেওয়ারিস মাল?

শান্তিপুর নিবাসী ৺ ভীম ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত চরণ ঘোষ নর্থবিণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টে রিসিভিং ক্লার্কের কর্ম্ম করিত। ঐ ব্যক্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ফেরৎ। নর্থবিণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কর্ম্মচারী হইয়া কিছু দিন কর্ম্ম করিতে করিতে মধ্যে সৈয়দপুর ষ্টেষন হইতে অনূন ছইশত টাকা তছরূপ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়। ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেঃ ডি. এম, ডরি হরিচরণের নামে দিনাজপুরে ওয়ারেণ্ট জারি করেন। হরি শ্রীহরি স্মরিয়া ওয়ারেণ্টের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে।

রাণাঘাটের মুন্সেফ ইতিপূর্ব্বে ১৫ দিন রাণাঘাটে ও ১৫ দিন চুয়াডাঙ্গায় কাছারী করিতেন, এতদ্বিবন্ধন অর্থী ও প্রত্যর্থী সমুদায় লোকের বড় কষ্ট হইত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাণাঘাটে পূর্ব্বের ন্যায় কাছারি করিবার আদেশ করিয়াছেন।

রাজপুরের ন্যায় শান্তিপুরেও মদের ভাঁটী হইয়াছে সত্য, কিন্তু মদের মূল্য পূর্ব্ববৎ। মধ্যে গাঙ্গিনিরার বিবাহোপলক্ষে নিকারী ও মুনেডের মদের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা স্থানীয় মাতব্বরের ফাঁকি দিয়া কাল্না হইতে টাকায় পাঁচ বোতল মদ ক্রয় করিয়া খাইয়াছে। এ জন্য মাতব্বরের মস্তাত্মিক দুঃখ ও গায়ের জ্বালা হইয়াছে, কিন্তু সভা ছাড়িয়া কে এক টাকা দিয়া তাহাদের এক বোতল মদ ক্রয় করিবে? শুনিতেছি যে, স্থানীয় রাজপুরুষেরা কাল্না হইতে মদ ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু মাতব্বরেরা তাহাদের কথায় কতদূর কর্ণপাত করিবে, তাহা বলা যায় না।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুচবিহার—আলিপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ মৈত্র—নবাবগঞ্জ ৭
" কমলাপতি সিদ্ধান্তরত্ন—দেবগ্রাম ৭
" " কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ ১০
" " মাখনলাল ঘোষ—পটোলডাঙ্গা ৫
" " কুঞ্জবেহারী দেব—পাকড়াশীট কলিকাতা ৫
চাঁদপুর ষ্টুডেণ্ট—চাঁদপুর ৫
" " নরসিংহ মল্ল—বকুলডাঙ্গার ১০
" " ভগবানচন্দ্র ঘোষ—মাদারীপুর ৭
" " ভগবানচন্দ্র ভৌমিক—ফরিদপুর ৭
" " শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—আসাম ১০
" " রাধাবল্লভ হালদার বাঁটি ১০
" " চণ্ডীচরণ সে—ছাপরা ৯
" " চিন্তামণি আচার্য্য—বাজিতপুর ৭
" " রায় রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুর দিনাজপুর ১০
" " সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দিনাজপুর ৭
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা ১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন—সাকরাইল ১০
" " প্রিয়নাথ বসু—সিমলা পাহাড় ১০
" " রাজচন্দ্র দত্ত—ত্রিপুরা ১০
" " হেমন্তকুমার ঘোষ—যশোহর ৮

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৬ ই মে। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ভঞ্জ কিছু দিনের জন্য মালদহের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ডব্লু, এচ, টমসন সাহেব ভাগলপুর সদর ষ্টেষনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

৭ ই মে। পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু টমাচরণ বসু ভাগলপুরের অন্তর্গত ঝাঁকার বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোঁসাই দাস পক্ষ আরারিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আরারিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী বজলল করিম সদর ষ্টেষনে রহিলেন।

ঝাঁকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অবিনাশ চরণ মল্লিক মহোদয়ের অন্তর্গত বাগিরহাটে বদলী হইলেন।

১০ ই মে। বাবু আশুতোষ সরকার গয়া সদর ষ্টেষনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ দে মেদনীপুরের অন্তর্গত কাঁথিতে এবং কাঁথির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিভূষণ সেন হাবড়ায় বদলী হইলেন।

১১ ই মে। রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ই, ইরিল ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ ই, পর্ণিটার ; জে, জি বিডি ; পি, পিটারসন সাহেব ২ য়ক্রম না হওয়া পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর অনরেরি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১১ ই মে। শিউনার মুন্সেফ বাবু নীলমণি নাগ ময়মনসিংহে বদলী হইলেন, কিন্তু ইহাঁকে মাটীয়ারি কাজ করিতে হইবে।

১৩ ই মে। বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ বিনাজপুরের মুন্সেফ হইলেন, কিন্তু ইহাঁকে পল্লীগ্রামেও কাজ করিতে হইবে।

১৪ ই মে। পাটুয়াখালীর ২ য় মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) হিজলের অন্তর্গত ঝালিপুরে বদলী হইলেন।

১৮ ই মে। বাবু গৌরচরণ রায় পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকে ভদবার কাজও করিতে হইবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত।

১৭ ই মে। রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ এম, টি, ডাউডিং বি, এ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমণ বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এম, রবসন সাহেব ঢাকা কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

ঢাকা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডব্লু, বি, লিন্ডষ্টোন বহরমপুর কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইলেন।

বিজ্ঞাপন।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গনোরিয়া নিহুশ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরন, পুরাতন মেহ শোণিত এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা। ৯৩ নং চুনারিপটি কলুটোলা এবং ১২ নং চীনাবাজার স্ট্রিটস্থিত ঔষধালয় কলিকাতা ঈশ্বরিলাল সেন নিকট পাওয়া যায়।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা পার্সিং ৵ আনা। কলেরা, গুয়, কটকট, বেদনা, সর্দ্দি, জ্বর, ছোঁ ধরিয়া ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মোড় ফুলা, কনকন বেদনা, মুখের দুর্গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল সরকার
৯৩ নং চোরবাগান
ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, কলিকাতার বহুবাজার উপনগরনিবাসী মৃত বংশীধর দত্ত (যিনি আপনাকে হিন্দু, কিন্তু নগরস্থ শ্রীমতী সেলমনী দাসী নামে বারাঙ্গনার সহিত সম্পত্তির উইল করিয়া দিয়াছিলেন) ও উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্টে সেই উইল

লের প্রোবেট লইয়াছেন। এক্ষণে ঐ লেডমহী ঘাসীই উক্ত সম্পত্তি সমূহের একমাত্র কর্ত্রী। উইলকর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্রী অর্থাৎ Executrix কে তাহার জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

[illegible]

শ্রীমতী পদ্মমণী দাসীর প্রকৃত।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক শুদ্ধপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, গৌরাঙ্গ বাটিদণ্ডের যে যে স্থলে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রার্থনা, গৌড়োদেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও এই ধামের তত্ত্বস্থান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা আছার বিবরণ, কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণববিগের অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়ের বিবরণ সমাপ্ত খোকসহ সরার প্রভৃতি ভূমে বঙ্গভাষায় সংস্কৃত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ম খণ্ড (৩৭০) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ এই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীরাধা সহিত এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও জগৎ মধ্য সপ্তম ধামাদি অষ্টকালী প্রভৃতি উপাসনা তত্ত্বের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার ব্যবহার নিষ্ঠাচার ও অপরাধ ও হরিনাম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আছে। উহার ২য় বিভব দ্বিতীয় খণ্ডস্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। ৭ই ১৮৮০ অগ্রিম মূল্য দিলে গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ২ দুই টাকা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকুমার কবিরত্ন।
৫৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বাগবাজার। কলিকাতা।

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ [illegible],
বাঙ্গালা মাঙ্কের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অনূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। বার্ষিক সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩, এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আধ্যাত্মিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের দরুণ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, ষ্টীরোগ, অনিদ্রতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিং বোতল ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

[illegible] ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

ডালিউ কুমার এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রভৃতি অধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৯ নং পৌলদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের মারণবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ চীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগে আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, ক্ষইরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, সূতী হামীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ৷৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র
মুক্তাপুর কলিকাতা
} শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা
কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল পাঠোপযোগী ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রচয়িতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া

থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মন্বন্তরিকা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃন্দু গুপ্তাগারের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

সোমপ্রকাশ নব কলেবর ধারণ করিয়া নূতন স্থানে ও নূতন যন্ত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমপ্রকাশ কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃন্দু গুপ্তাগারের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্যের নিয়ম নাই। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী দি, আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

সোনড়া পুস্তকালয়।

যোন ব্যক্তি প্রার্থনা পূর্ব্বক সোনড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের নাম করিয়া বদী মহাশয়দিগের নিকট অর্থ এবং গ্রন্থকার মহাশয়গণের নিকট হইতে আবশ্যক পুস্তক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং কতিপয় মহাত্মার নিকট হইতে অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহও করিয়াছেন, সম্প্রতি এই ঘটনা প্রকাশ হইয়াছে। কত দিন হইতে এরূপ হইতেছে এবং কত গুলি ব্যক্তি ইহার মধ্যে আছেন, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। এজন্য সকলকে বিনীতভাবে জানাইতেছি যে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যতীত এই পুস্তকালয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার অন্য কাহারও অধিকার বা ক্ষমতা নাই। যাঁহারা করেন কিম্বা করিবেন তাঁহারা প্রতারক। ইত্যাদীতে সোনড়া পল্লিস্থ লাইব্রেরীর নাম মুদ্রিত কাগজ ও চিঠি ও পুস্তকালয়ের নামাঙ্কিত মোহর এবং আমার স্বাক্ষর ভিন্ন কেহ যেন অর্থ কিম্বা পুস্তকাদি দান না করেন। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ দুরভিসন্ধীন লোকদিগের জন্য অনেক সাধু ইচ্ছায় বিরত হয়েন, এবং অনেক লোকহিতকর সাধুকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ইতি। ২৯ এ বৈশাখ ১২৮৭।

ঈশানচন্দ্র সেন
সোনড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের স্থাপয়িতা ও সম্পাদক।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সারল্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্থানিক টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বৃন্দুগুপ্তাগারের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মুজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা কৌড়দারি বাগানবাটী ১৪৮ নং আপার সারকিউলার রোড ঔষধালয়ে আমার নিকট পাবে হইবেন।

বৈদ্যক্ষ কল্পাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৷০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্ধিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৶০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ প্রবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সারতত্ত্ব মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, দ্রাক্ষারিষের আসব মাধব, নাড়ী বিজ্ঞানের পরীক্ষা, মদ্য শব্দাদির গঠিত বর্ণন ইত্যাদি অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৶০

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

ইহা অঙ্কের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং ভ্রমনীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গীয় সুধা পানের আধারস্বরূপ। গ্রাহক হইলেই সুবিধা।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্ব্বোধের নাম বোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩৷৷ পাঁচ টাকা মাত্র, ডাকমাশুল লাগে না। নিত্য ৩২ ফ, ফেরি নয়। কলিকাতা এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৯ বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "করিবে বিবাহ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ রসারোড ভবানীপুর } শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

ন্যূ চ দ্ভ এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক

ড্রাগিষ্ট

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাক্স।

মাদার টিং	৷৶০	৷৷৶০	ওলাইটা বাক্স	২৷৹	৪৷৹
কুস্ত বড়ী	৷৶০	৷৷৶০	সাধাঃ চিকিঃ	৷৷	১৷
৯টিনিউসন	৷৹	৷৶০	অরবোধের	৷৷	১৷

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান	৷৷	চিকিৎসা সূত্র	৷৷৹
ওলাইটা চিকিৎসা	৷৹	ওলাইটা চিকিৎসা হিন্দি	৷৶
স্ত্রী চিকিৎসা	৷৷	প্রমেহ, ভগন্দর	৷৶
ঔষধগুণ সংগ্রহ	৷৹	হাম ও বসন্ত চিকিৎসা	৷৹
অন্ত্র চিকিৎসা	৷৹	হোমিওপ্যাথিক কি ?	৷৶০

ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৷৶ ডাক মাশুল ৷৶০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, দেবনাগরী প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ৷৹ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ২৷৹ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩১ নং গরাণহাটা শ্রীগিরীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

১ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য	...	...	১ টাকা।
পত্র ৷৹ পোয়া	..	...	১ টাকা।
তৈল ৷৹ পোয়া	...	...	১ টাকা।
এক শিশির মূল্য	...	...	১৷৷৹ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...		৷৹ আনা।

শিবাঘৃত।

(নখুসক শৃগাল জাতে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক অস্থিরতা, বুদ্ধিনাশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা ধরিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।

প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৹ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মৃগাপুর নম্বরিপাড়া কলভ্রম যন্ত্রে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৷৹ দুই আনা তাহার পর ৷৵০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মৃগাপুর ১০ নং বৃন্দাবন বসাক লেন কলভ্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৭ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকা। | ১২৮৭ সাল ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০ ৩১ এ মে। | অগ্রিম বাষ্পীয় ডাক, অসমর্থ পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

প্রজারা চীৎকার করে কেন?

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিএসন সভা ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকটে যে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ক আমাদের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সর্ব্বদা রোদন করে, আত্মদুঃখ নিবেদন করে, এবং উচ্চ স্বরে তাহার প্রতীকার বাসনা করে। এ প্রকার চীৎকার করা কি প্রজার স্বভাব? না, চীৎকারের কোন কারণ আছে? আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার উচ্চ, সকল কার্য্যে তাঁহাদের যে উচ্চতা, সমদর্শিতা ও মহানুভাবতার পরিচয় হয় না। এই নিমিত্তই প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় ও চীৎকার করে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিপতি। ইহাঁরা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে সকল জাতি সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমান ব্যবহার করেন না। তাহাই প্রজাসাধারণের অসন্তোষের ও চীৎকারের কারণ হয়। পিতা যদি সকল পুত্রের ভরণ পোষণ ও বিলাসিতার পর্য্যাপ্ত বিপুল অর্থ দান করেন, পুত্রদিগের যদি কোন বিষয়ে কষ্ট না থাকে, তথাপি পিতার যদি কোন পুত্রের প্রতি অধিক কোন পুত্রের প্রতি অল্প স্নেহ দৃষ্ট হয়, পুত্রেরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসী প্রজাগণের পিতার অপেক্ষাও অধিক উপায় বিধান করিতেছেন। যাহাতে ইহারা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে ও সবিশেষ উন্নতি লাভ করে, তাঁহারা তাহার নানা উপায় করিয়া দিতেছেন, কোন বিষয়ে উদাসীন নহেন, তথাপি প্রজারা যে চীৎকার করে, গবর্ণমেণ্টের বিসদৃশ ব্যবহার ভিন্ন তাহার অন্য কারণ নাই।

এই বিসদৃশ ব্যবহারের ফল, রোমে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। রোমে যে সময়ে ইতরের প্রাদুর্ভাব, সে সময়ে তথায় দুটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদয় হয়। এক সম্প্রদায় রাজ্যের প্রধান কার্য্যগুলি আপনাদের হস্তগত করিয়া রাখে। অপর সম্প্রদায় তাহা পাইবার জন্য ঘোরতর গোলযোগ আরম্ভ করে। তদ্বিবন্ধন রোম প্রায় অনবরত অস্থির থাকিত। পরস্পরে এমনি শত্রুতা জন্মিয়াছিল, যে প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সাধু সরাশয় লোকেরা যদি অপর সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করিত, তাহারাও প্রথম সম্প্রদায়ের নিকটে নিন্দিত ও বিপদগ্রস্ত হইত। যে বিষয় সকলেরই সমান ভোগ্য ও সমান বাঞ্ছনীয়, তাহাতে ইতর বিশেষ করিলেই মহান্ অনর্থ ঘটিয়া উঠে। অমুক সম্প্রদায়ের এটী স্বত্ব ও অধিকার, এ কথা বলিয়া যে এক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ, ও অপর সম্প্রদায়ের নিগ্রহ করা হয়, সেটী রাজোচিত কাজ নয়। অধিকার ও স্বত্ব ঔপাধিক ও কাল্পনিক মাত্র। রাজকার্য্য সম্বন্ধে উহা অকিঞ্চিৎকর। তবে যে রাজার সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাত করিবার ইচ্ছা হয়, উহা তাঁহার কার্য্যতঃ একটী ছল হয় এই মাত্র। বাস্তবিক পক্ষপাত সম্বন্ধে তাহারই কোন স্বাভাবিক স্বত্ব বা অধিকার নাই।

যাহা হউক জনানুরাগিনী রাজপদ লাভের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে প্রজার অসন্তোষ থাকে না। অসন্তুষ্ট হইয়া চীৎকার করিবারও কারণ থাকে না। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ভেদ না করিয়া যদি উদারভাবে এই নিয়ম করা হয়; যিনি যে পদের যোগ্য হইবেন, যিনি যে কার্য্য সুসম্পন্নরূপে সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সেই পদ দেওয়া হইবে, তাহা হইলে আর গবর্ণমেণ্টকে প্রজার চীৎকার শুনিতে হয় না। যদি এরূপ ঘটনা হয়, দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন জন তুল্যগুণ যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন ব্যক্তিকে দুই তিনটী তুল্য পদ প্রদান করিয়া সকলের সন্তান রক্ষা করা ও সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য।

যে সদ্দর্শী ও উদারতর ব্যবহার দ্বারা প্রজাকে অনুরক্ত করা যায়, অন্ধ রাজা নিজ কার্য্য দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

অহমেব মতোমহীপতেরিতি সর্ব্বঃ প্রকৃতিষ্বচিন্তয়ং।
উদবেদিব নিম্নগাশতেষ্বভবদ্বারি যথা বিমানিতা ভটিং।

প্রজারা সকলেই এইরূপ চিন্তা করিবে আমিই রাজার প্রিয়। সমুদ্রের যেমন শত শত নদীর প্রতি ভিন্ন ভাব হয় না, সকলকে সে সমভাবে গ্রহণ করে; তেমনি অন্ধ রাজার কোন প্রজার প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না।

ভিন্ন ভাবই সর্ব্ব অনর্থের মূল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে যে ভিন্ন ভাবে দর্শন করেন, উহাই প্রজাগণের অসন্তোষের ও চীৎকারের কারণ। আমাদের রাজপুরুষেরা যদি সকল বিষয়ে সমদর্শী ব্যবহার করিয়া যথানুসারিণী রাজপদ দান ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সর্ব্বাংশেরই এ কোন গোলযোগ থাকে না।

একটী কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা।

বৃথা এই একটী রাজনীতিক শব্দ আছে।

তাহার অর্থ মনুষ্যের পালনকর্ত্তা। পা ধাতুতে রক্ষা বুঝায়। বহিঃশত্রুর (ভিন্ন দেশীয় রাজার) আক্রমণ এবং অন্তঃশত্রু দস্যু তস্কর অত্যাচারী চৌকীদার ছাত্রদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেই সেই রক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ ও সাঙ্গ হয় না। অকাল মৃত্যু হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করা রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এটী যে রাজার একটী প্রধান কর্ত্তব্য, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিজ কার্য্য দ্বারা অনেক বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল, গবর্ণমেণ্ট প্রজার রক্ষার্থ ব্যস্ত হইলেন। দুরন্ত দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে লোক রক্ষার যতগুলি উপায় আছে, গবর্ণমেণ্ট একে একক্রমে সে সমুদায়ের অবলম্বন করিলেন। সাংক্রামিক রোগ দেশব্যাপী হইল, মহাকাল বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া প্রজাবিনাশ আরম্ভ করিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের রক্ষার্থ ব্যস্ত হইলেন; শীতার নিবারণ নিমিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন; কমিশন বসিল: স্থানে স্থানে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এই সকল কার্য্য দ্বারা সত্য বোধ হইতেছে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট স্বদেশনিবাসী উদাসীন প্রজাপুঞ্জ দ্বারা পরিপূরিত নয়। রাজপুরুষেরা অপক্ষপাতিনিশ্চয়ে প্রজাদিগকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিয়োগে অভ্যস্ত। যখন কোন একটী জটিল বিষয় উপস্থিত হয় কিম্বা যখন গবর্ণমেণ্ট একটী সঙ্কট উপস্থিত দেখেন, তখন কমিশন নিয়োগ করিয়া তাহার হয় নিশ্চয় ও গূঢ় কারণের নিরাসন ও প্রতিবিধানের উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। রাজস্ব দুর্ভিক্ষ মালেরিয়া প্রভৃতি যত বিষয়েই তাঁহাদের কমিশন নিয়োগও পরীক্ষিত হইয়াছে। সেই নিমিত্ত আজ আমরা এক বিষয়ে একটী নূতন কমিশন নিয়োগ প্রার্থনা করিতেছি। বিষয়টী এই, এদেশীয়দিগের নিত্য ব্যবহার্য্য পরিধান বস্ত্রাপহরণ। এদেশীয়েরা যে যে বস্তু নিত্য আহার করে, তাহা বোধ হয় আমাদের রাজপুরুষগণের অনেকের অবিদিত নয়। ইহারা উদ্ভিজ্জভোজী। মাংসের সহিত ইহাদের প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ইক বিশেষ পর্ব্বাদির মাংস ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, ছাগমাংসও কেবল অনুকল্প, তাহাও নিত্য বিহিত নয়। পর্ব্বাদি কালে দেবতাকে দান করিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। সেই দেবোদ্দিষ্ট ছাগ মাংসও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অনেককে পার্শ্ববর্ত্তী ছাগকে চর্ব্বিত দেখিয়া মানসিক মাংস ভোজনের সুখ ও তৃপ্তি লাভ করিতে হয়। এখন আমাদের প্রার্থনা এই, গবর্ণমেণ্ট কমিশনরূপে অন্ততঃ দুই তিন জন প্রধান ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার নিয়োগ করিয়া নির্ণয় করুন, নিত্য সুরাপানে উদ্ভিজ্জজীবীর অনিষ্ট হয় কি না? যদি অনিষ্ট হয়, সে কি প্রকার? আমাদের জানা আছে সুরায় মাংসকে জীর্ণ করে। যাঁহাদের অন্য কোন জীবের মাংস ভক্ষণ করিবার রীতি আছে, সুরা তাহাদের সেই ভুক্ত মাংসকে জীর্ণ করিয়া শরীরের মাংসকে অক্ষত ও অব্যাহত রাখে, কিন্তু যাহাদের অন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করা অভ্যাস নাই, যাহারা কেবল শাক সব্জী দ্বারা উদর পূরণ করে; সুরা তাহাদের শরীরস্থ মাংস মজ্জা অস্থি জীর্ণ করে কি না? আমরা এদেশীয় সুরা পায়ীদিগকে সচরাচর যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিতে পাই, সুরার সহিত সেই মৃত্যুর কার্য্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধ আছে কি না? কমিশন নিয়োগ দ্বারা এই তত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সুরা যদি এদেশীয়দিগের শরীর নাশের, ধাতু ক্ষয়ের, ছর্দ্দি-কিংবা রোগ প্রাদুর্ভাবের ও অকাল মৃত্যুর কারণ হয়; আর বৃদ্ধির উদ্দেশে গবর্ণমেণ্টের সেই সুরার বহুল প্রচার চেষ্টা উচিত কি না? আমরা যে আজ এ বিষয়ে এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই, আমাদের একজন পত্রপ্রেরক ভারতসভার নিকটে প্রার্থনা করিয়া যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের উত্থাপক হইয়াছে। সে পত্রখানি নিম্নে প্রচারিত হইল।

ভারত সভার নিকট আমাদিগের একটী প্রার্থনা।

অর্থের কি মোহিনী শক্তি! ইহার বলে দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্ম বলিয়া এবং দুর্জ্জন সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। যে বঙ্গবাসিগণ গৃহের বাহিরে এক পদ ক্ষেপণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন তাঁহারাও এখন অর্থের নিমিত্ত অনায়াসে পর দেশে ব্যাঘ্রের মুখেও জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আমাদিগের রাজপুরুষগণের এই অপরাজেয় গুণ-সম্পত্তি অর্থের পরোক্ষ প্রভাবে, তাঁহারা অল্পদেশে এমন একটী মারাত্মক উপায় বাহির করিয়াছেন, যে দ্বারা আমরা দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি। আমরা মনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছি। তাঁহারা এক বার সন্তান তুল্য প্রজার ভাবী ইষ্টানিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না; তাঁহারা একবারে আমাদের শয়ন-ভবন গমনোদ্যত জীর্ণ দেহের প্রতি ক্ষেপ করিতেও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। গবর্ণমেণ্ট আবগারির স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যে সে এখন লাইসেন্স বিনেই স্বাধীনভাবে ভাঁটী করিয়া মদ্যাদি বিক্রয় করিতে পারিতেছে। ভারতের প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতেই এখন ৩। ৪টী করিয়া মদের ভাঁটী! মদ এখন ৩। ৪ আনায় বোতল!! যে যত পারিতেছে মনের সুখে তত পান করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র যমালয়ে যাইয়া শমন রাজের প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। যে রূপ রাজার গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে শমনরাজকে নিশ্চয়ই অতিশীঘ্র হয় পোল ট্যাক্স, না হয়, আর একটী উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইবে।

আমরা রহস্য করিতেছি না, দারুণ ব্যথিত হইয়া এ সকল সত্য কথা বলিতেছি। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের হাতে একমাত্র আবগারী বিভাগ থাকাতে মদ্যাদির মূল্য অধিক ছিল; কাজে কাজেই দরিদ্র ভারতের দরিদ্র প্রজাগণ ইচ্ছামত মাদকাদি সেবন করিতে পাইত না। কিন্তু এখন স্বাধীন হওয়াতে মদ্য পানের আর সে দুঃখের দিন নাই; সুদিন উপস্থিত হইয়াছে। যে, দুরন্ত লৌহে মস্তকের ঘর্ম্ম পদতলে নিক্ষেপ করিয়া মজুরি দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদ ৵০ আনার উপার্জ্জন করিয়া থাকে; সে ব্যক্তিও তাহার শ্রমের অর্দ্ধাংশ সুরার পাদপদ্মে অর্পণ করিতেছে। এমন অবস্থায় তাহার অনাথ পরিবারবর্গের অনশন-প্রতাবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? যদি বুঝিতে পারিতাম, অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরের কোন না কোন উপকার হইতেছে তাহা হইলেও না হয় আত্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ আপন আপন পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করিয়া আপনারা সুখী হইত; তাহা দোষের বিষয় হইত না, কিন্তু মদ্যে "ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইয়া থাকে। গাজার বহির্গত হইলেই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ বা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া বিগহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; কেহ বা মৃতবৎ অচেতন হইয়া নর্দ্দমায় পড়িয়া, বিকটাকার বদন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; মুখের ভিতর দলে দলে মাছি ভন্ ভন্ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, অন্য কেহ বা অশ্লীল ভাষায় গান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে; কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; সময়ে সময়ে শৃগাল বানরের সহিতও অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

এই ত গেল প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ আমরা শীতপ্রধান দেশবাসী মাংসভোজী জাতি নহি, যে মাংসের বলে মদ্যাদি জীর্ণ করিয়া ফেলিব। আমরা উষ্ণদেশবাসী শাকান্নভোজী নিরীহ স্বভাব সম্পন্ন দরিদ্র বাঙ্গালী। আমাদের ৬ঠরানলে সুরা কিরূপে জীর্ণ হইবে? এক দিন না হয় দুই দিন জীর্ণ হইল, কিন্তু চিরদিন কখন জীর্ণ হইতে পারে না। ক্রমে এক

দিকে বলকারী সারবান্ দ্রব্যে শরীর পুষ্টির অভাবে, অন্যদিকে সুরার তীক্ষ্ণতায় শরীর দিন দিন দুর্বল হয়, সুরার বহুৎ প্লীহাদি দূষিত ব্যাধিতে দেহ-মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং অকালে আমাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করে। বৎসর বৎসর কত হত-ভাগ্য যে, পিতা মাতা প্রভৃতি পরিজনবর্গকে অনন্ত দুঃখসাগরে ভাসাইয়া অকালে জীবলীলা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এত দেখিয়া শুনিয়াও অবশিষ্ট মহাপাপি-গণের চৈতন্য হইতেছে না; বরং তাঁহারা দিন দিন অধিকতর অচৈতন্য হইয়া পড়িতেছেন। বোধ হয় স্বর্গপ্রসূ বঙ্গভূমি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু-পূর্ণ সুন্দর বনে পরিণত না হইলে আর আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে না। তৃতীয় কথা এই, সুরার সহিত বারবিলাসিনী-গণের যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সকলেই প্রায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। যেখানে মদের ভাঁটী, সেই খানেই বারবনিতাগণ সানন্দে নরাধমগণের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতেছে। অবোধ মনুষ্য-গণ মন্ত্রবাদ্যৌষধ-চতুর ব্যক্তিগণের বাধাধ্বনির ন্যায় তাহাদের আপাত-মনোজ্ঞ বাহ্য স্বরে মোহিত হইয়া সর্পের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সমাজবিরুদ্ধ কত নিন্দনীয় কার্য্য করিতেছে, কিছুতেই কুণ্ঠিত নহে। ভারতে হত্যা-অপরাধে আজিও যে সকল লোক প্রাণদণ্ড-রূপ কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সে কেবল ইহাদেরই কৃপায়। ইহাদের গুণের অন্ত নাই! মদ্যের প্রাদুর্ভাব অল্প না হইলে ইহাদের অত্যাচারেরও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

সুরা হইতে আরও অনেক অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থের লোভে এ সকলের প্রতি এক বারও দৃক্‌পাত করিলেন না! মহামান্য সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল যাহাতে সাঁওতাল পর-গণা হইতে সুরাপান উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেই সাঁওতালদিগের কি শোচনীয় অবস্থা! যে দিন এক জন উচ্চপদস্থ সুশিক্ষিত ইংরাজ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া পথিপার্শ্বে ইহাদের অবস্থা দেখিয়া বড়ই চমকিত হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করি যাছেন। এ দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধ কি? গবর্ণ-মেণ্ট নূতন অধ্যক্ষদিগও এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন না, তখন আমরা আর কাহার নিকটে তজ্জন্য ক্রন্দন করিব? আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাহাতে যে কেহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবেন, সে আশাও অল্প। আমরা দিন দিন করভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছি এবং কর ভার সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেছি, তথাপি গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি, সুরালভ্য অর্থ না হয় অন্য কোন উপায়ে উপার্জ্জন করুন অথবা আর কোন নূতন করের সৃষ্টির কি আবশ্যকতা আছে? রাজস্বময়ী ষ্টাচি সাহেব ত অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়াছেন।

আমাদের আর অন্য উপায় নাই। কেবল ভারতের প্রতিনিধি ভারত-বন্ধু ভারত সভাই আমাদের সম্পূর্ণ আশার স্থল। আমরা সাদরে অনুরোধ করিতেছি, এক বার এই জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন। মুদ্রাযন্ত্র ও অস্ত্র-সংক্রান্ত আইনাদির বিরুদ্ধে যখন পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করিবেন, তখন এটী যেন বিস্মৃত না হন। ইহা সভার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সাপুরের হত্যা কাণ্ড ও তাহার মকদ্দমা।

আমরা গত সপ্তাহে বিবিধ সংবাদ মধ্যে এই মক-দ্দমার উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। এটী একটী বৃহৎ মকদ্দমা। আলিপুরের সেসন আদালতে ১৮ দিন ধরিয়া ইহার বিচার হয়। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া পুনী মকদ্দমার বিচার হইতে কখন দেখা যায় নাই। জুরীদের মতে আসামীরা দোষী হইয়াছে। কিন্তু জুরীর মতের সহিত জজ সাহেবের মতের ঐক্য হয় নাই। তিনি ঐ মকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিতে-ছেন।

সাপুর বেতালার নিকটবর্ত্তী। এ মকদ্দমার আসামী তিন জন। প্রথম, গোপালচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়। দ্বিতীয়, বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র। তৃতীয়, গোপাল দাস। জুরির সহিত জজ সাহেবের বাক্যের অনৈক্য হইবার কারণ এই, সাক্ষিবাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। এই অবিশ্বাস হওয়াতেই তুহুরেরা প্রথমে যে একবাক্য হন নাই, এটী তিনি স্বমত পোষক অনুকূল তর্ক মনে করিতেছেন। আরো একটী ঘটনা হইয়াছিল, সেটীও জজ সাহেব আপনার মতের অনুকূল মনে করিতেছেন। ঘটনাটী এই, বিচার শেষ হয় হয় এমন সময়ে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের উকীলকে এই ভাবে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, জুরর-দিগের মধ্যে তিনি প্রধান, দ্বিতীয় আসামী বৈকুণ্ঠ নাথ মিত্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে। বৈকুণ্ঠের মাতা প্রধান জুরের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, তিনি বৈকুণ্ঠকে চিনেন না এবং তাঁহার পৌত্রী নাই, তবে তিনি শুনিয়াছেন, অতি দূর সম্বন্ধ আছে। তাহাতে মনের ভাবের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নয়। গবর্ণমেণ্ট উকীলও বলিলেন, তিনি অতি সচ্চরিত্র লোক, তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইবার কথা নয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এপ্রকার একটী অসম্পূর্ণ সংবাদ অন্তিম ক্ষণে দেওয়া যে অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, উভয় পক্ষের উকীলেই সে কথা বলিয়াছেন। স্বয়ং জজ সাহেবও তদ্রিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

এ প্রকার গুরুতর মকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহে-বের সহিত জুরীর মতের ঐক্য না হওয়া বড় নহ টের কথা। আসামীরা যদি বাস্তবিক দোষী হয়, আর যদি তাহারা মুক্তি পায় তবে, তাহা হইলে কেবল যে চরাত্মাদিগের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হইয়া নূতন নূতন হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইবে এরূপ নয়, ঐ বর্ণীকৃত দুরাত্মারা এই মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহাদের উপর আক্রোশ হইয়াছে, তাহাদের চিরদিন ত্রাস হইয়া উঠিবে। উহারা যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ঐ মকদ্দমার কি ফল হয় দেখিবার নিমিত্ত যখন আদা-লতে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, "ঘর ভরা তিলধারণে" এই প্রবাদ বাক্যটী সফল হইয়া উঠিয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন শুনিল, জজ সাহেব আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, তখন সকলে যার পর নাই হতাশ ও বিষণ্ণ হইল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল, জুরীরা আসামীদিগকে দোষী করিয়াছেন, তখন তাহাদের হৃদয়ানিতে পুরের ছাদ যেন ফাটিয়া গেল। আসামীরা বাস্তবিক দোষী না হইলে লোকের মনে এরূপ ভাব হওয়া সম্ভাবিত নয়। তাহারা যে কেমন ভয়ঙ্কর লোক, এতদ্দ্বারা তাহার সপ্রমাণ হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই, আসামীরা যদি বাস্তবিক দোষী না হয়, আর তাহাদের দণ্ড হয়, তাহাতে যে অন্যায় আর নাই। অন্যায়ের নিবারণার্থই বহুদর্শী বিজ্ঞ নীতিজ্ঞেরা করিয়াছেন, দশ দোষী ব্যক্তি মুক্ত হউক কিন্তু নিরপরাধ যেন দণ্ড না হয়।

হত্যাকারীরা যে ভয়ানক নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত শুনিলে অতি পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয়ে শোকের উদয় হয়। হত ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোক। তাহার বাটীর পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীর অপর প্রান্তে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক থাকে। সে একদিন ঐ স্ত্রীলোকটীকে বলিল, আমি বাটীতে যাইতেছি, তুমি ফিরিয়া না আসি, তুমি এক একবার আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়া ঘর খানি দেখিও। চোরে যেন সর্ব্বনাশ করিয়া লইয়া না যায়। স্ত্রীলোকটী সেদিন বলিয়া স্বীকার করিল। বেলা ৯। ১০ টার সময়ে স্ত্রীলোকটী পু-রিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়াছে, এমন সময়ে বাটীর মধ্যে

শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইল। মনে করিল বাটীর মধ্যে লোক প্রবেশ করিয়াছে। সে ঘরে কাপড় রাখিয়া দেখিতে গেল। হত্যাকারী দুরাত্মারাই ঐ বাটীর মধ্যে শব্দ করিতেছিল। স্ত্রীলোকটী যেমন গিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াছে, অমনি দুরাত্মারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাহার চীৎকার নিবারণ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। স্ত্রীলোকটীর উপর তাহাদিগের যে কি মর্ম্মান্তিক রোষ ছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু দুরাত্মারা যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, বোধ হয় এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের মানুষের উপর করে না। এ কাণ্ড রাক্ষসকাণ্ড, না পৈশাচ কাণ্ড! শুনিলাম মাথার এক দিকে লোহ পুরিয়া দেয়, আর এক দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। স্থানে স্থানের অস্থিপ্রত্যঙ্গও ভগ্ন করিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর গর্ভ ছিল, তাহা নষ্টপাতিত করে। হা! কি নিষ্ঠুর কাণ্ড! অথবা মানুষের কিছুই অসাধ্য নাই। মানুষ দ্বিপদ বটে কিন্তু অনেক মানুষের হৃদয়ে পশুধর্ম্ম জাগরিত হইয়া আছে। তাহার উপর ক্রোধ ও বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা থাকিলে উহা মানুষকে পশুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। এখন আবার মদ ও ভাঙ্গ উহার প্রধান সহকারী হইয়াছে। অতএব দুরাত্মারা যে ঐ শোচনীয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবার নাই। আমাদের অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রাজেশ্বরীর প্রবল প্রতাপপূর্ণ অধিকার মধ্যে আজও এ প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। যেখানে রাজা আছেন, অথচ তাঁহার প্রতাপ নাই; যেখানে পুলিস আছে, অথচ তাহার ক্ষমতা নাই; যেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট আছে, অথচ তাহাতে পদার্থ নাই; এ সকল ঘটনা সেই সেই স্থানের ঘটনা। যেখানে প্রত্যহ প্রতি ঐশ্বরিক তেজে প্রজ্বলিত হইয়া দিবাকরের উত্তপ্ত কোটিকে মলিন করিয়া তুলিয়াছে, সেখানকার এ ঘটনা নয়। এই শোচনীয় হত্যা ব্যাপারটী যখন আমাদের প্রতিপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমাদের মনে এই তর্কের উদয় হইতে লাগিল, আমরা লোকত্রাণপালিত মহারাজ চক্রবর্ত্তী ইংরাজদিগের অধিকারে বাস করিতেছি? না, বিলাসপুর নিম্নতাপ বঙ্গ রাজ্যে বাস করিতেছি?

উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড, তৎসংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার ও জুরর্দিগের সহিত জজ সাহেবের মতভেদ লইয়া হাইকোর্টের বিচারার্থ মকদ্দমা প্রেরণ, এই গুলি দেখিয়া আমাদের মনে মীমাংসাযোগ্য কয়েকটী গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইতেছে। প্রথম, আমরা লোকত্রাণপালী রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি বটে কিন্তু আমাদের তুল্য শোচনীয় অরক্ষণীয় অবস্থা শৃগাল কুক্কুরেরও নয়। শৃগাল কুক্কুরের পর নখর ও তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাগ্র আছে, যদি নির্জ্জন স্থানে একটী কুক্কুরকে আর একটী কুক্কুর আক্রমণ করে, সে দুর্ব্বল হইলেও নখরাদি প্রহার করিয়া আক্রমণকারির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষার কোন পথই নাই। বোধ কর, আমরা ইংরাজ রাজ্যে বাস করিতেছি, এই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া রাত্রিকালে নির্জ্জন মাঠ দিয়া যাইতেছি, অথবা নির্জ্জন গৃহে শয়ন করিয়া আছি, আমাদের বিপক্ষ আসিয়া অনায়াসে আমাদের প্রাণবধ করিতে পারে। আমাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। অস্ত্র ব্যবহার দূরে থাকুক, আমরা একটী বাঁশের লাঠিও হাতে বা কাছে রাখি না। আমরা ইংরাজ রাজার প্রজা, মনে মনে এই গর্ব্ব এক সহায় আছে। কিন্তু সেই গর্ব্ব আসন্নকালে রক্ষা করিতে পারে না। এক যে আর্ত্তনাদ সহায় আছে, দুরাত্মারা হঠাৎ মুখ বন্ধ করিয়া দিলে সে সহায়বলও থাকে না। হায়! সাপুরের হত স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া সেই দুর্জ্জয় দারুণ যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেও পারিল না! সে যত ছটফট করিয়াছে, অন্তই সে মনে মনে মাতা পিতা আত্মীয় অন্তরঙ্গ ঈশ্বর ও রাজাকে কত ডাকিয়াছে; কিন্তু কেহই দুরাত্মাদিগের হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না! ইহার তুল্য শোচনীয় অসহ্য অবস্থা কি আছে? নির্জ্জন হত্যার যে সুবিচার হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সেখানে কেহ সাক্ষী থাকে না। সাক্ষী থাকিলে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু যে হত্যা করে, গ্রামীণ লোকের তাহা অবিদিত থাকে না। মকদ্দমার জোগাড় করিবার নিমিত্ত কৃত্রিম সাক্ষী প্রস্তুত করা হয়। তাহাদের বাক্যে প্রায়ই অনেক দোষ ঘটিয়া উঠে। সুতরাং মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। দ্বিতীয়, জুরবিদ্বের সহিত জজের মতের অনৈক্য হইলে যদি তাঁহাদিগের বাক্য অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে জুরীর প্রথা রাখিয়া ফল কি? তৃতীয়, আমাদের এই অশরণ শোচনীয় অবস্থাগুলির সংশোধনের উপায় কি? চতুর্থ, এরূপ মতভেদ স্থলে প্রাণবধ দণ্ড করা কোন ক্রমেই বিধেয় হয় না। নির্ব্বাসন দণ্ডই এস্থলের উপযুক্ত।

রাজনীতিজ্ঞদিগের সরল পথে চলিলে কি চলে না?

যাঁহারা নীতিশাস্ত্রের বহুতর আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, রাজনীতিপথ অতি বক্র, জটিল ও কুটিল, সহজে এ পথে ভ্রমণ করা যায় না। আমাদের প্রশ্ন এই, এ পথটী স্বভাবতঃ বক্র অথবা বক্র লোকে এই পথের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা বক্র ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। সরলভাবে যদি রাজনীতির স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, এ পথ স্বভাবতঃ বক্র নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজনীতিজ্ঞদিগের যে সরল পথে চলিলে চলে না তাহাও নয়। যাঁহাদিগের উপরে রাজ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিবেচনার ভার ও সন্ধিবিগ্রহাদির ভার সমর্পিত হয়, ভ্রান্তি, শঙ্কা ও সঙ্কীর্ণতাদি দোষে তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রায় সরলপথগামী হয় না। সুতরাং তাঁহারা যে পথের সৃষ্টি করেন, তাহা বক্র হইয়া উঠে। কোন্ স্থানে সরল ব্যবহারে অনিষ্ট নাই, কোন্ স্থানে বা আত্মগোপন করা আবশ্যক হয়, অনেক রাজনীতিজ্ঞ এটী বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা সকল স্থানেই অসরল-ব্যবহারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীতিশাস্ত্রে আছে "গূহেৎ কূর্ম্মইবাঙ্গানি" রাজা কূর্ম্মের ন্যায় অঙ্গ গোপন করিবেন। এ রূপ আচরণের স্থলবিশেষ আছে। রাজা যে, সকল বিষয়েই আত্মগোপন করিবেন, তৎপ্রতিপাদন এ বচনের উদ্দেশ্য নয়। বিপক্ষ বীর্য্যবান্ রাজা যখন রাজ্যের আক্রমণার্থী হন, তখন সেই আক্রমণীয় রাজার মন্ত্রাদি গোপনের উপদেশার্থ ঐ বচনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আক্রমণার্থী বিপক্ষ রাজা যদি আক্রমণীয়ের সকল পরামর্শ জানিতে পারে; যদি কোষদণ্ডজ তেজ, অর্থাৎ সৈন্যবল ও অর্থবল পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়; তাহা হইলে আক্রমণার্থী আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরাভবে সমর্থ এরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনায়াসে আক্রমণীয়ের পরাভবে শক্ত হয়। সৈন্যসংখ্যা যত অপ্রকাশ থাকে ততই ভাল। বিপক্ষ রাজা আক্রমণীয়ের সৈন্যাদির পরিমাণ না জানিতে পারিলে সে আক্রমণে শঙ্কিত হয়। সেটী মঙ্গলের কারণ সন্দেহ নাই। এই শুভ উদ্দেশ্যেই ভগবান মনু লিখিয়াছেন,

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিজাবিনৌ।—

নির্জ্জন গিরিপৃষ্ঠে বা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অথবা নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মন্ত্রণা করিবে।

"ষট্‌কর্ণোভিদ্যতে মন্ত্রঃ" ছয় কাণ হইলে মন্ত্র ভঙ্গ হইয়া যায়। ইত্যাদি মহার্থ যে সমস্ত উপদেশ বাক্য আছে, সেগুলি ঐ মন্ত্রগোপনেরই উপদেশক কিন্তু অসরল ব্যবহারের উপদেশক নয়। বোধ কর একজন শত্রুর সহিত সন্ধি হইল; সন্ধিপত্রে কয়েকটী গ্রাম বা কতগুলি অর্থের আদান প্রদানের কয়েকটী নিয়ম করা হইল; নিয়মকর্ত্তারা অসরল

ব্যবহার ও চতুরতা করিয়া সন্ধিনিয়ম ভঙ্গ করিবেন, এবং আপনাদের অসাধুতা মিথ্যাবাদিতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিবেন, এ নিমিত্ত "গুরোৎ তুষ্ণীং ইবাজানি" ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি করা হয় নাই। অন্যায় সহিত কার্য্যকালে রাজার অসরল ব্যবহারের কথা ও নাই। কোন নীতিপ্রস্তকার সে উপদেশ দিয়া নিজ গ্রন্থকে দূষিত করেন নাই।

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব ও নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ব্যবহারকার্য্যই আজ আমাদের এই প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইয়াছে। নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় যেরূপে কার্য্য করিবেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারিলাম ভারতবর্ষীয় ষ্টেট-সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপন সাহেব ভারতবর্ষের মদ্যবিষয় সংক্রান্ত ৯ আইন ও লাইসেন্স টাক্স বিষয়ে বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডে রিপোর্ট করিবেন। আফগান-যুদ্ধের বিষয়ে বলা হইয়াছে, আফগানস্থানীয় একজন ক্ষমতাবান রাজা পাইলেই তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া ইংরাজেরা তথা হইতে চলিয়া আসিবেন। আফগান যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয় সাত কোটী টাকা, তদ্ভিন্ন সীমা রেলওয়ে ব্যয় আছে। ভূতপূর্ব্ব সুলতানকে গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আলেক্সিয়ার যোগযোগ স্থাপিত করিতে বলা হইয়াছে। তিনি যদি কথা শুনেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দুই মাসে বার্লিনে ইউরোপীয় রাজগণের এক সভা করিবে।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় সকলতাবে এই বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া নিজ সকল কার্য্য প্রণালীর যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের এই কথা অযৌক্তিক বলিয়া কেহই দোষারোপ করিতে পারিবে না। বিরোধ ভাঙ্গিবে; তাহাতে তাঁহাদের পরামর্শের সমধিক কৃতকার্য্যতা ব্যক্ত হইবে, অথবা তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইবেন।

সত্যতার একটী মহোপায় অনুকরণ আছে। এই স্থলে সভ্যতাবে তাঁহারা সকলের অনুকরণীয় হইয়া অনায়াসে অতি দুরূহ কার্য্যও সাধন করিয়া তুলিতে পারিবেন। যদি না তাহা করেন কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন তথাপি তাঁহারা কাহারও বিরাগভাজন হইবেন না।

পক্ষান্তরে, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ কোন স্থানেই সরল ব্যবহার করেন নাই। এই নিমিত্ত ইংলণ্ড আয়র্লণ্ড ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেবল যে তাঁহারা অধিকাংশ মানবের প্রকৃতি শোভনীয় সাধনের পরিবর্ত্তে বিনাশ করিয়াছেন তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাসটীও বিরাগ জন্মিয়াছে। বোধ হয় ডিসরেলীর মন্ত্রিত্বের ন্যায় কাহারও মন্ত্রিত্বকালে সাধারণ্যে এ প্রকার বিজাতীয় বিরাগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের অসরল ভাবই কশভূতপূর্ব্ব যুদ্ধের কারণ। মন্ত্রিগণ এমনি বক্র আচরণ করিয়াছিলেন, যে রুসেরা বুঝিয়াছিল, ইংলণ্ড তাহাদিগকে আসন্নকালে পরিত্যাগ করিবেন না। সেই আনুমানিক সাহায্য বল দর্শিত হইয়াই উহারা সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করিল। নূতন মন্ত্রিগণের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ যদি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্তিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে রুসদের সুলতান বার্লিনের সভায় নত হইয়া পড়িতেন সন্দেহ নাই।

এ দিকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ কালে ভারতে যে মহা সভা করেন, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া কাবুলের আমীর সিরাজ আলী আগমন করেন নাই। সেই অপমানে ও সেই কোপে লর্ড লিটন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমীরকে উৎসন্ন দিবেন। সীমান্ত আরাম বৃদ্ধি তাঁহার ছল হইল। পাঠক দেখুন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কেমন অসরল ভাব! এই অসরল ভাব নিবন্ধন তাঁহারা যার পর নাই প্রকার বিরাগভাজন হইয়াছেন।

১৮৭৮ অব্দের ৯ আইনটীও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অসরলতার ফল। দেশীয় সংবাদপত্রে তাঁহাদিগকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সেই কোপে নানাপ্রকার দোষের অনুসন্ধান করিয়া এক আইন করিয়া বসিলেন, এবং দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপে প্রবৃত্ত হইলেন।

পক্ষান্তরে নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সরলতাময়ী কার্য্য-প্রণালীতে যে উপকারের ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহার একটী উদাহরণ দিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় তুরস্কের সুলতানকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যদি তিনি গ্রীস মণ্টিনিগ্রো ও আলেক্সিয়ার যোগযোগের নিষ্পত্তি না করেন এবং স্বরাজ্যের অন্তর্গত অরাজিকতার নিবারণ করিয়া প্রজারঞ্জন সম্পাদন না করেন, তাঁহার রাখা থাকিবে না। এই স্পষ্ট সরল বাক্যে যে কত কার্য্য হইবে বোধ হয় পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। এখন তাঁহাকে প্রাণপণে রাজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিনিয়োগ।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ইহাতে বাণিজ্য যা শিল্প অধিক নাই। সুতরাং অধিকাংশ লোকেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা দিনপাত করে। বঙ্গদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় ৯ কোটি লোক তণ্ডুলভোজী। বঙ্গদেশ এই সমুদয় অধিবাসীর তণ্ডুল সংস্থান করিয়া দিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি মণ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরণ করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তণ্ডুল ব্যবসায়ের উপর লোকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষ প্রতি বৎসর বৎসর তণ্ডুলের মূল্যের এরূপ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে যে অনেকেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রায় ৯ কোটী তণ্ডুলভোজী লোক আছেন। ইহাদের মধ্যে ৫ কোটী ক্রষিজীবী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অবশিষ্ট এক কোটী লোক শিল্প বাণিজ্য ও রাজকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহারা স্বয়ং তণ্ডুল উৎপাদন করেন না। কৃষকবিগের উৎপাদিত তণ্ডুল ভক্ষণ করেন। একজন বাঙ্গালীর বৎসরে গড়ে ছয় মণের অধিক তণ্ডুল লাগে না। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, ৯ কোটি তণ্ডুলভোজীর জন্য ৫৪ কোটী মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন হয়। আমরা বহুসংখ্যক কৃষক ও মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে মাসে আমন তণ্ডুল হইলে এক তনের চলে। এ হিসাবে এক এক ব্যক্তির প্রতি গড়ে ৬ মণ তণ্ডুলের প্রয়োজন হয়। অতএব ৯ কোটি লোকে ৫৪ কোটি মণ তণ্ডুল লাগে। ইহার উপরে তণ্ডুলের অপব্যয়, খোসেমাদির আহারে, সঞ্চয় ও অন্যান্য কারণ আছে। তাহাতেও প্রায় ৯ কোটি মণ আবশ্যক হয়। বঙ্গদেশ হইতে প্রায় কোটি মণ চাউল প্রতি বৎসর বিদেশে নীত হইয়া থাকে। সর্ব্বসুদ্ধ ৬৩ কোটি মণ চাউল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়।

কোন দ্রব্যের মূল্য কত, অনুমান করিতে হইলে সে দ্রব্য কত উৎপন্ন হয় বলিলে ঠিক হয় না। তাহার মধ্যে কত দ্রব্য বিদেশে যাহার আবশ্যক হয়, তাহা জানা আবশ্যক। আমাদের দেশে যত উৎপন্ন হউক, বৎসরের অন্য নিজ নিজ গ্রামের উপযোগী যে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাতে সামান্য মূল্যের ইতরবিশেষ হয় না। তাহার কারণ এই, সে দ্রব্য রাখিতে কখন ভয় পায় না। সুতরাং সামান্য মূল্য নিম্নের সহিত ৫ কোটি লোকের ব্যবহারোপযোগী ৩০ কোটি মণের কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষকেরা আপন ব্যবহারোপযোগী ধান্য রাখিয়া অবশিষ্ট মহাজনকে দেয়। মহাজন আবার তাহার কিয়দংশ নিজ ব্যবহার্থে রাখে, কিয়দংশ অধিক লাভে বিক্রয় করিব তাবিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট নিকটবর্ত্তী বাজারে পাঠাইয়া দেয়। এই তণ্ডুল বিক্রয়ের বাজার প্রতি সোমবার ও [illegible]

করিয়া আছে। সে সমুদয় স্থান হইতে প্রধান প্রধান নগরে তণ্ডুল প্রেরিত হইয়া থাকে। এই রূপে নানা হস্তে ফিরিয়া ১ কোটি মণ বিদেশে রপ্তানী হয়।

যখন কোন বিশেষ আপদ বা গোলযোগ না ঘটে, তখনই এক কোটি মণ চাউল বিদেশে রপ্তানী হয় ও নিয়মিত মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষাদি আপদ ঘটনার এ নিয়ম নয়। এক বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইলেই দুর্ভিক্ষ হয় না। দুই তিন বৎসর উপর্য্যুপরি শস্যের ব্যাঘাত হইলে তবে দুর্ভিক্ষ হয়। কিন্তু প্রথম বৎসর কেবল একটু কষ্ট হয় এইমাত্র। প্রথম বৎসর যে কিছু দানা উৎপন্ন হয় তাহাতে, এবং পূর্ব্ব বৎসরের যাহা সঞ্চিত থাকে, তাহাতে কৃষকদের একরূপ চলিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, প্রথম বৎসরে কৃষকেরা খাদ্য দ্রব্যের নিমিত্ত তত কাতর হয় না। তাহারা খাজনার টাকার সংস্থানার্থ মহাজনের কার্য্য করে। ঐ সময়ে যদি তাহাদের খাজনা লওয়া বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু যদি পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের উদরান্নের যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হয়, এমন কি অনশনেও প্রাণত্যাগ করে। এখন সস্তা দরে বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছে, যাহারা তণ্ডুল কিনিয়া খায়, তাহাদের বড় কষ্ট হয় না। বিদেশের তণ্ডুলে অনায়াসে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতে কৃষক ও শ্রমজীবী উভয়ের প্রায় তৃতীয়াংশ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুই বৎসর কিছু জন্মে নাই, বাণিজ্য ও ছিল না। তাহার উপর আবার খাজনা বন্ধ করা হয় নাই। তাহাতেই ঐ ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়। ১১৭৬ সালের পর এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় উপর্য্যুপরি দুই বৎসর বৃষ্টি না হইয়া অনাবৃষ্টি হয় নাই। শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত তণ্ডুল ব্যবসায়ের একটী প্রধান বিঘ্ন। এতদ্ভিন্ন আর একটী বিঘ্ন আছে, যদি বিদেশে কোথায়ও তণ্ডুলের অধিকতর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও ব্যবসায়ের বিষম বিঘ্ন ঘটে। গত বৎসর যে সময়ে কলিকাতায় অনেক তণ্ডুল ও ধান্য ক্রীত হয়, তৎকালে উক্ত শস্য হয়ের মূল্য পঞ্চমাঞ্চলে অনেকের একেবারে ১ টাকা চড়িয়া যায়। মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষের সময়ে হঠাৎ তণ্ডুলের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে, বিনকত কাল কলিকাতার তণ্ডুলের মূল্য লইয়া তণ্ডুল পড়িয়া গিয়াছিল।

ফলতঃ বিদেশে চাউলের হঠাৎ প্রয়োজন হইলেই কলিকাতার বাজারের চাউল সস্তাদরে নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন চাউল এখানে অমূল্য হইয়া উঠে। যে কয়েকটী প্রধান বাজার হইতে এখানে তণ্ডুল আমদানী হয় ২। ৫ দিন মধ্যে সেখানেও টান পড়ে, ক্রমে মহাজনেরা অধিক লাভের আশায় যে স্থানে (গুদামে) চাউল বন্ধ করিয়া রাখে, তথায়ও আঘাত লাগে। মহাজনদিগের সঞ্চিত শস্য যত শেষ হইতে থাকে, তত চাউলের মূল্য অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠে। মহাজনদিগের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার চেষ্টায় চাউল কিনিবার সময়ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবার প্রধান সময়।

কলিকাতায় গত ৭ বৎসরে যত চাউল আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা এই:—

		মণ
১২৮০ সাল		৭৪০০০০০
১২৮১ সাল	(বিহার দুর্ভিক্ষ)	৪০০০০০০
১২৮২ সাল		৫৮০০০০০
১২৮৩ সাল	(মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ)	১৯৪০০০০০
১২৮৪ সাল	(মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ)	২২১০০০০০
১২৮৫ সাল		১০৫০০০০০

উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে মান্দ্রাজে ৮৩ ও ৮৪ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে বাঙ্গালার মহাজনদিগের সঞ্চিত সমস্ত তণ্ডুল ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত দুই বৎসরে প্রায় ২৪ কোটী মণ চাউল মান্দ্রাজে নীত হইয়াছিল। এই দুই বৎসর কলিকাতায় ২০২ ও ২৪২ লক্ষ মণ চাউল আইসে কিন্তু ৮১ ও ৮৪ অপেক্ষা ৮৫ সালে চাউলের মূল্য অধিক হয়। আমদানী ও রপ্তানি উভয়ের তুলনা করিলে দেখা যাইবে কলিকাতায় ৮৩ সালে ৮ লক্ষ মণ ও ৮৪ সালে ১০ লক্ষ মণ চাউল মজুত থাকে। এই অল্প তণ্ডুলে এত বড় বৃহৎ নগরের ব্যয় সংকুলান যে অতীব কঠিন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে।

৮৫ সালে মহাজনেরা গুদাম ভরিয়া রাখিয়া অল্প মাত্রায় তণ্ডুল বাজারে প্রেরণ করিয়াছিল। ৮৬ সালে আবার চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া যায়।

আমাদের দেশের অনেক লোকের ভ্রম আছে যে, বিদেশে তণ্ডুল যায় বলিয়া আমাদিগকে অধিক মূল্যে তণ্ডুল ক্রয় করিতে হয় কিন্তু সেটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। তাঁহারা মনে করেন, প্রতি বৎসর ১ কোটী মণ চাউল বিদেশে যায়, উহা বিদেশে না গেলে তণ্ডুল কতই অল্প মূল্য হইত, কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে বিদেশে না গেলে কেহ ঐ অতিরিক্ত তণ্ডুল উৎপাদনের চেষ্টা করিত না, শস্যেরও মূল্য বৃদ্ধি হইত না। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে উহার উৎপাদনে যত্ন জন্মে না, বিশেষতঃ তণ্ডুল বিদেশে প্রেরণ করিবার সময় মূল্য তত বৃদ্ধি হয় না, তাহার এক বৎসর পরে বৃদ্ধি হয়। অপর, মূল্য বৃদ্ধি হইলে ৫ কোটী লোকের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই যে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি ১ কোটী লোকের। এই এক কোটী লোক অন্য অন্য কার্য্য করে, কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয় না। যাহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত, তাহারা সংখ্যায় ৫ কোটী হইবে। ফলতঃ সচরাচর যে শস্য বিদেশে প্রেরিত হয়, তন্নিবন্ধন অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বরং তাহা সন্তোষের কারণ, তাহাতে দেশের উন্নতি হয়।

১৮৫ সালে ১৪৭ লক্ষ মণ তণ্ডুল কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নৌকায় ৯৮লক্ষ মণ, গরুর গাড়ী ও মোটে ১০ লক্ষ, রেলে ৩৭ লক্ষ ও জাহাজে দুই লক্ষ মণ। বর্দ্মা ও উড়িষ্যা হইতে যে চাউল আইসে, তাহা জাহাজেই আসিয়াছিল। রেলে চাউল আমদানী অতি অল্প হয়। যদি রেলের ভাড়া কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাতে অধিক পরিমাণে চাউলের আমদানী হইতে পারে।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ব্যতিরেকে সিংহল ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক চাউল রপ্তানি হয়। ইংলণ্ডে প্রায় সাত লক্ষ মণ তণ্ডুল প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে নীত হইয়া থাকে। বিদেশীয় বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ৮৩ সালে ৭০ লক্ষ ৮৫ সালে ৭৩ লক্ষ এবং ৮৫ সালে ৭৮ লক্ষ মণ রপ্তানি হইয়াছে।

সৈন্যবিভাগ।

আজ কাল ভারতবর্ষের সৈন্যবিভাগে কিঞ্চিদধিক বিশ কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। ২। ৩ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবন্ধু হুসেট সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের রাজস্ব আদায় ব্যয় বাদে ৩৮ কোটী টাকা। ইহার মধ্যে ১৭ কোটী টাকা সৈন্য বিভাগে ব্যয়িত হয়। ফলতঃ সেনাবিভাগ সমস্ত রাজস্বের শতকরা ৪৫ টাকা গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহাতে দেশের বাস্তবিক কোন উন্নতি হয় না। ২২ কোটী টাকা ভূমির কর হইতে সংগৃহীত হয়, তাহার মধ্য হইতে এক্ষণে ২০ কোটী অর্থাৎ প্রায় সমস্ত টাকাই গোরা ও সিপাহীদিগের উদরমধ্যগত হইতেছে। একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রতি সৈন্যে যত খরচ পড়ে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহার অর্দ্ধেকও পড়ে না। সৈনিক বিভাগের এই অসঙ্গত ব্যয় ভারতবর্ষীয় রাজস্বের চিরস্থায়ী অসচ্ছল অবস্থার প্রধান কারণ। এই ব্যয়াধিক্য দেশীয়দিগের প্রতি এক প্রকার অত্যাচার, এটী ইংরাজজাতির কলঙ্ক। আমরা যে এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিবেশী রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার নাই, প্রজাগণকেও বিশ্বাস

করেন না, তাহাতেই তাঁহাদের এত সৈন্য রাখিবার ও তাহার অসঙ্গত ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয়। প্রতিবেশী রাজগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সভ্য জাতির কি কলঙ্কের কারণ নয়? ভারত কি এই ব্যয় ভারগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন হইতেছে না? রাজা বৃদ্ধির লোভ পরিত্যাগ করিয়া ও মিত্র রাজগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া সৈনিক বিভাগের অসঙ্গত ব্যয় সংক্ষেপ করা কি কর্ত্তব্য নহে? সে বিষয় ভারতসভা ভারতবর্ষের নানাবিধিণী চাহমাণার উদ্দেশ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে যে আবেদন করিলেন, তাহাতে সৈন্য বিভাগের ব্যয়াধিক্য প্রধানরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। বিশ কোটি টাকা ব্যয়, তাহার প্রতিদানে কিছুই নয়!!

গত বৎসর যখন মহা ধুমধামে এতৎ সম্বন্ধে কমিশন বসে, তখন আমাদের মনে কতই আশার সঞ্চার হইয়াছিল। যখন দেখিলাম দেশ বিদেশ হইতে অপার অর্থ ব্যয় করিয়া কার্যদক্ষ রাজপুরুষদিগকে শিখ লায় লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন ভাবিলাম বুঝি এই বার এ দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হইল না। নবেম্বর মাসে কমিশন রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্টের মহাপ্রশংসা হইয়া গেল। লর্ড লিটন মহাসন্তুষ্ট; ষ্ট্রাচি সাহেব আনন্দে বিহ্বল। আমরাও দেখাদেখি সন্তুষ্ট হইলাম। শুনিলাম, কেহ কোটী টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। কিন্তু তাহা কই হইল? যেমন গোলযোগ তেমনই রহিল, কেবল কমিশনের অতিরিক্ত ব্যয় ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপিল এই মাত্র। রিপোর্ট ছাপা হইল না। কুতুপুল মহিলাদিগের মস্তকের কাটাই অনুমান। উহারা যেখানে কার্য্য করিতে বলিয়াছিলেন, আলো তাঁহা দের চক্ষের বিষ ছিল। যদি রোগ কাটে অতিরেক হয় তবে কমিশন নিযুক্ত করা হইল কেন? নরহত্যাপরাধে ত্রিশজন অভিযোগের ওরিয়া রিপোর্ট প্রকাশ না করাতে লোকের মনে নানাপ্রকার কুতর্কের উদয় হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে রিপোর্টের মর্ম্ম প্রকাশ করিতে গবর্ণমেণ্টের প্রাণ হয় না। কেহ বলিতেছে যে রিপোর্টকারেরা কিছুই করেন নাই, চিটক কেবিল কি বলিবেন, এই ভয়েই তাঁহারা অস্থির হইয়াছিলেন।

সেদিন আমাদের একজন স্কটলণ্ডীয় সহযোগীর সঙ্গে আফি-কমিশনের রিপোর্টের উপর বৈদ্যনাথের সেনিটরিয়ম কেন্দ্রের মন্তব্য আলোচিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু জানা গেল না, কেবল এই মাত্র জানা গেল, পানে সেনাপতির সমস্ত ক্ষমতা হরণ করিয়া তাঁহাকে কেবল ইপলেট্ করা হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরল সৈন্যের প্রকৃত কর্ত্তা হইয়াছেন! বোধ হয় এই কারণে কাবুল যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষের নামও নাই। শুনিয়াছি যুদ্ধটী নাকি সৈন্যাধ্যক্ষের অনুমোদিতও নহে। সব হেণ্ডরিক জেন্স আর্মি কমিশনকৃত সৈন্য সংস্কারের উপযোগিতা বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দিহান।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যবিভাগে আর একটী মহৎ দোষ ঘটিয়াছে। এদেশীয় যুদ্ধ-কুশল রাজগণ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উহাতে স্থান পান না। যখন প্রথম দেশীয় সৈন্যের সৃষ্টি হয়, তখন এক এক রেজিমেণ্টে ৪। ৫ জন মাত্র ইংরাজ থাকিত। অবশিষ্ট সমস্ত অফিসর এদেশ হইতে গৃহীত হইত। দেশীয় লোকেরা বিলক্ষণ দক্ষতাসহকারে যুদ্ধ করিত। ডিউক ওয়েলিংটনও তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ক্লাইব, লরেন্স, হুট, লেক, কর্ণওয়ালিশ প্রভৃতি বীরগণ অধিকাংশ দেশীয় সৈন্য লইয়াই ভারত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময়ে ইংরাজ সৈন্য বিদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় সৈন্যের অচলা রাজ ভক্তিতে সে বিপদের উদ্ধার হইয়াছে। আকবরে দেশীয় সৈন্যেরা যেন থাকিয়া আপনাদের সমস্ত অস্ত্র ক্লাইব ও তাঁহার গোরাদিগকে দিয়াছিল। এত অনুরাগের ফল এই যে এখন শান্তির সময়ে ক্রমে দেশীয় অফিসর গিয়া সব ইউরোপীয় অফিসর হইল। দেশীয় অফিসর থাকিলে এই এক মহৎ উপকার হয়, সৈন্য ও সেনাপতিগণের পরস্পর সমস্তসহানুভূতি ও সৌহার্দ্দ থাকে. যুদ্ধ কালে তাহাতে অধিক কাজ হয়।

দেশীয় সেনাপতি রহিত হইয়া দুর্দি পরিমাণে ইউরোপীয় সেনাপতি হওয়াতেই সৈন্যবিভাগের ব্যয় অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেশীয় সেনাপতি বহাল করিবার প্রস্তাব অনিষ্টজনক। লর্ড কলিন্ডরাফিশ এক সময়ে এক উপায়ে এদেশের সমস্ত লোককে বাহুবীর্য্য হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া ইংরাজদিগের দ্বারা দেশ শাসন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গলার অন্যান্য বিভাগেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। শেষে উলরেজলদল সব উইলিয়ম পেটের সময় হইতে আবার দেশীয়দিগের উচ্চ কার্য্যে নিয়োগ আরম্ভ হইয়াছে। এদেশীয়েরা রাজকীয় ব্যবস্থার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উহার পক্ষিমে রাজধানী বিচারপতিদিগের বিচার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। সৈন্যবিভাগেও যদি এইরূপ কোন উপায়ে অবলম্বিত হয়, ইষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া।

ইউরোপীয়েরা অতি প্রাচীন কাল অর্থাৎ আশ্চর্য্য-বস্তু-দর্শনপ্রিয়। সেক্সপিয়র বলেন, যদি কেহ একটা মরা আমেরিকানকে লণ্ডনে লইয়া যাইতে পারে, তাহার অদৃষ্ট ফুলিয়া যায়। এতদ্দেশীয় বিখ্যাত চিত্রকর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, আমি উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিয়াও উদরান্ন সংস্থান করিতে পারি না, কিন্তু টম্‌থম্ নামে একজন বামন প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে। আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে নূতন জাতীয় মানুষ লইয়া আসিয়া প্রদর্শন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ইংলণ্ডের রীতি আছে। প্রাচীন রোমে প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া রঙ্গভূমিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অবশেষে তাহারা হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত ও ভক্ষিত হইত। ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ক্রীড়া সকল তিরোহিত হইয়াছে। কুক্কুটক্রীড়া ও বন্যক্রীড়া ইউরোপে নিষ্ঠুর কার্য্য বলিয়া রহিত হইতেছে। কিন্তু এই সভ্যতার সময়ে উইলিয়ম নামক এক ব্যক্তি স্বদেশে প্রদর্শন করিয়া অর্থলোভের জন্য পাঁচ জন জুলু ধরিয়া লণ্ডনে আনিয়াছেন। ১৮ এ এপ্রেল জুলুরা তাহাদের বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় উপস্থিত হয় ও মহা গণ্ডগোল বাঁধায়, অনেক সাধ্য-সাধনার পর তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হয়। আবার সে স্থান হইতে পলায়ন করে এবং চতুর্দ্দিগস্থ লোকদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। একজন হস্তস্থিত ছুরিকা আস্ফালন করে, আর সকলে যষ্টি আস্ফালন করিতে থাকে। পুলিসের লোকে তাহাদিগকে ধরিয়া আদালতে উপস্থিত করে। সেখানে বিভাষী কেহ ছিল না বলিয়া জুলুদিগকে কারাগারে বদ্ধ করা হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে উইলিয়ম আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায়। তাহারাও বিনা আপত্তিতে উইলিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। ৬ই তিন ঘণ্টার পর আবার শুনা গেল, যে তাহাদের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পথসমূহ লোকাকীর্ণ হইয়াছে। জুলুরা উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছে। একজন আপন গলায় ছুরি দিবার উদ্যোগ করিতেছে ও কেহ তাহাদিগকে থামাইতে পারিতেছে না। পুলিসে আসিয়া তাহারা বলে, আমাদের ভয় হইতেছে যে আমাদের যে সমুদ্রে লইয়া আসিয়াছে, ইহারা তদপেক্ষাধী টাকা দিবে না। টাকার বিষয়ে ভয় তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলে তাহারা বলে যে আমরা অতবার নাচিতে পারিব না। উইলিয়ম এজাহারে দেয়, যে তাহা প্রাতঃকালে তাহাদের মজুরী [illegible]

হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ফাকি দিবার অভিপ্রায়ে আর নাচিতে চাহিতেছে না। এই উদরিল সহরটীতে ফুলুরের ন্যায় মনুষ্য নাচাইয়া সংখ্যা উপার্জ্জন করা ..., গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণ করেন না, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এ বিষয়টী কি গবর্ণমেণ্টের গোচর হয় নাই? উচ .. সভ্যতা-সম্পন্ন রাজপুরুষদিগের এ কার্য্যটীকে কি কেমন কেমন বলিয়া বোধ হয় না?

বিবিধ সংবাদ।

আমরা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল বেলওয়ের ট্রাবর্ণীং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নিম্নের সংবাদটী অবগত হইলাম। কিছু দিন গত হইল শান্তিপুরনিবাসী এক গুরু ঠাকুর, তাঁহার গোয়ালন্দনিবাসী কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যের বাটীতে মন্ত্র দিতে যাইয়া শিষ্যের একটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যাকে নানা প্রলোভনে ভুলাইয়া বাহির করিয়া আনেন। কন্যাটী একে বয়স্থা তাহাতে রূপলাবণ্যসম্পন্না ও অবিবাহিতা। বিদেশী গুরু শিষ্যের এই কন্যারত্নের রূপ-দর্শনে নিতান্ত বশ হইয়াই বোধ হয় এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ ও পৃষ্ঠবিস্তার করিয়াছিলেন। না হইবে কেন? "পরোপকারায় সতাং কি কীবনম্" কিন্তু দুর্ভাগা অকৃতজ্ঞ শিষ্য সাধু গুরুর এই পরোপকারিতা বুঝিতে পারিল না। সে এই সংবাদ পাইবামাত্র গুরুর অন্বেষণে চারি দিকে চর পাঠাইল, এবং নিজে গোয়ালন্দের বেলওয়ে ষ্টেসনে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু শিষ্যের কেমনই যে কপাল, ইহা বিনা যাহাতে আপনিই নড়িয়া উঠে। শিষ্য গুরুর অন্বেষণে ষ্টেসনে যাইবার পূর্ব্বেই স্থযোগ্য ষ্টেসন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের কার্য্যকৌশলে গুরির পাক ঘরা সহিত ধরা পড়িয়াছিলেন। পরে যখন শিষ্য যাইয়া সে স্থানে উপনীত হইলেন, তখন সকল কথা ভেদ হইয়া পড়িল। এ দিকে তিনিও কন্যাটীকে লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন, ওদিকে ষ্টেসনের সাহেব মুহুরিদি দ্বারা গুরুর বোডিংহাউসে গুরুর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আজ ২৭ শে বৈশাখ আফিস পাইয়া এখানে একটী সাংক্রামিক রোগ হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই আফিং খাওয়া বড় বেশী। অধিক কথায় কাজ নাই, কেবল কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। অমাবস্যার দিন আফিমের বেলা হাতে লইয়া কালীঘাটে যাইতেছে। অমাবস্যার এ স্থান নাই [illegible] স্থানের মহাপাপ। স্থানের বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, গত সপ্তাহে কালীঘাটে একটী স্ত্রীলোক আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। শুনিলাম উহার স্বামীই না কি উহাকে ঐ আকস্মিক মৃত্যুর প্রদান করেন। অর্থাৎ তাহার স্বামী রাত দিন মদ ও ইয়ার লইয়া বেশ্যার বাটীতে থাকিত, তাহাকে বিশেষ আলা যন্ত্রণা দিত, বাটীতে আসিত না। এই সব কারণে মনের দুঃখেই সে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে ঐ স্ত্রীলোকটী ২ মাস গর্ভবতী ছিল। আফিম খেয়ে মরা বা মরিবার জন্য আফিম খাওয়া কালীঘাটে এই শুধু নূতন নয়। সে দিন বাকুইপুর মহকুমার অন্তঃপাতী মোবারাজি গ্রামেও ঐরূপ একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণতনয় পরে স্ত্রীর সোকানে মদ খাইত। টাকা দেয় নাই। স্ত্রী বিস্তর তিরস্কার করে। সেই ক্ষোভে প্রাণত্যাগ করিবে স্থির করিয়া ঐ দিবস দুই বোতল মদ খাইয়া আইসল। তাহার উপরে এক ভরি আফিম খায়। সেই আফিম খাওয়াই শেষে আফিম খাওয়া হইল। যমরাজ আর কাল অনেকগুলি ধরে গুলিয়াছেন।

বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের আর একটী নূতন আয়ের পথ শীঘ্রই খোলা হইবে। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারখানার ডাক্তারেরা যে সব মাদকদ্রব্য ঔষধার্থ ব্যবহার করিতেন, এখন হইতে সেই সব মাদকদ্রব্য বিনা লাইসেন্সে আর রাখিতে পারিবেন না, তাহারই যোগাড় হইতেছে এবং এ সম্বন্ধে কোথায় কত ডিস্পেন্সরী আছে, তাহার তালিকা গ্রহণ করা হইতেছে। সম্প্রতি ভবানীপুর কালীঘাট প্রভৃতি দক্ষিণ ডিবিসনস্থ সমস্ত ডাক্তারখানার তালিকা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আর একটী নিবেদন করিয়া রাখি, যাহাতে ভবিষ্যতে বিনাস্ক আফিম খাইয়া আর না লোকে মরিতে পারে, ইহার একটা কোন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

গত ... ই ইষ্টারের সোমবার দিন মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী বিবেচিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটী সৃষ্টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতুকজনক মন্তব্যটী লিখিয়াছেন।

"বড় কাল অতীত হইল, শান্তিপুরের তৃতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের যত্ন ও ৮ মতি বাবুর সহায়তায় এখানে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয়। ঐ সময়ে শান্তিপুরের সমুদয় প্রজা বরজারপীড়িত হইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে গমন করে। এরূপ জনশ্রুতি যে, কৃষ্ণনগরে ঐরূপ আবশ্যিক প্রজা-সমাগম-নিবন্ধন সমুদায় আহার্য্য দ্রব্যাদি অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে। এমন কি, পরসায় একখানি কদলীপত্র বিক্রীত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সমস্ত প্রজার আগমন বৃত্তান্তের কারণ ৺ মতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দেন যে শান্তিপুরে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হইয়াছে, এ জন্য প্রজারা ঐটিতে হজুরকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছে।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব মতি বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের নির্দ্ধারিত "গুরু কর" প্রচলিত করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে সমাগত প্রজারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলে মতি বাবু সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে "হজুর শান্তিপুরে "গুরু-কর" বিধিবদ্ধ করাতে প্রজারা আনন্দিত হইয়া "হরি বোল" দিতেছে। সাহেব বলিলেন, বড়ি! টঠাই!"

পলাণ্ডুর উপরে আমাদের দেশের লোক বড় বিরক্ত। মনু বলেন অজ্ঞানবশতঃ পলাণ্ডু খাইলে সাত দিন উপবাস করিয়া সান্তপন ব্রত আচরণ করিতে হয়। জ্ঞাতসারে যে পলাণ্ডু ভক্ষণ করে, সে পতিত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু আমেরিকার একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে পলাণ্ডুর মত সুলভ ঔষধ অতি বিরল। উহাতে পলননী ও যকৃৎ রোগের বিশেষ উপকার করে। সময়ে সময়ে উহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পলাণ্ডু ভক্ষণ করিলে "ওষঃ সূর্য্যোদয়ে যথা" সবদি রোগ নষ্ট হয়। উহাতে পাকক্রিয়ার বিশেষ উপকার হয়।

গটা পার্চার ব্যবহৃত টেলিগ্রামের তার ভূগর্ভ ছিদ্রের বহুকাল থাকে। ১৮৫১ সালে পার্চার তার উত্তোলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার গটা পার্চা অবিকল ঠিক নূতন আছে। সুলভ টেলিগ্রাফের তারের এরূপ কোন আবরণ আবিষ্কৃত হইলে বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না।

১৮৮৭ সালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৬৯০০০০০ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। এক সঙ্গে গোলযোগ হইবার ভয়ে ১৬৯০০০০০০ টাকা পাঠাইলেই হইত। কিন্তু এক্ষণে ২০৩১০০০০০ না পাঠাইলে চলিতেছে না। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা লোকসান হইবে। ইংলণ্ড দেনা করিয়া ইংলণ্ডের ধার নির্দ্ধারের যে প্রস্তাব শুনিয়াছিলাম তাহার কি হইল?

লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদের মধ্যে পুল ভাঙ্গায় রেলওয়ের এক সেতু আছে, তৎসমুদয় বিস্তৃত বন্যা দিয়া হইয়া গিয়াছে। এই দুই স্থানের মধ্যে দুই পংক্তি রেল পাতা হইবে।

এক ওম কবাসী পণ্ডিচারি হইতে এক প্রকার অতুল কৃষ্ণ আনাইয়াছেন। ইহার চারি খানি পা

হইটী লোক, এবং আকার বৃহৎ। এই কলটী একটী ঘরে রাখিলে পাখার দ্বারা এ রূপ বাতাস করিতে থাকে যে অতি গ্রীষ্মের সময়ে ও প্রায় খাসাস উঠে, এবং গৃহস্থ লোকের শরীর এককালে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ফরাসী এই কলটের সাহায্যে বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। বড় লোকের বৈঠক খানায় এই কলটি লইয়া গিয়া টানা পাখার কাজ করাইতেছেন।

বোম্বে গারডিয়ন বলেন, যে যদি সারজন ষ্ট্রাচির রাজস্ব সম্বন্ধীয় আর ব্যয় হিসাবে এতই ভুল বাহির হইল, আর যদি ইংরাজদিগের মধ্যে সুদক্ষ রাজস্ব মন্ত্রিই নাই, তবে কেন কোন দেশীয় রাজার দেওয়ানের দ্বারা রাজস্ব কার্য্য সম্পন্ন করা না হয়? মন্দ পরামর্শ নহে। মুসলমানেরা চিরকাল হিন্দু দেওয়ান রাখিত, ইংরাজেরা তাহা উঠাইয়া দিয়া গোলে পড়িয়াছেন। এখনও যদি তাঁহারা ঠেকিয়া শিখেন তথাপি মঙ্গল।

নবাবিষ্কৃত স্বর্ণ ক্ষৌপাদির আকর সমূহের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটরি ষ্টালীর গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট সারকিউলার বাহির করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—

১। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে সে ভূমিতে আকর আবিষ্কৃত হইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্ব নাই। যদি কোন স্থানে প্রজার আকর অধিকার করিবার রীতি থাকে অথবা এবিষয়ে কোন আদালতের নজীর থাকে তাহা হইলে তথাকার আকর প্রজার হইবে।

২। আর সকল আকরের উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৩। যদি কোন লোক অস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি উপভোগ করে আর সেই ভূমিস্থ আকরের উপর তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে নূতন বন্দোবস্তের সময়ে আকর সমেত করিয়া তাহার নিকট অধিক রাজস্ব আদায় করা যাইতে পারিবে।

৪। সর চার্লস ইড সাহেবের পর অনুসারী তাঁহাদের সঙ্গে পরিত জমীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে সেইসকল জমীতে আকর আবিষ্কৃত হইলে তাহা ঐ জমীর স্বত্বাধিকারিরই হইবে।

৫। যাহারা শুষ্ক চাষ করিবার জন্য ভূমি লয় তাহাদের ভূমিতে আকর বহির্গত হইলে সে আকর গবর্ণমেণ্টের হইবে।

ওয়াবসর এক ব্যক্তি ১১৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে তাঁহার বংশাবলীর ২৩৫ জন গিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম দেশীয় উকিলদিগের উপর মনিয়র উইলিয়মের বড় ঘৃণা জন্মিয়াছে। তিনি এক খানি পত্রে লিখিয়াছেন দেশীয় উকিলেরা স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ন্যায়কে বিকৃত করিয়া তুলিতেছেন। ইত্যাদি।

প্রজাবন্ধুর সম্পাদক বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত অনেক দিন অবধি পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট স্কার্লি সাহেবের আদালতে একজন দেশীয় লোক চাটিফুলা পায় দিয়া বেড়াইতেছিলেন বলিয়া তিনি তাহার ছই টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

ডাক্তার হটর নামে একজন জর্ম্মন পণ্ডিত রক্ত চলাচল প্রত্যক্ষ করিবার এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটী কাচের ফ্রেমে রোগীর মস্তক রক্ষা করিতে হয় ঐ ফ্রেমে একটী প্রদীপ ও একটী অনুবীক্ষণ রাখিবার উপায় আছে। মস্তক রক্ষার পর রোগীর অধর অনুবীক্ষণের তলায় দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। দিবার সময় যেন অধরের ভিতর ভাগ উপর দিকে থাকে। তাহার পর অতি উজ্জ্বল আলোক তাহার উপর পাতিত করিতে হয়। পরে কৌশলক্রমে দেখিতে পাইলেই বৈদ্যশিরাগণে রক্তস্রোত কিরূপে বহিতেছে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায় লাল রক্ত বিন্দুর সহিত শ্বেত বিন্দু সকল যাইতেছে কিন্তু শ্বেত বিন্দু গুলি বস্তুতঃ বর্ণহীন। ডাক্তার হটর বলেন তিনি রক্ত চলাচলের সময় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক সময়ে অনেক চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমেরিকার কেনাস ষ্টেটের হচনন নগরে এক কূপ মধ্যে এক প্রকার পত্র চক্রটিয় বিশিষ্ট আশ্চর্য্য মহৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার গলায় একপ্রকার গাত্রের মত পদার্থ আছে। মহত্বের দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি। অথচ গাছের পত্রির মত উহার শরীর হইতে পুরি বাহির হয়।

অনেক সময়ে অনেক চাষার এরূপ বিবেচনা হইয়া থাকে যে তাহার এক প্রাণীর রক্ষা পায় না। সুতরাং মজুর খাটের নিমিত্ত হয় না এবং যাহাদেরও কিছু খরচপত্র পাওয়া যায় না। এই খনিই নিবারণের জন্য জাহাজে বাতাস যোগে যাইবার সকল করা হইয়াছে। তাহাতে বিপদাপন্ন হইলে এই সিলিত কপোত তাহার উদ্ধারার্থ জন্য তাহাতে দিয়া খবর দিতে পারিবে। যদি নিকটে কোন জাহাজ না পায় পায় তজন স্থানেরও নিখর করিয়া দিবে। পারিসের অবরোধ কালে যখন তারে খবর প্রভৃতি দেওয়া এক কালে বন্ধ হইয়া যায় সেই সময়ে এই কপোত প্রায় দুই-শত মাইল দূর হইতে সংবাদ আদান প্রদান করিয়াছে।

১ লা জুন লর্ড লিটন লর্ড রিপনকে মহা সমারোহে ভোজ দিবেন। ষাটি জন প্রধান প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ঐ দিন লর্ড রিপন কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। কার্য্য ভার গ্রহণের পর লর্ড রিপন লর্ড লিটনকে বিদায় স্বরূপ ভোজ দিবেন।

কাছাড়ে গারাপাহাড়ের একখানি নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে ছই জন কুকিয়াল ও এক জন এসিষ্টাণ্ট জলমগ্ন হইয়াছেন।

কলিকাতায় পাখা টানা কলের নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। এই কলের বল ৩৬ ঘণ্টা।

আমেরিকার অন্তর্গত মিনিইয়ার্কে এক খানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত পত্র বলেন যে তত্রত্য সহরের ১১ লক্ষ লোক গোবীতে টীকা লয়। উহার মধ্যে ১৪ জন মাত্র বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। গোবীতে টীকা গ্রহণ করিয়া যখন এত উপকার তখন সকল লোকের এই টীকা লওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার তর্করত্ন প্রণীত কৃষ্ণবিরহ নামে একখানি খণ্ডকাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে অনবরত কৃষ্ণবিরহে গোপের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত কবিতা ও তাহার বাঙ্গলা অর্থ উভয়ই আছে। আমরা রাজকুমার তর্করত্নের সংস্কৃত কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। কবিতাগুলি সুমধুর হইয়াছে।

ব্রাডলা সাহেব নাস্তিক। তিনি ঈশ্বর বা ধর্ম্ম কিছুই মানেন না। কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষতা অসীম। ইংলণ্ডে গ্লাডষ্টোনের নীচেই বোধ হয় ব্রাডলাবল সর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্ট। তিনি এবার পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু সভ্য হইলে শপথ করিতে হয়। শপথ করা ব্রাডলার মতে অন্যায়। তিনি তাহা করিতে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিষয়ে কি করা উচিত, স্থির করিবার নিমিত্ত মহাসভাতে একটী বিশেষ কমিটী হইবে। মহাসভা নাস্তিকেরও প্রবেশ বৃদ্ধি করিতে চলিলেন।

দক্ষিণ মালাবারের অন্তর্গত এক পল্লী নিবাসী এক স্ত্রীলোক একজন পুরুষের সহিত বাড়ি খাইতে খাইতে বিবাদ করে। গ্রামের লোকে মহাস্থ হইয়া তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেয়। কিন্তু পরস্পরে পরস্পরকে জব্দ করিবে এই প্রতিজ্ঞা করে। অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে স্ত্রীলোকটী অন্য অস্ত্রাঘাত লইয়া বিপক্ষের গৃহ আক্রমণ করে। ইহাতে সে ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির এক জন মরিয়াছে। সেরূপ অস্ত্রাঘাতের সহিত এক

দিয়াছেন। এ ত মেয়ে নয়! সেকালের শুম্ভনিশুম্ভ-বধকারিণী চণ্ডী!

পঞ্জাবে ঋণাগারের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে ১৭৫ লক্ষ টাকা হাসে খাটিয়াছে। এ টাকা কিসে ব্যয় হইয়াছে, তাহার কিছু নির্দেশন পাওয়া যাইতেছে না।

সম্প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরি বাবু রাধেশ্যাম মিশ্র পেন্সন বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু কেদারনাথ রায় সে পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বঙ্গপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সৈয়দ মহম্মদ কমরেল, কুষ্টিয়ার জেলা আদালতের জজের পুত্র সৈয়দ আবদুল রব, চাপরাসিটুলির জমীদার মৌলবী আবদুল আলিম সিকদার ও মৌলবী তাজিমুদ্দিন চিকিৎসা শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। [illegible] ১৯ জন মুসলমানের অধ্যয়নার্থ বিলাতে গমন করা হইল।

রাধারমণ নামে এক ব্যক্তি এক খানি ঘর-সাজানো মূর্ত্তির দোকান দিল। কৃষ্ণ যাহের তাহার ২৯ টাকা লাইসেন্স টাক্স দাখিল করেন। পুকাশেরা ইহার পরিবাদ করেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনেন না। সাধারণের নিকট হইতে যে সময়ে টাক্স আদায় করা হয়, সেই সময়ে তাহার নিকটেও টাক্স যাহাতে আদায়ের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে ইহা কিছুতেই স্বীকার করে না। তাহার ২৯ টাকা ক্ষয় করা হয়। [illegible] রামরতন এক্ষণে দোকানের দোকান ভাঙ্গিয়া কিছা মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছে। আমাদের মুসল [illegible] ইংরাজ ইণ্ডিয়ার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিলাতে করিবেন, তখন যেন বিলাতের এক কোনে এ টিপ্পনী টুকিয়া দেন।

[illegible] সাহেব [illegible] ৯৯ পেন্সন [illegible]

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের আইন ব্যবসায়ে [illegible] এ প্রদেশ হইতে [illegible] ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন, [illegible] কোর্ট অব [illegible] বার করিয়াছে, আবদুল [illegible] সাহেব চাকিম, মুর্শিদাবাদ। [illegible]

[illegible] করিবার উদ্যোগী হইতেছেন।

এক [illegible] হইয়াছে।

এইরূপ অনরব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কুপার শীঘ্রই পদত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করিবেন। তাঁহার পর এ, সি, সাহেলকে দেওয়া হইবে। যাঁহাদের গায়ে গন্ধ আছে, তাঁহারাই এই খেলা করিয়া পড়ুন।

আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার যতেন্দ্রকৃষ্ণ কাঁথিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

নিম্ন লিখিত নূতন গ্রন্থ ও পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ঘোষ কি, এম, সি, বি কর্ত্তৃক সংকলিত বঙ্গীয় গার্হস্থ্য চিকিৎসা। শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত ও প্রকাশিত মেলা। হরকুমার শর্ম্মা প্রণীত পর্যটক। পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত সঙ্গীতরাব। ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ নামক বাঙ্গালা সাপ্তাহিকপত্র। কলিযুগ নামক উর্দ্দুভাষী সাপ্তাহিকপত্র।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ২০ এ মে। একজন মুসলমি ইংরাজ দিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করাতে ধৃত হইয়াছে।

কাবুল ২১ এ মে। সৈবাৎ বাজারে আগুন লাগিয়া অনেকগুলি দোকান পুড়িয়া গিয়াছে।

কাবুল ২১ এ মে। ২০ এ যে মার্গরিট যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিপক্ষ সিনওয়ারি দিগের কাহাকে ও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগত হন। ২১ এ সংবাদ আসিয়াছে তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না।

রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য মেলাসাবাদ হইতে যাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল শক্করা তাঁহাকে ধরিয়া করাতে ইঞ্জিনিয়রেরা কোদির ২ টী ও সেব সাইবের কতকগুলি অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

মোনা খালিল মেলাসাবাদের উত্তর পূর্ব্ব সরাই কামা নামক স্থানে রক্ষার্থ বিস্তর লোক সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংরাজ সৈন্যগণ বেরমেল উত্তর দিয়া গিয়া নিকাসুদ্দিন ও আবদুল গোর খোকিস্ত দুর্গ ধ্বংস করিয়াছে।

[illegible] গ্রামের [illegible] অধিকার করিয়া ছিলেন ইংরাজগণ তাহার উপর গোলাবর্ষণ করেন। [illegible] দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। গোলাবর্ষণ কালে দুই জন লোক হত হইয়াছে।

ঘিজিয়ো চুক্তিতে [illegible] করিয়া দণ্ড-মুক্ত হওয়াতে নির্ভীক হইয়াছে। উহারা আবার একত্র হইয়া মাকেডো ও মুলবানীদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাতে সৈন্য তথায় গমন করিয়াছে।

সংবাদ আসিয়াছে খাইবারের লোকেরা যুদ্ধার্থ উৎসাহিত হইয়াছে। আবদুল রহমানের পিয়োনামাঙ্কিত মুদ্রা কোহিদামানে চলিতেছে।

মুস্তফিকে বেশান্তর করাতে স্থানীয় সর্দ্দারেরা বড় খুসী হইয়াছে। মুস্তফি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত। সর্দ্দারেরা বলেন তিনি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ও স্বজাতীয়ের বিপক্ষে বড় যত্ন করিতেন।

আবদুল গফুর কারওয়ারে গমন করিয়াছে।

কান্দাহার ২৬ এ মে। কাবুলের সহিত রিয়াটের সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে।

খোবা নামক এক জাতীয় লোক ইতিপূর্ব্বে কিসিনের পথে দস্যুবৃত্তি করিতেছিল সম্প্রতি উহারা ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

কাবুল ২৭ এ মে। আবদুল রহমান কোহিস্থানের লোকদিগের নিকট হইতে লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

একদল আসিয়াড়া লুন্দিকোটালের বহুদূরে ঘাস কাটিতে গিয়াছিল। এক দল দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দুই জনকে হত ও ৪ জনকে আহত করিয়া ঘোড়া লইয়া গিয়াছে।

শুনাগেল ইংরাজ দূত একটী প্রকাশ্য দরবারে আবদুল রহমানকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল কাবুলের আমীরত্ব তাঁহাকে দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ সম্বন্ধে ভদ্রতা প্রধান ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণাভিপ্রায়ে পত্রের কিছুই প্রত্যুত্তর দেন নাই। তিনি সভা কোন বিষয়ের কিছু মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক নহেন।

মহম্মদজান মুসাজানের স্বার্থ রক্ষার্থ গজনীবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। কতকগুলি লোক এই জন্য যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সজ্জিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ মে। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন মারকুইস রিপন সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও লাইসেন্স টাক্সঘটিত আইন উঠাইয়া দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। হোম গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই বিষয় সংক্রান্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় রহিলেন।

লণ্ডন ২২ এ মে। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন আফগান যুদ্ধে ৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সীমা প্রদেশে রেলওয়ে করিতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা স্বতন্ত্র।

মারকুইস রিপনকে শীঘ্র শীঘ্র আফগান যুদ্ধের শেষ করিতে বলা হইয়াছে।

একজন ভাল শাসনকর্ত্তা পাইলেই, ইংরাজ সৈন্যগণ তাঁহার উপর শাসন ভার সমর্পণ করিয়া কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে।

ভারতবর্ষের আয়ব্যয়সংক্রান্ত হিসাবে ৩৫০০০০০০ টাকা ভুল বাহির হইয়াছে।

উপনিবেশের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন, সার বার্টল ফ্রিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ উপনিবেশের গবর্ণর ও প্রধান কমিশনর রহিলেন।

লণ্ডন ২৩ এ মে। রাজগণ শীঘ্রই সুলতানকে গ্রীস ও মণ্টনিগ্রোর সীমা সংক্রান্ত এবং আর্থেসিয়া ঘটিত গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য পত্র লিখিবেন। অন্যথা তাঁহারা তাঁহাকে বাদ দিয়া জুলাই মাসে বার্লিনে একটী অতিরিক্ত সভা করিবেন।

লণ্ডন ২৪ এ মে। পার্লেল সাহেব শীঘ্রই কমন্স হাউসে আয়লণ্ডের হোমরুল সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন।

লর্ড লিটন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য হিমালয় নামক জাহাজ বোম্বাই যাইতে আসিতে বলা হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যাকালে লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা শীঘ্র কাবুল পরিত্যাগ করা হয়, কিন্তু সৈন্যবিভাগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ঋতুর উপযোগিতা বুঝিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। পরিত্যাগ করিবার সময় অনুগত সেনীয়দিগের রক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। কাবুলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগ ছাড়িয়া আসা যত সহজ, কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসা তত সহজ নহে। কান্দাহারের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাতে তথায় অধিক দিন সৈন্যরক্ষা করা প্রয়োজন।

লণ্ডন ২৪ এ মে। ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে ভারতে কারাগার ব্যবস্থা প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ভারতবর্ষের শাসনের উৎকর্ষ সাধনার্থ ১৮৫৮ সালে যে ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ হয়, তাহার কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ একটী সভা নিয়োগের জন্য মহাসভার পুনরধিবেশনের প্রস্তাব করিবেন।

ডাব্লিন প্রতিনিধি সভ্য ডিলন সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে সার ডবলু হারকোর্ট তৎপদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সার গ্রাণ্ভেট উলস্লি কেপ হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। সর গ্রারনেট উলস্লি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেখানে এক মাস থাকিবেন। ইহার মধ্যে যদি কাবুল যুদ্ধ শেষ হইয়া যায় উত্তম, নচেৎ তিনি উক্ত যুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ হইবেন।

সর বার্টল ফ্রিয়ার শীঘ্রই ইংলণ্ডে পুনরাগত হইবেন। এক জন রাডিকালের প্রবর্ত্তনায় গ্লাডষ্টোন উহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

লর্ড রিপন বোম্বে হইতে পর্ব্বত-যাত্রাকালে এলাহাবাদে অবস্থিতি করিবেন না। তিনি এক দিন কানপুরে থাকিবেন।

রোম ২৬ এ মে। গারিবল্ডির এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ইটালীর লোকদিগকে উৎসাহ দিতেছেন বলিয়া তিনি তত্রত্য রাজবংশের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। অষ্ট্রীয়া আলবানিয়ার সংগৃহীত নূতন সৈন্যগণের গতি রোধার্থ ষ্টুটেরি অবরোধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

জেনারল ষ্টবেলফ চিকিম্গারে পৌঁছিয়াছেন, তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ মধ্য আসিয়ায় যাইতেছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ব্রহ্মদেশ।

১২৮৭ সাল ২৬ এ বৈশাখ।

ব্রহ্মদেশে এক্ষণে গ্রীষ্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অদ্যাপি বিন্দু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া দুই একজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এদেশের লোকের মনে বিশ্বাস আছে ওলাউঠা রোগ উপসর্গ মাত্র বাস্তবিক সয়তান আসিয়া লোকের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। কোন সুযোগে উহাকে দেশ ছাড়াইতে পারিলে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হয়। তাহারা সেই সয়তানকে তাড়াইবার যে উপায় অবলম্বন করে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। গ্রামের মধ্য স্থানে একটী চৌরাস্তার উপর একখানি সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন স্থাপিত করিয়া তাহার উপর সুদৃশ্য ও মূল্যবান একখানি আসন পাতিয়া দেয় এবং তাহার নিকটে পুঙ্গি (মঠধারি) দিগের উপবেশনোপযোগী স্থান হয়। ঐ আসনের সম্মুখে কতকগুলি আম্র শাখা সহকারে ঘট স্থাপন ও কতকগুলি নৈবেদ্য রাখিয়া গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ কুলবধূ সমেত গৃহস্থ সকল তথায় সমবেত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূমি পাতিয়া বসে। তৎপরে দুইজন পুঙ্গি তাল পত্রের পুঁথি হস্তে করিয়া পূর্ব্বোক্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে একজন পাঠক ও অপর ব্যক্তি শ্রোতৃবর্গের কার্য্য করে; এইরূপে পাঠ সমাধান হইলে সকলে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ ঘট গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্ব গৃহে গমন করিয়া ঘট স্থিত শান্তি বারি সকলের গাত্রে এবং গৃহের সর্ব্বস্থানে সিঞ্চন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করে এবং অম্রশাখা গৃহের চালে রাখিয়া দেয়। পরে গোধূলি লগ্নে প্রত্যেক ঘরে বন্দুকের শব্দ হয় এবং কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি যাহার যে কিছু থাকে তাহা লইয়া বাজাইতে থাকে এবং তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ ঘটির দ্বারা আঘাত করিয়া এরূপ একটী মহৎ কোলাহল উপস্থিত করে, বোধ হয় যেন প্রলয় উপস্থিত। এইরূপ সমস্ত কার্য্য নিয়মিত রূপে ও নিয়মিত সময়ে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস সম্পন্ন করে।

জামালপুর।

ইতিপূর্ব্বে লোকমটিভ অফিসের কর্ম্মচারী বাবু সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাতে চুরি হয়। চোরেরা তাঁহার একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স অন্য দ্রব্য ভারি বোধে অর্থপূর্ণ ভাবিয়া অপহরণ করে। সম্প্রতি জামালপুরের সন্নিকটস্থ সকিয়া সরাই নামক স্থানের এক ব্যক্তির উপর পুলিষের অধিকেম চুরির সন্দেহ হওয়াতে থানা তল্লাস করিতে করিতে ঐ ঔষধের শিশিসকল বাহির হইয়াছে। লোকটী সম্ভ্রান্তপন্ন, উকীল মোক্তার দিয়াছিল। কিন্তু নিজের কথার পেলাপে চুরি প্রমাণ হওয়াতে ছয় মাস মেয়াদ হইয়া গিয়াছে।

এখানে ৩। ৪ টী মৌত মদের ভাঁটী আছে। বাবুরা মৌত মদ্য পানে বিহ্বল হইয়া কত রঙ্গই দেখাইতেছেন। সম্প্রতি দুইটী মাতাল বাবু উক্ত সুরাপানে ঢল ঢল হইয়া বেশ্যালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক বেশ্যাকে এমন প্রহার করেন যে পুলিষে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। উভয়েরই ২০ কুড়ি টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক জন ট্রাফিকে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার মধ্যে মধ্যে বেশ্যা অঙ্গে হাত বোলাটা ভালরূপ অভ্যস্ত ছিল এবং অনেকবার ঐ অপরাধে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃতও হইয়াছিলেন। এ জন্য ২০ টাকা অর্থ দণ্ড হইলেও, ভবিষ্যতে পাছে আবার ওরূপ কার্য্য করেন ভাবিয়া ৫০ টাকার জামিন দিয়া তবে আপাততঃ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। বাবুটীর এই অপবাদে কম্মটুকুও গিয়াছে। টাকার মুখ দেখিলে বাবুদের আর জ্ঞান থাকে না, একটু বস মরা ভাল।

ইতিপূর্ব্বে যে ডিরিঙ্কির উল্লেখ করি, উহার নাম স্মিথ্। অনধিকার প্রবেশের দায়ীর একজামাটী ডিসমিস হইলে সাহেব মনের দুঃখে মেম সাহেব ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে থাকেন এবং ডাইভোর্স করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্যভিচার দোষের চাক্ষুষ প্রমাণ ভিন্ন ডাইভোর্স হইবার নিয়ম নাই বলিয়া আপততঃ তাঁহাকে নিরস্ত হইয়া পুনরায় গোপনে গোপনে অনুসন্ধান লইতে হয়। সম্প্রতি আর একটি বাঙ্গালী যুবা ব্যক্তি অনুমান ১০।১১ টার সময়ে ঐ মেমের নিকট যাইয়া অসময়ে প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্মিথ্ বাটিতে

কমষ্টেবল ৪২। ৪ জন ভদ্র লোক ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মেঘ কহিতেছেন "বাবু আমার নিকট খেত ইঁদুর কিনিতে আসিয়াছিল।" আপাততঃ সাহেব ঐ ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছেন, একটী অনধিকার প্রবেশ, আরটী ব্যভিচার দোষ। গত বুধবার দিবস চাঁদপুরে ষ্টেসনে মুন্সেফের কোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে হাকিমের মত, সাক্ষ্য করণার্থে আপাততঃ মকদ্দমা স্থগিত রাখিলে ও আসামী জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। যদি ঘটনাটী সত্য হয় বড় চমৎকার বিষয়। সম্প্রতি আবার নিম্নলিখিত কথা উত্থিত হইয়াছে। অহো! ব্যাঙাচা মনে প্রাণে মারা গেল কপাল হয়ন যাহে এইরূপই হয়!!!

ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এক্ষণে যার পর নাই শোচনীয়। "ইহার হৃদয়ে আজ কাল" শেয়াল ডাকিতেছে" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্য সংখ্যা সাধন ছাড়িয়া সম্প্রতি বিপক্ষ সাধন করিয়াছেন!! সমাজে বাক্তি পড়ে না, অথবা শিবরাত্রির শলিতার মত দুই একজন সভ্য টিম টিম করিয়া জ্বলেন মাত্র। সভ্যদের কথা দূরে থাক, স্বয়ংযোগে সভাপতি গুরু বিবাহের পর হইতে বলিলেই হয়, তত্ত্বপুরা সম্পাদক বা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক দ্বারা এক কালেও টিকি দেখা যায় না। সমাজ সম্পাদক অবশ্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এ বড় মন্দ কথা নহে। কেশব বাবু সুখে থাকুন!! ঈশ্বর তাঁর মন পুণ্যে সন্তুষ্ট রাখুন!!!

হুগলী।

আমাদিগের এখানকার অনারেবল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস মহাশয় পেন্সন গ্রহণ করিতে চলিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার পরিবর্ত্তে এখানে কি আর এক জন হাকিম আসিবেন?

আমরা এ কথার ও আর একটী সমস্যা উত্থাপনের অনুমতি চাহি। সেদিন ওকালতী আইন পাশের জন্য পরীক্ষা দিবার জন্য কোন ব্যক্তি সাধারণ সমক্ষে নাম এক ঘরে অন্ধ বিশ্ব বাক্তি অর্থাৎ বিশ্ব নামে একটী রমণীকে কোর্টসিপ দ্বারা বিবাহ করিয়া তাহাকে সুখী মুখে পালন করিয়াছে। হুগলীর সিবিল সার্জন সাহেব বাহাদুরের কালে ঐ দম্পতির গর্ভে একটী ১। ৬ মাসের পুত্র সন্তান দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় মহোদয় আমাদিগকে ঐ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মাদু উত্তর করিল, আমি তাহাকে (বিশ্বকে) না মারিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমার সাধনা হয় না। আর বিশ্ব অগ্রে না মরিলে আমিই বা কিসে নিষ্পাপ হই?" মাতা কতক এক্ষণে আসামীকে সেসনে সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। এই এক নূতন রকমের পাগল।

গত ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার হুগলীর ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ৮ টা অবধি ১০ টা এবং অপরাহ্ণে ৫ টা অবধি ৭ টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। এই উৎসবের দিনে অনেকগুলি দরিদ্র ব্যক্তিকে ভালরূপে আহার করান হইয়াছিল। অপরাহ্ণে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহোদয় "ঈশ্বর তত্ত্ব" বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া দর্শকগণকে নিস্তব্ধ ও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় যে কয়েকটী সঙ্গীত হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবে স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক ও দুই একটী হাকিম যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে শুভাগমন করিয়া ব্রাহ্মগণের বিলক্ষণ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। হুগলীর ব্রাহ্মসমাজটী অতত্য জজ আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ মহোদয়ের অহর্নিশ পরিশ্রমের অবার্থ ফল ও কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এখানকার কয়েকজন ভদ্র লোকের উদ্যোগে হুগলীতে একটী "রিডিং ক্লব" খোলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিম্নোক্ত নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৭ ই মে। কটকের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এচ, পসি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে ও চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের সি, এম করি ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত বেলঘাটীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মে, কেনিডি সাহেব ঐ স্থানের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

১৮ ই মে। রাজসাহীর ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ এলেন সাহেব ১ ম শ্রেণীতে ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ক্যাম্বল সাহেব ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টার ডিসি সাহেব বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন, ২য় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টার এ, এ, ওয়েস বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ আরেঙ্গাবাদের ভার প্রাপ্ত হইলেন

গয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টার বাবু আশুতোষ সরকার হাবড়ায় বদলী হইলেন।

১৯ এ মে। ষ্টাম্প ডিপার্টমেণ্টের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ই, বকলণ্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টার এফ, ডবলু ব্যাডকক আপাততঃ মেদিনীপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পদে অন্য লোক নিযুক্ত হইলে তিনি হাবড়ায় আসিবেন।

২৪ এ মে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি এচ, জে রেমল্ড রেবিনিউ বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি মেম্বর হওয়াতে ম্যাকেনজি সাহেব আপাততঃ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মেকলে সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ফিনানসিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিডন সাহেব ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কুক সাহেব বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত।

১৮ ই মে খগার অন্তর্গত আরেঙ্গাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৫ এ মে। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) মেদিনীপুরের মুন্সেফ হইলেন।

মেদিনীপুরের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রনাথ সোম কটকে বদলী হইলেন কিন্তু ইহাকে প্রায় পুরীতে থাকিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্বাস—কুচবিহার	৭
" " লালরঞ্জি মল্লিক—ডায়মণ্ডহারবর	৪
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবাদ	৭
" " রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথ দাস—মালদহ	৭
" " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—গঙ্গাটীকুরি	৭
" " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—কলিকাতা	৫
" " দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা	১০
" " শ্রীনিবাস দাস অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট দিল্লী	১০
" " বহুনাথ রায়—মেদিনীপুর	৭
জোড়াসাঁকো লাইব্রেরী—কলিকাতা	৩

বিজ্ঞাপন।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের পনোরিয়া মিক্‌শ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেত-প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

২৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১২ নং দুর্গাচরণ শিকদারির গলি বড়বাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, মূত্রিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত অর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংক্রান্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা ধাতু নির্গমন হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ২, টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া ভ্রূণের সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়া মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরন্ধিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের শীতলতা, সূচি-বিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির খেঁচুনি, আক্ষেপ ধনুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দক্ষরাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, শিবপুর।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ।১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৷৵০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

সোমসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্গন্ধ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রায় হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু গুলবায়ু বৃদ্ধিসংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন খেঁচুনি এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, হাঁচি, ঘুংড়ি, কাস, শ্বাসকাশ, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সাঙ্ঘাতিক অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিছিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং হৃদ্রোগও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে, বহু দিন ব্যাপী মেহ পীড়া, অতিশয় চিন্তিত পরবশতা, অপরিমিত অম্ল ক্ষার, মাদক বিকার বা উহার নিত্যে-ব্যবহার কারণ বশতঃ সাধ্য যে ধাতু তরল, অধিক সম্ভোগ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা অজ্ঞতন্ত্র প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ সমুদয় এই রসায়ণ সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমলিয়া।
হরিঘোষ ষ্ট্রীট, বৈঠকখানা।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা প্যাকিং ৵ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।৵ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতার বরাহনগর উপনগরনিবাসী মৃত বংশীধর দত্ত (যিনি জাতিতে হিন্দু) ঐ বরাহনগরস্থ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর নামে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উইল করিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রসন্নময়ী দাসী কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে সেই উইলের প্রোবেট লইয়াছেন। এক্ষণে ঐ প্রসন্নময়ী দাসীই উক্ত সম্পত্তি সমুহের একমাত্র কর্ত্তৃ। উইলকর্ত্তার সম্পত্তির উপর যদি কাহার কিছু দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তৃ অর্থাৎ Executrix কে ত্বরায় জানাইতে হইবে। যদি কেহ মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণী থাকেন তবে তাঁহারা সত্বর স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করুন।

ধর এণ্ড ধর
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসীর প্রর্টর।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ: বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালীয় লীলা, প্রত্যহ ষাট্ দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গৌড়দেশ ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের তত্ত্বজ্ঞান, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যাবশ্যক বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত এরূপ পুস্তক পূর্ব্বে কখনই ছাপা হয় নাই। পরম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিভব পর্য্যন্ত ১ম খণ্ড (৩৭০) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তত্তৎ সখা সখীর তত্ত্বজ্ঞান অর্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তন্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। উহার ষষ্ঠ বিভব দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিয়া গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৪ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।
৪৭ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বাগবাজার। কলিকাতা

যজুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩৲
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষ্য ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অন্যূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। দ্বাদশ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩, এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ মাত্র। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন, পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, শক্তির ব্যথা, কাশীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ১ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডগলিউ কড়ক এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৯ নং কৌয়রারি বাগাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং সুনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাজনক হয় এবং মস্তক পূর্ণাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০ ২

সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তী হানীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্দ্ধমান বর্ষের পত্রিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কমলক্রম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
পরাণহাটা
কলিকাতা।

এই যন্ত্রালয়ে স্কুল ব্যবহার্য্য ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সকল উচিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। রুচিতার আদেশানুযায়ী প্রুফ দেখা এবং রচনার সংশোধন কার্য্য সকলও উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃন্দাবন শুক্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। অস্বাক্ষরিত পত্র গৃহীত হইবে না।

দ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

নিরুদ্দেশ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, সহসা প্রায় ৩০, বৎসর হইবে, পরমবর্ণ, দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বজবজ ষ্টেসনে সব ওভারসিয়ারের কর্ম্ম করিতেন, পরে তথা হইতে কৃষিয়ার নিকট কুমারি ষ্টেসনে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান, দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোষিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিষয় আমার শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ। ১২৮৭ } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা মূলফর্ম্ম।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি আই, মহোদয়া ছই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সারল্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বসুকুভাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম গৃহ
কলিকাতা মুজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা জেঠিয়ারি থানাধীন ১৪৬ নং আপার্কারোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৷০

আর্য্য গুহ্য চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সংগ্রহ, দুষ্টিকাদির দংশন, সন্ধিস্থলি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের জারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং গুনীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আবাসগৃহ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নিকোবরের নাম বোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেবি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৮ বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "বিবিধে বিবাহ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৮ বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর } শ্রীকুলদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্র নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সমস্ত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র মুজাপুর কলিকাতা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং	৷৶০	৷৷০	ওলাইঠা বাক্স	২৷৷০	৪৷০
ক্ষুদ্র বড়ী	৷৶০	৷৷০	সাধারণ চিকিৎ	৮০	১২৲
ডাইলিউসন	৷০	৷৶০	অরোগের	৪৲	১০৲

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৵০ চিকিৎসা সূত্র ৷৶০
ওলাউঠা চিকিৎসা ৷০ ওলাউঠা চিকিৎসা বিধি ৷৵
স্ত্রী-চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষয়ব ৷৶
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১৷০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷৷০
অন্ন চিকিৎসা ৷৷০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
হোমিওচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ৷০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল দাখিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও মডেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ৷০ আনা মাত্র।
ঐ বাঙ্গালানুবাদ।
দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ২৷০ টাকা মাত্র।
হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং পরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির আলা, গাত্রের কক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
স্বত ৵০ পোয়া ... ... ১ টাকা।
তৈল ৷০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।

ত্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মস্ত্রাঘাত জ্বর, মেঘগর্জ্জিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিরাঘ্নন্ত।

(নক্ষত্রক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ শিশির মূল্য এক টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক অস্থিরতা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির আলা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুন্সাপুর ৪৯ নং বাড়ি। কয়ক্রম যন্ত্রে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পুক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর ৷৵০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মুন্সাপুর ১০ নং বৃন্দাবন্তা-গরের লেন কয়ক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৮ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। মাসিক ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল ২৬ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮০। ৭ ই জুন। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসময় পক্ষে বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

মারকুইস রিপন ও তাঁহার প্রজানুরাগ লাভের সহজ পথ।

আলঙ্কারিকেরা রঙ্গভূমিতে অভিনেয় নাটকের প্রথমতঃ চারি প্রকার নায়ক ভেদ (১) করিয়াছেন। আমরা সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত, এই চারি প্রকার নায়কের নাম লিখিত দেখিতে পাই। ধীরললিত নায়কের এই লক্ষণ করা হইয়াছে, ইনি মন্ত্রীর উপরে রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বদা নৃত্য গীতাদি লইয়া কালহরণ করেন। আমরা ভারতের রাজনীতিরূপ রঙ্গক্ষেত্রে এই চারি প্রকার

(১) ধীরোদাত্তোধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতঃ। ধীরপ্রশান্তইত্যেষ মুক্তঃ প্রথমং চতুর্ভেদঃ। স্পষ্টং অত্র ধীরোদাত্তঃ অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরোমহাসত্ত্বঃ। স্থেয়ানিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তোদৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ। অবিকত্থনোঽশ্লাঘ্যস্বগুণাকরঃ মহাসত্ত্বোঽবিষাদোকাদানভিকৃতস্বভাবঃ নিগূঢ়মানোবিনয়চ্ছন্নগর্ব্বঃ দৃঢ়ব্রতোঽঙ্গীকৃতনির্ব্বাহকঃ। যথা—রাম যুধিষ্ঠিরাদিঃ। অথ ধীরোদ্ধতঃ—মায়াবীরঃ প্রচণ্ডশ্চাতোঽহঙ্কারবপুর্দৃপ্তিষ্ঠঃ। আত্মশ্লাঘানিরতোধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ। যথা—ভীমসেনাদিঃ। অথ ধীরললিতঃ নিশ্চিন্তোমৃদুরনিশং কলাপরোধীরললিতঃ স্যাৎ। কলা নৃত্যাদিকা। যথা—রত্নবল্যাদৌ বৎসরাজাদিঃ। অথ ধীরপ্রশান্তঃ-সামান্যগুণৈর্যুক্তান্ বিজাতিকোধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ। যথা—মালতীমাধবাদৌ মাধবাদিঃ।

নায়কেরই অভিনয় দেখিলাম। বিশেষতঃ আজ কাল ধীরললিত নায়কেরই পুনঃ পুনঃ অভিনয় দর্শন করিতেছি।

রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইলে পর তিনি এক দিবস স্বীয় মন্ত্রসচিব বিদূষকের নিকটে সেই মর্ম্ম করিলেন। বিদূষক হাসিতে হাসিতে কহিলেন, পিণ্ডীখর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া মুখ অতিশয় মিষ্ট হইলে যেমন তিন্তিড়ী ভোজনে প্রবৃত্তি হয়, তেমনি উত্তম স্ত্রী ভোগ করিয়া তোমার তপস্বিনীতে রুচি হইয়াছে। তেমনি আমরাও দেখিতে পাই, ইংলণ্ডে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করিয়া যে সকল লার্ডের অরুচি জন্মে, তাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদ গ্রহণ করিয়া তিন্তিড়ীরূপ ভোগ্য ভোগ করিতে আইসেন। তাঁহারা ধীরললিত নায়কের ন্যায় যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রিগণের উপরে সমর্পণ পূর্ব্বক আপনারা রেলওয়ে ভ্রমণ, দরবার, শৈল ও মৃগয়া বিহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করেন। কিন্তু আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপনকে সে ধাতুর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাঁহার যে ইহাই কেবল ক্রীড়া ক্ষেত্র হইবে, এ প্রকার অনুমান হয় না। তিনি যে অমুক গবর্ণর জেনরলের ন্যায় কেবল নূতন দেশ দেখিতে অথবা নূতনাবাস মৃগয়া বন করিতে আসিয়াছেন, এমন মনে হয় না। কার্য্য না দেখিলে লোকের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখনও আমরা তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন কার্য্য দর্শন করি নাই। কার্য্য না দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। সে সিদ্ধান্তের সংসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সিদ্ধান্ত প্রায়ই পরিণামে কপোলকল্পিত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। অতএব আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের বিষয়ে আপাততঃ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা উচিত হইতেছে না। আমরা যতদূর তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া, লোকহিতচিকীর্ষা প্রভৃতি সৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সহজেই হইয়া থাকে। অতএব তাঁহা হইতে আমাদের শুভ লাভেরই সম্ভাবনা।

আমরা যখন তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতে পারিতেছি, তখন যে, তিনি ধীরললিত নায়কের ন্যায় মন্ত্রিমণ্ডলের আয়ত্তাধীন হইয়া স্বয়ং যাবতীয় সমুদয় কার্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ অধিকতেছে না। স্বয়ং সমুদয় কার্য্য দর্শন করিলে যে, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়েও সংশয় হইতেছে না। তাঁহার পক্ষে প্রজার অনুরাগভাজন হইবার সহজ পথও উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রজার একটী কল্যাণকর কার্য্য করিতে হইলে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর চিন্তা করিয়া মাথা খরাইতে এবং স্বমুখে বিবর্ণতা দিতে হয়। তবে একটী নূতন বিষয় উদ্ভাবিত হয়। আমরা নূতন গবর্ণর জেনরলের সে প্রকার কোন কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন দেখিতেছি না। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি প্রজার পীড়নকর যে সে গঠিত করিয়া দিয়াছেন নূতন গবর্ণর জেনরল যদি সেইগুলি রহিত করিয়া দেন, তাহা হইলেই তিনি যাবৎ কাল প্রজার অনুরাগভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

আমরা রিপন সাহেবের প্রজার অনুরাগভাজন হইবার সহজ পথ দেখাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তিনি যে প্রকার ধার্ম্মিক ও পরহিতৈষী, তাহাতে তাঁহার ভারতে একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। সুকীর্ত্তি ও দুষ্কীর্ত্তি দুই প্রকার আছে। যাঁহারা দুষ্কার্য্যের পরবশ, তাঁহারা দিগ-

বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ন্যায়বিগর্হিত পথে পদার্পণ করিয়া এক একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যান, কিন্তু সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ চির স্থায়ি ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মারকুইস রিপন যে প্রকার লোক, তাঁহা হইতে সর্ব্বনিন্দানিদান ঈদৃশকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত নয়। যাহাতে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল হয়, এমন একটী কাজ করিয়া তাঁহার একটী সুকীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। আমরা ভারতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ করিয়াই আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। তাহার সত্ত্বে যদি ঐ শাসনপ্রণালীটী পরিচালিত হয়, তাহাতে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মঙ্গল হইবে। অনেক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোলযোগ বিলক্ষণ ও স্বেচ্ছাচারিতা আছে। প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে সেগুলি নিঃসংশয় নিষ্কণ্টক হইবে। যদি তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। অনেকেই ভ্রূকুটী করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া সাহস সহকারে কার্য্য করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পাল্ট সাহেব যখন নীলকরের অত্যাচার নিবারণ করেন, তখন অনেকেই অনেক প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, কিছুতেই ভীত হন নাই। অকুতোভয়ে কর্ত্তব্য বোধে যেই কার্য্যটী করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া আছে। যাহাঁরা উহাঁহাদের মানবহিতৈষণা তাঁহারা যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন, কোন কারণেই তাহা হইতে বিচলিত হন না। রোমে যখন অভিজাতকুল ও প্রাকৃতজন উভয় দলে তুমুল বিরোধ হয়, তখন অভিজাতবর্গের দয়ালু মহাজনা মহাত্মত ব্যক্তিরা প্রাকৃত দলে। ছিলেন। ইহাঁর অনেক বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপরে কত আপদ বিপদ পড়িয়াছে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ভয়াকুলিত হন নাই। অধ্যবসায় সহকারে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। রিপন সাহেব যদি ঐরূপ অধ্যবসায় ও সাহস সহকারে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়টী সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার কীর্ত্তি অনন্তকাল-স্থায়িনী হইবে।

মারকুইস রিপন যে অতি ধার্ম্মিক লোক, নিম্ন লিখিত বিষয়টী দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তাহার ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে এক দিন (৬ই মে) মেয়র, আর্ল অব মেয়ো এবং রিপন কলোজেসনের কয়েক ব্যক্তি তাঁহার বাস স্থানে গিয়া তাঁহার ভার তবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়া অভিনন্দনপত্র দান করেন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি কয়েক বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিলেন। তিনি তদুত্তরে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় যাঁহাদের সহিত ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে যাইতে হইতেছে, কিন্তু তিনি বান্ধবগণকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন। তিনি বলিলেন তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেটী অতি গুরুতর কাজ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, তিনি ঐ কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারেন তাহার সে গুণ ও ক্ষমতা নাই। তবে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের উপরেই তাঁহার নির্ভর। তাঁহারই কৃপাতে তিনি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার এই বিশ্বাস। এতদ্দ্বারা রিপন সাহেবের যে কেমন অসামান্য ঈশ্বরনিষ্ঠা বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে, তাহা পাঠক সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। এ প্রকার সুজন ধার্ম্মিক লোক হইতে ভারতের যে অপূর্ব্ব শুভ লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আশা জন্মিয়াছে। তবে বলা যায় না, ভারতের কেমন অদৃষ্ট দোষ ও জলবায়ুর দোষ ঘটিয়াছে, যাহাঁরা সুমতি ও উন্নত মন লইয়া এখানে আগমন করেন, তাঁহাদেরও মতিবিপর্য্যয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা দোষ ঘটিয়া যায়। লর্ড লিটন প্রথমে যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন তিনি এক লার্ড লিটন ছিলেন, কিছু দিন পরেই আর এক লার্ড লিটন হইয়া গেলেন। যে লার্ড লিটন সকলের মতবিরুদ্ধে মাসলপাওয়ার্ড ডিপার্টমেণ্ট মত প্রকাশ করেন, যুদ্ধোদ্যোগ ত্যাগ ও আইন ও ভার্নাকুলর প্রেস এক্ট সম্বন্ধে পক্ষপাতী মত প্রদর্শন করেন তিনি কি সেই লার্ড লিটন ছিলেন? মারকুইস রিপনেরও ঐরূপ সংসর্গদোষে সংঘটিত না ঘটে এবং তিনি শোচনীয় ভারত অন্ধকারের অপনয় না করেন, এই আমাদের বাসনা ও প্রার্থনা।

রম্পার বিদ্রোহ।

লাইসেন্স ট্যাক্সের ফল।

আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরলের উপরে ভারতবর্ষের লাইসেন্স ট্যাক্সের ইষ্টানিষ্টকারিতার বিষয়ে রিপোর্ট করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহাকে অধিক অন্বেষণ করে পাইতে হইবে না। বোম্বাই এই লাইসেন্স ঘটিত যে গোলযোগ হয়; অনেকের যে অকারণ কারাবাস ও অসংখ্য অর্থ ব্যয় হইয়া যায়; সেই সেই বৃত্তান্ত ও রম্পার বিদ্রোহ বৃত্তান্ত রিপোর্টমধ্যে সন্নিবেশিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। লাইসেন্স ট্যাক্স একে পক্ষপাতদূষিত, দরিদ্র পীড়নার্থ ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আবার যে সকল লোকের উপর লাইসেন্স ট্যাক্স আইন কার্য্যে পরিণত করিবার ভার, তাঁহারা উদ্ধত। এ সকল বিষয়ের আইন কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কার্য্যকর্ত্তার ধৈর্য্য, গম্ভীর্য্য, ও সদ্বিবেচনা আবশ্যক হয়। কার্য্যকর্ত্তারা অল্পবয়স্কতা ও অপরিণামদর্শিতা-নিবন্ধন কার্য্যকালে ঐ সকল গুণের পরিচয় দিতে পারেন না, তাহাতেই অধিকতর অনর্থ ঘটিয়া উঠে। আমরা অদ্য স্বকথা সমর্থনার্থ রম্পার বিদ্রোহ বৃত্তান্ত উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম।

মান্দ্রাজে রম্পানামক স্থানে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া বিদ্রোহ চলিয়াছে। যখন নূতন লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হয় ও প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হাতের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপরে অর্পিত হয়, তখন মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট রম্পার অধিবাসিদিগের উপরে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করেন। রম্পার অধিবাসিদিগের প্রধান সম্পত্তি তালবৃক্ষ, গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৃক্ষে এক একটী কর নির্দ্ধারিত করেন। রম্পার লোক অতি সরল, তাহারা কুটিলতা জানে না। তাহারা উহাতে অতিশয় বিরক্ত হয়। তাহাদের দেশীয় রাজাও এই সুযোগে আপনার আয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বসেন। তিনিও প্রতিবৃক্ষে স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারণ করিলেন। রম্পার লোক চটিয়া গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনেক স্থানের অসৎ লোক আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। রম্পা অতি দুর্গম স্থান। সেখানকার জল বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ইংরাজেরা প্রথমে তথায় পুলিসের লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পর রীতিমত সৈন্য প্রেরণ করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরে গত বৎসরে শুনা গেল, ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে বিদ্রোহশান্তি ও তত্রত্য রাজার দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু আবার এখন শুনিতেছি, রম্পায় সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে।

ভারতবর্ষে এমন অজ্ঞা জাতি নাই, যাহার সহিত ইংরাজদিগকে বিবাদ করিতে না হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে অনেক স্থানেই সিবিলিয়ানদিগের কঠোর ব্যবহার একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। অজ্ঞাজাতি অতি সহজেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু ২০। ২৫ বৎসর বশ্যতা স্বীকারের পর তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় বিরুদ্ধ আচরণ করে কেন? অজ্ঞাজাতি শাসন

করিবার প্রণালী যে ইংরাজেরা জানেন না তাহা বলিবার যো নাই। অনেক ডেপুটী কমিশনর জজসাহিবের সহিত এরূপ মিলিয়া যান, যে তাহারা তাঁহাকে দেবতুল্য মনে করে। কিন্তু নূতন লোকের হাতে পড়িলেই উহারা গোলযোগ বাঁধাইয়া তুলে। যদি জজসাহিবের সহিত গোল গোল বাঁধিবার সময়েই ইংরাজেরা উহাদিগের অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ার্থ বিশেষ প্রয়াস পান ও কারণ নির্ণীত হইলে উহাদের ক্লেশ দূর করিবার চেষ্টা করেন, নিশ্চয়ই বড় বড় বিদ্রোহ কলিকাবস্থাতেই শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যে প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। ইংরাজেরা বলপূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করেন। জজসাই হউক আর ভদ্রই হউক, সকল জাতিরই মনে মনে বড় বলিয়া আত্মাভিমান আছে। সেই অভিমানে আঘাত লাগে। সুতরাং

"মন্দোপি নাম ন মহানবজ্ঞা সাধ্যঃ"

যাহার মনে মহৎ বলিয়া অভিমান আছে, সে হীনজাতীয় হইলেও তাহাকে বলপূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করা যায় না। শাস্ত্রকারে তাহাকে স্বচ্ছন্দে স্ববশে আনা যায়।

এই বাক্যের অভিনয় ঘটিয়া উঠে। উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি বঙ্গীকরণ প্রসঙ্গে অর্থান্তরন্যাসরূপে কবিবর ঐ চরণটী লিখিত হইয়াছে।

হুগলীর লোকেরা এক তালগাছের দুই বার রস দিতে সম্মত হয় নাই, ইংরাজেরা অনায়াসে তাহাদিগকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিতেন। তাঁহারা তাহা করিলেন না। তাঁহারা বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। দুই বৎসর ক্রমাগত কই, অর্থ ক্ষতি ও মকদ্দমা বন্ধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক, ইংরাজবিগের সহিত জজসাহিবের যুদ্ধ হয় দেখিলে আমাদের বোধ হয়, ইংরাজের উদারতা বড় কম। যাহারা, হুগলীবাসীদিগের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ এটী বড় বিড়ম্বনার বিষয়। তাহাদের কি কোন অংশে ইংরাজের সহিত সমকক্ষতা আছে? সামান্য লোকের সহিত প্রতিযোগিতা বড় লোকের বড় লজ্জার বিষয়।

চটের ব্যবসায়।

স্বদেশীয়দিগের অনুদ্যমশীলতার প্রমাণ।

বঙ্গদেশীয়েরা যে কেমন অনুদ্যমশীল, তাঁহারা যে আর বুদ্ধির কেমন প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই পাঠকের তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঘটনাগুলির অন্তর্গত ডণ্ডি নামক স্থানে ১৮১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাণ্ড চটের ব্যবসায় ছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে তথায় পাট আমদানী হইত। সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল ছিল। তথায় ঐ সকল পাটে শুণ (গোনী) ও থলিয়া প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে নীত হইত। তৎকালে ইংলণ্ডের যত শুণ ও থলিয়ার প্রয়োজন হইত, ডণ্ডি তৎসমুদয়ের সংবরাহ করিয়াও অনেক লক্ষ টাকার দ্রব্য উপনিবেশে ও ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে প্রেরণ করিত। কিন্তু এক্ষণে ডণ্ডির সে ভাব নাই। এখন ডণ্ডিতে ইংলণ্ডের প্রয়োজনানুরূপ থলিয়া ও শুণও প্রস্তুত হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকে বলে যে ডণ্ডি এক্ষণে হুগলী নদীর উভয় তীরে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, এখন গঙ্গার উভয় তীরে এত চট প্রস্তুত হইতেছে, যে ডণ্ডির প্রাচুর্য্যের কমিয়া গিয়াছে। ডণ্ডির বণিকগণ ঈর্ষাকষায়িত লোচনে হুগলী নদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এমন কি ডণ্ডির অনেক বণিক গঙ্গার উভয় তীরে কল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ যখন চটের ব্যবসায়ে স্কটলণ্ডেরও পরাভূত করিতেছে, তখন এ ব্যবসায়ের অবস্থা যখন বঙ্গীয় পাঠকগণের একান্ত প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

১৮৮২ সালে কেবল এক বঙ্গদেশ হইতে এক কোটী তিন লক্ষমণ পাট কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। চাউলের ব্যবসায়ে নৌকার আমদানী যেমন অধিক হয়, পাটের ব্যবসায়েও প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। উক্ত এক কোটি তিন লক্ষের মধ্যে আটার লক্ষমণ নৌকায় ও একত্রিশ লক্ষ মাত্র রেলওয়েতে আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে রেলওয়ের আমদানীতে নয় লক্ষ মণ কম ও নৌকার আমদানীতে এগার লক্ষমণ বেশী হইয়াছে। চাউল ও পাটের আমদানী ও রপ্তানী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নৌকাযোগে দ্রব্যসামগ্রী কলিকাতায় আনিতে রেল অপেক্ষা অনেক কম খরচ এবং অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু বিলাতী কাপড় ও লবণের আমদানী ও রপ্তানী দেখিলে বোধ হইবে কলিকাতা হইতে মফস্বলে রপ্তানী করিতে হইলে রেল দ্বারা করিলেই অধিক সুবিধা হয়। আসিবার সময় এক টানায় ভাটিয়া নৌকা অল্প কালে ও সত্বরে আইসে, যাইবার সময় উজান ঠেলিয়া যাইতে অনেক সময় লাগে ও বড় কষ্ট হয়। দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, পাবনা, ঢাকা, পূর্ব্বিয়া সংক্ষেপতঃ সমস্ত উত্তর বাঙ্গালার এবং দক্ষিণ সহরের মধ্যে [illegible] পরিমাণে পাটের চাস হইয়া থাকে, পশ্চিম বাঙ্গালায় বড় অধিক পাট জন্মে না। পূর্ব্ব ও উত্তর রেলওয়ে দিয়া অতি অল্প পাটই কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে।

পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন, যে বাঙ্গালায় যেখানে যত পাট জন্মে, সে সমুদয়ই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কলসমূহে আনীত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। আজিম দিনাজপুর, পূর্ব্বিয়া, জলপাই গুড়ি, ত্রিপুরা—এমন কি হুগলী এবং চব্বিশ পরগণায়ও চট বোনা বন্ধ হয় নাই। মফস্বলের কলে যত থলিয়া হয়, তাহার প্রায় দশগুণ অধিক এখনও হাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর হাতে বোনা থলিয়া উৎকৃষ্টতর হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন বিবাহপক্ষে পাটের কল আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে কলিকাতায় এক শত তিন লক্ষ মণ পাট আনীত হয়। পোর্ট কমিশনরের রিপোর্টে দেখা গেল, ৭৮ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা হইতে বিদেশে নীত হইয়াছে। এই ৭৮ লক্ষ মণের অধিকাংশই ইউরোপ ও আমেরিকায় নীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ২২ লক্ষ মণ মাত্র গিয়াছে। আমদানী হইতে যদি রপ্তানী বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে প্রায় পঁচিশ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ষ্টর্টন সাহেব অনুমান করিয়াছেন, কলের প্রত্যেক তাঁতে ৪৫০ মণ পাট প্রতি বৎসর লাগে। কলে ৩৭৮ খানি তাঁত চলিতেছে। সুতরাং কল সমূহেই বিলাতীয় ১৬ লক্ষ মণ প্রয়োজন হয়। পাট কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে অন্তান্য অপরিষ্কৃত থাকে। কলিকাতায় আসিয়া পরিষ্কৃত হয়। তাহাতেও পাটের ওজন অনেক কমিয়া যায়।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে চটের ব্যবসায় মন্দ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে উক্ত যে সকল কারণে চট ও ডণ্ডি প্রভৃতি যে সকল স্থানে পাটের কল ছিল, সেখানে এত অধিক পরিমাণে থলিয়া ও শুণ প্রস্তুত হয় যে পৃথিবীর এক প্রধান খরিদ্দার নামক [illegible] তিন বৎসরের খরচোপযোগী থলিয়া ও শুণ মজুত রাখে। ঐ দুই বৎসর চটের ব্যবসায়ের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। বাস্তবিক ঐ দুই বৎসরেই পাটের বাজে কোন দোষের গুজরা কত, তাহা প্রকাশ পায়। দুই বৎসর পরে দেখা গেল যে বস্তু দেশেরই কল হইল ও পড়িয়াছে। পরাভব হইল। ইহার কারণ এই বাঙ্গালায় পাট উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালার শ্রমজীবিদিগের বেতন কম, সুতরাং বাঙ্গালার যত শুণ ও চট প্রস্তুত হইতে পারে, স্কটলণ্ডে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত বৎসরদ্বয় স্থায়ী ব্যবসায়সম্বন্ধে [illegible] বঙ্গীয় চট ব্যবসায় ক্রমশঃ [illegible] হইতেছে

অনুসারে পাটের মূল্যও বৃদ্ধি হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে।

সাল	রপ্তানী মণ	মূল্য
১২৮১	৭০ লক্ষ	২৮০ লক্ষ
১২৮৩	৬০ লক্ষ	২৭৬ লক্ষ
১২৮৪	৭৫ লক্ষ	৩৫০ লক্ষ
১২৮৫	৭০ লক্ষ	৩৬৩ লক্ষ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রায় ২০ লক্ষ মণ পাট কলিকাতা ও অধিকটবর্ত্তী স্থানের কলে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিফিয়াদিক ছয় লক্ষ মণের থলিয়া ও কিফিয়ান সতর লক্ষ মণের থলিয়া প্রস্তুত হয়। কলিকাতা ও অধিকটবর্ত্তী স্থানে আঠারটী চটের কল আছে। প্রত্যেক কলে ন্যূনাধিক লক্ষ মণ পাট বায় হয়। কলের অধ্যক্ষেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক মণ পাটে ৩৫ টী করিয়া থলিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং মণ করা ৩৫ টী থলিয়া ধরিয়া কিফিয়ান সতর লক্ষ মণ পাটে ৫৮৯ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় ২৯১ লক্ষ থলিয়া উত্তর বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। যত থলিয়া আইসে, তাহার অধিকাংশই নৌকায় আসিয়া থাকে। তাহাতে তের লক্ষ মাল আসিয়াছে। এই তের লক্ষেরও অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহ হইতে আনীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশ হইতে চারি লক্ষ মাল আসিয়াছে। ব্রিটিশ গীণ হইতে এক খানিও থলিয়া আনীত হয় নাই। ব্রিটেনে পাটের ব্যবসায় যেরূপ চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে উক্ত দেশে নিজ ব্যবহারোপযোগী থলিয়া প্রস্তুত হয় এই মাত্র।

কলিকাতায় যে সকল থলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ও কলিকাতায় যে সকল থলিয়ার আমদানী হইয়াছে তাহার গণনা করিয়া সমস্তশুদ্ধ ৮৮৬ লক্ষ থলিয়া হয়। ইহার মধ্য হইতে ৮১৬ লক্ষ থলিয়া বিদেশে গিয়াছে। অবশিষ্ট ৭০ লক্ষ থলিয়া ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১ লক্ষ মাল গিয়াছে।

আমদানী ও রপ্তানীর তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, ১০ লক্ষ মাল থলিয়া কলিকাতায় থাকে। আপাততঃ বোধ হয়, ইহাতে কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পাটের ব্যবসায় মন্দ হওয়াতে অনেক মাল মজুত ছিল। এবার তাহা হইতেই চলিয়া গিয়াছে।

গোণী বা চট দুই প্রকারে হয়। এক, কলজাত, দ্বিতীয়, হস্তনির্ম্মিত। কলজাতের পরিমাণ ৮০ গজ ও হস্তনির্ম্মিতের পরিমাণ ১০ গজ। হস্তনির্ম্মিত চট হুগলী ও চন্দ্রিশপরগণায় নির্ম্মিত হয়। ১২৮৫ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১১ লক্ষ গজ হস্তনির্ম্মিত চটের মধ্যে ৫৭ হাজার গজ বিদেশে ও অবশিষ্ট নিজ কলিকাতার ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কলে কিফিয়াদিক ছয় লক্ষ মণ পাটের চট প্রস্তুত হয়। মণ করা ৮০ গজ চট ধরিলে ৪৩৯ লক্ষ গজ চট কলে প্রস্তুত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে ১৮ লক্ষ গজ ইংলণ্ডে, ২৭ লক্ষ গজ অন্য দেশে, ৩১ লক্ষ গজ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে, এবং ৪৫৩ লক্ষ গজ রেল ও নৌকা-যোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে। কলিকাতার ব্যয়ার্থ প্রায় দশ লক্ষ গজ মজুত আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে চট গিয়াছে, তাহা কলিকাতা হইয়া যায় নাই, ইঙ্গাপুর গৌরীপুর ঝরড়া প্রভৃতি স্থান হইতে একেবারে চালান হইয়াছে।

চটের ব্যবসায়-সংঘর্ষে বঙ্গদেশ স্কটলণ্ডকে পরাজয় করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে বঙ্গবাসীর কি লাভ হইয়াছে? বাঙ্গালীরা ঐ ব্যবসায়ের লাভের কত অংশ পাইতেছেন? প্রণিধানপূর্ব্বক যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় দুই হইবে, লাভ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা পাটের চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছে সত্য, এবং কতকগুলি বঙ্গীয় শ্রমজীবী কলে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে সত্য, কিন্তু উক্ত শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বকার শিল্পজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। কলের সমস্ত টাকাই ইংরাজের, উহাতে বাঙ্গালী অংশী অতি অল্পই আছেন। সুতরাং লাভের অংশ সমুদয়ই ইংরাজের, বাঙ্গালীর কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালীরা যে থলিয়া ও চটের কার্য্যে আর অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে, তাহার সে নাই। আর অধিক কল চলিলে ব্যবসায় মন্দ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। হস্তে প্রস্তুত করিয়া কলের কারবার করিলেও কলের সহিত যুঝিয়া উঠা যাইবে না। এখনও যে হস্তে চট প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কারণ এই, উহা শ্রমজীবীরা বিশ্রামের সময় প্রস্তুত করে; কৃষিকর্ম্ম শেষ হইলে যে কয়েক মাস পরে বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়ে উহারা চট বুনিয়া থাকে। অতি অল্প লাভেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। সুতরাং তাহাদের ব্যবসায় বোধ হয় কোন কালেই মারা যাইবে না।

উপরে যে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকের কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না, যদি বাঙ্গালী ধনিগণ অধিক পরিমাণে চটের কলে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিণামে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারিতেন? কারণ, বাঙ্গালার অনেক সুবিধা আছে। যেখানে পাট জন্মে, সেই খানেই কল, পৃথিবীর আর কুত্রাপি এমন সুবিধা নাই। এই সুবিধা থাকাতেই বাঙ্গালার পাটের কলের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক অসুখ্যম ও অনুৎসাহশীলতা ধনী বাঙ্গালিদিগের একটী প্রশস্ত আয়ত্তার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এখন তাঁহারা ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত কলের অংশ ভূরি পরিমাণে ক্রয় করুন, তাহা হইলেও পরিণামে কথঞ্চিৎ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

রুশিয়ার নিহিলিষ্ট দল।

পররাজ্য গ্রহণ করা ও পররাজ্যের প্রজাগণের শান্তিসুখ ভঙ্গ করা যে মহাপাপ, পূর্ব্বকার রাজগণের এ সংস্কার ছিল না। তাঁহারা জিগীষাবৃত্তিকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিতেন। আত্মসুখার্থ বা আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পরের অনিষ্ট করা যে অনুচিত, এটী সভ্যতমকালের সংস্কার। অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য অবস্থায় এ সংস্কার নয়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি এক কালে সভ্যতার উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরদ্রোহ ও পরহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইবার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জিগীষু রাজার পরদ্রোহ নিবৃত্তির উপদেশ দানে সমর্থ হন নাই। তাহার এই কারণ বোধ হয়, আর্য্যজাতীয় রাজগণ স্বেচ্ছাচারী ও প্রবল ছিলেন। শাস্ত্রকারদিগকে তাঁহাদের চিত্তের আরাধনা করিয়া চলিতে হইত। এই নিমিত্ত মহাকবি কালিদাসও "যশসে বিজিগীষূণাং" ইত্যাদি রূপে রঘুবংশীয়দিগের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকারেরা জিগীষুর পশ্চাৎ ও পুরোবর্ত্তী সপক্ষ ও বিপক্ষ রাজগণকে লইয়া দ্বাদশ রাজমণ্ডল গণনা করিয়াছেন। এই উচ্চতর সভ্যতার কালে জিগীষাবৃত্তির আর উত্তেজনা নাই ও সেরূপ প্রশংসাও নাই। এখনকার সভ্যতম রাজগণ উহাকে ঘৃণা প্রদর্শন করেন। এখনকার মধ্যে অর্দ্ধসভ্য বলিয়া রুশিয়রাজকেই আমরা জিগীষু দেখিতে পাই। তাঁহার জিগীষানিবন্ধন জগতে হলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগকে যে সময়ে সময়ে আমরা জিগীষাবৃত্তির পরবশ দেখিতে পাই, সেটী জাতীয় দুরাকাঙ্ক্ষার ফল নয়, ব্যক্তিবিশেষের দুরাকাঙ্ক্ষার ফল। অতএব উহা দীর্ঘকাল জগতের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। ইংরাজদিগের জাতিসাধারণে পরদ্রোহে অপ্রবৃত্তি আছে। রুশিয়রাজ দুরাকাঙ্ক্ষার পরবশ ও জিগীষু হইয়া যেমন জগতের অশান্তির কারণ হইয়াছেন, তেমনি ভগবান্ তাঁহার রাজ্য মধ্যে তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার বিষময় অশান্তির কারণ ঘটাইয়া দিয়াছেন। রুশিয় রাজ্য মধ্যে নিহিলিষ্ট

নামে একটী ভয়ঙ্কর দল হইয়াছে, তাহারা কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক কোন প্রকার বন্ধন ভাল বাসে না। রাজশক্তির উচ্ছেদসাধন তাহাদের প্রধান সংকল্পিত বিষয়। রুশিয়রাজ তাহাদের আশার বাহিরবর্ত্তী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আর এখন বাহিরে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর অল্প। নিহিলিষ্ট দলের যে কারণে ও যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইতেছে।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গে ও মস্কৌয়ে ছাত্রসভা স্থাপিত হয়। পরস্পর আলোচনায় জ্ঞানের উন্নতি সাধনই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। সভার যে কিছু আয় হইত, তাহা পুস্তক ক্রয়ে ও দরিদ্র ছাত্রবর্গের পাঠব্যয়ে বিনিয়োজিত হইত। ইহার কিছু দিন পরেই রুশিয়া ও অন্যান্য স্থানে নানাবিধ বৈপ্লবিক মতের আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। বৈপ্লবিক নূতন মত এই, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বৈষম্যভাবে পূর্ণ, এ প্রকার বৈষম্য না থাকিয়া সমাজস্থ জনগণের সকল বিষয়ে সাম্য সংস্থাপন হওয়া উচিত। এই জন্য উক্ত ছাত্রসভার মন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। কি উপায়ে দরিদ্রদিগের দুঃখবিমোচন হয়, ছাত্রগণ সেই সেই বিষয়ের বাদানুবাদ আরম্ভ করে। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বৈপ্লবিক মতের প্রতিপোষক বহুতর গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। সভার আয় আর পুস্তকের ন্যায় দাতব্য কার্য্যে ও জ্ঞানোন্নতি সাধন বিষয়ে ব্যয়িত না হইয়া বৈপ্লবিক মতের যাহাতে বহুল প্রচার হয়, তদ্দ্বারা তাহারই চেষ্টা আরম্ভ হইল। কোন কোন সভা প্রকাশ্য ভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। ১৮৭৩ অব্দে রুশিয়ায় অসংখ্য গুপ্তসভা স্থাপিত হইল। এই সমুদয় সভার পরস্পর বিলক্ষণ যোগ ছিল। উক্ত অব্দে এক মকদ্দমার বিচারে প্রকাশ পায় যে ছাত্রগণ কৃষকের বেশ ধরিয়া কৃষকদিগের সহিত মিলিতেছে ও তাহাদিগকে বৈপ্লবিকমতে দীক্ষিত করিতেছে এবং অনেক উচ্চবংশীয় যুবক কৃষকদিগের গৃহে দিনপাত করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ করিতেছে না। অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোকও অবাধে বৈপ্লবিক মত প্রচারের জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিতেছে। ছাত্রসভার আয় লইয়া বৈপ্লবিক মতে কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থলে অনেক যুবক পাদুকা নির্ম্মাণ ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। চর্ম্মকার ও সূত্রধরের দলে বৈপ্লবিক মত প্রচার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে যখন তুর্কদিগের সঙ্গে রুশিয়ার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন উহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না হওয়াতে উহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। উহারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোন দুষ্কার্য্যেই পরাঙ্মুখ হয় না। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে উহাদের সঙ্কোচ নাই। জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া স্বীয় দলের পুষ্টি সাধন উহাদের চক্ষে দোষাবহ নহে। উহাদের কৌশলেই কত দুরূহ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যে কোনরূপে হউক, বর্ত্তমান রুশিয়রাজের রাজশক্তি লোপ করাই উহাদের প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য। তুরস্ক যুদ্ধ শেষ হইলে রুশিয়ার যে শোচনীয় অবস্থা হয়, এই নিহিলিষ্ট দল তাহারও মূল। উহারা যে কত হত্যা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত রাশীয় লোক উহাদের চক্ষুঃশূল। উহারা রাজার বক্ষস্থলেও ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। গত বৎসর রুশিয়রাজ এমনি ভীত হইয়াছিলেন যে স্থানান্তরে যাইতে হইলে সশস্ত্র লোক সঙ্গে লইতেন। রেলওয়ে দ্বারা কোথাও যাইতে হইলে প্রতি ষ্টেষণে সৈন্যদল তাঁহার রক্ষার্থ উপস্থিত থাকিত। এক্ষণে রুশিয়ায় নিহিলিষ্ট বিদ্রোহোদ্যম নিহিলিষ্ট রক্তেই কালিত হইয়াছে। রুশিয়ায় এক্ষণে শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সেদিন নিশিকান্ত বাবুর পত্র পাঠে বোধ হইল যে উহারা আজিও পুনরুত্থানের চেষ্টায় আছে। নিহিলিষ্টেরা অদ্যাপি প্রথম উদ্যমে কিছু করিতে পারে নাই কিন্তু তাহাতে তাহারা হতাশ হয় নাই। তাহাদের গুপ্ত সভা সকল আজিও সমান তেজে চলিতেছে, স্বাতন্ত্র্যিকতাপ্রিয় স্বাধীনতা হীন স্বেচ্ছাচারী শাসন-প্রণালীর ভগ্ন ও নূতন উপায়ে মনুষ্য সমাজ সংগঠন উহাদের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। সমাজে এখন যে কতকগুলি ব্যক্তিপাত বৈষম্য হয়, উহা উহারা রহিত করিতে পারে না। উহাদের মত এই যে মনুষ্য মাত্রেই সমান স্বত্বাধিকারী।

জগদীশ্বর যখন সকল মনুষ্যকে সমান করেন নাই, তখন সকলে যে সমান স্বত্বাধিকারী হইবে, ইহা সম্ভাবিত নয়। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নিহিলিষ্টদিগের চেষ্টা প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ। তাহারা যে এ ষ্টেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবে, আমার আমাদের এমন মনে হয় না। তবে আমাদের বোধ হয়, রুশিয়রাজের দুরাকাঙ্ক্ষার দণ্ড বিধানার্থই ঐ দলের আবির্ভাব হইয়াছে।

রেজিষ্টরি চিঠির মাশুল কম না হয় কেন?

আমাদিগকে এক্ষণে পত্র রেজিষ্টরি করিতে হইলে চারি আনা মাশুল দিতে হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অধিক মাশুল দিয়া পত্র রেজেষ্টরি করিতে হয় না। ইউরোপের লোকে এক খানি রেজিষ্টরি পত্রের চারি আনা মাশুল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে রেজিষ্টরি চিঠির মাশুল চারি পেন্স অর্থাৎ এগার পয়সা ছিল। বোধ হয় ইংলণ্ডের চারি পেন্স দেখিয়া আমাদেরও চারি আনা মাশুল নির্দ্ধারিত করা হয়। কিন্তু অধুনা ইংলণ্ডে রেজিষ্টরির মাশুল কমাইয়া দুই পেন্স করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে তদনুসারে উহা দুই আনায় পরিণত হয় না কেন? পোষ্টমাষ্টার জেনরল বলেন, মাশুলের হার কমাইলে ডাকবিভাগের আয় কমিয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অর্থকষ্টের সময় এরূপ মাশুল কমান কোন প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আয় ন্যূন হইবার আশঙ্কা কেন? ডাকবিভাগে প্রায়ই দেখা যায় মাশুল কমাইলেই কাজ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, যদিও প্রথম প্রথম দুএক লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়, কিন্তু ঐ ক্ষতি অল্প দিনের মধ্যেই যে ক্ষতি পূরণ হইয়া আয় প্রায় দুই তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রেজেষ্টরীর মাশুল কমাইলে যদিও এবৎসর কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আগামী বর্ষে নিশ্চয় তাহা হইতে লাভ হইবে। এবৎসরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। রেজেষ্টরী হইতে ডাকবিভাগের কিসিমিদিন মাত্র লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। মাশুল কমাইলে ঐ দুইতে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংলণ্ডে মাশুলের হার কমাইয়া দেওয়াতে শতকরা ১০ খানা চিঠি অধিক রেজেষ্টরি হইতেছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে একশত হইত এখন সেখানে একশত চল্লিশখানি পত্র রেজিষ্টরি হইতেছে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে মাশুলের হার করিলে আমাদের দেশে বেজিষ্টরি পত্রের সংখ্যা উহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। ডাকবিভাগের নিয়ম আছে, অর্থ সম্বলিত পত্র রেজেষ্টরী না করিলে বিশুণ দণ্ড দিতে হয়। এই নিয়মের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে অনেক লোক মাশুলের ভার অধিক বোধিয়া রেজিষ্ট্র হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রায়ই পত্র করিবার চেষ্টা করে। মাশুলের হার যদি কম হয়, তাহা হইলে প্রতারণা করিবার কোন কারণ থাকিবে না। অনেক লোক রেজেষ্টরী মাশুল বাঁচাইবার জন্য স্থানান্তরে অর্থ প্রেরণার্থ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। মাশুল কমিলে তাহাদের অনেকেই ডাকযোগে [illegible] আরম্ভ করিবে। এই সকল [illegible]

হয় যে মাশুল করিলে ডাকবিভাগের ক্ষতি না হইয়া লাভ হইবারই সম্ভাবনা, ক্ষতি হইলেও যদি ইংলণ্ডের পরিমাণে শতকরা চব্বিশ খানা পত্র অধিক রেজেষ্টরী হয়, তাহা হইলেও সাড়ে তিন লক্ষের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ক্ষতি হইবে অর্থাৎ এক লক্ষ সাড়ে বোল হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। কিন্তু যদি অন্তরের কার্য্য ডাকবিভাগের হস্তে সমর্পিত হওয়াতে ডাকবিভাগের আয়ের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্য বৎসর মার্চ্চমাসে যে গবর্ণমেণ্টের বাটি হাজার টাকা আসায় হইত এবৎসর প্রথম তিন মাসেই বাটি হাজার টাকা আসায় হইয়াছে। যদি এই হারে মার্চ্চ অন্তরের বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে এবৎসর ডাকবিভাগের এক লক্ষ আশী হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অতিরিক্ত আয় দেখিয়া ও ভবিষ্যতে আয়াধিক্যের নিশ্চয় সম্ভাবনা স্থলে কেন যে পোষ্টমাষ্টর জেনেরল এক লক্ষ সাড়ে বোল হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন বলিতে পারি না। রেজেষ্টরির মাশুল কমান যে নিতান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি হউক, কালি হউক ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগকে অন্যান্য ডাকবিভাগের অবলম্বিত পথে চলিতে হইবে। তবে কেন মিথ্যা লোকের ক্ষতি করা ও লোককে গালাগালি দিতে উৎসাহ দেওয়া হয়? এবং ভারতবর্ষীয় ডাকবিভাগ অন্য বিভাগের নায় উন্নতিপথে বিচরণ করিতে সমর্থ নহে, এ কথাই বা কেন প্রচার করা হয়?

মারকুইস রিপনের নিকট

শ্রীযুক্ত খাঁর পত্র।

কাবুলের মৃত আমীর নিয়ামতখানী খাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত খাঁ। ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রিপনের নিকটে যে এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ, বিস্ময়, কৌতুক ও উৎসুকা প্রভৃতি ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। উৎসুকা আমাদের শ্রেণিস্থ-সমস্তরেণুকে শিহরায় শিহরায় বিঘূর্ণিত করিয়া তুলিল। তাহার কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত খাঁ মনের ভাব গোপন না করিয়া সরল ভাবে কার্য্য ও আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহা অনিষ্টের যে আশঙ্কা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্ময় এই, বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা শত-সহস্র-পৃষ্ঠ পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়া কাবুলের যে অবস্থার বর্ণন করিতে ও কাবুলবাসী লোকের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ না হন, ইনি মূল খাঁ এক খানি সংক্ষিপ্ত পত্র দ্বারা সেই ভাব ও সেই অবস্থা পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কৌতুক এই, তিনি ভারতেশ্বরীর নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়ের ও ভারতের নূতন গবর্ণর জেনরলের মনের ভাব ও উদার ভাব বুঝিতে পারিয়াই যথোচিত সময়ে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার যে মনোরথ পূর্ণ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে অণুমাত্র দ্বৈধ জন্মিতেছে না। গবর্ণর জেনেরল ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করেন এবং কিরূপই বা আচরণ করেন, ইহা জানিবার ইচ্ছাই আমাদিগের উৎসুক্যের কারণ হইয়াছে। সে পত্র খানি এই:—

লর্ড মহোদয়! কাবুলের নির্ব্বাসিত আমীর সুবিচারলাভের আশয়ে আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছে। কশরাজ আফগানিস্থানের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে আপনার অনুগত লোককে প্রেরণ করিয়াছেন। আর, আপনারা কাবুলের যথার্থ রাজাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া সেই প্রবঞ্চকের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনারা কি এই জন্য আমার পিতার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন? আপনারা কি আফগান স্থানের দরবারে রুশরাজের আধিপত্য স্থাপনের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় ও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিয়াছেন? আপনারা কি মনে করেন যে কশিয়ার আশ্রিত ও অনুগত লোক বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া নিজ আশ্রয়দাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের অনুগত হইবে? আপনারা কি মনে করেন যে, সে আপনার ইষ্ট সিদ্ধির জন্য স্বদেশের অনিষ্টকারী ঘৃণিত ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রজাপুঞ্জের প্রীতিভাজন হইবে? আমি বলিতেছি এরূপ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। টাকা হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা শিশু সন্তানদিগকে, আফগানেরা কত ঘৃণা করে, তাহা কি আপনারা জানেন? আপনারা কি মনে করেন, একজন সাকী গোপাল খাড়া করিয়া সাধারণের মত ফিরাইতে পারিবেন? আফগান সাম্রাজ্য যে কি উপাদানে নির্ম্মিত, আপনারা তাহার কিছুই জানেন না।

আফগান স্থান একটী রাজ্যমধ্যে। উহাতে অনেক সরদার ও অনেক শ্রেণীর লোক আছে। রাজ্যমধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও যোগ্য হয়, উহারা তাহারই বশ্যতা স্বীকার করে। যখন রাজ-বংশে কোন উপযুক্ত লোক না থাকে, তখন তাহারা অন্য যোগ্য লোককে আধিপত্য প্রদান করে। ভবিষ্যতে যিনি আমীর হইবেন, তিনি যে কশিয়ার অর্থবলে অথবা ইংলণ্ডের কামানের বলে আপনাকে প্রজাবর্গের মতনিরপেক্ষ যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলিবেন, ইহা প্রজারা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আবদুল রহমান খাঁআমাক শঙ্কির নিয়ম পালন করিতে সমর্থ বা উৎসুক হইবেন, সেটী আপনাদের ভ্রম। আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া থাকেন, আফগানদিগের চিরন্তন প্রথা ও পক্ষ বিরোধিনী ও স্বাধীনতা-লোপ-কারিণী রাজনীতি বল পূর্ব্বক প্রচলিত করিবেন, সেটী ও আপনাদিগের ভ্রম। যদি আপনারা এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, উত্তরাধিকার-স্বত্ব-শূন্য জুবল-বিহীন কোন ব্যক্তিকে আফগানেরা আপনাদের আজ্ঞাতেই রাজা করিবে, তাহাও আপনাদিগের ভ্রম। তাহারা যদি ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে রাজা করিতে সম্মত হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন কোনরূপে আপনাদের সৈন্যগণকে কাবুল হইতে বিদায় করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত তিনটী ঘটনার যে আশঙ্কা আমার হৃদয়ে উপস্থিত হইতেছে, আমার মনে হইতেছে তাহার অন্যতর একটী নিশ্চয় ঘটিয়া উঠিবে। প্রথম, বোধ হয় আমার পিতৃব্যপুত্র আপনাদের সন্ধিপ্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন ও যাহাতে আমাকে প্রজাবর্গের বিরাগভাজন করিয়া আপনাকে উহাদের অনুরাগভাজন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। না হয়, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্যই আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করিবেন; অথবা এরূপও হইতে পারে যে তিনি আপনাদের সহিত সৌহার্দ্দ করিবার নিমিত্তই অকপট ভাবে সন্ধি করিবেন। যদি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহা হইলে আপনারা তাঁহাকে তাঁহার আশ্রয় দাতার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আপনাদিগের অনুগত করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রকৃত পুরস্কার হইবে। আর যদি তিনি আপনাদের সঙ্গে অকপট ভাবে সন্ধি বন্ধন করেন তাহা হইলে স্বদেশীয় লোকের নিকটে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন এবং যে মুহূর্ত্তে আপনাদের সৈন্য চলিয়া আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রজারা বিদ্রোহী হইবে। তখন তিনি জানিতে পারিবেন (অতীত ইতিহাসে যাহার শত শত উদাহরণ আছে) যে প্রাচীন রোমে যেরূপ ছিল কাবুলেও সেইরূপ ঘটনা হইবে। ক্যাপিটল হইতে এক পা সরিলেই টারপিয়ান শৈল দেখিতে হইবে।

অতএব মহোদয়! আপনারা এই ঘোরতর অবি-

মৃত্যুকান্তিতা করিবার পূর্ব্বে এক বার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। কারণ, হঠাৎ অবিবেচনার কাজ করিয়া ফেলিলে তাহার আর সংশোধন হইবে না, যদি কোন জাতি দীর্ঘকাল সৎপথ ত্যাগ করিয়া অসৎপথে ভ্রমণ করে, তাহার পুনরায় সৎপথে আসা দুষ্কর হইয়া উঠে। আপনারা আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমি যে আর আপনাদের সাহায্যার্থী হইব না, সে শঙ্কা নাই। আপনারা আমার পিতামহের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে বিমুখ হন নাই। আপনারা বিলক্ষণ অবগত আছেন আমি এমন কোন কুকার্য্য করি নাই যে, আমাকে তন্নিমিত্ত অবাবদিহি করিতে হয়। বোধ হয় আপনারা ডুয়োদর্শনবলে জানিতে পারিয়াছেন যে, কাবুলের শাসনকর্ত্তার নিকটে অসম্ভাষ্য প্রিয়তের প্রার্থনা করা অন্যায়। আপনাদিগের সৈন্যগণ আমার রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়াছে। যত দিন তাহারা ফিরিয়া না আসিতেছে, তত দিন আফগানস্থান মধ্যে শান্তি বিরাজিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব আপনারা আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের সৈন্য ফিরাইয়া আনুন তাহার পর ঈশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে যেমন তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, তেমনি কাবুলের সাকাতে ভাল হয়, কোন প্রকার গোলযোগ না থাকে, তাহার উপায় করিয়া দিয়া যদি আসিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধিকতর মহত্ত্ব প্রকাশ হইবে। যাকুব খাঁ নিজ পত্র মধ্যে কাবুলবাসীদিগের মনের ভাব অকপটভাবে বর্ণন করিয়াছেন। যে সে ব্যক্তিকে কাবুলের সিংহাসনারূঢ় করিয়া দিলে কাবুলীরা সুস্থির থাকিবে না। কাবুলীরা যে রাজবংশের যোগ্য যথার্থ উত্তরাধিকারির প্রতি অনুরক্ত, যাকুবের পত্রে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। যাকুব সেই যথার্থ যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে, কাবুল মধ্যে কোন গোলযোগ থাকিবে না। অতএব তাঁহাকে আমীর করা না হয় কেন? তাঁহার অপরাধ কি? যদি তিনি বাস্তবিক কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, আর তাহার প্রমাণ থাকে, গবর্ণমেণ্ট তাহা প্রচার করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত ও সর্ব্বসাধারণকে সন্তুষ্ট করুন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট অকারণ কাবুল-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেমন অপযশোভাজন হইয়াছেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তেমনি যেন এক জন নিরপরাধ প্রকৃত রাজাধিকারীকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া সাধারণের নিকটে নিন্দিত তিরস্কৃত ও ধিক্কৃত না হন। মারকুইস রিপনকে অতি সতর্ক হইয়া বিনা পক্ষপাতে উদারভাবে কাজ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের গ্রাম ও নগরগুলি যেমন ম্যালেরিয়াবাষ্পে দূষিত হইয়া আছে, ভারতের রাজনীতিও তেমনি কতকগুলি সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্যক্তির দোষে কুযুক্তিরূপ ম্যালেরিয়াবাষ্পে দূষিত হইয়া রহিয়াছে, মারকুইস রিপন যেন সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত না হন। সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া তিনি যদি যাবৎ স্বাধিকার কাল অন্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটীও ভাল কাজ করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে লার্ড লিটনের ন্যায় কেবল নিন্দা ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

ইংরাজেরা আবদুল রহমানের প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার নিকটে দূতও পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যাকুব খাঁ তাঁহার বিষয়ে যে যে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সংশয় হইতেছে না। আমাদের বোধ হইতেছে, তিনি স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া অযথাযথ বর্ণন করেন নাই। তিনি স্বরূপাখ্যানই করিয়াছেন। এখন যদি আমাদের গবর্ণর জেনরল পরিষ্কৃত চক্ষে সেই স্বরূপ দর্শন করেন, তাহা হইলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের একজন গ্রাহক দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছেন। মেদিনীপুরের ১ ম শ্রেণীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী গত সোমবারে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

গত বৎসর কাবুলের রেসিডেন্সি রক্ষার্থে যে সকল সৈন্যের মৃত্যু হয়, তাহাদের নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের ভরণ পোষণার্থ বরদার মহারাজ ও মহারাণী ১০০০০ এবং ফোলকার ৫০০০ টাকা স্বাধীনতোষ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়াছেন।

১ লা জুন শুভাগমন সম্বন্ধে বড় হইয়া গিয়াছে।

শ্যামের রাজা ইউরোপে ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রাচীন সভ্যসমাজের অন্যতম হইলেও মহারাজ নিজ রাজ্যের উন্নতি করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিঙ্গাপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথম বারেনা যাইবেন; তথা হইতে প্রেগ, বর্লিন, কেণ্ড হইয়া লণ্ডনে পৌঁছিবেন। তথা হইতে আমেরিকায় গিয়া পনর দিন থাকিবেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক দিন স্কটলণ্ডে ভ্রমণ করিবেন। ওয়েবরলি নবেল পড়িয়া স্কটলণ্ডের উপর মহারাজের কিছু অধিক ভক্তি হইয়াছে। স্কটলণ্ড হইতে পারিস, বিসবন, মাদ্রিদ, নেপল্‌স ও রোম দর্শন করিয়া তিনি স্বদেশে আসিবেন।

সিমলায় একটী রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা ছিল, সেখানে কেহ কখন যাইত না। কেহ তাহার সন্ধান লইত না। সম্প্রতি সেখানে এত লোকের গতিবিধি হইতেছে, যে পাদরি বেচারা চারিদিক হইতে চেয়ার চালিয়া কুলাইতে পারিতেছেন না। এখনও লর্ড রিপন সাহেব আসিয়া পৌঁছেন নাই।

গত বৎসর টেলিগ্রাফ বিভাগে যত টাকা আয় হইয়াছিল, এ বৎসর তাহা অপেক্ষা আট হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। এই বৎসরে ৩১০ মাইল রাস্তা নূতন খোলা হইয়াছে ও ১০০০ মাইল তার বসান হইয়াছে। এবৎসর আফগান যুদ্ধ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের সংবাদই অধিক হইয়াছে। অন্য লোকের সংবাদ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্প হইয়াছে।

আগ্রার এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে; আগ্রার দুর্গে যে সকল কামান প্রোথিত আছে তাহাতে কোন রূপ পরীক্ষা করিবার জন্য গোলা ভরিয়া দেওয়া হয়, সে সময়ে কেহ দুর্গের নিকট না থাকে, লোকে ছেলেদের দৌড়িয়া ও ঘুরা সাঁতার দিয়া স্নানের সময় নিকট শুনিয়া মনে করিল যে মহারাণীর জন্মদিবসে উপলক্ষে সেপে আগ্রা দুর্গ উড়াইয়া দেওয়া হইবে। সকলেই ছুট হইল। এমন সময় মহারাজ বাহাদুর সমস্ত হইয়া একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া ভিক্ষা করে, সমস্ত নগর উড়াইয়া দেওয়া হইবে কি না সাহেব অনেক বুঝাইলেন, তথাপি তাহার ভয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। সে বলিয়া গেল উড়াইবে হয় তাহাদিগকে উড়াইবে। অধিক ক্ষতি হইবে না, কিন্তু যদি অমনুষ্য নগরের সঙ্গে সেনানিবাস কেন বড়ই ক্ষতি হইবে ইহাদের। রাজপুত পুরুষের সকল কথা এইরূপ অসার বাগাড়ম্বর মাত্র। ইহারা কখন যুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু কখনও আগ্রা সকলকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাদের বিশ্বাস হয় নাই।

ফলেট সাহেবের পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশোপলক্ষে বোম্বাইবাসীরা ভোজ করিয়া তাঁহাকে তাঁহা দিয়াছিলেন। শুনা গেল, তিনি তাহার পাল্টি প্রত্যুত্তর করিয়া লিখিয়াছেন, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, আমি ভারতের মঙ্গলার্থ কখন এক মুহূর্ত্ত কালও বা ঔদাস্য করিব না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে [illegible] মহারাজ গত রবিবার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সুশাসক ও সুশিক্ষিত ছিলেন।

আমাদের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " জেলা দিনাজপুর থানা বালীসঙ্কলের অধীন টেমকা ঠিঁয়া নামক গ্রামে বর্ত্তমান মাসের ১২ই তারিখে এক চক্রবারের স্ত্রী তিনটী পুত্র সন্তান প্রসব করে। প্রথম পুত্রটী বাহির হইবার সময় ও দ্বিতীয় পুত্রটী বেলা অনুমান সময় ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পুত্রটীকে দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সূতিকা এখনও উপস্থিত আছে।

ডাক্তার সাহেব এসংবাদে ভোরের বড় উপদ্রব হইয়াছে। প্রতিবাদ সকলে সশঙ্কিত। "

ইহাতে যে কথাটি আছে। তাহাতে কোন আশ্চর্য্য হয় না। উহাতে যে উপদ্রব হয়, তাহাতে উহার সন্তান যদি উঠা দূরে থাকুক, উহার নিস্তারে ও আশা যায় হইয়াছে, তাহার সম্ভব উঠে না। গবর্ণমেণ্টেরও উহার উপর সে আস্থা নাই। মদুরা ও কটিয়ার বেলওয়ের রোপিণ্টেক উক্ত ওয়াক্‌শপে সঞ্চারক্ষম। কিন্তু সম্প্রতি পার্লামেণ্ট আর একটী বেলওয়ের রোপিণ্টেকের জন্য অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড কোম্পানিকে বলিয়াছেন। যদি ওয়াক্‌শপ হইতে কোন কার্য্য হয় না, তবে রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া ওয়ার্কশপ করাই বা কেন হইল আর ওরূপ অকর্ম্মণ্য করা হয়াই বা কেন করা হয়?

এক এক বারের যে ডোমকলবাসিদের মেলা পাইবার সাহেব তিন আনা হইতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে ইহাদের প্রতিনিধিত্ব ভাগ করিতে হইবে। এইজন্যই অনারেবল স্থানের সভা নিয়োজিত হইবার কথা আমাদের দেশের মনোজ্ঞান-কারক রামমোহন রায়কে অনেকে বলিয়াছেন। তাহার পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর হইবার বেশ সম্ভাবনা আছে।

বোম্বে কৌন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর আলেকজাণ্ডার ডফ বলেন যে ভারতবর্ষীয় সমস্ত স্বাধীন মিউনিসিপল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করা হউক। তাহা হইলে দেশীয়গণ স্বাধীন ভাবে আত্মশাসন করিতে সক্ষম হইবে। আমরাও স্বাধীন মিউনিসিপালিটী স্থাপন সম্বন্ধে মাঝেষ্টর লিভারপুল নামমাত্র মিউনিসিপালিটী হইতে কোন অংশই নাই।

এডিনবরার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলেন যে মূর্খ কবিরাজদিগকে ১৫ বৎসর হইল বঙ্গীয় গ্রামবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথম উপায় মেডিকেলস্কুল। উহাতে যে ফল হয় তাহা সুসঙ্গত উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়, সন্দেহ নাই।

ঢাকার মেডিকেল স্কুলে ১৬০টীর অধিক ছাত্র লওয়া হইবে না।

পাটনা মেডিকেলস্কুল উঠাইয়া দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে।

কলিকাতার চেম্বর অব কমর্সের বাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ পায় যে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বাণিজ্য মাসুল তাগ করিয়া যাবতীয় আমদানী ও রপ্তানীর উপর গড়ে মণ করা একটাকা মাসুল লইবেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উক্ত টাকা হইতে বাণিজ্য রেজিষ্টরির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যত কিছু উৎপন্ন হইবে, তাহা রাজস্বমধ্যে পরিগণিত হইবে। চেম্বর এ প্রস্তাবের দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিয়াছেন। চেম্বর বলেন যে যদি সমস্ত আমদানি রপ্তানির উপর শতকরা একটাকা করে নির্দ্ধারণ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরিণামে অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে কোন অবাবধিতবুদ্ধি রাজস্বমন্ত্রী অনায়াসে এক কলম টানা দিগুণ করিয়া তুলিতে পারিবেন। আর বর্ত্তমান মাসুল গ্রহণ প্রণালী অপেক্ষা উক্ত প্রণালী অধিকতর বিরক্তিকর হইবে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রস্তাব যে কেন করিলেন বুঝিতে পারিতেছি না।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ডাক্তার ফিমান্ সম্প্রতি রাজনৈতিক প্রশ্নোত্তর নামক পুস্তক লিখিয়া তাহাতে স্বাধীনতার লোকের তিনটী অকাট্য স্বত্ব আছে স্থির করিয়াছেন। শরীরের স্বাধীনতা বক্তৃতার স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

জনরব এই যে, ভাইসরয়ীর গবর্ণমেণ্টের সভার অন্যতর সভ্য সর আরষ্কিন পেরি সাহেব আগামী জুলাই মাসে পদত্যাগ করিবেন।

বোম্বাইয়ের পুলিসের ইনস্পেক্টর অন্যায় বলপ্রয়োগ করিয়া ছত্রবাজারে একটী অন্ধপুরবাসিনীর দুঃখ করিয়া আনেন। ডেপুটী কমিশনর এবিষয় তদন্তপূর্ব্বক বিবেচনা করিতেছেন।

ভূমধ্যে এক প্রকার নূতন ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা লোহার নাম শক্ত। অথচ ইহা বেলওয়ে কোম্পানি এই কার্য্যে বেশ প্রস্তুত করিতেছেন। ইহার উপর দিয়া গাড়ি অনেকদিন যাইতে পারিবে। বিলাতের টুমেণ্ডে কোম্পানিও ঐরূপ এক প্রকার কাচের বেল প্রস্তুত করিতেছেন। ইহাতেও চক্ষুর দিতে আর এক প্রকার এরূপ শক্ত কাচের আবিষ্কার হইয়াছে যে তাহার গায় কিছুতেই ভাঙ্গে না।

আগামী অক্টোবর মাসে লর্ড রিপন তাঁহার পুত্র সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়াই তিনি লর্ড রিপনের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই।

ভাগলপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ভাগলপুরে আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে দুটী বক্তৃতা করিয়াছেন। একটী হিন্দিভাষায়; আর একটী বাঙ্গালা ভাষায়। বক্তৃতা দুটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ইচ্ছা এই, স্থানে স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় ও আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর্য্যধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত হন। তদর্থ অর্থ সংগ্রহে তিনি যত্নবান্ আছেন। আমরা শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি উদারচরিত ধার্ম্মিক লোক। আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি-সাধন-বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক যত্ন আছে। তিনি নিস্পৃহ হইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার আচার ব্যবহারও অতি পবিত্র। হিন্দিভাষাতে বক্তৃতা করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। তিনি যদি যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হন, তাঁহা হইতে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

আমরা এ সপ্তাহে ভারতধর্ম্ম নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে যে প্রস্তাবগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল্য এক পয়সার মত নয়, তাহার মূল্য অধিক। লেখকেরা নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ ও তাহার প্রচার বিষয়ে যেন কৃপণতা না করেন। পত্রখানি পটোলডাঙ্গা ৪৬ নং পটুয়াটোলা লেনে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বরদার রাজার প্রধান মন্ত্রী দাদাভাই নাইরোজী একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন " আমি যে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই তাহার কারণ এই, যে রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেরার সর্ব্বদা আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন এবং আমার বিরুদ্ধ আচরণ করিতেন। " তিনি পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন কিন্তু লর্ড সালিসবরি উহা পার্লিয়ামেণ্টে পাঠাইতে অস্বীকার করেন। এক্ষণে দাদাভাই উহা পত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

অমৃতবাজার বলেন, যে সব আসলি ইংরেজ মহারাজ সতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও অনরেবল কৃষ্ণদাস পালকে বলিতেছেন, যে আপনারা লর্ড লিটনের অভিনন্দন প্রদান করিতে চেষ্টা করুন। এ কথায় আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। এরূপ অভিনন্দনের কোন মাহাত্ম্য নাই। যে অভিনন্দন প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক না দেয় সে অভিনন্দন অভিনন্দনই নহে।

এত দিনের পরে দুর্ভিক্ষ কমিসনরদিগের রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া মেম্বরদিগের ঐকমত্য হয় নাই। পরে কোন রূপে মতদ্বৈধ

নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয় আর্থি কমিসনের রিপোর্টের মত এ রিপোর্টও অপ্রকাশিত থাকিবে। ষ্টেটসমান বলেন যে মিলিটরি আফিসে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সব ফ্রেডিরিক কেলের মন্তব্য পত্র কিরূপে ষ্টেটসমান কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল, তাহার তদন্ত হইতেছে। এক জন কেরাণীর প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহার কর্ম্ম স্থগিত করা হইয়াছে। তাহার এই মাত্র অপরাধ যে সে এক দিন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল যদি আমার কেহ ২০০ টাকা পুরস্কার দেয়, তাহা হইলে আমি আপন স্কন্ধে বোঝ ভার লইয়া আগ্রামানে যাইতে প্রস্তুত আছি।

সর হেনরি ডালির রিপোর্টে দেখা গেল যে তাঁহার দশবর্ষব্যাপী শাসন সময়ে তিনি মধ্য-ভারত-এজেন্সির বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। হোলকার সিন্ধিয়া ও ভূপালকে অনেক টাকা ধার দেওয়াইয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সম্প্রতি প্রতি নগরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উচ্চবাসীরদিগের শিক্ষার জন্য ইন্দোরে রাজকুমার কলেজ স্থাপন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের প্রজাবর্গের সাংসারিক ও মানসিক অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের কোন ভ্রমণকারী পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন " ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের খন্যান ষ্টেশনের কর্ম্মচারী মহাশয়দিগের অনবধানতায় ট্রেণের আরোহীদের বড় কষ্ট হইতেছে। হেলথে গাড়ি আসিলে পিপাসিত পথিকেরা মহাত্রে ইউনিয়নের জল প্রার্থনা করেন; কিন্তু জল দেওয়া হয় না। অথচ জল দিবার জন্য দুই জন ভৃত্য রীতিমত নিয়োজিত আছে।" এ বিষয়ের বিশেষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

কলিকাতা ৮৯ নং বাগীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমাজ" সাড়ে ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। ত্রিপুরার স্বাধীন মহারাজ সম্প্রতি এই সভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। শুনা গেল, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাকে মাসিক সাহায্য প্রদান করিবেন। এরূপ একটী সভার অভাব ছিল, ভরসা করি এই সভাটী সেই অভাবটী মোচন করিবেন।

আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অম্বলির অন্তঃপাতী প্রত্নতত্ত্বিক নগরের প্রাচ্যতত্ত্ববিদদিগের প্রসিদ্ধ সভাস্থ ধামনা গ্রামের বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্তের প্রণীত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বাবুকে একটী উৎকৃষ্ট রৌপ্য পদক প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ঐ সমাজের সহ শ্রেণীর ফেলো নিযুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতায় স্থিত দূতের নিকট ঐ পদক পৌঁছিয়াছে।

গ্লাডষ্টোন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলে তত্রত্য লোকে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কবি আলফ্রেড টেনিসনকে ঐ পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন। তিনি বলেন, যদি দুই দল একত্র হইয়া কেবল সাহিত্য সমাজের প্রাধান্য স্থাপন জন্য আমায় নির্ব্বাচন করেন, তবে আমি পদ গ্রহণ করিব, নচেৎ আমি যে শুদ্ধ এক দল কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইব, আর এক দল আর এক জনকে নির্ব্বাচিত করিবে আমি সেরূপ নির্ব্বাচিত হইতে চাহি না। বিশ্ববিদ্যালয়েও দুই দল।

আফগান যুদ্ধের ন্যায় রুশার যুদ্ধেরও নাকি কিসাবে ভুল হইয়াছে।

রুশার আর কোন নূতন সংবাদ নাই, কেবল জামনদোরা অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল সে দয়া পড়িয়াছে। তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। পুলিসের অধিকাংশ লোক জ্বরে পীড়িত হইয়াছে। সৈন্যগণও অরাক্রান্ত হইতেছে। মাদ্রাজ হইতে বহুসংখ্যক ডাক্তার আনাইবার কথা হইতেছে।

কথা রোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে গর্ডন পাশা গবর্ণর জেনরলের প্রাইবেট সেক্রেটরির পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে কেন পদত্যাগ করিলেন, কেহ বলিতে পারে নাই। এ বিষয়ে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন মাস্যুইস রিপন তাঁহার সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার পদত্যাগের বিষয়ে মারকুইসের কোন দোষ নাই, সমস্ত দোষই তাঁহার নিজের। তাঁহার এই পদ স্বীকারই ভ্রমের কার্য্য হইয়াছিল, তিনি এক্ষণে সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন সেই জন্য সংশোধনার্থ পদত্যাগ করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে ডর্ড রিপন কাথলিক ও গর্ডন পাশা অত্যন্ত উগ্র প্রোটেষ্টাণ্ট, এই জন্যই বুঝি দুই জনের মতৈক্য হয় নাই। কিন্তু গর্ডন সেই আশঙ্কিত সংস্কার দূর করিবার জন্য নিম্ন পদে লিখিয়াছেন যে লর্ড রিপন ঈশ্বরনিষ্ঠ লোক, তাঁহার অধিকার কালে ভারতবর্ষের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। গর্ডন পাশা একজন সুদক্ষ সদাশয় লোক। তিনি এদেশে থাকিলে এদেশীয় সাহেবদিগের অনেক উন্নতি হইত। তাঁহার পদত্যাগে ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখিত হইবেন।

রিডমির ব্যাপ্টিষ্ট নামে এক ব্যক্তি সর্প দংশনের এক নূতন ঔষধ বাহির করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ার মিউজিয়মে ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছে। দুটী কুকুরকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া ঐ নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ খাওয়াইয়া ও ক্ষত স্থানে মালিস করিয়া দেওয়াতে উহারা আরোগ্য হইয়াছে।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ বাবু প্রবণনাথ বসু ইতিপূর্ব্বে বিলাতের ভূতত্ত্ববিদ সভার এক জন সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি উক্ত পদের বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় জিয়লজিকাল সরবের একজন শিক্ষক হইয়াছেন।

আমরা ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার নবাব আবদল গনির গৃহ বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁদিগের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হইয়া ফৌজদারীতে মকদ্দমা চলিতেছে। যাহা হউক, ইহা মঙ্গল চিহ্ন নহে। বড় বড় ঘর এইরূপেই প্রায় উৎসন্ন যাইয়া থাকে।

গত বুধবার হইতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে।

ভারতেশ্বরী ১১ ই মে তাঁহার বকিংহামস্থ প্রাসাদে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালা ঠাকুরও আমন্ত্রিত হন। তাঁহারা ভারতেশ্বরীর অনুজ্ঞানুসারে আমাদিগের দেশী পোষাকে এই প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য সভায় আমন্ত্রণ ও তাহাতে যথার্থ বাঙ্গালী জ্ঞানেন্দ্র বাবুর কন্যাদ্বয় এই প্রথম গমন করিলেন।

শুনা যাইতেছে আবদল গনির বিপক্ষ পোষ্য আনাইয়া মহাপোষ নামক স্থানে নিজ সাম্রাজ্যের মূল প্রস্তুত করিতেছেন। আফগান সাহেব লোকে কি ইহাঁকে ঢাকা করিয়াছে?

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। তথাকার ছাত্রেরা অধ্যাপকের গৃহ রাত্রে আঁটিয়া তাঁহাকে বন্ধ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে কর্ত্তৃপক্ষেরা ৯০ জন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড কলেজের ছাত্রদিগের বয়স অধিক। তাঁহারা অর্দ্ধ প্রবীণ, এক একদিন উত্তম আহারাদির পর যখন আমোদ চড়িয়া যায় তখন তাহারা যাহা উচিত তাহাই করে। তথাপি বোধ হয় শাস্তি কিছু গুরুতর হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের কালেজের ছাত্রেরা ত সোণার চাঁদ।

কোম্পানির কাগজের দর।

মূল্য টাকা।

৪ টাকা সুদের		১০০	
৪½	১০০৲	১০০৲	১০০৲—১০০৲
৪½	১০০৲	১০০৲	১০০৲—১০০৲
৪½	১০০৲—৲	১০০৲	১০১৲—১০১৲
৫	১০১৲	১০১৲	
৬	১০৩	১০৩৲	১০২

যুদ্ধ সংবাদ।

ইরাটি হইতে সংবাদ আসিয়াছে কিবাতী ও কাবলী সৈন্যে বিবাদ হওয়াতে আমির খাঁ বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি কান্দাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দিয়াছেন। কান্দাহার অধিকার করিয়া ইরাট স্বকাশে আনয়ন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সহরের বাহিরে গোলযোগ করা তাঁহার অভিপ্রেত।

বারাকি নামক স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে আচিমোর ও চাইবাক পথে সশস্ত্রে একত্র দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উহারা প্রতিদিন আলো জ্বালিয়া পাহাড়ের উপর পাহারা দিতেছে।

লগার উপত্যকার দক্ষিণ গ্রামবাসিগণ আজি কয়েক দিন ইংরাজ সৈন্যগণকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছে। উহারা আপন আপন পরিবারবর্গকে পর্ব্বতের নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে।

গত ২৯এ মে আমিরের সৈন্যগণ উপস্থিত একত্র হইয়াছিল মহম্মদ জান তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেনাপতি কিন্তু সাক্ষেতের সৈন্যগণ এই জন্যই [illegible] স্থাপন না দিয়া কর্ত্তার কোথায় অবস্থিতি করে, তাহা দেখিবার জন্য তিনি আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিবেন। তাহারই উপরে লগার উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বী সমুদয়ের শান্তি আরামের ভার সমর্পিত হইয়াছে। কিন্তু আবদুল গফুর ও মহম্মদ হোসেন তাহার অধিবাসী দিগকে ইংরাজ কর্ম্মচারীর কথে যাহাতে দিতে নিবারণ করিতেছেন। তিনি এই কথা বলিয়াছেন নূতন আমির নির্ব্বাচন করা হইবে, সেখানকে এখন যাহারা দিবে পুনরায় নূতন আমিরকে তাহাদিগে দিতে হইবে। পোলিটিকাল অফিসর মেজর [illegible] সাহেব তাহাদিগের এই অমূলক [illegible] বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

বাঙ্গালার ১৮ নং [illegible] ৪০ সৈন্য সলজাই হইয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছে।

লগারে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইতেছে।

পাদশা খাঁ জানগান [illegible] নামক এক স্থানের অতি নিকটে একটী চরাগোহ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

১১ এ মে। অন্যূন ২০০০ টুরি সৈন্য তাহাদিগের সেনাপতির আদেশক্রমে মহম্মদ আজীমের দুর্গ হইতে ৬ মাইল দূরে কুরম নদী পার হইয়া মকু-বীলদিগের সহিত বিবাদ করে এবং ধর্ণাই নামক স্থানের নিকটস্থ ৫ টী গ্রাম জ্বালাইয়া দেয়। ক্রমে উভয় পক্ষে একটী যুদ্ধ বাঁধে। টুরিরা তাহাতে জয় লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধে বিপক্ষ দলের ৫ জন ও স্বদলের ৫ জন হত হইয়াছে।

কাবুল ১৮ এ মে। গোলাম হায়দার প্রভৃতি কয়েকজন লোক একত্র হইয়া ওস্তক ও খরতমার বাসীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে।

মোমা খলিল কাম্বা নামক স্থানের লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করাতে আবার তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্থিত হইয়াছে।

কান্দাহার ১৯ এ জুন। ওয়ালিসের আলী খাঁ গত কল্য সন্ধ্যাকালে খিরাক নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন। আয়ুবের সৈন্যগণ কান্দাহারে পুনরাক্রমণ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে। রাজা গোলের অবাধক কাজ বিদ্যমান।

লগার উপত্যকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বারাকি যোগানের চতুর্দ্দিকে যে সকল লগারি আছে, তাহারা সকলেই যুদ্ধার্থ উত্তেজিত হইয়াছে। অলটীমার কোম্পিলে তাহারা একত্র হইয়াছে, যেন সলতোলাম হায়দার তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। মহম্মদ জান এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন। তিনি ওয়াকুকে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং তত্রত্য লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। বোধ হয়, শীঘ্রই তিনি যোগান হাজারের সহিত মিলিত হইবেন।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সংবাদ।

ব্রহ্মদেশের রাজা থিবাও রাজপরিবারের সকলকেই হত্যা করিয়াছিলেন, কেবল ঈয়ডক নামে একজন রাজকুমার জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বিদ্রোহ বাঁধাইয়াছেন। অনেক লোক তাঁহার পক্ষ হইয়াছে। রাজার সহিত ইঁহার একণে যুদ্ধ হইতেছে।

রেঙ্গুণ ১ লা জুন। য়ানকিনটাউন নামক রাজধানীর পোত মান্দালাই হইতে থায়াটমো নামক স্থানে পৌঁছিয়াছে। বিদ্রোহ সংবাদে মান্দালাইয়ের লোকে ভীত হইয়াছে। বিদ্রোহীর সংখ্যা আপাততঃ ৮০০। দুষ্টগণ দুষ্পতিবার থায়াটমো হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

রেঙ্গুণ ২ রা জুন। তারে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য সীমাপ্রদেশ রক্ষার্থ ইংরাজ সৈন্যগণকে সীমাপ্রদেশে যাইতে বলা হইয়াছে। এবং ইহাও বলা হইয়াছে অস্ত্র ধারণ করিয়া যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ রাজ্যমধ্যে আসিবে, তাহাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। জনরব এই যে মেমেলায়ও একটী বিদ্রোহ ঘটিয়াছে।

১ লা জুন বৈকালে থিবাওর সৈন্যের সহিত বিদ্রোহী রাজকুমারের সৈন্যদিগের একটী যুদ্ধ হয়। থিবাওর সৈন্যগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। বিদ্রোহীরা উহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া এক জনকে ধৃত করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদ করিয়াছে।

রেঙ্গুণ ৩ রা জুন। রাজার সৈন্যগণ বিদ্রোহী-দিগের অধিকৃত স্থান অধিকার করিতে গিয়াছিল কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে। উহারা আক্রমণকারীদিগের দলপতি ও আর ৩ জনকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। দলপতির মস্তকচ্ছেদ করিয়া অপর ৩ জনকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। মিন্‌ডনের শাসনকর্ত্তা বিশ্বাসঘাতকতা করাতে মান্দালাইয়ে প্রেরিত হইয়াছেন। রাজার ৪০০ সৈন্য বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণার্থ যাইতেছে। কিন্তু উহাদিগের কোন স্থান অস্ত্র শস্ত্র নাই। বিদ্রো-হীরা একণে চরাগোহ স্থানে অবস্থান করিতেছে। উহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

রেঙ্গুণ ৪ঠা জুন। বিদ্রোহীরা ইংরাজরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পুলিষ তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টায় আছেন। ইয়ডক্ত কতকগুলি সহচর সমভি-ব্যাহারে পলায়ন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ মে। বিদেশীয় কার্য্যের ভেটে মেজর টার্বিলর্ড গ্রানভিল ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের সম্বন্ধে গত বাধিমে সদস্যদিগের হাউসে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রোটেক্টাণ্ট স্বাধীনতাবলম্বিদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা সম্ভাবিত নয়।

পূর্ব্বদিগের নীমাংসাক্রান্ত যোগযোগের মীমাংসা করিবার জন্য রাজগণ ১৫ ই জুন বার্লিনে একটী সভা করিবেন।

মোসেন সাহেব কনষ্টান্টিনোপলে উপনীত হই-য়াছেন।

তুর্কি ও ইউরোপের পুরাতন সম্বন্ধে কি করা উচিত, এই বিষয়ের বিবেচনার্থ ইংলণ্ড ও ইটালী একমত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ মে। টাইম্‌স পত্রের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, তাঁহার সহিত কতকগুলি ইংরা-জানুগত সর্দ্দারের দেখা হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাকে বলিয়াছেন আবদুল রহমান ইংরাজকৃত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ কাবুলে আসিবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদি তিনি না আইসেন, তাহা হইলে এই উপলক্ষে কাবুলরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হউক অথবা কোন উত্তরাধিকারীকে আমীর করিয়া তাঁহার রক্ষার্থ ব্রিটিশ সৈন্য স্থাপন করা হউক অথবা আমীর নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যাউক।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩০ এ মে। জেনরল স্বরালফ ছাতি নামক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ৩০ এ মে। কনষ্টান্টিনোপলস্থানী মুসলমান ও গ্রিসেরা ইউরোপীয় রাজগণের প্রার্থনার প্রতিবাদ করিবার জন্য সুলতানকে পরামর্শ দিতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ মে। অদ্য সন্ধ্যাকালে বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডার সেক্রেটারি কমন্সহাউসে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পারস্যের সহিত রিরাট সম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিতে চাহেন না। কিন্তু রিরাট শাসনের সুব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক আছেন।

বার্লিন ৩১ এ মে। জর্ম্মাণ নৌসেনার সাহায্যার্থ চারকে রণতরি পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩১ এ মে। আডমিরাল সিস্যাকফ চীন সমুদ্রস্থ রুশ রণতরির সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন।

লণ্ডন ২ রা জুন। প্রধান মন্ত্রী গত রাত্রিতে কমন্সহাউসে সাইপ্রসের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ দ্বীপ শাসন সম্বন্ধে তুরস্কের সহিত যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তিনি বলেন, সাইপ্রসের শাসন ভার গুপনিবেশিক কার্য্যালয়ে সমর্পিত হওয়াতে দ্বীপবাসীদিগের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে।

পারস্যাধ্যক্ষমেণ্ট চেকি তুর্কোমানদিগের যোগযোগ রাস্ত দিতে চান নাই। কিন্তু মার্ভবাসীরা যদি অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে পারস্যরাজ প্রার্থনা করিবেন।

লণ্ডন ২ রা জুন। আফগান যুদ্ধের অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক খরচ হওয়াতে যে সকল কাগজ পত্র দেওয়া হয় তাহা কমন্স হাউসে উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল ১৩ ই মার্চ ব্যয়বাহুল্য সম্ভাবনা করিয়া তারে সংবাদ প্রেরণ করেন। ২১ এ এপ্রেল ষ্টেট সেক্রেটারি একখানি পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা ছিল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া ঐনহোপ সাহেব পার্লামেণ্টে হিসাব দেখাইয়াছেন। তাহাতে আরো লেখা ছিল আয় ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঐ সম্বন্ধে বৈকিফিৎ চাওয়া হইয়াছে। ৪ঠা মে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে এই বলিয়া পত্র লিখেন যে কাবুল যুদ্ধের অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা এ বৎসর চারি কোটী টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

কনষ্টান্টিনোপল ২ রা জুন। লেয়ার্ড সাহেব ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

মণ্টিনিগ্রো আলবানিয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। আলবানিয়দিগের খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২ রা জুন। মিথাত বেণ্ডিং পাশা পদত্যাগের আবেদন করিয়াছেন। সুলতান আদিও তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

পারিস ২ রা জুন। কাউণ্ট হকফোর্ট বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩০ এ মে। রুশের রাজ্ঞী অদ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ৩ রা জুন। গোরেম সাহেব অদ্য ইংলণ্ডের প্রদত্ত কাগজ পত্র প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন সুলতান রাজ্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের সংশোধন করিয়া আপনার সাধারণ প্রজাগণকে তাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিতে পারেন সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সংবাদদাতার পত্র।

হামালপুর।

২ জুন ১৮৮০।

যে দিন অহল্যা রবিলাইব্রেরিতে আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে এক বাক্তৃতা একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যে যে মত ও ভাব প্রকাশ করিয়া আর্য্যধর্ম্মের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাদৃশ প্রশংসনীয় না হইলেও তাঁহার সদুদ্দেশের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। কেন না আজ কাল ধর্ম্মের বাজার যেরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, উহার উৎকর্ষসাধন মানসে তিনি যে পথ অবলম্বন করুন, তাহা আশানুরূপ ফলপ্রদ না হইলেও পরিণামে কিছু না কিছু উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু এখন লেখনী লইয়া তিনি যেখানে বক্তৃতা করেন, তাহাকে সুন্দর অনর্থনিবারক সুযোগ্য ভাবভঙ্গিতে ভরিয়া মধ্যে মধ্যে মন্ত্রমত্ত হইয়া আস্ফালন করিতে দেখা যায়। এরূপটা না হইলেই বিশেষ উপকারলাভ করেন, না বক্তা অভীপ্সিত আনন্দভোগ করেন। উক্ত বক্তা নানা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া "ব্রহ্ম" "পরব্রহ্ম" "ঈশ্বর" "পরমেশ্বর" প্রভৃতির মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্য বুঝাইবার জন্য যেরূপ যত্ন ও প্রয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, যদি শ্রোতৃবর্গের বর্ত্তমান সামাজিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক অবস্থার ক্রমীকরণার্থে বিশেষ কোন অনুসন্ধান ও উদ্যম ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সদুপদেশ দিতেন, তাহা হইলে সকলেই উপকৃত হইত। যথা "ঐশ্বরিক" "ঘটাকাশ" "মঠাকাশ" আর শুনা যায় না। উহাদ্বারা সাধকের উপকার কি? বর্ত্তমান সময় না বুঝিয়া দেশ ও শ্রোতৃগণের অবস্থা বিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞ থাকিয়া পাশ্চাত্য কতকগুলা মোক্ষ পড়িয়া বক্তৃতা করায় কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতাবসানে বক্তা বড় হাসাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব গরুর মধ্যে দেখিতে হইবে। "গরুই ধন্য" কেন না গরু হইতে দুগ্ধ লাভ করা যায়, গরু হইতে দুগ্ধ আহরণ করিয়া শিশু-সন্তানের প্রাণরক্ষা করিলে যদি গরু ধন্য হয়, তাহা হইলে উহার পশ্চিমাংশে উহার চেয়ে মাতৃস্তন পুষ্ট লাভ করে, তাহার উহা কেন ধন্য হউক না। এ সব অভিনব ধর্ম্মব্যাখ্যান শ্রবণে মহাশয় নিজের চতুষ্পাঠী ভিন্ন যেন অন্যত্র না হয়েন। ছাগল ধন্য, মহিষ ধন্য, গরু ধন্য, গাধা ধন্য কেন না তাহাদের দুগ্ধে ছেলে মানুষ হয়। এ অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার ও ব্যাখ্যার আর কখন শুনি নাই। মনের সঙ্গে, হৃদয়ের যোগে, মানব ধর্ম্মে, আর কিছু হয় না। ভাবের উদ্যান চাই, ভাবের ধর্ম্ম চাই, ভাবের শাসন চাই ও ভাবের কাঁদা চাই। বৃথা "ধন্য" "ধন্য" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? খোলা জোলা কাটা ভিন্ন আমাদের কতদূর বিজ্ঞান চর্চ্চা কলিকাতার মধ্যে আর কিছু আছে নাই? মনুষ্যোচিত বুদ্ধি, ক্ষমা, দয়া, অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ কি কখনো নয়? ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য কথা বলা, ইত্যাদি কি "ধন্য" নয়? কেবল চাদর ফেলা কটাই "ধন্য" হইবে? আমেরিকা ধর্ম্ম হইতে পারে না। সাদা কথা সাদা ভাবে বলা চাই, নতুবা তাহাতে শক্তি বাহির হয় না। ভাব ভরে মন্ত্র কর্ম্ম কোন কাজের নহে। জ্ঞানহীন ধর্ম্মের আমরা এত দিবস বাঁচিয়াছি। এখন কি ভিন্ন সে ধর্ম্মে প্রয়োজন কি? এখন বিদ্যালয় ও পাঠশালার পাঠের বিষয় আলোচনা কর। সেখানে এই ভাবের স্রোত আর প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। ইহার প্রকৃত পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব লক্ষণ কেন স্বীকার করিবে? এই পরিবর্ত্তনকালে সমস্ত ধর্ম্মই আলোড়িত, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অভিপ্রায় আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে সন্ধান পাইতেছি সন্দেহ নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির আইন প্রস্তুতি ১৭ ই ফাল্গুনের হইতে কত কথা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু কোন প্রকার ভাল পরিবর্ত্তন ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যা ছিল তাই রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আমাদের মত মহাজনদের পথ অবলম্বন করিয়াছেন। গুরু যিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষয় রাখিয়া যদি কেবল গাত্রের অংশ লইবার জন্য অংশীদারদিগকে বঞ্চিত করিলে এই প্রকাণ্ড রেলওয়ে কোম্পানির অধিকার ক্ষয় করিয়া থাকেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অযৌক্তিক কার্য্য হয় নাই। যে সব উপকার সাধন করিবার কোম্পানিদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, প্রজারা প্রথমাবধি

সল গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। শুনিতে পাই ব্যয় সংক্ষেপ করিবার উপায় হইয়েছে। এইবার ষ্টাবপোকার দল যায় বা। কেরাণীর দল আর ষ্টাবপোকার দল দুই সমান। ষ্টাবপোকা মারিতে যেমন বাঁধন নাই বরং ভস্ম দুর্গন্ধ হয়, তেমনি কেরাণীদলে হাতাহাতি দিলে কিছুই হয় না। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইলে কার্য্যবাহুল্য যদি কিছু পারে, কার্য্য অংশে কমাইয়া সেই সব বিভাগ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে, নতুবা এ আফিসে ও আফিসে দুই চারি জন অকর্ম্মণ্য কেরাণী ছাড়াইয়া কিছু উপকার দর্শিবে না।

চতুর্থ শ্রেণীর ভাড়া কমাইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে। ইহা যত শীঘ্র পর্য্যন্ত হয়, ততই মঙ্গল। এক ভরের প্রয়োজন কি? তিন মাসের জন্য কমাইয়া দেওয়া হউক, যদি অধিক হয় আবার যেমন তেমনি করিবার ভাবনা কি? বুদ্ধি আইন বোর্ডিলক্ষ্য বোধহয় কোম্পানি চতুর্থ শ্রেণীর ভাড়া কমাইয়া লাভবান হইয়া থাকেন, তবে বোধহয় কোম্পানির বাড়া হইয়াছিল বোধহয় কোম্পানি যে অতিগ্রস্ত হইবেন, ইহা মনে করাও ভ্রমের বিষয়। এক্সপ্রেস বিভাগকে দুইটি স্তরে গ্রহণ করা হউক। সাধারণের মাসুল কমাইয়া কি গবর্ণমেণ্ট লাভবান হন নাই? এক পয়সার পোষ্টকার্ড করিয়া কি গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন না? সেইরূপ চিঠি রেজিষ্টেরন ফী কমাইবার যে কথা হইতেছে তাহা দ্বারাও গবর্ণমেণ্ট আশাতীত লাভবান হইবেন না কে বলিতে পারে? তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কম হইবে, আরোহীর সংখ্যা দ্বিগুণ অধিক হইবে, কোম্পানির লাভ তত অধিক কেন না হইবে? এ দেশের ছোট লোকেরা দুই এক পয়সার মধ্যে যাইতে পারে। তাহারা যদি এক টাকার স্থানে দুই আনায় যাইতে পারে, তাহা হইলে দেখিবেন, তখনি রেলিয়া দলে দলে লোক যেতে চলিবে। আরোহের বাহুল্য তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইলে ও দেশে দুই খানা ট্রেনে লোক সমাবেশ হইবে না। এত লেখালেখি ও পরীক্ষাপরীক্ষা না করিয়া নিম্নে পরীক্ষার জন্য দুই মাসের জন্য ভাড়া কমান হউক।

রাজস্ব কোর্ট আলমতে সপ্তাহে দুই দিবস মক্ষ কমা হয়, সেই দুই দিন আলমপুর হইতে হাকিম আসিয়া থাকেন, কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে অন্য দিন যদি কোন দেনদার কর্ত্ত পান করিতাপ করিয়া পালাইবার উদ্যোগ করে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায় নাই। আদালত খোলা থাকিলেও বন্ধ! এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ও বাদীরাও বিলক্ষণ গোলযোগে পড়িতেছেন। নালিশ অধিক না হইলেই গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্প বিক্রয় কম হইল, ও অন্যান্য আয় হইল না, এ অসুবিধা দূরীকরণার্থ ছোট আদালতের প্রধান কেরাণীর উপর "সমন" জারি করিবার আজ্ঞা পূর্ব্বের ন্যায় বাহাল করিলে ভাল হয়। এ নিয়ম অনেক মফস্বল আদালতে আছে, মুন্সেফ ডিষ্ট্রীক্ট যে কেন ইহা প্রচলিত নাই বুঝিতে পারি না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই মে। হুগলী ও আহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বদলী হইলেন বলিয়া ১৯ এ মার্চ্চের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে। ইনি বীরভূম সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

হুগলীর পরিদর্শক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস বালেশ্বরে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজমোহন রায়ের হুগলী ও আহানাবাদে যে নিয়োগাদেশ হইয়াছিল তাহাও রহিত হইল।

২২ এ মে। কলাপাড়ুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদর ওকাব বিনাজ পুরে বদলী হইলেন ইনি তথায় সদর ষ্টেসনেই থাকিবেন।

২৮ এ মে। ইরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি ওয়েন বীরভূম সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

খাজরাপাড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সতীশকুমার সেন (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) হুগলীতে বদলী হইলেন এবং আহানাবাদের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য হাবড়ার অন্তর্গত মতিহারাধার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৫ এ মে। হুগলীর বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধাবিনোদ বিশ্বাস ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৬ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ফজিলুদ্দীন আহমদ কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ইনি বাবু হেমচন্দ্র করের অনুপস্থিতিকালে রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের ২য় ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৯ এ মে। সবডেপুটী কালেক্টর বাবু রঘুনাথ সাহি পাটনার অন্তর্গত ভাতওয়ারার বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

১লা জুন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এস, ম্যাগ্‌রথ পাটনায় রহিলেন।

পাটনার অন্তর্গত সিহাবপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ ঘোষের প্রতি যে বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

১১ এ মে। ত্রিহুতের ২য় সুবর্ডিনেট জজ মৌলবী মহম্মদ হুসেন (ইনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) পাটনার ২য় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি ২য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ২য় মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু ইহাকে প্রায়ই নেলপামারিতে থাকিয়া কাজ করিতে হইবে।

২৯এ মে। মৌলবী ফজিলুদ্দিন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে সংক্ষেপে বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ময়মনসিংহের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাস চন্দ্র পাল জেসোরের অন্তর্গত কলারোয়ের বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ জেলার অন্তর্গত পুরনার প্রতিনিধি সবডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার চৌধুরী ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু ইহাকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবারে কাজ করিতে হইবে।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু—কলিকাতা	৪৮০
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাইপাট	৭
" " মণিমোহন চৌধুরানার—দুর্গাধাম	১০
" " গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী—শিবগঞ্জ	৭
" " প্যারিমোহন চাকি—ময়মনসিংহ	৭
" " কেদারনাথচন্দ্র—শ্রীরাটী	৪৮০
" " কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়—সিউড়ি	৫
" " আশুতোষ পাল—হুগলী নারকুল	৭
" " নালিয়া মুহুরি—দিবরুগড় আসাম	৪৮০
শ্রীযুক্ত যশোহর পবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক	৭

বিজ্ঞাপন।

নিরুদ্দেশ।

শান্তিপুর নিবাসী আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র ঘোষ প্রায় তিন চারি বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে, শ্যামবর্ণ, দেখিতে লম্বা, ইনি প্রথমে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের বজবজ ষ্টেসনে সব ওভারসিয়রের কর্ম্ম করিতেন, পরে তথা হইতে কৃষ্টিয়ার নিকট জগদি জংসন ষ্টেসনে কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া দিনাজপুর যান, দিনাজপুর হইতে কোথায় গিয়াছেন, আমি তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। অতএব যিনি ওঁহার অনুসন্ধান করিয়া দিবেন আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক দিব। আর যদি কোন মহাত্মা পারিতোষিক না লইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেন, তাহা হইলে ওঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব। অনুসন্ধানের বিষয় মাননীয় শ্রীযুত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলে আমি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব। ইতি

১৪ ই জৈষ্ঠ। ১২৮৭ } শ্রীভগবতীচরণ ঘোষ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুরঞ্জন ও সমালোচন পূর্ণ মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া নিম্নে লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
সভাবাজার কলিকাতা।

বি,এন,দাসের গনোরিয়া মিক্‌শ্চর।

শীঘ্র! নির্ভয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গনোরিয়া মিক্‌শ্চর।

ইহা দ্বারা সকলপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ২ টাকা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৵০ টাকা।

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

৪৪ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা এবং ১২ নং হুর্গাচরণ মিত্রের গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১৵০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ১, টাকা, ডাকমাশুল ৵০।

চন্দনাসব।

সকল প্রকার মেহরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঔষধ নিয়মপূর্ব্বক তিন দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ এবং তৎসংযুক্ত প্রস্রাব কালীন জ্বালা বা যাতনা নিবৃত্তি হইলেও তিন দিবস মধ্যে রোগের বিশেষ শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন ইহা দ্বারা শ্বেত প্রদর ও মূত্ররোগ আশু শান্তি হয়। ১ শিশির মূল্য ১, টাকা, পার্সিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

সুধাহু সুরু।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত গুহ্য প্রদেশ ভাবাদ্বার উপর লিখা দর্শাইয়া জন্মাবধি সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ এবং এতদ্ভিন্ন ৪৪ প্রকার স্ত্রীরোগ সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশি মূল্য ... ... ১ টাকা।
পার্সিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌম্বকিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের শাশ টান, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের শীতলতা, পক্ষিবিষ বা অন্য কোনরূপ বহুপানাদক বেদনা, হস্ত পদাদির বেড়নি, আক্ষেপ বহুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত ব্যথা হেতু নিদ্রা বিহিন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা পার্সিং ৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার বঙ্গদাস বসু, এম, এম, এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং ডবেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
" " কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ঔষধালয়।
১৮০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

সোণ্ডসিদ্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অবার্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অবার্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, সপ্তম ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, অতি অল্পের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ধুতুরা মেহ প্রদর, বহুপ্রস্রব মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ১, পার্সিং ৵০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে মস্তিষ্ক চিরকাল আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কুঞ্চিত হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি এবং নিদ্রার সাহায্য করে। বিবিধ কারণে মস্তকে শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত পাকে হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল করিয়া মস্তিষ্ক নিরোগ ও সমুদায় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন উন্মাদ, মূর্চ্ছা রোগ, অপস্মার, দুশ্চিন্তা, মূর্খতা, চিত্তচাঞ্চল্য, বহু কথা, অল্প কথা, অতিরিক্ত হাস্য, অকারণ রোদন এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১৷৵০ পার্সিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ [illegible] বান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার মস্তিষ্ক, উৎকলি, [illegible] খাসকাশ, রক্তপ্রবাহ, [illegible]

প্রকৃতি উপসর্গ সমূহ অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া ঔষধ সেবনে অল্পকাল এবং বসিয়া কাজ করিলে অধিক কাল ঔষধ সেবনে অধিককাল ও নিশ্চয় হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহু দিবসের রোগ, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, অথবা বিকার বা উহার নিস্তেজকারক ঔষধ সেবন প্রভৃতি যে কোন কারণে যাহার লিঙ্গ, অণ্ডকোষ, মাংসপেশী, শিথিল ইন্দ্রিয়, শুক্রস্রাবের চুনি বা অল্পত্ব প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও যাহাদের আরোগ্য হয় নাই তাহাদের এই ঔষধ সেবনে অল্পকাল মধ্যে সমধিক বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীশ্যামলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণব পাড়া।

সঙ্কট তৈল।

অল্প দিন শিশি ১ টাকা প্যাকিং ৵ আনা। সর্পের ন্যায় গুপ্ত ক্ষতাদি, বেদনা, সন্ধিস্থল, ভৌ ভেঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। রক্তের রক্ত পড়া, দাঁত নড়া, দন্তমূল বেদনা, মুখের ঘা, পূতি নাশক ও বল

শ্রীবিহারিলাল বসুর
৩৮ নং চোরবাগান
ইন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হোমিয় মতে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। এক্ষণে মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া যায়।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কাপুর কলিকাতা।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৩ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ।১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

বৈষ্ণবাচার দর্পণ; বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব, নামক পুস্তক গুরুপ্রণালী, সিদ্ধপ্রণালী, অষ্টকালী লীলা, প্রত্যহ ষাট্‌দণ্ডের যে যে দণ্ডে যে যে লীলা, সর্ব্বাঙ্গ সেবা প্রার্থনা, গৌরাঙ্গের ও নবদ্বীপ ধামের ও ব্রজ ধামের স্থানাদি, সমুদয় বনের বর্ণনা কোন্ বনে কোন্ লীলা তাহার বিবরণ; কোন্ ভক্তের কি স্বরূপ, কোথায় কার বাস ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদিগের অত্যাবশ্যক বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত শ্লোকসহ গয়ার প্রভৃতি ভদ্রে বঙ্গভাষায় পদ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম বিলাস পর্য্যন্ত ১ম খণ্ড (৩৭২) পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি ও শ্রীবাসাদির এবং শ্রীরেবতী বলদেব ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তত্তৎ সখা সখীর তত্ত্বজ্ঞান অষ্টকালীয় প্রভৃতি উপাসনা কাণ্ডের সমুদয় বিবরণ এবং বৈষ্ণবদিগের আচার কাণ্ডের নিত্যকৃত্য ও অপরাধ ও তদ্মোচন প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ আছে। ইহার ষষ্ঠ বিলাস দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা। দুই খণ্ডের অগ্রিম মূল্য দিলে গ্রাহকদিগের মাশুল সমেত ৬ চারি টাকা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী।
৫৭ নং কাশীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট
বাগবাজার। কলিকাতা

সমুর্ব্বেদ সংহিতা (সম্পূর্ণ)

ভাষা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ—৩০৲
বাঙ্গালা মাত্রের মূল্য—১০

এবং—সামবেদ সংহিতা।

ভাষা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রতি মাসে ১০ ফরমা নিয়মে অন্যূন বর্ষত্রয়ে সমাপ্ত হইবে। আদর্শ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৩, এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। আর ১০০ গ্রাহক সংগৃহীত হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে।

প্রকাশক—শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা। কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আত্যন্তিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, স্ত্রীরোগ, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, স্ত্রীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য ফিঃ বোতল ৩, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

দাদের ঔষধ।

যে কোন প্রকার দাদ হউক না কেন, ইহা দ্বারা ৩ দিনে নিশ্চয় আরাম হইবে মূল্য ১, প্যাকিং ।০।

ডবলিউ কণ্ডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং সৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল লুস্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ৵০

সুর সুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টরজ, বাধক ও বোধ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২, ডাকমাশুল ৵০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় ও অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ভুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃদ্ধু ভট্টাগারের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

দ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯১ নং কলের স্ট্রোয় মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী সঙ্গীতালয় এবং পুস্তকালয়।

১৩১ নং চিৎপুর রোড—পরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রায়শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিষয় পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
বহ্বফেক্রনীতিকা	৩৷০	৷০
সঙ্গীতসার	৸০	।০
কণ্ঠকৌমুদী	২৷০	।০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।
(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী দি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বসু
বৃদ্ধুভট্টাগারের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মুজাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা সোভবাজার বাগবাগানা ১৪৯ নং আলোলোক ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৷০

আস্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্ব্বাঘাত, রক্তিকাদির দংশন, সর্পিগরমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বহুতরাংশ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের মারণ মারণ, নাড়ী জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।৵০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০
শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।
৯৮ বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

পঞ্চানন্দ
রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গীয় গন্ধ পদ্যের আবাহ্রাণ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার বেরয়।

নির্ব্বোধের নাম খোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৯৮ বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

কল্পলতা।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। "স্বর্ণলতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বর্ণলতা লেখক" "হরিষে বিষাদ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা বিদেশে প্রেরিত হয় না।

৪৪ বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

ন. চ. দত্ত এণ্ড কো
হোমিওপ্যাথিক
ড্রগিষ্ট

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার ঔষধ বাক্স পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং	৷৵০	৷৶০	ওলাউঠা বাক্স	২৷৹
মূল বটী	৷৵০	৷৶০	সাধারণ চিকিৎসা	৮,
ডাইলিউসন	৷৹	৷৵০	সর্ব্বরোগের	৫,

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৩, চিকিৎসা তত্ত্ব ৷৵০
ওলাউঠা চিকিৎসা ৷৹ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ৷৵
স্ত্রী চিকিৎসা ১, প্রমেহ, শুক্রক্ষরণ ৷৵
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১৷৹ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷৹
অন্ন চিকিৎসা ৷৹ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল৷৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বাহিনা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষর সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, বাঙ্গসমাজের পুস্তক ও নক্সা ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ৷০ আনা মাত্র।
ঐ বাঙ্গালানুবাদ।
দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ২৷০ টাকা মাত্র।

হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং গরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, শুক্রযন্ত্রের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতি ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বাবে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

১ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ৷০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংসক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও পেট প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিবাম্বুত।

(মপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির অঙ্গ বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ তৈ শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৵০ আনা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুক্তাপুর বহুবাজার করক্রম ৩৫ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৷১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মুক্তাপুর ১০ নং বৃন্দাবন্তাগরের লেন করক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৯ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল ১ লা আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ১৪ ই জুন। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

সোমপ্রকাশ।

১ লা আষাঢ় সোমবার।

মারকুইস রিপন সম্বন্ধে একটী ভবিষ্যৎ বাণী।

গর্ডন পাশা আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি ইহারমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মারকুইস রিপনের ঈশ্বরনিষ্ঠতার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, এবং মারকুইস স্বয়ংও মেয়রপ্রভৃতির অভিনন্দনে যে প্রকার নিজ ঈশ্বরনিষ্ঠতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলীপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বা অধিক দিন তৎপদে স্থিতিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমরা অগ্রেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়া রাখিতেছি, তাঁহাকে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পদত্যাগ করিতে হইবে। তিনি অযোগ্য অলস অকর্ম্মণ্য ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অসময়ে পদ হইতে অপসারিত করিবেন, আমরা এ কথা কহিতেছি না, তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠতাই পদত্যাগের কারণ হইবে। ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল। ভারতবর্ষের রাজনীতি যে প্রকার নানা দোষে পূর্ণ ও বিকল হইয়া আছে, অনেক সময়ে কার্য্যকালে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত ঐ রাজনীতির বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। এক এক সময়ে তাঁহার কার্য্যাকার্য্যবিবেক আঘাত প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সে অবস্থায় তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক লোকের কার্য্যানুষ্ঠান হওয়া হইবে সন্দেহ নাই। তাদৃশ স্থলে তিনি যদি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন, অনেকে তাঁহার শত্রু হইবে। কর্ত্তব্যপথে অনুচিত বাধা পাইলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির মনে অতিশয় বিরক্তি জন্মে। তিনি যদি তৎকালে অকুতোভয়ে সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া ন্যায়পথে চলিয়া কার্য্য করিতে পারেন, কোন কথাই থাকিবে না, কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারিবেন, এমন বোধ হইতেছে না। সুতরাং তাঁহার পদত্যাগ প্রেয় বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বল, যাঁহারা ইংলণ্ডে এক্ষণে কর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহাদের আশয় অতি উদার। অনেক কার্য্যেও তাঁহাদের সেই ঔদার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা অন্যায় ও অত্যাচারের একান্ত বিদ্বেষী। তাঁহারা সম্প্রতি লোপেশ সাহেবকে এই আদেশ দিয়া ডুবরাজের নিকটে পাঠাইয়াছেন যে, ডুবরাধ্যমধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের কার্য্য আছে, তিনি যেন তাহার সংশোধন করেন। যদি তাহার সংশোধন না করেন, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবে, এ ভয়প্রদর্শনও করা হইয়াছে। যে কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ বিষয়ে এ রূপ যত্ন, তাঁহারা ভারতবর্ষে মারকুইস রিপনকে ন্যায়পথে বিচরণ করিতে উৎসাহ দিবেন সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা উৎসাহ দেন, তাহা হইলে মারকুইস রিপনের ভারতবর্ষে কার্য্যে ধর্ম্মনিষ্ঠা ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা কি? যদি ঐ সকলের বাধা না জন্মে, তবে তাঁহার পদত্যাগেরই বা সম্ভাবনা কি?

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতি বিদ্বেষ আছে সত্য; মারকুইস রিপনও সে বিদ্বেষশূন্য নহেন; কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সহিত অন্য দেশের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। ডুবরাজের অধিকারমধ্যে অধিকসংখ্যা ঐতিহ্যাবলম্বী লোকের বাস। এখন সাধারণে অত্যাচার নিবারণের আদেশ দেওয়া হইল, সেই আদেশ অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে ঐতিহ্যাবলম্বীরা প্রধানরূপে অত্যাচার বিমুক্ত হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানেরাও অত্যাচারমুক্ত হইবে। সেখানে যেমন সহজে কার্য্য সম্পাদিত হইল, ভারতে সেরূপ সহজে কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা নয়। এখানে নানা জাতি, নানা শ্রেণী ও নানা সম্প্রদায়ের লোকের বাস; সুতরাং নানা প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। একের স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বার্থে আঘাত লাগে। এখানকার সকল বিষয় সূক্ষ্ম ও প্রকৃতরূপে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ও এখানকার গবর্ণর জেনেরলেরাও জানিতে পারেন না। অপরের মুখে শুনিয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা তাহাদিগকে শুনান, তাঁহারা পক্ষপাতহীন হইয়া শুনাইতে পারেন না। সুতরাং কার্য্য অপক্ষপাতে সম্পন্ন হয় না।

তাহার একটী প্রমাণ এই, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় স্বাধিকারে আদেশ দিয়া ডুবরাজে যেমন লোক পাঠাইলেন, ভারতবর্ষে সেরূপ করিতে পারিলেন না। আমরা মারকুইস রিপনের ভারতবর্ষীয় সংক্রান্ত নয় আইনকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিতেছি। উক্ত আইন দুটী পক্ষপাত দোষে যে একান্ত দূষিত, তাহা সকল জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন। তাহা রহিত করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাও সকলে সকল জ্ঞানে বুঝিতে পারেন। কথাটি ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ তাহা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; নূতন গবর্ণর জেনেরলকে তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইয়াছে।

রাজনীতি স্বভাবতঃ দূষিত নয়। শাসনকর্ত্তারা

বাহাকে মন্ত্রের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যেখানে বসিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, তাহাকে ধর্ম্মসিংহাসন কহিয়া থাকে। রাজনীতি তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহক উপায় মাত্র। উহা যে অবস্থা-বিশেষে দূষিত হইবে, ইহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই সম্ভবহীন রাজনীতিকে ইংরেজেরা এদেশে দূষিত করিয়া তুলিয়াছেন বলা, রাজনীতিটী ভয়ানকের অপর পর্য্যায়-বাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন যে বিপদের সম্মুখে দুটী পথ উপস্থিত হইয়াছে। এক, সর্ব্বতোময় রাজনীতির অনুমোদিত পথ, দ্বিতীয় আজ কাল বজ্র লোকে রাজনীতিকে যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তুলিয়াছে, সেই বক্র পথ। মারকুইস রিপন যদি অতিরিক্ত ভিন্ন সবল করিয়া পথে চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিত্যাগের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি তাঁহার অবস্থা বাধ্য হইয়া বক্র পথে চলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলেই তাঁহার কার্য্যকারিতার তাঁহার স্বদেশে চলিবার প্রতিবন্ধকতা করিবে, সুতরাং তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। লার্ড নর্থব্রুক এই বিপাকে পড়িয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন। আর যদি তিনি পদত্যাগ না করেন, এবং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পথের নয়ন করিতে না পারেন, তাহাহইলে গবর্ণর ডিউক অফ বকিংহামের মত সঙ্কটে পড়িবেন। তিনি কার্য্যক্ষ ও কার্য্যদক্ষ হইয়াও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

অতএব মারকুইস রিপনের কর্ত্তব্য, তিনি যখন গবর্ণমেণ্ট হেনেরল পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি ন্যায়পথে চলিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। এবিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। যার তার কথা শুনিবারও প্রয়োজন নাই। বোম্বেই মায়া ও কোম্পানি অন্যায়। উহা সম্ভবপর সহজ বুদ্ধি সহজেই বুঝা দিবে। অন্যথাচার বক্র রাজনীতি যেন তাঁহাকে বক্রপথে লইয়া না যায়। মায়া কার করিলে এদেশীয় মন্ত্রিসম্প্রদায় তাহাকে বিকৃত মত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। ন্যায় কার্য্যেই তাঁহাদের অনুমোদন, ন্যায় কার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ। তবে যদি তাঁহারা বিকৃত মত করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল পদ পরিত্যাগ অবশ্যকর্ত্তব্য।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় কাবুল সম্বন্ধে
ঘোর একটী ভ্রমের
কার্য্য করেন।

লর্ড লর্টন আবদুল রহমনকে কাবুলের আমীর করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণও করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়ও সেই পথের পথিক হইতেছেন। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত পথে চলা ভ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। সে পথে চলিতে গেলেই নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। আবদুল রহমন যতকাল হইল কাবুল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘকাল তিনি বিদেশে বাস করিতেছেন। তাঁহার উপরে কাবুলিদিগের যে স্নেহ মায়া ও মমতাদি ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারও কাবুলের প্রতি আন্তরিক স্নেহ মমতাদি থাকিবার সম্ভাবনা নয়। তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ার অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছেন। অতএব তিনি যে সে উপকার শীঘ্র বিস্মৃত হইবেন, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। এ রূপ অবস্থায় আবদুল রহমনকে কাবুলের আমীর করিলে না হবে কাবুলবাসীদিগের উপকার, না হবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপকার। বরং অপকার হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। এই নিমিত্তই আমরা উপরে আশঙ্কা করিয়াছি, নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায় বুঝি একটী ভ্রমের কার্য্য করেন। ফলতঃ আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আবদুল রহমনকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিলেই সেই ভ্রমের কার্য্য ঘটিয়া উঠিবে।

হিন্দু জাতির অশৌচান্ত হইলে যেমন কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন পাকস্থলী প্রভৃতি সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করা, স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া এবং গোময় লেপন করিয়া পাকশালাদি পরিষ্কৃত করা হয়, তেমনি নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়কে পুরাতন-মন্ত্রিসম্প্রদায়কৃত সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শুচি হইতে হইবে এবং হিন্দুরা যেমন অশৌচান্তে নূতন পাকস্থলী প্রভৃতি করিয়া পাকাদি নির্ব্বাহ করেন, তেমনি নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়কে নূতন রাজনীতি অবলম্বন করিয়া নূতন রীতিতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পুরাণ পথে চলিলেই অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বলি ইংলণ্ডেশ্বরীর নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় নূতন গবর্ণর জেনেরল আপনাদের কাবুলস্থ প্রধান কর্ম্মচারীকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইয়া দিউন, তিনি তথায় একটী দরবার করুন। দরবারস্থলে দরবারিগণকে নিকটে করিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করুন। তাঁহারা যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তিনিই আমীর হইবেন। যদি এইরূপে আমীর স্থির করা হয়, তাহা হইলে কাবুলে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইবে। এইরূপে তিনি আমীর হইবেন, কাবুলবাসী সর্দ্দার ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই সহিত তাঁহার দৃঢ়তর আত্মীয়তা জন্মিবে। উভয়েই তাঁহাকে রাজা করিলেন বলিয়া তাঁহার মন অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র থাকিবে।

এস্থলে একটী বিষয়ের বিশেষ করিয়া প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা কতকগুলি লোকের মত দেখিতেছি, তাঁহারা বলেন, কাবুল যেমন অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া আসা হউক। কাবুলীরা যাহাকে ইচ্ছা রাজা করুক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। এটী বড় মারাত্মক পরামর্শ। কাবুলের যে প্রকার দুর্দ্দশা করা হইয়াছে, এখন যদি ঐ অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া আসা হয়, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হইবে। এখন কর্ত্তব্য এই, সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক জন যোগ্য লোককে কাবুলের আমীর করা হউক, এবং তথায় যাবৎ শান্তি স্থাপিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দান করা হউক। তাহার পর তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ ভার দিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। আক্ষেপের বিষয় এই, যিনি যে পরামর্শ দিন, আমাদের নূতন ষ্টেটসেক্রেটারি অসহায় অবস্থায় কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে দয়ালু উন্নতমনা লর্ড, তাঁহার উল্লিখিত নিষ্ঠুর মত হওয়া সম্ভাবিত নয়।

এ স্থলে আর একটী কথা এই, আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন যোগ্য লোককে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতা দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হিরাট ও কান্দাহার প্রভৃতি প্রদেশগুলির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে? যদি ঐ প্রদেশগুলি কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে কাবুল শাখা-প্রশাখাহীন একটী স্থাণুর সদৃশ হইয়া উঠিবে। তাদৃশ কাবুল-রাজ্য বিড়ম্বনার স্থল হইবে সন্দেহ নাই। যদি কাবুলকে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য করিয়া উহাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বে যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন ছিল, সেইরূপ করাই কর্ত্তব্য। আমরা এ সম্প্রদায়ের ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া চমকিত হইলাম, ষ্টেট সেক্রেটারি কান্দাহারে স্বতন্ত্র রাজনি যোগের অভিপ্রায় করিয়াছেন। যদি সে ব্যবস্থা করা হয়, একান্ত ভ্রমের কার্য্য হইবে সন্দেহ নাই। এ ব্যবস্থায় কাবুলের আমীরের সহিত কান্দাহারের আমীরের সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাহাতে কাবুলী কান্দাহারী ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের কেহই সুখী হইবেন না।

হিরাট কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পারস্যরাজকে দেওয়া হইবে, কখন কখন এ প্রস্তাবও করা হয়। এ প্রস্তাব নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ। পারস্যরাজ হিরাটে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত কাবুলের আমীরের সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আর একটী

কাজ বাড়িবে। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের বিরোধের মীমাংসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অপর, পারস্যরাজের হীরাটে প্রবেশপথ যদি পরিষ্কৃত হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার যে শঙ্কা করেন, সেই শঙ্কার সময়ে ফলোপধায়িনী হইবার পথও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে।

ভারতবাসীদিগের কষ্টের কারণ।

কিছু দিন হইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ভারতবর্ষ প্রভৃতি কয়েকটী দেশের লোক প্রধানতঃ কিরূপে জীবিকা উপার্জ্জন করে, তাহার একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের শতকরা অন্যূন ৬০ জন লোক কৃষিকার্য্যে রত। ফ্রান্সে শতকরা ৫২ জন। ইংলণ্ডে শতকরা ১০ জনের অধিক নহে। এই অঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে কেন যে সকল দেশের অপেক্ষা ধনী, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। ইহা রাজনীতিশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, সে দেশকে দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। আমাদিগের দেশের চিরপ্রচলিত একটী বাক্যের সহিত এই মতের সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সে বাক্যটী এই:—

" বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি,
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ। "

এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষের শত করা ৬২ জন লোক কৃষিকার্য্যে রত, অবশিষ্ট ৩৮ জন কি উপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে? যাহারা দৈনিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে কিম্বা যাহারা রাজ-সেবা দ্বারা সংসার পালন করিয়া থাকে কিম্বা পৌরোহিত্য চিকিৎসা প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দিনপাত করে, উক্ত ৩৮ জনের মধ্য হইতে এই সকলকে বাদ দিলে অবশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক লোককেই অর্থাগমের দ্বারস্বরূপ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়।

এটী নিশ্চিত কথা, যত দিন ভারতবর্ষবাসীদিগের বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্তি না জন্মিতেছে, ততদিন প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান দরিদ্রতা হইতে উদ্ধার হইবার আশা দেখা যায় না। এস্থলে একটী ভাবিবার বিষয় আছে, ভারতবর্ষ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিপক্ষে যতগুলি পদার্থের প্রয়োজন, সে সমুদায় অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে এ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ যে সকল পণ্য দ্রব্য মনুষ্যের দৈনিক ব্যবহারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার অধিকাংশই প্রচুর পরিমাণে এদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যে শ্রমজীবী লোকের প্রয়োজন, তাহাও অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ভারতবর্ষে মিলে। তৃতীয়তঃ, যে সকল বাজারে সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, সে সকল বাজারও এই দেশে অধিক। তবে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না কেন? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে এইগুলি হইলেই সব হইল না। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল আর দুটী প্রধান কারণ আছে। প্রথম, বাণিজ্যের বিনিয়োগোপযোগী অর্থ। দ্বিতীয়, লোকের বাণিজ্য-প্রবৃত্তি। ভারতবর্ষে বাণিজ্যনিয়োগোপযোগী অর্থের যে অপ্রতুল আছে, তাহা সকলেই জানেন, তবে এটী সত্য, যে কিছু অর্থ আছে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনিয়োগ করিতে পারিলে তদ্দ্বারা যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারিত, কিন্তু লোকের দূরদৃষ্টি ও বাণিজ্যপ্রবৃত্তির অভাবে তাহার যথাযথ বিনিয়োগ হইতেছে না। অবশেষে আমাদিগকে এই প্রশ্নে আসিয়া উপনীত হইতে হইতেছে যে লোকের সে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না কেন? যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাণিজ্যের দ্বারা বিলক্ষণ অর্থাগম হয়, তখন লোকের মন এ পথে ধাবিত না হইবার কারণ কি?

যে কারণে আমরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, তাহা এই:—

কিছু দিন হইল বিলাতের ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনসভার সভ্যগণ একটী বিষয়ের আলোচনার্থ সভা করেন। বিষয়টী এই:—ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন প্রকার স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া রাজকীয় পদের প্রত্যাশী হয় কেন? উক্ত সভাতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত হুগলি প্রাড সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি সার কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশের সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদিগের বাণিজ্য প্রবৃত্তি না থাকাতে যে কেবল অর্থাগম হইতে পারিতেছে না তাহা নয়, আর একটী মহৎ কলাপ সংসাধিত হইতে পারিতেছে না। যদি দেশমধ্যে রাজপুরুষ ও রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত এক শ্রেণীর শিক্ষিত স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত বণিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পী থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে সকল কার্য্যের পরামর্শ দানে ও অল্প বিশেষে তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের সুশাসন ও সুনীতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইত। এইরূপ নানা যুক্তি দেখাইয়া তিনি অবশেষে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে কেবল রাজকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা না করিয়া তৎসঙ্গে বাণিজ্যোপযোগী শিল্প ও যন্ত্রচালনাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে সকল যুবক ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করে, তাহাদিগের ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত।

এ সকল কথা শুনিতে ভাল এবং ভারতবর্ষের পক্ষে প্রার্থনীয়ও বটে, কিন্তু বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতির পথে একটী গুরুতর প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে। বণিক্‌বাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত কেবল মাত্র অন্যান্য বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা ধনাগমের বিশেষ আশা দেখা যায় না। কিন্তু বণিক্‌বাণিজ্যের উন্নতি করিতে গেলেই অপরাপর প্রবল ব্যক্তি ও ধনবান জাতি সকলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসিয়া পড়ে। ইংলণ্ডের ন্যায় বাণিজ্যবিষয়ে বহুপ্রতিষ্ঠ দেশের সহিত ভারতবর্ষের ন্যায় নিষ্ধন ও দুর্ব্বল দেশের সমকক্ষতা শোভা পায় না। আমরা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে বাহির করিতে না করিতে ইংলণ্ডীয় বণিকেরা ঠিক সেই দ্রব্য উৎকৃষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিবেন। অনেকে হয় ত বলিবেন যে ভারতবর্ষের বণিক্‌বাণিজ্যকে বিকশিত হইবার অবসর দিবার নিমিত্ত অন্ততঃ কিয়ৎকাল বিদেশ হইতে আনীত পদার্থের উপর করস্থাপন করিয়া দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য সকলকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিজ্ঞ রাজপুরুষের মত উহার সম্পূর্ণ বিরোধী। নূতন কর স্থাপন করা দূরে থাকুক, রাজস্বের অভাব পূরণার্থ যে কিছু কর ছিল, তাহাও কমিয়া যাইবার জন্য যায়। এরূপ অবস্থাতে অধিকাংশের মতে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

উক্ত সভা আরও একটী প্রস্তাব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই:—ভারতবর্ষীয় যুবকেরা কায়িক শ্রমের কার্য্যে অগ্রসর হন না কেন? আমাদের দেশে দৈহিক শ্রম নিতান্ত নীচ শ্রেণীয় লোকের জন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং অনেকের এরূপ ধারণা যে উদরের অন্নের জন্য যদি দৈহিক কোন প্রকার শ্রম করিতে হয়, তাহাতে আত্মীয় গৌরব ও বংশমর্য্যাদার হানি হইয়া থাকে। এই সংস্কার বলবৎ থাকাতে লোকে অন্যান্যের ক্লেশকেও ক্লেশ জ্ঞান করে, সুতরাং শ্রমসাধ্য কার্য্যে রত হইতে পারে না। মূল কথার মূলস্বরূপ এই ভ্রান্ত সংস্কারটী যত দিন না লোকের মন হইতে অন্তর

র্দিত হইতেছে, তত্তদিন দেশের দুর্গতি দূর হইবার আশা নাই। কৃষিব্যবসায়ের কি অপার মহিমা! নীচ ভিক্ষাবৃত্তির লোকের অবলম্বন হয়, তথাপি স্বাধীন থাকিয়া নিজের পরিশ্রমে নিজের উদরের অন্ন উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়। মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান আসোসিএসনের সভ্য মহাশয়েরা ভূমিসম্বন্ধীয় আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্যান্য স্থানেরও এই সকল প্রবন্ধ আন্দোলন হওয়া উচিত। তাহা হইলে আমাদের অনেক দুঃখের দূরীকরণ হয়। প্রাচীন কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব লাভের নূতন পথাবলম্বন করিতে ভারতবর্ষীয় প্রজা প্রবৃত্ত হইবেন।

আইনের দৌরাত্ম্য।

ঙ্ক আইনের যে কত প্রকার দোষ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কার্য্যকালে সেই গুলি লক্ষিত হইয়া থাকে। ভূমির স্বত্ব-সংক্রান্ত আইনের দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায়ক। কোন প্রজা পাঁচ বৎসর যদি কোন পতিত জমী উপভোগ করে, তাহার তাহাতে স্বত্ব জন্মে, কিন্তু সাত বৎসর ভোগ করিয়াও কখনো তাহার জমীতে স্বত্ব হয় না। জমীদার অনায়াসে তাহাকে জমীদারি হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন। এ আইন সকলে জানেন না। কিন্তু এ দেশের সাধারণ অবস্থার এই, জমীদার কিছু হরণ করিতে পারা যাবে বন্দোবস্ত না হইলে কেহ করেন না। আমরা একবার জানিয়াছিলাম, শান্তিপুরের নিকট জমীদার বাবু মহিলাল রায় কতকগুলি জমীদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বা সাহেবের জন্যে রাখিয়া লইয়াছিলেন। যা সাহেব শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলে প্রথমে মতি বাবুর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য হয়। তিনি মতি বাবুর নিকট হইতে কিছু ভূমি লইয়া তাহার উপরে বাঙ্গলা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু ভূমির পাট্টা লইলেন না। কিছু দিন পরে মতি বাবুর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল। মতি বাবু নালিশ করিলে যা সাহেবের হোস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন এবং যা সাহেবের নির্ম্মিত বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া লইলেন।

সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই স্থির হইয়াছে যে, জমীদার কোন প্রজার প্রজা বন্দোবস্তের নালিশ করিয়া প্রজার ভোগ উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। উচ্ছেদ করিয়া সাধারণতঃ যত টাকা ডিক্রী হইয়া থাকে, তাহা দ্বিগুণ হইবে, তদ্ভিন্ন তাহার মূল্য দিতে হইবে না। এটি অতি নিষ্ঠুর বিধান সন্দেহ নাই। যে কথা ইংলণ্ডের আইনে আছে, যে কথা পাইল না। ও আমাদের সদ্য পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। প্রজাপালক ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্টের প্রজা সংহারক হওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব আছে তাহা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পাকা বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে প্রজাবৎ মঙ্গল নয়, ভূমিরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রজার যদি ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাতে সোণা ফলাইতে পারে। দুইজরলণ্ডের পাহাড়ের উপরে, বেলজিয়মের ভাটন নামক বালুকা প্রান্তরে, সুইডেন ও নরওয়ের কঠিন মৃত্তিকাতে প্রজারা প্রাণপণে খাটিয়া নানা প্রকার শস্য উৎপাদন করিতেছে। অমন উষর ভূমিতেও যে, সোণা ফলিতেছে তাহার কারণ আর কিছুই নয় সেখানে জমীর উপর প্রজার সম্পূর্ণ স্বত্ব। প্রজারা জমীর যে কিছু উন্নতিসাধন করে, তাহার ফলভোগ তাহারা নিজে করে, কেহ তাহার হন্তা হইতে পারে না। বিল বলেন "স্বত্ব" এই শব্দটীতে কিছু ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে। যেখানে প্রজার জমীতে স্বত্ব, সেইখানেই প্রজারা সুখী, সেখানকার ক্ষেত্র-সকল শস্য সম্পত্তিতে পূর্ণ হইয়া যেন হাসা করিতে থাকে। যেখানে প্রজার স্বত্ব আছে, সেখানে পিতা সন্তানের প্রতি মাতার যেরূপ বাৎসল্যভাব, জমীর প্রতি কৃষক পরিবারের সেই রূপ ভাব। বঙ্গদেশে ঠিকা প্রজার যেরূপ দুর্দ্দশা, অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। অযোধ্যার নামক প্রদেশে জমীদারের জমীর উপর সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল, প্রজা ইচ্ছা করিলে আপন ভোগ অন্যকে বিক্রয় করিতে পারিত, তাহাতে প্রভু আপনার অধিকারকালে জমীর যে কিছু উন্নতি করিত, জমা ছাড়িয়া দিবার সময় তাহার ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ কিছু টাকা পাইত। সুতরাং জমীর উন্নতিসাধনে তাহার একটু আগ্রহ থাকিত। সে জানিত জমীর উন্নতি সাধন করিলে উন্নতির ফল আমি ভোগ করিতে পারি আর নাই পারি আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না। আয়ারলণ্ডে যে আইন সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ভোগ বন্ধ করিতে হইলে জমীদারকে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। প্রভু এমন কোন সরঞ্জাম দিয়া দিতে পারে না, যে ক্ষতি পূরণে আমার কোন দাওয়া নাই। এরূপ দিয়া দিলে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রজার ভোগ উচ্ছেদ করিতে হইলে ক্ষতি পূরণ একান্ত আবশ্যক হয়, পাট্টা করিবার সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকিলে ক্ষতিপূরণ না করিলেও চলে। মাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডে আয়ারলণ্ডের মত নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টায় আছেন। কলতঃ সর্ব্বত্র ঠিকা প্রজারও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। কেবল বাঙ্গালায় সে ব্যবস্থা নাই। এবার হাইকোর্টের বিচারে "ব্যবস্থা যে নাই" একথা দৃঢ়রূপে বিধীবদ্ধ হইল। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, যে পর্য্যন্ত স্থায়ী বন্দোবস্তের কোন সুব্যবস্থা না হইতেছে, তাবৎ প্রজার ক্ষতিপূরণের একটী ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পাণ্ডুয়ার মন্দির।

পাণ্ডুয়ার হজরতের (দেবতা বিশেষের) মন্দির মুসলমানদিগের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। হজরতের নিজ পাণ্ডুয়ায় এবং অন্যান্য স্থানে আর বিশিষ্ট সম্পত্তি আছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র ও পৌষ মাসে যে দুটী বারুণী বা মেলা হয়, তদ্দ্বারাও বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই মন্দিরটীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লোকের প্রাণের আশঙ্কা আছে। হুগলির ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট হাইম সাহেব পাণ্ডুয়ার মন্দিরের সংস্কারজন্য হজরতের সেবায়েত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগকে আদেশ করাতে তাঁহারা আদেশ অমান্য করেন। সেই অপরাধে অপরাধী হওয়াতে হুগলীর সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় মোল্লাদিগের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি, ইহাতেও হজরতের সেবায়েত উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগের চৈতন্য হইল না। যখন দেখা যাইতেছে, হজরতের বেশ দশ টাকা আয় আছে, তখন উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাগণ মন্দিরের সংস্কারের জন্য এত কার্পণ্য প্রদর্শন কেন করেন? সম্প্রতি জনশ্রুতি এই যে, হুগলির মাজিষ্ট্রেট সাহেব নাকি ফেলার ইলিনিয়ম সাহেবকে উক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপযুক্ত কি না পরীক্ষার্থ পাণ্ডুয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইলিনিয়ম সাহেব মন্দির দর্শন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, মন্দিরটীর সম্পূর্ণ রূপ সংস্কার হইলে এখনও বহুকাল স্থায়ী হইয়া মন্দির হইতে / মন্দিরের উপরিভাগে উঠিতে হইলে আরোহিগণকে এক একটী করিয়া পয়সা দিতে হয়) বিলক্ষণ আয় হইতে পারে। আমরা হজরতের সেবায়েত উক্ত চৌধুরিয়ার মোল্লাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা হজরতের মন্দির বাহাতে স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হন না কেন? হজরতের অভাব কি? হজরতের সেবা প্রভৃতি যে যে বন্দোবস্ত আছে, উক্ত মোল্লাগণ কি একণে সেই সেই বিষয়ে টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন? সেবায়েত ও পীরোত্তর সম্পত্তির কেহ কি মা বাপ নাই? আমাদিগের পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কবে একটী স্বতন্ত্র আইন করিবেন? আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেন মহোদয় পাণ্ডুয়ার হজরতের সেবায়েত চৌধুরিয়ার

মোল্লাগণকে, হজরতের মস্জিদের ও বাইশ-খারী নামক তজনালয়ের সংস্কার জন্য আদেশ করিয়া যশোভাগী হইল। এই সুবিখ্যাত মস্জিদটী একবার পড়িয়া গেলে এরূপ মস্জিদ আর হইবে না। বঙ্গদেশে প্রাচীনকালের যে সকল অদ্ভুত পদার্থ আছে, পাণ্ডুয়ার মস্জিদ তাহার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। বহুদূর হইতে দর্শকগণ ইহার চূড়া দেখিতে পান। মস্জিদটীর সংস্কার হইলে বহুকাল স্থায়ী হইয়া দর্শকদিগের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে নিজব্যয়ে ভারতের যখন অনেক কীর্ত্তির সংস্কার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা একটু মনোযোগী হইয়া হজরতের আয় হইতে এই অদ্ভুত মস্জিদটীর যে সংস্কার করাইবেন, ইহাতে বৈচিত্রা কি? ইডেন মহোদয় এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

প্রজার ঋণ দায় ও অহিফেনের দাদন।

বেহারের অধিকাংশ প্রজা ঋণভারে একান্ত আক্রান্ত। উহারা যে সম্পূর্ণরূপে ঋণদায় হইতে কখন মুক্ত হইবে, সে আশাও করা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই একবার একটু শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইলেই প্রজাদিগের নিতান্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। উহারা কেবল ঋণ করিয়া সে কষ্ট হইতে উদ্ধার পায়। অনেকস্থলে দেখা যায়, জমীদারেরা প্রজার নিকটে খাজনা আদায় করিতে যান না। উঁহারা মহাজনের নিকট সমস্ত দাবিলা দিয়া তাহারই নিকট হইতে কিস্তীমত টাকা আদায় করিয়া লয়েন। পরে মহাজনেরা সেই সেই প্রজার নিকট হইতে সুদশুদ্ধ টাকা আদায় করে। ঋণের জন্য পাকাদের হয় খাটিয়া না হয় খানা দিয়া প্রজারা মহাজনের টাকা আদায় দেয়। এইরূপ ঋণভারেতে প্রজারা নীলের দাদন লইত এবং নীলকরেরা অবাধ অত্যাচারে সহ্য করিত। সম্প্রতি বেহারে ঠিক এই হেতুতে প্রজারা অহিফেনের দাদন লয়। বেহার এজেন্সীর অহিফেনের চাসে অতি অল্প লাভ। প্রতি বিঘায় গড় বৎসর ৩ সের ১৫ সাড়ে-সতর ছটাক আফিঙ উৎপন্ন হয়। আফিঙের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিই মূল্য সের করা সাড়ে চারিটাকা মাত্র। সুতরাং বিঘা-প্রতি উক্ত পরিমাণে ১৮ টাকা মাত্র অহিফেন উৎপন্ন হয়, কিন্তু অহিফেনের জমীর প্রতি বিঘায় আট টাকা খাজনা এবং অহিফেন প্রস্তুত করিতেও তিন চারি টাকা ব্যয় হয়, সুতরাং বিঘা-প্রতি প্রায় বড় অধিক হয় ত ছয় টাকা লাভ থাকে। পক্ষান্তরে প্রজারা অন্য যে কোন চাসই করুক না কেন তাহাদের ছয় টাকার অনেক অধিক লাভ হইয়া থাকে। তথাপি বেহারের কৃষকেরা মধু গন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরবৎ অহিফেনের চাসেই অধিক রত হয়। প্রজারা যাহাতে অহিফেনের বাবদ লয় জমীদারেরাও তাহার চেষ্টা করেন। কারণ, তাহা হইলে নগদ খাজনা অতি সহজে আদায় হইয়া আইসে। এক্ষণে প্রজারা অহিফেনের বাবদের টাকাও পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। ১৮৭৮ খ্রী অব্দের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আজও প্রজার কাছে পড়িয়া আছে। ১৮৭৯ খ্রী অব্দেও প্রায় লক্ষটাকা আদায় হয় নাই। কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট বেহারে আফিঙের কার বার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রজাদের যাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি আছে তাহারা অহিফেনের চাসে রত হইতে চাহে না। সুতরাং তাঁহাদের সে চেষ্টা বড় সফল হইতেছে না। তথাপি এবৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক অহিফেন উৎপন্ন হইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে ৫৪০০০ বাক্স এই অহিফেন জন্মে নাই এবৎসর ৬০০০০ বাক্স করিয়াছে।

বারাণসী অঞ্চলে অহিফেনের চাসে বেহার অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। তথায় ভূমির উর্ব্বরা শক্তিই হউক, আর কৃষিকার্য্য প্রণালীর উৎকর্ষেই হউক, প্রজারা বেহারের প্রজা অপেক্ষা সাত টাকা অধিক লাভ পায়। তথায় ও জমীর বিঘা করা খাজনা আট টাকা। তথাকারও বিঘাকরা প্রজার খরচ ১৪ টাকা। কিন্তু তথায় উৎপন্ন অনেক অধিক হয়। প্রতি বিঘায় ৫ সের ।৵১০ সাড়ে সাত ছটাক অহিফেন জন্মে। দর সেই সাড়ে চারি টাকা, সুতরাং বারাণসীতে বেহার অপেক্ষা প্রায় দেড় সের অধিক অহিফেন উৎপন্ন হয় ও প্রায় সাত টাকা অধিক লাভ হয়। তথায় প্রজারা বিঘাকরা তের টাকা লাভ পায়। তের টাকাও যে বড় অধিক লাভ তাহা নহে। কিন্তু টাকা অগ্রিম পাওয়া যায় বলিয়া প্রজারা দুই এক টাকা লাভ অনায়াসে ছাড়িয়া দেয়। বারাণসীতে এত প্রজা আফিঙের দাদন লইতে চায় যে সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হয়।

বারাণসীতে আফিঙের চাসে তের টাকা লাভ হয়। সুতরাং বারাণসীর কৃষকেরা দাদন লইতে উৎসুক হইতে পারে কিন্তু বেহারের প্রজারা কয় খণ দায়ে বৎসরে ছয় টাকা মাত্র লাভের জন্য দাদন লয়। প্রজারা ঋণদায় হইতে কবে উদ্ধার হইবে। প্রজাদের প্রতি যাহাতে কোন অত্যাচার না হয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথাবিধি চেষ্টা করিতেছেন। প্রজাদের উপকারার্থ গবর্ণমেণ্টের এত দূর চেষ্টা যে গবর্ণমেণ্ট মহাজনের ক্ষতি করিয়াও ঋণের সুদ কমাইতেছেন, ঋণের হাত হইতে উহাদের আদি প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল যাহাতে বিক্রীত না হয়, তাহার নিয়ম বিধি বদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু প্রজার ঋণ কমে না কেন, ঋণের জন্য মারপিট বরাবর উঠিয়া গিয়াছে। প্রজার প্রতি যাহাতে দুর্ব্বৃত্ত জমীদার বা মহাজন প্রভুত্ব করিতে না পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সততই সতর্ক ও সাবধান আছেন। তথাপি উহাদের দারিদ্রা দূর হয় না কেন? উহার মূখ্য কারণ এই, যে প্রজারা অধিকাংশই স্বকীয় ভূমিতে স্বত্বশূন্য, সুতরাং জমীতে উহারা খাটিতে চায় না। জমীর উন্নতি করিতে চায় না। যে জমী সামান্য অপরাধে জমীদার কাড়িয়া লইতে পারেন সে জমীতে প্রজা খাটিয়া কি করিবে? প্রজারা যে পরিশ্রম করে, তাহাতে খাজনা ও উদরান্নের সংস্থান হয় এইরূপ মাত্র উৎপন্ন হইতে পারে। মধ্যে যদি একবার শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হয়, সেই সে ঋণ করিতে আরম্ভ করে, আর সে ঋণ শোধ যায় না। প্রজারা নিত্য সংসারিক ব্যয় ভিন্ন কোন আগন্তুক ব্যয় করিতে হইলেই ঋণ করে। বিনা ঋণে বিবাহ করিতে পারে, এমন প্রজা অতি বিরল। সুতরাং সংসারের প্রবেশ দ্বার হইতেই উহারা ঋণে জড়িত হইয়া পড়ে। প্রজাগণকে যদি উত্তম শিক্ষা দেওয়া হয় ও যদি প্রজার জমীতে স্থায়ী স্বত্ব দেওয়া হয়, তবেই উহাদের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা হইবে। তবেই উহাদের সংসারিক উন্নতি হইবে। প্রজারা যাহাতে পরিশ্রমি ব্যয়ী মিতাচারী হয় তাহাতে তাহারা আপনার স্বত্ব রক্ষিতে পারে, এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডের দুঃখী লোকে স্বত্ব রক্ষিবার বল উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপের অন্য দেশেও সাধারণ শিক্ষায় অনেক উপকার হইয়াছে। ফ্রান্সের প্রজা যেমন শিক্ষিত তেমনি তাহাদের অবস্থাও উন্নত। সুতরাং তাদৃশ শিক্ষা হইলে আমাদের প্রজারও উন্নত হইবার সম্ভাবনা।

সাক্ষিগণের দুরবস্থা।

একজন পত্রপ্রেরক নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবটী লিখিয়া আমাদের নিকটে পাঠাইয়াছেন।

"কোন বিষয়ের পরীক্ষোদ্দেশে [illegible] হয়; বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনুশীলনে প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই সাধারণ সূত্রে বেহার কোর্টের [illegible] মিলিতেছে না। সাক্ষিগণের দুঃখ বিমোচন, [illegible] প্রধান। সাক্ষিকে? সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকাশ্য [illegible] দেখিবে তাহার পরিচয় প্রদানেই সাক্ষ্য। সত্য বিষয়, সত্য ঘটনা সত্য কথাদি বদন [illegible] বিচার

পক্ষিকে সহায়তা করা সাক্ষিদিগের বিশেষ কার্য্য। দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রামস্থগণকে যথোচিত প্রতিফল দেওয়া ও নির্দ্দোষ দোষহীন ব্যক্তিকে বিপদ হইতে মুক্ত করা প্রভৃতি মহৎ কার্য্য সাক্ষীর দ্বারা নির্ব্বাহ করে। তবে তাঁহারা অন্যান্যদিগকে এত অধিক অপমানিত জ্ঞান করেন কেন? তাঁহারা এরূপ এত দুরবস্থা কেন? এ যুক্তিতে তাঁহারা, সকলের মান ভাজন। তাঁহাদের অপমানজনিত অপেক্ষাকৃত শব্দে কোন অপর ব্যক্তির অন্তঃকরণে না কোনরূপ সঞ্চার হয়? সেই সাক্ষীর স্থানে এত লাঞ্ছনাগঞ্জনা থাকা তাঁহার উপায় আছে? উকীল ব্যারিষ্টরের কথা ও উপহাস পূর্ব্ব দেবা। আদর সামান্য পেয়াদার হস্তে লাঞ্ছনা হওয়া! দোষের উপর বিষফোড়া! এই উনবিংশ শতাব্দীর সুশাসনের এইরূপ অসঙ্গতীয় অন্যায়পর অধিকার! যে ইংরাজ জাতির রাজা শাসন প্রণালী দর্শনে অন্যান্য জাতিরা আপনাদের অনুকরণ করিতে লালায়িত, সেই ব্রিটিশ অধিকারে এতদূর নিন্দনীয় নীতির রেখা কেন পরিদৃষ্ট হইতেছে?

সত্য বটে, ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য অনেক দিন বিলম্ব প্রায় হইয়াছে। যদি ও ভারত একবারে কতকগুলি লোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহার এখনও এমন আশা ভাঙ্গা হয় নাই, যে বিশেষ উপায় দেখিতে পাই না। সময়ের বৈচিত্র্যে, সময়ের গুণে ইহার উদ্ধারের উপায় অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। অথবা কি এরূপ মাত্র ইচ্ছা হইলে উদ্ধার-লাভ পাইব না? অবশ্যই পাইতে পারি। ইহার একমাত্র উপায় সকলে মিলিয়া মন খুলিয়া উদ্যোগ করা। কিন্তু যাঁহারা ক্ষমতাবিহীন, অসহায় শ্রেণী তাঁহাদের উদ্যোগাভাবেই এ কার্য্য এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহারা এবিষয়ে, এ মতকে প্রকাশ্য সাক্ষিত্ব দান না। দ্বিতীয়তঃ, ভয়ের কই অনুভব করিতে পারেননা। তাঁহারা তাঁহাদের দরিদ্র অবস্থার জন্যই নিশ্চিন্ত থাকেন মনে। তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে অতি অত্যাচারেই বা কি হইতে পারে? এক পক্ষে তাঁহাদের অন্নকাতরতা। তবে যত অত্যাচার হউক, সহজাতীয় ছত্র ভঙ্গের ভয় রাখে।

অবশ্য আমাদের যে কোন ব্যক্তিকেই অসম্মান করা, কিন্তু তাহা যদি ঐ শ্রেণীর প্রতি হয়, তবে তাহা সমস্ত সমাজের অপমানজনক। ইহাদের ... আমাদের মনে ... বলা যাইতে পারে,—

"যথা শত্রু ... হইবে।
সমান সুযোগ পেলে ... হইবে।

ইত্যাদি মহাবাক্য স্মরণে আনিয়া কার্য্য করেন বলিয়া সাক্ষিদিগের প্রতি অধিক অত্যাচার চলে। ইত্যাদি।

পত্রপ্রেরক যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। ইহার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট বা আদালত সাক্ষিগণের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহারের কোন নিয়ম করেন নাই। তাঁহাদের বসিবার স্থান নাই। তাঁহাদের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা। আদালতের পেয়াদারাও তিরস্কারে পরাঙ্মুখ হয় না। তাঁহাদের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারা যেন গত চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন। এই নিমিত্ত ভদ্রলোকে প্রায় সাক্ষ্যদিতে যান না। যত মিথ্যাবাদী অভদ্র ও ছোট লোকে সাক্ষ্য দিতে যায়। উকীলদিগেরও তাহাদের প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহারা নানাপ্রকার বাক্য বিদ্রূপ করেন। ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট যাবৎ সাক্ষিদিগের প্রতি সসম্মান ব্যবহারের কোন নিয়ম না করিবেন তাবৎ ভদ্রলোকে আদালতে ইচ্ছা পূর্ব্বক যাইবেন না। ভদ্রলোককে আদালতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে ১৯ আইন করা হইয়াছে, তাহা বিফল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ঐবিষয়ে মনোযোগ করিয়া একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ভদ্র লোকে যে আদালতে যান না, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ ঘটিয়াছে। এক দিনে প্রায় কার্য্য শেষ হয় না। অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। ইহারও একটী সদুপায় করা কর্ত্তব্য। সাক্ষিগণ অবলম্বনে জীবন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই জীবনেরই যখন এই নিকৃষ্ট দশা, তখন অবলম্বনে যে উৎকৃষ্ট ফল হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অনেক সময়ে যে আমরা অবিচারের কথা শুনিতে পাই সাক্ষির দুর্দ্দশাই তাহার প্রধান কারণ। ঐ দুর্দ্দশা দেখিলে কেহই আদালতে সাক্ষ্য দিতে চান না। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার কোন উপায় করিবেন না?

বিবিধ সংবাদ।

শান্তিপুরের বাবু শ্যামাচরণ সান্যালের প্রতি রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসদ্ব্যবহার করেন, তৎঘটিত যে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, সম্প্রতি হাইকোর্টে তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। জষ্টিস ট্রেভেলিয়ান ও আর্থর সাহেবের নিকটে বিচার হইয়াছিল। উভয় জজই ঐকমত্য হইয়া বাবু কালীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবিষয়ের বিবেচনার্থ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে লেখা হইবে। আমরা চন্দ্রশেখর বাবুর মঙ্গল দেখিতেছি, তাঁহার এই প্রথম অপরাধ নয়। তিনি আর একবার আর এক বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ন্যায়পরতা যেরূপ প্রবল। তাহাতে তাঁহার অব্যাহতি পাত হইবে এমন বোধ হয় না। যাহা হউক আমাদিগের ইচ্ছা নিতান্ত গুরুতর দণ্ড না হয়। একবার তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যদি ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারেন। আমরা একটী বিষয়ে বড়ই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলাম। চন্দ্রশেখর বাবু সাহস সহকারে সরল ভাবে সত্য কথা কহিতে পারেন নাই। আমাদিগের শিক্ষিত দলে কয়েকজন কাপুরুষ প্রবেশ করিয়া কেবল বিদ্যাশিক্ষার নয় দেশের ও যারপর নাই অগৌরব করিতেছেন। মিথ্যা কথা যেন তাঁহাদিগের রসনাগ্রনর্ত্তকী হইয়া আছে। সামান্য স্বার্থের নিমিত্তও তাহারা অম্লানভাবে মিথ্যা কথা কয়। এনিমিত্ত এদেশীয় সমাজের ঘোর নিন্দা হইতেছে। আমাদের সমাজস্থ ভদ্রলোকদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা ঐ সকল মিথ্যাবাদী কাপুরুষকে বাছিয়া সমাজ হইতে যথাযোগ্য করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দেন। এই সকল লোকের দোষের নিমিত্তই আমাদের সমাজে এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছে "দুই পক্ষ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।" ঐ সকল মিথ্যাবাদী কাপুরুষকে সমাজ হইতে বাহির করিলে আমাদিগের সমাজের দশাটী যদি কিছু কমিয়া যায়, তাহা ও আমাদিগের অভীষ্ট।

আমরা গতবারে যাকুব খাঁর লিখিত পত্র বলিয়া যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছিলাম, আমাদিগের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সে খানি বাস্তবিক যাকুব খাঁর লিখিত নয়। এই পত্র খানি বাস্তবিকই হউক, আর কৃত্রিমই হউক, তাহার নির্ণয় করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ঐ পত্রে কাবুলেরও যাকুব খাঁর অবস্থা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা সে খানি অবিকল প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কাবুলের বিষয়ে ও যাকুব খাঁর বিষয়ে সুবিচার করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিপ্রেত। ঐ পত্রের প্রসঙ্গে আমরা সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কাবুলের ও ইয়াকুব খাঁর বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কি সে সুবিচার করিবেন না?

শুনা যাইতেছে মুক্তি প্রাপ্তিবন্দীকে হত্যা করা ইয়াকুবের ন্যায় কারাগারে রাখা হইবে। হাইল সিটীতে ইঁহার বাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নাভার রাজা এক্ষণে সিমলায় আছেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ। এজন্য তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে চান। পাতিয়ালার মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তকপুত্র হইবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতায় এক প্রকার নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। কয়েকটী স্ত্রীলোক এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন উহা সংক্রামক। কেহ কেহ বলেন এ পীড়ার নাম হোরিয়া। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হস্ত এরূপ কাঁপিতে থাকে যে সে আর কোন কাজ করিতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয় কোন যন্ত্রণা নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সিকিমের মহারাজা বিলাত হইতে ডাগেরের কল আনিতেছেন।

লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হওয়াতে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা বড়ই চটিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে মামা পাকার তামাসা করিতেছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুপ্রীটের সেসন জজ করিয়াছেন। শুনা গেল ব্রহ্মতা আসিষ্টাণ্ট জজ হাফিজ সাহেব এই সংবাদ শুনিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর অধীনে কাজ করিবেন না। কেননা, কোন ইংরাজই আর তাঁহার নীচে থাকিয়া কাজ করিবেন না এই রূপ প্রতিজ্ঞা করাতে কতৃপক্ষ ঐ সকল পদে দেশীয় লোক নিযুক্ত করিবেন।

সিরাজগঞ্জ পুলিস কেসস্ কারল নামক এক জন লোককে ধৃত করিয়াছে। তাহার অপরাধ এই যে সে মেকি টাকা প্রস্তুত করিত। সে খানি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি নিভৃতে মেকি টাকা নির্ম্মাণ করিত ও তাহার স্ত্রী সেই টাকা অতি সাবধানে একটী একটী করিয়া ছোট ছোট ছেলের হাত দিয়া চালাইয়া দিত।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ার একাউণ্টাণ্ট জেনেরল মেকফ লিমার্ক সাহেবকে বাঙ্গালার ফাইনান্স দিতে লিখিয়াছেন, এ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আয়ের ১৮ কোটি ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব অনেক কমাইতে বলিয়াছিলেন। মেকফ লিমার্ক সাহেবদের নিকট সংবাদ দিয়াছেন যে মেকফ লিমার্ক এখনো কোন সংবাদ দেন নাই।

আ[illegible]দেশীয় ইংরেজ লোকের মধ্যে সময়ে সময়ে [illegible] হইয়া থাকে। তাহাতে সময়ে সময়ে লোকের বড় কষ্ট হয়। গায়ের দিয়া গরিব কোন সময়ে সময়ে এক এক টুকরা ইট ও কাল পোষাকওয়ালা সাহেব মাথায় মারিয়া তাহার মস্তক চটকে তৈল বাহির করিয়া লয়। লাহোরে এইরূপ চড়ক সংক্রান্তি উপস্থিত। তথাকার চাকরেরা কেহই বাহির হইতে চায় না।

কুলস্‌ট্রাণ্ডে এক প্রকার অতি সুন্দর ঘোড়া দৃষ্ট হয়। উহার বর্ণ অতি বিচিত্র। দেখিতে ডোরাকাটা বিড়ালের মত। উহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট ও প্রস্থে দুই ইঞ্চি মাত্র। উহার মুখ শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে। উহার গায়ে হাত দিলেই উহা শরীর গুটাইয়া ফেলে। উহার ক্ষুধা অত্যন্ত অধিক। উহার গতি অতি বিচিত্র। ইংরাজিতে উহাকে জিনসের গাধাডল বলে। এই জীবের পুংবংশের প্রায় দৃষ্টি হয় না। কারণ উহার পুরীষ যেই হইতে এক আধ ফুট কাটিয়া ফেলিলে উহার কোন ক্ষতি হয় না।

কলিকাতায় পাথাটোলা কল হইয়াছে জানিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সংবাদ দিই, তদুপলক্ষে আমাদিগের পাঠকের মধ্যে অনেকেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই এবং উহার মূল্যও অবগত নহি। এই পাখা যাঁহাদিগের আবশ্যক হইবে কলিকাতা ইসলানেডরো ই, ডে, টম্‌সন কোম্পানির আপিসে পত্র লিখিলে বিশেষ তদারক অবগত হইতে পারিবেন।

এ সপ্তাহে আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি যথা—

১। বাউল ঐক্যতিকতাবে বাবাজী প্রণীত ধর্ম্মোপদেশসম্বলোচক কাব্য। ২। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের মতামতী ও গ্রন্থ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা। ৩। বাবু ভগবানচন্দ্র রায় প্রণীত পাশকপ্রকাশ। ৪। বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত ভিক্ষুণী উপন্যাস। ৫। মধ্য ১ম সংখ্যা বান্ধব ও বৈমাসিকের পত্রিকা।

আমরা শুকরাদিত্য নামে বারাণসীর একজন পুলিসইন্সপেক্টরের [illegible] করেন। তাহার পরে তাঁহার আবার হিন্দু হইতে ইচ্ছা যায়। তিনি আমাদিগের পরিচিতদিগের নিকটে ব্যবস্থা লইবার প্রার্থনা [illegible] কাশিধামে এক ব্রাহ্মণ [illegible] করিতে আইসেন। তখন তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে [illegible] ছাড়িয়া দেন। [illegible]

২। এ ভিক্টোরিয়া সানেলারেসের নামক স্কুলে এক অপরাধের [illegible] হইয়াছে। ঐ স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দিবার [illegible] হইয়া [illegible] পাঠ। [illegible] হইয়া [illegible] প্রায় ১৫০ বার করা হয়। [illegible] হইবার পর ২১ এ [illegible] হইয়া [illegible] পরাস্ত করিতে থাকে। [illegible] হইয়া [illegible] আরম্ভ হইল। তখনকার মনের বেগে সমস্ত [illegible] উৎপাটিত হইয়া ভূমে পড়িতে লাগিল। [illegible] ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক [illegible] হইয়া গেলে পর দেখা গেল মোটামুটি কয়েকটী পর্ব্বত শৃঙ্গ উঠিয়াছে। পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট পর্ব্বত শৃঙ্গগুলি [illegible] হইতে অতি ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সহিত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হইতেছে। তাহার তল [illegible] শূন্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় গেজেটিয়ার কমিশনারের মন্তিক আবিষ্কারের [illegible] লর্ড লিটন সাহেবের [illegible] সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন হয়। শেষে লিটন সাহেব বলিয়াছেন "আমি তোমার নিয়োগের কিছুই পরিবর্ত্ত করিব না। অথচ প্রজাদিগের মন রক্ষা করিব।" [illegible]

এই বারের কমিশনার [illegible] হইবেন। এই যে [illegible] শুনিয়াছিলাম ঐ পদে আর আপাততঃ লোক নিযুক্ত হয় হইবে না। কার্য্য [illegible] কমিসনরের পদটী উঠিয়া যাইবে। কৈ কাহার কি হইবে পরে কি হয় হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে গিরিজাইর পরীক্ষোত্তীর্ণ [illegible] বাবু প্রমদানাথ [illegible] নিয়োগ [illegible] দিয়াছিলাম। অদ্য আমরা [illegible] অতিশয় সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে তিনি [illegible] আমাদের [illegible] পাইয়াছেন।

ছাত্রের, কলিকে [illegible] হইবার নিমিত্ত কি, কালেজের [illegible] বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন [illegible] [illegible] [illegible]

পোষ্ট আফিসের কেরাণীরা এত দিন যে গ্রেড পাইতেছিলেন, শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দিতেছেন।

এবারেও সিটামর্লিয়ে একজন ফ্রেণ্ডিই খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক বাঙ্গালোরের রাস্তায় বক্তৃতা করিতেন। কানটনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে এরূপ করিতে নিবারণ করেন, প্রচারে যাহাতে বিঘ্ন না হইয়া পুনরায় প্রচার করিতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ১ শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, টাকা দিতে না পারিলে ৭ দিন কারাবাস করিতে হইবে।

শিমলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন কালো বাটী নামে এক টীলীয় যুবক চন্দ্রাপরাধে আড়াই বৎসর কারাদণ্ড হয়। অল্প দিন হইল তাহার মাতা মহারাণীর মুক্তি প্রার্থনা করিয়া লেডি লিটনের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করে। মহারাণী উহা পাঠ করিয়া ও বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাকে এই সর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে আর তাহার জীবনে তাহাকুলে আসিতে পারিবে না।

গত ১৩ ই মে শিমলায় একটী সভা হইয়াছিল। তাহাতে যে দুইটী লোকের আসিবার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং আসায় সময় কালো আসামীদিগের আক্রোশীয় সকল বিষয়ই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এই বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন আসামবাসী মহম্মদেরা অত্যন্ত অসভ্য। তাহাদের পরিধানে লজ্জাসংযোগী কাপড় থাকে না। পরিমাণে ১০০০০ লোক প্রেরণ করেন তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগের বৃদ্ধি হইতে পারে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং অনেক লোকের সংস্থান করিয়া যায়। আসামের অধিকাংশ লোকই চা-বাগানে কার্য্য করে; তাহারা চা-করদের নিকট নিত্য নিত্য অধিক বেতন পাইয়া এমনি অলস হইয়া পড়িয়াছে যে পাঁচ বার মাসই এক প্রকার বসিয়া খায়। তাহার অতিরিক্ত শিক্ষাভাবে তাহাদিগের অন্যান্য অনেক দোষ। উহারা চা-করদের নিকট ঐ প্রার্থনা করিয়াছিল আসামে যদি চা-করের সংখ্যা কম হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হইবে, সেজন্য চা-করেরা অধিক বেতন দিতে স্বীকার হইবে। এই প্রস্তাবে চা-করেরা অসম্মত হইয়াছেন।

১৬ ই মে কলিকাতার অন্তর্গত বেলঘরিয়া নামক স্থানে ভয়ানক অগ্নি লাগিয়া প্রায় একবারে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। ৩ শত ঘর দগ্ধ হইয়াছে ও বিস্তর টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

জষ্টিস জ্যাক্সনের পদত্যাগ প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। আপাততঃ ফিলড় সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

মালব দেশ হইতে মাদ্রাজে যে অফিম আসিয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি সিন্দুকের উপর ৭০০ টাকা মাশুল ধরিয়াছেন।

জাবরবয়ের গবর্ণর কেমেরন মারকুইস রিপন গত ৮ ই জুন মঙ্গলবারে শিমলা শৈলে উপনীত হইয়াছেন।

কাশের কতকগুলি তীর্থযাত্রীকে বোখারা ও তুর্কিস্থানের সর্দ্দারদিগের পত্র বাহক ও লোকজনের বিদ্রোহ মনে করিয়া সমরখন্দে ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়েকজন পলাইয়া কাশগর আসিয়াছে। উহারা বলিতেছে চীনের সহিত কাশের গোলযোগ গুরু আরম্ভ হইয়াছে। কাশর সৈন্য পরাস্ত হইয়া কুলজা সীমা হইতে হটিয়া গিয়াছে। চীনেরা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

দেশের লোকের অনেকেই সময়ে সময়ে চীৎকার করেন গবর্ণমেণ্ট ও মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রস্তাবও করিয়া থাকেন কিন্তু এপর্য্যন্ত মঠের তত্ত্বাবধান ও মঠের নিদিষ্ট ধন সহায়ে বিনিয়োগ করিবার উৎকর্ষ সাধন হইল না। আমরা শুনিলাম বারসতের উত্তর আমডাঙ্গার ৺কৃষ্ণমণী ঠাকুরাণীর বার্ষিক ৪ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে। কৃষ্ণনগরের রাজা ও পাটনার জমীদার ৺গঙ্গাপ্রসাদ রায় ও তাঁহার ভ্রাতা রায় ঠাকুরাণীকে ঐ সম্পত্তি দান করেন। মহান্তগিরি মতে এক এক জন প্রধান হইয়া উহার তত্ত্বাবধান ও ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মহান্তের শিষ্য হইয়া ঐ মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তাঁহার ব্রহ্মত্বক্রম প্রাপ্ত না হওয়ায় হইবে। মাসাধিককাল অতীত হইয়া কতকগুলি লোক গবর্ণমেণ্টে এই অভিপ্রায় করে যে ঐ ব্রহ্মচারি পুরুষ ও ঐ মঠের উহার স্থানে হস্তান্তর করিয়া আনিয়া মহান্তের শিষ্য হয়। প্রায় ৩০ বৎসর হইল এই ঘটনা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন অনুসারে ধারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপরে উহার তদন্তের ভার দেন। ডেপুটী বাবু তাঁহাকে সমন দিয়া আপনার কাছারিতে আনিয়া গুপ্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলেন, আমাদিগের গুপ্ত মন্ত্র বলিতে নাই। কিন্তু ডেপুটী বাবু তাহাতে ক্ষান্ত না হওয়াতে মঠের অধ্যক্ষ বলেন আমি অদ্য বিবেচনা করি কল্য বলিব, ঐ কথা বলিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ ব্যক্তির অসদ্ব্যবহারই তাঁহার এই মৃত্যু ঘটনার কারণ হয়। সে অতিথিদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিত। দেবত্বত্ব অনেক অর্থ অসৎকার্য্যে ব্যয় করিত তাহাতে লোকে বিরক্ত হইয়া তাঁহার নামে দরখাস্ত করিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ময়মনসিংহের কতিপয় উদ্যোগীব্যক্তি একত্র হইয়া প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের উদ্ধার মানসে সপ্তাহে সপ্তাহে ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন। ইহাঁরা প্রথমে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার আরম্ভ করিবেন এবং ৯ মাসে উহা শেষ করিয়া ক্রমে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রই প্রচার করিবেন।

আজি কালি কলের চিনি হইতে যে মিছরি হইতেছে তাহা অনেকে ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন। এই জন্য অনেকে দেশী মিছরি বলিয়া অনেক কে কৃত্রিম মিছরি বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল অনিষ্ট দর্শনে বৈদ্যবাটীর শ্রীরামচরণ নাগ দেশী অকৃত্রিম মিছরি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। বাস্তবিক কলের চিনি হইতে যে মিছরি প্রস্তুত হয় তাহা ব্যবহারে আমাদিগের ধর্ম্ম হানি হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট মিউজিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জোড়াসাঁকোস্থ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ২৫ টাকা দান করিবেন।

১৮৮০ সালের ২৯ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের ৭০৮৯২৯৯৲ আয় হইয়াছে।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺ আনন্দ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত এক খানি অভিধান ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের হস্তগত হয়। আমরা উহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, সাধারণত অভিধান খানি মন্দ হয় নাই। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

গত ১৮ ই জৈষ্ঠ রাণাঘাট কৃষ্ণচন্দ্রপালের সভায় ২ য় অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যগণ কেবল মিউনিসিপাল কমিশনরগণের সমনিবন্ধন আনিষ্টের প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। ইহাঁরা সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সভ্যগণের এ উদ্যম যে প্রশংসনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গত ১১ এ জৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট আফিসে প্রেসিডেন্সি পোষ্ট মাষ্টার জর্জ্জ সাহেবের সহিত বিউক সাহেবের ঘোরতর মারামারি হইয়া গিয়াছে। শুনা গেল জর্জ্জ সাহেবেই কিছু বেশী মার খাইয়াছেন।

কুমারী বেক উইক নামক ১৯ বৎসর বয়স্কা একটী বিবি বিলাতের একটী নদীতে একাদিক্রমে ৩০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন।

গত ৩১ এ মে বৈকালে বিরিয়পুরের নিকটস্থ রমীনপুরের দৌলত সেখ নামক এক ব্যক্তি আবদুল করিম নামক আর এক ব্যক্তিকে উলুবেড়িয়া হইতে চাউল ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইবে এইরূপ লোভ দেখায় করিম লোভের বশবর্ত্তী হইয়া দৌলতকে সঙ্গে লইয়া যায়। তাহার সঙ্গে ৮০টী টাকা ছিল। পথিমধ্যে দৌলতের পরিচিত আর ৩ জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বজবজের রাস্তায় সকলেই একত্রে তাড়ি খায় ও বাসি-১১ টার সময়ে দৌলত ও তাহার ৩ জন পরিচিত ব্যক্তি একত্র হইয়া, আবদুল করিমকে বান্ধিয়া গড়ের মাঠে লইয়া গিয়া তাহার খাসনালীর প্রায় ছয় ইঞ্চি কাটিয়া ফেলে এবং তাহার নিকট হইতে টাকা কড়ি লইয়া প্রস্থান করে। পর দিন প্রাতে তত্রত্য পাটের কলের লোকে তাহাকে অর্দ্ধ জীবিত দেখিয়া আলিপুরের থানায় সংবাদ দেয়। তত্রত্য পুলিস সব ইন্সপেক্টার বাবু গিরিশচন্দ্র দেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া করিমকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া এই ঘটনার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। দৌলত ধৃত হইয়া হাজতে আছে, বাকী ৩ জন এখনও ধৃত হয় নাই। গিরিশ বাবু উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতেছেন। ভরসা করি তিনি নিজ অনুসন্ধিৎসাগুণে অপর আসামী ৩ জনকে ধৃত করিয়া সুখী করিবেন।

আলিপুরের অধীন নন্দীগ্রামের কতিপয় জালুক একত্র হইয়া নিমাইচরণ মোণ্ডল নামক মরিয়ালস অঞ্চলের জনৈক মহাজনের নৌকায় ডাকাইতি করিয়াছিল। আলিপুরের সুযোগ্য সব ইন্সপেক্টারের যত্নে ৮ জন অপরাধী ধৃত হয়। বিচারে ৭ জন দায়রা সোপর্দ্দ ও এক জন মুক্ত হইয়াছে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৩রা জুন। আবদুল রহমান ইংরাজ প্রেরিত দূত সন্ধার ইব্রাহিম খাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দর ভাবে পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমীর করিবার প্রস্তাব করিয়া যে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহার কোন স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। শুনা যায় দূতের সহচরগণকে বন্দি দশায় থাকিতে হইয়াছিল। রহমান তাহাদিগকে একত্র থাকিয়া কোন বিষয়ে কোন প্রকার মন্ত্রণা করিতেও দেন নাই। তাঁহার নিকটে এক জন রুশিয়া এজেণ্ট রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন তিনি আবদুল রহমান ভবিষ্যতে কি করিবেন তদ্বিষয় সম্বন্ধে সন্ধি পত্রের মধ্যে একটী লিপি পড়ি করিয়া লইবার জন্য কবিয়া হইতে কাবুলে আসিয়াছেন।

গজনীস্থ সৈন্যগণের ব্যয়ার্থ শুক্রবার ৩ লক্ষ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

৪ ঠা জুন। বুধবার দস্যুরা জেলালাবাদ শিবিরের নিকটস্থ বাজার আক্রমণ করিয়া ৩ জন দোকান দারকে হত ও ১০ জনকে আহত করিয়াছে। সৈন্যগণ গত কল্য নির্ব্বিঘ্নে কামাহ নদী পার হইয়া গিয়াছে। মোল্লা কফির রসিকট নামক স্থানে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে কোটালের লোক আমিত পরওয়ার নামক স্থানে একত্র হইতেছে।

শুনা যাইতেছে সাদুখেল ও আলিসারখেল সিকওয়ারি নামক জাতির সর্দ্দারেরা মাসিক ১৬০০ বেতনে পারেন ডাকা ও পেসবোলাকের মধ্যস্থ পথ রক্ষা করিবে।

আয়ুব খাঁ হিরাটে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া কান্দাহারবাসিরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। দেশের সকল লোকই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহা হইতে তাঁহাদের যদি কিছু ক্ষতি হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

কাবুল ৩রা জুন। গত কল্য মহম্মদ জানের আত্মপক্ষীয় একজন লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করে। তাহার উদ্যম বিফল হইয়াছে। অপরাধীর নাসাচ্ছেদ দণ্ড হইয়াছে।

তলকুবখান হইতে ফিরন চারিকার হইয়া এক জন লোক আসিয়াছে। সে বলে তুর্কি স্থানের সৈন্যেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উজবেক ও কাবুল রেজিমেণ্টে বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এক রেজিমেণ্ট বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিয়াছিল সে রেজিমেণ্টকে দূর করিয়া মাকারি সরিফ হইতে আর এক রেজিমেণ্ট আনা হইয়াছে। সৈন্যেরা এরূপ উৎপাত করিতেছে যে অনেক ভদ্র পরিবার অন্যত্র স্থানে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

আবদুল রহমন বলপূর্ব্বক এক লক্ষ টাকা ঋণ লইয়াছেন। আবার সেইরূপ ঋণ লইবার চেষ্টায় আছেন। টাঁকশাল খোলা হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী হত হইয়াছে। কর্ণেল ভাবার বিদ্রোহ উত্তেজনা করণ অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিস্তর যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল। মাকারি সরিফ কিছু কালের জন্য আফগানি স্থানের রাজধানী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

সোমবার জেনারল চার্লস গফের সৈন্য পুথমাণের দিকে যে শিবির আছে তথায় যাত্রা করিবে। ইজিনিয়ার ডিভিজ পার্কের তিন চতুর্থাংশ একেবারে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জুন। সৈন্যদিগের অল্পকাল কর্ম্ম করিবার যে নিয়ম আছে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য জেনেরল সর জেমস আয়রের যে কমিটী আছে তাহার সভ্যেরা বলিয়াছেন উহাদিগের কর্ম্মকাল ৯ বৎসর করা কর্ত্তব্য।

১৫ ই জুন বার্লিনে যে সভা হইবে সেই সভায় বর্লিনস্থ ইংরাজ দূত লর্ড ওডো রসেল ও জেনেরল সর জন লিনডলি ইংরাজদিগের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবেন।

মণ্টিনিগ্রোর সহিত আলবানিয়দিগের যে বিবাদ হয় ইংলণ্ড মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ওভিডেনের মাশুল তুলিয়া দিতে উদ্যত। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন রাজস্বের অবস্থা ভাল নহে বলিয়াই তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল না।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, আফগানস্থান সম্বন্ধে লর্ড রিপনের যেরূপ অভিপ্রায় সাধারণে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত নহে। তিনি বলেন গবর্ণমেণ্টের দুটী অভিসন্ধি আছে। প্রথম শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ না করা। দ্বিতীয় একটী পাকা বন্দোবস্ত করিয়া আগামী বসন্তকালে সৈন্য ফিরাইয়া আনা। কান্দাহারকে কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাতে স্বাধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু এরূপ কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে যাহাতে বিটিশ সৈন্যের কান্দাহারে অবস্থান প্রয়োজন না হয়। গবর্ণমেণ্ট বলেন আমীরের সহিত যাহা সীমা সম্বন্ধে স্থির হয় নাই; লর্ড রিপন সীমা প্রদেশ অধিকৃত রাখা ও না রাখার বিষয়ে যাহা ভাল বুঝিবেন তিনি সেইরূপই করিবেন, পুথামকেরসন্ধি পত্র বাতিল হইয়াছে।

সৈন্য ও নৌ-সৈন্যগণ কোন অপরাধ করিলে তাহাদিগকে বেত মারা হইয়া থাকে। আয়র্লণ্ডের সেক্রেটারি বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর হইতে ঐ নিয়ম তুলিয়া দিবেন।

টানেরা দুর্ভিক্ষের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছে।

বিলাতের বাণিজ্য সভা বলেন বাণিজ্যের বিল

জন্য বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসরের মে মাসে যে পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানি হইয়াছিল এ বৎসর মে মাসে তদপেক্ষা ২৭৩১৫৫০ টাকা অধিক মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ৪৫৮০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

সম্বাদ ১৮ ই জুন। গেল কলিকাতার মিউনিসিপালিটির মেম্বর ইলেকশন যে ১৫ জন মেম্বর পাইতেছিলেন তাহা এখন হইয়াছে ১৬।

গতকল্য ১৭ ই জুন ভিক্টোরিয়া সভার সভাপতি ও আর্টের সভাপতি সভাপতি হইলেন।

গতকল্য ১৭ ই জুন ডিরানাস্থ ডুমণ্টের অনারেবল হেনরী ক্লিফটোপ মার্কুইস রিপনের আইডেড ডেকেটারি হইলেন।

সম্প্রতিবার ইণ্ডিয়া অফিসের হইতে ছাড়ার অব মিডিল টেম্পল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইণ্ডিনিবেনিক ইউ সেক্রেটারি মেহারবন সাহেব ক্রমিকে হইতেছেন ইহাতে নিশ্চয় বাড়াবাড়ির আর আবশ্যক নাই। কারণ, সকল হইতে এই উপলক্ষে অস্থায়ী অফিসারদিগের সহিত উপনিবেশবাসীদিগের বিবাদ পড়িয়া উঠিবে। গবর্ণর যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে বিবাদ মিটাইতে পারেন তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

কনষ্টান্টিনোপল ১১ ই জুন। কাবেনেট মন্ত্রি সভার সভাপতি হইয়াছেন। অবিসিনিয়া উজির উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনি নিকেশীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

কনষ্টান্টিনোপল ১১ ই জুন। যে সকল আর্মানিরা মসিহিনিহোলিসের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতেছে।

লণ্ডন ১১ ই জুন—পল মলে গেজেটের সম্পাদক ইংলণ্ডের আর এক মহাপাপ বাহির করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং টাইম্‌স ও ডেলিনিউজ বিলের পক্ষপাত করিতেছেন। তিনি বলপূর্ব্বক নাবালক বালিকার আত্মোদ্বাহিক হিসাব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আর এক ঘোর পাপ কিনার হইয়া পড়িতেছে। [illegible] উহার উত্তর দিতে পারিবে না। [illegible] উহার উত্তর দিতে পারিবে না। [illegible] যোগ মিটাইতে হইবে। [illegible] উপর যে টাকা দিবে, তাহা তাহাদিগকে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। যখন হইতে গ্রাণ্ড সম্বন্ধে উপর [illegible] আরোপ করা হইয়াছে, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য অনেক লোক টাকা উঠাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি ছয় মাসের জন্য যে হারে ইনকম ট্যাক্স বসাইয়াছেন তাহার উপর প্রতি পাউণ্ড এক পেনি বাড়াইতে বলিয়াছেন এবং যদি প্রস্তুত করিতে হইলে যে লাইসেন্স লইতে হইত তাহার নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া বলেন যে এরূপ করিলে ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

সম্বাদদাতার পত্র।

ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের আত্মার সম্মিলন, তাঁহার সহিত আমাদের আত্মার যোগ সাধন ব্যতিরেকে আমাদের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। যে অবলম্বনে সেই অধ্যাত্ম-যোগ সাধন হইবে, সেই সমস্তই আমাদের ধর্ম্ম ও জীবন সাধক হইবে। ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই সেই যোগ-সাধনের এক মাত্র উপায়। [illegible] অনেকে ধর্ম্ম করিতে অথবা অন্যের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে তত উদ্যুক্ত নহেন, নিজের স্বার্থ, নিজের সুখসম্পদ লইয়াই যাঁহারা পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের উপদেশের জন্য এখানে আমরা আমাদিগের এ কথার আলোচনা করিতেছি যে, যিনি আত্মার শরীর মন ও আত্মা ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, যিনি যাঁহার কাছেই নিজ জীবন উৎসর্গ করেন, যাঁহার নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধিরই বাধ্যবাধ্য হয় না এবং অন্যান্য স্বার্থ সকল যে সকলের, তাহার আস্বাদ তিনি যদি এক বার প্রাপ্ত হন তবে তাঁহার তুলনায় তিনি আর বিষয়-সুখকে সুখ বলিয়াই গণ্য করেন না; তিনিই বিশুদ্ধ সুখ এবং প্রকৃতানন্দ, উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, বিষয় সুখ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপা ঈশ্বর সেবা করেন, তাহাদের [illegible] কোন স্বার্থই নাই, যাঁহারা নিজ-স্বার্থ ও নিজ সুখের জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদেরই ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেকগুলি লোক এমন আছেন যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা করা দূরে থাকুক, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিলে তাঁহারা বড় আহ্লাদিত ও সুখী হন, পৌত্তলিক অথবা একেশ্বরবাদী বলিলে তাঁহারা তাঁহার সহসা দুঃখিত ও অসুখী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কতকটা এইরূপ অন্ধ বিশ্বাস যে, ঈশ্বর অবিশ্বাস করিতে পারিলেই লোকে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞ সুজ্ঞ লোক, অন্যথা তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া গণ্য করিবে। যাহা হউক ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার অধিকার মনুষ্যের আছে কি না অদ্য আমরা এক বার অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া দেখিব।

বিশ্বাস মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ-ধর্ম্ম। কোন কিছুতে বিশ্বাস না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। বিশ্বাসের ভূমি অর্থাৎ বিষয়—সত্তা। যাহারা সংশয়বাদী, সকল বিষয়েই সংশয় করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারাও তাঁহাদের সেই সংশয়াত্মক মতকে সত্তা বোধেই তাহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব সত্তা যে আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, অস্বীকার করিবার কোন উপায়ও নাই। সত্তা কি ও না, যাহা সাধারণ হইতেও সাধারণ, তাহা হইতেও সাধারণ—একান্ত সর্ব্বসাধারণ, তাহাই সত্তা। সত্তার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এমন কোন বস্তুই নাই, কোন বস্তু হইতেই পারে না। আমরা ইতস্ততঃ যে সকল সত্তা দেখিতে পাই, তাহাদের যিনি মূল, তিনিই মূল সত্তা; তাঁহারই আবির্ভাবে অন্যান্য যত সত্তা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই মূল সত্তাকে সন্দেহ করিলে আমাদের বিশ্বাস করিবার আর কিছুই থাকে না, কারণ যে ব্যক্তি বলে যে "মূল-সত্তা নাই" মূল সত্তা যদি সত্তা সত্তাই না থাকেন, তবে তাহার সেই যে কথা তাহা কিসের অঙ্গে সত্তা হইবে? সকল সত্তার আশ্রয় স্বরূপ যদি মূল সত্তা না থাকিতেন তবে এই দৃশ্যমান সত্তা সকল কাহার আশ্রয়ে সত্তা হইত? মূল সত্তা আশ্রয়-স্বরূপ বিদ্যমান আছেন বলিয়াই না অন্যান্য বস্তু সকল সত্তাবান্বিত হইয়াছে? স্বীকার করিতে হইবে, এই যে মূল সত্তা, ইহা আজ আছেন, কাল ছিলেন না এমন নহে, পরন্তু ইহা চিরকালই আছেন। কারণ, মূল সত্তা যদি কোন এক সময়ে না থাকিতেন, তবে পরক্ষণে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? শূন্য, অভাব, অসত্তা হইতে কখনও কি সত্তা নির্গত হইবার সম্ভাবনা আছে? অতএব মূল সত্তা যিনি, তিনি চিরকালই আছেন, এবং তিনিই আমাদের আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা।

এই যে সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, পরন্তু অভাবেরই অভাব আছে—তিনি পূর্ণ। যদি বল তাঁহার পূর্ণতা অসত্য কি প্রকারে অবগত হই? তাহার উত্তর এই যে, আমরা যদি একবার অভিমান শূন্য হইয়া আমাদের আপনাদের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা আপনারা যে সত্য স্বরূপ অপূর্ণ অনায়াসেই বুঝিতে পারি, কেন না ঈশ্বরের পূর্ণতার ভাব আদর্শরূপে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে বলিয়াই তাহার তুলনায় আমরা আপনাদিগকে অতি অকিঞ্চন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। যখন আমাদের আত্মা

বিকৃত হইয়া যায়, যখন আমরা ধনমদে বা জ্ঞানমদে মত্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই বড় দেখি—এই পরাকে পরা জ্ঞান করি, তখনকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যখন আমরা প্রকৃতিস্থ থাকি, যখন আমরা আমাদের স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই, তখন আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরস্থ সেই পূর্ণতার ভাবের সমক্ষে হেঁট মস্তক না হইয়া, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রতি নির্ভর না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারি না। এক দিকে এই পূর্ণতার ভাবকে, অপরদিকে আমাদের নির্ভরের ভাবকে আমরা আপনারা করিয়া চিন্তিয়া আমাদের মনের মধ্যে আনয়ন করি নাই, পরন্তু ঐ দুইটী ভাব স্বতঃসিদ্ধরূপেই আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, বাল্যকাল হইতে শিক্ষার প্রভাবেই আমরা ঈশ্বরের ভাব, পূর্ণতার ভাব শিক্ষা করিয়া থাকি, উহা যে আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতঃই বিরাজ করিতেছে এমন নহে। কিন্তু যাহা আমরা নিজে উপার্জ্জন করি, ইচ্ছা করিলে নিজে তাহা ত্যাগও করিতে পারি; পূর্ণতার ভাব অথবা নির্ভরের ভাব আমরা চেষ্টা করিয়া ত্যাগ করিতে পারি না—এক জন ঘোর নাস্তিক যখন সবুদ্ধ পণ্ডিত হইয়া হাবুডুবু খায়, যখন তাহার সমস্ত দর্প চূর্ণ হইয়া যায়, তখন সেও "পিতা! রক্ষা কর" বলিয়া রোদন করিতে থাকে। অতএব পূর্ণতার ভাব আমাদের চেষ্টায় নয়, পরন্তু তাহা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে স্বতঃস্থিতি করিতেছে। এই পূর্ণতার যাঁহার, তিনিই ঈশ্বর, তিনি চিরকালই আছেন এবং চিরকালই থাকিবেন, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার আমাদের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস তাহা স্বাভাবিক; দর্শনশাস্ত্র পাঠ বা গুরুপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহা উপার্জ্জন করিতে হয় না। তাহাকেই সহজজ্ঞানমূলক আত্ম প্রত্যয় বলে। যে জ্ঞান বিনাপ্রকরণে আমাদের আত্মাতে আপনাআপনি আবির্ভূত হয়, তাহাকেই সহজ জ্ঞান বলে এবং সেই সহজ জ্ঞানমূলক যে প্রত্যয়, যাহা কোন প্রকরণ পরতন্ত্র নহে, যাহা আপনাআপনিই আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হয়, তাহাকেই আত্ম-প্রত্যয় বলে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এই যে স্বাভাবিক বিশ্বাস; এই যে আত্ম প্রত্যয়, ইহা তোমার আছে আমার নাই এমন নহে, ইহা সভ্য অসভ্য, পণ্ডিত মূর্খ, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকল লোকেরই আছে। যদি বল, এ বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইল, তবে কোন কোন ব্যক্তিকে নাস্তিক হইতে দেখা যায় কেন? ইহার উত্তরে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, সহস্রের মধ্যে দুই এক জন অন্ধ বা বধির হয় বলিয়া তুমি কি বলিবে যে, মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ লাভ করা স্বাভাবিক বিধান নহে? বিশেষতঃ চক্ষু কর্ণ লাভ করিয়াও তুমি যদি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেল, তুমি যদি বাহাদুরি দেখাইবার জন্য সাধ করিয়া অন্ধ ও বধির হও তবে সে দোষ কাহার? বাক্তি বিশেষ নাস্তিক হয় বলিয়া—সাধ করিয়া নাস্তিক হয় বলিয়া, ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের যে বিশ্বাস, তাহাকে অস্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা ত্যাগ করিবার আমাদের অধিকার নাই।

তত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে যে, মনুষ্যের "তত্ত্বজ্ঞান" ও "পুণ্যস্পৃহা" নামক দুইটী মনোবৃত্তি আছে; একটীর কাজ ঈশ্বর তত্ত্বলাভ করা, আর একটীর কাজ ঈশ্বরে আত্মা মন সমর্পণ করা—তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত করা। আমরা দেখিতে পাই, মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যত গুলি ইন্দ্রিয় আছে এবং অনুচিকীর্ষা উপচিকীর্ষা প্রভৃতি যত গুলি মনোবৃত্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সার্থকতার কারণ তদনুরূপ বিষয় সকলও আমাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের এমন একটীও ইন্দ্রিয় বা বৃত্তি নাই, যাহার চরিতার্থ হইবার কোন বিষয়ও নাই। যদি এরূপ হইল তবে আমাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান ও পুণ্যস্পৃহা বৃত্তিদ্বয় আছে, তখন তাহাদের সার্থকতার কারণ অবশ্যই পরম ঈশ্বর আছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল মনুষ্যই ঈশ্বর-তত্ত্বানুসন্ধানে ও তাঁহার পূজাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমাদের উক্ত দুইটী বৃত্তির অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যখন তাহারা আছে তখন তাহাদের বিষয় ঈশ্বরও অবশ্য আছেন; অতএব তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদিগের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বাস যে স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার আমাদের যে কোন অধিকার নাই, তাহা অতি সংক্ষেপে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? একজনের স্বাধীনতাবলে অন্যের কণ্ঠরোধ করা যাইতে পারে বলিয়া কি দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে? ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার মনুষ্যের অধিকার নাই বলিয়া সকল মনুষ্যই যে তাঁহাকে বিশ্বাস করেন এমন নহে, মধ্যে মধ্যে দুই এক জনকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা তাঁহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহাদের এক মহৎ দোষ আছে এই, তাঁহারা সকল বিষয়েই যুক্তির প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন তাঁহারা তাহাতেই বিশ্বাস করেন, আর যাহার মীমাংসা করিতে পারেন না তাহাতে বিশ্বাস করেন না। সত্য নির্ণয়ার্থে যুক্তির প্রয়োজন করে না, আমরা এমন অসার কথা বলি না, প্রকৃত মনুষ্য ধর্ম্মও বুদ্ধিজীবী হইয়াছে বলিয়াই অন্যান্য ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে তাহা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল মাত্র বুদ্ধিই আমাদের সম্বল নহে, সত্য নির্ণয়ার্থে বুদ্ধির যেমন বুদ্ধি-ভূমি অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান প্রয়োজন আত্ম-প্রত্যয়ের তদ্রূপ তেমনই প্রয়োজন। কেবল আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করিলে যেমন ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ কেবল মাত্র বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিলেও আমাদের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমাদের বুদ্ধির চাই, আত্ম প্রত্যয়ও চাই। তর্কের সময় দেখা যায় যে, এ প্রকারটীর প্রমাণ কি, আবার সে প্রমাণের প্রমাণ কি এইরূপ করিয়া ডিগিয়া গেলে শেষে আমাদিগকে এমন কতকগুলি প্রস্তাবে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়, যাহার কোন প্রমাণ নাই অথচ আমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। "জ্যামিতির বিন্দুর প্রকৃতি এই যে, যাহা কেবল স্থিতি আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই এবং বিন্দুর স্থিতি আছে কিন্তু অবয়ব নাই। এ তত্ত্ব বুদ্ধির অগম্য অথচ আমরা সকল জ্যামিতির বিন্দুর অস্তিত্বে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। যুক্তিশাস্ত্র বিদ্যার এক তত্ত্ব এই যে, এমন দুই রেখা আছে যাহা বর্দ্ধিত করিলে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে অথচ তাহাদের সংস্পর্শ হইবে না। এ তত্ত্বটী বোধগম্য নয়, অথচ আমরা তাহাতে না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারি না। বীজগণিতে অনন্তবাদি সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সকল বুদ্ধির অগম্য, অথচ যে সকল বিষয়ে আমরা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না" (অক্ষয়বাবুর ধর্ম্মনীতি) যদি এরূপ হইল, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান ও তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁহার সকল তত্ত্ব আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারি না বলিয়া তাঁহাকে অবিশ্বাস করা আমাদের কি উচিত? তাঁহার আত্মতে বিশ্বাস দ্বারা আমাদের যেমন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা, অবিশ্বাস দ্বারা কখনই তেমন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা কেন? আমি যে রূপ বুদ্ধিমান, ঠিক সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধির দোড় আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু আমা

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার ইঁহারা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

যোগনিদ্রারস।

এই সুনিশ্চিত ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অবার্থ ঔষধ আরো কিছু থাকে, তবে ইহাই অবার্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, গুটি কলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি যন্ত্রণা থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতি কুন্তল তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সবল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। উহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণস্থ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। ওষ্ঠনা উদ্বেগ, মূর্চ্ছা বায়ু, গলমধ্যস্থ, ঘুঙ্গিবাদ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন্দ অগ্নি করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন খেচুনি এবং ওষ্ঠাদরাদির আধা শরীর রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কলোনকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় বায়ু ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, হুংপিণ্ড, কাস, শ্বাসকাস, বক্ষোবেদনা, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব সমূহ অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, বায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজতা কারণ বশতঃ সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা স্নায়বিক প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

সঙ্কট তৈল।

অদ্য ভ্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵ আনা। কর্ণের ঘা, শূল, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলম্বস মাদু নানাপ্রকার ঔষধার্থে হইতেছে। সত্বর মূল্য ও অন্য সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কলম্বস গম্ব মুক্তাপুর কলিকাতা } শ্রীইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। কলিকাতা ৬ নং কালেজ স্কোয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্রের নিকট ।১০ আনা ডাক মাশুল সহ ৷৵০ আনা করিয়া মূল্য পাঠাইলে তিন তিন খণ্ড একত্র যাইবে।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন পক্ষাঘাত, গ্রন্থীসংকোচন, শূল ব্যথা, ফোলা, শব্দির ব্যথা, কাশীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসা-পত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ রুডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব-নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রূষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশ হীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

সুর সুন্দরীবর্টিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কটিবল, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অর অকটি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, সূতি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরোক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ভুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমার উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুক্তাপুর ১০ নং বৃন্দ গুপ্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। দেবাদিং পত্র গণীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, শটলডাঙ্গা কানিশ লাই ব্রেরীতে ও ৯৭ নং কারার ঘোষার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৷০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

১২৭ নং চিৎপুর রোড—পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিস্তর পুস্তকগুলি বিক্রয়ের ভার এই পুস্তকালয়ের উপর ন্যস্তার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রাহকেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
বহ্নফেরদীপিকা	৩।০	৷৷০
সঙ্গীতসার	৸৷০	৸০
কণ্ঠকৌমুদী	১৷০	৷৷০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রকৃতি।

বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা।

(আকার ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা ফুলস্কেপ।)

ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। মফস্বলে ডাক মাশুল লাগিবে না। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে বিদেশে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

এই পত্রিকার সাহায্যে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী দি আই, মহোদয়া দুই শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রকৃতি কার্য্যালয়
৪৮ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড ভবানীপুর।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সারল্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বসুগুপ্তাগরের লেন ১০ নং কল্পদ্রুম যন্ত্র
কলিকাতা মুক্তাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা কৌড়লারি বালাখানা ১৪৬ নং আপার্কেলোয়ার ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ৷৷০

আর্য্য গৃহ চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সংক্ষেপ, দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের শোধন মারণ, নাড়ী বিজ্ঞানের পরীক্ষা, বস্ত্র পরিধির পরিমাণ বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদানপ্রদান। প্রতিক ৪টিতেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নিম্নোক্তের নাম রোকা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিত্তে হয় ত, দেবি নয়। কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪১ হুমাবাড় ভবানীপুর } শ্রীবাগচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সঞ্জীবনী।

সমালোচনী মাসিকপত্রিকা। "স্বাধীনতা" লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৷৵ আনা।

সপ্তম খণ্ড হইতে সম্পাদকের "স্বাধীনতা লেখক" "ভবিতে বিবাহ" নামে একটী উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে এই পত্রিকা [illegible] প্রেরিত হয় না।

৪৪ হুমারোড ভবানীপুর } শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

নু চ দ ও এণ্ড কো
হোমিওপ্যাথিক
ড্রগিষ্ট

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
মাদার টিং	।৶০	৷৶০	ওলাইঠা বাক্স	২৷০
ক্ষত বড়ী	।৶০	৷৶০	সাধারণ চিকিৎ	১৲
ভাইনিউসন	।০	।৶০	অরুরোগের	৫৲

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫৲ চিকিৎসা সার ।৶০
ওলাইঠা চিকিৎসা ।০ ওলাইঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৶
স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রক্ষয় ।৶
ঔষধগুণ সংগ্রহ ২।০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷০
অন্ন চিকিৎসা ৷০ হোমিওপ্যাথিক ফি ৴০
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৶ ডাক মাশুল ।৶০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল হ্যাণ্ডবিল, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, রাধসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক সংখ্যক পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ম ও ২য় স্কন্ধ ১৷০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।
ঐ বাঙ্গালানুবাদ
দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ২৷০ টাকা মাত্র।
হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।
৩৯ নং পরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি এই, ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ ৬ই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, শুক্রযন্ত্রের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থি ধর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৷০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ু দূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা ধরিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ... ... ৩ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷০ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতা মুজাপুর ৩৯ নং পরাণহাটা কল্পদ্রুম যন্ত্রে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বুদ্ধগুপ্তাগারের সেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ১০ ম সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল ৮ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ২১ এ জুন। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৬ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা
সোণাপুর ডাকঘর
জিলা ২৪ পরগণা

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

প্রেস ও হটপ্রেসাদি বিক্রয়।

কলিকাতা মুজাপুর বুদ্ধ ওস্তাগরের লেন ১০ বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটী প্রেস একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রেয় আছে, যদি কাহার প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত যন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১২৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশকার্য্যসম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

৮ ই আষাঢ় সোমবার।

১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র ও ইণ্ডিয়ান মিরার।

নদী, নদ, হ্রদ, সাগর প্রভৃতির স্রোতের গমনাগমনের কাল ও দিক নির্দ্দিষ্ট আছে. যে সকল নদী ও নদ পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার স্রোত নিয়তকাল সাগরাভিমুখে যাইতেছে। বর্ষাকালে নদীর শরীর পুষ্ট হয়, স্রোতও প্রবল হয়, কিন্তু সেই সমুদ্রাভিমুখেই যায়, বিশেষের মধ্যে এই হয়, স্রোতের গতি কেবল দ্রুততর হইয়া থাকে। সমুদ্রের স্রোতেরও নিয়মিত দিক ও নিয়মিত পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু রাজনীতি-স্রোতের গতি নিরূপিত নাই। তখন, কোন্ দিকে বহিয়া যায়, তাহার নির্ণয় করা ভার। আমরা দেখিতেছি, গত কয় বৎসরের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির কত প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। লার্ড মেয়োর অধিকার কালে উচ্চ শিক্ষার প্রাণ কণ্ঠগতপ্রায় হইয়াছিল। লার্ড নর্থব্রুক ও লার্ড লিটনেরও উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাদৃশ অনুকূল দৃষ্টি ছিল না। সম্প্রতি মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন, শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিরও পরিবর্ত্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি বক্তৃতাকালে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, সর চারলস উড (লার্ড হেলিফক্স) ভারতবর্ষের যে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির উদ্ভাবন করেন, মারকুইস রিপন তদনুসারে কার্য্য করিবেন। সর চারলস উডের প্রণীত শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রের উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিবেন না। সাহায্য দান দ্বারা এদেশীয় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। এদেশীয় লোকেরাই স্বয়ং স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, যদি আবশ্যক হয়, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিবেন এই মাত্র। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এদেশীয়েরা স্বাধীন ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ না হইবেন, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট হস্তসঙ্কোচ করিবেন না।

ইণ্ডিয়ান মিরার মারকুইস রিপনের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতায় উক্ত শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রের মন্তব্যানুসারে কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় ধনী ব্যক্তিদিগের উপরে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাদান কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া অপসৃত হউন। এদেশীয়দিগের উপরে শিক্ষাকার্য্যের ভার অর্পণ করিলে যে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাবকর্ত্তা মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়কে উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরারের এ প্রস্তাবটী ঠিক হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। এদেশীয়দিগের স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মিরর সম্পাদক যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেটী সৎসিদ্ধান্ত নয়। তিনি যে যোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতেছেন, বাস্তবিক সে সময় উপস্থিত হয় নাই। লেখাপড়া শিক্ষা-বিষয়ে এদেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অনুরাগ জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু যে অনুরাগের [illegible] ইউরোপীয় সমাজ শিক্ষাকার্য্যে দানবিষয়ে মনোযোগী, এদেশীয়েরা আজও সে অনুরাগলাভে [illegible] নাই। লামার্টিনিয়র প্রভৃতির ন্যায় এদেশে কোন ব্যক্তি

এপর্য্যন্ত শিক্ষাসম্বন্ধে সর্ব্বস্ব দান করিয়া অসামান্য বদান্যতার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন? যাঁহার অতুল সম্পদ আছে, সন্তান নাই, তিনি ভাবিয়া আকুল হন, কিরূপে সেই বিপুল বিভবের বিনিয়োগ করিবেন। যে পর্য্যন্ত না একটী হস্তক গঠিত হয়, তাবৎ তাঁহার চিত্ত সুস্থির হয় না। যদি উপকারিতার উপর বিশেষ করিয়া পুণ্যের উত্তর বিশেষ হওয়া ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে যে কার্য্যে অধিক উপকার, সেই কার্য্যেই যে অধিকতর পুণ্যের কার্য্য সন্দেহ নাই। পোষ্য পুত্রকে সর্ব্বস্ব দান না করিয়া যদি দেশের সমস্তসাধারণ লোকের অজ্ঞান বিমোচনার্থ সর্ব্বস্ব দান করা যায়, তাহাতে যে অপর্য্যাপ্ত পুণ্য সঞ্চয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু সেই পুণ্যের উদ্দেশ্যে কয় জন লোক স্বদেশের শিক্ষাকার্য্যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকেন? কয় জন লোক শিক্ষাকার্য্যে অকাতরে ব্যয় করিতে পারেন? ইউরোপীয় সমাজের ও এদেশীয় সমাজের গঠন ভিন্ন প্রকার। এখানকার সমাজের পুণ্য অর্জ্জন রীতিও ভিন্ন প্রকার। এখানকার লোকে শিক্ষা কার্য্যে সর্ব্বস্ব দান করা অপেক্ষা হস্তক গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বদান করাই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

এদেশের সংস্কার এই, হস্তক গ্রহণ করিলে বংশের নাম থাকে এবং পিতৃলোক পিণ্ডলাভ করিয়া প্রীত হন। এমনকার দিনে এটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার। ঔরস পুত্র হইতেই বংশের নাম থাকে না, হস্তক হইতে নাম থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? কয় ব্যক্তি আপনার সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারেন? প্রতিবেশবাসিরাই বা কয় ব্যক্তির কয় পুরুষের নাম জানেন? পিণ্ড-দান-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, অধিকাংশ হস্তক যে প্রকার সংগৃহীত হইয়া থাকেন, তাহাতে পিতৃলোক তাঁহাদের হস্তের পিণ্ড ভক্ষণার্থ পেট মাজিয়া বসিয়া থাকেন না। অধিকাংশ হস্তক ধনস্বামির হস্ত অর্থ মদ্য বারাঙ্গনাদি সেবনরূপ বাসনকার্য্যে প্রায় পর্য্যবসিত করিয়া থাকেন। অর্থের অংশ অসৎ বিনিয়োগের অপেক্ষা স্বদেশের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনার্থ সর্ব্বস্ব দান করা কি শ্রেয়স্কর নয়? লোকে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ সকল বুঝিতে পারেন না, এরূপ নয়। তাঁহারা এ সকল বুঝিয়াও যখন বিদ্যালয়ের অকাতরে ধন ব্যয় করিতে সাহসী হন না, তখন মিরারের প্রস্তাবিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ যাবৎ এদেশীয় সমাজের শিক্ষা কার্য্যে দান বিষয়ে মুক্তহস্ততা না জন্মিবে, তাবৎ ইণ্ডিয়ান মিরারের প্রস্তাবিত বিষয় কার্য্যে পরিণত হওয়া উচিত নয়। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে বিদ্যালয় আছে, তৎসমস্ত বিদ্যালয়ের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, আজও এদেশীয়দিগের সে অবস্থা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান মিরার মেটরোপলিটন ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেটী চর্ব্বণ ও বিরল দৃষ্টান্ত। উক্ত বিদ্যালয়ে দর্শন-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার উপযোগী উপায় সমাবেশের কি সম্ভাবনা আছে? আমরা বিরল দৃষ্টান্ত বলিলাম, তাহার কারণ এই, উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সদৃশ কার্য্যদক্ষ অধ্যবসায়-সম্পন্ন কার্য্যব্যবস্থাজ্ঞ বুদ্ধিমান যোগ্য লোক কলিকাতায় কয় জন আছেন?

গবর্ণমেণ্ট যদি এখন নিজ কলিকাতার কালেজটী উঠাইয়া দেন, বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইবে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। মিরার সম্পাদক স্বয়ংই লিখিয়াছেন, অন্য অন্য কালেজ গবর্ণমেণ্ট কালেজের প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় না। ইউরোপীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কালেজই যখন প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইল না, তখন এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কালেজ যে গবর্ণমেণ্ট-কালেজের বিলোপ-জন্য ক্ষতির পূরণে সমর্থ হইবে, ইহা কি সম্ভাবিত? উপরে যেরূপ প্রতিপন্ন করা হইল, তাহাতে ইণ্ডিয়ান মিরারের কৃত প্রস্তাব কেবল যে অসাময়িক হইয়াছে এমন নয়, এই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হইলে বঙ্গদেশের মহা অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

আইনের দোষ।

খোদহাকিমী।

যেমন নানা রোগ আসিয়া রুগ্না রোগ গ্রস্ত ব্যক্তির শরীর আশ্রয় করে, সেইরূপ নানা দোষ ভারতবর্ষের আইন আশ্রয় করিয়া আছে। আমরা গত বারে একটী দোষের উল্লেখ করিয়াছিলাম। যেখানে মৌরাসী মকরারী প্রভৃতি পাকা বন্দোবস্ত নাই, সেখানে কোন ব্যক্তি যদি অবাধে শালি জমি বার বৎসর ভোগ করে, তাহাতে তাহার স্থপনীস্বত্ব জন্মে, কিন্তু অষ্টাদশ শত বৎসর ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার স্থপনী স্বত্ব হয় না। এটী আইনের একটী মহৎ ত্রুটি। এটী যেমন অনিষ্টকারক, আইনের অস্পষ্টতা দোষও তেমনি মহৎ অনিষ্টকারক। ঐ অস্পষ্টতা-দোষ নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিষম অবিচার ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি সোণাপুর থানার অন্তঃপাতী চাঙড়িপোতা গ্রামের এক মকদ্দমায় আইনের এই অস্পষ্টতা দোষে অতিশয় অবিচার ঘটিয়াছে। ঐ গ্রামের কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির উদ্ধতন উপর বিঘা বাটী জলের নির্গমনের বহুকালের একটী জলপথ আছে। চক্রবর্ত্তীরা কয়েক বৎসর হইল, ঐ পয়ঃপ্রণালিটী পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেন। বর্ত্তমান সনের ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার উক্ত গ্রামের শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বলপূর্ব্বক ঐ পথ বন্ধ করিয়া দেন। তন্নিবন্ধন ১০ আইনের ৪৩২ ধারানুসারে আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযোগ হয়। ১০ ই জুন বৃহস্পতিবার মকদ্দমাটী অগ্রাহ্য হইয়াছে। বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকটে মকদ্দমাটী সোপরদ্দ হইয়াছিল। তিনি বলেন, হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে এ প্রকার জলপথের মকদ্দমা করিবার নিষেধ করিয়াছেন। তবে যদি মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন, মকদ্দমা লইতে পারেন।

এ স্থলে আইনের অস্পষ্টতা-নিবন্ধন একটী মহা অনিষ্ট ঘটিয়া গেল। হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটকে যে জলপথের মকদ্দমা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? জলপথের মকদ্দমা উপস্থিত হইলে প্রায়ই স্বত্বাস্বত্বের বিচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। স্বত্বাস্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতের কার্য্য, মাজিষ্ট্রেটের তদ্বিষয়ে অধিকার নাই। অতএব হাইকোর্ট ফৌজদারী আদালতকে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য যে স্বত্বাস্বত্বের বিচার, তাহার যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে। আইনের ভাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যেখানে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নয়, সেখানে হাইকোর্টের নিষেধ নয়। এই কারণে হাইকোর্ট মাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাকৃত সৎবিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। আমরা যে মকদ্দমার কথা কহিতেছি, তাহাতে স্বত্বাস্বত্বের কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত ছিল না। প্রতিবাদীরা স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, জলপথ আছে। তাহা যদি হইল, তাহা হইলে বাদিগণের জলপথে যে স্বত্ব আছে, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। যদি সংশয় না রহিল, তবে স্বত্বাস্বত্ব-বিচারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা কি? যদি স্বত্বাস্বত্ব-বিচারের প্রসঙ্গ না রহিল, তবে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিতে না পারিবেন কেন? প্রতিবাদীরা যে খোদহাকিমী করিয়া জলপথ বন্ধ করিলেন, মাজিষ্ট্রেট তাহা যদি খোলসা করিয়া না দেন, কে দিবে? মাজিষ্ট্রেট কি খোদহাকিমীর নিবারণকর্ত্তা নন? বোধ কর, একজন খোদহাকিমী করিয়া এক জনের বাটীর প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দিল। সে ব্যক্তি কি বাটীর মধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিবে? মাজিষ্ট্রেট কি সে পথ খোলসা করিয়া দিবেন না? মাজিষ্ট্রেট পথে স্বত্বাস্বত্ব-বিচারে অধিকারী নন বটে, কিন্তু চিরকালের স্বত্বাস্পদীভূত পথ খোলসা করিয়া দিবার কি অধিকারী নন? এদেশের সাধারণে সংস্কার এই, কেহ কোন বিষয়ে বেদখল করিলে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গেলে তিনি দখলকারির দখল বজায় করিয়া দেন। এই কারণে লোকে ছুটিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যায়। অভিযোগ অবিশ্য

হইয়াছিল বলিয়া কি নালিশ অগ্রাহ্য হইয়াছে? জলপথ খোলাসা করিবার যখন প্রার্থনা ছিল, তখন অভিযোগ অবিশুদ্ধ হয় নাই। তবে আইনের ধারা-গত বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহাতে কিন্তু অভিযোগকারির মূল প্রার্থনীয় অনিষ্ট নিবারণের বাধা জন্মে না।

আর একটী কথা এই আইনে আছে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন, মকদ্দমা লইতে পারেন। আমরা যে জলপথের মকদ্দমার কথা কহিলাম, সেটী কি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ বিবেচনার স্থল নয়? এক ব্যক্তির বাটীর চিরকালের জলপথ বন্ধ হইয়া গেল। তাহার বাটীর জল নির্গমের অন্য পথ নাই, বাটীতে জল বসিতে লাগিল। একে ত আমাদের দেশ ম্যালেরিয়ার অধিগৃহীত, তাহাতে যে বাটীতে নিয়ত জল বসিতে লাগিল, সে বাটীর স্বাস্থ্য কতক্ষণ থাকিতে পারে? ম্যালেরিয়া মহোদয় অল্প দিনের মধ্যেই সপরিবারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। ঘটনাতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বাদীর বাটীর অধিকাংশ লোক পীড়িত হইয়াছেন। বিশেষতঃ জল বসিয়া ঘর পড়িয়া যাইবার সমধিক সম্ভাবনা। এরূপ স্থল যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ বিবেচনার স্থল না হইল, তবে কোন্ স্থল বিশেষ বিবেচনার স্থল হইবে?

আমরা বিচারপতিকে দূষিত করিতেছি না, আইনের অস্পষ্টতা নিবন্ধনই উল্লিখিত দোষ ঘটিয়াছে। কেহ তাঁহাকে এ সকল কথা বুঝাইয়া দেয় নাই। আইন যখন নীরব, তখন বুঝাইয়া দিলেও কাজ হইত কি না সংশয়স্থল। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, আইন ব্যাখ্যাতাদিগের কর্ত্তব্য উক্ত আইনের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া দরিদ্রদিগের বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেন।

আইনের অস্পষ্টতানিবন্ধন যে কিরূপ অনিষ্ট ঘটে, আমরা তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। আর্য্যজাতীয় শাস্ত্রকারেরা পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রের অভাবে মৃত ধনে পত্নীর অধিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া তাহার পর যদি ব্যভিচারিণী হন, সে সেই ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে, স্পষ্টাক্ষরে এ কথার উল্লেখ করেন নাই। বিশেষ করিয়া এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধও হয় নাই। পত্নীকে ধনাধিকারিণী হইয়া যেরূপে সেই ধনের রক্ষা, উপভোগ ও ব্যয়াদি করিতে হইবে, তাহার যে প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যায়, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলে সে ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকাতে সে বৎসর হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পত্নী ধনাধিকারিণী হইয়া ব্যভিচারিণী হইলেও ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। বোধ পাঠক! আইনের অস্পষ্টতা নিবন্ধন কেমন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা ধনাধিকারিণী পত্নীর স্বপতি ধনের উপভোগাদির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই:—

স্ত্রীর স্বপতি ধনের উপভোগমাত্র ফল। স্ত্রীগণ পতিধনের কোনরূপ অপব্যয় করিবে না। যে যারে পূর্ব্ব ধনস্বামীর উপকার না হয়, তাদৃশ অপব্যয় অপহার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উপভোগ করিবে না। যাহাতে স্বশরীর ধারণ করিয়া জীবিত থাকিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিয়া স্বামীর উপকার সাধন করিতে পারে, কেবল তদুচিত ব্যয়ই করিবে। অধিক ব্যয় বা অপব্যয় করিবে না। আর একস্থলে লিখিত হইয়াছে, পত্নী ভূষিতরূপেও ইত্যাদি বচন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে যে সমস্ত পরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা পত্নীর অধিকার ঘটিবার পূর্ব্বে যেমন ধন গ্রহণ করিত, তাহাদিগের পত্নীর অধিকারকালে হইলেও তেমনি ভোগাবশিষ্ট ধন গ্রহণ করিবে। অধিকারকালের প্রতি যেমন মরণ কারণ, পাতিব্রত্যও তেমনি কারণ। পুনঃ পুনঃ ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য জন্মে (১)।

ইত্যাদি প্রমাণ-প্রয়োগ-সত্ত্বেও হাইকোর্টের সর বার্ণেস পিকক্‌ের সদৃশ মহামতি বিচারপতিরাও, ব্যভিচারিণী ধনাধিকার ভ্রষ্ট হইবে শাস্ত্রে একথা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে, যখন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তখন উক্ত বিচারপতি যে ভ্রমে পতিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জলপথ যেমন আবশ্যমান প্রচলিত আছে, তেমনি থাকুক, প্রতিবাদীরা দেওয়ানী আদালতে যাউন, এই আজ্ঞা দিলেই কি

(১) তথা চাহুর্ব্বৃদ্ধাঃ। স্ত্রীণাং স্বপতিদত্তস্য ধনস্যোপভোগমাত্রং ফলং। নাপচারঃ স্বিয়া কার্য্যঃ পুত্রস্যাপি পরিগ্রহে। ইত্যাদি।

উপভোগোহত্র ন পুনঃ প্রতিষেধো বিধীয়তে। ধনাদানে পতুঃ কার্য্যাবরত্বাৎ দেবরাদেরিতি ক্রমোপভোগাভাবেন একস্য তদুপভোগাধিকারিত্বার্থং ধনাদিকয়পাদানং। অতএব নাপচারঃ স্বিয়া ইত্যুপরিতনগ্রন্থোক্তিঃ অপচারেণ ধনাদানস্যা যোগে সতি।

অতঃ পত্নী ভূষিতরূপেণাপি যে পূর্ব্বপুরুষাদ্যাপ্তধনে পতুঃ ভূতাধিকারিণোনিষিদ্ধত্বে তথা পত্ন্যধিকারাপগমেতরে পুত্রাদয়ো ধনাধিকারিণঃ পত্নী অধিকারপ্রাপ্তিকালেহপি ভোগাবশিষ্ট ধনং গৃহ্নীয়ুঃ তথাচ ব্যভিচারিণীত্বেনাধিকারাপগমেহপি ভূতাধিকারিত্বাৎ ভূতোপভোগাধিকারঃ।

ন ভোগমাত্রমেব ফলিকরং। কিন্তু পতিধনাদিত্বয়া গৃহীতস্যেতি স্বপতিধনমুপভুঞ্জানায়াঃ। রাঘবানন্দ।

উচিত কার্য্য হইত না? এই আজ্ঞা না দেওয়াতে খোরপোষের কি অনুযোগ করা হয় নাই? এইরূপ যদি সকলেই খোরপোষ করে, তাহা হইলে ত হাকিমেরা অধিকারচ্যুত হইবেন, উঁহাদিগের ত অন্নমারা যেল।

খোরপোষের অনুমোদন হউক আর না হউক বিচারপতির বিচারে ভ্রম হউক আর না হউক তাহার নির্দ্ধারণে আমরা ব্যস্ত নহি। আমরা ব্যস্ত এই, তিনি ভ্রাতার সর্ব্বনাশে উপস্থিত। ব্রাহ্মণেরা ধনেপ্রাণে মারা যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাটীর জল বাহির হইবার অন্য কোন পথ নাই। জল নির্গমের যে পথ ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে, বাটীতে অনবরত জল বসিতেছে, উহার মধ্যেই বাটীর অধিকাংশ লোকের পীড়া হইয়াছে। যদি এরূপ জল বসে, কেহ যে সুস্থ থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না, বাটী পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা। দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া জলপথ মুক্ত করা সহজ কথা নয়। দেওয়ানী আদালতের যেরূপ চাল। অল্প দিনে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। দেওয়ানী আদালতের মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা। ম্যাজিষ্ট্রেট কি একবার এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন না? চক্ষের উপর ও বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া সহজ বটে। যে রাজা এই কর্ত্তব্যটী বুঝিতে পারেন, সেই রাজার রাজ্যেই আমাদের বাস। যে রাজা এই কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারেন, তাঁহার রাজ্যে আমাদের বাস নহে। শিষ্ট ও দুর্ব্বল ব্রাহ্মণদিগের এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি কোন পথ হইবে না? ব্রাহ্মণেরা যে দুর্ব্বল, চিরকালের জলপথ বন্ধ করণেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" রাজাই দুর্ব্বলের বল। দুর্ব্বলের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, যে গবর্ণমেণ্টের এই নীতি, সেই গবর্ণমেণ্টের অবরবর্ত্তক রাজপুরুষেরা কি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার-সংবাদ শুনিয়া সুস্থির ও নীরব হইয়া থাকিবেন? ম্যাজিষ্ট্রেট যদি এ সময়ে এক দিন হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হন, অত্যল্প ব্রাহ্মণদিগের দুরবস্থা দেখিয়া যাইতে পারেন। মকদ্দমার কাগজ পত্র পরে করিয়া দেখাও কর্ত্তব্য। তিনি যদি উপেক্ষা করেন, কমিসনর উপেক্ষা করিবেন এরূপ বোধ হয় না। কমিসনর যদি উপেক্ষা করেন, আমাদের ন্যায়বান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিবেন না। তিনি সম্বলেশের শীর্ষস্থানে আছেন, তিনি সকল বিষয়ের দাতা।

গত সপ্তাহে আমরা সাক্ষীর দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। আমরা যে জলপথ

...ছের কথা কহিলাম। তখনক মাজীট হইয়াছিল। যিনি মারপীট মকদ্দমার বাটী হন, তাঁহার বয়ঃক্রম বাষট্টি বৎসর। ৭৮ বৎসর বয়স্ক তাঁহার একটী পুত্র। ইনি ও মারিয়া ফেলিল, এই চীৎকার শুনিয়া নিকট গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। ইনিও [illegible] সহকারী ছিলেন না। [illegible] ৭।৮ জন ছিলেন। এরূপ স্থলে [illegible] যে মার খাইবার সম্ভাবনা, [illegible] বুঝিতে পারিতেছেন। [illegible] ও মকদ্দমাটীও অগ্রাহ্য হইয়াছে। [illegible] বলিলেন, আমি মারিতে দেখিয়াছি, কে কে মারিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আর একজন বলিলেন আমি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা জানি না। এরূপ স্থলে ডিক্রারপতি কাহার দণ্ড করিবেন? আমরা সাক্ষীদিগের উক্ত বর্ণনাতেই শেষোক্ত বিষয় উল্লেখ করিলাম। এ প্রকার সাক্ষ্য দিতে সাক্ষীরা কেন লোক দীমানেট বা কেন? এটী আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা। কবে যে এ অবস্থার সংশোধন হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।

সাপুরের হত্যার মকদ্দমা।

এক মকদ্দমার আসামীরা হাইকোর্টের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আমরা বধদণ্ডের প্রতিবাদী। অতএব দণ্ডযোগ্য অপরাধে যে ফাঁসি হইল না, এটী আমাদের আনন্দের বিষয় হইয়াছে। [illegible] যে প্রকৃত [illegible] হত্যাকারী যে নির্দ্দোষ হইল না, তাহা [illegible] হইল না, সাক্ষিবিবাদের উল্লেখ যে বিফল [illegible], তাহা আমরা বলিতেছি। [illegible] পুনর্ব্বার ঘটিল, [illegible] বিচার যে [illegible] হইল, তদ্বিষয়েও আমরা [illegible] দুঃখিত নহি। [illegible] যে গোপনে নিহত হইল, কেহ [illegible] দেখিতে পাইল না, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে [illegible] না, হত্যাকারীরও অনুসন্ধান হইল না, অপ[illegible] হইল না, [illegible] যে অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া [illegible] কাহাকে দণ্ডদান দিব, [illegible] করিতে পারিলাম না, ইহাই আক্ষেপ। [illegible] হত্যা [illegible] দেখা, [illegible] শুনিয়াও [illegible] হইল না।

যা হউক [illegible] এখন পুলিসের ও আদালতের অভিনয় না হউক, [illegible] আমরা ও পাঠকের কোন উপায় [illegible] পাইতেছি না। আমরা দুই লোকের অনুরোধে স্থলে বসে করিতেছি। তাহারা যখন মনে করে, তখনই আমাদের প্রাণ হরণ করিতে পারে। আমরা যে আত্মরক্ষা করিব, সে উপায়ে বঞ্চিত। টউরোপে আত্মরক্ষার্থ প্রতিবাটীতেই অন্ততঃ দুই একটী পিস্তল আছে। আমাদের এখানে বাটীতে থাকা দূরে থাকুক, প্রতি গ্রামেও পিস্তলের সহিত দেখাসাক্ষাৎ নাই। আমরা বিস্তল চালনায় অভ্যস্ত নহি, যদি মনে করি যে কাল দিন পড়িয়াছে পিস্তল চালান না হয় অভ্যাস করি কিন্তু সাহস হয় না, গবর্ণমেণ্ট এখনি রাজদ্রোহী বলিয়া কারারুদ্ধ করিবেন। পুলিস যে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, পুলিসের সে ক্ষমতা নাই। ইহা কেবল সাপুরের হত্যা কাণ্ডে নয়, অনেক কাণ্ডে উহা সপ্রমাণ হইয়াছে। তবে আমরা কি উপায় করি? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেমন বন ও মানুষের অনুগ্রহ ছায়ায় বাস করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকেও কি সেইরূপ ব্রিটিশ-সিংহের ক্রোড়ে থাকিয়াও দীনভাবে কালক্ষেপ করিতে হইবে?

আমরা সাপুরের হত্যাকাণ্ডের সংবাদের আর একটী যে হত্যাব্যাপারের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গত ৫ ই বৈশাখ রাত্রিতে আমার বাটী জেলা মহীয়রের অধীন ভাশিগাভাম্বা গ্রামে আমার ২৩ বৎসরবয়স্ক পঞ্চম কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অপ্রাণাতে কে বধ করিয়া গ্রামের মধ্যে উমেশ মন্দিরের খিড়কিতে বাঁশ কাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে। সেই রাত্রে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাটী ছিল, রাত্রিতে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধান পায় নাই। আকস্মিক যে বজ্রাঘাত হইবে, তাহাও তার মনে উদয় হয় নাই। পর দিন শব দেখিয়া হতবুদ্ধি। থানার হেড কনেষ্টবল আসিয়া কোন লাস চালান ও বাটীর এজেহার লইয়াই ব্যস্ত ছিল, হত্যার কোন অনুসন্ধানই হইল না। তার পর প্রায় দেড় মাস হইল, ইন্সপেক্টর সব ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন কনেষ্টবল গ্রামে আসেন এবং পুলিস সাহেবও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাণিকে লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু গ্রামের লোকের চক্রান্তে অদ্যাপি কিছু করিতে পারেন নাই। হরি কলুনী নামে এক মেথরা এই ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিত। তাহাকে পুলিস জিজ্ঞাসা করাতে সে সমস্ত বলিব বলিয়াছিল। কিন্তু কর্ম্মচারীরা তার প্রদর্শন করাতে সে গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের [illegible] এরূপ ভাবে অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। মহাশয়! আমরা ঈশ্বরকৃপায় তিনটী ভ্রাতা চারিটী ভগিনী অক্ষত ছিলাম। পিতা মাতা পিতামহী বর্ত্তমান আছেন। মাতা পিতা পুত্রশোক যা আমরা ভ্রাতৃশোক কাহাকে বলে জানিতাম না। তেমনি একবারে বজ্রপাত হইয়াছে। সকলি আমাদের দুরদৃষ্টের ফল। মৃত ভ্রাতা প্রায় দেড় বৎসর অনেক প্রকার পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে সুস্থকায় করিয়া এই মানুষ যমের হস্তে দিলাম। হায়! আমাদের মত হতভাগ্য জগতে কে আছে? মৃত ভ্রাতা সন্ধ্যার সময় মাতাকে বলিয়া গেল যে মা আমি অদ্য ভাত খাইব না, দুধ রাখ, আসিয়া খাইব, ভাই আর আসিয়া দুধ খাইল না। মাতার শোক দেখিয়া বাড়ীতে তিষ্ঠিবার যো নাই।" ইত্যাদি।

শ্রীজীবনরাম্বিলাস সিংহ।

আমরা ক্ষোভ করিয়া যা বলি, কিন্তু বড় বিপদ দেখিতেছি। হত্যার পূর্ব্বে রক্ষার উপায় নাই, হত্যার পরও যে হত্যাকারির দণ্ড হইয়া হত্যার উদ্যত অপর ব্যক্তির ভয় জন্মিয়া হত্যা ব্যাপারের শান্তি হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নয়। অতএব আপাততঃ অন্ততঃ অনুকল্পযোগের একটী মুষ্টিযোগ করা উচিত। আপাততঃ এই নিয়ম করা উচিত, যে পুলিসের অধীনে হত্যা হইবে, তজ্জন্য পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে অন্ততঃ তিন বৎসরের নিমিত্ত সেই গ্রাম রক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। আমাদের সংস্কার এই, পুলিস সবিশেষ সতর্ক থাকিলে হত্যা দস্যুতা প্রভৃতি শোচনীয় কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা নহে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী নূতন আয়দ্বার!

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনাকাঙ্ক্ষিত আকস্মিক একটী আয়দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, পাঠকগণের স্মরণ আছে, গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে তিন কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণগ্রহণার্থী হইয়া একটী বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু এত লোক ঋণ দানার্থী হইয়াছেন ও এত টাকা ঋণ দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে যে শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। লোকে ৮৫২৯৯৭০০ টাকা ঋণ দিতে উদ্যত হইয়াছে। ঋণদানার্থ লোকের যত্নাধিক্য এত যে শতকরা ৩৷৵ টাকা ধরাট (প্রিমিয়ম) দিয়াছে ও দিতে চাহিয়াছে। মানুষের যখন পড়তা পক্ষে, তখন এইরূপই হয়। এমন সময়ও দেখা গিয়াছে গবর্ণমেণ্ট ঋণের নিমিত্ত অতিশয় লালায়িত, শত টাকা ঋণগ্রহণার্থ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহার সমুদয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন এমনি পড়তা যে এক শত প্রার্থনার প্রায় নয় শত অধিক ঋণ দানের যাচক উপস্থিত!

এটী কি নূতন মন্ত্রিসভাদোষের উপরে লোকের

বিশ্বাসের ফল? অথবা সাধু সন্ন্যাসীর মারকুইস রিপনের রাজ্যাভিষেকের ফল? ধার্ম্মিক সাধু মহৎ লোকের জন্ম অথবা পদ লাভের কালে নানাপ্রকার শুভ চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন নৈসর্গিক পদার্থসকলও নানা শুভ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতে এই একটী বিষয় জানা যাইতেছে, লোকের টাকার বড় সন্ধান। বাঙ্গলা দেশে কতকগুলি অলস অকর্ম্মণ্য লোকে অন্ন চুরবস্থাগ্রস্ত হউক আর শাক ভাত খাইয়া মরুক, পৃথিবীতে কিন্তু টাকা ধরে না।

আসাত পাসাত কথা যাউক, আমরা যে নিমিত্ত এ প্রস্তাবটীর অবতারণা করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। উল্লিখিত শতকরা ৩৵০ টাকা প্রিমিয়মে গবর্ণমেণ্টের ১০। ১১ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। এ বড় মন্দ উপায় নয়! মাঝে মাঝে যদি দুই একবার এইরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, অনেকগুলি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে, নূতন নূতন কর করিয়া প্রজাকে উদ্বেজিত করার কারণও অনেক কমিয়া আইসে। আমরা এটী একটী নূতন আবিষ্কার দেখিতেছি। প্রজার নিকট হইতে নূতন কর-গ্রহণ-প্রণালীর উদ্ভাবন অপেক্ষা এটী বড় সহজ পথ! এ টাকা আদায় করিতে টাকা খরচ করিতে হয় না, কোন কষ্ট পাইতেও হয় না। লোকে ঘরের টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে দিয়া যায়! টাকার তুল্য সুখের আর কি আর আছে? প্রজার নিকটে নূতন কর লইতে গেলেই তাহারা বিরক্ত হয়, রক্তারক্তি করিয়া টাকা আদায় করিতে হয় এবং আয়ের মধ্য হইতে আদায়ের খরচা টাকা বাদ দিতে হয়। এ আয়ে সে সকল উৎপাত নাই!

পার্লিয়ামেণ্ট সভা ও নূতন সভ্যের শপথ করিবার রীতি।

নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় যে কেমন উদারাশয়, দুটী কার্য্যের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক, রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী মারকুইস রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল করা হইয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের ও মন্ত্রিসম্প্রদায়ের এ কার্য্য নিতান্ত উদারতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, নরসাম্পটনের লোকেরা ব্রাডলা নামক এক ব্যক্তিকে আপনাদিগের প্রতিনিধি করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার অন্যতম সভ্য পদে নিযোজিত করিয়াছে। ব্রাডলা নাস্তিক। শপথ করিবার প্রস্তাবে তিনি অসম্মত হইয়াছিলেন। এ বারের ইষ্টব্রোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল, পার্লিয়ামেণ্ট সভা ঐ স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে শপথ করিতে হইবে না, তিনি অঙ্গীকার করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

মন্ত্রিসম্প্রদায়ের মনে যদি কোন প্রকার কুসংস্কার থাকিত, তাঁহারা কখনই নাস্তিককে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় স্থান দান করিতেন না। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং।" যাঁহাদের চরিত্র উদার হয়, পৃথিবীর যাবতীয় লোকেই তাঁহাদের আত্মীয়। গ্লাডষ্টোন সাহেবের অধিষ্ঠিত মন্ত্রিসম্প্রদায় উদারচরিত বলিয়া নাস্তিক ও কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কেহই তাঁহাদের পর নন। তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট, কাথলিক ও নাস্তিক সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেছেন।

রাজনীতির পর্য্যালোচনা সম্বন্ধে নাস্তিকতা বিশেষ বাধা জন্মাইতে পারে না। ব্রাডলা যখন একটী প্রদেশবাসী বহুসংখ্যক লোকের মনোনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহাতে পদার্থ আছে সন্দেহ নাই। তিনি যদি নিজ গুণে ও ক্ষমতায় নিয়োগকর্ত্তৃগণের উপকার সাধন করিতে পারেন, তাঁহার নাস্তিকতায় ক্ষতি হইবেক না।

আমরা দেখিতেছি ব্রডলাকে সভা করাতে একটী মহান পরিবর্ত্ত ঘটিয়া উঠিতেছে। যিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভার নূতন সভ্য হইবেন, তাঁহাকে শপথ করিতে হইবে, এই নিয়ম থাকাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, নাস্তিককে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য করা নিয়মকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত নয়। সে অভিপ্রায় হইলে তাঁহারা কখন শপথ করিবার রীতি পরিবর্ত্তিত করিতেন না। আজ ব্রাডলা সেই নিয়মমূলে আঘাত করিলেন। অতএব এখন আর বিড়ম্বনাময় শপথ করিবার রীতি রাখা উচিত নয়। ঐ রীতিটী এক কালে বিলুপ্ত করা কর্ত্তব্য। ঐ রীতি অবিলুপ্ত থাকিলে ইংরাজ জাতির একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। ইষ্টব্রোপ খণ্ড সম্প্রতি যে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ঐ বিধি দ্বারা তাহাকে উত্তরোত্তর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ব্রডলা যে শপথ প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে নাস্তিক সভ্যেরা অতঃপর শপথ বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শনে সঙ্কোচ করিবেন না। এখন যেমন নাস্তিক সভ্যেরা উপস্থিত আছেন, তখন আর তাঁহারা সে ভাবে থাকিবেন না। [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নাস্তিকসম্প্রদায় স্থান জানিতে পারিবে। [illegible] মেণ্টের সভায় অধিকসংখ্যক নাস্তিক প্রবেশ করিবে, সাধারণের ইহা প্রচার হইলে পর ইংরাজ [illegible] ক্রমেই বিকৃত হইয়া উঠিবে সন্দেহ [illegible]। একটী প্রধান জাতির পক্ষে সে প্রকার [illegible] মঙ্গল অনিষ্টের কারণ, সে বিষয়েও সং[illegible]। তবে যদি শপথ করিবার রীতি না থাকে, তাহা হইলে সভ্যগণের মধ্যে কে নাস্তিক কে বা নাস্তিক নয়, তাহা জানিবার কারণ থাকিবে না। তাহা হইলে আমরা ইংরাজ জাতির রুচি বিকারের যে আশঙ্কা করিতেছি, সে আশঙ্কারও অবসর থাকিবে না।

মাঞ্চেষ্টরের প্রতারণা।

মাঞ্চেষ্টর কেবল কাপড়ের বাজার শস্তা করিতেছেন না, প্রতারণার বাজারও বিলক্ষণ শস্তা করিয়া তুলিতেছেন। ক্রমেই মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের ঘুষাচুরী প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা বড় লোক, তাঁহারাই যখন ঘুষাচুরী আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যে ঘুষাচুরী শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? প্রতারণা শিক্ষা ক্রমে দেশব্যাপিনী হইয়া উঠে দেখিতে পাই। যে ব্যবসায় করিতে যাইবে, সেই প্রতারণা করিবে, এত বড় আপদ! প্রতারণা ব্যতিরেকে কি ব্যবসায় চলে না? পূর্ব্বে আমাদের দেশের কৃত ব্যবসাদারদের প্রতারণাকাণ্ড দেখিয়া আমরা বিস্ময়াম্বিত হইতাম, ভাবিতাম, ইহাদের ব্যবসায় কিরূপে চলে? কিন্তু মাঞ্চেষ্টর আমাদের সে বিস্ময় ঘুচাইয়া সময় ভঞ্জন করিয়া দিলেন! আমরা যে কেন এ সকল কথা কহিতেছি, তাহা পাঠক পশ্চাৎ [illegible]

লিড্স পসার ও লিডী রেমণ্ডরের ট্রিবিউন এজেণ্ট লিখিয়াছেন,—

"সম্প্রতি অমৃতসরের প্রধান প্রধান বণিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অমৃতসর বস্ত্র ব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান। এইখান হইতে পসার ও কাবুল প্রভৃতি পার্শ্বস্থ দেশে বস্ত্র নীত হইয়া থাকে। এখানকার বণিকেরা আমায় বলিয়াছেন যে, প্রতিমাসেই বিলাতী বস্ত্রের ঢেকা বন্দিয়া আসিতেছে। পসার ও সীমার অপর পার্শ্বস্থ প্রদেশে লোকে দেশীয় বস্ত্র অধিক মনোনীত করে। বণিকেরা বলিলেন, যদি বিলাতী কাপড়ের পাড়টী ও কোমরবন্ধ থাকে, আর এক পসরা বৃদ্ধি হইয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গে বাড় লাগিয়া যায়।"

মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র সম্বন্ধে "রোম কড়াই কলা" এ কথা বলিলে অধিক বলা হয় না। পাটের টানা ও সুতার পড়েন, তাহার উপর ভয়ানক মাড়। এই ও মাঞ্চেষ্টর-কাপড়ের উপকরণ, সুতরাং ঐ বস্ত্রের উপরে যে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? জিনিস যত মন্দ, মূল্য তত অল্প [illegible] মাঞ্চেষ্টরের কাপড় এক্ষণে যে মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, উহা যে উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাপেক্ষা [illegible] অল্প মূল্য হওয়া উচিত। মূল্য [illegible] যে, সামগ্রী মন্দ করা হয় ও প্রতারণা [illegible] করা হয়, এটী বড় দুঃখের বিষয়। [illegible]

নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রে এ প্রকার গঠিত আছে বলা হয় না। যখানে তাঁত চলিতেছে, সেইখানেই ব্যবসায় ভাল হইতেছে। তাঁতের কাপড় এত ভাল হয়, যাহাতে অধিক খাড় মাড় দিতে হয় না। অনেকে মাঞ্চেষ্টরের চক্ষু ঝলসিয়া দিবার জন্য এত ছাপা মাঞ্চেষ্টরের [illegible] করিয়াছিলেন; কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। এখন অনেক [illegible] মাঞ্চেষ্টরে, মাঞ্চেষ্টরের ভয় লোকে যে [illegible] সহযোগে গাড়িয়া ব্যবসায় চালাইতে পারে নাই। এক জন অতিসাধারণ কার [illegible] ছাটি পাঁচ জন বড় বড় ঘরে ধরিদ্দার [illegible] এক দিন একজন আসিয়া বলিল, মহাশয় আপনাকে এক মাসের কতকগুলি কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন? এই কথা বলিয়া একটী নমুনা [illegible] নমুনা দেখিয়াই কারবারওয়ালা বলিলেন, এ কাপড় ছাটাই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এ প্রকার কাপড় আমরা প্রস্তুত করিতে পারিব না। কারণ আমাদের ব্যবসায়ের নিন্দা হইবে। তাহাতে [illegible] টাকা দেবেন, আমার একটি কল বসাইয়া নিয়ত [illegible] আমি পাইয়াছি, ইহার না পারাইতে পারিবে না। যদি আপনি আমাকে সকল [illegible] বয় না দিতে পারেন, কারণ হইলে আপনার [illegible] প্রকারে আমার কারবার চলে, অতএব আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আপনি এক [illegible] করিতে পারেন, মাকা বসাইয়া দিতে পারেন; তাহা হইলে ছেঁড়া পাইবে না। যদি না পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি আর আপনার সহিত কারবার করিতে পারিব না। [illegible] তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, তাহাকে [illegible] টাকা দিয়া মক্ষ কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে [illegible] মাকার একটী অক্ষর কি, কারখানা- [illegible] বলিয়াছিলেন, যখনি ঐ [illegible] আমার চক্ষে পড়িত, তখনই আমার মন কেমন করিয়া উঠিত। আমার মনে হইত, কি খাওয়াইব আর [illegible]

স্থানীয় বাণিজ্য প্রকাশের এই বাক্য [illegible] হইয়া [illegible] বিদেশীয় [illegible] ছোট ছোট [illegible] ঐ [illegible] ছাপড় কিনেন তাঁহারা [illegible] দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না। [illegible] আবার নূতন কাপড় কিনিতে হয়। যখন পঞ্জাবী ও কাবুলীরা বিলাতী কাপড়ের দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়া বিলাতী বস্ত্র ক্রয় ত্যাগ করিতেছেন, তখন সুবুদ্ধি বাঙ্গালী যে কেন এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতেছেন না, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের প্রশ্ন এই, তাঁহারা মাঞ্চেষ্টারের প্রতারণা নিবারণের কোন উপায় করিবেন কি না? এ নিমিত্ত একটী নূতন আইন করা উচিত। এদিকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যা-শিক্ষার উপায় বিস্তার করিয়া লোককে সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ওদিকে মাঞ্চেষ্টার প্রতারণার শিক্ষা দিতেছেন। প্রতারণা-শিক্ষাদান যদি নিবারিত না হয়, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাদান-পদ্ধতি কি ফলোপধায়িনী হইবে?

বিবিধ সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরকান্ত দত্ত কলিকাতার ছাত্র ও কর্ম্মচারিগণের বাসযোগ্য হিন্দুনিবাস নামে এক আশ্রম খুলিয়াছেন। ঠিকানা ১৪ নং সিমেথরচন্দ্রের লেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। তিনি যেরূপ টাকা দিবেন, তদনুসারে তাঁহার আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইবে। মাসিক ১৸০। ১৷ ১১ দিন প্রকার টাকা লইবার ব্যবস্থা আছে। তিনি মাসিক সাড়ে টাকা দিবেন, তিনি প্রাতঃ এক পোয়া দুগ্ধ পাইবেন।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর ডফরিণপ্রভৃতি প্রধান-দিগকে অভ্যর্থনা করিতে অত্যধিক নিয়োজন। সার বিচার্ড টেম্পল যদি এরূপ করিতেন অনেক কষ্ট নিবারণ হইত।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও নিরুক্ত বিদ্যা অধ্যাপনের জন্য একটী মাত্র অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য আর এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। পার্শী হিন্দুস্থানী ও তামিল অধ্যাপনার জন্য আর দুই জন লোক এক একটী অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

ফ্রান্সের আলীস ছাপাইবার খরচ কমাইয়া দিয়াছেন। সিটি কৌন্সিলে আলীসের প্রতি পত্র ছাপাইতে পূর্ব্বে ১ টাকা লাগিত এখন ১৷০ পাঁচ সিকা লাগিবে। অধিপ্রতাধিগণ এই নিয়মে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমান জোনাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত একটী রেল বসিবার প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার বিস্তার ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। সম্প্রতি উহা মগরাহা পর্য্যন্ত যাইয়াই স্থগিত থাকিবে। পরিণামে ইহা ডায়মণ্ডহারবর পর্য্যন্ত যাইতে পারে। ইহার নাম সোণাপুর মগরা ষ্টেট রেলওয়ে হইবে।

সার জন ষ্ট্রাচি বর্ত্তমান পদ ত্যাগ করিবেন এবং হয় ত রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবেন। এরূপ জনরব।

নিউজরসি নামক স্থানের এক পর্ব্বতের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সর্পের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। অধ্যাপক লকউড অনুমান করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ছিল। অস্থির গায়ে যে বন্ধের দাগ আছে তাহাতে বোধ হয় উহার মৃতদেহ মৎস্যগণ আহার করিয়াছিল। পূর্ব্বে আর একটী সর্পাস্থি দৃষ্ট হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট।

চীনে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইতেছে। উসাঙ্গ ও টেক ফুর্গের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে এবং ফিউ-চোয়াঙ্গে একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে। উহার উদ্দেশ্য এই যে নদীমুখে শত্রুরা সহজে না উপস্থিত হইতে পারে। চীনেরা নিবেদিতায় সন্ধিপত্র মঞ্জুর না করায় যে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহা যে অল্পে অল্পে মিটিয়া যাইবে সে সম্ভাবনা নাই। চীনে এক্ষণে যাহারা পরস্ব, তাঁহারা বিদেশীয়দিগের উপর অত্যন্ত চটা। চংকো কশিয়ায় চীনের দূত ছিলেন। তিনি এক্ষণে কারাগারে আছেন, জনরব যে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর গমনাগত হইয়া থাকিতে হইবে। যেমনে নামক ইংরাজ চীনের অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিতে যাওয়ায় তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন। চীনেরা যখনই বিদেশীয়দিগের সহিত কলহ করিয়াছেন, তখনই পরাজিত হইয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাদের চৈতন্য হইল না।

আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত ভাগবতসংগ্রহকৌমুদীর সপ্ত সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগবত যে প্রকার কঠিন গ্রন্থ, ঈশান বাবু সরল পদ্যে তাহার যেরূপ অনুবাদ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাঁহার প্রণীত পদ্য-গুলি সরলতা অংশে কাশীরামের সমান, কিন্তু তাঁহার পদ্যের বিশেষ গুণ এই যে তিনি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুগত করিয়া অনুবাদ করিতেছেন, পক্ষান্তরে, ছুনীদাস [illegible] বুধে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। ভাগবত আমাদের দেশের একটী অমূল্য পদার্থ। যাহাঁর সংস্কৃতে অধিকার নাই, অথচ ভাগবতখানি সম্পূর্ণরূপে জানিবার ইচ্ছা আছে, তিনি ভাগবতসংগ্রহকৌমুদীর সাহায্য গ্রহণ করুন। বিদ্যোৎসাহীদিগের উৎসাহ দানার্থে যদি ভাগবত

তত্ত্বকৌমুদী সমাপ্ত হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১১ ই জুন। গজনী হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় বিস্তর লোক একত্র হইতেছে।

সাধারণ শিবিরে কতকগুলি দেশীয় লোক সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল বৃহদ্গতিবার শত্রুরা উহাদিগকে সংহার করিয়া দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গিয়াছে।

সি বেরা ও ডগলসের মধ্যস্থলে দস্যুরা একত্র হইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বর্ণ অপহরণ করিয়া লইয়াগিয়াছে।

কাবুল ১৩ ই জুন। আবদুল রহমানের সহিত সন্ধি করিতে যত বিলম্ব হইতেছে ততই শত্রুরা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সাফিরা পঞ্জশের নদী পার হইয়া কোহিস্থানে গিয়াছে। উত্তর দেশবাসী গিলজাই জাতি কাবুল ও গণ্ডামকের মধ্য স্থানে একত্র হইতেছে। উহারা আবার যুদ্ধার্থ প্রোৎসাহিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে আবদুল রহমানের আদেশক্রমেই এই সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে। শীঘ্রই যদি সন্ধি স্থাপন করা না হয়, তাহা হইলে সর্দার নানাপ্রকার উপদ্রব করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহার উদ্যোগও করিতেছেন।

জেনেরল গফের অধীনস্থ সৈন্যগণ কল্য লগ্‌মান নামক স্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন।

কাবুল ১৩ ই জুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জেনেরল ডারলস গফের সৈন্যগণ লগমান যাইবে না উহারা সেরপুরের উত্তরবর্ত্তী সমতল ভূমিতে থাকিবে; গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অপেক্ষা করিবে। বোধ হয় কোহিস্থানীদিগের অগ্রাবাতাই এইরূপ করিবার হেতু।

মীর বাচা অনেক কথা কহিতেছেন, তিনি কোহাস্তীর নামক চর আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারা চারিদিন কুইথাকে রক্ষা করেন। ১৪ বৎসরের এক বালককে ভীষণ আঘাত করা হইয়াছিল, পরদিন তাহার প্রাণ সংহার করা হইয়াছে। ইংরাজেরা শুনিয়া পাছে শাস্তি দেন এই ভয়ে মীর বাচা আপন পরিবার পাঠাইবার অর্থে লোপন করিয়াছেন এবং ব্রিটিশ সৈন্য উপস্থিত হইলে হইতেই যাহাতে পলায়ন করিতে পারেন তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

আবদুল রহমান খাঁ কহিলেন এ বিষয়ে অনেক লোকের [illegible] উচিতেছে কেহ কহিতেছে তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সর্দারদিগকে পত্র লিখিতেছেন। যা হউক তাঁহার প্রত্যাগমনা[illegible] তিনি শান্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

জেনেরল [illegible] গজনীর সৈন্য জেলাবাদে পাঠাইবার [illegible] উহাদিগকে ইংরাজ বিলক্ষণ শাস্তি দিয়াছে।

কাবুল ১৩ [illegible] গত কল্য আবদুল রহমানের নিকট এক [illegible] উপস্থিত হইয়াছে ও তাঁহার নিকট সন্ধিপত্রের সমস্ত সর্ত্ত পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া এক পত্র দেওয়া হইয়াছে। পত্রের মর্ম্ম এই যে সর্দার যদি এই সকল সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে চান ইংরাজ তন্ত্রে আমীরত্ব লাভ করিতে পারিবেন নচেৎ তাঁহাকে স্বাধীনভাবে আমীর হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধও করিতে হইবে।

চারিদিক হইতে যত সংবাদ আসিতেছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে সর্দার ভয় দেখাইয়া ভাল সর্ত্তে সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সর্দারদিগকে পত্র লিখিতেছেন তাঁহারা হইতাঁর তোমরা সসৈন্যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাক যে পর্য্যন্ত আমার শিবির তোমাদের শিবির সমুদয়মধ্যে সন্নিবেশিত না হয় ততদিন কোন কাজ করিও না। ইংরেজদের লোকদিগকে কষ্ট দিও না। আবার কতকগুলি চর্দ্দি সর্দার তাহাতে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মনস্থ যে সকল পত্র লিখিয়াছিল সে সকল পত্র জেনারেল গফের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আবদুলার সাধ্য মনস্থ থাকুক কাবুলে আমাদের অনেক সৈন্য আছে। তিনি যতই কেন করুন না আমাদের কিছুই করিতে পারিবেন না।

আবদুল খাঁ নামক একজন দূতের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আবদুল রহমান খাঁলাবাদ হইতে কাবুল যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সকল পদাতি ও সকল অশ্বারোহী এবং ১৮ টী পল্টন কামান আছে।

এক আর সৈন্য লইয়া আসাতে বোধ হইতেছে যে তিনি সন্ধি স্থাপনে সম্মত আছেন। কারণ কথা ছিল যে সন্ধি করিতে হইলে অধিক সৈন্য লইয়া আসিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের শেষ প্রস্তাব লইয়া যে দূত যাইতেছে সে ২০ এ সর্দারের নিকট পৌঁছিবে। যদি তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহা হইলে হয় আমরা তাঁহাকে আমীর করিতে হইব, না হয় যাহাকে পূর্ব্বে আমীর করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছে। উদ্যোগ করিতে [illegible] মুহূর্ত্তের গোলযোগে কোন ভয় নাই।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

[illegible]	[illegible]—কলিকাতা	৫৩
" "	গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৮
" "	অক্ষয়কুমার সান্যাল—হাবড়া	৫
" "	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	
	বাঁকিপুর	৫
" "	মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	
	কলাইকুড়ি	১
" "	নবীনচন্দ্র গোস্বামী কলিকাতা	৫৮
" "	ভাবিপ্রসন্ন চক্র ঐ	৫৮
" "	[illegible] ঐ	১৮
" "	[illegible] মল্লিক মেদনীপুর	৫
" "	মহেন্দ্রনাথ রায়বাবু ঐ	৬
" "	[illegible]—সাহিবগঞ্জ	১৮
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চৌধুরী জমিদার		
	মশোহর	১৮
" "	জামকীনাথ ভট্টাচার্য্য—রাজপুর	৫৮
" "	শ্রীধর পালিত—কলিকাতা	৫৫
"	বিন রায়—বীরভূম	৩৮

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। গত বাত্রিতে ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন আফগানীয় গবর্ণমেণ্টকে হঠাৎ কাবুল হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার পরামর্শ অথবা তাহার জন্য দোষ দিবার ইচ্ছা হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন রাজকার্য্য সম্বন্ধে এরূপ অসময়ে আদেশ দেওয়াই অসঙ্গত।

পার্লিমেন্টের জনকতেক সভ্য মীকদিগের সীমা সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত এক কমিশন নিযুক্ত করিবেন।

এম, চার্লিমেন্ট সাকের ফরাসীদিগের সওদাগর দূত হইয়াছেন।

কর্ণেল গর্ডন তাঁহার চীন দেশে গমনের যে কারণ নির্দ্দেশ করেন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তাহা মনোনীত হয় নাই। তিনি চীন সৈন্যদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ পদের অভিলাষী নহেন। কেবল সন্ধির চীনের বিরোধ যে অবস্থায় হইয়াছে তাহার শেষ করিয়া দেওয়াই তাঁহার চীন গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মঙ্গলবার ব্রিটিশ কাবে লর্ড সালিসবরি বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্যের জন্য আরিক অতিরিক্ত লিখিবার প্রকাশ করিয়াছে। লর্ড বিকন্‌ফিল্ড বলিয়াছেন, এই পত্র খুলা ইউরোপে। আশিষ্ট মহান অনিষ্ট ঘটিবে।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। কতকগুলি সওদাগর লণ্ডনবিদ একত্র হইয়া পারিসে টাকা কর্জ্জ করিতেছেন।

ইউরোপের বাজারিদিগের দুরবস্থা প্রযুক্ত ইংলণ্ডের মিণ্টিনিস্টারগণ ঘোষণাপত্র মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন এবং অষ্ট্রিয় আস্ট্রিয়া স্থানের সম্রাটের নিকটের সংবাদ দিয়াছেন বলিয়াছেন।

[illegible] ১৮ ই জুন। [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট সভায় [illegible] [illegible] [illegible]

বার্লিন ১৪ ই জুন। [illegible] নিমিত্ত সকল বিষয়ে একরূপ [illegible] হইতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] স্থির করিবার [illegible] হইয়াছে। [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট [illegible] বিষয়ে অনুরোধ [illegible]

[illegible] হইয়াছেন, লণ্ডনের [illegible] দেওয়া করেন, তাঁহাদের [illegible] হইয়াছে। এই উপলক্ষে [illegible] বক্তৃতা করিয়া [illegible]

ভেরোনা ১৮ ই জুন। প্রধান মহাসমূহে [illegible] প্রস্তাব আজ হইয়াছে।

[illegible] ১৮ই জুন। বার্লিনে কনফারেন্স [illegible] হইয়াছে। [illegible] সভাপতি [illegible]

লণ্ডন ১৮ ই জুন। আফগানদের চূড়ান্ত জনিত [illegible] নিবারণের কথা যে আসন হইবার [illegible] আছে, [illegible] প্রতিনিধি [illegible]

[illegible] হয়, তাহাতে [illegible] ব্রাণকর্ত্তারী [illegible] মৃত্যু হয়। [illegible] [illegible] সাহায্যে [illegible]

[illegible] ১৯ ই জুন। [illegible] [illegible] [illegible]

দেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে সাম্প্রদায়িকতামূলক দ্বেষভাব ছিল না, এটী নিতান্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট এত উদার বক্তৃতা প্রত্যাশা করা যায় না। তরিমত্ত উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। কিন্তু পলিগ্রাম এ জন্য তাঁহাদের বিলক্ষণ অর্থাভাব আছে। এটী যাহাতে দূর হয় তদুপায় শীঘ্র অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যাপ্রচারক বা ধর্ম্মপ্রচারকদের সাহায্যার্থ প্রচুর না হউক আবশ্যকমত একটী দণ্ড রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা উপযুক্ত লোক এত দূরদেশে আসিবেন কেন? এবং যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের সম্মান কেবল বাক্যে নয় কিন্তু অর্থ দ্বারা না করিলে চলিবে না। আমরা কুত্রে ভট্টাচার্য্যদের সাহায্যের কথা বলি না, কিন্তু যাঁরা দ্বারা সভা উপকৃত হইবেন, তাঁহাদের উচিতমত সম্মান রক্ষা না করা বিধেয় নয়। এ বিষয়ে মূখ্য সভ্যদিগের দৃষ্টি রাখা বিধেয়। বিশেষতঃ উপাধিধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা কোন সভা দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া অর্থ দ্বারা শেষে পূজিত না হইলে আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন। এ জন্য তাঁহাদের বিদায়ের বন্দোবস্ত অগ্রে চাই।

খামাখাড়ি।

চাঁদপুর গ্রামে একজন হৈবর্ত্ত অপর একজন সজাতীয়ের প্রতি ক্রমির নীমা লইয়া বচসা করিয়া তাহাকে এক আঘাতে হত্যা করিয়াছে। ইহাতে সেদিন হজ সাহেবের নিকটে হত্যাকারীর চারি মাস কারাবাস ও ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

২। মজঃফরপুর গ্রামের একজন কৃষকরমণীর স্ত্রীলোক অকারণে দীর্ঘ পরিচয় করে। ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামীর উপরটী ভাল আছে। উপস্ত্রীর প্রতি মাসের শেষে হইতে সেই দুষ্কৃত পুরুষ মাসিক আসা যাওয়া করে। মাতা সেই ঘটনা স্বামী করিলাম করে। স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহা দেখে ঐ যুবা অবিবাহিত থাকিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু চাঞ্চল্যের বিষয় হইল যে মৃত্যু করিয়া সে বিষয়ে সন্দিহান হন। অভিযোগ দ্বারা যে মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে মৃত ব্যক্তির পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। সেখান হইতে তাঁহার মতোদয়বিদের অভিপ্রায় আমরা অদ্যাপি শুনিতে পাই নাই। সে যাহা হউক, ঐ দুর্দ্দান্ত যুবা মাতার মৃত্যুর কারণ হইয়া যে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল, ইহাই দুঃখের বিষয়!!!

৩। সিঙ্গা গ্রামের একজন কায়স্থজাতীয়া বিধবা ভ্রূণহত্যা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ বিধবার মাতা ও ভ্রাতা আছে; তাহাদিগের এজাহারে প্রকাশ হয় যে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের সহিত তাহার আসক্তি ছিল। প্রতিমাসেই এইরূপ অসংখ্য ভ্রূণহত্যা হইয়া থাকে। ডিরিক্ট মহাশয়গণ ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই ভয়ানক পাপস্রোত রুদ্ধ করিতে পারেন। হত বিধবার মাতা ঐ যুবকের নামে অভিযোগ করিয়াছে।

৪। সিঙ্গা গ্রামের হরিনাথ বণিক উপপত্নী লইয়া বাস করিত। ঐ উপপত্নীর মাতা ত্রিবেণীতে এক বৈষ্ণবের বাটীতে চাকরাণী ছিল। সেই স্ত্রীলোকটী নিজ প্রভুর অলঙ্কারাদি সমেত প্রায় আট শত টাকার সম্পত্তি চুরি করিয়া নিজ কন্যার উপপতিকে দান করে। মাল সহিত তাহারা ধৃত হইয়া বিচারার্থে হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছে।

৫। বোচেসেন্স হইতে গ্রামে রাস্তা সংস্কারার্থে আমরা এক শত টাকা পাইয়াছি। সংস্কার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমাদিগের গ্রাম হইতে হাসিমপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তার অভাব আছে। আমরা অনেক দিন অবধি কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছিলাম। এই রাস্তাটী হইলে প্রায় দশ বার খানি গ্রামের অধিবাসীদিগের উপকার হয়। বিশেষ বর্ষাএ প্রদেশে সিঙ্গার হাট অতি প্রসিদ্ধ। অতি দূর হইতে এই স্থানে দ্রব্য বিক্রেতা আসিয়া থাকে। উহাদের অধিকাংশ বিক্রেতা এই পথে আসিয়া থাকে। রাস্তা না থাকাতে বর্ষাকালে তাহাদিগকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি বঙ্গাব্দ ইউনিয়নের নিকট টাকা উদ্বৃত্ত আছে, সেই টাকা হইতে সেস ভাগের কিয়দংশ লইয়া এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইলে প্রদেশবাসীর বিস্তর উপকার হয় এবং হরণী হইতে বনগ্রাম পুলিস ষ্টেশনে আসিবার পথ প্রায় ৬৫ মাইল কমিয়া যায়।

৬। এবারে আউশ ধান্য ও পাটের অবস্থা উত্তম। আকাশ কখন কখন অধিকক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন থাকিতেছে, বৃষ্টির নাম নাই। ভয়ানক গরম। ২৬ আষাঢ়, ১২৮৭।

পাবনা ও হরিণাকুণ্ডু।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, রঙ্গের আনন্দময়ী হরিণাকুণ্ডু সংস্কারী সম্পাদক বাবু নিত্যকৃষ্ণ প্রভৃতি সেন জামগড়ে আসিয়া সনাতনধর্ম্ম, ও সন্তানগণের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য, এই দুইটী বিষয়ে হিন্দী ও বাঙ্গালাতে দুই দিবস বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা কার্য্যগতিকে যদিও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই, তথাপি লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম বক্তৃতা অতি জ্ঞানগর্ভিণী হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু বালকদিগের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আজ কাল যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক পিতা মাতাই কিরূপে তাঁহার সন্তানটী একবিংশতি বর্ষ বয়সে মাইনর অথ আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বড় চাকরী করিতে পারেন, এই বিষয়ে এত মনোনিবেশ করিয়া থাকেন যে দুনিয়াও ক্ষণকালের জন্য সন্তানেরা শরীরের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের প্রতি, অথবা স্বভাব ও সদসৎ সঙ্গের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে সময় পান না। এমত অবস্থায় তাঁহার সন্তান হয় কঠিন পরিশ্রমে অস্থিকঙ্কালসার হইয়া দুশ্চিকিৎস্য রোগে অকালে কালকবলে পতিত, না হয় অসৎ সঙ্গে পড়িয়া একটী কালেজায় হইয়া সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। সকল কথা পিতা মাতার দোষেই অধিকাংশ বালক অধঃপাতে গিয়া থাকে। সমাজস্থ ব্যক্তিমাত্রের বালকাল অবধি বিশেষ সতর্কতাসহকারে আপনার প্রিয় সন্তানগণের প্রতি যত্ন করা ও বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

মদের দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে দেখিয়া সাঁওতাল পরগণার অনেক জেলার অনেক শিক্ষিত লোকের বাঙ্গালীবার স্বদেশের স্বজাতীয় ব্যক্তিগণের বিষয় মধ্যে প্রবল করিবার চেষ্টায় আমরা সংবাদে মদের দোকান তুলিয়াছেন। এই সূত্রেই আমাদের আশা ভরসা হইল—ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম পাটনা হইতে কলিকাতা হইয়া বি. এল, পাস করিয়া আসিব। পাটনায় কলিকাতা হইতে ৩৫০ শত টাকার আসিয়া পৌঁছিলাম। কলেজে ১৯ টী মাসের ফীস দিয়া ভর্ত্তি হইলাম। কলেজ খুলিয়া হইল।

মাসে মাসে প্রতি অক্ষরের নিবাহ করিবার কলেজের অধ্যক্ষের কলেক্টর বা জেলার মনোযোগী করিবে তাহা নিবারিত ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যে পাড়াতে অতিরিক্ত দোকান বসিবে সেই পাড়ার অধিবাসীকে ইহা দিতে হইবে। আমরা মনিবের করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আর আমাদের কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না।

১০। ১৫ দিবস হইল, আমাদের পাড়ার [illegible] চৌধুরী নিজের পুষ্করিণীর দুই জন জেলেকে [illegible] একটী কাজিয়া মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ২৫ টাকা

দুই জন সাহু বাহুজ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ৩৫ টাকা কাড়িয়া লয়। সাহু প্রথমতঃ পুলিসে সংবাদের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে, কিন্তু তথায় আশানুরূপ ... পায় না বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। ... পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টর ... সাক্ষী দেওয়ায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। ... নামক কনষ্টেবল। কঠিন ... কারাবাস হইয়া গিয়াছে। ... দুর্ব্বিপাকে কষ্ট পড়িল।

... ব্যক্তি হাটিয়ে এমন্দরে অনেক ... করিয়া ইহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে। ইহাকে ... সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। আমি উহাকে বলিলাম ... একটী ঔষধ আছে, আমি তাহা দিতে পারি। ঔষধটী এই অঞ্চলে ... ঔষধ বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। এই জন্য আমি ... করিয়া দিয়াছি। এই জন্য আমি ... করিয়া দিতে পারি।

... ঔষধালয়ের মালিক ... কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের ... আনিয়া থাকেন। ... ঔষধ বিক্রয় করিয়া ... ঔষধ বিক্রয় করিয়া ... ঔষধ বিক্রয় করিয়া ... ঔষধ বিক্রয় করিয়া ...

আসিয়া।

... আসিয়া ... আসিয়াছেন। ইহাঁর ... "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামক ... ইহাঁর ... ইহাঁর ... ইহাঁর

গ্রন্তোদয় সর্ব্বগ্রস্ত চন্দ্র গ্রহণং।

৯ ই আষাঢ় মঙ্গলবার চন্দ্র গ্রহণ হইবে। দিবা পশ্চাৎ ৬ ঘণ্টা ৬ মিনিটে উষান কোণে স্পর্শ হইবে। রাত্রি ৭ ঘণ্টা ২২ মিনিটে নিমীলন হইবে। ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে পরমগ্রাস (অর্থাৎ গ্রহণ মধ্যকাল) হইবে। ৮ ঘণ্টা ৪ মিনিটে উন্মীলন ও ৯ ঘণ্টা ২০ মিনিটে পশ্চিমে মোক্ষ হইবে। স্থিতি ৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিট। এই গ্রহণ কলিকাতানুসারে সাধিত হইল। দেশান্তরে ন্যূনাতিরিক্ত কালে স্পর্শ মোক্ষাদি হইবে। এই গ্রহণ আমেরিকাতে প্রস্তাস্তরূপে স্পর্শমাত্র বোধ হইবে। আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশাবধি ক্রমান্বয়ে পশ্চিম পশ্চিম প্রদেশে কাল ভেদে গ্রহণ দৃশ্য হইবে। আসিয়া খণ্ডে সম্পূর্ণ দৃশ্য হইবে। আফ্রিকাতেও ঐরূপ, ইয়ুরোপ (য়ুরোপ) মধ্যে কিঞ্চিৎ দর্শন সম্ভব। দিবা ভোজন নিষেধ। প্রমাণ গ্রহোদয়ে বিধোঃ পূর্ব্বং নাহর্ভোজনমাচরেৎ।

বিগত চৈত্রের শেষে রবি, শনি, বৃহস্পতি একত্রিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ শকাব্দা ১৮০৩ শকের ১ লা বৈশাখ একত্রিত হইবেন, অতএব এই দুই বৎসর পৃথিবীতে নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইবে। পৃথিবীর বিকার জন্মিবে। শস্য নাশের নিমিত্ত বৃষ্টি হইবে, কত জীবজন্তু অথ হস্তী প্রভৃতির অকাল মৃত্যু হইবে, রাজগণের পরস্পর যুদ্ধে সৈন্য সমূহ হইতে রক্তনদী প্রবাহিত হইতে থাকিবে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদগণ নিশ্চয় করেন, যে আমিয়াখণ্ড জনশূন্য হইবে, ইহা অসম্ভাবিত সম্মত নহে, কিন্তু ধর্ম্ম ও ঘটিকা দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। প্রমাণ—রবিঃবিশুক্রসীরে মেলকে চৈকরাশৌ অবনি বিকৃতিপূর্ণা শস্যনাশায় দৃষ্টিঃ। রস রসগতনাশঃ শোণনদ্যাঃ পৃথিব্যাঃ নরপতিযুধচক্রে ঘোরদুর্ভিক্ষ কারং। ইতি সন ১৮৮৭ সাল। ২১ চৈত্র।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ জ্যোতিষ্কবি
মেদিনীপুর।

কাশীধাম।

সম্পাদক মহাশয়,—

কেসা রঙ্গপুর, সবডিবিজন গাইবান্ধার অন্তর্গত কাশীরাম ও তাঁহার ভ্রাতা লোকনাথের সংবাদ আপনার এবং পাঠকবর্গের বিদিতার্থ কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশে স্থান দিয়া চিরবাধিত করিবেন ইতি।

ঐই স্থান এক্ষপুত্র নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানকার জলবায়ু ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় নহে, সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভূমি এরূপ উর্ব্বরা যে সর্ব্বপ্রকার শস্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান্য, পাট, গোধূম, সরিষা, এগুলি এ স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ব্যতিরেকে চিনা, কাঁওন, তিল, তিসী ইক্ষু ও (এদেশীয় ভাষায় কুশার) করিয়া থাকে।

ইহা একটী মধ্য শ্রেণীর বাণিজ্য স্থান। এখানে কলিকাতার রিভারষ্টিম নাবিগেসন কোং ও আই জি এস এন্ কোম্পানীর ষ্টীমারঘাট অর্থাৎ ২ টী ষ্টেসন আছে। কার্য্য উপলক্ষে কয়েক জন সাহেব এখানে আছেন। নানা স্থানের মহাজন লোক দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় জন্য সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া থাকেন। এই স্থান স্বর্গীয় ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের জমিদারী। জমিদারী কাছারী অতিথিশালা স্কুল ও বাজারের মধ্যস্থলে ৺ গোপীনাথ ও ৺ জগন্নাথদেবের মন্দির আছে।

এদেশে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প, তবে চাকরী উপলক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোক এখানে আসিয়াছেন। রাজবংশী ও মুসলমান জাতি প্রধান অধিবাসী। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি জঘন্য। পুরুষদের প্রায় লোটি পরা (অর্থাৎ কৌপীন পরিধান) দিবা মাত্র স্ত্রী পুত্র পরিবার বর্গের মধ্যে লজ্জা বোধ করে না। স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র পরিধান করে, কিন্তু স্থানে স্থানে ইতর জাতির অধিকাংশই স্নান সময়ে নদীতীরে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া স্নানকার্য্য সমাধানান্তে পুনর্বার বস্ত্র পরিধান করে। আত্মীয় ও পরিচিত ভিন্ন অপর লোক দেখিলে লজ্জিতা হয় না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কাম ক্রোধ বিশুদ্ধ অতি প্রবল।

নানাপ্রকার ব্যবসায় ও চাষ দ্বারা ঢাকারা কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, কিন্তু অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সঞ্চিত ধন কোন রকম বিবাহাদি পাইলেই সমুদয় ইত্যাদিতে অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকে।

স্থানে স্থানে গোপ জাতির বসতি আছে। উহারা বিষ্ণু মন্ত্রে উপাসক, প্রকাশ করে যে আমরা নন্দ-ঘোষ-বংশ সম্ভূত, ইহারা এক গৃহে একপরিবার লোকেরও অধিক বাস করে। ঐ গৃহের মধ্যে ২ ৩ হস্ত অন্তরে এক একটী বেড়া দিয়া পৃথক্ ও ঘরি বাঁধা উনান করিয়া থাকে। ঐ এক এক অংশ এক একটী গৃহস্থের। ঐরূপে দিবা রাত্রি পশু জন্তু স্ত্রী ও পরিবারস্থ ব্যক্তি সহ বাস করে। ইহাদের পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অতিশয় পরিশ্রমী, কিন্তু নির্লজ্জ, দুষ্ট, কলহপ্রিয়। অনেকেই আমাদের এরূপ কহিয়াছে যে, বিবাহ উপলক্ষে তিন দিবস অতিবাহিত না করিয়া স্থান ত্যাগ হয় না। প্রথম দিবস কন্যা সম্প্রদান করিয়া যখন ক্লান্ত হয়, তখন গৃহ মধ্যে ধামা বা কুড়ী চাপা দিয়া রাখে। পর দিন অবসর ক্রমে উক্ত চাপা খুলিয়া কলহকে বাহির করিয়া পুনরায় কলহে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সচরা চর ঘটিয়া থাকে। তিন দিবসে কলহের শেষ না হইলে সমস্ত দিবসে সমাপ্ত করে। কিন্তু গোয়ালাদের একটী মহৎ গুণ এই যে, অন্য লোকে স্বজাতীয় কাহার উপর উপদ্রব করিলে সকলে ঐক্যমতে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সাধন করে। তাহাতে অবহেলা করে না।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল এখানে কোন ভদ্রলোকের বাসায় এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে দাস দাসী নিযুক্ত হয়; কিছু দিন পরে উক্ত ভদ্রলোক দাসীকে নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিয়া তাহাকে আপন স্বামী পরিত্যাগ করিতে কহেন এবং তাহাকে পরিত্যাগ করেন। দাসীও প্রভুর বাক্যানুসারে স্বামী পরিত্যাগ করে, পরে তাহা স্ত্রী পাইবার আশয়ে গাইবান্ধার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট অভিযোগ করাতে দাসী স্বামীর নিকটে থাকিতে অস্বীকার করে এবং এই কথা বলে যে স্বামী তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট দেয়। এরূপ প্রমাণ দেওয়ায় মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া যায়। পরে ঐ ভদ্রলোকের কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাহার পক্ষসমর্থন প্রহার করিয়া আদালতের বিচারে দণ্ডনীয় হন। তথাপি তিনি নিজ লোভনা প্রকাশ করিয়া দাসীকে দান হস্তে অর্পণ করেন নাই।

বশম্বদ—
শ্রী—

ঘার্ড টাইপিন।

(ওয়ার্ড ডেনারল)

কতদিন পরে আজ ভারত গগনে।
উদিল সুখের রবি বিমল কিরণে॥
এতকাল ভারতেরে,
ছিল দুঃখ তম ঘেরে,
সে দুঃখ নাশিতে আজ সুখ দিবাকর।
ঘার্ড টাইপিন বেশে উদিল সত্বর॥
নানা দুঃখ কষ্ট সয়ে,
ভারত কাতর হয়ে,
পাঠিয়েছে দুঃখ নিশি বলিব কাহারে।
কারুরো দুঃখে কেহ কেঁদে না নয়নে॥
এস এস টাইপিন,
তুমি সুখী পরাধীন,
ভারত হাসের ভাগী হও হে তুমি।
গাইক ডেনার সুখ আনন্দে সকলে॥

গুজিছে পীড়িত হয়ে কত নরগণ।
অকালে কালের গ্রাসে করিছে গমন॥
আবার অন্যায় রণে,
প্রাণ শুষ্ক ওর করে,
লইতেছে ভারতের শোণিত শুষিয়া।
ভূধরের সমুচ্চে যারে রয়েছে ঝুলিয়া॥
কাবুল সমর পুনঃ
যাহে লিটনের গুণ,
ঘটিল ভারতে মাঝে উজ্জ্বল হইয়া,
কখন ভারতবাসী যাবে না ভুলিয়া॥
লিটন ভারতবর্ষে,
আসিয়া মনের হর্ষে,
চলিল বিমল কীর্ত্তি রাখিয়া ভারতে।
রহিবে এ কীর্ত্তি আঁকা প্রতি হৃদয়েতে॥

সকলে শুনিয়া তব শুভ আগমন।
আনন্দ সাগর নীরে হয়েছে মগন॥
সবে করিয়াছে আশ,
পূরাবে মনোভিলাষ,
ভারত সংসার তুমি পদার্পণ করি।
সবে ভারতের সব শোক দুঃখ হরি॥
ভারত সন্তানগণ
চির শোকে নিমগন,
কখন সুখের মুখ দেখিতে না পেল।
চিরকাল তাহাদের দুঃখে দিন গেল॥
মহামান্য রাইপন,
করি কৃপা বিতরণ,
ভারতের দুঃখ নাশ করি প্রাণপণ।
দেশের বিমল বিদ্যা কর বিতরণ॥

শুনিয়াছে দেশ মাঝে শান্তিবে স্থাপিয়া।
সুপালনে পাল প্রজা হৃদয় হইয়া॥
ভাগিয়া জনম তুমি,
ভারতে এসেছে তুমি,
কত কষ্ট সহিতেছ দেশের কারণ।
দেশেতে মঙ্গিত হয়ে যেও নিকেতন॥
তোমার দেশের বিদ্যা,
কিবা নিশি কিবা দিবা,
উজ্জ্বল হইয়া থাক ভারত মাঝেতে।
এই ভিক্ষা তোমারে এ সকলে যাচিতে॥
ভারত সুখাংশু ভানি,
কীর্ত্তিবেন চির নিশি,
এই ভাব অন্তরে তুমি করিয়া মোচন।
অতুল হর্ষের ভাগী হও লর্ডপন॥

শ্রীহেমচন্দ্র ঘটক
মালদহ।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

উড়িষ্যার কমিশনর এ মিল সাহেব তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে ভাগলপুরের প্রতিনিধি কমিসনর সি, টি, মেটকাফ সি, এস, আই, উড়িষ্যার কমিশনরের এবং কটকের করদ মহলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার এক মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীকুমার ঘোষ মুরশিদাবাদে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত মালদহে বদলী হইলেন।

বাবু গোবিন্দপ্রসাদ শুকুল জলপাইগুড়িতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র মেদিনীপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সবডেপুটী কালেক্টর মুন্সী নজরী ছোটনাগপুরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার লোহারডগায় থাকিবেন।

ছোটনাগপুরের সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সোভান চাইবর চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, সুইনহুডন চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জিলার সদর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলু রাইবে সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ ভারভাঙ্গায় বদলী হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন। বাবু আশুতোষ সরকারের ছাপরায় যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইল।

ভারভাঙ্গার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ[illegible]ী, ২য় পরগণায় বদলী হইলেন। তিনি এ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

হাজারিবাগ জিলার অন্তর্গত পাচম্বার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, এস, এল, জেঙ্কিন্স ভারভাঙ্গায় বদলী হইলেন। ঐ জিলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

ভারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরে গমন করিলেন।

ইউলিক কক্‌রণ পাবনা জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবনন্দনলাল রায় বি, এ, পাটনা বিভাগে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

বাবু অটলবিহারী মৈত্র বি এল ভারভাঙ্গা জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রিফর্ম উলফৎ হসেন যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম হয় চম্পারণ জিলায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, ডি বেটন সাহেব এইচ বেভিরিজ সাহেবের যাবৎ অনুপস্থিতি কাল রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা মুন্সাপুর বৃদ্ধ গুপ্তাগারের লেন ১০ নং বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটী প্রেস, একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রেয় আছে, যদি কাহারও প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত যন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১৮৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র
মুন্সাপুর কলিকাতা
শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা জিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১৮ নং গুড় ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

শীঘ্র! নিশ্চয়!! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের ধন্বন্তরিয়া মিক্‌শ্চর।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন যেহ যেকোন প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। মূল্য ১ টাকা।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ইহা দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং শরীরে বলাধান করিয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট করিয়া থাকে।

১৩ নং ছুর্গাচরণ লিঙ্গুড়ির গলি বড়বাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা ইহা উপলব্ধি হওয়ায় অনেকগুলি ভদ্র লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কণ করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল ২ দুই টাকা।

এই ঔষধ ৪১ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যের নিয়মাবলী প্রেরণ করা যাইবে।

সাকারি গ্রাম
সবডাঁ পোষ্ট আফিস
জেলা বর্দ্ধমান।
} শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার

উৎকৃষ্ট গীত।

মৎপ্রণীত সঙ্গীত সদ্ভাব সন্দীপনীর ১ ম খণ্ড প্রচার হইয়াছে। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ।১০ আনা। দুই পয়সার ডাক টিকিটে মূল্য ৵১ নং পটোলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মুজাপুর কলিকাতা বেঙ্গলরি প্রেসে বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। পামেচ রোগ নূতন বা পুরাতন যে প্রকার হউক কঠিন, না কেন, আলা যন্ত্রণা মূলাধিক্য পূয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৭ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল প্রভৃতি প্রাণিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ দশ টাকা ডাকমাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন ঘনিষ, নালব্রণ এবং উপদংশ ঘনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা মাশুলাদি ৵০।

আমুপূর্ব্বিক ঔষধ লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নিকট মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!!
নূতন পুস্তক!!!

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত "হিরণ্ময়ী উপন্যাস ১ ম খণ্ড" ১৷০, "অবসর সরোজিনী" ১ ম খণ্ড ১৷০ এবং "লীলাকারাগার নাটক" ৸০ আনা কলিকাতা আলবার্ট প্রেস ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

যিনি এক দিবসে সুন্দর দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেটেন্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রচারিত করিয়া পাঠকগণকে উদ্ভ্রান্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক ভারিত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ১৬ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ১ বৎসর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ বাসনা করি। গ্রাহক সংখ্যা আষিঢ় পূর্ব্ব হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ১৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১ এবং অবশিষ্ট ১৷০ পরিশোধ করিতে অবসর দেওয়া যাইবে।

একত্রে নগদ একেবারে দিলে ১৯ টাকা স্থলে ১৷৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

কার্য্যাধিকারী প্রেস } শ্রীকালী প্রসাদ সরকার।
মলঙ্গবাদিতলা। } ভক্তাধিকার ও কার্য্যাধিকারী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে।

উপহার।

কবিতা, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
নাটক-কথা ও সংবাদপত্রের।
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা [illegible] মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশ [illegible]

ারের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৸০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
৯ নং বাগা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
সওবাজার কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, স্ফটিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা দোষ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১৩ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১৲ টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বঙ্গীয় সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রদাহ কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত পাত ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার অতি উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশি মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৷৵০ দুই আনা

সুধাংশু সূত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুনিশ্চিত ঔষধ অল্প প্রয়োগের উপর কিম্বা বর্ণাইয়া জন্মাবধি সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, থাকে বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রায়ই সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুনিশ্চিত ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশির মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সন্ধিবাত, চৌরঙ্গিবাত, কোন সন্ধি বা অঙ্গের স্পর্শ হীন, অসাড় পক্ষাঘাত এবং সন্ধি স্থানের স্ফীততা, সূচিবিদ্ধ বা অন্য কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক বেদনা, হস্ত পদাদির ঝেঁচুনি, আক্ষেপ ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ সকলের বিশেষ শান্তি হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা হেতু নিদ্রা বিহীন হইলে যন্ত্রণা সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সুনিদ্রা উপস্থিত হয়।

৷৵০ পোয়া শিশির মূল্য ২ টাকা প্যাকিং ৷৵০

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
মেং রাজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার ইহাঁরা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

যোগসিন্ধরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, ঘড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে অল্প শক্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন চর্ম্মজ শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর সুপ্তবস্থা রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৷৵০।

মালতি কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, গুল্মবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মন হু হু করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন ধেঁচুনি এবং হস্তাপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲ প্যাকিং ৷৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, হুড়ি, কাস, শ্বাসকাস, রক্তোৎকাস, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল ঔষধ সেবনে ক্ষয়কাস এবং যক্ষ্মাকাস ও বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲ প্যাকিং ৷৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহু দিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্বতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা জরাভঙ্গ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎ সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক বল-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩, প্যাকিং ৷৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৷৵ আনা। কলের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, চোঁ চোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মোড় ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল ধন্বন্তরি
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

অব্যর্থ বেদনানিবারক।

এই ঔষধ লেপনে দেহের যে স্থানে যে কোন প্রকার বেদনা হউক না কেন, বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, কোমরে, হাতে, পায়ে, গ্রন্থিতে ব্যথা, যে কোন প্রকার ও যত দিনের বাত হউক না কেন পক্ষাঘাত, গ্রন্থিসংকোচন, শূল ব্যথা, কোলা, শব্দির ব্যথা, কাপীর ব্যথা, শিরঃপীড়া, কাণে ব্যথা ইত্যাদিতে এই ঔষধ মহোপকারী। সহস্রাধিক প্রশংসাপত্র দেখান যাইতে পারে। মূল্য ছোট বোতল ২ ও বড় ৪, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডনলিপ ফরব এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং কৌড়ধারি বাগাপাড়া। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জন তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক শূলাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে পেশ ও ত্বক প্রদর, কষরক, নাশক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা খাইলে সূতিকাদোষ অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় এবং অন্যান্য প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, শূন্যতা হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩১৭ নং চিৎপুর রোড—পরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ রাজর্ষি শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিষয়ক পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রকৌমুদীপিকা	১৷০	।০
সঙ্গীতসার	৸০	।০
কণ্ঠকৌমুদী	১৷০	।০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
মানেজার।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও আবশ্যক টীকাও দেওয়া হইতেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার ভক্তবর্ত্তি নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান হয় না।

ঈশান চন্দ্র বসু
বসুভ্রাতৃগণের লেন ১৮ নং কলুটোলা রো
কলিকাতা মুক্তাপুর

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্ধিপাতাদি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুতত্ত্বের কারণ মারণ, নাড়ী বিজ্ঞানাদির পরীক্ষা, বাত শস্ত্রাদির সহিত বমন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

ইহাতে অনেক রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্ণখাদ গদ্য পদ্যের আস্বাদ্য। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নিম্নোদ্ধৃত নাম লেখা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কেল লাইব্রেরি ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ ইসারোড, ভবানীপুর } শ্রীরামলাল [illegible]

নন্দন দত্ত এণ্ড কোং
হোমিওপ্যাথিক ড্রাগিষ্ট

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং বাগেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
আনা টীং	৸৹	।৶৹	ওলাউঠা বাক্স	২৷৹ ৪৷৹
ক্ষুদ্র বড়ী	।৶৹	।৶৹	সাধারণ চিকিৎ	১৲ ১২৲
ডাইলিউসন	।৹	।৶৹	সরবোগের	৫৲ ১০৲

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫৲ চিকিৎসা সূত্র ৪৶৹
ওলাউঠা চিকিৎসা ।৹ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৶
স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, শুক্রস্করণ ।৶
ঔষধগুণ সংগ্রহ ১।৹ কাম ও বসন্ত চিকিৎসা ।৹৹
অশ্ব চিকিৎসা ৪৹ হোমিওপ্যাথিক কি ? ৶৹
ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৶ ডাক মাশুল।৶৹।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বহি, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, নাটকনভেলের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ম ও ২য় স্কন্ধ ৩২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ।০ আনা মাত্র।
ঐ বাঙ্গালানুবাদ।
দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।
ডাক মাশুল ২৷০ টাকা মাত্র।
হরিবংশ মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৩৯ নং পরাণহাটা শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে শরচ্চন্দ্র দত্তের নিকটে প্রাপ্তব্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।
১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৶৹ পোয়া .. .. .. ৩ টাকা।
তৈল ।৹ পোয়া ... . ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৹ আনা।

শিবায়ত।

(নখদূষক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, ধাতু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল .. ... ৷৹ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৶৹ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ঞ্জ এই পত্র কলিকাতা মুলাপুর ১০ নং বৃন্ধওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১১ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল ১৫ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ২৮ এ জুন। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।
চাঙ্গড়িপোতা
সোণাপুর ডাকঘর
জিলা ২৪ পরগণা
} শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কার্য্যসম্পাদক।

প্রেস ও হটপ্রেসাদি বিক্রয়।

কলিকাতা মুজাপুর বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন ১০ নাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটা প্রেস একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রয়ের আছে, যদি কাহার প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত যন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১২৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশকার্য্যসম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই আষাঢ় সোমবার।

মারকুইস রিপনের অবলম্বনীয় পথ।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদে যেমন উচ্চ মান ও উচ্চ লাভ, তেমনি ইহাতে বিপদও অধিক। ইহার এক পার্শ্বে অর্ণবিপোতবাহী অগ্নি জ্বলিতেছে, অপর পার্শ্বে অতলস্পর্শ দুস্তারময় হ্রদ যেন বদন ব্যাদান করিয়া আছে। যদি কিঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদ ঘটে অথবা অনবধানতা হইয়া একটু পা পিছলিয়া যায়, তবে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে, না হয় দুস্তারময় গভীর হ্রদে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব গভীর চিন্তা ও প্রগাঢ় বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় নূতন গবর্ণর জেনরলের একটী কর্ত্তব্য পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হয়। মারকুইস রিপন ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে নূতন পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এ সময়টী বিষম সঙ্কটের সময়। গুরু শিরায় সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যের নূতন অধিকারী হইলে পর যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকে তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসে এবং নানাপ্রকার মন্ত্রণা দেয়, সেইরূপ আমাদের নূতন গবর্ণর জেনরল মারকুইস রিপনকে নানা শ্রেণীর মন্ত্রিগণ ঘেরিয়া বসিয়াছেন এবং নানাপ্রকার মন্ত্রণা দিতেছেন।

এ সময়ে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম। তিনি সকলের বাক্য শ্রবণ করুন, সার গ্রহণ করুন, কে কি ভাবে কথা কয় তাহার পরীক্ষা করুন: কিন্তু কাহারও থাকো তাঁহার নীত বা চালিত হওয়া উচিত নয়। তিনি একটী কর্ত্তব্য পথ বাছিয়া লউন, এবং কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই পথে চলিবেন এই স্থির করুন; তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

অন্য অন্য নূতন গবর্ণর জেনরলের অপেক্ষা মারকুইস রিপনের পদ অধিকতর সঙ্কটাপন্ন। তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। গবর্ণমেণ্ট প্রটেষ্টাণ্ট। কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীকে গবর্ণর জেনরল করাতে নানা জন নানা কথা কহিতেছে। অনেকে অনেক প্রকার প্রতিবাদ করিতেছে। তিনি যাহাদিগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহারাও একজাতীয় ও একধর্ম্মাবলম্বী নয়। এখানে নানা রঙ্গের লোক আছে। তাঁহার কি নিয়োগকর্ত্তৃপক্ষ কি নিয়োজ্যপক্ষ কোন পক্ষই স্বমতস্থ নহে। এই বিশৃঙ্খল উভয় পক্ষের সহিত তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। অতএব তিনি এ অবস্থায় চলি একটী কর্ত্তব্যপথ স্থির করিয়া তদবলম্বনপূর্ব্বক চলিতে না পারেন, কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। মস্তকের উপরে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত, নীচে ভীষণ-আবর্ত্তপূর্ণ নর্দ্দনশীল সমুদ্রের কলকল্লোল, মধ্যস্থলে পোতারূঢ় ব্যক্তি, যাহার যেরূপ অবস্থা হয়, মারকুইস রিপনের অবস্থাও তাই। তাঁহার সাহায্য দিলে অনায়ত্ত হয় না। এ অবস্থায় তাঁহার এক চক্ষু উন্মীলিত আর এক চক্ষু নিমীলিত, এক হস্ত উত্তোলিত আর এক হস্ত নিক্ষেপ, এক পদ অগ্রসর, আর এক পদ সঙ্কুচিত: এ ভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না। সরল ভাবে সাধনিকবর্গের ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে।

আমাদের মনে বড় শঙ্কা হইতেছে, আপনি

পবিত্র রাজনীতিবায় পাছে তাঁহার প্রকৃতিস্থ সুস্থ মনকে অপ্রকৃতিস্থ ও অসুস্থ করিয়া তুলে। তাঁহাকে সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া পরে কার্য্য করিতে হইবে। অন্যের উপর নির্ভর করিলেই প্রমাদ ঘটিবে।

আমরা আর একটি বিষয়ের গণনা করিলাম, তাহার কয়টী বিপদ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ, মারকুইস রিপন রাজনীতিতে একটী নিগূঢ় যুক্তির আশ্রয় লইয়া [illegible] করিতে পারিতেছেন না। নূতন মন্ত্রিসভার [illegible] পরিণাম করা যখন স্থির হয়, তখন নিঃস্বার্থ হইয়া তৎপরিত্যাগ [illegible] তাহা করিলেই আমরা তাঁহার একটী ন্যায্য পথ অবলম্বন করিয়া চলিবার যে প্রস্তাব করিয়াছি, সেই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য করা হইবে, সেই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা যে প্রকার সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি নিঃস্বার্থ হইয়া কথা করিতে পারিতেছেন না। তিনি আবদুল রহমানের পৈতৃক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুরূপ স্বীকারে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন প্রদানের [illegible] করিয়াছেন। আবদুল রহমান তাহাতে সম্মত হইতেছেন না। এটী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিড়ম্বনার অবস্থা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি নিঃস্বার্থ [illegible] তাহা করিতেন, এ বিড়ম্বনার অবধি ঘটিত না। আবদুল রহমান কাবুলের গবর্ণমেণ্টের [illegible] অসম্মত হইতেন না। তিনি অবশ্যই হইবেন অন্য এক ব্যক্তিকে সিংহাসনের অধিকারী [illegible] গ্রহণের নিমিত্ত করিয়া [illegible] কাবুলে প্রেরিত হইয়াছেন। [illegible] তাহাতে সে আশঙ্কা নিবৃত্ত হইতেছে না। [illegible] একটী অসন্তুষ্টাবস্থা হইবে, কাবুলে একজন [illegible] থাকিবেন, এ আশঙ্কা [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] থাকিবে না। যাহাতে স্থায়ী শান্তি [illegible] [illegible] কোন প্রকার মনোমালিন্যের অঙ্কুরোদ্গম [illegible] কাবুলের লোভ হইতে [illegible]

কাবুলের গবর্ণমেণ্ট নিঃস্বার্থ ও নিঃসম্পর্কীয় [illegible] পারিতেছেন না বলিয়াই অনেক [illegible] হইতেছে। [illegible] কঠিন হইয়া [illegible] মারকুইস রিপনের [illegible] তিনি [illegible] একটী অবলম্বনের [illegible] আলোচনা করিয়া [illegible] আমরা বলা উচিত এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি সর্ব্ববাদি সম্মত হইবেন, তিনি কাবুলের আমীর হউন। সেই নূতন আমীর যে পর্য্যন্ত সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে না পারিবেন এবং যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরীণ গোল যোগের শান্তি না হইবে, তাবৎ ব্রিটিশ সৈন্য তথায় থাকুক; গোলযোগের নিবৃত্তি হইলেই সৈন্য চলিয়া আসুক। এই পথে চলিলেই ন্যায়পথে চলা হইবে, তাহা হইলে সঙ্কটরূপ কণ্টক কার্য্যপথে উপস্থিত হইয়া কাহারও বাধা জন্মাইতে পারিবে না। কার্য্য কালে যদি রুশিয়ার শঙ্কা বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির বাসনা মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহা হইলে কাবুল সম্বন্ধে অবলম্বনীয় নীতির দোষ ঘটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সহজে ও সত্বরে সঙ্কটমুক্ত হইতে পারিবেন না। কাবুল ব্যাপার হইতে নিষ্পিপ্ত হইতে বহুকাল অতীত হইয়া যাইবে। রুশিয়ার এক অলীক আশঙ্কা যাবতীয় অনর্থের মূল হইয়াছে। রুশ যদি বাস্তবিক কাবুল দ্বারা আপনার কোন অসৎসন্ধিসিদ্ধি সাধন করিবার মানস করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমানকে হউক, আর অন্যকে হউক, দৃঢ় ভূমিতে [illegible] অস্বীকারবদ্ধ করিয়াও তাহার নিবারণ করিতে পারিবেন না। কাবুলীদিগকে বশতা স্বীকার করান যেমন কঠিন, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তৎপ্রতিপালন করানও তেমনি কঠিন। দারুণ বন্যাবেগ যেমন বালুকাময় ভূমিকে সহজে ভগ্ন করিয়া ফেলে, কাবুলীরা তেমনি অনায়াসে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। যাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করা সহজ কাজ, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রুশের উপদ্রব হইতে রক্ষা করা কি সহজ?

মারকুইস রিপন যদি এ কথা বলেন, কাবুল সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপায়ের মীমাংসাই নিষ্প্রয়োজন করেন, সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বড় হাত নাই; তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই, নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পুরাতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ন্যায় ভূরিম রাজনীতিকে নীতির সাহায্যে আশ্রয় করিয়া পরকর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত নহেন; তাঁহারা ন্যায়পথে চলাইয়া দেন, তাঁহারা স্বয়ংনে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমরা জানি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে মন্ত্রিগণকে উৎসাহে লইয়া যান।

নূতন গবর্ণর জেনরলের কর্ত্তব্য যাহা স্থির না করিয়াছেন কেবল যে কাবুল সম্বন্ধে গোলযোগটী মেটে তাহা নয়, অন্য অন্য বিষয় সকলও নির্ব্বাহ হওয়ার ন্যায় স্থির হইয়া আছে। আমরা কোন বিষয়ের তাঁহার বাক্ প্রেরিত বই ও পত্রনিবন্ধ দেখার ন্যায় চাঞ্চল্য দেখিতেছি না। আমরা উপরে বলিয়াছি, তিনি সঙ্কটময় পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। কিছু দিন স্থিরভাবে তাঁহার সকল বিষয় জানা শুনা কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহার বর্ত্তমান স্থিরভাব নিন্দনীয় নয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র-সংক্রান্ত ১৯ আইন ও সাইলেন্স টাক্স প্রভৃতি যেগুলির উন্মূলন নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়ের সংকল্পিত, তাহার বিষয়ে ঔদাসীন্য বা নিস্তেজতা শোভা পায় না।

এস্থলে আরও দুই একটী কথা বলিয়া মারকুইস রিপনকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত হইতেছে। রাজনীতি স্বভাবতঃ অতি পবিত্র পদার্থ, কিন্তু ভারতবর্ষের কতকগুলি সাহসহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় রাজনীতিজ্ঞ নামধারী কাপুরুষে সেই পবিত্র রাজনীতিকে অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন। ঐসকল রাজনীতিজ্ঞের আত্মম্ভরিতাই প্রধান পাপ। অন্যায় করিয়া হউক, পক্ষপাত করিয়া হউক, আর স্তোক বাক্যে হউক, এদেশীয়দিগকে দমনে রাখিয়া কার্য্য করা তাঁহারা প্রাধনীয় রাজনীতি মনে করেন। এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে তাঁহারা যে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশেই প্রায় পক্ষপাতাদির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কথা কি, এদেশীয়দিগের বহুকালের দীর্ঘ চীৎকারের পর এদেশীয়দিগকে যে একটী উচ্চপদ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতেও সরলতা নাই। এদেশের উচ্চপদে হেতুবাদীর বলিয়া ইংরাজের যেমন অধিকার, এদেশীয়েরও তেমনি তন্ত্রাধীন অধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সঙ্কীর্ণহৃদয় আত্মম্ভরি রাজনীতিজ্ঞেরা এ কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কেবল যে বাক্যে অস্বীকার করেন তা নয়, সেই অস্বীকারের অনুরূপ কার্য্যও করিয়া থাকেন। বহু পীড়াপীড়ির পর যদি দুই একটী কার্য্য তাঁহাদের দৃঢ়তর মস্তিষ্ক হইতে বিশ্লেষিত হয়, তাহাও পরিণামে বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। সম্প্রতি এতদ্দেশীয়দিগের প্রবেশার্থ বার সত্যেন্দ্রকুমার ঠাকুরকে বারিষ্টর যে এডিসনাল জজ করা হইয়াছে, আমরা শুনিতেছি, সেটী নিতান্ত বিড়ম্বনাপূর্ণ হইয়াছে। সংক্ষেপে এই একটী কথা বলিলেই বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ষ্টেফেন্‌বাবু জজের কর্ত্তব্য কার্য্যসকল স্বাধীনভাবে করিতে পান না।

উপসংহারে মারকুইস রিপনের নিকটে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে তিনি উপরি বর্ণিত রাজনীতিবৎ আত্মাভিমান অপবিত্র রাজনীতির অনুসরণ করিয়া নিজ ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নিকট আঘাতের পরিচয় না দেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে রাজনীতি ন্যায়নিষ্ঠ নয়, সে রাজনীতি রাজনীতিই নয়। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ উদার রাজনীতির অনুসারে চলিয়া সকল ভ্রান্তি

সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করেন, এই আমাদের অভিলাষ।

মানুষের অত্যাচার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

অন্যায় হইল ও অত্যাচার হইল বলিয়া আমরা নিছামিছি চীৎকার করিয়া থাকি। যে প্রকার কাণ্ড দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে অন্যায় ও অত্যাচারের কোন যুগে ও কোন কালে যে নিবারণ হইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। অন্যায় ও অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি জীব জন্তুর স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যার যেমন ক্ষমতা বলবীর্য্য ও পরাক্রম, সে তেমনি আপনার অপেক্ষা হীনবল ও হীনবীর্য্যের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া থাকে। দ্বিতক্তি-প্রমাণ মৎস্যের অঙ্গুলিপ্রমাণ মৎস্যের উপরে সম্পূর্ণ দৌরাত্ম্য। এমন কি সে ক্ষুদ্র মৎস্যের বংশ ধ্বংস করে, তাহার সেই চেষ্টা। ঐরূপ পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবমাত্রেই স্বাপেক্ষ দুর্ব্বলজাতির উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকে। অতএব সেই বোধ হইতেছে, এই অনিষ্ট চেষ্টা ও এই হিংসা জীবজন্তুর প্রকৃতিগত। মনুষ্য জাতিও এইরূপ স্বাপেক্ষ দুর্ব্বল মনুষ্যের উপরে অনাচারণে ও অত্যাচারে বিধানে বিমুখ নয়।

জগদীশ্বর মানুষকে বুদ্ধিজীবী করিয়াছেন, বক্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দিয়াছেন, আপনার বা পরের কিসে ইষ্ট ও কিসে অনিষ্ট, তাহা বুঝিবার ও বিবেচনা করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মানুষ অহঙ্কারে এমনি মত্ত, স্বার্থপরতায় এমনি অন্ধ যে তাহার সৎ ও কর্ত্তব্য বিবেচনা থাকিতাও নাই। আপনার সুখ সম্পাদনার্থ অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়, অপরে যে ক্ষেত্রখানি অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া সপরিবারে জীবন যাপন করিতেছে, আমি যদি সেখানি কাড়িয়া লই, সে পরিবারে মারা যাইবে, স্বার্থান্ধ পুরুষের এ বিবেচনা থাকে না। এ বিবেচনা করিয়াও সে অপরের ভূমি হরণে বিরত হয় না। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি কেবল পরস্ব গ্রহণ ও পরদার হরণ প্রভৃতি নীতি বিরুদ্ধ অনার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত হয় না; ইতরজাতীয় জীব জন্তুর ন্যায় আপনার অপেক্ষা হীন ব্যক্তিদিগেরও প্রাণ সংহারে পরাঙ্মুখ নহে।

এস্থলে ঈশ্বরের একটী কৌশলপূর্ণ অদ্ভুত কার্য্যের উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি জীব-জন্তুকে যেমন ভয়াবহ হিংসাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি উহাদিগকে অদ্ভুত উৎপাদিকা শক্তিও দিয়াছেন। যেমন বৃক্ষাদির এক একটী ফলে বৃক্ষ জন্মিয়া লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি পশুপক্ষ্যাদিরও স্ত্রী পুরুষাদি সম্পর্কের যোগে শত সহস্র স্ত্রীপুরুষ জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য জাতিও সন্তানোৎপাদন বিষয়ে উহার নহে। উদ্ভিদ অণ্ডজ স্বেদজ জরায়ুজ সমুদয় প্রাণী যেমন অদ্ভুত উর্ব্বর শক্তি সম্পন্ন, তেমনি ওদিকে ভয়ঙ্কর হিংসাবৃত্তির অনুগৃহীত। যদি ঐ হিংসাবৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্থানসমাবেশ হইত না। এক উদ্ভিজ্জে বা এক অণ্ডজে কিতিতল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিত। পাঠক দেখ কি অদ্ভুত ব্যাপার। এদিকে বিচিত্র হিংসাবৃত্তি, ওদিকে আশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি। ঈশ্বর উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কেমন লীলা খেলা করিতেছেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন, দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রকৃতি সিদ্ধ। অতএব এ অত্যাচারের নিবারণ সম্ভাবিত নয়।

কিন্তু এস্থলে একটী কথা আছে। যাহাদের তর্ক শক্তি নাই, ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইহলোকে চিন্তায় অধিকার নাই, যাহারা কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা যে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ব্বলকে পীড়ন করে ও দুর্ব্বলকে বিনাশ করে, তাহাতে বিস্ময় হয় না, দুঃখও হয় না। কিন্তু মানুষের হিতাহিত বিবেকশক্তি আছে, অপরকে পীড়ন করিলে যে কি কষ্ট ও অনিষ্ট হয়, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। এ সকল বুঝিয়াও যে মানুষ অত্যাচার করে, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অতএব এই মানুষের অত্যাচার কি নিবারিত হইবে না? আমরা এই প্রশ্ন করিতেছিলাম।

মানুষের অত্যাচার নিবারণ করিবার ক্ষমতা কার? রাজার। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, অত্যাচার নিবারণে যিনি অধিকারী তিনিই অত্যাচারী। তিনিই নিজের ভোগাসক্তি, নিজের বিলাসার্থ, নিজের যৌবনতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রজার উপরে সময়ে সময়ে যার পর নাই অত্যাচার করিয়া থাকেন। ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের উপরে অত্যাচার করিলে রাজদ্বারে বিচার করিয়া কথঞ্চিৎ তাহার নিবারণ করা যায়, কিন্তু রাজা অত্যাচার করিলে কে তাহার নিবারণ করিবে? তাহার সৈন্য আছে, অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাগুলি আছে, অর্থবল আছে, কেহ নিবারণ করিতে গেলে রাজা তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, গোলাগুলি দ্বারা তাহার ঘর বাড়ী উড়াইয়া দিতে পারেন, তাহাকে দ্বীপান্তরবাসে পাঠাইতে পারেন। অতএব কাহার মাথার উপর মাথা যে রাজার অত্যাচার নিবারণে সাহসী হয়?

আমরা যে আজ এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি তাহার কারণ এই, সমাচারপত্র পাঠে জানিলাম ব্রাউমিলিয়ার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা অনেক মুসলমানদিগের উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিতেছে। বাউমিলিয়া কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণস্থ রাজ্য। তথাকার মুসলমানেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের দুঃশাসন করিয়াছিল। যে বালক বৃক্ষ তাহারও উপরে অত্যাচার করিতে বিলম্ব হয় নাই। অন্য কথা কি, তাহার স্ত্রী লইয়া ঘরকন্না করিবার যো ছিল না। এখন তথায় একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি ন্যায়ানুসারে শাসন করেন; কিন্তু তিনি মুসলমানদিগের প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না, অথবা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বার্থ কথাই করিয়াছেন "ন দণ্ডপাতঃ পাঠনীতি কারণং" দণ্ডপাত না করিলেই যে দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য করিবার স্বভাব পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হয় না। আমরা বাউমিলিয়ার অত্যাচার বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার নিমিত্তই যে এ বর্ণন আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহাও নয়, আমাদের সম্মুখে পার্শ্বে ও ইতস্ততঃ সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটিতেছে। আমরা সকল তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাই ও তাহার কথা শুনিতেছি। তবে আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে ও শাসন প্রণালীতে ব্রাউমিলিয়ার কাণ্ড এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে না বটে; কিন্তু বাহারা কিঞ্চিজ্জ্ঞনসম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের প্রতি অনাচার অত্যাচার চরিতার্থ করিতে বিমুখ হইতেছেন না। [illegible] হইলে [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া [illegible] মানুষে আর পশুতে আহার নিদ্রাদি বিষয়ে কিছু বিশেষ নাই, এক প্রকৃতি দেখা যায়। মানুষের মধ্যে কতকগুলি ঈশ্বরবিশেষ করিয়া দিয়াছে। "অন্ধের যেমন নয়নে। বিশেষ [illegible] তাহার আর কিছু [illegible] কেবল ঈশ্বরনিন্দার কথা বলেন নাই [illegible] আর অনেকেই বলেন "ঈশ্বর পুরুষকার [illegible] বাধাবিবর্জ্জিত" ইত্যাদি [illegible] মানিতেন নাই সে [illegible]

[illegible]

ফল মূলের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন হইয়া ১১৯ টাকা মূল্যের ফল বিক্রয় করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আফিস সমুদয়ের সমস্ত পুস্তক বাঁধান এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে।

বালকদিগের স্বাস্থ্যের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। অন্যান্য জেল অপেক্ষা এখানে আহারাদিতে অনেক অধিক খরচ হয়। উহাদিগকে স্বাস্থ্যকর আহার দেওয়া হইয়া থাকে। উহাদের চিকিৎসার উত্তম বন্দোবস্ত আছে।

আবদুল রহমন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট।

আবদুল রহমান ইংরাজের অধীনে রাজা হইবেন না, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে ছাড়িবেন না; এ বড় মন্দ কৌতুক নয়! এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে "কাঠির পাও পিছলিয়া যায়।" আমাদের রাজা এমন বুদ্ধিমান্ চতুর ইংরাজ কাতিও কাবুল সম্বন্ধে পা পিছলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অমনিবন্ধনই এই কৌতুককর শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, সম্পদ সম্পদের ও বিপদ বিপদের ন্যায় একটী ভ্রমও অপর ভ্রমের অনুযায়ী হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যে ভ্রমে আক্রান্ত হইয়াছেন, এখনও তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিতেছেন না। অপর ভ্রম আসিয়া তাহার পৃষ্টপুষ্টি করিতেছে। আর একটী প্রবাদ আছে "এক আঁচাতে চিনা যায়।" এক কাবুল যুদ্ধে অনেক চিনা ও জানা গেল। আফগানস্থান ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজ বন্ধুভাবে ভাবিত হইবে, তখন কাবুলও অনায়াসে হস্তগত করিবেন। কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে, কাবুল ভারত নয়, কাবুলীরা ভারতবাসী হিন্দু বা মুসলমান নয়। উহারা দুর্দ্ধর্ষ। কাবুলে যুদ্ধের প্রথম আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিল, যদি তখনই হইয়া সেগুলির চিন্তা করা যায়, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইংরাজেরা যে সময়ে কাবুলে প্রবেশ করেন, কাবুলিরা তখন গায়পড়া ধরণে ইংরাজদিগের কাবুলাধিকারবন্ধে সহজে প্রবেশ করা ভাব হইল। তখন তাহারা বৈরাগীমা প্রদর্শন করিল, কিন্তু এখন লোকে যত মনে করিতেছে, তাহারা উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তত যেন তাহারা বর্ষাগমনে আতপক্লিষ্ট শিখীলিতার ন্যায় ও রক্তবীজ বংশের ন্যায় কোথা হইতে পাদুর্ভূত হইতেছে। অমনি চমৎকার যে এখন যুদ্ধের অবসানে বা নূতন প্রারম্ভ পুনিয়া উহা ভার হইয়াছে! অতি শয় আশ্চর্য্য এই, ইংরাজেরা পৃথিবীকে নন্দনকাননের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন, কাবুলের সহিত তাঁহাদের একবার সংসর্গও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাবুলকে চিনিতে পারিলেন না! চিনিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা আবদুল রহমনকে লইয়া যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে এ দেশে যে এক প্রবাদ আছে, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া, তাহাই অন্বর্থ করিয়া তুলা হইতেছে। যদি কোন বৃক্ষের মূল ছেদন করা যায়, তাহার পর তাহার উপরিভাগে যত কেন জলসেচন কর না, সে বৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হয় না। বৃক্ষের মূল পদ, তাহাই দ্বারা বৃক্ষ রস আকর্ষণ করে এবং রস আকর্ষণ করে বলিয়াই বৃক্ষকে পাদপ বলে। যদি সেই মূল হইতে বৃক্ষকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে তাহার পাদপত্ব থাকে না, তাহারপর তাহাকে অগাধ জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও কোন ফল দর্শে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুলের সম্বন্ধে ঠিক গোড়া কাটিয়া আগায় জল সিঞ্চন করিতেছেন। বেতকলী বাগের মূল যে হাবুগাঁ, তাঁহারা বিনা অপরাধে বিনা কারণে বিনা বিচারে একজন সামান্য লোকের ন্যায় তাহার উচ্ছেদ করিয়াছেন। কাবুলের রাজবংশ বাস্তবিক মহীরুহের ন্যায় সবলে উৎপাটিত হইয়াছে, উহার শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন বিপক্ষেরা আপনার জন চলিতেছেন। তাঁহারা আবদুল রহমনকে তাঁহাদের অধীনস্থ আমীর করিবার অনুরোধ করিতেছেন। আফগান বহমন ত্রিদিব রাজিয়ার আত্মীয় ও প্রতিপালিত। তাঁহার আত্মীয় তাহার সমান ও সম্ভ্রম করে। যাহা হউক আমরা প্রস্তাবান্তরে অনুরোধ করিয়াছিলাম আর একটী মর্ম্মান্তিক কথা সর্ব্বদা মনে। কাবুলের ইংরাজ অনুরোধ করাতে তিনিও ওজর করিয়াছেন। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি এই সঙ্কটে পড়িয়া ভগ্ন হৃদয় হইয়া তাঁহার কার্য্য কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট পুনঃপুনঃ বিজ্ঞাপন করিতেছেন। তিনি তাঁহার সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে রাজধানীতে যাইতে পারিতেছেন না, কারণ অ... পুর মুসলমানের একমাত্র চিত্ত হইলে গদাক্রান্ত হইবেন, কাজেই আফগানে আমীর বিশেষ সন্ত্রস্ত করিতেছেন এ... স্থানে বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত করিতেছেন; তাহা হইতে কেন উপদ্রব হয়, তাহা করিতেছেন; তাহাতে তিনি সাহেবের সঙ্গে সন্ধিপত্রে পর নিশ্চিন্ত হইতেছেন এবং আমাত্য সমভিব্যাহারিদিগের সঙ্গে কাবুলে আসিবেন এরূপ করিতেছেন; বোধ হয় তাঁহার মনের ভাব এই, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়া দুর্ঘট। যদি সন্ধি না হয়, আর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, বিমুখ হইবেন না। পাঠক এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। আবদুল রহমনের কাবুল কাবুলের সমস্ত লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, কাবুলের এক প্রাণীও ইংরাজদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়। যে কেহ ইংরাজের সহায়তা করিতেছে, সে মৌখিক মাত্র। ইংরাজ সৈন্য চলিয়া আসিবামাত্র তাহারা সকলে মিলনে প্রেরিত হইবেছে। আবদুল রহমন যে কৌশলে ফিরুন, তাঁহার মনোরথ যদি পূর্ণ হয়, আর তিনি ইংরাজদিগের অনুগৃহীত আমীর হন, সাহা হইলেই কি আফগান স্থানে শান্তি স্থাপিত হইবে? মুসলমানের অনেক সহায় আছে। তীর্থরাজমণি মহম্মদপন্থান তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজ মন্ত্রী আপনি বলিয়াছেন "আমরা শান্তি স্থাপনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি কিন্তু মুসলমান আমীর ও আমরা যা তাঁহার মন্ত্রী ও সহায় না হইলে শান্তি হওয়া সম্ভবিতে নয়।" এরূপ স্থলে আবদুল রহমন আমীর হইলেই শান্তি স্থাপিত হইল বলিয়া ইংরাজেরা কাবুল ত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে আবদুল রহমান ও মহম্মদপন্থান বিলক্ষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিবে। অগ্রে আমরা প্রস্তাবান্তরে যে কথা বলিয়াছি, তদনুরূপ কাবুল কবলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কল্পনা। সাধারণের সম্মতি ক্রমে এক জন আমীর হইলে কোন দিক কোন প্রকারে গোলযোগ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগের আর কিছু করা হইবে না। তাহারা যে গোল বাধাইয়াছেন, সেই গোলেই তাহারা শান্তি হইবেন সম্ভাবনা।

মিউনিসিপালিটী ও ট্যাক্সেসন

[চাঁদা]।

যেমন কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং হইয়া যায়, যেমন [illegible] ঘোর ঘোষে ঘোষে ঘোষে

বিষয় বিশেষে অত্যাচারী। রাজার অত্যাচার নিবারণের যে সম্ভাবনা নাই, আমরা ইংরেজ রাজার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রাজা মাত্রেই করিবে। রাজকর্মচারী ও প্রজার অত্যাচার সহজেই নিবারণ করিতে পারেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর এই, তাঁহার সে মনোযোগ নাই। পার্লিমেণ্ট সভ্যদিগকেই অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে দেন না। মন্ত্রী তাহাকে রাজকর্ম্ম চালাইতেছেন। প্রজা বিদ্রোহকরণে দৃষ্টি রাখিবার উপলক্ষ নিবারণের জন্য, রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের আশঙ্কা হয়। রাজশক্তি তাহাদের হস্তগত থাকে তাঁহারা অনায়াসে যথেচ্ছ আচরণ করেন। অপরের হাত নাই যে তাহার নিবারণে সমর্থ হন। সংবাদ তাহার নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের বিষয় এই, এক্ষণকার রাজারা সেই অত্যাচারী রাজকর্মচারীর প্রশ্রয় দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বালক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ শিক্ষালয়।

পার্লিমেণ্ট মহাসভায় হইয়া বালক অপরাধীদিগের চরিত্র শোধনার্থ আলিপুরে যে শিক্ষালয় স্থাপন, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ সাধারণ পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

অপরাধ করিলে রাজা অপরাধীর দণ্ডবিধান করেন, এবং অপরাধের গুরুতরতা অনুসারে সেই দণ্ডের তারতম্য হয়, ইহা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপরাধীকে দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য কি? সকলেই বলিবেন, অপরাধী ব্যক্তিকে আর যেরূপ অপরাধ না করে এবং অন্যের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যেরা তাদৃশ অপরাধে প্রবৃত্ত না হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ সকল দেশেই দণ্ডের লঘুগুরুত্ব অপরাধের গুরুতরত্ব বিবেচনা করিয়া স্থির হয়। পূর্ব্বে যে দেশে যে প্রকার ছিল, সে দেশে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করিলে, তাহার সেই অঙ্গ একেবারে ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইত, যে দেশের আর সেই অঙ্গ দ্বারা সেরূপ অপরাধ করিতে না পারে। চক্ষু দ্বারা অপরাধ করিলে চক্ষুদান, যাহারা অপরাধ করিলে সম্ভ্রান্তদিগকে, অধিক দণ্ড দেওয়া হইত। এখন সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের দণ্ড উঠিয়া যাইতেছে। এমিজাধেথের সময়ে ইংলণ্ডে অপরাধের দণ্ড উঠিয়া যায়। ক্রমে ইউরোপের সকল দেশেই অপরাধের দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। এখনও দণ্ড দিবার উদ্দেশ্য ঠিক আছে। কিন্তু এখন আর কষ্ট দিয়া অপরাধের দণ্ড দেওয়া হয় না। এখন সেই পুরাতন রীতির বদল পরিবর্ত্ত হইয়া অন্য প্রকার রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন অপরাধীকে কারাগৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়। সে যত দিন কারাগারে বাস করে, ততদিন তাহাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে তাহার দুষ্কর্ম করিতে আর প্রবৃত্তি না থাকে। এখন দণ্ডবিধানের অর্থ চরিত্র সংশোধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এখন আর কারাগারের সে ভীষণ ভাব নাই। আমরা রসকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ সঙ্কীর্ণ দুর্গন্ধ বায়ুপূর্ণ অন্ধকারময় কারাগারের উল্লেখ দেখিতে পাই, এখন আর সেরূপ কারাগৃহ নাই। এখন বন্দীদিগের স্বাস্থ্যের ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখিয়া কারাগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়।

ইউরোপে সভ্যতা আর সে বাহির নাই। যেখানে এক মাস থাকিলে আলোক দেখিবামাত্র চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। যেখানে এক ব্যক্তি এক বৎসর কাল মধ্যে একটী ইন্দুর ভিন্ন অন্য জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পায় নাই। বায়ুবন বর্ষিক সিলনের কারাগারের কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। যে দিন বিখ্যাত লোকহিতৈষী জন হাওয়ার্ড কারাগারীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া ইউরোপের সমস্ত কারাগার পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক নূতন কারাশাসন সম্বন্ধে সুনীতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদবধি অপরাধীদিগকে আর ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কারাগার সম্বন্ধে পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ভিন্ন যাহারা অপরাধ করে, তাহারাই কারাবাসী হইত, তাহাদের বিহিত শাস্তি আশঙ্কা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; অধিক অপরাধী উকীলকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া দুঃখ করে। তাহারা কোন ব্যবসায়ের শিক্ষা পায় না, সুতরাং মুক্তপথে থাকিয়া উকীলের সম্মান করিতে পারে না, কাজে কাজেই তাহাদিগকে অসৎ পথ অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল লোককে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, যদি ইহাদিগকে পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা চালাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহারা আর অপরাধ করে না। আমরা দেখিয়াছি অনেকে কারা হইতে আসিয়া যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

আমরা এতক্ষণ অপরাধি-সাধারণ্যে স্থূলভাবে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু বালক অপরাধিদিগের অবস্থা ও ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাহাদের বালস্বভাবসুলভ বুদ্ধি-চাঞ্চল্যই প্রায় কারাবাসের কারণ হয়। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার সময় ও তাহাদের ভবিষ্যতে প্রাণোপজীবন লাভার্থ ব্যবসায় শিক্ষার সময় এবং ভবিষ্যতে সচ্চরিত্র হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় যদি কারাগৃহে বৃথা নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবন বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠে। অতএব কারাগৃহে তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থ কোন প্রকার শিক্ষা পাওয়া উচিত। তাহারা তাহা যদি না পায়, তাহা হইলে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া আবার তাহাদের দুষ্কর্ম্ম করিবার ও আবার কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই সমস্ত প্রণিধানপূর্ব্বক ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৬ অব্দে বালক অপরাধিদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষালয়স্বরূপ স্বতন্ত্র কারাগার স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সমর ও মফস্বল সকল স্থান হইতে বালক অপরাধিদিগকে আনিয়া তথায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত শিক্ষালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দে ৩০ টী মাত্র ছাত্র লইয়া শিক্ষালয় খোলা হয়। ১৮৭৯ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৯ টী বালক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও নয় জন বালক অপরাধী তথায় আনীত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছয় জনের স্বভাব এত মন্দ যে তথায় তাহাদের দৃষ্টান্তে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদিগকে ফেলে পুনঃ প্রেরণ করা হইয়াছে। একজন পলায়ন করিয়াছে এবং একজন মরিয়া গিয়াছে আর একজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তাহাদিগকে রীতিমত পারিতোষিক দেওয়া হয়। পারিতোষিকের টাকার অংশক বালকদিগকে দেওয়া হয়। তাহারা সেই পয়সা লইয়া খেলানা ও মিঠাই ক্রয় করে, অপর অংশ তাহাদের নামে সেবিং ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়।

যেমন সদাচারের পারিতোষিক দেওয়া হয়, তেমনি অসদাচারের দণ্ডও করা হইয়া থাকে। সুখের বিষয় এই যে অপরাধগুলি প্রায়ই অতি সামান্য, বাল-স্বভাব-সুলভ অনবধানতাই তাহার কারণ। দণ্ডও সামান্যরূপ হয়। কখন মিষ্টান্ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কখন বা কিয়ৎ ক্ষণ এক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। বালকদিগের পড়িবার সময় ভিন্ন বন্ধ মাত্র। বালকদিগকে বিদ্বান করিবার জন্য তত যত্ন নাই। তাহারা পরিণামে যাহাতে নিজ পরিশ্রমে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, ভবিষ্যতের বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয়। উহাদিগকে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত শিক্ষাগৃহের যত সংস্কারকার্য্য প্রয়োজন হইয়াছিল, সে সমস্ত বালকেরা করিয়াছে। উহাদের পরিশ্রমে বাগানে এত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে যে ঐ শিক্ষাগৃহের ব্যয়

[illegible] পারলে হইতেই স্থানীয় স্বাধীনতার বিনাশে হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন বিউরা চালনার ভার [illegible] তখন নগরগুলিতে স্বাধীনতার [illegible] প্রধান কাজ হয়। তাহাতে বিস্তর লোক, [illegible] প্রবান্তরে গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইয়াছে, অন্যান্য [illegible] সহিত বিরোধী [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] আমাদের [illegible] দিতে পারিতেছে না। [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] সমস্ত শরীরের [illegible] ঘোর সাম্রাজ্য সংস্থাপন [illegible], এবং মিউনিসিপাল প্রজাসত্ব পর্যন্তে [illegible] প্রাণে ভয় হয় এবং সাধ্য শক্তি [illegible] করিতে পারে। তখন লোকে [illegible] নগরের তাবাধার প্রতিতে উৎসুক হইল, [illegible] স্থানের আপন [illegible] স্বাধীনতা ও [illegible] বিষয়ে মনোযোগ করিতে লাগিল, তখন নগরগুলি শীঘ্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া, যেখানে নিজের হেইখানেই কেন্দ্র লোকদিগের অধীন সীমাবদ্ধ। ক্রমে ক্রমে সাধারণ শাসন [illegible] বিষয় হইল, তখন সাধারণ [illegible] প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখন স্থানীয় [illegible] স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া [illegible] সাধারণের হস্তগত হইল। [illegible] স্বাধীনতা বাহুল্য করিতে লাগিল। ক্রমে মিউনিসিপালিটিগুলি [illegible] ছায়ামাত্র হইয়া উঠিল।

[illegible] যে প্রকার সম্পত্তি হইয়াছে, [illegible] এক প্রকার নাসিয়াছি, আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটি [illegible] হইবার মধ্যে [illegible] হইল। [illegible] সাধারণ [illegible] [illegible] এই প্রকার আইনের [illegible] আমাদের মিউনিসিপালিটির [illegible] অতি অল্প লোক [illegible]। [illegible] অনেকেই এ বিষয়ের [illegible] উৎকট [illegible]। কিন্তু ইহাতেই বলে, মিউনিসিপালিটিতে [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]

দৈব এবং শ্রীরামপুরের পুলিসের বন্দোবস্তে কোন প্রকার অত্যাচার হইতে পারে নাই।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, মদন বসুর গলির ৪ নং বাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দাসের পুত্র বিপিনচন্দ্র দাস অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করাতে নবীন বাবু পুলিসে সংবাদ দেন। পুত্র পুলিস কর্তৃক হাসপাতালে নীত হইয়া এপর্য্যন্ত জীবিত আছে।

আসামে একটী চাবাগানে দুই জন কুলি মাটী পোড়া খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহারা কেন এরূপ করে, ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই। আমরা চাবাগানের কুলির যে দুর্দ্দশা শুনিতে পাই, তাহাতে তাহারা যে কত কষ্টেই দিনপাত করে বলিতে পারা যায় না।

আসামের কুলিচালানের রিপোর্ট পরিবর্ত্তন কালে তথাকার চিফ কমিশনর বলিয়াছেন যে চাবাগানে যে সকল ডাক্তার আছেন, তাঁহাদের নিকট কোন খবরই পাওয়া যায় না। তাঁহারা নিজে খান আর দরিদ্র কুলিগণ খাবার অভাবে মাটী খাইয়া জীবনধারণ করে।

গত সপ্তাহে বাঙ্গালার সকল প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। রাজসাহী ও কুচবিহারে বন্যা ও পাটের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। অন্য সকল অঞ্চলে শস্যের অবস্থা উত্তম।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারী ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়র সাহেব গটকুমারের রেসিডেন্ট ডাক্তার নিউয়ার্ড সাহেবের নামে নালিশ করেন। নালিশের হেতু এই যে তিনি আপন ইচ্ছায় কুপে নদীর নীরে শবদাহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার একশত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

মাদ্রাজের আডিটাণ্ট জেনরল এডমন্ড [illegible] ইসকে অন্ন বেতনে চাকর রাখেন। [illegible] তাঁহাকে বাড়ীতে তাঁহার অপরাধ [illegible] প্রকাশ করে যে আপনার [illegible] ওভর্ট সাহেবের সহিত মারামারি করাতে কর্ম্ম হইয়াছে। আপনাকে ৫০০ টাকা মাত্র বেতন লইয়া কার্য্য করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি সমস্ত রাত্রি করিতে হইবে। তাই [illegible] যোগে কোন প্রকার শত্রুতা করিতে পারে নাই। পরে এডমন্ড সাহেবের নিকটে আসিয়াই [illegible] সেই প্রস্তুতি লইয়া পলায়ন। সম্প্রতি [illegible] বিচারাধীনে অর্পিত হইয়াছে।

ঢাকা বাইশতছে বাবু [illegible] ঐ সভায় [illegible] করিতেছেন। আমাদের মতে [illegible] ইংরাজি থাকাই উচিত। [illegible] নিধি স্থাপিত হইলে ইংরাজি থাকিলে অনেক সময়ে অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে।

গত রিপন সিমলায় একটী রোমান কাথলিক শিক্ষা নিম্নাণের জন্য ২০০০০ টাকা দিয়াছেন। সেখান কাথলিক গবর্ণর জেনরল বিয়োগের ৩ আনা এই একটী ফল দেখা গেল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গত শুক্রবার আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব দার্জিলিঙে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাস্তায় কি একটী দেখিয়া ঘোড়া ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে ও অশ্বারূঢ় রেখে ছুটিয়া যায়। সেই সময়ে ইডেন সাহেব পড়িয়া যান। তাহার মুখে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে।

তহবিল তছরূপের অপরাধে বেঙ্গলের কমিসরিএট সাবেকেণ্ট লাডলিকে সেসনে অর্পণ করা হইয়াছে। সাবেকেণ্ট ওয়েডমানকেও সেপর্দ্দ করা হইয়াছে। জোরেন সাহেব বলেন, তিনি উহাঁকে বৎসর ধরিয়া প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া দিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন আর তাহার উপর মধ্যে মধ্যে [illegible]।

ডিষ্ট্রীক্ট চার্জ্জেবল সোসাইটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক হইয়াছে। তজ্জন্য উহাঁর কর্ত্তৃপক্ষেরা সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। সোসাইটী আয় ব্যয়ের [illegible] টাকা, সাহায্য [illegible] টাকা।

[illegible] প্রতি [illegible] উকীলেরা [illegible] করিয়াছেন যে [illegible] ব্যারিষ্টারের [illegible] আবেদন করিতে [illegible] করিতেছেন।

[illegible] ব্যারিষ্টার, [illegible] বিশ্ব, [illegible] হইয়াও [illegible] ব্যারিষ্টারের [illegible] কোন্সুলি [illegible] করিতে [illegible] ইচ্ছা, [illegible] ব্যারিষ্টারের [illegible] করিতে [illegible] ব্যারিষ্টারের [illegible] করিতে [illegible] ব্যারিষ্টারের [illegible] করিতে

ইইয়াছেন। তিনি বলেন, চন্দ্রবাবুর কোন দোষ নাই। দোষ না থাকে, আমাদের এই ইংরাজ শিক্ষিত বিদ্বেষর কোন দোষের কথা শুনিলে তাহাতে অধিকার করিতে হইবে। পত্রপ্রেরক যদি চন্দ্রবাবুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী প্রতিপাদন করি আমাদের নিকটে কোন পত্র প্রেরণ করেন আমরা আনন্দের সহকারে তাহা প্রচার করি তবে সেই পত্রপ্রেরকের প্রকৃত নাম ধাম জানা চাই। তিনি নাম স্বাক্ষর রাখিয়া অথবা অন্য নাম ধাম গোপন করিয়া কাগজওয়ালার যেন সূচিত না করেন।

অতিরিক্ত ফি বেতনের সরকারের কোটী টাকার সৃষ্টি হইয়াছিল, বলিয়া সাধারণের এই ধারণা হইয়াছিল, এমন নয় আর কেহ কিন্তু আমরা ইউরোপের নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠকদের দেখা অনুরোধ করিয়াছিলাম, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের চেম্বারের বাড়ীর জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা আয়, সম্পত্তি কর টাকা, এখন পাঁচ লক্ষ অনুমান করিয়া লইলে। নেবারার সেনেটের জোগাড় বার্ষিক আয় এক কোটি টাকা। এখন চাইলসডের পায় ছই কোটী এবং কেন্টাকির মকের ছই কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়।

বিবরণগুলি মধুর হইয়াছিল বলিয়া আমাদের অনেকে আনন্দে উন্মত্ত পাঠ করিয়াছিলেন; তাহাদের মনে পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিল। এখনও যদি আমাদের চৈতন্য না হইয়া থাকে, তবে তখন, কলিকাতা আলবিনিবাসীদিগের রক্ষার্থে যে সভা আছে, তাহার সভাপতি লার্ড কিথবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কয়টী প্রার্থনা করিবেন, যে ছুপ্রিমের কলিকাতে যে সমাধি খুব কম হইয়াছে, তাহাকে অতিপূর্ণ করা হয়, মেটিয়াবুরুজকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ঔষধালয়ে আদিম নিবাসীদিগের জন্য টীকা দিবার করা হয়। যে কারণে গবর্ণমেণ্ট প্রোপাগেটিংএর পার্থনা পরিপূরণে সমর্থ হন নাই বিবেচনা করিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া দিবেন এবং এই কথা বলিবেন, আমরা আদিম নিবাসিদিগের মঙ্গল চিন্তা করিব না। আমাদের ছুরাত্মা আইন ও লাগেসন টাকা পাঠাইলে এরূপ চিন্তাপটে বিরোধ হইয়া থাকিবে, তখন মরিয়া পাঠাইবার উপায় করিয়া দিবে। পুরুষকার, এই নীতিটী শিখিয়া লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। কল্পনায় এই কথা লিখিয়া রাখুন, কল্পনায় এই রূপ, যাহা অসম্ভব হয়।

চীনের সহিত ফরাসির একটী নূতন সন্ধি এখন হইয়াছে। পুরাতন সন্ধি অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ফরাসিরা সাজাহানে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

মহারাজ সিন্ধিয়ার একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। তিনি পুত্রের কল্যাণার্থ পাঁচ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে যে ব্যয় পড়িবে, তাহাতে তিনি যদি প্রজাগণের কোন স্থায়ী উপকারের কার্য্য করিতেন, তাঁহার পুত্র অধিকতর কল্যাণভাজন হইতেন। ব্রাহ্মণেরা পর দিন ভোজনের কথা ভুলিয়া যাইতেন। কিন্তু স্থায়ী উপকার করিলে অন্ততঃ ছই দিন পুরুষ মনে থাকিত।

এই প্রকার জনরব লার্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলি করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কিছুই অর্থ সঞ্চতি নাই।

কয়লার খাদিতে ধাক্কা লাগিয়া সময়ে সময়ে অকস্মাৎ অগ্নি হয়। ফ্রান্সের ভালটম নামে এক খনিতে এই অগ্নি নিবারণের উদ্দেশে একপ্রকার বাষ্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন। গাড়ি যখন চলিতে থাকিবে, ঐ ভাবযোগে সংবাদ আপনি প্রদান চলিবে।

লণ্ডনের পলিস টাইম্‌স পত্রের অধ্যক্ষেরা এই বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টায় আছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার সংবাদ যেমন বক্তৃতা করিবেন, টেলিফোঁ যন্ত্র যোগে কম্পোজিটরেরা টাইম্‌স আফিসে বসিয়া, অমনি কম্পোজ করিতে থাকিবে।

ওয়ালীপুরস্থ চীফ জষ্টিস বিচারিবাল চেম্বের কৃত বর্ণীয় পার্থিব হিন্দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। ইহাতে ঔষধের যে প্রকার ব্যবস্থা পরিমাণ সহ লিখিত হইয়াছে, ডাক্তারের সাহায্য ব্যতিরেকেও পুরুষ তাহা দেখিয়া স্বয়ং সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই, বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত পরিভাষিত ইংরাজীর বাঙ্গলা ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এ প্রকার সহজ ভাষায় ব্যবস্থাগুলি লিখিত হইয়াছে, মাইকেল মধুসূদন লেখা পড়া জানে আছে, তাহারাও বুঝিতে পারেন।

লীডসের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এন চলইম নামে একজন কুস্তিগিরের নামে নালিশ হয় যে সে ইংরাজ। ফেন্টন নামক একজনকে কামানের গোলা মারিয়াছে। চলইম সাক্ষী গেল, কামানের গোলা দ্বারা প্রভৃতি বাহাদুরী প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়। এক দিবস সে এই বাজী রাখে যে, "যে কামানের গোলা ধরিতে পারিবে, তাহাকে ৫০ পাউণ্ড বক্‌সিস দিব।" তিন জন লোক ধরিবে বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদের মধ্যে একজন ইলিয়া ফেন্টন। কামান ঠিক সমান হইয়ে ফেন্টন কামানের ছয় গজ অন্তরে দাঁড়াইল। কামান ছোড়া হইল। ছুর্ভাগ্য ক্রমে কামানের গোলা ফেন্টনের মাথায় লাগিল। ফেন্টন গুলি মারিয়া মরিয়া গেল। প্রথম বোধ হইয়াছিল যে তাহার বড় লাগে নাই তাহার পর দেখা গেল যে মাথার খুলি কাটিয়া গিয়াছে। মকদ্দমায় প্রকাশ হইল যে চলইম পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া কামানের গোলা ধরিতেছে কিন্তু কখন কোন ছুর্ঘটনা হয় নাই।

লিপমিকের বক সাহেব বলিয়াছেন, যাহারা অত্যন্ত কাফি ও চা খায়, তাহাদের পাকস্থলীতে অসামরিক ছুর্ব্বলতা ও স্বভাবের বিকার উপস্থিত হয়।

২৪ এ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বৃষ্টির ও শস্যের যে সংবাদ প্রচার হইয়াছে, তাহা এই:—

রাজপুতানা মধ্য ভারতবর্ষ ও বোম্বাইর উত্তরাংশ ভিন্ন ভারতবর্ষের আর সমুদায় স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্জাব, লাহোর, রাউলপিণ্ডি, জলন্দর ও অম্বালার প্রায় এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। আগ্রা, এলাহাবাদ, বারাণসী, বেরিলি ও মজফরিতে মধ্যম প্রকার বৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে ইন্দোরে কিঞ্চিদ্ন এক ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। বেরারের সকল স্থানেই বৃষ্টি হইয়াছে।

চীনে ও রুশে ও বিলক্ষণ সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অতিফেন চীনদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায় ও শ্রম-শক্তি ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা করে নাই। সম্প্রতি যে একখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাদের শরীরস্থ পদার্থ সকল অহিফেনে এক কালে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। তাহারা নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতেছে। ব্রহ্মরাজের নিকটও দূত প্রেরণ করিয়াছে। "শুভ অস্তিরস্তু পরান কথা সাধরহি।" ব্রহ্মরাজ স্বয়ং অসিদ্ধ, তিনি পরকে কিরূপে সিদ্ধ করিবেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিতেছে।

কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ব্যয় দোষে দূষিত নন, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টেরও ছেত্রিশ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি যে টাকা জমা রাখিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। এ ত মন্দ কৌতুক নয়। যাহারা টাকা জমা রাখে কোথায় তাহার সুদ পাইবে, তাহা না হইয়া তাহাদের ঠোকন দেওয়া? ইহাকেই কি বলে ফাজির বিচার?

নাস্তিক রাডলকে লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল গোলযোগ বাঁধিল দেখিতেছি। কনক সভা তাঁহাকে সভ্যের আসনে বসিতে দেন নাই। তিনি কথা না শুনাতে তাঁহাকে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ওদিকে সর চেনরি ড্রমণ্ড উল্‌ফ প্রভৃতি যে সকল সভ্য ব্রাডলার পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য পদ গ্রহণের বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ সংশয়ের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বং

মিশেল ই, আর ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার:

নীচের লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ৮/০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব সম্পর্ক ও লভ্য আছে তাহা বৃহস্পতিবার সন ১৮৮০ সালের ৩ ই আগষ্ট তারিখে রাজমহলের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এবং সবরডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি যাঁহারা উক্ত সম্পত্তির অপর ৮/০ আনা অংশের স্বত্বাধিকার, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি উপোক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয় তাহা হইলে নিলাম ডেপুটী ও মূল্যের তারাতম্যসারে মূল্য প্রদানে অপর ৮/০ অংশ লইতে পারিবেন। মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরুক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে ধনাঢ্য মহাত্মাগণকে অনুমান করা যাইতেছে।

তালিকার নম্বর।	চৌহদ্দির নম্বর।	কালেক্টরির নাম।	মহলের নাম।	পরিমাণ।	সদর জমা।
			জমীদারি		
২৫	৫৫৪	মালদহ	চরিশপুর বিসনপুর	১৪৮৭/০	৩৬৮৭
২৮	৬০৮	ঐ	ধরি দিয়াড়া আউবোনা	৪২৯০/০	৭৩২৬৯
২৯	১১৬	নয়াদুমকা	ওয়াকেফ নিমগাছী উমুরা	৩৩৩১/০	২২৭৪/৩
৩০	১১০	ঐ	তরফ পলাশগাড়ী	১১৭৬০/০	৮৩৫৮২
	ঐ	ঐ	তরফ নিরশী গোবিন্দপুর	১১৭৫/০	
৩১	১১৬	ঐ	মৌজে দাহটোলা	৩৮৯৯/০	৩৩৭৮০
৩২	১৪১	ঐ	তরফ লক্ষ্মীপুর	৩৩৬/০	২২৫০
৩৩	১৪৩	ঐ	তরফ লক্ষ্মীপুর	৩৩১.০	৭৮/০
			পত্তনি		
৩৪	৪০	পুরনিয়া	তরফ পরমপুর মোরাফক	১১৯১/০	অন্যান্য মহলের সামিলে দাখিল করিতে হয় না
৩৮	১৬৪৪০১	নয়াদুমকা	মৌজে ওকপাড়া ও আমানতবন্দবস্তী শুকপাড়া	২৫৮০/০	৬১৭৬.৩
৩৯		ঐ	মৌজে পাতড়া ও দলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাইগীর ও জোত	৫৬৬১/০	১০০১

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ডি এস, পাইক্রফ্ট
রাজমহল।
৩ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১৭ ই জুন। বিগেডিয়ার গফ, গণ্ডমান উপত্যকার অভিমুখে যাইতেছেন। জমেই প্রীতি হইতেছে।

কাবুল ১৮ ই জুন। সেনাপতি হীলের অধীনস্থ সৈন্যগণ কাবুলের দিকে যাইতেছে। এই স্থির করা হইয়াছে, বল সৈন্য পাওয়া যাইবে, সব কাবুলের দিকে পাঠান হইবে। সেনাপতি হীল কলা বাধা বাধে যাইবেন। শেষে কিল্লিকীতে সেনানিবেশ করিবেন। ঐ স্থানে থাকিলে টেরাসের রাস্তা, লালাখার রাস্তা ও কিল্লাকাজি রক্ষা করিতে পারিবেন। সেনাপতি চারল্‌স গফ পত্ত রাত্রিতে কিলা গোলাম হাইদরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। তথা হইতে গণ্ডমান উপত্যকার বেগথাটের প্রায় ৮ মাইল পথ যাইবেন। এ প্রকারে জনরল মোলা আবদুল গোফুর ও বাচাদুর খাঁর অধীনস্থ অধিকসংখ্যক সৈন্য ঘাট আগলে রাখিয়াছে। ঐ স্থান হইতে আক্রমণ করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়। গণ্ডমীর গবর্ণর আলম খাঁকে ওয়াসেতেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আবদুল রহমন দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছে।

চরেরা ১৮ ই এই সংবাদ কাবুলে আনয়ন করে। যে সকল লোক ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা শিবিরের কয়েক মাইল দূরে একটী গ্রামে শস্য ও বারুদ প্রভৃতি সকল করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সংবাদ পাইবার পর একদল সৈন্য তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা এক শত মণ শস্য এবং কতকগুলি বারুদ আনিয়াছে।

কাবুল ১৯ এ জুন। চারি দিক হইতে যে প্রকার সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয় মহা আসিবার মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। চীনেরা কুর্‌মা ও কাসগার এই দুই স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। উহারা লাবেদে দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তথায় ২৫০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। রুশিয়ার যত সৈন্য সমরক্ষম ও তুর্কিস্থানে ছিল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে।

আবদুল রহমন যে কুশিয়দিগের যোগে অর্থ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশেরা চীনের যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়াতে আবদুল মেরপুরে আসিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেরপুর আসন্ন বা গজনীতে উপস্থিত হইলে হাসান খাঁ ও মহম্মদ জান তাঁহাকে সমাদর করেন নাই। মহম্মদ জান মুসাজানকে আমীর করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসুক ও উদ্যোগী। তিনি আফগানদিগকে

মুলতানের স্বপক্ষে যুদ্ধার্থ উদ্যোগিত হইতেছেন। মুন্সী আলাম প্রিন্সিপ সাহেবের নামে এক পত্র পাঠান, তাহাতে লেখা আছে যে আমি স্বদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য [illegible] করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মুলতান অধীন এবং ইরাকুব খাঁ উহার [illegible]। এ কারণ শান্তি স্থাপন সম্বন্ধীয় [illegible] মুন্সী আলামকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্তি দিয়াছেন। [illegible] যে তিনি সত্বর মুলতানে [illegible]। এই স্থান ও গমনীয় সেনা প্রায় [illegible] একত্রিত হইয়াছে। মহারাণিরা [illegible] যুদ্ধে ব্যস্ত আছে, সুতরাং এই নূতন [illegible] করিতে পারিতেছেন না। মহারাজের অভিপ্রায় এই যে, মহারাণি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি ফোজিপুরে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু [illegible] হইবার বোধ নাই। বাবু গুরু সাহেব মহারাজের আছেন।

কাবুল ২৯ এ মুন। জেনরল হিলস লোহানি অধিবাসীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে তাহারা [illegible] হইতে নাবিয়া ইংরাজদিগের গমনের [illegible] করিবে। মহারাজের এইরূপ অভিপ্রায় [illegible] প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে। যদি তাহারা [illegible] বিরত না করা হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ [illegible] সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না।

[illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে [illegible] করিবার [illegible] ছাউনি [illegible] উহারা [illegible]।

[illegible] ২১ এ মুন। আমেরো [illegible] সাহেব [illegible], তথায় তিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সঙ্গে ৯,৯০ লোক পাঠাইতে [illegible] কথা হইয়াছে তাহে [illegible] বিদায় [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সাহেব [illegible] সেখানে যে [illegible] করিয়াছিল, তাহারা আর সেখানে নাই।

১৮ এ মুন, এই কারণে, চাঁদনি বী, মহম্মদ [illegible] এবং [illegible] মন্ত্রী অধিনায়কেরা সকলে [illegible] লইয়া বারাকি [illegible]

উপনীত হইয়াছেন। তাহাদের উদ্দেশ্য, এই স্থানের মল্লিক গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষ বলিয়া তাহাকে [illegible] করিবে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধসংবাদ।

বিদ্রোহীরা ব্রহ্ম সীমাবর্ত্তী টাংগৌঅমোং নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহারা সংখ্যায় ২০০ লোক [illegible] তাহাদের সঙ্গে ২০ টী বন্দুক আছে। ব্রহ্ম পক্ষ ৫০ জন লোক উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছে, ব্রহ্মপক্ষের অনেকগুলি বন্দুক বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

হুগলীর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশ

অনুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশাম সিংহ এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

হিজলীর অন্তর্গত টাকুরপুর সিভিলষ্টেশন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভুবনমোহন সাহা ঐ জেলার সাহায্যকারী নামক ডিপার্টমেণ্টের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

হিজলীর সদর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রজনী কুমার দত্ত চাকদহ ডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের জেলর এফ. ডি. হিলস সাহেবকে ফোরেন্সিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে সহায়তা করা হইল। তিনি হোম রেভিনিউ ও এগ্রিকলচরাল বিভাগে কর্ম্ম করিবেন।

ঘাটালের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর বি. ও. ডাউসন ছয় মাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

সাহারাণপুরের প্রতিনিধি ফষ্টেক্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকলেক্টর এ. এচ. বার্ড সাহেব ফরক্কাবাদের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মাটোরের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট মুন্সী মহেশ চন্দ্রের বাসনার বিনিময়ে ঐ স্থানের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

বারাণসী বিভাগের আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট লিওন সাহেব রাজমহলের অন্তর্গত সাঁওতাল বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

নবদ্বীপের প্রতিনিধি ফষ্টেক্টমাজিষ্ট্রেট গর্ড সাহেব বহরমপুরের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর হইলেন। তথাকার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর উইলসন সাহেব ছুটী লইলেন।

গয়ার আসিষ্টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কক্স সাহেব চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইলেন।

গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর মৌলবি আহমদ কিছুদিনের জন্য ঐ জেলার নোয়াদা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সবজজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাবু কেদারেশ্বর রায়ের অনুপস্থিতিতে বাসোয়ের সব জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বাবু কৃষ্ণচন্দ্র হাসের অনুপস্থিতিতে ২য় পরগণার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন। তাঁহাকে আগিংবর কার্য্য করিতে হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ মুন। সার উইলফ্রডলসন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রতিবেশীগণ ইচ্ছা করিলে মদের দোকান উঠাইয়া দিতে পারিবেন। সে প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের অনভিমত হইলেও মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

সে ইলিয়াস সাহেব আবার কাসগারে যাত্রা করিতেছেন। তিনি কাসগারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবেন এবং তথায় ইংরাজদিগের বাণিজ্যের যাহাতে সুবিধা হয় তাহা করিবেন।

পত্র রাজিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতশূন্য হইয়া গ্রিস ও তুর্কি সম্বন্ধে বার্লিন সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন। খ্রীষ্টান ও মুসলমানে কোন ভেদ করিবেন না।

পারিস ১৯ এ মুন—ডেপুটীদিগের চেম্বরে বাঁচা সংক্রান্ত আলোচনা কালে বলা হইয়াছে যে অপরাধী গণ্য হইয়াছে, তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য যে প্রস্তাব হয়, তাহা মঞ্জুর হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ মুন। এক ব্যক্তি মন্ত্রীসভাকে হত্যা করিবার জন্য যে উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহার উদ্যম বিফল হইয়াছে।

চাবরেকর নামক পুনের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান হাজাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বার্লিন ২১ এ মুন। জার্মানীস্থ ভূতপূর্ব্ব রাজিগণ যে শান্তিরক্ষার জন্য ভূরি অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত আছেন। কিন্তু ভূরি এ বিষয় কৃতকার্য্য হইতেছেন না। কারণ, তাঁহারা বিপ্লবের সময় প্রজাদিগের সাহায্য লইয়া রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত অনেক অধিক দাবী করিতেছেন। প্রজারা যুদ্ধ সজ্জা করিতেছে এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

লণ্ডন ২২ এ মুন। প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যে টাকা পাওনা, তাহার এ বৎসরের কিস্তি সম্বন্ধে বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু সে বিবেচনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় [illegible] না দেখিলে হইতে পারে না। কিন্তু মন্ত্রী করিতে হইলে নূতন আইন করা চাহি।

ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন আফগান রহমন যে সৈন্যের কন্ট্রাক্টরদিগের সমভিব্যাহারে কাবুলে [illegible] আগমন করিতেছেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

পারিস ২১ এ জুন। ডেপুটি চেম্বর সভায় গাম্বেটা সাহেব অপরাধ মার্জ্জনা ব্যবস্থার স্বপক্ষে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

বোম্বে ২৩ এ জুন। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন যে কমন্স হাউসে অহিফেনের রাজস্ব উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। গিস সাহেব যাহাতে আফিঙের ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। সার জন কাম্বেল অহিফেনের ব্যবসায় যে মন্দ তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে অপরে ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। লর্ড হার্টিংটন যাহাতে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিয়া যায় এমন কোন কাজে হাত দিতে সম্মত হইলেন না। ভারতবর্ষের ক্ষতি হউক, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা বলিয়া কোন কাজ করিতে যাহারা চায়, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলেন আগে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে কর ভার হইতে মুক্ত কর তাহার পর অন্য কথা।

ফসেট সাহেবও প্রধান মন্ত্রী ও হার্টিংটন সাহেবের মতে অনুমোদন করেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। কমন্স হাউস দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর ব্রাডলাকে সভা প্রতিজ্ঞাপত্র বদ্ধ করিবার প্রস্তাবে অসম্মত হন। ২৮০ জন মেম্বর স্বপক্ষ ও ২৭৫ জন বিপক্ষ ছিলেন। গ্লাডষ্টোন ও হার্টিংটন সভাপ্রতিজ্ঞার বদ্ধ করিবার প্রস্তাবের স্বপক্ষ ছিলেন। বিপক্ষ দল বলিতেছেন, এবিষয়ে সিবারল দলের হার হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। মিসেস ইংলিস কণ্ট্রোলার এ বেলিন বার্ডি সাহেব সার জন ষ্ট্রাচি পরিবার ভারতবর্ষের বাণিজ্যজীবী হইলেন। সার জন ষ্ট্রাচি পরলোকগত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। অদ্য বৈকালে প্রভুনা সাহেব পার্লিয়মেণ্টে উপস্থিত হইয়া আপন আসন গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কমন্স হাউসের বক্তা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি তাঁহার কথা না শুনায় তাঁহাকে হারাইতে রাখা হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২৩ এ জুন। যত দিন না আলবানিয়ার গোলযোগ মিটিয়া যায়, তত দিন মণ্টিনিগ্রোর আলবানিয়া সম্বন্ধে যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করা যাহাতে না হয় তুর্কি তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

আলবানিয়ার নিয়মপত্র লইয়া গ্রীসকে অর্পণ করিবার প্রস্তাবে আলবানিয়ার অধিবাসীরা সম্মত হয় নাই, বরং তাহারা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছে।

নিউইয়র্ক ২৪ এ জুন। প্রজাতন্ত্রদল হেনরি ব্লানককে আপনাদের সভাপতি ও ইংলিশ নামক এক ব্যক্তিকে সহকারী সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। গত রাত্রিতে লার্ডদিগের সভায় মৃতের সমাধি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয়বার পঠিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কমন্স সভায় ষ্টাকোর্ড নর্থ কোটের প্রস্তাব ক্রমে পাঁচশত মুক্ত হইয়াছেন।

আলবানিয়েরা ইংলণ্ডের মধ্যস্থতা স্বীকার করে নাই। তাহাদের রাজোর আশ অপরকে দিবার যে কথা হইয়াছিল, তাহারা তাহা হইতে দিবে না। তজ্জন্য সঙ্কিত হইতেছে।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়া ও মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	১৮
শ্রীযুক্ত কুমার দেবীপ্রসাদ রায়	কলিকাতা	১৮
মাননীয় শ্রীশ্রীরামনারায়ণ সিংহ দেও বাহাদুর	কাশীপুর	১৮
শ্রীযুক্ত জে, ও, মলেন সাহেব	সিবিল সার্জন চট্টগ্রাম	৩৮
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	বরদপুর	১৮
" " পাঁচকড়ি রায় বহুয়া	চৌরীপুর	৮
" " শ্রীনাথ সেন	বাটি	৬
" " রামচন্দ্র মৌলিক	বারাসত	৬
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক	পাইকপাড়া	৭
" " উমাচরণ মাল	গয়া	৭৮
" " অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	বেলিয়া	৩
" " গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বরাবাজার	৫০
" " শশিভূষণ ঘোষ	বড়বাজার	৬৮
" " গোপালচন্দ্র মিত্র	বড়বাজার	১৮

প্রেরিত পত্র।

ঈশ্বর।

বিগত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" শীর্ষক একটী অযৌক্তিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। যদি ঈশ্বর থাকিতেন, এবং তাঁহাতে বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে পত্র প্রেরকের এত কষ্ট করিয়া তাহা লিখিতে হইত না। তাঁহার প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে সংসারে কিয়ৎপরিমাণ লোক ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস করে। সুতরাং ঈশ্বর বিশ্বাস স্বাভাবিক হইল না। কারণ, যাহা স্বাভাবিক, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। সে যাহা হউক, আমরা কয়েক বোধেই এই অসার প্রবন্ধের পরিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাস্তবিক ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ। (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ)। প্রমাণ তিন প্রকার; প্রত্যক্ষ অনুমান ও শাব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটী দেখিলে আর একটীকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই। সুতরাং অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। সম্বন্ধ [illegible]

কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার হইল না। আর একটু বুঝাইয়া বলি। পর্ব্বতে বহ্নি দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত কর, যে তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেই খানে সেই খানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া, এই নিত্য সম্বন্ধ না থাকিলে অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তরের অনুমিতি হইতে পারে না। ওই কারণের বিশেষ সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? কিছুরই সঙ্গে নাই। [illegible] আপনারা [illegible] আলোপদেশ। তবে স্বপক্ষের [illegible] এই বেদে ঈশ্বরই আছে, যে [illegible] ঈশ্বরকেই মানে। [illegible] যারা ঈশ্বর [illegible] তাহা, তাহা বন্ধ [illegible] [illegible] [illegible]।

ঈশ্বর থাকিলে বল; তিনি কষ্টিকর্ত্তা এবং পাপ পুণ্যের ফলবিধাতা। তিনি কষ্টিকর্ত্তা বলিলে [illegible] বলিতে হইবে। তবে তাঁহার [illegible] হইতে কেন যে তিনি সৃষ্টি করিলেন, তাহা [illegible] তাঁর ও শক্তি থাকিলে সর্ব্বজ্ঞতা [illegible] [illegible] আছেন, বলিতে [illegible]।

পাপ পুণ্যের [illegible] বিধাতৃত্ব [illegible] যদি ঈশ্বর কর্ম্ম ফলের বিধাতা [illegible] অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি [illegible] শুভ অশুভ ও পাপের অশুভ ফল [illegible] দেন। যদি তিনি তাহা না করেন, [illegible] ফলবিধান করিতে পারেন?

বিধান না করেন, তবে আস্থোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী এবং দুঃখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ত্তানুযায়ীই ফল নিষ্পত্তি করেন, তবে কেন তাহাকেই তদ্বিধানে যত্ন না পাই ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কার? উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি?

কেহ কেহ বলেন, মনের অবগতিশক্তি ও মনোবৃত্তি প্রকৃতি না দেখিয়া কাকে তাহাতে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর দৃষ্টেও সেইরূপ। কোন প্রমাণ না থাকিলেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। যে আমরা আকর্ষণ শক্তি প্রভৃতির কার্য্য দেখিয়া তাহার অনুমান করি। আর মনোবৃত্তি। চেষ্টা দেখা প্রভৃতি। অনুভব করি। বৈজ্ঞানিকেরা যেমন দেখানে নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায়। সেখানেই অনুমান করেন; সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করা যায় না। বিশ্বাসীরা যদি অনুভবের বস্তু হইতেন, তাহা হইলে যেমন দেখা ধরা প্রভৃতি সকলেই একপ্রকার অনুভব করিয়া থাকে, তেমনি তাঁহাকেও একরূপ অনুভব করিত। কিন্তু ঈশ্বরকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার বলে, সুতরাং ঈশ্বর অনুভবসিদ্ধ নহেন। বিশেষতঃ ইহা অপ্রত্যক্ষ। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যায় না।

এস্থলে একটী কথা হইতে পারে যে, যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে এত লোকে ইহাতে বিশ্বাস করে কেন? আমরা বলি কুসংস্কারাবিষ্ট মন যেমন বিভিন্নীকারপ্রযোজিত হইয়া অন্ধোপাসনা করে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষকল্পিত আচারে ভর করিয়া অনেক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আমাদিগের শারিরীক ও মানসিক প্রকৃতির অধিকাংশে কিছু কিছু ব্রাহ্মণত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হইবে না। অনেকে প্রতিবেদন করিয়াছেন, একজনের দোষ ও গুণ দুই ব্রাহ্মণে চারি হইয়া উপলব্ধ অন্য দুই ব্যক্তির হৃদয় ও মনের বিকৃতি সম্পাদন করে। সম্প্রতি ঈশ্বরবিষয়ক কল্পনা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কল্পনা সহকে ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস [illegible] এবং অস্বাভাবিক, তাহা [illegible] তৌলিকেরা মনুষ্যকে যেন বিশেষ বিশেষ করিয়া [illegible] বিষয়ক বিশ্বাস [illegible] আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা [illegible] প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

নূতন ডাকঘরের প্রার্থনা।

মহাশয়! সাধারণের কষ্ট নিবারণ জন্য এতদঞ্চলে একটী পোষ্ট আফিস বিশেষ আবশ্যক। চতুর্দ্দিকে ৮। ৯ মাইলের মধ্যে কোথাও একটী ডাকঘর নাই। এ স্থান হইতে ১০ মাইল অন্তরে খাড়ুরীতে একটি ডাকঘর আছে। তথা হইতে ১ ঘন্টা পিয়নের দ্বারা এখানকার ১০০ টী গ্রামে পত্রাদি বিলী হয়। এতদঞ্চল বর্ষাকালে যেরূপ জলময় ও রাস্তাতে যে প্রকার কর্দ্দম হয় তাহাতে এক ব্যক্তি সমস্ত দিবসে ২২ ক্রোশ গ্রামে পত্র বিলী করিতে পারে কি না সন্দেহ। ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেমন নিয়মিত সময়ে পত্রাদি প্রাপ্ত হই। কাহারও কোন আবশ্যক চিঠি পত্রাদি পাঠাইতে হইলে বা রেজেষ্টরী করিতে হইলে নগদ পয়সা খরচ করিয়া বাহক দ্বারা প্রেরণ করিতে হয়। স্থানে স্থানে এক একটী লেটারবক্স আছে বটে; কিন্তু তাহাতে কি বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যে কেহ এই সকল স্থানের জন্য এক জন রেসিপিয়নও নিযুক্ত নাই। পোষ্টাল বিভাগের কর্তৃপক্ষগণের নিকট একটী পোষ্ট আফিসের জন্য আবেদন করাতে তাঁহারা বলেন কলুয়াডাঙ্গাতে চিঠি পত্রাদির আমদানী রপ্তানী নাই এবং যখন খাড়ুরী পোষ্ট আফিসের আয় কম, তখন কলুয়াডাঙ্গাতে আর অধিক ব্যয়ের কি সম্ভাবনা? তাঁহারা এই মহৎ মনের বশবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে পারেন না যে যখন এতদঞ্চল হইতে প্রয়োজন অনুসারে বাহক দ্বারা খাড়ুরী, কাঁদি ও ছেঁড়িয়াতে সাধারণ ও রেজেষ্টরী পত্রাদি প্রেরিত হয়, তখন কি প্রকারে আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আমরা হতভাগ্য জানি, তাহাতে মেহেরপুর পোষ্ট আফিসে কেবল কলুয়াডাঙ্গা পোষ্টাফিস হইতে মাসে ৩৫০ টাকা ৩৫০ খান সাধারণ ও পাঁচ সাত খানা রেজেষ্টরি পত্র যায় এবং মাসে গড়ে প্রায় ৩০ খান পত্র আইসে।

এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানে ডাকঘর হইলে চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত লোক এই স্থানেই রেজেষ্টরী প্রভৃতি করিতে আসিবে। আমরা কর্তৃপক্ষগণের নিকটে আবেদন করিয়া নিরাশাসাগরে হাবুডুবু খাইতেছি। আশা করি, কর্তৃপক্ষ আমাদের অভাব ও কষ্ট মোচন করিতে ত্রুটি করিবেন না এবং আপনিও অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ক কবিতা পার্শ্বে আবেদনখানিকে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

সাধারণের বাহক
খাড়ুরী পোষ্ট
মেহেরপুর

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীউমাচরণ মাইতি।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্র নানাপ্রকার জবরদার্ড হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্র
মুক্তাপুর কলিকাতা
শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাকটিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্তে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। মূল ছোমার জন্য দুটি না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। ন্যায়দর্শন।

ইহা ভিন্ন সাইকের আটপেজি ফর্ম্মার অর্দ্ধেক করমার উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রাহক হইতে মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুক্তাপুর ১৮ নং ভবন ভক্তাপুরের লেন পাঠাগার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। নেবারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীরাধাকান্ত শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিক্‌শ্চর।

শীঘ্র ও নিশ্চয় নিরাময়।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ১৸।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১॥০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

১১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি বড়বাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয় আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার " শক্তি সঞ্চারকের " গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিশ্বাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা তাহা উপলব্ধি হওয়ায় অনেকানেক অন্ধ লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল দুই টাকা।

এই ঔষধ ৩ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যের নিয়মাবলী প্রেরণ করা যাইবে।

সাঁকারি গ্রাম
সিমলা পোষ্ট আফিস
জেলা বর্দ্ধমান
} শ্রীগদাধরচন্দ্র মজুমদার।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারে হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পুয়স্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

১। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা হাইড্রোকোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১॥০।

২। সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পারদ এবং উপদংশ জনিত সর্ব্বপ্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সকল প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৵০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, শিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!! নূতন পুস্তক!!!

শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত " বিক্রমোর্ব্বশী উপন্যাস ১ম খণ্ড " ১৷০, " অবসর সরোজিনী " ২য় খণ্ড ১৷০ এবং " লৌকিকাচারের নাটক " ৷৹ বার আনা। কলিকাতা আলবার্ট প্রেস ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

যিনি এক দিবসে অন্তর দর্পণে ভারতের প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আদ্যন্ত তন্নরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে সেই পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অন্য মাসে পঠিত হইয়া পাঠকগণকে উদ্ভ্রান্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া মুক্তাঙ্কনে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব। এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ ডাক মাশুল ১৲

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২৲ লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একখানিকে লইলে ১৲ টাকা স্থলে ১০৲ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস
ময়মনসিংহ।
} শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল।
ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

উপহার।

সাহিত্য বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান,
সাধু বক্তৃতা ও সমালোচনপূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাটি বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্বস্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পত্রিকা প্রেরিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
১৯ নং নায়েব মহম্মদের ষ্ট্রীট।
সুকিয়াষ্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবতার।

ওই ঘরে ঘরে নিশ্চয় একপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, কলেরা, অম্বল প্রভৃতি পরিবারগুলী এবং উহাদের যে কোন উপসর্গবারু ৫ ৭ দিনে এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষ যত্নে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র দেখিলে বিস্তারিত বলা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মও ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত রসায়নটী সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ ইত্যাদি যাবতীয় মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ কালীন স্রাব এবং শুক্রের সহিত শোণিত স্রাব ও সর্ব্বপ্রকার ধাতু বিকার এবং প্রস্রাব সাদা পড়িবার নাম মাত্র থাকে না এবং ইহা সেবনে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও বীর্য্যের প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সমূহ বাস্তবিক মহৌষধ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ ব্যবহারে ইউরোপীয় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। তাহা এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ ও অন্য চিকিৎসকগণ এবং আর ইউরোপিয়ান দলের সাহেবেরা প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুবাসিত ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুবিখ্যাত ঘৃত গর্ভবতী হইবার উপক্রম করিয়া বন্ধ্যাত্ব দোষ নষ্ট করে। বিশেষতঃ শেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, যোনি বেদনা, অধিক পরিমাণে শ্বেতবর্ণ স্রাব এবং অন্য যে কোন প্রকার প্রদর সম্ভবের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি স্ত্রী রোগ সকল এই সুবিখ্যাত ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশির মূল্য ... ... ২ টাকা।
প্যাকিং ও রেজেষ্টারী ৷৷০ আনা।

মাতঙ্গি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার সর্দ্দিকাশ, শ্লেষ্মাধিক্য, কোন সর্দ্দি বা গলার স্বর ভঙ্গ হইলে, অতিশয় নাসিকার এবং সর্দ্দি কাশের যন্ত্রণা, মুখ দিয়া সর্ব্বদা লালা নিঃসরণ, হস্ত পদাদি অসাড় হওয়া, অর্দ্ধাঙ্গ বায়ু প্রভৃতি রোগ সকল অতি সত্বর নষ্ট হইয়া থাকে এবং উক্ত সকল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

১ শিশি ... ... ১ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার কালেক্টরের সম্মুখ অপর পৃষ্ঠায়।

" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার ইঁহারা প্রশংসা পত্র দিয়াছেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৪০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

মোগসিন্ধুরস।

এই সুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, সপূয় ধাতুনিঃসরণ, রক্ত প্রস্রাব, ঘড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে অতি শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন চর্ম্ম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর গুপ্তস্থান রোগ এবং মস্তকের প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কুঞ্চিত হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক নিরাময় করে। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক নিরাময় করে এবং সমুদয় বায়ু বিকার নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, ভগন্দরবায়ু, বৃদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচঞ্চলতা, মনস্তাপ করা, কুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, একদৃষ্টে থাকা এবং হস্তপদাদির আঘাত প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲ প্যাকিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, হাঁপানি, কাস, শ্বাসকাস, রক্তোদ্গার, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অর প্রভৃতি উপসর্গ সমূহে অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে অত্যুৎকাস এবং বক্ষাকাস বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, শীতান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, বায়ু বিকার বা উদরে নিম্নে উষ্ণতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল উত্থান, পুরুষত্বের হানি বা লক্ষচ্যুত প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, সেই সমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপাথুরিয়াঘাটা স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

সঙ্কট তৈল।

অর্শ ঘুম শিলি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কার্শ্বল্য, পুস, কটকট, বেদনা, সন সন ভেঁ ভেঁ, বলিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের কষ ঘুচা, মে চড়ুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বসুর
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আধিভৌতিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের জন্য ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ুশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, ক্লৈব্যতা, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের পীড়া, হিষ্টিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। মূল্য সিং বোতল ৯৲ প্যাকিং ৷৷০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

অমৃত পুত চূর্ণ।

অম্লপিত্ত ও শরীরে অম্লাধিক্য জন্য যে সব রোগ হয়, তাহা এই ঔষধ সেবনে ছয় দিনে নিশ্চয়ই আরাম হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরাম হইয়াছে, পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১৲ প্যাকিং ৷৷০।

ভবলিউ কুড়র এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৭ নং কৌড়দারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-বাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং সর্ব্বদা উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জ তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও সোষ্ঠবযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশি মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৷৶০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কটিবস্তি, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৷৵০

নলিনামৃত।

ইহা দ্বারা সুরিকাঘাত অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় ও অন্যান্য পেটরোগে উপকার, শুষ্কি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৷৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মনিঅর্ডর পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ঔষধের পরে, ডাকের খরচ এই পরিমাণের মূল্য টিকিট পাঠাইলে বিনা মূল্যে বিতরিত হয়, পত্র দ্বারা ডাকটিকিট প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস পাঠ করিবার কতদূর ফল, সাধারণ বন্ধু। পুস্তকালয়, সংবাদপত্রের কার্য্যালয় এই শ্রেণীতে ৩৫ নং কলেজ স্ট্রীটের মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৶০ আনা মাত্র।

নারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৬৯ নং চিৎপুর রোড—পরাণহাটি—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তার মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের ভার এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য টীকাযুক্ত বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রকৌমুদীকা	৩৲০	৷৵০
সঙ্গীতসার	৸৲০	৷৵০
কণ্ঠকৌমুদী	১৲০	৷৵০

শ্রীহরিমোহন ঘোষাল
ম্যানেজার।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, পদ্যে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের পারিপাট্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকার দেওয়া হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৷৷০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

প্রাইজমান চক্র বসু
বৃন্দাবনচন্দ্রের গেন ১ নং কড়েয়া পাড়া
কলিকাতা মলাপুর।

মহাপ্রাচীন নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কবিরাজ ৺গোবর্দ্ধন বালাখানা ১৪৮ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

ভগবদ্গীতা আদ্য বাঙ্গালা টিপ্পনিসহ ৭৫০। অতিরিক্ত ৩৫০ সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের নিদান, ঔষধাদি, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিবিধ আছে।

মূল্য ৪৲০ টাকা ডাক মাশুল ৷৵০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ অনুসারে বমন, লঙ্ঘন, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার বিধি দর্শন, পরিশ্রমি, অগ্নিবল, অল্পাধিক পরিমিত প্রতিকারের উপায় এবং আবশ্যকীয় প্রধান প্রধান স্থান সকলের কর্ণ বায়ু পরিচালিত প্রভৃতি তত্ত্বকথার সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৷৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, নাড়ী পরীক্ষা, নাড়ীর মাপ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, সঠিত বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৷৵০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৷৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ

রসভাবে পরিপূর্ণ

উক্ত অঙ্কের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং ভ্রূনীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্ণময় গদ্য পদ্যের আস্বাদন। গ্রাহক হইলেই ভাল।

মাসে দুইবার ১৫ ই।

নিম্নোক্তের নাম লেখা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ সিকা মাত্র, টাকা মাশুল লাগে না। নিম্নে হয় ত, ছেড়ি নয়: কলিকাতার এজেন্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ৩১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

১৯ রসারোড ৷ শ্রীরসময় চক্রবর্ত্তী
কবিতাপুর ৷ কবিতাবাগ।

হোমিও

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হৌল।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গার্হস্থ্য চিকিৎসার জন্য বাক্স পুস্তকসহ বাক্স, শিশি, ওজন প্রভৃতি বিক্রয় হয়। তালিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। সচিত্র মূল্য তালিকা ৩ টাকা। বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

১ ডাম ২ ড্রাম বাক্স।

মাদা টিং ৸৹ ৷৵৹ গুলাইয়া বাং ১৸৹ ১৷৵

ক্ষুদ্র বড়ী ৸৹ ৷৵৹ মাদার টিংকি ৵ ১৸

ডাইলিউসন ১৹ ১৷৵ স্পিরিটের ৵ ১৸

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ... চিকিৎসা সার ৸৵৹

গুলাইয়া চিকিৎসা ... গুলাইয়া চিকিৎসা বিধি ...

স্ত্রী চিকিৎসা ... পারের, শুশ্রূষণ ৷৹

ঔষধপত্র ব্যবহার ১৹ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ১৸৹

অল্প চিকিৎসা ১৸ হোমিওপ্যাথিক কিট ৶৹

আরবিচিকিৎসক, মাসিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ৷৵৹।

ভক্ত-প্রেস।

এতদ্বিষয়ক ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বুকস, বাণ্ড, দেখন প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, অভিধান, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও সকল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

সংস্কৃত মূল ও শ্রীমদ্ভাগবৎ।

১ ম ও ২য় স্কন্ধ ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ৷৹ আনা মাত্র।

ঐ বাঙ্গালানুবাদ।

প্রথম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ১১ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ডাক মাশুল ১৷৹ টাকা মাত্র।

হরিবাস মূল হইতে অনুবাদিত। ইহা ৮ম খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথমতঃ ১ টাকা পাঠাইলে ক্রমে সমস্ত পাইবেন।

৫৩ নং শোভাবাজার শ্রীশ্রীনাথ দাসের নিকটে এবং ৫১ নং কলেজ ষ্ট্রীট জেনারেল লাইব্রেরীতে পত্রলেখক মহাশয়ের নিকটে প্রার্থনা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পাঁড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া যে একটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় প্রস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।

৩ কৌটা পোষা ... ... ৬ টাকা।

৫ কৌটা পোষা ... ... ৯ টাকা।

ত্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও পেট পেটা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য .. ... ১৷৹ টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৹ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, শিরোঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।

প্যাকিং ডাকমাশুল .. ... ৷৹ আনা।

শারিবা আসব।

ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদুষ্টি, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্মৃতিবিহীন, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃতি চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলবান, পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸৹ বার আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অষ্ট আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ ছয় পেনা হারের পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতা মুক্তাপুর ১০ নং বৃন্দাবন্দ্রাপরের যেন করক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১২ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২২ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ৫ ই জুলাই। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক এক, অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা সোণাপুর ডাকঘর জিলা ২৪ পরগণা } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কার্য্যসম্পাদক।

প্রেস ও হটপ্রেসাদি বিক্রয়।

কলিকাতা মুক্তাপুর বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন ১০ বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটী প্রেস একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রেয় আছে, যদি কাহার প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত সংস্থে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১২৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশকার্য্যসম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ আষাঢ় সোমবার।

গ্লাডেষ্টোন সাহেব কতদূর কৃতকার্য্য হন বলা যায় না।

এ দেশের লোকের চিরকালের এই সংস্কার ও ব্যবহার আছে, কার্য্যের আরম্ভ কালে যদি কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কার্য্যে সিদ্ধিলাভে ত্রুটি হইয়া উঠে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া লন: প্রাহ্নে গৃহে অনণপ্রান্তরে বা দেশান্তরে যাত্রাকালে যদি মাথায় ঠোকাট লাগে, বা হোচট খাওয়া যায়, সে উদ্দেশ্যে যাওয়া হইতেছে, তাহা সিদ্ধ হইবে না; মনো মধ্যে এই প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এটী উপস্থিতমত কুসংস্কারের ফল হউক আর না হউক, প্রারম্ভ কালে বিঘ্ন ঘটিলে অধিকাংশ স্থলে ফলাশে যে প্রায় বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। উপলক্ষ্যদেখা যায়। মনা চলিবস নিকাশেরও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার হীর বাধা না শুনিয়া যেমন সেনেট সভায় গেলেন, অমনি নিষ্ফল হইলেন। গ্লাডেষ্টোন সাহেবের যাত্রারম্ভ কালে কতকী বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি-বিষয়ে আমাদিগের মন সন্দিহান হইয়াছে। তিনি ইতিমধ্যে কতকী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু সকল করিতেই প্রায় অপ্রতিভ হইয়াছেন। উহার মধ্যে পাঠেস্‌-প্রটিক বাগারটীই প্রধান। গ্লাডেষ্টোন সাহেব যেমন উদার মনের অধীন, প্রজা সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যও তদনুরূপ হইয়াছিল। তিনি আয়রিস প্রজাদের কমন সভার সভ্যগণ দ্বারা অনুমোদন করিয়া কিছু উদ্দে-

[illegible] অধিকাংশ লর্ড বিপক্ষ হওয়াতে প্রজারা একেবারে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রবেশাধিকার পাইলেন না, প্রত্যুত, অবরোধজন অবসাননাগ্রস্ত হইলেন।

আমরা গ্লাডেষ্টোন সাহেবের কার্য্যারম্ভকালের যে আশঙ্কা করিয়াছি, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। তিনি উদারচেতা; এই নিমিত্ত করেন, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য রাজনীতি-বিষয়ে [illegible] করিবার ইচ্ছা। রাজনীতি-বিষয়ে বিপক্ষ দিগের যেমন অধিকার আছে, নাস্তিকদিগেরও তেমনি অধিকার। নাস্তিকস্থানিবাসীর রাজনীতি-বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার যেমন এই উদার ভাব ও উদার-বিবেচনা, পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের সে ভাব ও সে বিবেচনা নয়। তাঁহাদের মতের [illegible] নিতান্ত বিপক্ষ করিতেছে। যখন অধিকাংশ মতের [illegible] তখন মতভেদ-জন্য [illegible] হইবার আশঙ্কা সম্ভাবনা থাকে না। নাস্তিক [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সভ্য [illegible] না দেওয়াতে তাহার [illegible] মতের, [illegible] পাইতে পারে, সভায় [illegible] করিবে [illegible] পারিবেন না, সুতরাং [illegible] হইবে। [illegible] এই বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা [illegible] নহি। ইংলণ্ডীয়দিগের [illegible] প্রকৃত দেশ, তাহা অতীব [illegible] রাজা প্রজাসমান হইয়াছে [illegible] আমরা যেমন তাঁহাদের [illegible] আশা ছেমনি [illegible] আছও বহুদূরবর্ত্তী [illegible]

যে উচ্চে উঠিতে হইতে শিক্ষা করে নাই। এখনও ফরাসেডাঙ্গার ন্যায় ভূতল-সংলগ্ন হইয়া উঠিতে চাহে। সুতরাং উচ্চ অবলম্বন অবলম্বন করা বাণিজ্যের উচ্চে পক্ষপাতাদি [illegible] উন্নত অবস্থার ন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভাবিত নহে।

শিবরাত্রির কল্প যখন উপস্থিত হইবে, তখন আমাদের [illegible] আমাদের উচ্চে উঠিতে হইবে। [illegible] ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবী [illegible] হইবে। [illegible] আবিষ্কারে অন্ধ [illegible] [illegible] হাজরাল এই [illegible] নিরাপদ হইয়া উঠিল। [illegible] আমরা [illegible] শীতল [illegible] করিয়া তাহাদিগকে ভিন্নভাবে অবলম্বন [illegible] করিতেছি। কেন যে সে পরামর্শ [illegible], বুঝিতে এখন আর কাহারও [illegible] করিয়া দেখিতে হইবে না; পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের মনই যে কেবল আসন্ন স্বার্থের লোভে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আছে, তাহা নয়, ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেরও হৃদয় পশ্চাৎ [illegible] মিশ্রণ উদারভাব শাবক শশকের ন্যায় লোপ পাইতেছে না; আমরা তাহার দুটী প্রমাণ দিতেছি। প্রথম, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় যোগান কাথলিক [illegible] লার্ড রিপনকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদে প্রতিষ্ঠিত করাতে অনেক প্রধান লোকে মিটিং করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টারও বিমুখ নহেন। কি আশ্চর্য্য! একবার কি অপ্রশস্ততা! কি কুসংস্কার! এ কলুষ বিষয়াবাসিনী! রোমান কাথলিক ধর্ম্ম [illegible] হইতে অনিষ্ট হইবে? আর [illegible] হইতে ইষ্ট হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? আমাদের বিশ্বাস হয় যে উহার মূলের মধ্যে প্রকৃত সহিষ্ণুতা রোমান কাথলিক ধর্ম্মেই অধিকের সম্ভবিত সম্ভাবনা। যদি ইহাকালে মনন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, বোধ হয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম হইতে নাস্তিকতা অধিক নির্গত হয়। প্রকৃত লোকে ভগবদ্ভাবের গূঢ় ও গভীর ভাবোদ্রেক হইতে যদি অধিকতর ইষ্টলাভের সম্ভাবনা থাকে; তাহা রোমান হইতেই যে সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহার দার্শনিক ও ফলসঙ্কীর্ণতার কেমন চমৎকার প্রভাবে লোকে সেই সাম্প্রদায়িকতার লার্ড রিপনকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। দ্বিতীয়, ভারতে খ্রীষ্ট মিসনরিদিগের কার্য্য প্রণালী; তাঁহারা বিদ্যা বিতরণ করিয়া ভারতের বিস্তর উপকার করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ নয়। তাঁহারা ভারতবাসীদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশে যেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যা বিতরণ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ থাকাতে কেবল যে তাঁহাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় হইতেছে এরূপ নয়, উহার বুদ্ধির বিধিই ভগবানের বিরোধী কৌশল জালও প্রকাশ পাইতেছে। অভিসন্ধি করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহার মহত্ত্ব থাকে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন, প্রধান পুরুষার্থ যে মোক্ষ, নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে তাহার লাভ হয়। যে কর্ম্মে কামনা থাকে, সে কর্ম্ম মহত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। বৃক্ষ সেচন ব্যাপারে ঝাপুত সকুন্তলার সখীগণ সহ কথোপকথন কালে বলা হইয়াছিল "অনভিসন্ধিসঞ্জাত পত্রো ভবিষ্যতি।" যে বৃক্ষে আপাততঃ ফল মূল হইতেছে না, তাহাতে জল সেচন করিলে অনভিসন্ধিজ ফল সুকলের বন্ধ হইবে। অতএব খ্রীষ্ট মিশনারিরা যখন ফল কামনা করিয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, তখন তাঁহাদের ফলও যে উত্তম নয়, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

যে জাতির অধিকাংশ লোক এই প্রকার আমোদাপ্লা-মোদে দিন, তাঁহাদের হইতে ভারতীয় যুবকগণ কি আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা করেন? কুসংস্কার মন্ত্রিসম্প্রদায় যে সমস্ত পক্ষপাতের কার্য্য ও পক্ষপাতাদি-দূষিত আইন করিয়াছেন, তাহার সম্যক উন্মূলন হইবে, তাঁহারা কি তাহার প্রত্যাশা করেন? মুতন মন্ত্রিসম্প্রদায় পদস্থ হইলে পর আমাদের দেশের যুবকগণের মনে যে উৎসাহ জন্মে, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। যুবকগণ বিবাহালয়কে দেবতা ভাবিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই, দেবতা হইতে যেমন মানুষের অনিষ্টকর কার্য্য হয় না, তেমনি বিবাহালয় হইতে অনিষ্টকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নয়। যুবকগণ এই ভ্রম পড়িয়াই উন্নত হইয়াছিলেন। বিবাহালয়ের মধ্যে কতকগুলি লোক দেব সদৃশ সদ্ভাবে সম্ভাব রাখেন, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। তাহারা ইংলণ্ডের গৌরব ও অলঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু অধিকাংশের সে ভাব নয়। অধিকাংশের মতেই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধিকাংশই যদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয়াপন্ন হইলেন, তবে যুবকগণ এত আশা করেন কেন? ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের লোকের এই দোষ নির্দ্দেশ করিয়াই তাহাকে যথেচ্ছাচার বলিয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিকাংশ সভ্যের যদি উদ্বিগ্নিত সঙ্কীর্ণ ভাব না থাকিত, ডিসরেলি সাহেব অধিকৃত রাজ্য মধ্যে কখনই যথেচ্ছাচার করিতে সাহসী হইতেন না। অধিকাংশ সভ্যের হৃদয় সঙ্কীর্ণ বলিয়াই আমরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের অকৃতার্থতা লাভের আশঙ্কা করিতেছি। ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডের লোককে চিনেন বলিয়াই এই ভবিষ্য বাণী করিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব কাজ করিয়া উঠিতে পারিবেন না। আমরা কার্য্যের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, তাহাতে আমাদের মনে এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, ডিসরেলি সাহেবের ভবিষ্য বাণী বুঝি কার্য্যে পরিণত হয়।

ভারতের সহিত গোধূম ব্যবসায় সম্বন্ধে আমেরিকার প্রতিযোগিতা।

যব গোধূম শালি ভারতের সম্পত্তি। এই সম্পত্তি আছে বলিয়া এদেশের উন্নতি ও অবনতি সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণের ন্যায় এক প্রকার নিয়মবদ্ধ হইয়া আছে। অদ্যাবধিকাল অবধি ভারতসমাজ যে একভাবে চলিয়া আসিতেছে, এই সম্পত্তিই তাহার কারণ। বোধ হয় যেন বিধাতা ভারতের উন্নতি ও অবনতিকে যব-গোধূম শালি বৃক্ষের অনুগত করিয়া দিয়াছেন। কৃষকেরা যদি বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করে এবং ক্ষেত্রে সমুচিত সার দেয়, তাহা হইলে ঐ ঐ বৃক্ষের যে পরিমাণে অবয়বপুষ্টি ও ফলাধিক্য বৃদ্ধি হয়, ভারতের উন্নতির সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া অধিক ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করে, তাহারা সৌভাগ্যশালী হয়। বণিক-ব্যবসায়ীদিগের মত তাহাদের সঙ্গতি না হউক, কিন্তু সাংসারিক কোন বিষয়েই তাহাদের কষ্ট থাকে না। তাহাদের সে সম্পত্তি শীঘ্র নষ্ট হইবারও নয়। যাহারা সওদাগর, রাষ্ট্রবিপ্লব বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দোষে তাহাদের বাস্তবিক কষ্ট উপস্থিত হয় না। আর একটী বিশেষ গুণ এই, যে যে ভূমিতে ঐ সকল শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেগুলি ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডার। দীর্ঘকালের সঞ্চিত মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণ রৌপ্যাদি পূর্ণ অন্য অন্য ধনাগার বিপক্ষেরা নিমেষ মধ্যে লুণ্ঠন করিতে পারে; কিন্তু ঐ অক্ষয় ভাণ্ডারের লুণ্ঠনে কাহারই শক্তি নাই। রাষ্ট্রবিপ্লব বা অন্য কারণে তন্তুবৎ ক্ষেত্রজাত শস্য যদি এক বৎসর নষ্ট হয়, পর বৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দেয়। ভারত কতকাল ধনরত্ন-প্রসবিনী ভারতের নামে খ্যাতি পাইয়াছে, গণনা করিয়া স্থির করা যায় না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতে কত রাজপরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের মণি-মুক্তা-প্রবালাদি অনেকবিধ রত্ন গজনী ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক দেশে নীত হইয়াছে, কিন্তু ভারতের এক বিঘা ভূমি কখন [illegible] নীত হয় নাই। ভবিষ্যতে কখন যে অন্যত্র নীত হইবে, তাহারও আশঙ্কা নাই। তবে ইদানীং [illegible] কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের [illegible] প্রভাবে

ও অদূরদর্শী লোকদিগের নগদ টাকা সঞ্চয় করিবার লোভে শস্য সঞ্চয় করিবার প্রথাটী লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে গৃহস্থ মাত্রেই দুই তিন বৎসরের ব্যবহার যোগ্য শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। যদি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কোন বৎসর শস্য না জন্মিত, সেই সঞ্চিত শস্যে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। এখন শস্য সঞ্চয় না থাকাতেই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এখন এক বৎসর শস্য না জন্মিলেই চক্ষু স্থির হইয়া যায়। পূর্ব্বে যাহাদের শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহারাও সঞ্চিতশস্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এখন সকলেরই প্রায় এক দশা। দ্বিতীয়, আমেরিকাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ সকল শস্যোৎপাদনের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রবল-প্রতিযোগিতা-প্রভাবে এদেশের তন্তুবায়দিগের যেমন অন্ন মারা গিয়াছে, তেমনি যদি কৃষিব্যবসায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ভারতের মহা অনিষ্ট ঘটিবে, এই শঙ্কায় আমরা আজ গোধূমব্যবসায়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি। এক্ষণে ইহার যে প্রকার অবস্থা ও ভবিষ্যতে ইহার যে অনিষ্টশঙ্কা আছে, ক্রমে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

১২৮৫ সালে কলিকাতায় ২৬ লক্ষ মণ গোধূম আনীত ও ১২ লক্ষ মণ বিদেশে ও প্রায় দুই লক্ষ মণ ভারতবর্ষীয় বন্দর সমূহে নীত হয়। অবশিষ্ট ১২ লক্ষ মণের কিয়দংশে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের গোধূমভোজীদিগের ব্যয়নির্ব্বাহ হয় এবং কিয়দংশ মহাজনদিগের গুদামে মজুত থাকে। কলিকাতায় যে ২৬ লক্ষ মণ গোধূম আইসে, তাহার ১১ লক্ষ মণ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা হইতে এবং ৯ লক্ষ মণ বেহার হইতে আসিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বশুদ্ধ চারি লক্ষ মণ মাত্র উৎপন্ন হয়। নিম্ন বাঙ্গালার মধ্যে নদীয়া জেলায় অধিক গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথা হইতে লক্ষাধিক মণ গোধূম কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া আলম ডাঙ্গা হালসা প্রভৃতি রেলওয়ে ষ্টেসন ও নদীতীর বর্ত্তী বাণিজ্য স্থান সকল হইতেই কিছু কিছু গোধূম আগত হয়। গোধূম ব্যবসায়ে রেলওয়ের উপযোগিতাই অত্যন্ত অধিক। এক পূর্ব্ব ভারত রেলওয়ে যোগে ১১ লক্ষ মণ ও নৌকায় ১১ লক্ষ মণ আসিয়াছে।

১২৮৫ সালের গোধূম ব্যবসায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্প হইয়াছে। ১২৮৪ সালে ৭১ লক্ষ মণ কলিকাতায় আনীত ও ৬১ লক্ষ মণ বিদেশে নীত হয়। ১২৮৩ সালে ৬৪ লক্ষ মণ আনীত ৫২ লক্ষ মণ নীত হইয়াছিল। ১২৮৫ সালে ঐ ব্যবসায় চারি ভাগের এক ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। একেবারে এত অল্প হইবার কারণ এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যুক্তনিবন্ধন কৃষ্ণ সাগরের বন্দর হইতে গোধূম আমদানী রহিত হইয়াছিল এবং ১৮৭১। ৭২ অব্দের বাণিজ্য বিবরণে কেবল আমেরিকার গোধূম বাণিজ্যের আদৌ উন্নতি ছিল না। এই জন্য ইউরোপে ভারতবর্ষীয় গোধূমের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। এই জন্যই এত গোধূম বিদেশে প্রেরিত হয়। ১২৮৩ সালের পূর্ব্বে প্রায়ই তিন লক্ষ চারি লক্ষ ছয় লক্ষ মণ রপ্তানী হইত। ১২৮৫ সালে উহা ১২ লক্ষ মণে দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা ভারতের গোধূম ব্যবসায়ের যে ভাবী অনিষ্ট শঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা এই—গোধূম ব্যবসায় সম্বন্ধে আমেরিকা ভারতের প্রতিযোগী। আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অংশে ১৫৯০০০ একার অর্থাৎ প্রায় ৪৫০০০০ বিঘা গোধূমোৎপাদনের উপযোগী উৎকৃষ্ট ভূমি আছে। কিন্তু আজও উহার এক চতুর্থাংশের আবাদ হয় নাই। যে পরিমাণে আবাদ হইতেছে, তাহাতেই ইংলণ্ডে গোধূমোৎপাদক কৃষকেরা হাহাকার করিতেছে। আমেরিকায় ১০ মিলিতে এক কোয়াটর গোধূম উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে কিন্তু প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া ঐ এক কোয়াটর গোধূম ৫২ মিলিতের এক পেনি কমে বিক্রয় হয় নাই। অতএব আমেরিকা হইতে যে সুলভে অধিক পরিমাণে গোধূম আনিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই অবধি গোধূমের চাসে ইংলণ্ডের ক্ষতি ও ভারতবর্ষীয় গোধূম ইউরোপীয় বাণিজ্য স্থান হইতে দূরীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা গোধূমের চাস ত্যাগ করিয়া ঐ চাসের টাকা অন্যান্য ব্যবসায়ে নিক্ষেপ করিতেছে। আমেরিকার প্রতিযোগিতায় যখন ইংলণ্ডের কৃষকেরাই গোধূমের কৃষিকার্য্য [illegible] হইতেছে, তখন ভারতের কৃষকেরা যে [illegible] হইবে, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। আমেরিকার গোধূমোৎপাদন যোগ্য যাবতীয় ভূমিতে গোধূম উৎপন্ন হইলে মার্কেটের বন্দের ন্যায় ভারতবর্ষেও গোধূম সুলভমূল্য হইবে। তাহা হইলে ভারতের কৃষকেরা গোধূমের উৎপাদন বিষয়ে মন্দোৎসাহ ও শিথিলযত্ন হইবে সন্দেহ নাই। লাভ না দেখিলে কে কোথায় তাহার উৎপাদনে যত্ন করে? বিশেষতঃ এদেশীয় কৃষকদিগের স্বভাব এই, ইহারা যে বিষয়ে লাভ দেখে, তাহারই কৃষিকার্য্যে ব্যগ্র। আমেরিকায় এখন যেরূপ লোকসংখ্যা অল্প, তাহাতে আমেরিকা অনেক শতাব্দী ধরিয়া গোধূম ব্যবসায়ে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পারিবে। আমেরিকার সহিত কেহই প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে না। যদিও আমেরিকায় লোকসংখ্যা বহুপুত্রোৎপাদন ও পরজনপথ-প্রবাহন প্রভৃতি দ্বারা বিংশতি বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণিত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি আমেরিকার গোধূম আমেরিকার লোকের ভোগ পর্য্যাপ্ত হইবার শত শত বৎসর বিলম্ব আছে। এই শত শত বৎসর আমেরিকাবাসিরা পৃথিবীর যাবতীয় স্থানকে স্বদেশোৎপন্ন গোধূম দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। আমেরিকার গোধূম কেবল সুলভমূল্য নয়, উহার পুষ্টিকারিতা শক্তিও বিলক্ষণ আছে। যদি মাদ্রাজের ও ব্রহ্মদেশের কার্পাসের মত আমেরিকার গোধূমে অপর দ্রব্য না মিশায়, সকল লোকেই যে ঐ গোধূম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ভারতের মূলধন বিনিয়োগেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, মধ্যভারতে যে বহু সহস্র বিঘা কৃষি অকৃষ্ট পতিত আছে, তাহাদের কৃষকদিগকে উৎসাহ দান করিয়া সেই সেই ভূমিতে গোধূমের উৎপাদনার্থ বিনিয়োজিত করেন, তাহা হইলে আর আমেরিকা প্রতিযোগিতা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। আমেরিকার কৃষকেরা সহজ ভূমিতে বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া গোধূম উৎপাদন করে, তাহা আমেরিকার গোধূম অপেক্ষা সুলভমূল্য হইবে সন্দেহ নাই। আমেরিকাবাসিদিগের গোধূমের কৃষিকার্য্য ভিন্ন বিদেশে প্রেরণাদির নানাপ্রকার ব্যয় আছে। ভারতজাত গোধূমের সে সকল ব্যয় নাই। অতএব ভারতীয়েরা অধ্যবসায়ী হইলে আমেরিকাবাসিরা যে পরাস্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? ভারতের অধ্যবসায়ের অসদ্ভাবে মহা অভাব। ভারতবাসিদিগের যদি প্রকৃত কৃষিকার্য্যে মনোযোগ থাকিত, তাহা হইলে কি মাল্টের আরম্ভের বহু বৎসর পরিত্যক্ত হইতে পারিত? আমাদের দেশের লোকেরা অর্থের প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যবস্থা জানেন না। এখানকার যাহারা কিঞ্চিৎ ধনী হইলেন, তাঁহারা প্রায় পরশ্রীকাতর হইয়া মকদ্দমা প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইতে বসিলেন। যাহাতে নিজ অর্থাগম হইয়া আপনার ও দেশের মঙ্গে স্বদেশের উন্নতি সাধনের সম্ভাবনা আছে, এদেশীয়েরা তাদৃশ বিষয়ে অর্থবিনিয়োগে [illegible] উৎসাহী হন না।

এস্থলে আমাদের পাঠকবর্গের নিকটে [illegible] বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা যদি গোধূমোৎপাদন চেষ্টা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কিছু ক্ষতি হইবে। সেই ক্ষতি পূরণার্থ ইংরাজদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি ভারতের কৃষকদিগকে গোধূম উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহ দান করেন, কেবল যে ইংলণ্ডের ক্ষতি পূরণ হবে, এমত নয়, ভারতবর্ষীয় [illegible] প্রকারে

বিস্তৃত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে [illegible] কষ্টের অনেক অংশের [illegible] পশ্চিম অঞ্চলের [illegible] কষ্টের অবধি নাই। [illegible] তাহা স্বচক্ষে না [illegible] অতএব তাহার [illegible] আবশ্যক। আমরা [illegible] পুরাণে, ঐ সকল কুলাঙ্গনার কাহিনী [illegible]

[illegible] প্রার্থনা।

[illegible] প্রার্থনা করিয়াছিলেন, [illegible] পূর্ণ করিবার [illegible] করিতে পান না ও হিসাবের ভুল ধরিতে পারেন না, মৃতপুত্তলিকা সে ব্যবস্থাপক সভা থাকিয়া ফল কি? কার্য্যতঃ স্পষ্ট বোধ হয়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণেরও এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতা নাই। যাহাদের স্নেহ ও মমতা আছে, তাহাদের লইয়াই একটী সভার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। যদি মনে করা হয়, সে সভা করিবার সময় এখনও হয় নাই, সেটী কুসংস্কারের বিষয়ীভূতমাত্র। অনেকে এদেশীয়দিগকে উন্নত দেখিতে ভাল বাসেন না, এটী তাঁহাদিগেরই কুযুক্তি। আমরা আর কত কাল তাঁহাদিগকে আমাদের উন্নতি পথের অন্তরায় দেখিব? আর কত কালের পর তাঁহাদের এই বিশ্বাস তাহা বলা সুকঠিন। সকলের অন্ত আছে, এ কালেরও কি অন্ত নাই? আমরা ১৮৭১ অব্দের কথা তুলিয়াছি, লেডু অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছিলেন "এদেশে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রত্যেক জিলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু কেনসিংটন মিনিষ্টরীয় এক জন উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ভারতবর্ষীয়কে গ্রহণ করিলে সর টিমোথি ঢেপ্পল ও জন ব্রেট সাহেবের ন্যায় লোকদিগের সহায় ও সুসংস্কারের আনয়ন হইতে পারে।"

১৮ বৎসর হইল, লেডু অব ইণ্ডিয়া যে কথা কহিয়াছেন, আজও কি আবার আর এক জন আমাদিগের প্রবোধার্থ সেই কথার পুনরুক্তি করিবেন? তবে আর কবে কার্য্য আরম্ভ হইবে? এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার প্রধান কারণ এই, একজন কথা দেয়, আপরে তাহার বার করে, পরস্পরের কোন সরকার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ নাই। যিনি ব্যয় করেন, তাঁহার করদাতৃগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধসূত্রেরও দেখিতে পাওয়া যায় না; তিনি নিঃসঙ্গ ও নির্দ্দয় হইয়া স্বেচ্ছামত ব্যয় করিয়া থাকেন। ব্যয় অযথা হইতেছে বলিয়া কেহ বাধা দিবার নাই। উপরে কোন কথা বলিবার লোক নাই, নীচেও বলিবার লোক নাই। তবে কেন তিনি সাবধান হইবেন? কেনই বা তিনি স্বয়ে ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া চলিবেন?

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর কয়েকটী পরিবর্ত্ত প্রস্তাব করা আবশ্যক হইতেছে। প্রথম, ব্যবস্থাপক সভা উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ষ্ট্রেচি সাহেব না প্রতিবৎসর আয় ব্যয় সম্বন্ধে কুত্রাপি উপস্থিত করিয়া ঐ ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদিত করিয়া লইয়াছেন? যে ব্যবস্থাপক সভা রাজস্বসম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ দেখিতে পান না ও হিসাবের ভুল ধরিতে পারেন না, মৃতপুত্তলিকা সে ব্যবস্থাপক সভা থাকিয়া ফল কি? কার্য্যতঃ স্পষ্ট বোধ হয়, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণেরও এদেশের প্রতি স্নেহ ও মমতা নাই। যাহাদের স্নেহ ও মমতা আছে, তাহাদের লইয়াই একটী সভার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। যদি মনে করা হয়, সে সভা করিবার সময় এখনও হয় নাই, সেটী কুসংস্কারের বিষয়ীভূতমাত্র। অনেকে এদেশীয়দিগকে উন্নত দেখিতে ভাল বাসেন না, এটী তাঁহাদিগেরই কুযুক্তি। আমরা আর কত কাল তাঁহাদিগকে আমাদের উন্নতি পথের অন্তরায় দেখিব? আর কত কালের পর তাঁহাদের এই বিশ্বাস তাহা বলা সুকঠিন। সকলের অন্ত আছে, এ কালেরও কি অন্ত নাই? আমরা ১৮৭১ অব্দের কথা তুলিয়াছি, লেডু অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছিলেন "এদেশে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রত্যেক জিলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু কেনসিংটন মিনিষ্টরীয় এক জন উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ভারতবর্ষীয়কে গ্রহণ করিলে সর টিমোথি ঢেপ্পল ও জন ব্রেট সাহেবের ন্যায় লোকদিগের সহায় ও সুসংস্কারের আনয়ন হইতে পারে।"

১৮ বৎসর হইল, লেডু অব ইণ্ডিয়া যে কথা কহিয়াছেন, আজও কি আবার আর এক জন আমাদিগের প্রবোধার্থ সেই কথার পুনরুক্তি করিবেন? তবে আর কবে কার্য্য আরম্ভ হইবে? কার্য্য আরম্ভ না করিলে এদেশীয়েরা প্রতিনিধি সভার যোগ্য কি না, কিরূপে তাহার পরীক্ষা হইবে? এদেশীয়দিগের যদি বিচারপতিপদে প্রবেশপথ আজও রুদ্ধ থাকিত, মহামহিম লার্ড বেণ্টিঙ্ক নিজ হৃদয়ের ঔদার্য্যগুণ-প্রণোদিত হইয়া যদি ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলার্থ ঐ পথ উন্মুক্ত করিয়া না দিতেন, বিচার কার্য্য-সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের যোগ্যতার কি পরীক্ষা হইত? সময় হয় নাই, সময় হয় নাই বলিয়া রাজপুরুষেরা যত দিন ভারতে প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের দ্বার রুদ্ধ রাখিবেন, ততদিনই রুদ্ধ থাকিবে। যতদিন রাজপুরুষেরা হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাবের পরিহার করিয়া সাহস সহকারে কার্য্য আরম্ভ না করিবেন, ততদিন ফল দেখিতে পাইবেন না।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রস্তাব করাও অত্যন্ত আবশ্যক হইতেছে। শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন ন্যায় রাজপুরুষদিগের অবলম্বিত বর্ত্তমান রাজনীতির পরিবর্ত্তনও আবশ্যক। তাঁহারা ভারতীয় প্রজাগণের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের ভিন্ন ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের এ ভাব অনৈসর্গিক নয়। যেখানে বিজিতজেতৃ-সম্বন্ধ, সেই খানেই এই ভাব। ইতিহাসের প্রতি পত্র ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। জেতৃগণ স্বভাবতঃ গর্ব্বিত হন এবং সেই গর্ব্ব প্রভাবে আপনাদিগকে উৎকৃষ্টজাতীয় ও বিজিতদিগকে নিকৃষ্ট জাতীয় জীব ভাবিয়া থাকেন। স্বভাবের গতি এই প্রকার। অসভ্যেরা সভ্য দেশ জয় করিয়াও এ অভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে নাই। কিন্তু আমরা এক কথা বলি, আমাদের রাজপুরুষদিগের কি এ ব্যবহার আর শোভা পায়? আজও যদি অসভ্য জেতৃগণের ন্যায় তাঁহাদের মনের ভাব অপ্রশস্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি মহৎ কার্য্য করিলেন? যাঁহাদের হৃদয় উদার-ভাবাপন্ন নয়, তাঁহারা মনে করেন, দেশ জয় করা তাঁহাদের স্বার্থের নিমিত্ত। বিজিত দেশীয়েরা গোপবন্ধাদির ন্যায় তাঁহাদের মনোরঞ্জন বিষয়ক উপকরণ মাত্র। বিজিতের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইবার যে কি সুখ, কি সুখ, তাহাতে যে হৃদয়ের কি মহত্ত্ব ভাবের পরিচয় হয়, অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জিগীষু তাহার তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমাদের অসভ্য রাজপুরুষেরা যে তাহা বুঝিবেন বুঝেন না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহারা যে আর কতকাল ইক্ষিতগণকে নিষ্পীড়িত করিয়া রাখিবেন, দেখিয়াও দেখিবেন না, আমরা বুঝিতে পারি না।

এদেশে প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে কেবল

যে রাজপুরুষগণের অদৃষ্ট ও অজ্ঞতপূর্ব্ব মতত্ব প্রকাশ হইবে, এরূপ নয়, ভারতের অবিদিত-পূর্ব্ব উন্নতি লাভ ও বিস্তর অর্থ অনায়াস বায়রূপ রাজদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এক্ষণকার রাজস্বময়ির ভ্রমপ্রমাদনিবন্ধন ভারত যে অতল ঋণসাগরের তলে নিমগ্ন হইয়া জীবন-লাভ-বিষয়ে হতাশ হইতেছে, তাহার আর সে বিপদ্ধ থাকিবে না। প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যয়সঙ্কোচ সভাব আর প্রয়োজন হইবে না। গবর্ণর জেনরলের অতিরিক্ত মন্ত্রিসভার কালের বিশাল গ্রাসে পতিত হইবে। এই দুই কার্য্যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কত টাকা যে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে, তাহা আমরা গণনা করিয়া বলিতে পারিলাম না; কারণ, অঙ্কশাস্ত্রে আমাদের তাদৃশ বুৎপত্তি নাই। সে বিষয়ে বিধি আমাদের উপরে বড় বাম। তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি, ঐ দুটী সভা উঠিয়া গেলে যে টাকা বাঁচিয়া যাইবে, সেই টাকাগুলি রাজপুরুষেরা ব্যয় না করিয়া যদি সঞ্চিত করিয়া রাখেন, তবুমান ধনাগারে তাহার সমাবেশ হইবে না।

এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদ ও তাঁহার মন্ত্রিসভা বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনে আর ফল নাই। ষ্টেট সেক্রেটারি এখন ইংলণ্ড হইতেই রাজ্য শাসন করিতেছেন। এখন কার গবর্ণর জেনরলদিগকে তাঁহার হুকুমবরদার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ সামান্যোপায় ভাবিয়া বিপুল অর্থরাশির প্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজনই বা কি? প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে এ সমস্যার আপনেইই শান্তি হইবে। আমরা ইহাঁদিগকে এক এক করিয়া পুনরায় গণনা করিয়া বলি, গবর্ণর জেনরলের বিড়ম্বনার কাল হইলে পরিত্রাণ পাইবেন, বিপুল অর্থরাশি অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে, ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ অকারণ-ভারাক্রান্ত হইবেন, ভারতের লোকেরাও উন্নতির অঙ্কুর দেখে কালেক্ট করিবেন।

মফস্বলে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

সাংক্রামিক জ্বরের নিদান কি, এই লয়া হইয়া বহুকাল বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বহু মতভেদও হইয়া আসিতেছে। মৃত বলো বিশ্বস্থ বিদ্বের এই মত যে, ভূমির অভ্যন্তরভাগ আর্দ্র হইলেই সাংক্রামিক জ্বর করে। বহুকাল পূর্ব্বে তিনি যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন বহরমপুরের অনেক কয়েকটী স্থানে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া তাঁহার এই সংস্কার বদ্ধমূল হয়, ক্রমে তুয়োদর্শন সহকারে তাঁহার সেই সংস্কার বদ্ধমূল হয়। তিনি বলেন, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে জলনির্গমের যে সকল স্বভাবনির্দ্দিষ্ট পথ ছিল, রেলওয়ে হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। তদ্বিবন্ধন অনেক স্থানেই ভূমির অভ্যন্তরভাগ জলার্দ্র হইয়া যায়, তজ্জন্য সাংক্রামিক জ্বর প্রাদুর্ভূত হয়। এদলে অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, রেলওয়ে হওয়াতেই জল নির্গমের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তবে রেলওয়েরই দুই পার্শ্বে জ্বরের প্রকোপ হইবে, অন্যত্র হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, রেলওয়ে ঠিক দুই পার্শ্ব ভিন্ন অনেক দূর পর্য্যন্ত জলনির্গমের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। মূলের দিকে বন্ধ হইলেই জল ক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকিতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বাঙ্গালার যে যে অঞ্চলে রেল গিয়াছে, সে সেই অঞ্চল সাংক্রামিক জ্বরদূষিত হইয়া পড়িয়াছে। এই ত গেল বিশ্বস্থর মত।

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব স্বাস্থ্যরক্ষক কোটস সাহেব বলেন যে, ভূমির আভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা সাংক্রামিক জ্বরের কারণ নহে। তাঁহার মতে অপরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত অবস্থার তারতম্যই জ্বরের কারণ। বর্ষাকালে পাতা লতা পচে, বাঙ্গালীরা বাড়ীর পার্শ্বে আবর্জ্জনা ফেলে, তাহা পচে, পচিয়া তাহার মধ্যে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম কীটাণু জন্মে, সেই কীটাণু খাদ্য পানীয় ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। কোটস সাহেবের মতে এই সকল আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করাই জ্বর নিবারণের উপায়। কোটস সাহেবের নির্দ্দেশিত উপায়ই যে রাম শরের ন্যায় অব্যর্থ, এমন কথা আমরা তাহা বলিতে পারি না। এ অংশে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা পরে, সেকালে ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার কথা বলা যায়, তখন গ্রাম ডুবিয়া গেলে লোকে উচ্চ মাচা বাঁধিয়া তাহার উপরে বাস করে। তাহাদের জ্বর হয় না। সাহেবের সেই মাচার নীচে মশাই পচা আবর্জ্জনা থাকে। যাহা হউক, আবর্জ্জনা জ্বরের প্রকৃত কারণ হউক আর না হউক, উহা যে জ্বরের অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব সাধ্যমতে তাহা যাহাতে নিরস্ত হয় তদ্বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মতে সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাবনিবারণ বিষয়ে পানীয় জলের সংস্থান এবং মলপ্রণালী ও পয়ঃপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের আবশ্যক। কলিকাতায় এ সম্বন্ধে সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। সুতরাং কলিকাতা সম্বন্ধে [illegible] অনেক সুখ আছে। মফস্বলে তাহা নাই, সেখানে সব পাঁড়ার সোঁয়াড়া। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় গেজেটে গবর্ণর বাহাদুর মিউনিসিপালিটী কমিটীকে ও অন্যান্য স্থানীয় সভা সমূহকে জলনির্গমের উপায় করিবার অনুমতি করিয়া এক পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিয়াছেন। মফস্বলে ইহা করিবার অনেক স্থানে পথ হইয়াই আছে। [illegible] উপরে দেওয়া হইয়াছে। ডিরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার বার্ড এ পরিদর্শন করিবেন। যদি স্থানীয় আয়ে ব্যয় নির্ব্বাহ না হয়, গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক করিলে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট দিয়া ইহার ব্যয় করিবেন। যদি কোন স্থানে আবশ্যক হইয়া উঠে, সেখানে আয় হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এ সকল কথা হইয়াছে, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, প্রতিবৎসর কিছু কিছু করিয়া ব্যয় করেন, তাহে জলনির্গমের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ নিমিত্ত যেন স্বতন্ত্র মিউনিসিপাল কর নির্দ্ধারিত না হয়। স্বতন্ত্র কর নির্দ্ধারণ করিলে প্রজারা তাহা দিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইবে না। ইহার জন্য অন্যান্যকে বলপূর্ব্বক কর আদায় করিলে তাহারা অত্যাচার মনে করিবে। যে আয় আছে, তাহা হইতেই ক্রমে ঐ কার্য্যটী করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে এ কথা বলাও আমাদের কর্ত্তব্য, সহর প্রণালী করিতে হইলে যেমন মিউনিসিপাল করিয়া যেন [illegible] হইয়া না উঠেন। সেখানে পয়ঃপ্রণালীর অভিপ্রায় হইলে সুখের, সেখানে যেন পয়ঃপ্রণালী না হয়।

[illegible] এই [illegible] সকল স্থানে [illegible] এই [illegible] মিউনিসিপাল [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible]

বিবিধসংবাদ।

[illegible] অন্তঃপাতী মজুরা হইতে এক ব্যক্তি লিখিতেছেন "বহরমপুরের উপকণ্ঠস্থ মেট হইতে মিউনিসিপাল, রোডসেস, অবৈতনিক সেস আদি কর্ত্তৃক অত্যাচারী কালে [illegible] হইতে বাসের জন্য ঐ গ্রাম ছেড়ে অন্য মজুরা গ্রামের ছোট ছোট, ঐ গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট ডোবার মধ্যে অনেক টাকা [illegible] আবার হইতেছে, কিন্তু এ গ্রামে এখন [illegible] ঘাটেই দেখিতেছি না, তাহাতে গ্রামের এক রূপ [illegible] হইতেছে। গ্রামের [illegible] পানি

[illegible] হইয়াছে। তাহা না করিয়া কেবল লক্ষিত শব্দ দিলে গ্রন্থের অবয়ব অনেক কমিয়া আসিত।

সমাচারপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রতিদিন প্রাতঃকালে বেলা ৭ টার সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কালবিভাগ করিয়া কার্য্য বিভাগ করা আছে। তাহাতেই তিনি অনেক কার্য্য করিতে পারেন। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র স্বয়ং পাঠ না করিয়া স্বাক্ষর করেন না। ভাল কথা, রাজার কর্ত্তব্য কাজ কথা হয়। ভাল আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাঁহাদের উপরে ভারতের কতৃত্ব ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে কি কাণ্ড করিতেছেন, তাহার কথা কি ঐ সকল কাগজপত্রে থাকে না?

আমরা ফিল্‌পেট্রিয়ট পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বেঙ্গলীর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের যে প্রকার তিরস্কার আমাদের লাগিয়াছে বলিয়া আমরা অনিবাদিলাম, বাস্তবিক তাহা নয়, তাঁহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

যুদ্ধ সংবাদ।

বাবুল ২৫ এ জুন। জেনরল হিবের সৈন্যগণ চারা সাইব হইতে লোখারে উপস্থিত হইয়াছে। কাল, তথায় খাদ্য সামগ্রী অনায়াসে পাওয়া যায়। কেল্লালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সে মোয়া চরিত্রের অধীনস্থ সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের অনুসন্ধান করিবার জন্য সেনা প্রেরিত হয়। তাহারা অন্যত্রে পলায়ন করিয়াছে। লোখার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে মরিচকে চড়া করা হইয়াছে, সে ইংরাজদিগের বড় নয়। কথা লইয়া আমার সহিত বিবাদ দিন করিয়া, মহম্মদ হাসেন একজন লোক আমাকে গুলি মারিয়াছে। একজিগের মধ্যে যে সকল এটি মহম্মদ হাসেন সংহার করিতে অক্ষীকার করিয়াছিল, মহম্মদখান তাহাদিগের পুরস্কারের ১০ টাকা করিয়া দণ্ড করিয়াছেন। তিনি মহম্মদ হাসেন এখন আসিতেছিল, তাহার মাথা কাটিয়া চেষ্টা করিতেছেন।

ঘটোয়ারস্থ সৈন্য সমূহের বায় সংক্রান্ত যে হইতেছে।

আবদুল রহমনের নিকট হইতে ১৮ দিবস পরে উত্তর আসিলে এই অনুমান করা হইয়াছে।

বাবুল ২৭ এ জুন। চন্দ্রিমবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেড় লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। সংবাদে সে টাকা তাহাকে ফিরে দেওয়া হয়। তিনি পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পলায়নের কোন কারণ নাই। তাঁহাকে কান্দাহারে যাইবার

[illegible] হইয়াছে। তাহা না করিয়া কেবল লক্ষিত শব্দ দিলে গ্রন্থের অবয়ব অনেক কমিয়া আসিত।

সমাচারপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরী প্রতিদিন প্রাতঃকালে বেলা ৭ টার সময়ে শয্যা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কালবিভাগ করিয়া কার্য্য বিভাগ করা আছে। তাহাতেই তিনি অনেক কার্য্য করিতে পারেন। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র স্বয়ং পাঠ না করিয়া স্বাক্ষর করেন না। ভাল কথা, রাজার কর্ত্তব্য কাজ কথা হয়। ভাল আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি যাঁহাদের উপরে ভারতের কতৃত্ব ভার দিয়াছেন, তাঁহারা যে কি কাণ্ড করিতেছেন, তাহার কথা কি ঐ সকল কাগজপত্রে থাকে না?

আমরা ফিল্‌পেট্রিয়ট পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বেঙ্গলীর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের যে প্রকার তিরস্কার আমাদের লাগিয়াছে বলিয়া আমরা অনিবাদিলাম, বাস্তবিক তাহা নয়, তাঁহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

যুদ্ধ সংবাদ।

বাবুল ২৫ এ জুন। জেনরল হিবের সৈন্যগণ চারা সাইব হইতে লোখারে উপস্থিত হইয়াছে। কাল, তথায় খাদ্য সামগ্রী অনায়াসে পাওয়া যায়। কেল্লালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সে মোয়া চরিত্রের অধীনস্থ সৈন্যগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের অনুসন্ধান করিবার জন্য সেনা প্রেরিত হয়। তাহারা অন্যত্রে পলায়ন করিয়াছে। লোখার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে মরিচকে চড়া করা হইয়াছে, সে ইংরাজদিগের বড় নয়। কথা লইয়া আমার সহিত বিবাদ দিন করিয়া, মহম্মদ হাসেন একজন লোক আমাকে গুলি মারিয়াছে। একজিগের মধ্যে যে সকল এটি মহম্মদ হাসেন সংহার করিতে অক্ষীকার করিয়াছিল, মহম্মদখান তাহাদিগের পুরস্কারের ১০ টাকা করিয়া দণ্ড করিয়াছেন। তিনি মহম্মদ হাসেন এখন আসিতেছিল, তাহার মাথা কাটিয়া চেষ্টা করিতেছেন।

ঘটোয়ারস্থ সৈন্য সমূহের বায় সংক্রান্ত যে হইতেছে।

আবদুল রহমনের নিকট হইতে ১৮ দিবস পরে উত্তর আসিলে এই অনুমান করা হইয়াছে।

বাবুল ২৭ এ জুন। চন্দ্রিমবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেড় লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছে। সংবাদে সে টাকা তাহাকে ফিরে দেওয়া হয়। তিনি পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পলায়নের কোন কারণ নাই। তাঁহাকে কান্দাহারে যাইবার

সম্পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। নগরের লোকে বলে যে হকিম, আবদুল রহমনের আগমনে বড় ভীত হইয়াছেন। জনরব এই যে আবদুল রহমনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া কাবুলে যাহাতে শান্তি স্থাপিত না হয়, সেই চেষ্টায় হকিম গিলিজিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেছেন।

মহম্মদে তিন হাজার লোক একত্র হইয়াছে।

কাবুল ২৬ এ জুন। কোহিস্থানে আবদুল রহমানের আগমনার্থ সমস্ত উদ্যোগ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার বন্ধুগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যে তিনি সম্প্রতি কোহিস্থানের দিকে আসিবেন না। তিনি মুস্কি আলমকে একটী সুন্দর অশ্ব উপহার দিয়াছেন এবং কোহিস্থানিদিগকে বলিয়াছেন যে কোহস্তানে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা না হয়। মুসা জান টক্সিবর্ধকে উপস্থিত হইয়াছেন। গজনীর লোক মহম্মদ ও লোগারে যায়, উহা তত্রত্য অধিবাসীরা ভালবাসে না। এই জন্য অনেক বিবাদ হইতেছে। মহম্মদ জানের অধীনস্থ লোকেরা টক্সি বর্ধক হইতে কাবুলি সাহারা লুসা লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন। কোটালি তকত নামক স্থানে সামান্য যুদ্ধে অনেকগুলি গাজির প্রাণ বিনাশ হইয়াছে।

হাকিম খাঁ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক আবদুল খাঁর সঙ্গে বারাকজি নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি দক্ষিণ দেশস্থ ঘিলিজিদিগের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন।

কাবুল ২৮ এ জুন। আবদুল রহমন কাবুলের সরদার ও প্রধানবর্গের নিকটে এই ভাবে এক সার কুলর প্রেরণ করিয়াছেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার পিতামহ শাসিত সমস্ত আফগানস্থানের আমীরত্ব প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কান্দাহার ও হেরাত তাঁহার অধ্যাধীন থাকিবে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং অতি শীঘ্র কোহিস্থানের অন্তর্গত কোরম নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন। ইংরাজদিগের শেষ পত্রের উত্তর প্রদান কালেও তিনি এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইংরাজেরা তাঁহাকে সমস্ত আফগানস্থানের রাজত্ব দিতে সম্মত হইয়াছেন। কাবুল ও অন্যান্য স্থানের লোকেরও সাধারণ এই যে, তাঁহাকে সমস্ত আফগানস্থানের রাজত্ব দেওয়া হইবে।

তুর্কিস্থান হইতে কোহিস্থান হইয়া যে সকল হাজিরা কাবুলে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা বলে রুশিয়েরা চীমের নিকটে দুই বার পরাজিত হইয়াছে।

কান্দাহার ২৯ এ জুন। হিরাট হইতে যে ধনিক দল আসিয়াছে, তাহারা বলে যে আয়ুবখাঁর সৈন্যের কিয়দংশ রোজাবাগে অবস্থিতি করিতেছে।

কাবুল ২৯ এ জুন। ফার্জা নামক স্থানে বহু সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছে। অদ্য জেনরল মর্শান জেনরল গফের শিবির হইতে ফার্জা নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। বাবাকডারের নিকট মীরবাচার জাতার অধীনে সহস্র কোহিস্থানির সহিত উহাদের যুদ্ধ হয়। কোহিস্থানিরা ভঙ্গভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিছু দূর যাইলে পর একদল হিসাবক রক্ষীসৈন্যদিগকে আক্রমণ করে উহাতে ছয় জন সিপাহীর মৃত্যু হইয়াছে। সেবপুরের নিকটবর্ত্তী দুর্গ সকলের দৃঢ় সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

কান্দাহার ৩০ এ জুন। জনরব যে আয়ুব খাঁ এগার রেজিমেণ্ট সৈন্য এবং ৩১ টী কামান লইয়া হিরাট ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সৈন্যদিগকে এই বলিয়া প্রোৎসাহিত করিতেছেন যে ইংরাজেরা কান্দাহারে অনেক কোটী টাকা খরচ করিয়াছে তাহাদিগকে কান্দাহার হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলে এই সমস্ত সম্পত্তি ও তাহাদিগের স্ত্রী সমূহ তোমাদিগের হস্তগত হইবে।

তুর্কিস্থানের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লুইনোব বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইতেছে।

জেনরল গফ সাহেব কিলামুরাদ্‌লো নামক স্থানের অভিমুখে যাইতেছেন। পৈনখৈলারকোতাল নামক স্থান দিয়া সেবপুরে যাইবার রাস্তা পরিষ্কার থাকিবে।

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ সংবাদ।

বেসুন ২৭ এ জুন। নায়ঙহক যখন নদী তীর হইতে ফিরিয়া, পুলিসে তাঁহাকে ধরিবার উদ্যম করে। নায়ঙহক হস্তিচে আবারোহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

বেসুন কোরেটের থায়েটমায়ু সাহেব লিখেন যে নায়ঙহকের সহিত শনিবার তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। হাকডমায় তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলেন যে "আমার হস্তক্ষেপ হইবার আশা আছে।" আর একটী গ্রামদগ্ধ করা হইয়াছে, রাজকীয় সৈন্যের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয় উহারা মান্দালায় হইতে গজমিত্র আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেসুন ২৮ এ জুন। নায়ঙহকের দ্বিতীয় বার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তিনি এক্ষণে থায়েটমোতে বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। রাজকীয় সৈন্যগণ রবিবারে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। কোন পক্ষেই কোন প্রাণ হানি হয় নাই।

বেসুন ২৯ এ জুন। নায়ঙহক আট জন সঙ্গী সহিত পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বেসুনে আনীত হইতেছেন। সেখান হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

চাটগাঁয়ের সহকারী বন্দোবস্তকার ব্লিস্ট, এইচ, জে, এইচ, কাল্‌ভুন এই শে জুলাই হইতে ছয়মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বাকরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর বি, এফ বেলি সাহেবকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম সমর্পণ করা হইল। তিনি হোমফি ষ্টাটমেণ্ট কম্ম করিবেন।

বাবু শিবপ্রসন্ন সাহাকে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি নামক স্থানে বদলী করা হইল।

সোনাপুর হইতে মগধা পর্য্যন্ত যে রেইল রোড হইবার কথা আছে তাহার জন্য ভূমি ক্রয়ার্থ ডব্লিউ হেসাম সাহেব। কুলিয়ার) কিছুদিনের জন্য সেণ্ট্রাল কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন।

মেং হেসাম (ডুনিয়র) পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের হেডওয়ে হাফের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

পাবনার হেপুটী কলেক্টর মৌলবী মহম্মদ আবদুল বাদর দুই মাস অধিক ছুটী পাইলেন।

আশিষ্টাণ্ট সাহেব এট মাহেব। ই ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন।

ঢাকা কলেজে অধ্যাপক পদ, তথায় পার্টিকলাসে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

ডব্লিউ, সি, সিবিচুইন, সিন চরিত্রে বরিশালের কলেক্টর প্রতি নিযুক্ত হইলেন। ইনি সিবিল আবিচুয়ল প্রেনার্দে কার্য্য করিবেন।

শিক্ষাবিভাগ।

ওসমাইডের এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন নবীনচন্দ্র সেন তিনমাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ভাগলপুরের সদরালা এবং ডেপুটী কালেক্টর বাবু বোলাকচাঁদ একমাসের অধিক ছুটী পাইয়াছেন।

বীরভূমের প্রতিনিধি ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট বি ওয়ন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বাবু হরিনাথ রায় বুদ্ধিরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মুখ্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ৪ জন সাক্ষীর নাম দিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার মন্ত্রণাসভার সভ্যগণ বাবু কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি ৩ জন বাঙ্গালীকে সাক্ষাৎ দিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

১৮ ই জুন। আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে।

১৯ এ জুন। ইউরোপীয় ... ইংলণ্ডের মন্ত্রি সভার প্রধান সভ্য গ্লাডষ্টোন সাহেবকে পরাস্ত করিয়া ... পরিত্যাগ করিয়াছেন যে ইংলণ্ড ... রাজ্যের সহিত কখনো যুদ্ধ করিবেন না। ... নিয়োগ করিলে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ... ঐ সময়ে ইংলণ্ডের ... নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবে।

১৯ এ জুন। ব্রুসেলসনগরে আবার যুদ্ধ ... হইয়াছে।

গীবর্ডার কাছ কন্ত এক লাখিয়ের অধীনে অনেক সৈন্য ছিলেন কিন্তু কোন ডিসাইপ্লেণ্ডের সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

১৯ এ জুন। ... সহিত বিবাহ হইবার আইন ... হইয়াছে।

... হইয়াছে বলিয়া ... ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ... ইংলণ্ডের ... করিয়াছেন।

... ইংলণ্ডের ... ও ... কিন্তু ... হইবে।

... করিয়াছেন, ... ইংলণ্ডের ... ও ... হইলেই সন্ধির ... হইবে।

... ইংলণ্ডের ... হইয়াছে। ... ইংলণ্ডের ... হইবে।

জেনরল ... ইংলণ্ডের ... দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি ... তৎকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন নাই কি হইল জানা যায় নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ এ জুন। বার্লিন কন্‌গ্রেস সভা গ্রীক সীমার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তুর্কি সে বন্দোবস্তে সম্মত না হইয়া, যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৮ এ জুন। অবরোধ হইলে যেরূপ হয় এথিন্স ও পেরাসি এই দুই স্থানের ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

লিউইষ্ট ১৮ এ জুন। ১৬ এ বুধন এয়ারিস অবরোধ করা হইয়াছিল এবং নগরবাসীদিগকে ... ঘণ্টার মধ্যে নগর সমর্পণ করিতে বলা হইয়াছিল।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৮ এ জুন। তুরস্কের পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান মন্ত্রী গ্লডষ্টোনকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে আপনি কাবিল, আপনি ভারতবর্ষীয় ও তুর্কিস্থানীয় মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করুন, তাহা হইলে ইংলণ্ড ও রুসিয়া একটু নরম হইয়া আসিবে। পেক ইসলাম নামে কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদপত্রও ঠিক এই মর্ম্ম উপদেশ দিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৯ এ জুন। সিরিয়ার অন্তর্গত হৈফিতে খৃষ্টানে ও মুসলমানে বিলক্ষণ গোলযোগ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তিনটী কামান সহ একখানি রেজিমেণ্টীয় কামানবহী সিরিয়ায় প্রেরিত হইতেছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৯ এ জুন। চীনের সৈন্যেরা ইলির রুসিয়ান সৈন্যদিগকে কাসগরের সীমায় পরাস্ত করিয়াছে। চীনেরা কোকন্দের অন্তর্গত ওসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২১ এ জুন। চীন সৈন্য কোকন্দের পুরাণ অধিকার করিয়াছে। অবশিষ্ট নিহিলিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ... আদালতে সমর্পণ করা হইবে।

লিউইষ্ট ২১ এ জুন। বুধন এয়ারিসে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

বার্লিন ২১ এ জুন। বার্লিনের ... সভা ... ৬৫ জুন ... করিবার নিমিত্ত ... হইয়াছেন। ... এক এক খানি সকল ... পীসে ... হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। অদ্যকার টাইমস পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে সন্ধি প্রতিষ্ঠা করিবে সভাস্থিতকে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপবেশন করিবে বিবাহ বিধায় যে আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, কমন্সসভার ... সম্পূর্ণ মত আছে।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। শপথ না করিয়া সভ্য লইয়া বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টসভার সভ্য হওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করেন, গত রাত্রিতে কমন্স সভায় তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের পক্ষে ৩০৩ জন এবং বিপক্ষে ২৪৯ জন ছিলেন।

ষ্টেট সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশীয় রাজার নিকটে যেরূপে পত্রাদি লেখা হইবে, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন।

লাবমাননের মেম্বর মে আরম সাহেব মাদ্রাজের গবর্ণর হইলেন।

রুসিয়া চীনের নিকটে পরাজিত হইয়াছে এবং চীনেরা কোকন্দ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে সেণ্টপিস বর্গের লোকে এ সংবাদ অস্বীকার করে।

নিউইয়র্ক ১ লা জুলাই। বুধন এয়ারিসের বিদ্রোহ থামিয়া গিয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

মনের জ্বালায় আজ কাল সকলে যেমন জ্বালাতন হইয়াছেন, আমরাও তেমনি বিরক্ত হইয়াছি। আমাদের প্রজাবৎসল খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট যে কেন এই পাপজনক আবের লোভে পতিত হইয়া দিন দিন নানা প্রকার বীজ রোপণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অশেষ অকল্যাণ আনয়ন করিতেছেন ও তদ্নিবন্ধন লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতেছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। প্রজার মঙ্গলের গনা কি ওঁহাদের রাজ্যশাসন নয়? প্রজার হিতকামনা যে রাজার যৌগ ও প্রজাপীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় যে রাজার মুখ্য উদ্দেশ্য, সে রাজার কখন শুভ হয় না। ঈশ্বর করুন সে রাজ্যের প্রতিফল তাবে বর্ত্তমান হউক। নানাবিধ শুল্কবিষয়ক নানাবিধ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন "ক্রিমিনাল প্রসিডিয়র কোড" ধারণাধিত হইল, কিন্তু যে মহাত্মা মহাশয় অধুনাতন দুষ্কৃতিকারিদিগের মস্তক উত্তেজিত হইয়া সমাজে নানাপ্রকার গোল ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিয়া দুষ্টশাসকের অপযশ ঘোষণা করিতেছে, তাহার শাস্তি কোন বিধিতে আছে? আমাদের জামালপুরের চাঁদসীমা যদি জানিতে চান, তবে শুনুন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ মধ্যে নূতন ভাঁটি দ্বারা বেষ্টিত যেখানে একটী ভাঁটি থাকে, সেখান কার অধিবাসীরা ভয়ে ভীত হন, আমাদের চারিদিকেই মদের দোকান ও মদের ভাঁটি খোলা হইতেছে। আমরা ত এবার মারা যাই। এই সব ভাঁটিতে লোকের অনুরাগ কত যদি অবগত হইতে চান, তাহা হইলে এক কথায় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যেখানে যত কুস্তকার আছে, অধিক অর্থ লোভে সকলেই প্রায় ভাঁটি ওয়ালাদের নিকট বাসন লইয়া তাহাদিগকে মদের ভাঁড় ইত্যাদি যোগাইতে এত ব্যস্ত যে গৃহস্থদের চালের খাপরা মিলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য খাপরা গুলা ২ বা ২৷৷০ টাকা ভাড়ায় মিলে না!! ধনী লোকেরাই যেন কোন উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিলেন, তাঁহাদের উপায় কি? এদিকে মিউনিসিপাল আইনের তাড়ায় সহরে কেহ খড়ের ঘর রাখিতে পারে না, ওদিকে খাপরাও পায় না, মহা গোলযোগ উপস্থিত। এখন উপায় কি? মাদক দ্রব্য হইতে গবর্ণমেণ্টের আয় কম হয় না। ১৮৭০—১৮৭১ অব্দে এই খাদ্য হইতে রাজকোষে ৭০২৪০০০ টাকা আসিয়াছিল, তন্মধ্যে "ইম্পিরিয়েল" কোষে ৬৫০০০০০ গিয়াছে। অবশিষ্ট ৫৭৭০০০ মাত্র বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন!! প্রজার চুনীতির প্রশ্রয় দিয়া যদি বা বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এত টাকা উপার্জ্জন করিলেন কিন্তু অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহাও এ দেশের কোন শুভ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলেন না। উল্লিখিত ৬৫০০০০ টাকা বোধ হয় আফগান যুদ্ধ আহুতি দেওয়া হইয়াছে! ১৮৭০—১৮৮০ অব্দের আয় বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; কেন না কেবল মাদক দ্রব্য হইতে ৭৩০,০০০ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ের গবর্ণমেণ্ট আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ এ আয় আরো অধিক হইতে পারিত। আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য মহার্ঘ্য ও দুর্ভিক্ষ মুখে দিনিপত্র বিক্রয় হইলেও বাঙ্গালা মুল্লুকের প্রজারা ৭৩ লক্ষ টাকা অপব্যয় করিয়াছে। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের মন উঠে নাই, এটী অতিশয় আশ্চর্য্য বিষয়। না জানি এ বৎসর দানের হারের নমুনা থাকাতে কি হইবে!! গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত যে হিসাব হইয়াছে, তাহাতে বেঙ্গল গোভেণ্টে ৬৪৪৯০০০ টাকা লভ্য দেখান হইয়াছে!! ১৮৭৯ অব্দের ঐ মাসে ৬৩১৮০০০ টাকা মোট আয় হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ লর্ড রিপন বাহাদুর একবার এ দিকে কটাক্ষপাত করুন। দেশ উৎসন্নপ্রায় হইতেছে। যাহাতে মদের ভাঁটির অকাতরে লাইসেন্স দেওয়া উঠিয়া যায়, তাহার আজ্ঞা দেওয়া হউক। এ নরকের কর তুলিয়া দিয়া যদি আর কোন ভাল কর দিতে হয়, আমরা রাজি আছি, কিন্তু মদের দৌরাত্ম্যে অসংখ্য লোকে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এদেশে মৌগ মদের ভাঁটি হওয়াতে মদের বাজার খুব সুলভ হইয়াছে। শুনিতে পাই, চারি আনার এক বোতল মদ পাওয়া যায় দুধ অপেক্ষা শস্তা মদ, লোকে পান করিবে না কেন? হয় মদের উপর অধিক কর ধার্য্য হউক, কেন না তাহা হইলে যাদের টাকা আছে তাহাই যেন লক্ষ্মীছাড়া হইবে, কিন্তু মুটে মজুর কারিকর মিস্ত্রি, যাদের উদরে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, তাহা ত খাঁটিয়া যাইবে। ইহাদের সংখ্যাই অধিক, এই হতভাগাদের উপর কি দয়া করা ধর্ম্মানুমোদিত নয়? ইহা কি বৃটিশ রাজনীতি বহির্ভূত কার্য্য? কখনই না।

উপরে যেমন মদের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় বিবৃত হইল, অহিফেন সম্বন্ধে আর কি লিখিব, এই সুন্দর বেহার দেশ, যেখানকার প্রজারা দিন আনে দিন খায়, তারা যদি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রলুব্ধ না হইয়া, নিজ নিজ যাবা সামগ্রীর চাষ করিতে পাইত, তাহা হইলে তাহাদের অশেষ কল্যাণ হইত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে এ দেশেরও সাধারণ উন্নতি হইত সন্দেহ নাই। যদি বলেন তাহারা ত তাহাদের পরিশ্রমিক প্রচুর অর্থ পাইয়া তবে অহিফেনের চাষে প্রবৃত্ত হয়। এ কথা সত্য, কিন্তু তাহা একবার উহার জন্য দাদন লইলে সহজে ছাড়িতে পারে না। এর মধ্যে অনেক কথা আছে, বিশেষ অনুসন্ধানের পর পুনে লিখিব, এই ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্ট নিজে লিপ্ত। মদের ব্যবসায় উপর কেবল রাজা কর লন মাত্র। কিন্তু এটি এদের অতি যত্নের ও আদরের কারবার। ১৮৮০—১৮৮১ অব্দের যে বজেট হইয়াছে, তাহাতে ৫৬৫০০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রয় হইতে পারে এমন আশা করা হইয়াছে। প্রতি সিন্দুকের মূল্য ১৩০০ টাকা হইবে। তাহা হইলে ঐ সিন্দুক বিক্রয় করিয়া, দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া, ভারতের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া, আমাদের খৃষ্টান গবর্ণমেণ্ট এই সনে ন্যূনাধিক ৭৩৫০০০০০ টাকা সংগ্রহ করিবেন!! সৌভাগ্যের বিষয়, ইংলণ্ডে এ দুষ্কার্য্যের উপর ঊনবিংশতি মহোদয় সভ্যদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ ব্যবসা যাহাতে শীঘ্র উঠিয়া যায়, তজ্জন্য সেখানে এক সভা হইয়াছে। বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অনেকে তাহাতে সভ্য আছেন। তাঁহাদের তাড়নায় সেদিন আমাদের ষ্টেট্‌সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন, উক্ত মহাসভায় বলিয়াছেন, যে আপাতত ভারতীয় রাজকোষের যেরূপ মন্দ অবস্থা, তাহাতে এখনই এত টাকা আয় গবর্ণমেণ্ট একেবারে ছাড়িতে পারেন না। তবে, ভবিষ্যতে যে পারিবেন, তাহার আশা পাইলেও আমরা উচ্চ কণ্ঠে নিবেদন গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

৩। গত কল্য এখানকার নওয়াপাড়ের বাঙ্গালীটোলার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। কোন ভদ্র লোকের একটী শিশু সন্তান অকস্মাৎ তাঁহার প্রাঙ্গণস্থ কূপ মধ্যে পড়িয়া যায়। সে সময় আফিসের বাবুরা বাহির হইয়া গিয়াছেন, বাটীর মধ্যে কেবল কুলবালারা পাকার্থে ব্যস্তা ছিলেন। উক্ত সন্তানটীর জননী অকস্মাৎ ঐ অকলের ধন ছেলেটীকে নিঃশব্দে অন্নের মত বিলীন হইতে দেখিয়া আর কিছু করিতে না পারিয়া আর কাহাকে ডাকিবার অবসর না লইয়া ছেলে যে তাঁর "প্রাণাধিক" তাহার নিদর্শন রাখিবার জন্য, ঐ সঙ্গে সঙ্গে কূপ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন!! এই কূপটী কমবেশ ৩০ ফিট গভীর হইবে!! পড়িবার সময় কোথায় তিনি পড়িলেন, তাহা তিনি জানেন না। তিনি যেই ঐ উচ্চ স্থান হইতে কূপ জলে পড়িলেন, অমনি ডাঁহিতে ডাঁহিতে ছাওয়াল ধনকে কোলে লাফে ধরিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক তুলিয়া লইলেন, তখায় জল প্রায় কণ্ঠাগ্র। সৌভাগ্যক্রমে এবার বর্ষা এদেশে এখনও আরম্ভ হয় নাই, তাহা হইলে পরস্ত যে কি বিপদে পড়িতেন আমরা যে বলিতে পারি? তদবধারে দাঁড়াইয়া ছেলে কোলে তিনি যে ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহা যাঁর কোমল হৃদয় ও সেই সর্ব্বদর্শী হৃদয়ে বিরাজ আছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই মেলীবয়কে ধন্যবাদ দি। তিনি যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেখাইয়াছেন, তাহা সচরাচর শুনা যায় না। তিনি যে শিশুর পতনের অব্যবহিত পরেই কূপ মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর বাধিক কোষে নিজ সন্তানকে তুলিয়া দিলেন। এ ঘটনাটী ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ব্যাপার। মনে করুন, যদি ঐ পুত্রশোকাতুরা জননী উপর হইতে পড়িবার সময় অজানিত সন্তানের ঘাড়ের উপর পড়িতেন, তাহা হইলে সে প্রত্যুত্তর শিশু কি ঐ কূপমধ্যস্থ পাঙ্কে প্রোথিত হইয়া প্রাণ হারাইত না? একটু হইয়া একটী শ্লোক পড়িয়া দিয়া অঙ্গ সঞ্চালন দিতে করিতেন না, সেমনি ডুবিয়া যাইতেন, তেমনি তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে সন্তানকে বিসর্জ্জন করিয়া অবিশ্রান্তে মনে ঈশ্বর বিশ্বাস উদ্দীপন করিয়াই দিতে চাহাতে খুব উচ্চৈঃ করিবার জন্য নিবেদন করিতেছি।

৪। গত ৮ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে মুখুয্যের সাধারণতা একটী বিষম অন্যায় সমাচার দিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে "তিন বৎসর অন্তর দেশীয় সৈনিকদের পরিবর্ত্তনের নিয়ম শুনিয়া [illegible] কোন কোন বাবু আমিন [illegible] লালদালানায় (এখানে) বিদায়ের মানসে [illegible] চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে [illegible] কন

সংগ্রহ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত হইতেও ত্রুটি করেন নাই ইত্যাদি। আমরা জানিতে চাই যে, সে কর্ম্মচারী কি স্বয়ং আসিয়া তিথিপাড়িগণের মুখে শুনিয়া অথবা লোক মুখে শুনিয়া অথবা কোন সংবাদ না পাইয়া বাঙ্গালীর গালপ্রিয়তার পরিচয় দিবার জন্য "ঈশপ ফেবেল" পড়িতে পড়িতে একটী অভিনব উপন্যাস নিজে রচনা করিয়া সোমপ্রকাশের এক স্তম্ভ একেবারে পূর্ণ করিয়াছেন? আমরা এ বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে ঐরূপ কোন কোন্সানী অর্থাৎ "ঘটিতপুরুষ" লইয়া ঐ ঘটনা পর্য্যালোচনা করা হয় নাই। যদি তিনি আমাদের এ প্রতিবাদ অন্যায় প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমরা প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নতুবা তিনি সাধারণের নিকট মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া অনেক বাঙ্গালী মণ্ডলীর মনে কষ্ট প্রদান করিয়াছেন অপরাধী হইবেন। সাধারণতন্ত্রের দোষেই সংবাদপত্র কলঙ্কিত হয়, এ জন্য তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে তাঁহাদের দ্বারা আর যেন দেশীয় সংবাদপত্রে মিথ্যা কথা অভিযোগ হইতে না হয়।

ঃ ইতিমধ্যে যে যে এখানকার ও মফঃস্বলের যাহাদের নাম শুনা গিয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল।

পার্কিওয়ানের	নীতাই	গম	৫০	সের
ঐ	ঐ	জব	৯০	ঐ
ঐ	ঐ	ডাল চাউল	৫	ঐ
ঐ	ঐ	মোট চাউল	৮	ঐ

এতদ্ব্যতীত ইশ্বর যেখানে যেখানে প্রতি বিশেষ কৃপাবর্ষণ করিয়াছেন, অনেক স্থানের ঊর্দ্ধে ও অনুচ্চস্বরে একটু সজলতা দেখা যাইতেছে। ইহারই মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রধান উপজীব্য ধান্য সস্তা হইয়া গিয়াছে। যদি ধানাদির মূল্য হ্রাস হয়, তাহা হইলে দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে। এখানকার অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে "ধানের দর কমিয়া গেলে আমাদের বড় কষ্ট হইবে।" এখানকার অনেক লোকের ধারণা যে ধান্য সস্তা হইলে তাহাদের বড় কষ্ট হইবে। এই ধারণা অনেক দিবস হইতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। ইহার উপর অভিযোগ উপস্থিত আছে। এতদ্দেশের অধিকাংশ কৃষিজীবী ঋণ করিয়া খায়, ধান মেরামত করে। কেহ কেহ [illegible] চালায়!! ইহাদের ধান্য অধিক হয় না, কিন্তু আবশ্যক হইলে এরাই ২।৩ [illegible] টাকা নগদ দিতে পারে। ইহাদের চালচলন অন্যান্য কৃষিজীবী অপেক্ষা ভাল। ঋণের মধ্যে বিবাহটী একটু [illegible] বলিয়া বোধ হয়। সে জাঁকজমক, চক্ষুলজ্জাদোষে অনেক সময় পর্য্যবসিত হয়। যদি কোন শস্যক্ষেত্রে যাওয়া যায়, তথায় হয় ত জমিদার ও প্রজা উভয়েই কাজ করিতেছে দেখা যায়; কিন্তু কে প্রজা আর কে রাজা কিছুই বোঝা যায় না। আমরা একদিন একজন ভাল জমিদারকে কোদাল হাতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের বাবু জমিদারের সঙ্গে তুলনা করিলে কত প্রভেদ হয়। তবে এরাও ক্রমশঃ বাবুদের সংসর্গ দোষে ও দুই একজন এঁদের মধ্যে মিউনিসিপাল কমিশনর হওয়াতে অথবা "ডুবী" পদ পাওয়াতে জামা গায় দিতে শিখিয়াছেন। কেহ কেহ বাবুয়ানার আস্বাদন পাইয়া অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছেন। পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী জমিদারদের নিকটে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু ইহাদের কাছে বসিলে এরা আমাদিগকে ভয় করে। আমাদের দেশীয় জমিদারদের বাহ্যিক পারিপাট্য ও মকদ্দমা, এদের প্রধান গৌরবের জিনিস, বাগান, বলদ ও কুটী, অর্থাৎ শস্যাদি রাখিবার গোলা বিশেষ। আমাদের দেশে প্রজায় ও জমিদারে বড় সাক্ষাৎ হয় না, এদেশে প্রজায় ও জমিদারে বড় ছাড়াছাড়ি হয় না। অনেক বড় বড় বেঙ্গালী জমিদারকে গোপনে প্রজার সঙ্গে সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে দেখা যায়, কিন্তু এ সুখের ভাব বোধ হয় আর থাকে না। কেন না রেলওয়ের সংসর্গে লোক সভ্য হইয়া উঠিতেছে, এরাও ক্রমশঃ স্বর্গীয় সরলতা হারাইতেছে। এদের কোন কোন ঘরে ইংরাজী পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাজসজ্জা ইংরাজী ধরণ প্রবেশ করিয়াছে। এদের অনেকের এরূপ সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে ইংরাজী বই পড়িলেই চুরোট না খেলে ও মদ্য পান না করিলে যাইতে নাই। অতএব যাহাতে এই ভ্রমজনক সংস্কার দূরীকৃত হয়, তদুপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সে উপায়টী প্রকাশ্যরূপে মদ্যব্যবসায় প্রতিষেধ প্রদর্শন করা।

ঃ ইতিপূর্ব্বে ভাগলপুর মিউনিসিপালিটীর বাঙ্গালী কমিশনর পরিবর্ত্তনের যে আদেশ আসিয়াছিল, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলক্ষণ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। কেন না এখানকার মিউনিসিপালিটী "চেয়ার কমিটীর" অন্তর্গত। ইহা ১৮৫৫ অব্দের ২৬ আইনের বিধানানুসারে সংগঠিত হয়। কিন্তু ১৮৬৯ সালে ৩ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিন বৎসর অন্তর দেশীয় কমিশনর পরিবর্ত্তনের যে নিয়ম আছে, তাহা চেয়ারকমিটী মিউনিসিপালিটীতে খাটে না। এ সব মিউনিসিপালিটীতে উক্ত নূতন মিউনিসিপাল পাঁচ আইনের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় খাটে এই মাত্র। এ জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার প্রেরিত হুকুম রহিত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।

প্রেরিত পত্র

কি জঘন্য রুচি !!

গত ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বাবু ভগবতী চরণ যে "ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবার আমাদের কোন অধিকার আছে কি না?" শীর্ষক যে একটী সংপ্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালার কেহই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন না; কিন্তু আমাদের সে ভাবনা বৃথা হইল। বাঙ্গালায় নাই মাই তথাপি আছিও অনেক রত্ন আছেন। তাঁহারা ভগবতী বাবুর অযৌক্তিক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া কেন বিরত হইয়া থাকিবেন? যাহাঁরা ভগবতী বাবুর এই প্রস্তাবটীকে অসার বলিয়া থাকেন, তন্মধ্যে রাজবিহারী বাবু একজন। রাজবিহারী বাবু তাঁহার প্রতিবাদের প্রারম্ভে বলিয়াছেন "একটী অযৌক্তিক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম" এ মিথ্যা কথা নহে, সত্য কথাই বলিয়াছেন! এ কথার মূল্য কোটী কোটী টাকা! ঈশ্বরও কি আমার আছেন। (উঃ এ কথা শুনিলেও পাপ হয়।) "যদি ঈশ্বর থাকিতেন, এবং তাহাতে বিশ্বাস যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে ভগবতী বাবুকে এত বই করিয়া ঈশ্বর আছেন বুঝাইতে হইত না।" আমরাও বলিতেছি, ঈশ্বর যদি থাকিতেন তবে রাজবিহারী বাবুর এই পত্রখানি লিখিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর তাঁহাকে অথবা তাঁহার সত্তার পরিচয় দিতে পারিতেন! কিন্তু তিনি কি আছেন!!!

তিনি আছেন কি না আছেন, এ কথাটী বুঝাইয়া দিতে আমরা আজ বিরত হইলাম, আর আমরা কেবল তাঁহার বিদ্যার দৌড় ও সুকৃতির পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইব। তিনি বাহিরে অন্তঃকরণকে নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু গোপনে এত অন্তঃকরণ করিয়া থাকেন, যে তাহা বহুদর্শনকারেই বুঝিতে পারিবেন। বলিতে লজ্জা হয়, সাধারণশনকারের আধুনিক বঙ্গবাসী প্রিয় শিষ্য রাজবিহারী বাবু, তাঁহার লিখিত "ঈশ্বর" শীর্ষক প্রস্তাবটী ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনের 'নির্ব্বাচনতত্ত্ব' প্রস্তাবের ৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১১ পংক্তি হইতে ১০ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২য় পংক্তি অবিকল নকল করিয়াছেন; একটী কথাও পরিত্যাগ করেন নাই! এরূপ গুপ্তভাবে পর পুস্তক হইতে অবিকল নকল অযথা প্রবৃত্তির পরিচায়ক, রাজবিহারী বাবু

কি ইহা বুঝিতে পারেন নাই? আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, একপ করিয়া আর লোক হাসাইবার বা বাহবাটী লইবার আবশ্যকতা নাই। পাঠক! আপনারা বঙ্গদর্শনের সেই পুছা পাঠ করিলে আমাদের কথার সত্যতা ও রাজবিহারী বাবুর বিদ্যার দৌড় দেখিতে পাইবেন। তিনি কই করিয়া কেন এইখানি নকল করিয়াছেন, দয়া করিয়া শুদ্ধ উপরে "প্রতিবাদ" ও নিম্নে স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিয়া আমাদের উপর ভার দিলেই আমরা বঙ্গদর্শন পাঠ করিয়া তাঁহার পরিশ্রমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম; অথবা সেই পাতখানি ছিঁড়িয়া সোমপ্রকাশে বসাইয়া দিলেই ভাল হইত! আমরাও আহলাদিত হইতাম, বাজে বাবুকেও অত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না!! উপসংহারে বক্তব্য, রাজবাবু একপ প্রতিবাদ দিয়া কি বিদ্যার, না তাঁহাতে কিছু সার আছে?

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়
জাগলপুর।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে একটী প্রার্থনা।

ত্রিপুরার অন্তর্ণাবিভাগ ও বাঙ্গালা-বিভাগ অসুবিধা।

আমীয় আগাবিভাকর ও ত্রিপুরা বার্তাবহ পত্রিকাতে ত্রিপুরাতে রাজ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করা হইয়াছে। তব এ বিষয়টী এরূপ প্রয়োজনীয় ও উপকারী যে, তাহার পুনঃ পুনঃ আন্দোলন না করিলে, কোন ফললাভের প্রত্যাশা করা যায় না। বিশেষতঃ ঐ পত্রিকাতে অনেক অসঙ্গত কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবিষয়ে আমাদিগকে পুনরায় লেখনী চালন করিতে হইল এবং প্রধান পত্রিকাতে আন্দোলন করিলে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন, ইহাও অন্যতর উদ্দেশ্য।

কুমিল্লা হইতে ত্রিপুরেশ্বর পর্য্যন্ত একটী রাজপথ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা প্রথমে সিবিল সার্জ্জেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়রে হইয়াও বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা পরে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাতে খরচও হয়, তাহার জন্য বিস্তর চেষ্টাও করিয়াছিলেন। আর সম্প্রতি দুইবার জরিপ করা হয়; কিন্তু ত্রিপুরাবাসীদিগের কেমন দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই উহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা বুঝিয়াছিলাম, এ সম্বন্ধে আর কেহই কোন আন্দোলন করিবেন না; কিন্তু দেখিয়া নিতান্ত দুঃখী হইলাম, আমাদের মাননীয় মাজিষ্ট্রেট ও ইঞ্জিনিয়র সাহেব বিস্তর পরিশ্রম করিয়া কিছুদিন হইল একটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া পুনরায় গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবেদন পত্রে যাহার আবশ্যকতা সপ্রমাণ হইবে। বলিতে কি ত্রিপুরা, ভদ্র বাঙ্গালীর অসুবিধা নিবন্ধন পূর্ণ বাঙ্গালার মধ্যে অগম্য হইয়া রহিয়াছে। কুমিল্লা হইতে এলীয়টগঞ্জ ২১ মাইল। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে ৩ দিবস লাগে। তাহাও নিতান্ত আয়াসসাধ্য। বর্ষাকালে আবার গোমতী নদীর স্রোত এমন প্রবল হয় যে, বড় বড় নৌকার স্রোত প্রতিকূলে আসিতে হইলে ৭।৮ দিবস অতিবাহিত হয়। কিন্তু পাস্তাবিহীন খালি নৌকা হইলে সেই দিবসেই কুমিল্লায় আসা যাওয়া হইতে পারে। কুমিল্লার পরিষ্কারিণীদের অভাবে জলপড়, কাপড় কলম প্রভৃতি এত মহার্ঘ্য যে, নিতান্ত না ঠেকিলে, লোকে কিনিলপত্রাদি খরিদ করিতে চাহে না। কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত গোমতীর জল এত কমিয়া যায় যে, ৩০।৪০ মণী নৌকা পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। এখানকার চাউল ও ঘাই উত্তম, উহার অনেক পরগণা দিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত সময়ে গোমতী শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় বলিয়া চাউল বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে না। এবার আমরা দেখিয়াছি, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে চাউল ২৷৷০ তখন এখানে তদপেক্ষা উত্তম চাউল ১৷৷০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এখানে মূলীগঞ্জ ও ভাল ভাল কাষ্ঠ বিস্তর পাওয়া যায় কিন্তু ঐ অসুবিধা নিবন্ধন বিদেশে উহার রপ্তানি হয় না।

বর্ষাকালে কুমিল্লা অত্যন্ত জলকর হয়। দুটী আফিস ছেড় গোমতীর জল অবাধ বাড়িয়া থাকে। ঐ সময়ে কুমিল্লাসহরবাসীদিগকে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হয়; কখন গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া সহর ভাসিয়া যায়, ১২৮৬ সালে যখন গোমতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন এস্থানের শতাধিক ঘর ভাঙ্গিয়া লোকের কষ্টের অবধি ছিল না। বাঁধের কার্য্য ফলপ্রদায়ক হইতেছে, তাহা লোকের প্রত্যক্ষ করা বিষয়। কিন্তু [illegible] হইবে, সহরে উহা নাই। ঐ বাঁধের জন্য ৮০ হাজার টাকার ঋণ হইয়াছিল। সহরের [illegible] টাকার দ্বারা হইয়াছিল। সহরের [illegible] টাকার পাওয়া যায়। এই বাঁধের [illegible] অনেক স্থানে [illegible] অনেক স্থানে [illegible] ইহা [illegible] এই [illegible] হইয়াছেন, [illegible] লোকের হয়, ইহা [illegible] কষ্ট হইবে; তাহাতে [illegible]

গোমতীর বন্যায় [illegible] প্রবাহ আছে এক [illegible] খনিয়া অন্য [illegible] পাক কার্য্য সমাধা হইয়া যায়, অথচ ঠিক সেই [illegible] নৌকা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা [illegible] সময় ১৫ দিন মাত্র ছুটী পান, তাঁহাদের [illegible] বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। পাঁচ দিন [illegible] বাড়িয়া যায়। এক দিকের জন্য ১৪০৲ টাকা [illegible] ভাড়া দিয়া কেহই প্রায় বাড়ীতে যান না। [illegible] আর কয় বার অতিশয় অসুবিধা ও আয়াসের [illegible] উচ্চ দেখিতে সুন্দর চড়ুইগো [illegible] এই আমলী কাটান হয়, তবে আরো [illegible] ঈশ্বর কি কুমিল্লাবাসিদের সহায় হবেন দেখিবেন?

আশা থাকে যে প্রার্থনাতে [illegible] করিবেন, অথবা করা হইবেক, তাহা যদি [illegible] হয় আর [illegible] একটি [illegible] করিবেন [illegible] দিন। [illegible] করি, আমাদের এ [illegible] বিফল হইবে না। অবশেষে [illegible] নিবেদন পাঠান, তিনি [illegible] সম্পাদন করিয়া [illegible] করেন

ত্রিপুরা
[illegible]

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা [illegible] নিম্নলিখিত মহাশয়গণ [illegible] মূল্য প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] বাবু [illegible] ইত্যাদি [illegible]
" " [illegible] [illegible]
" " [illegible] [illegible]
" " [illegible]

বিজ্ঞাপন।

নবীন অমৃতলেহ।

এই ঔষধ [illegible] নিশ্চয় [illegible] আমাশয়, অম্লরক্ত, [illegible] অজীর্ণ, [illegible] দৌর্ব্বল্য, [illegible] এবং [illegible] যে কোন উপদংশ থাকুক ও [illegible] এই মাত্র [illegible] সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে[illegible] করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়া[illegible] তাহার কতকগুলি ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি। এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। [illegible] এই ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র [illegible] করিতে পারিবেন। [illegible] আমাদের টীকিট পাঠা[illegible] তাহাদের [illegible] করা যাইবে।

এক শিশি [illegible]—২, টাকা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ।

চন্দ্রকান্তাসব।

এই কবিরাজী ঔষধালয়ের মহৌষধ নিয়ত ব্যবহার করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য অতি অল্পকাল মধ্যে, সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়, পারদাদির ন্যায় শোধন করা বা তাহাদিগের মাত্রা ঘটানা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসাধ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সমূহ [illegible] নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশ হইবামাত্র ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। তাহা এই ঔষধ সেবনার্থ করিয়া চিকিৎসা [illegible] ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ [illegible] ঔষধালয়ের দলে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

এক শিশি মূল্য ... ... ২ দুই টাকা।
প্যাকিং ... ৵০ দুই আনা।

সুধাংশু ঘৃত।

[illegible] প্রকার ইন্দ্রিয়ের মহৌষধ।

এই ঘৃত [illegible] এবং [illegible] ঔষধ ক্রিয়া [illegible] সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ স্নেহ প্রদর ও রক্তপ্রদর, ঘৃণক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অম্বরোগে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং [illegible] দোষ হইলে প্রসব সম্বন্ধীয় অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি যে সকল এই দুর্দ্দিষ্ট [illegible] সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শোষার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই এক [illegible] প্রথম হইতে যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিভিন্নতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, সায়বিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কুসঙ্গ, কালবেগ, অজীর্ণ নূতন ও পুরাণ বলমূত্রাদি রোগ সমূহ একত্রালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌষ্ঠব ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে। বেশ মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ৩ টাকা দিতে হয়। ১ শোষার মূল্য ৩ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরিক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ বসু, এল এম এস
" " গোপালমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু বৈদ্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং প্রসন্নকুমার বে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
শ্রীনীলাম্বর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কয়েকমাস যাবৎ নানাপ্রকার ব্যবধানে হইতেছে। সত্বর মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

বিদ্যোদয়ভাগ কল্পদ্রুমের অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য লাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অন্যূনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী সাময়ীক বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। দেবগণের মর্ত্যে আগমন।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ধূল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ভিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১০ নং বৃদ্ধ ওস্তাগরের লেন কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

খাঁটি নির্ভয় নিরুপায়

বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিকশ্চর

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন মেহ শ্বেত প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ১৫, মধ্যম ১, ছোট ১।০।

৪৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য ক্লান্তি, অজীর্ণতা, বাত, পার্শ্ব বেদনা, শোষ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ।

মহাশয় আমি বহু দিবস হইল সুরামাক্ষ, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়াছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন নিষ্ফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিশ্বাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

১১ নং দুর্গাচরণ মিত্রের গলি বড়বাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা তাহা উপলব্ধি হওয়ায় অনেক গুলি ভদ্র লোকের অনুরোধে সাধারণের উপকারার্থে সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কণ করিতে বাধ্য হইলাম। মূল্য প্রতি বোতল ২ দুই টাকা।

এই ঔষধ ৪১ দিন সেবনীয়। ঔষধের মূল্যের নিয়মাবলী পেরণ করা যাইবে।

সাঁকারি পাম
সরকা পোই আকিন
ফেলা বর্দ্ধমান
} শ্রীযাদবচন্দ্র মজুমদার।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। প্রমেহ রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূত্রাধিক্য পুয়প্রাব প্রভৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৪ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA

৩। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী ক্ষিপ্ত হইলে এমন কি জল কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা ম্যাটাফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৫ টাকা। ডাক মাশুল ৵০।

৪। সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গনোরিয়া, গ্লীট ও উপদংশ ঘটিত সকল প্রকার গুপ্ত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সদ্য প্রবল ক্ষত রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৵০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৯ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক নিমেষে ভূমণ্ডল দর্শনে দীবাকার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্বকার
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের পত্র অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উদ্বাক্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা, ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব। এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আশিসত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৸০ ডাক মাশুল ১৸০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ১, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোগে গ্রাহক হইলে ১৬ টাকা স্থলে ১২৸০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস
ময়মনসিংহ।
} শ্রীব্রজবিহারী সাহা।
ভারতমিহির ও সাধারণীমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

উপহার।

ঐতিহাসিক, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধুসংবাদ ও সমাচারাদি পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ষমান ৫ টাকা মূল্যে নিম্নলিখিত প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা মাত্র সহরে ৩৸০। প্রত্যেক মফঃস্বলের গুপ্ত নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

সোমসিদ্ধরস।

এই মুসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ১ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এমন ঔষধই ইহার অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। মেহরোগের অবশিষ্ট দুষক যদি কিছু থাকে, তবে ইহা অব্যর্থ শব্দের সার্থকত্ব সম্পাদন করিবে। প্রমেহ কালীন জ্বালা, যন্ত্রণা, বাতুনির্গম, বক্ত প্রস্রাব, ঘাঁচ কলের নায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। ঐ ভিন্ন ঔষধ সেবন করিলে প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশি মূল্য ১, ডাকমাশুল ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ত পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কুঞ্চিতবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাতে মস্তক শীতল থাকিয়া নিদ্রাকর্ষণ বিলক্ষণ হয়। ইহা চোখে দিলে অতি উপকার করে, বিবিধ কারণে মস্তকের শোণিত উষ্ণ হইয়া মাথার পিত্তরি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া অধিক ক্রিয়াবান ও সহজ বায়ু বিকার নষ্ট করে। ইহাতে উন্মাদ, মূর্চ্ছা রোগ, ভগন্দর, বৃদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তবিকলতা, মস্তক টন টন করা, মুখ গরম, চক্ষুঃ চিবকান, ঘাসা, শরীর ফেটুনি এবং চক্ষুগাদির যাবতী প্রকার রোগ সকল [illegible]

[illegible]

ঔষধালয়।

[illegible]

ঔষধোদ্যান ও রসায়ন।

[illegible]

এ ঔষধদ্বয় প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, ইহা সযত্নে এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংবর্দ্ধিত হয় এবং সমধিক বৃদ্ধি শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵

শ্রীহরিদাসনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীগোবিন্দলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

সঞ্জীবন তৈল।

৬০ নম্বর শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। ইহা দ্বারা ঘুষ, কটবট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ প্রভৃতি বেদনা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, দাঁত নড়া, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা গন্ধ নাশক ইত্যাদি।

শ্রীবিহারিলাল বসুএণ্ড কোং
৬৮ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

মহৌষধ।

যাঁহারা শিরঃপীড়া (orbitis) এলর্শিয়া (Hydrocele) ও কোষত (Scrotal tumour) হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। সহস্র রোগী এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য প্রতি বোটল ১, প্যাকিং ।০ ইহা অধিক না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

আশুগ ঔষধ।

ইহা দ্বারা প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য পীড়া, প্রদর, শ্বেত প্রদর ও সকল প্রকার স্ত্রীরোগের আশুগ্য ঔষধ। সহস্র রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে। মূল্য প্রতি বোতল ছোট ১, বড় ১৷০ প্যাকিং ।০ রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডাক্তার এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি সিমলা, কলিকাতা।

বিক্রয়ার্থ।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা বহুতর যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকাগারে, শুভোদয়া কার্য্যালয়ে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটের প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রধেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৯ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল-পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টার্ত্তব, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকাজন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অর্থ অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, পূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩১ নং চিৎপুর রোড—গরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা-বিশারদ রাজর্ষিশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিষয়ক পুস্তকগুলি বিক্রয়ের কারণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রকৌমুদী	৩।০	৵০
সঙ্গীতসার	৪।০	৵০
কণ্ঠকৌমুদী	২৷০	৵০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

ভাগবত তত্ত্বকৌমুদী।

এই খানি সকলের সুখপাঠ্য সরল সাধু ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য অনুবাদ, খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদের সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য সংস্কৃত মূল ও স্বামিকৃত টীকাও দেওয়া হইতেছে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২৸০ টাকা। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবে। অগ্রিম মূল্য না দিলে পুস্তক পাঠান যায় না।

শ্রীঈশান চন্দ্র বসু
বসুরত্নাগারের লেন ১৮ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা মুন্সাপুর।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৯ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।০ টাকা ডাক মাশুল ৸০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপাতজ্বর, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের মারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ।

রসভাবে পরিপূর্ণ।

উক্ত অঙ্কের রামনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গগত গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নির্দ্দোষের নাম খোকা॥

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ১১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৮১ রসাপোড় } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ভবানীপুর } কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য আবশ্যক পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্যনির্ণয়ক পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রামে	বাক্স।
মাদার টিং	৵০	৴০	ওলাউঠা বাক্স ২৷০ ৪৷০
ক্ষুদ্র বড়ী	৵০	৵০	সাধারণ চিকিৎসা ৮৲ ১২৲
ডাইলিউশন	।০	।৵০	অবশেষের ৫৲ ১০৲

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫৲ চিকিৎসা খণ্ড ৷৵০
ওলাউঠা চিকিৎসা ।০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ।৵
স্ত্রী চিকিৎসা ১৲ প্রেমেক, শুক্রক্ষরণ ।৵
ঔষধতত্ত্ব সংগ্রহ ১৷০ কাস ও বসন্ত চিকিৎসা ৫০
অন্ত্র চিকিৎসা ১৷০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০
ডাক্তরচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ।৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বাহিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নক্সেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ।৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধ সম্পূর্ণ ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২।০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ ম ২ য় ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবেক। ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে ।০ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক
শ্রীশ্রীনাথ দাস এণ্ড কোং
৩৮ নং ওয়েলিংটন, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থে নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির আলস্য, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীনবল, শুক্রস্খলনের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিমূত্র প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রসাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহে ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ২ টাকা।
তৈল ।০ পোয়া ... ... ২ টাকা।

জরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, কালব্যাধিযুক্ত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, বেহবটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসম্পর্কিত হৃদ্রোগ, প্লীহা ও লোগ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিরাঘ্নক্ত।

(মনুষ্যের শুশ্রূষার্থে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক অস্থিরতা, বুদ্ধিভ্রংশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির আলস্য বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ তিন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সম্পাদিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷০ আনা।

শারিবা আসব।

ইহা ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু, রক্ত দোষ, পুরাতন জ্বর (অন্য যাবা যে কোন প্রকার শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগোৎপন্ন করে) গাত্রকণ্ডু, শোথ, গাত্রের রুক্ষতা, শরীরের দুর্গন্ধতা, দুষ্টব্রণ, মস্তক ঘূর্ণন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা অন্যবিধ পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃতিচিহ্ন লক্ষিত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ [illegible] দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীরে [illegible] ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। [illegible] ৩ টাকা মাশুল ৷৵ বার আনা।

বিজ্ঞাপন।

রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বঃ

মিশেল ই, আব ম্যাসিক সাহেবা দেনাদার।

নিম্নে লিখিত জমীদারি, পত্তনি, ও জোত সম্পত্তির অবিভক্ত ৬/০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব ১৮ ৫ ~ লভ্য আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ৫ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আদিশনী অফিসনক এবং সবর্ডিনেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার উক্ত সম্পত্তির অপর ১/০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয়ে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের তারা-ওয়াতে মূল্য প্রদানে অপর ৬/০ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিস্থয়ার্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ইহাতে উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয়ে সকলে মহাশয়গণকে আহ্বান করা যাইতেছে।

ফরিদকোট নম্বর।	হোল্ডিং নম্বর।	কালেক্টরির নাম।	মহলের নাম।	জমির পরিমাণ।	সদর জমা
			জমীদারি		
২৫	৫৭৭	আলদহ	হরিশপুর বিসনপুর	১৪৮৭/০	৩৩৮৬
২৮	৩১৬	ঐ	ছতি সিংড়া আউথোনা	৪২৪০/০	৯৮২৬/৯
৩১	১১৭	নয়াগুলহটা	ওয়াকেফ নিমথাড়ী উধুয়া	৩৩৩১/০	৭৭৭৩/৩
৫৬	১১০	ঐ	ভরত পলাশথাড়ী	১১২৬০/০	৮০৫৮/১
	ঐ	ঐ	ফকল নিবশী গোবিন্দপুর	১৮৫৫/০	
৩১	১৮৮	ঐ	মৌক দাহাটোলা	৬৬১৮/০	৫১৬৩
৩০	১৮৩	ঐ	ভরত লক্ষীপুর	৩৯০/০	৯১৬/০
৩১	১৮৬	ঐ	ফরত লক্ষীপুর	৪৫১/০	১৮/০
			পত্তনি		
৫৫	৪৩	পুবনিয়া	ফরত মহমদপুর মোহাদিত	৩২৬১/০	অন্যান্য মহলের সামিলে থাকায় কর দিতে হয় না।
৭৯	১৮৮ ৫৫	নয়াগুলহটা	মাঝে ১৮ পাড়া ও আমা নকাশবন্দী উকণাড়া	১৪৪০/০	৩১২৬/৯
		ঐ	মাঝে পাতড়া ও জলকর পাতড়া এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইথীর ও জোত	৫৬৬১/০	১০০১

এতদ্বিষয় অন্যান্য বিবরণ জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

জি. এস. শাইক্‌স
রাজমহল।
৫ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" সংক্রান্ত পত্র বা মনি অর্ডর প্রভৃতি কলিকাতা হাটখোলা বেলেটোলা ষ্ট্রীটের ৫৮ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলেই উক্ত পুস্তক শীঘ্র পাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী
৫৭ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট বালাখানা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহাকেই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহাঁরা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ [illegible], তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা [illegible] না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা ১৮ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন কলমক যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৩ শ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২৯ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮০। ১২ ই জুলাই। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, মাসুল সমেত বার্ষিক ১ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা সোণাপুর ডাকঘর জিলা ২৪ পরগণা।

প্রেস ও হটপ্রেসাদি বিক্রয়।

কলিকাতা মুজাপুর বুক ওস্তাগরের লেন ১০ বাটী কল্পদ্রুম যন্ত্রে একটী প্রেস একটী হটপ্রেস ও কতকগুলি ইংরাজী অক্ষর বিক্রয়ের আছে, যদি কাহার প্রয়োজন হয়, উল্লিখিত যন্ত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। ১২৮৭ সাল ৫ ই আষাঢ়।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশকার্য্যসম্পাদক।

সোমপ্রকাশ

২৯ এ আষাঢ় সোমবার।

যুদ্ধ কি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ?

শরীরের মধ্যে মস্তক যেমন প্রধান, যুদ্ধও তেমনি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। কণ্ঠ কাটিয়া ফেল, পদচ্ছেদন কর, চক্ষুরুৎপাটন কর, নাসিকা বিলুপ্ত কর, শরীর ও শরীরীর বিয়োগ হইবে না। কিন্তু যে ক্ষণে মস্তক ছেদন করিবে, সেই ক্ষণেই আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আজ কাল সভ্যতার যে রীতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনায়াসে এ কথা বলিতে পারা যায়, সেইরূপ সভ্যতার ধর্ম্ম, বস্ত্র ভদ্রতা প্রভৃতি অন্য অন্য অঙ্গ ছেদন কর সভ্যতা স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিবে; কিন্তু যে ক্ষণে যুদ্ধের সহিত উহার বিচ্ছেদ করিবে, সেই ক্ষণে সভ্যতার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিবে। ইউরোপিয় ঘটনা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, সংগ্রাম ব্যাপারেরও তত শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয়, যুদ্ধ সংযোগ না হইলে সভ্যতার প্রাণ যেন নানাপ্রকারে হয়।

সভ্যতা শব্দের এখন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। "লোকটী সভ্য" এ কথা বলিলে মনে হয় লোকটী বড় ভদ্র, সভার যোগ্য অর্থাৎ বিনীতবেশে সভার প্রবেশ করিয়া নিজ বাক্‌পটুতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মোহিত করিতে পারেন; দয়া ও ধর্ম্ম তাঁহার শরীরে যেন বিরাজ করিতেছে; তিনি ন্যায় অন্যায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রদর্শনে অতিশয় ঘৃণা করেন; দুর্ব্বলের অপমানে তিনি অতিশয় কাতর হন, দুর্ব্বলকে অপার দুঃখ সাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া থাকে; তিনি পরমোপাদেয়তম মহাপুরুষ ব্যক্তির প্রতীত নিম্নলিখিত মহার্ঘ বাক্যের অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন।

জ্ঞানং বিবাদায়তদ্বাচঃ কীর্ত্তিদায়ত্তা দয়াসুখং।
পরোপকরণং কায়াদসাধ্যাৎ সাধমাচরেৎ।

অসার ধন হইতে সার দান, অসার বাক্য হইতে সার সত্য, অসার আয়ু হইতে সার যশ, অসার শরীর হইতে সার পরোপকার আহরণ করিবে।

কিন্তু কার্য্যে সভ্য শব্দের সে অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। সভ্য শব্দ উচ্চারণ করিলে আমাদের মনে যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহাতে আমরা [illegible] পরের মনের অন্তরের সোণাই [illegible] কিন্তু আমরা যে সমস্ত সভ্যের কার্য্য [illegible] করি, তাহাতে তাহা সোণাই প্রকাশ দেখিতে পাই না।

সভ্য হইতে এক অর্থ বোধ হয়, [illegible] টিকিটাটি, টুপী ঝকঝকে, টেরিকাটা, কাপড় [illegible] হয়, গায়ে জামেরার বা আতরের গন্ধ, [illegible] আর্থাৎ হাতে ঘড়িচেন, দুয়া স্টাপুজুতা [illegible] আপ করিলে সভ্যের লক্ষণের অবয়ব পূর্ণ হয়, [illegible] নাম মুখ আস্ফালনের উপায় বিধানমাত্র [illegible] অন্তরের উচ্চ মুখ সভ্যতা স্টাপুজুতার [illegible] উদ্ভব। অন্তরের স্বাস্থ্যসম্পাদনে সভ্যতা [illegible] প্রায় উদাসীন। পরোপকারে [illegible] শীতলে অতি অনুরক্ত, চক্ষুলজ্জা [illegible] বিহীন। দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন [illegible] বদনে তৎপর।

আজ কাল ইউরোপীয় [illegible]

যাহে শেষোক্ত সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহারা দুর্জ্জন, তাঁহাদের উপরেই তাঁহাদের পাড়ন। চলনদিগকে অধিকতর খল করিয়া নিজ মহিমা বৃদ্ধি করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক কোন ইউরোপীয় রাজা চুরাচাঙ্কা বা ফিলোসোফেশ হইয়া দুর্জ্জন রাজার উপরে উপদ্রব করিলে ইউরোপীয় অন্যান্য রাজ্যসকল তাহা লইয়া দুর্জ্জনের পক্ষ অবলম্বন করিবেন; সুতরাং দ্বিতীয় রাজা দুর্জ্জনের অনিষ্টসাধনে সমর্থ হইতেন না। এই মহোদয় নীতি নিরঞ্জন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার যত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই ঐ কদাকার নীতির মূল ছিন্ন হইতেছে। এখন সকল বিষয়ের মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সকল রাজগণ মিলিত হইয়া দুর্জ্জনেরই পীড়নে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বাইবেল বলেন, যীশু স্বর্গে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞ রাজগণের এরূপকার ব্যবহার দর্শন করিলে বাইবেলের এই বাক্যটী সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না; বোধ হয়, যীশু পবিত্র আত্মা প্রেরণ কালে রাজনীতিজ্ঞদিগকে বাদ দিয়াই পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জন-পীড়ন কার্য্যের কখন এক দিনও প্রায় দুষ্টের বিরাম নাই। এই নিমিত্তই আমরা উপরে এই প্রশ্ন করিয়াছি, যুদ্ধই সভ্যতার অঙ্গ? দুর্বলের আশ্রয় বলপূর্ব্বক-কবলিত হওয়া হয় নাই; আশ্রিত তাহার সমুদয় অঙ্গ হরণসম্পন্ন হয় নাই, আশ্রিত তাহার কৃষি বাণিজ্যাদি স্বত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার মধ্যেই ইউরোপীয় রাজগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হাত পা বাঁধিয়া মহাসাগরে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা বাণিজ্যে সভ্য করিয়া দুর্বলের অন্নের অংশের নীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। আমাদের দুর্বলের কেবল অবমাননা নয়, তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষতি হইতেছে। নিজ স্বনির্দ্ধারিত নিয়মের বাহিরে এক অণুপরমাণু চালনার অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। আর দুর্বলের রক্ষাকর্ত্তা রাজপুরুষেরা; তিনি যে নিরীহ কপোতদের মাংস খাইয়া থাকেন, উপেক্ষা হইতেছে, ইহা কম বিস্ময় নয়, এবং ইহাই তিনি স্পষ্টাক্ষরে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি সহিয়া না থাকেন, ইউরোপে আর একটী যুদ্ধ বাঁধিতেছে।

ওদিকে চীনের সহিত রুশ যুদ্ধের বক্তিবাচন হইয়াছে। রুশেরা চীনদিগের উপরে যে, কি প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, আর চীনেরা যে, কিরূপ কুপিত হইয়াছে আমরা একখানি পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিয়েছি, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। নিতান্ত অসহ্য অত্যাচার না হইলে আর তাদৃশ কোপোদ্রেকের সম্ভবে না। বাকুনিন-অহিফেন-সেবন চীনদিগকে নিদ্রিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের উত্তেজনা উদ্দীপনা ও ক্রোধবেগ প্রভৃতি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আছে। তাঁহাদের অহিফেন সেবনের কথা শুনিলে তাহাদিগকে নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। সেই নির্জ্জীবের যখন জীব সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহারা তুষারাহত জীর্ণ সর্পের ন্যায় ফণা ধরিয়া উঠিয়াছে, তখন অত্যাচারটী সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

চীনদেশে সম্রাট ও তাঁহার মহিষী উভয়েরই সমপ্রাধান্য। একজন চীন কর্ম্মচারী যে এক খানি আবেদন পত্রদ্বারা আপনার মনের ভাব তাঁহাদের গোচর করিয়াছেন, তাহা এই—

কশেরা যে সকার অনধিকার করিয়াছে, তাহারা তাহা দিবার আভাবিক ভোগ ও দুষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে। ঐ ইলি তাহাদের সম্মতি দান করাতে তাহা। যদি পর সন্ধি বিচ্ছিন্নতার ও তাদুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু চীনের অধীশ্বরী ও অধীশ্বর এই অত্যাচারে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। ঐ পত্রিকে কথা হইয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়া প্রধান মন্ত্রিসভার সভাতে আহ্বান করিয়াছেন। প্রধান বিচারপতিগণ, সম্রাট পক্ষ, পররাজ্য, সংবিভাগের মন্ত্রিগণ, এবং রাজবংশীয় কুমারগণ—এই সকল লইয়া সভা বসিয়াছিল। সভ্যগণ সকলে একবাক্যে—এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, রুশেরা চীনদেশের সহিত যে সন্ধি করিতে পারিয়াছেন, এ কথা কহিতে লজ্জা হইতে নাই। সন্ধিকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন নানা ভাব করিলে বিষম গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই নিমিত্তই তাঁহারা, আবেদনকারী যাহাতে সন্ধির পরিবর্ত্তন নিমিত্ত মত প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছেন না, তথাপি তিনি নিজে এই বিবেচনা করেন যে, এ প্রকার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সন্ধি অবশ্যই পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে কিবাহাতে যে দুর্ঘটনা ঘটে ঘটুক। যদি আমরা এ সন্ধির পরিবর্ত্ত না করি, তাহা হইলে আমরা একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হইব না।

আমি যে সন্ধির পরিবর্ত্ত করিবার কথা কহিতেছি, তাহার চারিটী বিশেষ কারণ আছে। প্রথম, অবলম্বকতা; দ্বিতীয়, প্রবল মত; তৃতীয়, নীতি; চতুর্থ, কার্য্য সাধন প্রণালী।

অবলম্বকতা কি? নীতে সকল তাহাতে উপেক্ষা করিয়া সন্ধিরক্ষণ করা হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের দূত তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু পরমেশ্বরই তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আর দেখ দূত চরাচিত্রের ঐ কথা যখন চীন সাম্রাজ্যের অধিপতি সাধন গোচর আনয়ন করা হইয়াছে। দূত নিজ ইচ্ছা অনুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করাতে দেশের লোকেরা তাঁহার শিরশ্ছেদনের প্রার্থনা করে। তাহারা এই কথা বলে যে, তাঁহাকে দণ্ডবিধায়িনী সভার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। দূতদিগের বধ দান করিবার যে আইন আছে তদনুসারে বিচার হইয়া তাঁহার বধ হওয়া উচিত। এরূপ করিলে রুশিয়ার ভয় কোন কথা কহিবার পথ থাকিবে না। দূত জাতীয় আইন অনুসারে সম্রাটের আজ্ঞার অবাধ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। অতএব সম্রাট এরূপ কর্ম্মচারীকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার অতিক্রম হইয়াছে। ইহা পদে পদে পরমেশ্বরই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি সম্রাটের উপদেশ ও অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আইন যে অপরাধে কারাদণ্ড হন, চ. চাটীর অপরাধ তাহার অনুরূপ। এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমার মতে চ. চাটীরও প্রাণদণ্ড করা উচিত। আদি উপরে যে, অবলম্বকতার কথা বলিলাম, ইহাই সেই অবলম্বকতা।

প্রবল মত কি? রুশেরা আমাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ পূর্ব্বক অপমান করিয়াছে, এবং ভোগ করিয়া তাহাকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছে। রুশেরা যদি এক দেশি পত্র করে, তাহাদের শত শতগুণের লাভ প্রত্যাশা করে এবং সেই শত শতগুণ লাভ প্রাপ্ত হইবার অবশ্যই হয়। রুশ অতি বৃহৎ সাম্রাজ্য, অতএব তাহার এইরূপ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সে অন্যায় করিয়া চীনকে উত্তেজিত করিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় রাজা আমাদের পক্ষ অবলম্বন। শিক্ষিতে হে, রুশ কর্ম্মচারী আছেন, তিনি সন্ধি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া রুশিয়ায় ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রদর্শন করিয়েছেন। কিন্তু বিদেশে এরূপ আচরণের উদাহরণ নাই। বিশেষতঃ নীতুক কয়েকার সাহেব তার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার যে ইচ্ছায় অধিক ফিরিয়া যাওয়া কিরূপে সঙ্গত হয়, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাঁহার এই ব্যবহারের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল ভয় প্রদর্শন করা। তিনি যাহাতে আর গাড়ুন তাহা তেজস্কর ইচ্ছা করেন, এ বিষয়ে ইংরাজ ফিলোমাবের অভেদ নাই। রুশেরা অন্যায় করিয়াছে, এই কথা স্পষ্ট লিখিয়া একটী ঘোষণা প্রচার করিয়া দেওয়াই উত্তম কল্প। চীনের প্রধান কর্ম্মচারীগণ যে ঐ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন, ও স্বাক্ষরে নিষেধ করিয়া হয়। সেজন্য থাকা উচিত। ঐ স্বাক্ষরের পরিবর্ত্তে সন্ধির পরিবর্ত্ত করা উচিত। রুশ ও চীন এ উভয়ের মধ্যে কে সন্ধির পরিবর্ত্ত করিয়াছে, বিদেশীয় লোকগণ তাহার নির্দ্ধারণ করুন। আমরা রুশের সহিত যেমন ন্যায় সুযুক্ত ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং আমরা রুশের যত প্রার্থনা পূরণ করিয়াছি, তাহাই তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন। এই কথাগুলি সমাচারপত্রে প্রচার করিয়া দেওয়া হউক, সাধারণ রাজকর্ম্মচারীদিগকে এই কথা দেওয়া হউক, সভার যেরূপ কোন তাঁহারা তদনুরূপ যুদ্ধের আয়োজন করুন। চীনেরা রুশের প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর প্রার্থনা পরিপূরণ করিলে না। রুশেরা যদিও বৃহৎ সাম্রাজ্য তথাপি তাহার সেনাবল তুরস্কের যুদ্ধের পর অবধি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুশে অর্থের সুপ্রতুল নাই। তাহার রাজনীতিজ্ঞতারও একা নাই, প্রজারা দুঃখিত হইতেছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা শাসনকর্ত্তার শাসনের বিরুদ্ধে চেষ্টা পাইতেছে। রুশরাজ যদি আমাদের বন্ধুতা অপেক্ষা করিয়া শত্রুতা অবলম্বন করেন, তবেও তাহাকে চীনের বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাহারা যাহা মনে নিশ্চয়ের বিরোধ প্রকাশ করিবে। শেষে তাহাকে বন্ধুর ন্যায় করিতে হইবে। অতএব তিনি কিরূপে অপর লোকের সাহায্য করিবে সমর্থ হইবেন? এই সকল নিমিত্ত চীনের দূর ও সমীপস্থলে সকল স্থানে ঘোষণা করিয়া দেওয়াই আমি প্রবল মত কহিতেছি।

মাত্র কি ? আইনিওটর অনেক টাকা জলকে দেওয়া হইয়াছে। মিলিত সন্ধি অনুসারে টীন কেবল দুটী পুরাবর্ত্ত অক্ষর আই এবং লি লাস হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে প্রকৃত মূল্যের ২০ গুণের লি দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আমদের রাজ্যের অতি দূর সীমা প্রদেশে দুরিয় কৃষিকার্য্য সম্পাদন করার নিমিত্তে যে সব সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহাদের বেতনাদিতে প্রতি বৎসর ৭০।৮০ হাজার টীল (টীন দেশীয় মুদ্রা) ব্যয় করিতে হইতেছে। অতএব সিনিকিয়ার অধিকার করা আর না করা তুল্য। আইনি পাইবার ইচ্ছায় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার দোষ সম্পূর্ণরূপে আমাদের। আইনির প্রস্তাব গ্রহণ করাতে দোষ আমাদের, কলোগও এ দোষে দূষিত। আমাদের দূত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে বটে কিন্তু সম্রাট ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। অতএব এই সন্ধি সম্পাদিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পুরাবৃত্ত অনেক দৃষ্টান্ত আছে, সন্ধিস্থাপনকারী উভয় পক্ষ যাবৎ কাল উপায় না দিবে, তাবৎ সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ওপায়ত স্থলে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে। অতএব লর্ডেনা কোন ক্রমে ও কোন, হক অনুসারে বিবেচনা করেন যে তাঁহাদের অনিষ্ট করা হইয়াছে। এই ভাবিয়া আইনির প্রতি আমাদের দাবড়া অসম্ভব পক্ষে নাবাস্ত পরিবার বন্ধি করিবে।

কাউন্সিলের সভ্যগণ কহেন যদি আমাদের উপরে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সৈন্য লোপ বন্ধ করুন। আর যদি তাহাতে নারাজ হন, বৃদ্ধি, আইন ও থাকার বন্দুক অগ্রাহ্য করেন, সিন্ধিয়াকে, কিম্বা এর উপরে এই ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে। সেবার কর টাকার অনেকবার ভারী সৈন্য ও বারুদ সামগ্রীক উপকরণ হস্তান্তর আছে। কিন্তু, লিউকটাং, সিন্ধিয়া এবং চারেওয়ার ইহারা উপযুক্ত ও দক্ষ সেনাপতি। বর্দ্ধিত অধ্যবসায়ী ভাবে কলিকাতার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে থাকিব, পরাস্থাতে, কলিকাতা বাস্তবিকই নিশ্চয় পরাজিত হইবে। এমন ও কলিকাতায় সৈন্য মিলিত হইয়া আমরা ৫৮০ উপরে বলিয়া কল্পনা করিব না, কলিকাতার পরিখে পরিত্যক্ত করা যাইতে পারিবে। সৈন্যেরা একটা অন্ধ আক্রমণ করিয়া ১০ বৎসর কলিকাতা দখল করিতে পারিবে না। ইহাতে ২ বৎসর।

উপনগরের ও কলিকাতার পুলিস রিপোর্ট।

সম্প্রতি কলিকাতা ও উপনগরের যে পুলিস রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তাহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। সেই রিপোর্টই আজ উপরি উক্ত প্রস্তাবের অবতারণার কারণ হইল। মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশ পুলিসের প্রশস্ত-সাগর-সদৃশ বিশাল উদরসাৎ হইয়া থাকে। সুতরাং যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটী স্থাপন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত গ্রাম নগরাদির স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় বিধানই মিউনিসিপালিটী স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুলিসের প্রতিপালন উহার উদ্দেশ্য নয়। অকর্ম্মা পুলিস কর্ম্মচারীরাই যদি মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ অর্থ গ্রাস করিয়া ফেলে, তাহা হইলে কিরূপে স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় হইবে ? সকলই টাকার খেলা। টাকা না হইলে ভাল পুষ্করিণী হয় না, কল জল হয় না। মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ অর্থ পুলিস গ্রাস করে বলিয়া অনেক গ্রামেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের পুষ্করিণী নাই। পঙ্কিল জল পান করিয়া অনেক গ্রামই অকর্ম্মণ্য হয়। অনেকে সাংক্রামিক জ্বরের অনেক প্রকার কারণের উদ্ভাবন করিয়াছেন বটে কিন্তু অবিশুদ্ধ পানীয় জলপান সাংক্রামিক জ্বরের যে প্রধান কারণ সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। এই কারণেই আমরা প্রস্তাব করিতেছি, পুলিসের বাহুল্যে মিউনিসিপালিটীর অর্থ নিক্ষেপ করা উচিত নয়। পুলিসের ব্যয় পূর্ব্বে যেমন গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজস্ব হইতে দিতেন, তেমনি দিন। আমরা যে রিপোর্টের প্রসঙ্গে এ প্রস্তাব করিতেছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১৮৭৯ অব্দের কলিকাতা ও উপনগর সমূহের পুলিস কার্য্যের রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় অপরাধের সংখ্যা ৪৮৯৬ কম এবং উপনগর সমূহে ৩৭২ বেশী। ১৮৭৮ অব্দে রাস্তার হঙ্গাম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। এই জন্যই সে বৎসরের অপরাধ সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এত অধিক হইয়াছিল। এ বৎসরে সর্ব্ব প্রকার অপরাধের সংখ্যা হ্রাস হইলেও মিথ্যা মকদ্দমা অনেক অধিক হইয়াছে। ১৮৭৮ সালে কলিকাতায় ৭৫৯ টী মিথ্যা মকদ্দমা হয়। ১৮৭৯ সালে উহার সংখ্যা ৮৫৪ হইয়াছে। উপনগরে মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা অনেক অল্প। কলিকাতার মিথ্যা মকদ্দমা বাড়াতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। মিথ্যা মকদ্দমায় নিরপরাধী লোকদিগকে অকারণ অনেক কষ্ট দেওয়া হয়। অতএব যাহারা এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। তবে এরূপও ঘটনা হয়, অনেকস্থলে অসৎ অভিপ্রায়ে মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করা হয় না। সেস্থলের মিথ্যা মকদ্দমাকারিদিগকে কিছু না কিছু দণ্ড দেওয়া উচিত। গত বৎসর ৪৮৩টী মকদ্দমায় আসামীর অব্যাহতি পূরণ দেওয়া হইয়াছিল।

গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ১,১১,১৫৪ টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, ইহার মধ্যে ১১০৬১ টাকার সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গতবৎসরের অপহৃত সম্পত্তির এত অংশ পুনরুদ্ধার হয় নাই।

হাবড়া ষ্টেষণের মুটে ও গাড়ীওয়ালাদের দৌরাত্ম্য বিরত হয় নাই ; কিন্তু সিয়ালদহ ও মাদলা ষ্টেষণের যাত্রীদিগের প্রতারণা প্রকাশ পায় নাই। হাবড়া ষ্টেষণের লোকের গাড়ীতে রীতিমত চিঠি দেওয়া আরম্ভ হইলে এ উৎপাত কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এবার পুলিসের মত এগুলী নূতন বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুলিসের যত মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশে অপরাধী দণ্ড হইয়াছে। দোষ হয় বিশেষ প্রমাণ না পাইয়া পুলিস আর লোককে অবারণ মকদ্দমার ফেলে দেন না।

মাস্টর আইন সম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সহিত পুলিস কমিসনরের মতভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, যাহাদের গৃহে অস্ত্র আছে, তাহাদিগকে অস্ত্র লাইসেন্স লইতে দিতে, এরূপ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহাদিগকে লাইসেন্স লওয়াইবার বিষয়ে পুলিসের কোন ক্ষমতা নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন, এরূপ স্থলে পুলিসের নালিশ করিয়া খানা তল্লাসি করিবার ক্ষমতা আছে।

এ বৎসর কনষ্টেবলদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদ্দারা বাঙ্গালি কনষ্টেবলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। যাহারা ৭ টাকা মাহিয়ানা পাইত তাহাদিগকে ৮ টাকা দেওয়া হইতেছে, যাহারা ৮ টাকা পাইত, তাহাদিগকে ৯ টাকা দেওয়া হইতেছে, তদ্দারা ১১৮১ জনের মধ্যে ১১৫ মাত্র বাঙ্গালী জন বেতন পাইতেছে। উপনগর ৪৬ ১৩৭ জনের মধ্যে ১৭১ জন মাত্র বাঙ্গালী কনষ্টেবল দেখিতে পাওয়া যায়। উপরওয়ালার হই ৩ জন বাঙ্গালী কেরানিদিগকে বৃদ্ধি দেওয়া হইয়াছে, তদ্দারা বাঙ্গালা হইতে হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলদিগকে বিদায় দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় ১০ টাকা করিয়া বেতন দিলে এবং করিলে কোন উন্নতির আশা থাকিলে অনেক ভদ্র লোকের ছেলে কনষ্টেবলের শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারে। উচ্চ ৮।১০ টাকার চাকরে কনষ্টেবলি করিতে কেহই অগ্রসর হইবে না। সাধারণ শুদ্ধ দেখা সমস্ত ব্যয় ৮২১৪৮ টাকা। ইহার মধ্যে মিউনিসিপালিটী ২৯১৬৯ টাকা ও গবর্ণমেণ্ট ১৯৫২০ টাকা নিয়াছেন। উপনগর পুলিসে ১৬৮২১২ টাকা মোট ব্যয় হইবে ৮১১৫. গবর্ণমেণ্ট এবং ১৬৮২০ মিউনিসিপালিটী দিয়াছেন। কলিকাতার ব্যয় ৯০১৬৫ টাকা ইহার মধ্যে পোষ্ট কমিসনর ১১৪৭৯ এবং গবর্ণমেণ্ট ৭৪১৬ টাকা দিবেন। বিশেষ অর্থ দণ্ড হয়, তাহার সমুদায় গবর্ণমেণ্ট পান।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা স্বকর্ত্তব্য কার্য্য সন্তোষ জনক রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা এক্ষণে অতি সামান্য সামান্য মকদ্দমা

করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের উপরে উক্ত দরের একরকা করিবার ভার দেন, তাহা হইলে তাহাদের ঐরূপ হয়, আবার ব্যয় লাঘব হইবারও সম্ভাবনা হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে ষ্ট্রাচি সাহেবের প্রবন্ধ।

[illegible] নামক ইংলণ্ডীয় [illegible] ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে ৬টী [illegible] প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটী ভার [illegible] ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লোর্ড সাহেবের ও অপর [illegible] বিষয় বিষয়ে ষ্ট্রাচি লিখিত। [illegible] ও কলিকাতায় বড় বড় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। [illegible] বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিন্তু ঐ সকলের [illegible] করিয়াছেন। ষ্ট্রাচি সাহেব লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে ধন দানের বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ হইতেছে এবং নানা দিক হইতে শুভ শুভ আয়ব্যয়ের বিষয় প্রাপ্ত হইতেছে। লোর্ড সাহেব দেখিতেছেন, ভারতবর্ষের লোক ক্রমেই অধিকতর ধনবিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছে আর টাকা বাহির হইতে চলে না। ভারতবর্ষের আয় আর বাড়িবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ব্যয় ক্রমেই আধিক বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতের দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় প্রধান কর্ম্মচারিগণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ইংলণ্ডবাসিগণের ঈর্ষ্যাকর ও ঈর্ষ্যাজনক হইয়া উঠিতেছেন। প্রজাগণের অসন্তোষ এবং বিশৃঙ্খলা ঘটিবার প্রধান কারণ, ইত্যাদি।

ষ্ট্রাচি সাহেবের লেখার প্রকৃতি যেমন দুই প্রকার, তেমনি ইঁহাদের বোধ ইংলণ্ডীয় লিখিত ষ্ট্রাচি সাহেব ভারতবর্ষীয় বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহার অনেক স্থলে বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছি। আর এক ষ্ট্রাচি সাহেব [illegible] ভারতবর্ষীয় বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ষ্ট্রাচি সাহেব [illegible] ভারতবর্ষীয় বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। ষ্ট্রাচি সাহেব [illegible] ভারতবর্ষীয় বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

লোর্ড সাহেবের স্বতঃসিদ্ধ-প্রমাণ-সম্ভূত এ ৬টী বাক্যের ঈদৃশ টীকা করা বিফল। ভারতবর্ষের যে প্রকার অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ড যদি সাহায্য দান না করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। যখন কেবল ত্রিশ লক্ষ টাকার সংগ্রহের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষে লাইসেন্স টাক্সের ন্যায় অত্যাচারকর কর স্থাপন করিতে হইয়াছে, তখন ভারতের অবস্থা যে কেমন সঙ্কট, তাহা সহজেই প্রমাণ হইতেছে। আর কর-বৃদ্ধি করা যে সুবিধার নয়, তাহাও এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। সুতরাং ব্যয় সঙ্কোচ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অর্থকৃচ্ছ্র নিবারণের অন্য কোন উপায় নাই। আফগান যুদ্ধ ও চীনিক যুদ্ধের বহু দিন পূর্ব্ব অবধি ভারতবর্ষীয় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে। ক্রমাগত দেনাই বাড়িতেছে। লোর্ড সাহেব দেখাইয়াছেন যে ১৮৭২ অব্দ অবধি ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ কোটী টাকা দেনা হইয়াছে। এই ২৫ কোটী টাকার মধ্যে বিশ কোটী টাকা যাহাতে ভবিষ্যতে আয় হইবার সম্ভাবনা আছে এমন পূর্ত্তকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। এই বিশ কোটী টাকা যদি দিতেও পাঁচ বৎসরে ৫ কোটী অর্থাৎ গড়পড়তা বৎসর কোটী টাকা করিয়া অনুমান হয়। ভবিষ্যতে আয়ের সম্ভাবনা করিয়া পূর্ত্তকার্য্যে যে ব্যয় করা হইয়াছে, তাহাতে আয় নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইবারই সম্বিক সম্ভাবনা। টাকার সুদ ও ঋণ পরিশোধই থাকে। সুতরাং ঐ বিশ কোটী টাকা ব্যবসায়ার্থ বিনিয়োজিত মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অন্যান্য ব্যয় যেমন, উহাও তেমনি একটী ব্যয় মাত্র পরিগণিত। যেমন সৈন্য বিভাগে ক্রমিক বৎসর ১০ কোটী টাকা ব্যয় হয়, তাহা হইতে কিছু উপায় হয় না, উহা হইতে সেইরূপ বাস্তবিক কোন আয় হয় না। ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ৯ কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাতে ফল কখনও আয় হয় নাই। সুতরাং, পাছে পাছে দেশরক্ষার জন্য যে ব্যয় হয়, তখন গবর্ণমেণ্টকে ১৮৭৯ সালে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। এদিকে দেখ ৫৫ দশ বৎসরে রেলওয়েতে কিলিমাত্রিক ১৯ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে ৮৮০০০০ টাকা আয় হইয়াছে। সুতরাং দশ বৎসরে প্রায় ১৪ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া বৎসরে ৯১০০০০ টাকা মাত্র লাভ হইতেছে। মূল ধনের এই প্রকার বিনিয়োগে যদি এইরূপ লাভ হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বণিকের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেয়। আফগান যুদ্ধ-ব্যয়ের বিষয়ে লোর্ড সাহেব বলেন, গবর্ণমেণ্ট নিজে ৪ কোটী টাকা অনুমান স্বীকার করিলেও বাস্তবিক তাহা নহে। প্রতিমাসে এই অন্ততঃ ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িতেছে; প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার উপযুক্তকার্য্যোপযোগী অন্ততঃ ৩ কোটী টাকা ব্যয় আছে। এ উভয় ব্যয়ের কোনটীই আয় হইতে উদ্ভিন্ন সম্ভাবনা নয়। সুতরাং এ ব্যয়ের সংগ্রহার্থ হয় ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে হইবে, না হয় ঋণ করিয়া হইবে। বাৎসরিক ৪০ কোটী টাকা যে গবর্ণমেণ্টে আয়, তাহাকে যদি প্রতিবৎসর ১০ কোটী টাকার করিতে হয়, তাহা হইলে ত ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। অতএব ইংলণ্ডের সাহায্য দান দ্বারা এ গবর্ণমেণ্টের উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড সাহায্য দান করিলে যে উপকার হইবার সম্ভাবনা লোর্ড সাহেব সে কথাও কহিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় প্রজামাত্রেই গ্ল্যাডষ্টোন, ফসেট প্রভৃতি মহোদয়দিগের নাম জ্ঞাত আছে। ইঁহাদের প্রতি তাহাদের অসাধারণ ভক্তি। তাহা যদি শুনে যে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ন্যায়ানুসুবিচার করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা আফগান-যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা হইলে হয়ে তাহাদিগের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। ষ্ট্রাচি ও লিটনের অত্যাচারময় শাসন স্মৃতি দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ক্রমশঃ অন্তর্ধান হইবে এবং বহুকালাবধি শাসনকর্ত্তৃগণের সুবিচারের প্রতি তাহাদের যে ভক্তি ছিল, ইংলণ্ডের সাধুতায় তাহাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।"

তিনি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন—"আমি ভরসা করি গ্ল্যাডষ্টোন, ফসেট এবং অন্যান্য মহাত্মা ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন। যদি কিছু অন্যায় হইয়া থাকে, তাহার প্রতীকারের সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইবেন এবং ন্যায়ানুগত কার্য্য করিতে কিছুতেই শঙ্কিত হইবেন না। পুরাতন অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ড স্বরূপ যাহা দিতে হয় দিয়া ভবিষ্যতের শাসন প্রণালী তাঁহাদের পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি যেন শান্তি, পরিমিত ব্যয় ও সুবিচার" এই তিনটী ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।"

এই পর্য্যন্ত আমরা লোর্ড মহোদয়ের প্রবন্ধের সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের প্রতিপদ ও প্রতি অক্ষর দুই পরিমাণে তাঁহার

উদারতা ও উচ্চাশয়তার পরিচয় দিয়া দিতেছে। অতঃপর রিচার্ড ষ্ট্রেচির প্রবন্ধের বিষয় লইয়া কিরিং আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। রিচার্ড ষ্ট্রেচি দেশের উপকারের উদ্দেশে লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতাকে দোষ-মুক্ত করাই তাঁহার লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য। তাঁহার সৌভ্রাত্র প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যদি এমন ভাব থাকে, অনেক লাভ হয়।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি বলেন:—"হিসাবে ভুল হইলে রাজস্বমন্ত্রী সে ভুল ধরিতে পারেন না। অন্যান্য বিভাগ হইতে যে হিসাব আইসে, রাজস্বমন্ত্রির সেই হিসাব পরীক্ষা করিয়া লওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। সই-বার কোন উপায়ও নাই। বিশেষতঃ সৈনিক বিভাগের হিসাব যেমন আইসে, ঠিক সেই ভাবেই লইতে হয়। অতএব সৈনিক বিভাগের হিসাবে যে ভুল হইয়াছে, তাহার জন্য সার জন ষ্ট্রেচি দায়ী হইতে পারেন না। অপর ব্যয়ের যে অনুমান হইয়াছে, তাহা ৮০-৮১ অংশের মধ্যে। অতএব লর্ড প্রভৃতি মহোদয়েরা যে বলিয়াছেন নয় দশ মাসের হিসাব হাতে পাইয়া যে ব্যক্তি সম্বৎসরের আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত করিতে না পারে, সে রাজস্বমন্ত্রির কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা একান্ত অসঙ্গত" ইত্যাদি।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিলাম না। হিসাবের ভুল ধরা ও হিসাব ঠিক করা কি রাজস্বমন্ত্রীর কাজ নয়? কাগজ পত্রে কেবল স্বাক্ষর করিয়া ও শৈলবিহারাদির আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্ষেপ করাই কি রাজস্বমন্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম? শেষোক্ত গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই কি রাজস্বমন্ত্রিগণ ইংলণ্ড হইতে এই দূর দেশে আগমন করেন?

রিচার্ড ষ্ট্রেচি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন "যদি আফগান যুদ্ধ না হইত, যদি স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা-বিনিময়ে ক্ষতি না হইত ও দুর্ভিক্ষ না হইত। তাহা হইলে লর্ড লিটনের সময়ে ১০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা হয় নাই, কেবল হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার জন্য লোকে প্রশংসা করে না। সেটা হয় লোকের দোষ, না হয় কপাল ভাঙ্গা।" ইত্যাদি।

এস্থলে লেখকের নিকটে আমাদের সবিনয় প্রশ্ন এই, ঐ সকল উপদ্রব ঘটে নাই, ভারতের এমন অনেক অধিকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন শাসনকর্ত্তার শাসনকালে ২০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে? রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব কি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন?

রিচার্ড ষ্ট্রেচির আর এক স্থানের লেখা এই:—

"এ বৎসর সর্ব্ব প্রথমে হিসাবে দৃষ্ট হইল, যে আয়কর পূর্ত্তকার্য্য হইতে লাভ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, খাল ও রেলওয়ে প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া সমস্ত পূর্ত্তকার্য্যের জন্য যত টাকা দেনা হইয়াছে, তাহার সুদ উঠিতেছে এবং তাহার উপরও কিছু কিছু লাভের অঙ্কে দাঁড়াইতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে আয়কর পূর্ত্ত কার্য্য হইতে লাভ হয়। "এ অংশে লাভের কথা আমরা রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেবের মুখে এই নূতন শুনিলাম। কোন্ প্রদেশে কত লাভ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত হইতে সংশয় দূর করা রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেবের উচিত ছিল।

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব নিজ প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে লিখিয়াছেন:—

"আমি আর একটী কথার উল্লেখ করিতেছি। লোকে বলে যে ভারতবর্ষের দৈনাবস্থা উপস্থিত, ভারতবর্ষে ঋণভার যতদূর হইতে পারে হইয়াছে, ভারতবর্ষ কর্জ্জসীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি ও যতদূর প্রমাণ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের ধন ও সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। করভারও অতিরিক্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশেই বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষের দুটী প্রধান প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ প্রাকোপসত্ত্বেও একপ বাণিজ্য বিস্তার সমৃদ্ধি লক্ষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমদানী ও রপ্তানীর ক্রমাগত বৃদ্ধি ভারতবর্ষের উৎপাদিকাশক্তি ও আরতবর্ষীয় প্রজাগণের ক্রয় শক্তি বৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেনাগুলির আয় তাহার ব্যয় করিয়া যাইতেছে। তাহাতে দেশের অন্তর্বাণিজ্য যে বৃদ্ধি পাইতেছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই: অনেকে যে বলে রাজস্ব ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সে কাহের কথা নয়, বরং লবণ-শুল্কের সামান্য বিধান দ্বারা ১৫ কোটী লোকের লবণ শুল্ক কমান হইতেছে। কেবল চারি কোটী লোক মাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ শুল্ক দিতেছে। এ অংশে যে শুল্ক হইয়াছে, তাহার পরিমাণ এই যে লবণের ব্যয় শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ যেখানে বৃদ্ধি হইয়াছে, সেখানে লবণের ব্যয় কমে নাই। যে যে উপায়ে রাজস্ব লাভ হয়, সে সমুদায় উপায়েরই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হইতেছে না: ইহাও উন্নতির আর এক প্রমাণ। এ দিকে আয়ের যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, ওদিকে ব্যয়ের সে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে না। তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে অতি সাবধান হইয়া ও অনেক হিসাব করিয়া রাজস্ব ব্যয় করা হইয়া থাকে।"

রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব ভারতের যে উন্নতির কথা করিতেছেন, তাহা বড় অযথার্থ নয়, বাহিরে দেখিলে বেশ উন্নতি দেখায়। ভিতরে কোন বাহিরে চাকচিক্যময়ী বাড়ী যেমন, ভারতের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। সকলেরই আয় বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই প্রায় ছৌক আনা লোকের আয় কৃশকায়া বড়ি হইয়া উঠিয়াছে। রিচার্ড ষ্ট্রেচি সাহেব ভারতের যে উন্নতি দেখান, তাহা ঢাঙ্গায়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মুখের চাকচিক্য স্বরূপ। বঙ্গদেশের কৃষক প্রভৃতির উন্নতির কথা যদি বলেন, সে উন্নতি বলার অপেক্ষা অবশ্যম্ভাবিনী। অন্যের তুলনায় হইয়া যদি ধান্যাদি শস্য বিষম মহার্ঘ্য হয়, তাহা হইলেই তাহাদের কিছু সংস্থান হয়। তাহার ধান্য সুলভ হইল অথবা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিল, তাহাদের সে দুঃখ সেই দুঃখ ঘটিল। দুই চারি জনের ঘরে যদি অল্প সংস্থান থাকে, তাহাতে দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে এ কথা বলা যায় না।

বিহারবাসীদিগের দুরবস্থার কারণ।

ও ডনেল সাহেব "ভারতবর্ষের একটী প্রধান শস্যের উৎপন্ন দশা" নাম দিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহাই আজ আমাদের এ প্রস্তাবের অবলম্বন। উক্ত সাহেব অনাতম সিবিল সর্ব্বেণ্ট। তিনি অনেক দিন ঐ বিহার প্রদেশে রাজকর্ম্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐ প্রদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার অধিক সম্ভাবনা। তিনি অনিবার্য্য ও ইষ্টরোধীয় নিয়মাধীনে অন্যান্য লোকের বিহারবাসীদিগের দুরবস্থার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ওঁহার অভিপ্রায়ের একমাত্র বা প্রধান কারণ নয়: উহার প্রধান কারণ বিহারবাসীদিগের সাধারণিক নিষ্ক্রিয়তা। ভারতবর্ষীয় এক একটী প্রদেশের স্বভাবসিদ্ধ এক একটী মারাত্মক দোষ আছে। সেই সেই দোষ সেই সেই প্রদেশবাসীদিগের কোন যে উন্নতির প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, উহা সামান্যরূপ কণ্টক স্বরূপ হইয়া আছে। সেই সেই দোষ সেই প্রদেশের প্রকৃতি স্বাভাবিক পদার্থের অন্তর্গত, সহসা তাহার সংহার বা পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন বাঙ্গালীদিগের নিষ্ক্রীয়তা ও ভীরুতা, উড়িষ্যাবাসীদিগের নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চিন্ততা, বিহারবাসীদিগের নিষ্ক্রিয়তা।

বিহারবাসীদিগের নিষ্ক্রিয়তাই [illegible]

...প্রধান কারণ তাহার প্রমাণ এই, বঙ্গদেশে ...মন জমিদারের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, বিহারের সেরূপ বন্দোবস্ত। বঙ্গদেশে জমিদারের উপরে জমিদারের যেরূপ আধিপত্য, বিহা...যে সেইরূপ আধিপত্য নাই। বঙ্গদেশে জমিদার ও নীলকরের যে প্রকার দৌরাত্ম্য ছিল, বিহারের সেইরূপ আছে; তবে বঙ্গদেশের প্রজার সহিত বিহারীয় প্রজাদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য কেন? বঙ্গদেশীয় প্রজার নিষ্কৃষ্টতা এই বন্দোবস্তের কারণ। ভূমি থাকিলেই মানুষ পরিশ্রমী ... বঙ্গদেশীয় প্রজারা বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া ...অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং তাহা ... উপায় তাহাদের যে অত্যাচার ছিল, তাহার ...করিয়াছে। বিহারীয় প্রজারা তাহা ...পারে না কেন? তাহাদের বুদ্ধি নাই, ... তাহারা বেবেচনা করিয়া পরিশ্রম করিতে ...না, অন্যের প্রেরিত হইয়া কষ্টমষ্ট খাটনী ...কিন্তু তাহাদের অবস্থার উন্নতি হয় না। উহা...র যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহারা বঙ্গদেশীয় প্রজার মত অত্যাচারকারীর অত্যাচার নিবারণ করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিত। ...ন মহাশয় এই অনুমান করিতেছেন, জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার নিবারণ হইলেই বিহারী প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে, কিন্তু আমাদের সে অনুমান হইতেছে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অত্যাচার নিবারণের অনেক সদুপায় করিয়াছেন ...ইহা তাহাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া কোন ক্রমে সম্ভাবিত বোধ হয় না।

...মহাশয় বিহারী প্রজাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া ছোটলাট, কমিশনর ও কালেক্টরের কাছারীতে যেমন নিবেদন করিতেন, সেইরূপ সেই সঙ্গে সঙ্গে উপায়ে বিহারীদিগের বুদ্ধি প্রাখর্য্য সম্পাদিত হয়, সমবায়ের যত্নবান হইতেন। তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার কারণ করিতেন, এবং ...কদের ব্যবসাদারী ও আর একপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনারেবল মহাশয় এই কথা উত্থাপন করিলে পশ্চিমদেশীয় ... আমাদের ক্ষেপা বলিত, এই নিমিত্ত তাহাদের ... আমি ...। পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা বুদ্ধিবৃত্তি করিয়া ...থাকে। অনারেবল গবর্ণমেণ্ট যদি বিহারীদের ...করেন, তাহারা আপনারা হইয়া উন্নতি সম্পাদিত করে, তাহাদের ...পর করুন। ...মহাশয়ের উপরি উল্লিখিত ...প আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা তার কিয়দংশের আভাষে কেবল এখানে উদ্ধৃত দিলাম।

১৮৭৯ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিহারপ্রদেশ ইয়োরোপিয়ের যেমন পরিচিত তাহারও অন্য কোন প্রদেশ সেরূপ নয়। এটা নিশ্চয়ই চিত্ত আকর্ষণ করিবার যোগ্য প্রদেশ। এই একটী প্রদেশের অধিকাংশ কেবল সরল গ্রাম্য জীবনে পরিপূর্ণ হইতে পারে। ইহা পরিমাণে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বড়। হাজারোহার ও পালামৌর বন্য লোকের বাস বাদ দিলেও ৩৬ লাখের বসতি। বিহার এই নাম আমরা জানা আছে, বস্তুতঃ যেন এখানে তিন বিহার করিতেছে। ইহার জলবায়ু অতি আরামকর ও মনোহর। আগষ্টমাসে গ্রীষ্ম আরম্ভকাল সময়, সে সময়েও এই বিহার প্রদেশে দিল্লীর ন্যায় প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অথবা কলিকাতার ন্যায় ঘর্ম্মের যন্ত্রণার প্রাদুর্ভাব হয় না। বর্ষাকালে ভূমীকম্প হওয়ার উপায় নাই। বঙ্গদেশে যেমন একটী মাত্র ফসল জন্মে, বিহারে সেরূপ নহে। বঙ্গদেশে বৈষয়িক বাণিজ্য পাশ্চাত্য পরিবর্ত্তে যা জাহাজেই সুবিধা হয় কিন্তু বিহারে সেরূপ হয় না। বিহারে যদি বৈষয়িক বাণিজ্য না হয়ে, তথাপি ইহার অধিবাসীদিগের বিশেষ কষ্ট হয় না। তাহারা গোরু, মহিষ ও ছাগলের যে সে ফসল অর্থাৎ ধান্য, গোধূম, যব, চীনা বজরা প্রভৃতি সকল প্রকার শস্যের চাষ করিয়া থাকে। কেবল পাট ও ইক্ষু জন্মে না, অন্যান্য আর আর শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং একবিধ শস্যের অভিহত হইলে দেশবাসীদিগের বিশেষ আহার সম্বন্ধীয় অভাব হয় না।

আমি অনেকদিন কার্য্যবশতঃ বক্সরে ছিলাম। ১৮৭৯ সের সময়ের পরাক্রোশন করিতে গিয়াই আমি প্রথম বিহার চিনিলাম। আমি যত পূর্ব্বে অনুমান করিয়া রাখিয়াছি, সমস্যার অনুপযোগী তত্রত্য ভূমিকের কাজ নয়। গাড়ীতে করিয়া দেশ বিদেশে সহরাদি যেরূপ দৃষ্ট হয়, ১৮৭৯ অব্দের দৃষ্টি তাহার অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। দৃষ্টি এই অপরাহ্নিকের পূর্ব্ব বৎসর আপেক্ষা উপর ভাগের কিছু ঢাল হইয়াছিল। ঐ ঢাল খানায় বেরূপ ভাল হয় নাই, কিন্তু সাধারণ লোকের বিশেষ অনিষ্ট করে না। তাহার কারণ তাবৎ বিদেশীয় চাষিদিগের ন্যায় উহারা ... করে না। ... পরিবর্ত্তনের ... পারিবারিক ... আমিও শস্য ... গাড়ীর ... ঐ চাষেরই ... নিযুক্ত ... আমি ... কিন্তু ... তাহার ... নহে ... আমার ... বিশ্বাসের ... ৭৫ বর্ষ ... ধুলোর ... পরিমাণ ... ১৮৭৯ অব্দের ... কলিকাতায় ... ঘটিয়া ... ১৮৭৯ অব্দের ... ৭৫ পঞ্চাশ ... সম্বন্ধে ... ১৮৮০ বর্ষ ... বিহারের ... আমার ... ঘটিয়া ... আমার

করিতে হইবে। এরূপ দয়ার জন্য যাহাঁরা অনুরোধ করেন, তাঁহারাই না জানি কেমন প্রকৃতির লোক। যাহারা ক্ষুরির কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক সন্দেহ নাই। অনুচিত দয়া প্রদর্শনে যে কি অনিষ্ট হয়, তাঁহারা তাহাতে কি অণুমাত্র উপস্থিত স্থলে ক্ষুরি এমনি অন্যায় অযৌক্তিক দয়া প্রদর্শনের অনুরোধ করিয়াছেন যে জজ সাহেব তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই এবং পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছেন যে এরূপ অনুরোধের অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তিনি অপরাধিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "ক্ষুরিবিক্রেতা ভদ্র লোকেরা তোমাকে দোষী বলিয়াছেন, বলিয়াও তোমার পূর্ব্বচরিত্রের সচ্চরিত্রতার অনুরোধে এবং উপস্থিত হত্যায় তোমার পূর্ব্বাপর কোন অভিসন্ধি ছিল না এই বলিয়া তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টে জানান হইবে, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে যে অভিপ্রায় হয় করিবেন। কিন্তু আমার যে কার্য্যে ও আমার উপরে যে গুরুতর ভার বিন্যস্ত আছে, তাহাতে আমি তাঁহাদের অনুরোধ গবর্ণমেণ্টের গোচর করা ভিন্ন আর কিছু করিতে পারি না।"

এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ব্যবস্থা করেন, এই প্রতীক্ষায় সেগুলি অদ্য ব্যক্ত করিলাম না। ক্ষুরি ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ না করিয়া যদি ছয়মাস কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে তিন কারাদণ্ড করিয়া রাখিবার অনুরোধ করিতেন, তাহা সঙ্গত হইত। ছয়মাস জীবিত থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার দ্বারা অনেক কাজ করিয়া লইতে পারিবেন, মরিয়া গেলে ফুরাইয়া গেল।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বর্দ্ধমানের ৮ ই আষাঢ় সিটিস্থিত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি অনেক গুণবান পুরুষ ছিলেন। বিদ্যাবত্তা ইঁহার অতিশয় আদরের ছিল। ইনি অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ইনি কিছু দিন ৺ পরমেশ্বর সিংহ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিন শত টাকা পেন্সন পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেক দীন দরিদ্র ব্যক্তি অভিভাবক হীন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

বর্দ্ধমানের অধীনস্থ একটী গ্রামে একটী স্ত্রীলোক বিশেষ প্রার্থনানুরোধে সন্ধ্যার পর একটী কাঁটাল খাওয়ান গিয়াছিল। ঈশানচন্দ্রক চোর জানিয়া সেই স্ত্রীলোককে তাহা দ্বারা বিদ্ধ করে। এক্ষণে সেই স্ত্রীলোকটী মুমূর্ষ অবস্থায় রহিয়াছে। বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া ইষ্টবোধীবিধেয় যে গুলি ছড়া রোপ আছে, সেটী ক্রমে সাংক্রামিক হইয়া উঠিতেছে।

লণ্ডনে একটী চমৎকার হোটেল নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার ভূমী ক্রয় করিতে ৯০ লক্ষ টাকা ও বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৩০ এ জুন বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, রঙ্গপুর, পাটনা, দারভিঙ্গি, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ, মজফ্ফারপুর, ঢাকা ও সাঁওতাল পরগণায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। পাবনা ও জলপাইগুড়িতে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়।

কাপাসের অন্তর্গত কুরমা পর্ব্বতে একটী লৌহের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে ৮ পাউণ্ড মিশ্রিত ধাতুর মধ্য হইতে ২ পাউণ্ড খাঁটী লোহা পাওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতার স্থানে স্থানে অনেকগুলি কাণা মন্দির আছে। সেই সেই স্থানে এক্ষণে যে সকল ভাগ বলি দিয়া সাধারণকে বিক্রয় করা হয়, তাহার মাংস অতি অখাদ্য। ঐ সকল ছাগের অধিকাংশই শীর্ণ কঙ্কালশেষ জীর্ণ রুগ্ন। রোগগ্রস্ত জীবের মাংস ভক্ষণে শরীরে বল হওয়া দূরে থাকুক, পীড়া হইবারই অধিক সম্ভাবনা. দণ্ডবিধি আইনে স্পষ্ট বিধি আছে কেহ অখাদ্য দ্রব্য, অপবা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইবে। আমরা অনুরোধ করি পুলিসের ডিপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, লাঘাট সাহেব এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। দুই এক জন দণ্ড পাইলেই সকলে সাবধান হইবে।

গবর্ণর কেনরল, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ আগ্রাতে গমনাগমনকালে আহারাদির জন্য প্রথম সপ্তাহে প্রতি দিবস ৬৫ টাকা পরে ২৯ টাকা করিয়া দান। সৈন্যসামন্তগণ প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন ৪৫ টাকা ও পরে ১১ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন।

পূর্ণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ১৮৭১ অব্দের মধ্যে ৭১১ টী দুর্ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৫৯৪টী ঘটনা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ১৯ টী, দক্ষিণ ভারতবর্ষে ১৯ টী, বম্বাইয়ে ৯৭ টী, সিন্ধু ২৫ টী, রাজপুতানা ১০ টী, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ১৫ টী, সিন্ধু পঞ্জাব ও দিল্লীতে ৯৯ টী, মাদ্রাজে ১২টী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলারে ৩৭, এবং বেঙ্গল ও ইবাবতী উপত্যকায় ২৯ টী।

১৪ ই মার্চের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইবার আমাদের অধিকার আছে কি না" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ঐ তারিখের পত্র সম্পাদক "নাস্তিকতা" শীর্ষক বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা দুই চারি কথা বলি। ঐ প্রস্তাবের কোন অংশে লিখিত হইয়াছে,—

"একজন নাস্তিক কি অংশে অন্য নাস্তিক হইতে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরাদি করিয়া উঠিতে পারেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কিসের নাস্তিক হইতেছেন এবং কোন্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, তাহা প্রথমে বলা চাই। তাহার পর একটী একটী করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করিতে বসিব। তাঁহারা কোন্ ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। কারণ তাঁহারা কোন ঈশ্বরের পক্ষে কোন কথা বলিয়া দিতেছেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু তাঁহারা উত্তর করিলেন "যদি আমার নাম, তা হলে একবার ঈশ্বর প্রমাণ করে নাই। অতএব আমরা আপনি এখানে আসিয়াছে।" নাস্তিক পত্র উত্তর দিলেন "এ কথা নিতান্ত খারাপ, তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ।" কিন্তু করিলেন, "আমার এ কথা কৌতুক মনে করিও না, যাহা বলিতেছি, সত্য।" নাস্তিক কহিলেন, "তোমার এ কথা কখনই সত্য হইতে পারে না। তখন কিছু ক্ষণ চিন্তার নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন "এই কুদ্র গোলকটী আপনা আপনি হইয়াছে, এ কথা তুমি কোন মতেই বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু এটী গগনমণ্ডলস্থ যে তেজঃপুঞ্জ তারকা সকলকে অকিঞ্চিৎকর আদর্শরূপে, সেই তারকাসকল বিনা সহায় বিনা কৌশলে চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি এরূপ বলিয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া থাক, ও তোমার কোন দেশীয় যুক্তি?" নাস্তিক একেবারে অবাক হইলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে সকলে এই বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন, তখন নিজ মতের অযৌক্তিকতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন, শেষে মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টই বলিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিতান্ত অসঙ্গত ও যুক্তি বিরুদ্ধ।

"'আছেন ঈশ্বর' বলি ঘোষিছে আকাশ।
'সবাই আছেন,' ইহা করিছে প্রকাশ।"

ইংলণ্ডে একটী খোক্ষ রোল সহর ছাপার ডাকে বিক্রীত হয়। ইংলণ্ড যে কেমন ধনী ও ইংরেজের দ্রব্য সামগ্রী যে কেমন উৎকৃষ্টলাভ করিয়াছে, পাঠক এতদ্বারা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

আমরা এ সপ্তাহে অনুকল্পক এবং হালিসহর পত্রিকা ও সমালোচনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুকল্পকের তারাবচনা নামে কয়েক বাঙ্গালা অনুবাদ সহ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাসিক পত্রিকার নানা বিষয় পাঠে পরিতোষ হইবে।

আমাদের মনে করেন ভারতবর্ষে সাধারণতঃ শিক্ষার ব্যয় অল্প হয় এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যয় অধিক হয়, অতএব উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া উহার সমস্ত টাকা সাধারণ শিক্ষার ব্যয় করা উচিত। তাঁহারা এরূপ মনে করেন, আমরা নহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উচ্চ শিক্ষার সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ ব্যয় হয় কি না সন্দেহ। ইংরেজ সাধারণ শিক্ষা, [illegible] কোটী টাকা ব্যয় হয় [illegible] কোটী টাকা ব্যয় হয়। [illegible] কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ের [illegible] কারণ ইহা [illegible] ভারতবর্ষীয় শিক্ষার [illegible] সাধারণ শিক্ষার একটী মাত্রও [illegible] ভারতবর্ষীয় শিক্ষার [illegible] কোন শিক্ষার কয়েকটী [illegible] দুই নিবেদন না করিয়া থাকা [illegible] অমাদের ন্যায় [illegible] বসিয়া [illegible]

ইণ্ডিয়ান [illegible] মাদ্রাজের মান্দ্রাজ সমাচার [illegible] ইহার [illegible] উহার [illegible] ইংরেজদিগের [illegible] ইহার কারণ এই যে তাঁহারা মনে করেন [illegible] ইংরাজের নায়ক হইতে [illegible] মহাশয়েরা নাই চলুন, তাঁহারা ইচ্ছা [illegible] কোন বাধা দেন নাই। কলিকাতায় [illegible] আসিয়াছিল, তাহারা [illegible] মাদ্রাজে বন্দীভাবে আছে। ইংরাজেরা [illegible]

কমিশনরিদের সাহেব সম্বোধন করিতেছেন, এ কথা বলিতে তাঁহারও সাহস হয় নাই। বাস্তবিকও একজন বাঙ্গালী সকলকার ইংরাজ সাহেব ত্যাগ করিয়া তিন ইংরাজদিগের একজন মিত্র রাজের রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত করা, সিপাহীরা তাঁহার পলায়নের বিষয় কিছুই জানেনা এ বড় অন্যায় কথা। যাহা হউক, মহারাজ যা বলিয়াছেন তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়ন করা হইতেছে।

রাঁচীর সব জজের নিকট এক কোটুকের মকদ্দমা উপস্থিত। গোরী বাবু কেলি, মিউকোরি, প্রতিবাদী ৺ উইলিয়ম ফেরেলহোর্ড। মকদ্দমাটী এই যে প্রতিবাদী সাহেব সাক্ষাতে বাঁদীকে গালি দিয়া বলিতেছেন, ঐ বেটী চীনের এক সভায় তাঁর বিরুদ্ধে সুপারিশ করায় তাহারা তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। সে প্রযুক্ত অনিষ্ট ঘটায় ও বদনাম দেয়। উহার সুপারিশের বিষয়ে আমি যাহা বলিলাম তাহা আমি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। আর আমি ঐ বেটীকে গালি মারিয়া ভাল করিয়া দিব। আমি অন্যায় ঐ বেটীকে জুয়াচোর বলিয়া গালি দিয়াছিলাম, বেটী কাঁদিতে লাগিল আর আমাকে বলিল "মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন" ও একটা সামান্য স্ত্রীলোক আর জুয়াচোর।" মকদ্দমার এখনও বিচার হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কোন মন্তব্য ব্যক্ত করা উচিত নহে। কিন্তু আমরা সকলটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। [illegible] যদি গালাগালি চলে, তবে আমা[illegible] ছাড়া সাহেবের অপরাধ কি?

অমৃতসরে হারমন বেকন নামে একজন লোক হাজার মজুরী কমাইতে এক মিসনরি স্কুল খুলে ও তাহার শিক্ষার সমস্ত ব্যয় দিতে সম্মত হয়। কিছু দিন পরে সাবন আপনার কথাটিকে বাড়ী পাইয়া যাইবার জন্য মিসনরি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে জানায় কিন্তু তাহারা তাহাকে অসম্মত হওয়ায় সে অমৃতসর মিউনিসিপালিটিতে আবেদন করিলে তাহার ভিত্ত হয়। তাহার পর মিসনরিরা এই বলিয়া আপীল করেন যে কমাইবার শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন। উহার হাতে কমাইটিকে সমর্পণ করা উচিত নয়। মকদ্দমা সুপরিটেণ্ডেণ্টের কাছে অমতসরে পরিত্ত হয়। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বিচার করিয়াছেন যে কমা শিক্ষালয়ে যাইতে পারিবে না। সে কেবার নামক এক জন ডিরেক্টর বাড়ীতে থাকিবে। ঐ ডিরেক্টর তাহার লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন এবং বিবাহ দিবেন। যদি না দেন তাহা হইলে ১০০ টাকা অর্থি দণ্ড করিতে হইবে। আমরা এ মকদ্দমার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শিক্ষা দরিদ্র হইতে তাহার পুত্র কন্যা কাড়িয়া লইয়া তাহার তাহার হস্তে নিক্ষেপ করা আমরা ইংরাজ অধিকারে এই শুনিতে পাইলাম।

হারলিলি নিউস লিখিয়াছেন যে একজন সাহেব তাঁহার ভৃত্যগণের হস্তে "প্রহারের ধনঞ্জয়" হইয়াছেন। তিনি একজন বিষম লোক। তিনি ঐ দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সহিসকে মারিয়া বৈকালে আবার খিদমদগারকে মারিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় সহিস খিদমদগার ও অন্যান্য চাকরে মিলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। আমরা সত্যতা জানি পাহাড়ী চাকরেরা বড় দুষ্ট নয়। তাহারা মনিবকে খুসী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে ও অনেক অত্যাচার সহ্য করে। কিন্তু যখন তাহারাই এত চটিয়াছে, তখন যদি ইংরাজ চাকর হইত তাহা হইলে ত সাহেবের হাড় থাকিত না। সাহেব মহাশয়দিগের এ সকল বিষয়ে একটু বিবেচনা করিয়া চলা একান্ত আবশ্যক।

হিন্দুপেট্রিয়টে একজন শিবপুর কলেজের কার্য্য প্রণালীর অতি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে শিবপুর কলেজের অধ্যক্ষেরা হয় অত্যন্ত অযোগ্য না হয় তাঁহারা কলেজটী দ্বারা যাহাতে বাঙ্গালীদের কিছু উপকার না হয় তাহার সম্পাদনে দৃঢ়সঙ্কল্প। এখানে সাহেব ও ফিরিঙ্গির ছেলেদের বিশেষ সমাদর। তাহারা ভাল থাকা বাড়িতে থাকে। তাহাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষের হাতে। তাহাদের জন্য কলিকাতা হইতে পাইলে জল যায়। মাষ্টারেরা তাহাদিগকেই যত্ন করিয়া পড়া বুঝাইয়া দেন। আর বাঙ্গালীরা খোড়ো চালায় থাকে। সেখানে সর্পের উপদ্রব আছে। তাহাদের আহারাদি রাত্রি নিকে নিকেই করিতে হয়। তাহাদের সেখানকার পুকুরের জল খাইতে হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই মাষ্টারেরা ধমক দেন ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে ৮৪ জনের নিম্নলিখিত ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য দেশে অবস্থিতি করিতেছে।

মরিসস	১৪১৮৭৯
সিংহল	১৩৪১৭২
ব্রিটিশ গায়েনা	৮৩,৭৮৬
ত্রিনিদাদ	২৪৮৫৭
ফায়েজী	১৪,১৩৪
নেটাল	১১৮৬৬
ষ্ট্রেইটসেটলমেণ্ট	৫০০০
সেণ্টবিনসেণ্ট	১৫৫৭
গ্রেনাডা	১৫০০
সেণ্ট লুসিয়া	১১৭৫
নেবিস	৩১০
সেণ্টক্রিষ্টফর	২০০
ডিজি	৪৮০
ব্রিউনিয়ন (ফ্রেঞ্চ)	৪৫০০০
গোয়াডালোপ	১৩৫৪৩
মার্টিনিক	১০০০০
কেইন	৪৭৭২
নব কালিডোনিয়া	৭২০
সুরিনম (ও লাক্কাক)	৩২১৫
সেণ্টক্রণ (ডিনেমার)	৮৭
	৮৯০৩৭০

বিন্ধ্যে উপসাগরের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরের যোগ করিবার জন্য এক খাল কাটার যে প্রস্তাব হয়, লিপসে সাহেব তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কেহী হইতে আরম্ভ করিয়া নাসরোন নগর পর্য্যন্ত খাল যাইবে। খাল কাটা হইলে বিন্ধ্যে হইতে ভূমধ্য সাগরে আসিতে ৫৬ ঘণ্টা লাগিবে, তাহা হইলে প্রায় চারি দিন লাভ হয়। খালের খরচ ২০ কোটী টাকা।

কলিকাতা টেলিগ্রাম আফিসের ক্যাসিয়ারের হিসাবে সন্দেহ হওয়াতে ডাইরেক্টার জেনরল তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখা হইয়াছে হিসাবে ৫০০ টাকা মিলিতেছে না।

যদিও এক্ষণে কাশ্মীরের দুর্ভিক্ষের প্রকোপের হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, তথাপি মহারাজ রবিন্দ্রসিংহের কষ্ট নিবারণার্থ ষ্টেনগরে একটী বৃহৎ দরিদ্র নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নানাপ্রকার মজুরের কাজ চলিতেছে। মহারাজ এত করিয়াও প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইতে পারিতেছেন না। কতকগুলি ইউরোপীয় শত্রু তাঁহার উন্মূলন চেষ্টায় আছেন।

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে ১৮৭৫ ও ৮০ অব্দের মধ্যে কলিকাতায় ১৬ টী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইবার রেজেষ্টারি হইয়াছে। উহাদিগের মূল ধন ৪৬ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির মধ্যে ৮ টী চার ও ৬টী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং হিন্দু ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে কোম্পানি খোলা হইয়াছে।

বঙ্গেশ্বরীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব ৫ এ জুলাই হারলিলিং হইতে সারানামক স্থানে যাত্রা করিবেন। তথা হইতে ভাগলপুর, মুঙ্গের বারভাঙ্গা, মজফরপুর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

মথুরাতে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে তাহাতে অনেক গৃহ ও প্রাচীর ভূতলশায়ি হইয়াছে।

ঐ সকল প্রদেশে বর্ষা অল্প হয় বলিয়া শস্য করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে না। সুতরাং একটু অধিক বৃষ্টি হইলে ঘর পড়িয়া যায়।

যখন নূতন মণি অর্ডরের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন ইউরোপীয় ব্যবসাদারেরা উহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় লোকে উহাতে বড়ই সুবিধা বোধ করিতেছে। পুরাতন প্রণালীতে যত মণি অর্ডর হইত, এখন তাহার সাড়ে চার গুণেরও অধিক হইতেছে। পূর্ব্বে সপ্তাহে অত্যন্ত অধিক হইলে ৮ লক্ষ টাকা আয় হইত, এক্ষণে ৪৫ লক্ষ টাকা হইতেছে। ইহার সুবিধা আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছি; ডাকঘরের বন্দোবস্তেরও ভূরি প্রশংসা করিতে হয়।

কাপ্তেন কট নামক উপযুক্ত একজন কমিসরিয়াট আফিসর খুন হইয়াছে বলিয়া বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সমর্পিত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট ১০০০ টাকার জামিন লইয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মহীশূরবাসের মণি মাণিক্যাদি যাহা ছিল, তাহার এক তালিকা থাকে। এখন সে তালিকা পাওয়া যায় না। বড় ঘরের দ্রব্য সামগ্রী পাখা হইয়া প্রায় উড়িয়া যায়? মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যাদিরও প্রায় শুকতি বাদ দিয়া থাকে।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে মুসলমানের কন্যা পুত্রের বিবাহে যে অনর্থক অনেক অর্থ ব্যয় হয়, তাহা রহিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। নবাব আমীর হোসেন উহার প্রধান উদ্যোগী। আমাদের দেশেও ঐরূপ চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হয় কিন্তু সে চেষ্টা স্থালপাকার আগুনের ন্যায় ক্ষয় করিয়া নিবিয়া যায়।

দিল্লী কলেজের পুনঃ স্থাপনের জন্য দিল্লীর অনেকগুলি ভদ্র লোক লর্ড রিপনের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে দিল্লী বাদশাহ বংশীয় মির্জা সলিমানসা সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা ইহারই মধ্যে প্রায় ৫০০০০ টাকা চাঁদার আশ্বাস পাইয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্ট কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ১০০ টাকা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহারা চাঁদা করিয়া দুই লক্ষ টাকা তুলিয়া দিতে পারেন।

সচীনাহ ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায় নাই। মধ্য ভারতের মধ্যবর্ত্তী রামগা নামক স্থানে উচ্চ বংশীয় এক রমণী পতিবিয়োগে অসহ্য বেদন নব বৈধব্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় নাই। বারম্বার রাজা যে সকল লোকে সতী দাহের উদ্যোগী ছিল, তাহাদিগকে বিচারে দণ্ডিত করিয়াছেন কিন্তু সে অতি সামান্য অর্থ দণ্ড মাত্র। কমিশন গঠের কমিশনর সতী দাহকারীদিগের এরূপ সামান্য দণ্ড শুনিয়া সম্বলপুরের ডেপুটী কমিশনরের উপর ইহার অনুসন্ধানার্থ ভার দেন। অনুসন্ধানে রাজা বলেন আমি অপরাধিদিগকে অধিক দণ্ডের উপযুক্ত মনে করি নাই। কিন্তু ডেপুটী কমিশনর যদি অধিক পরিমাণে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক মনে করেন। রাজা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ডেপুটী কমিশনর বিচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করেন নাই। কারণ, সার রিচার্ড টেম্পলের সময় অবধি রাজারা সামান্য জমীদার বলিয়া গণ্য না হইয়া রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপন অধিকার মধ্যে তাঁহারা স্বাধীন।

শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ পণ্ডিত বলেন, তিনি অথর্ব্ববেদের টীকার অধিকাংশ পাইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রক্রিয়া আছে বলিয়া উহা সমাজের অনুপযুক্ত মত। অতএব উহার প্রাপ্তিতে সমাজের লাভ জ্ঞান হইবে বলিয়া বোধ হয় না। তবে অথর্ব্ব বেদের উদ্ধার হইলে ইতিহাসের পক্ষে উপকার আছে।

আমেরিকার ওয়াশিংটন ইণ্ডিয়ানা নামক নগরের রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইতেছে।

আগামী বৎসর ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ এই তিন স্থানেই এক দিনে লোক সংখ্যা করা হইবে।

কলিকাতার মনোহর বাবুর পুষ্করিণী হইতে একটী বৃহৎ কাতলা মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহা ওজনে ১১০ পাউণ্ড হইবে।

ফাইনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টের সহকারী বাবু দীননাথ ঘোষ সহকারী একাউণ্টেণ্ট জেনেরেলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিটী গবর্ণমেণ্টের বাড়ীগুলিকে যাহাতে স্থানীয় করভার হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।

শ্যাম দেশে আশ্চর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। তথাকার রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার লোকের গায়ে ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপে সে লোক কাহার চাকর, তাহা পর্য্যন্ত লিখিত থাকে। যাহাদের গায়ে ছাপ দেওয়া হয়, তাহারা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

কাবুলে এক মহা ভয়ানক ঘুষাঘুষির কথা শুনা গেল। ১৫০ টাকা বেতনের একজন মুন্সী যুদ্ধ ঘটনার পর অবধি বাড়ীতে ৩ লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে। সমস্ত টাকাই ব্রেজারির চালানে পাঠাইয়াছে। তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমি **হস্তলিপি** হইতে এত টাকা পাইয়াছি।

ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে বলিয়াছেন যে গণ্ডামকের সন্ধি অনুসারে যে সকল স্থান বৈজ্ঞানিক সীমা রক্ষনের জন্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা রাখা আর না রাখার বিবেচনার ভার লর্ড রিপনের উপর সমর্পিত হইয়াছে। রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি সঙ্গত যাহা কিছু হয় তাহা তিনি করিবেন। গবর্ণর জেনরলদিগকে এরূপ কিছু কিছু স্বাধীনতা বিদেশে তাঁহাদের বুদ্ধি খেলিতে পারে।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ৩ রা জুলাই। সর্দ্দার আবদুল্লা খাঁর বন্দী হইবার সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তিনি গত কল্য আবদুল রহমানের পক্ষ লইয়া এখানে আসিয়াছেন। পরওয়ানের সরওয়ার খাঁর কিলঙ্গার নামক স্থানে এক দল সৈন্য প্রেরণের কথা ছিল কিন্তু তাহারা অবধারিত সময়ে পৌঁছিতে পারে নাই। সিবাসে হাম্বাবা নামক এক দল সৈন্য দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য ঐ সময়ে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তুরূপে অত্যন্ত বরফ পড়িতেছে এবং শীতল বায়ু অতি প্রবল বেগে বহিতেছে। দস্যুরা সারালঙ্গাস অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

বাবকসানে পলাতক শত্রু আক্রমণ একত্র হইয়াছিল, কর্ণেল পালিসর ৫৫০ জন সৈন্য লইয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই আক্রমণে ছয় শত শত্রু হত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ১১ নম্বর সৈন্যদলকে আফগান স্থানে যাইতে বলা হইয়াছে।

কাবুল ৪ ঠা জুলাই। বাবকসানের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল সন্তুষ্ট হইয়া তারে তাঁহার আনন্দ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সেনাপতি লিস প্রভৃতি যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই যুদ্ধে যত্ন পরিশ্রম করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার এই আনন্দ বার্ত্তা জানাইবার জন্য জেনেরল ষ্টুয়ার্টকে বলিয়া দিয়াছেন। কাবেল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বাবকসানে এই যুদ্ধ ঘটাইয়াছিলেন। ঐশ্বর মল্লিকদিগের অনেকে এই যুদ্ধে হত হইয়াছে।

সর্দ্দার আবদুল্লা খাঁ পাদসা খাঁর সহিত [illegible] গিয়াছেন।

কাবুল হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী হাসিম খাঁর নিকট প্রেরিত হইতেছিল তাহা বন্ধ করা হইয়াছে।

মহম্মদ জান তিন হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে লগারের অন্তর্গত কেল্লা আমীরে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি চার্কি নামক স্থানে রহিয়াছেন, তথায় গজনীস্থ সৈন্য দলের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। ইঁহারা একত্র হইয়া বাদ্‌বের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দুর্দ্ধি আলম আজিও লগারে রহিয়াছেন। তাহাদের খাঁ লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া অধীনস্থ সৈন্যদল বৃদ্ধি করিবার জন্য মাসিক ৫ টাকা বেতন ও কিছু কিছু স্বর্ণ দিতেছেন।

আবদুল রহমানকে কাবুলে আসিতে এইবার শেষ বলা হইতেছে। যদি তিনি ইহাতে অসম্মত হন, তবে এই অবধি সন্ধি ভঙ্গ হইবে। এই সঙ্কেত পাইবার আমীরের প্রান্তির সম্ভাবনায় তুর্কিরা যাইবে। কাবুলস্থ আবদুল খাঁ ঐ বাদে তাঁহার শিবির রক্ষা দিবেন বলিয়া সকল বিষয় নিষ্পত্তিরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন তাঁহার ভাতার তিন মাস সৈন্য আছে।

হাসিম খাঁ চিত্রাকি নামক স্থানে উত্তর খিলজাইদিগের সর্দ্দার ও সাইজ মহম্মদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

আশামইখেল খাঁ মরদান হইতে তাকিবের অভিমুখে যাইতেছেন। গাদমস খাঁও তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া তথায় যাইতেছেন।

কাবুল ৭ই জুলাই। জেনেরল স্টিভেন্স কাস্তিদিগকে আক্রমণ করিবার পর তাহারা বন্দী গমন করিয়াছে। হাসেম খাঁ ইহাদিগের সেনাপতি বলিয়া কাহারও দোষ হইতেছে না। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইলে পর বিবাদে কারণ হাসিমের মিথ্যা সন্ধাদের একটী সন্ধি করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব নিবাসী হরে জান ইহাদের সহিত সেনা করিয়াছেন। হাসিম খাঁ আবদুল রহমানের সহিত [illegible] বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

গদ্দ [illegible] কাবুলে আসিতে অস্বীকার হইয়াছে। ইহাতে লোক ভিন্ন সকলকেই সুদ্ধোপকরণ [illegible] ইহা বলা হইয়াছে।

কাবুল ৮ জুলাই। কিলকাই হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা আবদুল রহমান ঐ স্থানে পঁহুছিয়াছেন। আজি কালির মধ্যে তাঁহার চারিকারে পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। তথায় হইতে ইনি সরওয়ার খাঁর নিকট যাইবার [illegible]

কারবোথেল গিলজাইদিগকে বড়ই কষ্ট দিতেছে। ইহারা [illegible] তাহাদিগের ব্যবহারোপযোগী জল পাইবার উপায় বন্ধ করিয়া দেওয়াতে কতক গুলি সৈন্য গিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া একজনকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে।

জেনেরল গফ বলেন কোহস্তানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

৫ই জুলাই। কহিস্থানিরা অনুমান করে যে আবদুল রহমান বৃহস্পতিবার চারিকর পৌঁছিবেন। আমরা জানি তিনি লারিসাফ পাসের অনতিদূরে লোগড় নামক স্থানে আসিয়াছেন। যাকুব খাঁর পক্ষীয় লোকে কি করিবে কিছু বুঝিয়া উঠা যাইতেছেনা। মুদ্দি আলম লিখিতেছেন যে তিনি মহম্মদীয় লোকদিগকে ভগ্নোদ্যম করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। এদিকে মহম্মদ জান হিল সাহেবের ছাউনির এক ক্রোশ পথ অন্তরে আছেন। তাঁহার সহিত ২০০০ লোক আছে। লগারে হাসান খাঁর সঙ্গে আর [illegible] লোক আছে। গুলালাম বরদাখাঁর চরস্তির সঙ্গে আলটীমোরে অবস্থান করিতেছেন। বোধ হয় যেন সকলেই জেনেরলদিগের ছাউনি আক্রমণ করিতে উদ্যত কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেনা আছে, এই ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতেছেন না।

হাসিম খাঁ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি গ্রিফিন সাহেবকে এই চিঠি লিখিয়াছেন যে শীঘ্র আমি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব। কিন্তু অনেকে বলেন চিঠি খানি জাল।

হসনখাঁকে গিলজাই হাসিমখাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে। তিনি মুক্তহস্ত এই জন্য সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেছে। তিনি এক্ষণে পাদমাখাঁর স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ছই দল তুর্কি হাজির নিকটে পঞ্চমালা অধিকার করিয়াছে।

যে সকল সুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত আছে, তাহার বণ্টন আশ্‌পেবারে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে। এনরুদ এই বলে হাসিম খাঁ ঢাকা ত্যাগ করিয়াছেন।

কাবুল ৮ই জুলাই। ৩রা রাত্রে কাবুলে একটা ভূমিকম্প হইয়া অনেকগুলি লোক অল্প স্বল্পরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

ডাকাইতেরা কাবুলের নিকটস্থ [illegible] নামক ডাক লুট করিয়াছে ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলিয়াছে। এবধন ডিফাইনটি অন্যান্য আসিতে পারে হইয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে।

সন্দেহ হয়, যে সরদার গুলালি মহম্মদও হাসিম খাঁর সঙ্গ পলায়নপর হইবেন। তিনি ইংরাজদিগের পক্ষ বলিয়া লেগারে কতৃপক্ষদিগের তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যে পলায়নের ইচ্ছা হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যত উপস্থিত হইবে, ততই তাঁহার পলায়ন বাসনা প্রবল হইয়া উঠিবে।

লোকের বিশ্বাস এই যে আবদুল রহমান আসিবেন বলিয়া অনেক খাদ্যাদি সংগ্রহ হইতেছে, এবং তিনিও অতি ত্বরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

কাবুল ৭ই জুলাই। আস্তানা হইতে আবদুল রহমান লিখিয়াছেন, তিনি কোহিস্থানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

পাদসা খাঁ হাসিম খাঁকে সাহায্য করিবার যে প্রস্তাব করেন, হাসিম খাঁ তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার মত এই যে পাদসা খাঁ তাঁহাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

মহম্মদে কয়েক সহস্র লোক জমা হইয়াছিল, সকল বিদ্রোহী একত্র হইয়াছিল, তাহারা আর্গাণ্ডি দিয়া ইংরাজ সৈন্য আসিবে এই ভয়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। পাছে ইংরাজেরা হঠাৎ আক্রমণ করে, এই ভয়ে তাহারা চারি দিকে কাষ্ঠের বেড়া দিয়া বাস করিয়াছিল।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহাশয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়—জগদীশপুর	১৸
"	" বিপিনবিহারি বসু—কোতোয়ালী	১৸
"	" রাজকুমার দাস—গাইবান্ধা	৸
"	" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—মিন্টিঙ্গুপুর	৸
"	" নিত্যানন্দ সরকার—নরাবগঞ্জ	৸৹
"	" অমরচরণ মৈত্র—কলিকাতা	৸৹
"	" মনোহর মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা	১৸
"	লালনাথ পণ্ডিত—জগদীশপুর	৸৹
"	" কেশবচন্দ্র ঘোষ—নওগাঁ	
"	" রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—শালন	৸৹
"	" দেবনারায়ণ দত্ত—রঙ্গপুর	৸
"	" উমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—ঘাটশুর	১৸
"	" দেবীচরণ ভট্টাচার্য্য—হিরামপুর	৸৹
"	" বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায় সাহেবগঞ্জ	১৸
"	" আশানাথ মাহাতুন—খোরীপুর	৸
"	" চন্দ্রকান্ত আচার্য্য—মহাদেবপুর	৸
"	" চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—জগদীশপুর	৫
"	" অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়—মৌ	
	বঙ্গসমাজ	৸৹
	মুর্শিদাবাদ পাবলিক লাইব্রেরী—মুর্শিদাবাদ	৭
	চন্দননগর লাইব্রেরী—চন্দননগর	৫৸৹

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩রা জুলাই। গত রাত্রে ব্রাডলা সাহেব নর্দ্দাম্পটনের মেম্বর বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপবেশন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ঠা জুলাই। ব্রাজলার সত্যপ্রতিজ্ঞা কতদূর আইনসঙ্গত তাহা স্থির করিবার জন্য কুইন বেঞ্চ নামক প্রধানতম আদালতে তাঁহার নামে মকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা জুলাই। বিলাতের সংবাদপত্রে যে লিখিয়াছিল আয়ার সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

জনরব যে তুরস্ককে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীদিগের রণতরী মিলিত হইয়া তুরস্কের নিকট উপস্থিত হইবে স্থির হইয়াছে।

তুরস্ক সম্বন্ধীয় পোলযোগ মীমাংসা জন্য সমস্ত ইউরোপীয় রাজগণের যে কনফরেন্স সভা হইবার কথা আছে পলমল গেজেট তাহার অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদী হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২রা জুলাই। বার্লিনের কনফরেন্স সভা তুরস্কের বিষয়ে যে মীমাংসা করিয়াছেন, তুরস্ক তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। তুরস্ক সৈন্য চালনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জুলাই। ডেলিনিউস এই টেলিগ্রাম প্রকাশ করিয়াছেন যে তুরস্ক আলবানিয়দিগকে গ্রীসদিগের সহিত বিরোধ করিতে উত্তেজিত করিতেছে।

লণ্ডন ৬ ই জুলাই। ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন ভারতীয় রাজত্বের অবস্থা ঘটিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়াছেন অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা নয় কোটী টাকা অধিক খরচ হইয়াছে, এবং ১৮৮০ ও ৮১ সালে আয়ের অপেক্ষা তিন কোটী টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

আয়র্লণ্ডীয় প্রজাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার জন্য কমন্স হাউসে মিনিষ্টিরিয়েল বিল নামে একখানি আইনের পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে।

জেনেরল রবার্টস খিলিলাণ্ডক নামক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৬ ই জুলাই। জেনেরল কফমান কুলজা যাত্রা করিয়াছেন। চীনদিগের বিপক্ষে যে সকল রুশ সৈন্য যুদ্ধ করিবে, তিনি তাহার অধিনায়ক হইবেন।

জনরব এই যে চীনেরা বলপূর্ব্বক ছয় হাজার কাসগর নিবাসী লোককে পথের সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে বন্দীরদিগের যে রণতরী আছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ ই জুলাই। হৈরায় শান্তি স্থাপন হওয়াতে সিরিয়ার উপকূলে যে যুদ্ধ জাহাজ দিয়াছিল, তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। টাইমস পত্র আফগানিস্থানের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৭ ই জুলাই। ১০ এ জুন রোবেলফ বার্মি নামক স্থানে পঁহুছিয়াছেন।

পারিস ৭ ই জুলাই। ডেপুটী চেম্বার সভাতে স্থির হইয়াছে যে ১৪ ই জুলাইয়ের মধ্যে এম গ্রিবি যাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তাহাদিগকে পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য কোনরূপ শাস্তি পাইতে হইবে না। তাহারা অনায়াসে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

বার্লিন ৭ ই জুলাই। সোণা ও রূপা দুই প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য যে প্রস্তাব হইয়াছিল, ফেডরাল কৌন্সিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই জুলাই। ইটেলোপের পূর্ব্বাঞ্চলের অবস্থা বড় ভাল নহে। গ্রীস ও তুর্কি উভয়েই সমস্ত হইতেছে।

লণ্ডন ৯ ই জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে মন্ত্রির প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন কাশগারিয়ার যুদ্ধ রুশের পরাজয়ের যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা অলীক। লণ্ডনস্থ রুশ দূত অথবা চীনের মন্ত্রী এ কথায় বিশ্বাস করেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন রুশের সহিত চীনের যুদ্ধ বাঁধিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশের প্রস্তাবানুরূপ নিজ স্বার্থ রক্ষার উপায় করিবেন।

আয়র্লণ্ডের প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় তাহাদিগকে বাকী পড়া ভূমী হইতে বেদখল করাতে তাহাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়া তাহাদিগের সেই ক্ষতিপূরণের ভার প্রদেশীয় কোর্ট জজদিগের উপর দিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্তর সেক্রেটরির এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন সুলতান বরাবর ইউরোপীয় রাজগণের কথায় সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন আজ তিনি তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতিবাদী হইবেন এমন বিবেচনা করাই অন্যায়।

ডেলিনিউস বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত সঙ্কটের একটী সুন্দর মীমাংসা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন এই মাসের শেষে তিনি ভারতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব দিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৯ এ জুন। লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌর ভার প্রাপ্ত সহকারী কমিশনর আর, এচ, রেলি ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ডি, গেল লোহারডগার বদলী হইলেন কিন্তু তাঁহার হস্তে ঐ জেলার অন্তর্গত পালামৌও ভার রহিল।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, বিমস সাহেব পেলো সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ডাকার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্বিশ সাহেব ২ য় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

২৯ এ জুন। গয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ পোর্ট সাহেব ২২ এ জুন হইতে অনরেবল সি, ডি, ফিল্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন। ফিল্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সভা হইতে কর্ম্ম পরিত্যাগের যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

১ লা জুলাই। নওগাগাজীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু সেন ১৮৮৮ সালের (বি, সি) ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বসোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ দত্ত চিত্রা নদীর উৎকর্ষ সাধনার্থ ভূমী সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৫ ই জুলাই। ১ লা জুলাই হইতে কাপ্তেন ডি, সি, হ্যানিসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সংগ্রাম বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

৬ ই জুলাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি হসমত হোসেন সারণের ও সৈয়দ ওয়ারিশ আলী খয়রার সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

২৫ এ জুন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কাম তাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ফিন্ড সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত কুরসেয়ের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এচ, রামসে বাকলণ্ডের গ্রাউন সাহেব ও মৌলবী মহম্মদ হাকিম কম্মত্যাগের প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৯ এ জুন। ভাগলপুরের ২য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু বোলকচাঁদ (ইনি কর্ম্ম বিরাম প্রার্থনা করিয়াছেন) কিছুদিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

১ লা জুলাই। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইসরগঞ্জের মুন্সেফ বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছোটনাগপুরের বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে পোয়ারডগার্থ থাকিতে হইবে।

২ রা জুলাই। আবের সহকারী ইন্সপেক্টর জি, এম, এম টমসন ১৮৬৮ অব্দের (বি, সি) ৩ আইন এবং ১৮৭৬ অব্দের (বি, সি) ৩ আইন অনুসারে মোকদ্দমার বিচার করিবার জন্য ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এল, এল অনা আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত মেদনীপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন, কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে তমোলুকে থাকিতে হইবে।

৬ ই জুলাই। হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুর [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনারায়ণ [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ।

রঙ্গপুরের স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু সারদার মধ্যে পাঁচার আপাততঃ তাঁহার কার্য্য করিবেন।

১ লা জুলাই। বাবু গঙ্গাচরণ নন্দী ত্রিপুরার স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টর হইলেন এবং চাঁদপুরের স্কুল সবইনস্পেক্টরের অনুপস্থিতিকালে ঐ স্থানে ইও কার্য্য করিবেন।

১ লা জুলাই। মুন্সের জেলা স্কুলের ২য় শিক্ষক বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি যে এক মাস বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

১ লা জুলাই। নদীয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী বাবু কালিকান্ত লাহা কিছুদিনের জন্য তত্রত্য স্কুল সমূহের সব ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

যশোহর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু তারিণীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এর প্রতি যে বিদায় আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে আপাততঃ রঙ্গপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ দেওয়া হইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

এতদিন হইল, কানপুরের কোন গদির একজন কারপরদাজ মাল খরিদ করিতে যাইয়া একশত টাকার এক কেতা নোট জাল করিয়া আইসে। সম্প্রতি ঐ নোট দেখা পড়িয়া লক্ষ্মীসরাইয়ের গদি হইতে বাহির হইয়াছে, প্রমাণ হওয়াতে পুলিস তদারকে যাইলে আমারা কহে" জামালপুরের চুনী মহরা এই নোট আমাদিগকে দিয়াছিল। " চুনী মহরা কহে " আমি এক কেতা এক শত টাকার নোট দিয়াছি বটে কিন্তু আমার নিকট মহর না থাকাতে ঐ নোট কি না স্মরণ নাই। আমি যে নোটখানি দিয়াছিলাম তাহা বাবু লালবিহারী গুপ্ত আমাকে দিয়াছিলেন" লালবিহারী বাবু কহেন " আমি চুনিকে এক কেতা নোট দিয়াছি সত্য কিন্তু আমার নিকট নম্বরাদি না থাকাতে সে নোট ঐ নোট কি না বলিতে পারি না। " আমরা হস্তে যখন যে নোট আইসে, আমি তাহা হয় রেলওয়ে কাস আফিস অথবা আমার মনীব শ্রীযুক্ত কার্লটি সাহেবের নিকট হইতে পাইয়া থাকি। " কার্লটি সাহেব কহেন " বাবু যখন তখন আসিলে হইলে আমার নিকট হইতে নোট লইয়া যান কিন্তু ঐ নোট দিয়াছি কি না স্মরণ নাই। " রেলওয়ে ক্যাস অফিসের ঐ নোটের নম্বর পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কানপুরের মহাজন লালবিহারী বাবুর নামেই অভিযোগ করে। লালবিহারী বাবুকে এই মকদ্দমা উপলক্ষে মুঙ্গের ও ঘর করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। লালবিহারী বাবু সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি তিনি একজন সৎ ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। অনর্থক তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করা দুঃখের বিষয়। যাহা হউক আমাদের মুঙ্গেরের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মকদ্দমাটী ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। যে দিন কাল পড়িয়াছে প্রত্যেকেরই দশ টাকা অবধি নোটের নম্বর রাখা কর্ত্তব্য, কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ আসিয়া পড়ে কে বলিতে পারে!

বর্দ্ধমান জেলার এক ব্যক্তি শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এই কল্পিত নাম ধরিয়া রোডসেসের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাজিয়া একজন চাপরাশী সঙ্গে করিয়া একটী নিশান ও এক খাপ্পি শিকল হস্তে মুঙ্গেরের অধীন জয়করিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হয় এবং জমী মাপ ও জরিপ করিতে যে সমস্ত বাড়ী ঘর সম্মুখে পায় খিন মারিয়া চিহ্ন করে। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহে আমি রোডসেসের ডেপুটী বাবু, আমার উপর গবর্ণমেণ্টের হুকুম হইয়াছে, এই স্থান দিয়া একটী নূতন রাস্তা হইবে। লোকে এই কথা সত্য বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ বাড়ী ঘর রক্ষার জন্য শশিভূষণকে অনেক টাকা ঘুষ দেয়। মুঙ্গেরের পুলিস এই সমাচার পাইয়া শশিভূষণকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। প্রতিবাদী এক্ষণে হাজতে আছে আগামী ৯ জুলাই বিচারের দিন।

শুনা যাইল, জামালপুর বরফ প্রস্তুত করিবার কলঘরে হঠাৎ কারবোনিক এসিড জমিয়া উঠায় দুই জন কুলি আহত হইয়াছে। আপাততঃ রেলওয়ে হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসা হইতেছে বটে কিন্তু রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

আমরা ৮ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে দেশীয় কমিশনর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, আপনার জামালপুরের সংবাদদাতা তাহার প্রতিবাদ ছলে আমাদিগকে কৌশলে মিথ্যাবাদী বলিতেছেন। এবং কে সহি সুপারিশ পত্র লইয়া কমিশনর হইবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ চাহিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রার্থী হইয়াছিলেন, তিনি গোকুলে বাড়িতেছেন, যখন একবার তাঁহার নাম গোপন করিয়াছি, তখন প্রমাণ দিয়া সাধারণের নিকটে তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করা উচিত নহে। তাঁহার যদি সত্য মিথ্যা জানিবার ইচ্ছা হয়, জামালপুরের অনেকের নিকট এবং দেশীয় কমিশনরগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। তিনি যে কোথায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, তাহা বলিতে পারি না, আমাদের সংবাদ কাল্পনিক নহে কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান বোধ করি কাল্পনিক হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে কেহ যায় নাই, তিনি ইহা কি প্রমাণে স্থির করিলেন? তিনিও বিশেষ প্রমাণ দ্বারা লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে না পারিলে আমরাও তাঁহাকে মিথ্যা লেখার দোষে দোষী করিতে পারি কি না? এবং একথা বলিতেও পারি কি না এইরূপ সংবাদদাতার দোষেই সমাচার পত্র কলঙ্কিত হয়?

এখানে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বৃক্ষ বিশেষের শিকড় দ্বারা স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা, রক্তস্রাব এবং পেটের বেদনা আরোগ্য করিতেছেন। ঔষধ সেবন করিতে হয় না। পৈতার সুতায় বাঁধিয়া কোমরে এ প্রকার ভাবে ধারণ করিতে হয় যে নাভিকূপের সহিত সংলগ্ন থাকে। একদিন ধারণেই উপকার হয়। ১০। ১৫ দিন পরে ঐ ঔষধ স্বর্ণ কিম্বা তামের মাদুলিতে করিয়া কোমরে রাখিলে আর কখন পীড়ার আবির্ভাব হয় না। জামালপুর ও মুঙ্গেরের বিস্তর লোক ঐ ঔষধে আরোগ্য হইয়াছেন। কাহারো উক্ত ঔষধ প্রয়োজন হইলে জামালপুর লোকো একাউণ্টেণ্ট আফিসে যদু বাবুকে পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি জেলা নদীয়ার স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর বাবু কালিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিপুরের প্রাচীন সমুদায় স্কুল, পাঠশালা ও নৈশ বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কান্তি বাবুর ব্যবহার প্রণালী বিনম্র ও কার্য্য কলাপাদি বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন দেখিয়া সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেই যার পর নাই পরিতুষ্ট ও পরিবাধিত হইয়াছেন। ইনি যে কয়েক দিন শান্তিপুরে ছিলেন, সে কয়েক দিন যথা রীতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়া শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহীবিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

শান্তিপুরের অন্তর্গত শুকাগড়ের ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়টী দিন দিন উন্নত ভাবে পরিণত হইতেছে এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটরি বাবু গোপীনাথ নন্দী উহার উন্নতি কামনায় নিজ তহবিল হইতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইনি সাহায্য না থাকিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের কখন এরূপ উন্নতি লাভ হইত না বলা বাহুল্য যে, ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রধান পণ্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়েরা সাধ্যানুসারে অধ্যাপনা কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁদের পরিশ্রমানুরূপ বেতন লাভের সম্ভাবনা নাই।

এখানকার নবাগত পুলিস সব-ইনস্পেক্টর বাবু মোহনলাল রায় যে কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা ভিন্ন অ দোষের কথা আমাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ ক নাই। তবে তাঁহার আসিবার কিছু দিন

এখানে কয়েকটী চুরি হয়, এ জন্য এখানকার কতক-গুলি ভদ্রলোক ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করেন যে, শান্তিপুরে আড়াগুল হকের মত কাঁসারো সব ইনস্পেক্টর না হইলে কোন ক্রমেই শান্তিরক্ষা হইবে না। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য জানিবার জন্য একজন ইনস্পেক্টরকে সরেজমীনে পাঠাইয়া দেন, এবং শান্তপ্রকৃতি মোহনলালকে স্থানান্তরিত করিয়া তৎপদে বাবু উমেশচন্দ্র ঘটককে নিযোজিত করেন। বাবু উমেশচন্দ্র সম্প্রতি শান্তিপুর পুলিসের কার্য্যভার পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহার কার্য্য প্রণালী কতদূর বিশুদ্ধভাবাপন্ন, তাহা ক্রমে জানা যাইবে। কলতঃ উত্তম চন্দ্রের কার্য্য ও ব্যবহার প্রণালী উত্তম হয়, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

কয়েক মাস হইল, বাগ্‌মাটীর জমীদার মহাশয়ের দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত মহারাজ পরমহংস গোস্বামী মহোদয় শ্রীপাঠ শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন, ইঁহার আগমনে দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ ও বধির প্রভৃতি বিস্তর দুঃখী লোকের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে, কারণ মহারাজ গোস্বামী দানে মুক্তহস্ত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। ইনি শান্তিপুরে আসিয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও আত্মীয় কুটুম্ব প্রায় অনেকেই উক্ত মহারাজ গোস্বামীর নিকট অবস্থানুরূপ সাহায্য পাইয়াছেন।

—•—

ভাগলপুর ও গীবৈষ্টী।

১। সম্প্রতি আমরা কয়েকজন বন্ধুতে "ভাগলপুর হেলথিটেমিনী সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছি। গত দুই শনিবারে ইহার দুইটী অধিবেশন হইয়াছিল; তিনটে অধিবেশনে প্রায় বার জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে সভ্যগণের যেরূপ উদ্যম অধ্যবসায় ও যত্ন দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছায় যদি এ উদ্যম অধ্যবসায় কিছু কাল সমভাবে থাকে তবে নিশ্চয়ই অতি অল্পকাল মধ্যে ইহার সভ্যসংখ্যা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। এখানকার অনেকের—অনেকে না হউন অন্ততঃ আমাদিগের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। এ সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু জানি না সে উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে আপাততঃ রাজনীতি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রকাশ্য আলোচনা হইবে না, কেবল সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আমাদের সমাজে যে যে বিষয়ে যে যে অভাব আছে, সভা তাহারই আলোচনা করিয়া সেই সেই অভাব দূরীকরণে যত্নবান হইবেন। কিন্তু বলিতে কি আমাদের বর্ত্তমান সমাজ চিররোগী ব্যক্তির ন্যায় দুর্ব্বল, ইহার সর্ব্বাঙ্গই ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে; উষধ দিবার অতি অল্প স্থানই আছে! বঙ্গবাসী কত বড় বড় সমাজ চিকিৎসকেরা এ পর্য্যন্ত কত স্থানে কত সভা সংস্থাপন করিয়া, অনর্গল বক্তৃতা-উষধ প্রদান করিয়াই যখন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুই একটী ক্ষত আরাম করিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন আমরা খোচিকিৎসক হইয়া বিনা ঔষধে যে কতটুকু উপশম করিতে পারিব, আমাদের এ ক্ষুদ্রতা না থাকিলেও আশা আছে। আমরা সেই আশা বলে পরিচালিত ও উৎসাহিত হইয়াই আজ সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে এই সংবাদটী প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। সভা যদি স্থায়ী হয়, তবে ইহাতে কয়েকজন প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী সুশিক্ষিত ব্যক্তি যোগ দিবেন। এক্ষণে ঈশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে ভাগলপুর দেশহিতৈষিণী সভার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি; ঈশ্বর করুন ইহার যেন অকালমৃত্যু না ঘটে।

এ স্থলে আরও একটী কথা বলিতে হইল, সভা দীর্ঘস্থায়ী হইলেই যে তাহাতে উন্নতি হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। এমন অনেক সভা আছে যাহারা নগণ্যসক; তাহাদের দ্বারা এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই উৎপাদিত হয় নাই, অধিবেশনের মধ্যে যে অনৈক্যতা সেই অনৈক্যতাই রহিয়াছে। বড় বড় লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিলে বা সভোরে টেবিল চাপ ড়াইয়া ফাটাইয়া ফেলিলেই যদি উন্নতি হইত, তবে বঙ্গদেশ এতদিনে কবে অবোর আনন্দে গড়াগড়ি আনন্দ করিতে ও আমাদিগকে সুখী করিতে পারিত। আজ যদি তাহা হইলে দেশের ত আর আমাদিগকে দীনভাবে দীনহীনা থাকিতে হইত না। বড় বড় লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিয়া কার্য্য না করিলে কোন ফলই হবে না। স্পষ্ট বলি, এদেশের সভা আদির অনুকরণের মধ্যে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তার আগে কার্য্য করিবার প্রণালী সংস্থাপন করা উচিত। উদ্যম অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিলে, বন্ধুত্বের সহিত মিলিয়া অধ্যবসায়ের কি ফলোদয় হইবে, এবার আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

২। আমরা এবার সংবাদ দিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, গত পাঁচ বৎসর আমাদের যে সংবাদটী স্থগিত হইয়াছে, সেই ইণ্টিমেণ্টেলপাধ্যায় প্রোফেসর ঘোষ মহাশয় এখানে স্থায়ী করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রফেসরী ত কিছুই দেখি নাই; এখানকার গভর্ণমেণ্ট স্কুলে তাঁহার বাসী হইয়াছিল। এক টাকা, আট আনা ও চারি আনা এই তিন প্রকার তিন শ্রেণীর টিকিট হয়। শ্বেতদ্বীপবাসী অনেক মহাশয় এই ছোকরাজী দেখিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত মাসিষ্ট্রেট, কলেক্ট মাসিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। সত্য কথা বলিতে হইলে প্রোফেসরের বাটীতে নূতনত্ব কিছুই ছিল না। আমাদের আমোদ প্রমোদ সকলেরই নিকেতনে হইয়া থাকে; তবে তাঁহারা বিদেশী ভাবাপন্ন, আমাদের উপকরণ এবং রুচিরও অনুযোদিত, ইহাদের না হয় অনেকানেক দেশবাসী সুরসজ্ঞ ব্যক্তিগণের মনোমোদকারী হইবে এই মাত্র। বাজীর বিষয়ে তাঁহারা যে ভ্রমকারিতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা "কৌতুক তরঙ্গ" "মনোরঞ্জন দর্পণ" পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এখানে আর কোন সংবাদ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ভাগলপুরের আশে পাশী কয়েকটী স্থানে কয়েকজন লোক সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়াছে। বর্ষার যত বৃদ্ধি হইবে, সর্পের প্রাদুর্ভাব তত অধিক হইবে।

৩। আজ কাল দেশী আম [illegible] স্থল আমের আম [illegible] করিয়া টাকায় বিক্রীত হইতেছে। চাউল দিন দিন মূল্যবান হইতেছে।

৪। গীবৈষ্টীবাসী মহাশয়েরা ইহার মধ্যেই সুস্থির আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ বৎসর কিসান্তে যে ইবাদের ঈদল পরেটে কত দীবরদত্ত আর রাবের হিসাব গণনা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের সাধ্য কি যে তাহা [illegible] করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে কি এমন [illegible] আসেন, যে আমরা তাহা [illegible] করিয়া বলিতে পারিব?

প্রেরিত পত্র

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ক্ষিপ্তাবস্থা হইবার কারণ কি।

"Of all earthly goods the best is a good wife
And of the bitterest curses human life
Sparrow

পৃথিবীতে কি জন্য ঈশ্বরের এত সৃষ্টি, তাহা মানব মেধাবী মাত্রেরই ভাবা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার কতদূর সাধ্য শক্তি, কি [illegible]

এবং কাহার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা জানিয়া দেখা উচিত। এইরূপ চিন্তা করিলে আপনে প্রেরক হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্য কেবল শয়ন, ভোজন ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেন নাই। প্রথমতঃ তাঁহার স্বকীয় শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা বিধেয়। তৎপরে আত্মীয় স্বজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত। তৎপরে স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি গুলি পরিত্যাগ করিয়া সদ্ভাবসহকারে সমাজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা অতিশয় আবশ্যক। সমাজসংস্কারক মহাত্মাদিগের মনে এই নীতি প্রথমে উদিত হয়। মনুষ্য সমাজের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। তাহাতে এই নীতিই সমাজস্থিতির মূলসূত্র। যে সমাজে ধর্ম্ম বন্ধন নাই অথবা যাহার ধর্ম্ম-গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সে সমাজের উন্নতির আশা নাই। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই "পরোপকারায় সতাং ভূতি জীবনং" শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি প্রায় এক প্রকার। এরূপ অবিসম্বাদিতার কারণ এই, যে তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়নকালে কেবল সাময়িক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মের মূল [illegible] করিয়াছেন। তাহা হইলেই সমস্ত জগতের যে মঙ্গল হইবে তাহা নহে, সমাজের মঙ্গল কামনাই সে সকলের উদ্দেশ্য ছিল। শাস্ত্রের সহিত যাহাতে বিরোধ না থাকে, যদি লোকে এই আদর্শ ধরিয়া চলে তবে এই শাস্ত্রই শাস্ত্রকারের যত্নের ফলের ফল হইবে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশগুলি সমাজ বন্ধনের একমাত্র নিয়ম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

যদি আপনারা হইয়া সামাজিক উন্নতি সাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে কিরূপ কার্য্য দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। সমাজের দুর্নীতি নিবারণ করিয়া সুনীতি স্থাপন করাই যে সমাজ সংস্কারকদিগের সমাজের উন্নতি সাধন করা বলে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাহা সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্নতা হইতে সুনীতি-পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই করণীয়। এস্থলে বঙ্গ সমাজের সম্প্রতি [illegible] সমাজসংস্কারদিগের রীতি নীতির যে অসারত্ব উপস্থিত হয় তাহাই দেখা করিয়াই এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

স্ত্রীলোকদিগের সরলতা সুশীলতা পরদুঃখকাতরতা সহৃদয়তা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ লক্ষিত হয় কিন্তু পতিব্রতা গুণটি সকলের শীর্ষস্থানীয়। সতীত্বই স্ত্রীধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্ম। যাহার সতীত্ব নাই সে নারী শূকরী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সতীর অন্তর সর্ব্বদা মধুময়তা পরিপূর্ণ। সতী স্ত্রীলোক সকলকেই স্নেহ পূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করেন। তিনি সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপা। সর্ব্বদাই পরিবারের মঙ্গলের জন্য তৎপর ও গৃহ কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকেন। সাধ্বী পতির সুখে সুখী পতির অসুখে অসুখী, পতি পীড়িত হইলে তিনিও পীড়িত হন। পতিব্রতা নারী কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে সকল অবস্থাতেই কর্ত্তা প্রভৃতির অনুমতি ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্য করেন না। তৎপ্রতি স্বামী কষ্ট হইলেও তিনি রুষ্ট থাকিয়া দোষানুসন্ধানের চেষ্টা করেন। এবম্প্রকার কামিনী মনে করেন পতিই তাঁহার ঐহিক পারত্রিক উভয় বিধ সুখের কারণ। অতএব অনন্যচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা পতি সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। পতি অধর্ম্মচারী হইলে তাহার দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক সংপথে আনয়ন করিতে যত্নবতী হন। স্বামীর অসৎ প্রবৃত্তি গুলি সদুপদেশ হিতোপদেশদ্বারা দূরীকরণের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তিনি কোন সময়ে প্রাণেশ্বরকে চিন্তামগ্ন দেখিলে বিশেষ কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার শোকাপনয়নের নিমিত্ত ব্যস্ত হন এবং যতক্ষণ পতির দুঃখাপনয়ন বা দুঃখের হ্রাস না হয় ততক্ষণ তাঁহার মন স্থির হয় না। পতিব্রতা রমণী কখন কাহাকেও মনঃপীড়া দেন না; কি ভৃত্য, কি বন্ধু বান্ধব কি প্রতিবেশী তিনি কাহারই অপ্রিয় নহেন। তিনি তাহাকেও কখন অপ্রিয়বাক্য কহেন না। পূর্ব্বকালে অন্যদেশে সতীগণ পতি বিয়োগগত হইলে অতিশয় মলিন বেশ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা গৃহমধ্যেই বাস করিতেন। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা॥"

যাঁহার পতি প্রবাসে যান তিনি সখীগণ সঙ্গে ক্রীড়া, শরীরের মার্জ্জনাদি সংস্কার, উৎসব দর্শন হাস্য ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবেন। যে পতিব্রতা রমণীগণের পতির প্রবাস গমনে এই প্রকার কষ্ট, পতির মৃত্যু হইলে তাঁহাদের যে কি দুঃসহ কষ্ট হয়, তাহা এতদ্দ্বারা সহজে অনুমান করা যাইতেছে। পতির মৃত্যু হইলে তাঁহারা ভাবিতেন তাঁহাদের সর্ব্বসুখের মূলোচ্ছেদ হইল, সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইল, অতএব আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া স্বামীর প্রজ্বলিত চিতার উপর অম্লান বদনে ও নির্ভয়চিত্তে পতির চরণধ্যান করিতে করিতে তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। আর যাহারা পতির অনুগমন করিতেন না তাঁহারা গাত্র হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করিতেন, একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন ভোজন এবং একাদশী ও ব্রতাদি কালে অনশনব্রতে শরীর শোষণ করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন এবং সর্ব্বদাই মনের মধ্যে পতির চরণধ্যান করিয়া পরিশেষে পরমাগতি লাভ করিতেন। যে ভারতের আচার ব্যবহার এক প্রকার উৎকৃষ্ট ছিল সেখানে স্ত্রীলোকের ব্যভিচারিণী হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়! সেই ভারতভূমিতে এক্ষণে রমণীগণের আর সে রীতি নীতি নাই। অনেকে আবার বিপথগামিনী হইয়াছে। ইদৃশ বিসদৃশ ঘটনা হইবার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে। রমণীগণের বিপথগামিনী হইবার যে গুলি প্রধান কারণ অদ্য তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাল্য বিবাহ যে অতিশয় দোষাবহ, তাহা বিজ্ঞ জনগণের অবিদিত নাই। আমাদের বঙ্গদেশে অতিশয় অল্প বয়সে এমন কি কন্যার একবৎসর বয়স হইতে না হইতেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনেক পিতা মাতা পুত্রের ৭।৮ বৎসরের হইলেই বিবাহ দিয়া নববধূর মুখাবলোকনে সুখী হইবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা কি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। বাল্য বিবাহ দ্বারা সন্ততির কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার উন্নতির মূলে অস্ত্রাঘাত করা হয় এবং তাহাদের দারিদ্র্যেরও বীজ বপন করা হয়। অতি অল্প বয়সেই সন্তানাদি জন্মিতে আরম্ভ হয় সুতরাং অল্প বয়স্কা বালিকাগণ অতিশয় দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ এবং কিছুদিন লীলা খেলা করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এ সকল বিষয়ের এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। বাল্য বিবাহ দোষে স্ত্রীলোকের চরিত্রের কিরূপ অবাধ্যত্ব উপস্থিত হয় তাহাই এ স্থলের আলোচনার বিষয়। অনেক স্থলে হয়ত দম্পতী যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাৎকালিক সুখ ভোগ করিবার পূর্ব্বেই পতি কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। অনাথিনী কামিনী কিয়দ্দিবস পতি শোকে অধীরা হইয়া কষ্টে কালযাপন করে। ক্রমে সতই শোকের হ্রাস হইতে থাকে, ততই ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়। যৌবন কাল সুলভ ইন্দ্রিয়বিকার অনিবার্য্য। শাস্ত্রে কথিত আছে "বলবান ইন্দ্রিয়গ্রামঃ"। সর্ব্বাপেক্ষা আবার কামরিপু অধিকতর প্রবল। কাহারও সাধ্য নাই উহার বেগ প্রতিরোধ করে। এমনকি মহাতেজস্বী বিলিতেন্দ্রিয় তপস্বিগণও সময়ে সময়ে মনোভবের নিকট পরাভূত হন। অবলা কামিনীগণের ত কোন কথাই

নাই। অতএব মৃতভর্তৃকা রমণী স্ত্রীজন সুলভ লজ্জা ও সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাল্যবিবাহ অপেক্ষা বৃদ্ধবিবাহ অধিকতর অমঙ্গলের কারণ। যাঁহারা সমাজ মধ্যে অপেক্ষাকৃত নির্ধন, তাঁহাদের বিবাহ হওয়া গুরুতর ব্যাপার। বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে বহুব্যয়সাধ্য। সচ্চরিত্র ও সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও নির্ধন হইলে কেহই তাঁহাকে কন্যা দান করিতে সম্মত হয় না। তবে যদি বহু দিবসের পর ৪০।৫০ বৎসর বয়সে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যার পিতাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে ৫।৭ বৎসর বয়স্কা অতি বালিকা কন্যার সহিত বিবাহ হয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় অনেক ধনশালী ব্যক্তি ৭০।৮০ বৎসরের বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার ১৫।১৬ বৎসরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এইরূপ পরিণয় যে নিতান্ত অবৈধ এবং ইহার পরিণাম যে অতিশয় বিষময় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ বিবাহ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে বিড়ম্বনা স্বরূপ। প্রথমোক্ত স্থলে স্বামী বৃদ্ধ হইলে স্ত্রীর যৌবনারম্ভ হয় এবং শেষোক্ত স্থলে ত কোন কথাই নাই। যদিও স্বামী কিছু দিন জীবিত থাকে, তথাপি দম্পতীর উভয়ের বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। এইরূপ কিয়দ্দিবস বৃথা যন্ত্রণার পর যুবতী বিধবা হয়। অবোধ বালা স্বামীর সহবাস সুখ কিরূপ, তাহা জানিল না, প্রণয় কি তাহা কিছুই বুঝিল না। পতি বিয়োগ হইলে এক দিকে বৈধব্যযন্ত্রণা আবার অন্য দিকে সমাজের কঠিন শাসনের অসহ্য যাতনা। এরূপ দারুণ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হইয়া যুবতী কাহার শরণাপন্ন হইবে? কে তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইবে? তাহার পক্ষে পিতা মাতা যেরূপ নিষ্ঠুর সমাজও তদনুরূপ, সুতরাং নিরুপায় ভাবিয়া সমাজ শাসনের কঠিন শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের উপায় অন্বেষণ করিতে থাকে এবং পরিশেষে হয় ত পিতৃ ভর্তৃ উভয় কুলে কলঙ্ক নিশান তুলিয়া দিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে।

পূর্ব্বোক্ত দুটী কুপ্রথার ন্যায় বহু বিবাহও নানা প্রকার অমঙ্গলের আকর। ইহাও অনেক সময়ে রমণীগণের বিচারিণী হইবার কারণ হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে পূর্ব্ব কালে যে অষ্ট প্রকার বিবাহ প্রণালী প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা বরকন্যার পরস্পরের প্রণয়ানুসারে সংঘটিত হইত। এবম্প্রকার বিবাহে আবদ্ধ হইয়া দম্পতী অতুলসুখে কালযাপন করিতেন। কখনই তাঁহাদের প্রণয়ের বিচ্ছেদ হইত না। যদিও তাঁহাদের দেহ ভিন্নকিন্তু আত্মার বোধ হয় কোন প্রভেদ থাকিত না। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের অন্তরে বাস করিতেন। দুই নদী আসিয়া একত্র মিলিত হইলে যেরূপ প্রভেদ করিতে পারা যায় না, তাঁহারাও তদ্রূপ মিলিত হইয়া একীভূতে পরিণত হইতেন। এবম্প্রকার পরিণয়কেই পরিণয় এবং এইরূপ প্রণয়কেই প্রণয় শব্দে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে যেরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় কদর্য্য। কারণ, তাহাতে নব দম্পতীর প্রকৃত প্রণয় হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। উভয় পক্ষের পিতা মাতার মতানুসারে ঘটকের মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ দম্পতীর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যে বিবাহের অভিপ্রায়ে স্ত্রীপুরুষের চিরকালের সুখ দুঃখ নির্ভর, তাহা এইরূপে সম্পাদিত হইলে কি রূপে তাঁহাদের ভালবাসা বা প্রণয় জন্মিতে পারে? পিতা মাতা যাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনে করেন, হয় ত সেই যুবক কন্যার চক্ষে অতিশয় কুৎসিত দৃষ্ট হয়। গাত্র দেখিতে সুন্দর হইলেই যে স্ত্রীর সহিত তাঁহার ভালবাসা জন্মিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। ভালবাসা সৌন্দর্য্যে হয় না। আবার অনুরোধে কেহ কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন না। অথবা ভাল বাসে বলিয়া এক ব্যক্তি অন্যকে ভালবাসিতে পারে না। প্রণয় ভালবাসার সারাংশ। প্রণয় নিহিত সুখের নিকট সমুদয় পার্থিব বস্তু অতি তুচ্ছ মূল্যবান বলিয়া বোধ হয় না। ইহা অতি পবিত্র পদার্থ। এক্ষণকার প্রচলিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ দম্পতীগণ এরূপ সুখময় পবিত্র সুখে বঞ্চিত হয়, অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় স্ত্রীপুরুষের কোন কালেই মনের মিল হয় না। এই বিবাহ দোষ অনেক স্থলে রমণীগণের বিচারিণী হইবার কারণ হয়।

মাঘমাস বলেন—

তরুণীপরিচুম্বিতাতিযত্নপরিষ্বক্তবরেষু।
বহুশিশু স্থিরং পুণ্যাদৃষ্টবয়াঢ্যাদনাশনে॥

স্ত্রীবিশ্বাসী পুরুষকে শাস্ত্রানুসারে অলঙ্কার, ও অশন বসনাদি দ্বারা স্ত্রীগণের সম্মাননা করিতে হইবে। তাঁহারা সম্মানিত হইলে সর্ব্বার্থ কাম উত্তম রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আজ কাল ওকথা অনেক দূরস্থ দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী স্ত্রীকে সম্মান করা দূরে থাকুক, বরং তাহারা অহর্নিশ পীড়ন করে, তাহার সহিত সহবাস করিতে সম্মত হয় না, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হয়। অনেকে আবার একপ মদিরাসক্ত, যে মদ্যপানে মত্ত হইয়া অধিকাংশ সময় বারাঙ্গনালয়ে পড়িয়া থাকে। তাহাদের স্ত্রীগণ যে কি রূপ যন্ত্রণা ভোগ করে ও কত কষ্টে কালাতিপাত করে, তাহা স্মরণ করিলে অতিশয় পাষাণ হৃদয়ের দয়ার সঞ্চার হয়। কিন্তু উক্ত মদ্যপায়ী পতিদিগের হৃদয় এত দূর কঠিন যে তাহাদের আন্তরিক ক্লেশ হয় না। তাহারা যখন সুরাপানে মত্ত হইয়া গৃহে আগমন করে, তখন তাহাদের স্ত্রীগণের এমনি আশঙ্কা হয় যে যমদূত আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাদের তাদৃশ আশঙ্কা হয় না। হয় ত কোন সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। এরূপ স্থলে পত্নী যে বিচারিণী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বিজ্ঞাপন।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। চক্ষের রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারে হউক হউক না কেন, আজ যন্ত্রণা মহাধিক্য পরদিবস প্রকৃতি উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চিত নিরোগে আরোগ্য হয়। মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা আনা।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA.

১। কিম্বা শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন ক্ষতের বিষ নিবারক মহৌষধ, সেই বিষ হইলে জলকে কি ছায়া কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইলেও (হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা জলাতঙ্কবিদ্যা) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পাগলামির কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এদেশস্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৲ টাকা। ডাক মাশুলাদি ১৲।

৩। যদি পাকা ফত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন পাকা, পাকন ঘাও উপদংশ ক্ষতের সর্ব্ব প্রকার ঘাও আরোগ্য হয়, বিশেষতঃ অঙ্গ মাংসাদি মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার চক্ষু রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ১ টাকা মাশুলাদি ৵০।

আত্মপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকারে বিনা চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে ঔষধালয়, সিমলা ৫৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারিমোহন সেন ডাক্তার এম্ বি মহাশয়ের নিকট মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিসন কুষ্টিয়া এবং জেলা যশোহর সব ডিবিসন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সালঘর মধুমতী নীল কণ্ট্রাক্টরের নীচের লিখিত পত্তনি, দরপত্তনি তালুক ও জোত নীল কুঠি এবং নীল রেসম কার্য্যের দ্রব্যাদি অন্যান্য সম্পত্তির মালিক কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত মিসিয়ার্স হীল ম্যাকিনটস এণ্ড কোম্পানির ম্যানেজার নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী বিক্রয় করিবেন। এ জন্য ধনাঢ্য মহোদয়গণকে আহ্বান করিতেছেন। আর এজন্য আসামের তাঁহার সকল গোমাস্তাদের পরিবর্ত্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক এ কারণ তাঁহার তিন জমিদারির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার এক্ষণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

মহালের নাম।	স্থিত জমা।	সদর জমা।	
পত্তনি তালুক।			
কুষ্টি কম্পানি চনিয়াপাড়া কবুরহাট পরগণে মহম্মদ সাহি।	১১৫।৵৪৶৫৮	১৪১৭৫৲	
ঐ ঐ রামচন্দ্রপুর, পরগণে ভক্তকতে ভক্তিপুর	১০৭৩৬/৫৷	৮৪৪৫৲১১	এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের বরাতানুসারে তাহাদিগের জমিদারি পরগণে ভক্তকতে ভক্তিপুরের সদর খাজনা ৭২৯৯৲১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন।
মৌরাশি এবং খরিদা মৌরশি জোত ঐ ঐ রামচন্দ্রপুরের মধ্যে মৌরাশি জোত	৩১৪৸৵২৸	২৩৬৮৲৩	
ঐ ঐ পরের খরিদা মৌরাশি জোত	১৯৯০	৮০৪৬৲৯	
আলমপুর জগতসি বেলনগর প্রাণ্ডরপুর চাঁদপুর নিম্ন গ্রামে খরিদা মৌরাশি বর ধার্য্য জল কুল্ল জোত দরপত্তনি তালুক মৌজে মহমদপুর বকয়া ৮ বার আনা।	৩৭১৷৫১৷	১৩৩৮৲০	

নীলরত্ন দ্বিবেদী এবং নীল সেরেস্তাদার দ্রব্যাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট রাজমহল এবং কুষ্টিয়া কেনি বিল্ডিং ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

জি, এস, সাইক্‌স
ম্যানেজার সালঘর মধুমতী কন্দরণ।

তিনি এই বিষয়ে অনেক কষ্টে কৌশলাদি প্রতিবিধান পূর্ব্বক এই দুরূহ কার্য্যকে আয়ত্তসম্পন্নরূপে অবগত হইয়াছেন এবং সেই মতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচার করিতে মানস করিয়াছেন, যিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইবেন তিনি বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীবেণীমাধব পাল কবিরাজ
সাং শ্রীরামপুর।

সর্ব্বশাস্ত্র সং গ্রহ।

আমাদের এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ এক একখানি করিয়া প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকার ন্যায় এক মাসের খণ্ড অপর মাসে প্রাপ্তি হইয়া পাঠকগণকে উদ্ভ্রান্ত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৬ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ ডাক মসুল ১৷৹

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৮ টাকা স্থলে ১১৷৹ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ। শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

বৈষ্ণব! বৈষ্ণব! বৈষ্ণব!

"বৈষ্ণবাচার দর্পণ" সংক্রান্ত পত্র বা মাঃ অর্ডর প্রভৃতি কলিকাতা হাটখোলা বেলেটোলা ষ্ট্রীটের ৫৭ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইলেই উক্ত পুস্তক পাইবেন।

শ্রীশশিভূষণ অধিকারী
৫৭ নম্বর কালীপ্রসাদ বসুর ষ্ট্রীট বালাখানা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত করেকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে, মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে অথবা সোমপ্রকাশ গ্রাহকে অনিচ্ছা হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ৬৫ আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মজাপুর ১৮ নং বৃন্দাবন্তা-গরের নেন কলযন্ত্র যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

বিজ্ঞাপন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্বল গ্রহণী) সূতিকাগ্রহণী এবং তৎসংযুক্ত অর যা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এইসুবিখ্যাত বঙ্গবাসীসাধ্য মতের নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অর মূত্রাঘাত কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত ধাতু সপ্তম ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়িমাটির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রভাবে কলিকাতায় ও বিদেশীয় সহস্র রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুস্নিগ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ সন্তানের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুস্নিগ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু পক্ষাঘাত, উন্মাদ, জরের বিজিয়তা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অজীর্ণ নূতন ও পুরাণ বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একবারীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী ঔষধের মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার বঙ্কুবাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে কমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
" "উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ মতে ঔষধালয়।
১৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া।

দ্বিতীয়বার কলমের অল্প পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহাকে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অষ্টআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে অদ্য খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাবলী অবতার।
২। বেথুনের সহিত আমার।
৩। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৪। উপন্যাস।
৫। ফুল তোমার জন্য ফুটে না।
৬। মনুসংহিতা।
৭। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফন্টাণ্ড অন্য অবয়ব উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা এ প্রকার প্রবন্ধের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা মুজাপুর ১৮ নং বটি ভবনাগারের লেন কলকজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিলেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কলমের সম্পাদকস্য।

শীঘ্র শীঘ্র!!! নিকয়!!!

বি. এন. দাসের গণোরিয়া নিকশচর

ইহা দ্বারা সদ্যপ্রবাহ নূতন, পুরাতন মেহ রোগ এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুলোক রোগ আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ১ প্রধান ১, ছোট ৵০।

৫৮ নং চুনারিয়া কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া শুদ্ধ করে ও সমস্ত প্রকার মানসিক দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, অনিদ্রা, মাথাধরা, গায়ে জ্বালা, হাত পা, গাত্রদাহ, মস্তকে ঘাম কাশ ইত্যাদিতে বিশেষ উপকারী মহৌষধ। মহাশয় আমি বড় বিপদে পড়িয়া এই মহৌষধ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে ২৩ প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম, নানাপ্রকার ডাক্তার কবিরাজের ঔষধ সেবন করিয়াছিলাম, কোন ঔষধে কোন উপকার দর্শে নাই, পরে আপনার শক্তি সঞ্চারক ঔষধ শুনিয়া এক শিশি সেবনে অনেক উপকার বোধ করিয়া ৩ শিশি সেবনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বেশ কার্য্যক্ষম হইয়াছি। অতএব আর এক শিশি মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপদভঞ্জন সরকার
ময়মনসিংহ
১৩ নং চুণীচরণ শিকদারের গলি বাগবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দেব নিকট পাওয়া যায়।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্বস্ব নাম ধাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

যোগসিন্ধরস।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহ-রোগের অব্যর্থ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব-কালীন জ্বালা, সপূয় বাহুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, খড়ি গুলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। ইহা আমরা বহুতর পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি। এ ভিন্ন দুর্দ্দম শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর দুষ্টব্রণ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল শ্যামল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষু জ্যোতি বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বাত, শুল বাত, বৃদ্ধিভ্রংশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, হস্ত ভঙ্গ করা, ভুল বকা, হঠাৎ চিৎকার, হাসা, ক্রন্দন, নিদ্রা এবং হস্তপদাদির জ্বালা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার মনোহর সৌরভে গৃহ আমোদিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

শক্তিরস।

এই কল্যাণকর ঔষধ শ্বাসপ্রশ্বাসীয় যন্ত্রে ক্রিয়াবান হইয়া, সর্ব্ব প্রকার সর্দ্দি, উৎকাসি, ঘুংড়ি, কাশ, শ্বাসকাশ, হুক্কোৎকাশ, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত অতি উৎকট অবস্থাপন্ন হইলেও রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপককাল ঔষধ সেবনে অবকাশ এবং বন্ধাকাশ বিনষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক রসায়ন।

অতিশয় মানসিক চিন্তা, পীড়ান্তে বহুদিবসের মেহ পীড়া, অতিশয় ইন্দ্রিয়-পরবশতা, অপরিমিত শুক্র ক্ষয়, স্নায়ু বিকার বা উহার নিস্তেজস্বতা সর্ব্বদা যে ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি বা অজীর্ণ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তৎসমুদয় এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমধিক রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। ১০ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
শ্রীপ্যারিলাল স্বর্ণকারের বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
হরিঘোষের ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া।

মহৌষধ।

যাঁহারা শিরফুলা (orchitis) একশিরা (Hydrocele) ও কোরড (Scrotal tumour) হইতে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা শীঘ্র আবেদন করুন। সহস্র রোগী এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ফিং বাটী ২, প্যাকিং ।০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

আশ্চর্য্য ঔষধ!

মেহ, প্রমেহ, ধাতু সম্বন্ধীয় পীড়া, প্রদর, শ্বেত প্রদর ও সহস্র প্রকার স্ত্রীরোগের আশ্চর্য্য ঔষধ। সহস্র রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরাম হইয়াছে। মূল্য ফিং বোতল ছোট ২, বড় ৩। প্যাকিং ।০। রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ডবলিউ কডর এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রোয়র মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—পরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত-বিদ্যা বিশারদ রাজশ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিশুদ্ধ পুস্তকগুলি বিক্রয়ের ভারার্পণ এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা	৩৷০	।০
সঙ্গীতসার	৪৷০	॥০
কণ্ঠকৌমুদী	২৷০	।০

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল
ম্যানেজার।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৯ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্নিপাতজ্বর, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের উপায় এবং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের শোধন মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদির সচিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

পঞ্চানন্দ।

রসভাবে পরিপূর্ণ।

উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি, সমাজনীতি, সুনীতি এবং দুর্নীতির সমালোচন। সাহিত্যের স্বর্গলাভ গদ্য পদ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ। গ্রাহক হইলেই ছবি।

মাসে দুইবার দেখা।

নিস্কোয়ের নাম বোকা ঃ

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩, পাঁচ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল লাগে না। নিতে হয় ত, দেরি নয়। কলিকাতার এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল লাইব্রেরি ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

৪৪ রসারোড় ভবানীপুর } শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

নন্দ দত্ত এণ্ড কোং
হোমিওপ্যাথিক
ড্রগিষ্ট

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য বাবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার দ্রব্য সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপণ পত্র ও পোষ্ট কার্ড বিজ্ঞাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ডাম	২ ড্রাম	বাক্স।
মাদার টিং	৷৵০	৷৷০	ওলাউঠা বাক্স ১৷০ ৪৷০
ক্ষুদ্র বড়ী	৷৵০	৷৵০	সাধারণ চিকিৎ ৮, ১২,
ডাইলিউসন	৷০	৷৵০	অন্তরোগের ৫, ১২,

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ৫, চিকিৎসা সার ৷৵০ ওলাউঠা চিকিৎসা ৷০ ওলাউঠা চিকিৎসা হিন্দি ৷৵ স্ত্রী-চিকিৎসা ১, প্রমেহ, শুক্রস্খলন ৷৵ ঔষধগুণ সংগ্রহ ১৷০ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷০ অন্ত্র চিকিৎসা ৷০ হোমিওপ্যাথিক কি? ৵০ ভারতচিকিৎসক, বার্ষিক মূল্য ১৷৵ ডাক মাশুল ৷৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বাবিলা, রসিদ, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ৷৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ ম ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২ য় ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবেক। ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে ৷০ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনাথ দাস এণ্ড কোং

৩৮ নং গরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।
বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ সাবধান করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিবন্ধ প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ৷০ পো ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।
(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, যেকপটীক জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পাণ্ডুরোগ এবং তদুপসৃষ্ট যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷০ আনা।

শিবাঘৃত।
(নস্যসহ শুখান কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বাত, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক ও দুর্ব্বলতা, দুশ্চিন্তা, শিথিল ইন্দ্রিয়, স্নায়ুপদাদির জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সম্পাদিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৵০ আনা।

শুক্তিকা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্ত দোষ, পারোগ্য (অর্থাৎ পারা ঘে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে। বাতরক্ত নালিয়া ঘোষ, খাওকত, শরীরের দুর্ব্বলতা, স্মৃতিবিহীনতা, মস্তক গর্জন হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য যাহে যে সকল বিকৃতিচিহ্ন বা অঙ্গ হয়, ইহাসেবনে ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, অতিরিক্ত শরীর কৃশ হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলবান, দৃঢ়তা ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৵ বার আনা।

বিজ্ঞাপন।

রাজনগরে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিসর্স হীল ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বনাম

মিশেল ই, আর ম্যাসিক সাহেব ও জেনারাল।

[illegible] ডিক্রিত জমীজারি পত্তনি, ও তাহার মূলধনের অতিরিক্ত ৩৸০ আনা সুদে জেনারালের যে স্বত্ব [illegible] আছে তাহা সন ১২৮০ সালের ৫ ই আশ্বিন তারিখে রাজনগরের আদি [illegible] ডিক্রিদারের ঋণ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিসর্স হীল ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানি [illegible] ডিক্রিদার আছেন এই আনা অংশের স্বত্ব বিক্রয়ী এতদ্দ্বারা জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত [illegible] বিক্রয় নিষ্পত্তি সম্বন্ধে উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের টাকা [illegible] প্রদান অপেক্ষা ৩৸০ আনা অংশ রাখিতে পারিবেন। মিসর্স হীল ম্যাকিন্টস এণ্ড কোম্পানি [illegible] ঐ ২৮০ সালের সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

[illegible] নিকটে সমধিক মূল্য হাঁকিলে তাহাকে স্বত্ব দেওয়া যাইতেছে।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	মহলের নাম	[illegible] পরিমাণ।	সদর জমা
			তালীদার		
[illegible]	[illegible]	মাসিক	[illegible] বিসনপুর	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible] নিয়াড়া কাইতেনা	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	সন ১২৮৭	[illegible] নিম্নপাড়া উঠুনা	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			পত্তনি		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	অন্যান্য মহলের [illegible] থাকায় তাহা নির্দ্দেশ করা গেল না।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	মোকে ওকণাড়া ও আমড়া [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ঐ	মৌজে পাকড়া ও [illegible] [illegible] ও [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ডি এল, শ্যাইন্‌ধ্‌

চেয়ারম্যান।

১ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ॥০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মোড়ে পুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বসুর

৩৪ নং চোরবাগান

ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের লেন।

কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৮৯ নং কৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সংস্কারকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল বৃদ্ধ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও লোহবৎ দৃঢ় এবং মস্তক শূলাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵০

সুরসুন্দরীবর্ত্তিকা।

ইহার ব্যবহারে দন্ত ও মুখ পাণ্ডুর, কটিকে, হাসিতে ও কথায় বদন প্রফুল্লকার আবশ্যক হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵০

নলিনাসব।

ইহা সেবা স্ত্রীলোকদিগের অতিমাত্রা, উদরাময় ও অরুচি প্রভৃতি রোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া, পুষ্টি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি পাইবার আবশ্যক হইলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

[illegible] ৩৫৯ [illegible] ১ [illegible] ৩, [illegible] ৬৭নম্বরের ২০ নং বাটী কম্পজন বাবু শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১২ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ২৬ এ জুলাই। { অগ্রিম অর্দ্ধবার্ষিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও বাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁপাতলিপোতা। বোলপুর। বীরভূম জিলা।
২৬ পরগণা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

কাল্পনিক দরিদ্রতা।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি যাবতীয় জীব জন্তুরই প্রায় কাল্পনিক ভাব আছে। ব্যাঘ্র যখন বলা পশু শীকারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পুচ্ছে সে নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করে, তৃণখা গন্ধ বা মনুষ্য তাহার আগমন বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারে না। অনেকেই বিড়ালের পক্ষি-শীকার দেখিয়াছেন। পক্ষী প্রাঙ্গণে চরিতেছে, বিড়াল এমনি ভাবে তাহার আক্রমণার্থ উদ্যত হইয়া আছে যে, পক্ষী কিছুই জানিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্র বকের মৃদু মন্দ পদক্ষেপ দর্শনে মোহিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

দেখ লক্ষ্মণ বক অতিশয় ধার্ম্মিক, বোধ পদক্ষেপ করিলে পাছে প্রাণিবধ হয়, এই শঙ্কায় দেখ বক পম্পা নদীতে কেমন ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে।

মার্জ্জার ভাণ পাতিয়া এমনি স্থিরভাবে তাহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে যে, মক্ষিকা কিছুই বুঝিতে পারে না; যেমন সে স্থানে বক হয়, অমনি মার্জ্জার দ্রুতপদে গিয়া তাহার প্রাণে প্রবৃত্ত হয়।

পশুপক্ষ্যাদির এই কাল্পনিক ভাব একমাত্র, কিন্তু মানুষের কাল্পনিক ভাব শত-সহস্রমুখ। ইহারা সর্ব্বদাই কাল্পনিক ভাব অবলম্বন করিয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে। স্বার্থ-সাধনই ইহাদিগের এই কাল্পনিক ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকি, অধিকাংশ বঙ্গবাসীর যে একটী কাল্পনিক দরিদ্র ভাব আছে, তাহা হইতে তাঁহাদের স্বার্থ নাশ হইতেছে, মঙ্গলনাশ হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুত্রকন্যাদির বিদ্যা শিক্ষা দান সময়েই সেই কাল্পনিক দরিদ্রতার সমধিক শোভা হয়। তখন তাঁহারা আপনাদিগকে নিতান্ত দরিদ্র মনে করিয়, ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন না। এই বিষয়ে ব্যয় করিলেই তাহাদের বড় কষ্ট। এ বিষয়ে ব্যয় করিতে হইলে যেন প্রাণান্ত হইল এমনি মনে হয়। তাঁহাদের বশ হলে হাটু দিয়া জিবো টানিয়া বাহির কর, তাঁহারা তাহা বরং সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু পুত্র কন্যাদির বিদ্যাশিক্ষার্থ এক পয়সা ব্যয় সহ্য করিতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহারা যেন দরিদ্র হন। "মাতা ন বহ্নং ন চ বারিণাহং" এই প্রকার শোচনীয় দরিদ্রভাব ভাণ করিয়া থাকেন। অথচ কিন্তু ঐ কল্পনাদির অনুরোধে নিজের বাদ ও বিলাস ব্যসনের অনেকের গৃহে গুরুর সমাগম চলিয়া যায়। অনেকে মুক্তা প্রভৃতির বায়েও কাতর হন না কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় দান কালে যথেষ্ট কাতরতা

বর্দ্ধমান মহকুমার অন্তঃপাতী ধন্যপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, নিম্ন লিখিত ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ১০। ১২ খানি গ্রামে বিদ্যালয় স্থিতির গণনার প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই। অথচ গ্রামবাসিরা এমনি নিঃস্ব যে তাহারা নিজ ব্যয়ে এ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন না ইত্যাদি।

[illegible] বিদ্যালয় স্থাপনের [illegible] কোন [illegible] করিতে [illegible] ধন্যপুর প্রভৃতি গ্রামে [illegible] টাকা ব্যয় দিয়া নিজ নিজ [illegible] পারেন না, এমন [illegible] আছেন [illegible] উন্নত মাসিক বেতনের [illegible] করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং [illegible] সাধারণতঃ হন, তাঁহারা অনায়াসে [illegible]

পারেন। কিন্তু এক কাল্পনিক ছবিকে মাথা খাড়া দেখাচ্ছে। আমরা বঙ্গবাসীদিগের এই [illegible] ঐতিহাসিক বলিলাম, পাঠক কি তাহাতে [illegible] বঙ্গবাসীরা বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ [illegible] হয়, অথবা আর কোন [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] হয়, সেজন্য [illegible] হয়, [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু [illegible] [illegible] কি না সে [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] দিবেন, [illegible] [illegible] বঙ্গবাসীদিগের একটী [illegible] [illegible] করেন না, সেজন্যে [illegible] বিদ্যাশিক্ষার [illegible] [illegible] দিতে [illegible] [illegible] পারেন না। সেই সময়ে [illegible] [illegible] করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের [illegible] [illegible]

আশ্চর্য্য হইবার বিষয় এই, এক কাল্পনিক ছবিকে [illegible] বঙ্গবাসীরা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এদেশের কি অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহজে দেখা যায় না বলিলে কেবল যে তাহাদিগকে অনিষ্ট হয় এমন নয়, শিক্ষা মাত্রেই ভিন্ন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকেন। দেশের দুর্দ্দশা দূরিভূত হইয়া যাবে। ইংরেজ ও আমেরিকান লোকেরা কেবল এইরূপ [illegible] এরূপ ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়াছেন। অতএব স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের [illegible] দর্শনের ছবি [illegible] বিদ্যাশিক্ষায় [illegible] [illegible] [illegible]

সোমপ্রকাশের অতিরিক্ত পত্র

১২ ই শ্রাবণ সোমবার।

বিজ্ঞাপন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্ল গ্রহণী, কষ্টিকাগ্রহণী, এবং শূলসংযুক্ত অম্ল বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ও কিম্বা এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। পার্কিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব!

এই সুবিখ্যাত বঙ্গীয় আসবাগার মহোদয় নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরীদোষ এবং মূত্রযন্ত্রগত অন্য প্রকার যন্ত্রণা জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণ ধাতু বা পূয় থাকে নিশ্চয় এবং প্রস্রাব ঘোলা ঘন হওয়া ও মূত্রযন্ত্রগত মাথা ধরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ অল্পকাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও সিদ্ধ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
পার্কিং ৵০ ছই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুনিষ্ক ঘৃত গর্ভস্থ সন্তানের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া করাতুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর অলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুনিষ্ক ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশির মূল্য ... ... ৩ টাকা।
পার্কিং ... ৵ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু সম্প্রচলিত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাত ব্যাধি প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, জড়তা বিদ্বিষ্টতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, ক্লমতা, দাহরোগ, স্নায়ুমণ্ডল নবন ও পুরাতন সন্ধিবাতাদি রোগ সমূহ একবারেই বিনষ্ট হইয়া, শরীরের লৌল্য ও রতি শক্তি বৃদ্ধি করে কেবল বাত পক্ষাঘাতের জন্য একটী ঔষধের মূল্য ৩ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ টাকা পার্কিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকল পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গঙ্গাদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অম্বিকাচরণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ডাঃ জেমনাথ দে কয়েন্ট মাডিকেল।
শ্রীযুক্ত বাবু বাঞ্ছারাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বণিক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
১৭৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া চিৎপুর।

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক পাক্ষিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ড মূল্য ৵০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার নমুনা ... টিকিট পাঠান, অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহার প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইতে থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। ...
২। ...
৩। ...
৪। ...
৫। ...
৬। ...
৭। ...
৮। ...
৯। ...

সমুদায় বিষয়ের ... হইয়াছে। ... ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম ... মানব করেন, তাঁহারা ... ১৮ নং ... ষ্ট্রীটে ... শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ... বেলগাছিয়া ... হইবে না।

বি, এন, দাসের গবে[illegible] নিবেদন।

ইহা ব্যবহারে [illegible] বেদনা [illegible] এবং আর [illegible] ইহা [illegible] ব্যবহার করিতে [illegible] শিশি ১৸০, [illegible]

[illegible] করিবেন।

[illegible] আয়ুক মূল্য ১॥০ টাকা। [illegible] করিলে [illegible] পাঠান যায়। [illegible] ডাকমাশুল [illegible] ১৸০ টাকা [illegible] ১৸০ টাকা [illegible] ১৸০ টাকা

হউক, যাঁহার চরিত্র এইরূপ, তাঁহা হইতে ভারতবর্ষের যে কল্যাণ হইবে, আমাদের মনে হয় না।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের যে প্রকার ক্ষমতা আছে এবং তিনি যে প্রকার উচ্চ পদস্থ, তিনি যদি সবল ও উদারভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করিবেন, এমন মনে করেন, অনায়াসে করিতে পারেন। ভারতের কল্যাণ-সাধনের অনেক পথ আছে। উদারচরিত ব্যক্তিদিগের ঔদার্য্য, দয়ালু ব্যক্তিদিগের দয়া, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা-পরিচালনের উপযুক্ত স্থান ভারতের তুল্য আর নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদারাশয় সত্য; কিন্তু আমরা অনেক কার্য্যে বঞ্চিত হইয়া আছি। সপ্তাধিক শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ভারতে ব্রিটিশ অধিকার হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে রাজনীতি-সম্বন্ধে ইউরোপীয়ের সহিত তুলারূপে দর্শন করিলেন না। এ পর্য্যন্ত এদেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে মেজার জন বা মার্কিউইটের পদ প্রদান করিলেন না। সেইকাল অবধি এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতেছে। ১৭৭৪ অব্দে লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভা তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের নিকটে এই আবেদন করিয়াছিলেন যে, এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার যে প্রকার নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রকারান্তরে সিবিল সর্ব্বিসে বঞ্চিত করা হইতেছে। অতএব যাহাতে লণ্ডনের সাহ কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা গ্রহীত হয়, তাহার একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে পরীক্ষার যে প্রশ্ন হইবে, তাহা কলিকাতা প্রভৃতি তাবৎ পরীক্ষাস্থলে সেই প্রশ্ন হইবে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট এ বিষয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করেন এবং মহারাণি সমীপে সে বিষয়ে প্রস্তাব করিবেন বলেন।

১৮৬৯ অব্দে ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি সর চার্লস এডমণ্ডষ্টোনকে শাসনকার্য্যে উচ্চতর পদ দিবার প্রস্তাব করিয়া ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠান। সর জন লারেন্স প্রস্তাব মধ্যে করিয়াছিলেন, স্বাধীন প্রতি ইউরোপীয়দিগের সহিত কার্য্য করা ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সহজ নহে। অতএব যে সকল স্থানে ইউরোপীয় অধিবাসী বা ইংরাজরাজের সংখ্যা অধিক, সেখানে যেন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত না করিয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট সার জন লরেন্সের এই প্রস্তাবে সন্তোষ ও অসন্তোষ উভয় প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন "এই প্রস্তাবটী দ্বারা উন্নতির সোপান সজ্জীভূত করা হইতেছে বটে কিন্তু আমার মতে কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদানের নিয়ম করিলেই পর্য্যাপ্ত হইতেছে না, নিয়মাধীন প্রদেশেও এতদনুসারে কাজ করিবার অনেক পথ আছে। আইনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহারা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাই শাসন সম্বন্ধে অনেক কার্য্যের ভার পাইবেন। কিন্তু এই নিয়মের অনুসরণ করা হইতেছে না। সিবিলিয়ানদিগের প্রাপ্য পদের তুল্য কতকগুলি অতিরিক্ত পদ আছে। তাহাতে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব অধিকতর। তবে এ পর্য্যন্ত সেসমস্ত পদগুলি কেবল ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইতেছে কেন? ইউরোপীয়েরা যতই উপযুক্ত হউন না কেন, ঐ পদগুলিতে ভারতবর্ষীয়দিগের যাহা তাঁহাদিগের যে স্বাভাবিক স্বত্ব নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইউরোপীয়েরা কোন ক্রমেই দেশবাসীদিগকে সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। এক্ষণে যে সকল ইউরোপীয় এই সকল অতিরিক্ত উচ্চতর পদে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে যে পদচ্যুত করা হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অতঃপর ভারতবর্ষীয়েরা যে ভবিষ্যতে এই সকল পদ পাইবেন না, আমি তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব আমার বাসনা এই, আপনি নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের ন্যায় নিয়মানুগত প্রদেশেও ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করুন।"

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে উচ্চপদ দিবার যে প্রস্তাব করেন, তদ্বিষয়ে সর জন লরেন্স যেরূপ বুঝিয়াছিলেন "আমি সেরূপ বুঝি নাই। নিয়মাধীন প্রদেশের সিবিল সর্ব্বিস, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা উচ্চ পদ আর নাই, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে নিযুক্ত করিবার কথা হইতেছে না। কিন্তু ঐ সিবিল সর্ব্বিসের নিম্নে যে সকল পদ আছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে নিযুক্ত করিবার কথা হইতেছে। ঐ সকল পদ ইউরোপীয়দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে। ভারতবর্ষীয়েরা ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইয়া যদি উপযুক্ত পরিচয় দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে কোন আপত্তি নাই।"

সর চার্লস এডমণ্ডষ্টোন সর জন লরেন্সের অভিপ্রায় বুঝিতে ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদান করিলে তাহারা ইংরাজদিগের ন্যায় স্বাধীনতা ও আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান লাভ করিবে। ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ করিবার চেষ্টা পাইলে, তাহা করিলে ভারতবর্ষের উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমান আইনে ভারতবাসিদিগের প্রতিযোগিতা করিতে পারেন।"

এদেশীয়দিগের উচ্চপদ [illegible] এইরূপ রৌপ্যিক পরীক্ষায় দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই শিক্ষা ঔদার্য্যের অকপটতার পরিচয় দিবেন, আমরা ত এরূপ বোধ হয় না। মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিনা পরীক্ষায় সাহেবদিগকে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বার্ড [illegible] কৃষ্ণদাস পালকে গভর্ণমেণ্টের আডিসনাল [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা সম্যক্প্রায় প্রতিপালন করা হইয়াছে। শুনিতে পাই, কার্য্যে তাঁহাকে [illegible] নয়া প্রদান করা হয় নাই।

আমরা উদ্ধৃতের স্বরূপ এই একটী বিষয়ের [illegible] করিলাম। এইরূপ ভারতবাসীর প্রার্থনীয় [illegible] স্বত্বস্থাপন বড় বিষয়ে পান নাই বলিয়া ক্ষোভ আর আমাদের মুখফুটে কি মনে করেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব ভারতবাসীর সেই সেই ক্ষোভের শান্তি করিবেন আমাদের ত মনে সে আশার উদয় হয় না। নিমিত্তই আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে প্রশ্ন করিয়াছি, গ্লাডষ্টোন সাহেব হইতে নায় [illegible] কল্যাণ হইবার আশা আছে?

সর জন ষ্ট্রাচির স্বপক্ষ সমর্থন।

গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উপসংহারে আমরা কহিয়াছিলাম, সর জন ষ্ট্রাচি আন্দোলনের ফলদায়ী যে যে প্রকার উপমান করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকবর্গের গোচর করিব: তাহা আমরা এক্ষণে প্রতিজ্ঞা পরিপালন প্রবৃত্ত হইলাম। ষ্ট্রাচি সাহেবের লিখিত [illegible] ও তাহার [illegible] অবিকল অনুবাদ [illegible] স্থলে স্থলে [illegible] উহাদের [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] [illegible]

নাই। আমরা যত সহজে ভাবিয়া থাকি, তত সহজে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। কার্য্যের সহিত কার্য্যকারীর সম্বন্ধ থাকে। কার্য্যকারী ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। কার্য্যকারী ভিন্ন কার্য্য হইলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকে

সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি বলেন "এ প্রকার বিষয়ের ব্যবস্থাপন কার্য্যে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অতি সাবধান হইয়া চলা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকাল হইল, ইংলণ্ডে গোবসন্তবীজে টীকা দিবার আইন হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও অনেকে ইহার বিপক্ষ হইতেছেন। সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনা হয় যে, সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এ আইন অনুসার কার্য্য করিতে সম্মত হন না। তিনি (লর্ড ব্রীপন) একটী উদাহরণ আনেন। ব্রীপন ক্যাথিড্রলের এক ব্যক্তি নিজ সন্তানগণের গোবসন্তবীজে টীকা দিতে চান না। তরিবন্ধন সময়ে সময়ে তাঁহার দণ্ড হইয়াছে। তিনি নিয়মিত রূপে দণ্ডের টাকা দিয়াছেন, তথাপি তিনি উক্ত আইন অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন নাই। তিনি এই কারণ প্রদর্শন করেন, ঐ টীকা দিয়া তাঁহার একটী সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে।"

আমাদের ত এরূপজ্ঞান হইতেছে, মনুষ্য বসন্তবীজে মনুষ্যের টীকা দেওয়াই কর্ত্তব্য। যদি বল মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিলে সেই টীকা দিবার সময়ে অনেকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আমরা তদুত্তরে বলি, মনুষ্য বসন্তবীজের টীকার সে মৃত্যুর কারণতা নাই, টীকা দিবার কার্য্য-প্রণালীর দোষেই সেই সেই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যাহারা টীকা দেয়, তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে বিদ্যা নাই। কিসে কি হইবে, তাহারা তাহা বুঝে না, ইচ্ছামিষ্ট বিবেচনা করিবারও কাহার নাই। তাহাদের সাক্ষাতে এই, টীকা দিতে যে কোনরূপ হউক, কতকগুলি বসন্ত উৎপাদন করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত তাহারা যাহাকে টীকা দেয়, তাহাকে সাধ্যে অব করিয়া বসন্ত করে, তবে ক্ষান্ত দেয়। যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পর পর দুই তিনটী টীকা দিয়া থাকে। যাহাকে পরিদিন এই টীকা দেখিয়া স্নান করিতে ও শীতল বায়ুতে ভ্রমণ করিতে বলে। এই প্রকার শৈত্য ক্রিয়া করিলে ধাতুবিশেষে দোষের জ্বর উপস্থিত হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বসন্তও সমুদ্গমোন্মুখী হইয়া উঠে। ক্রমেই সন্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হয়। এতে সন্নিপাতিক বিকারমূলক দাহ পিপাসা তৃষ্ণা প্রলাপাদি উপস্থিত, তাহার উপর সেই সর্ব্বনাশিনী বসন্তাবলীর প্রাদুর্ভাব হয়। চলন দোষে কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? সুতরাং তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন, মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিবার দোষে মৃত্যু হয় না, টীকা দিবার কার্য্য প্রণালীর দোষেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে আইনকর্ত্তা রাজপুরুষদিগের নিকটে আমাদের প্রস্তাব এই, তাঁহারা মনুষ্য-বসন্তবীজে টীকা দিবার কার্য্য প্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যদি ইহার অনিষ্টের অংশ নিবারিত হয়, ইষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এই টীকাই মনুষ্য শরীরের উপযোগী বলিয়া আমাদিগের বিবেচনা হইতেছে। অতএব বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রদর্শিত পরীক্ষা প্রণালীতে ইহার পরীক্ষা না করিয়া টীকা দিবার বিষয়ে কোন প্রকার আইন করা উচিত হয় না।

জমীদার ও প্রজার পরস্পর আবার সম্বন্ধে যে গোলযোগ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত বহু দিন অবধি আমাদিগের শাসন কর্ত্তারা চেষ্টা পাইতেছেন; আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আশলি ইডেন সাহেব সাহায্য মীমাংসার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; যাহার কর্ত্তব্য বিবেচনার্থ কয়েক ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহার যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিষয় বিস্তারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল। ঐ রিপোর্টের একটী সার কথা এই, কমিশন প্রজাদিগের দখলিস্বত্ব অন্য অন্য স্বত্বের সমান উত্তরাধিকারগম্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রজার যে একটী স্থায়ী স্বত্ব স্থাপনের চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে, বোধ হয়, এত দিনের পর তাহা কিয়দংশে পূর্ণ হইল।

নেবসা মাহে যে আশ্চর্য্য ঘোড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার কথা লিখা হইয়াছে। এ সংবাদটী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। হাইকোর্টের বিচারপতি কোমাটি সাহেব আমাদিগের প্রাণ দণ্ডের অনুমতি করিয়া ঐ বিষয়ে মত পরিবর্ত্ত গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠান। তাহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট অপরাধির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়া নাম বিচারের মর্য্যাদা ও দুর্নিবারের মান রক্ষা করিবেন এবং তাহা করিলে মনুষ্য হত্যা ব্যাপার হইতে বিবেচনাকে মুক্ত করিয়া যশস্বী হইবেন। সভ্য গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রাণদণ্ডের আর ভাল দেখায় না। যাবৎ সর্ব্ববাদিসম্মত আইন হইয়া প্রাণবধ দণ্ড রহিত না হইতেছে, তাবৎ এই প্রকার দুরূহ ব্যাপার হইলে প্রাণ দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া সভ্যতা পালন করা কর্ত্তব্য। আমরা শুনে করিয়াছি এখনও করিতেছি, জজ সেসন্স যাবজ্জীবিত কারাবাস যদি কারাবদ্ধ হইয়া থাকিত, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। সে মরিয়া গেল, সব ফুরাইয়া গেল।

এবার ইউরোপীয় সমাচার পাঠ করিয়া জানিতে পারা গেল, এ দেশের যে সকল ব্যক্তি বিলাতে আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনের নিকটে ভারতবর্ষের অস্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন রহিত করিবার এবং এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশপথ সুগম করিয়া দিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ষ্টেট সেক্রেটারি তদুত্তরে আবেদনকারিদিগকে বাধ্য হইতে যাবত করিয়াছেন। এটী যে উত্তম উপদেশ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সহসা করিতে কর্ম্ম নহে শাস্ত্রে মানা।" "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।" "সহসা কোন কার্য্য করিবে না।" "সহসে সেকেরা ফসে" এটীও একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে। তবে আমাদের বড় একটী সংশয় হইতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রার্থনা করিয়া বহুকাল হইতে যে যেসব্য করিয়া আসিয়াছে, এ সংসারে বা সেই যেসব্য চলিয়া যাইবে। আমেরিকের যুক্তরাজ্য আফ্রিকা ব্রিটন পার্লমেণ্টে বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না, এমী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

বিবিধ সংবাদ।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "আমরা সকলেই অবগত আছেন, পুরুলিয়া [illegible] ঘটিয়া ঈশ্বরী জগদম্বা [illegible] ছেন। ঐ স্থানে প্রতি দিন অনেক লোক [illegible] একত্রিত হয়। গ্রাম হইতে ঐ স্থানে যাইবার নিমিত্ত [illegible] একটী রাস্তা আছে। ঐ রাস্তায় মধ্যে মধ্যে মনুষ্যের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গাড়ী উল্টিয়া দিয়া, গঙ্গাটীরাভিমুখে গিয়াছে। ঐ রাস্তাটী ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের অধীন। বারম্বারের অনিষ্টের [illegible] করিবার ঐ রাস্তাটী পাকা করিবার নিমিত্ত [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] প্রয়োজনমত অর্থ না থাকাতে [illegible] হইতে পারেন নাই, কখনও হইতে পারিবেন না। কখনও [illegible] বাবুর হিতৈষী মহাশয়েরা [illegible] ঐ রাস্তার নিমিত্ত এক [illegible] আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তিনি [illegible] টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।"

৮ এ মাঘ রাত্রিতে লিলিসির অন্তর্গত [illegible] কয়েক ঘণ্টা কাল বায়ু মিশ্রিত বৃষ্টি হইয়াছিল। উহার সঙ্গে নানা আকারের শিলার [illegible] হয়। উহা চুম্বক প্রস্তর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কাপ্তেন এ এইচ মাকহাম [illegible]

অন্তঃপাতি পাহাড় হইতে ইংরেজের উপনিবেশ মাল্টা নামক স্থানে যখন তাহাদের আসা হয়, সেই সময়ে একটী ধূমকেতু দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ দুই ধূমকেতুটী ৭ই ফেব্রুয়ারি [illegible] সময় প্রথম দৃষ্ট হয়; উপর্যুপরি তিন দিন দেখা গিয়াছিল।

অধ্যাপক টিকেল লিখিয়া রেখিয়াছেন, যে সময়ে তাহার [illegible] হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে [illegible] শিশুটির অন্ত্যেষ্টি [illegible] হয়, তাহাতে তিনি [illegible] ছাদ তাহার মোড়, [illegible] শিশুদের ঢাকা পাইবার জন্য, তাহার কোন [illegible] হয় নাই। কিন্তু যে সকল গৃহের ছাদ টিন [illegible] তাহা অধিকাংশ চূর্ণ হইয়া [illegible] এখানে ঝড় যাবত হয়, তাহার এক [illegible] একটী জাহাজ ছিল, তাহার লোহার [illegible] নয় শত মণ ওজনের নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] সামান্য মাত্র অনিষ্ট হইয়াছিল। ঝড়ের [illegible] প্রকার সাধারণে পরীক্ষা হয়। গাছের যে দিকে [illegible] সেই দিকের আলই কেবল পুড়িয়া যায় নাই, গাছের উপরিভাগের ছাল পুড়িয়া পড়িয়াছে। অন্য [illegible] টাইম এই কথা বলেন, তাহা সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে। [illegible] সালে কলিকাতায় বোম্বাই হইতে একটী বড় উইলো [illegible] আনা হয়। ঐ গাছটী ছয় ফোটের অধিক পড়ে নাই, এক দোয়াত কলির প্রসঙ্গ নয়। এই ডাল বাগিচায় রোপণ করা হয়, কালেতে বিস্তর গাছ হইয়া পুরাতন গাছ পড়িয়া [illegible] গাছের তলায় বসিবার জন্য [illegible] এই বাগিচা দেখিয়া সাহেব [illegible] হইয়া [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সাহেব [illegible] ও সমস্ত [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] একটী [illegible] হইতে একটী [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

যে আমার সুতক পত্র লিখেন, তাহা তাঁহার লেখাই নহে। কান্দাহারের যে পত্র দ্বারা আমুরের বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ করা হয়, সে কাবুল হইতে লিখিত হয় নাই। সে পত্র লেখার সেই জনের পাঠার্থ মেয়ার আলি লিখিয়াছিল। মেয়ারআলি আমুরের পরম শত্রু। তাহার পুরাতন কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহাকেই এক্ষণে কান্দাহারের শুভারলি নিযুক্ত করা হইয়াছে। যদি বস্তুতই সে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করিয়া থাকে, তাহাকে তাহার সমুচিত ফল দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রম্পায় আজও বিদ্রোহ চলিতেছে। বর্ষা উপস্থিত হওয়াতে অধিকাংশ বিদ্রোহী কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতেছে। উজারিগের অধিনায়ক শামস ডোরাব অত্যন্ত বল হইয়াছে। তাঁহার অশ্ব চরণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। বিদ্রোহীরা একজন ইংলণ্ডীয় ভদ্রলোককে সে করিয়া জয়পুরের দিকে যাইতেছে। ইহার [illegible] জয়পুরের রাজাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতএব নদী পার হইবার সময়ে অনেক বিদ্রোহী আহত ও নিহত হইয়াছে। রাজপুতনার পুলিস ট্রেন ডাকাতি করিতে অনেক লোক ধরা হইতেছে ও সে ডাকাতি দমনের সাহায্য আরম্ভ হইতেছে।

সমস্তাব পথে যেসব লোক বন্দিভাবে রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা সকলে মুক্তি পাইয়াছে। তাহারা ঐ কথা বলে মুক্তি করিতে পারা যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় কাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। এই প্রকার কথা যদি আফগানদের সম্বন্ধে বলা যায়, তাহা হইলে সেটাকে কি রকমের উপহাস করা হইয়া যায়। যাহারা ইহাকে মুখ ব্যাদান করিয়া যত ধন উড়িষ্যার ও মান্দালয়ের লোকদিগকে গ্রাস করিতে পারিবেন না।

যদি টানা বন্ধ হয় আমেরিকের সাধারণতন্ত্রিদের এই ইচ্ছা, কিন্তু এখান শিল্পকার্য্যের [illegible] উপরে বাধ্যতাবে কর ধার্য্য করিয়াছেন।

কিন্তু সেটি হউক, তাহার কারণে [illegible] কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। [illegible] যদি এখন নিজে তোলাটির [illegible] পারা না যায়, তবে [illegible] এবং [illegible] হইবে, মহাপাপ হইবে। [illegible] দেখিতে পাই।

ইংলণ্ডে বলেন, লণ্ডনে এক্ষণে চারিজন ৭ফিট দীর্ঘাকার পুরুষ আছেন। এক জনের নাম চার্লস ফিস্টারের নাম ক্রটার। আমাদের বাঙ্গি ঈশ্বরচন্দ্র, এ ব্যক্তি ৮ ফিট দীর্ঘ। শেষোক্ত ব্যক্তি লণ্ডনের লোক, সাড়ে ৭ ফিট দীর্ঘ। কিন্তু চার জনে [illegible] চারি জন বাইশ সের আর ক্রটার চারিজন ছত্রিশ সের।

যুদ্ধ সংবাদ।

কাবুল ১২ ই জুলাই। চারিজার হইতে যে সকল লোক কাবুলে আসিতেছে, তাহারা বলিতেছে, গাব গুল বহমান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তিন চারি দিন চারিকরে অবস্থিতি করিয়া কাবুলে আসিবেন।

মহাত্মা মহম্মদ আফজল খাঁর খাদমতগার কোতার হইয়াছেন। তিনি ডাকাত করা বিস্তর টাকা তাঁহার মাতার নিকট পাঠাইয়া প্রার্থনা করিলে পত্র লিখিয়াছেন। কাসিম খাঁ আফজল খাঁর সাক্ষাতে আসিতেছেন।

চিল্লাবাসীরা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছে।

গত ২রিতে সেবেরা নামক স্থানে ডাকাত মহাস্ত ধরিয়া দিয়াছে।

জেলালাবাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ হেরাতের দিকে গিয়াছেন।

কাবুল ১৮ই জুলাই। শুক্রবারবারে জেনারেল মাকফারলেনের তীব্র ঘন্ট হইয়া গিয়াছে। ৪০।৫০টী গোলা তাঁহার আসিয়া পড়ে কিন্তু ইহাতে কাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। আজার পর দিবস প্রাতে তাঁহা হইতে অনেক দূরে ১২টী গোলা ও ডাকতের বারু একটী পাহাড়ের উপর ফুটাইয়া পাঠান দিয়াছে।

ইস্থালিফের নিকট জেনারলগণের স্থান হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যোরা আটকিত লম্বাথ গ্রাম বাসিদিগকে নিরস্ত্র করা হইতেছে। ঘাটিতে [illegible] ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতেছে, তাহাদিগের উপর উপদ্রব হইতেছে। [illegible] ৬ জন হত্যা হইয়া নিজ নিজ বৈরী বধ করিতেছে।

জেনরল রবর্ট কাবুল জেলারলগণের আসিয়া আসিবেন। আবার তাহাদের নিকটে হইতে বড় আসিবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৯ এ জুলাই। [illegible] [illegible] কয়, তাহা একণে ঠিক হইয়াছে। আয়ুব খাঁ [illegible] খাঁ সাহায্যে নিযুক্ত আছেন।

কান্দাহারে [illegible] কতকগুলি আফগানি [illegible] [illegible] [illegible]

হইয়াছেন। কিন্তু আমির হইতে হইলে অন্য তিনিদের সহিত সহযোগ থাকিলে চলিবে না, তার নিকের দল পৃষ্টি করিতে হইবে। তিনি শীঘ্রই লিজে উপস্থিত হইয়া হাজে [illegible] ইত্যাদির ও কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিবেন।

সেনার অর্থাৎ [illegible] সৈন্য বিদেশী হইল, তাহাদের [illegible] প্রত্নবাসিগণ ও বিগড়িছে। [illegible] ডেলিগ্রাফ আসিয়াছে, হাতে কাবা [illegible] কাবুলের নিকট শান্তি [illegible] অধিকৃত [illegible] তাঁর অধারোহিগণ [illegible] পরিবর্জন করিয়াছে। তাঁহার সৈন্য বোধ করিয়াছিল অনেক আছে।

বোম্বাই [illegible] ১৫ জুলাই। টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া নামক [illegible] সংবাদ পাইয়াছেন যে বড়ুয়া [illegible] প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া [illegible] অধিকারে অধীন পদে অভিষিক্ত হইবেন।

কাবুল ১৬ ই জুলাই। অনেক দিবস পরে কাবুল নগরে শান্তি স্থাপন হইয়াছে। সমবেত সর্দারগণ ইংরাজদিগের হাতে বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগের হাতে [illegible] কর্ণেলটারীর নিকট দূত পাঠান। ইংরাজেরা [illegible] দিগকে আবদুল রহমানের নিকট যাইতে বলে। উহারা চারিজন সঙ্গে করিয়াছেন। যখন শুনা যায় আবদুল রহমানের সহিত মিলিত হইতে চেষ্টায় আছেন, তখন বোধ হয় শীঘ্রই কাবুলে স্থাপিত হইবে।

বড়ুল রহমানই কাবুলের আমীর হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯শে [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৫ মাসের ছুটী পাই [illegible]

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৫ মাসের ছুটী

অধুনি সমবেত রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত একত্র হইয়া সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

আফগানদিগের ক্ষতি পূরণ বাবস্থা কমন্স হাউসে উত্থাপনার্থ পরিত্যক্ত ও বিলম্বিত হইয়া গিয়াছে।

বিয়েনা ১০ এ জুলাই। অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের তুরস্কস্থ দূতকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাঁহারা বার্লিন কনফরেন্স সভার মতানুযায়ী সকল কার্য্য করিবেন। তুর্কি ব্রিটিশদিগের সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন, সমুদয়ের সমস্ত কার্য্য হওয়া চাই। উক্ত গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষেই থাকাতে বার্লিন সন্ধিপত্রানুযায়ী কার্য্য করেন, তদ্বিষয়ে দূতকে নির্দ্দেশ সকলকে ঠেই করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ এ জুলাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসুতোদিগকে নিরস্ত্র করিবার যে উদ্যম হয়, অনেক স্থানের লোকে তাহাতে বাধা দিতেছে। তাহারা যে শুদ্ধ অস্ত্র ত্যাগ করিতে অসম্মত এরূপ নহে তাহারা অগ্রগামী বাসুতোদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

ডেলি টেলিগ্রাফ এক টেলিগ্রাফ প্রকাশ করিয়াছেন যে গ্রীকেরা সৈন্য চালনার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছে এবং গ্রীস সৈন্য সুসজ্জিত করিবার জন্য ফ্রান্স হইতে এক মিলিটারি কমিশন যাইতেছে।

লণ্ডন ১২ এ জুলাই। বাসুতোলাণ্ড নামক স্থানে ইংরাজদিগের যে রেসিডেন্সি আছে,এই মাসের ১৯ এ পর্য্যন্ত তাহা আক্রান্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যক্তি লণ্ডনে আছেন,অদ্য তাঁহারা ভারতবর্ষের দুর্ভীক্ষ নিবারণার্থ ও অস্ত্রবিষয়ক আইন পরিবর্ত্ত করিবার এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট করিবার প্রস্তাব করিয়া ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হার্টিংটনের নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে ঐ আবেদনের অসিকারাংশে নিজ সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন, পুনঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন আইন করিয়া দিয়াছেন, তিনি তাহার সকল পরিবর্ত্তনে সম্মত হইতে পারেন না। উক্ত আইনের কোন কিরূপ হইয়াছে তাহা বহুপূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য। তাহার পর যদি আবশ্যক বোধ হয়,তবে করা হইবে। লর্ড হার্টিংটন এতদ্ব্যতীত করিয়াছেন কি বিষয় বলেন ভারতবর্ষীয় বেলাইন্সার সাহায্য আইনটী রহিত করা হয়। তবে অস্ত্রবিষয়ক আইন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ বিষয়ের তিনি বিবেচনা করিবেন।

লণ্ডন ১২ এ জুলাই। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন, ইংলণ্ড আফগান যুদ্ধ ব্যয়ের কতদূর ভারবহন করিবেন,তিনি সোমবারে সে কথা ব্যক্ত করিবেন।

অদ্যকার গবর্ণমেণ্ট এই কথা কহিয়াছেন জেনরল রবিন ব্লাক কনষ্টান্টিনোপলে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে সন্ধির সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

আমাদিগের এ প্রদেশে ভালরূপ বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্য রোপণের অসুবিধা হইয়াছে। এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হইলেও রোপণ কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে। আশানুরূপ বর্ষণ না হওয়াতে প্রজাপতীরা কৃষকগণ চিন্তিত হইয়া ভবিষ্যতের আশঙ্কা করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে গোলাগড় নিবাসী যে পাগলটী একটী সধবা রমণীকে কোদালি দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, অদ্যকার দায়রায় তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। মকদ্দমার ফল পরে প্রকাশ করিব। আসামী নিম্ন আদালতে জবাব দেয়, উহাকে (ঐ স্ত্রীলোকটীকে) না মারিলে আমার স্বর্গ সাধন হয় না। এবং আমিই বা নিপাত হই কি সে। এক্ষণে জজ সাহেবের নিকট করিয়াছে, আমি ভাগলপুরে মরিয়াছিলাম।

সম্প্রতি বীরভূমের গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ঘোষ মহাশয় হুগলীর কলেজের পঞ্চম শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন। কেদার বাবু নিতান্ত অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতি লোক। গণিত বিদ্যায় ও ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

৮ নং ডাউন মেল ট্রেণে পাণ্ডুয়া ষ্টেসনে বরাবর তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দেওয়া হইত। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ ঐ ট্রেণে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দিবার বন্দোবস্ত করাতে নিম্ন পাণ্ডুয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী ইলছোবা মোগলাই, হাসপুর, সরাই, কল্লিনী, কামগাম প্রভৃতি চল্লিশ পঞ্চাশ খানি গ্রাম নিবাসী ব্যক্তিগণের পাণ্ডুয়ার ষ্টেসন হইতে হুগলী, শ্রীরামপুর, হাবড়া ও কলিকাতা যাইবার অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। শুদ্ধ ইহাই নহে এতদ্দ্বারা রেলওয়ে কোম্পানীর আয়ও বিলক্ষণ কমিয়া যাইতেছে। ঐ ট্রেণ যদি পূর্ব্বের ন্যায় পাণ্ডুয়ায় থামান হয় অথচ তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট দেওয়া হয় তাহা হইলে কারণ কি? বিবেচনা করিয়া বোধ হয় রেলওয়ে কোম্পানীর তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণের নিকট হইতে অধিক আয় হয়। আমরা প্রায় প্রতিদিন পাণ্ডুয়া হইতে এই লাইনে বিশেষরূপ উপলক্ষে গমনাগমন করিয়া থাকি। আমরা জানি কোন কোন দিন ঐ ৮ নং ডাউন মেল ট্রেণে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী হয় না। কেবল তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহী হইয়া থাকে। গার্ডের মত গাড়ী সেই দল নিশ্চিত প্রথম হইবে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই একজন যাত্রীমাত্র যদি থাকে তবে লওয়া হইবে না; গাড়ী অমনি অমনি চলিয়া যাইবে অথচ বলবৎথাক তৃতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহিগণকে লওয়া হইবে না। রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের এই নূতন নিয়ম করার তাৎপর্য্য কি? এতদ্দ্বারা প্রতিদিন অধিক নহে ১০ টাকার হিসাবে ঐ কোম্পানির প্রতি মাসে ছয় শত টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রেলওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ী লোকানদার, যাহাতে লাভ হয়, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক জন স্বর্ণ বণিক এক খান মোহর বিক্রয় করিয়া ।০ আনা লাভ করাতে লাভবান হয় না। দশ সহস্র মোহর অল্প পয়সার হিসাবে লাভ করিয়া লাভবান হয়। আমরা ভরসা করি রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণের অসুবিধাকর নিয়মটী রহিত করিয়া পূর্ব্বের মত নিয়ম করিয়া আপনারাও লাভবান হউন।

মুঙ্গের।

এ বৎসর মুঙ্গের ও ভাগলপুরে সর্পের পাদুর্ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী বোধ হইতেছে। ভাগলপুরে একটী বাসা হইতে সাত গণ্ডা ডিম ও পোনেরোটা বাচ্চা সাপ বাহির হইয়াছে, বাড়িটীতে অন্যাদি পাওয়া যায় নাই বোধ হয় সে পলায়ন করিয়াছে। ইতি পূর্ব্বেও ঐ স্থানের অন্য একটী বাসা হইতে ঐ প্রকার সর্প ডিম্ব ও ১৪ টা সাপ বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি মুঙ্গেরে একটী দুগ্ধপোষ্য বালক ও তাহার পিতা এবং মাতার এক সঙ্গে এক রাত্রে সর্পাঘাত হইয়াছে। উহারা স্ত্রী পুরুষে মশারি টাঙ্গাইয়া ছোট ছোট সন্তান রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল নিদ্রিত অবস্থায় প্রথমে স্ত্রীটির পরে পুরুষটীর সর্পাঘাত হয়। পুরুষটী প্রথমে "কি কামড়াইল" বলিলে স্ত্রীটি কহে "আমাকে কিসে কামড়াইয়াছে" পরে অল্পক্ষণ কথোপকথনের পর উভয়েই মানবলীলা সম্বরণ করে। ছোট ছোট পুত্র দুটীকে অন্য রাত্র অবস্থায় চিরনিদ্রায় নিদ্রাভিভূত করিবার অভিপ্রায়েই হউক বা জলপিপাসার স্থল রক্ষার জন্যই হউক শয়ন আর গ্রহণ করেন নাই। হাঁসপাতালে পরীক্ষার সময় স্ত্রীলোকটীর পেটে চিরিয়া মৃত ছেলে বাহির করা হইয়াছিল।

এখানে এক ব্যক্তি মাতুল হইয়া অন্য মাতুলকে এরূপ প্রহার করিয়াছে যে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে জীবন রক্ষা হয় কি না সন্দেহ। যা হইতে আমাদের গবর্ণমেণ্টে অনেক প্রকার আয় হয়। যথা প্রথমতঃ লাইসেন্স দিবার সময় স্ট্যাম্পের মাশুলী করিলে বৎসরান্তে ইহার আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত অধিক হইবে। কিন্তু সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ কুলাচার পরিত্যাগ করিয়া মারক দ্রব্য যেরূপ পদ্ধতিতে এক কালে রহিত করাই কর্ত্তব্য। যখন একজন আফিমখোর, টোনা গবর্ণমেণ্টকে অফিম কিনিয়া খাইতে দিবে না, তখন সেবনে লাইসেন্স অকর্ত্তব্য হইতেছে। আমিয়া ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে আফিম আমদানী না হয় তাহা বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে এবং ঐ বিষের পরিবর্ত্তে ঐ সাম্রাজ্যের ও চীনদেশের প্রজা অনায়াসে সস্তা পদার্থটীর ব্যবহার করিতে পারে। ভগবান্ এ

বিলাতের ভামাদপুর হইতে মাতাদের ঐ বাবু বৈদ্যনাথ চাটর্জ্জী ও পাদ্রি বিনকক্ষ ইহারা শীঘ্র পাঁচ ছয় জন সাহেব সঙ্গিনে লোক সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়াছিলেন; ইঁহারা প্রথমে মুঙ্গের আসিয়া সভায় উপস্থিত হইলে এখানকার নব্য সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়া সাদরে সম্ভাষণ করিলে আমাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। উক্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে নাচক ইতিপূর্ব্বে যাহারা দিয়া গানাদি ও বক্তিতাদি করিয়া ছিলেন কিন্তু কৈলাস বাবু ও বিনকক্ষ বাবু অনেকেই বিমুখচরিত্র হইয়াছেন এবং সমস্তেরই মনোনিবেশ করিয়াছেন। সাধারণে লোকের নব্য সম্প্রদায়ের উপস্থিত করিতে পারিলে খ্রিষ্টিয়ানি ধর্ম্ম অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে এবং তাহারা ধর্ম্ম করিবারাদি পালন করিয়া জীবনের অন্যান্য কার্য্য সাধন করিতে পারিবে। আমাদের এ দেশের একপ সাধু সম্প্রদায় জন্য উক্ত [illegible] ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

একটী সামান্য বিষয় লইয়া বার বার তর্ক ও তর্ক করিলে ক্রমে সেটী গভিরতে বিষম হইয়া পড়ে। দেশীয় কমিশনার নিয়োগ সম্বন্ধে আপনার জামালপুরস্থ সংবাদদাতার প্রতিবাদ ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাল্পনিক বা অসাধারণ বিবরণে কেহ সহসা অসত্য করিতে পারে না। তিনি আমার সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বালকোচিত হইয়াছে। তিনি আমার উপদেশ মত যেখানে কমিশনারদিগের নিকট বা প্রকাশ্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সাক্ষ্যে তদন্তসন্ধান না করিয়া মিউনিসিপলে আফিসের ক্লার্ক বা ডাক্তারসিয়াহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেবল তাঁহারা অফিসের কতকগুলি নিয়মিত কাজ ভিন্ন ঐরূপ ব্যাপারের সংবাদ কোথা হইতে দিবেন? কর্ত্তৃপক্ষদিগের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী কি আফিসেই সম্পাদিত হইয়া থাকে? আমরা বলিয়াছি যিনি যদি নিতান্তই নিম্ন কৌতূহল নিবারণ করিতে চান, তবে আরও একটু উচ্চ স্থানে অন্বেষণ করুন, অবশ্যই সত্যের সন্ধান দেখিতে পাইবেন। পত্রপ্রেরকের নাম প্রকাশ করি নাই ও করিব না। তিনি বলেন "এখানে যে যে ব্যক্তি হওয়া উচিত ছিল" তাহা আমরা কি রূপে লিখিব, আমরা এক ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের বাস জানি না, যদি আপনার জামালপুরের সংবাদদাতার নায় বাকসর্ব্বস্ব হইয়া প্রতিবাদ করিতাম তাহলে সাক্ষ্য অসম্ভব ছিল না। আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এই সামান্য বিষয় লইয়া আর বৃথা তর্ক করিব না কিন্তু তাঁহার অবথা-প্রলাপের সহিত লিখিলাম মনে। বাহুল্যভয়ে আর লিখিতে পারি না। আমরা ডাইরেক্টরেটবর্ত্তমান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তিনি মুঙ্গের সংবাদদাতার পরিচয় বা ঠিকানা জানিবার জন্য তাহাকে নিকট অনুসন্ধান করেন নাই ও তাঁহার কৈফিয়তেরও প্রয়োজন নাই। বোধ করি মুঙ্গেরস্থ সংবাদদাতা এই মহাত্মাটী তাঁহার অজ্ঞাতে অনুগ্রহপূর্ব্বক সহসা কোন সামান্য অধিবাসীর উপর কলম চালাইয়াছেন। অথবা যদিও তাহাকে ইতিমধ্যে কোন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিয়াথাকেন, তাহাও হয় নাই বলিয়া বোধ হয়, নতুবা পরিচয়ে কৌতূহল নিবারণার্থ [illegible]

শান্তিপুর।

এ [illegible] শান্তিপুরে [illegible] পাকাবাড়ী [illegible] হইয়া গিয়াছে। বড় গোস্বামী [illegible] খানি সামান্যরূপ চাদর নাই, কিন্তু ইংরাজেরা [illegible] হয় খানি সোণা ও [illegible] চুরিয়াছিল। যাহা হউক ইহাতে [illegible] কিন্তু ঘটনাটী যেমন বড়, সেইরূপ অনুসন্ধান [illegible] প্রতিবাদের ইহার দোষ দেওয়া যায়, কয়েকটী অমানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার স্থলে [illegible] বড় গোস্বামীদিগের বস্ত্র খানি [illegible] ইংরাজদিগের সোণা ও [illegible] বোধ হয় [illegible] সাহস হয় নাই। কিন্তু [illegible] হইয়াছিল [illegible] গাছাইদিগের বস্ত্রখানি [illegible] চাদরাকারে [illegible] এখনও বড় গোস্বামীর [illegible]

লোকারণ্য হইয়া উঠে এবং দোকানদারেরা রথো খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছে। স্থানীয় পুলিস, বিশেষ সতর্কতার সহিত রথের দুইদিন শান্তিরক্ষা করাতে দাঙ্গা, ছুরি অথবা অন্য কোন উপদ্রব সংঘটিত হয় নাই। রথের ২। ৩ দিন পূর্ব্বে ঘুড়ি উড়াইতে ছাদের উপর হইতে একটী বালক নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সাংঘাতিকরূপে আহত হয় নাই। রথের পরদিন আর একটী বালক গাছের উপর ঘুড়ি ধরিতে উঠিয়া পড়িয়া যায়। ভাগ্যবশতঃ তাহার বামহস্তের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্রেয় তাহা কাটিয়া দিয়াছেন ও প্রতিদিন বিনা-ব্যয়ে উহার নিয়মিত চিকিৎসা করিতেছেন। একপ জনশ্রুতি যে, উক্ত বালকটী দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতেছে। ডাক্তার বিপিনবিহারী অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী।

এই শ্রাবণ সোমবার হইতে এখানে স্থায়ীন বিচারালয়ের বিচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস বাবু মহেশচন্দ্র ন্যায়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য, ও বাবু মধুসূদন সান্যাল বিচারকার্য্যে ব্রতী হন। স্থায়ীন বিচারালয়ে কিরূপ প্রণালীতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা স্বয়ং কাছারীতে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু বিচারপ্রণালী দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছি। ঐ দিবস যে মকদ্দমাটী প্রথম বিচারিত হয়, তাহা অতি সংসামান্য, কিন্তু অপরাধী স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়াও অব্যাহতি পাইয়াছে। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা প্রথমতঃ তাঁহাকে অপরাধী স্থির করিয়া দণ্ডদানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট তথায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মকদ্দমার অবস্থা ও আইন অনুসারে কখনই দণ্ডনীয় হইতে পারে না। ঐ দৌকায় পড়িয়া সরলচিত্ত প্রস্তাবিক চাকিমেরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, মকদ্দমা আসামী বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইল। অনন্তর অন্যে পরিদর্শিকীয় বেঞ্চ ক্ষুদ্র লোক সমবিচারের ক্ষুদ্র বোধ করিবিধি আইনের ভয় দেখাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া বিচারপরিদিগকে ভুলাইয়া দিলে তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে, তাঁহাদের এক বিচারটী অবিচার হইয়াছে; কিন্তু আদালতের ভ্রমসংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অসমর্থ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না। বাদী ঐ বিচারের প্রতিকারে আপীল করিবার জন্য ষ্টাম্পিক কাগজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে। ফলতঃ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা যে প্রণালীতে বিচারকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর ও অসম্পূর্ণ। অতএব তাঁহাদের উচিত যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি দণ্ডবিধি ও সাক্ষ্যের আইনখানি ইতিমধ্যে পাঠ করিয়া বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, এবং নিতান্ত বাঙ্গালা অথবা ইংরাজীরসের মকদ্দমার অবস্থা ও ধারাদি লিখেন, নতুবা তাঁহাদের কৃত বিচারের প্রতিকূলে যথাস্থানে আপীল হইলে বিব্রতাক্রান্ত বাহির হইয়া পড়িতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কৃত্তিবাসের বারইয়ারীপূজার ভারি ধুমধাম পড়িয়াছে। পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগীশ বিনা পণে পূজার দিন ধার্য্য করেন, একত্রিবদন প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের পূজায় নৃত্যগীতের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমদিনের পূজায় কতদূর গড়ায় তাহা দেখিয়া পরে লিখিয়া পাঠাইব। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, প্রত্যাবিত বারইয়ারী পূজা উপলক্ষে ভাঁতীমহলে বলের সহিত চাঁদার টাকা আদায় করা হইয়াছে। কারণ, শ্রীপাঠ শান্তিপুরে ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন না করিলে চাঁদা আদায় হয় না; ফলতঃ বারইয়ারীপূজায় ও নৃত্যগীতে স্থানীয় লোকের যেরূপ অচলা ভক্তি, দেশহিতকর কোন বিষয়ে ঐরূপ ভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলে সবিশেষ উপকার দর্শে কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে ওসকল বিষয়ে কাহারও অকৃত্রিম ভক্তি নাই।

পোষ্ট আফিসে মণিঅর্ডর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে লোকের বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টেরও উহাতে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন হইতেছে। বর্ত্তমান জুলাইমাসে সব পোষ্ট আফিস শান্তিপুরে অনুমান পাঁচ হাজার টাকার মণিঅর্ডর আসিয়াছে। অবশিষ্ট কয়েকদিনে আরও অনেক টাকার মণিঅর্ডর আসিবার সম্ভাবনা। মণিঅর্ডর প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে সব পোষ্টমাষ্টার বাবুকে দিবানিশী পরিশ্রম করিতে হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার পরিশ্রমানুরূপ বেতন হয় নাই। তাঁহার সহকারী একজন ক্লার্ক মাসিক দশটাকা ও তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সব পোষ্টমাষ্টারবাবু মাসিক চল্লিশ ও ক্লার্ক বাবু মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পাইলে সমুচিত বিচার হয়।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	বাবু রঘুনাথ দাস মহাপাত্র—সুরাগড়	১৩
"	" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা	৫৩
"	" গৌরমোহন নন্দী—চাইবাসা	৮
"	" রাধানাথ রায়—জলপাইগুড়ি	৫৯
"	" রাধালাল মিত্র—দিনাজপুর	৮
"	" চন্দ্রশেখর সান্যাল—বরকন্দাজপুর	৮
"	" বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট কলিকাতা	১৩
"	" ম [illegible] নাথ—কলিকাতা	১৩
"	" [illegible] গোপাল—বিষ্ণুপুর	
"	" ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পুরিয়া	৫
"	" বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—দার্জ্জিলিং	৮
"	" সাকচন্দ্রনাথ রায়—ঘোড়াসাঁকো	৫৪
	হরিপুর—রিডিংরুম	৮৫

পত্র প্রেরকের প্রতি।

সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ অথবা সংস্কৃত পদে কিছু লিখিতে বলা নাই।

বেনামীতে সংস্কৃত পত্র প্রেরক নিজ পত্রে নাম ধাম লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। পত্রখানি আদ্যোপান্ত রীতিক্রমে বিনীত ভাবে লিখিত হয় নাই।

সংস্কৃতোপাধিপরীক্ষা সংক্রান্ত পত্রখানি অতি দীর্ঘ বলিয়া যে কেবল পরিত্যক্ত হইল এরূপ নয় পত্রপ্রেরকের ছন্দোগ্রন্থে দৃষ্টি নাই, তাহাতেই তাঁহার বিষম ভ্রম হইয়াছে। ছন্দোগুরুকারেরা পাদাক্ষর সমুদয়ের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয়! ২৯ এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশের সংবাদ স্তম্ভে "খ্রীষ্টীয় বান্ধব" পত্র হইতে 'নাস্তিকতা' শীর্ষক প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনি তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ পত্রোল্লিখিত যুক্তি নিতান্ত অবিশ্বাসকর। ভারকাশ্বরকের প্রষ্টা স্থির করিতে যাইয়া যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঈশ্বরের সৃষ্টা কে? যদি এ কথার কোন সদুত্তর না পাওয়া যায়, তবে জগতের অনাদিত্ব স্বীকার করাই শ্রেয়ঃ। নাস্তিকদিগের অবমাননা করণোদ্দেশে খ্রীষ্টীয় বান্ধব সম্পাদক যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, নাস্তিকেরা ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে অধিকতর সুকৌশলপূর্ণ মনোহর গল্প রচনা করিয়া তাঁহাকে সদাশয়গণের বিদ্রূপাস্পদ করিতে পারেন। মনুষ্যের হস্তে পতিত হইয়া সিংহচিত্রও বিকৃত হইয়াছিল। এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইত্যলং।

একান্ত বশংবদ
শ্রীঅবিকারী দাস।

কালীঘাট হিতসাধিনী সভা।

কিছুদিন গত হইল, এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সামাজিক কুরীতি নীতি সংশোধন, সনাতন আর্য্যদর্শের আলোচন, ৺ কালীমাতের যাত্রীসমূহের অত্যাচারাদিনিবারণ এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠান করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বিগত বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভা একটী অপূর্ব্ব প্রীতিপ্রদ কার্য্য করিয়াছেন। আমরা [illegible] দেখিতে পাই, অনেকে

[illegible]

গোলাপ জলে, ফুলেল তেলে
চেলা মাথা করেন চেলা!
হলে রক্ত মাখা, [illegible]
চোখ বুজে ধন তামাম চেলা!

কিন্তু সুখের বিষয়, হিতসাধিনী এই এক চক্ষু মন্ত্রে দীক্ষিত নন। ঐ দিনে সাদ্ধ পঞ্চশতাধিক দীন দরিদ্র অনাথগণ সভার প্রসাদে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি পাইয়াছিল। এই অনাথ ভোজনের প্রবর্ত্তয়িত্রী অদ্যতন শিবভক্তিপ্রবাহিনী সভাকে এস্থলে অবশ্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। হিতসাধিনী নিয়মিত ও অভ্যাগত অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণেরই যথোচিত এবং যথাসাধ্য মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বর্ষত্রয় হইল, এই সভার জন্ম হইয়াছে, কিন্তু এই স্বল্পকাল মধ্যে সভা অনেকগুলি হিতকর কার্য্য করিয়াছেন। সভার প্রসাদে কালীবাটীর অত্যাচার বহুল পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কমিলে কি হইবে।

যেখানে—
এক কাঙ্গের চাষার কাজী,
সেখানে—কেউ কারু নয় কথায় রাজি।

এই জন্যই অত্যাচার গুলি কমিয়াও কমিতেছে না। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য সভার প্রসাদে একটী নব্য শ্রেণী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষকগণ এস্থানে স্বল্পব্যয়ে সুন্দরকপ ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছে। তদ্ব্যতীত একটী রীতিমত সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য সভা স্বয়ং পরম চেষ্টিত আছেন। কিন্তু অর্থাভাবে সেটী সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না। ভরসা করি, দেশহিতৈষী মহাত্মারা স্বীয় স্বীয় ধনের কিয়দংশ বিনিয়োগ করিয়া এই সৎ কার্য্যের বিঘ্নের আশঙ্কা করিবেন। ইতি।

গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক।

গ্রন্থকার ও পত্রিকা সম্পাদক কিরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদের কার্য্য কি, তাঁহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত।

সাধারণের প্রকৃতি, মনুষ্য স্বভাব এবং পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণই সমাজের নায়ক, সমাজ উন্নতির মূল। তাঁহারাই অনাহারে রাত্রি ও পরিশ্রমে সমুদয় অতিবাহিত করিয়াছেন, সমাজ সমক্ষে বর্ত্তমান সভ্যতা মাহিত ও উচ্চ অবস্থায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। আদিম অবস্থায়, মনোরা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মনুষ্য [illegible] ছিল। তখন বিদ্যালোক অতি ক্ষীণ এবং সর্ব্ব বিষয়ের [illegible] হীন, অসভ্য ও অপ্রশস্ত ছিল। তখন লোকের [illegible] অতি নীচ এবং শাসন প্রণালী নিকৃষ্ট ছিল। কি প্রত্যেক বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ বিশিষ্ট কিংবা মনুষ্য সৃষ্ট হইতেছেন। প্রথম হইতেই এক এক বিষয়ে বিশেষ অনুরক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, ক্রমশ সূক্ষ্ম নিয়ম ও উচ্চলক্ষ্যে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারাই গ্রন্থকার এবং তাঁহাদেরই অসামান্য যত্নে ও শ্রমে, মনুষ্য পুরাতন, অজ্ঞ, অসভ্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্য ও সজ্ঞান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদের জীবন ও কাহিনী অবগত আছেন এবং এক এক বিষয়ে কত সময় ও পরিশ্রম অর্পিত হইয়াছে, ভাবিয়া চমৎকৃত হয়েন। আর্য্য ঋষি এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পর্ব্বতাকার ক্রমে, মন্থন্তিষ্ক ও গবেষণা তত্ত্বে সমগ্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সকল দেশেই এইরূপ লোক নিযুক্ত আছেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে নানা তত্ত্ব আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন এবং ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল ও মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তি প্রকাশ করিতেছেন। এক মাত্র সমাজের উন্নতি ও ঈশ্বরের শান্তির নিমিত্ত তাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করিতেছেন এবং দিন দিন নূতন সত্য ও সূত্র সকল প্রকাশ করতঃ মনোবিজ্ঞান, শারীর বিদ্যা, পদার্থতত্ত্ব, শিল্পবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, এবং সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতিষ, চিত্র, সঙ্গীত, প্রভৃতি শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের জীবনী নিঃস্বার্থ ভাব উদার নিয়ম প্রণালী, বিমল দয়ালুতা, ও সত্য [illegible] আছে, অসীম মানসিক শক্তি এবং অনন্যমনা [illegible] ও অন্যান্য চিন্তা করিলে হৃদয় নীরব এবং [illegible] আনন্দ, বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা রসে [illegible] তাঁহাদের সমাদর ও প্রশংসার যথা [illegible] ও সাধুবাদ।

কোন গ্রন্থকার ঐতিহাসিক বিষয় সকলের [illegible] একটী ঘটনা সম্বন্ধে ভ্রান্তিক থাকেন, তাহাদের [illegible] ও ঘটনার রূপে চক্ষুস্থিত বিবেচনা করেন এবং [illegible] ও সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য [illegible] ও পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রন্থের আকারে [illegible] সমাজে পাঠান করেন। ইহাই তাঁহাদের কার্য্য [illegible] এক মাত্র ব্রত। এ নিমিত্ত তাঁহারা আত্মসুখ [illegible] ত্যাগ অনুভব করেন এবং [illegible] সাধ্য কার্য্য [illegible] থাকেন চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ তাঁহারা ইতি ও [illegible] অনুসন্ধান

বিষয়ে লিখিতে বা মত প্রকাশ করিতে অভিলাষ করেন, তাহার হিতবে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়েন এবং বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়া সুন্দররূপে তাহা আয়ত্ত করেন। এ নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহারা সমস্ত পুরাবৃত্ত পুস্তক অধ্যয়ন করেন। অনেকে অসার অসত্য মনে করিয়া পুরাতন পুস্তকে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং কেবল বর্ত্তমান সময়েরই কথায় অধিক মন করেন, কিন্তু ধীর ও চিন্তাশীল লেখক কিছুই অবহেলা করিতে পারেন না। তাঁহারা সকল সময়ের পুস্তক দর্শন করেন, নিতান্ত অসার ও অশ্রদ্ধেয় না হইলে সমস্ত পাঠ করেন এবং তত উপকার লাভ করিয়া থাকেন। তিনি যত দিন পৃথিবীমণ্ডলে থাকিবেন, অগ্রবর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের নিকটে তাঁহাকে ঋণী থাকিতে হইবে। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে সমস্ত মহাত্মারা বহু বৎসরে বিনি একটী নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত চিন্তাশীল এবং প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা পাইয়াও উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের সাহায্য না লইলে কখনই সমস্ত জীবনে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আবিষ্কারক উপাদানেতিহাসের সমস্ত পুস্তক, পুস্তক অধ্যয়ন করা এবং রীতি নীতি অবগত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশিষ্ট রূপ অনুভব করেন। তাঁহাদের গ্রন্থ সাহিত্য সংসারে একটী নূতন সৃষ্টি হইবে কি না, তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন, অন্যের পূরণ এবং ভ্রম দোষ কাটিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে তাঁহারা উত্তম রূপ বিবেচনা করেন। তাঁহার এইরূপে সমাজের আবশ্যক গ্রন্থ সাহিত্যের উন্নতি ও তুষ্টি সাধিত হয় না, এরূপ অসার ও অনাবশ্যক পুস্তকে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া কখন সাধারণের উপকারাস্পদ হন না।

তৃতীয়তঃ, তাঁহারা তাঁহার উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপন করেন, এবং রচনার প্রীতিকারিতা বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়েন। এ জন্য তাঁহারা তাঁহার লেখার অধিক সময় যাপন করেন এবং সর্ব্বদা বিজ্ঞ ও সুধী লোকদিগের পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করেন। পড়িবার এবং ভাবিবার অধিকারী হইয়া তাঁহারা যাহা লিখিতে ও জানাইবার লিখিয়া থাকেন তাহা পাঠকবর্গকে আনন্দের সহিত তাঁহাদের লেখা পাঠ করেন।

সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, পরিশ্রম সহজ ও অল্প হইয়াছে। কোন কর্ম্ম সাধন করিতে পূর্ব্বে যত পরিশ্রম আবশ্যক হইত এবং তাহা যেরূপ কঠিন বোধ হইত, শিক্ষা ও বিবেচনার উৎকর্ষে এক্ষণে তাহাতে তত পরিশ্রম আবশ্যক করে না। পরিশ্রমও সেরূপ কঠিন বোধ হয় না এবং কর্ম্মও অধিকতর সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। লেখার সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে। সুশিক্ষিত ও সারবান্ লেখক কখন অধিক ও অনাবশ্যক কথা লিখেন না। দীর্ঘ সমাসযুক্ত ও অপ্রসিদ্ধ শব্দের ও বাক্যের আদর করেন না। তাঁহাদের কার্য্য অভিপ্রেত বিষয়ের আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব নিরূপণ করা এবং পরিষ্কার চিত্র অঙ্কিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে তাহা স্থাপন করা, তাঁহাদের কার্য্য সাধারণের মনে প্রবেশ ও হৃদয় অনুভব করা, এবং যাহাতে তাহারা আকৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়, তদনুরূপ বর্ণনা করা। বহু সময় ও পরিশ্রমে অসার নীরস ও কুৎসিত দ্রব্যে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করা তাঁহাদের কার্য্য নহে। তাঁহারা প্রায় অল্প লিখেন কিন্তু ভাব অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কৃত রূপে প্রকাশ করেন এবং সর্ব্বদা প্রকৃতির অনুবর্ত্তী থাকেন। তাঁহাদের আত্মপূর্ণ তেজোময় রচনা হইতে অগ্নি নির্গত হইতে থাকে; তাহা একবারেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং শিরায় শিরায় ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে কম্পিত ও উত্তেজিত করে। অঙ্গ সৌষ্ঠব, বল প্রয়োগাদি কারণে, কোন কোন স্থলে বহুল বর্ণনা আবশ্যক হইতে পারে, কবি সাধারণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত বহুল সাধু আপন অমূল্য গ্রন্থ পবিত্র হস্তে অর্পণ করিতে পারেন এবং অনুপম চিত্র প্রচুর বৃত্তান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক শোভন মালা রচিত করিয়া পাঠকবর্গকে সম্ভোষ করিতে দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ গ্রন্থের ভাষা যত সরল ও প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা অল্প পরিষ্কার ও অন্তঃস্পর্শী হয়, ততই সুন্দর। এমন অনেক পুস্তক আছে এবং তাহাতে এরূপ বিষয় লিখিত আছে, যাহা দশ খণ্ড গ্রন্থরূপে বর্ণিত হইতে পারিত এবং পাঠকবর্গেরও তত বিরক্তিকর হইত না।

চতুর্থতঃ, তাঁহারা অভিপ্রেত লিখির নিমিত্ত প্রচুর সময় অর্পণ করেন, এবং সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত থাকেন। নূতন ভাব সূচন পূর্ব্বক মূল গ্রন্থ রচনা করা, বহু আয়াস সাধ্য। অন্য কর্ম্মের সহিত বরং আর এক কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে কিন্তু এই কর্ম্মের সহিত অন্য কোন কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে কুশলতা ও মহত্ত্ব সম্ভব কিন্তু এ বিষয়ে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহারা কখন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন না, যখনে ও যেরূপে ইচ্ছা গ্রন্থ লিখিতে পারেন। দুই বিষয়ে কখন অভিনিবিষ্ট হওয়া যায় না। অভিনিবিষ্ট না হইলে কেহ কোন বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও ফল লাভ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জ্ঞান মহাসমুদ্র যখন পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাহা পার হইবার নিমিত্ত তীরস্থিত উপলখণ্ড সংগৃহীত হইতেছে মাত্র, তখন হিতৈষী বিদ্যারসজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার কোন অংশে নিযুক্ত থাকিয়া, কখন তাহাতে বিচলিত হন না, শক্তি থাকিতে কখন তাহা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা ধীরে ধীরে চেষ্টা করেন, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করেন, সর্ব্বদা অধ্যয়ন, চিন্তন এবং আবশ্যক হইলে পর্য্যটনাদি কর্ম্মে রত থাকেন, এবং যতদূর পারেন অগ্রসর হয়েন। সমস্ত উচ্চ ও সারবান্ গ্রন্থ এইরূপে রচিত হইয়াছে। কি বিজ্ঞানবিৎ কি ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক, কি রাজনীতিজ্ঞ কি কাব্য সাহিত্যকার, সকলেই এইরূপে আপন আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সময় এইরূপে যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেবল অধ্যাপনা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ তিনি সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কখন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে এই পরম-সুখ জনক, মঙ্গলকর কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। এক্ষণের শিক্ষকগণ কখন স্থির চিত্তে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে পারেন না। ক্রমাগত ১০ টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা এরূপ ক্লান্ত হয়েন যে তাঁহাদের অন্য কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না। হায় মধ্যাহ্ন পরিশ্রম নিমিত্ত তাঁহাদের পূর্ব্বাহ্ণ অপরাহ্ণ উভয় কাল বিনষ্ট হয়।

শুনিতে পাওয়া যায়, অমুক ব্যবসায়ী ও রাজ কর্ম্মচারী অমুক গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের গ্রন্থ বহু সময় ও চিন্তা সম্পাদিত নহে। তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থকার। অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া, কিম্বা কোন পুস্তক অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক লিখিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সমুদয় সময় অর্পণ করিলে এবং সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত নিযুক্ত থাকিলে, তাঁহারা অনেক সুন্দর পুস্তক লিখিতে এবং সাধারণের বহু উপকার সাধন করিতে পারেন! নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং মানসিক পীড়া নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা রুগ্ন অবস্থায় থাকিতে হয় না। যখন এক দিন এই অসার দেহের পতন হইবে সংসারের সুখ সম্পত্তি পড়িয়া থাকিবে, যদি এই দেহ দ্বারা স্বজাতির স্থায়ী উপকার সাধন এবং তন্নিমিত্ত চির বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, আর কোন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহিত হয়, তবে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য, তাহা না করা ও অক্ষয়কীর্ত্তি না রাখা, নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

অনেক স্থলে দেখা যায়, গ্রন্থকার ও সম্পাদক গ্রন্থ রচনা এবং পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু অর্দ্ধেক সময় ক্রীড়া ও হাস্যালাপে যাপন করেন। ইহা অতি জঘন্য এবং এ নিমিত্ত যে তাঁহারা উপহাসাস্পদ ও বিদূষকপ্রায় হন, আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাদের নামের ব্যক্তি কখন হাস্যালাপে সময় নষ্ট করেন না, এক দণ্ডের নিমিত্ত পুস্তক ও কাগজ ছাড়া থাকেন না। তাঁহারা কখন অধিক কথা বলেন না, বহু লোকের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। আমরা তাঁহাদিগকে অরসিক বা মূর্খদিক বলিতেছি না বরং তাঁহারা রস অধিক বুঝেন ও অনুভব করেন। কিন্তু তাঁহারা কখন লঘু আচরণ করেন না, যারা অনুষ্ঠান ভাল বাসেন না এবং নিতান্ত প্রকৃতির বাক্তিদিগের ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারেন না। বহু জনের মধ্যে থাকিতে বা হাস্যালাপে প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাঁহারা অস্থির হয়েন, দারুণ যন্ত্রণা বোধ করেন এবং তাহাদের হইতে অন্তর হইলে সুস্থচিত্ত হয়েন এবং শান্তিসুখ অনুভব করেন। যাঁহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসেন না, তাহাঁরা নির্জ্জনে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিবার নিমিত্ত আগ্রহ বোধ করেন না এবং ক্রমাগত ৮। ১০ ঘণ্টা কাল একাগ্র চিত্তে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হন না; তাঁহারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া, এবং সর্ব্বপ্রকার সংসার চিন্তা ও প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া, একমাত্র সাধারণের মঙ্গল কামনায় সমুদয় সময় যাপ্ত ও মনোনিবেশ করিতে পারেন না। যাহাঁদের অন্য কর্ম্ম করিতে বা অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে আন্তরিক বিরক্তি ও কষ্ট বোধ হয়, তাঁহাদের মূল গ্রন্থ লিখিবার কোন অধিকার নাই।

পঞ্চমতঃ তাঁহারা কখন সংসারে আসক্ত ও ইন্দ্রিয় সুখের বশীভূত হন না এবং সম্ভব পক্ষে অল্প ব্যয়ে সরল ও সাধু জীবন যাপন করেন। প্রকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তি কখন ব্যয় বৃদ্ধি করেন না, ভোগ বিলাসের নিকট যান না এবং যতদূর পারেন অভাব লাঘব করিয়া সংসারের শোক দুঃখ হইতে দূরে থাকেন এবং সকল বিষয়ে পুণ্যমনোরথ হয়েন। স্বাস্থ্য ভঙ্গহয়, আলস্য উৎপাদন করে মনঃসংযোগের ব্যাঘাত জন্মে, তাঁহারা কখন এরূপ কর্ম্ম করেন না। শুনা যায় অমুক গ্রন্থকার ও সম্পাদকের মাসিক ব্যয় পাঁচ শত টাকা। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস, ও মিষ্টান্নে প্রতিদিন পাঁচ টাকা খরচ হয়, দশ জন ভৃত্য পরিচর্য্যা করে, এক হাত উচ্চ গদির উপর শয়ন করে, সমস্ত রাত্রি টাকর পাখা টানে। কি আশ্চর্য্য! কাহারও প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে বটে, কিন্তু তাঁহারা কিছুমাত্র লজ্জিত হন না এক বারও ভাবিয়া দেখেন না যে তাঁহারা কি সাহসে কি বলে, এবং কি আশয়ে, এই গুরুতর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন? যাহাদের অধিকাংশ সময় ভোগ্য দ্রব্যের উদ্যোগে এবং আহারেই বাপিত হয়, অত্যন্ত উচ্চতা ও গুরুত্ব নিবন্ধন যাহাদের আহার সমস্ত দিনেও জীর্ণ হয় না, বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত নিদ্রা ভাঙ্গে না, পাক যন্ত্রের বিকার এবং উদরের পীড়ায় যাঁহারা দিবা রাত্রি অস্থির থাকেন, শয্যায় গড়াগড়ি দেন, অত্যন্ত স্থূলতা বা কৃশতা প্রযুক্ত যাহাদের শরীর অকর্ম্মণ্য এবং মন জড়তা প্রাপ্ত হয়, পাঠকগণ বিবেচনা করুন, তাঁহাদিগের কি পদার্থ আছে এবং তাহাদের হইতে কতদূর আশা করা যাইতে পারে? শরীর লঘু ও নির্ম্মল না থাকিলে, মন কখন সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিতে পারে না। বেলময় ভূতময় মলময় আকারে শরীর কখন লঘু ও সুস্থ থাকে না, মন পূর্ণ শক্তি ও স্ফূর্ত্তির সহিত কর্ম্ম করিতে পারে না, বরং দিনে দিনে অক্ষম অলস ও অবশ হইতে থাকে। চিন্তাই যাহাদের একমাত্র কার্য্য প্রকৃতির অনুসন্ধান এবং সত্য নিরূপণই যাঁহাদের একমাত্র ব্রত, এবং জ্ঞান মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নানা রত্ন পরিদর্শন করা এবং বিবিধ রত্ন সরকারে সমাজ ও সংসারের শোভা বর্দ্ধন করাই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, বস্তুতঃ তাঁহারা কখন দুই বেলা দুই পুরা চাউল এবং তৎসহ লবণ মরিচ ও সহিত সিদ্ধ আলু পরাভাউল বা আলু ভিন্ন এতদপেক্ষা অন্য ভোজ্য দ্রব্য অধিক ভক্ষণ করিতে পারেন না। তাঁহারা এরূপ দ্রব্য আহার করেন, যাহা দুই ঘণ্টায় দীর্ঘ হয়, যাহা দশ ঘণ্টায় অধিক নিদ্রায় পরিণত হয় না, যাহা প্রচুর রক্ত উৎপাদন এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ করে এবং যাহা হইয়া পরিশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহারা একরূপ শয্যায় শয়ন করেন, যাহা নিদ্রাভঙ্গের পর শয়নে থাকিতে ইচ্ছা হয় না এবং যাহা হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। উপরোক্ত এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদান করে। কি চিন্তাশীল কি পরমার্থিক কি পারিবারিক কি অন্যান্য জাতীয় উচ্চশ্রেণীর সাধুও গ্রন্থকার সকলেই এইরূপে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত পরিমিতাহারী; অল্পমাত্র লঘু আহার ও সামান্য সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ মহত্ত্ব ও উচ্চের আকর এবং হৃদয় মহিমাগিরির পরিপ্লাবিত ছিল। যাহা আড়ম্বর এবং সংসারের উৎসব হইতে বিনই হয় কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দের চির নিকেতন ছিল। তাঁহাদের হৃদয়ের শোভা ও সৌন্দর্য্য দিন দিন নূতন ও উজ্জ্বলতর প্রভায় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মর্ত্যেরা তাহা অনুভব করিবার অধিকার নাই। কিন্তু পুণ্যবান তাহা দর্শন ও অনুভব করেন এবং অনুভবের সহিত তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন।

গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণ উচিত বিষয় শুদ্ধির প্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকেন। গ্রন্থকার তাহার শ্রীবৃদ্ধি নিমিত্তই অধিক চেষ্টা করেন। তিনি যে বিষয়ে অভিনিবেশ আছেন ইতিপূর্ব্বে সে বিষয় তাঁহার সমবেত উপযুক্ত কি না, পরোক্ষভাবে বিষয় বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত রূপে বিবৃত হবে কি না, এবং ঐ আলোচ্য বিষয় নিমিত্ত তাহাদের নূতন সংস্কার আবশ্যক কি না, সময় ভূতাবে ঐ আলোচ্য তাহার কোন বিষয়ে নিকট, ইত্যাদি বিষয় তাঁহারা ক্ষতি সূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করেন এবং যত দূর পারেন নূতন লেখা ভাষার পরিমার্জ্জন এবং সংশোধন দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার সৃষ্টির সাধন করেন। সম্পাদকের কার্য্য তিন্নিধ বিভিন্ন: সাময়িক রীতি নীতি দেশীয় শাসন প্রণালী এবং সাধারণহিতের অন্যান্য বিষয়ের বিষয়েই তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি। দেশের অভাব এবং সময়ের প্রোত নির্ণয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা যত্নশীল। পুরাতন অপকৃষ্ট কুসংস্কারাদির মূল ছেদন করিয়া, তাহাদের স্থানে বিশুদ্ধ, সারবান ও প্রকৃত উচ্চ নীতি স্থাপন করা, ইহাদেরও স্থায় সম্পাদনিক কর্ত্তব্য কি কি অনুষ্ঠান আবশ্যক, কোন্ শ্রেণীর লোকদের কি কি অভাব পূরণ করা, ধর্ম্মপুস্তকাদিতে তাহা স্থান করিয়া দেওয়া, সংস্কারের প্রয়োজন নির্ণয় করিয়া তাঁহাদিগকে সুফল করা, অন্যান্য সম্পাদকদিগের সহিত ইতাদি নিয়োগে তাঁহারা সকলের সমান ব্যবহার করেন। কিন্তু কি কি বিষয়ের উন্নতি [illegible] অন্যান্য [illegible] দিগের [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] নিয়োগ করা, এবং [illegible] সম্পাদকদিগের [illegible] প্রকাশ করা [illegible] সম্পাদকগণ [illegible] বিষয়ে [illegible] করিয়া [illegible] সম্পাদকগণ [illegible] করিয়া [illegible] সম্পাদকগণ [illegible] করিয়া [illegible] সম্পাদকগণ

তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত। এতদিনে অধিক বলা অনাবশ্যক; [illegible] সাধারণের একমন, একতা, উদ্যম, উৎসাহ ও উৎসাহ [illegible] তাহা হইবার নহে। [illegible] মন্থরা চক্ষুর্দান [illegible] সন্তাবার অবসরে যাহা [illegible] ইহারা জ্ঞান ও বন্ধুত্বের নানা [illegible] করিয়া সুখভোগ এবং [illegible] শত শত উপায় ও উপকরণ [illegible] তাহারা মন্ত্রিত্বে মত্ত হইয়া [illegible] ভোগ করা পার্শ্বচারিদিগের [illegible] অবস্থায় কালযাপন করিবে, [illegible] আছে যে, তাঁহাদিগকে অন্তরের [illegible] ভক্তি না করে, শক্তি থাকিতে উপায় [illegible] ইহারা কারা ও শাস্তিদানের ভয় [illegible] হইয়াছেন, তাহারা বিজ্ঞান এবং [illegible] অনুশীলনে কাল যাপন [illegible] ইহাঁরা [illegible] সময় অতি অল্প বোধ হইবে, ইহাঁরা [illegible] হইয়াছে, এবং শান্তি ও মঙ্গলের [illegible] সমস্ত সুখময় উপকরণপুঞ্জ [illegible] হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের [illegible] অনুভব করেন, তাঁহারাই ইহাদের [illegible] ও নিষ্পাপকল্প মহানুভবতা একমন [illegible] ও প্রতিজ্ঞাপালী ব্যক্তি, তাঁহারা [illegible] উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] মান ও পূজা [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] সাধন ও ভক্তি করিয়া [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible]

বিস্তৃত বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।৵

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

ঝিনীরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৮ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট চিঠি করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১৮ ই জুলাই শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮০ ঐ ঝিনীরপুর ২৪ নং বাটী ঝিনীরপুর।

ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল!

৫৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সর্ব্বদা থাকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পাকস্থলির ভগ্নাবস্থা পুস্তকের সংগ্রহের বাক্স, শিশি, ডাক বাক্স ও বিদেশে ঔষধ প্রেরণের বাক্স সকল সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয় ও নূতন নূতন ঔষধ সকল আমদানি হইতেছে।

ঔষধের মূল্য।

১ ড্রাম ২ ড্রাম বাটী।

বিক্রেতা হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা শিক্ষক ৫ টিকিৎসা তত্ত্ব ৷৵০
ম্যাটেরিয়া মেডিকা ৩ ওয়াইয়ার চিকিৎসা বিধি ৷৵০
গৃহচিকিৎসা ১৲ প্রমেহ, ভগন্দর ৷৵
ঔষধের সংগ্রহ ১৷৵ হাম ও বসন্ত চিকিৎসা ৷৵০
অশ্ব চিকিৎসক ৩ হোমিওপ্যাথিক কি ? ৷৵০
গোচিকিৎসক, বাহির মূল্য ১৷৵০ ডাক মাশুল৵০।

দত্ত-প্রেস।

আমাদিগের ছাপাখানাতে পুস্তক, পত্রিকা, বিল বহিখা, চিঠি, লেবল প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও নাগরী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, রাজনমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ বেঙ্গলাথর অক্ষরে ছাপা ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ৷৵০ আনা মাত্র নিদ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ১৷৵০ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত।

হরিবংশ।

মূল হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২ ৩ ৪ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ৫ ৬ ৭ প্রভৃতি সমাধান হইতে পারিবেক। ডাকমাশুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সমস্তের ২৷৵০ টাকা মাত্র নিদ্ধারিত। যাহারা আমাদিগকে ৫ টাকা পাঠাইবেন তাহারা ৫ খানি পুস্তক পাইতে পারিবেন যাহারা ৩ টাকা পাঠাইবেন এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক
শ্রীবিনোদ লাল এণ্ড কোং
১৮ নং বহুবাজার, অথবা ৫৭ নং বহুবাজার
ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত ফিজিসিয়েন্স
আণ্ডারসেল বিধি লিখিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজারের কড়িবাড়ী।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পাঁড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যের নানা অনুষ্ঠান করিয়াছি কোনটীই ঔষধে আশানুরূপ ফলদায়ক হয় নাই। নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় ফল আশা করা যায়। প্রথমতঃ এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগের একটী উপসর্গ সকলের অগ্রে দূর হইতে পারিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, অত্যন্ত পিপাসা, গাত্রের কণ্ডুয়ন, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, শুষ্কবদনের ভাব, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া এই ঔষধ ব্যবহারে ও পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ হয়।

১ মাত্রা ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ঘৃত ৵০ সের ... ... ৩ টাকা।
তৈল ৵০ সের ... ... ৩ টাকা।

ঘৃতারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার পুরাতন অর্শ, অর্থাৎ গালস্থর, কণ্ঠস্থর, হনুগ্রহণিযুক্ত অর্শ, (ম্যাগেরিয়া) বিষম অর্শ, মলদ্বার অর্শ, মেহঘটিত অর্শ, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল অর্শ আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন সেবনে আরও বৃদ্ধি হইয়া যে পাণ্ডুরোগ এবং অত্যন্ত বমন, পীড়া ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই ঔষধ ব্যবহারে ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশি মূল্য ... ... ২ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৵০ আনা।

শিরোরোগ।

(মস্তিষ্কের শূলের অব্যর্থ ঔষধ।)

ইহা উদ্ধাঙ্গ অপস্মার হিষ্টিরিয়া ও মাথাধরা প্রভৃতি পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ শিশি মূল্য এক টাকা।

হিমাদ্রিতৈল।

এই তৈল ব্যবহার করিলে মস্তকের যে কোন পীড়া, যেমন পুরাতন সর্দ্দি, ইহা দ্বারা শীঘ্র আরোগ্য হয়। ইহা ব্যবহারে চক্ষু, কর্ণ, শিরোঘূর্ণন, হৃদ্‌রোগ, মাথা ধরিবার পূর্ব্বে লক্ষণ দেখিয়া ব্যবহার করিলে ঐ পীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল থাকে, নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, মস্তিষ্ক সবল হয়, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের সমস্ত পীড়া আরোগ্য হয়।

১ শিশি মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

হাবড়ামধ্যে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

দি গ্রাণ্ড ইষ্ট মার্কিণ্টাইল এণ্ড কোম্পানি লিমিটেডের।

বনাম

মিষ্টর ই, আর মার্টিন সাহেব দেনাদার।

...ডিক্রীর ছইটীর পঞ্চমি, ও ডেমি সম্পত্তির অংশক্রয় ১৮৮ আনা অংশ দেনাদারের যে স্বত্ব ... ও দখল আছে তাহা সন ১২৮৬ সালের ... ঐ আইনে হাবড়াধিকার ডাবিবে হাবড়ামধ্যের আদি ... করিয়াছে। এক্ষণে ঐ সার্টিফিকেট ক্রমে আদালতের বিক্রয় হইবে। মিষ্টর্স ইষ্ট মার্কিণ্টাইল এণ্ড কোম্পানি ... ডিক্রীর টাকার মধ্যে ১৮৮ আনা অংশের ডিক্রীদার এবজার্ভার পরাইটেকেন্স যে, যদি উপরি উক্ত ... সম্পত্তির বিক্রয়ের ... ও ... হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের ... ... করিয়াছেন। ... মিষ্টর্স ইষ্ট মার্কিণ্টাইল এণ্ড কোম্পানি ... ঐ ... সম্পত্তি ... ও ... করিবেন। ...

এ বিষয়ে অধিক বিজ্ঞাপন করা বাহুল্য।

...	...	...	...	...	...
			কলিকাতা		
১।	৪৮১	হাবড়া	হাবড়ার বিবরণ	৩৪৭৯	১৬৮৮
২।	১।	ঐ	... লিমিটেড কোম্পানি	১৪২৮৮	১৬৭৮৫
৩।	১৬	...	... নিমতলা ঘাট	১৬৬৫	১১৮৩৫
৪।		ঐ	...	১৬৭৮৮/১	
	৯৮	ঐ	...	১৮৭৮	৮৮৫৮৭
৫।	১৮৮	ঐ	...	১৮৮৮	৬৮৮৫
৬।	১৮৮	ঐ	...	৮৮	৮৮৮৫
৭।	১৮৮	ঐ	...	১৮৮৮	১৮৮৫
			সমষ্টি		
৮।	৪৮	পুরাতন	...	১৮৫৮	অনধিক মাত্র ...

... ১৮৮৫। ... ১৮৮৫ ... ১৮৮৫

... ঐ ... ১৮৮৫

... ঐ আগষ্ট ১৮৮৫ অব্দ।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, নেড়ে ঢুকা, কনকন, বেদনা, দুর্গন্ধ ঘা, মুখ নাশক ঔষধ।

জীবিকাবিলাস ঔষধঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রভৃতাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

ঐযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৮ নং কৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও মৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপাদানিকিৎসক সভায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল দৃঢ় তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অন্যান্য পীড়া হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হইবে। মস্তক ঘূর্ণনাদি বিশেষরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷ ডাকমাশুল ।৵০

ভূতভৈরবীবটিকা।

ইহা সেবনে ঘোর ও রক্ত পিত্ত, ওলাউঠা, পেটা ও ছোট বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।৵০

নলিনামৃত।

ইহা সেবনে স্ত্রীলোকের অনিয়মিত, প্রদর ও অন্যান্য প্রসবান্তে রোগসমূহ, সূতিকা রোগ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের ... নিদর্শন পঞ্জিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। ... দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

জীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

চন্দ্রকোণা চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরী।

সম্পাদক মহাশয়! দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া আমরা (চন্দ্রকোণা নিবাসী) অত্যন্ত আপ্যায়ন হওয়াতে কৃপানিধান রাজপুরুষগণ-করুণার বশবর্ত্তী হইয়া স্থানিক মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে প্রায় আট বৎসর হইল এইস্থানে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া অত্রত্য দীনদরিদ্রদিগের যথেষ্ট উপকার সংসাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটে অভেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। বোধ হয় তাঁহারা যদি এই অবস্থায় দরিদ্রস্থানের প্রতি কৃপাকটাক্ষ-বিতরণে কার্পণ্য অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আজ এই চন্দ্রকোণা নরশোণিত-শোষণ যমবিভীষিকা ভীষণ শ্বাপদগণের আবাসভূমি হইয়া অদ্যাবধি ঘোরতর পতিত হইত। এমন কি চিকিৎসালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দুই তিন মাসের মধ্যে চন্দ্রকোণার এক একটী পল্লী দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার কোপানলে পতিত হইয়া প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। তখনও এই নগরী আজও অন্তরানন্দদায়ক প্রিয়পুত্র-শোকাতুরা অভাগিনী জননী ও জীবন-সর্ব্বস্ব-পতিবিয়োগ-বিধুরা বালার হা হতোস্মি শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! ঘরের কথা বলিতে কি যে দাতব্যচিকিৎসালয়টী দ্বারা আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি ও যাহার জন্য সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে স্বতন্ত্র করিতেছি; এক্ষণে দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া আমাদিগকে সেই হিতকর কার্য্যটীর মাত্র কয়েকটী কার্য্য করিতে উদ্যত হইতে হইল; যে দুঃখিনী মাতার অপত্য কিছুই নাই। যে চন্দ্রকোণা এক সময়ে ধনজনাঢ্য প্রচুর বিভব শালী প্রবল প্রতাপান্বিত ভদ্রলোকে রাজার আবাস ভূমি ছিল, ও যাহার সন্নিধিস্থ অধিবাসী সমস্ত সুধন্য ইহার আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছে; আজ পাপতাপে পতিত হইয়া তাহাদের এই দুর্গতি হইল; এমন কি চন্দ্রকোণার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক আপন আপন উদরান্নের জন্য লালায়িত। এমত স্থলে একটী দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করা তাহাদের একান্ত সাধ্যাতীত। বিশেষতঃ চিকিৎসালয়টীর বর্ত্তমান অবস্থাও অতীব শোচনীয় হইয়া এক্ষণে উপকার পাওয়া দূরে থাকুক, বিলক্ষণ অপকারই হইতেছে। কারণ, ইহাতে ঔষধ নাই, উপযুক্ত তত্ত্বাবধারক নাই; রোগীরা যথাসময়ে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে ইহার বক্তব্য যে পূর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক হ্রাস হইয়াছে। যাহা হউক, এই চিকিৎসালয়টীর আর আর দোষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। কারণ, ইহাদ্বারা আমরা সময় বিশেষে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তবে যে ইহার পরিপোষণে অক্ষম, সে কেবল আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। একে আমাদের এই অবস্থা তাহাতে আবার বার্ষিক ২০০৲ দুইশত টাকা বৃদ্ধি দিয়া চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ হইয়াছে। যদিও গবর্ণমেণ্ট এই বৃদ্ধি বোঝার উপর শাকের আটি " মনে করুন; কিন্তু এটী আমাদের পক্ষে " মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। " প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইল, ঘাটাল সবডিবিজনের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রকোণায় পদার্পণ করিয়া অদ্যত্ব মিউনিসিপাল কমিটীর সভ্যগণ সমক্ষে চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখিবার জন্য আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সদাশয়তার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে ভদ্র লোক মাত্রেরই অনুমোদন করা উচিত, কিন্তু যখন আমরা এই বর্ত্তমান ব্যয়ভার বহন করিতেই অক্ষম, তখন বৃদ্ধি দিয়া চিকিৎসালয়টী স্থায়ী রাখা আমাদের নিতান্ত সাধ্যাতীত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যদি আমাদের প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চিকিৎসালয়টীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া উহার যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করি।

চন্দ্রকোণা নিবাসিনাং।

বিজ্ঞাপন।

খ্রীষ্টীয় বান্ধব।

সচিত্র মাসিক পত্র।

এই পত্রে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব, সাময়িক প্রবন্ধ, নীতিগর্ভ উপন্যাস, মনোরঞ্জন আখ্যান, ঐতিহ্য সার্ত্ত এবং নানাবিধ সংবাদ প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ৸৹ বারো আনা। ডাক মাশুল ৵৹ ছয় আনা মাত্র। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ডাক মাশুল সহ ৵৹ দুই আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা ১৯ শে জুলাই ১৮৮০। } শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ী ইণ্ডিয়ান মিরর প্রেস, কলিকাতা।

সারদায়িনী সঙ্গীতালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩৭ নং চিৎপুর রোড—পরাণহাটা—কলিকাতা।

সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদ রাজর্ষিপ্রবরশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিউজিক ডাক্তর মহাশয় তাঁহার কৃত সঙ্গীত শিক্ষা করিবার বিষয়ক পুস্তকগুলি বিক্রয়ের জন্য এই পুস্তকালয়ের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন গ্রন্থপ্রেমী ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল এই কার্য্যালয়েই উচিত মূল্যে পাইবেন।

	মূল্য	ডাক মাশুল
যন্ত্রসঙ্গীতশিক্ষা	৩৲	৵৹
সঙ্গীতসার	৸৹	৵
কণ্ঠকৌমুদী	১৲	৵৹

শ্রীহরিমোহন ঘোষাল
ম্যানেজার।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কলিকাতা অক্ষরম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, শটোলডাঙ্গা কানিং লাইব্রেরীতে ও ২৩৯ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ১৷৷০ আনা মাত্র।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধুকথা ও সমালোচন পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ৩৷৷০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধেশকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং সাধা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

মহৌষধ।

[illegible] ; [illegible] ; [illegible] !!
[illegible] ও কোষ্ঠস্থ [illegible] বহু পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা নীচে আরোগ্য [illegible] মাত্র [illegible] ; পরীক্ষা [illegible] ; পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।—

ভাস্কর ঔষধ।

বেদনা, পাণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গ পীড়া, প্লীহা, যকৃৎ, পেট ফাঁপা ও অন্যান্য প্রকার শ্লীপদোগের আশ্চর্য্য ঔষধ। অনেক রোগী এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ডিঃ বোতল ছোট ১৲, বড় ১৷৷০। পরীক্ষা [illegible] রোগ আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

ভাস্কর ঔষধ কার্য্যালয়। ১ নং শিবনারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

জেলা নদীয়ার সব ডিবিসন কৃষ্ণনগর ও জেলা যশোহর সব ডিবিসন ঝিনাইদহের এলাকাধীন বিখ্যাত সাবধর মধুমতী নীল কুঠী ও নীল কুঠী এবং নীল বেলন কারখানার প্রবাদি সমেত সম্পত্তির মালিক কলিকাতার শ্রীযুক্ত মিসিয়াশ ইল ম্যাকিনটস এণ্ড কোম্পানির মাদেমোয়াজেল ডিভিডিয়ে অংশকালী বিক্রয় করিবেন। এজন্য তাঁহারা মহোদয়গণকে আহ্বান দিতেছেন: আর এসে যাতায়াতের ইসারে সকল গোয়ালন্দের পরিবর্তে কুষ্টিয়া অবধি গমনাগমন করিবেক করেন ইহাতে ইহার বিক্রয় অধিকার বৃদ্ধি হইতে পারিবেক এবং উত্তম মুনফা করিবার এজন্যে বিশেষ সুবিধা হইবেক।

[illegible]	সিক্ত জমা।	সদর জমা।
[illegible]	১৩৩৮৮৫৸৪	২৪১৭৪৫৲
[illegible]	৩৬৮৮৫৸৩	৩৬৪৫৸১১
[illegible]	১১১৪৪৫৸১১	১১৭৮৫৸৯
[illegible]	১৮৫৯	৮২৯৫৸৯

এই সদর জমা হইতে জমীদারগণের স্বত্বানুসারে তাঁহাদিগের জমিদারি পরগণে ভুক্তকতে অঙ্গিপুরের সদর খাজনা ৭২৯৫৸১১ টাকা জেলা নদীয়ার কালেক্টরিতে পত্তনিদার দিয়া থাকেন। অবশিষ্ট টাকা জমীদারগণ পাইয়া থাকেন।

কাঁচাকুষ্টি কিম্বা নীল বেলন কারখানার প্রবাদি।

এই সম্পত্তির বিশেষ বিবরণ অবগতার্থে নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট বাঙ্গলাতে এবং ফরাসি কিম্বা ইংরাজি পত্র লিখিলে আবশ্যক করিতে হইবে

ডি, এস, সাইক্স
মধুমতী কুঠী।

ঐ সময়ে।

RIGHT HONBLE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ।

২৩শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো মহীয়তাং"। ১৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১৯ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ২ রা আগষ্ট। { অগ্রিম বাণ্মাসিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত মাসিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার অবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবশ্যক চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর জিলা ২৪ পরগণা।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার ক্রষ্ট সাহেবের একটী উত্তম কাজ।

বোধ হয় পাঠকবর্গের অনেকেই কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী সভার নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ঐ সভা নানা স্থানের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করিতেন। গবর্ণমেণ্ট সভার উৎসাহ দানার্থ মাসে ৫২৮ টাকা সাহায্য দান করিতেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে এই সভা সংস্থাপন করেন। ভারতবর্ষে এরূপ দীর্ঘ জীবন লাভ বড় কঠিন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনেকগুলি টাকা সভার উদরগতে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ঠিক দিয়া দেখিলে টাকা ৩ লক্ষ ৮০ হাজারেরও অধিক হয়। এই তিন লক্ষ ৯০ হাজার টাকা যাহার উপযুক্ত কাজ হইয়াছে অথবা টাকাগুলি যথা-স্থানে গিয়াছে, সেটীও একবার ঠিক দিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

প্রথমে ভারতে যখন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার আকার অন্যপ্রকার ছিল। তখন সাহেবেরাই বেতন সম্বন্ধের অনুমোদন ও অধ্যাপনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কাযেকাযেই বিলাতী লোক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা সামান্য বাহাদুরী দেখাইয়া পড়া লিখিতেন। তাহাতে অল্প লোকেই মাসিক আট দশ টাকা নিযুক্ত হইত, তাহাদের নিমিত্ত মাসিক সহস্রাধিক মুদ্রা লেখাপড়া শিক্ষিত। কাযেকাযেই এই অবস্থায় ভারতে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করেন। তখন সভ্যতার ভাণ্ডার একটী ভাষা বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হয় নাই। তখন দেশের লোক আনা লোক বিদ্যালয়ে ছিলেন না। এ অবস্থায় যখন ইংরাজী ভাষা পরিচিত ও আদৃত হইতে লাগিল, তখন সেই সেই বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ও সরবরাহ করিবার নিমিত্ত একটী সভার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে সভাটী না হইলে অধ্যাপন ও অধ্যাপনাকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইত। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্কুলবুক সোসাইটী সভার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

এক সময়ে এক বিষয়ের উপযোগিতা ও উপকারিতা অনুভব হইয়াছে বলিয়া চিরকাল তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা অনুভূত হয় এরূপ নিয়ম নহে। সকল বিষয়েরই কালবশে হ্রাস বৃদ্ধি ও লোপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সকল বিষয় সকলই নিয়মের অধীন, তখন স্কুলবুক সোসাইটী তাহা হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এখন প্রায় স্কুলবুক সোসাইটীর কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই হইয়াছে না। এখন দেশের অধিকাংশ লোক বিদ্যা-বিশারদ হইয়াছেন। অনেকেই বিদ্যাশিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকের বোধ করিতেছে। যে বিষয়ে অধিক কর্ত্তব্যতা-জ্ঞান ও তৎপরতা হইতে তাহার ক্রমশঃ সংস্কার বিষয়ক দোষের দূরীকরণ চেষ্টা হইয়া থাকে, এখন সেই টাকা স্কুলবুকের পাঠ্য বিষয়ে প্রয়োগ হইতেছে। এখন স্কুলবুক-সোসাইটী ও প্রকাশ্য ভাবে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। এখন যাহা স্কুলবুক সোসাইটীর উপযোগী হইতেছে, তাহা অন্য কোন ব্যক্তি করিলে তাহার লাভ হইত। এখন স্কুলবুক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বয়ং ব্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে ক্রমশঃ অন্য ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই সকল বিবেচনা করিয়া ডাইরেক্টর ক্রষ্ট সাহেব স্কুলবুক সোসাইটী সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। ইহাতে সোসাইটীর অনুষ্ঠাতৃগণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট যদি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও বাঙ্গালাদি শিক্ষার্থ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিত। এই বিষয়ের জন্য ঐ সম্প্রদায়ের টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

[illegible] কেহ কেহ এস্থানে এই একটী আপত্তি [illegible] পারেন, ইংরাজী বাঙ্গালাটী উঠাইয়া দিয়া [illegible] নিয়ম করিলে যিনি যেমন [illegible] হইবেন, সেই [illegible] বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত [illegible] বিদ্যালয়ে তাহাদিগের জটিলিকার জন্য- [illegible] এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর ও [illegible] করিবেন, তাহাই হইবে, [illegible] আর কোন নাই। গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়ে যে [illegible] জন্যনার্থ নিরূপিত হয়, তাহাই অন্যান্য [illegible] হইয়া থাকে। তবে কদাচিৎ দুই এক [illegible] পড়ুয়ক হই একখানি অসাধারণ কোন কোন [illegible] পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণে [illegible] বিদ্যালয়-সম্পাদকেরা যদি একটু [illegible] হয়, সে [illegible] লক্ষ-প্রবেশ হইতে পারে না। [illegible] একটু কড়া হইলেও যে [illegible] সাহেবেরা চেষ্টায় যে রোগের প্রতি- [illegible] করিবার অনুষ্ঠান আছে, তাহা স্বলক্ষ সোমা- [illegible] গবর্ণমেণ্টের বিপুল বিত্ত ব্যয় [illegible] হইবে নহে।

এই সকল যুক্তি বিবেচনা করিয়া কলক সোমা- [illegible] রোগোপশমের শোক বেগ সম্বরণ করা যাইতে- [illegible] হইয়া থাকে, উৎসাহের প্রবোধার্থ আমরা এই [illegible] দিতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ষাট বৎসর [illegible] এই দুর্লভ দীর্ঘ জীবন লাভ [illegible] হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৯৯ [illegible] অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। [illegible] এই আশঙ্কা দূরীকরণ হয়, উহাদের বাঁচিয়া [illegible] হইতে কত হয় তাহার পরিচয়ার্থ কতিপয় [illegible] হইয়া [illegible] সকলের সোমাপীড়ার [illegible] নাই। অতএব এখন কেহ [illegible] হইবেন। [illegible] আর একটী কথা এই, স্বনামধন্য [illegible] দ্বিতীয় ডাক্তার সাহেবের হস্তে নিধন [illegible] বাঁচা যাইতে পারে, [illegible] হয়, [illegible] সুযোগ্য ব্যক্তির [illegible] নিমিত্ত [illegible] আমাদের [illegible]

তুরস্কের কাবুল দখল ও রুসের [illegible] নূতন আমীর।

[illegible] এত দিনের পর [illegible] স্বাধীনতার অস্ত অস্ত উদিল। বোধ হয় বিধাতা আর তাহার কপালে দানা পানী লিখেন নাই। কাবুলের স্বাধীনতা লোপের যেরূপ পূর্ব্বলক্ষণ হইয়াছিল, তুরস্কেও ঠিক সেই প্রকার উপস্থিত দেখিতেছি। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটন কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর দিয়ার আলীকে যেমন শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন; সে পত্রের গুণে, যে পত্রের প্রভাবে, যে পত্রের মহিমায় কাবুল স্বাধীনতা-সূত্র হইতে বঞ্চিত হইল, ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণও তুরস্কের সুলতানকে ঠিক সেই প্রকার শেষ পত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীও সুলতানকে ইউরোপীয় রাজগণের মতে চলিবার জন্য জিদ করিতেছেন। তুরস্কের এই বারেই শেষ। তাহার আর আশারও লেশ নাই। তবে যদি বিধি প্রসন্ন হইয়া ইহার মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটাইয়া দেন তবেই যাত্রা হইক। তুরস্কের অস্ত উদিতে চলিল বটে, কিন্তু সমাচারপত্র সম্পাদক ও সমাচারপত্র পাঠকদিগের কিছুদিনের জন্য অস্ত সংস্থান হইতে চলিল। তাঁহারা কিছু দিন তুরস্কের যুদ্ধ লইয়া কালক্ষেপ করিতে পারিবেন [illegible] কাবুল অবলম্বন ছিল, সেখানে বিধি বাম হইয়াছেন, সেখানে আর পূর্ব্বস্থান হইবার সম্ভাবনা নাই। আব্দল রহমান ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত আমীর হইলেন। আপাততঃ বোধ হইতেছে, সেখানে সমরানলে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। ইংরাজ সৈনিক-পুরুষেরা বিপক্ষ-শোণিত কলঙ্কিত-হস্ত ক্ষালিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। তবে বলা যায় না, মহাকাল সমাচারপত্র পাঠকের সময় তুরস্ক পরাভবোদ্ভূত চিন্তাকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত ইংরাজদিগকে অনিমিত্ত কারণে মাকাইতেছেন। ইংরাজদিগের এবারে কাবুলের লীলাখেলা শেষ হইল বটে, কিন্তু আর একবার তাঁহাদিগকে তথায় লীলা-খেলা করিতে হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন আবদুল রহমানকে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে দিলেন না, তখন তাঁহাদের তথায় পুনর্গমনের আবশ্যকতা-বিষয়ক পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

যাহা হউক, আমরা উদারমতাবলম্বী নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতি দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিলাম। ইঁহারা কাবুল সম্বন্ধে অনেক স্বতন্ত্রতা করিয়াছেন। ২৯ এ জুলাই হাউসে কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড হার্টিংটন কাবুল সংক্রান্ত প্রশ্নের যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে নূতন মন্ত্রি-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত রাজনীতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। লর্ড হার্টিংটন বলিলেন, লর্ড লিটন আবদুল রহমানের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব আরম্ভ করেন, লর্ড রিপন তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। কারণ, ঐ সন্ধির অধিকতর ক্ষমতাশালী। কাবুলের আমীরত্বলাভে উঁহার দাওয়া আছে। ঐ প্রস্তাব মধ্যে একবার ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড রিপনের দূরদর্শিতা-সহকৃত শিষ্টতা-নিবন্ধন উহা অদ্যাবধি চলিয়া আসিয়াছে। শেষে এই ফল ফলিয়াছে। আপাততঃ বোধ হইতেছে চারিকারে সর্দ্দার ও প্রজারা আবদুল রহমানকে অকপটভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে কাবুলে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। অন্য অন্য সর্দ্দারের সহিতও পারিস্থতক সন্ধিপ্রস্তাব চলিয়াছে। লর্ড হার্টিংটন এই প্রকার সম্ভাবনা করেন, ইংরাজ সৈনিকগণ অল্প দিনের মধ্যেই কাবুল হইতে চলিয়া আসিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিতি করিবে। কাবুলে কিপ্রকার ঘটনা হয়, ঐ স্থান হইতে দেখা হইবে এবং যে সকল জাতি ইংরাজদিগের অনুগত, তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে। তাহার পর শরৎকালে সেনাগণ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে। এখনও নূতন আমীরের সহিত রীতিমত বন্দোবস্ত করা হয় নাই। তাঁহাকে জানান হইয়াছে, কান্দাহার ও গজনীর সম্বন্ধে কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে এ কথাও জানান হইয়াছে, ব্রিটিশভিন্ন বিদেশীয় কোন ব্যক্তি কাবুলের সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব সম্পর্ক করিতে পারিবে না। আপাততঃ কিছু দিনের জন্য আমীরকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করা হইবে এবং কাবুল হইতে যে সকল কামান কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহা ফিরিয়া দেওয়া হইবে। কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট রাখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইবে না। সম্ভবতঃ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এক জন ব্রিটিশ প্রতিনিধি তথায় থাকিতে পারেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে, যদি তিনি ইংরাজদিগের মতে চলেন, আর তাঁহার বিনাশের যদি কেহ তাঁহার দ্বারা আক্রমণ করিতে আইসে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য দান করিবেন। তাঁহার যদি আচরণ ভাল হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার রীতিমত সন্ধি হইবে। আপাততঃ তাঁহাকে কেবল অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

এই রাজনীতি নিজেই নিজের গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের আর ইহার গুণের পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

ভারতের রাজস্ব প্রণালী ও গ্লাডষ্টোন সাহেব।

ইংরাজেরা ভারতে না করিলেন, এমন কাজ

সোমপ্রকাশের অতিরিক্ত পত্র।

১৯ এ শ্রাবণ সোমবার।

বিজ্ঞাপন।

আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সম্পাদক কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১২ পেজি রয়ালের ৬০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালোড়
বাজহাট পোষ্ট আফিস
হুগলী।

শ্রীহরকুমার বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

সারদায়িনী যন্ত্রালয় এবং পুস্তকালয়।

৩৩১ নং চিৎপুর রোড—পাথুরেঘাটা—কলিকাতা।

অদ্য এই কার্য্যালয়ে মৃত অমরেন্দ্র বাবু প্রণয় সুধার ঠাকুর মহাশয়ের ১০, Table of cases noted according to Hindu Law, মাল ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়, এবং শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদনাথ বসু মহাশয়ের কৃত নিম্ন লিখিত, ও অন্যান্য ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত পুস্তক সকল পাওয়া যায়। পুস্তক বিক্রেতাদিগকে উচিত মত কমিসন দেওয়া হইয়া থাকে।

পুস্তকের মূল্য মায় ডাক মাশুল।

মহাজন কল্পেন ১৷৷০, চিঠিটি ওফ টাকাটি, ৷৷০ প্রতাবধর্ম ১ ভাগ ৷৷০ ঐ ২য় ভাগ ৷৷০ প্রাইমারি গ্রামার ৷৷০ চিঠিটি অফ লেখন ৷৷০ আনা।

শ্রীহরিগোপাল ঘোষাল।
মানেজর।

দ্বিতীয়বার কল্পদ্রুমের নবম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাকিনী অবস্থায়।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্তো আগমন।
৫। মৃত্তিকটিক।
৬। বর্ত্তমান শিক্ষকমাত্রের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মহুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি সন্তার আট ফরমার উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রাহকের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতা বৃন্দাবন ১৩ নং বুক ওয়ার্ম প্রেসে কল্পদ্রুম কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমীপে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীবারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

সোরপিচ্চি রস।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা বিশুদ্ধ সরসপ্রকৃতি ব্যক্তির নিবাময় মাধ্য সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের বত্তর প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, মেহরোগের অন্যান্য ঔষধ যদি কিছু থাকে, এবে ইহাই অব্যর্থ শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাব কালীন জ্বালা, সপুয় ধাতুনির্গম, রক্ত প্রস্রাব, বড়ি জলের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন দুষ্ট ক্ষত, রক্ত প্রদর, লুপ্তরজঃ রোগ এবং মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয় ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশি মূল্য ২, প্যাকিং ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় উৎ আরোগ্য হয়। পরিণামে অপায়-পরম্পরা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় হয় কেশ সমূহ কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। শিরঃ শূল, শিরোঘূর্ণন, মস্তক দৃর্ব্বল প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার ঘ্রাণশক্তি এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান ও সমূহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বাতু, গুল্মবায়ু, দুর্দ্দিশ, মৃগী, চিত্তচাঞ্চল্য, মনঃ চঞ্চলতা, দুঃস্বপ্ন, ঠকাৎ টীৎকার, চমকা, ঝিমুনি, ঘুমুনি এবং চক্ষুরাদির আলস্য প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং শরীর মনোহর সৌরভে মন মুগ্ধ করে। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

বাষ্পমোদ্দীপক রসায়ন।

অধিকন্তু মানসিক চিন্তা, শারীরিক বলের হ্রাস, মেহ, শীঘ্র ইন্দ্রিয় পরবশতা, অপরিমিত স্ত্রী সঙ্গম, ইহা সিকার বা উহার নিষ্পেষজন্য বশতঃ মস্তকে বেদনা, ভ্রম, অধিক স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হ্রাস, ও লজ্জাভয় প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, সময়ে এই রসায়ন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল বীর্য্যাদি সংশোধিত হয় এবং সমুদয় প্রকৃতি পুষ্টি করে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ প্যাকিং ৵০।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ [illegible]
কবিরাজ।
শ্রীগোবিন্দলাল [illegible]
কলিকাতা [illegible]
হরিমোহন [illegible]

বিজ্ঞাপন।

রাজমহলে মূল্যবান সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

মিসর্স আর্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি ডিক্রিদার।

বং

মিশেল ই, আর ম্যাসিক সাহেব দেনাদার।

[illegible] বিবিধ জমীদারি, পত্তনি, ও ছোট সম্পত্তির অবিভক্ত ॥৵০ আনা অংশে দেনাদারের যে স্বত্ব আছে ও ১৮৮ আছে তাহা সন ১৮৮০ সালের ২ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার তারিখে রাজমহলের আদিশ্যাল ডিভিসনের এক সর্বপ্রধানমেট জজ আদালতে বিক্রয় হইবে। মিসর্স আর্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি [illegible] উক্ত সম্পত্তির অপর ৸০ আনা অংশের স্বত্বাধিকারী এতদ্দ্বারায় জানাইতেছেন যে, যদি উপরি উক্ত আদালতের বিক্রয় উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত ও প্রচুর মূল্য হয়, তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা ঐ মূল্যের চারি-ভাগের এক ভাগ প্রদানে অপর ৸০ আনা অংশ লইতে পারিবেন। মিসর্স আর্শ ষ্টিল ম্যাকিণ্টস এণ্ড কোম্পানি উপরি উক্ত মতে সম্পত্তি বিক্রয় এবং হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত আছেন।

এ বিক্রয় সম্বন্ধে মহাশয়দিগকে অধিক কিছু বলা বাহুল্য।

পরিচয়ের নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণার নাম।	মহলের নাম।	জমির পরিমাণ।	সদর জমা
			মহলদারি		
		তালসহ	চকিশহর বিলনপুর	১১৮৭/০	৩৩৮৸০
	৬১৫	ঐ	চক্রি বিলাড়া কাউবনা	২৯৭/০	৬৯২৸৯
	১১	মহারুলসা	পরাণপুর নিমপাড়ী উমুরা	৩৩১১/০	২৫৬/৩
	১০	ঐ	সুরজ কাকরপাড়া	২১৮৬/০	৮৩৫৸৯
	৮	ঐ	সরফ বিবশী গোবিন্দপুর	১১২৪/০	
	১০	ঐ	মোজে কাড়াবোর	১৩৭১/০	৩৮৭৸০
	১১৩	ঐ	সুরা বাহুলিপুর	৭৫৮/০	২১৬৸
	১১১	ঐ	কসর বর্দ্ধিপুর	১৮০	২৮/০
			পত্তনি		
	৯৮	পুরনিয়া	তরফ বরমপুর মৌজাগত	১১৬২/০	অন্যান্য মহলের সারিসল থাকায় কর দিতে হয় না
			মোজে তরফাড়া ও অন্যান্য নিম্নলিখিত গ্রামগুলি।	১৩৩৩/০	৩৬২৸৫
		ঐ	[illegible] ও ৬৩৩৮ গ্রামগুলি।	৫৭৬১/০	১৬৩

[illegible] অন্যান্য বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে পারেন।

ডি, এল, মাইকুহ

রাজমহল।

২ ই আগষ্ট। ১৮৮০ অব্দ।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। স্বর্গের ঘা, পুষ, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ, অধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ॥০ আনা। রক্তের রক্ত পড়া, মেড়ে ফুলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বর্ম্মণঃ
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রয়েশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৮ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তল রঞ্জন তৈল।

ইহা ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল-পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক শূলনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক শীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ॥৵০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কটিবস্তি, বাধক ও রোগ বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ৵০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা প্রসূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় ও একটি প্রসবান্তে জ্বালাদি, স্ফূর্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের ব্যয় নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

নাই, বড় বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিয়া তুলিলেন। অসম্ভাবনীয় অচিন্তনীয় শোণসেতু নির্ম্মিত হইল। পর্ব্বতভেদ করিয়া রেলওয়ে করা হইল। যে হিন্দুসমাজের কোন কালে পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাতে পরিবর্ত্ত স্রোত প্রবেশ করিল। অন্য কথা কি, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার এমনি বিপ্লব ঘটিয়াছে যে ভারত সাংক্রামিক রোগের চির বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। যে ইংরাজ মনে করিলে জলস্পর্শে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, সে ইংরাজ যে ভারতের রাজস্বপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিতে পারিলেন না, উহাকে স্বস্থ অবস্থা সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিলেন না, তাহার পর বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? ভারতের রাজস্ব প্রণালী এমনি কটিল হইয়া আছে, কাহারো ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার যো নাই। বড় বড় রাজস্ব বিৎ আসুন, তাঁহার অন্ধকারে সাপ খেলান হয়, তিনি কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ যে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রধান রাজপুরুষের ব্যবহার দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে। বৎসর শেষ হইতে বিলম্ব সহিল না, বিষম অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া লার্ড মেয়ো সংসদের মতাভাবেই ইনকম টাক্স করিয়া বসিলেন। তাহার পরেই আবার লার্ড নর্থব্রুক অর্থের সঙ্কল অবস্থা দেখাইয়া ইনকম টাক্স রহিত করিলেন। ষ্টাচি সাহেব ভারতকে বিলক্ষণ ধনশালী প্রতিপন্ন করিয়া কাবুল যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ব্যয় ভার তাহার স্কন্ধে চাপাইলেন। পরক্ষণেই আবার দশ কোটি টাকার ঋণ প্রকাশ হইল। যে ইংরেজ পূর্ব্বে লোহারাম ছিলেন, সেই ইংরেজই ইণ্ডিয়া রাজ দেখিয়া হঠাৎ ধনাধিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভারতের কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে উহার হইবেন। প্রধান রাজপুরুষ উইলসন, ফক্স, বেরিং প্রভৃতি রাজস্ব প্রণালীর সুব্যবস্থা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেশের এ অবস্থা থাকে কি প্রকারে? ইহার প্রতিবিধানের প্রধান অবলম্বন। ইহা অভাবে যদি বিপ্লব হইল, প্রজাশক্তি যে বিকায় হইয়া যাইবে হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

ইউরোপের একজন প্রধান রাজস্ববিৎ গ্লাডষ্টোন সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থ হইয়াছেন। এ সময়ে যদি ভারতের রাজস্বপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা দোষের সংশোধন না হয়, আমাদিগকে একান্ত হতাশ হইতে হইবে। তিনি রাজস্ব বিষয়ে বুৎপন্ন-বেশী। তিনি ইহার বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ। রাজস্ব প্রণালী শৃঙ্খল হইলে কি ইষ্ট, আর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইলে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হয়, তিনি তাহা বিশেষ রূপে জানেন। এই নিমিত্তই আমাদের এত আশা জন্মিয়াছে যে তিনি মন্ত্রিপদে থাকিতে থাকিতে ভারতের রাজস্ব প্রণালীর একটী সুব্যবস্থা করিয়া দেন।

ইটালির রাজস্ববিৎ মৃত কাউণ্ট কেবর ও ফোলক্ত ব্যক্তিরিক্ত গ্লাডষ্টোনের সদৃশ রাজস্ব বিষয়ে বুৎপন্ন লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের সমুদায় লোকে এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশংসা করেন। অধিক কথা কি, তাঁহার শত্রুগণের মুখ হইতেও অনিচ্ছাক্রমে তাঁহার এ বিষয়ের প্রশংসা নির্গত হইয়া থাকে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের রাজস্ব বিষয়ে যে কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, একটী উদাহরণ দর্শন করিলেই পাঠকেরা তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমেরিকার উত্তরখণ্ডে গদর বোয়রের সংগ্রাম হয়, সকলেই ইংলণ্ডের অর্থকৃচ্ছ্রের শঙ্কা করিয়াছিলেন, সে সময়েও তিনি ইংলণ্ডের নিম্ন লিখিত আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছিলেন।

আয়	টাকা
শুল্ক	২৫৯০০০০০০
আবকারী	১৭৯০০০০০০
ষ্টাম্প	৯০০০০০০
কর	৩১৬০০০০০
ইনকম টাক্স	৮ ৫০০০০০০
পোষ্ট আপীস	৫৮০০০০০০
বাজকীয় তুর্মীলকল	৩০০০০০০
অন্য অন্য প্রকার	১০০০০০০০
চীনদেশীয় যুদ্ধের আদায়	৯০০০০০০
মোট	৬৯৯২০০০০০

ব্যয়	টাকা
ঋণের সুদ	২২৬৩০০০০০
সিবিল	১৮০০০০০০
মিলিটারী খরচ	১৪৭০০০০০
নেভীর খরচ	১৭৭০০০০০
ঋণপরিশোধ ফণ্ড	৩ ৬৩০০০০
রাজস্ব আদায়ের খরচ	৭৪০০০০০
অন্য অন্য খরচ	৮ ৯০০০০০
সর্ব্বসমেত	৬৯৯২০০০০০

আয় অপেক্ষা ৩ ৫০০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব এই উদ্বৃত্ত অর্থ বলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া নানা প্রকার কর রহিত করিয়া দেন। ইনকম টাক্স সাহেবদিগের ছিল, তাহা দেশি আয়ের শতকরা একটাকা হিসাব আনা করা হয়। যাঁহাদিগের বাৎসরিক ৭৫০ টাকার অনধিক আয়, তাহাদিগকে ইনকমটাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ ৮০০ প্রকার করের রহিত করা হয়।

আমরা উপসংহারে পুনরায় কহিতেছি, তিনি রাজস্ব প্রণালীর শুদ্ধ ও মন্দ বলিয়া আমরা তাঁহাকে এত ভিন্ন করিতেছি। তিনি যদি ভারতের রাজস্ব-প্রণালীর একটী সুব্যবস্থা করিয়া না যেন, ইহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সুব্যবস্থা করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টেরও যেমন লাভ হয়, প্রজারাও তেমনি সুখে থাকে। তাহা হইলে অতি অল্প কালে সকল কার্য্যেই সুশৃঙ্খল হয়। রাজস্বের গোলযোগ থাকিলে কোন দিকেই সুশৃঙ্খল হয় না এবং প্রজাগণকে নূতন নূতন করে নিত্য উদ্বাক্ত হইতে হয়। রাজস্বের সুব্যবস্থা থাকলে কৌন্সিল মেম্বেলিয়নের গৃহ হইতে নানা উপায়ে যে কোটী টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহা সেই রাজ্যের সকল কার্য্য চলাইয়া যাইত। অথচ সেই সময়ে বোম্বাই রাজ্যে ১৫ কোটি টাকার অধিক আয় হয় নাই। কিন্তু গ্লাডষ্টোনের আগমনকালে এক ইংলণ্ডে ২২০০০০০০০ টাকা ঋণের সুদ আদায় হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ার সময়ে নিজ দেশের ব্যয় কেবল এক শত হইতে ছিল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের আর একটী বিশেষ গুণ এই, তাঁহার রাজস্বসংক্রান্ত চক্ষে আবশ্যক হইলে তিনি নূতন কর বসাইবেন। আবার ভারতের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলে তাহা তুলিয়া দিবেন। যাহা হউক গ্লাডষ্টোন সাহেব যদি ভারতের রাজস্ব প্রণালীর দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত হন, ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে কেবল মাইল্‌স্টোনে হইয়াছে বলিবার সম্ভাবনা নাই। এ কথাটী যেন তাঁহার স্মরণে থাকে।

ছাত্র বিপদে অমনোযোগী হইবেন না।

আমরা [illegible] ছাত্র [illegible] ছাত্রদিগকে [illegible] বিপদে অমনোযোগী [illegible] আমরা [illegible] ও নাম [illegible] ছাত্রদিগকে [illegible] ছাত্রদিগকে [illegible] ছাত্রদিগকে

শিক্ষার কাল দ্বিতীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, দার্শনিকব্যক্তিদিগের বেদনা দুটী মাত্র জন্ম নয়, তাঁহাদের এক একটী মহৎ কার্য্য-কালকে এক একটী জন্ম-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না। সেই শাস্ত্রকারেরা " কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি " এই বলিয়া অমরত্ব লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। আমরাও দার্শনিকবর লার্ড রিপনের সেই পথের পথিক হইতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি স্বদেশের মায়া, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের স্নেহ, পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এখানে একটী কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন। তাহা হইলেই তাঁহার চিরজীবন ও অমরত্ব লাভ হইবে।

ভারত ইংলণ্ডের নিতান্ত করিবার যেমন যোগ্য স্থান, বোধ হয় এমন আর কোন দেশ নাই। সৎকার্য্য না করিলে আর কীর্ত্তি হয় না, ভারতে এত বিষয়ের অভাব আছে, যে এখানে বিনা ক্লেশে বা অল্প ক্লেশে এরূপ শত শত সৎকার্য্য করিতে পারা যায়, যদ্দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইতে পারে। আমরা মহানুভব লার্ড রিপনকে একটী মহত্তর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিতেছি। সেটী এই—ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক বিষয়ে অরুচিকর অসদ্ভাব সম্পন্ন আইন ও ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি নামোপযুক্ত অনিষ্টও ঘটিতেছে। প্রথম, সকল দেশের প্রতি সমান ব্যবহার করা যে রাজধর্ম্ম, তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে। দ্বিতীয়, সভ্য মানে কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে। তৃতীয়, তাহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা, তাহাদিগকে উপযোগিতার পরিচয় দিয়া উন্নতি পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া, তাহাদিগকে উপেক্ষা করা হয়, তাহারা অধঃপাতে যাইতেছে। এই অবশেষ প্রভুশক্তির মূল যে প্রজার প্রতি অনুরাগ-ভাব, তাহার বন্ধন, তাহা শিথিল হইতেছে। লার্ড রিপন যদি এই অনর্থের উপশম করিয়া সুস্থদিনী শাসনপ্রণালীর স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অমরত্ব লাভ হইতে পারে।

যদি বলেন, সুস্থদিনী শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে বিপ্লব ঘটিয়া উঠিবে, ইউরোপীয়েরা ক্ষুণ্ণ হইবেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচরণ করিবেন, তাহাদের মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-কুটিল দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত ও অসুবিধা অনিবার্য্য। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাপক্ষ রক্ষা করিয়া চলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে তাহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবে। যে নীতি রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধ, সে নীতির অনুসরণ করা সভ্য ও সভ্য গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়। এ প্রকার নীতি যে কেমন অনিষ্টকারিণী বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি এ ভয়ের অপনোদন না করেন, সাহসী হইয়া যদি কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা কখনই উদার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। এক সম্প্রদায়ের ভয়ে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করা কি এক প্রকার অত্যাচার নয়? ইংলণ্ডে কি এক সময়ে এ প্রকার অত্যাচার হয় নাই? লার্ডেরা কি এক সময়ে গবর্ণমেণ্টকে তুচ্ছ করিয়া নিজ হস্তে অসীম ক্ষমতা গ্রহণ করে নাই? ভদ্র লোকদিগকে কি অনিচ্ছু হইয়াও ঐ উদ্ধত লার্ডদিগের অনুগত থাকিয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয় নাই? তাহারা কি পরম স্পৃহণীয় ধন স্বাধীনতার বিসর্জ্জন দিয়া ঐ গর্ব্বিত লার্ডদিগের অনুগত থাকিয়া দীনভাবে কালযাপন করে নাই? নরম্যাণ্ডির ডিউক উইলিয়ম যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তখন কি এই ভাবের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় নাই? আংলো শাক্সনেরা কি তাহাদিগের পৈতৃক ভূসম্পত্তি ও অন্য অন্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয় নাই? নরম্যানেরা কি বলপূর্ব্বক ঐ সকল হরণ করিয়া লয় নাই? যদি আংলো শাক্সনদিগের ঐ অবস্থা আজও থাকিত, আজও যদি গর্ব্বিত নরম্যানদিগের প্রাধান্য বিলোপ না হইত, তাহা হইলে কি ইংলণ্ডের এই শ্রী, এই মহিমা, এই প্রতাপ, এই জগন্মান্যতা লাভ হইত?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ইউরোপীয়দিগের ভয়ে উদার শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন, কোন কালে ভারতের মঙ্গল হইবে না; কখনই গবর্ণমেণ্ট কলঙ্ক-মুক্ত হইতে পারিবেন না। লার্ড রিপন যদি উদার শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ হইবে, তিনি মাকণ্ডেয়ের ন্যায় চিরজীবী হইয়া ভারতকেও চিরজীবী করিয়া তুলিতে পারিবেন। বরং একটী নূতন কাজ করিতে গেলেই তাহার পূর্ব্বে নানা প্রকার আপত্তি আসিয়া ও বাধা উপস্থিত হয়। যখন ইংলণ্ডে প্রথম রেলওয়ের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি ও আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়াছিল, অধিক কি তাহারা এ জন্য প্রদর্শনও করিয়াছিল, যে রেলগাড়ির শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়া যাইবে। অতএব যদি ইউরোপীয়েরা উদার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন প্রকার অনিষ্টের শঙ্কা প্রদর্শন করেন, ঐরূপ উপসাহকর হইবে সন্দেহ নাই। একবার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে ক্রমে তাহা সকলেরই সহজ হইয়া আইসে। এদেশীয়দিগকে যখন ইংরাজী শিখাইবার প্রথম প্রস্তাব হয়, তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি অনেকে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ভারতে সমাচার পত্রের স্বাধীনতা প্রদানকালেও অনেক প্রকার আপত্তি হইয়াছিল।

যে রাজা প্রজা-হিতৈষী না হন তিনি রাজাই নন। প্রকৃতিরঞ্জনই রাজশব্দের অর্থ। যাঁহার প্রজার দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ জ্ঞান না থাকে, যিনি প্রজার হিত-চেষ্টা না করেন, প্রত্যুত অনিষ্ট চেষ্টা পান, তিনি রাজপদের যোগ্য নহেন। লার্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়দিগকে বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম এদেশীয়দিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। মহানুভব লার্ড ক্যানিঙ কৃপরামর্শদায়ী ইউরোপীয়দিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম শ্রবণ করিলে এদেশীয়েরা আজও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া উঠেন। তাঁহারা যেমন অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, লার্ড রিপনও অবিলম্বে অমরত্ব কীর্ত্তি লাভ করুন, উপসংহারকালে আমাদের এই প্রার্থনা।

যাহারা বলেন, এ দেশীয়েরা আজও উদার শাসন-প্রণালীর অঙ্গভূত হইবার যোগ্য হন নাই, তাঁহাদের সে কুতর্কবাদ মাত্র। ইহারা যোগ্য হইয়াছেন কি না পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে কিরূপে প্রমাণ হইবে? লার্ড মেকলে যখন এ দেশীয়দিগকে বিচারপতি পদ প্রদান করেন, তখনও এইরূপ অযোগ্যতার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যদি সেই আপত্তি শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ হইতেন, তাহা হইলে কি আজ আমরা মন্থাধিকরণগুলি এ দেশীয় বিচারপতি দ্বারা অলঙ্কৃত দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে কি আজ হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের মধ্যে এ দেশীয়দিগের প্রশংসা শুনিতে পাইতাম?

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির ছড়াছড়ি হইয়া গেল, বঙ্কিম বাবুর অপেক্ষা শত গুণে হীন ব্যক্তিও পুরস্কৃত হইলেন, কিন্তু সুপণ্ডিত সুবুদ্ধি সুরসজ্ঞ পুরস্কারের যথার্থ যোগ্য পাত্র বঙ্কিম বাবু উপেক্ষিত হইলেন, এটী যথার্থ দুঃখের বিষয়। আমাদের ভাগ্যবিধাতার এ নিমিত্ত ক্ষোভ করা অসঙ্গত হয় নাই। বাঙ্গালিরা কে কেমন তাহা আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের অবিদিত নাই। এ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নিকটে গুণের যথার্থ সমাদর হইয়া থাকে। ঈদৃশ গুণজ্ঞ যদি

বঙ্কিম বাবুর সদৃশ গুণী ব্যক্তিকে যে বিস্মৃত হইলেন, ইহা অধিকতর বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমাদের জনৈক সংবাদদাতা এ বিষয়টী লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের স্মরণপথে উপস্থিত করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বঙ্কিম বাবুর বিষয় অধিক জানেন। এই হেতু আমরা তাঁহার পত্র খানি এ স্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হন, এটী সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে যেমন ইষ্ট ও সুখের কারণ হয়, অযোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত বা সম্মানিত হইলে সেইরূপ অনিষ্ট ও অসুখের কারণ হইয়া থাকে। যোগ্য ব্যক্তি পুরস্কৃত হইলে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ দৃষ্টান্ত দেখিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে তৎপর হন, অযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত হইতে দেখিলে তাঁহারা নিরুৎসাহ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে উপযুক্ত ও বহুদর্শী ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত বা সম্মানিত করেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট চাকর পাওয়া যায়। ইঁহারা দোষান্বেষী, বা কর্ত্তব্যকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য হীরক মনে করেন, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত আছেন।

আমাদের প্রিয় বন্ধু, বঙ্গদেশের প্রিয় পুত্র, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সমাজের গৌরবস্থল, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অন্যতম ভূষণ, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি, এ, ফাষ্টলাষ্টার চট্টোপাধ্যায়-কুলকেশরী, হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শীল লিখিত বন্ধুবর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই অদ্য আমাদিগের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

মানবগণ সৃষ্টিকর্ত্তার হইলে যে সকল গুণের অধিকারী হন, বঙ্কিম বাবুতে তাহার অনেকগুলি আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সমাজের বহুদর্শিতা, স্থলদর্শিতা, কার্য্যদক্ষতা, কার্য্যতৎপরতা, ভীরুদর্শিতা প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে লোকপ্রতিষ্ঠা হয়, বঙ্কিমবাবুর সে সমস্ত গুণই আছে। আবার যে নিষ্ঠুরতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব বা অনুগত ব্যক্তিগণের স্বার্থপরতা মূলক চাটুকারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা উপরিতনস্থ কর্তৃপক্ষগণের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত না হইয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া নির্ভয়-চিত্তে অকম্পিত-হস্তে বিচারের তুলাদণ্ড ধারণ করিতে পারেন, তাঁহার সাধুপরায়ণতা, সুবিচারকতা ও তেজস্বিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা বঙ্কিম বাবুর এই গুণটী দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হই। ইহার সকল কার্য্যেই বহুদর্শিতা আছে। কি ফৌজদারী কি কালেক্টরীর কার্য্যে কি জেলরীর কার্য্যে, কি আবগারীর কার্য্যে, কি রোডসেসের কার্য্যে কি মিউনিসিপাল কার্য্যে বঙ্কিম বাবুকে যে কার্য্যেই নিয়োজিত করা হউক, তিনি সকল কার্য্যেই দক্ষ ও পটু। আমরা স্বজাতি-পক্ষপাত দোষে দূষিত হইয়া কহিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, অনেক ইংরেজ ফুল ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাও বঙ্কিম বাবু যোগ্য ও বহুদর্শী একজিকিউটিভ অফিসার। বাঙ্গালি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা জানি অনেক কমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও অফিসিয়েটিং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য বিশেষে গোলযোগ হইলে বঙ্কিম বাবুর মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য বিষয়ের অবসর উপস্থিত। "গুণী গুণং বেত্তি" আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার এসলি ইডেন মহোদয় গুণগ্রাহী লোক। বিশেষতঃ উনি বাঙ্গালিদিগের হিতৈষীও। ইডেন সাহেব গুণ দেখিয়া অন্যান্য বিভাগে অনেক বাঙ্গালিকে উচ্চ পদে নিয়োজিত করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। পরে তাঁহার পক্ষপাতশূন্য শুভাকাঙ্ক্ষার সময়ে বঙ্কিম বাবুর ন্যায় বহুদর্শী ব্যক্তিগণ পুরস্কৃত বা সম্মানিত না হন কেন? এটী নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে।

উপসংহার কালে আমরা মহাত্মা ইডেন মহোদয়কে নিম্নোক্ত নিবেদনটী নিবেদন করিতেছি, তিনি বঙ্কিম বাবুকে কিম্বা অন্য কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিয়া তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখী করিবেন।

ইতি তারিখ ১৮ই শ্রাবণ ১২৮৭ সাল। | বশংবদ আমাদের সংবাদদাতা।

ফাকুরিয়া গ্রাম ও মিউনিসিপালিটী।

ফাকুরিয়া গ্রামটী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সুরম্য স্থান। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। ইহা হাবড়া অঞ্চলের। কলিকাতার বড় নিকটে বলিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তারা ইহাকে ফুস্লিয়া উহার গায়ে লাগাইয়াছেন। এই নিমিত্তই, ফাকুরিয়া ঐ গ্রামের রাস্তা ঘাটের কথা গ্রামবাসিদিগের নিকট শুনিলাম, তাহাতে আমাদের অধিকতর দুঃখিত বোধ হইল। গ্রামবাসীরা বলেন, দশ বার বৎসর হইল, ফাকুরিয়া উল্টাডিঙ্গা প্রভৃতি কলিকাতার গ্রাম উক্ত মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই দীর্ঘকাল মধ্যে উক্ত স্থানগুলির উন্নতি সাধন বিষয়ে কোন প্রকার চেষ্টা করা হয় নাই। রাস্তাঘাট প্রভৃতি পূর্ব্বে যেমন ভগ্নাবস্থায় ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে গ্রামগুলির দুর্দ্দশা দর্শন করিলে মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হয়। আমরা মিউনিসিপালিটী সভার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিতেছি তিনি একবার স্বচক্ষে গ্রাম গুলির অবস্থা দর্শন করিয়া আসুন। রাস্তাগুলি কর্দ্দমে এরূপ পরিপূর্ণ যে ভদ্র লোকে বর্ষাকালে গ্রাম মধ্যে গমনাগমন করিতে পারেন না।"

কি আশ্চর্য্য! সহরের নিকটবর্ত্তী একটী প্রধান মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রামের আজ এরূপ দুর্দ্দশা! কারণ কিছু ভদ্র লোকে গ্রাম মধ্যে বাইতে চান না! মিউনিসিপালিটী যদি রাস্তা ঘাটের উৎকর্ষ সাধন না করেন, তবে সে মিউনিসিপালিটীতে প্রয়োজন কি? চাকুরিয়াতে কি নামে মিউনিসিপালিটী, কাযে নয়? গ্রামবাসীরা কি টাক্স দেন না? তাঁহারা যদি টাক্স দেন তখন হয় তাহা কেন রাস্তা ভাল হয় না? যদি রাস্তা করিয়া না দিলেন, তবে মিউনিসিপালিটী টাক্স লন কেন? ঢাকবিয়ার টাক্সের টাকা কিসে যায় তাহা কেহ এক কলমেবলে কি সমস্ত টাকা উদরসাৎ করেন? কাহার উদরে কি হজমীগুলি আছে?

আমরা আর একটী কথা শুনিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গ্রামবাসীরা গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষের নিকটে রাস্তা ঘাটের জন্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে উনি গ্রামবাসীদিগের নিকটে টাকা চাহিয়াছেন। তাঁরা পর্য্যন্ত মিউনিসিপাল টাক্স দিবেন, আবার রাস্তা ঘাটের জন্য নিজের অতিরিক্ত টাকা দিবেন? একি চমৎকার কথা! সেখানে মিউনিসিপালিটী নাই, সেখানের রাস্তা ঘাটের জন্য টাকা আদায় করিবে গবর্ণমেণ্ট রাস্তা ঘাটের জন্য টাকা দিবেন মিউনিসিপালিটীতে। তবে মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ এই দুর্দ্দশার পরে [illegible] নিজে [illegible] কথাটী [illegible] কি আশ্চর্য্য! মিউনিসিপালিটীর বাস হইতে রাস্তা ভাল হইবে, এ বিশ্বাসের ভাল পথ হইল না, বিলক্ষণ খারাপ হইল। উহার সংস্থান হইল না, মিউনিসিপালিটীতে বাস করিয়া কোন সুফল হইল না, সুখের মধ্যে দেখিলাম কি সরকারের গোপনীয় হিসাব, আর ওয়ার্ডের ভোটার হওয়া গেল।

ফাকুরিয়া গ্রামটী সাউথ সুবর্ব্বন মিউনিসিপালিটীর যে অন্তর্গত হইয়া আছেন, তাই আমরা [illegible]

[illegible] অনর্থের মূল হইতেছে। [illegible] প্রভৃতি গ্রামগুলি যত দিন ঐ মিউনিসিপালিটীর অন্তঃপাতী ছিল, ততদিন তাহাদেরও ঐরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল কিন্তু এখন স্বতন্ত্র হওয়াতে সেভোগের উদয় হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি এখন সেখানে রাস্তা পাকা হইতেছে, কিন্তু কেহ টাকাতিন্ন স্বতন্ত্র টাকা চাহে না।

যাহা হউক, আমরা চাকুরিয়াবাসীদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি, তাঁহারা পুনরায় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করুন। যদি তাঁহারা তাহাতে অসম্মত হন, লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিবেন। আমাদের নারায়ণ লেপ্টনন্ট কখনই তাহাদের প্রার্থনা-বাক্যে উপেক্ষা করিবেন না।

কাবুলে আকস্মিক বিপৎপাত।

আবদুল রহমান কাবুলের আমীর হইলেন, সকল রাজ্যের শান্তি হইল, ইংরাজ সৈন্যেরা সত্বর ত্বরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে, ইউরোপীয় সমাচার অবলম্বন করিয়া এই সংবাদগুলি লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতে না দিতে, মুখ ও নিশ্চিন্ত ভাবে নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতে, সঙ্কুচিত অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিতে না করিতে, ভ্রূকুটি ভঙ্গ বিস্তারিত করিতে না করিতে সংবাদ পাইলাম, রাজধানীতে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আয়ুব খাঁ [illegible] হাজার পদাতি ও [illegible] অশ্বারোহ সৈন্য ও [illegible] কামান লইয়া কান্দাহারে [illegible] ইংরাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া [illegible] করিয়াছে। উক্ত সেনাপতির পরাজিত [illegible] হইয়া আসিয়াছেন। আমরা শুনিয়া অতি [illegible] হইলাম নিম্নলিখিত প্রধান সৈনিক [illegible] নিহত হইয়াছেন।

[illegible]	আহত
[illegible]	মেজর জি, ব্লাকউড
[illegible]	লেফ্টেনাণ্ট এড লাইন্স
[illegible]	কাপ্তেন এম, মেনি
[illegible]	লেফ্টেনাণ্ট ডে, ডিউ
[illegible]	কপ্তান এচ, আণ্ডার্সন

[illegible] এই সাঙ্কেতিক [illegible] হইয়াছে, এতদ্দ্বারা [illegible] জানিতে পারিতেছে। রবার্ট সাণ্ডিমান, [illegible] সেনাপতিরা সৈন্য সামন্ত [illegible] কান্দাহারে অভিমুখে যাইতেছেন। কাবুলের [illegible] শেরঅলি [illegible] প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলের সঙ্গে [illegible] গিয়াছেন। [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] হইয়াছিল, আয়ুবের সহিত যুদ্ধে [illegible] [illegible] পরাজিত হইয়াছে। সেনাপতির খাঁ অস্ত্র উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সেনাপতি বরোসের অধীনে ২৪ শত মাত্র সৈন্য আছে। জেনরল প্রিমরোজের (যাঁহাকে শত্রুরা ঘেরাও করিয়াছে) অধীনে ৩ হাজার মাত্র সৈন্য আছে। দুইদল সৈন্য উহাদিগের সাহায্যার্থ কান্দাহারে উপনীত হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতেও সৈন্য আসিতেছে। এইরূপ জনরব শুনিয়া আয়ুব খাঁর সৈন্যদিগকে তোপ ছুড়িবার কৌশল দেখাইয়া দিতেছে। সেনাপতি প্রিমরোজের নিকটে ৪০ টী বড় কামান রহিয়াছে। শুনা যাইতেছে, আয়ুব সত্বরেই খুষি হইতে ইংরাজ সেনাপতি প্রিমরোজকে বাহির করিয়া দিবেন এবং তাঁহার বিদায়ী সৈন্যেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে। সমস্ত রক্ষিত সৈন্য সেনাপতি প্রিমরোজের সাহায্যার্থ যাইতেছে। আবদুল রহমান ঘুটাই নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। শত্রুরা ঐ স্থানও আক্রমণ করিয়াছে। চেম্বান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্য গিয়াছে।

আবদুল রহমানের আমিরী লাভ সম্বন্ধে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি, তাহাতে পাঠক দেখিবেন লার্ড লাটিটন কাবুলের যুদ্ধ শেষ হইল মনে করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করেন, আমরাও তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের মন প্রসন্ন হয় নাই। আমরা ঐ প্রস্তাবেই লিখিয়াছি, কাল রণমদে মোগণকে মাতাইতেছে। কাবুল যে নির্বিবাদ ও নিরুপদ্রব হইল, আমাদের মনে এরূপ প্রতীতি হয় নাই। তাহার কারণ এই, সর্দারেরা আবদুল রহমানের আমীরত্ব লাভে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভিমত করেন নাই। আবদুল রহমন যে আমীর হন, সে বিষয়ে অনেকেরই অনিচ্ছা। কাবুলীরা যে প্রকার চঞ্চল, এরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বে আবদুল রহমানের আমিরী পদ লাভে কাবুল নির্ব্বিঘ্ন হইল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চিত্তের প্রীতিকর হয় না। নূতন মন্ত্রি সম্প্রদায়েরও কাবুল সম্বন্ধে ৩টী ভ্রম ঘটিয়াছে। এক, আবদুল রহমানকে দিল্লি করিয়া আমীর করা। দ্বিতীয়, তাঁহাকে শক্তিশূন্য করিয়া আপনাদিগের মুষ্টিমধ্যগত করা। সর্দারদিগের কোন রূপে এরূপ ইচ্ছা নয় যে কাবুলে কোন প্রকার ইংরাজ প্রভুত্ব থাকে। ইংরাজেরা কাবুলে একটী সভা করিয়া সর্দারদিগের সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগের মনোনীত ব্যক্তিকে যদি কাবুলের আমীর করিতেন এবং তাঁহাকে কোন প্রকার নিয়মে বদ্ধ না করিয়া যদি স্বাধীনতা দান করিতেন, তাহা হইলে এ বিপদ ঘটিত না।

এখন কি করা কর্ত্তব্য? এখন ইংরাজজাতি উন্মত্ত হইয়াছেন। এ সময়ে তাঁহারা যে কোন পরামর্শ করুন, তাহা বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। অসভ্য জাতির নিকটে পরাভব! ইহা কি ইংরাজের সদৃশ তেজস্বী বা গর্ব্বিত জাতির সহ্য হওয়া সম্ভাবিত হয়? এখন সকলেরই চেষ্টা হইয়াছে, যে কোন রূপেই হউক আয়ুব খাঁকে সদলে সংহার করিয়া ব্রিটিশ মাহাত্ম্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; ব্রিটিশ মাহাত্ম্য রক্ষা করা যে কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেবল সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধ করিলেই যে সেই মাহাত্ম্য রক্ষা হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইংরাজেরা মত্ত হইয়া যুদ্ধ করাই যদি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন, কাবুলে অপর কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হইবার অসম্ভাবনা নয়। কাবুলও উৎসন্ন হইবে, ইংরাজেরাও অবসন্ন হইয়া পড়িবেন। শেষে হয় ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ন্যায় উভয় দলের জন কয়েক লোক মাত্র জীবিত থাকিবে। এখনকার কর্ত্তব্য এই, আবদুল রহমানকে যখন আমীর করা হইয়াছে, তখন আর তাহার পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাবুলের কৃতপূর্ব্ব আমীর সেরআলি যেরূপ স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেন, উঁহাকেও সেইরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হউক, তাঁহার বিবাট কান্দাহার প্রভৃতি যে সকল স্থানে অধিকার ছিল, ইঁহারও সেই সেই স্থানে অধিকার হউক। ইংরাজেরা কাহাকে কান্দাহারের অধিপতি করিয়াছেন তাঁহাকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া আপনাদিগের অধিকার মধ্যে তাঁহাকে কোন উচ্চ পদ দান করুন। আয়ুবের প্রতি বৈরসাধন চেষ্টা ও অন্য প্রকার যুদ্ধ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আবদুল রহমান যাহাতে পদস্থ থাকিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হউক। তিনি সর্দারদিগকে হস্তগত করিবার কৌশলপূর্ণ সাম্য উপায় অবলম্বন করুন। কাবুলে গিয়া ইংরাজদিগের যে অপমান হইতে হইয়াছে। আমরা যে পরামর্শ বলিলাম, উহার অনুরূপ কর্ম্ম করিলে কথঞ্চিৎ মানরক্ষা হইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি কাবুলের প্রতিবাড়িতে, ঈ বালক বৃদ্ধ ভেদ না করিয়া তোপে উড়াইয়া দেওয়া হয়, প্রত্যেক পর্ব্বতকে বারুদে ভস্ম করিয়া এক এক খানি পাথর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করা হয়, প্রত্যেক বৃক্ষ ছিন্ন করিয়া শাখা প্রশাখাদি ভস্ম করা হয়, বারুদরাশি নিক্ষেপ করিয়া যদি কাবুলের যাবতীয় নদী শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, কিছুতেই অবমাননার পরিশোধ হইবে না। তাহাতে কেবল আর এক প্রকার অবমাননা হইবে। বিজ্ঞ লোকেরা ইংরাজদিগকে অসভ্য জ্ঞান করিবেন। অতএব বৈরনির্য্যাতনার্থ আর নূতন যুদ্ধের অনুষ্ঠান না করিয়া আবদুল রহমানকে বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইংরাজদিগের মানরক্ষা হইবে।

অনেকে অনুমান করিতেছেন রুশেরা ইহার

মধ্যে আছে। আমাদিগের কিন্তু সে অনুমান হয় না। ভূতের আতঙ্কই ত কাল হইয়াছে। এই অলীক আশঙ্কায় ভীত হইয়াই ত ইংরাজেরা কর্ত্তব্য পথ দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহারা যদি ভীত না হইতেন, আজ এ বিপদ ভোগ করিতে হইত না। কাবুলীরা অসভ্য বটে, তাহাদের জ্ঞানরূপ বন্দোবস্ত নাই, জ্ঞানরূপ শিক্ষা নাই, অর্থের স্বচ্ছলতা নাই, কিন্তু তাহারা কাপুরুষ নয়। তাহাদের অসীম সাহস। তাহারা বিদ্যুতেই বশীভূত হয় না। তাহারা অপরের সাহায্য না পাইলে যে যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহা নয়। তাহাদের যদি ঐক্য থাকিত, যুদ্ধকার্য্যে যে সকল বন্দোবস্ত আবশ্যক তাহাদের যদি সে বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজদিগের কাবুলে প্রবেশ করা কঠিন হইত সন্দেহ নাই। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন কি তাহাদের নূতন? গোতমবংশের পুত্র আকবরও ইংরাজদিগকে এই রূপ বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। তখন কি ভূতেরা আসিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল? যাহা হউক উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইংরাজ গ্রন্থপুরুষেরা স্থির-চিত্তে কার্য্য করুন। যাহাতে আপনাদিগের মানরক্ষা হয়, কাবুলেও শান্তি স্থাপিত হয় এবং কাবুল উৎসন্ন না যায় সেইরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করিলে সে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইবেন না। আপনারা ধৈর্য করিয়া অটল বল প্রকাশ পূর্ব্বক কাবুলে প্রবেশ করিয়া উহাকে উৎসন্ন দেওয়া ধর্ম্ম ন্যায় ও যুক্তির অনুমোদিত নয়।

"ঈশ্বর সিদ্ধি।"

একেই ধর্ম্মমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আবার রাজবিহারী বাবুর প্রদর্শিত নাস্তিকতাবাদ প্রবল বায়ুস্বরূপ হইয়া তাহাকে অধিকতর মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমাদের অধিকসংখ্যক পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পত্রের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। সোমপ্রকাশে সে সমুদায়ের স্থান সমাবেশ হওয়া কঠিন। যদি সোমপ্রকাশে স্থান সমাবেশ হয়, ক্রমে ক্রমে সে গুলির আবির্ভাবের অসম্ভাবনা নয়। অদ্য আমাদের সাননীয় জামালপুরের সংবাদদাতার পত্রখানি গৃহীত হইল।

রাজবিহারী বাবু! আমরাও তোমাকে এই প্রসঙ্গে দুই চারিটী কথা বলি। তুমি যে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিয়াছ, এটী ভারতবর্ষে নূতন কাণ্ড নয়। ভারতে অনেক প্রকারের অনেক বড় বড় নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মত চির আদৃত হয় নাই। এতদ্ভাবা সপ্রমাণ হইতেছে, নাস্তিকতা নৈসর্গিক নয়। আস্তিকতা আর নাস্তিকতা এ উভয়ের মধ্যে কোন শব্দটীর সর্ব্বাগ্রে সৃষ্টি হইয়াছে? আর্য্যজাতীয়দিগের বুদ্ধি যখন সরল ছিল, তখনই আস্তিকতা শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহার পর যখন কতকগুলি আর্য্যের বুদ্ধি কুটপথগামিনী হয়, সেই সময়ে আস্তিকতার বিপরীত শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার অন্যতর। যে বালকের সবে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, পড়াশুনা পরার্থ কি তাহা সে জানে না, কিন্তু একখানি পুস্তক বা পত্র যদি তাহার হস্তগত হয়, সে পড়িতে আরম্ভ করে। ঐরূপ পাঁচ জন বালক একত্র হইলেই পুস্তার মুখস্থ পড়িয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে স্বাভাবিক, বনাদিগের ব্যবহার দ্বারা তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তাহারা ধর্ম্ম বা ঈশ্বর পদার্থ কি জানে না ও বুঝে না। কিন্তু একটী উচ্চ স্থান বা বৃক্ষকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, তিনি কখন মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করিতেন না। যদি বল বালক ও বনাদিগের ব্যবহার অনুকরণমূলক। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, অনুকার্য্য না থাকিলে অনুকরণ হয় না। প্রথম অনুকার্য্যের কে সৃষ্টি করিল? যিনি অনুকার্য্যের প্রথম সৃষ্টি করেন, তাঁহার সময়ে কে প্রথম ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিল? ঈশ্বর যদি মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ নিহিত না করিতেন, ধর্ম্ম ও তদ্দেব পূজা সম্বন্ধে কখন অনুকার্য্য অনুকারক ও অনুকরণ প্রবৃত্তি সৃষ্টিগোচর হইত না। যে বস্তু স্বভাবতঃ না থাকে, তাহার অনুকরণে প্রবৃত্তি হয় না। যাহার স্বভাবতঃ লেখনায় হস্ত নাই, সে কি দেখার কার্য্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়? অধিকাংশের মত ধরিয়াই সকল কার্য্য হইয়া থাকে। সেই অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিতে গেলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের জামালপুর সংবাদদাতা এই মত অবলম্বন করিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার পত্রখানি এই:—

"ঈশ্বর আছেন কিনা আর বিচার করিতে হইল? তার হিন্দু সমাজের কি অধঃপতন! যে হিন্দু সন্তানেরা একখানি সামান্য পত্র লিখিতে হইলেও ঈশ্বরের নাম লিখিয়া তবে অন্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে শিক্ষা দেয়; তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততিকে এখন কি না যুক্তিতে হইল ঈশ্বর আছেন!!

শ্রীযুক্ত বাবু রাজবিহারী দাস আপনার ১৫ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে বঙ্গদর্শন হইতে অনিকল কয়েকটী যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বর অসিদ্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিক দুঃখিত হইলাম। তিনি যে নাস্তিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না, নাস্তিক যে কেহ হইতে পারে ইহাও আমাদের ধারণা হয় না। যে মিলকে নাস্তিক বলিয়া আমাদের যুবকেরা মস্তকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই মিলের কৃত পজিটিভিস্ম বিষয়ক গ্রন্থে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য উদার ও গম্ভীর মত সকল প্রচারিত হইয়া জনসমাজকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে! আমরা ঈশ্বরকে মানিব না কিন্তু ঈশ্বরপ্রতিবাদীকে মানিব, কি আশ্চর্য্য কৃতজ্ঞতা!! প্রমাণ আছে বলিয়াই ঈশ্বর সিদ্ধ। তিনি সাংখ্যের যে তিনটী প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর একটী চতুর্থ প্রমাণ আছে, তাহা "আপ্তপ্রমাণ।" যাঁকে একবার সাংখ্যদর্শনকারের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই দেখা যাউক, ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারেন কি না। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্র মধ্যে ছয়খানি প্রধান। তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

১। গৌতমকৃত ন্যায় দর্শন।
২। কণাদকৃত ঐ (বৈশেষিক)
৩। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন (নিরীশ্বরবাদ)
৪। পতঞ্জলিকৃত সেশ্বর সাংখ্য ও যোগ।
৫। জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা।
৬। ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা।

এই ষড়দর্শন শাস্ত্রেই ঈশ্বর সম্বন্ধে অপূর্ব্ব জ্ঞান সমুজ্জ্বল করিয়া ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই সব দর্শনশাস্ত্র আমে বলিয়াই কি হার্বিটের, কি হ্যামিল্টন, কি লেসলির, কি মিল, কি কোমত, কি টীকেল, কেহই ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমক্ষে জয় লাভ করিতে পারেন নাই। এখন ইউরোপে যাহা হইতেছে, তাহা ভারতের ঘাড় ভাঙ্গিয়া কি করিবে? ইহার সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ঐ সকল কথা ঘোর বিচারে হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্য ছয়খানি দর্শন মধ্যে কেবল কপিলকৃত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন লইয়া রাজবিহারী বাবু ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি কি পতঞ্জলিকৃত সেশ্বর সাংখ্যদর্শন ও যোগ শাস্ত্রের কোন সন্ধানই রাখেন? তিনি কি বৈদিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসার "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের প্রমাণাদি পড়েন নাই? আমাদের অনুরোধ তিনি যেন এবার ব্যাসকৃত উত্তর মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তার পর এ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন। আজ কাল এখানে ওখানে দুই একজন ইংরাজ অথবা কপাল উল্টিয়া জগৎকে শিক্ষা দেয় যে আত্মা নাই শরীরই সব, ঈশ্বর নাই [illegible] বাপ নাই ছেলেই সব!!!

এই নাস্তিকতা ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনোদ্দেশেই জলবুদবুদের ন্যায় উঠিতেছে দেখিয়া আমরা কিছু মাত্র বিচলিত নহি,কেন না ভারতশাস্ত্রসিন্ধু মধ্যে চার্ব্বাককৃত "দেহাত্মবাদ" ও "দৈহিক পরিণামবাদ" বৌদ্ধকৃত "সর্ব্ব শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, অনুমান ও "প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ" ইত্যাদি অনেক দিন তল হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের অস্থানাস্থিত সব হবগহনের শেষ ফলস্বরূপ বৌদ্ধ প্রতিমার ন্যায় তাহারা প্রচলিত দেখা যাইতেছে। বৌদ্ধ ঈশ্বরকে পূজা করিলেন না, কিন্তু স্বয়ম্ভূবিগ্রহকে বৌদ্ধেরা ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে পূজা দিতেন।

এখন রাজবিহারী বাবুর লিখিত তিনটী প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু না বলা ভাল দেখায় না। গৌতমসূত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন জ্ঞানং যাবদেশা মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" ভাষ্যকার বলেন, "অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিপ্রত্যক্ষং" অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। অতএব ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়োপলব্ধিকারী যে বৃত্তি বা জ্ঞান তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। চক্ষু যেমন প্রত্যক্ষশব্দবাচ্য, কর্ণ, জিহ্বা, ত্বক, প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও তেমনি প্রত্যক্ষবাচ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই চক্ষুর কি কোন জ্ঞান আহরণ করিবার সামর্থ আছে? জ্ঞান আহরণকারী আর কোন একটী বৃত্তি হৃদয়ে থাকিয়া কি কার্য্য করে না? চক্ষু কর্ণকেই যদি কেবল ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা হইলে, চর্ম্ম ও জিহ্বাদি যন্ত্রকে কেন ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করি না? উক্ত গৌতম সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঋষি বলেন "সন্নিকর্ষবুদ্ধি [illegible] কিন্তু ঐ জ্ঞানের [illegible] অন্য কোন শক্তির [illegible] যেমন আমাদের [illegible] সামান্য ইন্দ্রিয় [illegible] সে রূপ কোন [illegible] রাজবিহারী বাবু প্রমাণ করিবেন [illegible] প্রমাণও দিবেন যথা [illegible] সামান্যতো দৃষ্টেঃ।"

[illegible] হইতে [illegible] যেমন [illegible] হইতে [illegible] অথবা ঈশ্বর যা [illegible] হইতে [illegible]

৪। [illegible] হইতে [illegible] যেমন [illegible] দেখিয়া মেঘ বোধ, সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টা বোধ ইত্যাদি।

৩য়। আমি একস্থানে ছিলাম, আমার তথায় তিনি দেখিলেন, তিনি কিছুক্ষণ পরেই আমাকে অন্য লোকের বাসায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যে বোধ বা অনুমান করিয়া থাকেন, যে আমি অবশ্য পূর্ব্বদৃষ্ট স্থান হইতে শেষোক্ত স্থানে গিয়াছি। যদিও তিনি আমার গমনক্রিয়া স্বয়ং দেখেন নাই তথাপি আমার তথায় গমনকার্য্য সিদ্ধ ইহা স্বীকার করিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়াকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান কহে। এইরূপ এক বস্তুর রচনা দেখিয়া যেমন তাহার রচয়িতাকে জানি ও তৎসঙ্গে এই জ্ঞানও লাভ হয় যে রচনা মাত্রেরই রচয়িতা আছে, তদ্রূপ ঈশ্বরকে কেহ সৃষ্টি করিতে দেখেন নাই তথাপি এই সুন্দর সৃষ্টির যে তিনিই রচয়িতা, তিনিই পাতা, তিনি পরিত্রাতা তাহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। এই রচয়িতার ভাব না বুঝিয়া যখন আমরা নিরাশ হই তখনই মনোমধ্যে যেন কে গভীর নাদে গাইতে থাকে।

"কি লাগি মগন মন, বিবাদ নীরে,
বসিয়ে ভবের কূলে, ভাবিছ কিরে!
নাহি কিরে সুখ লেশ, বল মোরে সবিশেষ,
কেন বা এমন বেশ, গেয়েছে তোমা ঘিরিয়ে,
এই বিশ্ব পাশ নিরাশে, বদ্ধ হয়ে মোহপাশে,
কেন বৃথা সুখ আশে মরিছ ঘুরে?
চল সেই অমৃত ধাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
নিত্যানন্দ নিত্য সুখ ভুঞ্জিবে রে অচিরে।"

৩। শাব্দপ্রমাণ।

গৌতম ঋষি বলেন "আপ্তোপদেশঃ শাব্দঃ।" আপ্ত শব্দের অর্থ যথার্থ। যথার্থ জ্ঞাতার উপদেশকেই আপ্তোপদেশ বলা যায়। অর্থাৎ, যে সকল মহর্ষি বোধ-বলে সেই অখিল বিশ্বের নিয়ন্তার বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও যে জ্ঞানবলে তাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রজ্ঞানের চূড়ায় শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন সেই সব মহাত্মার বাক্যই আপ্ত বাক্য। তাহা কোথায় লিপিবদ্ধ আছে? উপনিষদাদিতে। এই উপনিষৎ শাস্ত্র বেদশাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ। তবে "বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই" বলা কি বুদ্ধিমানের উচিত? বেদ শাস্ত্র, নানা মন্ত্রে, ঋকে, সামে, যজুঃতে বিবৃত, এই সমস্ত-জ্ঞানকাণ্ড প্রধান উপনিষৎশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। মস্তক ছাড়িয়া দেহ জ্ঞান আর উপনিষৎ ছাড়িয়া বেদজ্ঞান উভয়ই সমান। সংশয়বাদীদের অনেক সংশয় প্রশ্নোপনিষদে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।

জ্ঞানমার্গের একটী উপায় তর্ক বটে। কিন্তু তর্কই জ্ঞান নহে। তর্কের ভিত্তি কার্য্যকারণ ভাব সেই কার্য্যকারণ ভাব বজায় রাখিয়া জ্ঞানের শরীর পরিষ্কার করার নাম তর্ক।" এই জ্ঞান অনেক প্রকার, তন্মধ্যে এখানে দুই প্রকার জ্ঞান উল্লিখিত হইল। তাহা সম্বুদ্ধজ্ঞান, আর প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ই গ্রহণ করিয়াছে সে জ্ঞানকে সম্বুদ্ধজ্ঞান বলে।" আর যখন মন তাহা গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে এই অবস্থার জ্ঞানাংশই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান।" আমরা মনকেও ইন্দ্রিয় শ্রেণী-মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। পূর্ব্ব প্রস্তাবিত আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া দিলে কোন প্রমাণই স্থান পায় না। তোমাকেই যখন তুমি মান না তখন তোমার আবার প্রমাণ কি? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। এই জন্য আমাদের মত অসারজীবন-সর্ব্বস্ব মূঢ়চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সহজ উপায় যে আত্মপ্রত্যয়মূলক জ্ঞান, তাহা ছাড়া উচিত নয়। এই জন্যই জ্ঞানিপ্রবরগণ কঠোপনিষদের ১০ শ্লোকে আমাদের হিতার্থে এই মহার্থ-পূর্ণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে,—

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাব প্রসীদতি।

অর্থাৎ তিনি আছেন এই প্রকার আত্মপ্রত্যয় করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর তত্ত্বভাবেও তাঁহাকে জানা যায়। উভয়ের মধ্যে তিনি আছেন, যাঁহারা এই প্রকার জানেন, তাঁহারা তত্ত্বভাবও আপনা হইতে প্রাপ্ত হন। রাজবিহারী বাবু দেখুন দেখি কেমন সুন্দর সঙ্কেত। ইষ্টদেবতা ভাবের বস্তু। "প্রতিবোধবিদিতং" প্রতিবোধ দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। এই প্রতিবোধ জন্য দ্বারা সম্পন্ন হয়। তর্ক যেমন মন দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, বিবেক দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, প্রতিবোধ সেইরূপ জন্য বস্তু দ্বারা সমাহিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক নাই, হৃদয় ছাড়িয়া বসিলে চলিবে না। যাঁহারা কেবল মস্তিষ্ক লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা হৃদয়ের কার্য্য না বুঝিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের যোগে অধ্যাত্ম যোগাভ্যাস করেন, তাঁহারাই যথা পুরুষ। যদি প্রকৃত তত্ত্বতত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশে রাজবিহারী বাবু "ঈশ্বরতত্ত্বনির্ণয়" প্রমাণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা লইয়া যদি বিতণ্ডা ও বিতর্ক জালে মোহাধিক ব্যক্তিকে অধিকতর মোহযুক্ত দেখান হয়, তাহা কর্ত্তব্য নহে। আমরা উপরে সংক্ষেপতঃ যাহা লিখিলাম তাহা অনেক প্রশস্ত করা যাইতে পারে। যদি রাজবিহারী বাবুর এ বিচার চালান মত হয়, তাহা হইলে সাধা-

ঠিক সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ ছাড়িয়া কয়দিন তাহা উত্থাপন করিবেন, এবম্বিধ প্রসঙ্গ ভাল ভাল সাময়িক পত্রে হইলেই ভাল হয়। তাহা হইলে নানা প্রমাণাদিদ্বারা বিশদরূপে স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশ ধীর ভাবে এ সব তত্ত্বালোচনা করা উচিত। উগ্রতা ছাড়িতে হইবে। কপিল-মতে সাংখ্যদর্শনে স্পষ্টত "ঈশ্বর" সিদ্ধি দেখা যায় না বটে, কিন্তু পাতঞ্জলে ঈশ্বর স্বীকার করা হইয়াছে।

কপিলদেব প্রকৃতি ও পুরুষ মানেন, এই পুরুষ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। বেদান্ত মতে জীবাত্মার স্থলে উনি বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। এই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি হইল। সংযোগ করিল কে? পুরুষ না প্রকৃতি? তিনি এই উভয়ের সংযোগকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐশী শক্তিশালী কে? যে, তাহাকে ঈশ্বর বলিব। ঈশ শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায়। এই উভয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, অপরকে অধীন করিয়াছে, সেই ঈশ্বর! তুমি এই শক্তিকে যে শব্দে অভিহিত কর আমরা তাহাকেই ঈশ্বর বলিব। তাহা হইলে গোল মিটিয়া গেল।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
জামালপুর

কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ২৭ এ জুলাই। যুছুফিয়া কাবুলে কবর পড়িয়া নূতন আমীরের সিংহাসনাধিরোহণ বৃত্তান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। নগরের প্রধান মসীদে যখন উহা পড়া হয়, সেই সময়ে তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। সর্দ্দার ইসফ খাঁ ও খাঁ অমূল্য খাঁ দরিদ্রদিগকে ধন দান করিয়াছিলেন। ওয়ালি মহম্মদ তথায় উপস্থিত হন নাই। প্রচার আবদুল রহমানকে টাকা পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং ধনী লোকেরা তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেও সম্মত আছেন।

মহম্মদ জান চারিকারে যান নাই এবং আবদুল রহমানের সহিত সাক্ষাৎও করেন নাই। তিনি কেবল পরাক্রান্ত জাতীয় ৭ জন সর্দ্দারের সহিত মুফি আলমের দুই পুত্রকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন। আবদুল রহমানের পক্ষের কাহারও সহিত ওয়াজিরদিগের প্রণয় নাই। মুসা জানকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করাইবার জন্য মহম্মদ জান যেরূপ যোগযোগ করিয়াছিলেন তাহাতে আবদুল রহমান যে তাঁহার প্রেরিত লোককে অভ্যর্থনা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ। আবদুল রহমান যদি মুসাজানকে সেনাপতি করেন তাহা হইলেও যোগযোগের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা আছে। মহম্মদ জান চারিকারে যে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন আবদুল রহমান তাঁহাদিগের সহিত কি রূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার জন্য মহম্মদ জান সোৎসুকচিত্তে ময়দানে অপেক্ষা করিতেছেন।

ওয়ালি মহম্মদ কাবুলের শাসনকর্ত্তার পদ পরিত্যাগ করাতে সর্দ্দার ইসফ খাঁ কিছু দিনের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরাজ সৈন্যদিগকে আজি হইতে কাবুল নগরের মধ্যে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

সোমবারে শনিবারে সালপুরার খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার অনেক সৈন্যকে হতাহত করে এবং বাসিশেষে অনেককে হতাহত করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

কাবুল ২৭ এ জুলাই। আবদুল রহমান চারিকারে রহিয়াছেন। তিনি ঐ স্থান রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া কাবুলে আসিবেন। তিনি সিন্ধিলিবাসিদিগকে বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়াছেন। হাসিম খাঁ, আবদুল্লা খাঁ ও মুসাজান সৈন্যবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আগামী শীত ঋতুতে সোনাপুর হইতে মগরা হাট পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহার জন্য ভূমী সংগ্রহার্থ একজন কালেক্টার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি এখন হইতে ভূমী ক্রয় করিতে থাকিলেন।

শ্রীরঙ্গপ্রকাশে মহাভারতের অনুবাদক বাবু প্রসন্নচন্দ্র রায়ের যে মৃত্যু প্রকাশ হইয়াছে আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম তাহার একটীও সত্য নয়। আমরা আগামীবারে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার সিসিল বিডন সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের উন্নতির জন্য রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ১০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু ওঁহার ঐতিহাসিক বাগানের নিকটে খালের এক খাঁ: গ্রপ্রায় নৌকার ১৪ জন যাত্রীকে রক্ষা করিয়াছেন।

মঙ্কাউ হইতে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের বোধ হইল রুশের অনেক লোক ভারতের প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন। উহারা মহা সমারোহে দেব দেবীর পূজা করে। হিন্দুদিগের যেমন ৩৩ কোটী দেবতা উহাদিগের ও তেমনি বরং তাহা অপেক্ষা বেশী ও কম নহে। হিন্দুরা সঙ্কটে পড়িলে যেমন দেবতার নাম লয় উহারা ও ঠিক সেইরূপ করে। তদ্ভিন্ন আর আর আচার ব্যবহার প্রায় প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত মিলে।

একজন পাদরি এক ব্যক্তি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সত্য সত্যই কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানী আদালতের খরচ খরচা বাদে বর্ষে বর্ষে লাভ দেখাইয়া থাকেন। ষ্টেট সেক্রেটারি উত্তরে বলিয়াছেন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত হইতে বার বাদে বর্ষে বর্ষে ১৮০০০০ টাকা লাভ হয়।

মান্দ্রাজের ১১ মাইল দূরে পলাকাদুহ নামক স্থানে একটী স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৮৮৭ সনে ভারতবর্ষ হইতে ব্রোম সেক্রেটরে ১৬৫০০০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত ৪২০০০০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। সমুদায়ে সম্বৎসরে ২০৩১০০০০ টাকা পাঠান যাইবে শুদ্ধে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ইতিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস থেজেটে ডাক্তার বেঞ্জামিন ব্রিজ নামে এক ব্যক্তি সন্ধিগ্ধমনা পীড়িত লোকের নিম্নলিখিত চিকিৎসা প্রকরণ প্রকটীত করিয়াছেন। যথা পীড়িত ব্যক্তিকে একটী অন্ধকার গৃহে রোগান দিয়া বসাইতে হইবে। তৎপরে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া দেহকাণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত জল ঢালিয়া দিতে হইবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিলে রোগী ক্রমে সুস্থ হইবে।

[illegible] বর্ষে মহাবিপদে আমি [illegible] একজন [illegible] প্রাণে বাঁচা [illegible] লোককে [illegible] ঐ সকল [illegible] বাঁচা যাইবে। [illegible] প্রকৃতি বা [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

আছে। আমরা মধ্যে মধ্যে অন্যান্য স্থান হইতেও এরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি।

হাবড়া থানার ইনস্পেক্টর যে, বেবিলো সাহেব বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নামে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট বকলণ্ড সাহেবের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। অভিযোগের কারণ এই, বকলণ্ড ক্ষেত্র বাবু ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট বেলেডাঙ্গায় পুলিসের কোন কর্ম্মচারী থাকে না বলিয়া বেবিলোর বিপক্ষে এক দরখাস্ত আবেদন করিয়াছিলেন। গত ২১ এ তিনি নিজ আদালতে কোন কার্য্যোপলক্ষে যান, ঐ দিবস বেবিলোও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কার্য্যের কথা বেবিলোকে বলেন, বেবিলো তদুত্তরে এই কথা বলিয়াছিলেন আমি এ সংবাদ পাইয়াছি এবং স্বপক্ষসমর্থনার্থ রিপোর্টও দিয়াছি। ক্ষেত্র বাবু ঐ দরখাস্ত করায়, বেবিলোর মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়। এই উপলক্ষে উভয়ে এক দিন বচসাও করিয়াছিলেন। এক্ষণে বেবিলো বলেন "আমি স্বপক্ষসমর্থনার্থ ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছি, এই কথা বলাতে ক্ষেত্র বাবু আমাকে কটু কথা বলিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট বেবিলোর দরখাস্ত ডেপুটি করিয়া বেবিলোর মানিত ৩ জন মাজিষ্ট্রের সাক্ষ্য লন। একজন, যিনি নিকটে ছিলেন তিনি বলিয়াছেন আমি ক্ষেত্র বাবুকে কোন কটু কথা বলিতে শুনি নাই। অপর দুই জন যাহারা অনেক দূরে ছিলেন তাঁহারা বেবিলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষেত্র বাবুর ১ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, করিমানার টাকা না দিলে তাঁহাকে আর এক মাস কারাবাস করিতে হইবে। পক্ষিপক্ষীয় উকিল আপীল করিবার জন্য রায়ের নকল প্রার্থনা করাতে সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের একটী বণিক্ ষ্টীমারে গত শনিবার ইংলণ্ডাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন খালাসী অসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি চাউলের নমুনা দেখাইয়া কোন্‌টী ভাল এবং কোন্‌টী মন্দ তাহা জিজ্ঞাসা করে, বণিক্ একটী বাছিয়া দিলে ঐ টী লইয়া যায়। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি অচেতনা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। প্রত্যক্ষদর্শী একজন ইংরাজের দ্বারা চাউলে মৃত্যুস্থানে অসদ্ভাব্যতি ঘটিয়া লইয়া অনুমান করে। পরক্ষণে পথিমধ্যে স্ত্রীলোকটীর অঙ্গচেষ্টা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করে; কিন্তু মৃতের আর কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

পত্তর প্রতি অত্যাচারকারিণী সভা একজন দেশীয়কে ৬০ টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি কোথায় কোন গোয়ালা দুঁকা দিয়া দুগ্ধ বাহির করিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইবেন।

সাপুর হত্যাকাণ্ডে যাহারা লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ধৃত হইয়াছিলেন হাইকোর্টের বিচারে তাঁহারা অব্যাহতি লাভ করাতে অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন বেহালা ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক লোকে একত্র হইয়া আসামীদিগের পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। শুনা গেল আবেদন পত্র এক্ষণে চতুর্দ্দিকের লোকের নিকট স্বাক্ষরের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন টাইমস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট পুস্তকার্গোর জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। উহা উঠাইয়া দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত।

গত জুন মাসে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮০ জন ও ৩৪৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতীয় ইংরাজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়-প্রস্তাব লিখিয়া তিনি ১৮৮১ সালের ৩১ এ মার্চ্চের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির নিকট আদর্শ প্রেরণ করিতে পারিবেন, মঞ্জুর হইলে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রবন্ধখানি সরল এবং সহজ ইংরাজী ভাষায় লিখিতে হইবে। সচরাচর যে সকল কারণে ইংরাজ সৈন্যগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় তাহার স্বরূপ এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহার নিবারণ হইতে পারে প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে লিখিতে হইবে।

আগামী ২৫ এ আগষ্ট হইতে ১২০ তোলা ওজনের চিঠি পর্য্যন্ত ৷৷০ আনার পরিবর্ত্তে ।০ আনা মাশুলে যাইবে। ২০ হইতে ৪০ তোলা পর্য্যন্ত ভিন্নিসের ৷৷০ আনা মাশুল লাগিবে।

আমরা অবগত হইলাম, বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভারতেশ্বরীর সম্মানার্থ যে "ভিক্টোরিয়া রাজস্য" অর্থাৎ নিত্য ভরবারের ইতিবৃত্ত প্রেরণ করেন, ভারতেশ্বরী সদর-চিত্তে গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি মারকুইস হার্টিংটনের দ্বারা গ্রন্থকারকে পরম সন্তোষসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের পীড়া হইলে গবর্ণমেণ্ট বরাবর বিনা মূল্যে তাঁহাদিগকে ঔষধ দিতেন। ডাক্তার পেইন সাহেব উহাতে আপত্তি করায় আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এখন হইতে তাঁহাদিগকে ঔষধ দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আজ কাল অনেকেই ষ্টাম্প জাল করে বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি এক প্রকার নূতন ষ্টাম্পের নমুনা পাঠাইয়াছেন। ইহা সহজে জাল করা যাইবে না। এখন আমাদিগের গবর্ণর জেনেরলের মত হইলে ইহা প্রচলিত হয়।

আমেরিকার বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে প্রচলিত হইতেছে।

আমেরিকার একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন মানসিক পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিদিগের শয়ন-গৃহে সুগন্ধ পুষ্প রাখিলে এবং পীড়িত ব্যক্তি সর্ব্বদা সুগন্ধ পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে পীড়ার অনেক শান্তি হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি তথায় একটী সভা করিয়াছেন। ইংরাজী ও দেশীয় চিকিৎসার গুণাগুণ বিচার করা এই সভার উদ্দেশ্য। সভা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয় পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য ডাক্তারে যে রোগীকে জবাব দিয়াছেন এমন রোগীকে আনিয়া বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছেন। ইহার কিছু প্রত্যক্ষ ফল দেখিলে ক্রমে তাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসা-পদ্ধতি তুলিয়া দিবার চেষ্টা পাইবেন।

সুরবর্ণন মিউনিসিপালিটীর কমিশনরেরা সম্প্রতি এক অঘটন ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা মধ্যে তাঁহাদিগের চেয়ারম্যান ষ্টারবেল সাহেবের ২৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট একখানি আবেদন করেন। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা মঞ্জুর করেন নাই। অথচ ১৮৮০।৮১ সালের আয় ব্যয় বৃত্তান্তে ষ্টারবেল সাহেবের মাসিক এক হাজার টাকার স্থলে ১২৫০ টাকা বেতন ধরা লেখা হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এখন তাহা লইয়া পীড়া পীড়ি করিতেছেন।

কমিশনরদিগের সীমার মধ্যে যে সকল মাঝারী রাস্তা আছে তাহার তত্ত্বাবধারণার্থ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক কমিশনরের অধীনে এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ইহাঁরা মাসিক চারি টাকা হইতে বারশত টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইবেন।

ব্যারিষ্টার ওয়াকলে সাহেব রঙ্গপুরের এক জন জমীদারের মোকদ্দমায় নিয়া হাজার টাকা লইতেছেন।

অনরেবল ডবলু পি, আদম সাহেবকে মাদ্রাজের গবর্ণরী পদ দিবার কথা হইয়াছিল, শুনা গেল ঐ স্থানের জল বায়ু তাঁহার স্ত্রীর সহ্য হইবে না বলিয়া তিনি উক্ত পদ স্বীকার করেন নাই।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, বর্দ্ধমান জেলার অধীন দেবীপুর গ্রামস নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ বৈঁচি ষ্টেষন হইতে দেবীপুর গ্রামস পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ওয়েয়ার সাহেবের হস্তে তিন সহস্র টাকা সমর্পণ করিয়াছেন। চণ্ডী বাবুর এই কার্য্যটী অতি প্রশংসনীয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যদি বাইজীরি পূজা প্রভৃতি অলীক ও অচিরস্থায়ী কার্য্যে টাকা না ব্যয় করিয়া এইরূপ দেশ হিতকর সৎকার্য্যে টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সর্ব্ব সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন ও গবর্ণমেণ্টের নিকটে সম্মানিত হইতে পারেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাবড়া ষ্টেষনে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণকে টিকিট লইবার সময় ভারী ক্লেশ পাইতে হয়। অনেক ধাক্কা না খাইলে আর টিকিট পাওয়া যায় না। টিকিট কিনিবার স্থান সঙ্কীর্ণ, ইহাতে লোকের ভিড় ভয়ানক, গোলমালে অনেকের টাকা কড়ি চারাইয়া যায়, স্ত্রীলোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা সেই ভয়ানক ভিড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্লেশ পাইয়া থাকে। আমরা ভরসা করি, হাবড়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটী মনোযোগী হইবেন। যাহাতে ভবিষ্যতে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের টিকিট লইবার সময় ক্লেশ না হয়, তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত।

শুনা গেল, মাদ্রাজ রেলওয়ে বিনা প্রভেদে সমস্ত সংবাদ পত্রেই সরকারী কাগজ ও বৈজ্ঞানিক সংবাদগুলি দিবার জন্য প্রেসকমিশনরকে বলিয়া দিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্রে কি দেওয়া হইবে না? দেশীয় সংবাদপত্র সকল লর্ড রিপনের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইলেন?

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানী আলাহাবাদের সেট লিয়ার্স কালেজ বন্ধ করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবারে পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হইলে তিনি ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগের সেক্রেটারি চাপম্যান সাহেব পদত্যাগের প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১০ ই মফস্বলে পুরে উপনীত হইবেন। এই সময়ে তিনি বেতিয়ায় রেলওয়ে করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

আয়ারলণ্ডের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ এপর্য্যন্ত মাদ্রাজ হইতে ৯২২৯০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ডবলিনের লর্ড মেয়রের নিকটে ৮৯২৯৫ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত বালাঘাট জেলার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ, ডেনিস সাহেব প্রাণিতত্ত্বের আলোচনা বড় ভাল বাসিতেন। গত শনিবার তিনি দক্ষিণ হস্তে একটী কাল সর্প ধরিয়া তাঁহার বন্ধুগণকে সর্পের কোন স্থানে কি শক্তি ও কোথায় কোন দন্ত আছে দেখাইতেছিলেন, সেই সময়ে উহা হঠাৎ তাঁহার মস্তকে দংশন করে, শুনা গেল ইহার তিন ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কাপ্তেন ওয়েব গত ৩০ এজুন বুধবার রাত্রিতে ডার্বরোর একটী বৃহৎ পুষ্করিণীতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন। তিনি একাদিক্রমে ৬০ ঘণ্টা সাঁতার দিয়াছিলেন, মধ্যে একবার কেবল ৪ মিনিট মাত্র বিশ্রাম করেন। এই দীর্ঘকাল জলে থাকাতে তাঁহার কিছু মাত্র অসুখ হয় নাই।

ব্যভিচারিণীদিগকে ব্যভিচার-দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য কয়েক বৎসর হইল বিলাতে একটী চরিত্রশোধক গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবৎসর ৮৮৪ জন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মধ্যে ৭৪১ জন বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথাবলম্বী হইয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছে। অবশিষ্ট ১৩৩ জন অদ্যাপি স্বগৃহ গমন করিতে পারে নাই। ১৮৫৭ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত ১০১৫ জন স্ত্রীলোক শুদ্ধচরিত্র হইয়াছে।

নেয়াবন্দ নামক যে ব্যক্তির হত্যাপরাধে ফাঁসী হইয়াছে, রিচার্ড দলের একজন ইউরোপীয় কনষ্টেবল তাহার গলদেশে ফাঁস লাগাইয়া দিয়াছিল বলিয়া তাহার সঙ্গীরা এবিষয়ে তাহার অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে একঘরে করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তি গঙ্গাশালা নগরে একজন সবলকায় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া নানা সাহেব বলিয়া পুলিসে দিয়া সংবাদ দেয়, পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যান। শেষে তিনি প্রকৃত নানা সাহেব নহেন প্রমাণ হওয়াতে পুলিস ৫ শত টাকার জামীন লইয়া সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ভারতের নূতন রাজস্ব মন্ত্রী মেজর ইভলিন বেরিং আগামী নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিবেন।

মার্সেলস রিপন নামক ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভার প্রতিনিধি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে স্কটলণ্ড যাতায়াত করিতে ভারতেশ্বরীর প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে যথা:—

সচিত্র স্ত্রী সুচব অর্থাৎ সদৃশ চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার সারাংশ জ্ঞানবিষয়ক পুস্তক। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত। মূল্য ১ টাকা। রাণী রাসমণির জীবন চরিত, শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। তারকসংহার নাটক বাবু রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। মহিলা গথর অংশ৮ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত, বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য বার আনা। সাবিত্রী অর্থাৎ বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রোদিষ্ট সার সমন্বিত ভত্তোপদেশ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল বিরচিত, মূল্য ৸৵ আনা। ছিন্ন কুসুম হার (লর্ড লিটন বাহাদুরের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ উপলক্ষে) বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষায়া প্রণীত, মূল্য এক আনা। উপন্যাস, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধুরহস্য ও সমালোচন পূর্ণ মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার্ষিক ডাক মাসুল সমেত তিন টাকা ছয় আনা। মানস-কুসুম। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ দাস এণীত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে কবিতাগুলি সরল পদ্য আছে। পদ্যগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

বহুবিবাহসংক্রান্ত [illegible] বিষয়ক। এই পুস্তকখানিতে যে সকল মতের পুস্তক অর্থ ও সংবাদপত্রে দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও তত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শুক্রবার	টাকা	সুদের কাগজ	১৯
"	১৯৮০	"	১৯১৫ হইতে ১৯১৬
"	৪৯৮০	"	১৯১৫
"	১৯৮০	"	১৯১৬ হইতে ১৯১৭
"	১৯৮০	"	১৯১৭
"	১৯৮০	"	কুপণ ১৯৪৯
"	১৯৮০	"	১৯৬১ (১৯৬২) ১৯১

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible]

অভিষেক ও কালেক্টর ... সাহেব ... [illegible] ...

... [illegible] ...

লেপ্টেনেণ্ট ... [illegible] ...

... [illegible] ...

ইউরোপীয় সমাচার।

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

টাকা সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য স্বরূপ। তথাপি গ্রামের রাস্তার মেথরগণ নিয়ত পরিশ্রম করিয়া ঐ টাকায় যে যে রাস্তা ও সেতু আপাততঃ প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহা দেখিয়া রোডসেসের কর্তৃপক্ষেরা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। আমরা ভরসা করি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের বজেটে আমাদিগের রোডসেস বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় উক্ত মেথরগণের এষ্টিমেসনে লিখিত অবশিষ্ট টাকাগুলি দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

আগামী ২৮ এ শ্রাবণ মোওলাই হরিসভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। প্রায় এক বৎসর গত হইতে চলিল, এই সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি-রবিবার রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে দশ কি এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা মহাভারতাদি পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে খোল করতাল সংযোগে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। এটী হিন্দু সমাজের শুভ-চিহ্ন বটে। আমরা ভরসা করি, হরিসভার পৃষ্ঠপোষক মেম্বরগণ হরিসভার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর করিবেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলেই পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারিবেন। "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। তৃণৈগুণত্বমাপন্নৈর্ন্ধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

গত ১ লা জুলাই হইতে ইলছোবা পোষ্ট আফিস এই নামের পরিবর্ত্তে মোওলাই পোষ্ট আফিস হইয়াছে। আমরা আমাদিগের বন্ধুগণকে জানাইতেছি আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে তাঁহারা মোওলাই পোষ্ট আফিস বলিয়া শিরোনামা দিবেন।

রাণীগঞ্জ।

এদিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি হইতেছে না। ধান্য চারা-গুলি শুষ্ক হইয়া গেল। অনেক ভূমিতে এখনও রোপণ-কার্য্য শেষ হয় নাই। আমাদের বিষম আশঙ্কা উপস্থিত।

সেদিন অতি সমারোহে সিহাড়সোল ইংরাজী স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে স্কুলগৃহ অতি-সুন্দররূপে সুসজ্জিত হয়। এ অঞ্চলের যাবতীয় ভদ্র লোক বিতরণ কার্য্যে যোগ দিবার জন্য আহূত হন। বিভাগীয় কমিসনর গ্রাভেস্সা সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। দেখিলাম আরো কতকগুলি খেতাঙ্গ পুরুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রধান শিক্ষক যাদব বাবু স্কুলের বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলে পর কমিসনর সাহেব স্বহস্তে বালকগণকে পুস্তক বিতরণ করিলেন। দেখিলাম এবিদ্যালয় হইতে যে ছাত্রটী বিগত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করে, তাহাকে কুমার রক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক একটী রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইল। শুনিলাম আরো একটী বিশেষ পুরস্কার তিনি প্রতিবৎসর প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ পুরস্কারটী২য় শ্রেণীর বালকদের প্রতিযোগিতা-সভ্য। এবৎসর ঐ শ্রেণীর একটী বালক স্কুলের পুরস্কার ভিন্ন একখানি পঞ্চমুদ্রার নোট পাইল। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেকগুলি বালকের শিক্ষাকার্য্যের ব্যয় ভার স্বয়ং বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর মালিয়া বালক-দিগকে শিক্ষা বিষয়ে অন্য অল্প যত্ন প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। তিনি প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে একটী বিশেষ পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হন। ঐ পুরস্কার লাভের জন্য উভয় ১ম ও ২য় শ্রেণীর বালকগণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। ১ম শ্রেণীর ২ জন ও অন্য শ্রেণীর একটী বালকের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়। ঐ তিন জন বালককে ঐ পুরস্কারটী বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে পুরস্কার দান কার্য্য শেষ হইলে বর্দ্ধমানের জজ আদালতের সেরেস্তাদার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী অতি জলদ প্রবাহিণী হইয়াছিল। তিনি অন্যান্য বিষয় মধ্যে রাজভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা বালকদিগের পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার এই অংশটী অতি সরল হইয়াছিল। তাঁহাকে একজন চতুর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি উপযুক্ত সময়েই তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে এ প্রসঙ্গ করেন। তাহার পর এখানকার বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় কিয়ৎ-ক্ষণ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি প্রতি-মধুর হইয়াছিল। তিনি অতি সুললিত ভাষায় আমাদের মাতৃভূমি ভারত ভূমির পূর্ব্বতন ও অধু-নাতন অবস্থার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া ইহা উন্নত করিতে বালকদিগকে উত্তেজিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরিসমাপ্তির পর স্কুলের সম্পাদক সিহাড়-সোলের মহারাণীর স্কুলের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে যত্নশীলতা জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মহারা-ণীর মধ্যম পুত্র কুমার রামেশ্বর মালিয়া মহারাণীর প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ত্তমান হইয়া কমিশনর সাহেব ও সম্পাদক ক্যাপ্টেন সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তদনন্তর কমিশনর কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করিলে পরে সভা ভঙ্গ হয়। প্রাঙ্গণে একটী শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তথায় আহূত ইংরাজগণকে ষোড়শোপচারে আহার দেওয়া হয়। বালক ও দেশীয় ভদ্র লোকদিগেরও আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শান্তিপুর।

বঙ্গ গোস্বামীপাড়া-নিবাসী অদ্বৈত প্রভু গোস্বামী বংশোদ্ভব অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয়ের শুভাগমনে শ্রীপাট শান্তিপুর "দীয়তাং ভোজ্যতাং" রবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এ সংবাদটী ইতি পূর্ব্বে সোম-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত মহারাজ গোস্বামীর নিত্য নৈমিত্তিক অন্যান্য দানের বিবরণ প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী কাশ্মীরীর প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়ের দীক্ষা-গুরু। ইনি প্রতিদিন দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অন্ধ, খঞ্জ, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী ও বধিরকে নিয়মিত দান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এজন্য ইঁহার অন্নাভাব নাম মহারাজ দাতাকর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতামহ নন্দকুমার গোস্বামী মহাশয়ও একজন পরম ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। তাঁহার অনুরূপ চারিটী সহোদর ছিল। এজন্য লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বস্তুতঃ ৺নন্দকুমার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সদ্গুণান্বিত ছিলেন। ইঁহার পিতা ৺ রামতনু গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীপাট শান্তিপুরে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত ও পূজনীয় হইয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় ঐ প্রসিদ্ধ ৺ গোস্বামী বংশের এক মাত্র বংশধর। ইঁহার যদ্দানে প্রায় শান্তিপুরের অর্দ্ধাংশ বিস্তর লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরের উপকার ও স্বদেশের হিতসাধন করাই উক্তমহাত্মা গোস্বা-মীর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যানুরাগেও ইঁহার বিলক্ষণ দান আছে। এখনকার মিউনি-সিপাল স্কুলের খরচা নির্ব্বাহার্থে ইনি এককালীন ছয় শত টাকা দান করিয়াছেন। অদেশীয়, বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধুদিগকে মহারাজ ইনি যথা তথা দান ও সম্মান দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরাও ইঁহার নিকট অযাচিতরূপ সাহায্য লাভে পরিবর্দ্ধিত হন না। আমরা ইঁহার সৎকার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ব্রাহ্ম মিসনরি জনৈক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্প্রতি শান্তিপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। ইঁহার আগমনে কতিপয় ব্রাহ্মি মাত্রেই পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারদের নিতান্ত ইচ্ছা যে বিজয় বাবু কিছু দিন শান্তিপুরে অবস্থিতি করেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত [illegible] ১
" শশধর চৌধুরী ডমরাগাছা মাদারত ১০
" [illegible] ৫
" [illegible]—করিমপুর ৭
" [illegible] ৭
" [illegible]—ত্রিলোচন ৭
" [illegible]—হুগলী ৭
" [illegible]—সিমলাডুমোর ৭
" [illegible]—কালনা ৭

প্রেরিতপত্র।

নিবেদন মিদমাকার প্রত্যুত্তরপত্র।।

[illegible] বিহার হইতে আমাদের জন্য ইণ্ডিয়ান ডেলিগেট হইল। বিহারবাসীরা [illegible] শিক্ষকদিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া [illegible] আমাদের আর কিছু নিবেদন করিতে বাকি রহিল না। [illegible] আমাদের অন্তরস্থ [illegible] মহাশয়ের সম্পাদিত [illegible] একজন বিহারী বিহারে বাঙ্গালীদিগের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া [illegible] এতদ্ভিন্ন আরও অনেক [illegible] বলিতে কি বিহারবাসীরা একমত হইয়া [illegible] কেবল উপলক্ষ। বাঙ্গালীরা তাহাদের বিপক্ষ এ কথা না হয় বিনাবাক্যে স্বীকার করিলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদের বিপক্ষ নহেন। কলিকাতার পুলিসে বাঙ্গালী [illegible] সংখ্যা প্রায় ৮। ১০ জন অধিক, বারাসতেই কি [illegible] এবং মাত্র [illegible] বিহারবাসিগণ আফিস এ বাঙ্গালীর অপেক্ষা অনেক অংশেই অল্পসংখ্যক ইহা প্রত্যক্ষকারীগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং এবে [illegible] বিদ্যালোচনাতেও ইহারা আর একটী [illegible] [illegible] পরিচয় দিতে বাকি রহিল না। [illegible] অধিক পরিমাণে [illegible] উন্নত হইয়া [illegible] বুঝি [illegible] বিহারবাসী [illegible] সকলেই বিহারে [illegible] আমাদের আসন্ন [illegible] অধিক ভাবিয়া আসি, কিন্তু আজ উপযুক্তরূপ, আমাদিগকে [illegible] হইতে হইবে বলিয়া [illegible] বলিয়া।

ভবদীয়া [illegible] ঐতিহাসিকাল [illegible] পাঠক

বিলাতী গাম্ভীর্য্য।

বা

আত্মগরিমা।

অনুকরণপ্রিয়তা - অনুকরণই সামাজিক উন্নতির নিদানভূত। অনুকরণ ব্যতীত কোন জাতিই সামাজিক [illegible] সংস্কৃত হইয়া তত্তৎস্থলে অভিনব বিষয় নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। অন্য কোন জাতির কোন [illegible] দেখিলে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থিরীকরণে ঔৎসুক্য জন্মে এবং সেই নিয়মটী যুক্তিসঙ্গত হইলে তদনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হই। অনুকরণ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অতি অসভ্য জাতিরও অবস্থার উন্নতি হয়। সামাজিক উন্নতি-সাধন বিষয়ে অনুকরণ প্রবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। কিন্তু অনুকরণকারিণ অভিলাষকারিতার সময়ে সময়ে অবিবেচনা ফলও ফলিয়া থাকে। কূপপ্রদর্শকের অনুগমন করিয়া অন্ধের কি দুর্দ্দশা না হইতে পারে? অন্ধবৎ অনুকরণ-দোষে [illegible] কলঙ্কিত হইয়াছে। আমাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি কিয়দ্দিবস হইল, এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক গালিবর্ষণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। মোগল রাজত্বকালে তাহাদের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা না মোগল না আর্য্য ছিলাম; এক্ষণে ইংরাজ রাজত্বে রাজপুরুষগণের অনুকরণ করিয়া আর্য্য-মোগল-ইংরাজি প্রথা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রাহস্পর্শ দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছে। মোগল ও ইংরাজের আপাত-মনোরম কুনিয়মগুলি অনুকরণ-দোষে সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মোগলদিগের [illegible] ও ইংরাজগণের বাহ্যাড়ম্বর বঙ্গসমাজের আত্মপ্রবোধ উন্নতি-পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। মোগল শাসনাধীনে থাকিয়া বাঙ্গালি এক্ষণেও বিলাসী, আবার ইংরাজ অনুকরণে বঙ্গবাসী বচনবাগীশ ও গলাবাজিতে পুনিপুণ ও আস্ফালনপ্রিয় বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ। ইংরাজ অনুকরণে যে বিবিধ দোষ ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] বিলাতি (!!) গাম্ভীর্য্য সমাজের যে অনিষ্টসাধন করিতেছে, তাহার সমালোচনাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

[illegible] বঙ্গবাসিমাত্রেই বিলাতী গাম্ভীর্য্য। এই অভিনব গাম্ভীর্য্য ইদানীং [illegible] [illegible] করিয়াছে। যে বঙ্গবাসিগণের সরলতা ও সামাজিকতা প্রধান ভূষণ ছিল, তাহাই যে এক্ষণে নাই তাহার মূলে আত্মাভিমানের দুরারূঢ়নিবন্ধন ও শাসন করিয়াছে এবং সাহসের প্রশংসা আছে, সেই বঙ্গবাসী আত্মাভিমানে-আত্মগরিমামূল বিলাতি গাম্ভীর্য্যে—এক অদ্ভুত কল্প বলিয়া পরিচিত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহে।

ইংরাজি বা বিলাতি গাম্ভীর্য্য কি? অহঙ্কার বা আত্মগরিমা কি এই গাম্ভীর্য্য? ইতিপূর্ব্বে সমাজের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কায়িক শ্রমের দ্বারাও অতি সামান্য ব্যক্তির উপকার সাধনে বিমুখ ছিলেন না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতায় বিলাতী গাম্ভীর্য্যে সেই বঙ্গবাসী হীনাবস্থ সম-

ফিরিঙ্গিপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৯ নং দোতলা দোমহল পাকা বাটী ভাড়া বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, যাঁহার আবশ্যক হয় আমার নিকট তত্ত্ব করিলে বিশেষ অবগত হইবেন।

১০ ই জুলাই শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮০ ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী ফিরিঙ্গিপুর।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্ল গ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসম্পৃক্ত অর্শ বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার ষ্টীকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত চন্দনাসবারা মন্ত্রীবর নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন [illegible] শীঘ্র আরোগ্য, পারদের সহিত শোধিত সায় ও [illegible] ধাতু নিবিড় এবং প্রবাল ঘারা [illegible] সেবন করিলে অতিশয় মাত্রা [illegible] শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অকাল [illegible] ধাতুদৌর্ব্বল্য, শিরঃ [illegible] হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। আর এই ঔষধ সেবনার্থ করিয়া তালিকাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও সিভিল চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা বলনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন:

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

ভৃঙ্গরাজ তুল্য।

সর্ব্ব প্রকার স্থাবরের মহৌষধ।

এই সুনিশ্চিত ঔষধ মস্তকের উপর দিয়া দশ বার ঘণ্টা ঘর্ষণ করিলে সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ বজ্র প্রহার, সর্প প্রহার, ভূতাদির ও ব্যাধির বেদনা, বাত রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং সূতি রোগ বন্ধ। প্রভৃতি সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঔষধ সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশির মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশভঙ্গ, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাঢ়ে ব্যবহার করিলে ছুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

রতিমঞ্জরী মৃত।

এই বহু যত্নপ্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাত রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অনলের বিভিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাসরোগ, অরুচক নূতন ও পুরাতন বাতমূত্রাদি রোগ সমূহ একবারেই বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও প্রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র সন্ধ্যাকালে শয়ন একটী তৈলের মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ শিশির মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী এল, এম, এস
" " অন্নদাপ্রসাদ মিত্র, " " "
বাবু অম্বিকাচরণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
[illegible] ঘোষ [illegible]।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেসিসটেণ্ট সার্জেনের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী আয়ুর্ব্বেদীয় চরিত্রাধান সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এডিটর।
" " বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমলিয়া কলিকাতা।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে ১৪৮ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সুবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, দুষ্টিকারির দংশন, সন্ধিপ্রমি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

[illegible] সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় [illegible] সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত [illegible] ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, [illegible] ধারণ মাপণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, [illegible] চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট [illegible]

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদি ক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন [illegible]

সুশ্রুতশাস্ত্র।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য [illegible] ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিব। এই মাসের শেষ অথবা আগামি প্রথমে প্রকাশিত হইবে। ইহার [illegible] করা নিষ্প্রয়োজন। [illegible] সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি।

এক কল্প বিনামূল্যে প্রচার করিতে [illegible] করা হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে [illegible] ফর্ম্মা হইয়া [illegible] হইবে। [illegible] মূল্য, [illegible] ডাকমাশুল [illegible] থাকিবে। [illegible]

সমাগ করিয়া অন্য বৎসরের আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক মহাশয়েরা আউলের পূর্ব্বেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ১৸০ ডাক মাসুল ১৸০

গ্রাহকবর্গের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ২ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ১৸০ লওয়া যাইবে।

এক টাকিতে একমাসকে লইলে ১১ টাকা পাঠাইলে ১৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, সোম প্রকাশ যন্ত্রালয়। } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতবিধির ও ভারতবিধির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

ন্যু টন দত্ত এণ্ড কোং হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল হল।

৭৮ নং কালেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানে সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, গৃহচিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা পুস্তকসহ ঔষধের বাক্স, শিশি, কর্ক প্রভৃতি বিবিধ প্রকার সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। সচিত্র মূল্য নিরূপক পত্র ও পোষ্ট টিকাপনী বিনা মূল্যে বিতরিত।

ঔষধের মূল্য

	১ ড্রাম	২ ড্রাম		বাক্স।
আনা টীং	৸০	।৵০	ফলাইয়া বাক্স	১৸০ ৪৸০
কৃত্য বটী	৷৵০	৷৵০	সাধা: চিকিৎ	৮৲ ১২৲
ফাইলিউমন	।০	।৵০	অরণ্যের	১৲ ১৸০

বিক্রেয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তক।

চিকিৎসা বিজ্ঞান	৩৲	চিকিৎসা সার	৸৵০
সাধারণ চিকিৎসা	।০	ওলাউঠার চিকিৎসা বিধি	।০
ঐ চিকিৎসা	১৲	জেমেহ, গুহ্যরোগ	৷৵০
ঔষধপত্র সংগ্রহ	১৸০	হাম ও বসন্ত চিকিৎসা	।৵০
অন্ত্র চিকিৎসা	।০	হোমিওপ্যাথির কি?	৵০

ভারত চিকিৎসার, বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল ৵০।

ভারত প্রেস।

আমাদিগের যন্ত্রালয়ে পুস্তক, পত্রিকা, বিল ব্যবসায়ী, বণিক, লেখক প্রভৃতি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারসী অক্ষরে সুলভ মূল্যে অল্প সময়ে উত্তমরূপে ছাপা হইতে পারে।

প্রেস, কেস, অক্ষর প্রভৃতিও এখানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিউ লাইব্রেরি।

এখানে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সকল প্রকারের পাঠ্য পুস্তক, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণাদি, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ও নভেল ইত্যাদি বিক্রয় হয়। অধিক টাকার পুস্তকে কমিশন দেওয়া যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ দেবনাগর অক্ষরে ছাপা ডাকমাসুলাদি ব্যয়ের নিমিত্ত ।৵০ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত।

ঐ বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ১০ শ ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে সম্পূর্ণ ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত ২৷৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত।

হরিবংশ।

বৃহৎ হইতে পদ্য অনুবাদ ১ম ২য় ৩য় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, ১০ পর্ব্বে গ্রন্থ সমাপন হইতে পারিবে: ডাকমাসুলাদি ব্যয় নিমিত্ত সর্ব্বসমেত ২৷৷০ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত। গ্রাহকগণ আপাততঃ এক টাকা পাঠাইলে গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন তাহাতেও অপারক হইলে ।০ চারি আনা পাঠাইলে এক এক খণ্ড পাইতে পারিবেন।

প্রকাশক

শ্রীশ্রীনাথ দাস এণ্ড কোং

৭৮ নং পরাণহাটা, অথবা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ও হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সরী।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।

১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটী ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিধর্ম্ম প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া " প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে " স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।

ঘৃত ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।

তৈল ।০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও পেট প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।

প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৸০ আনা।

শিবাঘৃত।

(নপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ুরোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক জড়তা, বুদ্ধিনাশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা বধিরতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৪ টাকা।

প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৸০ আনা।

শারিবা আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, গাবালোস (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্গন্ধতা, ক্ষুদ্রবিস্ফোটন, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, পুষ্ট, ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাক মাসুল ৸০ বার আনা।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেও অপমান বোধ করেন।

আমাদিগের সমাজ এমনই অবনত হইয়াছে, মনোবৃত্তি এত সঙ্কুচিত হইতেছে, যে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিষয়ে একবারে হতাশ হইতে হয়। ধনিদিগের কথা ত স্বতন্ত্র, যাহারা বেতনভোগী—পদের হ্রাসত্ব না করিলে যাহার উদর পূরণের উপায়ান্তর নাই, তাহাদিগেরও বিলাতী গাম্ভীর্য্য ও আত্মগরিমার শেষ নাই। আমরা যদি প্রতিবেশিগণকে কুটিল নয়নে দেখি তবে তাহারা আমাদের প্রতি কেন শ্রদ্ধা ও আন্তরিক যত্ন থাকিবে? যদি তাহাদের দুঃখ বিমোচনের জন্য চেষ্টা না করিয়া পেচকবৎ বসিয়া থাকি, তাহাদের ক্রন্দন না শুনি এবং সহানুভূতি না দেখাই তবে কিরূপে তাহাদিগের নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করা যায়? পরস্পরের উপকার সমাজ-বন্ধনের মূল, যদি তাহারই অভাব হইল, তবে এরূপ অসামাজিকতামূলক গাম্ভীর্য্যে দেশের ও সমাজের কি অনিষ্ট না হইতে পারে। সমাজের প্রকৃত উপকার করিতে হইলে পরস্পরের সহানুভূতির প্রয়োজন। বিলাতী গাম্ভীর্য্য-প্রকৃতি সেই সহানুভূতিগ্রস্থ? অথবা বিলাতি গাম্ভীর্য্যে বিদ্বেষ ভাব উদ্রিক্ত করে?

স্বদেশহিতৈষী বঙ্গবাসি! তুমি না দেশের উন্নতির জন্য ব্যস্ত? স্বদেশানুরাগী ও মহৎ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পরিচিত হইবার জন্য সচেষ্টিত? তবে কেন বিলাতি গাম্ভীর্য্য প্রকৃতির আশ্রয় লও? কেন বিলাতি গাম্ভীর্য্যে স্বদেশীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত কর? আমাদের ঋষিগণ উদ্ভিদ্‌কে কহিয়াছেন 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' এই কথাটী স্মরণ রাখ, সেই ঋষির ভাব পূর্ণ উপদেশ একটীকে তোমার সকল কার্য্যের আদর্শ কর। বিলাতী গাম্ভীর্য্য দ্বারা স্বীয় মহত্বের পরিচয় প্রদান করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, তবে তুমি দেশের প্রকৃত উন্নতি-সাধনক্ষম হইবে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী নামের যোগ্য হইবে। সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও যদি তুমি অযথাভূত আত্মগরিমার পরিচায়ক গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তি ধারণ কর, তবে দেশের ও সমাজের উন্নতি কে করিবে? নিজে সরল ও বিনীত হও ও সামাজিক লোককে সরলতা ও বিনয় শিখাও, তোমরা অশিক্ষিতবর্গের আদর্শস্থল হও, তবেই দেশের উপকার সাধনে সমর্থ হইবে। নতুবা সংবাদপত্রে রাজনৈতিকব্যাপার সমালোচনা করিয়া গাল বাজাইয়া বলিয়া থাকিলে সহস্র সহস্র বর্ষেও দেশের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার করিতে পারিবে না। বিলাতী গাম্ভীর্য্য অর্থাৎ আত্মগরিমা পরিহার করিয়া সমাজের অনিষ্টমূল সাধারণ লোকের রুচি-বিকৃতি দোষের উপশম করিতে সচেষ্টিত হও, সমাজের অবস্থায় তাহাদিগকে সাহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখাও, তাহাদের সঙ্কুচিত মনোবৃত্তিগুলি উপদেশ বাক্যে প্রসারিত করাও এবং তাহাদিগকে সমাজের উন্নতি সাধনক্ষম কর, তবে দেশের উন্নতি করিতে পারিবে। নতুবা তাহারাও তোমার কুরুচিসহকৃত অনুকরণ দোষটীর আরও কুভাবে অনুকরণ করিবে এবং Reserve অথবা Sunao of honor বাক্যের প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ কুভাবে পর্য্যবসিত হইবে। 'সাত নকলে আসল খাস্ত' হইবে।

শ্রীসৌদামিনীনাথ দত্ত
হুগলী—রামরাজার।

কি চমৎকার প্রতিবাদ!

আমরা আশা করিয়াছিলাম, রাজবিহারী বাবু যদি জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ বাল্যকালে পণ্ডিত মহাশয়কে দুই চারিটী পয়সাও বেতন-স্বরূপ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই আমাদের বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিবেন না। কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তিনি আমাদের আশার মস্তকে দুরাঘাত করিয়া, গত ৫ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "পরাজিত হইবার ভয়ে, অজ্ঞান-বদনে লেখনী-ধারণ করিয়া বলিয়াছেন "বিহারীবাবু আমাদের প্রস্তাব পাঠে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া" আমাকে শিক্ষিত-রুচি-বিগর্হিত নিন্দা করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই ইত্যাদি। " সত্য কথা বলিতে কি, রাজবিহারী বাবুর নাম স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমাদের বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। তিনি যদি ভগবতীবাবুর প্রস্তাবের যথাযথ উত্তর দিয়া আপনার জ্ঞান-সাহায্যে ঈশ্বর নাই, ইহা প্রমাণ করিয়া আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আমরা অনেকাংশে আনন্দিত হইতাম; কিন্তু যিনি হয় ত জন্মাবচ্ছিন্নে সংখ্যাদর্শন স্পর্শ করেন নাই, তিনি অন্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণে লোকাবিদিবী করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্যে ঈশ্বর নাই বলিয়া সমাজে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে প্রস্তুত হন, ইহাতে কে তাঁহার বিপক্ষে থাকিবার না করিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারে? এরূপ স্থলে তাঁহার কুরুচির পরিচয় দেওয়াতে রাজবিহারী বাবু নিন্দা বোধ হয় আমরা আর কাহারও নিকট শিক্ষিত রুচি-বিগর্হিত নিন্দুক বলিয়া পরিচিত হইব না।

আর একটী কথা আছে। রাজবিহারী বাবুর লিখিত প্রস্তাব যে বঙ্গদর্শন কারের নিজস্ব মতে সাংখ্যদর্শন-কারের মত, তাহা কি আমরা " সাংখ্যদর্শন-কারের আধুনিক শ্রিয়-শিষ্য রাজবিহারী বাবু ইত্যাদি লিখিয়াও " বুঝিতে পারি নাই? যদি নাই পারিয়া থাকি তবে না হয় স্বীকার করি, যে সংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ করিতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, আমি যদি, প্রথমে পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কোন মত ইঁ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া আমার পুস্তকে : বেশিত করি, আর যদি কেহ আমাকে না বলিয়া অর্থাৎ উক্ত অংশ কোথা হইতে উদ্ধৃত হইল তাহার নাম না করিয়া আমার পুস্তক হইতে সেই সকল মত অবিকল নকল করেন: (রাজবিহারী বাবু নকল স্বীকার করিয়াছেন, না করিবেনই বা কোন সাহসে?) আপনার বলিয়া পরিচয় দেন, তবে মেকিয়া ছেলের মত লোকে তাহাকে কিছু না বলুক, মাথে-সবাসন সখার-বাসী লোকে অবশ্যই শতবার নিন্দা করিবে। বঙ্গদর্শন কিছু সোমপ্রকাশের সকল পাঠকেই গ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা না হয় রাজবিহারী বাবুর নাম স্বাক্ষরিত প্রস্তাবটী বঙ্গদর্শন হইতে কল উদ্ধৃত হইয়াছে, জানিতে পারিতেন, (তা সন্দেহ, ৩।৪ বৎসরের কথা অনেকের মনে থাকিতে পারে) কিন্তু যাঁহারা বঙ্গদর্শন পড় নাই, তাঁহারা ত আমরা না বলিয়া দিলে সে প্রস্তাবটীতে কোন উদ্ধৃত চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া রাজবিহারী বাবুরই পরিশ্রমলব্ধ বলিয়া আপনা আপনি প্রতারিত হইতেন। কি চমৎকার রুচি। ইহারই নাম বুঝি শিক্ষিত-রুচি। এরূপ আবার "প্রতিবাদ" পাঠ করিয়া হউক, রাজবিহারী বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং স্মরণ রাখিবেন, না বুঝিয়া পরের মুখে ঝাল খাইয়া অমনি প্রকাণ্ড বিদ্বেষের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

ভাগলপুর।
৭ই শ্রাবণ।
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

নিত্যস্মরণ।

এখানি উপনিষদ্‌ গ্রন্থ। কলিকাতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকাকারে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৩৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৬০ আনা মাত্র।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত ১৩ই

মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৸০। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধেকৃষ্ণ ঘোষ।
৬৮ নং নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

ষ্টিকনিডাইন।

আধ্যাত্মিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ক্লান্তি দুর্ব্বলতা, স্নায়ুশক্তির হ্রাস, পুরুষত্বহীনতা, উদরাময়, অজীর্ণতা, পুরাতন পীড়া, প্লীহা ও যকৃতের ও ফিটিরিয়া ইত্যাদিতে ইহাই একমাত্র ঔষধ। ফিঃ ষোড়শ ১৬ প্যাকেট ১৸০। পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

অন্ধ পুত্র চুং।

অধিক ও শরীরে অস্ত্রোপচারের চেষ্টা বাহা এম, তাহারা এই ঔষধ সেবনে দুই দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। সহস্রাধিক রোগী ইহা সেবনে আরোগ্য হইয়াছে; পীড়া আরাম না হইলে মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। মূল্য প্রতি প্যাকেট ১। প্যাকিং।০।

ষ্টনিষ্ট ফক্স এণ্ড কোম্পানি। ১ নং শিব নারায়ণ দাসের গলি, সিমলা, কলিকাতা।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। ছানি এন্ধক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ১৸০।

২। চক্ষুর রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, আলা বরফ মুক্তাদিকা প্যারাপ্ল প্রভৃতি উপাদান নির্দ্বারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃসংশয়ে আরোগ্য হয়। মূল্য ৭ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA

এই বিষ পূর্ণ দুষ্কর প্রকৃতিতে মনুষ্যকে দংশন করিলে সেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, ইহা বিষ হইলে এমনকি কথা কিম্বা আলো দেখিয়া ভীত হইবেনা। হাইড্রোফোবিয়া কিম্বা (ফটোফোবিয়া) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশনের পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৸০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পচন এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৸০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতা, সিমলা ৫৭ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে জগৎ দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মকৃতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে গেটড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় ঔষধকার
সাং শ্রীরামপুর।

নাস্ত নির্ভয়! নিশ্চয়!!

বি. এন. দাসের গণোরিয়া মিক্শচর

ইহা দ্বারা নূতন পুরাতন সর্ব্বপ্রকার দেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মাত্র প্যাকিং সহ শিশি ১৸০, মধ্যম ১, ছোট ৸০।

৬৮ নং চুনারিপটি ওল্ডটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক বাজীকর মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া কুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলবান করিয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জনা দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বাত, পাশ্বা দোষ, শোষ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১৮ নং গুণাটদর সিদুরিয়ার গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কার্য্যে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপ্রদাস মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, ওয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতম যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেনা। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে দেয় সোমপ্রকাশ গ্রাহকে অতিরিক্ত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতা মুন্সাপুর ১০ নং বৃন্দাবন গহের লেন ভারতমন্ত্র যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১৮ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৬ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮০। ৯ ই আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য, অমনস্থ গ্রাহক মাশুল সমেত ৯ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবেকী চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ভাঙ্গড়িপোতা সোমপ্রকাশ আফিস হিয়া ২৮ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা শোভাবাজার নিবাসী ৺রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইলেন, তাঁহার কলিকাতার অন্যান্য গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট সংবাদের ঠিকানা যাইবেক, তাঁহারাও সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার বিষয়ে অনুরোধ করত তাঁহার নিকট পাঠাইবা মাত্র সুবিধা হইবে, তাঁহারা ঐরূপ বাবুর হস্তে বা ঐরূপ বাবুর নিযোজিত কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ শ্রাবণ সোমবার।

[illegible]

এখানকার একটী পত্রিকায় নবদ্বীপাধিপতি পরাজিত হইয়াছিল। বাবু ভগবচ্চন্দ্র তাহার প্রতিবাদ করিয়া উক্ত সম্পাদকের নিকটে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সম্পাদক সে পত্র প্রকাশ না করিয়া পত্রপ্রেরকের প্রতি কোন প্রকাশ করেন। ভগবচ্চন্দ্রবাবু আমাদিগকে ঐ পত্র দিয়া আমাদের নিকটে সংবাদার্থে প্রেরণার্থে লিখিয়াছেন। [illegible] আমরা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ইহার যুক্তি [illegible] হইতেছে। তবে আমরা এ [illegible] বিষয় করিয়া স্বয়ং [illegible] দিবেকের অনুরোধের মতে [illegible]

[illegible]

যাহা সাধারণ বিষয়ের স্তর অনুসন্ধান করিতে শাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়াছেন।

ভগবচ্চন্দ্রবাবু বলেন যে কহিয়াছেন, সংবাদ হইলে পরাজয়ের লাঘব ও জয়ের গৌরব বৃদ্ধি হয়, এ কথাটী অযথার্থ নয়। সংবাদ বিষয়ে হইলে তাহাদের যেরূপ বৃদ্ধি হয়, এটী সেইরূপ। মুনিষ্টাইটে ছেলের কাছে যে পরে পরাজয় পায়, সেরূপে নিকটে [illegible] পারে না। এক [illegible] ছেলে মনোযোগী হয়ে পড়ে পড়ে পড়ে [illegible] এজন্যে মুনিষ্টারের মনে [illegible]

[illegible]

[illegible]

যায়ে. এখানে এই জনে ওদের একত্র থাকে না। তাহাদের কোন অসুবিধা নাই, সুতরাং নিশ্চিন্ত অসুবিধা ও অপমান, তাহারই উপাসক লোকের সর্বদাই ও অপমান হইয়া থাকে। অন্যদেশীয় অসভ্যলোক যেমন যদি হাদিশ অপরাধে ঈশ্বর করিয়া থাকে, সেটী নিশ্চয় মনুষ্যের কাজ হয় নাই। বঙ্গবাসী বিশেষ অবগত, অন্য ও অপমান হইতে অধিক আছে। এবং সেটা সভ্যতার অনুমিনিষ্ট নয়। এই বিজ্ঞাতার সময়ে নিরীহ ও নিরীহকে একারে ইহাতে মনে লাগে ফেলা করিতেছেন। আমরা এখানে দেখিতে পাই, অসহ অকর্তব্য ও অপদার্থ লোকেরাই একান্তরাগী হইয়া থাকে। অতএব নবীন যাহার সম্পর্কে যে বলেন, একান্ত ইহা প্রকারে অপর ও অকর্মণ্য লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সেটী প্রমাণ বিরুদ্ধ হইতেছে। পত্র দুই খানি এই:—

সাধারণ।

ব, বিদ্যা সকলে তুলসি, সে সেই বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এরূপ অনুকরণ করায় কোন দোষ নাই, ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়াই ব্যাপারিয়া এত অনুকরণপ্রিয়। কারণ, তাঁহাদের অনেক বিষয়ে অজ্ঞতা আছে। কিন্তু যা দিয়া তাঁহাদের যে কোন কালই নাই এমত নহে কিন্তু নিশ্চয় যে, কোনকালে বিদ্যা তাঁহারা অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাদের দিবার ও, কতকগুলি প্রাচীনকাল ইথেন ভাব অনুকরণপ্রিয় ... আছেন, তাহারা স্বাধীনতার কোন ভাবই ... করেন না, স্বাধীনতা আছে বলিয়া, সাধারণ ... নিয়মাদি তাঁহারা সকলে অতি কঠিন বলিয়া মনে করিয়া এবং তাহারা ইংরাজদিগকে দেখিয়া ... সকল বিষয়ের তাঁহাদের অনুকরণ করাকে ... ও মানের একান্ত লক্ষণ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহারা এরূপ করেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইতেছে, নবীনদলের সম্পাদক মহাশয়! আপনিও তাঁহাদের মধ্যে গণ্য। গত ... মহাশয়ের নবীনদলের প্রকাশিত আপনার ... প্রবন্ধটী পড়িয়া আমি প্রকৃতই দুঃখার সংস্কৃত হইয়াছি।

এতদ্দেশীয় একান্তবর্তিতার বিষয়। তাহাদের ... ইংরাজেরা একমাত্র অন্ন দিতে দেখে ... এবং আমি ও আমার সহধর্মিণী সর্বদাই তাঁহাদের সেবা করি, যাহা ইচ্ছা অন্নকে অন্ন দেওয়া হয় থাকুন, আমি আমাদের পিতার পরিবার পালন করিতে ... করিয়া দিয়া থাকেন। আমি এই ... করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, এতদ্দেশে ... অনর্থের মূল, ইহা যারা পরিবারে ... ... বিদেশে,

... পরস্পর প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং পরিবারস্থ লোকেরা নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর হইয়া মনুষ্যোচিত স্নেহ ও স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। আপনি ইহাও বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল সকলে একত্র বাস করা বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত নহে, তাঁহার অভিপ্রেত হইলে আদ্যকাল এ পর্যন্ত যত মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা সকলেই একত্র বাস করিত। এক্ষণে প্রশ্ন এই, সত্য সত্যই কি একান্নবর্তিতা মূল অনর্থের মূল? সত্য সত্য কি ইহার দ্বারা কোন ইষ্ট না হইয়া কেবল অনিষ্টই হইয়া থাকে? অথবা আমরা এই প্রশ্নের যথাযথা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

(১) পৃথিবীর সমস্ত নরনারী একটী গৃহ মধ্যে বাস করে এবং একত্র বসিয়া আহারাদি করে ইহা নিঃসংশয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে বটে (মহা নদী সমুদ্র প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করাই তাহার প্রমাণ) কিন্তু নিকট সম্পর্কীয় কতক গুলি লোকে একত্রে বাস করে, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রেত। আমাদিগকে তাঁহার অপত্য স্নেহ, ভক্তি এবং আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তিত্রয় দানই তাহার প্রমাণ। যেমন, পশুদিগের অপত্যস্নেহ ও মাতৃভক্তি অথবা মাতার প্রতি নিতম্বের ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা কতদিন শাবকেরা আপন আপন জীবন রক্ষা করিবার শক্তি না পায়, কেবল ততদিনের জন্য। যখন শাবকেরা সে শক্তি লাভ করে, তখন তাহারা আর আপন মাতার নিকটে থাকে না, তখন মাতার অপত্যস্নেহও থাকে না, সন্তানের মাতৃভক্তিও থাকে না, এমন কি তখন তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে চিনিতে পর্যন্ত পারে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, সকল পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলে একত্রে চিরদিন সহবাস করে, একারে বড় পরিবার সংস্থাপন করে ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে (১)। কিন্তু একবার মনুষ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন; আজীবন তাহাদের সহভাব, ... ও পিতৃমাতৃ ভক্তি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে, আজীবন আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র সহবাস করিতে তাহারা ভালবাসিয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তাহারা একত্র হইয়া—একান্নবর্তী পরিবার সংস্থাপন করিয়া সে-

(১) অনেক এই কারণে তাহাদের এক স্থানে অনেক দিনের পরে করিয়া পৃথিবীর ... অনুরোধপাশে এবং ... বলিয়া থাকেন যে কিন্তু মহাশয় সাধু যিশুখ্রিষ্টের ... এবং ... নিকটবর্তী স্থলে নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় যে, ... নিকটবর্তী স্থানে সকলের সহিত একত্র বাস করে, তাহা ... করিয়া মনুষ্যের ভাল হইত ... ... বিধি নাই।

বাস করে, ইহা ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। যদি বলেন, পিতামাতাকে ভক্তি, ভ্রাতাকে প্রীতি, সন্তানকে স্নেহ কর, কিন্তু তাহাদের সহিত একত্র সহবাস করিও না। ইহার উত্তর এই, আমাদের আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ না হইলে অর্থাৎ ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহভাজনের সহিত একত্র সহবাস করিতে না পারিলে কখনই আমাদের ভক্তি প্রীতি ও স্নেহ উচিতমত পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। পিতা পুত্র স্বামী স্ত্রী একত্রে সহবাস করিলে তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরকে যেরূপ ভক্তি প্রীতি ও স্নেহ করেন, আজীবন স্বতন্ত্র বাস করিলে অথবা বহুকাল তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ না হইলে কখনই তাঁহাদের মধ্যে তেমন ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ ভাব থাকে না। এই জন্যই ঈশ্বরপ্রেমী, ঈশ্বরভক্তেরা তাঁহাদের প্রিয় ঈশ্বরকে সর্বদা হৃদয়মন্দিরে দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন, এই জন্যই যাহারা উপাসনা করেন না, ঈশ্বরকে হৃদয়মন্দিরে দর্শন করেন না, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া পাপনরকে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। যদি বলেন পিতা মাতা প্রভৃতির সহিত একত্রে সহবাস কর কিন্তু প্রাপ্তান্তে তাঁহাদের সহিত একত্রে আহারাদি করিও না। ইহার উত্তর এই, যে ভক্তি প্রীতি ও স্নেহ তাঁহাদের সহিত একত্রে সহবাস করিব অথচ একত্রে আহার করিব না ইহা স্বভাববিরুদ্ধ কথা। যাহাকে ভালবাসি তাহার সহিত একত্রে থাকিবার ইচ্ছা যেমন স্বাভাবিক, যাহাকে ভাল বাসি ও যাহার সহিত একত্রে বাস করি, তাহার সহিত একত্রে পানাহার করিবার প্রবৃত্তিও তেমনই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ একত্রে পানাহার একতা ও প্রণয় বর্দ্ধনের একটী যে প্রধান সাধন, তাহা বোধ হয় ইংরাজ অনুকরণপ্রিয় আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে না।

(২) আপনি বলিয়াছেন, একত্রে থাকিয়া কলহ প্রভৃতি বৃদ্ধি না করিয়া আত্মীয়জনগণের হইতে পৃথক পৃথক বাস কর এবং যদি আবশ্যক হয় অর্থ দ্বারা তাহাদের সাহায্য কর। আপনার এ কথাগুলি দ্বারা আপনার অনুকরণপ্রিয়তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজেরা এ কথা বলিয়া থাকেন এবং ইংরাজদিগের দেখে এ কথা সম্পূর্ণরূপে শোভা পাইয়া থাকে। কিন্তু দরিদ্র ভারতবর্ষের প্রতি কখনই এ কথা শোভা পাইতে পারে না। ভারতবাসিরা যেরূপ দরিদ্র নিজের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া তাঁহারা যে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে অর্থ দ্বারা পৃথক পৃথক সাহায্য করিতে পারেন, তাঁহাদের এ ক্ষমতা নাই, কিন্তু এক সংসারে সকলে থাকিলে অনায়াসেই সকলের এক

প্রকারে চলিয়া যাইতে পারে। একত্রে পাঁচ জন থাকিলে মাসে যদি ৫০ টাকা ব্যয় হয়, তবে তাঁহারা পৃথক পৃথক থাকিলে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের ১৪।১৫ টাকার কম ব্যয় হইবে না। এরূপ স্থলে দরিদ্র ভারতবাসিদের আত্মীয় জনের একত্রে থাকা উচিত অথবা পৃথক পৃথক থাকিয়া আরও ঘোর দারিদ্র্যের বৃদ্ধি করা উচিত?

(৩) আপনি বলিয়াছেন, একান্নবর্ত্তিতার আর এক দোষ এই, ইহার দ্বারা পরপিণ্ডভোগী অকর্ম্মণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আত্মীয় লোকদিগের মধ্যে যিনি ধনবান, তাঁহার স্কন্ধে ভোগ করিতে আসিয়া অন্যান্য আত্মীয়েরা নিষ্কর্ম্মা নিশ্চেষ্ট ও অলস প্রকৃতির লোক হইয়া উঠে, পক্ষান্তরে যিনি ধনবান তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। আপনার এ কথাগুলি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। হাজার যা আমার স্কন্ধে ভোগ করিব এরূপ মনে করিয়া, আমরা শিক্ষানা করি, কে কোথায় লেখাপড়া শিখিতে অথবা উপার্জ্জনের চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন? কে কোথায় সাধ্যসত্ত্বে পরপ্রত্যাশী হইয়া স্বয়ং পরপিণ্ডভোগী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন? যাহাদের কোন উপায় নাই, কোন ক্ষমতা নাই তাহারাই আসিয়া আত্মীয় স্বজনের আশ্রয় লইয়া থাকে। এরূপ আশ্রিত দিগকে আশ্রয় দেওয়া কি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ কর্ত্তব্য নহে? ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা, ব্যক্তিবিশেষের স্বর্গার্থে অর্থ দান করা, জুবলিকেল গার্ডেনের শোভা বর্দ্ধনের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট হতে টাকা দেওয়া এবং (আমাদিগকে বাদ দিয়া ইহাও বলিতে হইতেছে) মাচ হাজার আয়তিতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অর্থের শ্রাদ্ধ করা যদি কর্ত্তব্য হয়, এবং তাহাতে যদি ধনী লোকের ধনক্ষয় না হয়, তবে দরিদ্র নিরাশ্রয় ১।১ জন আত্মীয়কে আশ্রয় দেওয়া কি একান্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে? তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দোষেই কি ধনীর সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা? বিশেষতঃ যাহারা এরূপ আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা পরের উপর পড়িয়া উদর পূর্ণ করে না, আশ্রয়দাতার অনেক কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই কার্য্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য নিশ্চয়ই অপর লোককে অর্থ দ্বারা নিযুক্ত করিতে হইত। তার উপার্জ্জন শক্তির ক্ষমতা সত্ত্বেও যে ক্ষমতা পরিচালন না করিয়া পরপিণ্ডভোগী হইয়া থাকে এমন লোক একটীও নাই এমন নহে কিন্তু তারা পর্ব্বতের মধ্যে নহে, কারণ তাহা হাজারের মধ্যে পাঁচ জনের বেশী হইবে না।

(৪) একান্নবর্ত্তিতার একটী বিশেষ গুণ এই যে, পরিবার মধ্যে যদি কাহারও পীড়াদি কোন বিপদ হয় তবে পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁহার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে তখনই সেরূপ সক্ষম হন না। আপদ বিপদ কাহার নাই এবং তজ্জন্য অপরের সেবা শুশ্রূষার প্রত্যাশী কে নয়?

(৫) যে সতীত্বরত্নের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত, যাহার জন্য আমরা সর্ব্বদাই অহঙ্কার বাজাইয়া থাকি, একান্নবর্ত্তী পরিবার ও অবরোধ প্রথা সেই সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার কি অন্যতর কারণ নহে? মানুষ অপূর্ণতাময়, সেই অপূর্ণতা কেহ যদি কখনও কোন স্ত্রীলোকের মনে কুভাবের উদয় হয় এবং তখন যদি সে একক থাকে তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, কিন্তু তখন সে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার মধ্যে থাকে তবে তাহার কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আর যত দোষ থাকুক এই এক গুণ থাকাতেই ইহা সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় হইয়াছে।

(৬) একান্নবর্ত্তী পরিবার সংস্থাপনের কোন বাধা নাই, আমরা এমন কথা বলি না, পরিবারস্থ লোকদিগের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বাদ বিসম্বাদ হয় সত্য, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বিবাদ কোথায় হয় না? নাকার প্রজার, প্রজায় প্রজায়, জমিদারে প্রজায়, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে, জাতি জাতিতে, স্ত্রীপুরুষে মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে, তা বলিয়া কি রাজার রাজ্য, জমিদারের গ্রাম ও ভূমি, প্রতিবেশী ও জাতির সংসর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে? স্ত্রীপুরুষে বিবাদ হয় বলিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিপক্ষেরা আপন আপন স্ত্রী ত্যাগ করিতে কি প্রস্তুত আছেন? একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষের ভাগ অপেক্ষা যখন গুণের ভাগ অধিক তখন তাহা কিছুতেই পরিত্যাজ্য নহে। তাহাতে যে দোষ আছে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করুন, সংশোধন হোয়া যেতে পারে?

শ্রীভগবতীচরণ দে
যদুনীয়া।

অভিযোগ ও প্রত্যুত্তর।

মহাশয়! কিছু দিন হইল "একান্নবর্ত্তী পরিবার" শীর্ষক একটী প্রস্তাব নববিভাকরে প্রকাশিত হয়, আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক খানি পত্র পাঠাইয়া দিই। কিন্তু আক্ষেপ এই, বিভাকর সম্পাদক সে পত্র পাঠ করিয়া একেবারে বৈরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং লাহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা অপ্রকাশিত রাখিয়া ১৮ ই শ্রাবণের বিভাকরে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আমার পত্রের প্রতিবাদ করা অথবা আমাকে কেবল গালি দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার উত্তর পাঠ করিয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার পত্র প্রকাশ করিয়া তিনি যদি তাহার উত্তর দিতেন, তবেই ন্যায়যুদ্ধ বলা হইত, পক্ষান্তরে তাঁহার যুক্তির বল অধিক, অথবা আমার যুক্তির বল অধিক তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সাধারণ পাঠকে অবসর পাইতেন। আমার বোধ হয় তিনি বড় অভিমানী, আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া তিনি পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছিলেন, নববিভাকার কখনই অসার কথা লেখা হয় নাই, আবার এবারেও লিখিয়াছেন "আমাদের লিখিত প্রবন্ধে অন্তঃসলিলার ন্যায় যে কিছু মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা মূঢ় লোকের বুঝিতে পারে।" এই প্রশংসাবাদের বাক্যগুলি অপরের মুখ হইতে বাহির হইলেই দেখিতে ও শুনিতে ভাল হইত। যাহা হউক, বিভাকর সম্পাদকের এইরূপ অভিমান আছে বলিয়াই তাঁহার প্রবন্ধের পরিবাদ হইতেছে, তাঁহাকে অনুকরণপ্রিয় বলাতে তাঁহার তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একজন সংবাদপত্র সম্পাদকের এরূপ অসহিষ্ণু ভাবে থাকা কখনই শ্রেয় নহে। যাহা হউক, সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়! আমার পত্রখানি প্রকাশ না করিয়া [illegible] স্থান উদ্ধৃত করিয়া—তাহা আমি এবং তাঁ[illegible] নিখি নাই তাহার আ[illegible] কথা বলিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিয়া বিভাকর সম্পাদক কতদূর অবিচার ও অন্যায় করিয়াছেন তাহার বিভাকরের ন্যায় আসনাকে প্রদান করিলাম এবং নিম্নে অনুরোধের (১) পাঠাইয়াছি, তাহা বিভাকরের মূল প্রস্তাব এবং তাঁহার শেষ উত্তর পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকবিগকে প্রস্তাবদ্বয়ের দোষ গুণ বুঝিতে সক্ষম করিবার জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

১। বিভাকর সম্পাদক আমার পত্রের উত্তর স্থলে যাহা বলিয়াছেন, প্রমাণে অভিহিতের ২।১ কথা বলা হইয়াছে।

একত্র সংবাস করিলে ভক্তি, স্নেহ আত্মীয়তা যেরূপ পরিপুষ্ট হইতে পারে, দূরে দূরে থাকিলে সেরূপ পারে না। বিভাকর সম্পাদক এমন সরল সত্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, শ্বশুর ও অধ্যাপক প্রভৃতিরা দূরে দূরে থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে

(১) আমার যে পত্র পাঠান হইয়াছে তাহা [illegible] কোন পত্রের নকল নাই। সুতরাং পত্র খানি পাঠাইতে [illegible] সে পত্রে এই ও দুই একটী কথার [illegible] হওয়া সম্ভব। যতদূর স্মরণ আছে ঠিক [illegible] দিতে পারিলাম, ইহা বলে বিন্দুর পরিবর্ত্তন [illegible]

পারি। কিন্তু কথা এই, আমরা যাহাকে যত অধিক ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ করি, তাহার সহিত অধিক একত্রে সহবাস করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হই কি না? অত অধিক উৎকণ্ঠিত হওয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে সেই সকল ভক্তি প্রীতি বা স্নেহ ভাজনেরা যদি সর্ব্বদা নিকটে না থাকে কি প্রকারে বলিব যে, তাহাদের সহিত একত্রে সহবাস করিবার জন্য আমাদের উক্ত বৃত্তিরা যথোচিতরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? সুহৃদ ও অন্যান্য প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদা একত্রে থাকিবার যদি আমাদের উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমরা কি তাহাতে বিরত হইতাম? সে উপায় নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদের হইতে পৃথক থাকি এবং তাঁহাদের সহিত কদাচিৎ সাক্ষাৎ করিয়া কথঞ্চিৎরূপে আমাদের উক্ত বৃত্তিদ্বয়কে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি। দুইটি পরস্পর বিপরীত কথা উপস্থিত হইলে যেটি অধিকতর গুরুতর আমরা সেইটি পালন করিয়া থাকি, কিন্তু উপস্থিত স্থলে আমরা এমন কোন গুরুতর কর্ত্তব্য দেখিতেছি না, যাহার জন্য আমাদের উক্ত বৃত্তিদ্বয়কে যাবজ্জীবনের জন্য সঙ্কুচিত বা দমন করিয়া পিতা মাতা খুড়া জেঠা প্রভৃতি হইতে পৃথক বাস করা আবশ্যক।

২। বিভাকর সম্পাদক এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন, আমরা কেন শিশীলিকা ও মধুমক্ষিকা স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি লইয়া একত্রে ভোজন করে এরূপ কথা বলিয়াছি! ইহার পাঠক! আপনারা জানিবেন আমরা তখনই ওরূপ কথা বলি নাই। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, ইহার প্রকৃতি ( ) এতটুকু বড় হইবে আপনার পিতা মাতা প্রভৃতিকে তিনিতে পারিবে না।

৩। সম্পাদক একারবর্ত্তিতার সংস্করণিকে অনাবশ্যক বলিয়াছেন এবং সেই ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্য অন্যান্য সম্পাদকদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, একান্নবর্ত্তিতার সপক্ষেরা ভ্রমান্ধ অথবা বিপক্ষেরা ভ্রমান্ধ, সপক্ষদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত অথবা বিপক্ষদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত, ইহার মীমাংসা করা অগ্রে কি উচিত হইতেছে না?

৪। আমরা বলিয়াছিলাম একত্রে থাকিলে আমার বিপদের সময় পরস্পরের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা পৃথক থাকিলে কখনই তেমন সাহায্য পাওয়া যায় না। সম্পাদক ইহারও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, পরস্পর বিপদীত আপদ বিপদের সময় পরস্পরের সেবা শুশ্রূষা করিবে না আমরা একথা এই নূতন শুনিলাম। "মনে কর একত্রে তিন জন আছে, তাহাদের এক জনের পীড়া হইলে আর একজন গৃহকার্য্যে ও অপর একজন অনায়াসেই সেই রোগীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু তিন জন পৃথক পৃথক থাকিলে যদি এক জনের পীড়া হয় তবে কি আর এক জন তাহার সংবাদের সমস্ত কার্য্য এবং আহার নিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া উক্ত রোগীর কাছে আসিয়া থাকিতে পারে? আর একটি কথা, বাটীতে চোর ডাকাইত পড়া প্রভৃতি বিপদের সময়ে পাঁচ জন একত্রে থাকিলে অনায়াসেই সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায়, কিন্তু পৃথক পৃথক থাকিলে তখনই তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫। আমরা বলিয়াছিলাম একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিলে সহজে স্ত্রীলোকেরা কুপথগামিনী হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সম্পাদক বলিয়াছেন "বহু পরিবার মধ্যে না থাকিলে যে সতীত্ব রক্ষা হয় না, সে সতীত্ব থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য।" আমরা জিজ্ঞাসা করি, অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকতর সতী কেন? অবশ্য তাহার অনেক কারণ আছে, কিন্তু অবরোধ ও একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকাই কি তাহার অন্যতর কারণ নহে? একটী বারের জন্যও মনে কুভাবের উদয় হয় নাই এবং তাহা দমনের জন্য কখনই ভয়, লজ্জা ঘৃণা ও আত্ম গ্লানির প্রয়োজন হয় নাই, এমন সতী ও পৃথিবীতে নাই—হইতেই পারে না, যে হেতু মনুষ্য অপূর্ণ জীব। সম্পাদক বলিয়াছেন যে "স্ত্রীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেই সতী ও রক্ষা হইবে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে না।" এ কথা যদি সত্য হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় স্ত্রীলোকের অপেক্ষা শত সহস্র গুণে স্ত্রীলোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের স্ত্রীরা আমাদের স্ত্রী অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন।

৬। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বিবাদ হয় স্বীকার করিয়া তাহাতে সে বিবাদ না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে বলায়, সম্পাদক সে উপায় কি আমরা জানি না স্থির করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অবগতির জন্য এখন বলিতেছি যে, সে উপায় পরিবারস্থ সকলকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে বাটীতে যত অধিক জ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে, সে বাটীতে ততই বিবাদ কমিয়া যাইতেছে। সম্পাদক এমন সহজ উপায়টী আমাদের নিকট হইতে জানিতে যে প্রত্যাশা করিবেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, বুঝিলে তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইতাম।

ময়মনিগা।
৩০ এ জুলাই ১৮৮০ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

(২) আমরা কেন পড়ে [illegible] আমাদের বোধ হয় ইহার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝিতেছে।

রেণ্ট কমিশনের রিপোর্ট।

যেখানে অধিকতর ঘনিষ্ট ভাব, সেই খানেই ঘোর বিরোধ। জাতিতে জাতিতে এত বিবাদ হয় কেন? জমীদারে ও প্রজায় অধিকতর ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই সর্ব্বদা বিরোধ ঘটিয়া থাকে। এ সম্বন্ধ এক কালে বিচ্ছিন্ন না হইলে বিবাদের শেষ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নয়, এ বিবাদেরও সম্পূর্ণ শেষ হইবার সম্ভাবনা নয়। তবে যতদূর সম্ভাবিত, বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আশলি ইডেন সাহেব সে বিষয়ে বিলক্ষণ যত্নশীল হইয়াছেন। তিনি এতৎ সংক্রান্ত একটী আইন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। কিরূপে করিলে ভাল হয়, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত কয়েক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে রিপোর্ট করিয়াছেন, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য অদ্য পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। আমরা রিপোর্ট পাঠ করিয়া দেখিলাম যে কমিশন আরম্ভ কালেই কৃষক শব্দের অর্থ লইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন।

পূর্ব্বে জমীদার ও তাঁহার অধীন পত্তনিদার হয় পত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিগণ ও কৃষক, ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ছিল না। এক্ষণে কমিশন এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে সরিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখিয়া ভূমির স্বত্বাধিকারী হইবেন, তাঁহারাই স্বত্ববান জমীদার। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমীদারের নিকট হইতে ভূমি লয় অথচ স্বয়ং চাস করে না, তাহারা প্রজা নামদ্বারা নির্দ্দেশিত হইবে। যাহারা আবার তাহাদের নিকট হইতে ভূমি লইবে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর প্রজা হইবে। অতএব ইহারা মূল প্রজার দূরতা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রজা বলিয়া অভিহিত হইবে। নিম্ন শ্রেণীর প্রজারা এক বিঘা অবধি যত অধিক হউক না কেন ভূমি লইতে পারিবে। যাহারা কেবল চাস করিবার জন্য ভূমি লইবে, তাহারাই কৃষক এই নাম প্রাপ্ত হইবে। ইহারা যদি ১২ বৎসর একাদিক্রমে ভূমি ভোগ করে, তাহা হইলেই তাহাদের ভূমিতে স্বত্ব জন্মিবে। এরূপও ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, এই কৃষকদলের অনেকে আবার চাস করিতে করিতে চাস পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ

করে এবং নিজ ভূমি খাজনায় দিয়া কতকটা জমীদার হইয়া বসে। রঙ্গপুর দুমদমন উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে অনেক চাষী প্রায় বিঘায় জমী লয়। অন্য কথা কি রঙ্গপুরের কোহাবাগেরা ১ টাকা অবধি ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা দিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিকে কৃষক বলা যাইবে, না ইহাদের অন্য নাম দেওয়া হইবে?

এই গোলযোগের নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে কমিশন স্থির করিয়াছেন যে যাহারা ১০০ বিঘার অধিক জমী লইবে, তাহারা কৃষক বলিয়া গণ্য হইবে না, ১০০ বিঘার ন্যূন ভূমির কর্ষণকারিরাই কৃষক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইবে। সে সেই ভূমির নিজে চাষ করুক আর নাই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহার অধীনস্থ চাষী কোন প্রকারেও দখলীস্বত্ব হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে অধিকহারে খাজনা দিতে হইবে।

দখলী স্বত্ববান প্রজার দখলী স্বত্ব যাহা খাজনার ডিক্রীর জন্য ডিক্রীতে বিক্রয় হইতে পারিবে না। যদি সে ঐ স্বত্ব বন্ধক দেয়, বন্ধক ব্যক্তিও না হস্তান্তর হইবে। জমীদার নিম্নলিখিত চারি কারণে তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১ ম। কোন প্রজার খাজনার হার যদি নিকটস্থ প্রজার খাজনার হার অপেক্ষা কম হয়।

২ য়। যদি প্রজার চেষ্টা ব্যতিরেকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৩ য়। মাপে যদি প্রজার জমী অধিক হয়।

৪ র্থ। দ্রব্যের মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি। যথা—রূপার দাম কমিয়া গেলেতে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর দর বাড়িয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থায় জমীদার অধিক খাজনা চাহিতে পারেন। যেমন ধর, পূর্ব্বে জমীদার ৩ টাকা খাজনা পাইতেন। সেই তিন টাকার জমীর উৎপন্ন দ্রব্য হইত, এখন তাহার অপেক্ষা অনেক কম হয়। এখন তিন টাকা পাওয়াতে জমীদারের ক্ষতি হইতেছে। এই সকল খাজনা বৃদ্ধির কারণের অধিকাংশ মকদ্দমা কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদালতে না হয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে হইবে। কেবল চতুর্থ কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ করিতে হইবে। দখলী স্বত্ববান কৃষক যদি প্রমাণ করিতে পারে যে ২০ বৎসর তাহার খাজনার হার বৃদ্ধি হয় নাই, তবে তাহার খাজনা আর বৃদ্ধি হইবে না।

যে কারণে দখলী স্বত্ববান কৃষকের খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে, সেই সেই কারণে প্রথম দ্বিতীয় কৃষকীয় শ্রেণীর প্রজাদিগেরও খাজনা বৃদ্ধি হইবে।

জমীদার দখলীস্বত্ববান কৃষকের হস্ত ডিক্রীতে বিক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ভূমিতে তাহার যে স্বত্ব ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইবে না। ভূমিতে ক্রেতার সেই স্বত্ব বর্ত্তিবে। ক্রেতা যে ঠিক সময়ে খাজনা দিবে, জমীদার তাহার প্রতিকূল লইতে পারিবেন।

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, জমীদার অন্যায় করিয়া খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব গ্রহণ করিলে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হইতেন, কিন্তু এক্ষণে সে আইন রহিত হইয়া এই নিয়ম হইতেছে, জমীদার যে পরিমাণে আবওয়াব গ্রহণ করিবেন, তাহাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। খাজনা জমীর উৎপন্নের অষ্টকের অধিক হইবে না। যদি খাজনা বৃদ্ধি করিতে হয়, দ্বিগুণের অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করিতে পারিবে না এবং সেই দ্বিগুণ বৃদ্ধিও ক্রমে ক্রমে ৫ বৎসরে হইবে। যাহাদের দখলী স্বত্ব হয় নাই অথচ যাহারা তিন বৎসরের অধিক কাল জমী ভোগ করিয়াছে, জমীদার তাহাদের খাজনা বাড়াইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধি করাতে যদি তাহাকে জমী ছাড়িয়া দিতে হয় তবে তাহার ক্ষতি পূরণার্থ জমীদারকে এক বৎসরের বর্দ্ধিত খাজনা দিতে হইবে এবং তাহার আর যে কিছু ক্ষতি হইবে, তাহাও দিতে হইবে।

ইংরাজিকার ক্রয় বা দান সূত্রে যে ব্যক্তি যে ভূমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে তিন মাসের মধ্যে জমীদারের কাছারীতে গিয়া নাম খারিজ করিয়া আনিতে হইবে। নাম খারিজের ফী খাজনার ১০ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ঐ ফী কখন ১ টাকার অল্প বা ১০০ টাকার অধিক হইবে না। যদি কেহ নাম খারিজ না করে, জমীদার তাহার দশ গুণ জমী মাপা করিতে পারিবেন এবং যে ব্যক্তি খারিজ দিব নাম খারিজ না করিবে, জমীদার তাহাকে প্রজা বলিয়া গণ্য না করিলে না করিতে পারেন।

প্রজা যদি দখলীস্বত্ব পাইয়া সেই জমীতে নিজের বাসার্থ বাড়ী গোলা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, জমীদার তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে যদি লোকান আদি করে তবে জমীদার তাহাকে মোটিস দিতে পারিবেন এবং প্রজাকে সেই দোকানাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার খরচ দিতে হইবে কিন্তু জমীদার যদি দুই তিন বৎসরের মধ্যে মোটিস না দেন তবে প্রজা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যে ক্ষতি হইবে জমীদারকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

জমীতে যাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, জমীদার কেবল তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। আর যাহারা অচিরস্থায়ী স্বত্ব ভোগী, (যথা ইজারাদার ইত্যাদি) তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

পূর্ব্বোল্লিখিত ৪র্থ কারণে যখন খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে, তখন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের দেখিতে হইবে। কেলার কালেক্টর সাহেব নিজ কেলার সমস্ত বাজারের সমস্ত জিনিষের দরের একটী রফ করিয়া রাখিবেন। আর কালেক্টর সাহেব খাজনার হারের একটী নিয়ম প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। ঐ হার দেখিয়া চতুর্থ কারণে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমার বিচার হইবে। কালেক্টর সময়ে সময়ে উহার পরিবর্ত্ত করিবেন, যদি কাহার উহার সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তাহা কালেক্টর শুনিবেন।

আইনের উদ্দেশ্য এই যে খাজনা বৃদ্ধির মকদ্দমা এক একটী করিয়া না করিয়া একেবারে বহুসংখ্যক মকদ্দমা উপস্থিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কমিশন যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা অতি বিশাল। তাহা তাঁহাদের দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফল। অতএব তাহা পাঠ করিতে যে কত পরিশ্রম লাগে, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কমিশন অধিকেরা পরিশ্রম এ উভয়ের অনুরূপ ফল লাভের আশা দেখা যাইতেছে না। প্রথা ও জমিদারের বিবাদের মীমাংসার নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যাহাতে বিবাদের মীমাংসা হয় সেই প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা দেখিয়া যদিত হইতেছি রিপোর্ট অনুসারে যদি কাজ হয়, বিবাদের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। একটী ডিক্রীজারি প্রবর্ত্তিত হইলেই আমাদের দেশের যাবতীয় পাঠকগণের অবগত হইবে। জমীদারেরা যে যে কারণে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, তাহার মূলের হার বৃদ্ধি তাহার অন্যতর কারণ। এ কারণটীকে বৈজ্ঞানিক কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অত্যুক্তি হয় না। একারণ নির্ণয় করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করা সহজ নয়, উহাতে অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক মতামতের স্থষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। মকদ্দমার মীমাংসার লাঘব করিবার নিমিত্তই নূতন আইন হইতেছে। কিন্তু যদি মকদ্দমার হ্রাস না হইয়া তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে নূতন আইনে ফল কি?

যাঁহারা কমিশনরূপে নিয়োজিত হন, তাঁহারা সকলেই প্রজার প্রতি স্নেহবান, তিনি তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করেন, তিনিও প্রজার প্রতি একান্ত পক্ষপাতী। প্রজার মঙ্গল সাধন করা তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই আইন প্রকাশে, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কমিশন প্রজার স্বত্ব সম্বন্ধে যখনই

স্বত্বের উপরে নানা প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু রায়তী স্বত্ব অস্থিরাবস্থায় কি উপায় করিবেন? প্রজার রায়তী স্বত্ব হওয়া আর না হওয়া জমীদারের ইচ্ছাধীন। জমীদার যদি বর্ষে বর্ষে প্রজা পরিবর্ত্ত করেন, কিরূপে রায়তী স্বত্ব জন্মিবে? জমিদারেরা যে অত্যাচার করিবেন না, এরূপ কে বলিতে পারে? কে এ জমীদারের হস্তযোড় করিয়া রাখিবে? ইহাতে বিষয় লোপের বাঁধিবারই সম্ভাবনা। এক কালে একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ বিষয়ের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নহে। তুমি আমা আমা খাজনা বৃদ্ধির ন্যায় নহে। ইহার লাভ নিশ্চিত, নিশ্চিত লাভে আকুল ঝুলিয়া কলাগাছ হয় না। তুমি অবস্থা বিবেচনা করিয়া জমীদারের লভ্যাংশ বাদিয়া অনায়াসে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। কমিশনের রিপোর্টমত যদি কার্য্য হয়, তবে কতক গুলি প্রজার সুবিধা হইবে এই মাত্র।

জমীদারী বন্দোবস্ত ও সরকারী খাস বন্দোবস্ত ইহার মধ্যে কোনটী উত্তম?

আমরা যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে বাস করিতাম, তখন মনে করিতাম, যদি ভারতে ইংলণ্ডেশ্বরীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আধিপত্য হয়, আমরা এক্ষণকার অপেক্ষা বহুগুণ সুখী হইব। কিন্তু আমাদের সে আশা রাবণের সীতাহরণ করিয়া সুখী হইবার আশার ন্যায় বিপরীত ফল প্রসব করিল। এখন কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কোম্পানির অধিকারে আর ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস অধিকারে বড় অন্তর। কোম্পানির কর্ম্মচারিরা তাঁহাদের অধীন। ইহাঁরা সময়ে সময়ে অত্যাচার করিতেন বটে কিন্তু তাঁহারা নিজে অত্যাচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহারা যে কোন প্রকার অত্যাচার করেন, সে ইচ্ছা ছিল না। পাছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অত্যাচার সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অধিকার হরণ করিয়া লন, তাঁহাদের সর্ব্বদা এই শঙ্কা ছিল। এই শঙ্কা হেতু তাঁহারা বিপরীতবাদিদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াও এদেশীয়দিগের উপরে দিগা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। এই শঙ্কা হেতু তাঁহারা এদেশীয়দিগকে বিচারপতি পদ দেওয়ান করেন। তাঁহারা যদি এত দিন থাকিতেন, নিশ্চয় রাজপুরুষদিগে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমানরূপে এদেশীয়দিগকে প্রদান করিতেন। তাঁহারা যদি এতদিন থাকিতেন, আমাদের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্টে শামনপ্রহারীমধ্যে এ পর্য্যন্ত দেশীয় বিচারক প্রবেশাধিকার দিতে হইত। এক জন যদি তাঁহারা থাকিতেন, অন্যান্য সমুদায় অন্যায় অসঙ্গত আইন ও অনুবিধায়ক বন্ধন সমূহ দূরীকৃত হইত না।

জমীদারী বন্দোবস্তে ও গবর্ণমেণ্টের খাস বন্দোবস্তের এইরূপ অন্তর। জমীদারেরা জুলুম করিয়া কাজ করেন, তাঁহারা প্রজার উপরে অত্যাচার করিব মনে করিলেও ভয়ে অত্যাচার করিতে পারেন না। অত্যাচার করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার হয়। সাক্ষীকারেরও সৌদাগরী ও দেওয়ানীরূপ সকলপ্রকার ঝঞ্ঝাটের। খাস হইলে সে ধার উল্লাটের নয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিলে গবর্ণমেণ্ট প্রজার কথায় তাহাতে প্রত্যয় করেন না। মনে করেন, প্রজারা মিথ্যা কথা কহিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের বাক্যের যে একান্ত বশীভূত, তাহা সকল কার্য্যেই প্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিরাও এক একজন এক একটী নবাব। ৫ টাকা মাসিক বেতনের এক জন সামান্য পদাতিকেরও অহঙ্কার ও প্রতাপের পরিসীমা থাকে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা যখন স্বয়ংই গবর্ণর হইলেন, তখন যে খাস মহলে অত্যাচার হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা যে নিমিত্ত অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলীতে মাঙ্গনামুঠা ও জলামুঠা নামে দুইটী খাস মহল আছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার জরিপ করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতেছেন। এতৎসংক্রান্ত অনেক অকর্ম্মণ্য গবর্ণমেণ্টের সহিত উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতে কেবল যে গবর্ণমেণ্টের অনর্থক ক্ষতি হইতেছে এমন নয় প্রজারও যার পর নাই অনিষ্ট ও কষ্ট হইতেছে। এসময়ে অকর্ম্মণ্য করাতে প্রজার অনেক প্রকার ক্ষতি। প্রথমতঃ চাসের ব্যাঘাত। বিচারালয় উকীল মোক্তার প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য বর্গ চাসীদের গায়ের রক্ত চুষিয়া খায়। চাসারা এক বৎসরকাল বিদেশে বাসা করিয়া থাকিবার অসম্ভব ব্যয় এবং আহারাদিক কষ্ট। আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট এগুলি বিবেচনা ও চিন্তা না করিয়া যে কার্য্য করেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের আবার অকর্ম্মণ্য কিসে এ অকর্ম্মণ্য সৃষ্টি করাতে প্রজাবাহুল্যে আমাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া হইতেছে। প্রজাবৎসল সর্ব্বত্র বিবেকশক্তিসম্পন্ন সভ্য গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার ব্যবহার করা কি উচিত? যদি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার সুখ দুঃখে উদাসীন নির্দ্দয় অসভ্য গবর্ণমেণ্ট হইতেন তাহা হইলে আমরা এ সকল কথা কহিতাম না। জরীপে যে জমী বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারই যুক্তি নিশ্চিত হারে খাজনা লইলে প্রজার প্রাণ রক্ষা হইবে। তাহার উপর আবার হার বৃদ্ধি? তদুপরি আবার অকর্ম্মণ্যের ব্যয় ও কষ্ট? এরূপে প্রজাদের বিপত্তি করা কি বিধেয় হয়? প্রজার সহিত গবর্ণমেণ্টের কি কিছু সম্পর্ক আছে? যদি গবর্ণমেণ্ট হার বৃদ্ধি করিবার বিষয়ে একান্ত বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, প্রতি বিঘায় ৵০ আনা করিয়া বৃদ্ধি করুন। ঐ বৃদ্ধি চিরকালের নিমিত্ত হউক। কোন কালে কোন কারণে উহার পরিবর্ত্ত বা অতিরেক বা হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অবজ্ঞেলাবাদ্ধে সকল প্রজার নিকট হইতে ঐ বর্দ্ধিত হার অনুসারে খাজনা আদায় করা হউক। এ প্রকার ব্যবস্থা করিলে অকর্ম্মণ্য রাখিতে হইবে না, প্রজারাও উৎসন্ন হইবে না। গবর্ণমেণ্ট অকর্ম্মণ্যে ৫০। ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যদি কিছু অধিক লাভ করিতে পারেন, তাহার অপেক্ষা এ লাভ সহস্র গুণে প্রশংসনীয়। ইহাতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ও সন্তুষ্ট থাকিবে। উভয় পক্ষের কাহারও বৃথা অর্থ ব্যয় ও কষ্ট হইবে না। এ ব্যবস্থা কি বাস্তবিক প্রশংসনীয় নয়? এ ব্যবস্থা কি সদ্বিবেচক বুদ্ধিমান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনীয় ও অবলম্বনীয় নয়? মাঙ্গনামুঠা ও জলামুঠা লোণা জায়গা। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভাবে প্রায়ই ঐকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভারতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির অসম্ভব হয় কম নয়। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া স্থায়ী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। আমরা এ সম্বন্ধে উপস্থিত খাসমহলে প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছি। অনেকে মুখে ও পত্রদ্বারা এই বিষয় আমাদিগকে জানাইতে চেষ্টা করেন। আমরা অদ্য মেদনী পত্রের লিখিত এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ ইহাতে এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

"মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলী প্রদেশে মাঙ্গনামুঠা ও জলামুঠা নামে দুইটী খাস মহল আছে। এই দুইটী মহলের মধ্যে ২১ টী পরগণা সন্নিবিষ্ট। সমুদ্র নিকটবর্ত্তিতা হেতু উক্ত পরগণা সকলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে জরিপ জমাবন্দী করিয়া তথায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জমা বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। আমরা ৩৩ সংখ্যক মেদিনীতে এতদ্বিষয় পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে অবগত করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত প্রদেশের প্রজাবর্গকে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নিষ্ঠুররূপে আক্রমণ করিয়াছেন, আমরা তদ্বৃত্তান্ত বিষদ সূত্রে জানিয়া পাঠকদিগের গোচর করণে ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

সাধারণ জমীদারেরা স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগের কবদবৃদ্ধি করিতে মানস করিলে তাঁহাদিগকে যত যে কষ্টকর চেষ্টা কত অর্থ ব্যয় করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই এবং অনেক স্থলে তাঁহাদের

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য শীল বাবুদের মেদিনীপুরে একাশিমৌজা নামে একটী জমীদারি আছে। শীলবাবুরা উক্ত জমীদারি ক্রয় করিয়া অবধি প্রায় ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ প্রজাদিগের সহিত করবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে নানাবিধ মকদ্দমা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে উক্ত জমীদারি পত্তনি দিতি করেন। পত্তনিদার আমাদের দেশের একটী প্রাচীন বংশীয় তৃতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া উক্ত জমীদারি পত্তনি লইলেন এবং প্রজাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে উৎসন্ন হইলেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় করসংক্রান্ত আইন সকল প্রজাদিগেরই অধিকতর অনুকূল। এরূপ হওয়াও সুবিধার কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলের সহায়তা করাই আইনের উদ্দেশ্য।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত আইনের প্রতিকূলতা বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন, চুনতা কল্যাণপুর ও বলরামপুরের বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কষ্ট পাইয়া বিরক্ত হইয়া ১৮৭৯ সালে ৮ আইন জারি করিয়াছেন। এবং আপাততঃ ইহাও বোধ হয় যে, যেন ডিভিসির উক্ত খাস ষ্টেটদ্বয়ের বন্দোবস্ত কার্য্যের সুবিধা বিধান করাই এই আইনের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। সে যাহা হউক, আইনটী বন্দোবস্তকারী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের হস্তে কিরূপ প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কোন প্রজার করবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রজার নামে একটা নোটিশ জারি করিলেই যথেষ্ট হইল। প্রজা যদি বর্দ্ধিত কর দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহাকে গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে কর বৃদ্ধি করা অনুচিত। আবার উক্ত নোটিশ জারির প্রণালী তুলারূপ চমৎকার। প্রজা নোটিশ পাইল কি না ইহা প্রমাণের আবশ্যক নাই। বন্দোবস্ত আফিস হইতে নোটিস বাহির করিয়া দিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্যের শেষ হইল। অতঃপর যত কিছু দায় প্রজার স্কন্ধে। দুর্ব্বলের সহায়তা করা ও ন্যায় স্থাপন করা আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে উভয় উদ্দেশ্যেরই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

জলামুঠা ও মাজনামুঠা ষ্টেটে একবারে ৭৫ হাজার প্রজার নামে নোটিশ জারি করা হইয়াছে। হয়ত অনেক প্রজা নোটিশের কোন খবরই জানে না। যাহারা সন্ধান পাইয়াছিল এমন ৩০ হাজার প্রজা গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশের নোটিশ দেয় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নামে নালিশ করা সহজ কথা নহে। তাহাতে তাহাদের প্রতিকূলে সমূহ অসুবিধা। সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক প্রজা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহসী হইয়াছে। কাঁথির মুনসফিতে ২২৫০; তমোলুক মুনসফিতে ৫০০ এবং হাঁসুন মুনসফিতে ৫০ নম্বর রুজু হইয়াছে। পঁচাত্তর হাজারের মধ্যে এই কয় কাথার মাত্র নম্বর নালিশ রুজু হইল দেখিয়া পাঠকেরা মনে করিবেন অবশিষ্ট প্রজাদের কর-বৃদ্ধি পক্ষে কোন আপত্তি নাই, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রজারা উড়িতে না পারিয়া পোষ মানিয়াছে।

প্রজারা সাধারণতঃ অতি গরিব। তাহাদের না আছে অর্থ বল, না আছে সহায় বল। আইন তাহাদের পক্ষে যেরূপ অনুকূল তাহা ত দেখাই গেল। এরূপ অবস্থায় ফল যে কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। একদিকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যেরূপ জোগাড় করা হইতেছে তাহা শুনিলে অতি সাহসী প্রজাকেও হতাশ হইতে হয়। এই সমস্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে ৬ মাস লাগিবে, অনুমান করা হইয়াছে। এই ৬ মাসের জন্য ২৮ জন মোহরের ও একজন আসিষ্টাণ্ট গবর্ণমেণ্ট উকীল নিযুক্ত করা হইবে। তাহাতে ৩১১০ টাকা ষ্টেবলিসমেণ্ট খরচ ধরা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত প্রায় ১৫০ টাকা ও কাঁথির গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদারও অল্প টাকা পাইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০।৫০ হাজার টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে।

আবার বিচারকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কাঁথিতে দুই জন মুন্সেফ ছিলেন। এক্ষণে আর এক জন মুন্সেফ বাড়ান হইয়াছে। আরও এক জন মুন্সেফের জন্য রিপোর্ট দিয়াছে। প্রজারা গবর্ণমেণ্টের নামে যে নালিশ করিয়াছিল তাহার অধিক দায়িলের দিন ৩ রা জুলাই ধার্য্য আছে। আমরা শুনিলাম বিপিন বাবু ও সেটলমেণ্ট ডিং কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ রিমেমব্রান্সার সাহেবের সহিত পরামর্শ জন্য কলিকাতা গিয়াছিলেন। তথায় চারি রকা জবাব দেওয়া স্থির হইয়াছে। (১) পার্শ্ববর্ত্তী নিরিখ অনুসারে জমা বৃদ্ধি হইবে। (২) হাল তরিপে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। (৩) শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে (৪) জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা যেরূপ দেখিতেছি এ যাত্রা উক্ত খাস ষ্টেটের প্রজাদিগের নিস্তার নাই। এই ঢাকের সময়ে আষাঢ় খরচের জন্যই প্রজারা ব্যস্ত। এ সময়ে মকদ্দমা করা তাহাদের পক্ষে কোন ক্রমে সুবিধার নহে। এই জন্যই বোধ হয় এত অল্প মকদ্দমা রুজু হইয়াছে। প্রজারা হাল বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, বন্দোবস্ত কাগজে অনেক গোলযোগ আছে। কাহারও দুই তিন কাহারো শতাধিক বাকি পড়িয়াছে।"

করদাতৃগণের ও কমিশনর মনোনীত করিবার বিধি।

গত পূর্ব্ব রবিবার অপরাহ্নে বাবু খেলচন্দ্র ঘোষের টালার বাগানে ঔপনাগরিক করদাতৃগণের দ্বিতীয় সভা হইয়া গিয়াছে। সভা গৃহে অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ইতর লোকও উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইয়া সভার বল বর্দ্ধন করিয়াছিল। কুমার কার্ত্তিচন্দ্র সিংহ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হরকিশ ঔপনগরিক ভবানীপুরে ২৮এ জুন একটী করদাতৃসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানেও সেইরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠা করা করদাতৃগণের উদ্দেশ্যই। অপর উদ্দেশ্য এই কলিকাতার ন্যায় উপনগরের লোকে মনোনীত করিয়া কমিশনর নিয়োগ করেন।

দেশের মঙ্গলার্থ মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রণালী ও কার্য্যকলাপগত অনেকগুলি দোষ আছে। তাহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। সেগুলি সংশোধিত না হইলে যে উদ্দেশে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। করদাতৃগণের চেষ্টা সাত্ত্বিকে সে দোষ সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। এতএব উপনগরের করদাতৃগণ যে সভা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এটী উত্তম কার্য্যই হইয়াছে। এ উদ্দেশ্যটী যেমন সহজে সাধিত হইল, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সেরূপ সুসাধ্য নয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটী (করদাতৃগণের মনোনীত কমিশনর নিয়োগ) লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের মত সাপেক্ষ। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর আশলি ইডেন সাহেব ইহার বিরোধী। তিনি বলেন, করদাতৃগণের কমিশনর মনোনীত করিবার ক্ষমতা প্রণালী ফলোপধায়িনী হইতেছে না। তিনি যে যুক্তিতে এ কথা বলুন, এ অংশে তাঁহার মত যে ভ্রমদূষিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ভ্রম এক প্রকার নয়। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা নানুর প্রকার ভেদ গণনা করিয়া উন পঞ্চাশ স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যে ভ্রমের প্রকার ভেদ করিতেন, তাহার উনপঞ্চাশ এর অধিক হইত।

ইডেন সাহেব কি অপর কতকগুলি লোক [illegible]

ন্যায় বিবেচনা করেন, এদেশীয়েরা আপন স্বাধীন শাসন প্রণালীর যোগ্য হন নাই; তাঁহার সমুদয় বক্তৃতার [illegible] সেই কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ [illegible] প্রমাণ করিয়া তুলা কি [illegible] "কপুরুষ বাঙ্গালি" [illegible] বাকী আছে। কার্য্য [illegible] [illegible] তখন সোণ্যতাসম্পন্ন [illegible] সংবাদ-[illegible]

"আমাদের মহামান্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সার আষ্লি ইডেন বাহাদুর, সেক্রেটরী মেং কোম্পেন, [illegible] সিভিল বিভাগের ডিরেক্টর মেং ক্রফ্ট, এবং [illegible] ও অপরাপর কতিপয় ইংরেজ সমভিব্যাহারে করিয়া "ষ্টোটাস্" নামক ষ্টীমারযোগে গত শুক্রবার বেলা ৯॥০ টার সময় এখানকার কয়লা-ঘাটায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণে রাজকর্ম্মচারিগণ সহরে থাকুন, পল্লী-বেষ্টিত ইন্দ্রও মহা বাতিব্যস্ত হইয়া উপঢৌকন স্বরূপ আপনার সাধ্যমত দীর্ঘকায় দ্বারা এক খানা সুন্দর বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার মিউনিসিপাল কণ্ট্রাক্টরগণ কয়লাঘাট হইতে কমিশনরের আফিস পর্য্যন্ত রাস্তাটি উত্তমরূপ মেরামত করিয়াছিলেন। বেলা পৌনে [illegible] সময় কমিশনর ডক্, মাজিষ্ট্রেট, জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পার্শনাল কমিশনার ও অন্য কয়েক জন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী এবং য়ুরোপীয় কমিদার সমভিব্যাহারে সমন করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া আনিলেন। সমনি [illegible] খানি [illegible] পুস্তক ছিল। তিনি সেই [illegible] আবিষ্কার করিয়া মফস্বলের প্রতিনিধি [illegible] সাহেবের হস্তোদ্দিষ্ট করিয়া [illegible] ইনি [illegible] ১৫ মিনিট [illegible] করিয়া, আহার [illegible] বাবু [illegible] [illegible] ৬ [illegible] বাগান [illegible] [illegible] ৬ [illegible] ৭ [illegible] ৭॥০ [illegible] ৮ [illegible] ৮॥০ [illegible] ৯ [illegible] ৯॥০ [illegible] ১০ [illegible] ১০॥০ [illegible] ১১ [illegible] ১১॥০ [illegible] ১২ [illegible] ১২॥০ [illegible] ১ [illegible] ১॥০ [illegible] ২ [illegible] ২॥০ [illegible] ৩ [illegible] ৩॥০ [illegible] ৪ [illegible] ৪॥০ [illegible] ৫ [illegible] ৫॥০ [illegible] ৬ [illegible] ৬॥০

রোধ করিলেন, তবে আর কে পথ উন্মুক্ত করিবে?

উপসংহারে আমরা বাবু নবগোপাল মিত্রের বাক্যের অনুমোদন করিয়া কহিতেছি, সভ্যগণ অধ্যবসায়শীল হউন, শেষে ইডেন সাহেবকেও পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি।

এতদ্বারা ঠিকাদারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সিরিডি ষ্টেষনের নিকট একটী (৩য় শ্রেণীর লক আণ্ড) বাঁধ প্রস্তুত হইবেক।

আগামী ১৯ ই আগষ্ট বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ৭ এম করমে টেণ্ডার গৃহীত হইবেক।

এতদর্থে যাহাঁর কিছু অনুসন্ধানের আবশ্যক হয়, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

হাজারিবাগ } জে, ডাল্, অনসন, সি, ই,
৫ ই আগষ্ট } এক্‌সিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার
১৮৮০। } হাজারিবাগ ডিবিজন।

বিবিধ সংবাদ।

বুদ্ধির ভ্রমে হউক, স্বভাবের দোষে হউক অথবা আত্মপোষণ ও পরিবারাদি ভরণপোষণে অশক্তিবশতঃ হউক লোকে নানা প্রকার পাপকার্য্য করে। তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও ভাবী জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সংস্থান ডেরাটি কারাবাসের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা দুষ্কৃত করিয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রাণসংহার করা অথবা তাহাদিগকে নিদারুণ যাতনা দেওয়া রাজাবরোধ ব্যবস্থাপকদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাহাদিগের হস্তে কারাগারের ভার থাকে, তাহারা প্রায় কয়েদীদিগের উপরে নির্দ্দয় ও নির্দ্দয় হইয়া বীভৎস কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কেবল যে নিষ্করুণ প্রহার করে এরূপ নয় উদর পুরিয়াও আহার করিতে দেয় না। যে দ্রব্য আহার করিতে দেয় তাহাও অখাদ্য। আমরা এক বার পাবনাপুরের জেলের কয়েদীদিগের আহার সময়ে দেখিয়াছিলাম, এমনি কদর্য্য মোটা মোটা রুটী খাইতে দেওয়া হয় যে তাহা মানুষের খাইবার যোগ্য নয়। আমরা কারাগারের দোষোল্লেখ করিয়াছিলাম বলিয়া তখনীতন জেল ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর মোয়াট সাহেব আমাদিগকে জেল দর্শনার্থ অনুমতিপত্র দান করেন, আমরা তদনুসারে অনেক জেল দর্শন করিয়াছিলাম। আমাদিগের উক্তে-জনার ও মাওয়েট সাহেবের যত্নে তৎকালে জেলের অনেক উৎকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য সহিত যে জেল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইল। বোধ হইল জেলের আর সে অবস্থা নাই। গত বর্ষে ৬১৩২ জন লোককে বেত্রাঘাত করা হয়। ১৮৭৮ অব্দে বেত্রাঘাতের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে গত বৎসরের বেত্রাঘাতের সংখ্যা তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ। আবার ৭৭ অব্দের বেত্রাঘাতের সংখ্যা গত বর্ষের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে ৭৭ অব্দে গত বর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণেরও কম লোককে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। আবার ১৮৭৬ অব্দের সহিত গত বর্ষের তুলনা করিলে জানা যায় গত বর্ষে বেত্রাঘাত ঐ বৎসর অপেক্ষা তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে। আগামীবারে জেল সংক্রান্ত রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল।

সাড়ে আট ক্রোরের পরে আর লোক নিযুক্ত করা হইল না। গবর্ণর জেনেরলের সভার আর আর সভ্যগণ তাঁহার কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। এই কার্য্য বিভাগ কি আর অন্য সভ্যের সংখ্যা কমাইয়া যায় সংক্ষেপ করিতে পারে না?

ডেসা নামে যে ব্যক্তি আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল তাহাকে এতদিন পাগল বলিয়া গারদে রাখা হইয়াছিল। এ ব্যক্তি এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। গত শনিবারে কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের নিকট সে নিজ মকদ্দমার জবাব দেয়। সাক্ষ্য দ্বারা তাহার দোষ প্রমাণ হইলে বিচারপতির প্রশ্নক্রমে ডেসা বলিয়াছে "সাক্ষিরা যাহা বলিলেন আমি তাহা শুনিলাম। কিন্তু তখন যে আমি কি করিয়াছি এখন আর তাহার কিছুই আমার মনে নাই। আমি বাগানবাটীর বাগানেতে ছিলাম, সেখান হইতে আসিয়া কটকে যাইব মনে করিয়া এই বন্দুক ক্রয় করি। মহারাণী দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে গুলি ছোড়া যে মহাঅপরাধ তাহাও আমি জানি। গবর্ণর জেনেরল অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর উপর আমি ক্রুদ্ধ হইয়া এ কাণ্ড করি নাই। সাক্ষীরা আমার ক্রুদ্ধ যে মুখভাবের উল্লেখ করিলেন, তাহা শুনিয়া বাস্তবিক আমি হাসিয়াছিলাম।" ইহার বিচার শেষ হয় নাই।

ডেভিড নামক একজন বৈদেশিক গুরুর নাইনিতালে এক পার্ব্বতীয় স্ত্রীলোককে হত্যা করে। শুনা গেল হাইকোর্টে তাহার বিচার হইবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২০৫ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৪১ জন এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কেহ প্রত্যাগত না হইতেছেন, সে পর্য্যন্ত আর কোন সিবিলিয়ান বিদায় প্রাপ্ত হইবেন না। এত লোক এক কালে বিদায় গ্রহণ করিলে যদি চলে, ইহাদিগকে কি একেবারে বিদায় দিলে চলে না?

বোম্বাইয়ের গবর্ণর তাঁহার কৌন্সিল সভা হইতে পুনার গণেশবিন্দ পর্য্যন্ত টেলিফোন বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

গোয়ার মিস ইমিলিনা পিরিরা নামক একটী যুবতী খ্রী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই গোয়ায় এই প্রথম হইলেন।

বরদার সিংহাসনচ্যুত রাজা মলহর রাওর পত্নীদিগের ৩০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট রাজার বিবাহের যৌতুক বলিয়া অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু রাণীরা বলেন বাস্তবিক উহা যৌতুকের টাকা নয়। উহা স্ত্রীধন। রাণীরা এই টাকা প্রাপ্তির জন্য মকদ্দমা রুজু করিবার অভিপ্রায়ে বিলাতের মিডেল টেম্পল হইতে এম, ডি, কাস্কানাগ এম, এস, ডিকে পক্ষসমর্থনার্থ আনয়ন করিতেছেন। এই টাকা বাস্তবিক যদি স্ত্রীধন হয়, অনুসন্ধান করিয়া বিধা মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের তাহা প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য।

সে দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কণ্ট্রোলার জেনেরল সংগ্রাম কার্য্যবিভাগের হিসাব সংক্রান্ত কারণপত্র দেখিয়া বলিয়াছেন হিসাব-পত্রের কাগজ তুচ্ছ নহে। কিন্তু তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব লোপ করা যাইতে পারে না। এ মীমাংসাটী বড় সুন্দর হইয়াছে। এখেই বলে "সাপও না মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে।"

আমেরিকার অন্তর্গত ওহিয়ো প্রদেশে পাটের চাস হইতেছে। তথায় পাটের কারখানা হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ওহিয়োর পাট গবর্ণমেণ্টের পাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। গতবর্ষে ওহিয়ো হইতে ৩৩ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হয়, আবার তৎপূর্ব্ব বর্ষে ৬০ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ওহিয়োর পাটের রপ্তানি দিন দিন হ্রাস হইতেছে। একটির গত বর্ষে পাট দ্বারা প্রস্তুত ১১২৮০ গজ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

আমীর খাঁ নামক একব্যক্তি কেরিজ সিনেটের শিংকের গদ প্রাপ্ত হন। তদ্দর্শনে ছাত্রেরা তাঁহাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তিনি তাহাদিগের এই দুর্ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া এক বালকের হস্তের কথানি তারিয়া লেন।

অন্যান্য লোকে তাঁহাকে স্নেহের নিকট বদ্ধ করিয়া লইয়া খেলে মেয়র তাঁহার কোন পোষাক দণ্ড না করিয়া বরং পাঠিকারা যেখা যেমোরার্ডে মহারাজ দলিপ সিংহের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহি বৈদ্যের মত [illegible] হয় ইউরোপীয়েরা সুস্থি [illegible]

আমরা অতিশয় [illegible] কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া আন্দিয়াসের [illegible] প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

[illegible] ওয়েডে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। [illegible] টার সময়ে যে ডাউন ট্রেণ খানি আসিতেছিল, পাঁচার মধ্য হইতে ৩ খানি গাড়ি বেরিয়ে [illegible] অনেক গুলি আরোহী আহত হইয়াছে। শুনা গেল ১৬ জন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা হইতে যে সকল দেশীয় সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হইয়াছে তন্মধ্যে যাহারা গুরুতর আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ দেশীয় রাজগণ [illegible] টাকা টাকা দিয়াছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত আডামস নামক নগরীতে গত ৪ঠা এপ্রিল রাত্রিতে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া হঠাৎ [illegible] শীতল হইয়া যায়। তাহার পরেই কোয়াসাতে, পুরাতন সোডা বন্ধ পূর্ণ খুলিয়া ফেলিলে যেমন ফেণ বাহির হয় ঐ কোয়াসা হইতে সেইরূপ ফেণ বাহির হইতে আরম্ভ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সহরের ৮ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২ হাজার লোক ভয়ানক সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হইয়া উঠে।

নিম্নলিখিত বিবিলিয়ানগণ নিম্নলিখিত ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

		পুরস্কারের টাকা।
আর, এন, আন্ড্রুজ সাহেব		৫০০
ই, এফ, পাঞ্জিটার	সংস্কৃতে	৮০০
বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দেব	ঐ	৮০০
ই, বি, চার্লিস	বঙ্গভাষায়	১০০০

এইটি বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আটকেল ক্লার্ক বাবু বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর বন্দী ইয়াকুব খাঁর স্ত্রী ও মাতা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন।

আবের সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈনিক ও সেনাপতি হত হইয়াছে ভারতেশ্বরী তাহাদিগের মৃত্যুতে শোক করিয়া গবর্ণর জেনেরলকে পত্র লিখিয়াছেন।

ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ একটী উত্তম নিয়ম করিয়াছেন। তিন মাস অন্তর প্রতি পোষ্ট আফিসের হিসাবপত্র একবার দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা দেখিবার জন্য ১২ জন বহুদর্শী ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সকল পরিদর্শক মাসিক ৫০০ শত টাকা বেতন ও প্রতিদিন ৫ টাকা হিসাবে ভাতা পাইবেন।

ফিলাডিয়েলফিয়ার [illegible] মাসক করম টাকার জোরে মাদ্রাজ পুলিসের [illegible] গত ২৫ এ জুলাই গুলি করিয়াছেন।

চীনের আময় [illegible] আমেরিকান কন্যা বলিয়াছেন আমেরিকাতে [illegible] প্রচলিত করা যাইতে [illegible] চীনের কন্যা। কিন্তু ঐ নগরবাসী প্রায় ২০ হাজার লোকে এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছে যে বিলাতি কাপড় অপেক্ষা দেশী কাপড় গরম। কলল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন তাহাদিগের কথা সত্য। চীন ভারত নয় যে পন্থা দেখিয়া ভুলিয়া যাইবে।

গত বৎসর ভারতবর্ষ হইতে চীনে ১৩ কোটী টাকার অতিরিক্ত বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা অতিরিক্ত ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা [illegible], তাঁহারা এই সংবাদটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। এত টাকার লোক কি সম্বরণ করা যায়?

আজমগড়ের অন্তর্গত এক পল্লী দিয়া সংগ্রাম বিভাগের একজন ইংরাজ কাপ্তেন অশ্বারোহণে যাইতে ছিলেন। তিনি পথি মধ্যে হঠাৎ একজন খাসিয়াড়াকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ঘোড়ার জন্য কিছু ঘাস চান। খাসিয়াড়া ঘাস দিতে কিছু বিলম্ব করাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে চাবুক মারিয়া ছিলেন। মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কাপ্তেনের ৫ শত টাকা জরিমানা হয়। কিন্তু আপীলে আগ্রাঅযোধ্যার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাপ্তেনের ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

১৮৮২ ও ৮৩ অব্দে ভারতবর্ষের তিনটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমুদায়ে ৩৬১০ জন বালক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। যথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৫০ মাদ্রাজ হইতে ১৪৯১ ও বোম্বাই হইতে ৬৬৫।

আগ্রাহইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় ৪র্থ রাজ সৈনিকের ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ডাক বিভাগের ইংরেজ ও ইউরেশিয়ান নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের পদের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। সর্ব্ব, চাফ ইনিস্পেক্টরের উপাধি ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরল। ইনিস্পেক্টরদিগের উপাধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। যাঁহারা ডাকঘর পরিদর্শনার্থে ভ্রমণ করিবেন তাহাদিগের চীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপাধিবিশিষ্ট ডেপুটী জেনেরল অব মেল হইয়াছে।

পোষ্ট আপিসের ডাইরেক্টার জেনেরল এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে এখন অবধি ইংলণ্ডীয় মনিঅর্ডার প্রেরকেরা মনি অর্ডারের সহিত এক এক খানি পোষ্ট কার্ড দিতে পারিবেন। সেই পোষ্ট কার্ডে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বিষয় লেখা থাকিবে।

গত সোমবার গবর্ণমেণ্টের অভিফেন নীলাম ঘরে বেনারসের ২৩৫০ সিন্দুক ও বারাণসীর ২৩৫০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু দীননাথ সেন এক প্রকার নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সনন্দ পাইবেন। এই কলে এরূপ ভাবে ঢাকা লাগান আছে যে তদ্দ্বারা অনায়াসে ঢেলের রাস্তা ও ফুল বাগানের ঘোরাল রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইবে। দীননাথ বাবু একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার। ইনি কর্ম্ম কাজ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ঢাকায় নানাপ্রকার কল আনয়ন করিয়াছেন ও নূতন নূতন কলের আবিষ্ক্রিয়ার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের একজন ডাক্তার বলেন কেরোসাইন তৈল বৃশ্চিক দংশনের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অধ্যাপক বেয়ার সাহেব এক প্রকার কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে সনন্দ প্রার্থনার্থী হইয়াছেন। তিনি এই নীল এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতেছেন যে ইতিমধ্যেই ইহার বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই নীল বেনজোলের উৎপন্ন ক্লোরিড অব ইসাটইন হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পুনা সার্ব্বজনিক সভা প্রভৃতি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা গণেশ বাসু দেও ঘোসির মৃত্যু হইয়াছে।

বিলাতের কয়েক জন স্ত্রীলোক ভদ্রতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় উহারা পুরুষদিগের অপেক্ষা উচ্চ নম্বর পাইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

রুশেরা ইংরাজদিগের যেন বর্গি ও যুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন আলামানের দ্বীপান্তরিত কয়েক জন কয়েদী একজন ইংরাজকে বলিয়াছিল "রুশেরা আসিতেছে, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর! তাহার পরে তোমার গলায় পাথর বাঁধিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া দিব।" কেবল এক রুশের ভয়ে কাবুলে অকারণ সংগ্রাম বাঁধাইয়া ইংরাজেরা আপনাদের এই আনন্দটী ঘটাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসের মধ্যে ২৪৪৪৪৫০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষে আমদানী ও ১৩৯৪০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছে আবার ঐ সময়ে ১৯৭৭৮৮১৯ টাকা মূল্যের রৌপ্য আমদানী ও ৩৪১৭৬৯০ টাকা মূল্যের রৌপ্য রপ্তানি হইয়াছে।

৩১ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ১৮৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ			৯৯৶
" ৪৷৷০	"	" ১৮৭০ (১৮৮৫)	১০১ হইতে ১০১৶
" ৪৷৷০	"	" ১৮৭১ (১৮৮১)	১০১৷০
" ৪৷৷০	"	" ১৮৭৮-৭৯ (১৮৮৯)	১০৪৶০ হইতে
" ৪৷৷০	"	" ১৮৭৯ (১৮৯৩)	১০৪৷০
" ৪৷৷০	"	" ১৮৮০ (১৮৯৩)	১০৪৷০
" ৪৷৷০	"	" ১৮৮১ (১৮৮২)	১০১

হাউল সিঙীতে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার্থ একটী নৈশবিদ্যালয় (অর্থাৎ নাইট স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, মুক্তাগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকান্ত চৌধুরী কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্ত হইতে নিজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশের অশেষবিধ উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। ধনী ব্যক্তিদিগের তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

কাবুলের সংবাদ।

কাবুল ২৯ এ জুলাই। হাসিম খাঁ, মুসাজন ও তাঁহার পরিবারবর্গকে লইয়া বিজনীতে বিরাজ করিতেছেন। আমীর হাসিমকে চারিকারে অবিলম্বে নিমিত্ত কর্ণেল বাহাদুর খাঁকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাসিম, সর্দার খাঁ দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আমীর যদি মুসাজনকে বিজনী ছাড়িয়া দেন এবং সেবখান, জর্ঘত, মধার, চার্কি ও খরুয়ার হইতে সেনাদের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্পণ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সাহত মেত্রী বন্ধন করিতে পারেন।

৯ শত মল্লিক, বাহাদুর খাঁর সমভিব্যাহারে আসিয়া আমীরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

কাবুলে এইরূপ সংবাদ, ইংরাজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া গিরিক নামক স্থানে গিয়া অবস্থান করিতেছে।

কাবুল ৮০ এ জুলাই। গিলিস সাহেব সেনাপতি পদের শিবিরে অবস্থান করিতেছেন। ৩১ এ জুলাই তাঁহাদিগের সাহত আমীরের সাক্ষাৎ হইয়াছে। লগার ও কাবুলে এখনও ২০ হাজার ইংরাজ সৈন্য রহিয়াছে।

আয়ুবের সাহত জেনেরল বারোজের ২৭ এ জুলাই যে যুদ্ধ হয়, তাহা বেলা ৯৮০ টাঁর সময়ে আরম্ভ হইয়া ৩ টা পর্য্যন্ত ছিল।

যুদ্ধে ইংরাজদিগের ৩৯ জ সৈন্যহনন ৮০০, সিপোইদের মরণ ৩৮০, ৩১ এর রাজিমেণ্ট ৯০০, অউদীয়ের ৯০, সর্দারদিগের ২০ জন হত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ৩০ জন ইংরাজ কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। আহত সিপাহি সংখ্যা জানা যায় নাই।

কাবুল ২ রা আগষ্ট। জেনরল ফুলার্ট, এণ্ডরসন ও লোপেল সিমিথ অদ্য বেলা ৯টি হইতে ১০ পুরে প্রস্থান করিয়াছেন। আমীর সৈন্য সামন্ত লইয়া আক্‌সরাই নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

ইসক খাঁ যে পর্য্যন্ত কাবুলে আমীরের ভবনে পদার্পণ করেন সেই পর্য্যন্ত লোক দলে দলে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নগরে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন কি ভোজনাবসরেও পরস্পর অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

জেনেরল রিমে সৈন্যগণকে শকি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

কাবুলের লোকেরা ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে। ১ লা আগষ্ট ব্রিকিল সাহেবের সহিত আমীরের শুভবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কাবুল হইতে যাহাতে ইংরাজ সৈন্য ও কর্ম্মচারী প্রস্থান করে তাহা তিনি তাঁহার সমক্ষে সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অদ্য এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদলের মধ্যে কাবুল যুদ্ধে যাহারা অতিরিক্ত হইয়াছে তাহাদিগকে ৬ মাসের ভাতা দেওয়া হইবে। ভবিষ্য তাহাদিগের অতিরিক্ত পুরস্কার করা হইবে।

খোবা ও খরুয়ারের লোকেরা ইংরাজদিগকে সাহায্য করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

জেনেরল রবার্টসের অধীনস্থ ৯ হাজার সৈন্য প্রস্থানের সজ্জিত হইতেছে। উহারা মুখার্থ কাবুল হইতে কান্দাহারে যাইবার আদেশ পাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৬ই।

৪ ঠা আগষ্ট। দক্ষিণসিঙ্গর সহকারী কমিশনর এ, ডবলিউ পল। ইনি অতিরিক্ত কার্য্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন) ঐ জেলার সদর ষ্টেসন এল, সি আণ্টার পদে নিযুক্ত হইলেন।

সহকারী কমিশন কারেন এ, ই গর্ডন ছুটী লইয়া চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আর, এচ, বেরি ২ য় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন, ইনি লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯ পদাপাণ অনেরী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর লি সাহেব কালেক্টরের অনরারী আসিষ্টণ্ট হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত সপ্তাহে লর্ড সলস্বরি আয়র্লণ্ডের প্রজাবিদ্রোহের প্রতিকারের উপায়বিধান সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলেখ্য তৃতীয় বার পঠিত হইয়া বিবেচিত হইয়াছে।

গত সপ্তাহে কমন্স সভায় সরকার পক্ষ সম্বন্ধীয় অনেক পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

ডুকের স্থলাভিষিক্ত ব্রীগো মোয়াজেণ্ড পদের পুনঃস্থাপন বিষয়ের প্রস্তাব কার্য্যকারক, কিন্তু ইউরোপে প্রধান সেনাপতি তাহা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবে প্রধান ঠৌনেণ্টের ৮০০০০ হাজার সৈন্য চুক্তিবদ্ধ নামক স্থানে আনিতেছে।

সেণ্টপিটরবর্গ ২১ এ জুলাই। সরকারী পত্রে প্রকাশ হিবের পরাজয়ের পর সেনাপতি আবেলফ যুদ্ধ ও বিগ্রহে বেষ্টিত মধ্যবর্ত্তী ককেসসদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন। ১২৯ দলে তাহার সংগ্রাম হইয়াছিল। বিপক্ষেরা বার বার আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু পরাহত হইতেছে।

বার্লিন ১ লা আগষ্ট। অদ্য রাজকীয় বাক্যের পরবর্ত্ত মাননীয় কাউণ্ট মল্টী সলসিয়ার গ্রিক মিশনরি ও প্রোটেষ্টাণ্ট গ্রিক চার্চদিগ ইম্পিরল নামক স্থানে অর্থাৎ ও মহিষীর সমক্ষে বিশেষ সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

পারিস ১ লা আগষ্ট। প্রেসিডেণ্ট গ্রীভিসের যে সাংঘাতিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা করিয়াছিলেন, এবং পরাস্ত করিয়াছেন।

সেণ্টপিটরবর্গ ১ লা আগষ্ট। পল সক্রাঙ্ক স্থির যা যাইবেন, অনেকের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইবে হইবে।

বন সমাচার পত্র সম্পাদকেরা পুনরায় করিয়াছেন আবেদনপত্রের সম্পোষজনক লিখিত প্রমাণ সহযোগে এবার আবেদন করুক।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট। প্রধান মন্ত্রী গ্রাডষ্টোন সাহেবের জন্ম হইয়াছে এবং গলা ফুলিয়াছে। সভায় যেন তাহাতে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই: ঈশ্বরানুগ্রহে আশা তত তিনি কিছু আরোগ্য হইয়াছেন কিন্তু বোধ হয় এ সেসনের মধ্যে কখন সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। তাঁহার পীড়া হওয়াতে দেশের সকল লোকেই অসুখিত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২ রা আগষ্ট। মুসলমান স্থির করিয়াছেন, মেসেডোনিয়া ও এপিরসে ৮০০০০ হাজার সৈন্য বৃদ্ধি করিবেন।

লণ্ডন ২ রা আগষ্ট। ডিসরেলির জুলার সাহেব ভাল, কিন্তু পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা তুলা কম জন্মিয়াছে।

মণ্টিনিগ্রোর সীমা সম্বন্ধে গ্রীকের সীমানার বিষয়ে মুলতান টল্লা প্রকাশ করাতে তুরস্ক সাহেব ইউরোপীয় রাজদূত সাহেব পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

আয়ারলণ্ডের ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, দুই দিন তর্ক বিতর্কের পর লর্ড সলস্বরি গত রাত্রিতে তাহা অনেক অংশে উত্তম বলিয়াছেন। পাণ্ডুলেখ্যটি সভ্য সভায় লইয়া দুইবার পঠিত হইয়াছে। ইহার অনুকূলে ৩১ জন মাত্র মত প্রদান করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩ রা আগষ্ট। ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজার দূতেরা একত্র হইয়া গ্রন্থমধ্যে মণ্টিনিগ্রোর সীমা সম্বন্ধে একপত্র লিখিয়াছেন।

সেণ্টপিটরবর্গ ৩ রা আগষ্ট। রুস গবর্ণমেণ্টের সহিত চীন দেশীয় দূতের সন্ধি প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে।

জিবাল্টার ৩ রা আগষ্ট। স্পেনস্থ গবর্ণমেণ্ট মহাজনদিগের নিকট হইতে ৮০০০০০ টাকা মূল্যের টোপা বন্ধ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ ঠা আগষ্ট। মিসরে পালা বিদ্রোহ ঘটিয়াছে।

সেণ্টপিটরবর্গ ৬ ঠা আগষ্ট। নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের নায়কগণ স্থানে স্থানে ধৃতহইয়া বিচারাধীন হইয়াছে। ইহা ভোজে এই কথা বিখ্যাত।

সংবাদদাতার পত্র।

শ্যামাগাছি।

গত ১৪ ই শ্রাবণে এ প্রদেশে রোপণোপযোগী বৃষ্টি হইয়াছে। আষাঢ় মাস কাটে বলিলে হয় তখন অধিকাংশ আউশ ধান্য ও তৈমাসিক ধান্যের বীজাদি মরিয়া গিয়াছে। পাটের অবস্থা উত্তম। রোপণকার্য্য অতি সত্বরতার সহিত চলিতেছে। মজুরের দৈনিক বেতন ৵০ দশ আনা।

নিকার হরিনাথ বসিরের উপপত্নীর মাতা ত্রিবেণীতে যে অলঙ্কার চুরী করে তদ্বিষয় পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম। তদনন্তর মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বিচারে হরিনাথের দুই বৎসর ও অপর ৬ জনের এক বৎসর ছয় মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। উপপত্নী ও তাহার মাতা অব্যাহতি পাইয়াছে। ঐ চুরীদ্বারা স্থানীয় দুই চারি জনকে মিথ্যা করিয়া ইহার ভিতর জড়াইয়া বিশেষ কষ্ট দিয়াছে।

হামদানপুর গ্রামে একজন দুঃখী নিজ স্ত্রীর

[illegible] করিয়াছে। এরূপ মৃত্যু বোধ হয় অতি বিরল।

[illegible] গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক চপেটাঘাতে নিজ পুত্রের প্রাণ বধ করিয়াছে। বালকটী আহারীয় দ্রব্য পাইতে [illegible] উৎপাত করিতেছিল, মাতা [illegible] এক চাপড়ে শমন ভবনে পাঠাইল।

[illegible] সোমপ্রকাশে "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাবিনী হইবার কারণ কি?" প্রস্তাব প্রকাশ হইলে, ঘনশ্যাম বিহারী বাবু যে দুইজন কৃতী ছাত্রের নাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাতে আনন্দান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় অতি আশ্চর্য্যের একটী সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকবর্গকে ঘনশ্যাম বিহারী বাবুকে উপহার দিতেছি। আমেরিকার বাল্টিমোর ফুলেমেলের প্রধান কর্ণধার। এখানকার অনেকেই [illegible] বিবাহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ বোর্ডিংএ গমন করাতে তাহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না, একজন ইউরোপীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে ডিগ্রি হইল। ইঁহার এক্ষণে ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রম, বিবাহ [illegible], তন্মধ্যে ত্রিশ পঁইত্রিশটী করিয়াছে। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই শ্বশুর বাটীতে থাকেন। ৫ বৎসর পরে একবার বাটীতে শুভাগমন করিয়া থাকেন। যখন বাটীতে আইসেন, ৩। ৪টী স্ত্রী সঙ্গে থাকে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে [illegible] তিনি [illegible] শ্বশুরালয়ে গমন করেন না। মার্শিলের ডাক্তার মুখোপাধ্যায় একরূপ বিবাহ করিয়াছেন। সুসভ্য বিদ্য সমাজে এরূপ লোক [illegible] করিয়া আসিতেছে।

আলাহিবের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী ও নিকটস্থ [illegible] গ্রাম বাসিরা বলপূর্ব্বোগে বিস্তর শস্য [illegible]। অনেক কৃষক বলবাজারে ক্ষেত্র কর্ষণ [illegible] পারিতেছে না। [illegible] এক টাকায় এক [illegible] করিয়া লাঙ্গল বিক্রয় হইতেছে। বাজ [illegible] উপরি উক্ত রোগ নিবারণের সমাক [illegible] করা কর্ত্তব্য।

[illegible] এত দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত [illegible] তাহাতে শীঘ্রই ভদ্রলোকের ভূমি সকল ভূমিহীন হইয়া [illegible] হইবে। [illegible] আগন্তুক আত্মীয়ের নিমিত্ত [illegible] বৃক্ষ পড়িয়া পথে প্রেরিত হইতেছে। [illegible] সকল বৃক্ষের আবাদ পাইতেছি। [illegible] পরিবর্ত্তন মহাশয়দিগের বিলক্ষণ [illegible] হইতেছে। সম্প্রতি স্থানে স্থানে [illegible] পুষ্করিণী খনন করিয়া [illegible] করিতেছেন।

কয়েক খানি নৌকা ডুবিয়া মহাজনদিগকে সর্ব্বান্ত করিয়াছে। আমরা হুগলীর মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ঐ সকল জলমগ্ন বৃক্ষাদির উপর এমন কোন নিশান বা চিহ্ন স্থাপন করেন, যাহাতে মাঝিরেরা সকল বৃক্ষ দেখিয়া জানিতে পারে ও পূর্ব্বিয় পূর্ব্ব হইতে তাহাদিগকে সতর্ক করে।

মুঙ্গের।

ত্রিপুরানামধারী শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বিমি [illegible] বাবু সাজিয়া জবরকিয়া নামক স্থানে চরী বাস করিতে করিতে মৃত হয়েন, সম্প্রতি [illegible] তাঁহার তিন বৎসর কারাবাস আজ্ঞা হইয়াছে।

মুঙ্গেরের স্থানে স্থানে একটু বেশী বৃষ্টি হইলেই পথ এত হাঁটু করিয়া জল জমিয়া থাকে। ছোট ছোট বালকগণের স্বচ্ছ রাস্তা ঘাটে জল দেখিলেই মহা আনন্দে জলক্রীড়া আরম্ভ করে। ইতিপূর্ব্বে একটী বালক ঐরূপ জলক্রীড়া করিতে যাইয়া জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

ছয় জন চোর গিরিবরলাল নামক একজন মাড়োয়ারির গদিতে ডোলা চুরি করিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজন চুরি মণ আন্দাজ ডোলার একটী বস্তা মাথায় করিয়া যেমন বাহির হইবে, হঠাৎ পতিত হইয়া অন্যান্য আঘাত পায় ও "আহা" [illegible] করিতে থাকে। দোকানদারগণ শব্দ অনুসারে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধৃত করে। বাকী পাঁচজন পলাইয়াছিল কিন্তু এই ব্যক্তি সকলের এই নাম করিয়া ধরাইয়া দিয়াছে।

এবার এখানে বর্ষার ভাগ কিছু বেশী বোধ হইতেছে। এখানকার লোকের একটী মহৎ দোষ বর্ষার পূর্ব্বে গৃহাদি মেরামত করে না। বর্ষা উপস্থিত হইবে, ঘরের পাটের পরিবর্ত্তে উপরম হইবে, ঘর মধ্যে জল পড়িবে তবে মেরামত করা আরম্ভ হয়। সম্প্রতি পেন্সন প্রাপ্তের এক প্রাচীন মুসলমান (ইনি হাকিমি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন) তাহার পাকাঘরের ছাদে চাল চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন। কি করিবেন, দেশের লোকের বুদ্ধিতে তাঁহার মৃত্যুনেতে তবে হইবে!

এখানে কয়েক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তন্মধ্যে এক জনের গত বারণ বৎসর লোহের শূলাগ্রভাগ-বিশিষ্ট শলাকাময় শয্যায় শয়ন ও উপবেশন করা। এক খানি চারি হাত আন্দাজ লম্বা ও দুই হাত প্রস্থ তক্তার উপর ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি লৌহ শলাকা পোতা আছে। সন্ন্যাসী সেই সূচ্যগ্রভাগের উপর বসিয়া পূজা আহ্নিক প্রভৃতি দিবসের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং রজনীতে শয়ন করিয়া থাকেন। আমরা যে ভীষ্মের শর শয্যার কথা শুনিয়াছি, ইহাও এক প্রকার সেই শরশয্যা। সন্ন্যাসীর কাষ্ঠ-পাদুকারও ঐ প্রকার শলাকা পোতা আছে। দ্বাদশ বৎসর ব্রতের মধ্যে ইঁহার চারি বৎসর এই কঠিন নিয়মে অতিবাহিত হইয়াছে।

মুঙ্গেরের কেল্লার মধ্যে যে ঘাস জন্মে, উহা গোরুকে খাওয়াইবার জন্য প্রতি বৎসর নিলামে বিক্রয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করে, সে আবার অন্যান্য লোককে অংশ করিয়া জমা দেয়। জমা লওয়া ব্যক্তি ভিন্ন অপরে গোরু চরাইতে পায় না। এবৎসর এক জন মাড়োয়ারি ২০০ টাকায় নিলাম খরিদ করিয়া বিনা জমায় গোরু চরাইতে দেওয়ায় এত গোরু জুটিয়াছিল যে কেল্লার মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হয়। সাহেবেরা অনন্যথা গোরু ও পর্ব্বত প্রমাণ গোময় দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে নিলামের টাকা ফেরত দিবার মত করেন, পরিশেষে এই স্থির হইয়াছে কাহার পাঁচ শত গোরুর বেশী চরিতে পাইবে না।

২রা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট লাট মহামান্য ইডেন বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। ঐ দিন রামপ্রসাদের ঘাট ওঁহার সম্মানার্থ সালু বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত করা হয় এবং উপস্থিতি মাত্র মিউনিসিপালিটীর যন্ত্রে কতকগুলি বোম ফোটে। ঘাটে মাজিষ্ট্রেট, পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি সাহেব ও গিবর, সন্ত্রান্ত সাধারণ স্থানের কতিপয় রাজা ও জমিদারগণ এবং প্রায় তিনশতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি নগর ভ্রমণ করিয়া তৎপরদিন প্রাতেও টার সময় গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে যাইবা বেহারবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কেরাণীর সংখ্যা দেখিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৫৬-টোকার সময় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের বাটীতে একটী দরবার হয়। দরবার স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছোট লাটের সহিত তাবেদারীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত রাজা ও জমিদারগণের পরিচয় করিয়া দেন। ইতি পূর্ব্বেই পাঁচটার সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ৪ঠা তারিখে নজারবাগস্থ অনিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি যে কি উপকার করিলেন তাহা ভগবান জানেন!

ভাগলপুর।

কয়েক দিন বৃষ্টি বিলক্ষণ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভয়ানক গরম হইয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব ও অল্প দেখা যাইতেছে। বাজার দর মন্দ নহে।

আজ কাল মধ্যম শ্রেণীর আম টাকায় ২।

২৫ টী করিয়া বিক্রীত হইতেছে। ভাদ্র মাস পর্য্যন্তও আম পাওয়া যাইবে।

এবার নীলের চাস অতি উত্তম হইয়াছে। প্রায় মাঘাগুীত হইতে ৬ কল, পীয়ৈর্শতিয় নীলকুঠি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখনও প্রায় ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। এই কুঠি ও ইহার অধীন কুঠি সকলে অনেক টাকার নীল উৎপন্ন হয়। সুখের বিষয় এই, দুই মাস প্রায় প্রত্যহ শতাধিক লোক ইহাতে মজুরি করিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

প্রেরিতপত্র।

মহাশয়! প্রায় দুই মাস হইল কলিকাতা 'ভারত সভার' একজন প্রতিনিধি বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ এখানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে তমোলুক মহিষাদল ও হাঁটুল নামক স্থানে ভারত সভার শাখা সভা নূতন সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি এখানে কলিকাতা ভারত সভার কার্য্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি যে একটী সামান্য অথচ ফলদ ও অভিনব উপায় কার্য্যে পরিণত করিতেছেন, সেই উপায়টীর সবিশেষ বর্ণনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সেই উপায়টীর "হাঁড়ীভিক্ষা" এই নামকরণ হইয়াছে। হাঁড়ীভিক্ষার অর্থ এই যে প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ দুই বেলা রন্ধনার্থে যে পরিমাণে তণ্ডুল গ্রহণ করেন, তাহা হইতে এক এক মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া প্রত্যহ একটী স্বতন্ত্র হাঁড়ীতে রাখিয়া দিবেন। এই রূপে যে তণ্ডুল সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তাহা গ্রামের প্রধান দুই একজন লোক মাসে বারে সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিবেন, এবং প্রাপ্ত অর্থ তাঁহাদিগের নিকট রাখিয়া দিবেন। এইরূপে সম্বৎসরে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা হইতে কিয়দংশ কলিকাতা ভারত সভা নিয়মিতরূপে লইবেন এবং অবশিষ্টাংশ, যদি গ্রামের লোকে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিজের রূপে রাখিতে পারিবেন কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের গ্রামে রাস্তা প্রস্তুত করা, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি ঔষধ কিনিয়া পরিবেষণকে বিতরণ ইত্যাদি সাধারণের হিতকর কার্য্য করিতে বাধা থাকিবেন; অথবা তাহা স্থানীয় শাখা ভারত সভার হস্তে ন্যস্ত হইবে এবং সভাকর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা হইবে। অনেকে হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালীতে তেমন কিছু ফল হইবে না ভাবিয়া অশ্রদ্ধা করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক এই সামান্য উপায় হইতে কতদূর ফল লাভ হইবার সম্ভব, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। সম্পাদক মহাশয়! এই কাঁথী সব-ডিবিজনের অধীনে ২২০০ শত গ্রাম আছে, মনে করুন, প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনকল্পে ১০টী করিয়া হাঁড়ী বসান হইল। প্রতিমাসে ১০টী হাঁড়ীতে ন্যূনসংখ্যায় ১ মণ চাউল হইল এবং তাহা বিক্রয় করিলে অন্যূন ১ টাকা পাওয়া গেল। এইরূপে ২২০০ শত গ্রামে প্রতি মাসে ন্যূনকল্পে ২২০০ শত টাকা অর্থাৎ প্রতি বৎসরে বৎসরে ১৬৪০০ টাকা পাওয়া যাইতে পারে! যদি এই একটী মাত্র সবডিবিজনে বৎসরে ১৬৪০০ টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উক্ত হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিলে কি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হয় না? এবং সেই অর্থে কি দেশের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন হইতে পারে না? হায় কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে এই প্রকাণ্ড ভারত অর্থ অভাবে একজন মাত্র স্থায়ী প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে স্থাপন করিতে পারিল না! ধিক্ ভারত সন্তানে!

এক্ষণে যাহাতে এই হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। অনেকে "ও কিছু নয়" "উহাতে কিছুই হইবে না" এইরূপ বলিয়া উক্ত রূপ দেশ হিতকর কার্য্যে প্রথম হইতেই নিরস্ত হন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিতে কয় জন ইচ্ছা করেন? দ্বারকানাথ বাবু নিরুৎসাহের কথা শুনিয়াও নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে আশ্চর্য্যরূপ কৃতকার্য্য হইতেছেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং যে যে গ্রামে গিয়াছেন সেই সকল গ্রামের লোকদিগকে হাঁড়ী-ভিক্ষা প্রণালীর কথা ও তজ্জনিত স্বদেশের উপকারের কথা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে নিজ নিজ গৃহে হাঁড়ী স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে এক কালীন দান দিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা বাৎসরিক চাঁদা দিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। এক কালীন দান সংগ্রহ ও বাৎসরিক চাঁদা স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টার ফল সন্তোষজনকই হইতেছে।

উপসংহারে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই যে দ্বারকানাথ বাবু হাঁড়ীভিক্ষা প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিয়া যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহার অনুসরণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ যেন অন্যান্য প্রদেশে উক্ত প্রণালী প্রচলিত করিতে সাধ্যমত যত্ন লয়েন। তাহা হইলে দেশের যে মহৎ উপকার হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়! আমরা ভরসা করি আপনার অসংখ্য পাঠক মহোদয়গণের গোচরার্থে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রিকা খানি [illegible] করিবেন। আমরা আরও আশা করি আপনার পাঠক মহাশয়গণ ইহা পাঠ করিয়া স্ব স্ব গৃহে মঙ্গল ঘট স্বরূপ এক একটী তণ্ডুল ঘট স্থাপনা করিয়া স্বদেশবিরাগী নামের কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে থাকুন। এই প্রকাণ্ড ভারতের একটী সামান্য প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র ঢেউ উঠিয়াছে, সেই ঢেউ ক্রমশঃ সঞ্চালিত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক ভারত-সন্তানের হৃদয়ে অভিঘাত করিতে পারে; তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করা স্বদেশানুরাগী মহাত্মাগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

কাঁথী
২২ এ জুলাই ১৮৮০

বশম্বদ শ্রীঃ—
২য় শিক্ষক কাঁথী

মহাশয়! ১২৭৪ শকাব্দের "বিদ্যার্থী সংগ্রহ" নামক মাসিকপত্রিকা পাঠ করিতে করিতে 'কোন্ স্বামী শ্রেষ্ঠ' শীর্ষক একটী কৌতুক কথা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদিও উহা উক্ত পত্রে একবার প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি উহার পর বহু দিবস গত হইয়াছে, এবং নিশ্চয়ই উহা অনেকের দৃষ্টিগোচরে পতিত হয় নাই। আবার যাহারা উহা একবার পাঠ করিয়াছেন, হয় ত তাঁহাদের মন হইতে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জন্য আজ আমি উক্ত বিষয়টী সাধারণ্যে পুনঃ প্রকাশ করিয়া আমার হৃদয়বিগলিত আনন্দ সুধার কিয়দংশ বিতরণ করিতেছি।

লিখিত আছে "কোনৈক মন্ত্রীর মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে তিনি রাজসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধ্যাপক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা ঐ মন্ত্রীর সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন "মন্ত্রিবর! আমা হইতে তোমার কি অপকার হইয়াছে যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? মন্ত্রী কহিল 'রাজন্! আপনার কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। স্বীয় অবস্থার উন্নতি করণাভিলাষে আমি পাঁচটী কারণ প্রযুক্ত মহাশয়কে ত্যাগ করিয়াছি!!

১ম কারণ। পূর্ব্বে মহাশয়ের সেবা কালে আপনি বসিয়া থাকিতেন, আমি আপনার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতাম। অধুনা যে প্রভু প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহার নিকট অনায়াসে বসিয়া আরাধনা করি, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না।

২য়। আপনি পূর্ব্বে ভোজন করিতেন ও আমি নিকটে থাকিয়া দেখিতাম; এক্ষণে আমার প্রভু আমাকে আহার প্রদান করেন কিন্তু তিনি আহার করেন না!

৩য়। পূর্ব্বে আপনি শয়ন করিতেন, আমি [illegible] থাকিয়া আপনার সেবা করিতাম। অধুনা

আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, আর আমার প্রভু আগ্রৎ থাকিয়া আমাকে রক্ষা করেন।

৫ ম। পুত্রে সর্ব্বদা আমার মনে শঙ্কা হইত আপনার দোষোদ্ভব ফলে ঐ পুত্র আমার বিপক্ষ হস্তে পতিত হইবে। আমার বর্ত্তমান প্রভুর কৃপাদি বিনাশ পাই হইলে আবার ক্লেশ সম্ভাবনার নাই।

৬ ষ্ঠ। পূর্ব্বে আমার নিকটে কোন অপরাধ হইলে আপনি [illegible] এই আমার মনে লাগিয়া আছে। [illegible] বিনীতভাবে প্রভু এরূপ [illegible] সরল অন্তরে অপরাধ করিতেছি, তিনি [illegible] করিতেছেন।"

সকল দেবের দয়াসাগর। তাঁহার কৃপা এত [illegible] জাতি ও অবস্থা ভেদ না করিয়া [illegible] সংসারে বিদ্যমান আছে। উহা এরূপ [illegible] যে অনুগ্রহযাচক অতি সামান্য কার্য্যের [illegible] হয় এবং উহা এরূপ উচ্চ প্রকৃতি-বিশিষ্ট যে অকৃতজ্ঞতা ও শঠতা দ্বারা বিচলিত না হইয়া নিয়ত স্বকার্য্য সাধন করে এবং অভিশপ্ত হইয়াও বর প্রদান করে। কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য এরূপ নিয়োগে যে ঔষধি কৃপাময় স্রষ্টার প্রকৃতি একবারও স্মরণ না করিয়া অধম কীটের মনুষ্যের দাসত্বে চিরজীবন ক্ষেপণ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে মনুষ্যের সেবা করিলেই তাহাদের দারিদ্র্য দূর হইবে। অতএব পদাঘাত সহ্য করিয়াও তাহার সেবা ও মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। ঈশ্বর যে জগৎপ্রভু এবং তিনিই যে একমাত্র দুঃখবিনাশক তাহা একবারও তাহাদের মনে উদয় হয় না। যাহা হউক, তাহারা যদি প্রকৃত সন্তোষ সমাপনের একমাত্র উপায়ের সহিত বিমুখ [illegible] সংসারকে স্বর্গ করিতে [illegible] ও [illegible] হইতে পারে।

[illegible]
[illegible]

বিজ্ঞাপনী।

[illegible] ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য [illegible] ও টাকা। কলেজ [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে [illegible]।

[illegible] এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা।

[illegible] ৮৮০ ও ৮১ আষাঢ় [illegible] নিম্নলিখিত স্থানে নিম্নে [illegible] বিদ্যালয়ে

মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র প্রেরণাদি করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আফীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম তিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১লা আই হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

১। মাহাগণপুর রাস্তা হইতে মিধি শোনবর্ষার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট ৩২০৮	কমিটীর মঞ্জুর করা। ২৬০০
২। মধেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল নির্গমার্থ সেতুর এষ্টিমেট ৪৭৬৭	৪৭৬৭
৩। মধেপুরা ষ্টেষনের রাস্তার জল নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টিমেট ২৪০২	২৪০২
৪। মধেপুরা সোনবর্ষার রাস্তার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল [illegible] এষ্টিমেট ৮৭৮৭	৮০০০
৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে	৫০০০
৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে	৩০০০।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা অদ্যাপি মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মেরামতী কার্য্য।	টাকা
১। ভাগলপুর অক্ষয়-বিল হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত	২০,০০০
২। কলতানগঞ্জ—আমীরগঞ্জ	১৬০০
৩। ষ্টেষনরোড ষ্টেষন হইতে নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত	১০০০
৪। খোগাবাজার রাস্তা	২০০
৫। বোরোটি হইতে ভাগলপুর	১৮০০
৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈতি	৩৬০০
৭। জয়নগর হইতে উমীরপুর	১৫০০
৮। ঝাঁকা হইতে শিমুলতলা	২০০০
৯। পিপুলপাটী হইতে সাবরঘাট	১০০
১০। জগদীশপুর হইতে সোনাধী	৫০০
১১। সোনাধী হইতে বেলা, নওয়াদা ও হাবলাবার হইয়া	২০০০
১২। কলসী হইতে বুড়াহাট	১১০০
১৩। পীরপৈতি হইতে বুড়াহাট	৫০০
১৪। পীরপৈতি রেলওয়ে ষ্টেষন হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত	৬০০
১৫। ঝাঁকা হইতে উমীরপুর	১৫০০
১৬। বৌসী হইতে মহেশমা, ঘুরিয়া হইয়া	১৫০০
১৭। গোগা হইতে আশী	১০০০
১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষা, সাপুর হইয়া	১২০০
১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওটগামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া	৩৫০০
২০। সুখপুর হইতে কলৌলি, সুপুল ঝাপ্তিয়া ও ছাগমারা হইয়া	১৮০০
২১। বনগাঁ হইতে মহিষি	৩০০
২২। তিলপুরা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ, ঝাপ্তিয়া হইয়া	৩৫০০
২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া	১৫০০
২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বালুয়াবাজার	৬২০
২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, ঝামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া	২০০০
২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া	৭০০
২৭। পরসরমা হইতে বনহি	১৫০০
২৮। মধেপুরা হইতে কারামা, কৃষ্ণগঞ্জ হইয়া	৩৩০০
২৯। লতিপুর হইতে ঝাপরি	১৫০০
৩০। মিধি হইতে সোনবর্ষা, নারায়ণপুর হইয়া	৪০০
৩১। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ	৪০০
৩২। ভাগলপুর হইতে সাকন্দ	৩৫০
৩৫। ভাগলপুর হইতে ঘুরিয়া	৮৯০
৩৬। মাঁওআমা হইতে কলগাঁ	৪৪০
৩৭। পীরপৈতি হইতে তিলাপট্টি	২০০
৩৮। ভাগলপুর পারে ভিরাগা হইতে নাথপুর	৩৫০
৩৯। ভুলসীপুর হইতে শেরড়া	৪০০
৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর	১০০
৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পিরপৈতি একবারা ও পৌরাণী হইয়া	৫০০
৪৩। ঝাপরি হইতে কারামা কুলত হইয়া	৫০০
উত্তর ভাগলপুরে সারাই মেরামত	২০০
দক্ষিণ ভাগলপুরের সারাই মেরামত	৩০০

১৮৮০।
৪ ঠা আগষ্ট। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিদ্যাহরা	৸৹ আনা
কহিতুর	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৵৹
ঐ ২ য় ভাগ	৵৹
ঐ ৩ য় ভাগ	।৹
নিসর্গ সুখদরী	।৶৹
বঙ্গাঙ্গনা কাব্য	১৲
যৌবন সুহৃদ	৸৹
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।৹
সংকেতসার	।৵৹
সহজ্ঞা লোপান	।৹
মেদিনী	১৲
রাসীমারায়ণ প্রথম ভাগ।	৸৹
ঐ ২ য় ভাগ	৸৹
গবাদিচিকিৎসা	৸৹
শশধর বিলাপ	।৹
অবসাদ তিমির	১
ঐতিহাস কাব্য	১
নিকাশীদের বিলাপ	৸৹
নারতীয় প্রবাদাবলী	১
কল্পিত কুসুম	।৵৹
ভেষজ তত্ত্ব	৸৹

ভেষজতত্ত্ব সহজ মনোরঞ্জনী।

ইহাতে সকলপ্রকার ঔষধ নির্দ্দোষ হয়। এই বিদ্যের ব্যবহারোপযুক্ত ১০ দর মূল্য ৫ টাকা ১২ বিদ্যের ৩০ ১৫ বিদ্যের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ পাঠান হইবে। ঔষধ পাঠাইবার পরে ফেরত লইবে না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
মিসি সোনারং বেনারস

ভেষজতত্ত্ব নামক মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক সংখ্যা। ইহা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে উহা কখনই প্রেরিত হইবে না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাকটিকিট পাঠান, তাহাকে সেই টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী সাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। একাদশ অবতার।
২। উপন্যাস।
৩। গোলাপ
৪। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
৫। মৃত্তিকটিক।
৬। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৭। মনুসংহিতা।
৮। চন্দ্র।
৯। সাংখ্যদর্শন।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ডাক্তারিপোতার কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেনামি পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ১৩৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বৈমাত্র রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং পুনর্মুদ্রিত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, সংক্ষেপে ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫।৹ টাকা ডাক মাশুল ।৹

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সপ্তাহের দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রধান প্রধান ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়াদির প্রধান প্রধান ঔষধ ভারতবর্ষের স্থান সকলের বন বাদু প্রভৃতির প্রাপ্তি স্থানাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৹ টাকা ডাকমাশুল ৵৹

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুপরীক্ষার কারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, বহু শস্ত্রাদির চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।৹

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵৹

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৩৬ নং জৌড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের যাবতীয় রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলরঞ্জন তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশকীটের (উকুন) ধ্বংস হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘর্ম্মাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵৹

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শুষ্ক ও রক্ত প্রদর, অষ্টরক্তপ্রদর, যোনি ও গুহ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৹

নলিনাসব।

ইহা খাইয়া সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় ও সকল প্রকারের জ্বরবিকার, ক্ষুধা হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷৹ ডাকমাশুল ৵৹

উপরি উক্ত ঔষধ যিনি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের ফর্দ্দ নিষ্কণ্টক পঞ্জিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
রাজনীতি ও সমালোচন পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৸০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়েরা স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া মনেজর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
৮৮ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

মস্কট তৈল।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। হপিং কফ, খুস্, কটকটি, বেদনা, সন সন, চোঁ চোঁ বন্ধিরতা ইত্যাদির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

মঞ্জন।

শুদ্ধি কৌটা ৷৵০ আনা। দন্তের উজ্জ্বলতা, মাড়ি দৃঢ়তা, অম্লরস, দোষনা, মুখের দুর্গন্ধ নাশক ইত্যাদি।

শ্রীবিলাস ঔষধালয়
৩৮ নং বেনেপাড়ার লেন।
২ নম্বরের ব্রাঞ্চ বেনেপাড়ার লেন।
কলিকাতা।

টীকা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ পাল—বেতকুণ্ডা ১
" " শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়—কালীরাগঞ্জ
" " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—হুগলী
" " শম্ভুনাথ সা—রাজগঞ্জ
" " রাজকুমার দাস—শ্রীরামপুর
" " কৃষ্ণকিশোর দাস—সোলুয়া ধনকমা
" " নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মাউতলা
" রায় সেতাবচাঁদ লাহার—আজিমগঞ্জ
" আসানউল্লা সরকার—তলপাইগুড়ি
বরদি খুস চাঁদ সরা—নারায়ণগঞ্জ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। আর পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা স্বস্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার হাতখোলা ডাকসম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে, ডাক্তি বরাত লিখিয়া, মনি অর্ডর করিয়া অগ্রিম মূল্য পাঠাইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই টাকার মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনা অঙ্কের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেনা। নিঃশেষিত হইয়া পুনরায় সোমপ্রকাশ গ্রাহক হইলে অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না।

যাহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য হইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপনদাতার ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে প্রথম তিন বার তাঁহার পত্রিকা দিতে হইবে, তাহার পরে যে কয়বার বিজ্ঞাপন বিলাত ইচ্ছা করিবেন, তাহার মূল্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ঃ এই সোম কলিকাতার হাতিবাগান সোমপ্রকাশ ডাকযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ৩নং হরিতকীবাগান কলিকাতা হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । ১৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১ লা ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ১৬ ই আগষ্ট। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৬ ডাকমাশুল সমেত ১৭ বার আনা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাসচট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত বাবু দ্বয়ের হস্তে বা উক্ত বাবু দ্বয়ের নিয়োজিত কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সোমপ্রকাশ।

১ লা ভাদ্র সোমবার।

সাম্প্রদায়িক নীতি কি চমৎকার।

এই নীতি প্রভাবে অন্যায় ন্যায় বলিয়া, অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া, নিষ্ঠুরতা দয়া বলিয়া, অনধিকার স্বাধিকার বলিয়া পরিগণিত হয়। এক কারণ এই সম্প্রদায়েরই উদাহরণস্থল হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টীন কমিশনারদিগের সময়ে ইংরাজ সেনেরা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে। সেই শরৎকাল উপস্থিত। সেই পরিক্ষা পাসনাগে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যাহাতে সত্বর কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন সেই উদ্যোগি করিতেছেন। আবদুল রহমান খাঁ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, ইংরাজেরা কাবুলে থাকিতে তথায় শান্তি স্থাপন হওয়া কঠিন। এজন্য ইংরাজদিগের কাবুল পরিত্যাগের অনুরোধ করা হইয়াছে। আবদুল রহমানের অভিপ্রায়ানুসারে বন্দোবস্ত করা হইতেছে। আমরা গতবারে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, অন্য প্রকার দৃষ্টি চেষ্টা না করিয়া আবদুল রহমান যাহাকে হিরাপ্ত হইতে পারেন সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। আমরা এবার যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে জানিতে পারা যাইতেছে, সেই চেষ্টা করা হইতেছে। পূর্ব্বে এক জন অপর লোককে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করা হইয়াছিল। আয়ুব খাঁর যুদ্ধের পরে বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া এখন আবদুল রহমানের অনুগত লোককে কাবুলের শাসনকর্ত্তা করা হইতেছে। সর্দ্দার আমিজ খাঁ আবদুল রহমানের দূতস্বরূপ। তাঁহাকেই কাবুলের শাসনকর্ত্তা করা হইতেছে। এ ব্যাপারে এই একটী উৎকৃষ্ট ফল দেখা যাইতেছে, কাবুল হইতে কান্দাহারকে বিচ্ছিন্ন করাতে আফগানদিগের যে রোষ ও অসন্তোষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার অনেক শান্তি হইবে। কান্দাহারকে কাবুল হইতে বিচ্ছিন্ন করা আফগানদিগের যেমন অনভিপ্রেত, ইংরাজদিগের কাবুল ও কান্দাহার দুইটি স্থান অধিকার করিয়া থাকাও তেমনি ইংরাজের অনভিমত।

আমাদের এই প্রকার বোধ হইয়াছে সর্দ্দার আমিজ খাঁ কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা হইবেন, সেনাপতি রবার্টস সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে তথায় কিছু দিন থাকিবেন। কান্দাহারের যে সকল লোক ইংরাজদিগের বিপক্ষ তাহাদিগকে দমন করিতে নিশ্চয়ই ক্ষমতা হইবে। যুদ্ধে সর্ব্বস্ব অপহরণের বিনিময়ে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার পাঠানবন্দুক ইংরাজ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। এখানে সাম্প্রদায়িক নীতির চমৎকারিতা দর্শন করুন। কান্দাহার আফগানদিগের চিরকালের বাসস্থান, সৈন্যের বাস নাই, তাহারা সেখানে স্থান পাইল না। তাহাদের সৈন্যের অধিকার সাম্প্রদায়িক নীতি প্রভাবে অনধিকার বলিয়া পরিগণিত হইল। আর যাহাদের কোন প্রকার অধিকার স্বত্ব স্বামিত্ব বা কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল না, তাহারা কান্দাহারে সৈন্যসামন্ত হইল। ব্যাপারটি কি এক চমৎকার নয়। যাহারা কান্দাহারকে হইতে বাহুবলে হইল তাহাদের এবং ইংরাজীর পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে এখনী নাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া আর একটি নূতন বাসাবাটী করিতে হয় তাহাতে কত টাকার বিশৃঙ্খলা, স্ত্রীপুত্রাদির আহারে ক্লেশ কত উপস্থিত হয়, আর যাহারা চিরকাল এক স্থানে বাস করিয়া আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে অনায়াস স্থানে পাঠাইতে হইলে তাহারা যে

যাইয়া ধাস করিবে তাহার নিস্তার নাই। তাহাদের অপরাধ ঘর বাড়ী প্রাঙ্গণ নাই। এরূপ অবস্থায় সৈন্যের বাসস্থান পরিবর্ত্তন করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সকলেই পাঠক বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাটীর কর্ত্তা ও কর্ত্রীরা যখন বৈকালিক পুষ্পোদ্যানে বায়ু সেবন করিতে করিতে বোধোদয় ও বালিকার চন্দ্র ধরিয়া ইটির সহিত তুলনা করিতে এবং সস্নেহ নয়নে একবার বা দুবার উদ্যানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবেন, তখন কি সেখানে সৈন্যের বাসস্থান হওয়া বিধেয় হইতে পারে? ইহার মধ্যে আর একটি গুরুতর কথা আছে। সেখানে, সৈন্যের বাসস্থান হয়, সেইখানে প্রায় ঔষধিকার উপযুক্ত ঔষধালয় প্রভৃতি থাকে, যাহা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে চিকিৎসার সুস্থান হইবে এটী বড় কঠিন কথা। নূতন স্থানে গিয়া ঔষধিকার সংস্থান করা কিছু সহজ কথা নহে। এই নিমিত্তও, এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদে এক সাংগ্রামিক নীতির প্রস্তাবে সকলে লিখিত হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা উপরে করিয়াছি সাংগ্রামিক নীতি কি অত্যাচার!

সাংগ্রামিক নীতির এই এক মাত্র চমৎকারিতা নয়। কাবুলরাজের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতি পদে পদে ইহার চমৎকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাবুলের প্রকৃত আমীর তিনি শেরআলী হইলেন। বিদেশে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল; তিনি তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি সেই অবস্থাতে রহিলেন। যাঁহার আমীর হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না ইংরাজেরা সাধিয়া তাঁহাকে আমীর করিলেন। এই আব্দুরহমান কাবুলের আমীরের সঙ্গের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। কত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ওকালত পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা বিনা আলাপে আলাপ করাতেই আবদুল খেপাটাই হইল, ভূপের সহিত মিলন করেন এবং কলের অধীন হইয়া সিংহাসন অধিকার করা কোপ করেন।

কেন যে কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হইল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ হইল, তাহার চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। "পথের আমল নিয়া কাশ যেতো ঘুমিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে" কাবুলে তাহারই ঘটনা হইয়াছে। কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার কোন কারণ ছিল না। কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার যে বিশেষ ইষ্ট সাধন হইয়াছে, এখনও বোধ হইতেছে না। যদি রুষিয়ার শঙ্কা কারণ হয় তাহা উন্মূলিত হয় নাই। সে বিষয়ের ইউরোপীয় সমাচারে দেখা গেল কল সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই কথা বলিতেছেন কাবুলের বন্দোবস্তের বিষয়ে রুষের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এ বাক্যের যদি কিছু অর্থ থাকে এই যবনিকা পতনেই যে কাবুলের অভিনয়ের শেষ হইল তাহা বোধ হয় না। রুষের শঙ্কা কারণ-সঙ্গত কারণ না হইয়া আমীর শেরআলীর অপরাধই যদি কারণ হয় তাহা হইলে একের অপরাধে কাবুলকে উৎসন্ন দেওয়া হইল, এটীও সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতার অন্যতর প্রধান উদাহরণ। যদি বল, কাবুলে যুদ্ধ করাতে ইংরাজজাতির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও আমরা কিছু দেখিতে পাইতেছি না। অপ্রতিযোগী অনপরাধী অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া ইংরাজের বিশেষ গৌরব নাই, প্রত্যুত নিন্দাই হইয়াছে। বিজ্ঞ লোক মাত্রেই কাবুল যুদ্ধের আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া হতবুদ্ধি হন। অনেকজাতির, ফুলিয়সিজর প্রভৃতি বীরগণ দিগ্বিজয়বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ জয় করিয়াছেন বটে কিন্তু একপ কাবুল জয়ের ন্যায় অদ্ভুত জয়কাণ্ড কেহ কখন দেখেন নাই।

লার্ড লিটন কাবুল-যুদ্ধের বীর। ইংলণ্ডেশ্বরী অসংকোচে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। লার্ড নর্থব্রুক ন্যায়পরতা, দয়া ও ধর্ম্মের সম্মাননা করিয়া কাবুল-যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তিনি অভ্যর্থিত হইলেন না? আর যিনি ঐ সকল মহোদার গুণের অবমাননা করিয়া একটী দেশকে উৎসন্ন দিলেন, তিনি অভ্যর্থিত হইলেন! এটীও সাংগ্রামিক নীতির চমৎকারিতার ফল।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশের আবশ্যকতা।

রিপোর্ট লেখা আমাদের গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর একটী প্রধান অঙ্গ। তাঁহারা গুণের কাজ করুন আর দোষেরই কাজ করুন, তাঁহারা রিপোর্ট লেখায় ক্ষান্ত হন না। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা প্রায়ই স্বাধিকার মধ্যে প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, বন্দোবস্তের প্রভৃতিরও পরিদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ না করাতে দেশের কি উপকার হয়ে সাধারণে তাহা জানিতে পারেন না। তন্নিমিত্ত সাধারণে সময়ে সময়ে ক্ষোভ প্রকাশও করিয়া থাকেন। ২২ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে আমাদের মুফঃস্বল সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

২ রা আগষ্ট সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট লাট মহামান্য ইডেন বাহাদুরের এখানে শুভাগমন হইয়াছিল। ঐদিন রামপ্রসাদের ঘাট তাঁহার সম্মানার্থ লালু বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপ সুসজ্জিত করা হয় এবং উপস্থিতি মাত্রেই মিউনিসিপালিটির গৃহে কতকগুলি বোম ফোটে। ঘাটে মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি সাহেব ও মিশর, সন্‌বরসা প্রভৃতি স্থানের কতিপয় রাজা ও জমিদারগণ এবং প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন তিনি নগর ভ্রমণ করিয়া তৎপর দিন প্রাতে ৬ টার সময় গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে যাইয়া বিরাশবাসী অপেক্ষা বাঙ্গালী কেরাণীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐদিন অপরাহ্ণে করণডোঙ্গার মৃত অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের বাটীতেও একটী দরবার হয়। দরবারস্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ছোট লাটের সহিত ভারতবর্ষীয় সার্টিফিকেটধারী রাজা ও জমিদারগণের পরিচয় করিয়া দেন। ইতি পূর্ব্বেই পাঁচটার সময় তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ৪ঠা তারিখে মণ্ডলকপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এখানে আসিয়া যে তিনি কি উপকার করিলেন, তাহা ভগবান জানেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগের ভ্রমণে দেশের যে উপকার হয় রিপোর্ট লিখিবার রীতি না থাকাতে তাহা সাধারণে যে জানিতে পারেন না তাহা আমাদের মুফঃস্বল সংবাদদাতার বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি যদি উপকার বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি " তিনি (লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর) এখানে আসিয়া কি উপকার করিলেন তাহা ভগবানই জানেন।" সর আশলি ইডেন সাহেব মুফঃস্বলে গিয়া তত্রত্য গ্রাম ও অধিবাসী লইয়া দরবার করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালত ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই পরিদর্শন সময়ে কাহার কি গুণ দোষ দর্শন করিলেন, তাঁহার পরিদর্শনের গুণে কোন্ বিষয়ে কি উপকার লাভ হইল তিনি যদি তাহার বিস্তারিত রিপোর্ট করেন তাহা হইলে সাধারণে যে কেবল সন্তুষ্ট হয় এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরাও সাবধান হন। এই নিমিত্তই আমরা প্রস্তাব করিতেছি অন্যান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা স্ব স্ব ভ্রমণ বৃত্তান্তের রিপোর্ট লিখিয়া সাধারণের গোচর করেন।

ইংলণ্ড ও আফগানের কথিপয়ের সহিত বন্ধু দেশীয় জমিদারের মত সন্ধি।

আফগানে যুদ্ধের উপস্থিত হইয়াছে, প্রজারা অন্নকষ্ট পাইতেছে, অনেক প্রজা নিজ জমিদারের

প্রাপ্য খাজনা দিতে পারে নাই। জমিদারেরা তাহাদিগকে ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন। সম্প্রতি তাহাদের হিতের উদ্দেশে এইরূপ একটী আইন হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, যে পর্য্যন্ত এই দুর্ভিক্ষ প্রবল থাকিবে তাবৎ প্রজাদিগের যে যে ভূমির ভোগ ছাড়াইয়া লওয়া হইবে তাহারা সেই সেই ভূমির যে যে উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল, তাহাদিগের সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবে। পার্লিয়ামেণ্টের জমিদার-সভায় এই প্রস্তাবটী দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। জমিদারেরা বলেন এ আইন হইলে তাঁহাদের ঘর চালি হইবে। পাঠক দেখুন ইংলণ্ডের ও আয়র্লণ্ডের জমিদারেরা আপনাদিগের স্বত্ব রক্ষা বিষয়ে কেমন যত্নবান। তাঁহাদের স্বত্বের সম্মুখে দয়া মায়া প্রভৃতি কেহই স্থান প্রাপ্ত হয় না। সকল দেশেই সকল শাস্ত্রেই আপৎকালের বিধি স্বতন্ত্র। আপৎকালে সকল বিধিরই স্বচ্ছন্দে ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জমিদারেরা এমনি স্ব স্ব স্বত্ব পক্ষপাতী যে তাঁহারা বিশিষ্ট কালের নিমিত্ত দয়া করিয়াও প্রজার উপকার করিতে পারিলেন না। উহাতে তাঁহাদের উপকারেরই বা কি সম্ভব। প্রজারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ যে ব্যয় করিয়াছে, আইনে সেই ক্ষতি পূরণ করিবারই কথা হইয়াছিল। সে উৎকর্ষ জমিদারদিগের ঘাড়ে সাব্যস্ত হয় নাই। প্রজাদিগের কৃত উৎকর্ষের ব্যয় জমিদার সহজে ছাড়িয়াদিতে পারিলেন না।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের যে সকল জমিদার স্বদেশে স্বদেশীয় প্রজার কৃত উৎকর্ষ ব্যয় আদায় করিতে পারিলেন না, তাঁহারাই আবার ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবর্ষীয় জমিদারদিগের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া হাসিবেন, কি বিদ্রূপ।

পঞ্চাশবর্ষ ভারতবর্ষীয় জমিদারেরা প্রায়ই এপর্য্যন্ত আপৎকালে ইংরেজ রাজার সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের খাজনা করিবার আপত্তিক ইচ্ছা না থাকে তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের ভয়ে সাহায্য দানে প্রস্তুত হন। বিপদ্ধ প্রজার সাহায্য দান করা আইনে করা জমিদারের দণ্ডার্হ উপকার নিশ্চয় করিয়াছে। এরূপ বলিয়া আর একজনের ধন্য উৎপাদন করিয়া দিতে পারে না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলা বিফল, তবে একটী কথা এই, ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের জমিদারদিগের দৃষ্টান্ত সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপে জমিদারের স্বত্বের উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষীয় প্রজার রক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন? এটীকি ন্যায়ানুগত কাজ হইতেছে? ইহাতে কি জমিদারের স্বত্বহানি হইতেছে না? ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের জমিদারদিগের যাহা আছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতেই তাহা হয়। যে বিষয়ে অধিকাংশ লোক অমত করেন, তাহা বিধিবদ্ধ হয় না। এখানে গবর্ণমেণ্টের অন্যরূপ কোন জমিদারসভা নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কোন আইন করিবার ইচ্ছা করিলে জমিদারেরা তাহা নিবারণ করিতে পারেন না। এখানে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাতেই সমুদয় কার্য্য হয়। জমিদারের যে সত্তা আছে, সেই সত্তার রক্ষক গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর না তিনি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন। এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট জমিদারের স্বত্বলোপ করিলেও তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের এক উপায় ইংলণ্ডে আবেদন। সে আবেদনে যত ফল হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংলণ্ডের কর্ত্তারা এখানকার কর্ত্তাদিগের অমতে কোন কাজ করেন না। এই সকল অন্যায় ও অবিচার হয় বলিয়াই আমরা প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠার মুখ্য মুখ্য উপায় করিয়াছি।

সম্প্রতি যেই কমিশন সে রিপোর্ট করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে তাহার প্রতিও কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। সেই কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে যদি কার্য্য করা হয়, জমিদারের একরূপ স্বত্বলোপ হইবে বটে মাত্র। যে পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিয়া সেই স্বত্ব লাভ করা হইতেছে, সে প্রকারের মকদ্দমা আর হইবে না। যেরূপে অধিক প্রজার জোতজমা আছে সেইখানকার প্রজাদিগের ও কিছু উপকার, অধিক লোক সেইরূপে থাকে। এই এখানকার প্রজাদিগের কোন উপকার নাই। অধিক ও কঠিন করে জমিদারেরা যত কঠিন করে প্রজার অন্নোচ্ছেদের চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা যদি ঘর চালি করিয়া দখলী স্বত্ব রহিতে দিবেন না। একথা বারম্বার বলা উচিত হইলেও অনিবার্য্য ও পুনঃ উহাতে মকদ্দমা হওয়া ও উহাতেই সম্ভব নয়। এই সকল অপর পক্ষে অধিক হইলেই জমিদারের ও প্রজার বিবাদের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইবে না। প্রজার কৃষিকার্য্যের ব্যয় ও সময়মত উপস্থিত করিয়া এবং জমিদারের সত্তা বাঁধিয়া কৃষির অবস্থা স্থির করা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি খাজনার একটা নির্দ্দিষ্ট হার করিয়া দেন ও ঐ নিয়ম করেন, সেই হার অতিক্রম করিয়া খাজনা বৃদ্ধি হইবে না। উহাতে সমস্ত মন্দ লাভ থাকিয়া যাহাতে স্বত্বলোপ হয় এমন কথা নয়। সময়ে সময়ে উদ্ভিজ্জাদি কারণে ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মকদ্দমা বিস্তর বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। একটী নির্দ্দিষ্ট হারে ভূমির খাজনা বন্দোবস্ত করিলে যে সময়ে জমিদারের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে, যদি একথা বলা যায় যে হার করণে নির্দ্দিষ্ট করা উচিত জমিদার সেই সময়ের বর্দ্ধিত খাজনা পাইতে পারেন। খালি জমি উঁহারা স্বত্বে পাইতে পারেন। যেরূপ করে এক বিঘা জমির খাজনা ৩ টাকা খাজনা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ক্ষেত্রে যে ধান্য উৎপন্ন হইল, সস্তার সময়ে তাহার মূল্য ৩ টাকা, মহার্ঘ্য সময়ে ঐ মূল্য বর্দ্ধিত হইয়া যদি ১০ টাকা হয় জমিদারের পাওনা ঐ অনুসারে বর্দ্ধিত হইবে। এমনো বাঁধিয়া মূল্যের নিরূপণ কিছু কঠিন নিয়ম নয়। যখন যে দ্রব্য যত আবশ্যকীয় থাকে না। এই প্রকার ব্যবস্থা করিলে জমিদারের কিছু স্বত্ব সঙ্কোচ হইবে বটে কিন্তু বিবাদ একেবারে উন্মূলিত হইবে। হার নির্দ্দিষ্ট না থাকাতেই জমিদারের খাজনা বৃদ্ধি করিবার লোভ আছে, প্রজারও খাজনা ফাঁকি দিয়া কম করিবার চেষ্টা আছে। উভয় পক্ষের পরস্পর বিরোধ হওয়াতেই কলহ ঘটনার সম্ভাবনা। মাঝে আবশ্যক বিবাদ-নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটী সালিসি হইয়া উঠে। সালিসের সেই বিবাদ নিষ্পত্তির কর্ম্ম সেই সেই সালিসই করিলে। বিপক্ষ উভয়ের কাহার কি বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই।

[illegible]

[illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] ইংরেজ রাজার [illegible] আইনের [illegible] আবশ্যক করিতেছি। আমাদের [illegible] ইংরেজ রাজার [illegible] অধিকার [illegible] ইংরেজদিগের [illegible] করিতেছে। [illegible] আমরা ইংরেজ রাজার [illegible] ইংরেজ রাজার [illegible] প্রজাদিগের [illegible] পাইতেছি। [illegible] করিতে [illegible] করিতেছি। [illegible] ইংরেজ রাজার [illegible] করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible]

পারিবে কখনই বিশ্বাস পরিবে না পরে প্রকাশে ধরিয়া করিবেন।

আমাদের সুদক্ষ রয়াল গবর্মেণ্ট কেবল এরূপ কন্যাদায় বিষয় করিয়া যে এই খাজনাবলম্ব হইতে সকল ভাবের অঙ্গে হাত দিতে বিলক্ষণ করিতে পারিতেছেন, এটি কি তাঁহার দয়াশীলতার কথা? কখনই নিজের বাক্যের অনুমান এই বিষয়ে আইন-কানুন প্রায় সকলই এক শত বৎসর পূর্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার হস্তপাত হইয়াছে। কিন্তু এপ্রকার অন্যায় ব্যবহার আমরা ত কখন কোন স্থানে দেখি ও শুনি নাই। তবে ইদানীং তিনি যাহা হউক এ প্রজাদিগের প্রতি এত নিদয় হইতেছেন কেন? সত্য বটে, ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ স্বার্থ আছে। তাহা না হইলে এক জনের কথায় বিশ্বাস করিয়া অন্যের প্রতি এত লোককে তিনি ধনে প্রাণে নষ্ট করিবেন কেন? প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার সময় রক্ষা হয় না, সময় কিন্তু তাহা না দিয়া অন্যায়ে কর গ্রহণ করা কি বিড়ম্বনার অবস্থা বুঝিয়া, প্রজাকে স্বীকার করা [illegible] তত ভাল হইত। প্রজাকে কি হইতে বিক্রয় করা, বাটিহইতে বহির্গত করা, পরিবার সহিত পথে ভ্রমণ করা, অন্যান্য কত-[illegible] ইহাতে মুখ ঢাকিয়া উপযুক্ত এই স্থানে নিম্ন [illegible] কি বিবিধ প্রকারে প্রাণ ধারণ করা কি [illegible] কষ্টের ও লজ্জার নহে? এবং কন্যাদায়গ্রস্ত প্রজার [illegible] কি অন্যায় ব্যবহার করিলেন, তাহা কি [illegible] প্রজা অপেক্ষা অধিক ধনবান্ না কর্মচারীরা প্রজা দিগের উপর ইচ্ছামতো নিজম স্থাপন করিয়া রাজার [illegible] করিলে, তাহাই এতদূর হইলে আমরা গবর্ণমেণ্টকেই অপরাধী করিতে পারি। [illegible] বাবুর দুই ইহার [illegible] গমন। [illegible] বিষয়ের কথার [illegible] বিশ্বাস না করিয়া [illegible] আমাদিগের ইহারা প্রজাপুরাণের কারণ দুঃখ [illegible] না হইবেন, তাহা হইলে অদ্যবধি ইংলণ্ড [illegible] অধিবাসী [illegible] কোন হস্ত [illegible] হইত না এবং দুঃখ বিপদ্ধ [illegible] হইত না, এরূপ মহাত্মাদিগের [illegible] করিতে হইত না।

[illegible] হইল, [illegible] বাসস্থান [illegible] আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] ইহাতে তিনি এই [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, তিনিই [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] করি, [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ প্রজার অস্বীকার মতে যে [illegible] কর ধার্য্য করিয়াছিলেন।) প্রজার নিকট সেই কর আদায় করাই ইহাঁর ঐ পদপ্রহরের মূল উদ্দেশ্য। কেন না, উক্ত পদে তিনি উপবিষ্ট হইয়া বঙ্গিত কর আদায়ের পক্ষে চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি ষ্টেট ফলামুটা ও মালগা মুটার যাবতীয় প্রজাগণকে ঐ বর্দ্ধিত হারের এক এক খণ্ড জমাবন্দী সহ নোটীশ দিলেন, প্রজারাও তাঁহাকে নোটীশের দ্বারায় জানাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কোন উত্তর না দেওয়াতে প্রজারা হতবুদ্ধি হইল, অবশেষে ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকেরা দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কালের মাহাত্ম্যে পিতাকে আসামী করিয়া পুত্রকে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে হইল। এই সকল মকদ্দমা কাঁথির মুন্সফী আদালতে প্রজাদের তরফ উপস্থিত করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও বিশেষ যোগাড়ের সহিত স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন। সত্য এই হতভাগা প্রজাগণ ক্ষান্ত হইবার নহে। তাহা কেন হইবে? এই ভূমি হইতে যে এক মাত্র ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যখন এই সকল প্রজাদিগকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এখন ঐ ভূমির উপর অধিকার অন্যায় করে রহিত হইলে তাহারা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারে? কিন্তু ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, প্রজার বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে এসময়ে ইহাদিগকে (প্রজাদিগকে) যে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। "সলিলে বিহঙ্গস্যাসাং কেবলং জলমেতদঃ।" আহা কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস এই বাক্য দ্বারা মহারাজ দিলীপের শুণ বর্ণন ও উহা [illegible] সাধন করিয়াছেন কেন? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কি সেই দিলীপের স্থানীয় নন?

উপসংহার কালে আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট সাদর প্রার্থনা এই যে, বাম হস্তের অনুষ্ঠানে যেন দক্ষিণ হস্ত [illegible] না করেন।

কাঁথির অন্তর্গত [illegible]।

সম্প্রতি কেলের কয়েদিদিগের সম্বন্ধে গত বর্ষের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এদেশে এই একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে "পেটে খাইলে পিঠে সয়।" আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি কয়েদিদিগকে উদর পূরিয়া খাইতে দিয়া অধিক খাটাইয়া লইতেন তাহা হইতে ক্ষতি ছিল না। কর্ম্মকর্ত্তারা তাহা না করিয়া অনাহারে তাহাদিগকে অধিক খাটাইয়া লওয়াতে অনেক কয়েদী পীড়িত হইয়া চিকিৎসাভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুদ্ধ ইহা নহে, এতদ্ভিন্ন তাহারা কর্ম্ম করিতে না পারিলে ইহার উপর তাহাদিগকে গুরুতর বেত্রাঘাত ও করা হইত। আমরা বিশেষ জানি কয়েদিদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হয় না। বর্ষে বর্ষে যায় বাদে জেলের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতিতে যে টাকা আয় হয় তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি কয়েদিদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দিতেন এবং অতিরিক্ত শ্রম না করাইতেন তাহা হইলে তাহারা প্রায় পীড়িত হইত না এবং নিয়মিত শ্রম করিয়াও অধিক কাজ করিতে পারিত। অনেক লোকের এরূপ সংস্কার আছে, লোককে যত অধিক সময় খাটান যায় তাহা দ্বারা তত অধিক কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এটী ভ্রান্ত সংস্কার। মানুষের শরীর সমস্ত দিন সমান বহে না। কার্য্য আরম্ভ করিয়া প্রথম প্রথম যত অধিক পরিশ্রম করা যায় শেষে আর তেমন খাটা যায় না। কিন্তু প্রহরীরা তাহা না বুঝিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার সাজা দিয়া থাকে। সুতরাং ভয়ে তাহাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং সে শ্রমনিবন্ধন তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহা দিগের এই দৌর্ব্বল্যবশতঃ গবর্ণমেণ্টের নানাপ্রকার ক্ষতি হইয়া থাকে। সবল দেহে তাহারা যেরূপ খাটিতে পারে দুর্ব্বল শরীরে সহস্র বেত্রাঘাত করিলেও তাহারা তত শ্রম করিতে পারে না। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে যত অধিক শ্রম করিতে পারে অনিচ্ছাপূর্ব্বক কখনই তত পারে না। এস্থলে আমরা ফরাশ কার্য্যকে উদাহরণ স্থল গ্রহণ করিলাম। কোন এক ব্যক্তিকে একটী কার্য্য ফুরাণ করিয়া দিলে সে তাহার যেরূপ অপেক্ষা অল্প সময়ে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ও যদি কয়েদিদিগকে সঙ্গত মত কার্য্য বিভাগ করিয়া দেন এবং সেই কার্য্য করিয়া লন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা প্রাণপণে খাটিয়াও অল্প সময়ে তাহারা তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টেরও অল্পসময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন হইতে পারে এবং তাহাদিগেরও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। এস্থলে আমাদিগের আর এক কথা এই, কয়েদিদিগের দশটার পরে এখন খাটিবার যে নিয়ম আছে তাহাও তাহাদিগের স্বাস্থ্যহরের অনাকর কারণ। ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। এখানকার লোকের সকাল বিকাল খাটা অভ্যাস, দুই প্রহরের সময়ে আহার করিয়া তাহারা বিশ্রাম করে, সুতরাং

তাহাদিগের শরীরও তাহাতে ভাল থাকে। গবর্ণমেণ্ট বিলাতের রীতি অনুসারে কয়েদিদিগকে দশটা হইতে খাটাইবার যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে তাহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য হয়। বিশ্রামের যে নির্দ্দিষ্ট সময় আছে তাহাদিগকে সেই সময়ে রৌদ্রে খাটিতে হয়, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মের সামান্য বৈলক্ষণ্য হেতু সহজেই তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদিগের সকালে বিকাল খাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে তাহাদিগের শরীরও সুস্থ থাকে এবং তাহাদিগের দ্বারা কার্য্যও অধিক হয়। বেলা দুই প্রহরের সময়ে কয়েদিদিগকে খাটান যেমন তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ, তেমনি উহার পুষিয়া খাইতে না দেওয়া ও অসঙ্গত বেতাঘাত করা তাহাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেব যেরূপ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক তাহাতে তাঁহার শাসন এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হওয়া অনন্য ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় নহে।

"গত ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে জেলের নিত্যপীড়িত কয়েদীর সংখ্যা ১০ জন মাত্র ছিল, তৎপরে কিছু বৃদ্ধি হয়। কেবল ১৮৬৩ অব্দে দৈনিক পীড়িত বাসিন সংখ্যা ১৮৭১ অব্দের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। ১৮৭১ অব্দে কয়েদিদিগের মৃত্যু সংখ্যা চলিত নিয়মের পূর্ণ ১৮ বৎসরের অপেক্ষা (১৮৬৮ সাল ভিন্ন) অধিক হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন গত বৎসরের বিসূচিকা রোগে পূর্ণ ১৮ বৎসর অপেক্ষা অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ১৮৬৮ অব্দের বিসূচিকা রোগে যত লোক মরিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক লোক গণনা করিলে তাহার সংখ্যা অধিক হইত না। অথচ নিশ্চিন্ত কারারুদ্ধ লোক বিনা গত ১৮৭১ অব্দে ৫৮-বেসের ভেল সমূহে ১৮৭২ জন কয়েদী কারাগারে নিত্য অবস্থান করিয়াছে। ঐরূপ ১৮৬৮ অব্দে ১৮৭১ ও ১৮৭১ অব্দে ১৮৩৪ জন কয়েদী নিত্য কারাবাস করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে ১৮৭১ অব্দে ৭৩, ১৮৭০ অব্দে ৮০৩ ও ১৮৭১ অব্দে ১০১৯ জন কারাগারে পতিত হইয়াছে। ১৮৭১ অব্দে বিসূচিকা রোগে ১৫১।১৮৭ অর্থে ১২১ ও ১৮৭১ অব্দে ৩৭১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐরূপ ১৮৭১ অব্দে ১৮৭১ ১৮৭৮ অব্দে ১৮৭২ ও ১৮৭১ অব্দে ১৮৭১ জন কয়েদী মাত্র অন্যান্য কারণে মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৮ অব্দে ২৩৫৯ ও ১৮৭১ অব্দে ১৮৩৮ জন কয়েদী চিকিৎসাধীন হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ দুই অব্দে দৈনিক পীড়িত কয়েদীর সংখ্যা ৭৪০ হইতে ৯০১ হয়। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনে ৪৭ টী জেল আছে, তাহার মধ্যে ৪০ টী জেলের পীড়িত কয়েদীর সংখ্যাই অধিক। এই সকল পীড়া কেবল জেল অব্যবস্থিতের অসাবধানতা নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। অন্যথা কয়েদী স্বচ্ছন্দিতা ও তাহার অভাবে অকালে কাল কবলে নিপতিত হয়।

ডাক্তার মাউয়েট হইতে জেলের অনেক উপকার হইয়াছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে মফস্বলস্থের সম্পাদকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া জেলের অবস্থা দর্শন করাইতেন এবং তাঁহারা বন্দীশালার অবস্থা দেখিয়া যেরূপ সমাচার পত্রে লিখিতেন, তিনি তদনুযায়ী পুরীকরণপক্ষে কার্য্য করিতেন। ১৮৬১ অব্দে বন্দীগণের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১৯ জন ছিল, কিন্তু ১৮৭০ অব্দে সংক্রামক মহাত্মা মাউয়েট বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করেন, তখন ঐ সংখ্যা কমিয়া শতকরা ৪ জনে পর্য্যবসিত হয়। তৎপরে যাঁর তাঁর কেহ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়া কারার মাউয়েটের কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করেন, সেই সময় হইতে ঐ সংখ্যা পুনরায় নাম্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই অবধি মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেনও উহার কোন পরিবর্ত্ত করেন নাই, ইহাতেই যে অধ্যক্ষ ও অকাল মৃত্যু জেলের মধ্যে ঘাঁটাইবার বিশ্রামস্থান পাইবে তাহা বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে। কয়েদিদিগের অপরাধের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭১ অব্দে অপরাধীর সংখ্যা ৩৮৭১ ছিল, কিন্তু গতবর্ষে ঐ সংখ্যা ১২৭৭৩ হইয়াছে। উহার মধ্যে অনেক কম অপরাধে সাজা ও বিনিময় হইয়াছে, ১৮৭১ সালে ১৭৭৭ কয়েদীর ১০ দিন ৭৭৭ জন কয়েদী [illegible] হইয়াছে। অধিকাংশ বিনা শ্রম দণ্ড। অপরাধে [illegible] ১৮৭১ সালে ৭৭৭ [illegible] ১৮৭১ সালে ৭৭৭ [illegible] ৮৭৭ জন কয়েদী ৭ দিন হইতে ৭৭ দিন পর্য্যন্ত ও ৭৭ [illegible] ৭৭ [illegible] ৭৭ জন কয়েদী ৭ দিন হইতে ৭৭ দিন পর্য্যন্ত বিনা শ্রমে কারাবাস করিয়াছে। [illegible] ৭৭ [illegible] ৭৭ [illegible] ৭৭

পুস্তক সমালোচন।

শারীর বিধান। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন; শরীর মধ্যে কিরূপে রক্ত সঞ্চালিত হয়, কিরূপে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। কিরূপে শারীরিক উত্তাপ আর হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা খাদ্যদ্রব্যাদি পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ইহাতে তাহার সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ের বিশেষ জ্ঞান হওয়া সকলেরই একান্ত আবশ্যক। মূল্য ১৸০ টাকা।

ঈক্ষণ। এখানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে যে সকল বিষয় নিখিত হইয়াছে অবসরপাঠে সাধারণের যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। ইহার রচনা প্রণালী পরিপাটী হইয়াছে।

ভাকিনীযোগিনী। শ্রীযুক্ত কুমার মতিলালজন্ম রায় চৌধুরী মহোদয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রচনা। শ্রীযুক্ত বাবু গৌরসুন্দর চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিবিধ সংবাদ।

বাগবাজার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, বাগবাজারের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদলির হুকুম প্রকাশ হওয়াতে এখানকার সকলেই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। এই সব বিভিন্নের প্রায় সহস্রাধিক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদ্বান লোকে একখানি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়া

ঐ রক্ষিতের প্রার্থনায় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের লেপ্টেনেণ্ট লহাবান ছোট লাট সাহেব উঁহাদের আশা পূর্ণ করিবেন এমত আশা আছে। উক্ত আবেদনপত্রে সকলেই এক বাক্যে উক্ত বাবুর দক্ষতা সহৃদয়তা, পরিশ্রম ও সচ্চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] এক প্রকার গমনশীল প্রস্তর আছে; [illegible] ঐ প্রস্তর অধিক পরিমাণে [illegible] হয়। ঐ প্রস্তরের আয়তন বারমের [illegible] ঐ প্রস্তরের দুই খণ্ড লইয়া [illegible] তিন ডিগ্রি অন্তরে স্থাপন করা যায় তাহা [illegible] দুই খণ্ড পরস্পরের নিকটে সরিয়া [illegible] হয়। যদি ঐ দুই খণ্ড হইতে এক খণ্ড [illegible] করিয়া তাহা তিন ডিগ্রি অন্তরে স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় খণ্ড এই প্রকার চক্রাকার পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু [illegible] করিলে উহা [illegible] থাকে।

অনেকেই জানেন মাছের ছালে কোন কাজ হয় না। কিন্তু শিল্পীদিগের বুদ্ধি কৌশলে ক্রমে অসাধ্য সাধন হইতে ও দেখা যাইতেছে। নরওয়ের এক ব্যক্তি ১৮৭৬ অব্দে ওয়েষ্টমিনিষ্টরের প্রদর্শনী মেলায় কতকগুলি মৎস্যের চিকণ চর্ম্ম উপস্থিত করেন। তিনি বলেন নরওয়ের অনেক লোকে তিমি প্রভৃতি মৎস্যের ছালে দস্তানা ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে। উহা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। নরওয়ের সমুদ্রে আর এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছালে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কামাচ্চার কড় নামে এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহার ছালে উত্তম সূতা হয়। ঐরূপ আমার দিগর দেশের লোহিত সাগরে এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছাল এত মোটা যে তদ্দেশবাসীরা তাহাতে জুতার তলা করিয়া থাকে। ফলিয়া ও সাইবিরিয়ার লোকে বকট মৎস্যের ছালে কটিবন্ধ প্রস্তুত করে। তাতারেরা আবার আর এক প্রকার মৎস্যের ছালে বাগ ও পোষাক প্রস্তুত করিয়া থাকে। মধ্য আসিয়ার উপত্যকাবাসীরা মালযন মৎস্যের ছালে আওরাখা করিয়া থাকে। মালাবার সমুদ্রে ক্ষুদ্র হাঙ্গরাকৃতি এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার ছাল মরক্কো চর্ম্মের ন্যায় শক্ত ও দেখিতে সুন্দর এই নিমিত্ত তদ্দেশবাসীরা উহার ছালে মনোহারি, বাক্স, সামাদান ও সাজি প্রভৃতি নানা প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে।

আগামী ২৯ এ নবেম্বর সোমবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং ৩রা ডিসেম্বরে বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আমেরিকার কলের ঘড়িতে কাগজের চাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা যেমন সুলভ মূল্য তেমনি সহজ প্রাপ্য। উহা লোহার চাকার ন্যায় দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে।

হ্যামিলটন নামক একজন ইংরাজ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানির বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা নিবন্ধন তাহাঁর সমুদে অবমগ্ন হওয়াতে হ্যামিলটনের মৃত্যু হয়। বিবি হ্যামিলটন স্বামীর মৃত্যু নিবন্ধন উক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ক্ষতি পূরণের নালিস করেন। শুনা গেল বিচারপতিরা কোম্পানির প্রতিকূলে বাদিনীকে চৌদ্দ হাজার টাকার ডিক্রি দিয়াছেন। কোম্পানির নামে এইরূপ আর দুই চারিটী নালিস হইলে বোধ হয় তাঁহাকে ফেইল হইতে হয়।

রুশের এক রাজকুমার প্রেমারা খেলিয়া কয়েক দিন মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ রুবল হারিয়াছেন। বাহার হাল স্বর্গীয় বয়।

শুনা গেল শিমলার পাহাড়ে ম্যালেরিয়াজ অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অমরের বিবেচনায় গর্ভ রিপনের সেখানে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে।

পাটনা জেলায় বিস্তর ইন্দ্র জাল হইতেছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানার্থ হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাধব রায়কে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা প্রায় সকল স্থান হইতেই সুবৃষ্টির সংবাদ পাইতেছি। কিন্তু বেহারে ভাল বৃষ্টি হয় নাই শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। শুনা যাইতেছে তথায় আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর বারিবর্ষণ না হইলে জলাভাবে আদৌ কৃষিকার্য্য হইবে না এবং শীঘ্রই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পুলিষ কমিশনর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞাক্রমে এক সর্কুলার প্রচার করিয়া দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে যাঁহারা অস্ত্রবিষয়ক আইনের অন্তর্গত ছিলেন তাঁহারা তাহা হইতে মুক্ত হইলেন। আপদের শীঘ্র শান্তি হইলেই ভাল হয়।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের ডাক্তার ট্যানার নামে এক ব্যক্তি অনাহারে হঠাৎ মানুষ মরে এই কথা শুনিয়া একবাক্যে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং ইহার পরীক্ষা করিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি ২৮ এ জুন হইতে ৪০ দিন কিছু খান নাই।

৯ই আগষ্ট সিলহট হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাগারা পুনর্ব্বার ইংরাজ রাজ্যে আসিয়া অত্যাচার করিতেছে। উহারা গোলাঘাটের নিকট রহান সাহেবের বাগান আক্রমন করিয়া কয়েকজন লোককে হত করিয়া গিয়াছে এবং সাহেবের পাঁচটী শিশুর মস্তক ছেদন করিয়াছে। এই উপলক্ষে আবার বুঝি নাগা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন জেলা পুরিয়ার অন্তঃপাতী গোয়াখালী ও সূর্য্যপুরে গণ্ডমাই নামে এক প্রকার জাতি আছে। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা পুরুষদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়। উহাদিগের কন্যাগণের বয়ঃ। ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হয় না। যদি স্বামীর সহিত মনের মিল না হয় তাহা হইলে মনোমত অন্য ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহাতে তাহাদিগের নিন্দা নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ স্বদেশে একটী সংস্কৃত কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ১৮ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐরূপ

ঢাকার অন্তর্গত বালিয়াটীর সম্প্রসিদ্ধ মৃত জগন্নাথ বাবুর স্ত্রী মৃত্যুকালে পতির নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত জগন্নাথ স্কুলের স্থাপিতা সংক্রান্ত ১০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

শুনা গেল আমাদিগের নূতন রাজপ্রতিনিধি মেজর বেরিং সাহেব ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, যে সকল আসিষ্টাণ্ট সারজন মেডিকেল কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাঁহার গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা আছে তাঁহাকে ১৫ ই আগষ্টের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। আর যাঁহারা ১৮৮৪ অব্দের ১ লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়েন, তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইবার এক মাস পরে অভিপ্রায় জানাইতে হইবে।

চীনের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে ১ লা জুলাই চীনের দক্ষিণ উপকূলে একটী ঘূর্ণ বায়ু উত্থিত হইয়া উপকূলবর্ত্তি স্থান সকলের এরূপ অনিষ্ট হইয়াছে যে ১৮৭৩ অব্দের প্রবল ঝটিকাতেও সেরূপ অনিষ্ট হয় নাই। কেণ্টন নামক স্থানে ঘূর্ণ বাতাস ও জলপ্লাবনে হাজার হাজার অট্টালিকা ও তিন দেশীয় জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। এই ভয়ানক জলপ্লাবন ও ঝটিকাতে জলমগ্ন হইয়া ১০০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং অসংখ্য লোক আহত হইয়াছে। এই কটিকা নদীর উভয় উপকূলেই উত্থিত হয়। শিঙ্গাপুরে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগ ধারণ করে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ডোভর প্রণালী ২১ মাইল বিস্তৃত থাকাতে জাহাজের দ্বারা গমনাগমন হয়। এক্ষণে প্রস্তাব হইতেছে উক্ত প্রণালীর উপর দিয়া রেলওয়ে পথে যাতায়াত করিবে ইহার পরীক্ষা হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক নূতন প্রকার পিপীলিকা জাতি আছে। ইহাদের নিজোদরে মধুভাণ্ডার আছে। এই জাতি মধুভাণ্ডার আপন দেহের ভিন্ন স্থানে লড়াইতে পারে।

আলজিয়ার নামক স্থানের একজন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার সূর্য্যের উত্তাপে একটী ইঞ্জিন চালাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি সূর্য্যের উত্তাপে উক্ত ইঞ্জিন এক মিনিটে ১২০ বার ঘুরাইবেন।

চুঁচুড়া কমিসনর সাহেবের কাছারি হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত হাঁপানি রোগের ঔষধ ব্যবহারের নিয়মটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

৺শিবঠাকুর পূজা করিয়া বিল্ব করাইয়া ঐ দেবতার মস্তকের বিল্বপত্র একটী লইয়া ঔষধ জড়াইয়া স্বর্ণ বাটীতে পুরিয়া গোধূলি সময়ে মস্তকে গলায় অথবা হস্তে ধারণ করিতে হইবে। যিনি ধারণ করাইয়া দিবেন তাহাকে ৩ দিবস স্পর্শ করা না হয়। ঔষধ ধারণ করিলে ২। ১ বার উক্ত বেগ হইলেও ভক্তির ত্রুটি না হয়। কিন্তু ধারণ করিলে ক্রমান্বয়ে শরীর গরম হইবে। তামাক, দধি, বর্ত্তমান রহা নিষেধ। পীড়া আরোগ্য হইলে ৮ দেব উদ্দেশে কিছু দান করিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে ১৮৮১ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে তত্রত্য জেলাস্থ আদালত সমূহে দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজীতে হিসাব পত্র রাখিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি এই বারেই তত্রত্যগুলি দেশীয় দরিদ্র ইয়াক অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অঙ্গে খড়্গ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল।

আজি কালি যে আয়ুব খাঁকে লইয়া ঘরা ঘরণ পড়িয়া গিয়াছে, অদ্য সংক্ষেপে আমরা তাঁহার জীবন চরিত লিখে বিবৃত করিলাম। আয়ুব খাঁ গত ২৭ ই জুলাই কুসকীনাথর নামক স্থানে সেনাপতি বরোসকে পরাস্ত করিয়া প্রায় তাঁহার ১২০০ শত রণনিপুণ সৈন্যের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। ইনি ইংরাজদিগের বর্ত্তমান বন্দী ইয়াকুব খাঁর ভ্রাতা। ১৮৬৮ অব্দে আমীন খাঁ যখন কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ইনি তৎকালে নগর পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৭৯ অব্দে ইয়াকুবকে সঙ্গে লইয়া খোরতর বিদ্রোহীর ন্যায় প্রত্যাগত হয়েন। ১৮৭৯ ও ৭১ অব্দে আমীরের সহিত ইয়াকুবের পুনর্মিলন হয় এবং আয়ুবকে হাকাজর খাঁ নামক ইয়াকুবের একজন বিশ্বস্ত অনুচরের স্থানাবসানে হিরাটের গবর্ণরী দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু কাহা স্থানা না হওয়াতে আয়ুব ১৮৭৯ অব্দের আগষ্ট মাসে ঐ আশায় আহম্মদ খাঁর সমভিব্যাহারে কাবুলে উপস্থিত হন। এই বারে তিনি আমীরকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে ইয়াকুব তাঁহার যথার্থ হিতৈষী নহেন। আপনি তাহার যে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সকলে আপনাকে সাবধান করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলে ১৮৭৯ অব্দে নবেম্বর মাসে আমীর ইয়াকুবকে দূর করেন। আয়ুব তৎকালে হিরাটে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইয়াকুবের কারাবরোধের সংবাদ পাইয়াই আমীর যাহাতে তাঁহার নিকট হইতে হিরাট না লইতে পারেন তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন আমীর এই সময়ে ফকীর আহাম্মদের অধীনে ছয় দল সৈন্য প্রেরণ করেন। আয়ুব যে সময়ে দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সৈন্যগণ সেই সময়ে হিরাটের নিকটে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করে। এই সময়ে আয়ুবের সখীয় সাথারি সেরদিল নামক এক ব্যক্তিকে দূত করিয়া দিলে তিনি কারারুদ্ধ হন। আয়ুব এই সময়ে হিরাট হইতে দশ মাইল অন্তরে শিবির সন্নিবেশ করেন। এই সময়ে কয়েক জন কুরদ দেশীয় লোক আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করে। নানা কারণে এই মীমাংসা হইয়া যায়। ১৮৮০ অব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে পারস্য দেশে প্রস্থান করেন। তিনি কার্ক নামক স্থানে অবস্থান করিয়া মেসেদের কতৃপক্ষের নিকটে আদেশ লইয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করেন। এই সময়ে কার্কের শাসন কর্ত্তা ফকীর মহম্মদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু আয়ুব তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন। মেসদের শাসনের কতৃপক্ষ তৎকালে আয়ুবের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন নাই, কিন্তু উপর হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। এবং দৈনিক ১৭৫ টাকা তাঁহা বিবাহক ব্যবস্থা হইয়াছিল। জেনারল ফকীর আহাম্মদকে পুনরায় হস্তার ভয় দেখানতে তিনি আবদল আজীজ খাঁর শরণাপন্ন হন। পরে তিনি তথা হইতে পলাইয়া আসিয়া আয়ুব খাঁকে 'আবগানস্থানে প্রত্যাবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পান। কাশগার খাঁও তাঁহাকে আনিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইয়াকুবের দুর্দশা দেখিয়া উহা দিগের কাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া আফগানিস্থানে আসিলেন না। তৎকালে তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন, আমি পারস্যে অবস্থান করিব। তবে যদি তাহারা আমার সহিত সদ্ব্যবহার না করে তবে তুরস্কে যাইব। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি পারস্য ইংরাজ মন্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া দিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে তিনি সেদেশ হইতে বিদায় হন। ১৮৮০ অব্দে আয়ুব আমীর মোহাম্মদের অধীনে ইয়াকুব খাঁর [illegible] তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাকে বিদায় করিয়াছেন।

ঈর্ষা মনের কতদূর কলুষিত করে, শঙ্কর পাঠক পাঠিকা তাহার উদাহরণ দেখুন। কাটোয়ার দুই জন যুবকের শৈশবাবস্থা হইতে মৈত্রতা এমন হয় এবং বয়সে সমপাঠী হইয়া ক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মধ্যে একজন সমপাঠী বি, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া কাটোয়া বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। অপর বন্ধুটী ক্রমে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। দ্বিতীয় বন্ধুটী ইহার মিত্রের উন্নতি অন্তরে শেলসম বলিয়া প্রতীত হওয়াতে এক দিন রাত্রে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতার কাশিপুরের [illegible] একটী বীবর কর্ত্তৃক একটী বৃক্ষটীর হত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষটীর উপর ছিয়াশী বলি খুলিয়া ঝুলান রহিয়াছে। কর্ত্তৃটীর অতি সাবধানে, এই কথাটী লিখন করিয়া পাঠকবর্গ আমাদিগের প্রতি আশ্চর্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। [illegible] কোন সময়ে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ইহার উপরোক্ত [illegible]

একজন ফ্রেঞ্চ ইংলণ্ডের ইংলিশ কারাবদ্ধ হইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি হইতে তাহে ফেলিক্স ডেলি সাহেব [illegible] করা হয় হইয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের মহা [illegible] ইনি বিশ্বনিয়ন্তার ভবিষ্যতে এই ধর্ম পুস্তক বিক্রয় না [illegible] করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

কাচের বিশ্বনাথ হইতে এলাহাবাদে অনবরত চারি সংটা কাথে দুটি হয়।

দুই জন স্বাস্থ্যোক্ত বেলজীয় ভদ্রলোক জবলপোর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্ত ও লুপ লাইনের নিকট বেচা পড়িয়াছে। ইহাদিগের নিকট দুই খানি ধারাল ছুরিকা ও আরসিনিক এবং বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত কতকগুলি বটীকা পাওয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের একজন ভদ্রলোক আপন স্ত্রী ও সন্তান সমভিব্যাহারে গমন করিতেছিলেন। হাবিলদার আবদার এবং ফেলিসি নামক দুই জন ইহার সেই শকটে উঠিয়া উক্ত ভদ্রলোকটীর উপর অত্যাচার করাতে ঈশ্বরের প্রসাদে টাকা রক্ষা হইয়াছে।

ইষ্ট সেক্রেটারি কলিকাতা হাইকোর্টের ৬৪ শ্রীযুক্ত অনরেবল আসলি সাহেবকে ১ লা জুন হইতে একল নিবিল সার্ভিসের কার্য্য হইতে বিদায় দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৮ ই আগষ্ট রবির হাটে অত্যন্ত ভয়ানক ভূমী কম্প হইয়া গিয়াছে যে সাতটী গৃহ চূর্ণিলাৎ হইয়াছে। ইহাতে কম্পন ১৫ মিনিট ছিল।

স্কোপ্যানির কাগজের মূল্য।

শতকরা	টাকা	হইতে	হইতে
"	"	১৮৭০ (১৮৭৪)	১০১ হইতে ১০১৷৵
"	"	[illegible]	[illegible]
"	"	[illegible]	[illegible] হইতে
"	"	১৮৭৫	১০৬৷৵
"	"	১৮৭৬	১০৭৷৵
"	"	১৮৭৭ (১৮৭৮)	১০১

হোয়াইটের এক খানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে কোলকাতের মহারাজ তাহার একটী পুত্রের জন্য ৮০০০০ টাকা দিয়া কুরপা নামক স্থানে একটী ষ্টেট ক্রয় করিয়াছেন।

সম্প্রতি লণ্ডনে তিন দিবস ধরিয়া অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ হইয়াগিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ প্রকৃতির উপশম হয় নাই। ইহাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা হওয়াতে বরফ পতিত হইতেছে।

১৫ ই আগষ্ট আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূল বর্ত্তি স্থান সমূহে ও চিকাগোতে এরূপ গ্রীষ্ম হয় যে তাপমান যন্ত্রের পারদ এক শত ডিগ্রী উত্থিত হয়। তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সংবাদে জানা গেল যদি গিয়াছে ১০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

রুশিয়ার খারকফ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন প্রফেসর সেক্সপিয়র পুস্তক রুষক ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকাবাসীরা জগতের প্রায় সকল জাতিকে সকল বিষয়েই টেক্কা দিয়াছেন। কি বিজ্ঞান বিষয়ে, কি বিদ্যা বিষয়ে, কি নূতন আবিষ্কিয়া বিষয়ে, কেহই তাঁহাদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ নহেন। সম্প্রতি গ্রাসথোর আসোসিয়েসন সভা দূর দেশে ডাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কটলণ্ডে তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পত্রের দ্বারা শিক্ষা দিবার জন্য তাহারা তথায় একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সকল বিভাগে অতি উত্তম উত্তম শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এই শিক্ষকেরা বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিয়া পত্র দ্বারা ছাত্রগণের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল পত্রের লিখিত বিষয় ছাত্রগণ উত্তম করিলে বিদ্যালয়ে গিয়া অথবা গৃহে বসিয়া তাহার আলোচনা করিতে পারিবে। তবে যে সকল বালক গৃহে বসিয়া পড়িবে তাহাদিগকে পাঠের রীতি পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রকারে পাঠ সমাপ্ত হইলে ঐ সকল শিক্ষক তথা সময়ে তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এবং পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া ভুল সংশোধন করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ছাত্রগণ সভার এই অপদ্ধতি কার্য্য প্রণালী দ্বারা ঘটলণ্ডীয় বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হওয়াতে ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ লোকই উহার পক্ষপাতী হইয়া দাড়াইয়াছেন, এবং স্ব স্ব দেশে ঐ প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

"এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন সমালোচকের গ্রাহকগণ সময়ে মূল্য না দেওয়াতে উহার আয়ুঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। অধুনা সমাজের একখানি সংবাদ পত্রের অন্তর্ধান হওয়া অবশ্য শোচনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমালোচক যেরূপ বিগর্হিত সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে উহার অবসাদ আমাদিগের তাদৃশ ক্ষোভ ও দুঃখের কারণ নহে। সৎ লোকের ন্যায় সংবাদ পত্রের যতই লোপ হয়, সমাজের ততই মঙ্গল"। লেখকের বোধ হয় সমালোচক সম্পাদকের উপর কিছু ঈর্ষা আছে।

ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞীর নিকট হইতে একটী ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধির নিকটে আসিয়াছেন। দূত প্রমুখাৎ এই সংবাদ অবগত হইয়া কাবুল যুদ্ধে অনেক ইংরাজ সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষ হতাহত হইয়াছেন তাহাতে রাজ্ঞীর অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম ২৬ এ আগষ্ট হায়দ্রাবাদের নিজাম মাহবুবুল অব রিপন রাজপ্রতিনিধিত্বের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উপলক্ষে আপন প্রাসাদে অতি সমারোহের সহিত একটী দরবার করেন। এই সমারোহে সার রিচার্ড মিড ও অন্য অন্য অফিসরগণ উপস্থিত ছিলেন।

আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৬৯১০২ মণ চাউল মজুত আছে। ইহার মধ্য হইতে ৬।০ লক্ষ মণ ব্যবহার জন্য রপ্তানি করা হইয়াছে।

সুবারবন মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি সভ্যনির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে অধ্যক্ষ তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। বাবু কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায় বলেন যে আমাদিগের দেশে সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সময় এখন উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক তিনি লোকরঞ্জনানুরোধে উহাতে মত প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু মিউনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে সুবার্ব সমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রেত নহে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতায় পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার কার্য্য এক্ষণে সুচারুরূপে চলিতেছে। ১৮৭৯ অব্দে পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবন্ধন ২৪৯৪ জন লোক দণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে অপরাধির সংখ্যা গত বর্ষে প্রায় ৪২৭ জন অধিক। এবং ইহাদিগের মধ্যে ৯৩ জন গরুগাড়িতে অধিক বোঝাই দেওয়াতে দণ্ডিত হয়। এতদ্ভিন্ন ঘোড়ার ও গরুর প্রতি অত্যাচারের নিমিত্ত ৮১৯ ও ১৪৯০ জন যথাক্রমে দণ্ড হয়। ঐ দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ৫৮২৭

টাকা করিয়া আদায় হয় তন্মধ্যে উক্ত সভায় এই টাকার অন্তাংশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়া জেনেরল ষ্টীম নাবিগেসন কোম্পনির মারলা নামক ষ্টীমর কাপ্তেন ফেডরিক টিটকিন উক্ত কোম্পানির ১০০ টাকা মূল্যের কয়েল দড়ী অপহরণ করিয়া নর্থ নামক জাহাজের কাপ্তেনকে বিক্রয় করাতে কলিকাতা পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কাপ্তেনের ৩ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। কাপ্তেনের এত ছোট নজর।

পোষ্ট আফিসে যে কয়েকটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টপদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ডেভলেটার আফিসের বরেড সাহেব পূর্ব্ব বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন। হুগলীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রাধাকান্ত দত্ত বরেড সাহেবের পদে, হিউইট সাহেব কৃষ্ণনগর বিভাগে, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম বিভাগে, হেইন মেদনীপুর এবং বাবু সূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একাউনটেণ্ট হইয়াছেন।

ভারতসভা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত অত্যাচার নিবারণার্থে যে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন তাঁহাকে বলিয়াছেন সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী হোম গবর্ণমেণ্টের অধীনে রহিয়াছে। লর্ড লিটনের ন্যায় লোকে যে এরূপ অন্যায় আইন প্রণয়ন করিবেন তিনি স্বপ্নেও তাহা মনে করেন নাই। লর্ড লিটন ত চলিয়া গেলেন যাঁহাদিগের উদ্যোগে এ আইনটী হইয়াছিল তাঁহারা এখনও সেই সেই পদে রহিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী যাহাতে রহিত না হয় তাহাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা। উদার প্রকৃতি লর্ড রিপন যদি ঐ আইনটী উঠাইয়া দিতে যত্নবান হন তাহা হইলে তাঁহারা ইহা অপেক্ষা আর একটী শুরুতর আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ হয় সেই চেষ্টা পাইবেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যাহা লিখিবেন তাহা অন্যায় বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দায়ী করিয়া যাহাতে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়াইতে পারেন আইনটী তদুপযুক্ত হয়।

৭ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ১২৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিসের এক ব্যক্তি বিস্তর মধুমক্ষিকা পুষিয়া রাখিত। প্রায় সকল সময়েই তাহার গৃহে ৮। ৯ শত চাক থাকিত। এই মধুমক্ষিকারা চিনির কল গিয়া এত চিনি খাইত যে যে বৎসর ইহাতে তাহাদিগের প্রায় দশ সহস্র টাকা ক্ষতি হইত। চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য যখন বড় বড় পাত্রে ভিজান হইত ঐ সকল মক্ষিকা তাহাতে বসিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা নিঃশেষ করিয়া দিত। কলের কর্ম্মচারীরা দংশন ভয়ে তাহাতে হাত দিত না। অধিক কি অনেক সময়ে তিনি সম্মুখে না পাইলে কর্ম্মচারিদিগকে দংশন করিয়া কলে বসিয়া চিনি খাইত এবং প্রভুর বাটী গিয়া মধুচক্রে সঞ্চয় করিত। প্রভু ঐ মধু বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতেন।

১৮৭৮ অব্দে অস্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি নিজ বঙ্গে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত মনুষ্য ও পশু এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক যত হিংস্র জন্তু হত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল। যথা—

১৮৭৮ অব্দে অস্ত্র বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার ৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৮৫ অব্দে ২১০৭ জন লোক ৭৪৫০ টী পশু হিংস্র জন্তু দ্বারা হত হইয়াছে এবং ৩৬১৭ টী হিংস্র জন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে ১৪৪১ জন লোক ও ৭১৩২ টী পশু হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় ঐ বৎসর ৪০২২ টী হিংস্র জন্তু মনুষ্য হস্তে নিহত হইয়াছিল। ১৮৭৭ অব্দে ১২৫৩ জন লোক ও ২৩৬০ টী পশু যেমন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হয় তেমনি ৪১৩৮ টী হিংস্র জন্তুকে মনুষ্যে বধ করিয়াছিল। এ হিসাবে ঐ তিন বৎসরের প্রতি বৎসরে গড়ে মনুষ্য ১৬০১ ও পশু ৮০৬৭ টী হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং ৩৯১৪ টী হিংস্র জন্তুও মনুষ্যকর্ত্তৃক হত হয়। ১৮৭৮ অব্দে ১৩৪৭ জন লোক ও ১৯০৭ টী পশু হিংস্র জন্তুতে বধ করে এবং হিংস্র জন্তুও ৮৬৫০ টী মারা পড়িয়াছিল। ১৮৭৯ অব্দে ১৭১১ জন লোকও ১১৯৯ টী পশু হিংস্র জন্তুতে নিহত হয় এবং ৫৫৪৩ টী হিংস্র জন্তুও মনুষ্যে বধ করে।

উত্তর পশ্চিম বিভাগের হাইকোর্ট হইতে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে আইন ব্যবসায়ীগণ নিজের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বে বাণিজ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মহা বিপদ। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, যেসমস্ত হৃদ ও মাদিষ্ট্রেটা চা, নীল প্রভৃতির ব্যবসায় করেন তাঁহারা কি মনোযোগ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন না? যাহা হউক এবিধিটী জনসাধারণের অপীতিকর হইয়াছে।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১১৮১৫০২ মণ চাউল মজুত ছিল। তন্মধ্যে ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার মণ রপ্তানির উপযুক্ত বিবেচনা করা হইয়াছিল।

আমেরিকাবাসী কোন এক পণ্ডিত পাহাড়ের ধারায় ত্রদের প্রবর্ণনী বেলায় রেলপথে চালাইবার মানস করিয়াছেন।

গত এপ্রেল মে ও জুন এই তিন মাসে কলিকাতার মাংসাশী অধিবাসিগণের উদর পূর্ত্তি জন্য ১ নং বৃষ ২৬৮১, ২ নং বৃষ ১৮৮১, গোবৎস, ২৮৪৮ মেষ ১৭৭৭৬ ছাগ ৬৮৬ ছাগ শিশু, ৩১৯০ অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৮১২ টী পশু হত হইয়াছে। ইহার পর কসাইকালী ও ভিন্ন ভিন্ন দেবীমন্দিরে কত ছাগ বলি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হাঁস কুক্কুটাদির ত কথাই নাই। হাঁস কুক্কুটের কম রোগে আমাদের বড় আসে যায় না কিন্তু গো বংশের লোপ হইলে বড় বিপদের কারণ। এখনি ঘৃত ইত্যাদির মূল্য বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আর কিছুদিন পরে হয়ত ভবিষ্য বংশ কি ভদ্র জন্য গাভী পাওয়া দুষ্কর হইবে।

বাবু রামচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, আমেরিকাবাসী এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যখন তাঁহার বাটীতে গমন করেন তখন তাঁহাকে প্রথমে বাটীর সদ্যস্থ ঘণ্টা বাজাইয়া দুই একটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তৎপরে বাটীর কোন স্থান হইতে এরূপ একটী শব্দ উত্থিত হয় যে বাটীর সমস্ত লোকে তাহা জানিতে পারেন। আবার যদি কোন ব্যক্তি এক তলের বৈঠকখানা গৃহের উপর যাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রকার ঘণ্টা শব্দ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে হয় এবং পরে অন্তঃকাষ্ঠ একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি নিম্নে নামিয়া আইসে ও তাঁহাকে একবারে উপরে লইয়া যায়। একদা একজন এদেশীয় প্রথম শ্রেণীর লোকদ্বারে সহসা আঘাত করিয়া একটী মন্ত্রের ন্যায় তাহার সদ্যস্থ আসিবার নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিলে এবখানি ফুসফিত রথ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি তদুপরি আরোহণ করেন। ক্ষুধা বোধ হইলে তিনি কিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্যের প্রার্থনা করেন এবং একটী মেঘ উর্দ্ধ দেশে উত্থিত হয় ও তৎক্ষণে তাহা নিম্ন দেশে নামিলে দেখা যায় যে তদুপরি নানাবিধ আহারীয় সজ্জিত রহিয়াছে। পরে যখন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয় তিনি নিম্ন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, পরক্ষণেই একটী উত্তম শয্যাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারি বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র তিনি পীড়িত হইয়া সবকাশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আষাঢ়ী ২ রা সোমবার তিনি নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল আমলাদের বেতনের লোকমটী ডেপুটিগেজেট অধীনস্থ ডেপুটিদিগের সাহস [illegible] নিয়ে ও উহারা যাহাতে মহিলা গমন করিতে না পারে তাহার উপায়-স্থান করিয়াছেন। তত্রত্য সাধারণ সাধক সেবন উঠা-ইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছে যাহাতে তাহারা বেতনের অপ-চারির মধ্যে সাধক [illegible] ব্যবহার করিতে আর সাহস না করে। এই সামান্য পাঠে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। অপর কার [illegible] এই দুষ্টান্তটী দর্শন করিলে যদি [illegible] তাহা হইলে মাদকসেবী যুবক [illegible] হয় সন্দেহ নাই।

[illegible] উপর যে সেতু আছে তাহার কথক [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণরের আদেশ-পত্রদ্বারা নিয়োগ।

[illegible] ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১১ ই আগষ্ট। [illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী [illegible] ডেপুটী কালেক্টর এচ, ডি, কুক সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] ক্ষমতা করিলেন।

বরিশালের অন্তর্গত কুর্ম গ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস উক্ত [illegible] সমস্ত ক্ষমতা বলী হইলেন।

বরিশালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা বলী হইলেন।

পাবনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] এচ, ডে সাহেব [illegible] দুই মাস কাল [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের [illegible] পদাভিষিক্ত [illegible] বিভাগের [illegible] ক্ষমতা বলী হইলেন।

[illegible]

[illegible] পদে [illegible] বাবু বিহারীলাল [illegible] ক্ষমতা বলী হইলেন। [illegible] অনুপস্থিতি কালে [illegible] আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

মিষ্টর ডিলনের পরিবর্ত্তে সার হার্কিউলিস রবিনসন কেপ কলনির গবর্ণর হইলেন।

আসল লিটন গত কল্য পোর্টস্মাউথে উপনীত হইয়াছেন।

ডিলাহের মুটিওয়ালা ও সওদাগরদিগের একজন প্রতিনিধি গত কল্য ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে মেল এখন বড় বিলম্বে বিলাতে পৌঁছায়। অতএব যাহাতে সপ্তাহের প্রথমেই পৌঁছায় তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রতিনিধি তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়াছেন এখন মেল আসিবার যে বন্দোবস্ত আছে তাহা ভাল নয়, তাহার পরিবর্ত্তন বিষয়ে তিনি বিবেচনা করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের কাগজের উপর মুদ্রাকরীর প্রচলিত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৮ ই আগষ্ট। টেহি তুর্কীস্থানের বিদ্রোহ টেপিতে বিস্তর রুষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। বিদ্রোহিদিগের সহিত শীঘ্রই ইহাদিগের যুদ্ধ হইবে সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি আফিসের কমল হইতে বলিয়াছেন সেনাপতি বরোসের পরাজয়ের অনেক পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল কাবুল হইতে সৈন্য সংক্রামন করা হইবে। এক্ষণে যে তাঁহার পরাজয় নিবন্ধন সৈন্য উঠাইয়া আনা হইবে তাহা নহে। কেবল ইুয়ার্ট কাবুল পরিত্যাগ করিবার বিষয়ে মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এমি নিশ্চয় যে অধুনা আফিসিদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। আমরা রহমানকে রক্ষা করিবার বিষয়ে অঙ্গীকারের বড় পাইবার আবশ্যক নাই কারণ তাঁহার সহিত অঙ্গীকারের সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই।

ম্যাকনেল সাহেব উইকসোবে প্রধান বন্দোবস্তকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গত কল্য ডিসরেলির এতদেশ লোক ছয়বেণে সাহেবকে লর্ড বীকন্সফিল্ড স্থানে নিয়া মহারাণীর মন্ত্রিবিদ্যা গ্রহণ সাহেব ও তাহার দুটী পুত্রকে গুলি করে। ওয়েব তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছে। তাঁহার একটী পুত্র এখনও জীবিত আছে অন্যটী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কয়েক ব্যক্তি এই উপলক্ষে মৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। ইংরেজেরা প্রথম প্রথম রাজকীয় ভূত্যের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ৯ ই আগষ্ট। তুর্কের সাম্রাজ্যরক্ষার মন্ত্রী সিনাইদিগকে তুরাজানা নামক স্থানে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। ইংলণ্ডীয় ভাগের ষ্টেট সেক্রেটারি গত সপ্তাহে যে বক্তৃতা করিয়াছেন ইয়োগোপীয় পত্রকার এরূপ বলিয়া যে পরামর্শ দিয়া করিয়াছিলেন তদনুসারে কার্য্য হইয়াছে, তুর্কের যে পতন সম্ভাবনা ছিল এই উপলক্ষে তাহা নিবারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই আগষ্ট। কাবুল হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করা বিষয়ে গত বক্তৃতায় লর্ড বীকন্সফিল্ড যে সংশোধন করিয়াছেন তদনুসারে ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন, সৈন্য তুলিয়া আনিবার বিষয়ে সরকর-কটকে যে আদেশ করা হইয়াছিল, তাহা রাজনীতি অনুসারে হে মাত্র সাংগ্রামিক নীতি অনুসারেই হইয়াছিল এরূপ বলা যেতে তাহার অন্য ধারা করেন।

সেনাপতি বাবী কটীয় ও কয়েকজনের নামক ছই শান্তি প্রাপ্তির হুকুমজারি করিবার পূর্ব্বে পরামর্শ করিতে গিয়া মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই আগষ্ট। গত বক্তৃতে কমল হাউসে কুবিনাথন নামক হুনে সেনাপতি সরোসের পরাজয় সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয়, যুদ্ধ কার্য্যের সেক্রেটারি প্রকাশ করিয়াছেন, পরাজয় সম্বন্ধে সেনাপতির কসুর কোন তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া শীঘ্রই তাঁহার অপরাধ ঘোষণা করা হইবে।

জমরার্স সাহেব ইণ্ডিয়া আফিসের পূর্ব্বকার্য্য বিষয়ের সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন

কনষ্টান্টিনোপল ১০ ই আগষ্ট। খেদিভ সাহেব বিদেশীয় কার্য্যের সেক্রেটারি আবিডিন পাশাকে বলিয়াছেন, ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্য ও গ্রীসের নীমা সম্বন্ধে যদি সভায় যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহার আর কিছুই পরিবর্ত্ত হইবে না।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১০ ই আগষ্ট। সেনাপতি কফমান রুসের সহিত চীনের বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সীমা প্রদেশ নির্ণয় ও আপাত সৈন্য শিবিরে পরিদর্শন করিবার জন্য ৭ ই তারিখে পিটরসবর্গ হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাউলপিণ্ডী।

রাউলপিণ্ডী ষ্টেসনের নিকট শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুন্সি সঙ্গের সময়, ১৫০০ টাকা লইয়া উক্ত সহরের নিকটস্থ পুলের নিকট দিয়া সদর বাজারে আসিতেছিল, এমন সময়ে তথায় হঠাৎ কয়েকটী লোক আসিয়া, উহাকে বন্দুকিত প্রহারের পর, সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে পুলিষ ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, কিন্তু কোন মতে কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাইতেছেন না।

রাউলপিণ্ডির পে আফিসের সম্মুখে ১ টী ঘোড়া সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি রাউলপিণ্ডির সদর বাজারের একটী সরাইয়ে ছইটী গোমস্তা এক রাত্রের নিমিত্ত বাসা করিয়াছিল, তাঁহাদের সঙ্গে ছই জন চাকর ছিল। কোন প্রকারে রাত্রে অবসর পাইয়া একটী চাকরের নিকট ছুরি না থাকায় কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্যটীর নিকট হইতে ছুরি লইয়া তাহার অপর মনিবের মনিব্যাগ কাটিয়া তন্মধ্যে যাহা কিছু ছিল সমস্ত হস্তগত করে, কিয়ৎক্ষণ পরে মনিব্যাগের কথা স্মরণ স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে দেখিল তন্মধ্যে কিছুই নাই। তৎক্ষণাৎ পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে অনেক অনুসন্ধানের পর স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে ঐ ব্যক্তি লইয়াছে, এক্ষণে পুলিষে আছে।

শান্তিপুর।

এখানে স্বাধীন বিচারালয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিচারকার্য্যে প্রত্যাশানুরূপ ফলদায়ক উপকার হইতেছে না। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাদরবরাদী পাইলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পুলিষের ন্যায় মকদ্দমার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিয়া থাকেন, কিন্তু বিচার কালীন শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেন না, এতদ্ভিন্নস্থান স্বাধীন বেঞ্চের দ্বিতীয় অধিবেশনদিনে কোন মোক্তারের সহিত উক্ত মাজিষ্ট্রেট বাবুদের তুমুল বাক্য যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্তর মোক্তার বাবু ক্ষমা প্রার্থনা করাতে প্রস্তাবিত যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সেরূপ প্রণালীতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা কার্য্যকারী করিয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত ব্রীড়াজনক। বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ও মোক্তারদের কোলাহলে বিচার মন্দিরটী এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে, অকস্মাৎ কোন আগন্তুক ব্যক্তি উহা শ্রবণ করিলে তাহার মেজোরাটা বলিয়া ভ্রম জন্মে।

বিগত ২৮ শে শ্রাবণ বুধবার এখানে শ্রাবণ মাসের অনুরূপ বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এতদ্বিবন্ধন সমুদায় সরোবর, বিল, খিল, ডোবা, কূপ ও ভাগিরথী জল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বৃষ্টি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বিগত ১২৭৩ সালের ৩০ এ শ্রাবণের বৃষ্টির ন্যায় স্থানীয় লোকেরা হাটখোলার জোয়ারিদিগের রথের উপর উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিত সন্দেহ নাই। প্রাচীনেরা কহিতেছেন যে, এবৎসর ২৮ এ শ্রাবণ যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছে, এমন বৃষ্টি তাঁহারা অনেক দিন দৃষ্টি গোচর করেন নাই।

সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনিয়র সাহেব এখানে আগমন করিয়া ভাগিরথীর কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, উক্ত ইঞ্জিনিয়র সাহেব শান্তিপুরে একটী কুঠাট সংস্থাপন করিবেন।

আর কাল বর্ষা সমাগমে এখানে জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ডাক্তর বাবুদের অকাদশ মুহূর্ত্তি আর কি? প্রতি গৃহস্থকে প্রতিবার ছই টাকা দর্শনী ও ছয় আনা পাওনা তাহা বিনে হইবে এতদ্ভিন্ন ঔষধের মূল্য স্বতন্ত্র। স্থানীয় কবিরাজ মহাশয়েরা এক মাস চিকিৎসা করিয়া ছই টাকা দর্শনী পান না, কিন্তু ডাক্তর বাবুদের তাকিলে হইলেও সংস্থাপিকে দর্শনী ও ঔষধ ভাড়া অন্য প্রদান করিতে হয়।

ষ্টীমারোপরিস্থ যাত্রিদের ঘাটে লঞ্চাউনিয়ের অত্যাচার হইয়াছে। কয়েক দিবস হইল কোন ডাকাকিনী গঙ্গাস্নানে একাকিনী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহাকে কোন লাসিদ বেগতা। লম্পট আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হয়, ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সময় একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ঘাটে স্নান করিতে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকটীর সতীত্বরত্ন রক্ষা করিয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, ঘাটের ভদ্রলোকেরা একত্রিত হইয়া উক্ত ঘটনার সম্যক

...

...

...

সমর্থন করেন? ফলতঃ যে বিষয় আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞান ও ধারণার অতীত, তাহা লইয়া তর্ক করা জগতের কল্পনা করিয়া তাহার রূপ স্থির করা অথবা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ধ্যানের পরম শিক্ষা গুরু, পাতা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা কতদূর যুক্তি সঙ্গত কার্য্য তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। বাস্তবিক জগৎকারণ অপরিজ্ঞেয় (১) এ পর্য্যন্ত বলিলেই সকল তর্কের মীমাংসা হইতে পারে।

একান্ত বশংবদ
শ্রীরাজবিহারী দাস।

আমরা সোমপ্রকাশের মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ের তুমুল আন্দোলন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। ভগবতী বাবু, রাজবিহারী বাবু, বিহারী বাবু ও বেচারাম বাবুকে ধর্ম্মযুদ্ধসমর-নিপুণ বীরের ন্যায় সমর হইতে দেখিয়া আমাদের ধর্ম্মোৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভগবতী বাবু ভগবদ্বিচার কথা তুলিয়া মনুষ্যমাত্রকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিহারী বাবু রাজবিহারি বাবুর ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখাইয়া ঈশ্বরবাদিদিগের কিরৎ পরিমাণে ভ্রান্ত দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; রাজবিহারী বাবু, ভগবতী বাবু ও বিহারী বাবুর লেখনে প্রতিবাদ করিয়া পরাক্রমে নিজ তার্কিকী শক্তি, গুরুপ্রসাদিতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে সুখী করিয়াছেন; বেচারাম বাবু নিরীশ্বরবাদের দুষ্কৃতা আপত্তি খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়াও সেশ্বরবাদের পোষকতা করিয়া আমাদের নিতান্ত অনুরাগভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, আপনিও প্রবীণ সম্পাদকোচিত ঈশ্বর-নিষ্ঠার বিহিত সদুপদেশ দিয়া মনুষ্যমাত্রকে আনন্দিত করিয়াছেন। যাহা হউক কেহই রাজবিহারী বাবুর (সাংখ্যাদর্শনের) তীব্র তেজস্বী বুদ্ধি-বিনিক্ষিপ্ত শঙ্কা সমাধানে প্রবৃত্ত না হইয়া অথবা তাঁহার গূঢ় মর্ম্মার্থ প্রতিপন্ন না করিয়া তাঁহাকে সহজেই সমস্বরে "নাস্তিক" বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন। তিনি প্রকৃত নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার লিপিকৌশলে তাঁহাকে নাস্তিক বলিতে সাহস হয় না। তিনি "নিরীশ্বরবাদী" বলিয়া নাস্তিক হইতে পারেন না। তিনি আরো পরমাত্মার সত্তা মাত্রেরই অস্বীকার করেন নাই। তিনি "অস্তি সর্ব্বগতং শান্তং পরমাত্ম মহং শুচি। অচিন্ত্যং চিন্মাত্রবপুঃ পরমাকাশং মাতৃতং॥" সর্ব্বগত শান্ত অর্থাৎ মায়াবিক্ষেপ রহিত শুদ্ধ, মায়াহীন, অচিন্তনীয়, নিরন্তর পরমাকাশ ন্যায় বিস্তৃত, কেবল চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন) বিশ্বাস করেন না অথবা (তন্ত্রক লোকের মতে) তিনি বেদ অগ্রাহ্য করেন তাঁহাকেই নাস্তিক বলা যায়। রাজবিহারী বাবু পরব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই এবং 'আপ্ত বাক্য' বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তবে কি কারণে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জনসমাজের সমাদর হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি সেশ্বর ও নিরীশ্বর বাদের আমার নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি মধ্যে সাধারণ সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিরালম্বোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "অচিন্ত্যোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনাদ্যন্ত শুদ্ধং শান্তং নিরঞ্জন নিরবয়ব নিত্যানন্দং অদ্বৈতৈকরসং অবিকৃতং চৈতন্যমাত্রং ব্রহ্ম।" অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্তরহিত, পবিত্র, শান্ত, নির্গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাতীত) নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, নিত্য সুখ ও নিত্য জ্ঞানাদি স্বরূপ অবিকৃত চৈতন্যই ব্রহ্ম। আর "প্রত্যেক স্বপ্রকৃতি শঙ্কাতিরেকমাশ্রিত্য লোকান দুষ্টাদৃষ্টমার্গদ্বয়ে পথিষা প্রধাবীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয় নিয়ম্য স্বাধীশ্বরঃ।" অর্থাৎ যে পরমাত্মা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক মনুষ্যদিগের প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একাধিক স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "গুণেষমক্তবুদ্ধীনাং" অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থাগত অর্থাৎ পৃথক পৃথক পদার্থ তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতুল নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর নামে অভিহিত কিন্তু ইহাঁরাও প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়াছেন "ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তা মায়য়া কল্পিতাঃ পৃথক্" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াবিরচিত। মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃক সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বা ঈশ্বর প্রাকৃতিক সংসর্গ আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মা জগতের বিধাতা হইতে পারেন কিন্তু তিনি স্রষ্টা হইতে পারেন না। চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই সৃষ্টিস্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন ও জগৎ প্রকাশিত হইল, "ইচ্ছা হইল তাই জগৎ প্রকাশিল" এরূপ মত অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয় না, কেন না নির্লিপ্ত পুরুষের ইচ্ছা হইতে পারে না। ইচ্ছা, জ্ঞানাত্মক পদার্থের ধর্ম্ম, কার্য্য উৎপাদনের প্রয়োজন সিদ্ধির মূল, প্রয়োজনসিদ্ধি অভাব পূরণ করিয়া থাকে, সুতরাং যিনি ইচ্ছাযুক্ত তিনি অভাবযুক্ত বা অপূর্ণ পুরুষ। অভাবের ব্রহ্মের ইচ্ছা হইতে পারে না। যদি কখন ইচ্ছা না হইতে "ইচ্ছা" সম্বন্ধে তিনি অপূর্ণ হইতেন। "ইচ্ছা" তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। (যখন জগৎ ছিল না) তৎপরে হইল, আমরা এই মতের প্রতিবাদ করি, ইচ্ছা তাঁহার "থাকিতে" পারে, কিন্তু "হইতে" পারে না, তাঁহার ইচ্ছা নিত্য। যদি তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করা যায় তবে তাহা অনাদি, কারণ। তিনি অনাদি হইলে তাঁহার প্রকৃতি বা ইচ্ছা অবশ্যই অনাদিকাল সিদ্ধ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ থাকে না, তবে যখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিদ্যমানতা তখন হইতেই জগৎ, অতএব জগৎ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান আছে। প্রকৃতির স্বভাব বশতঃই ইহা বারম্বার প্রকাশ ও বিলোপ হইয়া থাকে। মানবের বেচারাম বাবু লিখিয়াছেন যদি "এই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগেই সৃষ্টি হইল, সংযোগ করিল কে? পুরুষ না প্রকৃতি? তিনি এই উভয়ের সংযোগকর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর।" সেশ্বরবাদের এই সমীচীন যুক্তি আমরা নিরীশ্বরবাদের পোষকতা করিব। কেন না পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন না নিত্য সংযুক্তভাবে অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। উভয় কাল সহকারে বা কোন শক্তি কর্ত্তৃক পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে সংযুক্ত হন নাই। উভয়ের সংযোগকর্ত্তা কেহ নাই সুতরাং এ মতে ঈশ্বরও নাই।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট অথচ এই তিন গুণ নিয়ন্তার আজ্ঞাকারী বা আয়ত্তাধীন যিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে তিন গুণ বিশিষ্ট বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সংযোজকত্বরূপই তাঁহা প্রতিপাদন করিতেছে। শাস্ত্র ও বেদপুরাণ মহাত্মাগণ তাঁহাকে স্বয়ম্ভূমান, দয়াময়, শিক্ষিতা, পরিত্রাতা প্রভৃতি পুরুষ শাসনকর্ত্তা আদি বলিয়া ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং তিনি গুণত্রয়ের অধিপতি না হইলে এই সকল ঘটনা করিতে পারিতেন না; কাল প্রেরণাদি দ্বারা গুণত্রয়কে নিজ অধীন করিতে পারিলেই প্রাকৃতিক শক্তির উপর আধিপত্য করিতে পারে। অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে; যোগী এই এই গুণাতীত অবস্থাপন্ন হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন। শাস্ত্রে "ভগবান বশিষ্টদেব" "ভগবান শুকদেব" "ভগবান শঙ্করাচার্য্য" এরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আপনি যেমন নিজ পুত্রের জন্মদাতা হইয়াও পুত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ঈশ্বর

(১) ইহাদ্বারা আমাদের একথা প্রমাণ হইবে না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোনরূপেই জানিতে পারা যায় না, তবে ঈশ্বর কি বস্তু তাহা কেহ বলিতে পারে না, সে বিষয় পরে লিখিব। স

ঽ৩শ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩৫৩৩ স্থষ্টিকর্ত্তা মানেন। অন্য যাঁহারে আপনি অন্য যাঁহারে আবদ্ধ করিতে পারে না, সেই মুক্ত পুরুষই ঈশ্বর, অতএব প্রাকৃতিক আদিম পুরুষো নামই ঈশ্বর তিনিই বিধাতা, তাঁহা হইতেই বিশ্বসংসার চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহাতে তাঁহা কখনো বিধান করিবার কোন বিশেষ হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি মঙ্গলস্বরূপ তিনি, তাঁহার আরাধনা করিলে আমরা সেই মোক্ষ হইতে পারিব, এ কথা তিনি আমাদের উপাস্য। সাধু প্রতি ভক্তি পুরুষে মনোযুক্তি সমর্পণ করিলে যেমন সাধুভাব লাভ করিতে পারি, তদ্রূপ সমস্ত শক্তিসম্পন্ন সদা মুক্ত ঈশ্বরকে মন প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক উপাসনা করিলে আমরা মুক্তি লাভ করিব। এ জন্য ঈশ্বর আমাদের ... নিজে আমরা সেই না হইলে তাঁহার ... স্বর্গ স্বভাবের পুরস্কার ও তিরস্কার করিবার ... প্রাকৃতিক নিয়ম পালন না করিলে ... ঈশ্বর আমাদের সুখ ... নিয়ন্তা হইলেন তাহাতে বিশেষ আপত্তি ... কিন্তু কথা যদি পুরাণ কারণ হয়, তবে ঈশ্বর অবশ্যই সম্ভাবনীয়। অপর অনেকের ভ্রম ও ঈশ্বর ... বাবহার করাতেই এই ভ্রান্ত আক্ষেপ ... ঈশ্বরই "ঈশ্বর" শব্দের ... লোক লেখেন, তাহাদিগের মধ্যে ঐক্য "ঈশ্বর" ... করিয়াছেন যাহা, তাহারা ব্রহ্মের ... বিষয় বিবেচনা করেন নাই। "অস্তি" ... ... নির্দ্দেশ করিলেই ...

... ... } সম্পাদক
... ... } শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন।

... ... বিজ্ঞাপন।

... ...

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিদ্যাদর্শ	৸০ আনা
কৃষিতত্ত্ব	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৵০
ঐ ২য় ভাগ	৵০
ঐ ৩য় ভাগ	৷৷০
নিসর্গ সুন্দরী	৷৷৵০
ঘোষণা কাব্য	৵
সাধন শুদ্ধ	৸০
বেতালের বিলাপ	৷৷০
সংকেতসার	৵১০
সভ্যতা সোপান	৷৷০
সোদামিনী	১৵
কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ।	৷৷০
ঐ ২য় ভাগ	৷৷০
বিধবাবিবাহিতা	৸০
বনবধূ বিলাপ	৷৷০
অবকাশ রঞ্জিনী	১
বালীবধ কাব্য	১
নিরাশিতের বিলাপ	৷৷০
ভারতীয় গ্রন্থাবলী	১
কাশি। কুসুম	৵৷৷০
বিপুরার ইতিবৃত্ত	৷৷০

ব্রহ্মচারী দত্ত মহোদয়ী।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উদর বিকার হয়। ১১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৩ টাকা। ১ দিনের ঔষধ ৵৷৷০ আনা। ডাকমাশুল ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্ট
সিদিরগোপড়া বেনারস

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৫ টাকা। মাসিক, পাক্ষিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কোন গ্রাহককে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। ভূদেববাবুর প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মুক্তকটক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। সিপাহিকা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ভিন্নই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙড়িপোতায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রতিষেধ প্রণালী বিস্তারিত লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগ নিদানের লক্ষণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও ঔষধোপযোগী চুর্ণ্যাদির দর্শন, পরিমাণ, অনুপান, সহযোগ প্রভৃতির প্রকারান্তর প্রদান সহিত সকলের ভাষা অনুবাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, রোগীর পরীক্ষা, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, নয় শরীরের চিহ্ন বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পাঠোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

ভারতবর্ষীয় মহারাজাধিরাজ মহামান প্রদেশাধিপতি
রাজাদের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।
১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সম্পূর্ণ রোগের নানাবিধ-সাধু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলরস্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনস্থল (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশি মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, অরুচি, [illegible] ও বন্ধ্যা প্রভৃতি [illegible]

১ কৌটা মূল্য [illegible]

মাত্রাকল্পে।

ইহা [illegible] অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় [illegible] ও [illegible] ও পুষ্টি কারক প্রভৃতি [illegible] ও সুগন্ধ ও সুপাচ্য হয়।

১ শিশি মূল্য [illegible] ডাকমাশুল ৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদির নিমিত্তে আবশ্যক হইলে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের সূচী বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। [illegible] দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵০। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

সঙ্কট তৈল।

অর্শ ঠাম শিশি ১ টাকা, পার্শিল ৵০ আনা। কোরা, খুস, কটকট, বেদনা, সনসন, তোঁ তোঁ করিয়া ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৵০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, মেড়ে হওয়া, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারিলাল বসুঃ
৩৫ নং গোবিন্দাখান
ডুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

ঔষধ।

SIGHT PRESERVER.

১। দৃষ্টি রক্ষক নামক সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগের এক মাত্র মহৌষধ। মূল্য ১, ডাক মাশুলাদি ৵০।

২। প্রবল রোগ নূতন পুরাতন যে প্রকারেরই হউক না কেন, জ্বালা যন্ত্রণা মূর্চ্ছাবস্থা শুষ্কতা উপসর্গ নিবারিত হইয়া নিশ্চয়ই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। মূল্য ৬ টাকা ডাক মাশুলাদি ১ এক টাকা মাত্র।

PROPHYLACTIC FOR HYDROPHOBIA

১। বিষ শব্দের দ্বারা শরীরে মনুষ্যকে দংশন করিলে যেই দংশন জনিত বিষ নিবারক মহৌষধ, রোগী বিষ হইলে এমন কি বল কিম্বা অন্যান্য দেখিয়া ভীত হইলেও (বা ভয় পাইয়া কিম্বা ভয়ে ভয়ে) ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। দংশন দেওয়ার পর যে কোন সময়ে ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে পরিণামে কোন ভয় থাকে না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১০ টাকা। ডাক মাশুল ১৷৷০।

৪। সর্ব্ব প্রকার ক্ষত রোগের মহৌষধ, ইহা দ্বারা পুরাতন গলিত, পাচন এবং উপদংশ জনিত সর্ব্ব প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়; বিশেষতঃ অল্প মাত্রায় মালিস করিলে সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগ নাশ হইয়া থাকে। মূল্য ২ টাকা মাশুল ৵০।

আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা পাইতে পারিবেন।

আবশ্যক হইলে কলিকাতায়, সিমলা ৫৭ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্তের নামে মূল্যাদি সহ পত্র লিখিবেন।

যিনি এক দিবসে দশবার দর্পণে স্বীয়মুখ প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ সুসার জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

বিদ্যুল্লতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে, সুন্দর বোর্ড পুস্তকাকারে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও সংস্কৃত কলেজ স্টোরার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সমূহের কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (... পেজি রয়েলের ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালেশ্বর
বারকোট পোষ্ট আফিস
উৎকলী।

শ্রীহারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বানন্দ মজুমদার—কলিকাতা ৵১
" " ঈশানচন্দ্র বসু—কলিকাতা ৵১
" " হরনাথ মিত্র—রাঙ্গপুর ৩৷৵০
" " হরিকিশোরচন্দ্র—কলিকাতা ৵১
" " কালীকৃষ্ণ চৌধুরী—ভাগীরথপুর ১৷০
" শ্রীমন্মাধব মুখোপাধ্যায়—ছাপরা ৩
" " কার্ত্তিকচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়—রাজমহল ৭
" " দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—টাঙ্গাইল ১৷০
" " মহীচরণ মিত্র—ইন্দোর ৭
" " বলরাম দাস—সিমলিয়া ১৷০
" " হরিহর ঘোষ—পঞ্চাননতলা ১৷০
" " রাধাকান্ত বসু—বড়বাজার ৭
শ্রীমতী কাদম্বিনেহা চৌধুরাণী—ত্রিপুরা ১৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা সাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, ড্রাফ্ট, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ইতি এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ১৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ৮ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ২৩ এ আগষ্ট। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসময় পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৬ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও তাগাজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, নোয়াপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পাঠকবর্গের সংগৃহীত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ৯৷১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু ভরদাম চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত বাবুদ্বয়ের হস্তে বা উক্ত বাবুদ্বয়ের নিম্নোল্লিখিত কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

প্রেরিতপত্র।

উদ্ভ্রান্ত যুক্তি।

সোমপ্রকাশে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া ঘোর বিসম্বাদ চলিতেছে। ইহাতে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। করুণাময় বাৎসল্যপূর্ণ "পিতৃণামপি পিতা" ঈশ্বর আছেন, ইহাও প্রমাণাপ্রিত হইল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে অনেকে অনেক প্রকারের তর্কে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাতে তাঁহারা যথোচিত কার্য্যের জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর নাই, পিতার পিতা নাই, একথা বলাতে যে কেবল একটী ভয়ঙ্কর মিথ্যা কথা বলা হয় এমন নয়, পিতার ন্যায় স্নেহ ও প্রেমের অস্বীকার করায় মহতুর কৃতঘ্নতাপাপে কলুষিত হইতে হয়, পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় ধরার পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় স্নেহপূর্ণ ও পিতার অপেক্ষা অচিন্তনীয় প্রেমাপিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করণে ততোধিক, তদপেক্ষা কৃতঘ্নতাপাপে নিপতিত হইতে হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেখানে (নাস্তিক কেহ আছে কি না, থাকিতে পারে কি না, সন্দেহ) তাঁহারা কি ভয়ঙ্কর পাপে নিমগ্ন হন, তাহা নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠিয়া একবার ভাবিয়া দেখুন। মনে কর তুমি একটী জমীতে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া, উহার চারি ধারে আম কাম প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিয়া, ঐ পুষ্করিণীটী এবং উহার সমেত আর ত্রিশ বিঘা জমী, একটী ব্যক্তিকে ধনপত্র লিখিয়া দিয়া ভোগ করিতে দিলে। বিশ বৎসর পরে যখন এই ব্যক্তির পৌত্রাদি ঐ জমিটী ভোগ দখল করিয়া উহার উৎপন্ন ফলে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া উহার সমস্ত উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে, তখন তুমি এক দিন উহাদের তোমাকে তুমি দাতা বলিয়া স্বীকার করে কি না জানিতে ইচ্ছুক হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলে। কিন্তু তথায় বসতিকারেরা তুমি ভূমিতে উপস্থিত হইয়া আর বলিল "কেহে তুমি?" তুমি বলিলে, "আমি তোমাদের পিতামহকে এই জমিটী প্রদান করিয়াছি। তাহারা বলিল "এমনী আমাদের সৌভাগ্য, আমরা তোমায় চিনি না, তোমাকে জানি না।" এই বলিয়া তোমাকে গালাগালি দিতে লাগিল ও মারিতে উদ্যত হইল। এমন অবস্থায়, তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়? আর তোমার সামান্য দয়া, তোমার সামান্য দান, আর উহার সহিত অতিস্থ ঈশ্বরিক দয়াদির তুলনা করিয়া দেখ। ঈশ্বরকে অস্বীকার করায় যে কি ভয়ানক পাপে পতিত হইতে হয়, বুঝিতে পারিবে।

বাস্তবিক ঈশ্বর নাই, ইহা কেবল মানুষের বিকৃত হৃদয়ের মানসিক প্রকৃতি ও ভাবনার ফল মাত্র। পিতারও পিতা ছিলেন, তাঁহারও আবার পিতা ছিলেন, কার্য্যের কারণ আছে, ইহাদি এই অনুমান ক্রমেই সৃষ্টির যে প্রষ্টা আছেন, তাহা আমাদের প্রতীয়মান হয়। আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে দেখি নাই, তবে কি বলিব আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না? কখনের উপরে একটী গরুকে দেখিয়া আমরা কি বলিব এই পদার্থটী আপনিই হইয়াছে, কোন মানুষ চলিয়া যায় নাই? তেমনি আমাদের অতীতকালের জ্ঞান নাই, আমাদের দর্শন শক্তি বস্তুর যাথার্থ্য দেখিতে সমর্থ হয় না, আমরা চিরস্থায়ী নই, আমরা এমন দৈবনিক বাক্যের জন্য, দোষ দিতে চাও বল, যাহা আমাদের হৃদয়ে প্রদত্ত হয়, তাহাই বাহ্যিক জ্ঞান যন্ত্রে করিয়া জ্ঞান দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণ হইতেছে হয়। কিন্তু চিন্তা অতিশয় ও অযত্ন, তোমার পিতার পিতার

দেখিলেও, না স্পর্শ করিলেও, না শ্রবণ করিলেও, উৎপত্তির পরম্পরা, কার্য্য কারণের পরম্পরা দেখিয়া, আমাদের একটী অবিচলিত ও অমোঘ উপলব্ধি হয় যে যাহা আমরা দেখি নাই স্পর্শ করি নাই শ্রবণ করি নাই এমন নহে, তাহাও ছিল, নিশ্চয় নিশ্চয় ছিলেন আমরা কেবল তাঁহার সমকালিক নয় বলিয়া দেখিতে পাই না। তেমনি এই নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে; আর ঈশ্বর চিরন্তন কিন্তু নিরাকার, এই কারণে আমাদের চক্ষুর অগোচর, ইহাও বুঝিতে হইবে।

কিন্তু গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে কোন লেখক বাবীর নূতন প্রকারের যুক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলিতেছেন ঈশ্বর বিশ্ববিধাতা হইয়াও সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন! এটী বড় আশ্চর্য্য যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত! আমি পাপকর্ম্ম করিয়াও দায়ী হইব না। যুক্তিকার গভীর চমৎমুদ্রে মণির উদ্দেশে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু আর উপরে উঠিলেন না মণিও উঠিল না। যুক্তিকারের তর্কপ্রণালীতে গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতা লক্ষিত হইলেও উহা উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন (১) যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তিনিই ঈশ্বর; (২) যিনি এই প্রবন্ধের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি ত্রিগুণাতীত; (৩) অতএব সিদ্ধান্ত এই—এই প্রবন্ধের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নহেন! এরূপ সিদ্ধান্তের মর্ম্ম নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে, যে ধাতু দিয়া গঠিত হইয়াছিল, ঐ গঠিত প্রতিমূর্ত্তিটী সেই ধাতুই হইবে, অন্য ধাতু হইবে না; তেমনি কোন বাক্যের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, তার্কিক উপাদান সকল যে প্রকারের, সিদ্ধান্তও সেই প্রকারের হইবে। তার্কিক উপাদান ভ্রমযুক্ত হইলে, সিদ্ধান্তটী ও ভ্রমযুক্ত হইবে। যুক্তিকারের উপাদান ভ্রমযুক্ত হওয়াতে তাঁহার সিদ্ধান্তও কাজে কাজেই ভ্রমযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রথম তার্কিক উপাদান এই, যিনি ত্রিগুণবহির্ভূত তিনি ঈশ্বর, ইহা ভ্রমপূর্ণ যুক্তি। যুক্তিকার কেমনে জানিলেন, যিনি ত্রিগুণবহির্ভূত তিনি ঈশ্বর, তাঁহার এরূপ জ্ঞানের মূল কারণ তিনি নিজেই নির্দ্দেশ করিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন -- ওমেবশব্দবাচ্যোঽহং" তবে আর মিথ্যা তর্ক করিবার প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন বলিয়াই বিশ্রাম লও। "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন" তবেই ঈশ্বর ত্রিগুণবহির্ভূত হইলেন! শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি ভ্রান্ত হইবার নয়, তবে আর বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হইবার আবশ্যক নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা উভয়েই বলিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহরি শ্রীকালী তিন জনেই বলিয়াছেন; এমন যদি এক এক কথায় তর্ক চুকিয়া যায়, তবে তাহাতেই নির্ভর করিয়া থাকুন। যুক্তিকারকে নিজের বিচারেই চলিতে হইবে, তাঁহার নিজের বুদ্ধিশক্তিতে কি প্রকটিত করে। তাঁহার পূর্ব্বকার জ্ঞান, শিক্ষা, অভ্যাস, শ্রদ্ধাদি পক্ষপাতশূন্য হইয়া নিজের অন্তর্শক্তিতে যাহা ব্যক্ত করে তাহাতেই তর্ক অনুস্যূত করিতে হইবে। তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বকার একটী মত ভ্রান্ত বা সন্দিহান হউক, উহাতে তার্কিক উপাদান ধরিয়া লইলে তর্কের সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য হইতে পারে না, একটী উপাদান মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হইলেই শেষের সিদ্ধান্তটীও ভ্রমপূর্ণ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? এখানে যুক্তিকারের প্রথম উপাদানটী ভ্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টী ভ্রান্ত নহে, এই জন্য সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। "ঈশ্বর ত্রিগুণবহির্ভূত" ইহা তাঁহার পূর্ব্বকার উপলব্ধির উপর জন্মিয়াছে, ইহার যাথার্থ্য দেখিতেছেন না। আমাদের যাহা উপলব্ধি হয় বা যাহা অন্য (যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি) হইতে হয় তাহাও উদ্ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা সকলেই নিত্য দেখিতেছেন। ঈশ্বর যে ইচ্ছাধীন হইবেন, যুক্তিকার কিরূপে জানিলেন? কেবল কি কোন একটা উপলব্ধির উপর নির্ভর করিয়া একটী সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? ঈশ্বর ইচ্ছাধীন কেনই হইবেন? এমন হইবার কি যুক্ত কারণ আছে? যুক্তিকার বলিতেছেন, ইচ্ছাযুক্ত হইলেই ইচ্ছার "বশীভূত" হইতে হইল, ঈশ্বর কিছুরই "বশীভূত" নহেন। ইচ্ছাযুক্ত হইলেই যে ইচ্ছার "বশীভূত" হইল, ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত মানুষ হইতেই পাওয়া যায়, তুমি আমি ইচ্ছার "বশীভূত" হই; কিন্তু তুমি আমি যে উপাদানে নির্ম্মিত যুক্তিকার কি বলিতে চাহেন ঈশ্বরও অবিকল ঠিক সেই উপাদানে নির্ম্মিত? ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত? তুমি কখন তোমার আভিধানিক "আশ্রিত" "আবদ্ধ" "বশীভূত" প্রভৃতি সংজ্ঞা সংযুক্ত করিয়া ঈশ্বরের উপরে ইচ্ছার প্রাধান্য দিতে পার না। ঈশ্বর "ইচ্ছাময়" কেন বল না? তুমি আমি ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইব, ইচ্ছার দাস হইব, কিন্তু ঈশ্বর অন্য উচ্চতর উপাদানে নির্ম্মিত হইতে পারেন, তিনি "ইচ্ছাময়" হইতে পারেন, তিনিই ইচ্ছা হইতে পারেন।

অনুগত
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

এই মাত্র আগামীর ১৬ আশ্বিন তারিখের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আমাদের পূর্ব্ব লিখিত "ঈশ্বর সিদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন দেখিয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। কিন্তু তিনি নিরীশ্বর ও সেশ্বরবাদের মীমাংসা করিতে গিয়া "ঈশ্বর ও ব্রহ্ম" বাদের সূত্রপাত করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর যে অবস্থায় অতীব পৃথক তাহার প্রমাণ আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রতুল নাই।" আর্য্যশাস্ত্রে যে কিসের অপ্রতুল আছে তাহাত আমরা অদ্যাপি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, ইহার মধ্যে যিনি যাহা চান তিনি তাহাই পান, এই ইহার আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠা। ঈশ পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, লোকেশ্বর, ভূতেশ্বর, মহেশ্বর এবং ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরাপরব্রহ্ম, পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, ও পরমাত্মা, অন্তরাত্মা, মহাত্মা ইত্যাদি শব্দ ভিন্নার্থ বোধক নহে। এসব যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবি তাহা হইলে মত, মানব, মনুষ্য, মর্ত্য প্রভৃতিও পৃথক ভাবাত্মক কেন না ভাবি? শাস্ত্রের মধ্যে যেখানে "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্মের" মধ্যে অবস্থাগত পার্থক্য দেখান হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কেবল সাধারণ লোকে তৎসংক্রান্ত পাছে যৎসামান্য মন এবং ভাব পোষণ না করে, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য বিস্তার বর্ণন করিয়া থাকিবেন "ঈশ" শব্দে শ্রেষ্ঠ বুঝায়, "ব্রহ্ম" শব্দেও বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বুঝায়। যেখানে "ধনেশ," "জলেশ" ইত্যাদি যেসব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে কেবল "ঈশ্বর" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই। "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্ম" বিষয়ক তাদৃশ পার্থক্য উপনিষদাদি প্রধান আর্য্যশাস্ত্রে দেখা যায় না বরং উহা যে এক পরমাত্মা-বাচক তাহাই প্রতীতি হইয়া থাকে।

"ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তংজ্ঞাত্বামৃতাভবন্তি। "শ্বেতাশ্বতরো উপনিষৎ। ৩। ৭

অর্থাৎ। বিশ্ব কার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তিনি সর্ব্বভূতের শরীর মধ্যে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্ব সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা ঈশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হয়েন। এস্থলে দেখুন "ব্রহ্মকেই" বিশ্ব কার্য্যের কারণ রূপে অবধারণ করা হইয়াছে, এবং সেই এক মাত্র "ঈশ্বরকে" জানিয়া লোক সকল অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। এখানে মহর্ষিগণ "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র বিভিন্নতা রাখিয়া যান নাই।

আবার "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ" বাজসনেয়উপনিষৎ।

অর্থাৎ। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। এখানেও

ঈশ্বঃ শব্দ ব্রহ্মবাচাবাচিত কি না বিচার করিয়া দেখুন।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন "সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর"। আবার বলেন "ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ঈশ্বর নামে অভিহিত কিন্তু ইঁহারাও প্রকৃতি হইতে সৃজিত হইয়াছেন,"—এই "প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর" আবার "প্রকৃতি হইতে সৃষ্টিত হইয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলেন যে "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত মায়য়া কল্পিতং জগৎ"। "মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা"। ভাল। প্রথমে বলা হইল এই "তিন গুণে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ্বর," আবার ব্রহ্মাদি "ঈশ্বর" মায়াকল্পিত। কার মায়া কল্পিত? ইহাও জানিতে ইচ্ছা হইতেছে: এবং যদি "এই গুণময়ী মায়া কর্ত্তৃকই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে" তবে মায়াই সর্ব্বে সর্ব্বা, "ঈশ্বর" ও "ব্রহ্ম" কোন কার্য্যেরই নন। কেন না যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় শক্তিহীন তিনি আবার ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম কিসে? পক্ষান্তরে শ্রুতি মহাবাক্যে পাইতেছে, "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রহ্ম"। অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাহাতে প্রতিগমন করে ও যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম।

যদি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শক্তি হয় তবে ত হইতে "তন্নিষ্ঠ ব্রহ্ম" অর্থাৎ, যিনি ঔঁকারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। ঔঁকার শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। "ওঁকারোহি ব্রহ্ম প্রতি বৃহত্বাদোঙ্কারালম্বনং" ইত্যাদির কোন অর্থই পাওয়া যায় না। এবং "তন্নিষ্ঠোবং ব্রাহ্মণ," অর্থাৎ এই ঔঁকার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জান কর ইত্যাদি আর পাওয়া কিছুই তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ "মায়া" আশ্রয় না আশ্রিত? স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র? স্বাধীন না পরাধীন? মুক্ত না বদ্ধ নিত্য না অনিত্য? যদি "ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রাকৃতিক গুণকে আশ্রয় করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন" তা হইলে এই জগৎ সৃষ্টি "নয়, কিন্তু "রচনার পূর্ব্বেই প্রাকৃতিক গুণের আশ্রয় স্থান কোথায় ছিল। যখন আশ্রয় ছিল থাকিতে পারে না। এবং যাই "গুণকে আশ্রয় করিয়াই যদি "ঈশ্বর "রচনা" করিয়া থাকেন, তবে "গুণ" কাহাকে আশ্রয় করিয়া "ঈশ্বরকে" রচনা কৌশলে "আশ্রয়" দিল?

ইনি আবার বলেন যে "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই "সৃষ্টি স্থিত্যাদি ক্রিয়া অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলে "চৈতন্য" ও "প্রকৃতি" দুইটী অনাদিবস্তু হইল। যাহা অনাদি তাহা অবশ্য অনন্ত এবং যিনি অনাদ্যন্ত তিনি ব্রহ্ম বলিয়া উদ্গীত হইয়াছেন। যথা।

"সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ২ অ) অর্থাৎ। ব্রহ্মপ্রাপ্ত মহর্ষি উচ্চৈস্বরে হিমাচল হইতে ঘোষণা করিতেছেন যে "আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমাদের ও আমাদের চিরন্তন সংশ্রয়ের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎপরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদয় ভূবন উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি "প্রকৃতি আর "চৈতন্য" সমকালবর্ত্তী অনাদি হইত, তাহা হইলে উক্ত মহাবাক্যের কোন অর্থই হয় না। দুই গ্রন্থে বিবাদ বাঁধে। আবার দেখুন পাছে উক্ত সংশয় আসিয়া লোককে বিমুগ্ধ করে এই জন্য সেই মহাত্মারা তৎপোনিই জ্ঞানী মহাত্মাগণ বলিয়া গিয়াছেন।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।" অর্থাৎ।

পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। ইহা হইতে সুন্দর মীমাংসা আর কোথায় পাইব? এই সহজ বোধা সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া সম্প্রতি সভ্যগণের এক ঘোটমণ্ডল করিবার প্রয়োজন কি? আরো স্পষ্ট ভাব নিম্নে লোকে পাওয়া যাইতেছে। "ইদং বা অগ্রেনৈবকিঞ্চিদাসীৎ। মৃত্যুনৈবেদং মৃত্যুমাসীদশনায়য়াশনায়া হি মৃত্যুঃ। তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চ্চন্নচরৎ। তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্ত। অর্চতে বৈ মে কমিদমপ্যভূদিতি। অদ্ভ্য এবাস্য তদাত্মনোঽন্নমসৃজত। তস্মাদর্চ্যমেবান্নমাদ্যতে। তদেবাসৃষ্টমন্নং রেতোঽভবৎ। তদ্বা এতদন্নমেব সদ্রেতো ভূত্বা পুরুষমাবিশৎ। তদিয়ং প্রতিরূপা প্রজাতিরেবাজায়ত। তস্মাদেতদেবাদ্যতে। যদেতদন্নমেব সদ্রেতো ভূত্বা পুরুষমাবিশতি। তদিয়ং প্রতিরূপা প্রজাতিরেবাজায়তে

দিয়া রাখিতে গেলে যে বার হত্তমীরাব সে বার করিতে প্রস্তুত নহেন। অবশেষে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রতিবেশিদিগের মধ্যে একজন ধনী ছিল। সে ব্যক্তির সহ শত্রুদিগের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হইত এবং সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইত। জমিদার মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া একটী কৌশল দেখিলেন, ঐ হতভাগা ধনীকে বলিলেন, আমি যার যার তোমার জন্য লোক জন পাঠাইতে পারি না। আমি তোমাকে একদল সুশিক্ষিত লাঠিয়াল দিতেছি, তাহারা সর্ব্বদা তোমার অধীনে থাকিবে, কিন্তু আমার আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে আমিতে হইবে। এবং তোমাকে তাহাদের বাহুভার বহন করিতে হইবে। মূর্খ ধনী তাহাতেই সম্মত হইল এবং সেই গুরুতর বাহুভার নিজ মস্তকে লইল। কিন্তু দিনের মধ্যেই শত্রুগণের উপদ্রব বন্ধ হইল, এবং উক্ত ধনীর অবস্থাও মন্দ হইয়া আসিল, তখন সে বলিতে লাগিল, আমার আর এত লাঠিয়ালে প্রয়োজন নাই, এবং আমি এত বাহুভার বহিতে পারি না, আপনি অনুমতি করুন, আমি আবশ্যক মত কয়েকজন রাখিয়া অপর সকলকে বিদায় দি। জমিদার মহাশয় দেখিলেন, তাহার আবশ্যক না থাকুক তাঁহার নিজের আবশ্যক হইবে। সুতরাং বলিলেন, তাহাদের সংখ্যার হ্রাস করা যাইতে পারে না। তুমি যখন সন্ধিপত্র দ্বারা তাহাদিগের ভার লইয়াছ, তখন তোমাকে সে ভার বহন করিতে হইবে। সে ব্যক্তি কি করে প্রবলের সহিত বিবাদ বাধে, সুতরাং বাধ্য হইয়া সম্মত হইল; কিন্তু কিয়দ্দিবসের মধ্যে হতভাগা ধনী সেই সকল লাঠিয়ালের বেতনের জন্য উক্ত জমিদারের নিকটেই ঋণী হইয়া পড়িল। অবশেষে জমিদার মহাশয় সেই ঋণ ও তাহার সুদ ধরিয়া ধনীকে তাগাদা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে উক্ত ধনীর একটী জমিদারী বন্ধক স্বরূপ নিজ হস্তে লইবার প্রস্তাব করিলেন। সে হতভাগা নিরুপায় হইয়া তাহাতেই সম্মত হইল। কয়েক বৎসর পরে ধনী দেখিলেন যে উক্ত বন্ধকী বিষয়ের উপস্বত্বে তাহার ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এবং অপরাপর দিকেও তাহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তখন সে বিনীতভাবে জমিদার মহাশয়ের নিকট নিজ জমিদারী ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিল, এবং যতদিন উক্ত লাঠিয়াল-গণের বাহুভার নিজে বহন করিবার প্রস্তাব করিল। জমিদার মহাশয় হাসিয়া ফিরিয়া দিতে চাহিলেন না; বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, উক্ত ধনীর দেওয়ানকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যদি পুনরায় নিজ প্রভুকে এরূপ কুপরামর্শ দেও তোমাকে বিশেষ শাস্তি দিব। এখন পাঠকগণ বলুন এই জমিদারটীর ব্যবহার কিরূপ ন্যায় সঙ্গত হইল?

এই কল্পিত জমিদারের যেরূপ দোষের উল্লেখ করা হইল দুঃখের বিষয় এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় একটী সুসভ্য এবং উদার গবর্ণমেণ্টও এইরূপ একটী দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা হস্তজাথা নিজামের সহিত ঠিক এই প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। লার্ড ওয়েলেসলি, যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন তিনি "সবসিডিয়ারি এলাউএন্স" নামে এইরূপ একটী কৌশলের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ঐ কৌশল দ্বারা তিনি নিজামের স্কন্ধে কয়েকদল সৈন্যের বাহুভার চাপাইয়া দেন। ক্রমে এই সকল সৈন্যের ভরণপোষণ করা নিজামের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। তাহাদের জন্য নিজামের সরকার হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা বাহির হইতে লাগিল। নিজাম আক্ষেপ করে বার বার নিজের অশক্তি জানাইতে লাগিলেন, সে দিকে কর্ণপাত করা হইল না। নিজাম সৈন্য সংখ্যা কমাইবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাহাও গ্রাহ্য করা হইল না। অবশেষে যখন নিজামের গবর্ণমেণ্ট এই কারণে একেবারে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িলেন, যখন সুদে আসলে সেই ঋণ গণনা করিয়া, উক্ত গবর্ণমেণ্টের উপর পাঁড়াপীড়ি আরম্ভ হইল এবং বন্ধকস্বরূপ বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিবার পরামর্শ দেওয়া হইল। হতভাগা নিজাম নিরুপায় হইয়া তাহাই করিলেন। তখন মিষ্টার লার্ড হেনরি এই প্রকার সন্ধিসূত্রে নিজামের গবর্ণমেণ্টকে বদ্ধ করেন। বলপূর্ব্বক বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকাতে সেই ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এখন নিজামের গবর্ণমেণ্ট নিজ বাহু নিজে গ্রহণ করিবার জন্য বার বার প্রার্থনা করিতেছেন এবং উক্ত সৈন্যবলের বাহুভার বহন করিতে অস্বীকার করিতেছেন। এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতেছেন না।

গ্রাহ্য না করিবার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। একজন সামান্য জমিদারে কথিদ্বারে সামান্য লোকে যে কার্য্য করিলে নিন্দনীয় হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে কার্য্য কি নিন্দনীয় নহে? রাজনীতির সহিত কি ধর্ম্মনীতির কোন সম্পর্ক নাই? ইহাকে কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার বলে না? এরূপ আচরণ দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি ন্যায়মার্গ হইতে স্খলিত হইতেছেন না. বর্ত্তমান নিজামের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের নিকট অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েরও উৎকৃষ্টরূপ নীতির আশা আছে। তাঁহারা কি এবিষয়ে সুবিচার করিবেন না? নিজামের দেওয়ান এ বিষয়ে সুবিচার প্রার্থনা করাতে লর্ড লিটন তাঁহাকে বিধিমতে অপমান করিতে ত্রুটী করেন নাই। দিল্লী দরবারে তাঁহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত ও তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন, তাঁহার প্রভুভক্তির বিলোপ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নিমিত্ত একজন সরকারী দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিলেন; তাঁহার যে ইংরাজ প্রাইবেট সেক্রেটারি ছিলেন তাঁহাকে তাড়াইলেন। বাকি কিছু রাখিলেন না। অপরাধ কি? না তিনি তাঁহার প্রভুর ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয়ের সুবিচারার্থ একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবের আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন লর্ড রিপন ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভায় এই প্রকার আপীল আদালত প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বিষয়ক একটী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের অনুরোধ বা গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিশুদ্ধ যুক্তি অনুসারে যাহাতে কার্য্য করিতে পারেন তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে লইয়াই উক্ত প্রকার আদালত প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। যদি এ প্রকার নিরপেক্ষ আদালত থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কখনই নিজামকে অন্যায় ও অকারণ এই দিতে পারিতেন না।

ব্রিটিশ সেনার কাবুল ত্যাগ।

আমরা হবমানকে কাবুলাধিপতি করিয়া ব্রিটিশ সৈন্যগণ ইতিমধ্যে কাবুল পরিত্যাগ করিয়াছে। উক্ত সৈন্যবলের কিয়দংশ কান্দাহারে, এবং অবশিষ্ট অংশ গণ্ডামক নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। যে মূল কথাটীর জন্য সিয়ার আলির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং লার্ড লিটন গণ্ডামক সন্ধিপত্রের মধ্যে যে মূল কথাটী সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন উপায় না করিয়াই কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা কাবুলে আপাততঃ আপনাদের একজন প্রতিনিধি রাখিয়া আসিতেছেন না। আবশ্যক হইলে বল প্রয়োগে নিজ বলে নিজ সিংহাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন করিবেন তৎপরে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতির বিষয় বিবেচনা করা হইবে, যেন এইরূপ সংকল্প করিয়াই কাবুল ত্যাগ করা হইতেছে। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করি-

হতেছেন যে, কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কান্দাহারে ব্রিটিশ সৈন্যগণের যে পরাজয় ঘটিয়াছে সেই জন্য সেখানে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র সৈন্য প্রেরণ না করিয়া, কাবুলের সৈন্যদিগকে সেখানে আনয়ন করা হইতেছে। এটী যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। কারণ যদি কান্দাহারস্থ সৈন্যদলকে সাহায্য করা আবশ্যক হয়, এবং যদি ভাবী শত্রুতার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে কাবুলকে দুর্ব্বল করিয়া সে কার্য্য করা শুভাবহ হইবে না?

সে যাহা হউক নূতন মন্ত্রিসভার আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় রাজনীতির কার্য্য এতদিনের পর বিধিপূর্ব্বক আরম্ভ হইল। দেখা যাউক ইহার কি প্রকার ফল দর্শে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় নীতি, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রথমে যতদিন শতদ্রু নদীর পূর্ব্বপার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত বলিয়া গণিত হইত এবং তাহার অপর পার্শ্বে শিকদিগের রাজ্য ছিল, ততদিন আফগানিস্থানের সহিত শত্রুতার বিশেষ কারণ ছিল না। যখন পঞ্জাব ও সিন্ধু দেশকে ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত এবং সিন্ধুনদীকে ভারতবর্ষের শেষ সীমা করিবার সঙ্কল্প প্রথমে উদিত হইল, তখন আফগানিস্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখন এই প্রশ্ন উঠিল, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তকে নিরাপদ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়? প্রথম আফগান যুদ্ধের উদ্যোগকর্ত্তাগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন বল-প্রকাশ ও শত্রুতাচরণদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। তদনুসারে প্রথম বারের যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইল, ব্রিটিশ পতাকা আফগান ভূমে উড্ডীয়মান হইল কিন্তু প্রার্থিত ফল লাভ দূরে থাকুক, এই বড় আয়াস ও বহুব্যয় লব্ধ জয় নানা অনর্থের কারণ হইয়া উঠিল। তখন স্বতন্ত্র নীতিমার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। যাহাদিগকে শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করা হইতেছিল, তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করা সৎপরামর্শ-সিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, আমরা যেমত করিয়াও যেচ্ছা পূর্ব্বক যদি আফগানিস্থান ফিরিয়া দি, তাহা হইলে দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার বংশধরগণ চিরদিন আমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন, এবং আমাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া রুশিয়া প্রভৃতি কোন শত্রুর সহিত সম্বদ্ধ হইবেন না। নিম্ন রাজ্যের পরেই যদি একজন বন্ধু থাকেন তাহা হইলে সর্ব্বাংশে মঙ্গল। তদবধি, ইডন, গবর্ণর জেনেরল আসিয়াছেন সকলেই এ নীতির দৃঢ়রূপে অনুসরণ করিয়াছেন। এবং বিদায়ারালির মনস্তুষ্টির জন্য বর্ষে বর্ষে অর্থ সাহায্য করিবার নিয়মও অবলম্বিত হয়।

যে উদ্দেশে, উক্ত নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহার ফলও দৃষ্ট হইয়াছিল। দিয়ার আলি বহুদিন পরম মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিলেন। তৎপরে যেরূপে সেই রাজত্বের বিলোপ হয় পাঠকগণ তাহা জানেন, সে বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আবার পূর্ব্বের নীতি অবলম্বন করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিবেশীর প্রতি শত্রুবৎ ব্যবহার করিয়া তাহাকে অপর দশ জন শত্রুর দ্বারে প্রেরণ করা অপেক্ষা মিত্রতা দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করা শ্রেয়। এই যুক্তি তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন। এক দিকে দেখিতে গেলে পূর্ব্বে যাঁহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অধিক সাহসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কারণ তখন রুশিয়ার যেরূপ ভাব ও প্রতাপ ছিল বর্ত্তমান সময়ে তাহার অন্য প্রকার দাঁড়াইয়াছে। রুশিয়া এখন মধ্য আসিয়াতে দিন দিন নিজ রাজ্য বিস্তার করিতেছেন, এবং কাহাকে বা ভয় কাহাকে বা মৈত্রীর দ্বারা হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, সুতরাং এরূপ সময়ে পূর্ব্ব নীতি অবলম্বন করা বিশেষ সাহসের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃসাহস হইলেও এই পথ অবলম্বনীয়। কারণ লোককে শত্রু করা অপেক্ষা মিত্র করাই চিরকাল বিশুদ্ধ যুক্তি-সঙ্গত কার্য্য। আমাদের মতে রুশিয়ার সহিত মৈত্রী করা কর্ত্তব্য। কল বৃদ্ধি আমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় আছে, সতত এরূপ সন্দেহ করিলে উদাসীন ব্যক্তিও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। রুশিয়াকে চিরদিন এরূপে শত্রুভাবে দর্শন না করিয়া একেবারে মন খুলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা করা উচিত এবং সন্ধিপত্র মধ্যে আসিয়াতে তাঁহার ও ইংলণ্ডের রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা বলেন, রুশিয়গণ বড় ছলচতুর তাঁহাদের সন্ধিপত্রের উপর কোন বিশ্বাস নাই। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন, আফগানিস্থান, সিন্ধুদেশ, নেপাল প্রভৃতি অথবা আসিয়া দেশস্থ রাজার সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তখন কি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য রুশিয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধন সম্ভব নয়? বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা অনেকাংশে উদারনীতি অবলম্বন করিবেন এমনা আশা করা যায়, যে তাঁহারা এই আফগান প্রশ্নের উপলক্ষে রুশিয়ার সহিত মৈত্রী-বন্ধন করিতে ত্রুটি করিবেন না।

ষ্টেফনের নীলকর।

প্রসিদ্ধ বার্ক প্যারেকুট রচয়িতা ওগোলেন সাহেব আবার এক হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রতিপন্নকরণে আর একখানি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বেহারের নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় বর্ণন করা তাহার উদ্দেশ্য।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধখানি মুদ্রিত হওয়াতে বেহারের নীলকর সাহেবদিগের পৃষ্ঠে বাড়ি পড়িয়াছে। মাননীয় ইডন যখন মজাফরপুরে গমন করেন তখন তাঁহারা সুযোগ পাইয়া এই বিষয় ইডন সাহেবের গোচর করেন। তাহাদের অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ওগোলেন সাহেবকে অপ্রাচীন ও নির্দ্দোষ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। নীলকরেরা তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র সংশোধন করিতেছেন ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কয়েকজন মাজিষ্ট্রেটের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৭৭ সালের আন্দোলনের পর নীলকরেরা যে কিয়দংশে আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিবেন ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু সার আসলি ইডেন যে ভাবে মাজিষ্ট্রেটদিগের কথার উপরে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা করা উচিত নয়। আমরা মাজিষ্ট্রেটদিগকে মিথ্যাবাদী বা স্বজাতি পক্ষপাতী বলিতেছি না, তাঁহারা অনুসন্ধান ও প্রশ্নাবিষ্কার দ্বারা যাহা জানিয়াছেন তাহাই সবলম্বনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস কিন্তু তাঁহারা কোন শ্রেণীর লোকের মত শুনিয়া নিজ নিজ মত স্থির করিয়াছেন তাহা একবার শ্রবণ করা উচিত ছিল। হয় তাঁহারা নীলকর সাহেবদিগের বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন, না হয় আপন আপন আদালতের কর্ম্মচারিগণের নিকট শুনিয়াছেন, নীলকরের বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ চরিত্রের কিরূপ বিবরণ দিবেন এবং সে বিবরণ কতদূর বিশ্বাস যোগ্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর তাঁহাদের নিজ কর্ম্মচারিগণ যে অধঃ কোটে তাঁহাদের অত্যাচারদিগের নিন্দা করিতে সাক্ষী হইবেন এরূপ আশা করাই বৃথা। কর্ম্মচারিদিগের কথা দূরে থাকুক মাজিষ্ট্রেটগণ যদি নীল কুঠির প্রজাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রকৃত সংবাদ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ; কারণ সাহেবের নিকট সাহেবের নামে অভিযোগ করা ও সাহস দরিদ্র প্রজাদিগের কর্ম্ম কি আমাদের এই মাত্র। সুতরাং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নীলকরদিগের চরিত্রের সংশোধন হইয়াছে বলিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, সে আনন্দের প্রকৃত কারণ অধিক আছে কি না আমাদের এই সন্দেহই যাইতেছে না। যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা

করা কর্ত্তব্য ? আমরা বলি গবর্ণমেণ্টের কোন লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে কখনই সুফল লাভের আশা নাই। বিশেষ বেহার জেলে যেখানে লোহিত উষ্ণীষ প্রথমদৃষ্টে দেখা দিলে গ্রামস্থ লোক পলায়ন করে, সেখানে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম চারিদের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করা যায় না। যদি আমাদের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ন্যায় কোন সভা থাকিত তাহা হইলে যদি গোপনে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করাইতেন তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বেহারের নীলকরদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আর বাহুল্য বোধ হইতেছে। যাঁহারা কখনও নিচ ও চশমা-ওয়ালা পত্রিকা স্তম্ভে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা চাষী প্রজাদের বৈষম্য দর্শন করিয়া নিশ্চিত বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ এই সকল প্রজাদের ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা, অপরদিকে প্রজাদের দশা দেখিলে বোধ হয় লক্ষ্মী সে দিক দিয়া কখনও গমন করেন নাই। যে স্থানের ভূমি এত উর্ব্বরা সে স্থানের প্রজাদিগের এত দুরবস্থা কেন ? নীলকরদিগের উৎপীড়ন ও অত্যাচার যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অপরাপর স্থানে নীলকরদিগের যেরূপ উৎপীড়ন-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে বেহারের নীলকরেরা সে নিয়মের ব্যতিক্রম হন নহেন। তাঁহারা ঠিকাদারি প্রথা নামে একটী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন যদ্দ্বারা প্রজাদিগের ধন মান প্রাণ তাঁহাদের হস্তে থাকে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কালে কাজ করিতে না চাহিলে তাঁহারা কর বৃদ্ধি করিতে পারেন, জমি কাড়িয়া লইতে পারেন, বলপূর্ব্বক জমিতে নীল বপন করাইতে পারেন, অর্থাৎ কমিসারের অনুদার উৎপীড়ন তাঁহারা অবরোধ করিয়া থাকেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রথাটী রহিত না হইলে বেহারের প্রজাদিগের কুশল নাই। নীলকরদিগের সভার সম্পাদকের মধুমাখা কথা গুলি শুনিতে মিষ্ট কিন্তু ইডেন সাহেবের ন্যায় একটী বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ লোকের তাহাতে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়, তিনি নীলকর চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যেন পরিত্যাগ না করেন।

ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভার ও ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের আশা।

লিবরল সম্প্রদায় নূতন পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় যুবকগণ যে আশা করিয়াছিলেন তাহার সমুদায়ই ত ফলিল ? এখন তাঁহারা নৈরাশ্য রূপ পরম সুখ অবলম্বন করুন। যুবকদিগের এরূপ আশা হওয়া অসঙ্গত নয়। গৃহস্থের গৃহে যদি এমন একটী সন্তান থাকে, যাহার প্রতি পিতা মাতার স্নেহের বিন্দুমাত্র ত্রুটী নাই। অপর ভাই ভগিনীরা স্নেহে সমাদর প্রায় সেটীর মুখের দিকে চাহিয়া কেহ একবার হাসে না, তাহার সহিত কেহ একটী কথা কহে না। এরূপ সন্তানেরদিকে পিতা বা মাতা যদি একবার প্রসন্ন নয়নে চান, সে সন্তানটী যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়, তাহার মনে আর আনন্দের সীমা থাকে না। ভারতবর্ষের সেই দশা ঘটিয়াছে। যাঁহারা এতদিন ইহার পিতৃ মাতৃ স্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল ইহার প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এমত অবস্থায় যদি একদিন একজন একটী মিষ্ট কথা বলেন বা একটু স্নেহ প্রদর্শন করেন অমনি ভারতবর্ষের মনে আর আনন্দ ধরে না মনে করেন বুঝি দুঃখের দিন অবসান হইল।

বর্ত্তমান লিবরেল মন্ত্রিসভা পদস্থ হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহার মূলে কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ ভাব ছিল। লোকের আশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না; যেন এই মন্ত্রিদল পদস্থ হইলে ভারতবর্ষের আর কোন দুঃখ থাকিবে না। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, এরূপ অনেক মন্ত্রি সভার উত্থান ও পতন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছি সুতরাং আমরা যুবকগণের সহিত আশাতে উৎসাহিত হইতে পারি নাই; আমরা ভাবিয়াছিলাম, বড় বড় সাহেবেরা পক্ষপাতের উচ্চৈঃস্বরে সাধনের নিমিত্ত যাহা বলিতেছেন, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই ভাষা শীঘ্র এক ভাব ধারণ করিবে। এক্ষণে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

যে উপলক্ষে আমরা এতগুলি কথা বলিতেছি তাহা এই; ইংলণ্ডে যে সকল ভারতবর্ষীয় শিক্ষা বা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে বাস করিতেছেন তাঁহারা সার চারলস ট্রেবিলিয়ান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোক এবং কয়েকজন পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্যের সহিত সম্প্রতি মিলিত হইয়া ইতিমধ্যে আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারি মার্কুইস অব হার্টিংটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের শাসন সংক্রান্ত একখানি আবেদন পত্র অর্পণ করাই, তাঁহাদের সাক্ষাৎ করের উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত আবেদন পত্রমধ্যে তাঁহারা প্রধানতঃ চারিটী অনুরোধ করেন। (১ম) দেশীয়সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী রহিত করা (২য়) অস্ত্রধারণ সম্বন্ধীয় আইনটী পরিবর্ত্তিত করা (৩য়) সিবিল সর্ব্বিসের প্রয়োজনযোগী বয়ক্রম ১৯ পরিবর্ত্তে ২১ বৎসর করা (৪র্থ) এদেশ শাসন বিষয়ে এদেশীয়কে অধিকতর অধিকার দেওয়া। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সার চার্লস ট্রেবেলিয়ান শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ এবং একজন প্রাট ও লর্ড ব্রাননি এই চারি ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার প্রার্থনা সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করেন।

যাঁহাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করিয়া লার্ড হার্টিংটন যে উত্তর দিয়াছেন তাহা তিন কথায় বলিয়া ফেলা যায়। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, যে লার্ড লিটন যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে; ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা যে প্রণয়ন করিতে বলিয়াছিলেন তাহাও নহে; লার্ড লিটনের মন্ত্রিসভার সভ্যগণ এবং অপরাপর বিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ এইরূপ আইনের আবশ্যকতা যখন অনুভব করিয়াছিলেন তখন হঠাৎ ইহার পরিবর্ত্তন উচিত নয়। যাহা হউক লার্ড রিপনকে এবিষয়ে তাঁহার মত প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ লর্ড রিপন সেই মন্ত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহারা জেলার কমিসনরদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন কমিসনরেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, মাজিষ্ট্রেটেরা ডেপুটী বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ডেপুটী বাবুরা সংবাদপত্র সকলকে কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করেন কারণ তাহারা অসৎকার্য্যে তাঁহাদের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে। তৎপরে প্রশ্ন যে সোপানে নামিয়া আসিয়াছিল উত্তরও সেই সোপানে উঠিয়া গেল। লর্ড রিপন লিখিয়া পাঠাইলেন "আইটী কাগো কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাউক" ইংলণ্ডবাসী বাবুপক্ষগণ বলিলেন "তবে এখন নিদ্রা যাওয়া যাউক" সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের যে রিপোর্ট লেণ্টনণ্ট গবর্ণরের মন্তব্য সহিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল কমিসনরদিগের মত নয় যে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন রহিত হয়। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটীর দশা ঐ এই গেল। অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইনটীর উল্লেখ করিয়া লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন এবিষয়ে আমি চিন্তা করি নাই সুতরাং কিছু বলিতে পারি না। এদেশীদিগের সিবিল সর্ব্বিস প্রবেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে ভারতবর্ষের কতকগুলি উচ্চপদ কেবল ইউরোপীয়দিগের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। এনিয়মের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় কি না তাহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে লর্ড লিটন গবর্ণমেণ্ট সেইটীর সিবিল সর্ব্বিসের যে নিয়ম চলিত করিয়া-

ছেন, তাহা যদি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের ক্ষতি জনক না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়সঙ্কট করিবার চেষ্টা করিবেন।

লার্ড হাটিংটন সচরাচর যেরূপ সতর্কতার সহিত কথাকহিয়া থাকেন, ইহার দ্বারা সেই সতর্কতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকের আশা যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা এ প্রকার উত্তরে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু হয়ত এরূপ হইতে পারে, যে নিবারণ মন্ত্রীসম্প্রদায় অল্প আশা দিলেন বলিয়া অধিক দিবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের উদার দলের কার্য্য আমরা বরাবর যেরূপ দর্শন করিয়া আসিয়াছি তাহাতে ঘটনার প্রায় এরূপ হয় না। দেখা যাউক লার্ড রিপন কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করেন?

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ১৮৭৯ অব্দের রিপোর্ট।

১৮৭৯ অব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগে যে সকল কার্য্য হইয়া গিয়াছে এবং তাহার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তদ্বিষয়ে স্বমত করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন লইয়া গত বৎসর বিস্তর আন্দোলন হইয়াছিল। তাহা তত্রত্য লোকেরা যতই উহা দূরীকরণের চেষ্টা পাইতেছেন, কর্তৃপক্ষগণ ততই উহাকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পিড়াপীড়ি করিতেছেন। যদি এবিষয়ে কেহ কোন কথা উত্থাপন না করিতেন এবং লোকে যদি এতদিন উহাতে ভাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিত তাহা হইলে বোধ হয় আর তাঁহারা উহা দৃঢ় করা দূরে থাকুক আইনটী রাখিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু পিড়াপীড়ি করাতে উহার স্থায়িত্বসম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিগ্ধ হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যখন কোন একটী নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তখন কতকগুলি লোক তাহার অনুকূল এবং কতকগুলি লোক তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং একের মত যে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত সে কথা বলাই বাহুল্য। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের প্রণয়ন কালে উহার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক লোক মত প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন উহার বিপক্ষ পক্ষেরা যতই কেন পিড়াপীড়ি করুন না তাঁহাদিগের মতের যে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি ঘোরতর পক্ষপাত দূষিত আইন গবর্ণমেণ্টের শাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবে? আমাদিগের বোধ হয় লার্ড হাটিংটন প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ আইনের পক্ষ লোকদিগের কথায় উপেক্ষা করিয়া ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ ঐ মিথ্যুক আইনটী তুলিয়া দিতে কখনই বিমুখ হইবেন না।

গত বৎসর স্থানে স্থানে ভাল বৃষ্টি হয় নাই এবং স্থানে স্থানে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল। একারণে ধান্য সাধারণতঃ মন্দ জন্মে নাই। গত বর্ষে নদীয়া ও মুরসিদাবাদে বন্যা হওয়াতে ইক্ষু ও ধান্যের যে অনিষ্ট হয় রবি শস্যে তদ্বিয় কৃষকদিগের সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল। বন্যা হইলে সচরাচর যেমন দেশের লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় নদীয়া ও মুরসিদাবাদের লোকদিগের সেরূপ হয় নাই। গত বৎসরের বন্যায় গ্রাম সমূহের পচা লতা পাতা প্রভৃতি এবং বদ্ধ জল বহির্গত হওয়াতে তাহাদিগের স্বাস্থ্য এখন পর্য্যন্ত উত্তম রহিয়াছে। ২৪ পরগণায় পাটের চাষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল এবং সাধারণতঃ অধিবাসিদিগের স্বাস্থ্য ও মন্দ ছিল না। কোন কোন স্থানে গোমড়কের আধিক্য নিবন্ধন কৃষকদিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সুরাই হওয়াতে সে ক্ষতি বিশেষ অনুভূত হয় নাই। ভিক্ষুকের সংখ্যার হ্রাস ও বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধিই প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতির প্রমাণ। চাউলের মূল্য ১৮৭৮ অব্দের অপেক্ষা ৭৯ অব্দে মণকরা গড়ে এক টাকা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মজুরদিগের মজুরি পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে, তাহার আর কিছু হ্রাস হয় নাই। বৃষ্টিবার নীল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি বন্যা নিবন্ধন মুরসিদাবাদ ও যশোহরে ভাল জন্মে নাই। গত বর্ষ হইতে ঐ সকল স্থানে রেশমের ব্যবসায় বড় ভাল হইতেছে না। লাইসেন্স টাক্সের হার কমাইয়া দিয়া আর বুদ্ধিয়া কর নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা হওয়াতে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত নহে। কমিশনর সাহেবও বলিয়াছেন এখন যেরূপে টায় ধার্য্য করা হইতেছে এইরূপে ধার্য্য না করিয়া অন্য কোন প্রকারে ধার্য্য করিলে প্রজারা কখনই সন্তুষ্ট হইত না। অনুচিতরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রজাদিগের মনোযোগ তাহা জানিবার জন্য মনরো সাহেব নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন এই আইনটী হওয়াতে কেবল নীলকরেরা ও জমিদারগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। নীলকরদিগের অসন্তোষের কারণ এই, সুন্দরবনে তাহাদিগকে চাষ করিতে যাইতে হয়। তথায় হিংস্র জন্তুর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য, সুতরাং অস্ত্র বিনা তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে জমিদারেরা আপনাদিগের জাঁকজমক দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে যেরূপ ভোজা তরবারি ও বন্দুক প্রভৃতি রাখিতেন এখন আর সেরূপ রাখিতে না পারাতে তাঁহারাও কিছু অসন্তুষ্ট। কেহ কেহ বলেন আইনটী তত দোষাবহ নহে, কারণ লাইসেন্স লইয়া এক ব্যক্তি ইচ্ছামত অনেক অস্ত্র রাখিতে পারে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই আইনের পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে স্থলে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে তত্রত্য লোকে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখিতে পারিবে।

গত কয়েক বৎসর অবধি দেখা যাইতেছে বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হইলেই গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ রাজস্ব হইতে টাকা লইয়া প্রজাদিগের সাহায্য করিতে হয়। উহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে প্রজাদিগের অবস্থা ভাল নহে। সম্পন্ন প্রজারা কখনই সহজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হয় না। তাহার অন্য ভক্ষ্য বস্তুগুণ তাহাকেই উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া ভিক্ষা করিতে হয়।

গত বর্ষে নদীয়া ও যশোহরে যেমন মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তেমনি মুরসিদাবাদে উহার সংখ্যার হ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু ২৪ পরগণায় উহা সমভাবে চলিতেছে, তাহার আর হ্রাস বৃদ্ধি নাই। দেওয়ানী মকদ্দমার ত গেল এই, ফৌজদারী মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৭৮ অব্দে প্রতি ৫৫৩ জনে একটী মোকদ্দমা হইয়াছিল কিন্তু গত বর্ষে প্রতি ৪৭৯ জনে একটী মোকদ্দমা হইয়াছে। এটী যে পুলিসের অমনযোগিতার ফল তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগকে মাজিষ্ট্রেটদিগের সঙ্গে বসিয়া বিচার করিবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যে স্বতন্ত্র বসিয়া বিচার করিবার ভার দিয়াছেন সেটী অতি উত্তমই হইয়াছে। এখন যাঁহারা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

বন্যা প্রভৃতিতে কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত হওয়ায় ১৮৭৮ অব্দে যে রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, ৭৯ অব্দে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনুমান করিয়াছেন কর্ম্মচারিদিগের রাজস্ব আদায়ের উপেক্ষা নিবন্ধন এই ক্ষতি হইয়াছে। আবগারিতে গবর্ণমেণ্ট গত বর্ষে ২০২৫৬০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় দেখা যাইতেছে গত বৎসর ৫০০০০ টাকা কমিয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সাহেবানপুর হইতে পূর্ব্বে যে রমের শুল্ক গ্রহণ হইয়াছিল। সেই রমের অধিক আমদানী হওয়াতেই এই ক্ষতি হয়। কলিকাতায় আমদানী করা মদের অধিক খরচ হইয়া থাকে। এই জন্য রাজস্বের কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ভিন্ন রাজার অধিকারে গবর্ণমেণ্ট শুল্ক দিয়াও লবণে বিশেষ লাভ করিয়াছেন। ঐ বর্ষে তিন শতের

হিসাবে নিষিদ্ধ দ্রব্যের কারখানা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সংখ্যা অধিক নহে। পুলিসের উপেক্ষাই ইহার মূলীভূত কারণ। পুলিস ঐ বেআইনি কাজ ধরিয়া দিতে পারিলে সার্জিণ্টের তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকেন কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এ নিয়মটী চিরস্থায়ী রাখেন নাই। তিনি ইহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সকল কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু পুলিসকে এ বিষয়ে পুরস্কার দিয়া উৎসাহ দেওয়া আমাদিগের মতে উচিত নহে। আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণার্থ পুলিসের সৃষ্টি। পুলিস যদি সেই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য নিবারণ করিয়া পুরস্কৃত হয় তাহা হইলে আইনের পালন কার্য্যে অমনোযোগ ঘটিবে। পুরস্কারের লোভ দেখাইলে অন্য লোকেও এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্য ধরিয়া দিতে পারেন। আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয় পুলিস আইন বিরুদ্ধ দ্রব্যের কারখানাওয়ালাকে ধরিয়া দিয়া যে পুরস্কার লাভ করেন এখন হইতে তাহাকে তাহা না দিয়া সেই টাকা গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যকে পুরস্কার স্বরূপ দেন তাহা হইলেই ভাল হয়। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য গত বৎসরে যে টাকা আদায় হইয়াছিল ইচ্ছামত তাহা ব্যয় করিতে না পারাতে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির কিছুই উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই দেখিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

গতবর্ষে শিক্ষা বিভাগের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয় নাই। ১৮৭৮ অব্দে প্রেসিডন্সি বিভাগে সমস্তশুদ্ধ ৩৫১৮ টী স্কুল ছিল ও তাহাতে ১৮৫৯৫২ বালক অধ্যয়ন করিত। গতবর্ষে ঐ বিভাগের সংখ্যা ১৬১ বৃদ্ধি হইয়াছে ও তাহার ছাত্র সংখ্যা ৮১৭১ জন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু যদ্যপি নিম্নতন শ্রেণির লোকের অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়ে যে তাহারা অতি কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করিত তদ্দ্বারা আর পুত্রগণকে পড়াইতে পারিত না। এই নিমিত্তই গত বর্ষে অনেকগুলি প্রাইমারি স্কুলের কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়াছে। এবার ঐ সকল দেখে রবিশস্য ভালরূপ জন্মিলে আবার ঐ সকল বিদ্যালয় খোলা হইবে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হই লাম যাবিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব ৭ ই আগষ্ট ভারতবর্ষের আয়ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব বর্ণন করিয়া এই কথা কহিলেন যে তাঁহার এমন মনে হয় না সিবিল বিভাগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তনে ব্যয়সংক্ষেপ সাধিত হইবে। তৎপরে আফগানিস্থানের যুদ্ধের কথা তুলিয়া বলিয়াছেন সৈন্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য। পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন ভাবী চলিত নিবাতনী সভা হইতে গবর্ণমেণ্ট ৯৮০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করাতেই উহা যে উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

লর্ড রিপন বলিয়াছেন রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের যখন প্রকৃত পরিবর্ত্তনকাল উপস্থিত হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে কিছুই করেন নাই সুতরাং এখন লাইসেন্স টাক্স এক বারে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণির রাষিবার লোকেই রাজস্বমন্ত্রীর আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের অনুমানে গরমর ভুল হইয়া গিয়াছে তিনি ঐ যুদ্ধের জন্য তিন বৎসরের ১০০০০০০০ টাকা ব্যয় অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে প্রথম ২২৫০০০০০ দ্বিতীয় ৩২৫০০০০০ ও তৃতীয় বর্ষে ৩৫০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে,এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফে যে ১০০০০০০ টাকা অধিক লাভ হইয়াছিল তাহা বাদে ৮০০০০০০ মগদ দিয়া সীমা প্রদেশে রেলওয়ে প্রস্তুত করা হয়। রেলওয়ের এই ব্যয় লইয়া আফগানিস্থানের যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮০০০০০০ ব্যয় হইয়াছে।

উপসংহারে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন পূর্ত্ত গবর্ণমেণ্টের সাংপ্রাদায়িক বিভাগের প্রস্তুত হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং কাবুল যুদ্ধে যে কিরূপ কষ্ট সহ্য তাহাও অনুভব করেন নাই। অবশেষে তিনি একথাও বলিয়াছেন, ১৭ ই জুলাই কান্দাহারে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার আশঙ্কা করা হয় নাই এবং তাহার বায়েরও কিছুই হিসাব ধরা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা যদি কিছু অধিক খরচের আবশ্যক হয় ভারতবর্ষ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া দিবেন কিন্তু সে টাকা স্থায়ী ঋণের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না এই প্রকারই কল্পনা ছিল; চক্ষের বিষয় এক্ষণে কাহা গতিকে উহা স্থায়ী-ঋণের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যে টাকা বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে গ্রহণ করা হইবে তাহা সুবিধাক্রমে পরিশোধ করা হইবে। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত আফগানযুদ্ধের ব্যয়ের কিছু স্থির না হইয়েছে সে পর্য্যন্ত এ প্রস্তাবের কিছুই শেষ মীমাংসা হইতেছে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে,যে টাকা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে প্রদত্ত হইবে তাহা ভারতকে ফেরতা করা হইবে না। তবে ভারতের রাজস্বের ক্ষতি করিয়াও তাহা আদায় করিবার চেষ্টা পাইবেন না।

ইহাঁর বক্তৃতা শেষ হইলে অউতরে সাহেব বলিয়াছেন ভারতে এখন যে টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহার কিছু সংক্ষেপ করা একান্ত আবশ্যক।

ষ্টামহোপ সাহেব পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের অপক্ষতা করিয়া লর্ড হার্টিংটনের কথার উত্তরে বলিয়াছেন তিনি যে টাকা ইংলণ্ডীয় ধনাগার হইতে লইয়া আফগান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছা তাহা পুনঃ গ্রহণ করা হয় কিন্তু ষ্টীন হোপ সাহেবের সেরূপ ইচ্ছা নহে তিনি উহা পুনঃ গ্রহণের প্রতিবাদী। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নহে যে আর উহা গ্রহণ করা হয়।

১৮৫৮ অব্দে ভারতেশ্বরী তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে সুনিয়মে শাসন ও পালন করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রদান করেন,মহারাণী ফরেষ্ট তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন ঐ আইন অনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তাহার তত্ত্বাবধারক করিবার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচনা।

ভারতকোষ, এখানি এক খানি অভিধান। শ্রীযুক্ত বাবু হারাণকৃষ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন: ইহাতে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, দেবতত্ত্ব, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সাহিত্য: সঙ্গীতশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আর্য্যগণের কর্ম্মকাণ্ড, প্রাচীন ভূগোল, ঐতিহাসিক ব্যক্তি বৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রভৃতি বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১০ আনা।

বাসন্তী গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এখানি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার গঠনা মনোহারিণী ও স্বরপ্রবাহিনী হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক কবিতা পাঠে হৃদয়মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয় এবং কবির অসাধারণ কবিতা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ৸০ আনা।

মহিলা। ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহার রচনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। ইনি যে এক জন সুকবি নিম্নলিখিত কবিতা গুলি পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা।

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর, সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভবসংসারে কোথা পরিত্রাণ!
তুমি পরশিলে করে, শত জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক শয্যা শূন্য বৈকুণ্ঠ সমান!
তুমি সুখে দিবে যাহা, মৃত্যুরূপী সুধা তাহা
আশীর্ব্বাদ তোমার, অক্ষয় অমৃতদান!

তব কাছে স্বর্গবাস, তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান।

অন্ধের চক্ষুর্দান অথবা ভারতসরলোপসংহিতার প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু কবিরচাঁদ বসুদেব প্রণীত। মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনই ইহার প্রণয়নের উদ্দেশ্য। মূল্য ।০ আনা।

কোম্পানির কাগজের দর।

পঞ্চকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ৯৹৷৵০
" ৪৷৹ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১৷৵ হইতে ১০১৷
" ৪৷৹ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ১০৪৷০
" ৪৷৹ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) ১০৪৷০
" ৪৷৹ " " ১৮৭৯ (১৮৯১) ১০৪৷০
" ৪৷৹ " " ১৮৮০ (১৮৯০) কুপং ১০৪৷০
" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০১

বিবিধ সংবাদ।

ডবলিউ, উড্‌স, এক, আর, সি, বি, এস, উইগ্রাম লিখিয়াছেন যে, কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাঁহার জনৈক প্রতিবেশীর গাভী একটী বৎস প্রসব করে। বৎস হইবামাত্র গাভীর শরীরে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রকাশ পায় যে, কেহ তাহাকে স্পর্শ করিলে কাঁপিতে থাকে এবং গাভীটীও সজোরে উল্লম্ফন করিয়া ইতস্ততঃ পলাইতে চেষ্টা করে।

বাঙ্গালার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল এচ, ই, এম, জেম্‌স সাহেব হুগলী বর্দ্ধমান, বাকুড়া বারাকপুর রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে পোষ্ট আফিস তদারক করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি কলিকাতায় পুনরাগমন করিবেন।

আমেরিকার একজন ডাক্তার বলেন নিত্য বরফ ভক্ষণে শরীরের অপকার হইয়া থাকে। বালক বালিকারা নিত্য ব্যবহার করিলে নাসারন্ধ্রের মধ্যে শিরা সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়।

উপনগর মিউনিসিপালিটী তাঁহাদিগের হিসাবের পুস্তক হারাইয়া ফেলাতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। একখানি রিপোর্ট লইয়াই নিশ্চিন্ত না হইয়া যাহাতে ইহার বিশেষ অনুসন্ধান হয় তাহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

হাবড়ার পুলিষ ইনিস্পেক্টর রেবিলো সাহেব বাবু ক্ষেত্রনাথমুখোপাধ্যায়ের নামে কটু বলা অপরাধে যে নালিষ করেন হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়া উক্ত বাবুর ৫০ টাকা অর্থদণ্ড ও ৭ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছিলেন। হুগলীর সেসন জজের নিকট ইহার আপীল হয়। জজ পেজ সাহেব নিম্ন আদালতের রায় বাহাল রাখিয়া কেবল বাবুর ৭ মাসের স্থলে দুই মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কমিসরিয়েট আফিসের যে সকল কর্ম্মচারী সামান্য অপরাধে অথবা গবর্ণমেণ্টের অর্থ কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন পদচ্যুত হইয়াছেন তাঁহারা যদি কাবুল যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হয়েন তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পদ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমেরিকায় ভারভিনিয়া নামে একটী দ্বীপ আছে। রিচার্ড মিলার নামক এক ব্যক্তি তথায় ওয়াইটিভিল নামক স্থানে এক আশ্চর্য্য উপায়ে উৎকট পীড়ার শান্তি করিতেছেন। তত্রত্য লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া অন্তরের সহিত ভক্তি করিয়া থাকে। এ জন্য তিনি যখন কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন তখনই তাহার পীড়ার শান্তি হয়।

কৃষি মাসুনে আমেরিকার সহিত যুদ্ধে যে সকল সৈন্য হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিবার বর্গের ভরণ পোষণার্থ করাচিতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

২৯ এ জুলাই স্বর্ণানামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই কম্পনে বিস্তর গৃহ পতিত ও অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম গত ১৪ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতার সর্ব্বশুদ্ধ ১৮৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

একজন লাইসেন্স ট্যাক্সের ইনস্পেক্টর কতকগুলি লোকের নিকট হইতে ঘাট্য করের অধিক টাকা গ্রহণ করাতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুলিষ কমিশনর গবর্ণমেণ্ট সলিসিটর ও রেবেনিউ বোর্ডের সভ্যগণ তাঁহার মুক্তির প্রার্থনা করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। অন্যায় নিবারণ করা পুলিষ কমিশনর প্রভৃতির কাজ। কিন্তু আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এতগুলি সুযোগ্য লোক প্রস্তাবকের প্রশ্রয় দান করিতেছেন?

একখানি সংবাদপত্র বলেন চীনের কোন মাজিষ্ট্রেট নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সাধারণ কোন কার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেই কার্য্য প্রদান করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও যদি চীন গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত প্রথার অনুসরণ করেন তাহা হইলে এদেশেরও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ষ্টেটসম্যানের একজন ইংরাজ সাংবাদদাতা লিখিয়াছেন ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট হয় তখন আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। গত কান্দাহারের দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া অনেকানেক লোক হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল।

রুষের একটী স্ত্রীলোক তাহাদের কোন সম্পত্তি অধিকার করিবার নিমিত্ত বর্লিনে গমন করেন। যাইবার সময় তিনি তাঁহার পতিকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় যাইয়া তাঁহার পতির মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি এতদিন নিরুদ্দেশে রহিয়া আছেন এমন সময়ে তাহার স্বামী এই সংবাদ দেয় যে একটী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। তিনি তাহাকে নিজগৃহে আনিতে আদেশ প্রদান করেন। আগন্তুক তথায় উপস্থিত হইয়া বলে যে তাঁহার মৃত স্বামী তাঁহাকে ক্ষোভ ও দুঃখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী তাহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন প্রদর্শন করিল তখন আর তাঁহার অবিশ্বাসের কোন কারণ রহিল না। পরে সেই ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিলেন তাঁহার স্বামী বলিয়া দিয়াছেন যে, তথায় তাঁহাদের বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র আছে। ঐ স্ত্রীলোকটী তদনুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উপনিবেশের কর্ত্তৃত্ব যাহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে তাঁহারা আপনাদের কার্য্য যথাযথ নির্ব্বাহ করেন না, এই নিমিত্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে উপনিবেশের অধ্যক্ষগণ প্রতিবর্ষে শীত ও বর্ষাকালে এক একবার আপনাদের রাজধানীর স্থান সমূহ পরিদর্শন করেন।

এডুকেশন গেজেটের দক্ষিণ দেশস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এক ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে সর্পদংশনের একটী মহৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঔষধটীর নাম "শ্রীযা অনন্ত চাপ্‌লা"। কিন্তু ইহার বাঙ্গালা নাম তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। উক্ত ব্রহ্মচারী এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ১৫ জন সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আরো বলিয়াছেন "লাক্ষা, তেলা, গুগুল, রক্তচন্দন, শ্বেত অপরাজিতা, অর্জ্জুন বৃক্ষের ফল ও

সাদা, বিড়ঙ্গ এবং শ্বেত সুরা সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখমধ্যে প্রত্যহ সহবার সমস্ত নিয়মিত রূপে এই আয়ুর্ব্বেদোক্ত যুগ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই সপ্তাহের মধ্যে ইহার ফল প্রাপ্ত করিতে পারা যায়। কতক গুলি বালক পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ রূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে ইহা দ্বারা দুইটী বিষয় জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ সন্ধ্যাকাল হইতে সপ্ত প্রহর করিলে ৮ হইতে মধ্যেরাত্রের গন্ধ সমস্ত রাত্রি মুখমধ্যে থাকিতে পারে এবং উহার তীক্ষ্ণত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট বোধ হওয়ায় উহারা অনতিবিলম্বে গাত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। দ্বিতীয় ঐ সময়ে ঐ রূপে নিকটস্থ বায়ু সকলও নিশ্চয় দূরীভূত থাকায় সকলে বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

ঢোড় নামক স্থানে একপ্রকার নূতন সর্প দেখা গিয়াছে তদ্দেশবাসিরা ইহাকে কেলার কহে। এই সর্পের পক্ষ আছে, ইহারা উড়িতে পারে ইহা এমন স্থানের বিষাক্ত বৃক্ষ সকল দর্শন করিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দেশ হইতে একটী হিন্দুস্থানিকে ঐ সর্প দর্শন করাতে সংক্রান্ত তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৯ এ আগষ্ট বার্লিন হইতে সংবাদ আসিয়াছে প্রুসিয়ার একপক্ষ ক্রমাগত দুই বৎসরাবধি অত্যন্ত শস্য সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

কাউন্সরল নামক জাহাজ হুগলী হইতে রোয়াইটে আসিতেছিল, পথিমধ্যে অগ্নি লাগিয়া একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে।

লেডী রিপন ভারতবর্ষ আগমনার্থে ২৭ অক্টোবর বিলাত হইতে যাত্রা করিবেন।

সুলতান গ্রীসকে যাহাতে সীমা ছাড়িয়া দেন, ইংলণ্ড সেই বিষয়ে অন্য অন্য রাজপুরুষকে একত্র হইয়া আর এক খানি পত্র লিখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সুলতান যদি তাহাতেও কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দমনার্থে তাঁহাদিগকে পাছে কোন উপায় গ্রহণ করিতে হয় এই ভাবিয়া এখন তাঁহারা কিছু করেন নাই।

১৯ এ আগষ্ট কোচ আমাদান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, রাইচ ও গার্ডনের নিকটস্থ পল্লী সমূহে একপ্রকার জ্বর হইয়াছে। সাহেবান ইহাদিগকে আফ্রিকার জ্বর বলিয়া থাকেন। কুলির জন্য ইহাদিগের ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতে হয়। কাপ্তেন লোকস সাহেব পাহাড়ের নিম্নে বাসকারী সাহেবদিগের কাহারও চতুর্দিকে একবার যাইতেছেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনরেট সাহেব সাহেব মুরসিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের স্কুল পরিদর্শনার্থ মফস্বলে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, গ্রীমণ্ডয়ে কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে। শিয়ালদহ ও ঢিংপুর হইতে উহার কার্য্য হইতেছে। পূজার বন্ধের পরেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইবে। পোষ্ট আফিস হইতে শিয়ালদহ ও বাগবাজারে দুই খানি স্বতন্ত্র গাড়ি যাতায়াত করিবে।

লাহোর কালেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার লিটনার সাহেব প্রায় ২২ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে কতকগুলি প্রশ্ন লিখিতে দেন। বালকটী সে গুলি না আলাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে লাথি ও চড় মারিয়া আধমরা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

একখানি ইংরাজী পত্রের নূতনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় এইরূপ একটী জনরব উঠিয়াছে যে ইংরাজ কতকগুলি লোকে একটী সভা সংস্থাপন করিয়া লর্ড লিটন ও সেনাপতি রবর্টস ভারতবর্ষে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ করিবেন। শুনা গেল এজন্য তাঁহারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান কেরলড বলেন, বসওয়াল নামক স্থানে একটী পারসী স্ত্রীলোক রেল গাড়িতে যাইতেছিল পথিমধ্যে গার্ড সাহেব তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে, গাড়ি বরহনপুর ষ্টেসনে পৌঁছিলে ভদ্রতা ষ্টেসন মাষ্টার গার্ডকে কোন কথা না বলিয়া তাহাদের বসওয়াল ষ্টেসনে এই সংবাদ প্রেরণ করাতে পুলিস তাহাকে ধরিয়া গ্রত করিয়াছে। পুলিস এই গার্ডের বিরুদ্ধে একটা আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।

ওয়েষ্টই, যে আকসন নামে এক ব্যক্তি একটী নূতন কলের আবিষ্কিয়া করিয়াছেন। এই কলের সাহায্যে দুটী বালক এক ঘণ্টায় ১০।১২ মণ ওজন পর্য্যন্ত করিতে পারে। এখন যে পদ্ধতিতে উহা পরিষ্কার করা হইয়া থাকে এই কলের দ্বারা করিলে তাহা অপেক্ষা পাতার উৎকর্ষ বড় থাকে।

গার্ড ষ্টাটিউন কমন সভায় বলিয়াছেন আচিন রহমান যদি অন্য কোন রাজার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখেন এবং ইংরাজদিগের পরামর্শ অনুসারে চলেন তাহা হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।

টাকা দেওয়ার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে আইন করিয়াছেন তাহার সংশোধনার্থে প্রায় ৮০০ ক্রিকিৎসা ব্যবসায়ী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টবোর্ডে আবেদন করিয়াছেন। যখন এতগুলি লোক এজন্য আবেদন করিতেছেন তখন ইহার উপকারিতা অপকারিতার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

জমিদারী প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রজার হস্তে ভূমির স্বত্ব দান করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক লোক ব্রিগেডে একটী সভা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন আফগানস্থানে যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য আছে তাহাদিগের মধ্যে যে পারসোর গোলেন্দাজীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহাকে ১৮০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১৮৮০ অব্দের ১০ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ব্রিটিশ ব্রহ্ম, আসামের কোন কোন স্থান, বঙ্গদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারতবর্ষ ও রাজপুতানার অন্যান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজে পোলিডেন্দি, নাঙ্গিপাত্তা ও বেলারের কোন কোন স্থানে যে পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন বম্বেপ্রেশ ও বিদারের কতকগুলি স্থানের শস্যের ও মধ্য প্রদেশের তুলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বন্যা নিবন্ধন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রঙ্গদেশের অন্তর্গত উৎপন্ন শস্যের গুরুতর অনিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও রাজপুতানার স্থানে স্থানে শস্য ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই কিন্তু সাধারণতঃ শস্যের অবস্থা মন্দ নহে।

সফর বলেন আমেরিকায় এক প্রকার ভেক আছে তাহারা বড় বড় মূষিক একবারে ভক্ষণ করিতে পারে।

নেক সাগরে একপ্রকার আশ্চর্য্য কুম্ভীর আছে। উহার সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছাদিত। যখন উহারা নিস্তব্ধ ভাবে থাকে তখন বোধ হয় যেন একখণ্ড পচা কাঠ রহিয়াছে। বস্তুতঃ উহারা দেখিতে চমৎকার। ইহাদিগের কত প্রকার আশ্চর্য্য জীব আছে তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না।

প্রভাতী বলেন, ফরাসডাঙ্গায় এক ব্যক্তি আপনার দ্বিতীয় স্ত্রীর কুপরামর্শে প্রথম পক্ষীয় গর্ভধারিণী মাতৃস্থানীয়া পুত্রের প্রতি অযত্ন করিত। প্রতিবাদিগণ ঐ জন্য তাহাকে তিরস্কার করিত। কেন না এই লাঞ্ছনাতেই পিতা পুত্রকে সংহার করে। রবিবারে এই ঘটনা হয়। পুত্রের নাম নাকি বিশ্বাস নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে বাসনা আনিতে। পুলিস সন্ধান পাইয়া লাস সহিত দুজনা পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

আয়াদর্শনের ষ্টীমার সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া বরিশাল জেলা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

কর্ণেল, এফ, এস, টেলার সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি মেজর হেনেসল, এ, জে জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বোম্বায়ের ইন্দুপ্রকাশ বলেন, হুইটলি ষ্টোকস সাহেব ও ষ্টীফেন ওয়েষ্ট, ভৃত্য ও প্রভু সম্বন্ধে আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজ অবস্থান করিতেছেন, ভবিষ্যতে যাঁহাদের তাঁহারা তাঁহাদিগের ভৃত্যগণের বৈধিক হস্তবিষয়ে সমর্থ হন এই আইন প্রণয়নের চেষ্টার তাহাই উদ্দেশ্য। অনেক দিন অবধি এপ্রকার একটী আইনের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে। বিনা আইনেই রক্ষা নাই। আইন হইলে যে কি হইবে বলা যায় না।

ইংলিশম্যনসিংহস্থ সংবাদকর্ত্তা লিখিয়াছেন, ময়মনসিংহের কমিসনার বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যের সহিত বাবু ভগবৎকিশোর আচার্য্যের ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিষয় সম্বন্ধে এক মকদ্দমা উপস্থিত হয়। বাদী প্রতিবাদী বোর্ডের সভ্যগণকে সালিসী মান্য করিয়াছেন। এ উত্তম কল্প।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনাথ ও অন্ধদিগের সাহায্যার্থ এক লক্ষ তিন হাজার টাকা মূল্যের চারি টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ দান করিয়াছেন। টাকার তত্ত্বাবধারণার্থ ৪ জন ট্রষ্টীও নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেঙ্গলেঞ্জ, ডগলিট কাউয়েল প্রাইন সাহেব একটী আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমুদ্রগামীদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। তিনি রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা একটী গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ গ্যাস, শিরাদের উপরের কাপড় ও হাতার অন্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখি কোন ব্যক্তি সেই শিরার পরিবর্ত্তন করিয়া কাল পরিত হয় তাহা হইলে উহা একপ স্ফীত হইয়া উঠে যে পরিত ব্যক্তির মস্তক কোন ক্রমে ডুবিতে পারে না।

চাইস্রাবাদের রেসিডেন্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে সমস্ত ছাত্র তাঁহার চাইস্থলে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি তথায় এক শত টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইবেন না।

ভারতবর্ষের রেল সম্বন্ধে যে সকল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ার্থ নূতন ব্রাইটাস বিলডিংয়ে রাখা হইবে।

মেডিকেল কলেজের যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করেন ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রদান করা হইত। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ এ প্রকার পুরস্কার দানের আবশ্যকতা না দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়মটী রহিত করিয়াছেন। এই একটী ব্যয় সংক্ষেপ।

শুনা যাইতেছে ভারতের রাজস্ব-মন্ত্রী বেরিং সাহেব ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ইংরাজি কাউন্সেল উডফর্ড বেল সাহেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুনিবন্ধন সোমবার হাইকোর্ট বন্ধ ছিল। ইনি যেরূপ ধনী লোক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে এদেশের সকল লোকেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন।

হাইকোর্টের এটর্ণী বাবু উপেন্দ্রনাথ বসুর নামে অযথা বর্ণনা পত্র প্রদানের যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল শুনা গেল তিনি তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

আসাম সাহেব মন্ত্রণাকের পদাধীন পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

উড়িষ্যা বালকগণ এতদিন ফাঁকিতে পাশ দিবেন। এখন আর তাহা ঘটিবে না, শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের পরামর্শ অনুসারে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা ভাষায় ইউক্লিডের জ্যেষ্ঠতত্ত্ব প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের অনুবাদ করাইবার ব্যয় ৩০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে এরূপ একটী আজ্ঞা প্রচার করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করা হয়। অদ্যাপি আবেদনখানি পাঠা করিতেছেন। প্রথম হইতে এদেশীয়ের সৈন্য সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চাহিবে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যখন ডেল বলের সরকার অনারেবল সর্দার আরথিন পেরি সাহেব তাঁহার পদ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন, পেরি সাহেব অতিশয় উপযুক্ত লোক ও ভারতবাসিদিগের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অতএব তাঁহার সদৃশ লোক উচ্চ সভায় নিযুক্ত থাকাতে আমাদের অনেক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।

কয়েক দিবস অতীত হইল এক ঝড় প্রবল বেগে একাদিক্রমে ৯০ মাইল পথ দশ ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করিয়াছিল।

চীন হইতে সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে কাণ্টনের পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে একটী নগরে বসন্ত রোগে প্রায় চারি সহস্র লোকের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কাশের সেনাপতি জেনেরল স্কবেলফের তৈকি তুর্কোমানদিগের সহিত একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। স্কবেলফ পরাস্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক হাজার সৈন্য হত হইয়াছে।

পিণ্ডার নামক স্থানে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি অনেক স্থান বরফে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই লায়ন্স বসিবে। অনারেবল ষ্টীফেন ব্রাইটন সাহেব বিচার করিবেন। আটটী মোকদ্দমা বিচারার্থ উপস্থিত আছে।

চাকদা নিবাসী এক ব্যক্তি তাহার জনৈক প্রতিবেশীকে হত্যা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। বিচারে হারবর্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়া ফাঁসী সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু হারবার্ট জজ ও ডুবিনিয়ের মাধা মতের অনৈক্য হওয়াতে ঐ মকদ্দমা হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। তাহারা বিচার পতি অনরেবল চেমেণ্টস মিঃ ই সি, এফ, মাকলিন সাহেব ফাঁসীকাষ্ঠের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত্তন রেলওয়ে ষ্টেশনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক কতিপয় সন্ত্রান্তলোককে সরল খাদি দিতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য তাহার স্বামীকে আজ্ঞা দেয়। পরে দুই জনে পরিহাস তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একবারে অস্ত্র বিক্ষত করিয়া এক দিগের শুণ্ড উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। নালিশ করিতে হইলে প্রথমে আদালতে শপথ করিতে হয়। তিন ভদ্রলোক শপথ করিবার আশঙ্কায় আদালতে নালিশ করেন নাই। হতভাগাদিগের শপথের প্রতি যে বিশেষ শ্রদ্ধা, তাহা এই ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লোকে মকদ্দমায় হস্ত নিমন্ত্রিত করিতেও যে কোন প্রকার আশঙ্কা করেন না।

জমীদারের অত্যাচারই ভারতের দুর্দ্দশার এক মাত্র কারণ, এবং তাহা নিবারণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য ওয়ডনেল সাহেব অধিবেশে একখানি বর্ণনাপত্র বিশিষ্ট মাননীয়বরেণ্য ভারত সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করেন। তদ্ব্য গেল সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট হইতে পাই করিয়া ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উপর এইরূপ হুকুম জারী করিয়াছেন স্থির করিয়াছেন যে জমীদারেরা দুর্ভাগ্যে প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিলে তাহার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী মাত্রকেই বিশেষ যত্ন পাইতে হইবে।

ডাক্তার ডেভার নামে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটে লোকের দাঁত বাঁধাই করিতে বর্ষে বর্ষে ৫৬ লক্ষ স্বর্ণ ব্যয় করিয়া থাকে। ৬৯৭৩ যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষতি বাঁধাইবার ব্যয়। এইরূপ ব্যয়বতী থাকিলে পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণ তিন শতাব্দীর মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ব্যারিষ্টর উড্রফ সাহেব আগামী অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর অতি চতুর লোক বলিয়া বুঝি হইয়াছে, ইংরাজদের সেনাপতি ও রাজপুরুষদিগের সহিত ব্যবহারের সময় তিনি [illegible] কিছুমাত্র, এইরূপ [illegible] সম্পাদকেরা [illegible] করিয়াছেন। সম্প্রতি [illegible] ডেলিনিউস নামক সম্পাদক লেপ্টেনিলিসবিষয়ক [illegible] [illegible] [illegible]

সেরাংকেরা বিনামি আক্রমণ করিয়া চারিজন শান্তিরক্ষককে বধ করিয়াছে। অন্য নামক স্থানের লোকেরা নানা প্রকার ছুতা-নাতিতে কালক্রমে উপরোক্ত পথে আসিতেছে।

কোয়েটা হইতে গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী বোম্বাইয়ে তাঁহার বন্ধুর নিকট এই লিপিখানি পাঠাইয়াছেন। আমি লিখের চতুর্দ্দিকে দুর্গ নির্ম্মিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এক এক খানি অস্ত্র দান করিয়াছেন। তাহার নিকট বন্দুক আছে নিকট তরবারি প্রভৃতি আছে। কান্দাহার শত্রুরা অবরোধ করিয়াছে। কান্দাহার হইতে কোয়েটা পঞ্চাশ ক্রোশ আছে, তাহার মধ্যে ৪০ টী আফগিদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। কলহ এই যে, উহারা নীয় কোয়েটা আক্রমণ করিবে। দুর্গে অনেক স্থানে কাটান রহিয়াছে। বিস্তর নূতন অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি সৈন্য আসিতেছে। গত ১৫ দিন হইতে লোক জন কেহ ছুটিতে পাচে। সকলেই ব্যস্ত। সমস্ত রাত্রিই লোক অস্ত্রশস্ত্রহস্তে চৌকী দিতেছে। শত্রুরা কখন আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় আমার দুই রাত্রি নিদ্রা যায় নাই। সিপাহিরাও বৈতনিক পুরস্কার দ্বারা সর্ব্বদাই সাহস দিতেছেন।

সেনাপতি স্যেন্ট জন সেরেবা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। তথায় বিশেষ সরিবেশোপযোগী স্থান পাওয়া যায় নাই। ইসাখেল যে স্থানে রহিয়াছে এখান চতুর্দ্দিকের নিম্নভূমি অপেক্ষা বাস নিম্ন স্থানে বিস্তর এই যে তাহারা কোন প্রকার শত্রুপ্রতিবন্ধ করিতেছে না। এখানিরাও শুভ্রতর অবলম্বন করিয়াছে।

সান্তকরালিয়া লিখিতেছে ১৮ ই তারিখ হইতে অবিরতে কামান গর্জ্জন আরোহণের যোগাযোগ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কোন্তু জানিতে পারা যায় নাই।

১৯ ই আগষ্ট কাকর পাত্রেরো নামক স্থান আক্রমণ করে। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর উপোয়া পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে ইহাদিগের ৩০ জন লোক হত হইয়াছে।

ঐ রেজিমেণ্টের অন্য কিছু সৈন্যেরা যে সময় উপোয়াদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে ইহারা গুলি করিয়া ৩০ জনকে বধ করিয়াছে।

সেবে মন্ত্রী সাহেব সেনাপতিকে সাহায্যকরণ নিমিত্ত ৫০০ সিপাহি আনিতে চলিয়াছেন। তিনি ঐ সিপাহি আনিয়া চেলাস নিযুক্ত করিয়া নীয় উদ্দেশে প্রস্থান করিবেন। প্রকাশ হয় যে, এই সংবাদ শুনিয়া সেবে নামক স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি মৃত মহম্মদ খান লিখিয়াছেন সেরেবে নিবাসিগণ কোয়েটা দুর্গ আক্রমণের ৩৪ টা পাহাড়ীয়ে কিন্তু সেটীয়ানের অধীনতের ভিন্ন ভিন্ন হইয়া তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

মেজর রিমিংটন লণ্ডনে লিখিতেছেন ১৮ই হইতে ১৯ ই উপোয়াদিগের কতকগুলি লোকের আক্রমণ তাহারা তাহাদের উপরোক্ত ও আরো কয়েকজন লোককে আহত ও এক জন দেশীয় কর্ম্মচারীকে বধ করিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ডাবলিনের ষ্টক এক্সচেঞ্জটী অগ্নিদ্বারা কবলিত হইবে বলিয়াছেন। সেখানটি বড় উচ্চ কাষ্ঠদ্বারা পুষ্করা করিয়া আমন্ত্রক ভাঙ্গা যে কথা বলিয়াছিল তাহা অলীক। তিনি কাহার দ্বারা পুড়াইয়া করিয়া আয়োজন করিয়াছেন। তিনি অগ্রে বলিয়াছেন যুদ্ধ-কার্য্য ঘটিত বিষয়ের কোন প্রকার বন্দোবস্ত তথা হইতে করিবেন না। সেরূপ করিলে ভারতীয় কর্ম্মচারী গণের প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

লণ্ডন ১৪ ই আগষ্ট। ডিবিয়ার রেজীর বিষয় ৫৫ আগষ্ট তারিখের পরম গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন। ৬৫৪৯ জন হইতে চারি শত বাইজন বন্দুক জব্দ করা হইয়াছে। এক কথা প্রকাশ্যে নামক স্থানে যে সকল লোকের যে সভা হয় তাহাতে ৩০ হাজার আন্দোলনকারী একত্রিত হইয়াছিল।

বাস্কোগণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

লণ্ডন ১৯ ই আগষ্ট। লর্ড ষ্টাইভেলে ডি রেডক্লিফের মৃত্যু হইয়াছে।

পারিস ১৯ ই আগষ্ট। গ্রম গাম্বেটা যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মন্ত্রিসভাস্থ সাধারণিক গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল স্থান তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে অনুপস্থিত নিয় প্রস্তাবিতের স্বাধীকে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে।

লণ্ডন ১৯ ই আগষ্ট। আয়ার্লণ্ডবাসীদিগের অধিপুলস সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ হইয়াছিল তাহা সভা হইয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে। সভার সভ্য ৩৫৯ অধিকাংশে অগ্রাহ্য হইয়াছে। মন্ত্রিসভা সভা হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

ব্রসেল্‌স ১৮ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ডিউক অফ ব্রাবেণ্ট নামক স্থানে বিপ্লবকারীদিগের সহিত সৈন্যদিগের যুদ্ধ হইয়াছে। ৩০ জন বিপ্লবকারী হত হইয়াছে। ৪০ জন আহত হইয়াছে। ৩০ জন সৈন্য হত হইয়াছে। ৫০ জন আহত হইয়াছে।

ব্রসেল্‌স ১৯ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে ডিউক অফ ব্রাবেণ্ট নামক স্থানে বিপ্লবকারীদিগের সহিত সৈন্যদিগের যুদ্ধ হইয়াছে। ৩০ জন বিপ্লবকারী হত হইয়াছে। ৪০ জন আহত হইয়াছে। ৩০ জন সৈন্য হত হইয়াছে। ৫০ জন আহত হইয়াছে।

লণ্ডন

সকল পুস্তক বলিতে পারি, যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের অবশ্য ঔষধ সেবিত হইবে, সঙ্গে কিছুই অপথ্য শব্দের সংশ্রব হইবে না। কদাচার কদাহার অনাচার, ইন্দ্রিয় অসংযম, রক্ত প্রদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে মেহরোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সে সমস্ত নিবারণ করিতে হইবে। এ নিয়ম প্রতিপালন করিলে মেহ প্রস্রব, রক্ত প্রস্রব, শুক্রস্রাব, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি যোগ সকলই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, তাহার মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

মহাগন্ধী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কুঞ্চিত হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিবেচনা শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতির্দ্বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্ক শীতল থাকে। বিশিষ্ট কারণে মানব শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতির ও সহজ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এতদ্ভিন্ন উন্মাদ, মূর্চ্ছা রোগ, উপস্মার, হৃদ্রোগ, মৃগী, ক্ষিপ্তচক্ষুতা, মন উচাটন করা, দুঃস্বপ্ন দেখা, কাণে ভোঁকার, হাসা, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা প্রভৃতি যে সকল রোগ সকল আছে তাহা এবং ইহার মনোহর সৌরভে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲ প্যাকিং ৵০।

কামোদ্দীপক প্রসাধন।

ইহার মনোমিত ক্রিয়া, শরীরের দৌর্ব্বল্য ও ক্লান্তির পীড়া, আর ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, অপরিণামদর্শিতা, প্রমাদ বিকার বা উহার নিমিত্তজন্য যে কোন অসুখ হউক, অধিক অসুখের, শিরঃপীড়া, শিথিল ইন্দ্রিয়, শুক্রস্রাবের কারণ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তাহা এই প্রসাধন সেবনে আরোগ্য হয় এবং শরীরের বল পুষ্টাদি সংসাধিত হয় এবং সমধিক কামোদ্দীপক হইয়া থাকে। ১৫ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের পর অপর মাস প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উদ্বেজিত করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় সেরূপ সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া ডবলক্রাউন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সমস্ত মূল টীকা ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ইচ্ছা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৲ ডাক মাশুল ১৷৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১ এবং ডাকমাশুল পরে অবশিষ্ট ১৷৷০ লওয়া যাইবে।

একত্রে পাঁচজনে একখানিকে লইলে ১৷৷০ টাকা স্থলে ১৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

ডাকমাশুলের প্রভেদ } ইংরাজীনবিশ সাধারণ। / ডাকমাশুলের ও ডাকমাশুলের বাবদ অনেক।

শরীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া বহুতর ঔষধের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই ঔষধ নিঃসন্দিগ্ধরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগের এবং উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। যথা—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, গাত্রের কক্ষতা, মস্তিষ্কের হীন বল, শুক্রস্রাবের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিযন্ত্রণা প্রভৃতি উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব বারে ৩ পরিমাণে" স্বাভাবিক হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

১ কৌটা বটিকার মূল্য ... ... ২ টাকা।
ডাক ৵০ পোয়া ... ... ৩ টাকা।
তৈল ।৷০ পোয়া ... ... ৪ টাকা।

জ্বরারি কষায়।
(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও পেট প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷০ আনা।

শিবাঘৃত।
(অপুংসক শৃগাল কাথে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বায়ু রোগ প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ পোয়ার মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বায়ু রোগ, মূর্চ্ছা, বায়ু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক দুর্ব্বলতা, বুদ্ধিনাশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ নিয়ম শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক পোয়ার ...মূল্য ... ৯ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাশুল ... ... ৷৷০ আনা।

শারিবা-আসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, গারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) বাতরক্ত নাড়ি ও পেশী, স্নায়ুকম্প, শরীরের চঞ্চলতা, স্মৃতিবিভ্রান্তি, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গুপ্তস্থির পীড়া জন্য যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, এতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵ আনা।

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিচারহর	৸০ আনা
কবিতত্ত্ব	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৵০
ঐ ২ য় ভাগ	৵০
ঐ ৩ য় ভাগ	।০
নিসর্গ সুন্দরী	।৵০
বঙ্গাঙ্গনা কাব্য	১
যৌবন সুহৃদ	৸০
বিশ্বেশ্বর বিলাপ	।০
সংকেতসার	৵১০
সভ্যতা সোপান	।০
যোগিনী	১
কাশীবাহাদ্যা প্রথম ভাগ।	১০
ঐ ২ য় ভাগ	৸০
বিশ্ববিষচিকিৎসা	৸০
প্রণয় বিলাপ	৵০
অবকাশ রঞ্জিনী	১
বালীবধ কাব্য	১
নির্ব্বাসিতের বিলাপ	৸০
ভারতীয় প্রবাবলী	১
কাশির কুসুম	১৷০
খিদুয়ার ইতিবৃত্ত	৸০

ব্রহ্মচারী দত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৷৷০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেরারিং পাঠান যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা কখনে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য ডাক টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। দুর্য্যোধনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মুগ্ধকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিপীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ডিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কল্পদ্রুম গ্রহণের মানস করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতায় কল্পদ্রুম কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কল্পদ্রুম সম্পাদকস্য।

মৎ প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা পৌজদারি বালাখানা ১৪৯ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সদ্যঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্পবিষ, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রব্যের ভারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল।০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রভৃতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৯ নং ফৌজদারি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলবর্দ্ধ্য তৈল!

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১, ডাকমাশুল ৷৵০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কইরজ, বাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১, ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় অর অরুচি প্রভৃতি দৌর্ব্বল্য, স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
সাধু-রহস্য ও সমালোচন-পূর্ণ
মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ২ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।
২ নং বারা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।
শোভাবাজার কলিকাতা।

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। কর্ণের ঘা, পূয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ভোঁ ভোঁ বধিরতা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ।৵০ আনা। দন্তের কষ পড়া, মেড়ে ঢলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

ডাক্তার হরিদাস বসুর
৩৪ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গেন।
কলিকাতা।

বিনি এক দিবসে জলন্ত দর্পণে ঐশ্বরিক প্রতিবিম্ব দর্শন পক্ষে এই ভূমণ্ডলকে অন্ধকারময় জ্ঞান হইয়া ছই মাসে আরোগ্যলাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে সেই পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় বন্ধুকার
সাং শ্রীরামপুর।

বিদ্যুন্মাতা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চন্দ্রিপোতা বঙ্গদর্শন যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ৫৯ নং কলের মোহার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

আদরিণী।

বঙ্গদর্শন, ভারত, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র সম্পাদক কতিপয় সুলেখক কর্ত্তৃক আদরিণী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী (১ম পৌষ হইতে ৩০ পৃষ্ঠা) আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন।

বালেশ্বর
হাজরাট পোষ্ট আফিস
হুগলী।

শ্রীহারকনাথ বিশ্বাস
আদরিণী কার্য্যাধ্যক্ষ

শীঘ্র নির্ভয়! নিশ্চয়!!!

বি, এন, দাসের গণোরিয়া মিক্শ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ খেত-প্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য মায় প্যাকিং বড় শিশি ৩৲, মধ্যম ২, ছোট ১৲।

৪৪ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরেক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অধৈর্য্যতা, বাত, পাতা দোষ, শোষ, উপদংশ, গোদরী এমন কি শ্বাস কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ১২ নং ডুমতলা শিবচন্দ্রের গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বড় বিপদে পড়িয়া ভগ্নোদ্যম, স্মরণশক্তি শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কাযে অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়াও কিছুতে আমার প্রিয় বন্ধু সোমপ্রকাশ বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর ৬ট শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
কলিকাতা ১৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ বর্ম্মা—বোয়ালিয়া ১৷৷০
" " উপেন্দ্রনাথ মিত্র—ইশ্বোর ৭
" " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫৷৷০
" " গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ
রঙ্গপুর ৭
" " প্যারিমোহন মিত্র—মিয়ানমির ৭
" " কৃষ্ণকিশোর রায় (১) সমুদায়সমেত ৭

(১) গত ২৩ এ শ্রাবণের মূল্যপ্রাপ্তিতে ভ্রমক্রমে কৃষ্ণকিশোর রায় না হইয়া কৃষ্ণকিশোর দাস হইয়াছিল।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷৷০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ২ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে মোট, হুণ্ডি, বড়ার চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ ছয় আনা হারের পর ৷৵০ দশ আনা দিতে হইবে। তিনি অধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ইং ১৮৮০ এর পয় কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর ডাকঘরে হইতে ১৯ঞ্চিপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং"। ২০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৫ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ৩০ এ আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত ষাণ্মাসিক ৬ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

বাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয় সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত বাবু দ্বয়ের কলে বা উক্ত বাবু দ্বয়ের নিম্নোল্লিখিত কলেজষ্ট্রীটের হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

উপহার।

সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাধু রচনা ও সমালোচন-পূর্ব মাসিক পত্রিকা।

এই উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকাখানি বিগত জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৷০। ইহাতে বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত, পণ্ডিত অম্বিকাচরণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবিবর হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কবিবর রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ফকির চাঁদ বসু, ভূতপূর্ব্ব সমাজ রঞ্জন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী ভূতপূর্ব্ব দর্শক সম্পাদক, বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ বঙ্গদর্শনের লেখক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক মহোদয়গণ ইহাতে প্রস্তাব লিখিতেছেন। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া মূল্যসহ নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ।

উপহার ভাণ্ডারের, পোস্তাবাজার রামবাটী, কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের মত উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৩, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের খণ্ড অখণ্ড মাসে প্রচারিত হইয়া গ্রাহকগণকে উদ্বিগ্ন করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটফর্দি ৩ফর্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ৯ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য শাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ৫৷৷০ ডাক মাশুল ১৷৷০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অর্দ্ধ মূল্য ২, এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ৩, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একযোড়কে লইলে ১৮ টাকা স্থলে ১২৷৷০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ। শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল। ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

শরীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

[illegible] সোমপ্রকাশে ঈশ্বর সিদ্ধি [illegible] হইয়াছে, তাহা [illegible] করিয়াছে, বিচার [illegible] প্রবন্ধের এক [illegible]

ঐ প্রস্তাবে আস্তিক এমন কোন যুক্তি অথবা [illegible] হয় নাই, যদ্দ্বারা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, " আর্য্য ঋষিদিগের বুদ্ধি যখন [illegible] তখনই আস্তিকতা শব্দের সৃষ্টি হয়, [illegible] যখন কতকগুলি আর্য্যের বুদ্ধি কুটিল পথ [illegible] হয়, সেই সময়ে নাস্তিকতার সঙ্কেত নাস্তিক শব্দ [illegible] হইয়াছে। " বস্তুত একথা সদর্থ। তাঁহারা যখন নিতান্ত নিরোধ ও অজ্ঞ (২) ছিলেন,

(২) আমরা ইউরোপীয় মহাত্মাদিগের বাক্যের [illegible] সকল করিতেছি। কিন্তু এরূপ অনিয়ত নিয়মে কোন [illegible] মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব আমাদিগের একথা এই যে বাস্তবিকই যদি একটী নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন। যুক্তির বাক্যদোষের প্রসঙ্গে বাদী [illegible] শব্দ বিশিষ্টরূপের অর্থ অবধৃত। ইহাতে আমরা কহি যে [illegible] অর্থ অবধৃত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই [illegible] বাদীরা পদার্থ কখনোপলব্ধির অধীনক হইয়া তত্ত্ব [illegible] ও এর অর্থ হইতেছে। জগৎ সম্বন্ধে ও অন্য পদার্থ সমূহের [illegible] অজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে অন্য জ্ঞান হইতে পারেন [illegible] অজ্ঞ ব্যক্তি যদি সমাধি করিতে পারেন [illegible] তাহা হইলে ঈশ্বরের সত্তা ও অন্যান্য নিত্য পদার্থ [illegible] হইয়া যায়। এই কারণে [illegible] হইতে [illegible] নাস্তিকদিগের [illegible] নাস্তিকতা [illegible] হইতে পারে না।

[illegible] তখন তাঁহাদিগের বুদ্ধি-শক্তি তাদৃশ মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হয় নাই, তখন তাঁহারা নানা বিষয়েই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তরোত্তর বুদ্ধির পরিমার্জ্জন সহকারে তাঁহারা প্রকৃত সত্যের সন্নিকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রখর-বুদ্ধিশালী কপিল অথবা শাক্যসিংহের মত ভারতে যতদিন আদৃত হয় নাই বটে, কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্য মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন? তখন আমরা সর্ব্ব প্রথমে শাক্যসিংহেরই নাম করিব। যত লোক বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই (৩)। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি সাংখ্যদর্শন। অতএব অষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে কেহই সাংখ্যের ন্যায় বহু ফলোৎপাদক হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন, ঈশ্বর যদি মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত না করিতেন, ধর্ম্ম ও দেবপূজা সম্বন্ধে তখন অনুকার্য্য অনুকারক ও অনুকরণ প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইত না। এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে মনুষ্য অপূর্ণ জীব। আপনা হইতে অধিকতর বলবান অথবা গুণবান দেখিলে মনুষ্যের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য যে যখন ভূধর মণ্ডিত হিমালয়, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বিস্তৃত শাখা প্রশাখক বিশাল বটবৃক্ষ, বিবিধ বিভীষিকা সংযুক্ত জনশূন্য মরুভূমি, ভয়কম্প-কারক বজ্রধ্বনি, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ নৈসর্গিক বস্তু ও ব্যাপারের স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না, তখন এই সকল প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদায় তাহার অন্তঃকরণকে ভীত চমৎকৃত এবং অভিভূত করিয়াছিল, তখন উহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়া অনন্ত উপাসনাসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। [illegible] বুদ্ধি বিবেচনার অভাবে সেই সকলে বালকের অনুরক্তি হইতে পারে। কিন্তু তাঁহা যদি প্রকৃতিসিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে কখন তাহার মনে প্রকাশ অনুরাগের উদয় হইত না। ঈশ্বর মনুষ্য হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন, আমরা এই অর্থ লোকে কখন মানব হিতার্থে ও নিঃস্বার্থকারী পরমেশ্বর স্বরূপ করিয়া অন্য রূপ জ্ঞান না করিয়া সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করে তেমন নয়।

(৩) পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অনেক আছে বটে কিন্তু তাহারা বৌদ্ধশাস্ত্রের কিছুই জানে না। ব্রহ্মদেশের ও অন্য স্থানের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল, বৌদ্ধেরাও ঠিক সেইরূপ। বুদ্ধ ঈশ্বর পূজা করুন না করুন কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। এরূপ বৌদ্ধ গণনায় অধিক থাকিতে পারে। অন্য দেশের কথা থাকুক, আমাদের দেশের কথাই বলি। ভারতবর্ষীয় পঞ্চবিংশতি কোটির মধ্যে কয় জন আস্তিক আর কয় জন নাস্তিক [illegible]

ঈশ্বর মনুষ্য-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ নিহিত করিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্ম ও দেবপূজার সৃষ্টি হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় অন্য স্থলে বলিয়াছেন, " অধিকাংশের মত ধরিয়াই সকল কাজ হইয়া থাকে, সেই অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিতে গেলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইতেছে। " একথা কতদূর যথার্থ একবার বিবেচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর সুতরাং অধিকাংশের মত ধরিয়া বিচার করিলেও ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হইল না।

প্রতিবাদক বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে ষড় দর্শনের উল্লেখ করিয়া কেবল মাত্র গৌতম সূত্র দ্বারা সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন যে যাহা হউক, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ী চিরকাল বুদ্ধি-শক্তিকে ভয় করিয়া আসিতেছেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে। বেচরাম বাবু আত্ম প্রত্যয়কে একটী প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় আছে আর আছে, তাহাতেও মনুষ্যের এত ভ্রম এত মতান্তর যে তাহারও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি, তত্ত্ব-লাভের একমাত্র সোপান। বুদ্ধি বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্ব নিরূপণ করা আর চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া উভয়ই তুল্য। কুসংস্কার-শূন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞানরূপ পুণ্য-তীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায় সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সমস্ত তেজস্বী বুদ্ধিমান মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ তত্ত্বানুরাগী পরিশুদ্ধ যুক্তি প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরম পুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞানরূপ অমৃতরস পানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা এইরূপ বোধ না করেন, তাঁহারা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন, আপনাদের মনঃকল্পিত মতের ও চিরসঞ্চিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী।

বেচারাম বাবু এক স্থলে বলিয়াছেন " আজকাল এখানে ওখানে দুই একজন ইংরাজ অথবা জর্ম্মাণ উঠিয়া জগতকে শিক্ষা দেন যে আত্মা নাই শরীরই সব, ঈশ্বর নাই সৃষ্টিই সব " ইত্যাদি। বাস্তবিক তিনি পরিব্রাজকদলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ কথা। দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই। যেমন সুরা সমুদ্রাবক দ্রব্যের সমবেত হইলে মাদকতা শক্তি জন্মে, তদ্রূপ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। অন্ন চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ। চক্ষুর্ত্তাঃ খলু ভূতেভ্য শৈতন্যমুপজায়তে। সুতরাং যখন মৃত্যুকাল ঘটিবে

যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটিবে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তাহা দেহাবচ্ছিন্ন। অতএব দেহের বিনাশে তাহার স্থিতি অসম্ভব। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, জীব-দেহের মায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তি বিশেষের হ্রাস বা লোপ হয় এবং বৃদ্ধকালে মস্তিষ্কের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা সহকারে মনের ক্ষীণতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্যসম্বন্ধিত মানসিক ব্যাপার সমুদয় মায়ুমণ্ডলের উপর বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তন্তুীয় উপাদাননিচয়ে পরিণত হইবে। তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। ফলতঃ

১ ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতেছ? শরীর-তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ বিশেষই আত্মা।

২ য়। আত্মাই যে সুখ দুঃখ ভোগী তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখ দুঃখ ভোগী নহে কেন?

৩ য়। দেহ নাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অণুমাত্রও প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব মানিতে হয়, মানিব; কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪ র্থ। দেহ নাশের পর আত্মা থাকিলে তাহার যে আবার জন্য মরণাদি দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই।

এখন ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রমাণের কথা উত্থাপিত হইতেছে। প্রত্যক্ষই জ্ঞানের এক মাত্র মূল সকল প্রমাণের মূল। আমরা কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই বৃক্ষ, এই বৃক্ষ এই নদী, এই পর্ব্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। এজন্য জানি যে এই গৃহ, এই বৃক্ষ, এই নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। দুই পদার্থ-বিক্ষিপ্ত-রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়। ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেষ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেষের ডাক পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ এবং রাসন পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচ প্রত্যক্ষ। তাহার পর দেখিতে হইবে যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি কক্ষ দ্বার গৃহ মধ্যে মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না; তুমি যদি কখন কোন ব্যক্তিকে গমন ক্রিয়া ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে দেখিতে, তাহা হইলে কখনও একজনকে এক বাসা হইতে অপর বাসায় দেখিয়া তাহার গমন-কার্য্য স্বীকার করিতে না। এই রূপে দেখা যাইবে যে, একটী অনুমানের মূল বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ মূলক জ্ঞান সকল টুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষ জাত নহে। প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার পুরুষপুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষ জাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। বহির্জিগতের জ্ঞান লাভার্থ যেমন আমাদের শারীরিক কয়েকটী দ্বার অথবা সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় আছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভার্থ তদ্রূপ কোন ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইবে না। যদি বল শেষ অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহাও অসম্ভব। কারণ

১। যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিলে সেই কারণের অনুমান করিতে পারি। নহিলে নহে।

২। আমরা ঈশ্বরূপ আদি কারণকে কখন জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন আমরা কি নিয়মে জগৎ কৌশল-দেখিয়া তাহার আদি কারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে যাই।

৩। মনুষ্য অগ্রে কল্পনা ও সংকল্প করে, তৎপরে সেই কল্পনানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করে। সেই কার্য্য কল্পনার ফল অথবা অবয়ব মাত্র। অগ্রে অট্টালিকার নক্সা প্রস্তুত হয়। তৎপরে সেই নক্সানুসারে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। তজ্জন্য আমরা একটী অট্টালিকা দেখিলে অনুমান করিতে পারি যে, তাহা পূর্ব্বে নির্ম্মাতার মনে কল্পনা রূপে অবস্থিত ছিল। অথবা তাহা কল্পনারই ফল মাত্র। ইহা মানুষ ব্যাপার।

৪। কিন্তু এই বিশ্ব-ব্যাপার ও ব্রহ্মাণ্ড কোন মানুষ কার্য্যের সহিত তুলনীয় নহে অথবা মানুষ কার্য্যের সংস্থাপিত ন্যায়ে (Analogy) ইহার কারণ অনুমিত হইতে পারে না। যেহেতু—

৫। ঈশ্বরকে আমরা কখন কল্পনা করিতে দেখি নাই, অথবা মানবাতীত অন্য কারণের কার্য্য যে মানবীয় কার্য্যের ন্যায় কৌশল ও কল্পনা সম্ভূত হইবে, তাহা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে?

৬। কারার অনুমান ও কৌশল-উদ্ভাবন করা মানব মনের ধর্ম্ম। মানব আত্মবৎ জগৎকে দেখিয়া মানবের চিন্তা কৌশলের সৃষ্টি না করিয়া কোন বিষয় অপর বিষয়ের সহিত পরস্পর সম্বন্ধে অনুভব করিতে পারে না। সেই জন্য আমরা অজ্ঞানে বশতঃ বিশ্বব্যাপার ও কৌশলের অনুমান করিয়া থাকি। কিন্তু মানব মন নিজ স্বভাব নিবন্ধন যে কৌশলের অনুমান করিতে যায়, সেই কৌশলেই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? মানবের মন ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ নহে। ব্রহ্মাণ্ড মানবের নিকট যেরূপ প্রতীত হয়, তাহা মানবের অনুমান মাত্র।

৭। অতএব ঈশ্বর রূপ আদি কারণে কৌশল কিরূপে আরোপিত হইতে পারে?

৮। অতএব ব্রহ্মাণ্ডরূপ অতিতীব্র কার্য্যেরও যে কারণ আছে, তাহার প্রমাণ অভাব। যেহেতু কারণ ব্যতীত যে কার্য্য হইতে পারে না, সে সত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ডের রূপ জাবতীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অসিদ্ধ।

তাহার পর শাস্ত্রে প্রমাণ। প্রথমতঃ কখন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাতে একটী প্রমাণ বলেই গণনা করেন না। দেখা গিয়াছে সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জগৎ অষ্টি অলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে একথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তি বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে, আগে মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাস যোগ্য কে নহে? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মনুর কথা আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব এবং রামু ও শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পলীস পাদরী সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিতেছ যে মনু অভ্রান্ত ঋষি এবং পাদরী সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য। এ জন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরীর কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংস

উপর নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুযোগ করিবে সোমাস অক্ষম্য। অবতার শব্দকে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন? শুধু আমাই নহে। [illegible] কতকগুলি উপাদান গ্রহণ করা, তাহার মধ্যে কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া গ্রাহ্য [illegible] সম্বন্ধে নিউটনের মত [illegible] করিয়া, কিন্তু অন্যান্য সম্বন্ধে তাহার [illegible] পরিত্যাগ করিয়া তুমি যুক্তিকে তুমি ঈশ্বর ও জ্যোতিষের মধ্যে [illegible], কর। তাহার কারণ কিছু ইহার তাহার সমান অধিকারকে পাওয়া যাইবে। অনুমানে তুমি জানিয়াছ যে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য। অন্যান্য সম্বন্ধে তাহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটী পৃথক প্রমাণ হইত, তবে তাহাকে সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে। ভারতবর্ষে তাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়, ইহার কারণ শব্দ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য। এইরূপ বিশেষ বিচার অতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মত আমরা গ্রহণ করা আমাদের অবনতির একটী যে কারণ ইহা বলা বাহুল্য। বেদাদি শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে। সুতরাং উহাকে আপ্ত বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য অথবা তদনুসারে নিজের বিচার নিষ্ফল করিয়া ঈশ্বর বা পরলোক মানা যায় না।

বিষয় বারে সাংখ্যদর্শনের মত খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি প্রমাণ করাতে অনেকেই আমাকে কপিল বিদ্বেষী মনে করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরসনার্থে বলিয়া রাখিতেছি স্বকীয় মতের দার্ঢ্য সংসাধনার্থ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি বা প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই তাহার মতাবলম্বী হইতে হয় না। আমি সকল বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের অনুসারী নহি। এবার আমার মতের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিলে বুদ্ধিমান মনে করিবেন যে, জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে বিবেচনা শক্তি বলবতী হইয়া থাকে *।

নিরীশ্বরবাদ।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সেন বিগত ১ মাঘ তারিখের সোমপ্রকাশে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশের পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর পক্ষ সমর্থন এবং নিরীশ্বরবাদীদিগের নাস্তিকতার অপবাদ হইতে রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ

* প্রবন্ধ সম্পাদন করিতে সময়ক্ষেপ, অত্যন্তরবীণ উপাদক সম্প্রদায় সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। সময়ান্তরে আমি [illegible] বিষয়ে আলোচনা করিব। সম্পাদক সোমপ্রকাশ।

হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু ইহা জানিতেছি যে, তাঁহার সেই পত্রখানি দ্বারা নাস্তিকতার পোষকতা করা হইয়াছে। কেবল ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অস্বীকার করিলেই যে নাস্তিক হয় এমন নহে, উহা ত মোটামোটি হিসাবের কথা; সূক্ষ্মভাবে বলিতে হইলে ঠিকটি বলিতে হয় যে, যিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন অথচ তাঁহাকে জ্ঞান ভাব শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ বলেন না, অথবা যিনি ঈশ্বর (ব্রহ্ম) মানেন অথচ তাঁহাকে বিশ্বের প্রষ্টা না বলিয়া নিমিত্তা বলেন অথবা যিনি ঈশ্বর মানেন অথচ তাঁহার ন্যায় অথবা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; অথবা যিনি ঈশ্বর মানেন অথচ বলেন যে, তাঁহার সহিত এক্ষণে এ সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নাই; তিনি বলেন ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়, অথবা যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তাঁহাকে অবশ্যই নাস্তিক মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কারণ আমাদের যিনি ঈশ্বর, তাঁহার যাহা স্বরূপ, (জ্ঞানে মঙ্গলভাবে ও শক্তিতে তিনি পূর্ণস্বরূপ, তাঁহার আদি ও অন্ত নাই তিনি নিত্য, তিনি আনন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার ও একমেবাদ্বিতীয়ং, তিনি নিরবয়ব শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পবিত্রস্বরূপ তিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা) তাহা যদি আমরা বিনীত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে স্বীকার না করি, তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল নাম মাত্রে স্বীকার করা আর না করা উভয়ই সমান। শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে কেবল মুখে কথায় স্বীকার করিয়াছেন মাত্র, কাজে কিছুই স্বীকার করেন নাই—অধিক কি, তাঁহার পূজা করা মনুষ্য মাত্রেরই যে একান্ত কর্ত্তব্য তিনি তাহা মুখের কথাতেও একবার বলেন নাই!! তিনি একটি নূতন ঈশ্বরের উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি তাঁহার ব্রহ্ম, তাহার উপাসনা করা তাঁহার বিবেচনায় বোধ হয় আবশ্যক নাই!! মুঙ্গের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্মতি ক্রমেই শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন আমাদিগকে ইহাই কি বুঝিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পত্রখানি সম্বন্ধে আমাদের যে সকল বক্তব্য আছে তাহা ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে। প্রথম, তিনি লিখিয়াছেন রাজবিহারী বাবু নিরীশ্বরবাদী হইলেও নাস্তিক না হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহার কথায় উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিয়া আমরা ভাল কাজ করি নাই। (ক) শ্রীকৃষ্ণ বাবু পরমাত্মা ও ঈশ্বর লইয়া যে এক গোল তুলিয়াছেন, রাজবিহারী বাবু তাহা তোলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় তর্ক প্রিয় দুই একজন লোক ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই যে মহান প্রভুকে গড, আল্লা, খোদা, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, সেই প্রভুকেই তাঁহারা এক বাক্যে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। রাজবিহারী বাবুও তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই ঈশ্বর বলিয়াছেন এবং তাঁহারই (অন্য ঈশ্বরের নহে) অস্তিত্ব স্বীকারে অসম্মত হইয়াছেন। তাঁহার পত্রদ্বয় ইহার প্রমাণ। সুতরাং তাঁহার প্রতি নাস্তিকতাপবাদ দিয়া অন্যায় করা হয় নাই। (খ) একে ত নাস্তিকের সহিত তর্ক করিতে ভয় হইয়া থাকে, তাহাতে আবার রাজবিহারী বাবু বড় উদ্ধত। তিনি বঙ্গদর্শন কারের ভাষা রচনাকে নিজের রচনা বলিয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করাতে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বিহারী বাবু যখন তাহা ধরিয়া দিলেন, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, এবারে রাজবিহারী বাবু অবশ্যই হেট মস্তক হইবেন এবং উদ্ধতভাব ত্যাগ করিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহার পরিবর্ত্তে তিনি অধিকতর উদ্ধত ভাবে সমরাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিহারী বাবুকে অসঙ্গত গালিবর্ষণ করেন। রাজবিহারী বাবুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত না হইবার ইহা একটি কারণ (গ) বিচার করিবার একটি নিয়ম এই, প্রতিপক্ষ যে মত প্রকাশ করিবে বা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিবে, অগ্রে সে মত খণ্ডন অথবা সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত পরে নিজের যে প্রশ্ন থাকিবে, তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রাজবিহারী বাবুর সেরূপ অভ্যাস নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত বিচার করিয়া সুখ বা উপকার অথবা কোন বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার সহিত বিচারে বিরত হইবার আর একটি কারণ এই।

দ্বিতীয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ঈশ্বরকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, অচিন্ত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্ত রহিত, পবিত্র, শান্ত, নির্গুণ, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, নিত্যসুখ ও নিত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ অদ্বিতীয়, চৈতন্যই ব্রহ্ম; আর যে ব্রহ্মসত্তা নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ত্রিজগতের নিয়ন্তা হয়েন, তিনিই ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ বাবু এই বিভিন্নতা দেখাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি ব্রহ্মের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহার সেই স্বরূপ আছে, তাঁহাকেই কি ঈশ্বর বলিয়া লোকে পূজা করেন না? নামে আসে যায় কি? তিনি ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্বরূপ যাঁহার, লোকে তাঁহাকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন,

তিনি একথাও বলিতে কি সাহসী হইবেন? তিনি যদি বলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের যেরূপ বর্ণনা আছে তিনি কেবল তাহাই লিখিয়াছেন। এ উত্তর সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এই, হিন্দু শাস্ত্রের কথা লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? হিন্দুশাস্ত্র লইয়া ত বিচার আরম্ভ হয় নাই? দ্বিতীয় কথা এই হিন্দুধর্মনিষ্ঠ ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকটে ঈশ্বরের নাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কি বুঝেন? শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাঁহাকেই কি তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন না? শেষ কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেবল যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এমন নহে, সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার নিজের মতও প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে আমরা যাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করি তিনি ব্রহ্ম নহেন।

তৃতীয়, শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পত্রখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, তিনি নাস্তিকতার সহকারিতা অর্থাৎ কপিলের প্রকৃতিবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন—কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতিকে তিনি পরমাত্মা (ব্রহ্ম) ও ঈশ্বর বলিয়াছেন। তাঁহার মতের সহিত কপিলের মতের কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য আছে এক্ষণে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। সাংখ্যকার কপিলের মতে দুইটি নিত্য পদার্থ আছে, আর কিছুই নাই। সেই দুইটির নাম অপরিণামনিত্য, আর পরিণামনিত্য। যাহার পরিণাম নাই উৎপত্তি নাই বিনাশ নাই এবং যাহা পরিণামনিত্যপদার্থ হইতে অত্যন্তাবস্থায় নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, নির্লেপ, স্বতন্ত্র, নির্নিকার, চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ও চৈতন্যরূপী তাহাই অপরিণামীনিত্য এবং তাহাই কপিলের পুরুষ" (আত্মা)। আর যাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে অথচ অবিনাশী এবং মৌলিক অবস্থায় যাহা সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শব্দস্পর্শাদি গুণবিবর্জিত তাহাই পরিণামীনিত্য এবং তাহাই কপিলের "প্রকৃতি।" অথবা "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।" "সত্ত্বং রজস্তমইতি এষৈবপ্রকৃতিঃ সদা।" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই দ্রব্য ত্রয়ের (গুণের) সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি, প্রধান, অকার্য্য ও বীজাবস্থা প্রকৃতি। যখন এই দ্রব্য (গুণ) ত্রয়ের ন্যূনাধিক ভাব ঘটনা হয়, যখন এই প্রকৃতি বিকৃত হইয়া উঠে, তখনই ইহার পরিণাম আরম্ভ হয়। যদি বল উক্ত দ্রব্য ত্রয়ের ন্যূনাধিকভাব কেন হয়, কপিল বলেন, উপরিউক্ত পুরুষের সান্নিধ্যই তাহার কারণ। প্রকৃতির কয়েক প্রকার পরিণাম আছে। ইহার প্রথম পরিণামকে মহত্তত্ত্ব এবং তাহারই নামান্তর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি। সাংখ্যমতানুগত পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও ঐ দেহতত্ত্বকে "মনোমহান মতি ব্রহ্মা সুবুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" (বিষ্ণুপুরাণ) বলিয়া থাকেন। আর প্রকৃতির শেষ পরিণামকেই এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড নামে উক্ত করিয়া থাকেন। এখানে আস্তিকেরা বলিতে পারেন যে, এমন শৃঙ্খলা সম্পন্ন নিয়মানুগত, কৌশলপূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ ইচ্ছা শূন্য প্রকৃতি দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে, অবশ্যই এক জন পূর্ণজ্ঞান মঙ্গল ও সর্ব্বশক্তিমান স্রষ্টা (ব্রহ্ম ঈশ্বর) আছেন। নাস্তিক সাংখ্যকার হাস্য করিয়া ইহার উত্তরে বলেন তাহা নহে "নিরীচ্ছে সান্নিধ্যে বস্তুযথা লৌহঃ প্রবর্ত্ততে। সত্তাযোগেন দেবেন তথা বায়ুর্জগজ্জনঃ।" (বিজ্ঞানভিক্ষু) যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সন্নিধান বশতঃ লৌহ শরীরে গতিক্রিয়া এবং চুম্বকশরীরে আকর্ষণ ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ পুরুষ (আত্মা) নিষ্ক্রিয় নির্লেপ এবং জড় স্বভাব প্রবৃত্তিরহিত হইলেও উভয়ের সন্নিধান বলে প্রকৃতি শরীরে পরিণাম শক্তির উদয় হয়। এই প্রকৃতি তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে, চিত্তের জড়ত্ব ও গুরুত্ব বিনাশ এবং সদ্বোৎকর্ষ করিতে হইলে "শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততংধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ।" ইহা করা একান্ত আবশ্যক। কপিল আরও বলেন যে, আচার, ব্যবহার, কায়মন বাক্য শুদ্ধি, বাসনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, গুরুসেবা, অহিংসা দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদাচার করিলে প্রকৃতিতত্ত্ব লাভ আর চিত্ত প্রসন্ন ও আত্মার সুখময় প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ হয়।

এক্ষণে পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সহিত কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতির (পরিণামপ্রাপ্ত ঈশ্বরের) কি রূপ সামঞ্জস্য আছে তাহা একবার তুলনা করিয়া দেখুন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর এই আদিত্য উপাধিশূন্য, আদ্যন্তরহিত, চৈতন্যস্বরূপ প্রভৃতি কপিলের পুরুষ (আত্মা) তাহাই। শ্রীকৃষ্ণবাবুর ব্রহ্মের উপাসনাদি করিতে হয় না, কপিলের পুরুষেরও উপাসনাদির কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কপিলের পুরুষও সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন। অপর শ্রীকৃষ্ণবাবুর ঈশ্বরের অস্তিত্বও ব্রহ্ম সত্তার উপরে নির্ভর করে; কপিলের ঈশ্বরের অস্তিত্বও পুরুষের সান্নিধ্যের উপরে নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বর সৃষ্টির কর্ত্তাকর্ত্রী বিধাতা; কপিলের ঈশ্বরও তাহাই। নিজের দুঃখ দূর প্রভৃতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ঈশ্বরের উপাসনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যে কপিলের ঈশ্বরেরও এক প্রকার উপাসনা করা আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রকার আরও অন্যান্য বিষয়েও পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পরমাত্মা ও ঈশ্বরের সহিত কপিলের পুরুষ ও প্রকৃতির (পরিণাম প্রাপ্ত ঈশ্বরের) অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন; অথচ শ্রীকৃষ্ণ বাবু আস্তিক, কপিল নাস্তিক। তাই আমরা উপরে বলিয়াছি যে, "পরমাত্মা" আর "ঈশ্বর" এই নামের ভিন্নতা লইয়া একটা গোল তোলা এবং সেই সঙ্গে নিরীশ্বরবাদের নাস্তিকতার সপক্ষতা করা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর পক্ষে ভাল কাজ হয় নাই।

চতুর্থ। শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন যে, "যে বস্তুসকল নিজ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সর্বজন্তুতে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন তিনিই ঈশ্বর।" ভগবান্ বিষ্ণু, আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম না। "যে বস্তুসকল" একথার মানে কি? যে সত্তা, সে সত্তা, একত্ব, দ্বিত্ব এরূপ ব্রহ্মসত্তার কি আবার বিভাগ হইতে পারে? "নিজ প্রকৃতি আশ্রয় পূর্ব্বক" ইহারই বা অর্থ কি? কাহার প্রকৃতি? ব্রহ্মের? না ব্রহ্মসত্তার? প্রকৃতি মানেই বা এখানে কি? স্বভাব ধর্ম্ম, অথবা মায়া? যদি স্বভাব ধর্ম্ম হয়, তবে "আমার স্বভাব ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আমি কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম হই নতুবা নহে,

(১) সাংখ্যকার কপিলদেব এক স্থলে আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া উঠিয়াছেন, কোন সময় আমাদের নিকটে তিনি আস্তিক বলিয়াই আত্মপরিচয় দিতেন। আমরা যদি, তাঁহার কথার কথা বুঝিয়া, তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া, অথবা আপনার বোধে তাঁহাকে ঈশ্বরাংশে নিত্য মুক্ত বা বেদান্ত ও বেদোক্ত ঈশ্বর (ব্রহ্ম) জ্ঞানেরও, [illegible] মানিতেন; প্রকৃতপক্ষে তাহা না করিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের [illegible] পুরুষের [illegible] বিচারই বা কেমন করিতেন [illegible] তাহা নাস্তিক দর্শনের [illegible] পাঠক [illegible] আমাদের [illegible] (পত্র প্রকাশক)।

(২) [illegible] ব্রহ্মকে [illegible] না বুঝে [illegible] তাহার কি কারণ? "ব্রহ্ম [illegible] কারণে [illegible] নিত্য [illegible] পুরুষ [illegible] ঈশ্বর [illegible] নিত্য [illegible] ঈশ্বর [illegible] যখনই [illegible] ঈশ্বর [illegible] ঈশ্বর [illegible] ঈশ্বর

এ কথার ও কোন অর্থই হয় না। যদি মায়া হয়, তবে ব্রহ্মের বা ব্রহ্মত্বের আবার মায়াকি? শ্রীকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগ স্বভাবেই এই সৃষ্টিপ্রবাহ নিত্য অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" অপর স্থলে "মায়া সত্ত্ব রজ তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। এই গুণময়ী মায়া বস্তুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।" যদি এক মায়াই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্রী হইল তবে আবার চৈতন্যের সংযোগের প্রয়োজন কি? সুতরাং "চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগে" এসকল কথার কোন অর্থ নাই। অপরস্থলে "সাধারণ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ গুণকে আশ্রয় করিয়া এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন।" যদি একমাত্র মায়াই অথবা যদি চৈতন্য ও প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি আদির কারণ হইল তবে আবার তৃতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রয়োজন কি? দুঃখের বিষয় এই, শ্রীকৃষ্ণ বাবু ব্রহ্ম, ঈশ্বর, চৈতন্য, মায়া ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ কথা সকল বলিয়াছেন। অথবা সেশ্বরবাদরূপ আবরণ দ্বারা তিনি গ্রন্থমধ্যভাবে কপিলের প্রকৃতিবাদ ও নিরীশ্বরবাদের সমঞ্জসতা করিতে গিয়া বিস্তর এক গোল করিয়াছেন বলিয়াছেন। ঈশ্বরই যখন তাঁহার পক্ষের প্রতিপাদ্য বিষয় তখন বক্তব্যগুলি এমনভাবে সাজান উচিত ছিল যাহা পড়িলে পাঠকের বুঝিতে বাকি না থাকে ঈশ্বর কি বস্তু, তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে লেখা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

পঞ্চম। "ঈশ্বর থাকিলে মানুষ ঈশ্বরের ন্যায় ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।" কেন না নিত্যসিদ্ধ পদার্থ কখন ইচ্ছা করিতে পারে না। ইচ্ছা হয়োদ্বেষপ্রযত্নের মূল, কার্য্যোদ্বেষপ্রযত্নের কারণোদ্বেষ নিত্যের মূল, কারণোদ্বেষ নিত্যে অভাব পূরণ করিয়া থাকে, সুতরাং তিনি ইচ্ছাযুক্ত, তিনি অভাবযুক্ত বা অপূর্ণ হইবেন। ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন ব্রহ্মের ইচ্ছা "থাকিতে পারে" কিন্তু "হইতে" পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা অনাদিকাল হইতে রহিয়াছে, এবং যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না তাহারা এই জগৎও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। (ক) জগৎ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের পূর্ব্বে তাহার উৎপত্তি অথবা কারণ ও কার্য্যের ঠিক এক সময়েই উৎপত্তি কখনই হইতে পারে না, লোকে ইহাপুনা বলিতে যখন ইচ্ছা করে, সাহস করেন নাই, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ কারণ আছে, অবশ্য তাহা পরে বলিতেই হইবে সুতরাং ইচ্ছা ও তাহার ইচ্ছার ন্যায় জগৎকে আর অনাদি বলা যাইতে পারে না। (খ) যদি ব্রহ্মের ইচ্ছা "হইলে" তাঁহার অপূর্ণতা সপ্রমাণ হয়, তবে ইচ্ছা "থাকিলেও" কেন না সেই অপূর্ণতা সপ্রমাণ হইবে? কারণ, যে কার্য্যের জন্য ইচ্ছা হইতে পারে, সেই কার্য্যের জন্যই ইচ্ছা থাকিতেও পারে। অতএব ব্রহ্মের ইচ্ছা থাকিলে যেমন দোষ হয় না। (গ) ব্রহ্মকে যদি সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা না বলা হয়, তবে আমাদের সম্বন্ধে, এই জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করা আর না করা একই কথা হইয়া উঠে। তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা না বলা আর নাস্তিক হওয়া উভয়ই সমান। (ঘ) ব্রহ্ম আমাদিগকে যে সকল জ্ঞান, প্রেম, শক্তি প্রভৃতি সহায় সকল দিয়াছেন, ব্রহ্মকে আমরা কেবল সেই সকল ভাব সম্বন্ধে পূর্ণ বলিয়া থাকি, যেমন তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহার এরূপ স্বরূপও থাকিতে পারে যাহার আমরা কিছুই জানি না। মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আছে পশুদিগের তাহা নাই। তাহাদিগের যদি কথা কহিবার শক্তি থাকিত আর তাহাদিগকে অথবা কোন বন্ধর স্বাধীনস্বত্ব লোককে নিঃস্বার্থ ভাবে তাড়া হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করা যাইত, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বলিত "কখনই হইতে পারে না।" কারণ নিঃস্বার্থপরতা যে কাহাকে বলে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। সেরূপ মানুষ অপূর্ণ জীব, আমরা অভাব পূরণের জন্যই বাস্ত করিয়া থাকি বলিয়া ঈশ্বরেরও অভাব আছে এবং সেই অভাব পূরণের জন্যই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আমরা অগ্রসর হইয়া থাকি। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত করা অথবা নিত্যের কোন বস্তুকে সৃষ্টিকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করা অথবা নিঃস্বার্থবাদ প্রচার করা যাব পর নাই অন্যায়।

মফস্বল ৯ আগষ্ট ১৮৮০ শ্রীঅঘোরনাথ দে।

একাদশীর ব্যবস্থা।

সম্পাদক মহাশয়! নিম্নলিখিত পত্রখানি সোমপ্রকাশের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

এতদ্দেশের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপ এককালে লোপপ্রায় হইয়াছে, কেবল সম্বৎসরের ব্রাহ্মণ বিধবারা একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, তাহাও মর্ম্ম পঞ্জিকাকারের গণনার দোষে লোপ হইবার আকার হইয়াছে। যথা আগামী ২৯ এ ভাদ্র সোমবারে নবমী ৩ দণ্ড ৩ পল। ৩০ এ ভাদ্রে দশমী ০। ১ পল পরে একাদশী ৫৪। ১৮ পল। শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন ২৯ এ ভাদ্রে নবমী ৬। ১ পল পরে দশমী ৫৩। ৫৯ পল। ৩০ এ ভাদ্রে একাদশী ৫৪। ১৭ পল। গিরিশচন্দ্র শর্ম্মার পঞ্জিকাতে লিখিয়াছে, এমত স্থলে একাদশীর উপবাস কোন তারিখে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ৩০ এ ভাদ্রে উপবাস কি ৩১ এ ভাদ্রে উপবাস কর্ত্তব্য? স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। অতএব পঞ্জিকাকারেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ব্যবস্থা প্রকাশ করুন, নতুবা একাদশী লোপ।

শ্রী

১২৮৭। ৫ ভাদ্র

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই ভাদ্র সোমবার।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম কুচবিহারস্থ প্রসিদ্ধ রাজ বংশজাত কুমার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষাল বাহাদুর গত ৫ ই ভাদ্র শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহর অন্ধ ঘণ্টার সময় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া লীলাখেলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর ১০ মাস হইয়াছিল। ইহাঁর কয়েকটী শিশু সন্তান আছে এবং বৃদ্ধা জননী জীবিত আছেন। ইনি রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের পৌত্র এবং কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল বাহাদুরের পুত্র। ইনি অতিশয় অমায়িক ছিলেন। ইহাঁর সৌজন্য গুণে সকলেই ইহাঁকে ভাল বাসিতেন।

বেহারের নীলকর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর।

আমরা গতবারে বেহারের নীলকর সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তব্য শেষ করিতে পারি নাই। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর আসলি ইডেন সাহেব নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় জানেন না তাহা নয়। তিনি তাহাদের অত্যাচার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদের দোষ সংশোধনের উপদেশ দেন। এই পথকেই তিনি উৎকৃষ্ট পথ বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পথে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাঁহার অধিকতর আনন্দের কারণ হয় সন্দেহ নাই। যিনি যে পথ উৎকৃষ্ট ভাবেন, তৎপথে বিচরণ করিয়া যদি তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয় আনন্দ, আর সিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে মনঃক্ষোভ জন্মে, এটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। অতএব ইডেন সাহেব মাজিষ্ট্রেটদিগের মুখে নীলকরের প্রশংসা শুনিয়া

যে ছই ও ওকনেল সাহেবের মুখে নিন্দা শুনিয়া যে অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু ইডেন সাহেবের এবিষয়ে ভালরূপ অনুসন্ধান করা আর একবার আবশ্যক হইতেছে। মাজিষ্ট্রেটেরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার বল কিরূপ ও জেনেল সাহেব যে প্রমাণ দিতেছেন তাহার বল বা কিরূপ ইহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

আমরা ইডেন সাহেবকে একটী বিষয়ের বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার অনুরোধ করিতেছি। সেটী এই—বেহারের নীলকরেরা কি প্রণালীতে নীল উৎপাদন করেন তাঁহারা কি নিজে নীলের সমুদায় ভূমির কৃষিকার্য্য সম্পাদন করেন অথবা প্রজাকে বাদন দিয়া তাহাদিগের দ্বারা নীল উৎপাদন করিয়া থাকেন। যদি বাদন দিবার প্রথা থাকে ইডেন সাহেব ঐ খানেই অত্যাচারের বাসা দেখিতে পাইবেন। নীলে এত কিছু লাভ হয় না যে প্রজার বাদন লইয়া নীল উৎপাদন করিয়া পরিবার ভরণ পোষণাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইবে এবং নীলকরের নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া তাহার কিছু লাভ থাকিবে। নীলকর ইউরোপীয়। তাহার নিজ ব্যয় সামান্য নয়। তাঁহার ভাল বাড়ী গাড়ী বাগান ও মধ্যে মধ্যে নাচ তামাসা চাই। নিজ আহার মজা ও মাংস। এ সকলে যে কত ব্যয় হয় ইডেন সাহেবের তাহা অবিদিত নাই। এক নীল কি বাদনগ্রাহী প্রজাকে স্বচ্ছন্দ রাখিয়া নীলকরের এই বৃহৎ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তুলিতে পারেন? নীল আবার সকল বর্ষে সমান জন্মে না। সকল বর্ষে নীলের বাজারও সমান থাকে না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বিনা অত্যাচারে বাদন প্রথায় নীলকরদিগের সকল হইবার সম্ভাবনা নয়। প্রজা ও নীলকর উভয়ের একতরকে অতিগ্রস্ত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। যদি প্রজা সকল হয় নীলকর অতিগ্রস্ত হইবেন, আর যদি নীলকর সচ্ছন্দ হন প্রজা অত্যাচারপীড়িত হইবে। এই বাদন প্রথাই বঙ্গদেশের নীলচাষের মূল কারণ। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ইহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক বেহারের ভূমিতে অধিকেন, তুলা অথবা অন্য প্রকার পণ্য উৎপাদন করিলে নীলের অপেক্ষা অধিক আয় হয় কি না।

বেহারে নীলকর ও প্রজায় ভূমি ঘটিত যে বিরোধ আছে আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি। ১৮৬৭ অব্দে ত্রিহুতের অন্তর্গত পাণ্ডুলকুমীর এম থেল সাহেব তদানীন্তন সহকারী মাজিষ্ট্রেট তারবর সাহেবের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন ত্রিহুত জাঁহা তাঁহার নীলকর ভূমিতে বলপূর্ব্বক তুলার বীজ বপন করিয়াছে, অতএব অনধিকার প্রবেশের দণ্ড হয়। প্রজা বলে ভূমি তাহার নিজের। সে যে পণ্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। এই মকদ্দমা দ্বারা নালিশ হইতেছে নীলকরদিগের কার্য্যে প্রজারা ভূই নয়। নীলকরেরাও প্রজার উপর সন্তুষ্ট নহে। ফলতঃ ইডেন সাহেবের এটী বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, অধিকন্তু লাভের আকাঙ্ক্ষী ইউরোপীয়েরা এদেশে কৃষিকার্য্য করিয়া বিনা অত্যাচারে আকাঙ্ক্ষানুরূপ লাভবান্ হইতে পারেন না। আমরা ইহারও একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। চা—কর, কফী ও চা সম্বন্ধে যতদিন গবর্ণমেণ্টের আইন ও পুস্তক না হইয়াছিল ততদিন চা-করদিগের কোন উচ্চ বাচ্য ছিল না। যেমন আইন ও গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতা হইল অমনি চা-করেরা যে ও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। আমরা ঐ ১৮৬৭ অব্দের কথাই করিতেছি। একদিবস ৫০ জন চা—কর ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদানীন্তন চা চাষের দুরবস্থার বিষয় বর্ণন এবং গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে উপায় করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের যে কয়েকটী অভাবের বিষয় গবর্ণর জেনরলের গোচর করেন তাহা এই ১ ম, গবর্ণমেণ্ট চা-কর ও মজুরের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়া। আইন অনুসারে মজুরদিগকে নিয়মিত ন্যূন সংখ্যা বেতন ও টাকায় এক মণ চাউল দিতে হয়। এ নিয়মে যে কৃষি হইবে কৃষিপণ্য সস্তা নাই: ২য়, কুলীদিগকে নিযুক্ত করিয়া রেজিষ্টেশন এক প্রকার চা-করদিগের সম্বাদহরের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং কুলী প্রত্যর্পণ বিশেষতঃ মার্শল সাহেব অনিষ্ট করিতেছেন ইত্যাদি।

এস্থলে আমরা যে আর একটী কথা করিতেছি ইডেন সাহেব সে বিষয়টীও একবার বিশেষ বিবেচনা করেন। মাজিষ্ট্রেটরা বেহারের নীলকরদিগের যেমন প্রশংসা পত্র ইডেন সাহেবকে দেখাইতেছেন, তেমনি চা-করদিগের প্রতিনিধিগণ ১৮৬৭ অব্দে গবর্ণর জেনরলকে বলিয়াছিলেন মেজর লীন, ডেপুটী কমিশনর মেজর কোবর্ণ, ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন লাম্ব ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন ডোমস ও কাপ্তেন কক্সাবেল ও ঢাকার কমিশনর বকলাণ্ড সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ আছে চা-করেরা সাধারণে মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারেন না। তাহা যদি জানিতে পারিতেন তাহা হইলে উল্লিখিত মেজর লীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদস্থরা চা-করদিগের বিষয়ে উল্লিখিত প্রকার প্রশংসাজনক রিপোর্ট করিতেন না। অতএব বেহারের মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রশংসা দর্শন করিয়া বেহারের নীলকরদিগকে সাধু সদাশয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ইডেন সাহেবের সদৃশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের উচিত হয় না।

ইডেন সাহেব আরও একটী কথা শুনুন। চা-করদিগের প্রতিনিধিগণ প্রামাণিক হইবে বলিয়া মেসর্স লীজ প্রভৃতির রিপোর্টের দোহাই দিলেন কিন্তু গবর্ণর জেনরল সে কথা শুনিলেন না। তিনি চা-করদিগের প্রতিনিধিগণকে যে কথা বলেন তাহা এই—তিনি বলিলেন তিনি বণিক সিবিলিয়ান ও শাসনকর্ত্তা ইথাপি চা-কর প্রভৃতির সাহায্য করা তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত। তিনি কর্ম্ম পূর্ব্বা হইলে নিজে চা-কর হইতেন। তাঁহাদিগের ন্যায় তিনিও ভারতবর্ষে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন। তিনি নিজে ইংরাজ। অতএব স্বদেশীয়দিগের কষ্ট দূর করা তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষবাসীর ও রাজার এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। গবর্ণর এর নিকটে যে সকল রিপোর্ট আইসে তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার করা বিরল উদাহরণ নহে। অনেককে নিয়মিতরূপ প্রহার করা হইয়াছে। এই কারণে মজুরের রক্ষার জন্য বিশেষ আইন হয়। এ আইন যদিও তত ভিন্ন প্রহার নিবারণ করে না তথাপি।

আমরা আরও কতিপয় প্রমাণ ইডেন সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিয়াছি। ইডেন সাহেব এই গুরুতর বিষয় বিবেচনা ও চিন্তা করিয়া বেহারের নীলকরদিগের বিষয়ে যেন কর্ত্তব্য অবধারণ করেন। অমুক মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট করিয়াছেন বলিয়া যেন নিশ্চিন্ত না হন। মাজিষ্ট্রেটদিগের কত রিপোর্টের কত পুঙ্খানুপুঙ্খতা নাই।

এত কালের পর ভূতিজ কমিশনরগণের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সে রিপোর্টের কথা প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই ছই বৎসর সমুৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, তাহার জন্য অর্থনীতিজ্ঞ প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে স্বয়ং বেহারে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া গেলেন, যাহার জন্য আরমণ্ডীয় কুটিক খাদমনকজি কেরার্ড সাহেব ভারতবর্ষে আসিলেন, এতকালের পর সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, অধিকাংশ কমিশনের রিপোর্টের যে ফল হয়, এ রিপোর্টেরও সেই ফল হইয়াছে। গবর্ণর লার্ড মেয়ো ও বিখ্যাত নামা ফেরার্ড সাহেব কুটিক কমিশনারের অন্যতম সভ্য হইলেন তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম

এইবার বুঝি দুর্ভিক্ষ শান্তির উপায় উদ্ভাবিত হইবে এইবার হয় গবর্ণমেণ্টের ভাগ্য শতধা ভাগ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অথবা সঞ্চিত ধনের ভাণ্ডার হইয়া দরিদ্র লোক প্রতিপালনের নিমিত্ত খুলিবে, না হয় দেশের দুর্ভিক্ষ একটা মহৎ ব্যাপারে পরিণত হইবে। এতদূর না হয় অন্ততঃ দুর্ভিক্ষের অনেক কারণ নির্ণীত হইবে; দোষ নির্ণয় হইবে, ইহার অর্দ্ধেক উপশম হয় অন্ততঃ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ বিষয়ে দোষ নির্ণয় ও উহার নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতভেদ। কমিশন এ সকল বিষয়ে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা গুলি পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাহার ভাব এই যে এমন দুর্ভিক্ষ আরো অনেক হইবেক তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের আয়ত্ত নাই। বাঙ্গালা কমিশনে ৫ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক মরিয়াছে; কিন্তু সরকারের ভারতবর্ষে ... এরূপ সংখ্যা দেখিতে পাই ... যায় তাহার সঞ্চিত ... তুলনা করিয়া দেখিলে ... পড়, প্রতি সহস্রে ছয় জন অধিক লোকের মৃত্যু হয়। এই মাত্র। এ ৬ জনবাসিদিগের মনীর হয়ে ঘরে ঘরে হাঁটু কলা এই রূপ কালী করা হইল, কিন্তু উহাতে লোকে প্রবোধ মানে না। যাহা হউক, ... কৌতুকের বিষয়। দুর্ভিক্ষ ব্যাপারে যাহা কিছু অতি ভীষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপে তাহার ভীষণত্বে লাঘব করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না পরে পরীক্ষিত করা যাইবে।

দুর্ভিক্ষরিপোর্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণ অথবা উহার কারণ নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হউক আর নাই হউক উহাতে আমরা ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ সমূহের একটী বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বিগত ১৮৭ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ২১ বার দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ১ বার বাঙ্গালায়। কোথায় কখন দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা তাহা নির্ণয় করা দুরূহ কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিলে নয় বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ও তজ্জন্য দারুণীয় দুর্ভিক্ষ হইবেই হইবে, আর ১২ বৎসরের মধ্যে একটী না একটী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে। অতি সামান্য দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গেলেও ২৫ লক্ষ লোককে ... খাদ্য প্রতিপালন করিলেই যথেষ্ট হইবে। ... হইতে আর ২০। ৩০ লক্ষ লোককে ... মাস পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রায় ৫২ লক্ষ লোককে মাসাবধি অন্ন সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে ব্যাপারটা ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় পাছে বলি পাছে তাহার সাম্বৎসরিক ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা হয় তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষে সেই কোটী টাকা সংস্থান পাকিলে সমস্ত ভারতবর্ষে আর কখন দুর্ভিক্ষ কষ্ট হইবে না বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

আমরা উপরিউক্ত কারকটী সংবাদের জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশনরদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলাম সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ স্বপ্ন দেখিতেছেন ভারতবর্ষের ধনসম্পদ ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে কমিশনরেরাও বস্তুতঃ সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। "ক্রমে যতই দেশদেশান্তর গমনাগমনের সুবিধা হইবে যত ক্রমে মূলধন সঞ্চিত হইতে থাকিবে ততই দুর্ভিক্ষের তেজোহ্রাস হইতে থাকিবে। একথা ত সকলেই জানে, কিন্তু হয় কই? লোকের সংখ্যা হয় কই? উপরি উপরি ভাবে যত দুর্ভিক্ষ হইতেছে ততই সঞ্চিত ধন ক্ষয়ই হইতেছে নূতন সঞ্চয় কোথায় হইতেছে। যত নূতন নূতন উপায়ে গবর্ণমেণ্ট চারিদিক হইতে কর আদায় করিতেছেন ততই লোকের যা কিছু সঞ্চিত ছিল তাহার উন্মূলন হইতেছে। ক্রমে ক্রমে ধনসঞ্চয় হইয়ে দুর্ভিক্ষের তেজঃ হ্রাস হয় এ ত পুরাতন কথা। কিন্তু কিরূপে সেই সঞ্চয় অধিক হইতে থাকে তাহার কোন উপায় কি কমিশনরেরা স্থির করিতে পারিয়াছেন? তবে তাহাদের পরিশ্রম জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র।

কমিশনরেরা দুইটী কথার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ সাহায্যের লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন দুর্ভিক্ষ হইলেই অনেক সাধারণ মানুষ মরিবে তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। দুর্ভিক্ষ হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয়, মহামারী হয়, একেবারে গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন হয়। এইরূপ মহামারী যে শুদ্ধ দুর্ভিক্ষ হইলেই হয় তাহা নহে ১৮৭১ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সংক্রামক জ্বর হয় তাহাতেও প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ মৃত্যু হইতে রেল, মুখ, স্বাস্থ্যরক্ষানীতিবিগর্হিত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ভারতবর্ষীয় প্রজাকে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তবে যখন লোকের ক্রমে বৃদ্ধি পৃষ্টি হইবে যখন ধন সঞ্চয় হইবে তখন আপনিই সারিয়া যাইবে।

কমিশনরদিগের আর একটী কথা এই যে, যে ভারতবর্ষীয় প্রজা অতি অল্প দিনের মধ্যেই আবার গুছাইয়া উঠিতে পারে। এক বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত হইল তখনকার মহামারী হইয়া গেল তাহার পর বৎসরেই আবার যেমন তেমনি হয় কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে সকল লোক প্রাণত্যাগ করে তাহারা কি আর ফিরিয়া আসে? আর পুনরায় গুছাইয়া উঠিতে প্রজাদিগের যে শ্রম হয় তাহা কি সহজে শোধ যায়? আমরা জানি যে এই শ্রমই ভারত বর্ষীয় অধিকাংশ প্রজার সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। আরবা উপন্যাসে সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধে যেমন সেই ভগ্নপদ পুরুষ আরূঢ় হইয়া আর নামিতে চায় নাই সেইরূপ এই শ্রমও প্রজার স্কন্ধে একবার চাপিয়া বসিলে আর নামিতে চাহে না। কমিশনরেরা যে আশা করেন ক্রমে ধন সঞ্চয় হইলে দুর্ভিক্ষ প্রায় বন্ধ হইবে, আমরা দেখিতেছি তাহার কোন আশাই নাই।

কমিশনরেরা গড় ধরিয়া মৃত্যু সংখ্যার ভীষণতা হ্রাস করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা সন্দিগ্ধচেতা লোকগণের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন মাত্র। তাঁহারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষে ৫। ৬ লক্ষ লোক মরিলেও ভারতবর্ষে প্রতি সহস্রে ২ টীর অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। এরূপ যুক্তির হেত্বাভাস চল জাতি নিগ্রহ স্থান প্রভৃতি যাবতীয় অসঙ্গতি দোষে দূষিত। লোকে ৫ লক্ষ লোক মরিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইবে এই জন্য তাঁহারা একটু ঘুরাইয়া সেই কথা বলিয়াছেন যে প্রতি সহস্রে দুই জন অধিক লোক মরিয়াছে। সহস্রে দুইজন মরা বড় মারাত্মক কথা নহে। কিন্তু ওদিকে জেলাকে জেলা উৎসন্ন গিয়াছে। এরূপ যুক্তি ধরিলে যদি সমস্ত ফ্রান্সের লোক মরিয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা তিনটী মাত্র অধিক হয়। শুদ্ধে লোক কমিয়াছে কি না তাহা কেহ টের পায় না।

যাহা হউক দুর্ভিক্ষ কমিশনের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ইহারা মনুষ্যের দুঃখে ও মৃত্যুতে যেরূপ সমবেদনাশূন্যতা ও সদয় হৃদয়ের অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় কখন কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অন্য সভ্য রাজ্যের সকল কার্য্যেই এইরূপ সহানুভূতির অভাব সত্য কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট তাহার চূড়ান্ত হইয়াছে।

অন্যের সংগ্রাম।

কাবাকাবে আর একটী ঘোর সংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সেনাপতি রবর্টস কান্দাহারের অভিমুখে চলিতেছেন, অয়ুব খাঁ সসৈন্য হইয়া কান্দাহারের নিকটে আছেন। তিনি সহজে সেনাপতি রবর্টসকে কান্দাহারে প্রবেশ করিতে দিবেন এরূপ বোধ হয় না। আফগানস্থানীদিগের ইংরাজের প্রতি যে প্রকার বিদ্বেষ তাহাতে তাহারা সামর্থ্য সত্ত্বে সমরে যে বিরত হইবে তাহা বোধ হয় না। আফগানিস্থানে যে সকল হিন্দু ও অন্য অন্য জাতি আছে, আফগানীরা তাহাদিগকে ইংরাজ ভক্ত বলিয়া অতিশয় পীড়ন করিতেছে। তাহাতে আবার

ইংরাজদিগের মনোনীত আবদুল রহমন কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তাহারা ইংরাজ দিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, একজন সর্দ্দার জীবিত থাকিতেও তাহারা ইংরাজদিগের উপর উপদ্রব করিতে ক্ষান্ত হইবে এরূপ বোধ হয় না। সম্প্রতি আফগানী আয়ুব খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই, আয়ুব সিরাজালির জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাকুব খাঁর অগ্রজ। কুতপূর্ব্ব আমীরের প্রতি ভক্তি ও ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ এই দুইটী আফগানী-দিগের আয়ুব খাঁর অধিনায়কতা স্বীকারের কারণ হইয়াছে। এখন ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য সংগ্রাম চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া দিবার চেষ্টা পান এবং কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপন করিয়া কাবুল হইতে চলিয়া আইসেন।

বিজ্ঞাপন।

সরভেয়ারের প্রয়োজন

পাবনা ডিষ্ট্রীক্ট রোডসেস কমিটীর নিমিত্ত কার্য্যে বহুদর্শী এমন একজন সরভেয়ার ও লেবলারের তিন মাসের জন্য প্রয়োজন। বেতন ৭০ টাকা। স্বতন্ত্র এলাউন্স নাই ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকলও পাঠাইতে হইবে।

পাবনা ১৮ এ আগষ্ট ১৮৮০।

বি, এম, চক্রবর্ত্তী ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার পাবনা।

বিবিধ সংবাদ।

লণ্ডনে পালিত কপোতদিগকে শিক্ষা ও তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য কলম্বিয়া ক্লব নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ এ জুলাই ১৮ টী কপোতকে লণ্ডন হইতে দিবা ৮ ঘটিকার সময় ছাড়া হয় পরে উহারা ৫ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া ১২ টা ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ডে ব্রিশিল নগরে উপনীত হয়।

খাসেক্সে পক্ষিদিগের মুখে ও পাদদেশে এক-প্রকার পীড়া হওয়াতে গো মেষ আদি পক্ষিদিগের মৃত্যু হইতেছে।

মেজার টেলেলিন বেরিং সাহেব ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত সার জন ষ্ট্রাচি পদস্থ থাকিবেন।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে রেলওয়ে এঞ্জিনের গতি সহজে রোধ করিবার নিমিত্ত একটী আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। উপায়টী অতি সহজ ও অনায়াসসাধ্য, এমন কি একজন বালকও অনায়াসে ইহার দ্বারা গাড়ি থামাইতে পারে। এঞ্জিনের মধ্যে যে এক বৈদ্যুতিক গোলা-কার পদার্থ আছে তাহা স্পর্শ করিবামাত্র গাড়ির গতি রুদ্ধ হয়।

ওয়াশিংটনে এক প্রকার কামানের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা ১০ মিনিটের মধ্যে পাঁচ হাজার বার শব্দ করিতে পারা যায়।

বাবু গঙ্গাজীনাথ মিত্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে সিনক্লাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ডাক্তর ওয়েষ্টার সাহেবের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া একজন সোমপ্রকাশপাঠক যে এক খানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গের গোচরার্থ এস্থলে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ডাক্তার জন ওয়েষ্টার গত ২০ এ আগষ্ট শুক্রবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। হিব্রু, গ্রীক, ও লাটিন ভাষায় তাহার তুল্য পণ্ডিত এদেশে অতি অল্প আসিয়াছেন। ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ইউরোপ খণ্ডে অল্পই আছেন। তিনি সমগ্র বাইবল সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি ক্রিশ্চইওর গ্রন্থের যে কাথাগু-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন তৎপাঠে মনিয়র উই-লিয়মস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি অতিশয় সাধুস্বভাব, ঈশ্বরপরায়ণ, নম্র ও বিনীত ছিলেন। ইংলণ্ডদেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বাল্য ও যৌবনকালে সুইজরলণ্ডে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে গ্রীসদেশে কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গভূমিতে উপনীত হন। তাহার ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

মাডষ্টোন সাহেব স্বাস্থ্যলাভার্থ আবরদীণ ও ওষ্ট-লণ্ডের উপকূলে জাহাজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেছেন।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মোন্মাদ কি ভয়ঙ্কর। হায়দ্রা-বাদের মুসলমানেরা সম্প্রতি ওজ্জত্য হিন্দুদিগের উপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছে। হিন্দুরা একটী মুসলমান মসিদের নিকটে একজন মহাজ্ঞের দেহ সমাধিস্থ করে। ওটী তাহাদের নূতন সমাধি স্থান নয়। কিন্তু মুসলমানেরা দেখিয়া গাত্রি জ্বেলন করিয়া বিগ্রহের মন্দিরে নিক্ষেপ করে ও দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলে। আজিও এ প্রকার অত্যাচার হয় বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

গত ১৭ ই জুলাই ডিগিপাটন দ্বীপ পুঞ্জের অন্তর্গত মাদিনায়ো ভূমিকম্প হইয়া ঐ স্থানটী এক কালে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতীব চমৎকৃত হইলাম লাটবন্দ নিবাসী বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী কৃষ্ণনগরে অলের কল লইয়া যাইবার নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা দান করি য়াছেন।

এবার অনেক স্থান হইতেই বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মাত্র দিন হইল নদীয়া নদীতে জল বৃদ্ধি হইয়া ১৮০ ফুট উচ্চ হইয়াছিল। এই ঘোর বন্যার প্রভাবে ৬টী দৃঢ় বদ্ধ সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

ইটালিদেশীয় একাদশবর্ষীয় একটী বালকের পাটীগণিতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়াছেন। এক দিন উহাকে ১৮৮৮৮৮৮৮৫ কে ১৮৮৮৭৩ দ্বারা ভাগ করিতে বলা হয়। সে দুই মিনি-টের মধ্যে ভাগফল বলিয়া দেয়। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বালক লেখা পড়া শিখে নাই। সম্প্রতি সে অঙ্ক রাখিতে শিখিয়াছে।

গয়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৭ ই ভাদ্র রবিবার দিবা সাড়ে আট ঘটিকার সময় বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন বাহাদুর গয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ষ্টেসনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তত্রত্য জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিবিল সার্জ্জন প্রভৃতি ইংরাজ গণ সুবর্জিনেট জজ, মুন্সেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, প্রভৃতি বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী হাকিমগণ মহারাজ ঢাকা রায়বাহাদুর প্রভৃতি জমিদারগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল তুরস্কের সুলতান ইউরোপীয় রাজগণের প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে সম্মত হইতেছেন না, নানাপ্রকার ছল করিয়া উহার পরিহার চেষ্টা পাইতেছেন। ইউরো-পীয় রাজারা তাহাকে ভয় প্রদর্শনার্থ পুনরায় সাগরে জাহাজ প্রেরণ করিবার পরামর্শ করিতেছেন।

কাশীতে অনবরত পশ্চিম দিক হইতে প্রবল-বেগে বায়ু বহিতেছে। ধারাপাতের লেশ মাত্রও নাই।

এদিকে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে বেহারে অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। তুলার চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশে

শান্তসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ আগষ্ট ১৮৮০। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং উক্ত দিবস হইতে চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্তের কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র সেন চট্টগ্রামের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের সব ডেপুটী কালে-ক্টর বাবু কমল নারায়ণ চক্রবর্ত্তী হাওড়ার অন্ত-র্গত মজিলপাথার বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত লে, পমফোর্ট বি, সি, এস, ১২ ই তারিখে পুনরায় আপনার কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, আর, মিডলটন সাহেব কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিপুরার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভাবকানাথ মুখোপাধ্যায় কালেক্-টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পাটুলাখালীর দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এল, বাবু রাম গোপাল চাকির অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্জিনেট জজ বাবু নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরে কার্য্য করিবেন।

বাবু আনন্দপ্রসাদ বাগচি বি, এল, কিছু দিনের জন্য বাখরগঞ্জে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

কাবুলের যুদ্ধ সংবাদ।

[illegible] ২০এ আগষ্ট। [illegible] [illegible] [illegible]

কেবল একটী বিষয়ের অভাব থাকায় আমাদের সময়ে সময়ে বড় কষ্ট পাইতে হয়। সে অভাবটী ভাগীরথী তীরে গঙ্গাযাত্রীদিগের থাকিবার জন্য একটী গৃহ নাই। এই গৃহটী না থাকায় মুঙ্গেরের লোকের বড়ই বিশেষ ক্ষতি হয় না কারণ তাঁহারা অন্তর্জলির সময় ঘাটে লইয়া যাইতে পারেন কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় জামালপুরের লোকের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। উহারা মুঙ্গেরে যাইয়া কোথায় থাকিবে এই আশঙ্কায় প্রায়ই ঘরে মরিয়া থাকে। বাবু রামপ্রসন্ন, গঙ্গাপ্রসাদ, বৃন্দাবনলাল ও অভয়নারায়ণ প্রভৃতি এখানে অনেকগুলি অধিবাসী আছেন এবং ইহাঁরা অনেক সৎকার্য্যও করিয়াছেন এজন্য আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন এই সামান্য অভাবটী পূরণ করিয়া দিয়া সাধারণের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন। যদি অর্থ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করা অভিপ্রেত না হয়, সম্প্রতি ছোট লাট ইডেন বাহাদুর এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ দিলে হয় না? তাহা হইলে রাজভক্তিও দেখান হইবে এবং আমরাও অনেক দিনের একটী অভাব পূরণ হইতে দেখিয়া, হাস্‌তে হাস্‌তে দেশে যাইতে পারিব। কারণ ভাবে বোধ হইতেছে বেহারের অন্ন আমাদিগকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইবে না।

মুঙ্গেরের সন্নিকটস্থ কোন স্থানের বনে তিন জন সাঁওতাল একটী গো বধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছিল। পুলিস অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৫, ১০, ৩০ বেত পর্য্যায়ক্রমে তিন জনের হইয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে জামালপুরে একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ভোমার বাবুদের ডাক্তিার সরকার তিনার গরুর ভোমা বাঁধিবার কিছু পুর্ব্বে, ঐ স্থানের রাউণ্ড ডেভের একজন ফটক রক্ষক আহার নিদ্রাবিহীন সময় কাটাইয়া বাটী যাইতেছিল। উহার গমন পথ রেলের রাস্তার উপর ছিল। সুতরাং সে যখন গমন করে, ঠিক সেই সময়ে এক খানি ট্রাফিক এনজিন বিপরীত দিকে বেগ করিয়া অতি ধীরে ধীরে যাইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ফটক রক্ষক অন্যমনস্ক হইয়া যেমন একটী রেল পার হইয়া অন্য রেল পার হইবে, অমি পূর্ব্বোক্ত এনজিনের বাষ্প আসিয়া গায়ে লাগায় রেলের উপর পড়িয়া যায়। এনজিন তাহার দুই খানি পা বিখণ্ড করিয়া কিছু দূর চলিয়া গাইলে, কলাচালক দেখিল একজন পদ বিহীন মনুষ্য পড়িয়া ছট ফট করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে রেলওয়ে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তথায় অদ্য ঘণ্টা আন্দাজ জীবিত থাকিয়া মারা গিয়াছে।

কালনা।

মহাশয়, ২রা ভাদ্র মৃত মহারাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুরের অস্থি সংস্থাপন উপলক্ষে এখানে মহাসমারোহ হইয়াছিল। রাজবাটীর মধ্যে বারদারী নামক অপূর্ব্ব অট্টালিকাই সমাধি মন্দির হইয়াছে। এই অট্টালিকাটী মৃত মহারাজের অত্যন্ত যত্নের সামগ্রী ছিল এবং ইহাও ইচ্ছানুরূপ নির্ম্মিত বলিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অধিরাণী বড়মাবেগুলী এই গৃহেই মহারাজের অস্থি সংস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন অপূর্ব্ব স্থান সমাধি মন্দিরেরও তেমনি শোভা হইয়াছে। সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দীন অনাথদিগকে ভূরি অর্থ দান করা হইয়াছে। মহারাণীর সদনুষ্ঠান ও স্বামিভক্তি দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি।

সমাধি মন্দিরের জন্য যে সংস্কৃত শ্লোকটী সংরচিত হইয়াছে সেটী সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সোমপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ বিখ্যাত এবং সোমপ্রকাশ পাঠকের মধ্যে অনেক সাহিত্যানুরাগী পাঠকও আছেন, আমরা শ্লোকটী পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি বলিয়া এই সোমপ্রকাশে পাঠানলাম পাঠকগণের প্রীতিকর হয় কিনা জানিতে ইচ্ছা রহিল। শ্লোকটী এই।

ভূতগণসাগর, শশিমণ্ডলেশ্বর,
বহ্নের পঞ্চ বিনির্দ্দিষ্ট।
রাজপদং প্রাপ্য পদ্মা সিতাম্বরি,
বন্দিত কীর্ত্তিবিভূতিঃ।
শশিব বজ্রকিশিমিত্রিশক চ্যুতি,
ভাগন যাহুল মাহি।
নবমদিনে মৃগ মৌলি মুকুট কল,
মকরাবলম্ব গুরুরাশি॥
ভাগলপুর পুর, পরলো নাথুর,
পুরন্দরনীল বৃত্তবৃত্তি।
বসুপরং পর, মাগ পরাৎপর
মগরত পার্থিব পূর্ত্তিঃ॥
রোলেসে চেতনীনাং মদনপরিমিত,
শ্রীল বিক্টোরিয়ায়াঃ।
সম্রাজো মানমুচ্চৈরধবরবরণং
বঙ্গরাটৈ রলভ্যং
রোক্তুকামেষ্ঠোধান সবয়বপথং
সোকো কঙ্কালমাত্রঃ
ক্ব কঙ্কাল ক্বচাহি ত্রিপুরবিপুরতঃ
সোপি কঙ্কালমালী
নির্ম্মিতে মন্দিরে তস্য কঙ্কালসংস্থাপিতঃ নত্বা,
মাতুরাদেশতঃ ইন্দরাপত্তাপচন্দ্র ব্রাহ্মবর্ম্মণা।

এখানে পাঁচ আনা করিয়া মদের বোতল বিক্রয় হইতেছে, সুতরাং মাতালের সংখ্যা যে কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভদ্রমহোদয়গণ উদ্যোগী অনেক মহাত্মা ইহাতে যোগ দিয়াছেন অত্যন্ত লোকের বিশ্বাস যে তাহারা মদমত্ত হইয়া পদগৌরব বলিয়া যাইতেছেন, বংশ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেছেন মানসম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিতেছেন। সুরার দোষাদোষ তাঁহারা অবগত আছেন, অথচ এ বিষয় ত্যাগ করিতে পারেন না একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা করজোড়ে তাঁহারা শীঘ্রএবিষয়ে বীতরাগী হইবেন। না হয় অকালমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কত শত ভদ্র মহিলাকে অসীম শোক সাগরে ভাসাইয়া যাইবেন। অতএব তাহারা মনুষ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ত্যাগ করেন এই প্রার্থনা। এ বিষয়ে আরও কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

যথা সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় কিম্ব জাবের শেষ সুবৃষ্টি হওয়ায় এ প্রদেশে তুলিকার্য্য উত্তম চলিয়াছে ও চলিতেছে।

এবার এখানকার রাজবোডের কমিটীর কার্য্য বিশেষ প্রীতিকর। অনেক রাস্তার যথোপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কেবল যে অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত এমন নহে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু স্বয়ং অনেক রাস্তা পরিদর্শন করায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। মিউনিসিপালীটির কার্য্যও এইরূপ হওয়া চাই।

শান্তিপুর।

১। বর্ষার আগমনে প্রবল স্রোত মাসে প্রতি বৎসর এখানকার বড়বাজারের নিম্নে মস্ত খাদটে নাগরদোলা আগমন করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে শান্তিপুর মধুর অনিন্দনীয় শোভা ধারণ করে, কিন্তু এবার স্থানীয় কুলকেরা পাট পচাইয়া ও দুষিয়া চামড়া কাটিয়া যাহাতে জীবন এমনি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে যে, ঐ জীবন যাহাতে মনুষ্যের জীবন রক্ষা করে এবং লোকের হইয়া অনেকেই অকালে কাল কবলিত হইতেছে। যাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের অনেক অধিকাংশ বাতিক পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাগত, এমন অবস্থায় ঐ দূষিত পানীয় জল পান করা উচিত নয়। কিন্তু এখানে গঙ্গার জল ভিন্ন অন্য কোন জল পাওয়া যায় না, সুতরাং ঐ দূষিত জলই লোকের অন্নদাতা গতি। আমরা আশা করি মিউনিসিপাল কমিশনর ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুরা বহুবিধি আইনের বল পাওয়ার বিধান মতে উক্ত কুকর্ম ও দূষিতজলে জীবন দূষিত করার অপরাধে কঠিন আশানুরূপ ফল লাভ হইতে পারে, অতএব এবিষয়ে তাঁহাদের শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করা উচিত; নতুবা

সহিত জল পান করিয়া বিস্তর নরনারী পাপ বমি ত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই।

২। অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বোধ হয় যে কয়েকটী ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত অপরাধী ব্যক্তি সমুচিত শাস্তি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু বাবু চন্দ্রনাথ সেন ও মোকাদমের ওকালতে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া মেজোকাটার আদালতে দণ্ডিত করাতে অনেকের এবিষয়ে সন্দিহান হওয়া উচিত, নতুবা কিসের জন্যে ওকালতি করিবার সম্ভাবনা। এবার পাকারা গেলে এডিসনাল জজদিগের মধ্যে অনেকেই পক্ককেশ হইবেন। ইঁহাদের সভাপতি বাঙ্গালা আদালতের অন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়া থাকেন। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, অতএব অন্যতম অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, মহাশয়ের হস্তে তাহারি লিখিবার কার্য্য ভার বিন্যস্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

৩। রঙ্গপুর বিভাগের ডাকঘর সমূহের তত্ত্বাবধায় ইন্সপেক্টর বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর বেঙ্গলে ইক বিভাগের "মেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" হইয়াছেন এবং সব ইন্সপেক্টর বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় উত্তর বেঙ্গলে রঙ্গপুর বিভাগের পোষ্ট মাষ্টর সমূহের ইন্সপেক্টরীপদ সম্পাদন করিতেছেন। ইঁহাদের বেতন বৃদ্ধিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে পোষ্ট অফিসের সমধিক পরিবর্ত্তনশীল কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীর বেতন যে অতি কম নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় কয়েক দিন হইতে পীড়িতাবস্থায় শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু দৈনিক দান কার্য্যে পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি আছে। বিশেষ ক্ষমতা পূর্ব্বিমায় ইনি এখানকার কতকগুলি দুস্থ অক্ষম ব্যক্তিদিগকে নিয়মিত দান করিয়া থাকেন। এবার মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামীর অবর্ত্তমান নিম্ন লোকের উপকার ও সাহায্য হইয়া থাকে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ইনি পরলোক গমনের কাল পর্য্যন্ত শান্তিপুরের অধিবাসিদের বহুল কীর্ত্তিস্তম্ভ শান্তিপুরের প্রতি ঈদৃশ সংস্থাপন পূর্ব্বক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপনে বিশেষ যত্নবান হয়েন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, ইনি মহারাজ গোস্বামী পাঁচ সাতটী জেলার ভাল ভাল ডাক্তারদিগকে আনাইয়াছেন। ডাক্তারেরা কহিয়াছেন যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য করিবেন।

৫ এখানকার প্রসিদ্ধ ওকালতের অতিরিক্ত প্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র সামন্তিক মহাশয় আগন্তুক প্রায়ই বৈষ্ণবদিগকে যথাযোগ্য অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন, এজন্য ইঁহার ভবনে বেশ বিদেশীয় বিস্তর অতিথির আগমন হয়। বস্তুতঃ মধুসূদন মধুসূদন ভজিয়া ও অতিথির সেবা করিয়া কালে যদি যদিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তথাপি অতিথি-সৎকারে ইঁহার কিছু মাত্র অভক্তি বা অশ্রদ্ধা নাই। কিন্তু ভগবান ঐরূপ পবিত্র চরিত্র ব্যক্তিদিগের প্রতি কেন যে শীঘ্র প্রীতিদৃষ্টি করেন না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

৬। এবৎসর ৺ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা পার্ব্বণটী সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। বড় গোস্বামী, পাগলাগোস্বামী, মদনগোপাল গোস্বামী, ঢাকেরা গোস্বামী, কুমারপাড়া গোস্বামী ও উড়ে গোস্বামী-দিগের ভবনে অবস্থাপ্রযুক্ত সমারোহের সহিত ঝুলন হইয়াছিল, এসম্বিধন প্রত্যেক গোস্বামী পল্লী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে। শারদীয় পৌর্ণমাসীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা পার্ব্বণটী পরম-রমণীয় এজন্য ঐ পার্ব্বণ দেখিয়া সকলেরই চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে; তবে পুরুষাপেক্ষা এই পার্ব্বণে স্ত্রীলোকের অধিক আহ্লাদ হয়। এটী শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ও চিরপ্রচলিত প্রথা। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সময় স্ত্রীলোকের প্রতি অসচ্চরিত্র লোকে স্থান ও সময় পাইলেই অত্যাচার করিয়া থাকে, অতএব এবিষয়ে শান্তিপুরের কতবিদ্য ভদ্রলোকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

৭। শান্তিপুর ডিফেন্স সভার সম্পাদক সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজ ও মজাগাছার নূতন মহারাজ শ্রীযুক্ত সুধাকর আঢ্যের চৌরী মহোদয়ের সমীপে সাহায্য প্রার্থনা সূচক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া ছেন, ইঁহারা যদি কৃপা করিয়া শান্তিপুর ডিফেন্স সভার আশানুরূপ সাহায্য করেন, তাহা হইলে উক্ত সভা দ্বারা দেশের বিস্তর হিতকর কার্য্য সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা।

৮। আজ কাল হিন্দুদিগের বিবাহ বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক মাস হইল, শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত বাবু সনাতন বিশ্বাস মহাশয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিপুলার্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাস মহাশয় উক্ত বিবাহ উপলক্ষে শান্তিপুরস্থ তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতি ও কুটুম্বকে এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে অবস্থানুরূপ দান করিয়াছেন। এমন কি, উক্ত বিশ্বাস বাবু অদ্যাপি ঐ বিবাহের উপঢৌকন ব্যক্তিবিশেষকে সংপ্রদান পূর্ব্বক বশের নিকট যশস্বী হইতেছেন।

স্থানীয়।

এ দিকে শস্যের অবস্থা অতীব প্রীতি ও আশা-প্রদ। সময়ে সময়ে বারি বর্ষিত হইতেছে বলিয়া ধান্য চারাগুলি অতি সতেজে বৃদ্ধি পাইতেছে। পর্জ্জন্যদেবের এইরূপ কৃপা অব্যাহত থাকিলে কৃষি সম্বন্ধে আমরা যে এ বৎসর সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। তণ্ডুল এখন হইতেই অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেড় টাকার মোটা একমণ তণ্ডুল পাওয়া যায়।

২। এখানকার মুন্সেফ বারিক বাবু বাকুড়ায় স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে তথাকার মুন্সেফ হরগোবিন্দ বাবু আগমন করিতেছেন। শুনিলাম হরগোবিন্দ বাবু একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। তিনি সুবিচার নিষ্পাদনে বাঁকুড়ার কি অধীকি প্রজাবর্গ সকলের মনোরঞ্জন করিয়া বিশেষ যশোভাজন হয়েন। আমরা বারিক বাবুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। তিনি অতি সজ্জন লোক, তবে তাঁহার স্থানান্তর গমন লোকের তাদৃশ শোকের কারণ হয় নাই। তিনি সসম্ভ্রমে এখান হইতে গমন করিতে সমর্থ হইলেন, ইহাই তাঁহার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

৩। দেখিলাম এখানকার রাজবর্ত্ম গুলি সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানকার অনেকগুলি অভাব রহিয়াছে। এখানে গুরুতর সংখ্যা অতি অল্প। গ্রীষ্মাগমে লোকের বহুপরো নাহি ক্লেশ হইয়া থাকে। সহরের স্থানে স্থানে কতকগুলি কূপ খনন তথা নিতান্ত আবশ্যক; এখানকার নগর সমাজের মিউনিসিপালিটীর আয় কিছু যামান্য নহে। সে আয় যে কিসে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তবে এখন যাঁহার হস্তে এ উপবিভাগের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি অতি মহাত্মা লোক। তাঁহার সময়ে এখানকার যে অনেক উন্নতি সাধিত হইবে তাহার সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে। দেখা যাউক, ক্যাসপরক সাহেব কি করিয়া যান।

৪। শিয়াড়াফোল ষ্টেটটী দেশের কতি উপকার সাধন করিয়া থাকে। এটী নানাপ্রকারে কত যে লোককে পরিপালন করিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এটীর আয় কিছু সামান্য নহে। গুরু, চাসনাবথানা, টোল প্রভৃতি অনেকগুলি দেবদ্বিজকর কার্য্য এটীর ব্যয়ে সতত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ ষ্টেটের অধিকারিণী শ্রীমতী মহারাণী চন্দ্রসুন্দরী দেবী অতি দানশীলা রমণীরত্ন। দেশের হিত সাধন জন্য অর্থ ব্যয়ে তিনি কিছু মাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন না। সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার রঙ্কিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর এ ষ্টেটের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এ কার্য্যে তত্ত্বাবধান তিনি

বিলক্ষণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি যেরূপ কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে এ ষ্টেটের যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এ ষ্টেটের কতকগুলি অপব্যয় রহিয়াছে। সে দিকে এখনও কেন যে তাঁহার দৃষ্টি যাইতেছে না, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সেই অপব্যয়ের দিকে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এই বলিয়া আমরা অদ্য এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। আমরা অদ্য ইঙ্গিত দ্বারা অপব্যয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। প্রয়োজন হইলে তাহার বিষয় বর্ণনে বিরত হইব না।

৫। বিগত বৎসর সিহাড়যোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ফল অতীব প্রীতিকর হয়। তাহাতে মহারাণী মহোদয়া বিশেষ পরিতুষ্টা হয়েন। সম্প্রতি শুনিতেছি, তিনি এবার ৺ পূজার সময় শিক্ষক দিগকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিতে চলিলেন। এ কার্য্যটী মহারাণীর দানশৌণ্ডতার অনুরূপ কার্য্য হইতে চলিল।

বিজ্ঞাপন।

কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বন্দোবস্তে (আর ব্যয় বৃদ্ধান্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা যত সত্বর পারেন স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে এতৎসংক্রান্ত চিঠি পত্র পৌঁছাদি করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আপীসে এষ্টীমেট ও সিডিউল প্রভৃতি পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

১। নাথনগর রাস্তা হইয়া মিথি শোনবর্ষের সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টীমেট ২২০৮	কমিটীর মঞ্জুর করা	২৬০০
২। মদেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল নির্গমার্থ সেতুর এষ্টীমেট		৪৭৬১
৩। মদেপুরা ষ্টেসনের রাস্তার জল নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টীমেট ২৪৫২		২৪৫২
৪। মদেপুরা শোনবর্ষের রাস্তার সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টীমেট ২৭৩৮৭		৮০০০
৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে		৪০০০
৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে		৩০০০

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা অদ্যাপি মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মেরামতী কার্য্য।	টাকা
১। ভাগলপুর ওয়ার-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত	২০০০০
২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যসগঞ্জ	১৬০০
৩। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে মহীমাট পর্য্যন্ত	১০০০
৪। গোগাবাথার রাস্তা	২০০
৫। গোরঘাট হইতে ভাগলপুর	১৮০০
৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈতী	৩০০০
৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর	১৫০০
৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা	২০০০
৯। পিঁপুলপাটী হইতে সাবরঘাট	১০০
১০। জগদীশপুর হইতে সোনাহী	৫০০
১১। সোনাহী হইতে বেলা, মহুয়াদা ও রাজাবার হইয়া	১০০০
১২। কলগাঁ হইতে বুড়াঘাট	১১০০
১৩। পীরপৈতী হইতে বুড়ঘোট	৭০
১৪। পীরপৈতি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত	৬০০
১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর	১৫০০
১৬। হৌলী হইতে মহেশমা, চুরিয়া হইয়া	১৭০০
১৭। গোগা হইতে আর্নী	১৩০০
১৮। মদেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া	১২০০
১৯। গোগামপুরঘাট হইতে সেকট গামা, কুবপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া	৩৫০০
২০। কুবপুর হইতে তন্দোলি, কুপুল বাপরা ও ভাগমারা হইয়া	১৮০০
২১। বনগাঁ হইতে মহিদি	৫০০
২২। চিলমুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ বাপিয়া হইয়া	৩৫০০
২৩। কুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিলঙ্কা হইয়া	১৫০০
২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে বালুয়াবাজার	৬৫০
২৫। কুপুল হইতে মদেপুরা, গামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া	২০০০
২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিলঙ্কা	১০০
২৭। পরসবমা হইতে বলহি	১৫০০
২৮। মদেপুরা হইতে কারামা, কুরুগঞ্জ হইয়া	৩১০০
২৯। লতিপুর হইতে আগরি	১৬০০
৩০। মিথি হইতে শোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া	২০০
৩১। সাকন্দ হইতে সুখানন্দপুর	৪৫০
৩২। ভাগলপুর হইতে পাকন্দ	৩০০
৩৩। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া	৮০০
৩৪। মহেশমা হইতে কলগাঁ	৪৪০
৩৫। পীরপৈতি হইতে চিলাথড়ি	১০০
৩৬। ভাগলপুর পাকে হিরারা হইতে লতিপুর	৩৮০
৩৮। তুলসীপুর হইতে পেরঙ্কা	১০০
৩৯। জগদীশপুর হইতে রামপুর	৮০০
৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পীরপৈতি একদারা ও গোরায়া হইয়া	৫০০
৪৩। আগরি হইতে কারামা কুরুগঞ্জ হইয়া	৪০০
উত্তর ভাগলপুরে সাধারণ মেরামত	২০০
দক্ষিণ ভাগলপুরের সাধারণ মেরামত	৩০০

১৮৮০। ১ লা আগষ্ট। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র।

যোগসঙ্ক রস।

এই ঔষধিস্থ ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনাশের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে মেহরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মেহরোগের কারণ ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে ইহাই অবার্থ সঙ্কেত সার্থকতা সম্পাদন করিবে। প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বস্তুর ধাতুনির্গম, রক্তপ্রস্রাব, ঘড়িঘড়ের ন্যায় প্রস্রাব প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে আশু শান্তি হইবে। এ ভিন্ন দুষ্ট শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর, পুরাতন রোগ এবং মস্তকস্থ প্রভৃতি রোগ সকলও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সকল চিকিৎসা নিষ্ফল হইলেও ইহা কখনই নিষ্ফল হইবে না। যদি নিষ্ফল হয়, ঔষধের মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵০।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়ম পূর্ব্বক ব্যবহারে নিশ্চয় টাক আরোগ্য হয়। পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশের মূল সকল দৃঢ় এবং কেশ সকল কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। চক্ষুর জ্যোতিবৃদ্ধি এবং এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরের শোণিত উত্তপ্ত

হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উষ্ণল শোণিত শীতল হইয়া মস্তিষ্ক নিস্তেজ ও সমুহ বায়ু বিকার নষ্ট করে। এজন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বাতু, শুলবায়ু, বুদ্ধিনাশ, মূর্খতা, নিদ্রাকর্ষণ, মন চঞ্চল করা, মৃগী প্রভৃতি ইহাতে নিশ্চয় ভাল, অন্ধত্ব ঘেঁটুনি এবং হস্তপদাদির অকর্মণ্যতা প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয় এবং ইহার ব্যবহারে শরীরে মন পুলকিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১ টাকা।

ডাক্তারখানার প্রত্যয়ন।

অধিকন্তু আমাদিগের চিকিৎসাধীনে যাহারা ষড়বিধ রোগের মধ্যে পীড়িত ও বিষম পরাধীনতা, অথবা মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা উহার নিস্তেজস্বতা বশতঃ অকর্মণ্য হইয়াছিল, অধিক স্বপ্নদোষ প্রভৃতি কারণে, শিথিল ইন্দ্রিয়, পুরুষত্বের হানি ও ক্ষীণকণ্ঠ প্রভৃতি রোগোৎপাদন হয়, তাহারা এই ঔষধ সেবনে আরোগ্য হয় এবং ইহাদ্বারা ধাতুগুলি পুষ্টিত হয় এবং সমধিক বীর্য্য শক্তি বৃদ্ধি করে। ১২ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরাজ
শ্রীশ্যামাচরণ অধিকারীর বাটী।
কলিকাতা সিমুলিয়া।
৪৫।১।২ নং ষ্ট্রীট, বৈষ্ণবপাড়া

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদ বিধি-বিহিত ঔষধালয়।
১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট বহুবাজার কলিকাতা।

বহুমূত্র ও মধুমেহ পীড়ার মহৌষধ।

এই পীড়া আরোগ্যার্থ নানা অনুসন্ধান করিয়া ইহারই আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। এই পীড়া নিশ্চিহ্নরূপে আরোগ্য করিলে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হইবে। প্রথমতঃ দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে পিপাসা ও উপসর্গ সকলের ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিবে। ক্রমে—শরীরের দৌর্ব্বল্য, হস্তপদাদির জ্বালা, তালুর কণ্ডুয়ন, মস্তিষ্কের হীনবল, পুরুষত্বের হ্রাস, অত্যন্ত পিপাসা, অতিনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ সকল একেবারে বিনষ্ট হইয়া "প্রস্রাব ধারে ও পড়িবে না," ২ সপ্তাহ ব্যবহারোপযোগী।

[illegible] ... ২ টাকা।
[illegible] ... ৩ টাকা।
[illegible] ... ১ টাকা।

ঔষধের ঠিকানা
শ্রীরসিকলাল গুপ্ত
কবিরাজ মহাশয়।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সমস্তরোগ পরাজয় হয়, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয় বা কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও পেট প্রভৃতি উপসর্গ হয় এই ঔষধদ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

এক শিশির মূল্য ... ... ১৷৷০ টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাসুল ... ৷০ আনা।

শিবামৃত।

(নপুংসক শৃগাল দ্বারে প্রস্তুত)

ইহা উন্মাদ অপস্মার মূর্চ্ছা ও বাতু রোগ প্রভৃতি পরীক্ষিত মহৌষধ।

১ শিশির মূল্য এক শত টাকা।

রজনীবিলাস তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার বাতু রোগ, মূর্চ্ছা, বাতু, উন্মাদ, হস্তপদাদির কম্প, মানসিক অস্থিরতা, বুদ্ধিনাশ, শিথিল ইন্দ্রিয়, হস্তপদাদির জ্বালা ধরিয়া প্রভৃতি রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এ ভিন্ন শরীরের পুষ্টি ও বলবীর্য্য সংসাধিত হইয়া উক্ত রোগ সকলকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির ...মূল্য ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ডাকমাসুল ... ... ৷০ আনা।

শারিবাদ্যাসব।

ইহার ব্যবহারে সকল প্রকার বাত, রক্তদোষ, পারাদোষ (অর্থাৎ পারা যে কোন প্রকারে শরীরস্থ হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন করে) রক্তদূষিত মাদি বা শোথ, গাত্রকণ্ডু, শরীরের দুর্ব্বলতা, ক্ষুধাবিনাশ, মস্তক ঘূর্ণন, হস্তপদাদির জ্বালা, উপদংশ বা গরমির পীড়া জন্য গাত্রে যে সকল বিকৃত চিহ্ন বা ক্ষত হয়, তৎসমুদায় ইহা দ্বারা বিনষ্ট হয় অর্থাৎ শরীরের দূষিত রক্ত সকলকে পরিষ্কার করিয়া এই সকল পীড়ার শীঘ্র উপশম করে, অতদ্ভিন্ন শরীর কৃশ এবং দুর্ব্বল হইলে ক্রমশঃ ইহা দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ, পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাসুল ৷৷০ বার আনা।

পুস্তক বিক্রয়।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কল্পদ্রুম ও সোমপ্রকাশের কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট আসিলে বা মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক	মূল্য
বিদ্যাপতি	৷৷০ আনা
কৃষিতত্ত্ব	১
নীতিসার ১ ম ভাগ	৷৷০
ঐ ২ য় ভাগ	৷৷০
ঐ ৩ য় ভাগ	৷৷০
নিসর্গ সুন্দরী	৷৷০
বঙ্গাঙ্গনা কাব্য	১৷
যৌবন সুহৃদ	৷৷০
বিধবার বিলাপ	৷৷০
সংকেতসার	৵১০
সভ্যতা সোপান	৷৷০
যোগিনী	১৷
কাশীমাহাত্ম্য প্রথম ভাগ।	৷৷০
ঐ ২ য় ভাগ	৷৷০
বিধবাবিবাহচিকিৎসা	৷৷০
ভগ্নহৃদয় বিলাপ	৷৷০
অবকাশ রঞ্জিনী	১
বাণীবর কাব্য	১
নিরাশিতের বিলাপ	৷৷০
ভারতীয় প্রস্তাবলী	১
কাশ্মির কুসুম	১৷৷০
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত	৷৷০

দ্বিতীয়বার কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য দিয়া টিকিট পাঠান, অল্পআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সরোজসুন্দরী।
২। একাদশ অবতার।
৩। চন্দ্রোদয়ের প্রতি ভীষ্ম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। সিপাহিরা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা ভিন্নাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট

ফরমায় উত্তম কাগজে মুদ্রিত হয়। যাঁহারা কয়জন গ্রাহকের নামের করেন, তাঁহারা কলিকাতার দক্ষিণ বাগবাজার ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতার কয়জন কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে পত্র লিখিবেন। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মণঃ
কয়জন সম্পাদকস্য।

মহামহিমার্ণব মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি
বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং মৌলবাদি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতিপয় উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলবর্দ্ধন তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক স্নায়বাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কটিবল, সাধক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

মল্লিনাথব।

ইহা খাইবা মাত্রই অগ্নিবৃদ্ধি, উদরাময় ও অজীর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৪৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সপাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সর্পিণদষ্টি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি সঙ্গতভাবে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ।৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুপরীক্ষার লক্ষণ সকল, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ।৵০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ অকারাদিক্রমে বিবৃত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ।৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, অম্লপিত্ত, অম্লগ্রহণী, দুষ্টিকাগ্রহণী, এবং তৎসম্পৃক্ত অন্য যাবতীয় রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ও যেরূপ ঔষধে আরোগ্য হইবে। কলিকাতার চিকিৎসকগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ
চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বঙ্গীয়রসায়ণ মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রকার কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা পড়িল ন্যায় ঘোলা করা ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও দীনতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ মহাশয়কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং ওই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুধাবৃষ্টি ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ শিশুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া অন্তরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, অসৃগ্রাব ও যাবক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভপাত জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভসঞ্চার প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুবিখ্যাত ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, স্নায়ুর বিকৃতভা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, গণ্ডমালা নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এম এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেঃ রাজেন্দ্রনাথ এণ্ড কোং মার্চেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী আয়ুর্বেদীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণি।

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ডিপুটি কলেক্টর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা। মানিকতলা ইষ্ট, মিলিটারি বাজারের এবং ৩৫ নং বাটী

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৩১ দিনের ঔষধের মূল্য ৪ টাকা ২১ দিনের ২৷৷০ ও সাতদিনের ১ টাকা। যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ রেজেষ্টরি পার্শ্বেল যাইবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ গুপ্ত

মির্জাপোথরা বেনারস

সঙ্কট তৈল।

অর্দ্ধ ড্রাম শিশি ১ টাকা, প্যাকিং ৵০ আনা। জ্বরের ঘা, পুয়, কটকট, বেদনা, সন সন, ছোঁ ছোঁ বিষবিষা ইত্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ।

মঞ্জন।

প্রতি কৌটা ৷৷০ আনা। দন্তের রক্ত পড়া, নেড়ে চলা, কনকন, বেদনা, মুখের ঘা, গন্ধ নাশক ঔষধ।

শ্রীবিহারীলাল বসুল
৩৯ নং চোরবাগান
ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।
কলিকাতা।

তিনি এক দিবসে অন্তর দর্পণে জীবাত্মার জটিল দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতপ্রকাশে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনি আমাকে পেইজ দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় সরকার
৯৫ শ্রীরামপুর।

বিজ্ঞাপনী।

এখানি উপন্যাস নহে। ঐতিহাসিক ঘটনা মধ্যে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পাঠানদিগের বাটীর বৈঠকে ও ৯৭ নং সরকার ষ্ট্রীটের পুস্তকালয়ে ও ৯৭ নং সরকার ষ্ট্রীটের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৷৷০ আনা মাত্র।

ডাক্তার নিশ্চয়।

বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিক্শচর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহ শ্বেতপ্রদর এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য সহ প্যাকিং বড় শিশি ৩৲, মধ্যম ২, ছোট ১৲।

৮৮ নং চুনারিয়া কলুটোলা কলিকাতা।

শক্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৷০ টাকা।

এই মহৌষধ দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হইয়া ঘুসা বৃদ্ধি করে এবং সকল প্রকার গ্লানি নষ্ট করে, বলাধান হইয়া দেহ পুষ্ট ও কান্তি বিশিষ্ট করে, এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম জন্য দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, বায়ু, পারা দোষ, শোষ, উপদংশ, (গরমী) এমন কি যাবে কাশ ইহাদেরও বিশেষ উপকারী মহৌষধ। ৮৮ নং চুণারিয়া পিটুরির গলি বহুবাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দের নিকট পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইল জ্বরামান্দ্য, অজীর্ণতা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে এক প্রকার কাবু অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার " শক্তি সঞ্চারকের " গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে তথা বৃদ্ধি শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান হইয়াছি। মহাশয় আর ছই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ মণ্ডল
মদনমিত্র

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ—মহিষাদি	১৲
"	" পরেশনাথ বসু—বাহাদুরাবাদ	৭৷৷০
"	" তারকনাথ ঘোষ—রাণীগঞ্জ	৭
"	" চন্দ্রদত্ত দাস—কটক	৭
"	" নীলমাধব সাহা—গোপীবল্লভপুর	৭
"	" বেণীমাধব মহাপাত্র—কেশবপুর	৭
"	" কৈলাসচন্দ্র রায়—ঢাকা	১৷৷০
"	" গঙ্গানারায়ণ চাটোপাধ্যায়—মালদহ	৫
"	" আশুতোষ মিত্র—নাগর	১৷৷০
"	" যাদবলাল মণ্ডল—রাজমহল	৭
"	" জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মগরা	৫৷৷০
"	" শ্যামলাল সাহা—রাজমহল	৭
"	" কৃপানাথ সেন—বালীয়াখালি	৭
"	" বিপিনবিহারী শেঠ—শ্রীপুর	১৷৷০
"	" বালিদাস বিশ্বাস—সুজাগড়	৭
"	" লালাবলদেব সহায়—চাইবাসা	১৷৷০
কালনা মেডলাইব্রেরির সেক্রেটারি		৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৭৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণ অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছই আনা তাহার পর ৵১০ তের আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

ঐ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঁদড়িপোতা কয়স্থান যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ২১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২২ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ৬ ই সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত বাবুদ্বয়ের হস্তে বা উক্ত বাবু দ্বয়ের নিযোজিত কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৸০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্তআরিশ, দাঁতের পোড়ায় ক্ষত, চুলা, আল্‌গা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৮ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেনের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

সরকারের প্রয়োজন

পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট রোডসেস কমিটীর নিমিত্ত, কার্য্যে বয়স্থ এমন একজন সরকারের ও সেরেস্তাদারের তিন মাসের জন্য প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০ টাকা। স্বতন্ত্র এলাউএন্স নাই। ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে প্রশংসা পত্রের নকলও পাঠাইতে হইবে।

পাবনা ২৬ এ আগষ্ট ১৮৮০ } বি. এম, চক্রবর্ত্তী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র পাবনা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের নায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। মফঃ মূল্য বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব। মাসিক পত্রিকা যে এক মাসের পর অপর মাসে প্রচারিত হইয়া পাঠকগণকে উদ্বিগ্ন করে সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আমরা এই গুরুতর সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করিলাম।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা যাইবে। প্রতি সপ্তাহে পুস্তকাকারে আটপেজি ৩২ পৃষ্ঠা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। উহাতে সংস্কৃত মূল, টীকা ও বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। আমরা ১ মাস মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমাপ্ত করিয়া অন্য শাস্ত্র আরম্ভ করিতে পারিব এরূপ ভরসা করি। গ্রাহক সংখ্যা আটশত পূর্ণ হইলেই কার্য্যারম্ভ করা যাইবে।

মূল্যের নিয়ম।

বার্ষিক মূল্য ২৸০ ডাক মাশুল ১৸০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১ এবং ছয়মাস পরে অবশিষ্ট ২, লওয়া যাইবে।

একত্রে চারিজনে একসঙ্গেতে লইলে ১৬ টাকার স্থলে ১১৸০ টাকাতে পাইবেন।

ভারতমিহির প্রেস ময়মনসিংহ। } শ্রীকালীনারায়ণ [illegible] ভারতমিহির ও সোমপ্রকাশের যন্ত্রের অধ্যক্ষ।

প্রেরিতপত্র

আর্য্যধর্ম্মের ব্যাখ্যাকর্ত্তা।

বিগত শুক্রবারে [illegible] হরিসভা-মণ্ডপে আমাদের [illegible] শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উপরি উক্ত বিষয়ের [illegible] বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী শ্রবণে বেশ সরল হইয়াছিল, এবং উঁহার মধ্যে [illegible] বুদ্ধিমত্তা ও ভাবুকতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তিনি যে উদ্দেশে একটী আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা যে কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কেন না তিনি আর্য্যধর্ম্মরহস্যভেদ করিতে গিয়া নিজের কল্পনা ও যুক্তির উপর যত নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার শতাংশের একাংশও যদি শাস্ত্রের উপর দিয়া নিজ মতের প্রকাশ করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি একটী নূতন ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের জন্য ধন্যবাদার্হ হইতে পারিতেন। তিনি যে কোন্ প্রমাণের উপর ভর দিয়া প্রকাশ-রূপ প্রচার করিলেন যে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, দর্শন, তন্ত্রাদির পরস্পর বিরোধ নাই, বরং সর্ব্বসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা অদ্যাপি কেহ বলিতে পারেন নাই, যাহা বৈদিককাল হইতে পৌরাণিক কালের মধ্যস্থ পুস্তিদির পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই, তাহা আজ আমাদের মত একজন লোকের অবাধে প্রচার করিতে বাসনা করা উচিত কি না তাহা সুধীগণ পাঠকবৃন্দ বিচার করিয়া দেখুন। তবে বক্তৃতার প্রধান যুক্তি এই যে দোপাটি কিম্বা গাঁদা ফুলের "বীজের" সঙ্গে যেমন উহার ফুলের মিল হইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া যেমন উহা অসত্য নহে যে সামান্য জলকার গন্ধ হয় দোপাটি ও গাঁদা ফুলের বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া মনুষ্যের নয়ন মন রঞ্জন করিয়া থাকে এবং ঐ ক্রমোন্নতির ও বিকাশের মধ্যে কোন বিরোধ না দেখাইয়া বরং বিজ্ঞানের চক্ষে সঙ্গতিমান প্রতীতি হয়, তেমনি আর্য্যধর্ম্মের বীজস্বরূপ বেদ কালসহকারে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া দর্শনে ও পল্লবিত হইয়া পুরাণে ও পুষ্পিত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত হইয়া সকলকে ধর্ম্মামোদ চরিতার্থ করিতেছে। এ কথাটার অর্থ যে দোপাটি ফুলের একটী নানা হইতে এক প্রকার না কিন্তু নানা রঙ্গের ফুল ফুটিয়া থাকে পরন্তু উহার জানা উচিত যে "দোপাটি ফুলের" বীজ হইতে একপাটি ও ফুটিয়া থাকে। পক্ষে গাঁদার দানা হইতে মর্ত্ত্য গাঁদাও ফুটিয়া থাকে। ইহা আমরা স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে অবিকল তাহাই হইয়াছে। ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি আছে। এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রকে গালি দিয়াছে, এক দেবতা অন্য দেবতার নিন্দা করিয়াছে, এবং উহা যে কতদূর বিরোধী ও কতদূর বিভিন্ন-ভাবকৃত ও কতদূর জঘন্য তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

বিষ্ণুপক্ষে।

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"

(ভাগবতং)

অপরাহীন শাস্ত্র স্বভাব মুমুক্ষু ভক্ত সকল ঘোররূপ প্রজাপতি প্রভৃতি অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশ সকলকে ভজনা করেন। এখানে "নারায়ণ" ও "প্রজাপতি" বিরুদ্ধভাবাত্মক কি না পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন।

বিষ্ণু ও মহাদেবে বিরোধ।

"মোহাৎযঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবিষ্যতি।
ইতরেষাঞ্চ দেবানাং নিন্দালাং প্রাপ্নুয়াৎ ধ্রুবং॥
সকৃদেব হি যোহ্যেতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নিন্দায়াং শঙ্করাদীনাং স যাত্যালোভবেৎ ধ্রুবং॥"
কল্পকোটি সহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা।

(পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড। ৭৮ অধ্যায়।)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হয়। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্র শিবাদির নিন্দায় ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল হয় এবং নরক অগ্নিতে কোটী সহস্র কল্প দগ্ধ হয়। যেমন "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মেরা "পৌত্তলিক" দের নিমন্ত্রণে যাইতে চান না, ও যেমন তাঁহাদের "অনুষ্ঠান" পদ্ধতি মধ্যে "পৌত্তলিকদের" গাত্রীতে "সন্দেশ" খাওয়া পর্য্যন্ত নিষেধ, তদ্রূপ একটী পৌরাণিক বিধি নিম্নে প্রকটিত হইল।

"সৌরৈঃ গাণপত্যৈশ্চ শৈবাদেরুদ্ভিমানিনঃ।
শাক্তৈঃ বৈষ্ণবোদ্ভবি হস্তেভ্যশ্চ পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিসর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনাঞ্চ বৈষ্ণবঃ
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমপেক্ষয়েৎ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০০ অধ্যায়।

অর্থাৎ। সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির হস্ত হইতে বিষ্ণুর উপাসক অন্ন জল গ্রহণ করিবেন না। বৈষ্ণব শৈবশাক্তাদির সঙ্গ করিবেন না তাহাদের নিকটে কোন প্রার্থনাও করিবেন না। এবং তাহাদিগের দ্রব্য পুরীষ তুল্য হয়!!!

শ্রীযুক্ত বাবু দেখুন এখানে "দোপাটী গাছে" ডেঁটফুল ফুটিয়াছে! এ অপূর্ব্ব আর্য্যরহস্যটী তাঁহাকে ভেদ করিতে হইবে।

শিবপক্ষে।

"ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকোবিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনং॥"

তুর্ব্বপুরাণ। ২৫ অধ্যায়।

অর্থাৎ যাঁহারা শিবকে নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের ধ্যান, হোম, জ্ঞান যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীঘ্র নষ্ট হয়। এমাবণ বাণ বৈষ্ণবদের উপর লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শক্তি পক্ষে।

"বেদাবিনিন্দিতাবস্থাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ নস্পৃশেৎ তুলসীদলং।
নস্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামশিলার্চ্চয়েৎ॥"

(কুলাবতী তন্ত্র)

বুদ্ধরূপ হইয়া বিষ্ণু বেদ নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না, এবং শালগ্রামশিলা পূজা করিবে না।

এবার উপায় কি? হরিসভা কি করিবেন? উক্ত ছয়খানি ছিঁড়িবার যো নাই, উহাও আর্য্যশাস্ত্রের শাখা কিম্বা একটী ফুল বিশেষ। এ ফুলটী কেমন ফুটিয়াছে দেখুন, এ ফুলটী কেবল শাক্তেরা দেখিবেন কিন্তু উহা বৈষ্ণব মহাশয়দিগের ও হরিভক্তদিগের চক্ষুঃশূল কি না তাঁহারাই উত্তর দিন। এ পুষ্পে কেবল অন্ধকার রজনীতে শ্যামাপূজা হইতে পারে, অন্য পূজা নিষেধ।

যথাৎ বৈষ্ণব ও ভাগবত নিন্দা।

"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তত্রৈ ভাগবতং বিদুঃ।
কলৌ কেচিৎ দুরাত্মানোদুর্ব্বুদ্ধিবৈষ্ণবমানিনঃ।
অনাদ্যভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥"

(স্কন্দপুরাণং)

যে গ্রন্থে নানা অসুরবধের সহিত ভগবতী কালীকার মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইয়াছে তাহাকে ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী দুর্ব্বুদ্ধিরা লোক সকল ভাগবতের মাহাত্ম্য-যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবে। তবে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় এতদিন কি কাজ করিলেন? তাঁহার প্রচারিত ভাগবত কি প্রকৃত ভাগবত নহে; উক্তশ্লোকটীও আর্য্যশাস্ত্র মধ্যে নিহিত। এখন উপায়? শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলুন কি করা যায়। এখানে গোলাপ গাছে কেয়াফুল ফুটিয়াছে। ইহাও একটি রহস্য

এতদ্ভিন্ন মূল বেদ যে কত শাখা প্রশাখা প্রতিশাখাভাব ও মতে পরিপূর্ণ তাহা আর্য্যশাস্ত্রবিৎ মহাশয় মাত্রেই অবগত আছেন। সে সব উদ্ধৃত

করিয়া আর পএখানি বাড়াইতে চাই না, তবে উপসংহার কালে আর্য্যসন্তপ্রচারকদিগকে এই মাত্র অনুরোধ করি যে যাহা তাঁহারা তাহাতে তাঁহারা যেন হস্তক্ষেপ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করেন। বৈদিক সত্তা, পৌরাণিক সত্তা, দার্শনিক সত্তা, তান্ত্রিক সত্তা মধ্যে যে কি বিসম্বাদিতা ও স্পষ্ট বিরোধ আছে তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তাহা বরং গৌরবের বিষয়। দর্শনশাস্ত্র এ সব বিরোধের মীমাংসা করিতে পারেন নাই, আমাদের তাহাতে নিয়ম হওয়া নিতান্ত দুষ্টতা সন্দেহ নাই। আর্য্যধর্ম্ম অথবা আর্য্যশাস্ত্রের ঐক্য ভেদ যদি দুই একটী মনঃকল্পিত সত্তাপাত্তার গল্প হইত তাহা হইলে অষ্টাদশ পুরাণের পর শত শত পুরাণ রচনার প্রয়োজন হইত না। তাহা হইলে শতশত পুরাণে আশা না মিটাতে সহস্র সহস্র তন্ত্র প্রকল্পিত হইত না। এবং ইহাতেও কিছু না হইয়া মানিকপীর ও সত্যপীরের কথা ও গান শুনিয়া হিন্দু আর্য্যসন্তানদের ধর্ম্মরক্ষা নিবারণ করিতে হইত না—স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ আছে কি না তাহা দূরে রাখিয়া এক মনুসংহিতার এক অধ্যায়ের সহিত যে অপর অধ্যায়ের মিল নাই ও সম্পূর্ণ বিরোধ আছে তাহা এখনই দেখান যাইতে পারে। যে সব চক্ষু বুজিয়া মিল করিয়া যাওয়া সাধারণ গোঁড়ামী নয়। এই সব বিভিন্ন বিভিন্ন মত আর্য্যদিগের স্বাধীন চিন্তার উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ দেদীপ্যমান। তাঁহারা যে আমাদের মত কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কাল না কাটাইয়া প্রাণপণে অমূল্য আত্মবল উপার্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া অশেষ গৌরবভাজন হইয়া গিয়াছেন, এ সব তাঁহাদেরই কীর্ত্তির সাক্ষ্য। আর্য্যসন্তানগণকেও সেই উন্নতির পথ ধরিয়া স্বাধীনতার অনুসরণ করিয়া উচ্চ গবেষণা ও উচ্চ বিদ্যা এবং উদার চিন্তা দ্বারা আর্য্যনামের—আর্য্যসমাজের আর্য্যশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। নতুবা অন্ধ পুত্তের ন্যায় বলীয়ান হইবে, তবে পুনরায় ভারত হাসিবে, ভারত গান্ধারী দিয়া উঠিবে, এবং ভীমনাদে প্রকৃত ধর্ম্ম বুকলে ভূষিত হইয়া দেবগণের সঙ্গে সমভাবে যাইতে পারিবে" বলং বলং বাহুবলং" " বলং বলং জনোবলং " " বলং বলং একলিং।"

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

কাকিনীয়াধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।

আমাদের দেশের যে এত অবনতি তাহা কেবল দেশীয় রাজা ও জমিদারগণের দোষে। কারণ যত রাজার প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় রাজা কিম্বা জমিদারগণ বাবালক হইলেই সাহেব ঘেঁষা হয়েন এবং সাহেবদের সহিত এক টেবলে বসিয়া খানা ও মদ্যপান করাকে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। শেষে তাঁহাদের অদৃষ্টে এই ঘটে অপরিমিত পান দোষে নিকর পাকিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই দিন যাহাকে তাঁদাইয়া প্রস্থান করেন। বেশী দিন আর রাজভোগ বা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয় না। যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকেন তাহার মধ্যে অনেকে অনেক রকম লীলা খেলা দেখান, যথা বড়বাবুর বিবির নাচ, তোষাখানায় খানা খাওয়ান এবং টাউনহলে বল প্রদান। মনে মনে ভাবেন এইরূপ করিলে সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উচ্চ উপাধি প্রদান করিবেন। এ জ্ঞান জন্মায় না যে, সাহেবেরা তাঁহাদিগের ফাকি বুকি সব বুঝেন, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা শুচতুর না হইলে সমুদ্র পারে আসিয়া কখনই এই সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্য শাসনে সক্ষম হইতেন না। তবে নিতান্ত বাড়াবাড়ি করিলে ছেলে ভুলান গোছ একটা কাগজে ছাপা উপাধি প্রদান করেন এবং সেকেণ্ড করিবার সময় কৌশলে দুই অঙ্গুলিও স্পর্শ করাইতে ত্রুটি করেন না। তাহের বিষয় জমিদার ও রাজগণের এ জ্ঞান থাকে না, যদি এ জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা ঐ টাকার কল কারখানা করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিতে পারিতেন এবং অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করা হইত। তাঁহারা টাউনহলে এক বলে যে টাকা ব্যয় করেন ঐ টাকায় যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির বিদ্যা করিয়া দেন, তাহা হইলেও তাহারা সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করে এবং দেশের লোকেও গৌরব করিয়া তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে থাকে। এপ্রকার দাতার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে মহাত্মা কর্ণপার্থিবকে স্মরণ হয়। কিন্তু কাকিনীয়ার ভূম্যধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ও দাতৃত্ব করিবার নহেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ১৭। ১৮ হইবে। স্বদেশের উপকারার্থে ইঁহার দ্বারা অনেক গুলি সৎকার্য্য হইতেছে। ইনি পরানন্দ কিম্বা বাক্তিবারাসক্ত নহেন। ইঁহার বড় কাকিনীয়ায় একটী সাধারণ পুস্তকালয় ও তাহার তত্ত্বাবধারণ জন্য এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। ইনি নিজ ব্যয়ে একটী প্রেস কিনিয়া "প্রেমপল্লির প্রবাস" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ পত্রের জন্য দুইজন সম্পাদক ও আর অনেকগুলি লোক প্রতিপালন হইতেছে। ইঁহার দুইজন চিকিৎসক আছেন তাঁহারা সাধারণকে ঔষধাদি বিতরণ করেন। তদ্ভিন্ন একটী ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও একজন মেডিক্যল ডাক্তারও আছেন, তদ্বারা বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। বাটীর [illegible] ইংরাজি ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং সদর কাছারি, অতিথি শালা, দেবালয় প্রভৃতিতেও অনেক লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আমোদ প্রমোদের জন্য একটী নাট্যশালা এবং ব্যায়াম শিক্ষার জন্য একটী ব্যায়াম বিদ্যালয়ও ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি দিবসের প্রত্যেক অংশ বিভাগ করিয়া কার্য্য করেন, সামান্য মাত্র সময়ও অপব্যয় করেন না। বেশী সময় ইঁহার বিদ্যা আলোচনাতেই অতিবাহিত হয় এবং বহুদর্শী শক্তি থাকাতে অবসর মত সঙ্গীত আদির রচনা করিয়া থাকেন। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ইনি গ্রহণ করিয়া রীতিমত পাঠ করেন এবং জমীদারি সম্বন্ধেও যাবতীয় কার্য্য স্বয়ং চক্ষে দেখেন। এপ্রকার মহোদয় ব্যক্তি কেন যে উচ্চতর উপাধি লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলাযায় না। যদি টাউনহলে বল ও সাহেবদিগকে খানাখাওয়াইবার জন্য উপাধি প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার যে উপাধি অপেক্ষা বর্ত্তমান উপাধি আমরা অতি আদরের বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি এই উপাধিকে দীর্ঘজীবী হইয়া দরিদ্র পালন করিতে থাকুন ইশ্বরের নিকট আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে এই মাত্র প্রার্থনা।

বশম্বদ

আপনার গ্রাহকবর্গ

সংবাদদাতা।

মহাশয়! ১ লা ভাদ্রের সোমপ্রকাশে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের উত্তরে আপনার কতিপয় পংক্তি পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি; কিন্তু এক স্থানে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি প্রবীণ, শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী পুরুষ, আপনি নিজ ইচ্ছার সিদ্ধান্ত আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না বিশেষতঃ আপনার লিখিত বিষয়ের পোষকতা করিতে আপনিই উপযুক্ত।

আপনি ৮ম উত্তরে লিখিয়াছেন "তিনি (কৃষ্ণ) আমাদের চক্ষের যে এক অন্তরায় পদার্থ দিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে তাঁহার জানিবার চেষ্টায় বঞ্চিত করিয়া তুলে। যাবৎ তাঁহার উপাসনা ও আরাধনাদি কার্য্য ব্যাপৃত করা না যায়, তাবৎ চক্ষুরন্তরায়ক তুচ্ছ পদার্থের অবলম্বন হইয়া নিরন্তর মুগ্ধ ও মলিন হইয়া থাকে। তাঁহার আরাধনা করিলেই জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন ও উহার তত্ত্ব নিরূপিত হয়।" অনেকদিন ভাবিয়া দেখ সামান্য একজন

কার কর্ত্তার উপকার স্বরূপ পরিশোধার্থ চিত্ত কেমন ব্যাকুল হয়? ইহাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তাহা জানিবার প্রধান প্রয়োজন।" নিত্য সম্পাদক মহাশয়। সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কোন হেতুই দেখিতে পাই না। যদি ঈশ্বর এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অবশ্যই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আমাদিগকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে। আমরাতো "যে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করে" এরূপ লোকদিগের স্তুতি করি না। আমি যে নিয়তই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকি, তবে আমাকে কখন কখন অবস্থানের সুখে স্বচ্ছন্দে বা দুঃখে রাখা তাঁহারই আবশ্যক, মোর না, তাহা না হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন আমার কোন উপকারই নাই সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কোন হেতু নাই।

মনে করুন আমি একটী কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করি, তিনি আমাকে টাকা মাসিক বেতন দেন, কার্য্যের জন্য টেবিল, চেয়ার, দোয়াত কলম, কাগজ আদিও দিয়াছেন। আমি সুখে স্বচ্ছন্দে কার্য্য করিতেছি। এই বেতনের টাকার জন্য কি আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব? কখনই না, যদি এস্থলে আমাকে কৃতজ্ঞ হইতে হয় তবে আমি যে পরিশ্রম কার্য্য সাধন করিলাম এজন্য তাঁহারও আমার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অন্যথা কাহারই কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নাই, কেন না শ্রম করিয়াছি তিনি বেতন দিয়াছেন। দোয়াত, কলম, টেবিল, চেয়ার ও তাঁহারই কার্য্য সাধনের উপকরণ, তদ্রূপ প্রাপ্ত হইয়াও আমি কৃতজ্ঞ হইতে পারি না। তদ্রূপ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করিলেন আমি যাবতীয় ভোগ্য পদার্থাদি যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাও তাঁহারই কার্য্য সাধনের উপকরণ স্বরূপ, তবে আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রবলতর কারণ কি? প্রভু কর্ম্ম শেষ হইলেই যেমন আমি তাঁহার কলম আদি প্রভুর উপকরণ দ্রব্য কার্য্যালয়ে রাখিয়া যাই তদ্রূপ আমি চরম মুহূর্ত্তকালে আমি ঈশ্বরের উপকরণ তাঁহার হাতেই এখানে রাখিয়া যাইব। তবে কি উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞতা দেখাইব? মহাশয়! ঈশ্বর নিজ উদ্দেশ্য সাধিবার্থ যদি কেবল আমারই জন্য আমার কোন উপকার করিতেন তবে আমি অবশ্য তাহার অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতাম কিন্তু তাহা দেখিতেছি যে তৃণ হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত জীব ও জড় সমস্ত পদার্থে তাহারই আদেশ প্রতিপালন ও তাঁহারই কার্য্য সাধন করিতেছে তবে তিনি কিসের উপকারী কার? কেন তবে তিনি কৃতজ্ঞতার পাত্র (১) আমার এই সংশয়টী ভঞ্জন করিয়া সান্ত্বনা করুন।

সুজন অনুগত
শ্রীঃ—

বিগত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে "ঈশ্বরে যুক্তি" শীর্ষক একটী প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এমনি অসার, যে প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। তবে ঈশ্বর

(১) প্রশ্নকর্ত্তা অমর্দিনকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা আমাদের স্বভাবিক ধর্ম্ম। তাহা লক্ষিতাদি যেমন আমাদের সহজাত কৃতজ্ঞতাও সেইরূপ। পরের দুঃখ দেখিলে দয়ালু হৃদয় যেমন বিগলিত হইয়া অশ্রুরূপে দুঃখ উপকার করে তেমনি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উপকর্ত্তা কি ভাবে কি অভিপ্রায়ে কোন অবস্থায় আমাদের উপকার করিলেন তাহার সে বিষয়ে উদয় হয় না। পরন্তু তাঁহার কোন স্বার্থসিদ্ধির সাধনা আছে কি না, অথবা তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধনা করেন কি না, বা তিনি অন্য উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে আমাদের উপকার করিয়াছেন কি না, সে বিচারের প্রয়োজন হয় না। সে বিচার করিয়া যে কৃতজ্ঞতার উদয় হয় সে নৈমিত্তিক, স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতার কার্য্য এই অন্যকৃত উপকার লাভ আমাদিগকে উন্মাদিত করিয়া তুলিবে। বোধ করি আমার দশ সহস্র টাকা লাভ হইয়াছে, সেই সময়ে নিবিড় মেঘমালা তোমার বাটী ঘর নিম্ন বিস্তর প্রভৃতি সমুদায় নিরাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, নিরাশের ন্যূন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল, তুমি স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া কোথায় দাঁড়াইবে কিরূপে জীবিকা সম্পাদন করিবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। তুমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছ। তোমার স্ত্রীপুত্রাদির নয়ন যুগলে অবিরল জলধারা বহিতেছে। সকলে হাহাকার করিতেছে। এমন সময়ে কোন মহাত্মা তোমাকে দশ সহস্র টাকা গণিয়া দিলেন এরূপ ভাবে দিলেন যে তোমা হইতে পাইতেছি বিন্দুমাত্র ঋণ শোধিতে পারিবে না এই আশ্বাসও এমন আছে প্রদান করে যে তুমি যা আমা হইতে আশা করিতে পার তুমি তাঁহার নিকটে চির কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে এবং তাঁহার হৃদয় উপকারের প্রত্যুপকার করা তাঁহার এ ইচ্ছা নয়। এ অবস্থায় তোমার মন কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইবে কি না? উপকর্ত্তা বিশেষে এরূপ স্বার্থনিরপেক্ষ উপকার চিরদিনই এই নিয়মের তোমার মন কি পরাধীনে অধীকৃত হইয়া তোমাকে এক দিন পরম কারুণিক বলিবে? কৃতজ্ঞতা যদি স্বাভাবিক হইবে ঈশ্বরে তাহা আমাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইবে। অতএব সে বিষয়ে সংশয়ের কি? তিনি যে নিয়মেই আমাদের সৃষ্টি করুন, তাঁহার লীলা খেলাই হউক, তামাসা খেলাই হউক, সৃষ্টির আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্যই থাকুক, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন হয় না। যখনি তাঁহার কৃত নিত্য উপকার ভোগ করিতেছি। তিনি যখন নিত্য আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। সুখ সামগ্রী দিয়া আমাদিগকে সুখিত করিতেছেন তিনি সকল বিষয়েই এইরূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন আমরা কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিয়া লইলেই আমাদের সমুদায় অভাব পূরণ করিতে পারি। যাঁহা হইতে আমরা এই অনন্ত অসীম উপকার লাভ করিতেছি তাঁহার প্রতি আমাদের কি কখন কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হইবে না? স।

প্রবন্ধ পাঠেও কুসংস্কারাবিষ্ট মন অধিকতর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে পারে বলিয়া লেখনী পরিচালনে ক্ষান্ত হইলাম। পক্ষীয় মত সমর্থনার্থ প্রস্তাব লেখক যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কতকগুলি চর্ব্বিত চর্ব্বণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে দেখি নাই বলিয়া কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন না" বোধ হয় অনুমান শক্তির মূল কি, পত্রপ্রেরক আজিও তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অনুমানের মূল প্রত্যক্ষ। যদি সৃষ্টি অবধি চিরকাল এরূপ দেখা যাইত, যে পিতা ব্যতিরেকে পুত্রোৎপত্তি সম্ভবপর, তাহা হইলে কখনই একজন মনুষ্য দেখিয়া অপরে তাহার পিতা অথবা পূর্ব্বপুরুষের অনুমান করিত না। জনকাভাবে সন্তানোৎপত্তি কখনও দৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই লোক জন্মদাতার অনুমান করে। পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জন্তুর পদাঙ্ক, মনুষ্যের পদচিহ্ন সদৃশ হইত, তাহা হইলে কর্দ্দমোপরি পদাঙ্ক দর্শনে কেহই উহা মনুষ্যের পদাঙ্ক বলিয়া একবারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিত না। সেইরূপ ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে অথবা অপর কোন জগত সৃষ্টি করিতে দেখিয়া আইসে নাই, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানও হইতে পারে না।

পাপ পুণ্য সম্বন্ধে লেখকের ভ্রমাত্মক সংস্কার দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। মনুষ্য সামাজিক প্রয়োজন সংসাধনার্থ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। যাহাতে সমাজের বিশৃঙ্খলা সাধিত হয় তাহাই পাপ, আর যাহাতে সামাজিক জনগণের সুখ সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহাই পুণ্য। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সামাজিক শৃঙ্খলার কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস কোন রূপ পাপ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। তৃণস্পর্শি গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা সম্মাননা অথবা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলে যাহার অন্তঃকরণে যুগপৎ যেরূপ ক্রোধ ও দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে তিনিও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ রুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হইবেন, এ বিভীষিকায় আমরা ভীত নহি। আমরা আফ্রিকার উৎকট নাম বিকট মূর্ত্তি অসভ্য বর্ব্বর নিগ্রো নহি, যে আজিও এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈদৃশ প্রলাপোক্তিতে আস্থা প্রদর্শন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তরে লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তবে আর বিদ্যা তর্কের

প্রয়োজন কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন, বলিয়াই বিশ্রাম লও ইত্যাদি।" শ্রীকৃষ্ণ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ কি না তাহা বিষয় যুক্তির অনুমোদনীয় কি না, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিছুমাত্র বক্তব্য নাই। কিন্তু লেখককে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারাও কি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত নহেন? বেদে বলিয়াছে, উপনিষদে বলিয়াছে, কোরাণে বলিয়াছে, বাইবেলে বলিয়াছে, অথবা চৈতন্য বলিয়াছেন, নানক বলিয়াছেন, ঈশা বলিয়াছেন, মুষা বলিয়াছেন, মহম্মদ বলিয়াছেন, রামমোহন রায় বলিয়াছেন, বলিয়াই কি তাঁহারা ঈশ্বর পৃথায় নিবিষ্ট নহেন? তাঁহারা স্বয়ং কি কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকৃত কি অপ্রকৃত? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিচার স্থলে কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই কেন? ঈশ্বর ইচ্ছাময় কি ইচ্ছাহীন, তাহা আমরা জানি না। তবে এতৎসম্বন্ধে উত্তরের উক্তিই যে সত্য হইতে বহুদূর ব্যবহিত, তাহা আমাদিগের পূর্ব্ব লিখিত প্রস্তাব নিচয়ে সম্যক প্রদর্শিত হইয়াছে।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজবিহারী দাস।

একাদশীর ব্যবস্থা।

আপনার গত সোমবারের পত্রে একাদশীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় উভয় পক্ষ বাদী প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া গণনা পূর্ব্বক এই ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে যে আগামী ৩১ এ ভাদ্র দুবার একাদশীর উপবাস হইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্ণয় পত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দ্বারা প্রকাশ করিবেন। কথা বাহুল্য যে তাঁহারই মতে এই নির্ণয় হইয়াছে।

সাক্ষর তলেয়া
১৪ ই ভাদ্র ১৮০১। } শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয় এবারকার এক একাদশী লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমরা একাল পর্য্যন্ত উহার কোন অনুসন্ধান করি নাই সুতরাং বিশেষ মনোযোগ হয় নাই মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণের ঐকমত্য প্রযুক্ত কোন গোল হয় না। উপস্থিত ব্যাপার নির্ব্বিবাদে সমাধান হইতেছে না। পঞ্জিকাকারের মতবিভিন্নতাই তাহার একমাত্র কারণ। এজন্য দেশান্তর হইতে যাহাতে সৎ মীমাংসা হয় এমত অনুরোধ পত্রাদি এস্থানে আসিতেছে। আমরা একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া সম্প্রতি বৃহৎসূত্র জন সাধারণের গোচরার্থ মহাশয়ের পত্রিকাস্থ করিলাম। মহাশয় পত্র খানি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের যথোচিত উপকার সাধন করিবেন। অদ্য যে উদ্দেশে আমরা একান্ত অবস্থাপন্ন করিতেছি তাহা এই। আগামী ৩০এ ভাদ্র মঙ্গলবার প্রাতে দশমী ১ পল মাত্র কোন পঞ্জিকায় লিখে কোন কোন পঞ্জিকাতে তাহাও নাই, এস্থলে একাদশীর উপবাস কোন দিবসে হইবে? যদি দশমীর সত্তা স্বীকার করা যায় তবে আত্মমতাবলম্বিদিগের পক্ষ আদরণীয়ে অর্থাৎ পূর্ব দিবসে উপবাস বিধি হয়। আর যদি দশমী না থাকে তবে একাদশীর উপবাসাদি সমুদয় কার্য্য ঐ দিবসে অর্থাৎ ৩০এ তারিখে করিতে হয়। মূল দশমীবিদ্ধা একাদশী উপবাসে কোন স্থলেই গ্রাহ্য নহে বলিয়া মহান সংশয় উপস্থিত। বর্ত্তমান গোলযোগটী কেবল গৌড়ব্রহ্মদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় হইয়াছে, এতৎ প্রদেশে কোন গোল নাই, বোধহয় এতদ্দেশের স্থিত্যাবিমান তদ্দেশ অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকে সুতরাং এস্থানে একাদশীর সহ পূর্ব্ব দিবসে হওয়ার পক্ষে কোন বিবাদ নাই। এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে কি হইবে প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে বিষয়টী যে প্রকার জটিল তাহাতে সহজে মীমাংসিত হইবার নহে, এরূপ স্থলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিষেধ অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সন্দিগ্ধ দিবসে কৃষ্ণপক্ষকে মহাপ্রাজ্ঞরূপে গ্রহণ করিয়াছেন আমি আমরাও তাহাই অবলম্বন করিলাম। তাহাতে ৩১এ ভাদ্র একাদশী করাতে দশমীযুক্ত দিন আসিতেছে। যদি ৩০এ তারিখে সূর্য্যোদয় কালীন স্থানীয় দশমী স্থিতি আদৌ নাই বলিয়া নিশ্চিত হোর হইল। কতক পল রাত্রি সত্ত্বেই দশমী নিবৃত্তি এবং একাদশীর প্রবৃত্তি হইতেছে। অতএব আমাদিগের মতে ৩০ তারিখে একাদশীর উপবাসাদিকরা কদাচ সংশয় নাই। ইহা কেবল স্বমত বিকল্পিত নহে, অন্যদেশীয় জ্যোতির্জ্ঞিদ অন্যান্য পণ্ডিত মহাশয়দের অনুমত এবং অনুমোদিত। ইঁহাদিগের একতা সাহায্য অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে এরূপ দম্ভপত্রের ব্যাপারে লেখনী চালনে সামর্থ্য হইত না। বিজ্ঞাপনার্থ তিথি ভুক্ত স্ফুট এবং তাহার ভুক্তি নিম্নে প্রকাশিত হইল, মহোদয়গণ দৃষ্টি করিবেন, যথা—৩০এ ভাদ্র মঙ্গলবারে স্থানিক স্ফুট গৌড়ে সিদ্ধান্ত রহস্যে।

স্ফুটরবিঃ	৪।	২১।	৭।	২৯।
স্ফুটচন্দ্রঃ	৮।	২৯।	৭।	২৫।
রবিস্ফুট ভুক্তিঃ	৫৮।	৩০		
চন্দ্রস্ফুট ভুক্তিঃ	৮৫৬।	৫৬		

উক্ত স্ফুট মতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে যে রাত্রি ২২ পল অবধিতে দশমী ভোগ হইতেছে।

শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্ম } গণকগণ।
শ্রীহরকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ } সকা ১৮০৯
১৯ ই ভা ৬

"ঈশ্বরসিদ্ধি" বিষয়ক প্রস্তাব।

আমরা ১৯ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে নিম্নোক্ত বাঙ্গবিহারী বাবুর অবলম্বিত নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া অতি পরিপাটী ন্যায়দর্শনের যুক্তিপরম্পরা দ্বারা "ঈশ্বর সিদ্ধি" সমর্থন করিয়াছিলাম। এবার কার ১২ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে উক্ত বাঙ্গবিহারী বাবু হঠাৎ নামা প্রকার গোলযোগ করিয়া আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পত্রখানি তিনি অধিকল বড়দর্শন হইতে নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবার ষড়দর্শন, আর্য্যদর্শন ও তাৎকালীন উপন্যাস-সম্প্রদায় হইতে, দেখেন "সাংখ্য" নয়, কিন্তু অধিকল কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নিজ পক্ষে তাঁহার কোন বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ঘোষ বলিয়াছেন যে উক্ত গ্রন্থ সমূহ হইতে তিনি "বিশেষ সাহায্য" পাইয়াছেন, উহা না লিখিলেও আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারিতাম। এবং ঘোষ তাঁহার উদ্ধৃত অংশ গুলির বিচার করিলে তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইতে পারিতেন। যাহা হউক, এবার তিনি যেরূপ ঈশ্বর প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে কতিপয় গল্প উপাপন করিয়াছেন। পেষোক্ত দুই বিষয় নিষ্প্রয়োজন আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। তিনি যেরূপ ঈশ্বর প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে কতিপয় গল্প উপাপন করিয়াছেন, আমরা অনুরোধ করি আমরা ও পরলোক সম্বন্ধে সম্প্রদায়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা দুইখানি ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। তদালোচনায় পর, বাঙ্গবিহারী বাবু তাঁহার উদ্ধৃত মতগুলি যদি পরিবর্ত্তন করিতে না চান, তাহা হইলে আমরা তাহা সাধারণভাবে পঠন করিতে পারিব; লেখক যে দুই খানি "ক্যাম্বিলন" অর্থাৎ "সাইন্স" কিনিয়াছি এবং এম, কোম্ব "পজিটিভিজম" দুই খণ্ড বহুকালাবধি অতি উপাদেয় এবং অতীব দুরূহভাবে আন্দোলিত মতের পাঠ করিয়াছি। বাঙ্গবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "ঈশ্বর সম্বন্ধে পৌরুষপ্রমাণ, তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন কোন সম্প্রদায়ই লোক খুঁজিয়াছে নাই।" তিনি যেরূপ বড় এ

বলাই গিণিতে সাহসী হইলেন. আমরা ও [illegible] স্থির করিতে পারিতেছি না। উক্ত কথোপকথনের প্রমাণ কি? ঘটী কি তাঁহার নিজ [illegible] না কোন বৈজ্ঞানিক [illegible] আমরা [illegible] Hindoo of [illegible] দৃষ্টান্ত পাঠ [illegible] দেখিতে পাই, [illegible] নিম্নে প্রকটিত করিয়া দিলাম।

[illegible]	[illegible]	৪০৭৬৩৭৭৭৯৯
[illegible]	ঐ	৩২০০০০০০০০
[illegible]	ঐ	২০০০০০০০০০
[illegible]	ঐ	১৬৭০০০০০০০
[illegible]	ঐ	৭০০০০০০০
[illegible]	ঐ	৩৫০০০০০০০
[illegible]	ঐ	১৮০০০০০০০

এ সম্বন্ধে রাজবিহারী বাবুর সিদ্ধান্ত [illegible] হইয়াছে। তাঁহার আরো অনেক উক্তি [illegible] দিয়াছেন, বিস্তার ভয়ে [illegible] পারিলাম না।

রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন "আত্মাতে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে না"। কি চমৎকার যুক্তি! তুমি আছ, এর প্রমাণ তুমি স্বয়ং কিসে আর কি প্রমাণ চাও? আমি চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি ঈশ্বর প্রমাণ আছি স্বয়ং। চক্ষু দ্বারা আমি দেখিতেছি বলিয়াই যে আমি আছি তাহা নয়, কিন্তু আমি আছি বলিয়াই, আমি চক্ষু দ্বারা দেখি দেখিতেছি। এই প্রমাণকে আত্মপ্রত্যয় বলে। মনও আত্মার একটী ইন্দ্রিয় বিশেষ, আত্মা দৃশ্য পদার্থ নির্ণয় করিতেছে, এই বাহ্যেন্দ্রিয়াতীত মনন ক্রিয়া দ্বারা, তাহা সম্পন্ন হয়। কিন্তু তথাপি ঐ প্রত্যক্ষ মনন ক্রিয়াও আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নহে। আত্মা আছে বলিয়াই মন সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযোগে [illegible] নামে চিন্তাদি করিয়া থাকে। পরন্তু মন আত্মার অন্তশ্চক্ষু মাত্র। তদ্দ্বারা কখ পুরাতন শুষ্ক বহুজ্ঞানে মহত্তিগণ [illegible] বোধ বা তর্পিল যাহা পড়িয়া জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত) কি চমৎকার সত্য স্থান করিয়া দিয়াছেন।

"অথ যো বেদেদং মনানীতি স আত্মা, মনোময়ঃ প্রৈষ্ব চক্ষুঃ"

যে জানিতেছে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা, মন যে সে ইহার দেব চক্ষু, ইহার অন্তশ্চক্ষু। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে। তাই বলি "এতাবদ্বুদ্ধ্যবসায়ত্বং প্রত্যক্ষপ্রশমনং শাস্ত্রং শিব-মদ্বৈতং" যদি প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছা হয় তবে প্রাণারামে ভাই! প্রাণ দিয়া দেখ" বিষয়ে পরে কোথে বিষয়ং সক্ত নিষ্ফলং।

তজ্জন্য জ্যোতিষাং জ্যোতিরন্যদায়বিদোবিদুঃ" (মুণ্ডকোপনিষৎ) অর্থাৎ। যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্মরূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ জ্যোতি মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব জ্যোতির জ্যোতি স্বরূপ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। "তাই বলি রাজবিহারী বাবু! অগ্রে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসু হওয়া উচিত। আত্মজিজ্ঞাসু না হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র।

পূর্ব্ব পক্ষে রাজবিহারী বাবু "আত্ম" উপরেশ মানিয়াছিলেন, এবার মানেন নাই, অপরাধ? যদি "ষড়দর্শন" ইত্যাদি সামান্য মাসিক কাগজের মত "মাস বাঁধা" হইতে পারে তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান মহর্ষিদের বাঁধা, রাজবিহারী বাবু! কি দোষে পরিত্যাগ করিয়াছেন?

আপনাকে হারাইয়া যদি কেবল বিজ্ঞান দর্শন আলোচনায় সেই দুর্লভ বস্তু লাভ হইত, তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। আলোচ্যকে না জানিয়া আলোচনা করা কি নিতান্ত হাস্যাস্পদ নহে?

এক সময়ে বিজ্ঞানবিৎ মহর্ষিগণ বিজ্ঞানানন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন বটে যে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম মনোপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্কামান্সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি" ।

অর্থাৎ বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থানে প্রবেশ করেন। (কঠোপনিষৎ)

কিন্তু যখন অন্যে অন্যায়যোগে তাঁহারা উন্মত্ত হইলেন, তখনি অমনি মুক্ত কণ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিলেন,—যে "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞান মন্তরো যময়তোষ ত আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ." (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে আছেন, যিনি বিজ্ঞান হইতে অন্তরে আছেন, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না; বিজ্ঞান যাঁর শরীর, যিনি বিজ্ঞানের অন্তরে আছেন, সেই আত্মাই তোমার অন্তর্যামী অমৃত স্বরূপ, তাঁহাকেই উপলব্ধি কর। বিজ্ঞান কোষ হইতে উঠে উঠিয়া হইয়া উক্ত মহাশক্তি প্রাপ্ত ভেদ করিয়া নিনাদিত হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি এমন কোন "বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত" উদ্ভাবন করেন নাই, যিনি উক্ত মত সম্বন্ধে খণ্ডন করিতে সাহসী হইয়াছেন। এখানেই তিনি "জ্ঞানমনন্ত" স্বরূপে প্রকাশিত

হইয়া বিজ্ঞানের দর্প চূর্ণ করিয়া মনুষ্যের অপূর্ণত্ব প্রতিপাদন করিলেন।

জামালপুর
৩১ এ আগষ্ট
} শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২২ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমরা একাদশীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুই খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের লিখিত, দ্বিতীয় খানি কাশীর শ্রীযুক্ত তারারাম বেদান্তবাগীশ ও তাঁহার ভ্রাতার লিখিত। দুই খানিই আমরা প্রেরিত স্থলে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

আমরা একাদশবর্ত্তিতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আমাদের তত্রত্য সংবাদদাতার ভ্রম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। আমরা ভগবতী বাবুর স্বপক্ষও নববিভাকরের বিপক্ষ হইয়া সে প্রস্তাব লিখি নাই। একাদশবর্ত্তিতার বর্ত্তমান অবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করাই তাহার উদ্দেশ্য। আমাদের সংবাদদাতা নিশ্চয় জানিবেন, কোন প্রস্তাবই কাহার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া সোমপ্রকাশে লিখিত হয় না। অনেকের ভ্রম আছে একাদশবর্ত্তিতার প্রস্তাবে তাহাতে অনস্ত ও অপদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই ভ্রমভঞ্জনার্থই আমরা উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলাম। ভারতে অপদার্থের সংখ্যা অধিক বলিয়াই একাদশবর্ত্তিতার এত প্রাদুর্ভাব। গাত্রাভিমান উহার একটী সংক্রামী কারণ। কখনও একাদশবর্ত্তিতা অপদার্থ সংখ্যা বৃদ্ধির মূল নয়, অপদার্থ সংখ্যাই একাদশবর্ত্তিতার মূল।

লর্ড লরেন্স ইডেন সাহেবের একটী মহৎ গুণ দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এদেশীয় ধনীরা বিবাহ বিষয়ে অপব্যয় করিয়া কিম্বা বাসনাসক্ত হইয়া উৎসব না যান তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা শুনিয়াছি তিনি কতিপয় ধনী যুবককে বিশেষ উপদেশ দিয়া এবং তৎসমা ও তত্ত্বাবধারণ করিয়া সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সম্প্রতি বেহারে গিয়াছিলেন। তথায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজের তাঁহার ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর সিংহের সহিত যে বিবাদ ছিল, তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। কুমার রামেশ্বর একটী পরগণা পাইয়াছেন। খরচ খরচা বাদ তাহার উপস্বত্ব এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। আর তিনি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ পাইয়াছেন। এরূপ বন্দোবস্ত করাই সুরাজার কর্ত্তব্য। ধনবৃদ্ধি নামে বণিক বাণিজ্য করিতে গিয়ে নৌকা ডুবিয়া মাথা পড়িলে অমাত্য রাজা দুষ্মন্তকে জানাইলেন, সে ব্যক্তির অনেক কোটি টাকার সম্পত্তি আছে, তাহার সন্তান নাই। অতএব সমুদায় ধন মহারাজের হইল। এই কথা শুনিয়া রাজা দুষ্মন্ত অতিশয় চমকিত হইয়া প্রতিবাদীকে কহিলেন, এ ব্যক্তি ধনী, বোধ হয় উহার অনেক পত্নী আছে, তাহার মধ্যে কেহ গর্ভবতী আছে কি না তাহার সন্ধান কর। সে বলিল, শুনিয়াছি সাকেতপুরের শ্রেষ্ঠীর কন্যার সম্প্রতি পুংসবনক্রিয়া হইয়াছে। রাজা বলিলেন তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে। এই কথা অমাত্যকে গিয়া বল। অথবা সন্তান আছে না আছে এ কথায় প্রয়োজন নাই।

যেন যেন বিধুভাবে প্রজাঃ নিয়ন্তে বন্ধনা।
স স পাপাত্মতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাং॥

প্রজারা যে যে ক্লেশবিশিষ্ট বন্ধন (নিষ্কর ব্রহ্মাদি) দ্বারা বিয়োজিত হইবে, দুষ্মন্ত প্রজাদিগের সেই সেই বন্ধন এই ঘোষণা করিয়া দ'ও। অনেক লেপ্টনণ্ট গবর্ণর, গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরলের এরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিবাহার্থিনী কিন্তু নিরাশ্রয়া কন্যাদের সাহায্যার্থ সভা।

সম্প্রতি এই নামের একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার কার্য্যপ্রণালী সূচক একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা এই। যে সমস্ত হিন্দু বিধবা বিবাহার্থিনী হইবেন এবং পরন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কা হিন্দু সকল পুরুষ তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণার্থী হইবেন তাঁহারা সভাকে জানাইবেন যে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাই সভাস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই, এই বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধি পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইবে, এবং যাঁহারা বিবাহ করিবেন, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সাহায্যদান করা হইবে।

বোম্বে, আগরা, কলিকাতা, মোরাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে এই সভার অধীনে এক একজন সেক্রেটরী থাকিবেন। তাঁহাদের নিকটে দুই সেটে রেজেষ্টরী থাকিবে। যে সকল বিধবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক, আর কর্তৃপক্ষদ্বারা হউক, বিবাহ করিবার ইচ্ছা সভাকে জানাইবেন, তাঁহাদের নাম ও বিশেষ বিবরণ একটী রেজেষ্টরীতে লিখিত থাকিবে। আর যে সকল পুরুষ বিবাহ করিবার বাসনা করিবেন, তাঁহাদের বিবরণ দ্বিতীয় রেজেষ্টরীতে লিখিত হইবে। ঐ দুটী রেজেষ্টরী কাহাকে দেখান হইবে না, এবং রেজেষ্টরীতে যে সকল ব্যক্তির নাম লিখিত হইবে, তাহাও কাহাকে জানান হইবে না। কেবল যে সকল ব্যক্তি বিবাহের সাহায্যকারী বলিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকেই জানান হইবে।

যে সকল ব্যক্তি কোনরূপে বিধবা বিবাহের সাহায্য করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। সেক্রেটরীদিগের নিকটে সভ্য দিগের নামের দুটী সেট থাকিবে। প্রথম, যে সকল সভ্যের নিজ নাম প্রকাশের আপত্তি নাই, প্রথম সেটে তাঁহাদের নাম থাকিবে। আর যাঁহাদের নাম প্রকাশের আপত্তি থাকিবে, দ্বিতীয় সেটে তাঁহাদের নাম লিখিত হইবে।

আপাততঃ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপরিলিখিত সভার সেক্রেটরী মনোনীত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—লাহোর।
বাবু শিবচন্দ্র সেন—অমৃতসর।
বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়—আগরা
বাবু হরগোপাল সেন—গবর্ণমেণ্ট কলেজ
[illegible] শিক্ষক—বারাণসী
নারায়ণ হেমচাঁদ—বম্বেপ্রেসিডেন্সি মধ্যে—মধ্যপ্রদেশ নিবাসী।

বিবাহার্থী যেসকল বিধবা ও যে সকল পুরুষ এই সভার সাহায্য লাভের বাসনা করিবেন, এবং যে সকল ব্যক্তি রিইউনিয়ন-প্রেরিত হইয়া এ বিষয়ে সাহায্য দানে উদ্যুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা সহকারে জানান যাইতেছে যে, তাঁহারা নিজ নিজ নাম ও অভিপ্রায় উপরি লিখিত সেক্রেটরীদিগের মধ্যে যাঁহার নিকটে ইচ্ছা লিখিয়া পাঠাইবেন।

এই সভা বিবাহবিষয়ক আইন ব্যবহারের [illegible] এবং বিভিন্ন জাতীয়ের পরস্পর বিবাহ [illegible] সাধন করিবেন। অতএব যে সকল নিজ জাতীয় ব্যক্তি অজাতিতে অথবা নিজ জাতিতে বিবাহ করিবে [illegible] তাহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা সভ্য হইয়া অন্য জাতিতে বিবাহ করিবেন তাহার উদ্যোগ করেন।

এই অনুষ্ঠানটী দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, ভারত [illegible] নিদ্রিত হয় নাই। আমাদের যুবকেরা সমাজের উন্নতি উন্নতি করিয়া ঘোর আন্দোলন করিয়া বেড়ান, কিন্তু কিসে [illegible] উন্নতি হয়, সে পথ অন্বেষণ করেন না, এবং সে পথের পথিকও হন না। সমাজে বাল্য-বিবাহ

অনিষ্ট ঘটন [illegible] তাহার প্রতিকার চেষ্টা না পাওয়া নিতান্ত দুরদৃষ্টবাদিত্বের কাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা পান, এই শিক্ষিতেরা তৎকালে জড়বৎ ও উদাসীনবৎ ব্যবহার না করিয়া সহায়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক অকপটচিত্তে তাঁহার সহায়তা করিতেন, এতদিন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিত। যাহা হউক যে দোষ অতীত, শিক্ষিতেরা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াও আমাদিগকে যেন পরিত্যাগ না করেন। তাঁহারা অন্যের সহিত ঐক্য সম্পাদনকল্পে সকলের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করুন।

ভারতবর্ষীয়দিগকে একটী বিড়ম্বনা।

এইক্ষণে একটী প্রবাদ আছে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায়" অনেক স্থলে বড় লোকের পরস্পর বিরোধে নিরীহ নিষ্পাপ দুর্ব্বল ব্যক্তির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি লোক এক স্থানে বসিয়া আছে, কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হইল, কতকগুলি এক দিকে আর কতকগুলি আর এক দিকে [illegible] হইয়া [illegible] দুই দলের লোকেরা মারকাট করিবার জন্য এক একটা ডাণ্ডা লইয়া উঠিল, ইতর লোকেরা, মারামারি কাটাকাটি করিতে পারিলেই [illegible] হউক, পরিণামের পক্ষে বিলক্ষণ বিবেচনা থাকে, তাহারা ডাণ্ডা ফেলিয়া দেয়, কিন্তু ভদ্রলোকেরা ডাণ্ডা ফেলিয়া দিতে জানেন না, আপনারা পণ্ডিত [illegible]।

ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়নদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কতকগুলি লোকের মত এই, এদেশীয়দিগকে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার অধিকার দেওয়া উচিত নয়। এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সহিত সমান রূপে তাহাতে উচ্চ পদগুলি প্রায় সকল, তাহা তাঁহাদিগের অভিমত। পক্ষান্তরে আর কতকগুলি লোকের মত এই, এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উচ্চ পদ গুলি দেওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে শাসনপ্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ইউরোপীয়দিগের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইবে না।

উপরোক্ত মতের মধ্যে অদ্য আমরা ভারতবর্ষের চতুর্থপুত্র ষ্টেট সেক্রেটরী ডিউক আর্গিলের বক্তৃতার বিষয়টুকু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখুন তাঁহার কেমন উদারভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে দিবার বিষয় উত্থাপন করিয়া বলেন "চিঠিতে যাহা প্রবেশ করিতে দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সুশাসনের বিষয়ে আমরা আশা দিয়াছিলাম তাহা সম্পাদন করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হই নাই। ১৮৫৩ অব্দে মহারাজ্ঞী বলেন, জন্ম, স্থান, জাতি, বংশ, ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ না করিয়া সকল প্রজাকেই তুল্য রূপে কাজ দেওয়া হইবে। ১৮৫৩ অব্দে সনন্দ পরিবর্ত্তনের সময় যে তর্ক হয়, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমার বহু মৃত লাড মেকলে তৎকালে এক তীব্র বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন, (আমিও উহার যাথার্থ্য স্বীকার করি) যুগে যুগে আমরা ভারতবর্ষীয়দিগকে সকল কাজ দিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ কতকগুলি নিয়ম করিয়াছি যে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ভারতবর্ষবাসীদিগের কৃতার্থতা লাভ সম্ভাবিত নয়। সকলে পরীক্ষা দিয়া সিবিল সরবিসে প্রবেশ করিতে হইবে এই নিয়ম করা হইয়াছে, কিন্তু উহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের স্বদেশ শাসনোপযোগী পদ পাইবার সম্ভাবনা কি? পক্ষান্তরে শিক্ষা ও যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহারা ঐ পদ পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন।"

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা এদেশীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের বিঘ্ন করাতে লোকের মহা অসন্তোষ জন্মে। তদানীন্তন গবর্ণর জেনরল লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব [illegible] টী ছাড়বুদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, [illegible] ষ্টেইসসেক্রেটরী সাহেব [illegible] লোকের নিমিত্ত [illegible] টী ছাড়বুদ্ধি [illegible] পারে না। এই ছাড়বুদ্ধি স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে আমাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্রেই নাই"।

কতকগুলি লোকের মত এই, ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা না দিলে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ যোগ্যতা লাভ হয় না। তদ্বিষয়ে উক্ত ষ্টেইসসেক্রেটারী বলেন, "ইংলণ্ডে অবশ্যই যাইতে হইবে সাধারণে এপ্রকার নিয়ম করা অনুচিত। চিঠিতে যাহা এরূপ অনেক পদ আছে তাহার অধিকারী হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে আসিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে যে শিক্ষা হয় তাহাই পর্য্যাপ্ত। আমার এরূপ বিশ্বাস আছে কলিকাতায় যদি পরীক্ষা দেওয়া যায় অথবা গবর্ণমেণ্ট নিজে লোক মনোনীত করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতে পারে সন্দেহ নাই।"

বিশিষ্টের নিকটে নতশির হইতে হইবে, এই অভিমান বশতঃ হউক, কুসংস্কার নিবন্ধন হউক, আর স্বদেশ আশঙ্কা প্রযুক্ত হউক, যাঁহারা লার্ড আর্গিলের প্রদর্শিত মহোদার ব্যবহারের বিরোধী, তাঁহাদের বিরোধ নিবন্ধন ভারতবর্ষের বিষম বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। ভারতবাসীরা নৈতিক জন্মভূমির উচ্চ

পদলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এদেশীয়েরা কমিসনর বা মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি একজিকিউটিভ পদ গুলি প্রাপ্ত হইলে ইউরোপীয়েরা উচ্ছৃঙ্খল হইবে, শাসনকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিবে, আমাদের রাজপুরুষেরা যদি এ আশঙ্কা করেন, এদেশীয়দিগকে জেলার জজ করিবার বাধা কি? এদেশীয়দিগকে সেক্রেটারী প্রভৃতি উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আপত্তি কি?

পঞ্জাব বিশ্বালয়ের বর্ষাবসান পরীক্ষা।

পূজার অব্যবহিত পরেই নিম্নতর পরীক্ষাগুলি সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই পরীক্ষা গ্রহণ রীতি সকল স্কুল পরিদর্শকের এলাকায় এক সময়ে প্রচলিত নাই। পূজার পর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলমণ্ডলের পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং পশ্চিমচক্রের পরীক্ষা বিষয়ক ব্যাপার আলোচনার জন্য আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

শুনিলাম এ চক্রের পরীক্ষা আগামী ২৯ এ অক্টোবরে আরম্ভ হইবে। কতকগুলি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক ও পণ্ডিত ঐ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সমস্ত নিরূপণ ও পরীক্ষক নির্ব্বাচন উভয়ই আমাদের অনুমোদনীয় নহে। পূজার ছুটির পরেই পরীক্ষার কাল নিরূপিত হইয়াছে। পূজার সময় প্রায় বালকগণের মন উৎকালোচিত আমোদে মত্ত হয়। অধ্যয়নবিষয়ে প্রায়ই মনঃসংযোগ হীনতা ঘটিয়া থাকে। অল্প পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে পাঠের ও পরিশ্রমের প্রকৃত সময় না দিয়া সাময়িক আবেশ অবলম্বন ভিন্ন পরীক্ষায় যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এ পরীক্ষায় যাহারা উপস্থিত হয়, তাহারা অতি অল্পবয়স্ক। এই সুকুমারমতিবালকগুলি যে পূজার আমোদের সময় অতিবাহিত করিবে, তাহা সকলের পক্ষে অনায়াসেই অনুভব করিয়া লইতে পারিতেছেন। এমন অবস্থায় পূজার ৮।১০ দিন পরেই তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা কি নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় নহে? বিশেষতঃ পশ্চিমচক্রের স্কুল সমূহের কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহারা হিন্দু। যাহারা পূজা পার্ব্বণের প্রতি অধিক মনোযোগী, তাহারা অতি অল্পসংখ্যক। ইউরোপীয় পরিদর্শক এ ভাবে সময় নিরূপণ করিলে আমাদের এত পার্ব্বণাদি উপস্থিত হইত না। পূজার ৭।৮ দিন পরে পরীক্ষার সময় স্থির করাতে প্রকারান্তরে পূজার সাধারণ বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। আমরা শুনিলাম অনেক গুলি স্কুল এবার ৫।৭ দিনের অধিক এ পক্ষাতে বন্ধ পাইবে না, অথচ এটী আমাদের উৎসব। এ উৎসবের প্রতিকূলে আমাদের গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই।

অপর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই এ পরীক্ষার পরীক্ষকেরা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু কিছু টাকা পাইয়া থাকেন। এ টাকার সমষ্টি এক শত হইতে আশী টাকার ন্যূন নহে। এই টাকার ন্যূনাধিক্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যে বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, পারিশ্রমিকের পরিমাণ তদনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। এ টাকা সামান্য নহে। দুর্ভাগ্য সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষকদিগকে পরীক্ষক করিয়া এ টাকা তাঁহাদিগকে দিলে কি ভাল হয় না? কি গবর্ণমেণ্ট কি সাধারণতঃ উচ্চবিদ্য স্কুলে দুই শিক্ষকদের অবস্থা ভাল সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগ দান বটে কিন্তু প্রধানাপেক্ষা দেশী বিভাগে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে। সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন অতি অল্প বলা যায় না, সেই জন্য মাত্র বেতন ভিন্ন অতিরিক্ত পাইবার বিষয়ে সময়ে সময়ে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের আর্থিক আশা কিছু মাত্র নাই। তাঁহাদের ভাগ্যে পেন্সন ঘটিয়া উঠিবে না। অতএব তাঁহাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহার আর বিশদরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে এ পারিতোষিক বাহারূপে কি প্রকার গণ্য হইতে পারে না? আমরা বলি এই পরীক্ষকের পদগুলি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে প্রদত্ত হউক। সকলে সমান না হউন, তাঁহারা যদি এরূপ কিছু কিছু উপরি পান, তাঁহাদের কষ্টের উপশম করিতে পারে।

ইংরাজ অধিকারে ভারত কত ধনী ছিল।

এই বিষয় লইয়া কয়েক জন বিজ্ঞ, বহুদর্শী লেখক উপযুক্ত লোক থাকিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল লেখকদিগের লেখা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে বিচলিত হইবার নহেন।

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শান্তি ছিল না, রক্ষা ও অধিকার ও ঠক প্রভৃতির উপদ্রব ছিল, এখন সে সকল নাই। এ অংশে বক্তাদিগের মত বিসংবাদ নাই। সকলেই একবাক্যে এ উৎকর্ষ স্বীকার করেন। অন্য অন্য অংশেই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

আমরা প্রথমে কাইওমান সাহেবের বাক্যের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। ইনি ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত, ভারতবর্ষের যাহাতে মঙ্গল হয় ইহাঁর এই আন্তরিক ইচ্ছা। ইংলণ্ডের লোকে ভারতবর্ষের দুরবস্থার বিষয় প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন, এই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। অর্থশাস্ত্রের কূটার্থ নির্ণয়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। যখন লাইসেন্স টাক্স স্থাপিত হয়, তখনে ১০০ টাকা আয় থাকিলে টাক্স দিতে হইবে, এমন নিয়ম করেন, তখন কাইওমান সাহেব বেঙ্গলি লেজস্লেটিভ কৌন্সিলে ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই টাকার সম্পর্কে ১ টাকার অধিক উপাজ্জন করিতে পারে না, তাহাদিগকে ৫ই টাকা দিতে হয়। যে সকল কারণে ৫ শত টাকা আয়ের নীচে লাইসেন্স টাক্স উঠিয়া গেল, কাইওমান সাহেবের যুক্তি তাহার অন্যতম কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অনেক বার লিখিয়াছেন। ভিক্টোরিয়ার "এক নিঃশ্বাসে দুটা" এই শীর্ষক বিদ্যা মাসিক পত্রে প্রতিপন্ন ইংলণ্ডীয় লোক ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় রাজ্যে রাজপুরুষেরা প্রজাগণের ইচ্ছাই তাঁহার মতে আইনের প্রধান অবলম্বনীয় কারণ। দেশীয় রাজা কিন্তু সকলই বেপরোয়া করিতেন। দেশীয় উপায়ে রাজস্ব, আদায় দেশীয় [illegible] বিচার ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ, দেশীয় লোক [illegible] দেশীয় উপায়ে পথ ঘাট নির্ম্মাণ, উপায়ে শিক্ষা দান, [illegible] দেশীয় উপায়ে [illegible] দেশীয় উপায়ে [illegible] পরিদর্শক [illegible] করিতেছে। [illegible] তেমনি [illegible] আমাদের [illegible] আমাদের [illegible] ইংরেজেরা [illegible] ইহাঁরা [illegible] করিতেছেন না। কি কারণে [illegible] বলিতে [illegible] করিতে [illegible] চাহিবার এমন নহে, তেমনি তাঁহারা দেশীয় প্রজাদী অনুভব করিতেছেন, এমন বোধও হয় না। ইহাঁরা দেশীয় লোকের [illegible] করিতেছেন। সব মানবজাতির অন্তরে [illegible] আছে। রাজার এক কালে সব [illegible] ছিল। তেমনি রাজ্য সঞ্চালন করিতেও পারিতেন। কিন্তু এখন [illegible] একটী নিয়ম স্থাপিত হইয়াছে। অনুসারে তাঁহারা যে সকলই ভাল করিতেন তাহা বলা যায় না। এক দেশীয় ইংরাজেরা দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ভালবাসেন না।

কাইওমান সাহেব দেশীয় রাজের প্রজার সহিত ইংরাজ রাজের প্রজার অবস্থার তারতম্য করিয়া যে কয়টী বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহা এই :—

১। ইংরাজ রাজ্যে আবাদী জমী ও পতিত বিস্তার দিবার কথা যে জমী পতিত থাকে, উভয়েরই সমান আকর্ষণ; কিন্তু স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে পতিত জমীর আকর্ষণ আবাদী জমীর অপেক্ষা অনেক অধিক। ইংরাজরাজ্যে জমী বিনামূল্যে দান করা হয় না। সুতরাং অতি অল্প রিসের [illegible] উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া [illegible]

[illegible] সহকারে চুনির দাম এত অধিক হইয়া [illegible] লোকের পক্ষে গোক গোষা কঠিন হয়। তাহাতেও ইংরাজবাজে গোজাতি ক্রমে অবনত দশাপন্ন হইতেছে।

২। দেশীয়দিগের [illegible] মাটে পাওনা লাগে না। কিন্তু ইংরাজে [illegible] মাসে নিজের ব্যয় করেন।

৩। ইংরাজ [illegible] ৬ মাসের নিজ ব্যয়ে কত খরচ করিলে পারেন তাহার ১২ টাকা দিতে হয় [illegible] নহে ইহাতে [illegible] ব্যাঘাত জন্মে।

৪। [illegible] ইংরাজ রাজ্যের প্রজারা অধিক [illegible] দেশীয় রাজের এ হাঙ্গামা [illegible]

৫। [illegible] সম্পূর্ণ অথবা আংশিক [illegible] দেশীয় রাজের প্রজারা [illegible] হইতে পারে কি না, ইহাতে বড়ের [illegible] সম্পূর্ণ বিপদ্ধ।

৬। দেশীয় [illegible] ছুই তিন [illegible] বৎসরের বাকী [illegible] দিতে হয় না। [illegible] বাজেয়া তাহার উপর [illegible] তাহাদের [illegible] করিয়া লন। কথা পড়া [illegible] চারি [illegible] ইহাদের [illegible] দেখে না। রাজবল [illegible] ইহাতে খাজনা লন, ইংরাজদিগের [illegible] টী বৈ নাই।

ইংরাজদিগের [illegible] আদালতের [illegible] অতি ভয়ানক। উহাতে [illegible] অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। [illegible] একই ব্যক্তির নাম আছে, আর [illegible] একই ব্যক্তির ছুই নাম আছে। তাহার ঠিকানাই নাই। সকল সময়ে উকিলের নামও মনে থাকে না। এক সওয়ালের পর আবার কিছি [illegible] আছেন। দেশীয় [illegible] [illegible] নামের নাই। এই [illegible] কারণ।"

[illegible] ইংরাজ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বাহাদিগের [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধ [illegible] [illegible] [illegible]

তাঁহাদের বিপরীত সংস্কার জন্মে ভারত অনেক অংশে সুখী হইয়াছে সত্য। যেমন অনেক অংশে মহাসুখী হইয়াছে তেমনি অনেক অংশে মহা কষ্টও আছে। এক অংশে সুখী হইয়াছে বলিয়া অপর অংশের কষ্ট দূর করা কি উচিত নয়? এক জন জমীদার নিজ প্রজাগণকে কাছারিতে আনিয়া প্রতি দিন চারি চারি বেত মারিত। তদ্ভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার অত্যাচার করিত। জমীদারের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বেত্রাঘাত উঠাইয়া দিল। কিন্তু অন্যান্য অত্যাচার সমান রহিল। বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রজারা মহাআনন্দিত হইল এবং জমীদারের পুত্রকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রজার কলিজেবেদনার আপাততঃ শান্তি হইল বলিয়া প্রজারা যেন সন্তুষ্ট হইল; কিন্তু তাহাদের উন্নতির প্রতিরোধক যে যে অত্যাচার মূলক অনিষ্ট রহিল তাহার উন্মূলন করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধন চেষ্টা কি কর্ত্তব্য নয়? ভারত যে ইংরাজ অধিকারে মুসলমানদিগের অধিকারকাল অপেক্ষা শত সহস্র গুণে সুখী হইয়াছে সে বিষয়ে সংশয় নাই। দস্যু তস্করাদির উপদ্রব অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী প্রভাবে রাত্রিতে লোক স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে, কিঞ্চিৎ শ্রমশীল হইলে প্রজার অন্ন সংস্থানের আর ভাবনা থাকে না, বুটেরা পর্য্যন্ত রেলগাড়ী চড়িয়া দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ সমুদয়ই অস্থায়ি। কলাকার নিমিত্ত ইহার কিছুই থাকে না. যদি উপর্য্যুপরি দুই বৎসর শস্যের ব্যাঘাত জন্মে, চক্ষু স্থির হইয়া যায়। অনেকে অর্দ্ধাশনে দীর্ঘদেহ হয় এবং অনেকে অনাহারে বিপন্নপ্রায় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভারতের আর একটী শোচনীয় দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। প্রজারা দিন দিন চিরকুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা ইহা দেখিয়া দেখিতেছেন না আমরা একথা বলিতেছি না কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রতিকারের কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না॥

বিবিধ সংবাদ।

দেশে যতই বিলাতী ঔষধের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, ততই বিলাতবাসী নূতন নূতন রোগেরাও এখানে আগমন করিতেছে। সম্প্রতি ভাগলপুরে একটী নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার নাম "ডিপ্থিরিয়া।" ওলাউঠার ন্যায় ইহাও সংক্রামক তবে ইহার একটী বিশেষ গুণ এই, ইনি মনুষ্যের স্কন্ধে চড়িলে আর তাহার নিস্তার নাই। এক দিন বেড় দিনের মধ্যে তাহার কর্ম্ম ফরসা। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, ইহার ঔষধ নাই; আর তাঁহারা রোগীর নিকট চিকিৎসার্থে আসিতেছেন না। ২।৩ দিনের মধ্যে, ৫।৬ জন এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয় পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সাহেব বাবুর ২ বৎসরের পুত্রটী এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ৭ম পুত্রটীও মুমূর্ষু প্রায়। এখন যায় তখন যায়। ক্রমে ইহা সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। বোধ করি অনেক স্থান বৃদ্ধি এবার জনহীন হইয়া উঠে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, ইহাতে প্রথমতঃ গলা বেদনা করে। শ্বাসনালীর মধ্যে স্ফোটকের ন্যায় হইয়া তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শ্বাসকার্য্য বন্ধ করিয়া দেয়, এবং অল্পক্ষণে তাহা পচিয়া রোগীকে শমন ভবনে পাঠাইয়া দেয়। কি ভয়ঙ্কর রোগ! এরোগ হইলেই রোগীর জীবনাশা সে মরিয়া যাইবে! রোগে দগ্ধ না হউক আতঙ্কেই তাহার পুনঃ মৃত্যু হয়।

হিন্দুপেট্রিয়টে বেঙ্গলিপত্র পাটনার সাহেব লফ্‌টস আলি খাঁ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পাটনা দর্শনের স্মরণার্থ একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। পাটনায় যে আলবর্ট ইণ্ডষ্টীয়াল স্কুল আছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ঐ টাকা ঐ স্কুলের মূলধনে বিন্যস্ত করিয়াছেন। পাটনার অন্য জমিদার সাহেব মহম্মদ উসফ হোসেন খাঁ [illegible] কার ছাত্রবৃত্তি ঐ স্কুলে দিবেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কারতি নাগরি বিষয়ে বলেন, ইহা জমিদারের কাছারী ও অন্য অন্য ব্যবসায়-কার্য্যে সকল বিষয়েই প্রচলিত, অতএব ইহা আদালতে প্রচলিত না হইবে কেন? আমাদের বিবেচনায় আদালতে হোসেনাবাদি অক্ষরে লিখিত হিন্দীভাষাই প্রচলিত হওয়া উচিত। সেনাবাদ অক্ষর অতি পাই, হিন্দী ভাষাও অতি প্রাঞ্জল। যাহাতে কোন লোকের সন্দেহ না থাকে এপ্রকার ভাষা ও অক্ষর আদালতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কায়তি নাগরি অক্ষর হোসেনাবাদের রূপান্তর বটে, কিন্তু পড়া বড় কষ্টসাধ্য। পারসিক অক্ষর পড়া কষ্টসাধ্য বলিয়া উঠিয়া যাইতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে আমার অস্পষ্ট কায়তি নাগরি রাখা উচিত হয় না।

লর্ডবেন্টিঙ্ক মাসের শেষে লার্ড রিপন বোম্বায়ে গমন করিবেন।

কাবুলযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ বরদার টাকা হইয়া এযুদ্ধ কাজার টাকা উঠিয়াছে।

মানভূমের অন্তর্গত বরাভূম হইতে ব্যক্তি লিখিতেছেন "বরাভূম পরগণার অন্তর্গত চারাচুরি পাহাড়ে "ভেবনীরা বুড়ি" নাম্নী এক দেবী আছে। গত শ্রাবণ মাসের শেষে তথায় এক নর বলি হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির কতকগুলি অর্থ নষ্ট হইয়াছে, সে তাহা দেবী প্রসাদে পাইবার আশায় আপনার আত্মীয় এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এই বালককে দেবীর নিকটে বলি দিয়াছে। সম্প্রতি ঐ স্থান পুলিস ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হেড কনষ্টেবলের হস্তে আসামীদয় ন্যস্ত হইয়াছে এবং পরাণা বরাবাজারের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সমীপে স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার ও আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে উহারা বারদ্বয় উন বিংশ শতাব্দীর শেষ অংশেও এরূপ দুষ্কর্ম্ম সম্পাদিত হইল।"

হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই নিয়ম করিয়াছেন নিম্ন আদালতের বিচারপতিরা স্টাম্প অমাদি বন্ধনী হইবার প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না।

১৮৫৭ অব্দে যখন বিদ্রোহীবিদ্বেষ উপস্থিত হইয়াছিল তখন গবর্ণমেণ্টের [illegible] টাকা ঋণ ছিল কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য হওয়াতে প্রায় ১[illegible] টাকা ঋণ হইয়াছে।

এথেনিয়স নামক গ্রন্থ বলেন ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া ইতিহাসে গণিত কিন্তু তাহার ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিত একথা বলা দুই একটী মুক্তা ও সৌহ খণি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে কি ভারতবর্ষ ধনসঞ্চয় করিয়াছিল? না তাহা নহে ভারতের তুলা ও কার্পাসাদির অনেক খণি ছিল। কিন্তু উপর্য্যুপরি ঈশ্বরের ভারা সাধারণের দৃষ্টি হইতে বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

কুকোর একখানি লোক দর্পণ হইতে ভারতের বাইবেল নিখিত সমুদয় নিয়ম দিয়া একটী চুম্বক সঙ্কলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সাকার পুরী ও প্রত্যেক সাহেব সাহেবের মেমসাহেব ভক্ষণ করিয়া দেখিবেন যে ইহা সাধারণ উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য হইলে এক আনার দুধ্য পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা উহাতে পরীক্ষা করিয়া ঐ বিষয় প্রকাশ করিবেন এবং যাবৎ এক ব্যক্তির দুধ্য না হয় তাবৎ উহা সেবনে কান্ত হইবেন না।

অধুনা সকল পার্বতীয় স্থানে স্বাস্থ্য বাসীদিগের পরিচালিকতার জন্য থাকে কিন্তু পেণ্টেলিয়ম কোথায় যে থাকে উহাতে কয় পয়সা কেহই জানেন না। সম্প্রতি ঐ উহার জন্য সাধারণ ভাজাইবার চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতা হইলে সে পরিমাণে দুধ্য দিতে হয় উহা হইতে অধিক পরিমাণে বাসোপযোগী হইতে থাকে। তুবতে এই উদ্দেশ্যে বেশ-কাশ্মীর বাসস্থান হইতেছে।

ভবিষ্যৎ কতিপয় লোক একত্র হইয়া কলিকাতায় একটী বাস প্রস্তুত করিয়াছেন। এই [illegible] সময়ে প্রচুর পরিমাণে বরফ জল হইতে পাওয়া যায়।

[illegible] নামক পাচকার সম্পাদক [illegible] ঐ পত্রিকার [illegible] ঐ পত্রে [illegible] ঐ [illegible] [illegible] [illegible]

তাহাদিগের সাহায্যার্থ ১২ শত সৈন্য প্রেরণ করার উদ্যোগ করা হইতেছে।

পোমোনা প্লেস নামক স্থানের রোডস নামে এক ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ ছিল। লোকে চুরট খাইয়া যে অংশ ত্যাগ করিত, এ ব্যক্তি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় দ্বারা ৬০০০০০ টাকা করিয়াছিল। এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে ব্রহ্মণ কি হাঁসপাতালে ঐ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

কাবুলের যুদ্ধ সংবাদ।

পেশোয়ার ২৭ এ আগষ্ট। সেবাদীতি হইতে ২৮ এ কাফেলা হাবে উপনীত হইয়াছেন। আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ মুশিহিসার নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহারা কান্দাহার অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছে। সৈন্যগণের যুদ্ধোপকরণ সামগ্রীর কিছু হ্রাস হইয়াছে কিন্তু ১৫। ১৬ দিবের মধ্যে তাহা পূর্ণ হইবে।

২৮ এ রাত্রিতে কথাটি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে বিদ্রোহ পাঠান ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

কোয়েটা হইতে সংবাদ আসিয়াছে ৩১ এ শত্রুগণের আক্রমণ করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কি করিয়াছে তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আরেট চাক ও অন্যান্য গিরিঘোষা পর্ব্বতে একত্র হইয়াছে, ব্রেসেবল ক্ষোয়ার এমান হইতে মুখমাসা করিলে যে সকল ব্যক্তিসৈন্য দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্যই উহারা তথায় একত্র হইয়াছে।

২৫ এ রাত্রিতে পেশাওরের খাঁর ১৫০ জন সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া চপার মিয়ার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। খাঁ সৈন্যদিগের সমরার্থ ৫ শত পদাতি ও দুইটী কামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা ছোড়কল হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শিবি নামক স্থানে রেলওয়ে পত্তন করিবার কার্য্যে যে সকল খনিসৈন্য টুকাকড়ি প্রভৃতি লইয়া যায়, শত্রুরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল সম্প্রতি তাহারা হাজিদিগের দেশের অবস্থানুসারে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ তাহাদিগের রাজা সর্দার মেহের উল্লার খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। শর্দার দেখ তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া তৎপ্রত্যুত্তরে সেনিটিক্যাল অফিসরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

২০ এ আগষ্ট ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে তাবুল হইতে কোহেন পর্য্যন্ত রাস্তা অদ্যাপি নিষ্কিণ্ড হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোহিপুর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ খোলা হইয়াছে।

আয়ুব লেপ্টেনট মাকফেলনকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

মৃত ব্যক্তিদিগের দেহ গোর দিবার বিষয় যাহারা গিয়াছিল তাহা শুনা গেল ১৩ ই তারিখে হত হইয়াছে।

মেজর ক্রিস্টিনসন আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৩০ এ আগষ্ট ইংরাজ সৈন্যগণ আলীবোখার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কর্ণাল লেপ্ট জেনা বলিয়াছেন ১৬ ই আগষ্ট যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ইংরাজদিগের পক্ষে ২ শত সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।

সেনাপতি রবার্ট আয়ুব খাঁকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

হাসিম খাঁ, আবদুল আলী খাঁ, আবদুল্লা খাঁর মাতা ও মুসা জান আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আবদুল রহমান আমীরী প্রাপ্ত হওয়াতে আয়ুবের বিপক্ষিবাসী ও কোহিস্থানী সৈন্যগণ বড়ই বিরক্ত হইয়াছে। সেনাপতি রেরার তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া ওমান হইতে যাত্রা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের বিপক্ষতা বোধ হয় তাঁহার গমনের প্রতিরোধ হেতু পাইবে। মুসা ও হাসিম খাঁ সিন্ধুরাই প্রভৃতি অভিমুখিগণকে একত্র করিয়া আয়ুব খাঁর অধীনে লইয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। বিদেশীয় কার্য্যের অবর সেক্রেটরী প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, লাডলকাম্ব সর্ত্তের প্রয়োগার্থ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী প্রস্তাবপূর্ণ কাগজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কনষ্টাণ্টিনোপলে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলে গ্রেট ব্রিটেনের যে দূত আছেন, তিনি উহার প্রতিরোধ করাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য বন্ধ করিয়াছেন, পত্র প্রচারও বন্ধ হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ আগষ্ট। সুলতান উজীর বিদেশস্থ প্রতিনিধিবর্গের নিকটে এই ভাবে পত্র পাঠাইয়াছেন, যে তাঁহারা অবিলম্বে জলাসিনো ছাড়িয়া দেন।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। কান্দাহার রেলওয়ে প্রস্তুত করাতে বাণিজ্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে যে সুবিধা হইয়াছে, সার হবার্ট সাসিমান তাহার উল্লেখ করিয়া টাইম্‌সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন অদ্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া অবধি তাহার কার্য্য চালাইবার ব্যয় পোষাইতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। বিদেশীয় কার্য্যের অবর সেক্রেটরী গত রাত্রিতে লর্ড সল্সবরি বলিয়াছেন ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজগণ মন্টিনিগ্রোর বিষয়ে সুলতানকে বিশেষ উত্তর দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। পরিশেষে তাঁহারা ডালসা নামক স্থানে লাইয়া জেলার আদেশ দিয়াছেন।

ডাইকটাই একজিকিউটিভ ডিপার্টমেণ্টের অবর ঐই সেক্রেটারী হইলেন।

লর্ড স্যালিস্বরী কাবুলী গবর্ণমেণ্টের নিকট এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে কবাগী হাজারা সম্বন্ধে প্রস্তাবিত যান উহার লোকের আবিষ্কার সাক্ষাৎ এই মর্ম্ম আছে এমত অভিপ্রায় বিরুদ্ধ।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। ষ্টীম ফ্লাট আবিসিনিয়া বাহক যে জাহাজ হইতে তুলিয়া করিকোটাইতে কেপ টাউনের অভিমুখে যাত্রা করে, তাহা মাদাগাস্কারের উপকূলের অনতিদূরে ভগ্নও হয় তাহাতে সমস্ত লোক প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিয়াছে। কেবল দুই জন নাবিক আছে।

লণ্ডন ১ লা সেপ্টেম্বর। ডবলু, পি, আমস মাজাসের গবর্ণর হইলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয় লইয়া অদ্য পার্লিমেণ্টে তুমুল হইয়াছে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন এতদ্বিষয় সমূহের উপর তিনি কোন বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনরেবল হুলার্ট আকসন সাহেব নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১ লা সেপ্টেম্বর। চীন দেশীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই, আইলি প্রদেশ প্রদান করিবার যে পরিবর্ত্ত হয় তাহাই কুলজা সন্ধির পরিবর্ত্তে অনুসৃত হয়। চীনেরা পলাইয়া গেলে অধিকারে যায়। তন্নিবন্ধন যে গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহার নিরাকরণের উদ্দেশে এই গবর্ণমেণ্ট অধিকার রীতি নিষ্পন্ন করিতে হইল। এই বিষয় লইয়াই পীকিনে নিয়ে এ সকল বিষয়ে মীমাংসা হইবে। এম বরজেস তথায় গিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা সেপ্টেম্বর। এই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইউরোপীয় রাজগণ স্বদেশীয়দের জন্য প্রদর্শনার্থ সমুদ্রে যে জাহাজ প্রেরণ করেন, বলপ্রয়োগ সূচক করা কথা তাহার অন্তর্গত নয়।

প্যারিস ২ রা সেপ্টেম্বর। কর্ণসির সমাট সেনাপতির নিকটে এক তারের সংবাদ করিয়া ডাক্তারিকে নিম্নের কথা কয়টী লিখিয়াছেন এবং সেই কথা বলিয়াছেন, ইউরোপের মঙ্গলার্থে যদি যুদ্ধ আবশ্যক হয় তবে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সেনাগণের পুষ্টিকর ও তৃপ্তিজনক আহার করা একান্ত আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

প্রকাশ্য সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২০ এ আগষ্ট। সাগরের সব-ডিবী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু মনোমোহন সিং অতিরিক্ত বন্দী হইলেন।

মহাপাত্রের অন্তর্গত সাঁওতালদের প্রতিনিধি অনরেবল অর্থিং ষ্টেট কৌন্সিল অব সাহেব অদ্য বন্দী হইলেন।

২৩ এ আগষ্ট। আরাতাজার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এলবিনষ্টোন সাহেব চম্পারণে বন্দী হইলেন।

বিহারের প্রতিনিধি অনরেবল অর্থিং ও ডেপুটী কালেক্টর বি, জী, সাহাবাদে বন্দী হইলেন। ইঁহার হস্তে সাহাবাদের ভার অর্পিত

ভাগলপুরের অন্তর্গত মুঙ্গেরস্থিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীপদ সেন, পাটনায় বন্দী হইলেন। ইঁহার হস্তে সাহাবাদের ভার অর্পিত হইয়াছে।

ভাগলপুরের সদরস্থিত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ ব্রডহর্ষ্ট সাহেব বন্দী হইলেন।

বঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার রায় চম্পারণে বন্দী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীবর মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের কার্য্যকারক সহকারী হইলেন।

টীকারী ও ওয়াজিরগঞ্জের পুলীশের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অব একজামিনর আফ, বাহাদুর হাসন সাহেব কিছু দিনের জন্য তাহার স্থানে ডানি হইলেন।

হাজিপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর যে কয়টী নিযুক্ত হোসেন আজাদ (ইনি বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন) নিযুক্ত বন্দী হইলেন। ইঁহার হস্তে এ অঞ্চলাধিকার ভার দেওয়া হইয়াছে।

৩০ এ আগষ্ট। মিষ্টর এন, এল, বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য মিনাপুরের ডেপুটী সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বক্সরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বেলি সাহেব পাবনায় অন্তর্গত সেরাজগঞ্জে ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট সি, এফ আণ্ডারহিল কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বিচারালয়ের বিজ্ঞাপন।

১৫ এ আগষ্ট। বাবুকালী মুকুন্দ রায় হবার্পেণ্টিস মুখোপাধ্যায় বি, এল, বঙ্গমানে বন্দী হইলেন কিন্তু প্রতি ১০ দিবস বাটীতে অবস্থিতি করিতে হইবে।

আলীপুরে। প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু অরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডেপুটী

[illegible]

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

[illegible]

গত কল্য আমাদিগের মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর আষ্লি ঈডেন মহোদয় বেকার হইতে এতিকারা অবতারণকালে হুগলী পরিদর্শনার্থ এখানে অধিষ্ঠিতি করিয়াছিলেন, তিনি এখানে ৩টার আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে কোন সংবাদ ছিল না। ঠিক দিবসে তিনি এখানকার স্বর্গীয় খাষিকল্পা ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের স্মৃতিচিহ্ন [illegible] দর্শন ও হুগলী সহরের বিষয়ের পরিদর্শন করেন, যখন লোক তাঁহাকে দেখিতে নানক কালেক্ট হইতে সময়ে নামেন হয়। ঈডেন মহোদয় এখানকার কালেক্টরির মাঠে অবতরণ করিবামাত্র হুগলীর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, উক্ত অভিনন্দন পত্রের সার মর্ম্ম এই যে, হুগলীর পানীয় জলের উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী না থাকাতে অধিবাসিগণের বড়ই কষ্ট হইতেছে এবং মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অধিকাংশের স্বত্ব ও অন্যান্য তাঁহাদের মিমাংস অর্থাভাব হইতেছে, এতদ্ভিন্ন ঈডেন মহোদয় তাঁহাদের যে সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিলে পারিতে পারি না। মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে তাঁহাদিগে জানি [illegible] আর কমিশনরগণের বক্তব্য [illegible] অভিনন্দন পত্র দ্বারা তাঁহাকে [illegible] তাহার মধ্যে তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন [illegible] মিউনিসিপালের কর হইতে মিউনিসিপালিটীর [illegible] কমিশনরগণ [illegible] ঈডেন মহোদয় এখানকার [illegible] নিশ্চয় স্বীকার করিয়াছেন যে মিউনিসিপালিটীর আয় বাড়াইবার [illegible] মহোদয় বিবেচনা করিবেন এবং দেশে, যেমন বা সমস্ত গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ন্যায়, অন্যায় বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন আমরা গবর্ণমেণ্টকে দিতে বলিতেছি না। উদ্ধমংখ্যা মাসিক তিনশত টাকা হইলেই এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। মিউনিসিপাল তত্ত্ব হইতেই ইহাদিগের বেতন দেওয়া যাইবে। মহে। হুগলির মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ দশ টাকা আয় আছে। এত টাকা যায় কোথায়? মিউনিসিপালিটীর উন্নতির কি কিছু কীর্ত্তি আছে? আর একটী কথা এই পুলিশ ও ইন্সিনিয়রদিগের বেতন বিষয়ে বায় সংক্ষেপ করিয়া সাধারণের বাস্তবিক উপকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা কমিশনরদিগের অবশ্যই কর্ত্তব্য কর্ম। আমরা ভরসা করি মহামান্য ঈডেন বাহাদুর যে তত্ত্বাবধায়কগণের অসংপথ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে এখানকার কমিশনরদিগের ইতৈষনা করা উচিত। সোম প্রকাশের পাঠকবর্গ আর একটী কৌতুকাবহ সংবাদ শুনুন। কমিশনরদিগের মুখ পাত্র স্বরূপ তিনি উক্ত অভিনন্দন পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন। " আমি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সম্মুখে অভিনন্দন পত্র পাঠ করিব এবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে যেরূপ আগ্রহ ছিল, ঈডেন মহোদয়ের তথায় আগমন পর অভিনন্দন পত্র খানি, আমার নিকেট রহিল না " সাধারণকে এই কথা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত অধিক উৎসুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা উক্ত অভিনন্দন-পত্র-পাঠক মহাশয়কে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক বলিয়া জানি, তাঁহার প্রতি আমাদিগের যথেষ্ট ভক্তিও আছে কিন্তু মহাশয় বলিতে কি তাঁহার এতদ্বুদ্ধি কেন ঘটিল?

এক্ষণে মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আমাদিগের একটী নূতন প্রস্তাব করিবার সময় উপস্থিত হইল। অনেকগুলি জিলার ও স্থানের মিউনিসিপালিটীর দশা দেখিয়া আমাদিগের মনে এই নূতন প্রস্তাবটী উদিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এই বঙ্গদেশে যেমন ইনস্পেক্টর জেনেরল অব জেল, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল অব কলিজিয়েট, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল অব স্কুলস, ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল অব রেজিষ্ট্রেশন প্রভৃতি এক একটী পদ আছে সেইরূপ সমস্ত বঙ্গদেশে নিমিত্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল অব মিউনিসিপালিটী করিয়া একটী নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে [illegible] পাঁচ ছয় জন ইন্‌স্পেক্টর অব মিউনিসিপালিটী নিযুক্ত করা হউক। ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল অব মিউনিসিপালিটী ও ইন্‌স্পেক্টরগণ বঙ্গদেশের যাবতীয় মিউনিসিপালিটীর আয় ব্যয় [illegible] যাবতীয় বিষয়ের পরিদর্শন করিবেন এবং দেশে, যেমন বা সমস্ত গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর ন্যায়, অন্যায় বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন আমরা গবর্ণমেণ্টকে দিতে বলিতেছি না। উদ্ধমংখ্যা মাসিক তিনশত টাকা হইলেই এই সকল তত্ত্বাবধায়কগণের বেতন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। মিউনিসিপাল তত্ত্ব হইতেই ইহাদিগের বেতন দেওয়া যাইবে। এক্ষণে সমস্ত বঙ্গদেশে যতগুলি মিউনিসিপালিটী আছে তাহা হইতে মাসে মাসে শতকরা বড়ি।০ চারি আনা লওয়া যায় তাহা হইলেই এই তিন সহস্র টাকা অনায়াসেই সমুপান হইয়া যায় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে করদাতৃগণ কোন আপত্তি করিবেন না। কারণ তাঁহাদের উপকারের জন্যই এই পদের সৃজন করা হইতেছে।

উপসংহার কালে আমরা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহোদয়ের নিকট নির্ব্বাহিসয়সকারে অনুরোধ করিতেছি তিনি আমাদিগের এই নূতন প্রস্তাবটী অনুবাদ করিয়া মহামান্য ঈডেন মহোদয়ের গোচর করাইয়া দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করেন।

শান্তিপুর।

১। বিষ্ণুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু বসু মহাশয় গত মঙ্গলবার পরাক্রে রাণাঘাট সব ডিবিজনের কার্য্য ভার পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্র শিখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদরগাছের অন্তর্গত পটুয়াখালী সব ডিবিজনে গমন করিতে হইল। দুঃখের বিষয় যে, চন্দ্রশেখর বাবুর শ্যামবর্ণ গৌড়া বাবুরা তাঁহাকে তিনদিন রাণাঘাটে রাখিবার জন্য যে সকল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিলেন, তৎসমস্ত নিষ্ফল স্বপ্নের ন্যায় বিফল হইল।

২। শান্তিপুরের ভূতপূর্ব্ব হেড কনষ্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নালিশী পচা মকদ্দমাটী চাপিয়া উঠিয়াছে। এবার ঐ মকদ্দমাটীর বিচার ভার হাইকোর্টের আদেশানুসারে কৃষ্ণনগরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের হস্তে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই মকদ্দমায় সোমপ্রকাশের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা আমামী। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনিচ্ছায় উক্ত বাবু হেড কনষ্টেবল প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলাত্রাক্ষণা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

৩। শান্তিপাচার শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবনচন্দ্রজীর নিত্য সেবার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। এতদ্বা তাঁহার প্রাত্যহিক পূজোপকরণ অন্যান্য শোভনীয় অবপা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। আজ কাল এখানে চোরের বিঃ অত্যাচার দেখা যাইতেছে। কতেক দিন হইল, একজন ধনী চোর কোন লোকারের গয়নার থলি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময় কতকগুলি স্থানীয় লোক উপস্থিত হওয়াতে চোর অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, স্থানীয় পুলিষ ঐ মকদ্দমা গ্রহণ করে নাই।

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ২১ দিনের ২৷৷০ ও সাত দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইড পাঠাইলে ডাকমাশুল ।৷০ মাত্র লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ দুবে
মিসিরপোখরা বেনারস

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

ভাগলপুরের রোডসেস কমিটী ১৮৮০ ও ৮১ অব্দের বজেটে (আয় ব্যয় সমাস্তে) নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত নিম্নলিখিত টাকা বিভাগ ক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল কণ্ট্রাক্টর ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত টেণ্ডার দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে তাঁহারা বন্ত সত্বর পাবেন ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকটে প্রস্তাবসংক্রান্ত চিঠি পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। ঐ ইঞ্জিনিয়রের আপীসে এষ্টিমেট ও সিডিউল সমস্তই পরীক্ষিত হইবে। অন্য অন্য সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং টেণ্ডারের ফরম কিনিতে মিলিবে। ১৮৮০ অব্দের ১ লা অক্টোবর হইতে রোডসেসের নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ হইবে।

নূতন কার্য্য।

১। মাহারপুর রাস্তা হইয়া মিথি শোনবর্ষের সেতু ও জল-নির্গমের জন্য পাকা পুল প্রস্তুত করিবার এষ্টিমেট ৩২০৮	কমিটীর মঞ্জুর করা	২৩০০
২। মধেপুরা সিংহেশ্বর রাস্তার জল-নির্গমার্থ সেতুর এষ্টিমেট		৪৭৮৭
৩। মধেপুরা ষ্টেষণের রাস্তার জল-নির্গমের জন্য পাকা পুল নির্ম্মাণ করিবার এষ্টিমেট ২৪৫২		২৪৫২
৪। মধেপুরা শোনবর্ষের রাস্তায় সেতু ও জল নির্গমের জন্য পাকা পুল করিবার এষ্টিমেট ২৭৪৮৭		৮০০০
৫। উত্তর ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে		৪০০০
৬। দক্ষিণ ভাগলপুরের পরিদর্শন গৃহ গুলি নির্ম্মাণ করিতে		৩০০০

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নূতন কার্য্য যাহা করিতে হইবে তাহা আজিও মঞ্জুর হয় নাই। মঞ্জুর হইলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

মেরামতী কার্য্য।	টাকা
১। ভাগলপুর ওভর-ব্রিজ হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত	২০০০০
২। সুলতানগঞ্জ—আর্য্যাসগঞ্জ	১৬০০
৩। রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে নদীঘাট পর্য্যন্ত	১০০০
৪। গোপাবাজার রাস্তা	২০০
৫। গোবধাট হইতে ভাগলপুর	১৮০০
৬। ভাগলপুর হইতে পীরপৈতী	৩০০০
৭। ভাগলপুর হইতে উমীরপুর	১৫০০
৮। বাঁকা হইতে শিমুলতলা	২০০০
৯। পিপুলপটী হইতে সাবরঘাট	১৮০
১০। জগদীশপুর হইতে সোনাদী	৪০০
১১। সোনবর্ষ হইতে বেগা, নওগাদা ও রাজাবাব হইয়া	১০০
১২। কলগাঁ হইতে বুড়াঘাট	১১০০
১৩। পীরপৈতী হইতে বুড়ঘাট	৫০০
১৪। পীরপৈতি রেলওয়ে ষ্টেষণ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত	
১৫। বাঁকা হইতে উমীরপুর	১২০
১৬। বৌনী হইতে মধেপুরা, ধুরিয়া হইয়া	১৫০০
১৭। খোগা হইতে আশী	১১০০
১৮। মধেপুরা হইতে সোনবর্ষ, সাপুর হইয়া	১২০০
১৯। গোপালপুরঘাট হইতে কেওট গামা, সুখপুর ও সিংহেশ্বর হইয়া	৩৫০০
২০। সুখপুর হইতে কনৌলি, সুপুল বাসিহা ও ভাগমালা হইয়া	১৮০০
২১। বনগাঁ হইতে মহিদি	৩০০
২২। কিলযুগা নদী হইতে প্রতাপগঞ্জ বাসিহা হইয়া	৩৫০০
২৩। সুপুল হইতে প্রতাপগঞ্জ, পিপড়া হইয়া	১৫০০
২৪। প্রতাপগঞ্জ হইতে সাহুহারোজার	৩৫০
২৫। সুপুল হইতে মধেপুরা, গামারিয়া ও সিংহেশ্বর হইয়া	২০০০
২৬। সিংহেশ্বর হইতে পিপড়া	৭০০
২৭। পরসরমা হইতে বলহি	১৫০০
২৮। মধেপুরা হইতে বারামা, কুজগঞ্জ হইয়া	৩৩০০
২৯। লক্ষিপুর হইতে ঘাগরি	১৫০০
৩০। মিথি হইতে শোনবর্ষ, নারায়ণপুর হইয়া	১০০
৩১। সাকন্দ হইতে সুলতানগঞ্জ	৪৭০
৩২। ভাগলপুর হইতে শাকন্দ	৩২০
৩৩। ভাগলপুর হইতে ধুরিয়া	৮৮০
৩৪। মতিআমা হইতে কলগাঁ	৪৪০
৩৫। পীরপৈতি হইতে চিলাখড়ি	২০০
৩৬। ভাগলপুর পারে ডিহারা হইতে লক্ষিপুর	৩২০
৪০। তুলসীপুর হইতে শেরডা	৯০
৪১। জগদীশপুর হইতে রামপুর	১৫০
৪২। বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ওভারব্রিজ হইতে পীরপৈতি একলাখ ও পৌহাটা হইয়া	৫০০
৭৩। ঘাগরি হইতে কারামা দুলভ হইয়া	৫০০
উত্তর ভাগলপুরে সারাই মেরামত	২০০
দক্ষিণ ভাগলপুরের সরাই মেরামত	৩০০

১লা আগষ্ট ১৮৮০। } ভাগলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

দ্বিতীয়ভাগ কল্পদ্রুমের দশম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি মাসিক পত্র। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩, টাকা। মাসিক, ষাণ্মাসিক বা ত্রৈমাসিক মূল্য নাই। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৷০ আট আনা। অগ্রিম মূল্য না পাইলে ইহা মফস্বলে প্রেরিত হয় না। যদি কেহ ইহার মূল্য আট টিকিট পাঠান, অর্দ্ধআনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন। অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। ইহাতে প্রয়োজনোপযোগী যাবতীয় বিষয় লিখিত হইয়া থাকে। দশম খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

১। সন্তোষসুখবর্দ্ধন।
২। প্রবাসিনী অবস্থায়।
৩। উদ্যোগিনের প্রতি ভীম।
৪। উপন্যাস।
৫। সাংখ্যদর্শন।
৬। মৃচ্ছকটিক।
৭। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা।
৮। পিশীলিকা না বাঙ্গালী কে ভাল?
৯। দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।
১০। মনুসংহিতা।

ইহা জিমাই সাইজের আটপেজি ফর্ম্মার আট

অবসান উপলক্ষে বাগবাজারে মুদ্রিত হয়। তাহারা কয়জন লোকের মানস করেন তাহারা কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর [illegible] চাঙড়িপোতার কয়জন ভদ্রলোক [illegible] ঐ নামক ঔষধালয়ে প্রস্তুত হইবে না।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ
কয়জন সম্পাদকস্য।

ঐযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রভৃতি মহোদয়দিগের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

ঐযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১১৬ নং চৌরঙ্গি বালাখানা। কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সকলপ্রকার ঔষধ নানাবিধ-ধাতু-ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং কতিপয় উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কুন্তলরঞ্জ্য তৈল

ইহার ব্যবহারে কেশকলাপ (চিকণ) ও কুঞ্চিত হইয়া দীর্ঘ হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হইবে এবং মস্তক শূলাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

সুরসুন্দরীবটিকা।

ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর, কষ্টার্ত্তবিক রোগ ও বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য

১ কৌটার মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵০

নীলনাসব।

ইহা দ্বারা সূতিকা জন্য কটিবেদনা, উরু [illegible] প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

ঐ সকল ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন লিখিত নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

ঐ সকল ঔষধ পাঠাইতে সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিম্ন [illegible] নিকট মূল্য বিবরিত হয়। পরে ঔষধ পাইলে মূল্য দিবেন।

ঐযুক্ত কবিরাজ।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত ঔষধ সকল কলিকাতা চৌরঙ্গিরারি বালাখানা [illegible] ঐযুক্ত কবিরাজ ঐযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংশোধিত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৪৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদি দংশন, হরিণবরি, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের সাধু লোকের ঘরে বাড়ু প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

চরক সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সমস্ত মূলশ্লোক তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, পাকদ্রব্যের ওজন প্রভৃতি [illegible] ঔষধ প্রস্তুত করিবার যাবতীয় পুঁজি, যন্ত্র শস্ত্রাদি চিত্র সহিত ইত্যাদি অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় ঔষধের নাম [illegible] নাম, অর্থ অকারাদিক্রমে বিন্যস্ত

মূল্য ১ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

ঐযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়।

তিনি এক বিষয়ে অনেক লোককে আমাদের প্রতিনিধি করিয়া পুস্তক এই মূল্য অপেক্ষা অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তিনি আমাকে সেইরূপ মূল্য জানাইবেন ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানা হইতে পারিবেন।

ঐবৈদ্যনাথ রায় কণ্ডক্টার
এণ্ড কোম্পানি।

পিতৃভক্ততা।

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। চাঙড়িপোতা কয়জন বন্ধুর, সাধক যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটোলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও ৩৭ নং কলেজ স্কোয়ার মেডিকাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সহ ৸০ আনা মাত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ঐযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—
মুক্তাগাছা ১৷৷০
" শ্রীনাথ চন্দ্র—যশোহর ১৷৷০
" বনমালিলাল সিংহ—রাজসাহী ৭
" আনন্দচন্দ্র সিংহ—কলিকাতা ৫
" কৃষ্ণজীবন বসু—কাছাড় ৭
" হারাধন বসু—বালেশ্বর ৭
" মৌলবী আতাউলহক—মুঙ্গের ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷৷০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ।৵০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

ঐক্য এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙড়িপোতা কয়জন বন্ধে শ্রীবেদ্যনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং"। ২২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২৯ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮০। ১৩ ই সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম বার্ষিক ৩১০, অন্যমধ্য পঞ্চে মাশুল সমেত বার্ষিক ৩ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি পত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা বাসস্থ পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ১৮ নং কলেজ মিডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু ভবদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উক্ত বাবুদ্বয়ের নিকট হইতে লইতে পারিবেন। উক্ত বাবুদ্বয়ের নিম্নোল্লিখিত কর্ম্মচারীর হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতৃদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিনবার পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৵ আনা; ৵ আনার ন্যূন আর গণনা হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

কন্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন।

গত ১লা আগষ্ট হইতে ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের প্রবন্ধ যে বিজ্ঞাপন সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়, তদনুসারে নিম্নলিখিত মূল্যে ও মেরামতের কার্য্যের জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবার জন্য কন্ট্রাক্টরেরা কমিশনর সাহেবের অফিসে উপস্থিত হইবেন, ১৮৮০ অব্দের ১৫ ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে টেণ্ডর দিতে হইবে। টেণ্ডর দাখিল হইলে চুক্তির সময় ও চুক্তি পূরণের জন্য যে জামিন দিতে হইবে তাহা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের আফিসে জানিতে পারা যাইবে। এক এক খানার জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডর দিতে হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডরে মোকাম ও তাহার উপরে যে রাস্তায় কার্য্য করিতে হইবে এই শব্দটী লিখিয়া কন্ট্রাক্টরকে ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। অন্য মূল্যের টেণ্ডর দিলেই যে তাহা মঞ্জুর হইবে, তাহারও কোন বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

মূল্যের খানা।

নম্বর		
১।	নারায়ণপুর হইয়া মিঠি হইতে শোকলধাট পর্য্যন্ত ভরাট নির্ম্মাণের জন্য মেট ও পাকা পাথ প্রস্তুত করিবার খরচ।	টাকা ২৩০০
২।	হোগলপুর টেশনের রাস্তার জল নির্ম্মাণ খরচ	৫২৫৩
৩।	হোগল হইয়া মহেশপুর পোষ্টাফিসের জল নিকাশের মেট ও পাকা পথ	৫৮০০

মেরামতী কার্য্য।

	মাসের নম্বর	টাকা
১	ভাগলপুর ডিষ্ট্রিক্ট হইতে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত	১৩০০
২।	কুমারখানদ হইতে আমরাগড়	১৬০০
৩।	পি ও মোহনপুর হইতে কলিয়াড়	১০০০
৪।	আমিরটি হইতে আমাতলা	১৩০০
৫।	ভাগলপুর স্টেশন পর্য্যন্ত	৩০০০
৬।	ভাগলপুর হইতে সিমলা	১৩০০
৭।	কাঁ, ডোমকান্দি হইতে নিমতলা	৩০০
৮।	মহেশপুর হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হইবে ঢেরা	৭০০
৯।	হোগল হইতে মহেশপুর	৭০০
১০।	বিষ্ণুপুর হইতে	১৩০০
১১।	ঝিনাইদহ হইতে কালিয়া	১৩০০
১২।	মহেশপুর হইতে শোকলধাটি	১৩০০
১৩।	মহেশপুর হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কেওটমারা	৩০০
১৪।	গুপুর, ডাকাতিয়া ও ঝিনাইদহ হইয়া ভাগলপুর হইতে কুমারখালি	১৩০০
১৫।	ডাকাতিয়া হইয়া ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত ভাগলপুর	

১৩। পীপড়া হইয়া তদুপরি হইতে পরাপরাগে ১৪০০
১৫। গামারিয়া ও সিঙ্গেশ্বর হইয়া পুনঃ
কটিয়া মহেশপাশা ১০০০
১৬। পুনরায় কটিয়া ১৩
১৭। ঐরূপে হইয়া ঐশ্বরে ১৫ ক্রোশ ৩৬০০
১৮। পুনরায় হইয়া পুনরায় ১৪০০

শ্রী নবদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়
ট্রেঃ কন্সিডেরেবল এসিষ্টেণ্ট
৮ ই আগষ্ট ১৮৮০।

প্রেরিতপত্র।

একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয়! গতকল্যকার শ্রীযুক্ত ভবরাম বেদরত্ন ও শ্রীযুক্ত শঙ্করপ্রসাদ বেদরত্ন মহাশয়েরা একত্র যোক্তৃত্বে [illegible] গ্রামে বসে করিয়াছেন, আগামী [illegible] ২৮ এ ভাদ্র একাদশীর উপবাস [illegible] ব্যবস্থা দিয়াছেন, কারণ ঐ দিবসে শ্রীযুক্ত ভবরামের [illegible] ব্যবস্থা অধিক হইয়াছে। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থা সকলের মনোনীত না হওয়াতে, একদা এ বিষয়ে কাশীস্থ বড় আদালতে হস্তক্ষেপ করিতে [illegible] তাঁহারা সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসমূহ পুনরালোচনা করিয়া ২৯ এ দশমী নাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত [illegible] মত বাঙ্গালায় তখন প্রচলিত নহে। আর [illegible] নূতন কথা বলেন নাই। তাঁহার [illegible] পক্ষ অবিকল অনুমোদনপূর্ব্বক কিন্তু [illegible] করিয়াছেন যে সিদ্ধান্ত-ব্যবস্থা মত [illegible] ২৮ এ একাদশী না থাকায় ৩০ এই বিবাদ [illegible] সিদ্ধান্ত বচন মতে অত্রদেশে [illegible] হয় না।

আমরা পত্রপ্রেরকের অন্যান্য [illegible] করিয়াছি তাঁহারা কোন সিদ্ধান্ত-[illegible] করেন নাই আমাদের মনে হয়। আমরা [illegible] আমাদের তাহাই বিশ্বাস। অতি [illegible] ব্যবস্থাপক মহাশয় বলেন [illegible] ৩০ এ উপবাস [illegible] কাশীস্থ বিদ্যাসাগর ও কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর [illegible] এই বিষয়ে উপলক্ষে নিজ ব্যবস্থা [illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন

যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম, এই সিদ্ধান্ত-[illegible] অত্রদেশে প্রচলিত নাই [illegible] কাশীস্থ স্বীকার করিতেছেন, তখন কাশীস্থ নানামান পণ্ডিত মহাশয় দ্বয়ের বিবিধ সিদ্ধান্ত রহস্যানুযায়িনী ব্যবস্থা অত্রদেশে প্রচলিত হইতে পারে না।

সংস্কৃত কলেজ
২২ এ ভাদ্র ১৮০৭ শক। } শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

একাদশীর ব্যবস্থা।

মহাশয়ের ২৮ এ ভাদ্রের পত্রিকাতে দৃষ্টি করিলাম এতদ্দেশীয় সাম্প্রতি কাশীবাস নিবাসী ভবরাম শর্ম্মা এবং রত্নকৃষ্ণ শর্ম্মা এই দুই জনে সিদ্ধান্তরহস্যমতে চন্দ্র ও রবির স্ফুট ও দিনপতি লিখিয়া পোড়েরেসে ৩০ এ ভাদ্র প্রাতে দশমী না থাকা লিখিয়াছেন এবং ২৯ এ ভাদ্র রাত্রিতে ১১ পল রাত্রি সত্বে একাদশীর প্রবেশ লিখিয়াছেন কিন্তু ঐ স্ফুট ও পতি শ্রীমহেশানন্দন আচার্য্য লিখিত স্ফুটের সহিত অনেকাংশে নিতান্ত অসঙ্গত। তাহার কারণ আমি এক ব্যবস্থা [illegible] প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতেই লেখা আছে, ঐ ব্যবস্থা [illegible] প্রেরিত হইল। সে অংশ উচিত বোধ হয় পাঠকদিগকে প্রদান দিবেন। কোন প্রমাণ করিতে হইলে ইংরাজদিগের মতেই শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] পণ্ডিত আপন মতে করিয়াছেন, আমিও ঐ ইংরেজি ছাপা ঐ সকল বিষয় [illegible] লিখিয়াছি। বাঙ্গালার পত্রের নকল। তাহাতে ও তত্ত্বিকাল নাই এবং চন্দ্রের সংক্রান্তি স্ফুট ভুক্তিও লেখা নাই। এমতে কিরূপ সুসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে তাহা আমি [illegible] অন্যান্যে দিনপঞ্জিকাদিতে [illegible] পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। সিদ্ধান্তরহস্যমতে [illegible] ছাড়া আর কোন্‌ মতে নিজের জন্য ঐ মত অবলম্বন করিতে হইলে দিনপঞ্জিকাদিমতে কত পতি [illegible] হইয়া আসিতেছে, তাহা সকল [illegible] হইয়াছে, তাহা নিতান্ত আবশ্যক। এ দেশে তত [illegible] নয়, ১১০৮ যোজন মাত্র। ইহা ব্যবস্থাশাস্ত্রে লিখিত আছে, সুতরাং এদেশে প্রাতে দশমী থাকা সিদ্ধীকৃত হইয়াছে।

শ্রীবারাণসী তর্কবাগীশ।

একটী খালের প্রার্থনা।

হাবড়া জেলার ডুমুরদহ ও আমতা থানার অন্তর্গত রাজাপুরবিলনামক একটী বিস্তীর্ণ বাধা আছে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৩০ বর্গ ক্রোশ। উহার অধিকাংশ স্থানেই কোন শস্যাদি হয় না। যে সকল স্থান গ্রামের নিকটবর্ত্তী, তাহাতে কোন কোন বৎসর সামান্যরূপ হৈমন্তিক ও বোরো ধান্য জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অধিকাংশ স্থানই ১২ মাস জলময় থাকে। ইহার কোন কোন স্থানে চৈত্র বৈশাখ মাসেও ৫।৬ হাত জল থাকে। বিলের প্রায় সকলস্থানই নাড়াঘাস, মশলা, পাতি, বেণা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, সকল সময়ে বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহার সকলস্থানেই বড় বড় দাম জন্মিয়া থাকে। একটী দাম (দল) প্রায় ১।১৷০ ক্রোশ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে; তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করিলে কিছিমাত্রও জলময় হয় না। এই সকল দামে নানারূপ বিষাক্ত সর্প, জলৌকা প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাস করে। যে স্থান পরিষ্কার থাকে, তাহাতে কুম্ভীর থাকিতেও দেখা যায়। বর্ষাকালে বিলের সকল স্থান অধিকতর জলময় হওয়াতে অনেক সর্প ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন এই সকল গ্রামে বাস করা কষ্টকর হইয়া উঠে। কারণ, সর্পভয়ে নিয়ত সশঙ্কিত থাকিতে হয়। প্রতি বৎসর এই সকল গ্রামবাসী হতভাগাদিগের মধ্যে কতকগুলি করিয়া সর্পদষ্ট হইয়া কালের করাল কবলে পতিত হয়। বিশেষতঃ ওই সময়ে দামসকল পচিয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলেও বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সাধা ভূমি থাকাতেও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল সর্পাদি অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন থাকে। তজ্জন্য বিস্তর লোক কম্প ও সবিরাম জ্বরে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। এ সকল স্থানে ভাল রাস্তা নাই। বিদ্যালয় বা চিকিৎসালয় নাই, ভদ্র লোকের বসতি অপেক্ষাকৃত অল্প, ভালরূপ শস্য না জন্মিবাতে অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব। বিশেষতঃ মিত্রসেক্সা, ঘড়িয়া হাউর, নিম্ন বালিয়া, রসুলপুর, দুটকপাটি প্রভৃতি গ্রামে একটী ভদ্র লোক নাই। ইহাদের অবস্থা এতদূর যে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ কদর্য্য স্থান বঙ্গদেশের মধ্যে যদি থাকে ত অতি অল্প। তিনি বর্ষাকালে এ সকল স্থান একবার গমন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ইহার ভয়ানক মূর্ত্তি কখনই অপসারিত হইবে না।

যদি এই বিলের মধ্য দিয়া একটী খাল খনন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার জল অনায়াসে গঙ্গায় আসিয়া পড়িতে পারে। একটী খাল খনন করিতে বিস্তর ব্যয় হইবে বটে কিন্তু এই সকল পতিত জমী আবাদ হইলে তাহা হইতে বিস্তর লাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে। এপ্রদেশীয় জমীদার মহাশয়গণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে প্রজাদিগের অনেক উপকার হইতে পারে। তাহাতে তাঁহাদের লাভ ভিন্ন লোকসান হইবে না।

কিছু দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে ২।৩ বার ইহার জরীপ হইয়াছিল, খাল হইবারও কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিল। সাধা পোতাই সার হইল। আমরা সবিনয়ে গবর্ণমেণ্টের ও স্থানীয় জমী-

দার মহাশয়গণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার মধ্য দিয়া একটী পাল খনন করিয়া এ গ্রামেরবাসীদিগকে চরিতার্থ করিবেন।

ভবানীপুর
১৮৮০। ৩০ এ আগষ্ট।
অনুগত।
শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু গ্রন্থ।

মহাশয়! সোমপ্রকাশে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া আমাদের মনে কতকগুলি বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সেশ্বর কি নিরীশ্বরবাদী ইহার পরিচয় দিতে আজ উপস্থিত হই নাই। আমরা অনার্য শাস্ত্রাদির অর্থগ্রাহক পালাপোহি শুনিবার জন্যও ব্যাকুল নহি। তবে সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কোন মহাত্মা প্রবন্ধের যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের প্রস্তাবিত সংশয় অপনোদন করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার যুক্তি সকল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। নতুবা কেবল নাস্তিক কতকগুলি শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের সোণার অঙ্গ মলিন করিতে চেষ্টা করিবেন না। আমাদের সংশয় এই—

১। এই বিশ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ পরিদৃশ্যমান জগতের যদি কেহ কর্ত্তা থাকেন, তবে তিনি হইতেছেন তাঁহার সৃষ্টি-বিনির্ম্মিত পদার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নাই। তিনি যদি উদাসীন হন, তবে তাঁহাকে চেতনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন কি?

২। যদি সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কোন বস্তু বিদ্যমান ছিল। যদি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকা সম্ভব হয়, তবে সেই ব্রহ্ম কেমন। ব্রহ্ম যদি নিরাকার নির্ব্বিকার সর্ব্বশক্তিমান অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ এবং পূর্ণ হন, তবে কাহার নিমিত্ত ও কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই সুখ-দুঃখ বিভিন্নিত জগৎ সৃজন করিলেন?

৩। জগৎ ছিল, না জগৎ হইয়াছে? জগৎ যদি বরাবর থাকে তবে অবশ্য কোন জানবান পুরুষের দ্বারা হইয়া থাকিবে। কোন একটী কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে তাহার ছায়া মনে করিতে হয় নতুবা কার্য্য হয়, এ পারে না। এখন যে কারণ জগৎ মনে করিলেন জগৎ, তদ্রূপ অস্থি জগৎ উৎপন্ন হইল। অথবা একথা বলিতে হইবে যে, সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মকে অনন্তকালের জন্য চিন্তা করিতে হইয়াছিল, নতুবা জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। জগতের উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে যদি জগৎকর্ত্তা জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সম্ভব হয়, তবে তখন তাঁর কার্য্য অপেক্ষা জ্ঞেয় বস্তু হইবে ইহাতে আর সংশয় নাই। জগৎ যদি তাঁহার জ্ঞেয় বস্তু হইল, তবে ব্রহ্ম হইতে জগৎ অতিরিক্ত পদার্থ কি না?

৪। ব্রহ্ম যদি পূর্ণ হন তবে একটী শূন্য বস্তু সঙ্গে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড থাকিবার স্থানাভাব করিয়া পড়ে কি না? ব্রহ্ম হইতে যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকে তবে ব্রহ্ম অপূর্ণ?

৫। যে ব্যক্তি সাধু তাহার কার্য্য সমস্তগুলিই ভাল হওয়া চাই, যে বস্তু পরম সুখ দিয়াছে তাহা হইতে যদি কোন বস্তু অপকার করে তবে সেইরূপই হওয়া উচিত। কিন্তু প্রত্যক্ষই এই পাপ সংসারের ভাব বিপরীত দেখিতেছি। ইহাতে সুখ দুঃখ জন্য হওয়া নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানোজ্জ্বল প্রভৃতি নিয়ত হই হইতেছে। ব্রহ্ম যদি জ্ঞানবান, এবং পরম দয়ালু হন, তবে তাঁহার হস্তক এ পাপ সংসার সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব?

৬। এ সংসারে পুণ্যের ফল সুখভোগ দেখা পাপের ফল দুঃখভোগ। এই পাপ পুণ্য কি ব্রহ্মের সৃষ্টি? যে ব্রহ্ম পাপ পুণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি ন্যায়বান?

৭। মনুষ্য নিদ্রাতুর হইয়া স্বপ্ন। এমন অবস্থায় স্বপ্নের পাপ মানুষকে পাপপুরুষ পরীক্ষা স্থলে ফেলিয়া দণ্ড কি ভাল কার্য্য করিয়াছেন?

৮। একটী উদ্যানপূর্ণ গৃহে আমি যদি প্রবেশ করি পাছে যদ্যপি কেহ করিতে চান না। তুমিতে পারি সকল ফুলের আকর পরিবর্ত্তন করে আমাদের কেহ ... আমি অবশ্যিনি করিবেছেন করে কেন? এরূপ বিবিধ প্রকার ভোগ করিয়া থাকি?

৯। তুমি পরমাত্মা ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছ, আমি পাপী তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তুমি পুণ্যবান, আমি পাপী কেন? এ সৃষ্টি কাহার?

১০। অনিত্য পাই ব্রহ্ম সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন এবং তিনি আমাদের বিশ্বাসকর, তবে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? নিম্ন করিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থ নিকট প্রেরণ করে থাকিবার আশা থাকে কি?

ঐ
গ্রামবাসিগণ।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু
প্রতি বাদি

১ম ভাগের সোমপ্রকাশে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, মহাশয় তাহার প্রত্যুত্তরে একপত্র লিখিয়াছেন "ঈশ্বর বাক্যে ঈশ্বর কথা করেন নাই। তিনি স্বয়ংরূপ ভাবে দেখিয়া জগৎ সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন, অবশ্য তাঁহার আমাদের কাছে কথা হয় নাই।" ইহা হইলে বিশিষ্টরূপে "ঈশ্বর প্রকাশ নিজ দর্শন করিয়া ঈশ্বর কার্য্যপ্রমাণে যে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব, ইহা কি সম্ভাবিত হয়?" কিন্তু কথা হইতেছে যে, কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটী দেখিলে যা। একটীকে অনুমান করা যায়। পর্ব্বতে বহ্নি দেখিয়া তুমি সিদ্ধান্ত কর যে তথায় অগ্নি আছে। কেন সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ সেই খানে সেই খানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। কি না ধূমের কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? পুনশ্চ দেখ অনুমান প্রমাণের মূলক। যখন আমরা জানি অথবা দেখি যে অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য উদিত হয়, তখনই আমরা সেই কার্য্য দেখিয়া সেই কারণের অনুমান করিতে পারি, নচেৎ নহে। আমরা ঈশ্বরকৃত আদি যাহাকে কারণরূপ অথবা সৃষ্টিরূপ কার্য্য করিতে দেখি নাই, তখন কি মাত্রে জগৎ দেখিয়া তাহার আদিকারণ ঈশ্বরের অনুমান করিতে পারি? বিশেষ, সৃষ্টি করিতে দেখিলে আরো অনুমান অসাধ্য। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি বহ্ন সাধারণ কার্য্য, তবে কোন প্রকার কারণ দেখা যায় না অথবা? ছত্র কারণটি ইন্দ্রিয়ের গোচর হইবে না, সুতরাং একপ পদার্থ বহ্নির সম্বন্ধে অসম্ভব। কিন্তু ব্যাপ্তি হিরাকরা যায়। যখন আমরা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির উপায় করি, তখন আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদি ধূমের নিয়ত সম্বন্ধ... যেখানে ধূমাদির সঙ্গে, তুমি এবং অগ্নিসাধারণতার সম্বন্ধ। যখন আমরা করি নাই, তখনও যে ধূমের সম্বন্ধ ছিল। যখন আমাদিগের তুল্য ... তখনও বহ্নি ধূমের সম্বন্ধ থাকিবে। ... এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ কখন ... কারণ ... যায় না। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্মের অনুমিতি বিষয়ের জ্ঞান নিয়ত হয়, ... সম্বন্ধ। সুতরাং যাহা প্রত্যক্ষ তাহা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি আমরা প্রদর্শন করিয়াছি সেই আপত্তি। যদি কার অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে ... সম্বন্ধ হইতে পারে। কারণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুমান সাপেক্ষ বলিতেছ। যদি শব্দের ব্যাপ্তিজ্ঞানের ... নয়, তাহা হইলে ... আছে। ... যদি ... হইত, ... নহে, ... ধূমের ...

...কেহ জ্ঞান হয়। সেই শব্দ ব্যবহার ...ছাড়ে, কোন পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, ...অনুমান দ্বারা আমরা ...ধর্ম লাভ। মনে ...কর, কেহ বলিল ...ই, তাহার প্রতি ...তা ও ...আমরা হঠাৎ ...র বাটি হস্ত বিশেষ ...লইয়া অমনি অনুমান করিলাম ...এই প্রকার শব্দ ব্যবহার দৃষ্টে ...যখন হয়, তখন অনুমানকে ...ত উপায় বলিলে যে দোষ হয়, শব্দকে ...করণের তাহা বলিলে সেই দোষই হইতেছে। ...র, স্থানান্তরমনে শব্দ প্রয়োগ নাই, এস্থলে ...কারণ শব্দ ব্যাখ্যিজ্ঞানের উপায় হইল অনুমান ...ন্ত করিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা উপায় ...হাতে অনুমিতিরূপ হওয়া উচিত। যখন আমরা অগ্রে শব্দের নিত্যত্ব সহজে বলিতেছি, তখন আমাদিগের দ্বারা কখনই যে, শব্দ অনিত্য ব্যক্তিমাত্র অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে। এরূপ অন্য নিত্য লেখকদের জ্ঞান রহিত পাঠকদিগের সম্ভব, আপনি প্রশ্নকর্তার ভ্রম ঘুচিবার জন্য বা দুরভিসন্ধিতে এরূপ অন্যত্র। সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয় ব্যাপ্তিজ্ঞানের হইতে পারে না।"

পত্রলেখক মহাশয়ের মতে ঈশ্বর অনাবশ্যক। আমি এই কথা কহিবার জন্য পূর্ব্ব ...সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যদি এই মত সত্য হয়, তবে ঈশ্বর কখনও সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, অনন্ত, একমেবা দ্বিতীয়ং হইতে পারেন না। কিন্তু বোধ হয় ঈশ্বর ঈশ্বরবাদ অনেক শাস্ত্রব্যবসায়ীর মতের বিরোধী হইবেন।

...লেখক ...প্রকৃত শব্দযোগের দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে পরমাণু নিত্য তাহার ...এই সংযোগের আরম্ভের বিরোধেই ...দ্রব্যের দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও ...আকর্ষণের দ্বারা ...দুই শক্তি দ্বারা পরমাণুসকল পরস্পরকে ...মন সন্নিহিত করে, আর আকর্ষণের শক্তি ...হ্রাসবশতঃ ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে ...ক। এই বিশ্বসংসারে উক্ত দুই ...শক্তি আছে। কোথায় অপসারণ ...পরমাণুরাশি ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইয়া ...স্থিতি করিতেছে; কোথাও বা আকর্ষণশক্তি ...প্রাধান্য নিবন্ধন পরমাণুরাশি ক্রমশঃ ...হইয়া কঠিন আকার নির্দ্ধার করিতেছে। ...জগতের নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া অনেকে নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ ...করেন, কিন্তু ...পদার্থতত্ত্ববিৎ ...ষ্টুয়ার্টস্‌ প্রমাণ করিয়াছেন, যে এই নির্ম্মাণ কৌশল স্বতঃসিদ্ধ ঘটে। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না।

শ্রীব্রজবিহারী দাস

ব্রহ্ম ও ঈশ্বর

বর্ত্তমান শব্দাস্তীর আন্দোলন রাশি সমস্ত পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে; বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে যে ভাববারি উচ্ছসিত হইয়াছে তাহা দেখিতে দেখিতে ভারতকে গ্রাস করিতে বসিল, এক একটী তরঙ্গ আসিতেছে আর ভারতীয় ভাবের এক একটী অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া তাহাকে ধূলীতে অস্থির করিয়া দিতেছে। বর্ত্তমান ভারত আর প্রাচীন আর্য্যদের ন্যায় চিন্তাশীল, বিচারশীল ও অধ্যবসায়শক্তিসম্পন্ন নাই, পাশ্চাত্য ভাবপ্রবাহকে ছিন্নভিন্ন করিতে অসমর্থ, অথচ্যা ধীরে ধীরে সাধ্যালোচনে আত্ম সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কয়েক সপ্তাহ হইতে "নাস্তিকতা" ও "আস্তিকতা" লইয়া ঘোর আন্দোলনে সোমপ্রকাশের অঙ্গ অপবিত্র হইল দেখিয়া ভাবিলাম আবার কোথা হইতে এই দেশ বিপ্লবকর বিষম বিষ উদ্গীর্ণ হইল। এই বিষ পরিপাক করিবার উপযুক্ত মহাপুরুষ ভারতে বর্ত্তমান নাই, অগত্যা এই বিষম বিষবহ্নি দিগন্তে ধরিয়া ভারতকে ভস্মসাৎ করিবে। ভারতের সন্তুতরিষ্ণু পণ্ডিতগণকে ঈদৃশ বিষম বিচার প্রাঙ্গণে ঘোর উপস্থিত দেখিতে পাই না। তাঁহারা কি কেবল বিচারপ্রার্থী? তা কি মানুষের দুর্দ্দিনের সহায় নহেন? যদি কেবল শিক্ষাটুই তাঁহাদের অভীপ্সিত হয়, তবে ভারত তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে এখনই প্রস্তুত; নতুবা তাঁহারা আত্মবিশ্বাসবিহীন নাস্তি ও নাস্তিকতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রকাশ্য রঙ্গক্ষেত্রে অবতরণ করুন। ভারতীয় বীরবৃন্দও নীরব হইয়া রহিলেন, কদাচিৎ দুর্ব্বলমতি চীৎকার করিয়া বলভূমি উপদ্রবগ্রস্ত করিতে লাগিল। যে সকল বন্ধুবিগের মধ্যে বিদেশে উপস্থিত হইয়াছিল, আমার লিপি তাঁহাদিগকে অবকাশ প্রদানার্থ ইতিত করিয়াছে; বিবাদ বর্দ্ধন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কেন না আমার স্থির বিশ্বাস, যে এই স্বেচ্ছাচার পূর্ণ শতাব্দীতে এই কতকগুলি বিবাদ মহাত্মারা দ্বারা মিটাইয়া দিবার লোক ভারতে বর্ত্তমান নাই। রাজবিহারী বাবুর প্রথম পত্র কেবল সাঙ্খ্যশাস্ত্রীয় যুক্তিতে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহাই অবলম্বন করিয়া এবং উপনিষদাদির সাহায্য লইয়া "আস্তিকতা" শব্দ "ও" ঈশ্বরের" শাস্ত্রীয় লক্ষণা দ্বারা বিবাদ উপশমকরণের যত্ন করিয়াছিলাম। রাজবিহারী বাবুর প্রথম পত্রের ৩৪ খানি প্রতিবাদ হইল, সোমপ্রকাশের স্তম্ভাবলি পূর্ণ হইল, পাঠকগণের পঠন প্রান্তিও জন্মিল; কিন্তু তৎকৃত আপত্তি খণ্ডনে কাহাকেও অগ্রসর বা সমর্থ দেখিলাম না। কেবল কতকগুলি বৃথা গণ্ডগোল করিয়া সমাজকে চিন্তাযুদ্ধে করিবার আবশ্যক দেখিতে পাই না, তবে প্রতিবাদকারী সাধু চেষ্টা নিবন্ধন আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। অধ্যাত্মযোগপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন কেবল আপাদিগের ন্যায় তর্কবুদ্ধিগণ কখনই ইহার মীমাংসাস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের নিরূপণ তর্ক বুদ্ধি ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের সাধ্য নহে। কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি সেই নিগূঢ় তত্ত্ব কখনই প্রসব করিতে পারে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রীয় রীতিতে শাস্ত্রীয় "শাব্দবিরোধ" মীমাংসা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল; "নিরীশ্বর বাদ" এই শব্দটী যে "নাস্তিকতা" বাচক নহে তাহাই শাস্ত্রোক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম আবার ৬ট জন মহাত্মা আমার পক্ষের প্রতিবাদ করিলেন। পাঠান্তে দুঃখিত হইলাম, তখনই উত্তর দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল যে, বসুনিয়ার তর্কপ্রিয় ভগবতী বাবু প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না, অতএব এক সপ্তাহ অপেক্ষা করা যাউক, আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে, এক্ষণে তিনটী প্রতিবাদ কাগজেই প্রিয়সম্ভাষণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। যাঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহেন না "তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরতত্ত্বের বিষয় কখনও মীমাংসিত হইবে এরূপ বোধ হয় না এই বিবেচনায় তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্কের প্রতিবাদ করিব না স্থির করিলাম। বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

১। জ্ঞানেন্দ্র বাবু "উদ্ভাবনযুক্তি" শীর্ষক প্রস্তাবে আমার যুক্তি খণ্ডন কালে যুক্তির পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে উক্তিরই সহায়তা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজোক্তি পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তত্ত্বগণ বিচারকালে প্রতিবাদীকে তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ না করিয়া বরং প্রমাণাদি দ্বারা তাঁহার শীর্ষাবনত করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাতে আমরা বিপরীত পদ্ধতি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বর বিশ্ব বিধাতা হইয়াও সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন! এটী ব আশ্চর্য্য যুক্তি, চমৎকার সিদ্ধান্ত! আমি পাপ করিয়াও দায়ী হইব না!" পাপ করিয়া দায়ী হইবে না কেন! বিশ্ব বিধাতা ঈশ্বর তোমার হস্ত বিধ করিবেন; আমি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণোক্তি "ত হৃষীকেশ হৃদিস্থেন" আদি যে প্রমাণ লিখিয়াছিল

তাহাতে লেখক মহাশয় যুধিষ্ঠিরাদির ও পৃথ্বাপাল খ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া কি যুক্তির বলন করিলেন না কি? মন্দ নয়! এটী কি নব্য ন্যায়-শাস্ত্রোক্ত যুক্তি-খণ্ডন প্রণালী? " ঈশ্বর ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করেন না " ইহা প্রমাণ করিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্র বাবু এক অঙ্কপাত করিয়াছেন; তিনি বলেন, " তুমি আমি যে উপায়ে নিশ্চিত, যুক্তিকার কি বলিতে চাহেন ঈশ্বরও অবিকল সেই উপায়ে নিশ্চিন্ত? " "ঈশ্বর সাধারণ উচ্চ উপায়ানে নিশ্চিত হইতে পারেন, " তিনি " ইচ্ছাময় " হইতে পারেন, তিনিই ইচ্ছা হইতে পারেন "। ঈশ্বর যদি কোন আশ্চর্য্য উপায়ানে নিশ্চিত হইয়া থাকেন তবে জ্ঞানেন্দ্র বাবু আমাকে ঈশ্বরকে কোথায় নিশ্চিত স্থির করিবেন? ঈশ্বর যাহাকে ঈশ্বর সকলের মূল মানেন, যেন না তিনি " নিশ্চিন্ত " তিনি কখনই নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি নিশ্চিন্ত " তিনি কখনই স্বস্থ নহেন; তাঁহা অবশ্যই যেন তাঁহারে কেহ নিশ্চিন্ত আছেন; এমন পুরুষ ছিলেন না পরে গঠিত হইয়াছেন! পাঠক মহোদয়! জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এ যুক্তি " উদ্ভট " না অন্য কিছু? আবার তিনিই যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইচ্ছা করিবেন কে? তিনিই সেই তিনিই ইচ্ছাকর্ত্তা। তিনি কর্ম্ম তিনিই ক্রিয়া। তিনি ভোক্তা তিনিই ভোগ্য; বেশ সিদ্ধান্ত! জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এরূপ কোন অন্য ব্যাখ্যান, যুক্তি বা বিচার দেখিতে পাই না, যে তাহা লইয়া আর অধিক আলোচনা করা যায়।

" জ্ঞানেন্দ্র বা লাইবনিজের মতের আর একখানি অন্যান্যিক দোষ এখন পরিহার্য্য ও পরাস্তমিক হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ভুক্তেরা বলেন আমার নিশ্চিন্ত ' হেতু ঈশ্বরে অভাব পদার্থ থাকায় প্রমাণ আমাদের সম্পূর্ণ নাই " এবং অনেক স্থানে সমালোচকের আপনার ও মতের অনেক পরিচয় করিয়াছেন। এখানে লোকের নিকটে ঐক্য জিজ্ঞাসাবাদের পরে সেখানে আমাদের কখনই প্রস্তাবগ্রস্ত হইতে না। " দেব ও মানব এই শব্দের পার্থক্য দেখা আছেই অন্যথা পরিহারকল্পে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি? আমাদের নব শব্দ, মানব শব্দপদের সহজার্থে বলন করে না। নব শব্দ মুখ্যতঃ হইতে উৎপন্ন, মুখ্যতঃ অর্থ প্রাপ্তি অর্থাৎ যে দেহ লাভ করিলে স্বর্গ ,উপযোগাদি প্রাপ্তি হয়। মানব অর্থাৎ মনুর অপত্যার্থে বাচক; নর ও মানব এই দুই শব্দ যে পৃথক অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে ইহাও কি আবার জিজ্ঞাস্য? শব্দ গুলি উপাধি মাত্র ক্রিয়া ও ভাবের বিজ্ঞাপনী স্বরূপ, একটী শব্দ অপর শব্দের লক্ষ্যার্থকে বুঝাইতে পারে কিন্তু একটী শব্দ আর একটী শব্দের বাচ্যার্থ বা তাৎপর্য্যকে সম্পাদন করিতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একার্থ বাচক নহে। তিনি আবার লিখিয়াছেন যে " ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বিষয়ক তাদৃশ পার্থক্য উপনিষদাদি প্রমাণ আমাদের দেখা যায় না " ইহা তাঁহাকেই বলিব? আমি পাঠকমণ্ডলীর সম্মুখে উপনিষদের অনুবাদিত করিয়াছি তাহাতে নাই যাহা কি কোন উপনিষদেই নাই তাহাই বিচার্য্য হইবে? আমি যে " ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের " পার্থক্য প্রতিপাদনার্থ প্রথমে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা কি আমার স্বকপোলকল্পিত? উহা নিরাকরণোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি যে উপনিষদাদিকে প্রমাণ আমাদের বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহা আমরা হইতেই সঙ্কলিত। লেখক কি উক্ত ৪ খানির অতিরিক্ত উপনিষদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না? আমা করি তিনি কখন মনুকের ন্যায় কুদৃষ্টি না করিবেন। তিনি যে একটী উপনিষদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় একটী বাক্য বা লক্ষণ খণ্ডন হইতে পারে না। শাস্ত্রের অনেকস্থলে বাক্যকল্পের নিয়ম বিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে আর প্রমাণ বলিয়া তাহা সমাদৃত নহে। ঐরূপ উপনিষদের অনেক স্থলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক আত্মা প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া যে আমি প্রয়োগ করি তাহা প্রমাণ উপনিষদ্বাক্য লক্ষণ বা সাধন খণ্ডন করিতে তেমন ক্ষমতা নাই।

তিনি আমাদিগকে বলিয়া করিয়াছেন যে " ব্রহ্ম কখন ঈশ্বর কারণ প্রকৃতি হইতে অধিক হইয়াছে " যেমন আমি বলিয়াই প্রকাশ শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট হইয়াছেন; ক্রিয়া শক্তি ও প্রকাশ শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক হয়; ক্রিয়া শক্তি ও প্রকাশ শক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিক নহে; ইহা আমার বলিয়াছি। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক হইলে ব্রহ্মের স্বাভাবিক ও ঈশ্বরের আগন্তুক ধর্ম্ম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ই নমুনায় সাই আছেন, তেমন কি...
আমি ঈশ্বর মন্ত্র বাঁচি, কিন্তু যা...
হাজিয়া শক্তিতে ঈশ্বর ...
হাজিকোপরি ঈশ্বর ...
এখানে ...
না হওয়াই ...
হইতেই ...

ইনি ...
শক্তি সাধারণ মনুষ্যের ...
হইতে কি ...
পরমেশ্বর ...
পরমেশ্বরের ...
পরমেশ্বর ...
হইবে।" এতিদ্বারা ...
মনে করিয়া ...
আমার এমন ...
হইল, অমনই তাহার নিকটে ...
কার্য্যকারক ...
ঘটনা একেবারে ...
হইল। তখন ...
ইচ্ছা তিনিও ...
বলিয়াছেন, পরে পরে ...
এবং এই প্রকৃতি ...
থাকে মাত্র। অতএব ...
কিন্তু" হইতে পারে না। " ...
নিম্নাংশে বলিয়াছেন " মনুষ্য ...
পুরুষার্থ পায়। পুরুষার্থ পরে ...
যায়।" মনের আত্মা ঈশ্বর হইতে ...
শক্তি প্রাপ্তিতে। শ্রেষ্ঠ, আত্মা হইতে ...
চৈতন্য) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর ...
নাই। সেই কারণ সেই মত ...

এই শ্লোকটি পাঠে আর কিছা ...
পারিলাম না, তবুও ...
করিলাম, মনুষ্য ...
হইতে পারে না। ...
ঈশ্বর, এখানে ...
ঈশ্বর, এখানে ...
হইতে ...
হইতে ...
ঈশ্বর ...
হইতে ...
ঈশ্বর ...
ঈশ্বর ...
ঈশ্বর

মতে নাস্তিক; অর্থাৎ তিনি যাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন, তিনিই নাস্তিক। তাঁহাকে মহর্ষি মনু আদি সমুদয় একজন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে; তিনি খৃষ্টাপূর্ব অব্দকেরদে কপিলকেও নাস্তিক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবাসিগণ দেখ দেখ আজ তোমাদের সাংখ্যযোগ বক্তাকে ভগবতী বাবু উদ্ধত মস্তকে নাস্তিক বলিতেছেন। ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত আদিতেও যে কপিল দেবের বিপুল মহাত্মা, ভগবৎপরায়ণ ঋষিগণ যে কপিল দেবকে অবতার বলিয়া সম্মান করিতেও ত্রুটি করেন নাই, হা! আজ ভগবতী বাবু সেই মহামনা কপিল দেবকে নাস্তিক বলিতে অসঙ্কুচিত। আমাগণ মহর্ষি কপিলকে নাস্তিক বলেন নাই বলিয়া ভগবতী বাবুর ক্ষোভের সীমা নাই। তিনি কতনা "আমাদিগের মহিমা অপার" আদি পরিহাস বাক্যে অনেক গালি বর্ষণ করিয়াছেন। ভগবতী বাবু রাজকবিহারী বাবুর প্রতি "ঔদ্ধত্য" দোষারোপ করিয়া বিচারবিমুখ হইয়াছেন; কিন্তু তিনি আমাদিগের পিতামহ স্থানীয় আর্য্যগণকে গালি বর্ষণ করিয়াও কি বর্ত্তমান ভারতের নিকট সমাদরের আশা করেন? তিনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বর অপেক্ষা বেদের সম্মান তাঁহাদের (আর্য্যদিগের) নিকট অধিক। ভগবতী বাবু; "ঈশ্বর" শাস্ত্রীয় শব্দ, এখানে শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; যদি শাস্ত্রীয় অর্থ গ্রহণ না করেন তবে আপনার ভাবানুসারে নূতন শব্দ গঠন করিয়া লউন; "ঈশ্বর" শব্দ ব্যবহারে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। বিশ্ব বিধাতা ব্রহ্ম ঈশ্বর শব্দে উক্ত হইয়াছেন, তিনি আত্মসমাধানরূপ তপস্যা দ্বারা শব্দব্রহ্ম বেদ হইতে তাহার বিশ্ব রচনা প্রভৃতি জগৎ কর্ত্তৃত্ব বিদিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের মতে শব্দ (ঈশ্বর) হইতেও বেদ বড়। যাহা হইতে জানিবার কথা যায়, তাহা যে জানা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা ত চিরসিদ্ধান্ত। "কপিল ও জৈমিনি ঈশ্বর মানিতেন না, কিন্তু বেদ মানিতেন, এই জন্য তাঁহারা ঋষি বিশেষ হয়েছিল, কিন্তু বুদ্ধদেব ও চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিতেন বলিয়া নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হন। "ইহারা যেমন বেদ মানিতেন না, তদ্রূপ বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরও মানিতেন না; এই জন্য নাস্তিক। অনেক স্থানে যে বেদে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ঈশ্বর গীতা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা "যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।" যেমন অমৃত পানপরিতৃপ্ত ব্যক্তির জলপানের প্রয়োজন নাই তদ্রূপ পরমপদার্থকে বিদিত হইলে আর বেদের প্রয়োজন নাই। ইহাতে তাঁরা বেদের প্রতি ঋষির অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় নাই। যাহা অনাবশ্যক তাহাই অশ্রদ্ধার যোগ্য ইহা ভগবতীবাবু কোথায় পাইলেন। এস্থলে আমার দৃষ্টান্ত প্রয়োজন নাই, ইহাতে কি লোকে এই বলিবে যে আমি বন্ধুকে ঘৃণা করি? আশ্চর্য্য যুক্তি!! বেদ পাঠ দ্বারা বেদ প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম বিদিত হইলে আর বেদ পাঠের প্রয়োজন নাই, ইহাই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য। ঋষিরা কখনই বেদকে ঘৃণা করিতেন না। আবার লিখিয়াছেন "খ্রীষ্টান দের ঈশ্বরকে কপিল অবশ্যই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতেন, কিন্তু সাঙ্খ্যদর্শনে লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, এরূপ বলিয়া থাকেন, তিনি যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকার করিতেন না।" মহর্ষিগণের ঈশ্বর ও সাধারণের ঈশ্বর যদি এক লক্ষ্যার্থ বহন না করে, তবে আমরা অসাধারণশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কথায় মনোযোগ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবতী বাবু বলেন যে তাঁহারা (আর্য্যগণ) কপিলকে নাস্তিক বলুন আর নাই বলুন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক ছিলেন"। এ মন্দ যুক্তি নয়। ঈশ্বরতত্ত্বপ্রণেতা আর্য্যগণ যে নিরীশ্বরবাদী কপিলকে নাস্তিক বলিতে সাহস করেন নাই, আমাদের ভগবতী বাবু তাঁহাকে নাস্তিক বলিলেন! কপিলের দুরূহ দর্শন বুঝিতে না পারিলেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া বসে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

ভগবতী বাবু আমার সঙ্গে আবার সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সভার সম্পাদক ক্রমেই হীনবল বাবু তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন, আমাদিগকে কিনাই কি বুঝিতে হইবে"? বুদ্ধি থাকিলে বুঝিতে হইবে না। বন্ধু হইতে বিপক্ষ হইলে আপনার লোকের নিন্দা দশগুণ অধিক হইয়া থাকে। আমি সভাপতিই বুঝি বলিয়া সভ্যগণ ঠিকানা আমার ঘাড় ভাঙ্গিবেন।

ভগবতী বাবু পাঠ করিয়া, তোমরা বল করিবে পারেন কিন্তু সাধারণের উহা বোধগম্য করিতে পারিবেন বলিয়া সভার ও সভ্যগণের ঐকমত্য আছে ভাবিবেন।

আমি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া ভগবতী বাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কি করিব! "ব্রহ্ম" ও "ঈশ্বর" যাহাদের শব্দ, তাঁহাদের শাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া কখনই উচিত নহে। "তিনি কি জানেন না যে রাজা রামমোহন রায় [illegible] বেদের সহিত বাইবেলের বিচার করিতে [illegible] (যে ভাষার মূল ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত) শিক্ষা [illegible] বাধ্য হইয়াছিলেন; কেন না তাঁর [illegible] তাহার তাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্ম লইয়া বিচার আরম্ভ [illegible] হয়, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের শব্দ হিন্দুশাস্ত্রের, এজন্য হিন্দু শাস্ত্রোক্তি অবলম্বন করা সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছে। আমি নিজেও যে মধ্যে মধ্যে [illegible] তাহাও শাস্ত্রানুমোদিত। আবার লিখিয়াছেন "ইংলণ্ডের সমুদায় ও ভিন্নশাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট ঈশ্বরের নাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই ঈশ্বর বলিবেন, যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন তাঁহাকেই কি তাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বুঝেন না? পণ্ডিতগণ যখন লৌকিক জ্ঞানে কথা কহেন, তখন ঈশ্বর ঈশ্বর এই শব্দ এক করিয়া ফেলিতে পারেন; কিন্তু বিচার কালে অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসহযোগপূর্বক চিন্তনকালে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের বিভিন্ন অর্থ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবতী বাবু বেদবাদী বা উপনিষদ্ ঋষিগণের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সাধারণের কথা ধমকানা করিতে পারেন নাই।

"যে ব্রহ্মবাদী নিজ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া সকল অবয়বে লয়ের কারণ বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হয়েন, তিনিই ঈশ্বর" ভগবতী বাবু এই দেবতা ও প্রকৃতি লইয়া কিয়ৎ পরিমাণে গোল করিয়াছেন; চৈতন্য সংযুক্ত অনাদ্যা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম "ঈশ্বর" এই ঈশ্বরই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; প্রাকৃতিক গুণাবলম্বিনী অথবা প্রাণি প্রযুক্ত ইহাকে "ঈশ্বর" বা "সগুণ ব্রহ্ম" বলেন যাঁহারা এই সগুণ ব্রহ্মকে ঈশ্বরের সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা "বেদোক্তা সত্য বাদী" আর যাঁহারা চৈতন্যসংযুক্ত মূল প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও "বেদোক্তা সত্য বাদী" আর যাঁহারা চৈতন্যসংযুক্ত মূল প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সমস্ত কার্য্যের মূল কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও "বেদোক্তা সত্য বাদী" [illegible] কপিল ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা [illegible] কপিলের ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে [illegible] ঈশ্বর সম্বন্ধে কপিলের মত কি ঈশ্বরের [illegible] কপিল যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তাঁহাকে "নিরীশ্বরবাদী" [illegible] সাধারণ লোক ও ঋষিগণ ঈশ্বর [illegible] কপিল ঈশ্বরের ভাবে অনেক অবস্থা [illegible] বিশ্বাস করিতে পারি না।

[illegible] ও চৈতন্যের প্রয়োজন [illegible] ও কপিলবিরোধী বিদ্বান্ পাঠকবর্গের [illegible] সমালোচনা কালে ব্যক্ত করিয়াছি, এ জন্য এখানে আর সে বিষয়ের চর্চ্চা করিতে চাই না। ভগবতী বাবু বেদপক্ষ রক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন যে "ঈশ্বর যখন তাঁহার পরের প্রতিবাদে নিজ ভাব ব্যক্ত করিলেন তখন শাস্ত্রান্তরগত মায়া বা প্রকৃতি ভাবের [illegible] বুঝি না বিলিয়া ঈশ্বর কি বস্তু তাঁহার [illegible] প্রকৃতি অতি বিশদরূপে লেখা [illegible] করিবার ছিল"। ঈশ্বর আমার প্রতিপক্ষে [illegible]

না, "নিরীশ্বরবাদ যে নাস্তিকতা" নহে ইহাই প্রতিপাদ্য ছিল; সুতরাং শাস্ত্রাদির সাহায্য আবশ্যকীয়; অন্যান্য বিষয়ে লোকের কথনিত যুক্তিই কেবল ইশ্বর সম্বন্ধে উপযোগী নহে।

ভগবতী বাবু এস্থলে ইহা "লোকে" ও "হওয়া" হয় [illegible] করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] থাকা চাই।" যদি প্রকের ইচ্ছা হইলে তাঁহার অপূর্ণতা সপ্রমাণ হয়, তবে ইচ্ছা থাকিলেও কেন না অপূর্ণতা সপ্রমাণ হইবে। ভগবতী বাবু আপনি মন্তব্যের দুইটী অংশ দেখিয়া রাখা তাহাদের পূর্ব পশ্চাৎ বোধ করিতে পারেন নাই। মন্তব্য অপূর্ণ বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম আদি এতদভাবে কার্য্য পরে হইতে পারে, কিন্তু নিত্য পূর্ণস্বরূপে সর্ব্বাপূর্ণ সুতরাং কিছুরই অভাব না থাকায়, কারণও তাহা সমকালীন হইয়া থাকে। ইচ্ছা "থাকিলে" ইশ্বরের অপূর্ণতা নাই কেন না তাঁহার ইচ্ছা কখনই অসিদ্ধ থাকে [illegible] যদিয়া হইলেই সমস্ত পূর্ণ ভাব। ইচ্ছা "না থাকিলে" [illegible] ইচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্ণ হইতেন। "ইচ্ছা হইলে ইচ্ছা হইবার পূর্বক্ষণে তাঁহাকে অপূর্ণ বলিতে হইবে।

"প্রকে যদি স্রষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা না বলা হয়, তবে আমাদের সহিত এই জগতের সম্বন্ধে তাঁহার থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান"। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্য! ব্রহ্মের সত্তাতেই তোমার ঈশ্বর সত্তার, ব্রহ্মের সত্তাতেই তোমার অস্তিত্ব, ব্রহ্মের সত্তাতেই এই জগৎ প্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট। ব্রহ্ম না থাকিলে তুমি কোথায়? তিনি না থাকিলে তোমার আবার কি? এক মাত্রায় মধ্যে তোমার কোন কার্য্য না করিলেও [illegible] তোমার সম্বন্ধে না থাকিলেই নয়। প্রকে স্রষ্টিকর্ত্তা না বলিলে ভগবতী বাবুর মতে শাস্তিত হইতে হয়। ভগবতী বাবুর হস্তে যদি "নাস্তিক" ও "আস্তিক" উপাধি প্রদান করিবার ভার থাকিত, তবে আজ আমরা নিশ্চয়ই ভীত হইতাম, কিন্তু বিচক্ষণ শাস্ত্রকারগণ, বিচার ও চিন্তাশীলগণ, সাধু ও তপস্বীগণ যে মতের পোষণকর্ত্তা, ভগবতী বাবুর সামান্য ব্যক্তিগত মত সে মত কে নাস্তিকতাপবাদে দূষিত করিলে আমাদের কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। এমন কি উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও ঋষিগণকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছি, "নিরীশ্বরবাদ" নাস্তিকতা নহে।

নাস্তিকতা জগতে প্রবেশ না হয়, ইহা আমাদেরও প্রার্থনীয়। নাস্তিকতার [illegible] ও দুঃখ দুর্দ্দশাকে সমাদরে আনয়ন করে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। ভগবান্ নাস্তিকতা হইতে ভারতকে রক্ষা করুন।

মুদ্রক, অধ্যক্ষ } অনুগত
প্রচারিণী সভা। } শ্রীশ্রীচরণপ্রসন্ন সেন।

সোমপ্রকাশ

২৯ এ ভাদ্র সোমবার।

কাশী সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সোমপ্রকাশে প্রকাশার্থ আর এক খানি পত্র পাঠাইয়াছেন। দেশবিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। উভয় পত্রই যথা স্থানে প্রকাশিত হইল। ৩১ এ ভাদ্র সর্ব্বত্র একাদশীর উপবাস হইবে উভয়েরই এই মত। এখন ইঁহাদিগের মতই এ সম্বন্ধে প্রমাণ। উভয় অধ্যাপকই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক খানি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপত্র প্রদর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গণনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, কাশীস্থ ভরদ্বাজ ও ভরদ্বাজ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত রত্নমালাতে যে পুঁথি গণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমশূন্য হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পর মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পণ্ডিতগণ দ্বারা যে ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, তাহা কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে আদৃত ও প্রচলিত হয়। তাঁহার সংগৃহীত ব্যবস্থাও আমরা আদ্যা পুঙ্খে দর্শন করিলাম। তাহাতেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে। তিনি শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি ও বশোনন্দন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এতদ্দেশের প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিৎ ও প্রধান স্মার্ত্ত ঠাকুরদাস চূড়ামণি মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতিকে সভাস্থলে একত্র করিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন সিদ্ধান্ত রহস্যোক্ত বঙ্গদেশে আদৃত নহে। দিনপঞ্জিকা ও দিনকৌমুদীর মতই এদেশে প্রচলিত। ঐ ঐ গ্রন্থের মতানুবর্ত্তী পঞ্জিকাকারদিগের মতে ৩০ এ ভাদ্র একাদশী দশমীবিদ্ধা হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত এই বলে শুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস করিবে তথাপি দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রঘুনন্দনেরই বঙ্গদেশে একাধিপত্য। তাহার মাথার উপর মাথা যে তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে। অতএব আমরাও যুক্তিতেছি বর্ত্তমান বর্ষের ৩১ এ ভাদ্র বুধবার একাদশীর উপবাস হইবে।

হরিনাভি থাড়িয়া স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা।

২৪পরগণার অন্তঃপাতী সোনারপুর থানার অধীন হরিনাভি ফাঁড়িটী এখন যে স্থানে আছে, সেই স্থানটী থানা থাকিবার যোগ্য নয়। সেটী ভদ্রপল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী। সেখানে থাকাতে থানার লোকেরা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর প্রতি প্রায়ই অত্যাচার করে। সম্প্রতি একটী অত্যাচার প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রোক্ত শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে বাঁধা থাকিলে শ্যামল কোমল শস্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে ছড়ী ছিড়িয়া সেই শস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। থানায় যে সকল লোক নিযুক্ত হয়, তাহারা প্রায় গোসমূশ। তাহারা যে সম্মুখে লোভা ভোগ্য বস্তু পাইয়া তাহা পরিহারে সমর্থ হইবে ইহা সম্ভাবিত নহে। অতএব যে স্থানে পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র নাই থানা সেইরূপ স্থানে থাকাই উচিত। আমরা প্রস্তাব করিতেছি থানাটী উঠিয়া রাজপুরের পক্ষে যাউক। তাহাতে দুটী লাভ হইবে। এক, যেখানে থানা আছে, সেখানকার অত্যাচার নিবারণ হইবে, দ্বিতীয়, রাজপুরের বাজারে এখন মদের ভাটী গাঁজা চরস ও অহিফেনের দোকান প্রভৃতি হইয়াছে, শুনিতে পাই সেখানে রাত্রিকালে নানাপ্রকার উপদ্রব হইয়া থাকে। ফাঁড়ী যদি কাছে থাকে এবং সেই ফাঁড়ীর উপর যদি কড়া নজর রাখেন, তাহা হইলে সেই সকল উপদ্রবের অনেক শান্তি হইতে পারে।

থানা যদি উঠাইতে হইলে যে ব্যয় হইবে সে ব্যয় কে দেয়, এখন এই প্রশ্নটীর সমাধান চাই। উভয়বিধ অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত যে কার্য্য হইবে, পুলিষ তাহার ব্যয় নিবেন না কেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। বরং মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ সাহায্য করুন। আমরা মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এবিষয়ে উদ্যোগী হউন। মিউনিসিপাল নরগণবাসিদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সেনাপতি রবর্টের যুদ্ধ।

সেনাপতি রবর্ট ব্যাঘ্রের মত বলবীর্য্যে অবাধে কান্দাহারাভিমুখে যাইতেছেন, এবং আয়ুব খাঁ জরোয়াসিদ্ধ সৈন্য সমভিব্যাহারে কান্দাহারের অনতিদূরে সেনানিবেশ করিয়া আছেন, এই সংবাদ শুনিয়া আমরা গতবারে লিখিয়াছিলাম, একটী যুদ্ধ অসন্নভবিষ্যৎ, তাহাই ঘটিয়াছে। সেনাপতি রবর্ট ১ লা সেপ্টেম্বর আয়ুবখাঁর সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া

সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। একটী সংবাদে জানা গেল, আয়ুবের ২৭ টী কামান, আর এক সংবাদে বলে, ৩২টী কামান ইংরাজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। মেওয়াণ্ডের যুদ্ধে যে দুটী কামান আফগানেরা ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ছিনিয়া লইয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শত্রু-শিবির গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজ অশ্বারোহ সেনাগণ পলায়মান কয়েক শত আফগানের প্রাণসংহার করিয়াছে। আয়ুব খাঁকরী নামক স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার কাবুলী পদাতি সেনাগণ আরগাণ্ডাব উপত্যকায় প্রস্থান করিয়াছে এবং তাঁহার হিরাটী সেনাগণ হেলমন্দে গমন করিয়াছে। পাঠক ইতাহতের সংখ্যা ও অন্য অন্য বিবরণ আফগান সংবাদ স্থলে দর্শন করিবেন।

অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের চক্ষে যে ব্রিটিশ মহিমার হানি হইয়াছিল, সেনাপতি রবর্ট হইতে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা কিন্তু আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্রিটিশ সিংহের মহিমার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই না। কিরাতসূত আসিয়া যখন অর্জ্জুনকে কিরাতের সহিত মৈত্রী করিবার অনুরোধ করে, তখন অর্জ্জুন অবজ্ঞা সহকারে কহিয়াছিলেন, "যদা বিগৃহ্যাহি তদা হতং বলং করোতি মৈত্রীমথ দুর্বিদা গুণাঃ" ঈদৃশ নীচ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিলে বলের হানি হয়, আর মৈত্রী করিলে গুণ দূষিত হইয়া যায়।

যাহা হইক, আমাদের আনন্দের বিষয় এই, আফগানেরা অতঃপর একান্ত উৎসাহহীন হইয়া গেল। সিয়ার আলীর বংশধর বলিয়া আয়ুবের প্রতি আফগানদিগের যে সহানুভূতি ছিল, তাহা দূর হইল। অতঃপর তাহারা আবদুল রহমানের অনুগত হইবে। তাহারা আবদুল রহমানের অনুগত হইলে সকল গোলযোগের শান্তি হইয়া গেল। কাবুলের কোন আমীরই বিনা বিবাদে প্রায় আমীরত্ব লাভ করিতে পারেন না। আবদুল রহমানের উচিত, তিনি বলবান হইয়া অন্য অন্য সরদারদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা পান।

এখন ইংরাজেরা কি করিবেন, আফগানস্থানে তাঁহাদের আর থাকা উচিত কি না? তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা আছে, শরৎকালে কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন। সেনাপতি রবর্টের রসদাভাব বা অন্য কোন নিবন্ধন যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাপালনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। এখন সে প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইল। এখন আর বিলম্ব কেন? সেনাপতি রবর্ট এখন যদি আয়ুবকে বন্দী করিবার চেষ্টায় তথায় কাল-বিলম্ব করেন, তাঁহার বৈরনির্য্যাতনলিপ্সা কাপুরুষোচিত কাজ করা হইবে।

কাবুলের ভবিষ্যৎ কি ব্যবস্থা হইবে?

লণ্ডন ৩ রা সেপ্টেম্বরের ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল, পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েসন নামক হিতৈষী সভার কয়েকজন সভ্য ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টিংটনের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক আবেদন পত্র প্রদান করেন। তাঁহাদের প্রার্থনীয় এই, যে কান্দাহার ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হউক। ষ্টেট সেক্রেটরী লিখিত উত্তরে রক্ষা করিয়া যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহাতে আবেদনকারীদিগকে এক প্রকার প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। তিনি বলেন কান্দাহার ইংরাজ অধিকারভুক্ত করা হইলে তাহার রক্ষার্থে তথায় বিস্তর সৈন্য রাখা আবশ্যক হইবে। ঐ সকল সৈন্য ভারতে রাখিলে অধিকতর উপকার দর্শিবে। আফগানস্থানকে যে নিরস্ত্রীকৃত করিবার চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে, তাহার ফল দুরগত হইবে। কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত থাকিলে রাখিবার সুবিধার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সে সুবিধা সহজ-গম্য নয়। বিস্তর অসুবিধা ও কষ্ট আছে।

যে স্বদেশহিতৈষী সভা লার্ড হার্টিংটনের নিকটে কান্দাহার ইংরাজ অধিকারভুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন, ঐরূপ ৬ই চারিটি সভা থাকিলে ইংরাজ গৌরব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে সন্দেহ নাই! ইংরাজেরা যদি কান্দাহার স্বহস্তে রাখেন, তাহা হইলে আবদুল রহমানকে আমীর করা ভাল হয় নাই। এ সম্বন্ধে দুটী ব্যবস্থা আছে, তৃতীয় ব্যবস্থা নাই। হয় ইংরাজেরা কাবুল, কান্দাহার, হিরাট পরিত্যাগ সম্বন্ধে স্বহস্তে গ্রহণ করুন, নতুবা আবদুল রহমানকে ছাড়িয়া দিন, দাঁড়াদাঁড়ি করিলেই গোলযোগ ঘটিবে। আফগানেরা অসহ্য হইবে। ইহা ভাবী সংগ্রামের বীজভূত হইয়া থাকিবে। রায় ও কটের কথা লার্ড হার্টিংটন স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের তাহার পুনরুক্তি করা নিষ্ফল।

কাবুলের প্রস্তাবে এদেশ হইতে কি ব্যয় হইবে?

আমরা পূর্ব্বে বায়সংক্ষেপ-প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে গবর্ণর পদ রহিত করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিয়োজিত করিলে ঐ দুই বিভাগের রাজকার্য্য সম্বন্ধে সম্পাদিত হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যয়েরও সংক্ষেপ হইয়া আইসে। সম্প্রতি লার্ড ক্যাম্পরডাউন লার্ডদিগের সভায় এই প্রস্তাব করেন, মান্দ্রাজের গবর্ণরের এক কৌন্সিল সভা আছে, তাহা রহিত করা যায় কি না? লার্ড নর্থব্রুক তদুত্তরে কহিলেন, এ বিষয়টী বিবেচনার যোগ্য বটে। পূর্ব্বে লার্ড নর্থব্রুক গবর্ণর পদ রহিত করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

এখন যে প্রণালীতে ভারতবর্ষ শাসন আরম্ভ হইয়াছে, মহাসভার সহিত ভারতবর্ষের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে, মহাসভা ভারতবর্ষের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং তত্ত্ব করিয়া সকল বিষয়ের যে প্রকার সংবাদ লইতেছেন, তাহাতে আর ভারতবর্ষে গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল রাখিয়া ব্যয়বাহুল্য স্বীকারের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। এখন ষ্টেট সেক্রেটরী ও মহাসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষের সন্ধিবিগ্রহাদি গুরুতর বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্ব অবধারণ করেন। তাঁহারা গবর্ণর বা গবর্ণর জেনেরলদিগের মুখাপেক্ষা করেন না। গবর্ণর জেনেরলেরা এক্ষণে যেন সাক্ষী গোপাল হইয়া উঠিয়াছেন।

শুদ্ধিকে গুরুতর বিষয়ের কথা এই রেখ এদিকে প্রথার মঙ্গল চিন্তা, প্রজার হিতাবেষণ, প্রজার সুখে সুখ বা দুঃখে দুঃখ প্রদর্শন, শাসনকর্ত্তার যে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও এক্ষণকার গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরলদিগের প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যেন উদাসীন ও জড়পদার্থ।

এ প্রকার রাজপুরুষদিগের স্থলে বেতন ভোগী শিক্ষানবিস গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল না রাখিয়া বিলাত আসিতে যত ও দেশের বিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া দেশ শাসন করা হয়, তাহা বহুগুণে শ্রেয়স্কর হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতেছি, লার্ড হার্টিংটন আফগানস্থানের ভূতন বন্দোবস্ত ও তথা সংক্রান্ত ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণর পদ ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদ রহিত করিবার এই প্রকৃত অবসর। ঐ পদগুলি রহিত করিতে পারিলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়।

ঈশ্বর শব্দের যিনি যেরূপ অর্থ করুন, ঈশ্বরকে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া থাকি। বোধ হয়, অন্য অন্য ব্যক্তিও এই রূপ বুঝিয়া থাকেন। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাই যদি স্থির হয়, তাহাবিহারী বাবু সে বিষয় উপস্থিত করিবেন। তাহাতেই ঈশ্বরসিদ্ধি হইতেছে, এই সৃষ্টির যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাহা আমরা পূর্ণ পুরুষ বারে প্রমাণ করিয়াছি। অদ্য তাহা বিশদরূপে তাহাবিহারী বাবুর ও পাঠকগণের গোচর করিয়েছি। পাঠকগণ কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্য ধারণ

করুন। যে বিচার অবলম্বন করা হইয়াছে।

রাজবিহারী বাবুর প্রেরিত পত্র পরবর্ত্তী প্রকটিত হইল। পাঠকবর্গ তাহা দর্শন করিবেন। তিনি এক অনুমানে [illegible] উপস্থিত করিয়া প্রবর্শন করিতে [illegible] তিনি যে সমস্ত [illegible] তাহার স্থূল তাৎপর্য্য [illegible] তিনি বলেন যে, [illegible] শেষে তিনি [illegible] করিয়াছেন, [illegible] রাজবিহারী বাবুর পত্রের [illegible] করিয়া দেখিবেন। মহর্ষি [illegible] স্থাপন করিয়া করিয়াছেন, অনুমান [illegible] ইহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক হওয়া আবশ্যক নহে। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান এবং কার্য্যকারণ ভিন্ন লিঙ্গক অনুমান, [illegible] রাজবিহারী বাবু ভাবিয়াছেন, কার্য্য কারণ উভয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। তাঁহার ভ্রমের কারণ এই, কেহ কখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব এই জগৎরূপ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরের অনুমান করা কিরূপে সঙ্গত হয়? কিন্তু মহর্ষি স্থলে কারণ বলেন নাই। তিনি বলেন, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান স্থলে কারণ প্রত্যক্ষ হইলেই অনুমান হইয়া থাকে। ঈদৃশ কার্য্য হইতে কারণের অনুমান স্থলে কার্য্য প্রত্যক্ষ হইলেই কারণের অনুমানসিদ্ধি হয়। যেমন মেঘোন্নতি বিশেষ দর্শন করিয়া বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান হয় এস্থলে মেঘ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, বৃষ্টি। প্রত্যক্ষ হইতেছে না। দ্বিতীয়, মেঘোন্নতি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। এস্থলে কার্য্য যে মেঘোন্নতি, তাহা দেখিয়া বৃষ্টি যে হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুমান হইতেছে। নৈয়ায়িকেরা এই পদ্ধতিক্রমে কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অনুমান করিয়াছেন [illegible] কার্য্য দেখিয়া [illegible] কর্ত্তা কুম্ভকার ও তন্তুবায়াদির অনুমান [illegible] এই প্রকার কার্য্য দেখিয়া [illegible] অনুমান হইতে পারে না, তাহার কারণ কি? আমরা [illegible] ঘটের কর্ত্তা কুম্ভকার [illegible] দেখি নাই, যদি কেহ এই পদার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করে, সে পদার্থ [illegible] দেখিয়া ইহা যেমন কার্য্যকরণে [illegible] সেইরূপ এই পদার্থটি যে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাইলে [illegible] কর্ত্তা কুম্ভকার ও তন্তুবায়াদির অনুমান [illegible] সেই পদার্থরূপ কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের [illegible] অনুমান হইতে পারে না, তাহার কারণ কি? আমরা [illegible] কখন চক্ষে দেখি নাই, যদি কেহ এই পদার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করে, সে পদার্থ [illegible] তিনি যে সমস্ত [illegible] তাহার স্থূল তাৎপর্য্য [illegible] তিনি বলেন যে, [illegible] শেষে তিনি [illegible] করিয়াছেন, [illegible] রাজবিহারী বাবুর পত্রের [illegible] করিয়া দেখিবেন। মহর্ষি [illegible] স্থাপন করিয়া করিয়াছেন, অনুমান [illegible] ইহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক হওয়া আবশ্যক নহে। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান এবং কার্য্যকারণ ভিন্ন লিঙ্গক অনুমান, [illegible] রাজবিহারী বাবু ভাবিয়াছেন, কার্য্য কারণ উভয়ের প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হয় না। তাঁহার ভ্রমের কারণ এই, কেহ কখন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব এই জগৎরূপ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরের অনুমান করা কিরূপে সঙ্গত হয়? কিন্তু মহর্ষি স্থলে কারণ বলেন নাই। তিনি বলেন, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান স্থলে কারণ প্রত্যক্ষ হইলেই অনুমান হইয়া থাকে। ঈদৃশ কার্য্য হইতে কারণের অনুমান স্থলে কার্য্য প্রত্যক্ষ হইলেই কারণের অনুমানসিদ্ধি হয়। যেমন মেঘোন্নতি বিশেষ দর্শন করিয়া বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমান হয় এস্থলে মেঘ আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, বৃষ্টি। প্রত্যক্ষ হইতেছে না। দ্বিতীয়, মেঘোন্নতি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। এস্থলে কার্য্য যে মেঘোন্নতি, তাহা দেখিয়া বৃষ্টি যে হইয়া গিয়াছে, তাহার অনুমান হইতেছে। নৈয়ায়িকেরা এই পদ্ধতিক্রমে কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের অনুমান করিয়াছেন [illegible] কার্য্য দেখিয়া [illegible] কর্ত্তা কুম্ভকার ও তন্তুবায়াদির অনুমান [illegible] এই প্রকার কার্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের

ক্রমশঃ সংশ্লিষ্ট করে, আর অপসারণ শক্তি অনুসারে তাহারা পরস্পর ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে ইত্যাদি।

সে কি রাজবিহারী বাবু! তুমি না নাস্তিক পথের পথিক হইয়াছ? তুমি কোথায় ছিন্ন শ্যামল তরুরাজির ন্যায় ঘন ঘোর যুক্তিদ্বারা বর্ণন করিবে, তাহা না করিয়া পণ্ডিতের দোহাই! পণ্ডিতের দোহাই দিয়া যদি তোমাকে জয়ী হইতে হয়, তাহা হইলেও ত তুমি পরাস্ত হইতেছ। তুমি যেমন কতকগুলি পণ্ডিতের দোহাই দিয়া পরমাণুকে নিত্য বলিয়া ঈশ্বর নাই এই সিদ্ধান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ, তেমনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোক পণ্ডিতের দোহাই দিয়া ঈশ্বর আছেন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কত লোকে পণ্ডিতের দোহাই দিয়া ঈশ্বর আছেন, এই সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের মহামান্য আমাদপুরের সংবাদ দাতা গতবারের সোমপ্রকাশে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একশত চারি কোটি সাতাশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার সাত শত উনআশী ব্যক্তি ঈশ্বর স্বীকার করেন। রাজবিহারী বাবু যাহারা ঈশ্বর মানে না বলেন, তাহার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি মাত্র। পরমাণুর নিত্যতাবাদী এরূপ অনেক পণ্ডিত আছেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন। অতএব রাজবিহারী বাবু! তুমি পণ্ডিতের দোহাই দিয়াও জয়ী হইতে পারিলে না।

মহো বুদ্ধির কি বৈপরীত্য! কি বিড়ম্বনা! কি অন্ধতমসা; জন্য পদার্থ পরমাণু নিত্যতা স্বীকার করিব, তাহার সংযোগ বিয়োগের বিচিত্রশক্তি কল্পনা করিব তথাপি ঈশ্বর স্বীকার করিব না! অহহ! কি ভয়ানক! রাজবিহারী বাবু তুমি সকল ভাবে চিন্তা করিয়া বল দেখি জন্য পদার্থের পরমাণু নিত্য, ভিতে কি এ মতের আলো করা যায়? আমাদের শরীরকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করা হউক। শরীর পদার্থ কি? পরমাণুবাদিদিগের মতে অসংখ্য পার্থিব বৈতস ও জলীয় পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। যে পদার্থ নিত্য পদার্থের সমষ্টি, সে কিরূপে জন্য হইবে? তোমার মতে ঘরে পদার্থ জন্য ও অনিত্য নহে। এ মতটী বৈদান্তিক মতের ন্যায় প্রত্যক্ষ ও যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। বৈদান্তিকেরা বলেন, আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেছি, এ সমুদায়ই রজ্জুসর্পের ন্যায় ভ্রমময়। রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রূপ তেমনি এই জগতের ভ্রম জন্মিয়াছে। কি সর্বনেশে কথা! যে পদার্থগুলি আমাদের নয়নের আলো সদা জ্ঞান করিতেছে সেগুলি কিছু নয় ইহা বুঝিতে হইবে, ভিতে কি ইহার ধারণা করা যায়? তোমার পরমাণুবাদও সেইরূপ অযুত ও বুদ্ধির অগম্য; তুমি কল্পিতের পরমাণু নিত্য অবিকৃত পদার্থ। আমাদের শরীর সেই নিত্য অবিকৃত পদার্থের সমষ্টি। তুমি কল্পনার পরমাণুকে নিত্য ও অবিকৃত করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে সেই পরমাণুর সংহার করিয়া বিকার জন্মাইয়া দেওয়া যাইতেছে। তুমি জল পুষ্প পল্লব পত্র শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটী বৃক্ষ ছেদন কর, খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেল, তাহার পর সেই চূর্ণ একত্র করিয়া কি সেই পুষ্পপল্লব ফলপুষ্পাদিবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে পার? কেহ কি কোন বিনষ্ট জন্তুর অস্থি, অস্থল, উদ্ভিজ্জ, স্নেহ পদার্থ একত্র করিয়া পুনরায় সেই পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছে বা করিতে দেখিয়াছে? চূর্ণ বিচূর্ণকালে বিক্ষিপ্ত থাকিলে বায়ুবশে দূরদেশে নীত হইয়া যায়। তাহার আর পুনরায় সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা কি? আমি যদি বৃক্ষ জন্তু করিয়া এবং তাহার পরমাণুকে করিয় ফেলিলাম, তাহার নিত্যতা কোথায় রহিল? পরমাণু যদি নিত্য হইত, কখন নাশ প্রাপ্ত হইত না, তাহা অবিকৃত থাকিত। সেই পরমাণু পুঞ্জ, অনায়াসে পুনর্বার সেই বৃক্ষ গঠন করিতে পারা যাইত। রাজবিহারী বাবু দর্শনশাস্ত্রে কতিপয়ের জগতের নিদানে, কণিকা দেখিয়া অনেকে নিত্যতার অস্তিত্ব সিদ্ধ করেন, কিন্তু অতীন্দ্রিয় পদার্থ ইন্দ্রিয়ে আরঢ়ত্বন পায়। করিয়াছেন এই নিত্যানেত্রোন্মিলন স্বরূপ ঘটে"। রাজবিহারী বাবু তোমার অতীন্দ্রিয় পদার্থ তন্ত্রবিৎ আরঢ়ত্বন পরাস্ত করিয়াছেন, আমার দেবতা ভগবান বাস প্রমাণ করিয়াছেন এর ভিন্ন আর কিছু নিত্য নাই। এখন আমরা কার কথা প্রমাণ করি। প্রত্যক্ষ দেখে দেখিতে পাওয়া যায় আমাদের ধ্যানের কণা প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যে ঋষি স্বয়ং পরাপর পরিচয়াছেন, তাহার তপোবল পর্যালোচনা করিয়া এই বোধ হয়, কণাদের পর আর দ্বিতীয় বিপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হোন পদার্থই নিত্য নয়। প্রত্যক্ষ ও আমাই হইতেছে। কপিল ঋষির মতে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই আকার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের এই আকার করিতে সম্মানিত হইয়াছে। অদ্য প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, এই হেতু আমরা কপিল মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

বিবিধ সংবাদ

সম্প্রতি কলিকাতা কাউন্সিলের নিচারে সার লিট এইচ বলর্ডন হত্যাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ৯০ এ জুন উক্ত ব্যক্তি রাত্রে হইতে কলিকাতায় আপনার রক্ষা সামগ্রী আনিবার নিমিত্ত কয়েক জন কুলী ডাকাইয়া আনে, এবং প্রত্যেক কুলিকে দুই আনা মজুরী দিতে চায়, কিন্তু তাহারা তাহাতে সম্মত হয় না। বলবতীন তাহাদের ঝাঁকা আইনিয়া রাখে, উহার মধ্যে মনিকর্ণিকা নামে একজন বন্ধীর বয়স্ক ছিল, সে এবং আর একজন কুলী সাহেবের কাছে আপনাদের ঝাঁকা চাহিতে গেল। বিবি বলিল তোমাদের ঝাঁকা তোমরা লইয়া যাও; কিন্তু সাহেব ফেলা করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিল দেওয়ার সাহেব মনিকর্ণিকের গলা ও বাহি মারে, অমনি দারুণ আঘাত করিয়াছিল যে তাহাকেই তাহার মৃত্যু হয়। দুষ্ট সাক্ষিগণের বিশ্বাস করেন না। উহারা বলেন সাহেব তাহা কলিতে এক মনিকর্ণিকা ঘাত হইয়া যেমন পলাইতে, অমনি পড়িয়া যায়, তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। যেরূপ হউক সাক্ষীরা চক্ষুস্থ করুক আর বৃদ্ধ মনিকর্ণিকা বিচলন হইয়া পড়িয়া মরুক, কিন্তু এ মকদ্দমায় দুটী গুরুতর সমস্যা আছে। প্রথম, পঞ্চম জন্য ডিক্রে ও প্রহারজনিত ডিক্রে বড় বৈলক্ষণ্য হয়। উদ্ভিজ্জ যে যে বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় কি না? দ্বিতীয়, মনিকর্ণিকা মরণ অবস্থায় তার দেহ তাহাকে যে সকল কথা কহিয়াছিল, সাহেব তাহাকে দারুণ আঘাত করে। ডাক্তারেরা এই দুটী বিষয়ে কি উপায় করিবেন? যে যাহা বলিয়া পরে ঝাঁকা আইনিয়া রাখিতে পারে, সে যে ক্রোধবশে নিষ্ঠুর হস্তে সাহেবকে দারুণ প্রহার করিতে পারে না ইহা অসম্ভবিত নয়। অনেকে এই প্রকার অনেক কথা কহিতেছে। আমাদের সে সকল মাথা নাই।

[illegible] নিজ স্ত্রী ভাকার এক দাসীর উপর কুকর্ম করিয়া [illegible] তাহাকে [illegible] তাহাতে একজন ডাক্তারের [illegible] আসিতেছে। [illegible] ৫০ টাকা [illegible] দিতে [illegible] ১০০ টাকা দণ্ড হইয়াছে।

[illegible] ৫৯ [illegible] ৫০০ [illegible] ৫০০ টাকা [illegible] ৫০০ টাকা [illegible] ৫০০ টাকা

ঢাকা হইতে অনেক দিন অন্তর [illegible] একটি খানি সংক্ষিপ্ত [illegible] আমরা তাহাতে [illegible] অবতরণ করিলে [illegible]

হাইকোর্টের [illegible] সাহেব তাহার [illegible] আদালত হইতে চলিয়া যান। [illegible] সাহেব [illegible] আদালত করিয়াছেন [illegible] অসম্মত হইবার [illegible] প্রকাশ করিতেছেন। [illegible] ইঁহাকে আবার [illegible] অপমান করিয়াছেন [illegible] অসম্মত হইবার [illegible] প্রকাশ করিতেছেন।

[illegible] বাবু কেশবলাল [illegible] নামে [illegible] নিকটে [illegible] অভিযোগ করেন যে পাঁচ [illegible] প্রমানা হওয়াতে [illegible] ছয় মাস কারা বাস ও ৫০ টাকা অর্থ দণ্ড করেন। ডাক্তার সেরূপ দণ্ডের নিষ্পত্তি করিতে অধিকার হওয়াতে তিনি কারাবাসের কথা হ্রাস করিয়া ছয় মাস করেন। ইহা শুনিয়া ডাক্তার ও তাঁহার সহযোগী [illegible] ডাক্তার নিতান্ত [illegible] ডাক্তারের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible] বলেন, [illegible] উপর [illegible] ঈদৃশ করিয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ [illegible] বলিয়াছেন উহাদিগের [illegible] বিষাক্ত। উহাতে কখনও [illegible] ঘর্ষণ করিলে, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার [illegible] উহাদের জীবে [illegible] প্রকার [illegible] ছাড়া কিছু [illegible] উহা [illegible] ছাড়িয়া থাকে। [illegible] ছাড়িলে [illegible] ছাড়িতে [illegible] ঐ [illegible] ভাঙ্গিয়া [illegible] উহাদের আলোকে [illegible] ছাড়িয়া [illegible]

বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ বলেন, একদা এক [illegible] যুবক [illegible] ঔষধালয়ে পোষাক পরিধান করিয়া মস্তকে টুপি দিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। টুপিটী সাহেবী ধরণের ছিল। জষ্টিস মিচেল ওরেইলি সাহেব ঐ সময়ে বড় চটিয়া যান এবং যুবককে বলেন তুমি টুপি খুলিয়া লও অন্যথা এখান হইতে চলিয়া যাও। যুবক টুপি না খুলিয়া আদালত হইতে চলিয়া যান। জষ্টিস মিচেল ওরেইলি সাহেব অবশেষে বলিয়াছেন, দেশীয়েরা যদি সাহেবী চালে চলিতে চাহেন তবে তাঁহারা সাহেবদিগের রীতিনীতির অনুসরণ করুন, অন্যথা কিন্তুত কিমাকার সাজা ভাল দেখায় না। জজ সাহেব মিথ্যা কথা বলেন নাই। যুবকদলের অনেক অপরাধের সাহেব যাহা বড় সত্য।

বাঙ্গালার গত মেরামতের জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮০৩১০৫ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও উহা সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আরও ২৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুরের প্রার্থনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই টাকা যদি যথা নিয়মে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে এত টাকা বোধ হয় কখন ব্যয় হয় নাই। ঠিকাদার [illegible] প্রায়ই অধিকাংশ [illegible] হইয়া যায়।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৮১ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত আয় ব্যয় গৃহীত করণার্থ [illegible] উপস্থিত করা হইয়াছে। পাঠক দেখিবেন, যতই বর্ষে ভারতের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু [illegible] বিষয়টী হে অদূরদর্শী শাসনকর্ত্তৃ মহিমাদের [illegible] অজ্ঞানে যাহক এত বৃদ্ধি করাও ভাল [illegible] আয় বৃদ্ধি হইতেছে তাহাই [illegible] যাহাতে ব্যয় [illegible] দিন দিন বৃদ্ধি না হইতে পারে, তাহার উপায় [illegible] সে চেষ্টা না হইতেছে, এ দিন [illegible] ঋণ সঙ্কট দূর হওয়া ভারতীয় প্রজাগণের মঙ্গল নাই। আয় ব্যয়ের যেরূপ [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা এই—

আয়	ব্যয়
১৮৬৮-৬৯—৩৮৯১৫৬১০ টাকা	৩৬৮৫৭১৫৭৯০ টাকা
৬৯-৭০—৩৯১৫৮৭৯০ ,,	৩৯৫৯১০৭৪০ ,,
৭০-৭১—৩৯০৩৫৯০৭০ ,,	৩৭৪৫৯৯১৭০ ,,
৭১-৭২—৪০১০৭৬৯৯০ ,,	৩৮৪৮০৪৩২০ ,,
৭২-৭৩—৪০৯১৯৪৬০ ,,	৩৭৯৪৫৭৮২০ ,,
৭৩-৭৪—৩৮৫৮৮৭৮৭০ ,,	৪০৩৮১৫৪৭০ ,,
৭৪-৭৫—৪০৮১৫৫৩৭০ ,,	৩৮৩৬১৫৯০০ ,,
৭৫-৭৬—৪০০৯৬৯৫০ ,,	৩৭৬৫৩৩২০০ ,,
৭৬-৭৭—৩৭৭৯১৬৩০০ ,,	৩৯৯৮৪৩৮৮০ ,,
৭৭-৭৮—৩৮৬৫৮২৯৯০ ,,	৪১১৯৯৩৮৯০ ,,
৭৮-৭৯—৪৪৫৫৯৮০৬০ ,,	৪২৫৭৫৫৮০০ ,,
৭৯-৮০—৪৫৮১৯৯৭২০ ,,	৪৫৫১০৪০৭০ ,,
৮০-৮১—৪৪৫৮৬০০০০ ,,	৪৫৪৬৯০০০০ ,,

৬ ই সেপ্টেম্বর কাশ্মীরে একটী ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৫০ খানি গৃহ ভস্মসাৎ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডে নগরের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি রাজস্বের অবস্থা স্বচ্ছল নয় দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে আদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পূর্ত্তকার্য্যে যাহাতে একটীও পয়সা ব্যয়িত না হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি বলিয়াছেন, যাবৎ এই অর্থকৃচ্ছ্রতা বিদূরীত না হইতেছে তাবৎ পূর্ত্তকার্য্যের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে যে টাকা ব্যয় হইয়া থাকে তাহাও যেন খরচ করা না হয়। নূতন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি কিছুই হইবে না। কিন্তু বাপায় পুলের যে খরচ তাহা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বিলাতের ইষ্টমডলেন নামক স্থানে কাগজের ইট প্রস্তুত করিবার জন্য বৃহৎ একটী কারখানা খোলা হইয়াছে। এ ইট মৃত্তিকা নির্ম্মিত ইট অপেক্ষা হল্ক কষ্টের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমরা বিলম্বতরে অগ্রসর হইলাম, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দেখাদি গ্রামের অনধিক দ্বিসপ্ততিবর্ষ বয়স্কা কায়স্থ [illegible] একটী বিধবা বাস করিত। ইহার একটী অবিবাহিতা ভগ্নি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। বিধবা [illegible] অত্যন্ত সুখশী ছিলেন। একদা তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্না পীড়িত হয়। বিধবা তাহার চিকিৎসার্থ বর্দ্ধমানের এক কায়স্থ ডাক্তারের নিকট লইয়া যান। ডাক্তার নিজ বাটীতে রাখিয়া বালিকাটীর চিকিৎসা করেন কিন্তু বিশেষ হইলে বিধবাটী তাঁহার ভগ্নিকে লইয়া গৃহে গমন করেন। ডাক্তার ও তাঁহার বাটীতে গিয়া বালিকাটীকে দেখিয়া আসিতেন। বালিকাটীর পীড়া আরোগ্য হইলেও ডাক্তার সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সংবাদ লইতেন এবং অবসরক্রমে নিজেও যাইতেন। বিধবাও মধ্যে মধ্যে ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া তাঁহার মাতাকে মা বলিয়া তাঁহাদিগের গৃহের অনেক কাজ কর্ম্ম করিতেন। পরস্পরে দেশীয় রীত্যনুসারে পরস্পরকে যথাসাধ্য তত্ত্ব প্রভৃতি করিতেন। এরূপ হওয়াতে গ্রামের লোকে নানাপ্রকার কুকথা রটাইতে লাগিল। বাস্তবিক বিধবার মনে ডাক্তারের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু ডাক্তারের সেরূপ হয় নাই। ডাক্তার স্নেহবশতঃ পূর্ব্বের ন্যায় যাতায়াত করিতেন একথা বিধবা মনের আবেগ

সম্বরণ করিতে না পারিয়া ডাক্তারকে তাঁহাকে বিধবা-মতে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি লোকলজ্জা ও পত্নী-সত্ত্বে একার্য্য করিবেন না স্পষ্টই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বিধবাও সেই পর্য্যন্ত ডাক্তারকে আর কোন কথা বলেন নাই। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই ডাক্তারের স্ত্রীবিয়োগ হইল। ডাক্তার পুনরায় বিবাহ করিলেন এবং আন্তরিক স্নেহ নিবন্ধন অবসর ক্রমে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতেন। কিছু দিন পরে ডাক্তারের ২ য় স্ত্রীর মৃত্যু হইল ডাক্তার ও তাহার দুই দিন পরেই পীড়িত হইলেন। তাঁহার ও পীড়া ক্রমে কঠিন হইতে লাগিল। বিধবাও সংবাদ আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক দিন পীড়ার কিছু উপশম হওয়াতে বিধবা বাটী গমন করিল এবং পরদিন শুনিল বেলা ২ টার সময়ে ডাক্তারের মৃত্যু হইয়াছে। বিধবা তখন আলুলায়িত কেশে পাগলিনীর বেশে হাসিতে হাসিতে ডাক্তারের বাটীতে আসিল এবং ডাক্তারের মৃতদেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল বিধবার মৃত্যু হইয়াছে। অত্যন্ত হর্ষে ও অত্যন্ত বিষাদে মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে। বিধবা বরাবর ডাক্তারকে পতিরূপে মনে মনে ধ্যান করিয়া আসিতেছিল এই ঘটনা হওয়াতে তাঁহার হৃদয় দুঃখভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল, মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারাতেই বিধবা প্রাণত্যাগ করিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। রুশ সম্রাট লিভাডিয়ায় উপনীত হইয়াছেন, এইরূপ জনরব তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ চারকফ্‌সেলরোডের নিম্ন খনন করা হইয়াছিল।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। আফগানীয় ষ্টেট সেক্রেটরী জমলা হাউসে সংপ্রেরণ করিয়াছেন, আমি স্বীকার করি সেনাপতি রবর্টের পরাজয় অবমান জনক। কেবল লোকেরা স্থির করিয়াছেন, উহার নিমিত্ত দায়ী কে? তাহা জানিবেন।

জমলা সভা পার্লিয়ামেণ্ট আইনের যে সংশোধন করেন লর্ড সভা তাহা পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। পার্লিয়ামেণ্ট সভার এসেসনের কার্য্য বন্ধ হইবে। প্রাডেষ্টোন সাহেব স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে যান তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডে কোলোম্বাল রাখিবার প্রস্তাবের মত হইয়া গিয়াছে।

পার্নেল সাহেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডে অত্যাচার না হয় সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ যত্নবান হইবেন।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। শনিবার জমলা হাউসে তুরস্ক সম্বন্ধে যে সালাপ্রবার হয়, তাহাতে প্রধান মন্ত্রি এই কথা বলেন, তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রজাগণের প্রতি যদি ন্যায় কার্য্য না করেন, তাহা হইলে তুরস্কের স্বাধীনতা অধিকৃত থাকা কঠিন।

ফরষ্টার সাহেব লার্ডদিগের কার্য্যের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে অবলম্বাবিল লার্ডদিগের সভায় এই কথা বলেন, আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটরী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী তাঁহার নিজের মত, লার্ডদিগের মত নয়।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৫ ই সেপ্টেম্বর। ২২ হাজার রুশীয় সৈন্য গিয়োক্তেপী হইতে ৭ দিনের পথ দূরবর্ত্তী ডর্মা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৬ ই সেপ্টেম্বর। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষের দূতগণ সুলতানকে জানাইয়াছেন, মণ্টিনিগ্রোর বন্দোবস্তের বিষয়ে যে নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নয়। সমুদ্রে নৌবাহ প্রেরিত হইবে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৬ ই সেপ্টেম্বর। রুশ সম্রাট এখন লিভাডিয়ায় আছেন, তথায় যুদ্ধ বিষয়ক কর্ত্তব্য বিবেচনার্থ একটী সভা হইবে। সেনাপতি স্কবেলফ সেই স্থানে আহূত হইয়াছেন। বোধ হয় সেনাপতি মার্ভ টকোমানদিগের বক্তব্য বিশেষরূপ স্থির করিতেছেন।

লণ্ডন ৭ ই সেপ্টেম্বর। ষ্টীলনোর নামক জাহাজ কেপের নিকটে বিনষ্ট হইয়াছে, আরোহীদিগের সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বন্ধ হইল। লার্ড চাপেলডার ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছেন। তুরস্ক, আফগানস্থান, ভারতবর্ষের রাজস্ব, আফ্রিকার রাজ্য, শস্য সমৃদ্ধি, এবং আয়র্লণ্ডের প্রজার উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করা হয়।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটরী ষ্টর কর্ণ্য কমলা হাউসে করিয়াছেন আরব জাতিরা সম্প্রতি সুদিপা নামে ব্রিটিশ কনেল-ডাহাত আক্রমণ করাতে বাম্বাসের গবর্ণর আক্রমণিদের জন্য বিমানার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই সেপ্টেম্বর। আলবানিয়া ডলসিগনো প্রদেশ গবর্ণর পরিবর্ত্তনের সময় হইয়াছে।

বার্লিন ৭ ই সেপ্টেম্বর। অষ্টীয়ার বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রীর সহিত পিপ্স বিসমার্কের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তাহাতে অষ্ট্রীয়ার সহিত মৈত্রির বেড়ী দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। সিরাম নামক স্থানে কয় লাখ খনি ফাটিয়া ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়াছে। ১০০ ব্যক্তি সংবাদে খনিতে কাজ করিতেছিল। একণ অনুমান হইতে মধ্যে ১৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। খনির মধ্যে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল।

আগষ্ট মাসের বাণিজ্য বিষয়ক বর্ণনির রিপোর্টে জানা যায় ১৯,১২,৫০,০০০ টাকার সেবা বর্ণানি হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষের ঐ সময়ের রিপোর্টের সহিত মিলাইলে ১৭৫০০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আগষ্ট মাসে ৩০, ১৮,৭৫,০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের ঐ সময়ের রিপোর্টের সহিত মিলাইলে ২,৬৮, ৭৫০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible]

১৩ সেপ্টেম্বর। শ্রীযুক্ত প্রাইমার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এ, ষ্টাইন নিম্নলিখিতরূপে নিযুক্ত ও বদলি হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ গঙ্গুলি ছুটীতে যাওয়াতে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বৃষ্টিহার ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন।

হিজলীর প্রিবেন্টিভ সার্জেণ্টের বাবু পরমেশ্বর দাস বিচারে দোষীকৃত হইলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর। মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গুরুপ্রসন্ন সেন অস্থায়ী রিপোর্টের কার্য্য ভার লাভ করিলেন।

খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুর বদলি হইলেন।

বীরভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] সদরী মুন্সেফ বাবু [illegible] ডি, সি, এস, ডাক্তার কালেক্টরের কার্য্য ভার লাভ করিলেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর। [illegible] সাহেবের পদোন্নতি হওয়াতে বাবু কেদারনাথ মজুমদার পদবী হইলেন। ইনি বেহিয়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর হইলেন। [illegible] সাহেবের স্থানে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর, প্রাপ্ত হইবেন। [illegible] [illegible] ১১ [illegible] ৬৯ ২ [illegible] ৬ ঠাকুর হইলেন।

[illegible] [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহ এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজ।

মৎ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা ফৌজদারি বালাখানা ১৩৬ নং আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ে আমার নিকট প্রাপ্ত হইবেন।

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত এবং সংস্কৃত, মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য, ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সবিস্তারে লিখিত আছে।

মূল্য ৫৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ৷৷০

আর্য্য-গৃহ-চিকিৎসা।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ সমূহের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য ও সর্পাঘাত, বৃশ্চিকাদির দংশন, সন্দিগ্ধগরল, অগ্নিদাহ, শস্ত্রাঘাত প্রভৃতির প্রতিকারের প্রধান প্রধান উপায় ভারতবর্ষের স্থান সকলের জল বায়ু প্রভৃতির প্রকৃতি বঙ্গভাষায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাকমাশুল ৵০

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

অর্থাৎ সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।

১ম খণ্ড।

১৮৫ সুশ্রুতাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংকৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত। ইহাতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, ধাতুদ্রবের ধারণ মারণ, নাড়ী ও জিহ্বাদির পরীক্ষা, গন্ধ পঞ্চাশৎ চিত্র বর্ণন ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মূল্য ৪ টাকা ডাকমাশুল ৷৷০

আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান।

ইহাতে আয়ুর্ব্বেদ পঠনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদির নাম, লিঙ্গ, অর্থ একারাদিক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵০

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যয়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্ররোধ, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উহার আশু ফলকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ১ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া ঔষধের সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, যন্ত্রদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ৵ আনা।

চিকুরবিলাস

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার ঔষধোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, ঘুসঘুসি, কেশভঙ্গ, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অল্পতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাঁয়ে ব্যবহার করিলে কুঁচি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

[illegible]

এই মহৌষধ [illegible] করিলে পর, নিশ্চয়ই [illegible] মিত হয়। বথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, স্নায়ুর বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অঙ্গভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বাতব্যাধি রোগ সমূহ একবারেই বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সমূহ পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সারদার রঞ্জনদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "
বাবু অম্বিকাচরণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু নৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং রমেশচন্দ্রনাথ দে জুনিয়ার মাস্টার।
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।
" " শিবশেখরেশ্বর ভট্টাচার্য্য বারিষ্টার
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মিউনিসিপাল আফিসের একটী পশ্চিম ১৩০ নং বাটী।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ শূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৫০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে রক্ত-পূয়, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, কৃমি, আল্‌গা হওয়া

ও রক্ত পড়া এবং হাতের ঘাম প্রভৃতি মুখরোগ অমনি সেরে যায়। মূল্য

সরা ১ টাকা।

ঐ আরোগ্যপ্রাপ্ত

বন্ধুর নিকট হইতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট নং ৯ মহেশচন্দ্র দাসের ষ্টেট চিকিৎসালয়ে পাওয়া।

প্রয়োজন

আমরা ডিষ্ট্রিক্ট সেসনের জমিদারী নিমিত্ত, কার্পেট ... সেরেস্তার ... তিন ... মাসিক বেতন ৭০ টাকা। ... ৩৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দিতে ... আবেদন করিতে হইবে। ... হইবে।

বি, এন, চক্রবর্ত্তী
এণ্ড কোং
১৮৮। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার
পাবনা।

বি, এন, দাসের গনোরিয়ার নিকশ্চর

ইহা খাইতে সুন্দর, খাইলে সর্ব্বশরীরে বেশ বেশ প্রসন্ন ভাব সর্ব্বদাই দিবে, মাত্রেয়ার কখন এবং আর কখন হইবে না। ইহা খাইলে সাধু সংসারীর পক্ষে আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ... ডাক মাসুল ... ২, ছোট ১।।

৮৮ নং হারিসন রোড কলিকাতা।

শক্তিবর্দ্ধক ... মূল্য ১৮০ টাকা। ... ঔষধ ... ব্যবহার করিয়া ... ফল ... করিবেন, ... ঔষধ ... বিশেষ উপকারী বলিয়া ... ঔষধ ... কলিকাতা ... নিকট পাওয়া যায়।

... ঔষধালয় হইতে ... আমাদের ... ঔষধালয় ... ঔষধ ... টাকার কাছে ... অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানা প্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহেশের আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিলাসচন্দ্র মণ্ডল
ময়মনসিংহ।

যিনি এক বিন্দু অন্য লোকে চীৎকার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এবং দৃষ্টি হস্তদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক অবগত হইয়া দুই মাসে আরোগ্যলাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
সাং নীলাম্বর।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সকলপ্রকার জ্বর নিবারণ হয়। ৪১ দিনের ... ঔষধের মূল্য ৫ টাকা। ২১ দিনের ... ও ৭ দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ডাক বেয়ারিং পাঠান যাইবে।

এখানে ... ঔষধ ... পাইবেন ... ঠিকানা ...

কালীপ্রসাদ চুবে
বি বরদোপরা বেনারস

শারীরবিধান ১ম ও ২য়ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মনিঅর্ডার প্রাপ্ত।

আমরা ... সাদরে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এখানকে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ... খাড়াদোল ১৮
শ্রীযুক্ত ... বাবাধন সিংহ ...
কুচিয়াকোল ১৮
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপদ মিশ্র—মহেশপুরবো ...
" " ... মুখোপাধ্যায়
মহাবগড় ৭
" " বলরামদাস সেন—পাঁচসিকা ১৮
" " মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রামমহল ৪
" " উপেন্দ্রনাথ রায়—গোচড়া ৭
শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার চৌধুরী—বাজইপুর ৭
" " গিরিশচন্দ্র সরকার—ময়মনসিংহ ৪
" " অক্ষয়কুমার চৌধুরী—দেশোয়ালি ৭
" " গোবিন্দচন্দ্র রায়চৌধুরী
ময়মনসিংহ ১৮
" " প্যারিমোহন বসু—রঙ্গপুর ১৮
" " রজনীকান্ত বল—পাংসা ৭
" " লালমোহন বসু—পাটীলপুর ৭
" " কেশবনাথ গুপ্ত—ঈশাণী ৫
" " আনন্দমোহন দাস—দাউদকান্দি ৭
" " হরিচরণ দাস—মেহেরপুর ৭
" " রাধানাথ সিংহ—বালেশ্বর ৭
" " কালীনাথ মিত্র—মেদনীপুর ...

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বত্বাপন্ন ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৷৷ টাকা। অসমস্বত্বাপন্ন ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমস্বত্বাপন্ন সম্বন্ধে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইবেন, ... হারাইবার ... সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অগ্রিম মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গ্রাহক হইবেন। মূল্য নিঃশেষিত হইবার ... সোমপ্রকাশ ... অধিকৃত হইয়া যাইবে ... দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মফস্বলে না গিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই সংবাদ ... জানা যাইবে না।

এই সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার ... থাকে প্রথম, তিন বার পর্য্যন্ত প্রতি পর্য্যায় ৵৹ দুই আনা ... পর ৵৹ এক আনা দিতে হইবে।

... এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ... প্রকাশিত হয়। ... শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ২৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ৫ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ২০ এ সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৲, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্রাদি সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শীতানাথ দত্ত ৬ ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয় সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

চম্পাই নগর
ও
চম্পাইনালা

ভাগলপুর বিভাগে দুইটী চম্পাই নগর আছে। একটী পূর্ণিয়ার ৭ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। তাহা নীলানন্দ মিশ্র নামক জনৈক ধনিত্ব ব্রাহ্মণের বসতি বাস করিয়া থাকেন। অপরটী ভাগলপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে স্থিত। উহার সাধারণ নাম চম্পাই নগর বা চাম্পানালা। আজ আমরা এই চম্পাই নগর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

চম্পাই নগর একটী প্রাচীন নগর। কতদিন হইল কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই নগরীর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অনুমান হয় মহারাজ কর্ণ ইহার স্থাপয়িতা। কারণ কর্ণপুরী এষ্টেটের ভিতর এখানে ইংরাজদিগের যে এক গড় ছিল, সেই গড় মহারাজ কর্ণের। তাহার ভিতরে মৃত্তিকা মধ্যে অনেক প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গড় হইতে গঙ্গার স্নান করিবার জন্য তিনি যে ঘাট প্রস্তুত করেন, তাহারও অনেক চিহ্ন আছে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজ কোম্পানির পশ্চিমে সুলতানগঞ্জের ষ্টেসনের নিকট তাঁহার আরও একটী বৃহৎ গড় ছিল। সে গড়ের অনেক চিহ্ন আছে। যখন রেলওয়ে ষ্টেসন নির্ম্মিত হয়, তখন ঐ স্থান খনন করায় স্থানে স্থানে অনেক প্রাচীন ও বহু মূল্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। সুলতান এই স্থানের নামের অর্থ আছে। মহারাজ কর্ণ ঐ স্থানে গঙ্গা গর্ভে একটী বাসের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ঐ শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কয়েক জন গুরুকে প্রতি দিন তাঁহাকে বসিয়া পূজা করিয়া থাকে। তিনি বড় জাগ্রত শিব। তাঁহার জন্য কে বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। এই মন্দির পূর্ব্বকালে দেখিতে কি মনোহর ছিল, তাহা এখনও সলিলা ভাগীরথী যখন কল কল শব্দে পশ্চিম হইতে যাইতেন, তখন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হত যেন কোন ভগবদ্ভাবুক প্রশান্তমূর্ত্তি পুরুষ অবস্থিত হইয়া গঙ্গাদেবীর গুণগ্রাম উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ষা বারুণী দেখিবার জন্য অনেক সময়ে অনেক সন্ন্যাসী ও ভদ্র ব্যক্তি বহুদূর হইতে এখানে আসিয়া থাকেন।

বহুকাল পরে চাঁদ সদাগর এখানে বাস করিতেন। তিনি গন্ধ বণিক্ ছিলেন। জলপথে বাণিজ্যই তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় ছিল। তাঁহার ৭ টী সন্তান। কনিষ্ঠ সন্তানের নাম নকিন্দার। এই নকিন্দার সম্বন্ধে এদেশে যে গল্প প্রসিদ্ধ আছে, তাহার আর এস্থানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কুল দোষে সেই অট্টালিকার নকিন্দার সর্পদংশনে প্রাণ ত্যাগ করিলে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী বেহুলা সুন্দরী দেখিলেন, পতিহীন হইয়া জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয়। তিনি সংসারে বীতস্পৃহ

হইয়া, পশ্চিম পারপল্ল গ্রামের ধার দিয়া একটী ক্ষীণ ধারায় (ভেলা) আসিয়া পুষ্কর কামুই বা ভেলা নদী দিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছেন। পরে ক্রমশঃ আরও চারি খান গ্রাম অতিক্রম করিয়া মুরারইয়ের নিকট পশ্চিমাভিমুখ হইতে বেতনা নদীর উপস্থিত হন। এখানে ঐ নদীর পূর্ব্বে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে [illegible] নামানুসারে বেতনা নদী নাম হইয়াছে।

[illegible] নদী বাহিয়া নদী হইতে নির্গত হইয়া, [illegible] কোণার কতিপয় গ্রাম বেষ্টন [illegible] মুরারইয়ের পশ্চিমে বৃদ্ধী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর বর্ত্তমান চিহ্ন সকল [illegible] বোধ হয়, পূর্ব্বে ইহা বিলক্ষণ বেগবতী ছিল। এক্ষণে অনেক স্থল মজিয়া বা বুজিয়া [illegible]। সর্ব্বত্রই নদীগর্ভের সমতা হইলে বেতনা [illegible] গ্রামে বাঁধা ও ঘাট নদী তৎপরে ভাগীরথীতে [illegible] উপরি মুখ পর্য্যন্ত লইয়া নানাস্থান অতিক্রম [illegible] কিছুদূর গিয়াই উপস্থিত হন। সেখানে [illegible] সোপানের আগার কিছু দিন অবস্থিতি [illegible]। বিবেণী ও বাঁশবেড়ার ঘাটগুলে [illegible] গ্রন্থের ও অন্যান্য গ্রন্থের ভগ্নাবশেষ [illegible] অদ্যাপি এই অঞ্চলের লোকেরা নেতো [illegible] কাপড়ের ধারণ করিবার পাথর বলিয়া থাকে। [illegible] লইয়া স্নান কালে বেহুলা সর্প অনেক [illegible] সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই [illegible] কাপড়ের জন্য অন্যান্য বিতাড়িত [illegible]। মনসা দেবী পরিশেষে তাঁহাকে যে [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন, তখন এক একটী মন [illegible] থাকা আছে। কথায় নারিকেল ভাঙ্গা ও [illegible] পড়ুনি স্নানের অগ্রে ঘুনি পেরান। [illegible] পড়িবরের এই সকল স্থানে নয় পক্ষ [illegible] স্নান করিয়া মাল বৈমাদিগের [illegible] করিয়া থাকে। [illegible]

[illegible] ঘটা এই স্থলে পতির জন্য নানাস্থানে [illegible] রন্ধন করিয়া বিবেণীতে নেতো ধোপা [illegible] তাহাদিগের জলায় মৃত পতিকে [illegible] করিয়া মহানন্দে গঙ্গা জলে ভাসাইয়া [illegible] সংক্রান্তিতে মনসার

[illegible]

পূজা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি বঙ্গদেশে ও এতদঞ্চলে মনসার পূজা প্রচলিত হইয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিবাদ।

বিগত ১৫ ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "শ্রী" স্বাক্ষরিত পত্রখানিতে একটী মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম কোন না কোন হিন্দুসন্তানধারণী সে পত্রখানির প্রতিবাদ করিবেন; কিন্তু দেখিলাম তাঁহারা এক্ষণে ঘোরনিদ্রাবস্থায় আছেন, তাঁহাদের বুকের উপর দিয়া গাড়ি ঘোড়া চলিয়া গেলেও বোধ হয় তাঁহাদের চৈতন্য হয় না। আমাকে সেই জন্য বাধ্য হইয়া "শ্রীর" পত্রের প্রতিবাদ করিতে হইল। তিনি লিখিয়াছেন "এতদ্দেশের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাদি এক কালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল সন্ধ্যাশতধা ব্রাহ্মণবিধবারা একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, তাহাও মূর্খ পঞ্জিকাকারদিগের গণনার দোষে লোপ হইবার আকার হইয়াছে।" "কেবল সন্ধ্যাশতধা ব্রাহ্মণবিধবারা" এই লেখকের মিথ্যা কথা, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি কেবল ব্রাহ্মণবিধবা নহে কিন্তু অন্যান্য জাতির হিন্দুবিধবারাও একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন। (১)

মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে মিথ্যা কথা লেখা হয় অথচ তাহার প্রতিবাদ হয় না বলিয়া অনেকেরই বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের উপর অবিশ্বাস। এরূপ অযথা প্রচার দ্বারা আর একটী গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। মনে কর, একজন ইংরাজ বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকলের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশে "শ্রীর" পত্র খানি পাঠ করিলেন অথচ তাহার কোন প্রতিবাদ দেখিলেন না সুতরাং তিনি উক্ত পত্র খানির লিখিত বিষয়ের সত্যতাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার মধ্যে লিখিয়া দিলেন যে, "ভারতবর্ষের কেবল ব্রাহ্মণবিধবারাই একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন, অন্যান্য জাতির বিধবারা একাদশীর দিনে ডাউল ভাত মাছ মাংস খাইয়া থাকেন।" ইহাতে তাঁহার দোষ কি? দোষ পত্রপ্রেরক "শ্রীর" সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের এবং মৃতপ্রায় অযাচ্য হিন্দুদিগের। যে কথায় কোন সন্দেহ থাকে, আমাদের বিবেচনায় তাহা পত্রস্থ না করাই সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য; অন্যান্য কারণে তাহা পত্রস্থ করা যদি আবশ্যকই হয় তবে সেই সঙ্গে সেই বিষয়ের যথার্থ্য সম্বন্ধে সম্পাদকদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও প্রকাশ করা উচিত।

যমুনিয়া
৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

বশম্বদ
শ্রীজগবতীচরণ দে।

(১) সাহেবগো এ লেখাটীও উঠে হইলেন ইহার বিশেষ বিবরণ আপনাকে। স।

ঈশ্বর ও ব্রাহ্মযোগ

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এই মাত্র আপনার ১৩ ই সেপ্টেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশ হস্তগত হইল। আমি বিগত ১৩ ই আগষ্টের সোমপ্রকাশে ঈশ্বর ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের মূলের মর্ম্ম বঙ্গের শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন রায়ের মত খণ্ডন করিবার জন্য ৮।১০ খানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদ হইতে যে সমস্ত অতি গম্ভীর শ্রুতিগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা এক প্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে আর্য্যঋষিদের নিকট "ব্রহ্ম ও ঈশ্বর" পৃথগভাবাত্মক ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু নিরালম্ব উপনিষদ হইতে একটী মাত্র শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন যে আর্ষশাস্ত্রে ঐরূপ ভিন্নভাবাত্মক বচন প্রমাণ আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আর দ্বিতীয় শ্লোক তুলিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কেন, কঠ ইত্যাদি দশ খানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদের ভাষ্য করিয়াগিয়াছেন ও রাজা রামমোহন রায় ঐ কয়েকখানি উপনিষদের বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরালম্ব উপনিষদ শঙ্করাচার্য্য স্পর্শ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন আরো অনেক উপনিষদ আছে, সে সকলের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু ১৩ সেপ্টেম্বরের সোমপ্রকাশে আমার প্রথম পত্র খানির প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছেন। আমরা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (যাহা সাংখ্য মতাবলম্বী পণ্ডিত বিশেষের প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়াছে) হইতে "ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে উক্ত উপনিষদানুসারে ব্রহ্মকে "বিশ্বসৈকঃ পরিবেষ্টিতারমীশং" অর্থাৎ তাঁহাকে একমাত্র বিশ্বসংসারের পরিবেষ্টিতা ঈশ্বররূপ অখ্যাত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রতিবাদ পত্রে ইহার ভ্রূক্ষেপও আদৌ যান নাই।

দ্বিতীয়তঃ বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও প্রমাণীকৃত করা হইয়াছিল যে আরণ্যক যোগীদিগের বরণীয় "ঈশ্বর" শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত মায়াহত "ঈশ্বর" ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু প্রসঙ্গ ক্রমে এ শ্লোকটীতে "পঞ্চমী" কি "সপ্তমী" আদি মারপেঁচ দিয়াও যদি একটী

অর্থ করিয়া দিতেন তাহা হইলেও আমরা শিক্ষা করিতে পারিতাম।

" সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।

প্রধানক্ষেত্রপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষ স্থিতি বন্ধহেতুঃ।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। ৬ অ। ১৬।

অর্থাৎ তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্ কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্বগুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু। এখানে ব্রহ্মকে বিশ্বকর্ত্তা, গুণবান্ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পূজা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কি কিছু " আর্ষ প্রয়োগ " আছে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবুদের আর্য্যসভায় ও অন্যান্য হরিসভায় যে মহা স্তোত্রটী প্রতি সপ্তাহে সমাদরে পঠিত হয়, সেই স্তোত্রটীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, দেখুন এখানে কোন ব্যাকরণের নিয়ম বিরুদ্ধ " আর্ষ প্রয়োগ " হইয়াছে কি না।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়।
" ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।"

অর্থাৎ। তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও বিধাশূন্য।

এখানে ব্রহ্মকেই সুস্পষ্টরূপ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ও জগতের কারণ স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এটীও কি " আর্ষ প্রয়োগ " দোষে দূষিত?

" তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং " (শ্রুতি)

অর্থাৎ। " তম্ " " ঈশ্বরাণাং " প্রভূনাং, " পরমং মহেশ্বরং " " তং " " দেবতানাং " দ্যোতনাত্মকানাং " পরমং চ দৈবতং " " পতিং " " পতীনাং " প্রজাপতীনাং, " পরস্তাৎ " " পরতঃ " " বিদাম " " দেবং " দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং " ভুবনেশং " ভুবনানামীশং " ঈড্যং " স্তুত্যং। এখানে ঈশ্বর শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এটীও কি " আর্ষপ্রয়োগ? "

আমি প্রথম পত্রে লিখিয়াছিলাম, যে " শ্রীকৃষ্ণ বাবু বলেন " সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে যিনি অনাশক্ত তিনিই ঈশ্বর " এবং তৎপরেই লেখেন যে " ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর নামে " অভিহিত " এই দুইপদ দুই বিরুদ্ধ লেখায় তিনি কোন উত্তর দেন নাই কেন বুঝিতে পারিলাম না। ইহাও কি " আর্ষপ্রয়োগ " মধ্যে গণনা করিতে হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ বাবু " ওমিতি ব্রহ্ম " শ্রুতির চমৎকার অর্থ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবু একখানি উপনিষদের ভাষা প্রস্তুত করুন।

ঔপনিষদিক আর্য্যেরা " ওমিতি ব্রহ্ম " সর্ব্বোঽয়ৈ দেবাবলিমাহরন্তি " ইত্যাদির যে সরল অর্থ করেন তাহা পাঠকগণ অবলোকন করুন।

" ওম্ ইতি ব্রহ্ম " ওঙ্কারোহি ব্রহ্ম প্রতিপ্রণেতাহ মাহাত্মমম। " অয়ৈ " ব্রহ্মণে " মহে " " দেবা. " " বলি " পূজাম্ " আহরন্তি।"

আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ বাবু " ওঙ্কারো বিন্দুসংযুক্তো " বলিতেছেন ওঁহারদের প্রতিপাদ্য যে ঈশ্বরের বিরাজমানতা যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করে, তাহাই ব্রহ্ম। তাই বলি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্যাপার একখানি নবীন স্বতন্ত্র টীকা চাই।

পরন্তু ঐ শব্দটির অব্যবহিত পরেই ধ্যানস্তিমিত মনীষীগণ আশ্চর্য্য পুলকে পুরিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন।

" ওঁকারবৈণবায়তনেনাপ্রতিবিধান, সর্ব্বকারণকারণমুপলম্ভতঃ সরূপ " অর্থাৎ। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অনন্ত, নির্দ্দিশ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এর উপর কথা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বাবু করিম গঞ্জ হইতে " ইত্যাদি প্রতির অর্থান্তর করণার্থ পত্রে লিখিয়াছেন, যে ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হয় নাই। আমি কখন বলি নাই ইহার অর্থ এই যে, অগ্নির উৎপত্তি করিয়া শক্তিকে উহা দগ্ধ করিল। অগ্নি বলিলেই দাহিকা শক্তি উহা থাকিবে বুঝিতে হইবে " ইহার অর্থ করিতাম না। তাই যেমনি ব্রহ্ম বলিলেই আপনার পরিকল্পিত ঈশ্বর, মায়া প্রকৃতি, চৈতন্য ও পুরুষাদি সমস্তই শব্দার্থবলে কেন ঐ সঙ্গে সঙ্গে উহা থাকুক না? শক্তিমান্ পদার্থ হইতে শক্তি প্রভেদ নাই, তাহাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে অনেক স্থলে অভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন যথা।

" যথাগ্নৌ চ যথা শক্তি র্যথাম্ভৌ দ্রাবিকা সদা "।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অর্থাৎ। অগ্নিতে যে প্রকার দাহিকাশক্তি জীবাত্মার সেই প্রকার প্রকৃত (পরমাত্মার) শক্তি অভিন্ন ভাবে আছে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছার আদর্শ ধরিয়া মসিতে গিয়া মহা গোলযোগ করিয়াছেন। আর্য্যশাস্ত্র শিবপুরাণ হইতে তাঁহার জন্য একটী উপদেশ তুলিয়া দিলাম।

" কিয়ৎকালে গতে তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত।"

অর্থাৎ কিয়ৎকাল গত হইলে তাঁহার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল সেই মূল কারণ ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়!!

শ্রীকৃষ্ণ বাবু এখন দেখুন, পূর্ব্বতন আর্য্যেরা " প্রকৃতি " শব্দের কি চমৎকার অর্থ করিয়া গিয়াছেন। আপনি কেন, এই আর্য্যগণ-চিহ্ন অঙ্গুলি করুন না? দোহাই আপনার!

মায়া মুক্ত না বদ্ধ? মিত্যা না অনিত্য? ইত্যাদি যে সমস্ত প্রশ্ন পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণ বাবু পত্রোত্তরে তাহার নিষ্পত্তি যান নাই। কিন্তু এই মায়া সম্বন্ধে ভাগবতে যে একটী সুন্দর মন্ত্র একটীন হইয়াছে তাহা এই স্থানে বিবৃত হইল।

" সাবা এতস্য সদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা
মায়ানাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভূঃ। (ভাগবত ২।)

অর্থাৎ। এই ঈক্ষণ কর্ত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তি, তাহার নাম মায়া, যে মায়া দ্বারা তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

শিবপুরাণোক্ত শ্লোকদ্বারা দেখান হইল যে " সেই মূলকারণ ব্রহ্ম ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হইয়াছে এবং শেষোক্ত শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত হইল, সেই ইচ্ছা তাঁহার সদসদাত্মিকা শক্তিমান এবং ঐ শক্তির অপর নাম মায়া। তাহা হলে মায়া " ইচ্ছা " ও " প্রকৃতি " একার্থ বোধক হইল কি না মহাশয় বিচার করুন।

আমার শেষ পত্রের শেষ শ্লোকটী উপলক্ষ করিয়া আমাকে নানা অযথা অনাবশ্যক বিদ্রূপ করিয়াছেন, তিনি " আর্য্য সভায় " সম্পাদক, তামাসা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে আর্য্য শাস্ত্র কাহারও এক চেটিয়া নহে, ইহাতে তাঁহার ন্যায় আমার সমান অধিকার আছে। আমার বিদ্রূপ শ্লোক ব্যাখ্যার মধ্যে তিনটী পদ বিদ্রূপ " মহাত্মা " অর্থে " ঈশ্বর " অর্থে " প্রকৃতি " ও " পুরুষ " অর্থে [illegible] শিব চৈতন্য হওয়ায়, তাঁহাকে [illegible]

প্রমাণ কি? তাঁর প্রশ্নোক্তির কোন উত্তর না দিয়া কেবল পাঠকদিগের বিদিতার্থে এ সম্বন্ধে একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি।
ঋগ্বেদ সংহিতা। ১০ মণ্ডল। পুরুষ সূক্ত।

উপসংহার কালে একটী বক্তব্য এই শ্রীকৃষ্ণ বাবু সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদের মীমাংসা করিতে গিয়া মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার জানা উচিত মায়াবাদ সাংখ্যাচার্য্যদের আদৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণবাবুর বিবক্ষা এই যে "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং (শ্রুতি) ব্রহ্ম গুণাতীত। এই জন্য তিনি উপাস্য হইতে পারেন না, একারণ খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ভুক্তদের ন্যায় একটী মনুষ্য স্বতন্ত্র "ঈশ্বর" কল্পনা করিয়াছেন। এই মতান্তরতা আমরা ঘৃণা করি। হিন্দু আর্য্য শাস্ত্র ব্রহ্মকে যেমন নিরবলম্বরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন এমন অন্যত্র দেখা যায় না, এইজন্য খ্রীষ্টসম্প্রদায়াপেক্ষা "হিন্দু ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বাবু কি এই শ্রেষ্ঠত্ব লোপ করিতে চান? তাঁহার জানা উচিত যে ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশ, শিবির পুত্র সদাকাম, সুর্য্যের পুত্র গার্গ্য, অশ্বলের পুত্র কোসল্য, চিত্র পুত্র বৈরূপি, ও কাত্যের পুত্র জনঘী প্রভৃতি বহুল ঋষিগণ স্বগুণ ব্রহ্মোপাসক ও তরিষ্ঠ ছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রশ্নোপনিষদাদিতে আছে।

অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে কি না, তৎ সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে কি চমৎকার শক্তি গাথা গীত হইয়াছিল।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

অর্থাৎ লোকে মনের দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পার্থিব পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে

শ্রীগোরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। এইনিমিত্তের পত্রপ্রেরক এবারে যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমাদের চিত্তকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া তুলিল। তিনি লিখিয়াছেন "তাঁহার (ঈশ্বরের) কৃপায় পৃথিবীতে আসিয়াছি"। তিনি পাপের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন "পত্রপ্রেরক ঈশ্বরের কি কার্য্যে আসিয়াছেন, আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ভাঙ্গা ঘর তুলিয়া দিবার নিমিত্তই কি আসিয়াছেন? পত্রখানি এইরূপ অসার যুক্তিতে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রকাশিত হইল না।

ময়মনসিংহের হরসুন্দরী দেবী বিনা মূল্যে রামায়ণ বিতরণ করিবেন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রচার করাতে ৬ই ব্যক্তি ডাক মাশুল স্বরূপ ৩৷৷ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহারা ৮ ম খণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। তৎপরে আর পান নাই আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। একজন পত্রপ্রেরক এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন, হরসুন্দরী দেবী "যদি রামায়ণ বিতরণে অসমর্থা হয়েন তবে যে সকল গ্রাহক অগ্রিম ডাক মাশুল দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্রী টাকা ফেরৎ দেওয়া উচিত" কি আশ্চর্য্য! পত্রপ্রেরক স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন রামায়ণের ৮ ম খণ্ড পাইয়াছেন তাহাতেও কি তাহার ৩৷৷ আদায় হয় নাই।

সোমপ্রকাশ

৫ ই আশ্বিন সোমবার।

ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর মূলসূত্র।

শীর্ষোল্লিখিত বাক্যটী পাঠ করিলেই অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। ইংরাজদিগের রাজশাসন প্রণালী দর্শন করিলেই হঠাৎ বোধ হইবে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধ নাই। কেহ যে ইচ্ছামত কোন প্রকার অন্যায় বা অত্যাচারের কার্য্য করিবে সে সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর প্রকৃতও স্বরূপ দর্শন করিলে কোনরূপে একপ বোধ হয় না যে ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতার নাম গন্ধ আছে। দেখ, প্রথমে রাজী, তাহার পর মন্ত্রি সভা, তাহার পর লর্ডদিগের সভা, তাহার পর সাধারণের সভা। উপর হইতে দেখিবে সৌর জগতের ন্যায় পরস্পরকে এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যেন কেহ কাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করেন না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অধীন প্রদেশ গুলি এই অদ্ভুত শাসন-প্রণালীর পরাধীন। সে সে স্থানে ও যেন কিছুমাত্র স্বেচ্ছাচারিতা নাই অথবা স্বেচ্ছাচারিতা হইবার যো নাই। কিন্তু ফল ইহার বৈপরীত্যের পরিচায়ক। গত মন্ত্রিসভা ও বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ও অধীনস্থ প্রদেশ সকলের গত শাসনকর্ত্তা ও বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীমধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা মূর্ত্তিমতি হইয়া যেন বিরাজ করিতেছে। কার্য্য দেখিলে বোধ হয় মুসলমান রাজাদিগের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ছিল কি না সন্দেহ। পাঠক এমন বিবেচনা করিবেন না মুসলমান রাজারা মূর্খতা নিবন্ধন যে সকল অসভ্যজনোচিত কাজ করিয়াছে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদিগের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ প্রকার সভ্যতা লুণ্ঠন ও পরদার হরণাদি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ যে যে স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য করিয়াছেন তাহা সভ্য জাতি, অর্দ্ধ সভ্য জাতি, অধিক কি জঙ্গলী জুলু জাতির ও হৃদয়াগারে ও শরীরের শিরায় শিরায় বিদ্ধ হইয়া আছে। অতএব তাহার উল্লেখ করা বিফল। এখন আমাদের প্রশ্ন এই, স্বেচ্ছাচারপ্রসূত যে সকল অন্যায় ও অত্যাচার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার নিবারণের উপায় কি? লার্ড বিকন্সফিল্ড স্বাধিপত্যকালে যা মনে করিলেন তাই করিলেন। তিনি লার্ড-সভাকেও অগ্রাহ্য করিলেন। কমন্স সভাকেও তৃণজ্ঞান করিলেন। তিনি অন্যায় কার্য্য করিতেছেন যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন তাঁহারা তাঁহার হস্তরোধ করিতে পারিলেন না। বহু ব্যক্তির মতে কার্য্য সম্পাদিত হয়। লার্ড বিকন্সফিল্ড কতকগুলি লোককে হস্তগত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার মতে মত দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা প্রতিবাদার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। রোমেও এক সময়ে ঠিক এইরূপ কার্য্য হইয়াছিল। এখন সদাশয় ব্যক্তিরা মন্ত্রিসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন যদি কোন বিশেষ ইষ্ট না হয় তথাপি ইহাদের হইতে অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইঁহাদের পর যদি লার্ড বিকন্সফিল্ডের দলের ন্যায় উদ্ধত দল আসিয়া মন্ত্রি-সভা-ভুক্ত হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাভিনীত কাণ্ডের যে অভিনয় হইবে না তাহার প্রমাণ কি?

অতএব আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীকে স্বজাতীয় উন্নতির মূল বলিয়া বিবেচনা করেন, ব্রিটিশ শাসনের গৌরবে যাঁহারা আত্ম গৌরব জ্ঞান করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই আমরা যে যে অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম যাহাতে তাহার নিবারণ হয় তাহার একটী উপায় করেন। একটী প্রবাদ বাক্যে বলে "হাতি আপনার বল আপনি বুঝিতে পারে না।" ব্রিটিশ জাতি যে কিরূপ মহিমাশালী তাহা আমরাই বুঝিতে পারি, অনেক ইংরাজে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ বলদর্পে কেবল মত্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের বলের মহিমাতেই মহিমা নয়। তাঁহাদের ধর্ম্মনীতির মহিমাতেই মহিমা।

ঊাঁহারা যত দিন ধর্ম্মনীতির অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তত দিন লোকের ঊাঁহাদিগের উপর কেমন ভাবে ভক্তি জন্মিয়াছিল। ঊাঁহারা যে অবধি ধর্ম্মনীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন সেই অবধি ঊাঁহাদিগের উপরে লোকের ভক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অধিক সংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, এখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না কেন? এখন লোকে দেখিতে পাইতেছে খ্রীষ্টমিশনরীরা যে মহার্ঘ উপদেশ দিতেছেন খ্রীষ্টশিষ্যেরা তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া সেই উপদেশকে রসাতলে দিতেছেন। পরস্পর দুটী বিরুদ্ধ মত হইলে তাহার কোনটীই জনসমাজে সমাদৃত হয় না। আর যে স্থলে মত এক প্রকার আর কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সেখানে সে মত আদৃত হইবার সম্ভাবনা কি? এই কারণেই খ্রীষ্টমিশনরীরা বিফলযত্ন হইতেছেন।

ভারতবর্ষ রক্ষে রাখিয়া ইংলণ্ডের লাভ কি?

পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ করিবার সময় মহারাণীর উক্তি নামে যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এরূপ আশা দেওয়া হইয়াছে, যে আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভারের কিয়দংশ ইংলণ্ড নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের এই প্রকার অভিসন্ধির সূচনা পাইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি ভারতবর্ষ হস্তে রাখিয়া অবশেষে এই ফল দাঁড়ায় যে ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের ফলভোগ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ভবিষ্যান্ত টাইমস পত্র এই শ্রেণীর তাবাকদিগের মুখপাত্রস্বরূপ। টাইমস সম্প্রতি একটী প্রস্তাবে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ কথা বলিয়াছেন: আমরা টাইমসের উক্তিগুলি অনুবাদ করিয়া দিতেছি। টাইমস বলেন:—"ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে সম্প্রতি যে অর্থ চাওয়া হইতেছে, যদি এরূপ প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে এরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনা যে আর হইবে না তাহার প্রমাণ কি? আফগান যুদ্ধে যে ভ্রম হইয়াছে সে জন্য যদি ইংলণ্ডের অর্থদণ্ড সহ্য করা আবশ্যক হয়, তবে যখনই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিবুদ্ধিতাবশতঃ কোন ত্রুটি করিবেন তখনই কেন এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা হইবে না? যদি এদেশের (ইংলণ্ডের) লোকের মনে এই প্রশ্ন উদয় করিয়া দেওয়া হয়, যে ভারতবর্ষ রাখিয়া এমন লাভ কি আছে, যে সে জন্য ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যয় ভার ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণের পক্ষে সমূহ বিপদ। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া এক শতাব্দী কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছি, এবং তিন পুরুষ ধরিয়া নিস্বার্থভাবে ও ন্যায়পরতার সহিত এই ভার বহন করিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকারে লাভবান হইতে ইচ্ছা করি নাই, বরং পরম্পরা সম্বন্ধে অনেক বারিত ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইয়াছে; এরূপ স্থলে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রমের জন্য ইংলণ্ডের প্রজাদিগকে দণ্ডিত করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে তাহার অন্যথা ব্যবহার হইবে।"

টাইমস যাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ ঊাঁহাদের মনের ভাবের একপ্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। লোকে যদি নিজের পদ ও সম্ভ্রমের বৃদ্ধির জন্য কোন প্রকার আসবাব রাখে, তাহার জন্য ব্যয় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর ইংরাজেরা তাগাও করিতে স্বীকৃত নন। ঊাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন প্রকার লাভবান হন না, ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষকে ধর্ম্ম রক্ষে রক্ষ স্বরূপ ইংলণ্ডের ধনাগারে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় না। সে কথা সত্য কিন্তু ভারতবর্ষ হস্তে থাকাতে ইংলণ্ড যে আরও অশেষ প্রকারে লাভবান হইতেছেন তাহা কি অস্বীকার করিবেন? ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্বারা কি ইংলণ্ডের ধন বৃদ্ধি হয় নাই? ভারতবর্ষের অধীশ্বর হওয়াতে ইংলণ্ডের প্রতাপ ও মর্য্যাদা কি বৃদ্ধি হয় নাই? সহস্র সহস্র ইংলণ্ডীয় যুবক কি ভারতক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যার বিকাশ করিবার এবং রাশি রাশি ধন উপার্জ্জন করিবার অবসর পাইতেছে না? সে সকল ধনের অধিকাংশ কি ইংলণ্ডের দিকে প্রবাহিত হইতেছে না? ইংলণ্ডীয় ধনীদের অর্থ কি ভারতবর্ষের অনেক কাজে খাটিতেছে না? যাহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যে এরূপ লাভের উপায় স্বরূপ, তাহার বিপদ বা দুরবস্থার সময় সাহায্য করিতে ক্রুটি করা কি তাহার পক্ষে ন্যায় সঙ্গত কার্য্য? ইংলণ্ডের চরিত্রে দুটী দোষ বা গুণ আছে, সেই জন্যই টাইমস স্পষ্টাক্ষরে এরূপ বলিতে পারিয়াছেন, অন্য হইলে পারিত না। প্রথম, অর্থ সম্বন্ধীয়, সকল বিষয়ে ইংরাজ প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অনুদার, দ্বিতীয় ঊাঁহাদের চক্ষু লজ্জা কিঞ্চিৎ অল্প। চক্ষুলজ্জা থাকিলে মানুষ এরূপ বলিতে পারে না। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ এবং ভারতবর্ষের রাজকোষের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে ইংলণ্ডের যোর হইতে ভারতবর্ষের নিতান্ত বারের সাহায্য করিলে অন্যায় হইত না, কিন্তু তাহা দূরে থাকুক যে ব্যয়ভার ন্যায়ানুসারে ইংলণ্ডের বহন করা কর্ত্তব্য, তাহার কিয়দংশ ইংলণ্ডকে বহন করিতে হইবে বলাতে এতদূর বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষ রাখার ফল কি? এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যে আফগান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কি ভারতবর্ষের কোন আততায়ী শত্রুকে নিবারণ করিবার জন্য, অথবা ইংলণ্ডের ইউরোপীয় রাজনীতির কোন বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য? যদি দ্বিতীয় লক্ষ্য সত্য হয় তবে এ ব্যয়ভার কার বহন করা উচিত? এরূপ অবস্থায় যদি ইংলণ্ড সে ভারের কিয়দংশ বহন করেন তাহাও কি অসহ্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য?

যাহা হউক এই বিবাদ হইতে আমরা একটী শিক্ষা লাভ করিতেছি। নির্বুদ্ধিতাবশতঃ একটী ভ্রম করা যত সহজ, সে ভ্রমের সংশোধন করা তত সহজ নয়। যখন লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তখন ইংলণ্ডের প্রজারা কোথায় ছিলেন? পার্লিয়ামেণ্ট কেন তখন আপনার অসন্তোষ প্রকাশের কোন উপায় করেন নাই? এ ভ্রম ত কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম নয়। এ যুদ্ধ যে রাজনীতির জন্য, সে নীতির অনুপাত ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভাতেই হইয়াছিল; সে নীতির কার্য্য-প্রণালী ইংলণ্ডে বসিয়াই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন এ ভ্রমকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভ্রম বলিলে চলিবে কেন? এখন সে ঋণভার কিঞ্চিৎ বহন করিতে অস্বীকার করিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে কেন? ইংলণ্ডের প্রজাগণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুন।

আমাদের স্পষ্টই বোধ হইতেছে আগামী বর্ষে প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট বসিবে তখন এই প্রশ্ন লইয়া ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে। ইংলণ্ডের প্রজারা সহজে যে এই অর্থ দিবেন এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি বাধ্য করেন, অনেকে অসন্তোষ ও বিরক্তির সহিত দিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার এ অভিসন্ধিটী তাঁহাদের উদার নীতির অনুরূপ হইবে, এরূপও তাঁহারা ন্যায়ানুসারে রাজ্য-শাসন করিতে ইচ্ছুক তাহা প্রকাশ পাইবে, ভারতবর্ষের শুভাকাঙ্ক্ষিগণের ইংলণ্ডের ন্যায়পরতার প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইবে, এবং ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ঘনীভূত হইবে।

উপসংহারকালে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সেটী এই, এতদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন, ইংলণ্ডের [illegible]

দিগের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইত না; ভারতবর্ষের প্রজারা কেবল ভোগ করিতেন এবং সে রূপ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতসারে ঐ দেশেই বিলীন হইত; এক্ষণে ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা যদি সেই সকল ভ্রমের ভঞ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের দুটী বিশেষ গুণে আকৃষ্ট হইবে। ইংলণ্ডের ধনে ভারতবর্ষের এবং সর্পের লাঙ্গুলে পদার্পণ করা সমান। তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিবার এই সর্ব্বাপেক্ষা শেষ উপায়। তাঁহারা যদি জাগ্রত থাকেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমরা অনেক ভ্রমের কার্য্য হইতে বাঁচিয়া যাইব, এরূপ আশা হইতেছে। ইহাও একটী আনন্দের বিষয়।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয়ের বিবরণ।

বিগত ১৭ ই আগষ্ট মঙ্গলবার ভারতবর্ষের আগামী বর্ষের সম্ভাবিত আয় ব্যয়ের বিবরণ পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে অর্পিত হয়। অর্পণ করিবার সময় আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরী লার্ড হার্টিংটন সাহেব ও একটী বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে সিবিল বিভাগে বা সৈন্য বিভাগে শীঘ্র অধিক ব্যয় সঙ্কোচের আশা দেখা যায় না। সিংহাসন মন্ত্রিসভা পদস্থ হওয়াতে যাঁহারা কতদূর হাফ নানাপ্রকার আশার ছবি দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা এই সংবাদে কিয়ৎপরিমাণে ভগ্নাশ হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা সে পরিমাণে বিচলিত হইতেছি না। কারণ এরূপ ব্যয় সঙ্কোচের কথা নূতন নয়। ১৮৫৮ সাল অবধি অদ্য পর্য্যন্ত একবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের কথা পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে উত্থিত হইয়াছে, তত বারই ব্যয় সঙ্কোচ বিষয়ক নানা প্রস্তাব ও নানা কথা প্রচার হওয়া গিয়াছে। সে দিনকার চিফ্ অব্ স্কেল সাহেব ব্যয় সঙ্কোচের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। তিনি পূর্ব্ব প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন (১ম) সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করা, (২) বোম্বাই এবং মাদ্রাজের গবর্ণর ও কমাণ্ডারইনচিফের পদ তুলিয়া দেওয়া (৩) শাসন কার্য্যে দেশীয় লোকদিগকে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করা, (৪) সিবিলসার্ভিসের বেতন কমাইয়া দেওয়া (৫) বর্ষে বর্ষে বিলাত গমনের ব্যয় হ্রাস করা।

লার্ড হার্টিংটন স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন এ পরামর্শের কোনটীই সহসা গ্রহণ করিবার উপায় দেখা যাইতেছে না। এ পরামর্শানুসারে কার্য্য করা কেন কঠিন তাহা আমরা জানি, গবর্ণমেণ্ট এসম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে গেলেই ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; তাহার কি প্রকার ফল দর্শিবার সম্ভাবনা তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিতেছে, তাঁহার সহিত উক্ত কর্ম্মচারিদিগের স্বার্থ ও সুখ সম্বন্ধ প্রভৃতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং একস্থানে পরিবর্ত্তন করিলে নানা স্থানে তাঁহাদের স্বার্থের সহিত প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে সকলপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মতের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট যে কখন ব্যয় সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ আশা দেখা যায় না। এই কঠিন কার্য্য যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের অত্যন্ত সাহসী তেজস্বী ও কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ অনেক অসন্তোষ ও বিরক্তির ভার তাঁহাদের মস্তকে লইতে হইবে। এই বিরক্তির ভার বহন করিতে কোন গবর্ণমেণ্টই সাহসী হইতেছেন না। সৈন্য বিভাগের ব্যয় কমাইতে পারা যায় কি না দেখিবার জন্য একটী "আর্ম্মি কমিশন" নিযুক্ত করা হইল; তাঁহারা সকলে কার্য্য পরিচালন করিয়া নিজের শৈলেষ্ঠ সুখে অধিকৃত হইলেন, অনেক টাকা নিষ্কর্ম্ম চলিল, লোকের আশা পূর্ণ হইবার যোগ হয় কোন পক্ষী ফল দর্শিবে; কিন্তু এখন লার্ড হার্টিংটন বলিতেছেন, সেই কমিশন বসিয়াছিল বলিয়া যে ব্যয় সঙ্কোচের কোন আশা আছে তাহা নহে। আমরা সৈন্য বিভাগের কথা এখন বলিতেছি না। একদিকে গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিতেন কিন্তু সে সাহস কাহারও নাই। সিবিলসার্ভিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় হয় একটু দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্য করিলে তাহার লাঘব করা যায়। সিবিলিয়ানদিগের বেতন যদি কমাইয়া দেওয়া হয় অনেক অর্থ বাঁচিতে পারে। পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসা দুরহ ছিল, এবং ইংলণ্ডীয় যুবকগণ সহজে এদেশে আসিতে চাহিতেন না তখন অধিক বেতনের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে আনয়ন করা আবশ্যক হইত। সে প্রয়োজন এখন হইতে হয় না। এখন সিবিল সার্ব্বিসের বেতন কমা ইলে এবং যে সকল বিভাগে উচ্চ বেতন দিয়া উচ্চ শ্রেণীস্থদিগকে রাখা হইয়াছে, সেখানে এদেশীয় দিগকে শনৈঃ শনৈঃ নিযোজিত করিলে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। কিন্তু এরূপ করিতে গেলে এক শ্রেণীর লোকের অপ্রিয় হইতে হয়। সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইলে সিবিলিয়ান সাহেবদিগের পদের গৌরব কমিয়া যায়। তাঁহারা এদেশীয়, অপরাপর ইংরাজ অপেক্ষা পদগৌরব অংশে হীন হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রস্তাবের বিরোধী। গবর্ণমেণ্টেরও এদিকে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। এইরূপে ব্যয় সংকোচ সম্বন্ধীয় সমুদায় প্রস্তাব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ এক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের সন্তোষের কারণ হইয়াছেন। আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ ইংলণ্ডের বহন করা ন্যায়সঙ্গত এই ঘোষণা করিয়া তাঁহারা আপনাদের উদার রাজনীতির অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। আফগান যুদ্ধে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে গত তিন বৎসরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ১১ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হয়, সেই ১১ কোটী বাদ দিলেও ৭ কোটী টাকার অপ্রতুল থাকে। লার্ড হার্টিংটন তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এরূপ আভাস দিয়াছেন, যে ভারতবর্ষের ঋণ ভার বৃদ্ধি না করিয়া ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতেই এই ৭ কোটী টাকা দেওয়া উচিত।

সাইমেন্স টাক্স সম্বন্ধে লার্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে বর্ত্তমান আয়ের কোন অংশ হ্রাস করিতে সাহস হয় না। সাইমেন্স টাক্স যে লোকের নিতান্ত অপ্রিয় তাহা স্বীকার করিয়াও তিনি ইহা উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব কি না এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে বার্ষিক ১০০ টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০ টাকা আয়ের উপর উক্ত কর স্থাপন করাতে অসন্তোষের কারণ অনেকাংশে গিয়াছে। এই টাক্সটীর জন্য ধনিক ব্যবসায়ী লোকে কিরূপ ক্লেশ পাইতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা জানেন না। একে সাক্ষাৎভাবে যে কোন কর গৃহীত হয় সে সমুদায়ই লোকের নানাপ্রকার ক্লেশের উৎপাদন করে তাহাতে আবার এই টাক্স যে ভাবে সংগৃহীত হয় তাহাতে দরিদ্র লোকের যাতনার সীমা থাকে না। যদি গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া প্রজাদিগকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।

যাহা হউক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের যুদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন সে জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিই। অপরাপর বিষয়ে যে তাঁহারা সহসা কেন আমাদের আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ

ঘটিল হইয়া পড়িয়াছে, যে আমূলতঃ সংস্কার আরম্ভ না করিলে এখানে কিছু করিবার পথ নাই। ফসেট সাহেব উক্ত বিষয় এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোথায় যে কি গোলযোগ হইয়াছে, সে জন্য সকল দিকে এত শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। সার ডেবিড হেয়ারবরন ইহার কারণানুসন্ধানার্থ একটী কমিশন নিযুক্ত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরাও তাই বলি, ঐ কমিশনে ভারতবর্ষবাসি ইংরাজ কর্ম্মচারির সংখ্যা যেন অধিক না থাকে। ইংলণ্ডের রাজনীতিতে পরিপক্ক বুদ্ধি ও রাজ শাসন কার্য্যে সুপটু লোক দেখিয়া উক্ত কমিশনের সভ্য করা উচিত। তাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করিবেন, এখানে আসিয়া শাসন কার্য্যের সকল বিভাগের দোষ গুণ অনুসন্ধান করিবেন, কি জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ হীনাবস্থা হইতেছে তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন। এই উপায়ে যদি কিছু উপকার দর্শে। এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না।

স্বর্গ বিষ।

আমরা দেখিতেছি বাবুবিহারী রায় অক্ষয়বাবুর দর্শন করিয়া ঈশ্বর ঈশ্বরত্ব পাঠ নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার মুখ দিয়াই আমাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বাবুবিহারী বাবু স্বয়ং সমর্থন করিবেন মনে করিয়া যে যে যুক্তি ও যে যে ইংরাজের উপন্যাস ও যে যে বৈজ্ঞানিক মতের উল্লেখ করিতেছেন, তাহারা আমাদেরই পক্ষ সমর্থন করিতেছে। ভগবানের কি অনন্ত লীলা! বাবুবিহারী রায় বুঝিতে পারিতেছেন না তিনি কাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন।

"ঈশ্বর জন্য ও নশ্বর পদার্থের সৃষ্টি করেন। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে পরমাণু নিত্য পদার্থ। আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন পরমাণু রাশি হইতে ঈশ্বর স্বয়ংই জগৎকার হইয়াছেন। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ অধিতত্ত্ববেত্তা লাপলাস এই মতের পোষক করেন, ইংলণ্ডের বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী হারবর্টস্পেন্সার ইহার মণ্ডন ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ নক্ষত্রমণ্ডল পরমাণু রাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। পরমাণুর দুই শক্তি আছে, আকর্ষণ ও অপসারণ। আকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে পরমাণু সকল কেন্দ্রাভিমুখে যেমন ক্রমশঃ ঢালিত হইতে লাগিল, তেমনি অপসারণ শক্তি দ্বারা তৎসমস্ত কেন্দ্র হইতে বিদূরিত হইতে লাগিল, সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে গতিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে এই দুই বিরুদ্ধ গতি নিরন্তর প্রতিহত হইয়া চক্রাকার ভ্রমণ রূপে পরিণত হইবেক। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা অপসারণ শক্তির প্রভাব অল্প হইতে ছিল। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রেরদিগেই অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া ঘনীভাব ধারণ করিতে লাগিল পরমাণু রাশি এই প্রকার চক্রাকার গতি ও ঘনীভাব যুক্ত একটী প্রকাণ্ড অগ্নীয়ের আকার প্রাপ্ত হইল। এই প্রকাণ্ড অগ্নীয়ের সকল স্থানে সমান বেগ ও সংযোগের সমান মাত্রা সম্ভবে না। সুতরাং যে যে স্থানে বেগ অধিক ও সংযোগ কম হইবে, তথা হইতে এক এক খণ্ড বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহা নিশ্চিত যে, এই সকল বিক্ষিপ্ত খণ্ড গুলিতেও নিয়ম অনুসারে সেই অগ্নীয়ের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবেক। এবং ইহাও সম্ভব যে, সেই সকল বিক্ষিপ্ত পরমাণুরাশি হইতে আবার পূর্ব্বোক্ত কারণে এক বা অতোধিক খণ্ড পৃথক হৃত হইয়া তাহাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবেক। এখন প্রকাশ পাইতেছে যে, এই প্রকাণ্ড অগ্নীয় সৌরজগতের কেন্দ্র স্বরূপ সূর্য্য, ইহা হইতে বিক্ষিপ্ত যে সকল এক একটী গ্রহ, এবং সেই সকল প্রাথমিক বিক্ষিপ্ত খণ্ড হইতে নিষ্কাশিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল খণ্ড গুলি যে গ্রহ খণ্ড সকলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, এই সকল [illegible] করা [illegible] যেমন [illegible] হইতে [illegible]। পৃথিবী, চন্দ্র, [illegible] প্রাথমিক [illegible] পৃথিবী [illegible] ঘুরিতে [illegible] উক্ত [illegible] নিশ্চয় [illegible] সম্ভাবনা ছিল না। অথচ ইহা [illegible] বিষয় নহে যে, প্রাচীন [illegible] এতদূর [illegible] কতক, [illegible] যখন কেবল [illegible] এত পাক ছিল যে, [illegible] হইতে পারে নাই। ভিন্নভিন্নরূপ [illegible] যাহাতে পৃথিবীর উপরিভাগস্থ জল সমান [illegible] কঠিন আবরণ রূপে পরিণত হইল। কিন্তু উহা [illegible] মধ্যে এত পাতলা ছিল, যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ জল তরঙ্গের প্রতিঘাতে নিরন্তর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। তাহাতেই পৃথিবীর উপরি [illegible] ও বন্ধুর হইতে লাগিল। সেই কঠিন আবরণ [illegible] শীতল হইতে লাগিল, অমনি উপরিস্থিত বাষ্প [illegible] খণ্ড বাষ্প সকল জলাকারে পরিণত হইয়া [illegible] উপর বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে লাগিল। [illegible] ছোট বড় গর্ত্তে জমা হইল। এইরূপে ক্রমে [illegible] সমুদ্র, উপসাগর, নদী, হ্রদ, সাগর, দ্বীপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। চন্দ্রমণ্ডলের উপরিস্থ আবরণ ক্রমে আরও শীতল এবং আরও দৃঢ় হইতে লাগিল, তাহাতে মহাদ্বীপ, মহাসাগর, বড় বড় হ্রদ, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। অধুনা সেই কঠিন আবরণের বেধ কতিপয় মাইল হইবেক, তথাপি পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তপ্ত জল রাশির বিলোড়নে সময়ে সময়ে ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর স্থান সকল সর্ব্বত্র কিরূপে সমানরূপ উত্তপ্ত হয় না, তাহাতেই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষাংশ সংস্থানে অনুসারে [illegible] আর [illegible] হয়, তাহা বলা যায়। [illegible] প্রথমে উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোকে ও উত্তাপেই পাতা [illegible] উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, উদ্ভিজ্জাদি নিকৃষ্ট [illegible] আবার সেই সকলের আলোক ও উত্তাপে নিরন্তর অঙ্গারকে পচিয়া এবং ভূমিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা শ্রেণির পদার্থে পরিণত হয়। ক্রমশঃ এইরূপে পৃথিবীর প্রায় অধিবাসী, তাহার পর [illegible], তাহার পর [illegible], সকলের [illegible] উদ্ভব হয়।

[illegible] এই [illegible] বিষয়ে [illegible] অনেকের [illegible] নিতান্ত [illegible] করিয়াছে। [illegible] উহাদের [illegible] করিয়া আমাদের [illegible] হয়, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

পড় হইয়া সমস্তস্থ: ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যেমন এই ভগবদ্গুণ কোটি কোটি যুগে আদিম অবস্থাবস্থি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি আরও কোটী কোটী যুগে উহার ক বিলয় সম্ভাবিত হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে উক্তপ্রকার মহা প্রলয়ে জগতের মহা নি ঐক্য কি না? এতদ্বিষয়ে যুক্তি ও কল্পনা এই দাঁড়াইবে যে মহাপ্রলয় কালে বর্ত্তমান অবিল ভোগ্যের লয় হইল বটে, কিন্তু তাহার চরি নিয়ে যে আর হইবেক না, তেমন নি পারে না যেমন প্রলয় কালে পরমাণু রাশি আকর্ষণ শক্তির আতিশয্য ও সম্প্রসারণ শক্তির ন্যূনতা নিবন্ধন ক্রমে বিশ্ব সংসারের পরিমাণ হইয়াছিল আবার তাদৃশ অবস্থা সংঘটিত না হইবার কারণ কি? মহাপ্রলয় কালে সম্প্রসারণ শক্তির চরম আধিক্য ও প্রাধান্য হয়। তাহাতে যে আমাদের সেই সম্প্রসারণ শক্তির খর্ব্বতা ও আকর্ষণ শক্তির প্রবলতা হইবেক না, এবং তন্নিবন্ধন পুনর্ব্বার পরমাণু রাশি ক্রমশ: সঙ্কীর্ণতা ও ঘনীভাব ধারণ করিবেক না, তাহাতেই বা প্রমাণ কি আছে?

এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, জগতে যে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চ ... কার্য্যপরম্পরা হইয়া যাইতেছে, ঈশ্বর তাহার ... নিয়ন্তা অথবা কর্ত্তা বিধাতা নহেন। ... এবং, ঈশ্বর, দয়াময়, অমৃতস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমময়, জ্যোতির্ম্ময়, নিরবয়ব, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, শক্তিস্বরূপ পরম পিতা নাই। প্রকৃতিগত যে শক্তিবলে স্বভাবের কার্য্য হইয়া যাইতেছে, তাহাকে ঈশ্বর বলিতে হয় বল, কিন্তু আমরা ঈশ্বর অপ্রামাণ্য যদি বল এমন ঈশ্বর থাকাতেও কি আর না থাকাতেও কি, তা আমি কি করিব? সকল সময় তোমার মনের মত না হইতে পারে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ দেখুন রাজবিহারী বাবু যে সত্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ যে ক্রীড়িতে জন্মমরণ করিয়াছে তাহারই খণ্ডন হইয়াছে। ঐ ঐ মন্ত্রে এরূপ কোন কথা বলিতেছে না যে, গ্রহ ও উপগ্রহাদি নিত্য পদার্থ। না পদার্থই জন্য ইহাই স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। পরন্তু সকল পরমাণু সম্মিলনে উৎপন্ন এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না।

... পরমাণু নিত্য ... কবিতা এস্থলে তাহারও বিচার করা করিয়া ... যদি নিত্য বলা যায় তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বর বলিতে হইবে। তাহার কর্ত্তৃত্বের কথা সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজবিহারী বাবু লিখিয়াছেন, "আমাদের আবাসভূত এই পৃথিবী প্রথমে বাষ্পময়ী ছিলেন, পরে ক্রমশ: ভাগবতী হইয়া জলময়ী হইলেন।" পরমাণুবাদিরা বলেন, চলীয় পরমাণুরাশি স্বতন্ত্র ও পার্থিব পরমাণুরাশি স্বতন্ত্র। পরমাণু নিত্য ও অবিকৃত একথা যদি স্বীকার কর তাহা হইলে জলীয় পরমাণু পার্থিবরূপতা ধারণ করিতে পারে না, পার্থিব পরমাণুও জলরূপতা প্রাপ্ত হয় না। নিত্যের লক্ষণ এই তাহার বিনাশ বা রূপবিপর্য্যয়াদি কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। কিন্তু রাজবিহারী বাবু তাহার রূপবিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে পরমাণু নিত্য নয়। রাজবিহারী বাবু! আরও এক কথা এই, আমরা অন্তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করিতেছি, মানুষের ইচ্ছামত পরমাণুর ধ্বংস ও রূপবিপর্য্যয়াদি ঘটিতেছে পরমাণু যদি নিত্য হইত তাহা হইলে উহার সংখ্যা নিরবধি হইত। উহার হ্রাস বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সংস্কৃত বৈয়াকরিকেরা বলেন ঔকারাত্মা নিত্যা। বেদগুলি যেমন আছে সেই গুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে না। কিন্তু লোক সংখ্যার প্রমাণ হইয়াছে পৃথিবীতে ঔকারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঐরূপ যদি পরমাণু নিত্য হইত তাহা হইলে সেই পরমাণুগুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উৎপত্তির পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে! কি গ্রাম, নগর, জনপদ, ও মাঠ, পাহাড়, পর্ব্বত, সকলই দিন দিন উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। নদী, নদ, সাগর প্রভৃতির গর্ভ যদি ক্রমে নিম্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ সমাধানে হইবার আশ্বাস থাকিত। কিন্তু তাহাও নয়, নদী, নদ, ও সাগরাদির গর্ভও ক্রমে উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে পৃথিবী স্তরে স্তরে বদ্ধিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে পরমাণু নিত্য ও অবিকৃত নহে।

... একটী বড় শক্ত কথা আছে, মহাপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ের পর সৃষ্টি। এটী পরমাণুরাশির সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা ঘটিয়া থাকে। সেই সংযোগ ও বিয়োগ পরমাণুর ইচ্ছাকৃত, সেই ইচ্ছা যে কখন ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোটি বৎসর পরেও মহা প্রলয় ঘটিতে পারে দশ হাজার বৎসর পরেও ঘটিতে পারে। কিন্তু পরমাণু জড় পদার্থ তাহার ইচ্ছার সম্ভাবনা কি? যদি বল স্বাভাবিক শক্তি বশেই সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তবে মাসে মাসে ও বর্ষে বর্ষে না হয় কেন? যখন যখন হইবে না নির্দ্দিষ্ট কালে হইবে ইহার নিয়ামক কে রাজবিহারী বাবু যদি বল তাহার নিয়ামক কেহ নাই স্বাভাবিক শক্তিবলে যে ঐরূপ ঘটনা হয় ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলে তোমার বৃথা জলধিবন্ধন হইল। রাজবিহারী বাবু! নিশ্চয় জানিবে যে মতের সমুদয় অংশ প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় না কতক কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কতক স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সে মত মিথ্যা।

রাজবিহারী বাবুর দীর্ঘ পত্রের যে পর্য্যন্ত আমরা মূল বিচারের উপযোগী বলিয়া বোধ করিলাম, সেই পর্য্যন্তই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অপর অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই, রাজবিহারী বাবু! তুমি নাস্তিক পথাবলম্বী হইয়াছ, তুমি যে কথা বলিবে আমার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও পরীক্ষা যোগ্য প্রমাণ দিতে হইবে। তুমি যদি পরমাণুর নিত্যতার ও তাহার নিয়মিত ক্রিয়ার ঐরূপ প্রমাণ দিতে পার তাহা হইলে পুনর্ব্বার লেখনী গ্রহণ করিও নতুবা পণ্ডিত দিগের বুদ্ধি বিকৃত্তিত কল্পনা কল্পিত কতকগুলা পুরাতন মত অনুচিপূর্ণক উদ্ধৃত করিয়া লোককে বিরক্ত করিও না।

নূতন পুস্তক।

লীলাবতী। লীলাবতী নামে যে সংস্কৃত গণিতগ্রন্থ প্রচলিত আছে, এখানি তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষেত্র ব্যবহারের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদিত হইয়াছে। গোবিন্দমোহন বাবু গণিতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন। তাঁহারকৃত অনুবাদ যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

রামনাথান। নবাবী জেলার অন্তঃপাতী বহিপাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত পদ্যে এখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। পদ্যগুলি পাঠ করিলে আধুনিক কবির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। পদ্য গুলি যেমন প্রসাদগুণবিশিষ্ট তেমনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। কবিতা গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আদর করিয়া ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন এবং স্বব্যয়ে ইহার মুদ্রণকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

ভালবাসা। এখানি একখানি গদ্য গ্রন্থ। এখানি লেখকের মনের ভাবে পরিপূর্ণ। লেখক স্বয়ংই লিখিয়াছেন তাঁহার রচনার প্রতি তত্প্রত্ব দৃষ্টি নাই।

শাক্যসিংহ। ইহাতে শাক্যসিংহের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চৌধুরী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।

ইহার দ্বিতীয় খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

আর্য্যপ্রভা। এখানি মাসিক সমালোচন পত্র। ইহার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইলাম।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ফল ফুল ও তুলের ১৮৮০ সালের মূল্যের তালিকা।

বিবিধ সংবাদ

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে সকল ছাত্র বেতন দেয় তাহাদিগের অবস্থা পোষণীয় জানিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ও বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। শুনা গেল বাবুরা তাহাদিগের অবস্থা দর্শনে চমকিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদিগের কোন কষ্ট না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

চাকরিবাগস্থ কোন চা-ব্যবসায়ীর দোকানে ওয়েষ্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ফুটা পার্সিয়া প্রবেশ করাতে সাহেব তাঁহাকে গুণা কিল চাপড় প্রভৃতি মারিয়াছিলেন। মাষ্টার বাবু ছোটলাট সাহেবের ডেপুটী কমিশনরের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন।

আমাদের মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পুত্র ডিভিয়ান ইডেন সম্প্রতি একদিন শিকারার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পথিমধ্যে একটী হর্ণ বেহিতে পান এবং যেমন বন্দুকের নীচের দিক দিয়া সর্পের পশ্চাৎ করিবেন অমনি উহা আক্রমণ করিয়া ধরে এবং পরে তাঁহার উদরে প্রবেশ করে। এই ঘটনায় ৬ ঘণ্টা কাল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সম্প্রতি কোকোনাদার গ্রাম হইতে ৫ হাজার লোকের একত্র হইয়া একটী সভা করিয়াছিল। শুনা গেল উহাদের সকলে আপন আপন বিবাহ কন্যা গুলিকে বিবাহ দিবার নিমিত্ত এবং আপনারাও ঐ মতে বিবাহ করিতে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে।

ঐবর্ষমানের রেজুষন্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় একজন ইউ ইণ্ডিয়ান গ্রাণ্ট তিন বৎসর কাল ছোট আদালতের জজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য করাতে তাঁহার পেনসন বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ১০০ টাকা হইয়াছে। চাকরীর বাজার বড় মন্দা।

আয়র্লণ্ডে নূতন গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ আয়র্লণ্ডের অধিবাসীগণ রাত্রি ৮ই প্রহরের সময়ে নিশ্চিন্তে যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতেছে। যে সকল লোক তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন যাহারা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার গৃহে অগ্নি এবং কাহাকে বা বধ করিতেছে।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এক প্রকার বৃহদাকার উদ্যান লণ্ডনে আনীত হইয়াছে যে তাহা অনায়াসে উদর আস্ত গিলা প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে পারে। উহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ লোমে আচ্ছাদিত এবং দেখিতে চড়াই পক্ষীর মত। উহার বিষ আছে।

এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীতে ২৩৯২০ খানি সংবাদপত্র আছে। ইংলণ্ডে সমস্তদিনে ৩৭৮৮, স্কটলণ্ডে ৪৪৩, আয়র্লণ্ডে ১০০০, ইটালীতে ১২২৬ ফ্রান্সে ৫০০, অষ্ট্রিয়ায় ৩৮০, আফ্রিকায় ৫০, আমেরিকায় ১৮১৩ ও অষ্ট্রেলিয়ায় ১০০।

ডেন্টন গেজেট বলেন মাদ্রাজের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিস একজন কুলীর নিকট হইতে ২৫ টাকায় একজন স্ত্রীলোক ক্রয় করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যবহারের নাম মাত্রাপে কি অদ্যাপি মনুষ্য ব্যবসায়ের রীতি প্রচলিত আছে?

মাদ্রাজে একজন পুলিস কনষ্টেবলের পরিবর্ত্তে ৪জনের ২৫ খানি দরখাস্ত উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে ৪টী জন মুসলমান ডেপুটী কালেক্টর এবং ৪টীজন মহীশূরের কমিশনর আবেদন করেন।

ওশেন মাথাসাকির লোকেরা সম্প্রতি ৩০০০০০ লক্ষ মণ কলা কাটাক বোঝাই করিয়া লইয়া, ছাড়িয়াছেন। চীন ও জাপের সহিত সংগ্রামেই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

আগামি কার্ত্তিক মাসে ময়মনসিংহ উদয় হইতে ঢেপা যাইবে ৬। ইহাতে একটেট ডাক ও আরও কতিপয় আছেন।

ফরাসী চন্দননগরে একটী বিবাহ সম্বন্ধে বিবাদ হয়। তাহার একটী কন্যা ছিল আর কেহ ছিল না। কন্যাটী অতিশয় রূপবতী ছিলেন। একদিন একজন ধনী একটী যুবকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। বিবাহ কন্যাকে দেখিয়া অবধি যুবকের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয়। যুবকীয় তাহার প্রতি অনুরাগ হয় কিন্তু তাহার মাতা সম্বন্ধ পাইয়া এই ঘটনা পুলিসে গোচর করেন। নিকট দিবসে যুবক তাঁহাকে লইতে আসিলেন; কিন্তু যুবতী সেই গাড়িতে আরোহণ করিবেন অমনি পুলিস আসিয়া যুবককে ধৃত করিল। যুবতী উহা দেখিয়া তথা হইতে পলাইয়া যান এবং পরে একটী হইটী এ নগরীতে পরিচিত হন। সৌভাগ্যক্রমে সেই স দিয়া একখানি নৌকা যাইতেছিল যুবককে পলে পতিত দেখিয়া আরোহীরা তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নিকটস্থ পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। যুবতী কখন কিয়ৎক্ষণ থেকে অচেতন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। যুবকও এখনে কারাগারে বাস করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট আবেদের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বড়ই ব্যস্ত। পাঠক ইহার একটী উদাহরণ দেখুন। অনেক বৎসর হইল টিকিটমারা লোপ পাওয়া যাইত। বাঙ্গল বিভাগের কমিশনর বিবেচনা করিয়াছেন যে ইহা চালাইয়া দিলে লাভ বর্ষে দুই শত টাকা বাঁচিয়া যাবে এবং ষ্ট্রমিষ্ট ইহা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছে।

গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন ৮ই আশ্বিনের নিমলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসরেরা ১লা অক্টোবর যাত্রা করিবেন। ইঁহার আগমন কালে অম্বালা, লাহোর, মুলতান, পুকর, বোম্বাই ও বোম্বাইয়ে দরবার হইবে।

গত বর্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শুল্কে ২৩৯১৩০০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার মূল বর্ষে ২২৩০৭০০০ টাকা আয় হয়।

চাইবাসার জজ প্রট্ সিমল সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যাই ডিবিসন বেবেসফোর্ড যশ সম্পাদে ভ্রমণ করিতে স্থানে অল্প হইতে পতিত হওয়াতে তাঁহার পৃষ্ঠের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রেল কোম্পানীর কার্য্যপুরে সর্ব্বনাম নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষীয় ঊনবিংশ শিল্পবিদ্যের নমুনা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন। এই সকল নমুনা রক্ষিত কেন্সিংটনের মিউজিয়মে রাখা হইবে।

আমেরিকা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ফিলাডেলফিয়ার রেলওয়ে কোম্পানি ডাক্তার টানারের উপর এই ভার দিয়াছেন, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যদি শ্রমজীবীরা অনাহারে যে ঘণ্টা কাজ করিতে পারে তবে তিনি তাহার চই বেলার বেতন না দিয়া এক বেলার বেতন দিবেন।

চিকাগো হইতে ডেনার নূতন হইতেছে।

বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে তাহাদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বোপরি হইবেন, টীকাটীর মহারাণী তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

সম্বলপুরের [illegible] পরিচালনা করা ধারকিলিচ সাহা করিবেন।

আমাডিয়োর [illegible] ঈশ্বরের কোটী কোটী ধন্যবাদ করিবেন, মনস্থ করিয়াছেন।

ঘুষাঘরের [illegible] হাইকোর্ট বন্ধ হইলে পর অবসরপ্রাপ্ত সবজজদিগের বিচারাই অবকাশ সময়ের [illegible] তিনজনকে ১০ এ ফেব্রুয়ারির পরিবর্ত্তে ১৫ এ ফেব্রুয়ারি হইতে বিচার করিবেন। অবসরপ্রাপ্ত সবজজদিগের কথা পরিবর্ত্তন করিলে [illegible] পরিবর্ত্তে বিচারপতি হাইকোর্ট করিয়া বিচার করিবেন। সাক্ষী প্রভৃতির যে সময় লইয়া হইবে তাহা আদালত বন্ধ হইবার পূর্ব্বে লওয়া চাই।

আমাদের একজন গ্রাহক ডাকমাশুল দোষে নির্দ্ধারিত সময়ে কাগজ পান না বলিয়া আমাদের নিকটে নিম্নলিখিত চিঠি পাঠাইয়াছেন।

"সোমপ্রকাশ সম্বাদপত্রের মূল্য ২৲ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়া ইতিপূর্ব্বে পাইতেছিলাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন পরন্তু মফস্বলস্থ পোষ্ট আফিসের হরকরা কর্ম্মচারী বিদেশী লোক ছিল তাহার দিন সময়ের কাগজ ও চিঠি আদি নিয়মিত সময় পাইতাম যে অবধি দেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা চিঠি পত্র পাওয়ার বেলাবেলি হইয়াছে। এক পোষ্টাপিসের কাগজ পাই মাইলের নিকট কখনো ৭ দিন লইয়া আপন অধিকারে থাকে এমন অবধারণমতে [illegible] কখন না হয় না। সোমপ্রকাশ [illegible] আমাদের [illegible] তারিখের এবং নবম্বর তারিখের কাগজ আমি [illegible] ই তারিখের কাগজ আমি [illegible] বিষয় পোষ্ট মাষ্টার [illegible] [illegible] [illegible] তিনি কহেন আমার [illegible] [illegible]"

[illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মারকুইস অব রীপনের নিকটে ভারতসভা লাইসেন্সকর উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করাতে তিনি তাহার যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকের মনে হইয়াছিল আগামী বর্ষে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবার সময়ে উহার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিতে পারেন। আলমোরাবের পাওনিয়ার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা নয় যে এ করটী কোন কালে উঠিয়া যায়। যদি মহামুভব রীপন এই অত্যাচারকর করটী কখন উঠাইয়া দেন, তাহা হইলেই জোঁকের মুখে নুন পড়িবে।

রেলওয়ে সমুদ্রের টিকিট তাহার দ্বার দেশীয় ভাষায় লেখা না থাকাতে অনেক সময় অনেক গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বলিয়াছেন, এখন হইতে যেন টিকিটে ভাড়ার হার ইংরাজির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালায় লেখা হয়।

ডেভি নামে যে সৈনিক পুরুষ পাচাড়ী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছিল সম্প্রতি নাটালিবরে তাহার বিচার হইয়াগিয়াছে। জুরিরা বলেন ডেভি হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আঘাত করে নাই। অতএব তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দেওয়া হউক কিন্তু বিচারপতি তাহা না করিয়া তাহার যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকায় একপ্রকার রেলওয়ে এরূপ প্রস্তুত হইয়াছে মিনিটে এক মাইল করিয়া যাইতে পারে। ইহার নির্ম্মাতা বলিয়াছেন যে ইহা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল করিয়া যাইবে।

আমাদের দেশে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয় সাবেক ষ্ট্রাটি সাহেব উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ষ্টেট সেক্রেটরি উহা উঠাইয়া দিয়াছেন।

কবাসিদেশীয় একটী যুবতী ডিক্রিসোশাপ্রাপ্ত ধারী কোন যুবকের প্রণয়ে আবদ্ধা হইয়াছিলেন এবং সেই প্রণয় প্রভাবেই তিনি তাঁহার অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রভূত অর্থ দান করেন। পক্ষান্তরে যুবকও তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে যুবক পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া কোন উচ্চকুলজাতা অন্য একটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন কিন্তু যুবতীর হৃদয়ে যে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা উৎপাটিত হইল না। তিনি যে কোনরূপেই হউক যুবকের প্রণয় লাভ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। এতদিন যুবক যখন কবিতেছেন এমন সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন এবং যখন যুবকের মৃত দেহ ভূমিতে পতিত হয় তখন তিনি সাধারণে তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রধান সৈনাধ্যক্ষ সার নেভিলি চেম্বারলেনের পর তিনি উক্ত কার্য্য গ্রহণ করিবেন তাঁহাকে বাৎসরিক ৭০০০০ টাকার স্থলে ৬৬০০০ টাকা বেতন প্রদত্ত হইবে। শুনা গেল বোম্বাইয়ের সৈনাধ্যক্ষের বেতনও এইরূপে হ্রাস করা হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বেঞ্চিয়রের কোর্টের মধ্যে মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাদ এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে উভয়েই স্বাধীন বিচারালয়ের সাধারণ শ্রবণে বাধা হইয়াছিলেন।

২৯এ আগষ্ট রাত্রিতে জয়পুরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনের অনতি পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় একপ ভীষণ শব্দ উত্থিত হয় যে তাহা শ্রবণে দেশের লোকে আশঙ্কিত হইয়া উঠে। এবং মহুষ্য মাত্রেরা মেঘ গর্জ্জন মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাণেন ষ্টেটস্টেল নামক পোশাক নির্ম্মাণকারিণী ষ্টোর প্রকাশ কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে কখনও পুরুষ নিযুক্ত করেন নাই, সাহেব স্ত্রী রাখিতে পারেন। সাহেবের সঙ্গে একত্রে কার্য্য করে এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কখনও এরূপ নিয়ম অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু প্রদেশীয় আইন সম্প্রতি তিনি [illegible] বিচার করা অবশ্য করেন। তখন সালিসিতে তাহার টাকা ফিরিয়া দিয়াছেন। অন্য এক পক্ষ বিচার করা সম্বন্ধে করিয়া [illegible] কোন সুবিধা অনুযায়ীকে করা যায় না।

[illegible] নিকাহের নিয়ম প্রণয়নের কমিশনর একটী করা করিয়াছেন।

[illegible] দ্বারা [illegible] লোকে সাহেব সাজ করিয়া [illegible]

মাদ্রাজ [illegible] ১৬ এ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৬ দিন টাকা [illegible] হইয়াছে। উক্ত টাকা শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম [illegible] টাকা দান করিবার [illegible] কে, সি, গুপ্ত বাহাদুর [illegible] হইতে কমিশনর হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি।

১৮৮০।

৮ ই সেপ্টেম্বর। সাহাবাদের অন্তর্গত সাসারামের [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বি. ডে, এস ফাইণ্ডার ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

১০ ই সেপ্টেম্বর। সাহাবাদের অন্তর্গত আরার ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিং ১৮৮০ অব্দের বি, সি ও আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। বাঁকীর ডফশিল আপীসের ভার প্রাপ্ত বাবু বলরাম বক্স ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ য় শ্রেণীর প্রেসিডেন্সি জুনেষ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ই পাজিটর জে, ডি, ডিএ আর এস, আজিমাবাদ ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ১ ম শ্রেণীর জুনেষ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ই, সি, সিবল, ই, সি, এম্বো ও টি, এম, এস, জেনকিন্স সাহেব ২ য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible] নিকাহের কমিশনরের মন্তব্য [illegible] মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] এক্ষণে তিনি [illegible] ডেপুটী কালেক্টরের [illegible]

[illegible] সাহেব [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ২ য় শ্রেণীর [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [illegible] ডাক্তার [illegible] ডাক্তার [illegible] ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ২ য় শ্রেণীর [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

আফগানস্থানের যুদ্ধসংবাদ।

[illegible] আফ্রিকার [illegible] সৈন্য সমর [illegible] ১ [illegible] হইতে কেল্লা আবদুল্লার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ৫ই [illegible] [illegible] [illegible]

এখানকার অনেক উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার একজন কুটুম্ব, একখানি শিবিকা ও ১২ জন শিবিকাবাহক ঐ নৌকায় ছিলেন। শ্যামল বাবু ইতিপূর্ব্বে এখানকার টমাস সাহেব নামক একজন ধনী সদাগরের মকদ্দমা উপলক্ষে বেতনরাই নামক স্থানে যাইয়াছিলেন। তথায় ঐ সাহেব আবহারির ৯৯ পত্তন আন্দাজ টাকা লইয়া কয়েকজন চাপরাশী আসিতেছিল এবং অন্যান্য লোকের চাকর ইত্যাদিতে ৩০। ৩২ জন লোক । তরীখানি জাহীরদীর মকামস্থলে উপস্থিত হইলে একটী প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়া পাইল সহ মাস্তুলটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নৌকার তলা ফাঁসিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে জল উঠিয়া মগ্ন হইবার উপক্রম হয়*। উপস্থিত বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আরোহীরা একে একে জলে লাফাইয়া পড়িতে থাকে। প্রথমে দুইজন চাকর একটী বাঁশ ধরিয়া জলে পড়ে এবং নির্ব্বিঘ্নে কিনারায় আসিয়া উঠে। একজন চাপরাশীও সাঁতার দিয়া প্রাণ রক্ষা করে। ৮। ৯ মাস অন্তঃসত্ত্বা এক গোয়ালিনী এই বিপদের সময় জলে ঝাঁপ দেয়। সে পতিত হইবা মাত্র ২০। ২৫ বৎসরের এক যুবা গোয়ালা তাহার দুগ্ধের ভাণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া সেইটীর আশ্রয়ে জলে পড়ে এবং সাঁতার দিয়া পীরপাহাড় নামক স্থানে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করে। শ্যামল বাবু প্রভৃতি জলে পড়িয়া প্রথমে পাকীখানি আশ্রয় করেন কিন্তু পরিশেষে দেখিতে পান সকলে লাফাইয়া পড়ায় নৌকা খানি উর্দ্ধ হইয়া ভাসিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহারা একে একে ১০ জন লোক যাইয়া ঐ নৌকা ধরেন। নৌকা ধরিয়া সকলে চীৎকার করিতে করিতে স্রোতে বেগে ভাসিয়া ভাসিয়া বেলা আন্দাজ ৭টার সময় মুন্সের হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরে কুপরি নামক স্থানে উপস্থিত হন, একখানি মহাজনী নৌকা সকলকে তুলিয়া লওয়ায় ঈশ্বরকৃপায় অনেকগুলি লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। অন্যান্য আরোহীদিগের অদ্যাপি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ নৌকার কতে শ্যামলদাসের কাছে একখানি লবণের কিস্তির জলময় হয়। ইহার মাজি কয়েকজনেরই প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এতদঞ্চলের পথের পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র ও অনেক ভাঙ্গাচিরা বাটীর কূপ গুলির অবস্থা অতি মন্দ। রীতি মত পাড় বাঁধাই না থাকায় গো, মেষ, মহিষাদি পশু, পশু কেন মনুষ্যের পক্ষেও নিরাপদ নহে। অনেক কূপ গুলির পাড় নাই বলিলেই হয়, তাহার উপর যখন এই ভয়ঙ্কর বর্ষার ভিতরকার মাটির চাপড়া ধসিতে থাকে, তখন তাহা হইতে জল তোলা যে কেমন বিপজ্জনক তাহা সকলেই অনুভূত হইবে। অতএব আমরা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীকে অনুরোধ করি যে, এই সকল কূপের প্রতি তাঁহাদের যেন দৃষ্টি থাকে

* যে মহাজনী নৌকার মাজিরা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উত্তোলন করিয়াছিল, সদাগর টমাস সাহেব তাহাদিগকে একশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। শ্যামল বাবুও নিজগুণে বাটী আসিয়া দীন দরিদ্রদিগকে যথেষ্ট দান করিতেছেন।

রাণাঘাট।

এখানকার বাইতি পাড়া, সিকান্ত পাড়া, রাধাবল্লভ তলা, বসন্তবটি তলা এই কয়েকটী পল্লীর মধ্যস্থলে একটী পোষ্ট পিলার বা লেটার বক্স না থাকাতে ডাকে পত্রাদি দিতে রাণাঘাটের মধ্যে এই কয়েকটী পল্লীর অধিবাসিগণের অতিশয় অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে। নিজ ডাকঘর এই কয়েকটী স্থান হইতে অনেকদূরে অবস্থিত আর আর পল্লীতে যে দুই একটী লেটার বক্স আছে তাহাতে পত্রাদি দিবার এই সকল স্থানবাসী লোকের সুবিধা হয় না. আমরা ভরসা করি এ বিষয়ের কারণিক অনুসন্ধান ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার আমাদিগের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মোদক মহাশয় করে কটী পল্লীর মধ্যস্থলবর্ত্তী সাধারণ রাস্তার মোড়ের একটী আইরন পোষ্ট পিলার বা একটী লেটার বক্স সংস্থাপিত করিয়া এই সকল পল্লীর অধিবাসীদিগের ডাকে পত্র দিবার অসুবিধা দূরীভূত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন।

রাণাঘাটের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিলাম। প্রতিদিন প্রাতে এই চিকিৎসালয়ে প্রায় ২০। ২৫ জন দুঃখী লোক ঔষধ লইতে আইসে। দাতব্য ঔষধালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর রায় উভয়েই যোগ্য লোক। বিশেষতঃ কম্পাউণ্ডার মহাশয়ের দুঃখী পীড়িতগণের প্রতি স্নেহ ও সৌজন্য দেখিয়া আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। কয়েক দিবস রাণাঘাটে থাকিয়া আমরা এই ঔষধালয়ের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাপ্রকার ঔষধ ও চিকিৎসোপযোগী নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রাদি না থাকায় আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। আমরা ভরসা করি মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখী পীড়িত প্রজাগণের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

এখানকার বড় বাজারে ও রাধাবল্লভ তলার বাজারে প্রত্যহ কুড়িয়া হইতে আগত পচা মৎস্য কুড়ি কুড়ি বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া বিসূচিকাদি সাংক্রামিক রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাবিধি আইনের ২৭৩ (মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়া জনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থ বিক্রয় করণ) ধারায়, এরূপ অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য বিক্রয়ের স্পষ্ট নিষেধ আছে। রাণাঘাটের নবাগত সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু মহোদয় এ বিষয়ে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে যাহাতে বাজারে এরূপ পচা ঈদিশ মৎস্য বিক্রয় না হয় ডেপুটী বাবুর নিকট এই আমাদিগের অনুরোধ।

শান্তিপুর।

১। আমাদের নবাগত কৃতবিদ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয় রাণাঘাট পরিদর্শনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে দুটী আবশ্যক মত বাবের সোমপ্রকাশে সজ্জন পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার কার্য্য ও ব্যবহার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার প্রকাশ করিবার সময়াভাব পটে নাই। কারণ লোকের কার্য্য ও ব্যবহারাদি স্বচক্ষে পরিদর্শন না করিয়া তদ্বিষয়ে অভ্রান্ত মত প্রকাশ করা বিজ্ঞ লেখকের অননুমোদিত। আমরা প্রাথমিক দৃষ্টে ইতিপূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, রামচরণ বাবু একজন বিজ্ঞ হাকিম। কিন্তু অদ্য সোমবার এখানকার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চে উঁহার ডেপুটী বাবুর বিচার ও ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের সে মতের বিষয় হইয়া গিয়াছে। এস্থানে সে কথা বলাই বাহুল্য কথা।

২। নিম্ন সোমবারের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবুদের বেঞ্চে ২। ৩ কয়েকটী ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত ছিল, অদ্যকার দুইটী মকদ্দমা আপাততঃ বিচারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আসামীরা আইনের বিধানানুসারে দণ্ডিত হয় নাই। ঐ দুইটী মকদ্দমার একটী হস্তবিধি আইনের ২৭৬ ধারার অপরাধ। অপরটী এক আইনের ৩৭ ধারা মতে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। প্রথমোক্ত মকদ্দমাটী অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত বিষয়ের ভট্টাচার্য্য; ডাক্তার যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (এম, বি,) ও বাবু মহেশচন্দ্র রায়। এবেঞ্চে

* এই সব পাদি অত সম্প্রতি আমরের আমাদের হস্তগত হওয়াতে সকাল করিতে পারা যায় নাই। ইহার লিখিত বিষয় গুলি পরিশোধের যোগ্য বলিয়া প্রকাশিত হইল।

সভাপতি) কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে আসামীরা ফলটাকার নাম ভুলের দ্বারা অতি করিয়াছে বলিয়া ইহাদের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একজন পুরাণ আসামী। ইহিপূর্ব্বে ইহাকে ৬ মাস কারা ক্লেশ পরিশ্রমের সহিত নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছিল। অতএব এবার আবার ৫০ টাকা দেওয়া ভাল হয় নাই। অপর একজনটী বারবণ্ড বাবু উপরিউক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নিষ্পন্ন হইয়া বিচার করেন। এই বিচার চেয়ারম্যান বাবুর রায়ের সঙ্গে সঙ্গেই মাজিষ্ট্রেট বাবুদের রায়ের অনৈক্য হইয়াছিল, কিন্তু আসামী দুজনের প্রত্যেকের ৬ টাকা অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছে।

৩। বেঙ্কের বিচার কার্য্যাদি পরিসমাপ্ত হইলে পর মিউনিসিপালিটীর একটী অধিবেশন হয়। ঐ সময় মোকার মহলে ও অন্যান্য স্থানে লোককে কাছারী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যে সকল মিউনিসিপাল কার্য্য ও প্রস্তাব উপস্থিত করার কল্পনা ছিল, তন্মধ্যে "স্বেচ্ছাপাঠে টাক্স বসান উচিত কি না?" প্রস্তাব হইলে সভাপতি ফাইস চেয়ারম্যান ও উপস্থিত কমিশনর বাবুদের ঐকমত্যে স্থিরীকৃত হইল, এরূপ কোন কার্য্য এখন মিউনিসিপালিটীর হাতে নাই, সুতরাং উহাতে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। ভূতপূর্ব্ব সাব ডেপুটি কলেক্টর এই প্রস্তাবোপলক্ষে ফুড ল্স " বাইলজ " অর্থাৎ (Bye Laws.) আইনসংক্রান্তি নিয়মাবলি প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু অধিক বলা করা অনাবশ্যক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। এবং ডাক্তার দারকানাথ চিকিৎসালয়ের বারান্দি সকল করার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে স্থিরীকৃত হইল যে, শান্তিপুর মিউনিসিপালিটী ঔষধ চিকিৎসালয় রক্ষা পক্ষে এরূপ আছেন, অতএব এই অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থ সভাপতিকে অনুরোধ করা হউক। এই সকল কার্য্যে সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় সভা ভঙ্গ হইল, তেপুটী বাবু সভাস্থ সভ্যদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাপতি ধন্যবাদ করিয়া কার্য্য হইতে বিদায় লইলেন।

৪। শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটী প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ইহার বার্ষিক আয় অন্যূন ১৮০০০ টাকা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, উহার ৬৭ আনা ১৫ টাকা মিউনিসিপাল হইবিলে এক কড়াও জমা নাই। সম্প্রতি রাস্তাদি সংস্কার কার্য্যে অধিক ব্যয় হইয়াছে, এজন্য কমিসনর বাবুরা গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছু টাকা ধার চাহেন। এই প্রস্তাবটী প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল কমিটীতে উপস্থিত হইলে, চেয়ারম্যান বাবু বলিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা কর্জ্জ করিলে তখনই শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই. অতএব ঐ প্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণরূপ অসম্মত, কমিসনর বাবুরা চেয়ারম্যান বাবুর ঐ বাক্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিবার আশা একেবারে আপাততঃ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। আমরাও বলিলাম, কারণ চেয়ারম্যান বাবু ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বলিয়াই আমাদের পদে পদে অবিশ্বাস হইত সন্দেহ নাই।

৫। আমাদের মিউনিসিপালিটীর কোন কোন বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করা যাইতে পারে, এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান বাবু আনন্দময় মৈত্রেয় করিলেন যে, ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য অগ্রে একটী সব কমিটী নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু উহা বিলম্বসাপেক্ষ, এজন্য নূতন কমিসনর বাবু রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুসারে স্থির হইল যে, আনন্দময় বাবু ১৫ দিনের মধ্যে ঐ সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিবেন। সেই রিপোর্ট পাঠ করিয়া পরিষদে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অবশ্যই স্থিরীকৃত হইবে। আমার জিজ্ঞাস্য এই, গবর্ণমেণ্টের নিকট আনন্দময় বাবু আর মিউনিসিপালিটীর নামে টাকা কর্জ্জ করিতে সাহসী হইতেছেন না। তিনি যখন মিউনিসিপালিটীর এক ছেটা ভাইসচেয়ারম্যান ছিলেন, তখন কেন ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

৬। বাজেটের আয়ের দিকে বিশেষ সময় পড়িল। এই সময় বাজারসরকার একজন কারা পাঠের ইচ্ছা জানাইলে সভাপতি মহাশয় পুরাতন আয়ের হিসাবের সহিত মিলাইয়া দেখা হইবার সম্ভাবনা। অতএব কমিসনরদিগের নিকট তাহা না পাঠাইয়া ঐ বিষয়ে আমাদের সভা হইতে একটিকা চেয়ারম্যান মহাশয় বাবু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, নতুবা ঐরূপ পরিবর্ত্তনের সময় হেডমহরিগ আয়ের ন্যূনাধিক হইতে পারে। আমার পুলিস ঐ সময় বাজারসরকার চৌকিদারদিগকে সতর্ক করিয়া দিলে আশ্চর্য্য উপকার দর্শিতে পারে, অতএব সব ইনস্পেক্টার বাবু এবিষয়ে মনোযোগী হউন।

রামনগর।

১। সাতিশয় দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে গত দিবস আমরা একজন উপযুক্ত, বন্ধু এবং পরোপকারী বন্ধুকে হারাইতে চলিলাম। মহাশয় বলিতে কি ইঁহার ন্যায় লোক এই বঙ্গদেশে [illegible] জামালপুরে অতি অল্পই আছেন। বোধ করি ইনি আপনার অপরিচিত নহেন। ইনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই সপ্তদশ বর্ষ কিম্বা ততোধিক কাল নিস্বার্থভাবে নানারূপ সাধারণ এবং সদনুষ্ঠান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং সকলের না হউক অধিকাংশ ব্যক্তিরই স্নেহ ভাজন হইয়াছেন। ইঁহার জীবন অন্যের শিক্ষার স্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্ম সমাজই বলুন, হাওয়া সভাই বলুন আর যুবকবৃন্দের সভাই বলুন ইহাদের একমাত্র অধ্যবসায় এবং সদাশয়তার ফল বলিতে হইবে। লোকে কথায় বলে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। এখন ও সাধারণে ইহার অভাব বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি এক দিন না এক দিন এই অভাব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবেই হইবে। আফিস সংক্রান্ত কোনরূপ গোলমাল হওয়ায় ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, আর্য্যাবর্ত্ত এবং পশ্চিমাঞ্চল দেখিয়া অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে অতি অল্প দিবস মধ্যেই দক্ষিণদেশে যাত্রা করিবেন। ইশ্বর ইঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। ইনি যেখানেই যাইবেন সেখানেই যে এইরূপ সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

২। এখানে অধিকাংশ দাক্ষাণীই পরিবার লইয়া আছেন, সাহেবের ভাড়া তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই বলিয়া ৬ জন একত্র হইয়া বাসা করিয়া আছেন, ছয়টী বাসায় ৬০। ১২ টী আছে। মহাশয় মানবপ্রকৃতি আছে বিভিন্ন, একত্র বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন কয়েকটী ভদ্র একত্র থাকিলে যে মধ্যে মধ্যে গণ্ডগোল হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্প্রতি এরূপ একটী বাসায় একটী সামান্য বিষয় লইয়া দুই জনে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ হইয়া যে মকদ্দমা একজন এক থানি মহকুমার মিউনিসিপাল কোর্টে রুজু করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তলব দেওয়ান। ঐ ব্যক্তি সেই সংবাদ সংবাদ দিবস পুলিসে জ্ঞাপন করেন। অন্যরক্ষা অপরাধে পুলিস কোর্টকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির করিয়া দেন। তদ্বিজ্ঞ মিজার্ক মহাশয় অন্যরক্ষা আইন অনুসারে অপরাধীকে ৫ টাকা করিমানা করিয়াছেন।

৩। এবৎসর এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। তৈমষিক ধান্যের অবস্থাও মন্দ নহে তবে কীট দুই আবশ্যক। এই এক সপ্তাহ বৃষ্টি বন্ধ হওয়াতে সাতিশয় গরম বোধ হইতেছে। সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না তবে আর কাল দুই একটী ওলাউঠে মড় দেখা দিতেছে।

বিজ্ঞাপন

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

যোগসিন্ধরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপ্তধাতু, আমা রক্তস্রাব ও ৭ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, শীরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন ভ্রম করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্নদোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর স্থূল, সরল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সত্বর কোষবৃদ্ধি, একাণ্ডিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কোটার মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ণ। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি খসিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

—:—

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অন্নগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যাধিসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরোগ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপ্তধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা থড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, জীবন্মৃতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য	২ দুই টাকা
প্যাকিং	৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই, সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য	৪ টাকা।
প্যাকিং ...	৵ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশসঙ্ক্ষ, মস্তিষ্কহীনতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয়। এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয়। এবং গাত্রে ব্যবহার করিলে ছুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।

প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিভ্রান্ততা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, সর্ব্বাঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একত্রকালীন বিধ্বংসিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও বৃদ্ধি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতলাল বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং এডেন্সনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু বাঞ্ছারাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাই চাঁদ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসাধন সমাজ সম্পাদক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।

" " কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টর

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে উপদেষ্টা।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বিমুলিয়া বাগানের একটু পশ্চিম ১৫০ নং বাটী।

—

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ শূলাদি সকলপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৫০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ার ঘা, সুলা, আলগা হওয়া

ও রক্ত পড়া এবং মুখের চর্ম্ম প্রভৃতি [illegible] অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।৵ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের [illegible] প্রাপ্তে বহুতর লোক দ্বারা [illegible] যাইতে পারে।

কলিকাতা বড়বাজারে [illegible] নামের ষ্ট্রীট ইউকেলাসকে [illegible]।

ডাক্তারখানা সংক্রান্ত।

গবর্ণমেণ্টের [illegible] সিংহলা কুইনাইনের নায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৯ আউন্স ৩, ৮ আউন্স [illegible] আউন্স শিশি ১৸০ আনা। মফস্বল মূল্য ভিন্ন ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

বি, এন, দাসের গণোরিয়া নিক্‌শ্চর

ইহা দ্বারা নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ রোগ প্রথম এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয় এবং আর কখন হইবে না। এই ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য ২৲। প্যাকিং ও শিশি ৵৹, ডাক ।৵, ফোট ১৷৹।

৩৫ নং চুনাগলি কলুটোলা কলিকাতা।

শান্তিসঞ্চারক আরক মূল্য ১৷৹ টাকা।

এই মহৌষধ সেবা করা পরিষ্কার হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি [illegible] সকল প্রকার ধাতু পুষ্ট ও স্বাভাবিক করে, বলবান হইয়া [illegible] ও স্বাভাবিক নিদ্রা হয়, এবং শারীরিক ও মানসিক [illegible] অনিদ্রা, বাত, পালা জ্বর, [illegible] এমন কি শ্বাস কাশ পর্য্যন্তও [illegible] উপকারী মহৌষধ। ১৯ নং ছুঁড়িপাড়া ষ্ট্রীট [illegible] কলিকাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস [illegible] পাওয়া যায়।

মহাশয়!

আমি বহু দিবস হইতে [illegible] শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে [illegible] অক্ষম হইয়া ছিলাম, নানাপ্রকার ঔষধ সেবন বিফল হওয়াতে আমার প্রিয় বন্ধু যোগেন্দ্র বাবুর নিকটে আপনার "শক্তি সঞ্চারকের" গুণ শুনিয়া এক শিশি সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া বেশ বলবান ও কার্য্যক্ষম হইয়াছি। মহাশয় আর দুই শিশি শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীবিপদভঞ্জন মণ্ডল

ময়মনসিংহ।

তিনি এক বিবাহে ৬৯ বর্ষবে কীবাত্মার প্রতিবিম্ব স্বপ্ন পুরুষ এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইচ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র পাল কবিরাজ

নাং শ্রীরামপুর।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারণ হয়। ২১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৫ টাকা ১২ দিনের ২৷৹ ও ৭ দিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ রেজেষ্টরি পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পেইচ পাঠাইলে ডাকমাসুল ।৵ মাত্র লাগিবে।

ইতি সেবাপ্রার্থী ভবে

বিপিনবিহারী বেনারস

শান্তিবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সরকার—নবাব ২

" মহীনচন্দ্র রায় চৌধুরী—পাকুয়া

" রাজকুমার রায়—নড়াইল

" শ্যামাচরণ বিশ্বাস—কলিকাতা

" শিবনাথ দত্ত—বস্তির

" " শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়—ভবানিপুর ৩২

" " দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র—বড়বাজার ৩২

" " শ্রীনাথ অধিকারি—বাজিতপুর ৭

" " প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—কাটোয়া ৭

" " বঙ্কবিহারি সিংহ—মুঙ্গের ৩৯

" " দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—রাচি ৫

" " ভোলানাথ দাস—ঘুষুড়ি ৫

" " রামরাজ চট্টোপাধ্যায়—বুড়া পুরী ৫

" " দেবেন্দ্রনাথ বসু—কটক ৯৷৹

" " গিরিজাশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকিপুর ৭

" " শিবচরণ মিশ্র—কালিকাকুণ্ড ১৩

" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু—রঙ্গপুর ৭

" " নলীনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—আশাম ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৭৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে নোট, হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডর, টাকার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টীকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ ছয় আনা তাহার পর ।৵ এক আনা দিতে হইবে।

ইতি এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ডাঙ্গাড়িপোতা কয়লাকুল যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ | "ব্রহ্মর্পণং প্রকৃতিহিতায় যাবিধ: সরস্বতা মুনিমতনো ন স্থীয়তা" | ২৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। বাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১২ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ২৭ এ সেপ্টেম্বর | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

পত্রপ্রেরক রাজবিহারী বাবুর প্রতি।

রাজবিহারী বাবুর প্রেরিত আর একখানি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু এখানি চর্ব্বিত-চর্ব্বণপূর্ণ বলিয়া প্রকাশিত হইল না। রাজবিহারী বাবু বড় চটিয়া গিয়াছেন "আমি প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছি কোন বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার অনুমান হইতে পারে না।" রাজবিহারী বাবু চটিয়াছেন বলিয়াই উত্তর পূর্ব্ব দেখিতে পান নাই। জগতের সহিত ঈশ্বরের যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ অন্য কোন বস্তুর সহিত কি কাহার সেরূপ নিত্য সম্বন্ধ আছে? কুম্ভকারের সহিত কুম্ভের অধিক সম্বন্ধ। কুম্ভ তাহার হস্ত বিনির্গত হইলে পর তাহার সহিত আর তাহার সম্বন্ধ থাকে না। সেই কুম্ভ হয় পুষ্করিণীর ঘাটে যেকোথাও করে নতুবা নদীতীরের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কুম্ভকারের সহিত তার আর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু জগতের সহিত ঈশ্বরের এরূপ সম্বন্ধ নয়। তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াই কুম্ভকারের ন্যায় তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক হন না। তিনি ক্রোড়ে করিয়া ইহাকে পালন করেন। জগৎ যখন বিনষ্ট হয় তখন ইহাকে আত্মাতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন কালে জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। রাজবিহারী বাবু! উনবিংশ শতাব্দী হউক, আর বিংশ শতাব্দী হউক জড় পদার্থ পরমাণুর নিত্য ইচ্ছাক্রমে যে সংযোগ বিয়োগ হয় সেটী কি প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান সাধ্য? প্রত্যক্ষ হইলে রাজবিহারী বাবু! তুমি যে প্রকার লোক চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে ছাড়িতে না। তবে বলিতে হইবে, অনুমান সাধ্য। জড় পদার্থকে ঐশীশক্তি ও ঐশী ইচ্ছা-সম্পন্ন অনুমান করা অপেক্ষা ঈশ্বর অনুমান কি ইহার সহস্রগুণে সহজ নয়? রাজবিহারী বাবু! তুমি একবার অবিকৃত মস্তিষ্কে এবিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখ। জড় পদার্থের ইচ্ছা-স্বীকার করিলে লোকে পাগল বলিবে বলিয়া অনেক পরমাণুবাদী পণ্ডিত পরমাণুর সংযোগবিয়োগের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজবিহারী বাবু! তুমি কি তাহার তত্ত্ব রাখ? জড়পদার্থের স্বাভাবিক শক্তি আছে তাহা অযথার্থ নয় কিন্তু সে শক্তির গতি নিয়ত। চৈতন্যশালীরন্যায় তাহার ইচ্ছা সম্ভবে না। লৌহ চুম্বকের সন্নিকর্ষ হইলেই, আকৃষ্ট হইবে তাহার দিন নাই ক্ষণ নাই হক নাই মুহূর্ত্ত নাই, সৃষ্টি নিয়তকাল পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। চুম্বকমণি লৌহের সমক্ষে আসিবে যখনই ঐরূপ করিবে যখনই ঐরূপ অগ্নি বমন করিবে। সেইরূপ পরমাণুর যদি সংযোগবিয়োগকারিণী স্বাভাবিক শক্তি থাকিত তাহা হইলে নিয়তকাল পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ হইত। পাঁচ হাজার বৎসর দশ হাজার বৎসর অথবা কোটি বৎসর অন্তর পরমাণুরাশির বিয়োগ হইয়া মহাপ্রলয়, খণ্ডপ্রলয় ও প্রলয় ঘটিবে এটী বড় বিচিত্র কথা। পরমাণুতে ঐশীইচ্ছার আরোপ ব্যতিরেকে এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক রাজবিহারী বাবু।

২

যদি তুমি প্রত্যক্ষগম্য বা পরীক্ষাযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পার পুনরায় [illegible] মন্থন করিও মন্থরা বাচালতা প্রকাশ করিয়া লোক হাসাইও না। এই উনবিংশ শতাব্দী [illegible] আমরা পরীক্ষা [illegible] এমন অদ্ভুত [illegible] আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি-[illegible] সেই জন্য পাঠকের [illegible] এরূপ একজন চৈতন্যশালী [illegible] কথা উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া থাকে " শরীর ভিন্ন আত্মা নাই। যেমন নানা মসলাদির সংযোগে মাদকতা শক্তির উদ্ভব হয়, তদ্রূপ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ ও মরুতের সংযোগ বিশেষে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেহরূপ আশ্রয় ভঙ্গ হইলে সে চৈতন্য নাশ হয়। পরকাল নাই; সুতরাং মৃত্যুর পর কর্ম্মের ভোগাভোগ করিতে হয় না। ইত্যাদি। " পাঠক! দেখিবেন, রাজবিহারী বাবুরও এখন এই কথা। দুঃখের বিষয় বিষ্ণুপদ, তাঁহাকে এ কূলের অধিকক্ষণ থাকিতে দিবে না। তিনি যদি শঙ্করাচার্য্যের সূত্র ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের কতকগুলি সূত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন, তবে অবশ্যই তাঁহাকে আস্তে আস্তে এ কূল ও ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি কোন্ কূল আশ্রয় করিবেন? যাহা হউক রাজবিহারী বাবু লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া কুতর্কের অনুরোধে যে তাঁহার স্বভাব লাভ সরল পবিত্র মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে বক্র পথে পরিচালিত করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিতেছেন না, ইহা বাস্তবিক বড় পরিতাপের বিষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ হইল। আশা করি তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

জগদলপুর। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

চম্পাইনগর বা চাম্পানাগ।

গত বারের পর।

চম্পাই নগরের এই মেলায় আনুমানিক ১০। ১২ সহস্র লোক আসিয়া থাকে। ইহাতে বেহুলা ও লখিন্দরের কৃত্রিম বাসর ঘর প্রস্তুত হয়; এবং সর্পাঘাতে কৃত্রিম লখিন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে জলাধারে করিয়া ভাগীরথীর জল-স্রোতে বেহুলা সতীর সহিত ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কয়েকদিন বিলক্ষণ ধুম ধাম হয়।

পাঠক! লখিন্দর সম্বন্ধে দুই ঘটনাটি অবগত হইলেন। এখন এ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যখন এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ চলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে সত্য কিছু আছেই আছে। আমরা এই কয়েকটী বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

১ ম। চাঁদ সওদাগরের সময়ে এই স্থানে বহুল সর্প থাকিতে পারে। এখনও বর্ষাকালে বিলক্ষণ সর্পের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

২ য়। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশে মনসার পূজা হইত না, ইহাতে বোধ হয় তৎপূর্ব্বে এ দেশে বহুতর সর্প চিকিৎসক বাস করিতেন; তাঁহাদের সুচিকিৎসার সর্পাঘাতে মনুষ্য প্রায় মানবলীলা সম্বরণ করিত না। কাজে কাজেই কেহ তৎকালে মনসাকে পূজা করিত না; কিন্তু চাঁদ সওদাগরের সময় হইতে বোধ হয় এ দেশে সর্পচিকিৎসকের অভাব হওয়াতে মনসার পূজা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

৩ য়। বেহুলা তাঁহার মৃত-মৃত মর বিয়ে চৈতন্য-হীন; পতিকে যে পুনর্জ্জীবিত করেন, এ কথাও একেবারে উপহসনীয় হইতে পারে না। কেন না সর্পাঘাতে মনুষ্য, কি অন্যান্য বলবান্ জীব সহসা প্রাণত্যাগ করে না; দারুণ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া সেখায় অচৈতন্য হইয়া থাকে। যখন অনশনে লোকে ৪০ দিবস পর্য্যন্তও প্রাণধারণ করিতে পারে, তখন ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাইতে যে ৫। ৬ দিবস লাগিয়াছিল, (আমরা দেখিয়াছি বর্ষাকালে কলিকাতায় ৫। ৬ দিনে বড় বড় নৌকা বিয়া থাকে) সে ৫। ৬ দিবস অনাহারে বিষের জ্বেজে যে প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই, ইহাও সম্ভবনীয় হইতে পারে। ৪র্থ জলই বিষের মহৌষধ। এজন্য রোজারা অনুপানে "জল-সার" করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় জলে ভাসিয়া যাইতে যাইতে লখিন্দরের শরীর বিষশূন্য হইতে পারে; অথবা নেতোর সাহায্যে দেবরত ঔষধে লখিন্দর জীবিত হইতে পারেন।

৪ র্থ। নেতো দেবতাদের কাপড় কাচিত। তখন বোধ হয় বাঙ্গলায় দেব উপাধিধারী কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল বা নেতো যাঁহাদের কাপড় কাচিত, তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করিত। যাহা হউক এ ঘটনা সম্পূর্ণ অসত্য হইতে না পারে।

ভ্রম সংশোধন। আমরা গতবারে কর্ণকে চম্পাই-নগরের স্থাপয়িতা বলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ কর্ণ নহেন, চম্পরাজ ইহার স্থাপয়িতা। বয়াতিবংশে উত্তী-নরের পুত্র দীর্ঘতমসের ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গের বংশোদ্ভব চম্পরাজা চম্পাই নগরের স্থাপয়িতা। যথা বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১৮ অধ্যায়ে "চম্পায়ঞ্চ চম্পাং নিবেশয়ামাস।" মহাভারতে চম্পানগর অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার অঙ্গ রাজ্য, বঙ্গ ও মগধের মধ্যে ছিল এমত অবস্থায় সে চম্পানগর ভাগলপুরেরই এই চম্পানগর।

সুলতান গঞ্জে বাবেশ্বর শিব না হইয়া বাবেশ্বর ভৈরীনাথ হইবে।

ভাগলপুর। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই অনিত্য।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা গৃহে যে শ্রীকৃষ্ণ

বাবু যাহা করিয়া আছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রথম পত্রের উত্তরে আমরা কয়েকজনে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আর একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। রাগান্ধ হওয়ার যাহা যাহা ফল, সে সকলই প্রায় তাহাতে ঘটিয়াছে। (ক) যদিও তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "এক্ষণে তিনটী প্রতিবাদকারীকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম" কিন্তু তাঁহার পত্রের সকল স্থানেই কটূক্তিতে পূর্ণ। তাহাই যদি তাঁহার প্রিয়-সম্ভাষণ হয়, তবে না জানি তাঁহার কটূক্তি কি অদ্ভুত জিনিস! কটূক্তি করিতে পারিলেই যদি জয় লাভ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এমনি ধীর ব্যক্তিকে তর্কপঞ্চানন অথবা বিদ্যাবাগীশ উপাধি দেওয়া কর্ত্তব্য। (খ) শ্রীকৃষ্ণ বাবু অরীন্দ্রিয়া ও কপনা কবির পরিচয় দিয়াছেন। আমার পত্রের উত্তরে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রথম অংশাংশেই ইহার প্রমাণ। (খ) তিনি খেলাপ এবেতারও দিয়াছেন। তিনি প্রথম পত্রে বলিয়াছিলেন "আমরা সোমপ্রকাশে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। ভগবতী বাবু, রাজকিশোরী বাবু, বিহারী বাবু ও বেচারাম বাবুকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে সমরনিপুণ বীরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল।" কিন্তু এবারকার পত্রে আবার লিখিয়াছেন "কয়েক সপ্তাহ হইতে নাস্তিকতা ও আস্তিকতা লইয়া ঘোর আন্দোলনে সোমপ্রকাশের স্তম্ভ অলঙ্কৃত হইল দেখিয়া ভানিমায় আমার কোন হৃদয়ে এই দেশ-বিপ্লবকর বিষম বিষ উদ্গীর্ণ হইল। বন্ধুবর বীরপুরুষগণ নীরব হইয়া রহিলেন, কবল শুনি গুরুমন্ত্র শিষ্য চীৎকার করিয়া ধরণীমি উচ্চারণ করিতে লাগিল।" পাঠক! ইহা কি খেলাপ বড়ের নহে? ১০ দিন পরে ইনি যে বঙ্গাহোদয়ের দলে আহ্লাদে আট খানা হইয়াছিলেন আন্দোলন-কারীদিগকে বন্ধুবর বলিয়াছিলেন, তাহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন, ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, ঐ দলের নিকটে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ কি না সেই আন্দোলনের উপর ইনি চটিয়া উঠিলেন এবং ইহাঁর সেই বন্ধুবীরদিগকে হুজুগ শিষ্য ও রসভূমি উপপ্লবকারী বলিয়া গালি দিলেন!! ইহার কেবল ইহাই কারণ যে, পূর্ব্বে ইহাঁর পক্ষে কোন আঘাত লাগে নাই, এক মনে করিয়া প্রথম পত্র খানি লিখিয়াছিলেন কিন্তু হইয়া উঠিয়াছে আর এক, এক্ষণে ইহাঁর গাত্রদাহ হইয়াছে দুহুয়া আর ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মান্দোলনকারীদিগকে কেনই বা ভাল বলিবেন? ইনি এক্ষণে বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং "বিচার" বন্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাঁর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরাও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে বলিতেছি, যদি তাঁহারা ভাল চান অর্থাৎ যদি তাঁহারা "বিচারের" প্রার্থী হন তবে এক্ষণেই প্রকাশ্যভাবে বলুন যে, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক নহে। যদি ইহা না বলেন তবে তাঁহাদের কেবল বিচার বন্ধ নহে কিন্তু তাঁহাদিগকে এখনই নির্ব্বাসিত হইতে হইবে!!! তায়! শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেন এমন কাজ করিয়াছেন। একটুকু রাগ পড়িলে আমাদের পত্রের উত্তর দিলেই ত সকল দিক ভাল হইত? যাহা হউক তাঁহার পত্রের বিশেষ বিশেষ অংশের উত্তর দেওয়া যাইতেছে, প্রত্যেক কথার উত্তর দিতে গেলে পত্র খানি বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

ঈশ্বর। আস্তিক, নাস্তিক, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর লইয়া তিনি বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। (ক) তাহাতে আস্তিক ও নাস্তিক যে বলে তাহা হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ করে নির্দ্দেশ নাই; যাহা কিছু আছে তাহা আমাদের অর্থাৎ এই উনবিংশ শতাব্দীর লোকদিগের সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। যেমন যে পারে না তাহা একটু নিম্নে লিখিব। (খ) ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের প্রধান ও মূল গ্রন্থ যে বেদ, তাহাতে এবং তাহার শিরোভূষণ স্বরূপ উপনিষদ্‌সমূহে, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কঠ, কেন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং তাহাদের এই দশ খানি টীকাতে ব্রহ্মবিষয়ের কোন স্থানে কোন, কোন টীকাকার কোন স্থলে ঈশ্বরকে টানিয়া আনিয়াছেন, এরূপ কোথাও দেখিতে পাই নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের ভূরি ভূরি স্থলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ দেখা একরকম লোক টানিয়া করিয়া পত্র খানিকে আবার ঢেঁড়া করা হইবে মাত্র। তবে শ্রীকৃষ্ণ বাবু যদি ইহার বিপরীত অর্থের কোন শাস্ত্র দেখাইতে পারেন তাহা হইলে [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

প্রাচ্য কিন্তু ঋষিরা যে অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা প্রাচ্য নহে। কেন প্রাচ্য হইল? করিয়া একালে মনুষ্যের গো-অশ্ব প্রভৃতি বধ করিতেন, গরু শূকর প্রভৃতি খাইতেন, এবং ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়াপূজা করিতেন শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বাবু * এক্ষণে যে সব করিতে কি পশ্চাৎ আছেন? বিশেষতঃ আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে, আমরা এক্ষণে যে অর্থে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি অধিকাংশ হিন্দু শাস্ত্রকারেরা সেই অর্থেই ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু অনুগ্রহ করিয়া জানিবেন যে, যেমন এক দল আচার ব্যবহার কোন জাতির মধ্যে চিরকাল এক ভাবে থাকে না, তেমনই প্রাচীন সকল শব্দই কোন জাতির মধ্যে চিরকাল এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসে না, সুতরাং যাহাদের দ্বারা শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে তাহাদিগকে চোর প্রভৃতি বলিতে সাহস করা, কতদূর সঙ্গত তাহা তিনি ধীর ভাবে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম লইয়া বিবাদ করার কোন মূল নাই, কোন অর্থ নাই, কোন প্রয়োজন নাই উহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর কেবল বিবাদ-প্রিয়তারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই বলে "থাকে পড়িয়া বিবাদ করা।"

দ্বিতীয়। (ঙ) আমি নাস্তিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে কপিল মুনিকে নাস্তিক ও শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার নিরীশ্বরবাদের সমর্থনকারী বলিয়াছিলাম। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বাবু গাত্রে গাত্রে চটিয়াছেন এবং আমাকে মনের সাধ মিটাইয়া কটূক্তি করিয়াছেন। কিন্তু কথা এই, কপিল যে আস্তিক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাহার কি কোন প্রমাণ দিতে পারেন? শুনিয়া বলিতেন কপিল আস্তিক, অতএব কপিল আস্তিক ইহাই কি তাঁহার প্রমাণ? শ্রীকৃষ্ণ বাবু দয়ন কপিল প্রকৃতির পরিণাম বিশেষকে ঈশ্বরপ্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়াও "ঈশ্বরাসিদ্ধে" এই সূত্রটী কি উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছেন? তাঁহার ও ঈশ্বর কোন ঈশ্বর? ইনিই কি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ব্রহ্ম নহেন? কপিল যদি এই ব্রহ্মকে না মানিলেন তবে তাঁহার নাস্তিক হইবার অবশিষ্ট কি রহিল? তাই আমরা পুনরায় বলিতেছি কপিল নাস্তিক ছিলেন। গতবারে আমি সপ্রমাণ করিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু কেবল যে কপিলের মত প্রকাশ বা তাহার সমালোচনা করিয়াছেন এমন নহে কিন্তু সেই সঙ্গে সে মতের সমর্থনও করিয়াছেন। তাই আমি তাঁহাকে নিরীশ্বর বাদের সমর্থনকারী বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম এবং এখনও তাহা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি যে আস্তিক তাহা আমি জানি, গতবারে তাহা আমি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার লেখা দেখিলে তাঁহাকে আস্তিক বলিতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না। পাঠক! তিনি বলেন যে, অনন্তকাল হইতেই সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, ব্রহ্ম ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, আবার ব্রহ্মের উপাসনার আবশ্যকতা তিনি মনে অনুভবই করেন না তাঁহাকে আস্তিক বলিতে আপনার কি প্রবৃত্তি হয়? (খ) আমরা নাস্তিকতার যে লক্ষণ বলিয়াছিলাম তাহা নূতন বোধে শ্রীকৃষ্ণ বাবু চটিয়া লাল হইয়াছেন। কিন্তু তাহা বাস্তবিক আমার নূতন রচনা নহে। তিনি যদি ধর্ম্মপরায়ণ সাধুদিগকে (কি স্বদেশী কি বিদেশী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, আমি নাস্তিকতার লক্ষণ অসঙ্গত বা অন্যায়রূপে নির্দ্দেশ করি নাই। ব্রহ্ম মানিব, অথচ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব না, ব্রহ্ম মানিব অথচ তাঁহাকে জ্ঞান প্রেম শক্তিকে অনন্ত বলিব না, অথবা ব্রহ্ম মানিব, তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিব তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি মানিব অথচ তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিব না! এ বড় অদ্ভুত কথা। ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহারা এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি বর্ত্তমান কালের কি প্রাচীন কালের সকল সাধুরাই তাহাদিগকে অভক্ত নহে কিন্তু নাস্তিক—অন্ততঃ অর্দ্ধ নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও পূর্ণ স্বরূপ না বলিলে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রতি অবনত মস্তকে নির্ভর না করিলে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করাই হয় না। ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান প্রভৃতি হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিলে তাঁহার প্রতি মস্তক অবনত (উপাসনা) হইবেই; যাহার তাহা না হয়, যে উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার না করে, বুঝিতে হইবে যে, সে ব্রহ্মের পূর্ণ স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না, সুতরাং তাহাকে নাস্তিক বলিব না ত কি বলিব?

তৃতীয়। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বাবু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন; কিন্তু আবার এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা তখন অপূর্ণ থাকে না, সুতরাং যখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছার বিদ্যমানতা তখন হইতেই জগৎ, অতএব জগৎ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। এবারে তিনি ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা স্বীকার করিয়া (বড় আহ্লাদেরই বিষয়, তবে আর তর্ক বিতর্ক কেন? এই খানেই ত সকল গোল মিটিয়া গেল) বলিয়াছেন যে, "মনে করুন আমি একজন লোক ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করিলাম কিন্তু যখনই লোক নিযুক্ত হইল তখনই তাহার নিয়োগ তাহার কার্য্যকালও ছয় মাস পরে অবসর দান এই কয়েকটী ঘটনা একেবারেই আমার সংকল্প হইল। তদ্রূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ইচ্ছা চিরন্তনই ব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরে পরে কার্য্য ঘটনাই তাঁহার ইচ্ছার প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি নিত্য।" শ্রীকৃষ্ণ বাবু কি বিপদেই পড়িয়াছেন! বাস্তবিক এসময়ে বিদায় প্রার্থী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান না করিলে তাঁহার আর উপায় নাই। আমার তর্কের পদচ্যুতির কাল আমার সংকল্পে আছে মাত্র, তা বলিয়া বর্ত্তমান সময়েও সে যে পদচ্যুত হইয়া রহিয়াছে এমন নহে, এখন সে কর্ণে নিযুক্ত থাকিয়া পায়ের উপর পা দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মের ইচ্ছা যদি অপূর্ণ (সংকল্প) না থাকে, যখনই তাঁহার ইচ্ছা তখনই যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয় (উপরি উক্ত উদ্ধৃত অংশ দেখ) তবে যখন হইতেই তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ইচ্ছার বিদ্যমানতা, তখন হইতেই এই সৃষ্টি, ইহার স্থিতি ও ইহার প্রলয় উপস্থিত না হইয়াছে কেন? ব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ইচ্ছা "থাকিলেও" যখন সেই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ "হইতেছে" স্বীকার করিতে হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ বাবুর "থাকা" ও "হওয়া" সম্বন্ধীয় বাকবিতণ্ডা এখন কোথায় রহিল? তাঁহার সৃষ্টির নিত্যত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তিই বা এখন কোথায় চলিয়া গেল? কারণ ব্রহ্মের প্রলয়ের ইচ্ছা থাকিলেও যেমন প্রলয় উপস্থিত না হইয়া সে ইচ্ছা কেবল তাঁহার সংকল্পে থাকিতে পারিতেছে, সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলেও প্রথমতঃ তাহা তাঁহারই সংকল্পে থাকিতে পারিয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে বলিয়াছেন সৃষ্টি নিত্য, তাহা আর প্রমাণ হইল না। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবারে বলিয়াছেন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং সকল গোলই মিটিয়া গেল। ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পার্থক্য তুলিয়া তিনি ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন এবং এই সৃষ্টি নিত্য এই দুইটী নিরাকরণ কথা বলিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা

* এই কয়েক দিন হইল রবিবারের সভার সম্বন্ধে একটী ভদ্র লোকের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং এই প্রসঙ্গে তিনি কথা তুলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের উপাসনা করেন। তিনি একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া আমি তাঁহার নিকট সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই। তিনি একজন শিক্ষিত লোক বলিয়া আমি তাঁহার নিকট সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই। এই কথা বলিয়াই আমার দুরন্ত ক্রোধ একেবারে শান্ত হইয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ হইয়া বাঁচা কথা পরিবর্ত্তন করিলাম। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত তিনি আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার শিক্ষা স্বভাবের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম। শ্রীকৃষ্ণ বাবু যদি ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন আমি এরূপ আশা করি না।

তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলাম। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় এক্ষণে সকল গোল মিটিয়া গেল, তাঁহাকে ধন্যবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে আমরা এখানে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ পত্রের উপসংহার করিব। কুইন ভিক্টোরিয়া যেমন এদেশে গবর্ণর জেনারেলকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন এবং সেই গবর্ণর জেনারেল যেমন অসংখ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এদেশে প্রভুত্ব বিস্তার ও দেশ রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ ব্রহ্ম কেবল মাত্র ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, আর সেই ঈশ্বরই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মালিক হইয়া কালী দুর্গা যাকাল মনসা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি কর্ম্মচারী (দেবতা) নিযুক্ত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। সুতরাং গবর্ণর জেনারেল হইতে একজন কনষ্টেবল পর্য্যন্ত সকলকেই যেমন আমাদের ভয় ও মান্য করিতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে যাকাল মনসা পর্য্যন্ত সকল দেবতাই আমাদের আরাধ্য ইহাই কি প্রতিপন্ন করা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর উদ্দেশ্য ছিল?

যমুনীয়া
১০ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮০ শ্রীজগবন্ধুচক্রবর্ত্তী

সোমপ্রকাশ

১২ই আশ্বিন সোমবার।

বিগত পক্ষের মধ্যে দুই জন লোক বিশেষরূপে আমাদের চক্ষে পতিত হইয়াছেন; একজনের নাম বিনোদবিহারী সা। এই ব্যক্তি পাঠকবর্গের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত। বিনোদবিহারী সা, কিছু দিন পূর্ব্বে, শারীরিক উন্নতি বিধানার্থ কলিকাতাতে একটী সভা স্থাপন করেন, কলিকাতার বড় বড় লোকেরা এই সভার উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষের পদে বরণীত হন। সভার কার্য্য সম্পাদনার্থ অনেক অর্থও সংগৃহীত হয়। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরার বিবাদ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে বিনোদবিহারী গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করে নাই, সভাটী বোধ হয় বহুদিন উঠিয়া গিয়াছে, এবং শারীরিক ব্যায়ামাদির পরিবর্ত্তে বিলিয়ার্ড খেলার জন্য একটী সভা হইয়াছে, (উহাতে শারীরিক উন্নতি হইবে তাহার সন্দেহ কি!!) এবং যে বাড়ীতে এই বিলিয়ার্ড সভার অধিবেশন হয় বিনোদবিহারী তাহাতেই থাকে। মিরার এই ব্যক্তিকে তিরস্কার করিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। সোমপ্রকাশের পাঠকগণ ইঁহাকে বিশেষ রূপে জানেন। ইনি রাইনার রাজেন্দ্র দত্ত। ইনি নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পর সম্প্রতি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হাজতে বাস করিতেছেন, এরূপ জানা গিয়াছে যে এই ব্যক্তি নিজ নাম গোপন পূর্ব্বক, নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যের আশা দিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। অপরের লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিয়া নিজের বলিয়া প্রকাশ করিত। ষ্টেট সম্যান সম্পাদক এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অনেকবার করিতে করিতে এবারে ধৃত হইয়াছে। এরূপ দুষ্টের দমন হয়, তাহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। ইহারা গুপ্ত অনুষ্ঠান পত্রের কণ্টক স্বরূপ দেশের বড় লোকদিগেরই বা কি বিবেচনা। যে সে ব্যক্তি আসিয়া যখনই তাঁহারা কেন অমনি নিজ নিজ নাম দিয়া বসেন, তাঁহাদের নামের আশ্রয় পাইয়া যে ঐ সকল ভণ্ডলোক অপর সর্ব্ব জনকে প্রতারণা করিবার পথ পায় তাহা একবার বিবেচনা করা হয় না। যাহা হউক দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের এখন অবশ্য সতর্ক হইবা আবশ্যক কথা উচিত।

রুশ জার ও ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি।

ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে কলিয়ার সাধু সর্ব্বনা অস্থির আছে অনেকে জানেন। সম্প্রতি লিবারেল মন্ত্রিদল আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিবা বলিয়া নির্দ্ধারণ করাতে জনসাধারণগণ নানাপ্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বিশেষতে ইংলণ্ডের লোকের মনে ভয়সঞ্চারিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন কাশিয়ার সাথে একটে এসিয়াস্থ ইংরাজীয় সৈন্য সংখ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এতদ্ভিন্ন ছলে কলীয় লোক মধ্যআসিয়া ও আফগানিস্থানের সীমাপ্রদেশস্থিত গ্রামের সকল পরিদর্শন করিতেছে। এ সকলের চরম লক্ষ্য কি? চরম লক্ষ্য কেবল ভারতবর্ষ অধিকার। কশিয়া জানেন যে মধ্যআসিয়াতে তিনি যে সকল প্রদেশ অধিকার করিতেছেন তাহার অধিবাসিরা কোন লাভ নাই; তাহা জয় করিতে যে ব্যয় হইতেছে, সে ব্যয় তুলিয়া লওয়ার আশাই নাই। একবার ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারিলে সকল শ্রম সফল হয়। সুতরাং কশিয়ার দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকেই পতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রুসকদিগের অসিশয় সাহসী এবং যোদ্ধা, তাহাদের নাম অস্ত্রাঘাতে পৃষ্ঠ করি আর দেখা যায় না, কশিয়া যদি একবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বদেশে আনয়ন করিতে পারেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সময় তাহারা কশিয়ার বিশেষ কার্য্যে লাগিবে।

এই সকল কথা বলিয়া কশপক্ষপাতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডের লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা এতদূর আশঙ্কার কারণ দেখিতে পাইতেছি না। কশিয়ার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, অন্ততঃ ৮০ বৎসরের মধ্যে সুবিধা হইতেছে না। কশিয়া যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কিরূপ একবার বিবেচনা করা যাউক। প্রথমতঃ কশিয়া ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের মধ্যে অপর অনেক গুলি রাজ্য এবং সমরপ্রিয় জাতি আছে, ভারতবর্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে পরাজিত বা বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ করার প্রয়োজন। যদি তাহাদিগকে পরাজিত করেন, তাহা হইলেই যে কশিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না পরাজিত দেশে শান্তি ও শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিবে। যদি সে সকল দেশে সুশাসন শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহারা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে শত্রু রাখা বৈধিক হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত দেশের সকলের প্রভাবা যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে ও সমরপ্রিয় তাহাদিগকে পরাজিত করা কিম্বা বহুকাল পরাজিত রাখা সম্ভব নয়। তাহাদিগকে বশতলে রাখিতে কশিয়ার বিলক্ষণ ব্যয় হইবে। শাসন কার্য্যে যেরূপ ব্যয় হইবে সে সকল প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তি সেরূপ নয় সুতরাং যে ব্যয় সেখানে করিবে তাহা তুলিয়া লওয়া কঠিন হইবে। ভারতবর্ষের ন্যায় ধনশস্য শালিনী স্বর্ণভূমি প্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ড আর বাষ্পের সমস্ত বিষয়ে অসমর্থ হইতেছেন, আর কশিয়া যেরূপ সকল প্রদেশ সহজে সুশাসন করিবেন সে আশা দুরাশা মাত্র। সুতরাং কশিয়ার বর্ত্তমান সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড আছে, তাহার অধিকাংশই মরুপ্রধান ও শস্যশূন্য। সেই সকল প্রদেশের মধ্য দিয়া বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রসর হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয় কয়েক লক্ষ সৈন্য লইয়া কবাচ হইতে কান্দাহারের উপস্থিত হওয়া কিরূপ কঠিন তাহা আমরা দেখিয়াছি। জলে স্থলে ইহা হইতে আরম্ভ হইল। সৈন্যাবাসের অসুস্থা ক্লেশ ও ভয়ানক অস্থবিধা হইতে লাগিল। এমন কি আফগানের অধিক সৈন্য পার্শ্বে ফেলিয়া অল্পসংখ্যক লোক লইয়া অগ্রসর হইতে হইল। কতক শত ক্রোশ যাইতে সমর এই রূপ, তখন কশিয়া যে সহজে লক্ষ লক্ষ লোক লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিবেন এরূপ কল্পনা মাত্র। আর কিছু না হউক, ভারতবর্ষ এত মনোযোগী এক দল সৈন্য প্রেরণ করিবে

অর্থের প্রয়োজন হইবে আর ৮০।৫০ বৎসর যদিয়া রাজস্বের অবস্থা ভাল না হইলে কশিয়া সে অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হইবেন না। এরূপ স্থলে এ প্রকার আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান দেওয়া নিতান্তই নির্ব্বোধের কাজ।

কেহ কেহ এই আর একটী ভয় আছে কেহ কেহ এও বলিবেন যে কশিয়া সমরাবসানে অন্য দেশ সকলকে পরাস্ত করিয়া আপনার রাজনীতি চাতুরীর দ্বারা তাহাদিগকে গুরু বড়ত্বস্থানে বদ্ধ করিবেন। সে বিপদ হইতে রক্ষার উপায় কি? তাহা বিবেচনা করি কশিয়া যে সকলকে বশীভূত করিবেন, এরূপ আশঙ্কাই বা হয় কেন? তাহারা কি দেখিয়া কশিয়ার দিকে যাইবে হইবে? এই আকর্ষণ তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। প্রথম, অর্থের লোভ; দ্বিতীয় পরাক্রমের ভয়ে, তৃতীয় চরিত্রের প্রতি অধিক আস্থা হইতে। কশিয়া কি এত ধনী, যে তিনি উৎকোচ দিয়া এতগুলি জাতিকে হস্তগত করিবেন। কশিয়ার রাজকোষের অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা ত এরূপ আশা করেন না। তবে কি কশিয়ার পরাক্রমের ভয় এত অধিক যে সেই ভয়ে ঐ সকল জাতি কশিয়ার আজ্ঞাধীন থাকিবে, তাহাই বা সম্ভাবনা কি? ইংরাজসৈন্যগণের শৌর্য্য এবং পরাক্রম ভারতবর্ষের নিকটস্থ সমুদায় লোকের বিলক্ষণ গোচর আছে। তাহারা যে হঠাৎ ওরূপ নাম পরিত্যাগ হইবে ইহা বোধ হয় না। তৃতীয়তঃ আমরা কি এরূপ মনে করিব যে ইংলণ্ডের অপেক্ষা কশিয়ার চরিত্রের প্রতি ঐ সকল জাতির শ্রদ্ধা অধিক, এরূপ কেন হইবে? যদি ইহা বলা হয়, ইংলণ্ডই সে জন্য দায়ী, তাহারা তাহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের সেইরূপ সংস্কার করিয়াছে। কিন্তু আফগান যুদ্ধের ন্যায়, একটী যুদ্ধে পরাস্ত হইলে যে শ্রদ্ধার হানি হয় তাহা আর ২০ বৎসরে পুনঃস্থাপিত হয় না।

আমরা যদি ইংলণ্ডের কশিয়ার ভয়ে কুণ্ঠিত থাকা বড় অন্যায়, ইহাতে লোকের অমর্য্যাদা এবং মনের অবসন্নতা বৃদ্ধি করা হয়। ইংলণ্ড নাম, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের সোপান দুই রাখিয়া কার্য্য করুন। কশিয়া যেমন অসভ্য জাতি সকলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছেন, তিনিও তাহাদিগকে বন্ধুভাবে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করুন; আর কশিয়াকেই যে চিরশত্রু মনে স্থান দিতে হইবে তাহা কথা হইবে কেন? তাঁহার সহিত পরিষ্কার কথা করিয়া পরস্পরের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া হউক। বর্ত্তমান লর্ডসল এই রাজনীতি পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। আমাদের এই পথই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে হয়।

স্বার্থপরতার বিভিন্ন মূর্ত্তি।

প্রসিদ্ধ ঈশপের গ্রন্থে ব্যাঘ্র ও মেষ শাবকের যে গল্পটী আছে, তাহা বোধ হয় অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। লোকের যখন কোন প্রকার স্বার্থসাধন করা আবশ্যক হয় তখন তাহার অনুকূল যুক্তির অপ্রতুল থাকে না। ইংলণ্ডের এক সম্প্রদায় লোক আমাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। ইংলণ্ডে "পেট্রিয়টিক এসোসিএসন" দেশহিতৈষী সভা নামে একটী সভা আছে। এটী বোধ হয় কনসারবেটিব দলের সভা। ইঁহারা সম্প্রতি গ্লাডষ্টোনের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। আবেদনকারীদিগের মত এই যে আফগানিস্তান পরিত্যাগ করিলেও কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হয়। এরূপ পরামর্শ দিবার কারণ এই (১ম) কান্দাহারের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ সুতরাং এখানে লোকের ভিড় নাই। (২য়) কান্দাহার পারস্য, তুরস্ক, ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য পথের সন্নিস্থল, এই প্রদেশ হস্তগত থাকিলে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের অত্যন্তপূর্ণ উন্নতি হইতে পারে। (৩য়) কান্দাহার সমর-শাস্ত্রের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, এই স্থানকে মলদেশ স্বরূপ করিয়া অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ এবং সৈন্যাদি প্রেরণ করিতে পারা যায়। (৪র্থ) কয়েক বৎসরে বাণিজ্যের দিন দিন যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, যদি কান্দাহার হস্তে থাকে তাহা হইলে আফগানিস্তানের ব্যয় সকলই দিনের মধ্যে কয়েকটিতে নীত হইতে পারিবে। যে সকল উৎকৃষ্ট ফল শস্য এখন ক্ষেত্রে পচিয়া যায় অথবা তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের ধন বৃদ্ধির কারণ হইবে। (৫ম) কান্দাহার যদি হস্তগত থাকে সেখানে একদল ব্রিটিশ সৈন্য থাকিবে সুতরাং আফগানিস্থানের বিদ্রোহি জাতিদিগকে শাসন করা দুষ্কর হইবে না। বিদ্রোহের সূচনামাত্রেই তাহাদিগকে দমন করা যাইবে তাহা হইলে আর মধ্যে মধ্যে সীমান্ত প্রদেশের রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে না। (৬ষ্ঠ) কান্দাহার ব্রিটিশ করগত হওয়া অবধি প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন প্রজারা আর আফগানদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের মধ্যে পতিত হইতে ইচ্ছা করে না। তাঁহারা ইংরাজদিগের অধিকারকে প্রার্থনীয় মনে করিতেছে। (৭ম) ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সভ্যতাও আফগানিস্থানে বিস্তীর্ণ হইবে। লোকের বর্ব্বরতা ঘুচিয়া যাইবে, জ্ঞান চর্চ্চা হইয়া লোকের ধর্ম্মনীতি উন্নত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি গুলির মধ্যে আমরা দুই জাতীয় যুক্তি দেখিতে পাইতেছি। কতকগুলি স্বার্থ মূলক অপর গুলি পরার্থমূলক। স্বার্থ মূলক যুক্তি গুলি কেবল কান্দাহার কেন? অনেক দেশের পক্ষেই খাটে। নিকটবর্ত্তী ভূমি বহু শস্য সম্পন্ন, বাণিজ্যের সুবিধা আছে, এবং সেনানিবেশ করিবার পক্ষে উহা উৎকৃষ্ট স্থান এই বলিয়া যদি কান্দাহার হস্তগত রাখিতে হয় তাহা হইলে কোন দেশ যে এরূপ রাজনীতির হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে তাহা বলা যায় না; তাহা হইলে বহু শস্য সম্পন্ন হওয়া এবং বাণিজ্যের সুবিধা থাকার অপরাধে অনেক জাতিকে স্বাধীনতা হারাইতে হয়।

নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থপর যুক্তি প্রবণ করিলে লোকে উপহাস করিবে এই জন্যই বোধ হয় কয়েকটী পরোপকার মূলক যুক্তির প্রদর্শিত হইয়াছে। কান্দাহার ইংলণ্ডের হস্তে থাকিলে প্রজাদিগের উপকার হইবে; ধন ধান্য বাড়িবে, জ্ঞান ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রজাদেরও সেই ইচ্ছা। এই যুক্তি গুলি আমরা এতবার শুনিয়াছি যে এখন শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সিন্ধু দেশ অধিকারের সময় ঠিক এই কথা বলা হইয়াছিল, অযোধ্যা প্রদেশ করকবলিত করিবার সময় এই যুক্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং নিজামের গবর্ণমেণ্ট বেরার প্রদেশ ফিরিয়া চাওয়াতে এই প্রকার যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াই তাহাদিগকে নিরস্ত করা হইয়াছে। অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন কোন্ দিন কাশ্মীর প্রদেশ বা এরূপ যুক্তির বলে পড়িয়া যায়।

দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যাপেক্ষা ব্রিটিশ রাজে যে প্রজাদিগের সুখ শান্তি অধিক, ইংলণ্ডে যে অনেক স্থলে বাস্তবিক উদ্ধার কর্ত্তার কার্য্য করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা এত অকৃতজ্ঞতা অপরাধে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না কিন্তু যদি কোন দেশের প্রজাদিগকে অত্যাচার ও দুরবস্থা হইতে মুক্ত করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে কি সে দেশ অধিকার না করিয়া করা যায় না? ইংলণ্ড তুরস্কের স্থলে কি করিতেছেন? তাঁহার এ অপরাপর দেশের প্রয়োজনাতে তুরস্কের শাসন প্রণালীর কি অনেকাংশে সংস্কার হইতেছে না? যে আফগানদিগের জন্য এতই প্রাণ কাঁদিয়া থাকে তাহা হইলে আদেশ উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা তাহারা রাজা ও মন্ত্রিদলকে সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করুন। রেলওয়ে রাজপথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিউন, বণিকদিগের রক্ষার উপায় বিধান করুন, রাজাকে বলিয়া সুশিক্ষার উপায় বিধান করুন এবং সুশাসনবিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করুন। এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তি দেখি

তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে এবং অপরাপর জাতি সকলকে তাঁহারা বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ করিতে পারিবেন। রাজনীতির অপর নাম যদি স্বার্থপরতা হয় তবে রাজনীতি শব্দটী চিরকালে নীতিবর্দ্ধী লোকদিগের চক্ষে ঘৃণিত থাকিবে।

মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ অনেকগুলি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন একজন খৃষ্টশিষ্যের মুসলমান এই বলিয়া তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন, যে মহম্মদ অতি দয়ালু লোক ছিলেন, তিনি দেখিলেন অনেকগুলি স্ত্রীলোক নিরাশ্রয় হইয়া ক্লেশ পাইতেছে, সেনিয়া আশ্রয় দেওয়া উচিত বোধে তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। উহাও সেই প্রকার যুক্তি। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বলিবেন তিনি কি বিবাহ না করিয়া আশ্রয় দিতে পারিতেন না। পূর্ব্বোক্ত আবেদনকারীদিগের প্রতিও আমাদের সেই প্রশ্ন। ইংলণ্ড কি প্রজাদের স্বাধীনতা হরণ না করিয়া তাহাদিগের উপকার করিতে পারেন না।

উপসংহারে প্রশ্ন এই, যাঁহারা ভারতবর্ষের ন্যায় নিষ্কণ্টক ও ধনধান্যশালী দেশ হস্তগত করিয়া এতকালের মধ্যে আয় ব্যয়ের সমতা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা আবার অপরদেশ অধিকার করিবার ইচ্ছা করেন কিরূপে। স্বদেশীয় শাসন বিদেশীয় শাসন যে রূপে সাধ্য হউক কি অন্যাপি বন্ধিতে বাকি আছে? যদি থাকে তাহা হইলে স্বার্থ পরতার যুক্তি অতিরিক্ত বলিতে হইবে।

অতিরিক্ত কথা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের বিষয় পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিয়া লার্ড হার্টিংটন সাহেব যে বক্তৃতা করেন তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন "যে ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার নূতন পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইবে" এ শব্দগুলির অর্থ কি? অন্য লোক বলিলে আমাদের এ চিন্তা উদয় হইত না। কিন্তু আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি অত্যন্ত বিবেচক ও সতর্ক লোক। তিনি সচরাচর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিয়া থাকেন, বলপূর্ব্বক সম্ভাবনা দেখিলে একেবারে আশা দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার এ কথাগুলির বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সম্বন্ধে কি নূতন পন্থা অবলম্বিত হইবে?

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের সমতা বিধান কিরূপে করা যায়? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে, প্রথম ব্যয় সংক্ষেপ করা; দ্বিতীয় আয় বৃদ্ধি করা। কিছু দিন হইল এই সংক্রান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা উক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে কি শাসন সম্বন্ধীয় বিভাগ কি সৈন্য বিভাগ, কোন বিভাগেই বিশেষ ব্যয় সংকোচের আশা নাই। লার্ড হার্টিংটন সাহেব স্বয়ং পার্লামেণ্ট সভাতে মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিয়াছেন, তবে আয়ের বৃদ্ধি ভিন্ন এই সমবায়বিধানের অন্য আশা দুই হয় না, আয়ের বৃদ্ধি ওই প্রকারে ঘটিতে পারে, প্রথমতঃ এক্ষণে আয়ের যতগুলি ভাব আছে, তন্মধ্যে অধিক আয়ের উপায় করা, দ্বিতীয়তঃ নূতন কর স্থাপন করা। ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিষয় যাঁহারা জানেন তাঁহারা বহু দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে বর্ত্তমান সময়ে আয়ের যতগুলি উপায় আছে, সে উপায়ে আর অধিক লাভের আশা নাই। যে সকল উপায়ের আয় রিজিষ্ট্রাপকতা শক্তি নাই। স্থায়ি রাজস্ব, অহিফেনের রাজস্ব, ষ্ট্যাম্পের রাজস্ব প্রভৃতি রাজস্বের যতগুলি উপায় আছে সকল গুলিই চরম সীমা প্রাপ্ত বলিলে হয়। আয় বর্দ্ধিত করিবার যো নাই। তবে নূতন কর স্থাপন করাই রাজস্ব বৃদ্ধির এক মাত্র উপায়। কিন্তু যে দিকেও কি ইঙ্গিলণ্ড পার্লামেণ্টের সভ্যদিগের অভিপ্রায় আর চাপান হয় নাই? কি সাক্ষাৎকারে কি পরোক্ষ ভাবে আর যে কোন প্রকারে নূতন কর স্থাপন করা হইবে তাহাতেই প্রজাদিগের ক্লেশের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এক আইরিশ ট্যাক্স অনেক দরিদ্র প্রজার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। ইহার উপর আবার কোন প্রকার কর স্থাপি করিলে পরিণাম যে কি হইতে পারে তাহা বলা যায় না। লোকের অসন্তোষের ও সীমা থাকিবে না। অতএব লার্ড হার্টিংটন যে কথা বলিয়াছেন তাহা যদি এ প্রকার হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষে নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ভোমরা নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে বলিতেছ, তাহা কি আমরা অর্থ দিয়া তোমাদের দেশ শাসন করিব? সে কথার উত্তরে আমরা বলিব, তুমি সাকল্য খরচ চারিদিকের হাত গুটাইয়া কর। সমস্ত পঞ্জাব লইয়া ও অন্য কোন বৃদ্ধি অপেক্ষা কতকগুলি কর্ম্মচারীর অসন্তোষ বৃদ্ধি কি প্রার্থনীয় মনে? এ কথা আমরা স্বীকার করি; যে ব্যয়সংকোচ করা বলিয়া উপদেশ দেওয়া হয় তাহা সহজ কথা নহে সহজ নয়; কিন্তু এ পথ ভিন্ন অন্য পন্থা নাই যখন সমুদ্র বিপদাশঙ্কার পথে চলিতে হইবে।

ব্যয় সংক্ষেপের সম্বন্ধে উপস্থিত হওয়াতে অনেকে অনেক প্রকার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এক প্রকার নূতন পরামর্শ দিতেছি। বর্ত্তমান দেশীয় রাজাদিগের প্রত্যেকেরই নিকটে এক এক দল সৈন্য আছে। উহাকে ইংরাজীতে কণ্টিনজেণ্ট ফোর্স বলে, রাজারা তাহাদের ব্যয় বহন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বহু সংখ্যক ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য আছে। তাহার ব্যয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়া থাকেন। যুদ্ধ বিগ্রহ ত আর সর্ব্বদা ঘটে না; সুতরাং কি রাজাদিগের সৈন্য কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্য সকল সৈন্যই অধিকাংশ সময় অলস হইয়া বসিয়া থাকে। প্রথমতঃ এরূপ এক শ্রেণীর অলস লোক রাখা অর্থনীতির চক্ষে নিষ্প্রয়োজন ও নিন্দনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় বিদেশীয় রাজ্য রাজ্যরক্ষার পক্ষে ইহা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তাল যদি এক দল সৈন্য রাখাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দুই স্থানে দুই দল না রাখিয়া এক স্থানে এক দল রাখাই কি যুক্তিসিদ্ধ নয়? আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি তাহা এই ভারতবর্ষের রক্ষা ও বিপদ নিবারণের জন্য কত সৈন্য রাখা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারিত হউক। দেশীয় রাজা দিগের বর্ত্তমান কণ্টিজেণ্ট দল তুলিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত সৈন্যসংখ্যক বিভাগ করিয়া এক এক রাজার হাতে এক এক দল বক্ষিত হউক, তাহারা সন্ধির সময় রাজাদিগের রাজ্যে বাস করিবে, বিগ্রহের সময় চারি দিক হইতে এক স্থানে মিলিত হইবে। ঐ সকল সৈন্যদলের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্দ্ধেক রাজগণ প্রদান করুন, অর্দ্ধেক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রদান করুন, এরূপ করিলে সম্প্রতি রাজাদিগের যত ব্যয় হইতেছে, তাহার অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় অর্দ্ধেক বাঁচিয়া যাইতে পারে। কণ্টিনজেণ্ট সৈন্য গুলি অনেক রাজার পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়াছে। যে সময়ে দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত তখন তাহাদের প্রয়োজন ছিল। এখন উহা সৈন্য সকল নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে উভয় উদ্দেশ্য একেবারে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উভয় গবর্ণমেণ্টেরই ব্যয়ের লাঘব হয়। যাহা হউক লিবারেল মন্ত্রিসভা অন্য যাহা কিছু করুন নূতন কর স্থাপন না করেন এই মাত্র আমাদের অনুরোধ।

অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি।

লার্ড লিটনের গবর্ণমেণ্টের দুইটী বিশেষ দোষ ছিল, যে দোষে তাঁহারা আপনাদিগকে লোকের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিলেন। প্রথম দোষ, তাঁহারা মুখে এক কথা বলিতেন এবং কার্য্যে আর এক প্রকার করিতেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা পরে

পীয়দিগের মতামতের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। রাজা ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ উক্ত উভয় দেশে সংস্থাপিত ছিল। এদেশে বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের সকল প্রকার কার্য্যে প্রজাদিগের কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করা প্রয়াস করিবার সম্ভাবনা; কারণ উভয় জাতির স্বার্থ ভিন্ন; অনেকস্থলে একজনের ক্ষতি, একজনের ক্ষতিতে দাঁড়ায়। উভয় উপায় যদি আবার অন-থাকে তাহা হইলে সেই স্থানে, অমনি আরও প্রজ্বলিত হয়। অকারণ কারণের স্পষ্ট না করিয়া বলা ছলনীতি বিরুদ্ধ এবং মানবিরুদ্ধ কিন্তু সার জনষ্টার্ট ও লর্ড ইটন যে ভাবে কার্য্য করিয়াছেন তদ্দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছে যে অন্যায়ে উপায়ন অবলম্বন করিয়া বিদায়ছেন। এদিন লোকে দেখিলে যে তাঁহারা স্বার্থ তৃপ্তির নিমিত্তের উপায় স্বরূপ বলিয়া এই প্রকার নূতন মত সৃষ্টি করিলেন, কেহ প্রকাশ্যে সমর্থন করিল। তথাপি তাহাদের উপায় স্বরূপ বলিয়া অনেকে কিছু বিশেষ আপত্তি করিতে পারিল না। লোকে যে দিন দেখিল কেহ সেই মত দ্বারা সপ্রমাণীত অর্থ তৃপ্তির জন্য সঙ্কোচ না করিয়া আফগান যুদ্ধের জন্য ঢেলে সেই দিন হইতে তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্যের প্রতি লোকের সন্দেহ হইল। পরে তাঁহাদের অন্যান্য অনেক লোকের এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত করিয়াছে। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহারা যে উক্ত কর স্থাপনের সময় আফগান যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থাপন করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? তাহারা হয়েন সার্ড লিটন সময় প্রকাশ করেন তখনই আফগানিস্থান সম্বন্ধে নূতন নীতি অবলম্বন করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন; সেই নূতন নীতির অনুসরণ করিতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন হইবে তাহাও তিনি জানিতেন; এবং ভারতবর্ষের অর্থ-সম্পর্কীয় অবস্থার যে ভাব তখনে অসময়ে করবে তাহা ও তিনি ভাবিয়াছিলেন। এতদিন পরে তাঁহার অধিক দিন যাবে নাই, এরূপ ভাবে লাইসেন্স আক্রমণের সময় যে দুর্ভিক্ষ হবে তাহা তিনি বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই। এখন লোকে বিদ্যাশিক্ষার মধুর স্বাদ পাইয়াছেন তখন পূর্ব্বের সেই অন্ধতামস দূরীভূত হইয়াছে। তাহারা সাধারণ এখন অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যের উপযোগী হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অল্প পরিমাণে অনেক গুরুতর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। এখন যদি সিবিলিয়ানেরা এ দেশ পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে প্রজাদিগের মধ্যে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় হইয়াছে তাহারা সিবিলিয়ানদিগের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। এখন সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব করিলে তাহারা কখনই সম্মত হইবেন না। তাঁহারা বলিবেন যে আমরা যে বেতন লইয়া এদেশে আসিয়াছি তাহা কমাইবার তোমাদের কোন অধিকার নাই। এ কথা সত্য বটে কিন্তু ইহাদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব করিলে ইহারা কখনই সম্মত হইবেন না। ই

হইলে রাজনীতি বিষয়ে যে বিপ্লব ঘটিবে সে আশঙ্কা করা যায় না। বিচারকার্য্যে ভারতবাসীদিগের আস্থাও যে কিছু ক্রটী আছে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে কাজের লোক হয়। একেবারেই তেজ কাজের লোক হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতবাসিদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া এবং তাহাদিগকে কার্য্যোপযোগী করিয়া সিবিলিয়ানদিগকে ক্রমশ কর্ম্ম হইতে অপসারিত করেন তাহা হইলে ব্রিটিশ নামের অনুরূপ "প্রোটাক্টিভ ট্যাক্স" করা হয় এবং ব্যয়ও সংক্ষেপ হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে অনিষ্টের মূলে আঘাত করিতে না পারিলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা অল্প। বারিক, বাসা ও বাটী প্রভৃতিই অপব্যয়ের প্রধান কারণ, অগ্রে এ গুলির প্রতি দৃষ্টিদান করা কর্ত্তব্য। এক জন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক যে বাটী তিন হাজার টাকায় প্রস্তুত করিবেন পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের কর্ম্মচারীরা অন্ততঃ পনর হাজার টাকার কমে তাহাদের ভার গ্রহণে সম্মত হইবেন না। পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারী চুরি না করিয়া নিয়মিত বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। এই চুরি আবার এত প্রকাশ্যরূপে হয় যে আফিসের কেরাণী দপ্তরি পর্য্যন্তও ধন্বন্তরী পাইয়া থাকে। যে মহুল তিন আনায় পাওয়া যায় পূর্ত্তকার্য্যবিভাগে তাহার নিমিত্ত অন্যূন পাঁচ আনা পড়ে। এতদ্দেশীয় সাধারণ ভদ্র লোক, যে ইট আট টাকায় পাইতেন পবর্ত্তক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের হিসাবে তাহার মূল্য বার টাকা। উক্ত ইট প্রস্তুত করিতে কলিকাতার বাটির প্রতি লক্ষে উর্দ্ধ সংখ্যা চারিশত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় পড়ে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইট যোগাইবার প্রতি লক্ষে পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় দিতে হয়। একজন অপর লোকের কড়ি কাঠ দুই পুরুষ যায় কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বাটী সমূহের কাষ্ঠ দশ বৎসরও যায় না। কার বাড়িতেই কর্ম্মচারীদিগের লাভ। পাঁচ বৎসর পরে কাষ্ঠ গুলি বদলাইবার আবশ্যক হইল। পুরাতন কাষ্ঠগুলি একশত টাকার স্থলে দশ টাকায় বিক্রীত হইল। পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণই উহা ক্রয় করিলেন। এইরূপ নানা উপায়েই এক এক জন ৮০ টাকার চতুর্থ শ্রেণীর একাউণ্টেণ্ট পাঁচ বৎসর কর্ম্মের পর অতুল ঐশ্বর্য্য করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট কি ইহার মূল কারণ বুঝিতে পারেন না?

কমিসরিএটেরও এই অবস্থা। বাজারে যাহা ছোলা তিন টাকা মণ বিক্রীত হয় তাহা হইলে ৮ টাকা মণ কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়া থাকে। একপয়সার এক খানি পাথার নিমিত্ত চারি আনা লওয়া হয়। ইউরোপীয় প্রধান কর্ম্মচারীগণ সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্য জানেন না সুতরাং যে মূল্য দেয় হয় তাহাই প্রদান করেন এই সকল কার্য্যে যত অধিক পরিমাণে এতদ্দেশীয় সহায়তায় নিযুক্ত হইবেন গবর্ণমেণ্টের ততই এই অপব্যয় নিবারিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই ভারতবর্ষ রক্ষার্থে ইংলণ্ডে যে সৈন্য আছে এবং তাহাদিগের জন্য বর্ষে বর্ষে যে ব্যয় হইয়া থাকে তাহাই অত্যন্ত অধিক, ছুতোর বিষয় আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না। তিনি যদি ভারতীয় সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ইংলণ্ডস্থ সৈন্যদিগের সংখ্যা কমাইয়া দেন তাহা হইলে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে। অন্যথা ব্যয় সংক্ষেপের যতই চেষ্টা করা হউক না কেন সকলই অল্পে ভস্মাহুতি হইবে।

প্রাপ্ত।

এক একটী চুলনা পরিবার থাকে হাতির পিঠে ছালা মিটায়ের টাকা আনিলেও তাঁহাদিগের কুলায় না। ইংলণ্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন গ্রাম নগর জনপদ নাই যেখানে ইংলণ্ড বাণিজ্য সূত্রে অর্থশোষণে জলৌকার ন্যায় মুখ সঞ্চালন না করিয়াছেন। ইঁহারা বাণিজ্য কারখানা প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় জাতির নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। সহজ কথা বলিতে কি ইংলণ্ডের তুল্য ধনী জাতি ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। সেইজন্য কারণে সুদের হার ইংলণ্ডের নিকট হইতে অন্যত্র কিছু কঠিন নহে এবং যাহাদের ইংলণ্ডের ঋণ শোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড এমনি ধনী যে ফ্রান্সকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন। কিন্তু ঋণ শোধ আদায় আর দিবিয়া পাইতেছেন না তথাপি ঋণ দিতে ছাড়েন নাই। আর ভারত সরকার বাণীদিগের উপকারে যদি কিছু ধন নিরর্থক প্রবৃত্তি পত্রের সম্পাদকদিগের তাহার আলোচনা করা ভাল বোধ হয় না।

ইংলণ্ড ধনী বলিয়া ফ্রান্সের কোন রাজা ইংলণ্ডের এক বিষয় বড়ক দিয়া তাঁহার নিকট হইতে চারিটা টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড যাহাকে এক টাকা ধার দেন তাহা অন্য প্রায় নিশ্চিন্ত থাকেন। ফ্রান্সের ফ্রেডরোণীর এক জন মন্ত্রী তাহাকে তাহার বার্ষিক আয় অপেক্ষা দশগুণ অধিক টাকা ঋণ দিতে বৃদ্ধির নহেন। তিনি একবার জানেন যে কিরূপে উক্ত রাজা তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধ করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডের যেখানে যত হোলডিং পাইবার সম্ভব হইবে ইংলণ্ডের টাকা তাহার সকলগুলিতেই আছে ইংলণ্ডের এমনি গুণ তিনি ঋণ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন না, তিনি আবার হাত পাতিবে সব সকল লোকে তাঁহাকে ঋণদানে অগ্রসর হইবেন। ইউরোপের অনেক রাজা মনে জানেন ইংলণ্ড যে টাকা ঋণ দেন তাহা পরিশোধ না করিলেও চলে। এই নিমিত্ত অনেকে অগ্রিম ঋণ আদায় ইংলণ্ডের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ঋণ দিবার জন্য যেন বাড়িয়া বেড়ান। পাইল তাহার প্রধান মন্ত্রী ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ভেনেসার্ক অধিপতিকে ঋণ ইংলণ্ড হইতে ঋণ করেন। এই ঋণ পরিশোধ হইল না, তথাপি ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় ঋণপ্রার্থী হইল ইংলণ্ড পুনরায় টাকা দিলেন, ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে প্রথমের মেয়াদ শেষ হইল, তখনও ৫ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ করেন এবং ৭ই বৎসর নিয়মিত সুদের টাকা পরিশোধ করেন, তাহার পর সুদ বন্ধ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আসল টাকা দেন নাই। পর্টুগাল একটী ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার যে ঋণ তাহার ১ অংশ ইংলণ্ডের টাকা। উহারা ঋণ পরিশোধের জন্য ইংলণ্ডের সহিত একটী চুক্তি করে এবং যে পর্য্যন্ত টাকা পরিশোধ না হইবে সে পর্য্যন্ত সুদ দিবে এইরূপ কথা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উহা রাখিতে পারিবে হয়। উহারা চুক্তি মত কার্য্য না করিয়া বহুকাল সুদ ও আসল বন্ধ করে। অবশেষে ইংলণ্ড অনন্যোপায় হইয়া বার্ষিক শতকরা ৬০ আনা সুদ গ্রহণে সম্মত হন, পর্টুগাল এখন তাহাই দিতে দেন। যে রকিয়া ইংলণ্ড এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে এখন পঞ্চ বিভবশালী সেই রুশিয়াও ইংলণ্ডের নিকট ঋণ করিয়াছিলেন, সেবার ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহারা সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন স্পেন ইংলণ্ডের নিকট হইতে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করেন তাহা পরিশোধের কোন চুক্তি করিতে চাহেন না। কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডের চৈতন্য লাভ হয় না; তিনি পুনরায় নানা ইউরোপের সকল গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিতে আরম্ভ করেন ১৮৬৪। ৬৫ খৃঃ অব্দে তুরস্কের সুলতান ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ ইংলণ্ডের যে সকল অসদ্ব্যয়ের জন্য ইংলণ্ড করিয়াছে তুরস্কই তাহাদিগের সকলের অপেক্ষা অধিক ধনী হইল। তুরস্ক ইংলণ্ডের নিকট হইতে যতবার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন ততবারই এক নিয়মের উপর ঋণ

স্তন বার করিয়া টাকা লইয়াছেন, [illegible] ইংলণ্ড তাহাও দিতে পরাঙ্মুখ হন না। তিনি প্রজার যখন যে টাকা আবশ্যক তখন ইংলণ্ডীয় মহাজনদিগের উপর নিয়া টাকা লন, সে টাকা এত অল্প যে তাহাতে কখনও টাকার সুদ ও পোষায় না। সুতরাং যখন ১০ কোটী ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ বিস্তর লোকে ঋণ দিবার জন্য উমেদারি করিয়াছিলেন। তুরস্ক এইবার লইয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে চতুর্দ্দশ বার ঋণ গ্রহণ করিলেন।

ইংলণ্ড, ৩৬ ইউরোপের রাজগণকেই যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন এমন নহে তিনি আমেরিকার ও যাচক করিয়াছিলেন। উহাদিগের যখন ঋণ গ্রহণের আবশ্যক হইয়াছিল তখন কোন জাতিই ঋণদানে অসম্মত হন নাই। কিন্তু বিলাতের মহাজন দিগের অন্যরূপ ধার। উহারা ঋণ চাহিবা মাত্র ইংলণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহা দান করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ ভিন্ন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ইহার বার্ষিক আয় ৫৮ [illegible] টাকা মাত্র। [১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইহারা ৪ কোর টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হয়, ইংলণ্ড মহাজনেরা অতিরিক্ত ভিন্ন ঐ টাকা দিলেন একবার ভাবিলেন না তাঁহাদিগের টাকার কিরূপে পুনরুদ্ধার হইবে। ডিলিং, বিদেশীয় রাজগণের নিকট যে টাকা ঋণ দিলে তিনি ইংলণ্ডের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া অনেকের ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১৮৫২ ও ৫৮ অব্দে ঐ টাকার কিয়দংশ বেরিং ব্রাদার্স ও ১৮৬৭ ও ৬৭ অব্দে মর্গান কোম্পানিই উহাদিগকে ঐ টাকা দিয়াছিলেন। রুসদিগের ঋণ সমষ্টি ১ কোটী ১০ হাজার টাকা, কিন্তু বার আনা ভাগ ইংলণ্ড মহাজনের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। কষ্টারিকার বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি ১৮৭১ ও ৭২ অব্দে ৩ কোর টাকা ঋণ গ্রহণার্থী হইলে ইংলণ্ড ঐ টাকা দেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত তাহার এক পয়সাও আদায় হইল না। এই প্রকার ডেজারিটিতে খাতকদিগের নিকট ইংলণ্ডের আটশত কোর টাকা বাকী পড়িয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত টাকা বহির্গত হইয়া যাওয়াতে ইংলণ্ড দরিদ্র নহে। বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ৩৫০ খানার ১১ হাজার জাহাজ আছে। এতদ্ভিন্ন ৩৩৯ খানা ১২ শত বাষ্পীয় পোত আছে। অন্যান্য রাজ্যে ইংলণ্ডের যে সকল তুলার বৃহৎ কারখানা আছে বলা বাহুল্য তাহার জন্য ৭০ কোর টাকা খরচ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের ৭ হাজার ৩ শত অন্যান্য বিষয়ের সামান্য কারখানা আছে। বাণিজ্যে সর্ব্বত্র আয় হউক না কেন, সাধ্য ঐ অপব্যয় নিবারিত না হইতেছে তাবৎ কোন মতেই ইংলণ্ডবাসীদিগের ধনাগার পূর্ণ হইবে না এবং টাইম্‌স ধুয়া ধরাইয়া না দিলেও বোধ হয় আফগান যুদ্ধের ব্যয় বহনে তাঁহারা সহজে সম্মত হইবেন না। একণে লিবারাল দল যে প্রস্তাব করিয়াছেন যে সে প্রকারে তাহা পূর্ণ হইলেই ভারতবাসীদিগের মঙ্গল।

নূতন পুস্তক।

শিক্ষাপ্রদেশ। সংস্কৃত হিতোপদেশ অবলম্বনে শ্রীকুমারমণি বালকদিগের পাঠোপযোগী একখানি নীতি গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মা ইহার গ্রন্থকর্ত্তা। এই গ্রন্থ মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি এই চারি ভাগে বিভক্ত। ইহাতে উপন্যাসচ্ছলে সামাদি রাজনীতি চতুষ্টয়ের উপদেশ আছে। পূর্ণানন্দ, বালকদিগের বোধসৌকার্য্যার্থ ইহার সরল টীকা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এবং তাহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র মজুমদার ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। মূল্য ১ টাকা।

চিকিৎসা সুধাকর। এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। ইহা সামান্য [illegible] ও সহজ ভাষায় চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করিয়া ইহাতে ঔষধালয় শাস্ত্রাধ্যায়ী পরীক্ষার্থীদিগের ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু রামগোবিন্দ কর ইহা সংকলন করিয়াছেন। মূল্য ৩ টাকা।

ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনাবলম্বিত ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যুদয় হয় সময় শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক বক্তৃতা সহিত পরমার্থিক ও সন্তর্পিক হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা।

বিবিধ সংবাদ।

মহারাষ্ট্রীয় বিদ্যাতনামা শ্রীমতী রমাবাই সম্প্রতি বাঁকিপুর কালেক্ট সাহেব ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। উঁহার বক্তৃতা শ্রবণার্থ সভাস্থলে অনেক লোকের সমাগম হয়।

লাহোরের একটী স্ত্রীলোক একেবারে চারিটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। দুইটী সন্তান মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তৃতীয়টীর মৃত্যু হইয়া [illegible] মৃত্যু হয় এবং চতুর্থটী অদ্যাপি জীবিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাতা তৃতীয় সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। মাতা যদি আর একটী সন্তান প্রসব করিতেন তাহা হইলে পঞ্চপাণ্ডবের মাতা হইতেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ও অযোধ্যার চিফ কমিশনর ২৫ এ অক্টোবর নাইনিতাল পরিত্যাগ করিবেন।

মান্দ্রাজ মেল বলেন করদলে একটী দীর্ঘাকার মনুষ্য দেখা দিয়াছে। বেরিলির অন্তর্গত পিনাকোণ্ডা নামক স্থানে ইহার আবাসভূমি। দেহটী উর্দ্ধে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩ ফুট ১ ইঞ্চি বাহুদ্বয় ১ ফুট ৯ ইঞ্চি, উরু ২ ফুট ৬ ইঞ্চি, বাহ্যিক মুখশ্রী স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিলে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। বয়স ১৭ বৎসরের অধিক নহে। পরিমাণ ২৩ ষ্টোন ৯ পাউণ্ড, উহাঁর অর্দ্ধ ক্রোশ গমনেও কষ্ট বোধ হয়। এরূপ মনুষ্যকে প্রদর্শনী সভায় রাখা কর্ত্তব্য।

বোটা নামক একজন নিউইয়র্কের স্ত্রীলোক কেন্দ্রিক একাডেমিতে ২০০০০০ টাকা দিয়াছেন। যাঁহারা ফরাসি শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবেন তাঁহারা উক্ত টাকার ৫ বৎসরের সুদ একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ফরাসি ভাষার ইতিহাস সকল রক্ষা করণার্থ পণ্ডিচারি গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৩ ই সেপ্টেম্বর লেখা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ১০৮,৪৭,১০১ টাকা মজুত আছে।

জন বাইথেড্রে সার মেডিল চাম্বার্লেন সাহেব অসুস্থতা নিবন্ধন সার এডুইন জনসনের পরে গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্য হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ও এডিনবর্গের মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীলোক কেরাণী কর্ম্মার্থিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে কলম হাউসে মিষ্টার সিনিয়র পটনের প্রস্তাবের মিষ্টার ফসেট বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোক কর্ম্মার্থী ও পুরুষ কর্ম্মার্থীর মধ্যে একটী পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা কর্ত্তব্য। উক্ত স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে সিবিল সারবিস পরীক্ষার ন্যায় কঠিন পরীক্ষা না করিলে উহাদিগের সংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বলেন যিনি কর্ম্মার্থী হইবেন তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রী হইতে হইবে।

১৪ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ২০৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহের অপেক্ষা ১৯ জন অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শতকরা ৫ টাকা সুদের কাগজ ৯০৷৷০

" ৪৷৷০ " " ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১ হইতে ১০১৷৷০

" ৪৷৷০ " " ১৮৭১ (১৮৮১) ৯৯৷৷০

" ৪৷৷০ " " ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯০) }
" ৪৷৷০ " " ১৮৭৯ (১৮৯০) } ১০৪৷৷০

" ৪৷৷০ " " ১৮৮০ (১৮৯৩) কুপং ১০৫৷৷০

" ৫ " " ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০০

মেসিনায় সম্প্রতি আর একটী ভূমিকম্প হইয়াগিয়াছে। ইহাতে একশত উনসত্তরটী জন হত হইয়াছে। ১৬৯৩ খ্রীঃঅব্দে তথায় যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ৩ হাজার ৩৩ জনে ৩য় জুন যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে ৩ শত লোক হত হইয়াছে। পশ্চিম লুযনে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতেও বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কম্পনের সময়ে ঐ স্থান বিদীর্ণ হইয়া অনেক স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর হইয়াছে, এই সকল গহ্বরের কোন কোনটী হইতে অগ্নুৎপাত হইয়াছিল। লাগুনোয় নামক স্থানে ঐ প্রকার একটী ভূমিকম্পে তত্রত্য পর্ব্বত সকল অদৃশ্য হইয়া প্রকৃত ভূমি উচ্চ হইয়া উঠে, কিন্তু অধিকাংশে স্থলই বালুকা ও লবণময় হইয়াছে।

আমেরিকাবাসীরা শুনিয়াছে যে ইউরোপের কোন জাতি ভারতবর্ষীয়দিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য কতকগুলি বিদ্রোহোদ্দীপক ক্ষুদ্র পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত করিয়াছে শীঘ্রই সেগুলি ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।

পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্গড়ার নামক স্থানে একটী মেলা উপলক্ষে বিস্তর লোক একত্র হইয়া থাকে। ৩২৯৯ এক ব্যক্তি ঐ মেলা দেখিবার জন্য তাহার অন্য প্রকৃতা স্ত্রীকে লইয়া যায়। পথি মধ্যে স্ত্রীলোকটীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, নিষ্ঠুর স্বামীরা ঐ কন্যাটীকে একটী গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া যায়। আর একজন পথিক বাইবার সময়ে সেই কন্যাটীকে জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পায় ও ঐ সংবাদ একটী তত্রত্যলোক কে দেয়। তত্রত্যলোক এই সংবাদ কমিশনরের গোচর করাতে উহারা দুঃখিত হইয়াছে। কি বিচিত্র অপত্য স্নেহ।

অতি বৃষ্টি কিছু নয়। তুলিয়া প্রায় কাহার উল্লিখিত পারেন না। লোকের ভাল দেখিলে যাঁহার দুঃখ হয় তিনি ইউরোপের প্রায় সকল রাজাকেই বাধ্যবাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। সাউথবিহার আমেরিকার রাজ্য বৃদ্ধি দেখিয়া তাহার সেই দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই তিনি তথায় শুভ উপস্থিত করিবেন। চীনের ঐ প্রকার রাজ্যটী যাইতেছেন। চীন দেশ আমিবার কালের সহিত দুঃখ ভাব প্রকাশ করিয়া আরব অধ্যক্ষের পত্র পাইয়াছেন, তিনি যাহাতে আর বাড়িতে না পাবেন অটেষিয়া সেই চেষ্টায় আছেন। যিনি যাহাই বলুন আমরা দেখিতেছি ইউরোপীয় কোন রাজাই কোপ বুদ্ধিয়া কোপ মারিতে ছাড়েন না, এবং রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা কাহারও কম নহে।

৬ই লোকে ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক গুলি দুঃস্থী স্ত্রীলোককে বেলবা বৃত্তি করাইবার জন্য গোপনে বিদেশে লইয়া যায়, এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য বিলাতের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক বৈদেশিক সেক্রেটারি আবেল গ্রামভিলের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

কলিকাতার ৬ষ্ঠ কাউন্সিল ডগী পল্লু উপলক্ষে এবার ১৮ ই অক্টোবর হইতে ১৩ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। পরে ১৬ ই হইতে ১৮ ই পর্য্যন্ত বন্ধ হইবে। ৮। ৯ ১৪। ১৫ ও ২০ এ অক্টোবর বৈদিন অফিস খোলা থাকিবে। টাকা কড়ি সমস্ত ১ ই বেলা ৩ টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

ঢাকার এক ব্যক্তি এক বেশ্যা কলাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, বিচারে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইলে জেলর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক মিনিট জন্য কারাবাসের আদেশ দেন। সেসন জজ এই বিষয়ে হাইকোর্টে রিপোর্ট করাতে বিচারপতিরা অপরাধীকে এক বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আগামী ১৮ ই ডিসেম্বর আমাদিগের বড় সাহেব কলিকাতায় আগমন করিবেন। ইঁহার আগমন কালে গারোদের একটী দরবার হইবে। অভ্যাগত রাজপুরুষ উপঢৌকন দিবার জন্য নানা ভাল ভাল সামগ্রী লইয়া গবর্ণমেণ্ট দেওয়ানখানার সুপারিনিটেণ্ডেণ্ট বাবু রমানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিয়মিত করিবেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট আগিলের পুরস্কার ছিল ফরাসডাঙ্গার ৩৬০০ টাকা চোর ধরিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মুক্ত করার জন্য বিলের সভাসদ্গণ দর্শনে যোগদেতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি প্রথম ঢুকি করে অথবা ঐ প্রকার কোন দুষ্কর্ম করে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বেত্রাঘাতরূপ দণ্ড দিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে সম্প্রতি ও সম্রাজ্ঞী বিক্টর গবর্ণমেণ্টের শাসন বেত্রাঘাত ও ফাঁসি রহিতের পক্ষপাতী লোক ন না। ব্রাডফোর্ড নগর নিবাসী কোন ব্যক্তি এমন লোকের দুঃখ বিদীর্ণ হইয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট বেত্রাঘাত পদ্ধতি রহিতের জন্য দিন দুপুরে চুরিকরণ নামে একব্যক্তি ইহার প্রতিবাদ করিয়া তথা মন্ত্রীর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন সম্প্রতি সংবাদ এই দুষ্কর্ম উপলক্ষে ও তদ্রূপ সমাজ এই ভয়ঙ্কর উপস্থিত করিয়া রহিয়াছেন বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়। গবর্ণমেণ্ট ও প্রতিজ্ঞত হইয়াছেন অগামী বর্ষে এ বিষয়ে যাহা ভাল হয় তাহা করিবেন। কিন্তু ঐ সংবাদ ফাঁসি দিবার পদ্ধতিও উঠাইয়া দিয়া ঘাঁপান্তর বাসের নিয়মটী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

কুচবিহার উত্তরাধিকারী আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট থবার সাহেব আসিলে ইঁহার যে পুরস্কার দানে পরিতুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া তিন জন বিলাতের বেহেরেক্টার ছাত্রকে অধ্যয়নার্থ যাইবার জন্য ইঁহাকে আশ্বাস আশ্বাস করিয়াছেন।

ডিরেক্টরের মানক একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ৬টী অংশে প্রস্তুত। গায়ক ও বক্তাদিগের পক্ষে এই যন্ত্র অতি প্রয়োজনীয়। যন্ত্র নির্ম্মাতা মিলনর ব্যাঙ্ক নামক একব্যক্তি সম্প্রতি লণ্ডনে ইহা প্রদর্শন করেন। গায়ক ও বক্তাগণ উচ্চ এই যন্ত্র মুখে লাগাইয়া অনায়াসে উচ্চ এবং স্বাভাবিক স্বর উচ্চারণ করিতে পারেন।

নিক্ষ হার ইষ্টবেঙ্গল নামক স্থানে অগ্নিদাহে দশ লক্ষ টাকারও সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে!

আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট হইতে অবগত হইয়া আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ঢাকার জমীদার বাবু রাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের ইংরাজি বিদ্যালয়টী উচ্চশ্রেণী করিবার মানসে তাহার কর্ত্তারা বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তি দান করিয়াছেন

আমরা হাইকোর্ট মহারাজের একটী বক্তৃতার প্রতিবাদ অবশ্যক বোধ করিয়া গত হইলাম। ইনি সিবিলিয়ন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা কিন্তু মহারাজের অন্যান্য সৎকার্য্যের দান আছে।

আমরা শুনিয়া পরিতুষ্ট হইলাম ওয়াশুরের মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন যথার্থ সাধারণ লোক ছিলেন। ইঁহার উদ্যোগে সাধারণ লোকহিতকর হইয়াছে। রাজধানী হিন্দু প্রজাগণ মস্তক কুণ্ডন মুণ্ডন করিয়াছে। দোকান পাটাদি একদিন বন্ধ ছিল। দাহকরণার্থ ৩ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আ আসিয়াছিল সে মহারাজের [illegible] ঐ কার্য্যে কেহ জল সংস্পর্শ করে নাই। [illegible] নাই। তিনি ইংরাজ অধ্যক্ষদিগের [illegible] এ কার্য্যে সাহেবদের সহিত পরামর্শ করিয়া [illegible] ও নিয়মের দানের ব্যবস্থা [illegible] কালে আশীয়ের হইতে সমর্থ

আজ কাল প্রায় সকলকেই ইংলণ্ড জ্বালা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণের জন্য এত চেষ্টা পাইতেছেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। এই ইংলণ্ড জ্বালাকারি কতক গুলি ব্যক্তি গুপ্ত ভাবে গুপ্ত ভাবে লোক করিতে ও কিন্তু সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের নিকট হারি মানিয়াছেন। তিনি এখন অনন্যোপায়

হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টদিগকে নিবেদন করিয়াছেন। কি করিলে এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে তাহাও লিখিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের পরিবর্ত্তে সকলস্থানে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে এ উপদ্রব হইতে পারে না। [illegible] ছেন উহাদের নিকট হইতে [illegible] যাহা হাতে হোল তাহাই [illegible] এরূপ করিলেই হাজার হাজার [illegible] বিশেষ বৃদ্ধি হইয়া [illegible] পারিবারে সকল।

সম্প্রতি [illegible] একটী অনাথা বিধবা [illegible] তাহাতেই মাজিষ্ট্রেট বাবু [illegible] তাহার দ্বিতীয় পুত্র বাবু বিনোদচন্দ্র পাল সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন। ইনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতেছিলেন। এই অল্প বয়সে বিলাতে গিয়া থাকাতে ইহার কোন কষ্ট না হয় এজন্য মাজিষ্ট্রেটের বোনাই সাহেব [illegible] হয়। তিনি আপনাদের [illegible] করিয়া তাহাকে কাবাবের আয়োজন করেন। আমাদের স্থানে এই সংবাদ পাইয়া [illegible] পাঠাইয়া দেন যে উহার পুত্রকন্যা নিকটে [illegible] মাজিষ্ট্রেটের বাটীর কোন স্থানে [illegible] তাহারা উহাদের পুস্তকে চোর বলিয়া [illegible] আশ্চর্য্যের বিষয় এই সংবাদ [illegible] বিদ্যার নিকটে এতদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। বিদ্যাবাবু তদনুসন্ধিৎসু হইয়া [illegible]

আমাদের দেশের মাঠ [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] পক্ষে [illegible] বিষয় বটে। [illegible] স্ত্রী [illegible] থাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। [illegible] স্বামীর [illegible] ছয় [illegible] করেন না। [illegible] সেরূপ কিছু দেখা যায় নাই। [illegible] এক [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] আবার পরিত্যক্ত স্ত্রীর [illegible] অনুরক্ত হওয়া [illegible] হইতেছে। [illegible] বলিয়া [illegible] একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে।

সেই [illegible] একটী [illegible] হইতেছে এবং [illegible] টাকা দায় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বারইপুরের মৃত [illegible] বাবু মহিমচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র বাবু বিনোদচন্দ্র পাল সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন। ইনি কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়িতেছিলেন। এই অল্প বয়সে বিলাতে গিয়া থাকাতে ইহার কোন কষ্ট না হয় এজন্য মাজিষ্ট্রেটের [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছেন। ইহা [illegible]

আমরা [illegible] একটী স্ত্রীলোকের কোন [illegible] অপহরণে [illegible] আদেশ হইয়াছে। সে [illegible] বেহুলা [illegible] করিতেছে। গত ২১ এ [illegible] সে আকোয়াবের পত্নী [illegible] বাবু [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছে যে [illegible] তাহাকে বলে প্রাণে মারিয়াছেন। তিনি [illegible] এক বিপদের সময়ে [illegible] নিকট হইতে এইবির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পারিশ্রমিক বলিয়া তাহার নামে নিম্নে [illegible] শত টাকার এক খানি বিল করেন এবং টাকা আদায়ের জন্য তত্ত্বাবধারণ করিয়া পাঠান। পুলিস তাঁহার পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের বাটীটী বিক্রয় করিয়াছেন। [illegible] এই কথায় বিস্তর পরিমাণে [illegible] তিনি ইহার অনুসন্ধানের আদেশ দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, তিনি যেন এই আদেশ প্রচার করিয়া দেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বিপদাপন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে এইবির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা পান তাহা হইলে তিনি সকলের ইচ্ছানুসারে [illegible] হইবেন।

[illegible] হইল কলিকাতা মেডিকাল কলেজ হইতে একটী আসামবাসী বালক অধ্যয়নার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের আসামীয় ভাষার তর্জ্জমা করিতেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে ইহাঁর অনুরাগ থাকাতে ইনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে ছিলেন।

এক্ষণে পঞ্জাবের ক্রম মহিমসের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলেন। টাইমস সম্পাদক ইহার পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন "ইনি লেডি বাকারের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী।"

সিমলায় একজন ধনী বণিক মুসলমান নামক প্রায় ৮ মাইল দীর্ঘ একটী পর্ব্বত ক্রয় করিয়াছেন। ইনি তথায় বিলাস ভবন প্রস্তুত করিবেন। টাকা থাকিলে অনেক প্রকার সুখের অভিলাষ করে।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি, এ পরীক্ষায় ৬টী ভারতবাসী যুবতী সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম, ও দ্বিতীয় হইয়াছেন। যে সকল পুরুষ ইহাঁদের সহিত পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইহাঁদিগের নীচে হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলম্বারা ভূমি কর্ষণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তদ্দেশীয় একজি ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র জি, ই, লিষ্ট সাহেব বাষ্প নামক স্থানে ইহার প্রথম পরীক্ষা করিবেন।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ বহুদিবস হইতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত সফলতা লাভে সক্ষম হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে আমেরিকার কোন নগরে কোন চিকিৎসক এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি নিশ্বাস বন্ধ হইবার ৩৫ মিনিট পরে তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রমাগত ক্রত্রিম নিশ্বাস প্রবেশ করান এবং ৩৫ মিনিট পরে মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার হয়। ঐরূপে একটী জলে ডুবা মৃত বালককেও তিনি বাঁচাইয়াছেন।

বেলওয়ে বোর্ডের [illegible] একটী প্রধান উপায়। ইহা সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে পৃথিবীর কোন্ দেশ কি পরিমাণে বন্ধনশীল তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। ইংলণ্ডে ২০৩৫, ফ্রান্সে ১৮৩০, স্পেনে ১৪২০৫, রুসে ১৩৪৫৫, অষ্ট্রিয়াতে ৫৫৫৫, ইটালিতে ৪৯৬৯, প্রিসে ১১৮৬৯, ইউনাইটেড ষ্টেটে ৮৬৬৩, আমেরিকার অন্যান্য স্থানে ১৮৬৬০, আসিয়ায় ৩৬৩, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৬৬৩, ও আফ্রিকায় ১৮৬ মাইল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বি, বি, মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকাবাসী সোল নামে এক ব্যক্তি অনেক দিন অবধি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইনি স্বয়ং তত্রত্য লোকদিগকে এই অদ্ভুত কাণ্ডটী দেখাইবার জন্য ডার্বি নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। যে জুতা পায়ে দিয়া তিনি নদীর জলে হাঁটিয়া ছিলেন, তাহা এরূপ কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে, যে সে ব্যক্তি সেই জুতা পায়ে দিয়া অক্লেশে জলের উপর হাঁটিতে পারে।

পূজার ছুটীতে হাইকোর্ট বন্ধ হওয়ায় কলিস ইটন সন, পন্টিফেক্স বাইটন, ফিলড ও আর দুই জন এক এবং বারিষ্টার ডবলু, সি, বনোজাপাধ্যায় প্রভৃতি দেশবাদ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ছুটী শেষ হইলে উঁহারা প্রত্যাগত হইবেন।

এবার বি, এ, পরীক্ষা ১৮৮৮ সালের ৩ রা জানুয়ারিতে আরম্ভ হইবে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লোকোমটীব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খরচ কমাইবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, লাইনের কাজ কর্ম আজ কাল কিছু নরম বাইতেছে বলিয়া তিনি কর্ম্মচারীদিগকে এই কথা বলিয়াছেন তাঁহারা এক্ষণে ছুটী লউন। তিনি কিছু বেশী দিন ছুটী লইবেন তিনি বেতন পাইবেন না। আর যিনি ছুটী লইতে না চাহিবেন তিনি এক মাস কাজ করিলে অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। এখন তাঁহাদিগের যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন। আমাদিগের বোধ হয় এরূপ করা অপেক্ষা দণ্ডাদিগকে ছুটী দেওয়াই ভাল ছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডাউডিং সাহেব ১ ই সেপ্টেম্বর হাইদ্রাবাদে অবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই শস্যের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। বিশেষতঃ সকল [illegible] হওয়াতে বিসূচিকা ও বসন্ত রোগে [illegible] ভাবও আর বড় দেখা যাইতেছে না।

মানচেষ্টারের কাপড়ের কোম্পানি সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের অধীনস্থ খালাসীরা এখন হইতে আর দাড়ি রাখিতে পারিবেন না। গার্ড মাত্রকেই ক্ষৌর মুণ্ডন করিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার হওয়াতে অনেক গার্ড পদত্যাগ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট সম্পাদক ম্যাকডোনাল্ড সাহেব এলাহাবাদের ডাক্তার হল সাহেবের বৃথা অপবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখায় হল এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। বিচারে মেকডোনাল্ড সাহেব দোষী প্রমাণ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী সিমলায় গবর্ণর জেনেরলের বাসের জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের অমিতব্যয়িতার এই একটী উদাহরণ।

খিদোর রাজ রামনারায়ণ সিংহের ভ্রাতা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে সেসিডেন্সি বিভাগের মাজিষ্ট্রেট আমীর আলী শীঘ্রই সিলহট হইতে প্রত্যাগত হইবেন। ইনি এখানে পৌঁছিলে বি, এল গণ্ড তাঁহার পূর্ণ দণ্ড দাখিল করিবেন।

রেলিনিউ বোর্ডের সভ্য এড, এল ডাম্পিয়ার সাহেব পরত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে আর ফিরিতেছেন না।

গ্রামবণ্ড ক্রমে ইউরোপেও অধিকার বিস্তার করিতেছে। আয়রলণ্ডে ইহার বিক্রমের কিছু হ্রাস হইয়াছে, এক্ষণে কণ্ডবি ও সুইটজারলণ্ডের লোক সাদ্ধ হইতেছে।

বন্যার কাদাজোর রেলওয়ের কিয়দংশ ভাসিয়া যাওয়াতে তিন দিন গাড়ি বন্ধ ছিল।

চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রজাগণকে বিদেশীয় দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। চীনের দ্রব্য লইয়া অল্প জাহাজ যাহাতে অধিক পরিমাণে যাতায়াত করে গবর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা করিতেছেন।

কেহ পিপীলিকার উপদ্রবে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। ইহা এমনি ভয়ানক যে বাড়ী ঘর দ্বার একবারে খাইয়া ফেলে। তাহার চিহ্ন মাত্র রাখে না। এই ভয়ানক অনিষ্ট নিবারণের জন্য ফেলি ব্রিটসে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন পেট্রোলম তৈল এক ভাগ, পরিষ্কার সিড তিন ভাগ ও কাঁচা কার্বলিক আসিড দুই ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া যে স্থানে ঐ পিপীলিকা সবে তাহাতে মাখাইয়া দিলে উহা আর কোন ক্রমে করিতে পারে না।

আমরা গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার মন্ত্রণা সভার একটী ভয়ার কার্য্য দেখিয়া বড় লজ্জিত হইয়াছি। অস্ত্র বিষয়ক আইন হওয়াতে কমিসনর সাহেবের লোকের মনের ভাব জানিয়া এই রিপোর্ট করিয়াছিলেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা অকপটে অস্ত্র রাখিতে পান নাই বলিয়া কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের এই মনোকষ্ট দেখিয়া উদারচিত্তে বলিয়াছেন নিম্নে ভদ্রলোকগণ এখন হইতে একটী অস্ত্র রাখিতে পারিবেন। কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের এই মনস্কামনা যে সিদ্ধ করিয়াছেন ইহা আমাদিগের অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে।

আমেরিকার ডাক্তার টানার সাহেব ৪০ দিন অনাহারে থাকিয়া একটী বড় কাজ করিয়াছেন। তিনি ঐ কার্য্য করিয়া সকল লোকেরই নজরে পড়িয়াছেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা তাঁহার এই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মোহিত হইয়াছেন। তজ্জন্য একটী অত্যন্ত ধনী যুবতী তাঁহার প্রণয়িনী হইয়াছেন। ইনি ইহাদিগের যাহাকে বিবাহ করিতে পারেন উপন্যাস দিয়া বড়মানুষী করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের বড় বড় উচ্চপদ কর্ম্মচারীরাই পূজার বন্ধের পূর্ব্বে ছুটী পাইয়া বাস বর্ষে স্বাস্থ্যের বেড়াইতে যান, আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এবারেও ইংরাজ অনেক বড় বড় উচ্চপদস্থ সৈনিকগণ বেড়াইতে গিয়া পর্ব্বতে বাসস্থানে নির্ণয় করিয়াছিলেন। বিধির বিপাকে তাঁহারা ঐ পর্ব্বতে ধরিয়া পড়িয়া ৩৮ জন বড় বড় উচ্চপদ কর্ম্মচারী [illegible] করিয়াছেন। দুঃখকারের ঠিকানা সংখ্যা জানিতে পারা যায় নাই।

কে, ওকেনলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পুনাধানী মুর মহেশ যাত্রাদের জেসির স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটী কন্যা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে পুনা মিউনিসিপাল সভার অধিবেশন হইবে এবং শ্রম শিক্ষার নিমিত্ত তথায় একটী বিদ্যালয় পরিচালিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশ।

শান্তিরক্ষার নিয়োগ।

[illegible]

১৮ ই সেপ্টেম্বর। রাজমহলীর ডিপ্রিক্ট [illegible] আদেশ সহকারে [illegible] নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর। রাজমহলীর ডিপ্রিক্ট [illegible] আদেশ সহকারে [illegible] নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি [illegible] বাবু বিশেশর [illegible] অনরেবল [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি দাতব্য চিকিৎসালয়টী উঠাইয়া দেন অথবা ইহার ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে বিশেষ যত্নশীল হয়েন। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে এক্ষণে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের একজন নেটিভ ডাক্তর ও মাসিক দশ টাকা বেতনের এক জন কম্পাউণ্ডার আছেন, এতদ্ভিন্ন মাসিক বাজে খরচ বাটীভাড়া ও একজন ভৃত্যের বেতন স্বতন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনের একজন নেটিভ ডাক্তার ও পাঁচ টাকা বেতনের একজন ভৃত্য থাকিলেই যথেষ্ট। বাজেখরচ ও বাটীভাড়া যদি একান্তই কমাইয়া দেওয়া না যায়, তবে নেটিভ ডাক্তার বাবুর হস্তে কল্য মুহূর্ত্তে রেজিষ্টরীকার্য্য ভার বিন্যস্ত করিলে, মিউনিসিপালিটীর মাসিক পনের টাকা বেতনের একজন কেরাণীর পদ উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, চেয়ারম্যান ডেপুটী বাবু এই সকল প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

মিউনিসিপালিটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য উহার ব্যয় হ্রাস করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আপাততঃ মিউনিসিপালিটীর অধীন দুই জন বাঙ্গালী ওভরসিয়র আছেন। এক জনের দ্বারা সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব এক্ষণে একজন ওভরসিয়র বাবুকে বিদায় দিলে ভাল হয়। পক্ষান্তরে মিউনিসিপল অফিসে ট্যাক্স দারোগা ছাড়া যে তিন জন কেরাণী বাবু আছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকে বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত। কারণ কর্ত্তব্য-কর্ম্মপরায়ণ এক জন কেরাণী ও একজন ট্যাক্স দারোগা দ্বারা মিউনিসিপালিটীর সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এক্ষণে রাস্তা ঘাটের কাজ অতি অল্প, এমন পক্ষে ওভার সিয়রের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি সুজাগঞ্জের শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাসের একজন হিন্দুস্থানী চাকর তাঁহার ব্যাপারীর সাত শত টাকা চুরি করিয়াছিল, কিন্তু নূতন চাটের হেড কনষ্টেবল প্রভুরামের কৌশলে চোর স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে ও অপহৃত টাকা যেখানে রাখিয়াছিল, তাহা বলিয়া দেয়। পুলিস সব ইন্সপেক্টর এই একরারী আসামী লইয়া অপহৃত টাকার অনুসন্ধান করেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যে অপহৃত টাকা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আসামীকে যথাস্থানে চালান দেন। বাগাঘাটের নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বিচারে আসামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত তেড়বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। অপহৃত টাকা যাহার নিকট রাখিয়াছিল, তাহারও ঐরূপ মেয়াদ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত আমীনবাজার নিবাসী শ্রীযোগীন্দ্রমোহন দত্তের একটী আশ্চর্য্য কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যাটী দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিধাতা পুরুষ তাহার মস্তক সৃষ্টি করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন কন্যাটীর স্ত্রী-অঙ্গ দ্বারা মলত্যাগ হইতেছে। কন্যার পিতা স্থানীয় কৃতবিদ্য ডাক্তার বাবুদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখিয়াছেন যে, উহার আশা মল দ্বার নাই। এই কন্যাটী ১২। ১৪ দিন হইল ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে

বিজ্ঞাপন

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

২০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

যোগসিন্ধরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপুয় ধাতু, আলা রক্তপ্রস্রাব ও ৭ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

মাহতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও লম্বা হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উষ্ণতা শোষিত শীতল হইয়া, নাঁদপাড়া, মস্তক ঘুর্ণন, মনঃ দুঃখ করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১।০ প্যাকিং ৵০ আনা।

কামোদ্দীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্ন দোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও প্রস্রবলঘাদি রোগ নিশ্চয় দূর ও শরীর পুষ্ট, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া বহিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩। প্যাকিং ৵০ আনা।

রবিমুকুর রস। ইহাতে সহজ ঘোরবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২,। প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। শরীর মধ্যে বলি খেলিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২,. প্যাকিং ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রন্থার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অগ্নিগ্রহণী, পুরাতন গ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যাধিনাশক মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অল্প প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার অতি উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য	১ দুই টাকা
প্যাকিং	৵০ দুই আনা

সুধাসাদু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুধাসদৃশ ঘৃত অল্পদিন ব্যবহার উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া ব্যবহার সময় সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুধাসদৃশ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শোয়ার মূল্য	৪ টাকা।
প্যাকিং	৵ আনা।

চিকুরবিলাস

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার চক্ষুরোগের শিরোরোগের উপশম হয়। ...ধা ধরা, ...ধারোধরা, ধূসরপনি, অধিকউষ্ণতা, অবসেক্রিয়ের অক্ষমতা, চক্ষু শব্দটি চক্ষিকের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল কাল, দীর্ঘ ও বৃদ্ধিহয়। এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।

পার্সিল ৵৹ দুই আনা।

বটিমঞ্জরী মৃত।

এই এক বটিকার মৃত মধু নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাত রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্দ্ধা বাত, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার বিচিত্রতা, ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতভা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, প্রমত্ততা, কাণযোগ, সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন বক্তমূত্রাদি রোগ সমূহ একবারেই বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতের ঔষধ একটী তৈলের মূল্য ৩ টাকা দিতে হয়। ১ তোলার মূল্য ৸ আনা ডাকটিকিট ৵৹ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার হুদয়নাথ বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

ঐ অমৃতলাল বসু ডাক্তার এল এম,

ঐ ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং রাধেশ্যাম দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ তীর্থ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসভার সম্পাদক।

" " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী।

" " বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় বারিষ্টার

ইহাদের প্রশংসাপত্র দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের নিকট আসিলে দেখিতে পাইবেন। আয়ুর্ব্বেদ সম্মত

কলিকাতা। মাণি ১৮ নং নারা বাগবাজার ষ্ট্রীট।

ফুস্তুকেশরী তৈল।

এই ফুস্তুকেশরী তৈল ব্যবহারে বেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ পীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অতি অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৸০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

হস্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা হাঁত মাজিলে দদ্রু-পূণ, বস্ত আরিশ, হাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও বক পড়া এবং মুখের ব্রণক প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ৸০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত সহস্র লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৮ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

হরনাশক সিরোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিরোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা ভেটারিনারি ডাক্তারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রয়, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

তিনি এক বিন্দু জলে দশ ফোঁটা ঔষধ মিশ্রিত করিয়া পুরুষ ও দ্রী ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আরোগ্যলাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে চাহার বিশেষ উপায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
সাং শ্রীরামপুর।

ব্রহ্মচারীদত্ত মহৌষধ।

ইহাতে সকলপ্রকার জ্বর নিশ্চয় হয়। ১১ দিনের সেবনোপযুক্ত ঔষধের মূল্য ৩ টাকা ২১ দিনের ৫৸০ সাতদিনের ১ টাকা। যাঁহার আবশ্যক হইবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ বেরারি পাঠান যাইবে।

এখান হইতে ঔষধ পোষ্ট পাঠাইলে ডাকমাশুল ৸০ আনা লাগিবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ গুপ্ত
কবিরাজ বেনারস।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এসপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র হালদার—মেদিনীপুর ৭
" " প্রসন্নকুমার বসু—রাজনগর ৫
" " হরিনারায়ণ রায়—খোরালডাঙ্গা ৭
" " মেঘনাদচন্দ্র মণ্ডল—কলিকাতা ৫৸০
" " রাধাকিশোর গোস্বামী ঐ ৪৸০
" " মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিরিঞ্চিপুর ৩৸০
" " যোগেন্দ্রকুমার পাল—শান্তিপুর
রামচন্দ্র সরকার—মাথাভাঙ্গা
ঢাকা লাইব্রেরি—ঢাকা

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত করেকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যথা যাহাতে তাঁহার প্রবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দেখা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কোন সোমপ্রকাশ গ্রাহক অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ ছয় আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

ইহা এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ৯৭ নং কলেজষ্ট্রীটস্থ নিউ সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং" ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১৮ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৯ এ আশ্বিন। ইং ১৮৮০। ৪ ঠা অক্টোবর | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অমনস্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা বঙ্গভাষা পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু নীলমণি দত্ত ৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

প্রেরিতপত্র

কুট ঘটিত সংক্রান্তি বিষয়।

অস্মদ্দেশ প্রচলিত চন্দ্রালোকিত পঞ্জিকা অনুসারে মুদ্রিত পঞ্জিকাকারগণ কুট ঘটিত সংক্রান্তি বিষয়ে যে ব্যবস্থা অবধারিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিবিধ দোষ সংঘটিত হইতেছে। তথা অক বাহিতে রবি সংক্রমণ অর্থাৎ এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করিলে সংক্রান্তিদিবস পূর্ব্বার্দ্ধে হউক বা পরার্দ্ধে হউক বিবেচনা করিয়া পুণ্যাদিকাল প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু মুদ্রিত পঞ্জিকাকারগণ অনীক কল্পনাপ্রসারে ঐ বিবসকেই সেই সংক্রান্তি ব্যবস্থা দিতেছেন করিয়াছেন। বস্তুতঃ সংক্রমণের পর দিবসে বিধেয়াদি মঙ্গল কার্য্যের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাহা বিলুপ্ত হওয়া দুই হইতেছে। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে বিজ্ঞ মহোদয়গণ এই বিষয়টী গ্রহণ করিয়া অনুমতি প্রদান করিলেই যথা-শাস্ত্র সমুদ্যোগভাবে তদ্বিষয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। যদি উহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিলে যথাসাধ্য খণ্ডনের চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিপাত না করিলে শাস্ত্রীয় সম্মান এবং ফলোপযোগী কার্য্যের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণঃ।

বিক্রমপুর।

বেতনা নদী।

বিগত ৫ই আশ্বিনের সোমপ্রকাশে বিহারী বাবু চম্পাইনগরের ইতিবৃত্ত লিখিতে আমার ১২৮১ সালের ২৫এ শ্রাবণের পত্রের যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া বেতনা নদীর বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি বেতনা নদীর বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে চম্পাইনগরের সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বিহারী বাবুর পত্রে চম্পাইনগর আগরপাড়ার সন্নিকট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে চম্পাইনগর বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। চম্পাইনগরের নিকটবর্ত্তী লোকের অনেকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে এই চম্পাইনগর চাঁদ সদাগরের ঢিপি। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে পলাশ ডাঙ্গা নামে এক গ্রাম আছে। অনুমান হয় যে ঐ পলাশের নাম সাদাগর ঐ নদী ক্রমশঃ বাঙ্কিম পুষ্করিণীরূপে আসিয়া বাঁকার সহিত মিলিত হইয়াছে। বিহারী বাবুর লিখিত চম্পাইনগরে যদি চাঁদ সদাগরের বাসী হয়, তবে বেতনা সতীর ভেলা ভাসাবার জন্যেই বিহারিবাবুর আবিষ্ট, বর্দ্ধমান ও হুগলীর নদী ভাবিতে আসা করিত না। যখন ভেলাতে মানুষ ভিন্ন অন্য, তাহা যথেচ্ছ চালিত হইবার নহে, নদীর স্রোতের

কূলে বাহিক হইবে। বিহারি বাবু সিবিয়াছেন যে, বেলার ঠেলা প্রথমে কাশীবাটে আসিয়া লাগে, তৎপরে অন্য নদী দিয়া সিউড়িতে যায়। কাশীবাটী অতি নিকট। সেখানে কোন ভদ্রলোক বাস করেন না, নাবিক কৈবর্ত প্রভৃতি নীচ জাতীয়েরা বাস করে। তাহাদিগের নিকট বিহারি বাবুর পত্র লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মাননীয় বিহারী বাবুকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন কাহার উপদেশে কি লিখিয়া আমাদের সময় নষ্ট করিয়াছেন।

সাকোরে বেলনা নদীর বাঁকার সহিত বোধ হয় কোন নদী হইতে অপর একটী শাখা-নদী যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে হইতে অপর একটী শাখা-নদী গ্রামের নিকট দিয়া সিউড়ি অভিমুখে গিয়াছে। সেখানে হইতে বাঁকার সহিত বেলনার যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁকা হইতে অপর একটী শাখা রামপুরহাট উপমুনিসিপালিটি গ্রামের নীচে বাঁকাবতীতে মিলিত হইয়াছে। বাঁকা হইতে অপর একটী শাখা রামপুরহাট উপমুনিসিপালিটি গ্রামের নীচে বাঁকাবতীতে মিলিত হইয়াছে। এই তিনটী যোগ হওয়াতে বাঁকার প্রধান শাখা বা বাঁকা ঐ স্থানের লোকে উহাকে মাদলঘাটের খাল বলিয়া থাকে। অপর একটী নদী বেলনা হইতে বাহির হইয়া কালনা ও বাহুলাগোড়ার মধ্যবর্তী কুসুমেরপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়া মাদলঘাটের খালে মিলিত হইয়াছে। এসকল নদীর অবস্থা [illegible] অনেক দূরে গিয়াছে, এমন কি কোথায় যাইয়া কোন্ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ইংরেজী সার্ভেয়রের যোগ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে এইগুলি সমধিক বেগবতী ছিল বলিয়া বোধ হয়। কুঙ্গী নদী, যাহাতে বেহুলা নদী মিলিত হইয়াছে, সাধারণতঃ লোকে তাহাকে নদী বলে না, খাল বলিয়া থাকে। কুঙ্গী নদীর বামোদরের সহিত যোগ আছে। বেহুলার মিলন স্থান, নদরাএর পূর্ব্বে দশ পশ্চিমে ও নিত্যানন্দপুর নামক গ্রামের নিকট। বেহুলা নদীর ধারে বিস্তর মনসার আড্ডা আছে। ও নিকটস্থ গ্রামের বিবরণ প্রত্যেক স্থানের অবস্থা, লোক ও নদিকেতের আচার চরিত্র, পূজার সময় আনন্দোৎসব মহোৎসবগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে বেহারী বাবুকে অনুরোধ করিলাম। তিনি যদি ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পাঠান, তাহা হইলে আমরা মানচিত্র দর্শন করিলে, তাহা হইতে অনেক জানিতে পারিব।

আত্রিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের স্থানীয় সীমা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব।

গোয়াস হইতে আত্রিমগঞ্জে মুন্সেফী আদালতটী আসা অবধি ঐ আদালতের স্থানীয় সীমা লইয়া যে একটী গোলযোগ উঠিয়াছে অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। সকলেই আপন আপন স্বার্থ, সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সুযোগ লাভের কথা বলিতেছে। কোন প্রকারে ইহার পরিবর্ত্তন ঘটনা উপস্থিত হইলে কে তাহাতে সুখী হয় ও উহাতে দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের পক্ষে সাধ্যানুসারে তাহার নিবারণোপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া ও ভূত ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কেবল স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে হতাশপ্রায় হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা শুনিলাম ভগবানগোলা থানার অধীন কতকগুলি গ্রামবাসী উক্ত থানা আত্রিমগঞ্জ মুন্সেফী আদালতের এলাকা হইতে উঠাইয়া অন্য কোন মুন্সেফী আদালতের অধীন করিবার জন্য জেলার জজ আদালতে কমিশনর সাহেবের নিকট ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন। জেলা মুরশিদাবাদের অধীন যে কয়টি মুন্সেফী আদালত আছে কতকগুলি থানার স্থানীয় সীমা লইয়া তাহার সংস্থাপন হইয়াছে। জলঙ্গী গোয়াস ও ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত স্থান সকল আত্রিমগঞ্জের মুন্সেফের অধীনে আছে। এই তিনটী থানার সীমা মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত ব্যাপিয়া পদ্মা ও পদ্মে নদী দ্বারা উত্তর পূর্ব্ব সীমা বদ্ধ। যদিও আত্রিমগঞ্জ এই তিনটী থানার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত নহে তথাপি ঐ সকল থানার মধ্যস্থলে আত্রিমগঞ্জের ন্যায় বাজার ও নদী প্রভৃতি বিশেষ সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক স্থান না থাকায় বোধ হয় গোয়াস হইতে এখানে আদালতটী উঠিয়া আসিয়াছে। এখানে আদালত সংস্থাপিত হওয়ায় কেবল ভগবানগোলার থানার পশ্চিম প্রান্তস্থিত কয়টী গ্রামের অধিবাসীগণের দূরতা নিবন্ধন কষ্ট অসুবিধা ও কষ্টের কারণ হইয়াছে। কিন্তু সকলের বাটীর নিকটেই কি আদালত সংস্থাপিত হইতে পারে? বরং আদালত যত দূরবর্ত্তী থাকে ততই মিথ্যা ও বৈরসাধন উদ্দেশক মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হয়। এখন এই জেলার যে কয়টী মুন্সেফী আদালত আছে তাহাতে প্রায় প্রতি বৎসর নূতন নূতন মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে ও তদনুরূপ তাহার স্থানীয় সীমা বিস্তার ও নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি ঐ কয়টী গ্রামের লোকের সুবিধার জন্য মুন্সেফী আদালতের বর্ত্তমান স্থানীয় সীমার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তবে নিয়ম অনুসারে ঐ থানাটী এককালে উঠাইয়া লইতে হইবে, তাহা হয় বহরমপুর না হয় কাশীপুরের মুন্সেফী আদালতের অন্তর্গত করিয়া দিতে হইবে, না হয় তজ্জন্য কোন স্থানে নূতন একটী আদালত সংস্থাপনের প্রয়োজন হইবে। ফলতঃ ইহা জন্য যে কোন আদালতের এলাকার অন্তর্গত হইবে সেই স্থানেই কার্য্য বাহুল্য জন্য এক জন মুন্সেফের দ্বারা বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কঠিকর হইয়া উঠিবে, সুতরাং মকদ্দমার দিন পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কষ্ট সেই কষ্টই আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব অতিরিক্ত একজন মুন্সেফ নিযুক্ত না হইলে বিচারকার্য্য চলা ভার হইয়া উঠিবে কিন্তু অল্পসংখ্যক লোকের যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধার জন্য কি কর্ত্তৃপক্ষগণ একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত করিবেন? নূতন একটী আদালত স্থাপন করিলেও সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে। পত বৎসর ঐ থানাটী উঠাইয়া লইয়া বহরমপুর মুন্সেফী আদালতের সামিল করায় এইরূপ অসুবিধাজনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আত্রিমগঞ্জ আদালতের মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। সমুদায় থানার ও মুন্সেফী আদালতের এলাকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মুরশিদাবাদ জেলার থানা সমূহের স্থানীয় সীমা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে একটী গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইবে, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কতশত প্রকার আপত্তি ও অসুবিধা উপস্থিত হইবে। এরূপ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেই যদি দীর্ঘ কাল গত হয় ও সর্ব্বদা বিচারকার্য্য পরিচালনের গোলযোগ ও অসুবিধা উপস্থিত হয় তবে বিচার কার্য্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। এজন্য এই সময়ে সবিনয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে এইরূপ অবস্থায় এখনকার মুন্সেফী আদালত-সকলের যেমন এলাকা আছে তাহাই স্থিরতর থাকুক, অন্ততঃ যদি তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় তবে যেন স্থানীয় প্রধান প্রধান ভদ্রলোক ও স্থানীয় সমুদায় বিচারপতিগণের অভিমতানুসারে এমত একটী স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট ও বন্দোবস্ত হয় তাহা চিরস্থায়ী অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও সকলের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা জনক হয়।

আত্রিমগঞ্জ
১৬ এ সেপ্টম্বর ১৮৮০। } শ্রীকাং---

কাশ

১৯ এ আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ অবধি

দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে। বঙ্গবাসিদের পরম আনন্দের কারণ শারদীয় মহোৎসব আবার উপস্থিত। আমরাও পরিশ্রান্ত শরীর ও মনকে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামসুখ দিবার কল্প উদ্যুক্ত হইতেছি। আমরা গত বৎসর যখন নিদ্রাসুখে মনোযোগে সোমপ্রকাশের মুখ বন্ধ করি, তখন যে আর সোমপ্রকাশকে পুনরুজ্জীবিত করিব এ আশা ছিল না। মনে করিয়াছিলাম দুরদৃষ্টে গবর্ণমেণ্টের প্রকোপ অনুকূল গণতন্ত্রের ন্যায় হইল। বহুকালের যত্নে পালিত সোমপ্রকাশকে নিদ্রিত করিয়া আমরা শেষ কথায় একটি নিদ্রাসুখ অনুভব করি। যাহার প্রতি যার প্রাণের টান থাকে সে তাহা সহজে ত্যাগ করে না। আমরা সোমপ্রকাশকে নিদ্রিত করিতে বলিতে পারিলাম না। আবার সুসময় আসিয়াছে তাহাকে জাগ্রত করিয়া কোলে তুলিতে ইচ্ছা হইল। এ শিশুকে জাগাইয়া আমাদের আবার শ্রম বৃদ্ধি হইল। কিন্তু মাতা সন্তানের কল্যাণে পরিশ্রম করেন তাহাতে যেমন তাহার সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই, সেইরূপ আমাদের প্রিয় সোমপ্রকাশের জন্য খাটিয়া যেন প্রাণে তৃপ্তি হয় না। পাঠকবর্গের জন্য পরিশ্রম করা আমাদের মানসিক রোগের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা যদি বলেন "তোমাদের সেবা আর চাই না" তাহা হইলেই বিনাটে। আমাদিগকে তাঁহাদের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। আমরা যে হাতে কাজ করি, পাঠকের সে হাতে বাজার করে। এমন অবস্থায় অল্পদিন অন্তর আমরা কতকদিনের জন্য বিশ্রাম করিতে গেলে আমাদের গৃহস্থের হাতে যাইবে, কে জানে? অনেকের কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আইন সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ একজন স্থায়ী কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। গত বৎসর সে প্রস্তাব হইবামাত্র বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হয় স্থায়ী অথবা অস্থায়ী নিযুক্ত করিলেন, তাহার মতামত বিস্তর হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্য হয় নাই। এ সম্বন্ধে ইদানীং কিছু কথা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন করিয়াছেন যে ১০ টী মফস্বলস্থ গবর্ণমেণ্ট উকীলের পদ উঠাইয়া দিয়া ঐ টাকায় একজন স্থায়ী কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিবেন। ঐ কর্ম্মচারি সদর হইতে মফস্বলে যাইয়া উকীলদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। এই বিজ্ঞাপনে দেখিয়া লিগালরিমেমব্রান্সার ওকেনলি সাহেব বলিয়াছেন, যে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া অনেক গুলি মতলবী উপস্থিত করাতে ঐ প্রকার ঘটন ঘটিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া প্রজার মধ্যে মতলবী উপস্থিত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভাল দেখায় না: সুতরাং এ বিষয়ে অধিক সতর্ক হওয়া এখন কর্ত্তব্য

লেপ্টনন্টের অসিষ্টাণ্ট কমিশনর ষ্টীলমণ্ট সাহেবের নাম আমরা বহুদিন পূর্ব্ব হইতে জানি। ইনি অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মুখে আমরা যতো নিন্দার কথা শুনিতাম: কিন্তু সে সকল নিন্দাবাদে আমরা কখনও কর্ণপাত করি নাই, কারণ অধিকন্তু বহুবাগাড়ম্বর ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের অপ্রিয় হইয়া থাকেন। কিছুদিন হইল দেওঘরের অধিবাসিগণ ষ্টীলমণ্ট সাহেবের নামে অভিযোগ করিয়া লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করে। উক্ত আবেদন পত্রে ষ্টীলমণ্ট কমিশনর সাহেবের কতকগুলি গুরুতর দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বিচার কার্য্যের প্রতি তাঁহার নিতান্ত অমনোযোগ। আমলা গণের দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে উক্ত কার্য্য চলিয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ তিনি গালী প্রতিবাদী প্রভৃতির প্রতি অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তৃতীয়তঃ তাঁহার দোষেরা বাঙ্গালা ভাষা বুঝিয়া উপযুক্ত হয় না: চতুর্থতঃ কেহ কোন উপঢৌকন দিলে তিনি তাহা লইয়া থাকেন। ইত্যাদি

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এই আবেদন পত্র আমাদের লেপ্টনন্ট গবর্ণরের নিকট পেশ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যে সে ব্যক্তির কথায় একজন কর্ম্মচারিকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নয় এবং গবর্ণমেণ্টের সেরূপ অভ্যাস নিতান্ত উৎসাহন না করা উচিত ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু এতগুলি প্রজা যখন নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া কতকগুলি কষ্টের কথা লেপ্টনন্ট সাহেবের কর্ণগোচর করিল তখন সে বিষয়ে উপযুক্ত রূপ গবর্ণমেণ্টের তদন্ত করা, এই উদারনীতি দেখিয়া প্রজাদিগের একটুকু সান্ত্বনা করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্যবিষয়ের মধ্যে। অন্যান্যের কথা দেখিলেন না: ইহাতে ভিন্নদেশীয় লোকের মনে ভরিবে। আমাদের দেশের কর্ম্মচারিদিগের পক্ষাবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম করিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাহা হইলে প্রজা কর্ম্মচারিদিগের অনেক অত্যাচার উপস্থিত হইতে পারিবে কিন্তু তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাদিগের আস্থা বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইবে। আমরা এবিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য ইডেন সাহেবকে অনুরোধ করি

---

১৮ ঘাটের কিছুদূর দক্ষিণ আদিত্যপুরে যে ছুটি আদিবাসী পাহাড়ে, যাহারা যে সম্প্রদায় নিশ্চয় করা ভার, তাহারা ইতিপূর্ব্বে [illegible] করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে [illegible] উপনিবেশের প্রাদুর্ভাব আর এক কারণে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের নিকটে অদ্যাপি পূর্ব্বের সমবের আকার ভাব দেখা যায়, এক্ষণে অল্প সংখ্যক লোকের বিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এই কলহ অধিক দূর আবার যাইবে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এরূপ ঘটনা হইলে ঐ অসভ্যেরা সহজে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা করিবে। আমরা কয়েক জিজ্ঞাসা করিলেন এই অশ্রদ্ধা হইবার বিষয়টিকে পরিষ্কার হইল কেন? সকল যে এরূপকার ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নহে। যখন গবর্ণমেণ্ট কিয়দ্দিবস হইল ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রচার করেন। [illegible] নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করাতে ইহারা বিদ্রোহী হইয়া [illegible] প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আমরা সকলে [illegible] থাকি, [illegible] অত্যন্ত [illegible] দিবা না। এই সময়ে [illegible] শান্তি রক্ষার পক্ষে [illegible] হইয়া [illegible] হইতে [illegible] দিবে না। কিন্তু [illegible] পাহাড়ীদের অনুযোগ [illegible] কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ইহারা [illegible] মনে করেন, তাহা [illegible] তাঁহাদের [illegible] করিবার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] রক্ষিত করিবার পরামর্শ দেওয়াতে তাহারা দূষিত হইয়াছেন, এই কথাটী সেক্রেটরির পক্ষে প্রিয় বিবেচনা হয় নাই। সেক্রেটরি কি বলিয়া তাহাদের দূষিত [illegible] করিবেন? তাহারা যাহাতে [illegible] কারখানার পুরুষপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহারা [illegible] সে বিষয়ে সাবধানের ত্রুটি আছে কি না, তাহাদিগকে যথানীতির [illegible] কোন প্রকার কথা হইবে?

[illegible] করিয়া যে শাস্তি হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। এ বিষয়ে [illegible] অবরোধবাসিনী অথবা মহিলা [illegible] অপরাধকে নিরস্ত করিয়া ও [illegible] রাখা কারাগারের কার্য্য। তুশাসনের পক্ষে যত্ন সর্ব্বথা অপেয় হইয়াছেন, তাঁহারা [illegible] কিরূপ অন্যায় স্থানের পরামর্শ দিয়া থাকেন। বাস্তবিক যদি প্রাণদণ্ডের [illegible] হইত, যদি তাহাদের নারীর অধিকার দিতে তিনি কুণ্ঠিত না হন, যদি তাঁহার বিচারে ন্যায়পরতা, কার্য্যে নিষ্পক্ষপাত ও ব্যবহারে সাধুতা দেখিতে পাওয়া যাইত তাহা হইলে সেরূপ রাজা চিরদিন প্রজাবৃন্দের অনুরাগ ও ভক্তির পাত্র হইয়া থাকেন।

[illegible] ও আফগানিস্তান

কাবুলের সম্বন্ধে বড়লাট লিবারেল মন্ত্রিবর্গের [illegible] অনুসরণ করিবেন? এই প্রশ্নের [illegible] তাঁহাদের আফগানিস্তান সম্বন্ধীয় [illegible] করা আবশ্যক। আফগানিস্তানের [illegible] করা তাঁহাদের বাহ্যনীতির অঙ্গ-[illegible] কার্য্য হয়। আফগানিস্তান স্বতন্ত্র ও স্বাধীন [illegible] ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি থাকে, এই [illegible] হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা কখনই কাবুলের [illegible] হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কারণ তাহা করিলেই [illegible] ঘটিবে।

আমরা দেখিয়া নিরাশ হইলাম যে লার্ড [illegible] সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] আফগানিস্তানের যে আবেদনপত্র তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] বলিয়াছেন যে বাস্তবিক [illegible] অনেক সুবিধা আছে তাহা স্বীকার [illegible] কাবুলের সেনা নিবেশের পক্ষে [illegible] তাহার [illegible] উপযোগী, এ সকল [illegible] কাবুলের ভাবনীমাংসিত করা উচিত বোধ হয় না। প্রথমতঃ, কাবুলের কতকগুলিন [illegible] কি অধিকার আছে? প্রজারা যে চিরকাল আমাদের শাসনাধীন থাকিতে চায় তাহার প্রমাণ কি? তাহারা এক্ষণে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সন্তোষের চিহ্ন সকল প্রকাশ করিতেছে কিন্তু ঐ সন্তোষ যে সন্তোষের স্থায়ী তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বাসঘাতক লার্ড হার্ডিঞ্জ বলিয়াছেন, আফগানদিগের ন্যায় সমরপ্রিয় ও স্বাধীনতাবিলাসী জাতিকে প্রশাসনে রাখিতে, কাবুলের অনেক সৈন্য তাহার সংরক্ষণ হইবে। এত বার কে বহন করিবে? তৃতীয়তঃ তাহা হইলে আফগানিস্তানের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে; কারণ তাহা হইলে আর সমগ্র আফগানিস্তানটী একজন রাজার অধীনে থাকিবে না। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই সকল কারণে কাবুলের অধিকার অযৌক্তিক ও অসঙ্গত মনে করিয়াছেন।

লর্ড বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্টেরও কান্দাহার অধিকার করিবার সংকল্প ছিল না। তাঁহারা প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কাবুলে একজন রেসিডেণ্ট নিয়োগ, দ্বিতীয় সামান্ত প্রদেশকে সুরক্ষিত করা। তাঁহারাও আফগানিস্তান পরিত্যাগের সময়, কান্দাহারে একজন দেশীয় স্বাধীন রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিবেন এরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংকল্প যদি এই ছিল, তবে কনসারভেটিবগণ এখন আর এক কথা বলিতেছেন কেন?

লার্ড বীকন্সফিল্ড ইংরাজের ন্যায় প্রশ্ন করিয়াছেন; কান্দাহারের স্বাধীনতা হরণ করিবার ইংলণ্ডের কি অধিকার আছে? এ যে বড়ই অন্যায় লোকের কথা। রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও ইঁহাদের একপ মন্তব্যটীকতা থাকে, তাহারা অনেকের মতে অকথ্য লোক। লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি যে অনেকের মতে ভ্রমপ্রমাদ-দোষে দূষিত আমাদের বোধ হয় এই মন্তব্যটীকতাই তাহার একটী প্রধান কারণ। যাঁহারা একটী সভ্যতর জাতিরও স্বাধীনতা হরণ করিতে কুণ্ঠিত হন; অপর জাতিদিগের সহিত অকারণ শত্রুতা পরিহার করিবার জন্য ব্যগ্র; যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে ন্যায়সঙ্গত হইল কি না বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা চলাচলী ও বিবাদপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি?

লিবারেলদিগের বিদেশীয় রাজনীতি যে দুর্ব্বল এই মত বোধ হয় প্রথমে ফ্রান্স, জর্ম্মানি, রুশিয়া প্রভৃতি ইউরোপীয় অপর জাতিদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। বরং ইউরোপীয় জাতিদিগকে আমরা এ থাকিবে। তাঁহাদের এপ্রকার মত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। যাঁহারা বারমাস সমর-সজ্জা করিয়া থাকেন, যাঁহাদের দেশের যুবকদিগকে যৌবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৎসর প্রতি সমর-শিক্ষাতে ব্যয় করিতে হয়, যাঁহাদের বুদ্ধি বিদ্যা কেবল মনুষ্যের প্রাণহত্যা নানা প্রকার কৌশল উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকে, তাঁহাদের ত এই প্রকার মত হইবেই। সাধারণ একবার ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন কলিয়া হে তুরুস্ক, নয় মর্য্যাদিয়া, নয় চীন সাম্রাজ্য কোরা না কোরাণ্ড সহিত সর্ব্বদা বিবাদে প্রবৃত্ত আছেন। ফরাসির আইন এই যে সেনাদের প্রত্যেক দলবদ্ধ পুরুষকে অন্যূন যৌবনের পাঁচ বৎসর কাল সৈন্যশিবিরে থাকিতে হইবে। তাঁহারা এক প্রকার দেশস্থ লোককে সামরিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। ফ্রান্স সৈন্যদলের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বর্ষে বর্ষে প্রায় ৮ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা নর হত্যার নূতন নূতন উপায় বিধান করিতে ব্যস্ত তাঁহাদের এই প্রকার মত না হওয়াই আশ্চর্য্যের।

বারমাস যাহাদের এই প্রকার যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে, যাঁহারা প্রতিবাসির প্রতি সর্ব্বদা ভ্রুকুটী করিয়া আছেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না তাহারাও স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় জাতিদিগকে দুর্ব্বল ও ভীরু বিবেচনা করিবেন। ইহাদের নিকট ইংলণ্ড ভীরু, কারণ ইংলণ্ড প্রকাশ্য একদল সৈন্য রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না; সৈন্য দলের রক্ষার জন্য বর্ষে বর্ষে এত অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক মনে করেন না। বিশেষতঃ লিবারেলগণ, ইঁহারা আবার বিরোধ অপেক্ষা সন্ধিস্থাপনে অধিক কার্য্য সিদ্ধি করিতে জানেন। ইঁহাদের মত এই আত্মরক্ষা বা আক্রমণীয় নিবারণ প্রভৃতি নিতান্ত গুরুতর ও প্রবল কারণ ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। এই জন্য ইঁহারা দুর্ব্বল ও ভীরু নামে ভূষিত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। ইউরোপীয় অপরাপর জাতির সহিত ইংলণ্ডের অবস্থাগত কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। বাণিজ্যই ইংলণ্ডের সৌখ্য সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রমের মূল কারণ। এই বাণিজ্য সূত্রে ইংলণ্ড অনেকের সহিত আবদ্ধ। সুতরাং একজনের সহিত বিরোধ ঘটনা হইলে কত দিকে কত প্রকার গোলযোগ বাঁধিয়া যায়। এই কারণেই ইংলণ্ড অপর জাতিদিগের অপেক্ষা অধিক শান্তিপ্রিয়। আমরা এই শান্তিপ্রিয়তার মধ্যে দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিতেছি না, ইহাতে ভদ্রতারই চিহ্ন দৃষ্ট হইয়াছে। বরং ইউরোপীয় জাতিদিগকে আমরা এ

বিষয়ে দোষী মনে করি। এখনি দেশস্থ লোককে সৈনিককার্য্যে প্রস্তুত করিতেছেন, ইহাতে যে কেবল প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নয়, কিন্তু দেশীয় প্রত্যেক যুবকের প্রথম উদ্যমের শীঘ্র বৎসর যুদ্ধ শিক্ষাতে ব্যয় করাতে দেশের উন্নতির কত ব্যাঘাত হয় তাহা একবার স্মরণ করুন, এ ক্ষতি সহজে পূরণ হয় না। যাহা হউক লিবারেলগণ লোকের নিকট হেতপ্তী এই খ্যাতিউপার্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত নন, ইহাতে তাঁহাদের যে কতব্যপ্রিয়তা প্রকাশ পায় তাহার প্রশংসা করিতে হইবে।

মুসলমান ও শিক্ষিত

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম এত দিনের পর মুসলমানদিগের চৈতন্য হইয়াছে। যখন সাধারণের শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ প্রভৃতি খোলা হইল তখন তাঁহারা ঘৃণাপূর্ব্বক দূরে রহিলেন, ইংরাজদিগের ভাষা শিখিব না, বিধর্ম্মাবলম্বিদিগের সহিত একত্র বসিব না বলিয়া নিজ নিজ সন্তানদিগকে ঐ সকল স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে প্রেরণ করিলেন না। বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, শিক্ষার গুণে হিন্দুযুবকগণ সুশিক্ষিত ও উন্নত হইতে লাগিল; আইন, আদালত, চিকিৎসাপ্রভৃতি সকল বিভাগে তাহারা প্রবেশাধিকার লাভ করিল, পরিশ্রম গুণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহারা মন মানে উন্নত হইতে লাগিল ও দিকে মুসলমানগণ, শিক্ষাভাবে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অর্থাগমের দ্বার সকল রুদ্ধ হইল বটে কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে তাহাতে তাদৃশ ব্যাঘাত হইল না; সুতরাং দিন দিন দারিদ্রের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এইরূপে অল্প দিনে দিনে হত মুসলমানদিগের সামাজিক ও মানসিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে। সম্প্রতি সময় হইতে মুসলমানদিগের চেতনা হইয়াছে। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক বিদেশের শিক্ষার নিমিত্ত একটী কলেজ খুলিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা প্রেসিডেন্সি কালেজের ন্যায় মুসলমানদিগের উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত একটী কলেজ খোলা হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যয় ভার বহন করেন। গবর্ণমেণ্ট যখন আমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন তখন আমরা কোন মতেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে বলিব। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যখন তাহাদের শিক্ষা স্থানে হাত দিতে বিচার করেন না, তখন আমার কোন যুক্তিতে নূতন কালেজ স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করিবেন? গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগকে বলিবেন, তোমরা প্রেসিডেন্সি কলেজে তোমাদের যুবকদিগকে প্রেরণ করনা কেন? যদি বল হিন্দুপ্রাধান্য হিন্দুর সহিত আমাদের বালকদিগকে মিশিতে দিব না, তবে আপনাদের কুসংস্কার ও জাতিবৈরের ফল আপনারা ভোগ কর।

বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণির মুসলমানদিগের জন্যই যদি একটী কলেজ খোলা হয় তাহা চলিবার আশা কি? বর্ষে বর্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হয় তাহাদের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কত? যদি কলেজ খোলা যায় তাহা হইলে ছাত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? একে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কারণে খুলিয়া অতিশয় হইতে হইতেছে বলিয়া মফস্বলের কলেজগুলি তুলিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন, এখন আবার নূতন কলেজ খুলিয়া অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত কি না একবার বিবেচনা করা উচিত।

মুসলমানগণ যদি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাস্তবিক ব্যগ্র হইয়া থাকেন এবং কলেজ চলিবার উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া সম্ভব মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদের টাকা ও আপনাদের চেষ্টাতে একটী কলেজ খুলুন না কেন? কলিকাতাতে বিশনরিগণ যদি কলেজ খুলিয়া চালাইতে পারিতেছেন, পাইকপাড়ার রাজারা একটী স্কুল কলেজ খুলিয়া চালাইতে পারিতেছেন, মুসলমানগণ একত্র হইয়া কি একটী কলেজ চালাইতে পারেন না? যদি চলিবার পক্ষে কোন সন্দেহ থাকে, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয় থাকে, সে অতি গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করা কি সঙ্গত কার্য্য? গবর্ণমেণ্ট যদি মুসলমানদিগের বিশেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অতি স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের জন্য কেন একটী স্বতন্ত্র কলেজ খুলিবেন না? সিভিলিয়ানদিগের জন্য কেন একটী স্বতন্ত্র কলেজ খুলিবেন না? আবশ্যকমত ব্যক্তিবিশেষ অর্থ সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য নয় কিন্তু এক এক সম্প্রদায়ের বিশেষ উচ্চ শিক্ষার জন্য সময় বাদ সময় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে।

খ্রিষ্টিয়ানদিগের শিক্ষার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে সে সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য। খ্রিষ্টিয়ানদিগের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সাধারণ মানসিক ও নৈতিক সকল অবস্থাই ইহাদের হীন। ইংরাজদিগের সহিত মিশিতে গেলে ইংরাজেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করে, হিন্দুদিগের প্রতিও ইহাদের নিজের বিজাতীয় ঘৃণা। সুতরাং এ দেশে অবস্থান এ দেশে বাস করিয়াও ইহারা এক সম্প্রদায় স্বীপাখবির লোকের ন্যায় বাস করিতেছে। ইহাদিগের এক হস্তে ছুরি অন্য হস্তে হিন্দু শরীরে আছে. তাহার হোমিওপেথির অষ্টম নবম ডাইলিউশন হইবে, এই অহঙ্কারে মাংস খাইতেন না। নিজেরা ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা অর্থ ও ভোগ ও দেশীয়দিগের প্রতি হীন বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা আছে। ইহাদের আর এদেশীয়দিগের সঙ্গে, চাল চলন ইংরাজদিগের মত, সুতরাং বিবাহ ইহাদের কৌলিক যোগ স্বতন্ত্র। বিবাহের পর পুরুষের পক্ষে স্ত্রীত্যাগ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যভিচারিণী হওয়া ইহাদিগের মধ্যে প্রথায় পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের এইরূপ অবস্থা তাহারা যে কুপথাগত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ইহারা যে ইংরাজদিগের সহিত মিশিতেছেন সে তাহার দোষের অস্বাভাবিক পক্ষের বলা যদি কেহ কেহ পায় এ তাহা নিবারণ করিতে পারেন? তাহাদের দোষ দেখের অসাধ্য। কতপক্ষ করেন, যাহাবারি ইহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আর্চ ডিকন বেলি অনেক বৎসর ইহাদের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাদের জন্য ওয়ার্কশপ খোলা হইয়াছে ইহাদিগকে পাদ্রি করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর্চ ডিকন বেলি এ বিষয়ে বলিয়াছেন ইহাদের অনেকে অতিশয় দরিদ্র, সুতরাং অবৈতনিক বিদ্যালয়ের স্থানে ভিন্ন ইহাদের সন্তানদিগের শিক্ষার উপায় দেখা যায় না। তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই বায় বহন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন বিষয়ে যে আপত্তি এ বিষয়ে ও আমাদের সেই আপত্তি। এক এক সম্প্রদায়ের জন্য এক এক কলেজ খুলিলে সমাজের উপায় বিচ্ছেদ অনেক হইবে। এই ত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিষয়ে। এখন নিজের ও মুসলমানদের কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন পরামর্শ

কোন সংবাদপত্র নিম্ন লিখিত কবিতা স্বারা তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

শান্তালোকসরোজে,
শতদলে বাসিনী।
হস্তী চন্দনবৃক্ষেরে
স্থান-দানের ছুচ্ছমা'র

মূল বিশিষ্ট লোকের মন কাহার মনের মাইবে না; অন্যের শত হস্তের ভিতরে আসিবে না; হস্তীকে সকলে চন্দ বৃক্ষ হইতেই পরিহার করিবে, কিন্তু তখন ব্যক্তি যে স্থানে থাকে সে স্থান ভাগ করিবে।

দেশের অবস্থার অবস্থায় নিতান্ত চাই হওয়াই

ভয়ের কারণ ছিল, এবং তাহাদিগের এইরূপ দূরে বাস করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইত, কিন্তু এক্ষণকার সভ্য সমাজে দুইটী নূতন পদার্থ সমুপস্থিত হইয়াছে যাহার নিকটে বাস করিলে কদাপি নাই এবং যতদূরে বাস করা যায় ততই সান্ত্বিনাভ করা যায়

এই উভয় পদার্থের প্রথমটী আদালত। দ্বিতীয়টী ডাক্তারখানা। এই দুই প্রকার ব্যবসায়ের লোক, পাঠকগণ এই উভয় বিষয়ের নাম শ্রবণে একত্র সমাবেশ দেখিয়া হয়ত হাস্য করিবেন কিন্তু আমাদের এই প্রস্তাবটিকে অনর্থের মাধ্য গণ্য করিবার কারণ নাই।

প্রথমতঃ আদালতের নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার নূতন বিপদের বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে দেশের লোকদিগকে ডাকিয়া মীমাংসা করিয়া লইত। এক্ষণে অর্দ্ধ হস্ত ভূমির জন্য লোকে চতুর্দ্দশবার আদালতে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে। এই ছুটাছুটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক শ্রেণীর নূতন লোক দেখা দিয়াছে। লোকের বিবাদে সাহায্য করা উহাদের কাজ। ঐ সকল অলস ও পরাপকারের লোকের জন্য অন্নের সংস্থান আছে; সুতরাং পথের কাজ পাইলে ইহাদের সময়টা একটু সুখে যায়। ইহাদের অনেকে হয়ত দুই দশবার আদালতে গতায়াত করিয়া আদালতের কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। কোন্ বিষয়ের জন্য কি ভাবে দরখাস্ত করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কোথায় আবেদন করিতে হয়, কোন্ বিষয়ের জন্য কত ব্যয় করিতে হয়; এ সকল ইহাদের বিদিত। সুতরাং মূর্খ ও নির্কোধ লোকে অনেক সময় ইহাদিগকে পরামর্শদাতারূপে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহারাও সেই সূত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া লয়। ইহারা তীর্থের কাকের ন্যায় আদালতের পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্দ্দোষ লোক দেখিলেই কিঞ্চিৎ লাভ করিবার চেষ্টায় থাকে। দিবা সাক্ষ্য দিতে, জাল দলিলাদি প্রস্তুত করিতে, উকীল, মোক্তার প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে ইহারা বড় পটু। ইহারা একজনের পক্ষ হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ করে আবার সুযোগ পাইলে প্রথম ব্যক্তির সর্ব্বনাশের চেষ্টা পায়। আদালত সকল নিকটবর্ত্তী হওয়াতে লোকের এই সকল ক্লেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহর নিকটে থাকাতেও আমাদের নানাপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ সহরের নিকটে বাস করিয়া আপনি অথ থাকিতে বাস করিয়া আহার করিতে পাই না। আমাদের দেশে সম্বলে যে কিছু ভাল ফল শস্য জন্মে সে সমুদায় বাড়ি প্রস্তুত না হইতে হইতে আর এদেশে থাকে না। সমুদায় সহরে গিয়া উপস্থিত হয়। অপকৃষ্ট দ্রব্য সকলই এখানকার বাজারে পড়িয়া থাকে। যাহা থাকে তাহারও মূল্য বড় হয়। এইরূপ আমাদের অর্থ অধিক যায় অথচ করিয়া আহার করিতে পারি না।

সহরের নিকটে থাকাতে নানাপ্রকার সামাজিক বিপ্লবও ঘটিয়াছে। সমাজের প্রাচীন শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পল্লী যখন গ্রামের মধ্যে দুই চারিজন ধনী ও ক্ষমতাশালী লোক থাকিত এবং অপর সকলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে তাহাদের অধীন থাকিত তখন সমাজের এক প্রকার শৃঙ্খলা ছিল। উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক সময়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইত। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, কেহ কাহারও অধীন বা বশবর্ত্তী নয় সুতরাং কেহ কাহারও শাসনানুগত নহে। এই কারণে সমাজের অনেক লোক রীতি-নীতি সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের যে শাসন ছিল তাহাও ইংরাজী শিক্ষার গুণে ও সহরের বাতাসে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এখন শাস্ত্র এবং সমাজ বিরুদ্ধ পাপ সকল সমাজ মধ্যে অবারিত হইতেছে। নিবারণের উপযুক্ত শাসন শক্তি কাহারও নাই।

সহরে যাঁহারা থাকেন সহরের দোষ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে সহরের গুণ ভাগের ও অংশী হইয়া থাকেন। সেখানকার শিক্ষা ও আমোদের উৎকৃষ্ট উপায় সকলও তাঁহারা লাভ করেন কিন্তু আমাদিগের ন্যায় সহরের নিকটে যাঁহাদের বাস তাঁহারা সহরের গুণ ভাগ না পাইয়া দোষ ভাগই অধিক সময় ভোগ করিয়া থাকেন।

সহরের নিকটে থাকায় আর একটী অসুবিধা আছে। যে সকল গ্রাম সহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত সেখানকার শিক্ষিত লোকেরা বৎসর নয় মাস, ছয় মাস অন্তর এক একবার ঘরে যান তখন কিছু দীর্ঘকাল ঘরে বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং দেশের অবস্থার সহিত তাঁহাদের দৃষ্টি পরিচিত হয়। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিকাংশ লোক সমস্ত সপ্তাহ সহরেই বাস করেন তাঁহাদের নিজের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সেই খানেই প্রাপ্ত হন। সপ্তাহের মধ্যে যে এক দিন গ্রামে আগমন করেন তাহাও বিশ্রাম এবং আমোদ প্রমোদের জন্য। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। এই জন্য সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল সহরের নিকটে থাকিয়াও অনেক সময় দূরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা হীনাবস্থায় পড়িয়া থাকে।

সহরের নিকটে থাকার আর একটী অসুবিধা আছে। সুরক্ষিত জনপদ সকলের লোকদিগের বিলাস বাসনা অল্প। সামান্য আহার সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সুখে দিন যাপন করে। কিন্তু সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিলাস সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লোকের আর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আদালত এবং সহর এই উভয়ের সৃষ্টি হইয়া দেশের কল্যাণ কি অকল্যাণ হইয়াছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রশ্ন অতি কঠিন প্রশ্ন; কিন্তু এই দুইটীর দ্বারা আমাদের যে যে উপকার দর্শিতেছে তৎ সঙ্গে সঙ্গে যে কতকগুলি অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অবস্থা।

ইংলণ্ডের লোকেরা আয়র্লণ্ডবাসি দরিদ্র কৃষকদিগকে কিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাদের দেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহারা গত দুই বৎসর যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া আসিতেছে; সেই কারণে অনেকে জমিদারকে খাজনা দিতে পারে নাই; অনেকের বাকি খাজনা দিবার সামর্থ্যও নাই। কিন্তু অনেক জমিদার কোন ক্রমেই তাহাদিগকে ছাড়িতেছেন না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপশান্তি না হইতে হইতে তাঁহারা খাজনা আদায়ের বৈধ অবৈধ সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক দরিদ্র প্রজা বহুকাল অবধি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে, তাহারাও এখন স্বীয় ভূমি খণ্ড হইতে তাড়িত হইতেছে। এই সকল অত্যাচারে কৃষকগণ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা "আইরিস ল্যাণ্ড লীগ" নামে একটী প্রকাণ্ড সভা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় আছে। আয়র্লণ্ডের সমুদায় কৃষককে ঐ সভার অন্তর্গত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সভার উদ্যোগকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় এই, তাঁহারা অন্ততঃ তিনি লক্ষ লোককে ঐ সভার ন করিবেন; সভ্যেরা শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিবে, কোন ক্রমেই কেহ খাজনা দিবে না, যদি কোন প্রজাকে কোন জমি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় আর কোন কৃষক সে জমি লইবে না, যদি কেহ সভার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া লয়, সেরূপ ব্যক্তিকে একঘরে করা হইবে; তাহার স্ত্রীপুত্রের সহিত কেহ আলাপ পরিচয় করিবে না, তাহার গো মেষ প্রভৃতিকে চরিতে দেওয়া হইবে না, তাহার বিবাদে কেহ সাহায্য করিবে না, সে মরিলে কেহ গোর দিতে যাইবে না। ইত্যাদি।

বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিদল কৃষকদিগের এই ক্লেশ ও বিরক্তির শান্তি করিবার উদ্দেশে একটী নূতন বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। কমন্সদিগের সভাতে ঐ বিল পাস হয়, কিন্তু লর্ডেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহাতে আয়র্ণ্ডবাসি কৃষকেরা আরও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন যাইতেছে না, যে দিন আয়র্ণ্ড হইতে কোন না কোন প্রকার অত্যাচার, হাঙ্গামা প্রভৃতির সংবাদ আসে না।

জমিদারদিগের নিজ নিজ জমির খাজনা আদায় করিতে যাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোক কিস্তের ন্যায় চারিদিকে ফিরিতেছে, পুলিসকেও ভয় করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, পুলিসকে বন্দুক ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন স্থানে এরূপও হইতেছে, কোন একজন কৃষক একজন তাড়িত কৃষকের ভূমি গ্রহণ করিলে পরদিনে প্রাতে দেখে রাত্রিযোগে তাহার গরুগুলির পায়ের শির কাটিয়া দিয়াছে। অবোধ পশুগুলি উঠিতে পারে না। এইরূপে কৃষকেরা জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ প্রাণপণ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিপদে পড়িয়াছেন, ইহাদের ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় হয়, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা কিন্তু লর্ডেরা, (যাহাদের অনেকের আয়র্ণ্ডে জমিদারি আছে) তাহা করিতে দিতেছেন না। আয়র্ণ্ডের সেক্রেটারি সাহেব হঠাৎ লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ শান্তির চেষ্টায় আয়র্ণ্ডে গমন করিয়াছেন এবং বিধিমতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কৃষকদিগের সকল প্রকার আপত্তি ও অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই কমিশন তাহাদের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন এবং তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। সকলে অনুমান করিতেছেন এই কমিশন নিযুক্ত করাতে অনেক পরিমাণে প্রজাদিগের অসন্তোষ নিবারিত হইবে।

আমরা আয়র্ণ্ডের জমিদারদিগের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এদেশীয় জমিদারদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে ভূমির রাজস্ব দিতে হয় না।

এদিকে পার্লেমেণ্ট সভাতে আয়র্ণ্ডের সভ্যগণ ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। সকল প্রকার কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করা তাঁহাদের একটী ব্রতের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে প্রস্তাব তাহাদের অনভিমত হয়, তাঁহারা তাহার পথে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করেন। এমন কি তাঁহারা ইতিমধ্যে একটী সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য পার্লেমেণ্টকে ২১ ঘণ্টা আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন; তাহাদের অভীষ্ট সত দিনে না পূর্ণ হইবে ততদিন তাঁহারা এইরূপ অনিষ্টের উৎপাদন করিবেন।

বঙ্গদেশীয় পুলিস বিভাগ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের গত বৎসরের পুলিস রিপোর্ট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুলিস রিপোর্ট পাঠ করিলে দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার অনেক কথা জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ লোকের অপরাধ প্রবৃত্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হইতেছে কি না তাহা জানিতে পারা যায়। যদি কোন বিশেষ অপরাধের হ্রাস হইয়া থাকে, সেরূপ হ্রাস হইবার কারণ কি? এই সকল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের লোকের গূঢ় চরিত্র অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান রিপোর্টের মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় চৌকিদারী আইন সম্বন্ধে কর্ম্মচারিদিগের মত। এই আইন প্রচলিত হওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে কর্ম্মচারিগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, অনেক কর্ম্মচারির ইহার প্রতি আস্থা নাই। অনেকেই এই বলিয়া ইহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন যে পঞ্চায়ত সকল উত্তমরূপে কার্য্য করে না। তাহারা হিসাবপত্র রীতিমত রাখে না, আবশ্যকমত অপরাধের সংবাদ থানায় প্রেরণ করে না; সুতরাং যে উদ্দেশে পঞ্চায়ত প্রথা প্রচলিত করা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না। অপর দিকে অনেকগুলি কর্ম্মচারী বলিয়াছেন যে এই আইন প্রচলিত হওয়াতে চৌকিদারেরা নিয়মমত বেতন পাইতেছে, তাহারা রীতিমত চৌকি দিয়া থাকে; এবং অপরাধের সংবাদও রীতিমত পাওয়া গিয়া থাকে।

যাহা হউক উক্ত আইনের স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর মতই এইরূপ দুই হইল, যে থানার লোকেরা এবং জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ একটু মনোযোগী হইলে পঞ্চায়ত প্রথাতে অতি উত্তমরূপ কাজ চলিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন, থানার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এই কার্য্যের ভার দিলে তাহাদের অপর কার্য্যের ক্ষতি হইবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন এ কার্য্যটীকে তাহাদের একটী প্রধান কার্য্য মনে করা উচিত। আমরাও এই কথা বলি।

কেহ কেহ থানা হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। পঞ্চায়েতের হস্তে যদি চৌকিদারদিগের বেতন দিবার ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা কেবল নামমাত্র হইবে। বেতন দিবার ক্ষমতা যদি হস্তে থাকে তাহা হইলে চৌকিদারদিগকে থানার অধীনে রাখা যায়। নতুবা তাহাদিগকে শাসন করিবার উপায় থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন কেন? তাহার মূল যুক্তি এই যে তাহা হইলে চৌকিদারদিগকে দেশের লোকের ভয় করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহার কার্য্যের উপর সত সতর্ক প্রহরী থাকিবে। যদি তাঁহার কার্য্যে কোন প্রকার শিথিলতা হয়, পঞ্চায়েতের সভ্যগণ তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু থানা হইতে চৌকিদারদিগের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে এই প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ তাহাদের বেতনের হিসাব করা, বেতন দেওয়া, প্রভৃতি কার্য্যে থানার লোকের অনেক সময় যাইবে? দ্বিতীয়তঃ চৌকিদারদিগের আর পঞ্চায়েতের ভয় থাকিবে না। তাহারা সমস্ত মাস নিজ কার্য্যে অবহেলা করিয়া মিছা যাইবে এবং মাসটী গেলেই থানাতে আসিয়া বেতনের টাকা গুলি আদায় করিবে। কোন্ গ্রামে সে কোন্ দিনে বাহির হইল কি না, কোন্ পাড়ায় কোন্ দিন ডাকিল কি না, ইহা আবার কে থানায় খবর দেয়। সুতরাং তাহারা আর পঞ্চায়েতের শাসনাধীন থাকিবে না।

এই রিপোর্টে আর একটী বিষয় দেখিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। প্রায় সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কম দেখা যাইতেছে। ১৮৭৮ সালে ১০২টী—খুনের মকদ্দমা হয় এবং শতকরা ৩৪ জন মাত্র রক্ষিত হয়, গত বৎসর ১১৮ মাত্র মকদ্দমা হইয়াছে এবং শতকরা ৩৭ জন রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রায় সমুদায় অপরাধ সম্বন্ধে উন্নতি দৃষ্ট হয়। সামান্য সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুই হইতেছে।

অনুষঙ্গ ক্রমে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। রিপোর্টে দেখা গেল গত বৎসর ১৯৭৩ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে, এবং ইহার তিন আগের ৬ই বৎসরের অধিক স্ত্রীলোক। অর্থাৎ গত বৎসর এই বাঙ্গালাদেশে অন্যূন ১৯০০ শত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোককে সচরাচর কিরূপ ভেবে দিন যাপন করিতে হয়, এতদ্দ্বারা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে জানা যাইতেছে। যদি বর্ষে বর্ষে ১৫০০ শত স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে এরূপ মনে করা যায় তাহা হইলে গত দশ বৎসরের মধ্যে পনর হাজার রমণী অকালে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। সামাজিক যে যাতনা নিবন্ধন এতদ্বৎসর ১৫০০ স্ত্রীলোককে অকালে নিজের মৃত্যু ঘটনা নিজে করিতে হয় সেই সকল সামাজিক

যন্ত্রণা কতদিন না দূর হইতেছে ততদিন দেশের প্রকৃত কল্যাণের আশা দেখা যায়

[illegible]

আমাদের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষের আর্কিইউ কমিশনর লেপ্টেনাণ্ট ষ্টাউডেন সাহেবের একটী অবিমৃষ্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টী এই। আশু সিং এবং গণপত সিং নামক দুই ব্যক্তি একত্র বাস করিত, এবং পরস্পর পরস্পরের অতি বন্ধু ছিল। গণপত সিংহের অনুপস্থিতিকালে আশু সিং একদিন রান্না করার কিঞ্চিৎ পরে আহার করিতে বসে, এবং আহারের পরেই হঠাৎ তাহার মৃত্যু হয়। এই সংবাদ তাহার ভ্রাতার নিকটে পৌঁছিবামাত্র সে গৃহপরিজনকে যাত্রা করে। কিন্তু সে বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্বেই মৃতদেহ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনা পুলিসের কর্ণগোচর হওয়াতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়। গণপত ও তাহার স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করা হয়; এবং সাক্ষীদিগকে গণপত শিখাইতে না পারে এজন্য যথেষ্ট সতর্ক করা হয়। কিন্তু এ সতর্কতার পরও গণপত বা তাহার স্ত্রীর কোন প্রকার অপরাধ প্রকাশ পাইল না। সাক্ষীর মুখে প্রমাণ হইল, যে যে খাদ্য-দ্রব্য আহার করিয়া আশুর প্রাণ যায় তাহা, তাহার স্ত্রী পাক করিয়াছিল, এবং একটী আট বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা পরিবেশন করিয়াছিল। ভোজনাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল তাহা ঐ বালিকা আহার করিয়াছিল; তাহার কিছু হয় নাই। ডেপুটী কমিশনর সাহেব সাক্ষীদিগের দ্বারা কোন প্রমাণ প্রাপ্ত না হইয়া অপরাধীদিগকে অনিচ্ছা ক্রমে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু গণপত আবার কয়েক দিন পরে পুনর্বার ধৃত হইল। এবার তাহার নামে এই অভিযোগ হইল যে সে মৃত আশুকে সরাইয়া দিয়াছে। এবারও বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। কিন্তু সে ব্যক্তি যে দোষী ডেপুটী কমিশনর সাহেবের সে সংস্কার ছিল সুতরাং তিনি গণপতের ৭ বৎসর জেলের ও [illegible] টাকা জরিমানা করিলেন। পরে এই ব্যক্তি আপীলে মুক্তি লাভ করিয়াছে। যদি আমরা মফস্বলের সাহেবদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য-প্রণালী না জানিতাম তাহা হইলে এই ঘটনা সহজে বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু তাঁহারা কি ধাতুর লোক তাহা আমরা জানি, এবং নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব-লাভ করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে কি প্রকারে আচরণ করিয়া থাকেন অন্যান্য আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, সুতরাং এই ঘটনাটী নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। ডেপুটি কমিশনর সাহেবের যে দুষ্টের দমন করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাহা আমরা অস্বীকার করি না এবং ইহাও হইতে পারে যে গণপতসিং বাস্তবিক প্রকৃত সাক্ষী সরাইয়া এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াইয়া নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটি কমিশনর সাহেব তাহা কিরূপে জানিলেন, তাঁহার সমক্ষে যাহারা সাক্ষী দিতে আসিয়াছিল তাহাদের কথা ভিন্ন ত তাঁহার অন্য অবলম্বন ছিল না। বিশেষ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী নিজে যখন বলিল যে সে নিজ হস্তে স্বামীর আহারের দ্রব্য পাক করে, এবং কাহারও প্রতি তাহার সন্দেহ নাই, তখন গুরুতর কারণ না থাকিলে অপর এক ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাজা দেওয়া যায় না। গুরুতর কারণ কি তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

যত কথা এই মফস্বলের এক একজন মাজিষ্ট্রেটকে অপরাধীর দণ্ড দিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখা যায়। সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেট মাত্রেরই মনের এই প্রকার গতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত জন অপরাধী অব্যাহতি পাক সেও ভাল তথাপি একজনও নিরপরাধী লোক যেন দণ্ডিত না হয়। আইনের এই মূল নিয়মটী কিন্তু কার্য্যের সময় অগ্রাহ্য করেন। বর্ত্তমান ফৌজদারি কার্য্যবিধির আইনে তাঁহাদের হস্তে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিয়াছে তদনুসারে তাঁহারা অনেক সময়ে আইনের মুখাপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। তাঁহাদের একবার চিন্তা করা উচিত, যে বিচারার্থিদিগের সাজার অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে পারে এই জন্যই আইনে সম্পূর্ণরূপে সাক্ষীর প্রমাণের উপর নির্ভর করিবার জন্য স্পষ্ট আদেশ আছে। লাউডেন সাহেব এরূপ অন্য কোন উপায়ে শুনিয়া থাকিবেন যে গণপত সিংহ প্রকৃত অপরাধী। তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়; স্ত্রীর দ্বারা পতি-হত্যাও অনেক স্থানে হইয়া থাকে। কিন্তু অন্য উপায়ে যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহা কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ প্রণোদিত হইতে পারে, তাহাতেও ভুল থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে তিনি কেন হঠাৎ এক ব্যক্তিকে সামান্য প্রমাণে এরূপ গুরুতর দণ্ড দিলেন।

রাজ জাতীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরাজিত জাতির পীড়ন হওয়াই সকল দেশের নিয়ম। তবে যে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজাদিগের প্রতি সে প্রকার অত্যাচার হয় না সে কেবল আইনগুলির গুণে। মফস্বলের হাকিমগণ যদি কার্য্যকালে সেই আইনগুলি অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে প্রজাদিগের যে একমাত্র রক্ষক ছিল তাহাও চলিয়া যায়।

কমল সভার প্রতাপ।

পার্লেমেণ্টের এই নিয়ম আছে, কোন নূতন আইন প্রচলিত করিতে হইলে, প্রথমে কমন্সদিগের সভাতে উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিতে হয়। কমন্স সভাতে উক্ত বিল পাশ হইলে, তৎপরে লর্ডদিগের বিচারার্থ অর্পিত হয়। লর্ডদিগের সম্মতি পাইলে, তৎপরে তাহা মহারাণীর অনুমতি গ্রহণার্থ প্রেরিত হয়। যদি কমন্স সভা হইতে প্রেরিত কোন আইনের কোন অংশ লর্ডগণ বর্জ্জন করেন তাহা হইলে সেই বিল পুনরায় সংশোধনের নিমিত্ত কমন্স দিগের সভাতে ফিরিয়া যায়, তাঁহারা আবার আপত্তি গুলির বিচার করিয়া একখানি সংশোধিত বিল প্রস্তুত করেন। নিয়ম এই প্রকার আছে বটে কিন্তু কার্য্যে প্রায় তাহা ঘটে না কারণ, কমন্সদিগের সভাতে যে বিল পাশ করা হয়, তাহাই লর্ডগণ বা মহারাণীকে গ্রহণ করিতে হয়। কারণ কমন্সদিগের প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এ কথা বোধ হয় পাঠকগণের অনেকেই জানেন না যে, লর্ডদিগের সভাতে কনসারবেটিব দিগেরই সংখ্যা চিরকালে অধিক। লিবারেলদিগের এখন জয় হইয়াছে কিন্তু তথাপি এখনও লর্ডদিগের সভাতে কনসারবেটিবদিগের সংখ্যা অধিক। লর্ডদিগের সভাতে জমিদার ও ধনগরাজক অর্থাৎ বিশপেরা বসিয়া থাকেন। এই উভয় শ্রেণীর লোক চিরকাল সকল প্রকার উন্নতির পথে এণ্টিকরূপ, সকল দেশেই এই নিয়ম। কোন প্রকার নূতন আইন বা রীতির সংস্কার করিলে ইহাঁদেরই অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা। প্রজাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বা চিন্তা-শক্তির যদি উন্নতি হয় তাহাতে ইহাদের প্রভুত্ব লোপের ভয় সুতরাং ইহাঁরা সে পথে সর্ব্বদা প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণে ইহারা চিরকাল কনসারবেটিব।

সম্প্রতি কমন্স সভায় প্রেরিত কয়েকটী আইন লর্ডেরা ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের লিবারেল দল নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। কেহ বলিতেছেন লর্ডদিগের সভা তুলিয়া দেও, কেহ বলিতেছেন ইহার প্রণালী সমুদয়ের সংস্কার কর, ইত্যাদি। অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আমাদেরও বোধ হয় বর্ত্তমান-প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক। যে প্রণালী দ্বারা এক শ্রেণীর অকর্ম্মণ্য ও মাসী-পোসাল লোক এমন গুরুতর কার্য্যের ভার পায় সে প্রণালী যে নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ কি? এখন যে প্রণালী প্রচলিত আছে, তদনুসারে লর্ডের সন্তান হইলেই তিনি অর্থের বলে লর্ডদিগের সভাতে বসিতে পারেন। তিনি যদি অকাল কুষ্মাণ্ড হন, তিনি যদি বুদ্ধি অংশে গর্দ্দভ সমান হন, তথাপি

তিনি বসিতে পাইবেন। এরূপ প্রথা নিতান্ত ঘৃণিত। সভা সমাজে বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই নেতা হইবে। ধনীর সন্তানের যদি উচ্চ পদলাভের বাসনা থাকে, তিনি বুদ্ধি বিদ্যা প্রদর্শন করুন; নিজের পৌরুষ ও প্রতিভাবলে লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করুন নতুবা ধনীর সন্তান লইয়া রাজকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা ও মড়ের মাথায় লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করা দুই সমান। আর এক কারণে বর্ত্তমান প্রণালী পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হয়। যদি কমন্সদিগের ন্যায় লর্ডদিগেরও নির্ব্বাচন হয় তাহা হইলে, যে পক্ষের যখন জয় লাভ হইবে, তখন কমন্স সভা ও লর্ডদিগের সভা উভয় স্থলেই এক পক্ষের লোকের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে আর গবর্ণমেণ্টের পথে প্রতিবন্ধক থাকিবে না।

যাহা হউক, লর্ডেরা যদি এইরূপে কমন্সদিগের অবলম্বিত বিল সকল ফিরিয়া পাঠান তাহা হইলে লার্ডগণ অধিক দিন সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবেন না, সকলেই এ প্রকার বলিতেছেন। কমন্সদিগের সহিত বিরোধ করিয়া মহারাণীরও নিস্তার নাই। তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিলে তাঁহাকেও হয় ত অল্প কালে বঞ্চিত হইতে হয়। নূতন মন্ত্রি সভা গঠনের সময় পাঠকগণ তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোনের প্রতি মহারাণীর কিঞ্চিৎ বিরক্তি আছে। সেই জন্য তিনি প্রথমে লার্ড হার্টিংটন সাহেবকে সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে দেশের অধিকাংশ লোক গ্লাডষ্টোনকে চায় তখন তাঁহাকে মস্তক অবনত করিতে হইল। হার্টিংটন সাহেব কোনও সাহসে কুলাইল না। কমন্স সভা দেশের প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাঁহাদের যে মত দেশের অধিকাংশ লোকের সেই মত, সুতরাং কমন্স সভার অবমাননা করিলে দেশের লোকের অবমাননা করা হয়। লার্ডেরা এরূপ অবমাননা অধিক দিন করিতে পারিবেন না।

নূতন পুস্তক।

হোমিওপ্যাথিক চৈতন্যোদয়। এখানি চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে রোগানির লক্ষণ ও তাহার ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৩ টাকা।

প্রাকৃতিক ভূগোল। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ইহাঁর প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। মূল্য ৷৷০ আনা।

কালীঘাট শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক মহাপূজার কার্য্য বিবরণ। প্রতি সোমবার রাত্রি ৭ টার পর নকুলীশ মন্দিরে ইহার অধিবেশন হয়। প্রথমে ৺ পূজা পরে স্তোত্রাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শকুন্তলাকাব্য। এখানি অমিত্রাক্ষরে রচিত গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র হাজরা ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্য গুলি সরল হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ।

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগের আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের পরীক্ষা করতঃ কতকগুলি মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক রোগী বিবিধ উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের দ্বারা চিকিৎসিত হউন।

১। বাত্ত রোগলা, অসুর শূলবেদনী, কম্প পরাদির বাঁপনী, পুরাতনজ্বরানী,—ঔষধের মূল্য ৮।

২। মস্তক রোগ, বাধর বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অক্ষীর্ণতা,—ঔষধের মূল্য ৪ টাকা।

৩। পুরাতন বাত, পক্ষাঘাত, গাঁট বসা, শরীরের বেদনা,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৬।

৪। কুষ্ঠরোগ, মহাবাদি, ধবল, ইত্যাদি,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ১০।

৫। বক্ষ অপরিষ্কার, ধাত, সার, বাঁধী,—ঔষধের মূল্য ৬।

৬। পুরাতন জ্বর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৩।

৭। শ্বাস কাশ, হস্কাকাশ, জ্বরকাশ, রক্তকাশ, হাঁপানিকাশ,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৭।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিগণ রোগের বিবরণ সহ মূল্য পাঠাইলে ঔষধ পাইবেন। ডাক দ্বারা ঔষধ পাঠাইতে হইলে ৷৷০ প্যাকিং চার্জ্জ দিতে হয়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনের

কোণের দক্ষিণ ফুটপাথ, ৩ নং

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিবিধ সংবাদ

মহৎ লোকের কাজ স্বতন্ত্র। লিটন সাহেব মুদ্রণবিধি প্রস্তুত করিয়া যে জ্বালা তুলিয়া দিয়াছেন তাহা যাইতেছে আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল রিপন সাহেব সাধ্য তুলিয়া দিবার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেছেন।

বিলাতের লোকে সকাল সকাল মেল পাইবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেবের নিকট যে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন বোধ হয় তাহা নাই গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার সভার সভ্যগণ এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর মেল মঙ্গলবারের সময় শনিবার ও অন্যান্য সময় মঙ্গলবার যাইবে।

এক জন দেশীয় রেলওয়ে শকটচালক নবাবি ষ্টেসনে একখানি ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

একটী দরিদ্র স্ত্রীলোকের একটী সন্তান হয়। সে লজ্জাভয় নিবারণের জন্য তাহাকে প্রোথিত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিসের বিশেষ চেষ্টায় স্ত্রীলোকটী অভীষ্ট সাধন করিতে না পারিয়া শিশুটীকে সাত দিন একটী বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেয়। পুলিস এই সংবাদ পাইয়া ঘটনার তদন্ত করিতে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই করিতে পারে নাই।

শ্রীহট্টের একজন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কোন কারণে কর্ম্মচ্যুত হন। তিনি আপনাকে নির্দ্দোষ বোধে উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পুনঃ পদপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই; অবশেষে গবর্ণর জেনরেলের নিকট একখানি আবেদন করেন দুঃখের বিষয় তাহার বাধ হইয়া যায়; সুখের বিষয় এই ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে যাহাতে ইহার আন্দোলন হয় ইডেন্‌বরা হুসেট সাহেবের নিকট তিনি তাহার দুঃখের কথা জানাইয়াছেন হুসেট সাহেব তাঁহার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ইউনিভর্সিটি ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন কর্ণওয়ালিস কমিসনের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য ও রিপোর্ট সম্বন্ধ সাধারণের গোচর করিবার জন্য যাহাতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ হয় এবং তৎসম্বন্ধে লোকে যাহাতে গুণ দোষের বিচার করিতে পারে এরূপ এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয় তজ্জন্য বঙ্গেশ্বর গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন আমরা শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় এক প্রেস ও রায়-সাহায্য মহাভারতের মুদ্রণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিরাটপর্ব্ব মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাঁহার সে অর্থ সঞ্চিত নাই। তিনি দেশহিতৈষী ধনাগারের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইনি যেরূপ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, ইহাকে যথাসাধ্যে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কনসারভেটিবেরা পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে আপনাদিগের প্রতিপত্তি লাভের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে লিবরল গবর্ণমেণ্ট যে সকল কাজ করিয়াছেন লর্ড বিকন্সফিল্ড তাহার দোষ বিচার করিবার জন্য একটী সভা করিবেন। লর্ড সালিসবরি সার ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্যোগী।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা ষ্টেটস্‌ম্যানের, সম্পাদক নাইট সাহেব আগামী নবেম্বর মাসে বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন।

রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ের একজন শকট পরিচালক এক খুলি স্ত্রীলোকের মস্তকে এরূপ গুরুতর আঘাত করিয়াছে যে তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হত্যাকারী এক্ষণে হাজতে আছে, দেখা যাউক বিচারে কি হয়।

ইটালির গবর্ণমেণ্ট মোটা পয়সা আয়ের এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে উপাধি বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা এই নিয়ম করিয়াছেন প্রিন্স উপাধির মূল্য ১২ হাজার, ডিউক ১০ হাজার, মারকুইস ৮০ হাজার কাউণ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ব্যারণ ১ লক্ষ।

নিউইয়র্কে ট্রেসবর্থ ক্লব নামক একটী চমৎকার ঘড়ি প্রস্তুত হইয়াছে * ইহার মূল্য লক্ষ মুদ্রা। এই ঘড়ির মধ্যে লুইজারলণ্ড, লণ্ডন, প্রভৃতি ১৮ টী সহরের সময় দেখা যাইতে পারে এবং ৬৫ শত বৎসরের পঞ্জের তিনস জুপিটার আদি গ্রহ উপগ্রহের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। ঘড়িটির যখন কোন টং বাজে তখন প্রথম কোয়ার্টর বাজিবার সময় একটী বালকের মূর্ত্তি উপস্থিত হয়, দ্বিতীয় বারে যুবকের মূর্ত্তি তৃতীয় বারে প্রৌঢ়ের এবং চতুর্থ বারে একটী মূর্ত্তি আসিয়া প্রতিঘাত করে। ঘণ্টা বাজিবার সময় একটী বার উদ্ঘাটিত হয় এবং তাহা ওয়াশিংটনের প্রতিমূর্ত্তি সিংহাসনে উপবিষ্ট লক্ষিত হয়। উক্ত সময়ে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনতা প্রকাশ করেন এবং পরিচ্ছদধারী একজন দূতা আর একটী বার উদ্ঘাটন করিলে ইউনাইটেডষ্টেটের কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট অবনত মস্তকে লর্ড ওয়াশিংটনের সম্মুখবিয়া দ্বিতীয় বার দিয়া গমন করেন ও দ্বিতীয় ঘণ্টা অবধি দ্বার বন্ধ হয়। এটী একটী আশ্চর্য্য শিল্প নৈপুণ্যের আদর্শ বলিতে হইবে।

আমরা অবগত হইলাম লেডি রিপন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে ইজিপ্টে এক মাসকাল অবস্থিতি করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিতে ভীত হইতেছেন।

নাইনিতালের পাহাড়, ভাঙ্গিয়া যেসকল বড় বড় লোকের মৃত্যু হইয়াছে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগের জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

দিলদার নগর হইতে গাজিপুর পর্য্যন্ত যে রেল ওয়ে প্রস্তুত হইতেছে এ বৎসরের প্রথমেই তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

নৈনিতালের পর্ব্বত ধসিয়া পড়াতে একটী দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতে যে কয়েকজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহারাও ঐ সঙ্গে চাপা পড়িয়াছেন।

বিদুষী রমাবাইয়ের ন্যায় গুণসম্পন্না টেপাথি ভাইসাহেব নামা একটী রমণী বোম্বায়ে আগমন করিয়াছেন। অনেকগুলি হিন্দু স্ত্রীলোক একত্র হইয়া এক সভা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ আর, বি, চাপমান সাহেব পদ ত্যাগ করিয়াছেন ইনিও রাজস্ব সচিব সার জন ষ্ট্রাচির সহিত বিলাত গমন করিবেন।

এইরূপ শুনিতে যে আফগানেরা আমীর আবদুল রহমনকে হত্যা করিয়াছে।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল নামক জনৈক বাঙ্গালি বেলুচিস্থানের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। সংপ্রতি একদল অসভ্য জাতি তাঁহাকে আক্রমণ করে। যাহা হউক তিনি বাঙ্গালিস্বভাবসুলভ ভীরুতায় বশবর্ত্তী হইয়া পলায়ন না করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করেন কিন্তু আহত হইয়া ভূপতিত হইলাম যে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠের সাহস বিনষ্ট হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ট্রামওয়ের একটী শাখা কলিকাতা হইতে আলীপুরের পশু শালা পর্য্যন্ত বাহির হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক অফ বকিংহাম দাক্ষিণাত্যের বিলোপ প্রায় প্রাচীন শিল্পদ্রব্যগুলি রক্ষার্থ বত্নবান হইয়াছেন। সেই গুলি রক্ষা করিতে কত ব্যয় হইবে কেলারির কালেক্টরকে তিনি তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ডাক্তার আপ্ সাহেব একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার করিয়াছেন এই, পুস্তকে প্রাচীন হিন্দুগণের ধীর যুদ্ধ কৌশল রাজনীতিজ্ঞতা যথেষ্ট প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূপ লিখিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বিলাতে যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ২০ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে নয় জন ভারতবর্ষীয়।

শুনা যাইতেছে সেনাপতি রবর্টস অক্টোবর মাসের প্রথমেই ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ফ্রান্সে একপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ কিম্বা জলে নষ্ট হয় না।

ইকনমিষ্ট বলেন ইংরাজদিগের অধিকৃত উপনিবেশের পরিমাণ ৭৯১০০৫৯ বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা ২০৫২৬৪০০০।

নাইনিতালের পর্ব্বত ধসিয়া পড়িল, সার জর্জ কুপর সাহেব দোষের ভাগী হইলেন। এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তিনি পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িবার পূর্ব্ব সূত্র জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি শৈলবিহারী সাহেবদিগকে এবিষয় জানান নাই। ঘটনাটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কুপর সাহেব বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমাদিগের মনু প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ অধিক কাল পর্ব্বতবাস নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর দার্জিলিঙ্গে সাবধান হইয়া থাকিবেন।

বোম্বাইস্থ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের বড় বিপদ। তাঁহারা তথায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া প্রাণে মারা না পড়িলেই মঙ্গল। তথাকার লোকেরা তাঁহাদের উপর যেরূপ চটা তাহাতে তাঁহাদিগের তথা হইতে প্রস্থান করাই ভাল। সম্প্রতি এক জন আমেরিকাবাসী ধর্ম্মপ্রচারক কতকগুলি দেশীয় খৃষ্টানকে সঙ্গে লইয়া যখন যাইতেছিলেন সেই সময়ে পলিকদিগের অনেকেই তাঁহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছিল।

সম্প্রতি স্পেনে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একদল স্পেনীয় সৈন্য যখন ইব্রো নদীর সেতু পার হইতেছিল অমনি উহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে উক্ত সৈন্য দল নদীতে পতিত হয় কিন্তু কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

মন্ত্রয়ে একটী ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে অনেক বড় বড় বৃক্ষ ও গৃহাদি পতিত হওয়াতে লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

বাণিজ্য ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৭ এ সেপ্টেম্বর। সিবিলিয়ান ষ্টুয়ার্ট সাহেব দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। বিহার কালিনিয়োগপ্রাপ্ত হওয়াতে ডবলিউ কাম্বল সি, এস, ৮ এ আগষ্ট, এবং সি, জে, ও ডনেল ২৮ এ সেপ্টেম্বর বিলাত হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের ১ ম মুন্সফ বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এক মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। মুন্সী আনোয়ার আলিখান ৬ দিনের জন্য খরচাতায় অস্থায়ি ডাংপুরের রেজিষ্ট্রার হইলেন।

২৫ এ সেপ্টেম্বর। কলিকাতা পুলিসের প্রতিনিধি কমিশনর রাইট সাহেব এক মাস বিদায় গ্রহণ করাতে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর জেনেরলের পার্সনাল আসিষ্টণ্ট উইলকিন্সন সাহেব তৎপদে কার্য্য করিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

ডনইণ্টিলোগেন্স ২৩ এ সেপ্টেম্বর। আডমিরাল বিমন্ত বাহাদুর প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি লেপ্টরি নদীতে জোয়ার হইলে ঘাটে কাসেল বিয়ারে যাইবেন। বিলম্বের যে পক্ষে দুই কারণ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধ যা হইবেন তাহাদের সে পক্ষে অন্য লইয়া। ক যেন আর পার্লামেণ্টের কমন্স সভাতে ইংরাজীতে প্রথম পাশে এই বিল সেকেণ্ডরিতে গৃহীত হইয়াছে। ২ সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্ট স্থগিত হইবে।

লণ্ডন ২৩ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] কাম্বেরের। [illegible] ২৮ ই পুরাতন [illegible]

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] এতদ্দেশের ধনাগার হইতে [illegible] ঠাব সমূহ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। [illegible] কথা বলাতে নিযুক্তেন। [illegible] এমন কোনও [illegible] অধিকার [illegible] বেগ সহ্য করিতে [illegible] হইয়াছে।

মণ্টন ২৭ এ সেপ্টেম্বর। [illegible] ক্রমের সময় স্থানীয় সকটবোহণে যাইতে ছিলেন সেই সময়ে আয়র্লণ্ডের কোন বিদ্রোহী প্রজা তাঁহাকে জাল করিবার আশয়ে নাগ দিয়া সভায় সম্ভাষণ করেন ও নিমন্ত্রণ সাধক হাতে সভা করিয়াছিলেন।

আয়ারলণ্ডে যে দোলযোগের আশঙ্কা হইয়াছিল তাহার শান্ত হইয়াছে।

লেপ্টনণ্ট জেনরল লেসলি স্মিথ ফেলের জেনরলের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ সেপ্টেম্বর। ডিলন সাহেব বিদেশে এ স্থানে বন্ধু সাহায্যে আয়র্লণ্ডের প্রজাবিগকে বলিবার [illegible] উপস্থিত গোলযোগের [illegible] করিয়া সন্তুষ্ট হন না তখন [illegible] নিকে [illegible] করেন।

কলেরা নিবারণের জন্য ফ্রান্সের নানক স্থানে যে [illegible] পত্তর [illegible] নিরীক্ষিতেরা তাহা বিলক্ষ [illegible] পরীক্ষা করিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ সেপ্টেম্বর। টিকা লওয়া [illegible] প্রিন্স নিকোলাসকে আনাইবার জন্য [illegible] টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে। নিকোলাস একাকী বন্ধ করিবার জন্য [illegible] কোন উদ্যোগ করেন নাই বলিয়া অসন্তোষ [illegible] প্রার্থনাতে [illegible] সেবকের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজদূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ হওয়াতে তুর্কি আর কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিবেন না।

লণ্ডন ২৯ এ সেপ্টেম্বর। জেনেরল সার হেনরি ব্রুস ও সার হেনরি ইয়ার্ট নাপিয় প্রভৃতি কয়েক অফিসর অবসর [illegible] উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পার্লিয়মেণ্ট সভা। সভায় কয়েকটি সভ্য নবেম্বর মাসে পার্লামেণ্ট [illegible] থেকে দুর্নিবার ঘন্ত বড় পীড়া পাঁড়ি করিতেছেন। তাঁহারা [illegible] অনেক কষ্ট ভোগাইতেছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ সেপ্টেম্বর। জিন সিন্ধু [illegible] প্রবন্ধের সিন্ধু সিন্ধু [illegible] সুধার্থ [illegible] হইয়াছে। [illegible] আডমিরালের [illegible] সাহায্যার্থ [illegible] সম্পদের [illegible] সঙ্গে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

...সোমপ্রকাশে আমরা... প্রকাশ করিয়াছিলাম, স্বাস্থ্য কমিশনর সাহেব... মাসে যাবু তাঁহার অনুমোদন পূর্ব্বক বিষয় সোমবারের মিউনিসিপল কমিশনে... করিয়া দিয়াছেন। এই প্রস্তাব... করিলেন। কমিশনর সাহেব... শান্তিপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাব সময়ে শান্তিপুরে... সভা করেন। তাহাতে কমিশনর আমন্ত্রণ... মিউনিসিপালিটীর বায় হ্রাস সাধারণ... প্রস্তাব করিলে, উপস্থিত অনে... বাবুর ঐকা মতে বিবেচনা হইল যে, ... চিকিৎসকের পরিবর্ত্তে একজন... হইবে, মিউনিসিপল উহার... নিযুক্ত করিয়া আনায় করা যাইবে। ... করিয়া... করিয়া... করিয়া

"ঈশ্বর" নাম শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত বাবুর বক্তৃতার কতক দিবস পর বিখ্যাত পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য পরমহংস আত্মানন্দ স্বামীজী বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য এখান কার অনেকগুলি উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমাদের সভায় আসিয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৪০০ জন লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ওঙ্কারব্রহ্মবাদী। বেদ ভিন্ন কিছুই মানেন না। বেদের ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের উপাসনা, যজ্ঞ, অশ্বমেধাদি, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন; বক্তৃতা প্রায় দেড় ঘণ্টা হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি এ কথাটী বলিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ছই তিন জন বর্ত্তমান চলাশীল পণ্ডিতমণ্ডলের নাম করিয়া, তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন। জানি না স্বামীজীর ইঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় আছে কি না? না থাকিলে, তিনি ইঁহাদের নাম কেনই বা করিবেন। যাহা হউক স্বামীজী পুরাণাদির উপর খড়্গহস্ত।

লাইসেন্স টাক্স রাগের গোলযোগ অদ্যাপি নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া, কলেক্টার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিতেছে।

পীরবৈশাখীর ষ্টেসনের নিকট সরাইয়ে এক ব্যক্তি অর্থলোভে তাহার সমভিব্যাহারী লক্ষণকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া, অভিযুক্ত হইয়া, এখানকার আদালতে বিচারিত হইতেছে। তাহার বিচার অদ্যাপি শেষ হয় নাই। দেখা যাউক সমস্ত সপ্রমাণ হইয়া দণ্ড হইয়াছিল কি না। অথচ পণ্ডিত সাহেব বাহাদুর ষ্টীভেন্স, ফিলিপ্সাহেব ও না কি বিষে অটল হইয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন। কাহার প্রাণের দায়ে চিকিৎসালয়ের জন্তুর নিয়া যাইবার ইচ্ছা এখন ঘটে নাই। সে প্রাণে মরে নাই। কিন্তু মর্ম্মে বিষাদে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।

শ্যামাগঞ্জ।

সোমপ্রকাশের কোন পত্রপ্রেরক সম্প্রতি শ্যামাগঞ্জ পরিদর্শন করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি আর এখানে পদার্পণ করিতেছেন না। আমাদের তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমাদের মুফেসল সংবাদদাতা শ্যামাগঞ্জের সংবাদাদি প্রদান করিবেন।

শ্যামাগঞ্জ হাবড়া হইতে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রেলওয়ে ছুটির বেতন বিষয় করাতে অধিকাংশেরই প্রায় বৎসরের মধ্যে মাত্র দিনের বেশী বাড়ী যাওয়া ঘটে না। সুতরাং এখানকার লোকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতাদি শ্রবণেও বঞ্চিত থাকেন। পূর্ব্বপাড়া শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কতিপয় অপরাপর ভদ্র সন্তান উদ্যোগী হইয়া এই ভয়ানক অবস্থাবিষয়ে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নাটকাদির অভিনয় করাইয়া থাকেন। ইতি পূর্ব্বে ইঁহারা কতু "সরোজিনী" নাটকের অভিনয় করিয়া ছিলেন। অভিনয় মন্দ হয় নাই কারণ আমরা কয়েক দর্শকের মধ্যে সময়ান্তরে প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু এখানে বিদ্যা-মিসকেরও অপ্রতুল নাই। এখানকার কর্ত্তাদের কিছু বেশী বেশী দুই হইয়া—কাগজে ইশ্তাহারের গালি মন্দ লিখিয়া বেনামীতে নাম স্বাক্ষর করিয়া অন্ধকারে রাস্তায় মারিয়া দিয়া বিদায় পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল।

উপরিউক্ত দুর্গাচরণ বাবুর বাটে এখানে একটী পুস্তকালয় ও পঠনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইনি পুস্তকালয়টীর জন্য রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে একটী বাড়ীও লইয়াছেন। পঠনালয়ে অনেক গুলি ইংরাজী বৈদিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র আসিয়া থাকে। দুর্গাচরণ বাবু সম্বন্ধে সোমপ্রকাশের ন্যায় বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহের গ্রাহক হইতে এক্ষণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাঠ করিবার লোকাভাব। এখানে প্রায় ৫০ শত বাঙ্গালী আছেন কিন্তু কাহারও এবিষয়ে যত্ন কিম্বা উৎসাহ নাই। বলিতে কি ৮।১০ ঘর লোকও এই পুস্তকালয়টীর প্রতি যত্ন করেন ও পাঠক শ্রেণীভুক্ত হন, সহরের ভরসা সম্পূর্ণ উন্নতি হয়। ইহার মাসিক ৬ বা ৪ই ও চারি আনার বেশী নহে। পাঠকগণ ঐ পয়সা বাদ করিলে পঠনাগারে যাইয়া সংবাদপত্রাদি পাঠ ও বাটীতে পুস্তকাদি লইয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু লোকে সে সময়ও যাবেও কুণ্ঠিত।

ইতি পূর্ব্বে এক উকিল মুহুরী কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া পরিচয় পাইয়া সংবাদ দেয় যে, ৬ষ্ঠ বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। পুলিস তদন্তকে আসিয়া এক কৌটা হরতাল প্রাপ্ত হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এই ব্যক্তির পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে অনেকে মনে করেন যে, লোকে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে সন্দেহ হওয়ায়, গোপনে গোপনে প্রায় ২২।২৩ জন লোককে তাঁহাদের গৃহে অস্ত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই বিনা বাক্য ব্যয়ে বন্দুক ও তরবাল প্রভৃতি যাহা কিছু সৌখিক পদার্থ সম্পত্তি ছিল বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সমস্ত মকদ্দমা বিচার হয়। আমাদের সুযোগ্য হাকিম পেস্কারের বেতন জিজ্ঞাসা করিয়া তিন টাকা হইতে ছই আনা পর্য্যন্ত বাকি বিশেষের জরিমানা করিয়া অস্ত্র গুলি কাড়িয়া রাখিয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেকে লাইসেন্স লইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ চাহিয়াছিলেন। ডিপ্যুটীগণ্ডগণ্ডা সহরে কেন "হোমরাদের উচিত হইলে আমাদের নিজ নূতন অস্ত্র রাখিয়া ব্যবহার করিতে পাই, এ গুলি গবর্ণমেণ্টের হউক।" জরিমানা হইল আড়াই আনা হইতে ৫০।৬০ টাকা মূল্যের বন্দুক রাখা, এখন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ১।১ জন বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহারা কেহই বর্ত্তমান আইন আপন মানেন না। জানিলে কখনই ছাড়িয়া হইবেন না। যাহা হউক যে যে ব্যক্তি লাইসেন্স নিয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদিগের অস্ত্রগুলি ফেরত দিলে ভাল হইত। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে, অতঃপর অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের ন্যায় দেশের কিছু কিছু যদি কোন আইন প্রচলিত করেন, যেন ঢেঁড়সা দিয়া সাধারণকে জানান হয়। ঢেঁড়সা দ্বারা জ্ঞাত করান না হইলে সকলে কি আইন প্রচলিত হইল জানিতে পারে না।

মধ্যে আমাদের আমেসের বাবু মুঙ্গের হইতে শ্যামাগঞ্জে লাইসেন্স টাক্স রাখা করিতে আসিয়াছিলেন। এখানকার কয়েকজন ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক লোকদের আয় দেখে যাহা ধোপায় টাক্স রাখা করা উচিত তিনি তাহা তাহা ইতি পূর্ব্বে কিছুই করেন নাই, একটী ফোকাসে আয় সমেত লিখা তিনি যেমন যেমন উচিত হইয়াছে সেই মত নাম ধাম করিয়া, আয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মুঙ্গের হইতে কই দোষ আসিয়া তিনি যে এখানে কি করিতে আসিয়াছিলেন আমরা তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না, এ সামান্য কাজ ত মুঙ্গেরের বাসায় বসিয়াই নিষ্পন্ন হইতে পারিলে হইত। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কেন যে পয়সা খরচ করিয়া এরূপ এসেসর নিযুক্ত করেন তাহা বুঝিতে পারি না, এ অপেক্ষা মিউনিসিপাল কমিশনরদের হাতে ভার দিলে বিনা খরচে উত্তম কাজ পাইতে পারেন। এসেসর বাবুর প্রসাদে কেবল এখানকার পাঁচ টাকার কাষ্টবিক্রেতা পর্য্যন্ত লাইসেন্সের ভয় হইতে রক্ষা পায় নাই। এতদ্বিষয়ে বহুল বিরুদ্ধে শত শত অভিযোগ হইয়া উদ্যোগ হইতেছে। ভরসা করি আমাদের মুঙ্গেরের বাবু

[illegible] পরিহারে করিয়া [illegible] পত্রাধিপতিকে [illegible] ভাবেন।

[illegible]

[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

রীতিমত স্কুলে উপস্থিত হইতে পারে না। এজন্য তাহাদিগের পাঠ-কার্য্যের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। (২ য়) বর্ষাকালে অতিশয় গ্রীষ্ম নিবন্ধন বালকেরা উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারে না, এই কালে সংক্রামক জ্বর প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হয় এতন্নিবন্ধন ছাত্রগণের পাঠের বিশৃঙ্খলা ঘটে। (৩ য়) বর্ষাতে বালকগণের পাঠকার্য্য সুন্দর রূপ না চলিলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বালকদিগের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রদিগকে, পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত করাইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ছাত্র প্রায়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায় এই পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অথবা মার্চ্চ মাসের প্রথমে গ্রহণ করিলে অতি উত্তম হয়, কারণ শীতকালে ছাত্রগণ উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারে এবং তাহাতে তাহাদিগের পরীক্ষক সুখ পাকে। ভরসা করি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগের মতের অনুমোদন করিবেন।

আমাদিগের পূর্ব্ববাঙ্গালার স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এ, মার্টিন সাহেব মহোদয়ের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। অন্যান্য বৎসর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা নবেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসে পাওয়া যাইত, তাহাতে ছাত্রগণের পুস্তক ক্রয় করা অতিশয় কষ্টকর হইত, কিন্তু এ বৎসর আগষ্ট মাসেই ১৮৮০ সালের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রত্যেক স্কুলে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ছাত্রগণের নূতন পুস্তক ক্রয় করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আমাদিগের নাগরপুর পোষ্ট অফিসে ষ্টীকিট দেওয়া যায় ও পোষ্টকার্ড পাওয়া যাইতেছে না। এটী অকারণ অসুবিধার বিষয়, যাহাতে সর্ব্বদাই পোষ্ট অফিসে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সদুপায় করিতে যত্নবান হইবেন।

খামারপাড়ি।

প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়াতে হৈমন্তিক ধানের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, দুই এক দিবসের মধ্যে উত্তমরূপ বর্ষণ না হইলে বিস্তর চাষা মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পাটের অবস্থা উত্তম, ৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। ইক্ষু ও আখের অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক নহে।

আমরা অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে জানাইতেছি যে কাঁচড়াপাড়ার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামকুমার রায় মহাশয় ২৫ এ ভাদ্র অপরাহ্নে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পাঠ সমাপ্তির পর কলিকাতায় কয়েক বর্ষ চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কলিকাতার অনেকেই তাঁহাকে বিশেষরূপে জানেন। তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যে বিস্তর উৎকট রোগগ্রস্ত রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীনে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এমন কি মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের ফেরত বিস্তর রোগীকে আমরা তাঁহার চিকিৎসায় আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। তিনি জীবনের শেষ ভাগ কয়েকবর্ষ হইতে বাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন, তাঁহার যশ এতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, যে যশোহর, কলিকাতা, ডায়মণ্ডহার্বর, ফরিদপুর হইতে বিস্তর রোগী প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে আসিত। তিনি গোঁড়া হিন্দু ও একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার কাল হইয়াছে। এদেশীয় হিন্দু চিকিৎসক মাত্রেই তাঁহার ব্যবস্থা ও পরামর্শ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজ একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু চিকিৎসক হারাইল।

বাহাদুরপুরের জনৈক মুসলমান ডাক্তার প্রথমা স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। তাহার দুই স্ত্রী ছিল, সে কনিষ্ঠার প্রতি অনুরাগী ছিল, জ্যেষ্ঠাকে দেখিতে পারিত না। একদিন মাঠে গরু কর্ষণের সময় ডাক লইয়া যাইতে দেরী হইয়াছিল বলিয়া দুরাত্মা মাঠেই কয়েক আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করে, বিস্তর অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারার্থ হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছে। বিচারে যেরূপ হয় পরে আপনার পাঠকবর্গের গোচর করিব।

বিজ্ঞাপন

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

যোগসিন্ধরস। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপুয় বাতু, আলা রক্তপ্রস্রাব ও নিবারণ মধ্যে নিঃসংশয় আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲, প্যাকিং ৵০ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের উষ্ণতা শোষিত শীতল হইয়া, শীঘ্রপতন, মস্তক ঘূর্ণন, মন দুঃ দুঃ করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

কাশোল্লাসক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক শ্লেষ্মা লোষ, শিথিল ইন্দ্রিয় ও লজ্জাভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর কুল, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

রবিসুন্দর রস। ইহাতে সত্বর বোধবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, শ্লিপদাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ ফোটার মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে বলি ঘুচিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ২৲: প্যাকিং ৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৸০ টাকা। ডাক মাসুল ৵০ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, প্রবাহী, অন্ত্রপ্রবাহী, পুরিকাপ্রবাহী, এবং তৎসংযুক্ত অন্য যাবতীয় যে কোন উপসর্গ থাকুক ১ দিবস এই ঔষধের সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিনামূল্যে বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র দ্বারের সহিত পাইবেন। ১৲০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশি মূল্য—১৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বল্যকারকদ্রব্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রতারল্য এবং তৎসংযুক্ত অন্য প্রকার কালীন স্রাব, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপুয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব পাকা খড়ির ন্যায় খোলা হওয়া ও তৎসংযুক্ত নানা খোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল সেবা, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা সুবিখ্যাত সুযোগ্য [illegible] বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ

ইহাঁর আত উপকারিতা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যহ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য

পাঁচ [illegible] ১৫ এক আনা।

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

সঙ্গে পত্র দিলে [illegible] পাঠাইবে।

এই ঔষধ [illegible] ব্যবহার করিলে উদর ক্রিয়া [illegible] হইয়া থাকে। বিশেষতঃ [illegible] বিশেষ উপকার। ইহা ব্যবহারে বেদনা, বমনোদ্রেক, অম্লোদ্গার [illegible] সেবনে সহজে অকালমৃত্যু ও অপঘাত প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুনিশ্চিত [illegible] হইয়া থাকে।

[illegible] ... ... ১ টাকা।

[illegible] ... ৵ আনা।

চিরযৌবনোল্লাস।

এই তৈলমর্দ্দনে তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার [illegible] বিশেষরূপ উপশম হয়। মাথা ঘুরা, মাথা ধরা, মূর্চ্ছা, বেদনা, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, [illegible] মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি [illegible] অতি শীঘ্র ইহা ব্যবহারে [illegible] ও দুর্ব্বলতা [illegible] ইহা ব্যবহারে [illegible] পাইবে ও [illegible] ইহাতে [illegible] হইয়াছে।

এক শিশি মূল্য ১ এক টাকা।

ডাকমাশুল ৵ দুই আনা।

দুর্ব্বিমর্দ্দনী তৈল।

এই [illegible] তৈল [illegible] জন্মিয়া থাকে। নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাত, [illegible] বেদনা, [illegible] ইহা ব্যবহারে [illegible] ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, [illegible] প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] রোগ সমূহ [illegible] শরীরের [illegible] ও [illegible] ইহা ব্যবহারে [illegible] পাইবে।

এক শিশি মূল্য ১ এক টাকা।

ডাকমাশুল ৵ দুই আনা।

দুর্ব্বিমর্দ্দনী তৈল।

এই [illegible] তৈল [illegible] জন্মিয়া থাকে। নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাত, [illegible] বেদনা, [illegible] ইহা ব্যবহারে [illegible] ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, [illegible] প্রভৃতি [illegible] ও [illegible] রোগ সমূহ [illegible] শরীরের [illegible] ও [illegible] ইহা ব্যবহারে [illegible] পাইবে।

[illegible] ১ এক টাকা।

[illegible] ৵ দুই আনা।

[illegible] ডাক্তার [illegible] ও [illegible] ডাক্তার [illegible] ও [illegible] ডাক্তার [illegible] ও [

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। [illegible]

প্রতি সাহিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত ৵৷৷ আনা। মাসিক মূল্য ৷৷৵ আনা। ১২৮৭ সাল। ১০ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮০। ২৫ এ অক্টোবর। [illegible]

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা নগরে নানাপ্রকার প্রবঞ্চক আছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কার্য্য প্রকরণের মূল্যাদিসম্পর্কীয় যাবতীয় চিঠি ও মাশুল পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

[illegible]

২৪ পরগণা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিস্তারিত [illegible] কিন্তু [illegible] বিষয় [illegible] তুলিতে পারেন নাই। [illegible] বলিলেই হইল। তিনি [illegible] টাকা উপর [illegible] তাহার [illegible] করিতেন, সেই জন্য আর [illegible] প্রথমবারে তিনি এ আশঙ্কা [illegible] তিনি [illegible] বিদ্যা- [illegible] সময়ের অনুপযোগিক কারণ [illegible] তাহার বয়স [illegible] সঙ্কলনকারী [illegible] জানাইয়াছেন এ তাহা [illegible] অনুবাদ করিয়া বিদ্যা- [illegible] তিনি অন্যান্য উপনিষদগুলি অনা- [illegible] করিবেন বলা হইয়াছিল। না করিলেই বা অভাব [illegible], তিনি উপনিষদগুলিকেই প্রধান আখ্যা দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কবিত্বটা নিঃসন্দেহ পাওয়া যাইতে না করিয়া নিতান্ত তাহার [illegible] নাই। এ মত সঙ্গত নহে। অথবা মহত্ত্ব [illegible] প্রধান [illegible] এই উপনিষদে আছে বলিয়া [illegible] তাহা [illegible] [illegible] তিনি [illegible] যাহা করেন, যাহা- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] তিনি [illegible] তাহার। [illegible] আর

[illegible] [illegible] [illegible] [

হইতে শুদ্ধ-সৃষ্টি এতাবৎ সিদ্ধান্ত করিলেন তখনই "ঈশ্বর" এই মহান শব্দে ত্রিজগৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। "ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে" তৎপ্রমাণ যথা

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্মযোক্তং পুরাতনকং।
তদেব প্রকৃতেযোগাদীশ্বরঃ কুরুতে জগৎ॥

সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ অথচ অনন্তবিশিষ্ট যে ব্রহ্ম-পদার্থ শ্রুতিতে খ্যাত আছেন, তিনিই প্রকৃতির যোগ হেতু "ঈশ্বর" হইয়া জগৎকার্য্য বিস্তার করেন।

"স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং স্বচৈতসি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র পরাত্মা প্রবিবেশবৎ"॥
(আত্মজ্ঞান নির্ণয়)

পরমাত্মার স্বীয় শক্তি মায়া বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক রচিত দেবগণের অবিতর্ক্য এই বিশ্ব সংসারে তিনি প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টবৎ বিরাজ করিতেছেন।

এক্ষণে একবার দেখি বেচারাম বাবুর উপনিষদে কি লিখিত আছে।

"যঃ পূর্ব্বস্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈতৎ। কেঠোপনিষৎ।

আত্মাকার বলিতেছেন "যঃ প্রত্যগাত্মা ঈশ্বর জ্ঞানের নিমিত্তই স সত্যাত্মা উত্তোজকর্ম্মযুক্তি। যঃ কন্তিযুক্তঃ পূর্ব্বং প্রথমং তপসঃ প্রকৃত্যাঃ সকাশাৎ উৎপন্নঃ তিরোধর্ত্তঃ কিমপেক্ষা পূর্ব্বঃ অন্যঃ পূর্ব্বঃ অপরিচ্ছেত্তাঃ ন কেবলাত্মোচ্ছেদ্যাঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ অজায়ত উৎপন্নঃ। দেবাদি শরীরাণি উৎপাদ্য সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং গুহাং হৃদয়াকাশং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং শক্তাধীনুপলব্ধমানং তৎপ্রযত্নবন্তং তুর্কেরিঃ ভূতৈঃ যো ব্যপশ্যৎ ব্যপশ্যতি স এতদ্বৈ তৎ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম।"

বেদের উপনিষদে "ঈশ্বর" শব্দ যাহা তিনি প্রথমেই ধরিয়াছেন এবং শঙ্করেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন সেই হিরণ্যগর্ভ আত্মা, তাঁহাকে যিনি সকল ভূতের শরীরে অন্তর্নিহিত দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন, তিনিই সেই আত্মা।

(এখানে বেচারাম বাবু অবশ্যই বুঝিতে পারিলেন যে হিরণ্যগর্ভ, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম একজনকেই বুঝায়) এই সময়ে বিচার করিয়া দেখুন যে,

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরমনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহান্ আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং।
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকো লিঙ্গ এবচ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।"
(কঠোপনিষৎ)

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে ব্যাপক পুরুষ শ্রেষ্ঠ এই পুরুষকে জানিয়া জীব মুক্ত এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

"আত্মা" শব্দে "ঈশ্বর" বুঝায় ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, "অব্যক্ত" অর্থে প্রকৃতি, ইহাও ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং অত্র শ্লোকে প্রকৃতিরও অতীত পুরুষ অর্থে চৈতন্যাত্মক ব্রহ্ম ইহাও সুস্পষ্ট দেখান হইল। বেচারাম বাবু! দয়া করিয়া এই খানেই বুঝিয়া লউন।

পুরুষ চৈতন্য সাক্ষী স্বরূপ, প্রকৃতিই তৎসত্ত্বা সত্তাবলে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন, ইহা ত আর্য্য-শাস্ত্রের ছোট ছোট লিখিত আছে, ইহা লইয়া যে এত বৃথা বাদিতণ্ডা হইতেছে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। বৃথা তর্ক বিতর্ক না করিয়া কিছু দিন আর্য্যশাস্ত্র পাঠ ও দর্শনশী বুধমণ্ডলীর সহিত বিশেষ সদালাপ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

বেচারাম বাবু অবশেষে ওঁকারের অর্থ ও ভাবার্থ বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি সরকস্য কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়াছেন। এবার তিনি আর একটু প্রণিধান করুন। "এই মন্ত্র আপনার সোমপ্রকাশ চন্দ্রগত হইল" আর উত্তর লিখিতে বসিলেন; এত তাড়াতাড়ি কেন? শাস্ত্র তাবৎ বুঝিতে হইলে একটু ধীর হইতে হয়; যাহা হউক, আমি লিখিয়াছিলাম ওঁকারের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের (মায়োপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যের) বিদ্যমানতা বিষয়ে অধিক প্রতিপাদন করেন নিমিত্ত এত এতদ্বিষয়ক কথার দর্শন করুন।

"ওঁকারশ্চ ত্রিমাত্রোক্তা স্তিনাম ইতি সংজ্ঞিতঃ।
অকারশ্চাথ্যুকারশ্চ মকারোঽক্ষর উচ্যতে॥
মনোমন্ত্রস্তথা বিষ্ণুস্তথোক্তশ্চ বিরাজতে।
অকারৈর্ব্বিদ্যতেসৈষ জগৎ আত্মা ব্যবস্থিতঃ॥"

ওঁকারকে ত্রিমাত্রা কহিলেন, ইহা তিনের নামে প্রসিদ্ধ অকার উকার, মকার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ) স্বরূপ, এই তিন অক্ষর দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থিত আছেন। প্রশ্নোপনিষদ দর্শন করুন। শিবির পুত্র সত্যকাম আপনার পিতাকে ওঁকার বিষয়ে ঈশ্বর বিষয়ে

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি॥

হে সত্যকাম! ওঁকারই সেই পরব্রহ্ম (পরমেশ্বর) যেমন কোন ব্যক্তি পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইলে তাহার দ্বারা সাধিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরাত্মক ব্রহ্মের নিকাম উপাসনাকারীরও এই পরব্রহ্ম বা প্রতিবিম্ব ঈশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন) অতএব বিদ্বান পুরুষ ওঁকারে অভিধান দ্বারা পর হউক বা অপর হউক একতরকে প্রাপ্ত হয়েন। বেচারাম বাবু এক্ষণে দেখুন, তাঁহার প্রশ্নানুযায়িক আপনার ওঁকার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এখানে ওঁকারই ঈশ্বর বুঝাইল না। আবার মণ্ডুক্যোপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

"প্রণবো ধনুঃশরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

প্রণব (ওঁকার) কে ধনুঃস্বরূপ, জীবাত্মাকে শর স্বরূপ এবং ব্রহ্মকে লক্ষ্য স্বরূপ কথিত হইল। প্রমাদশূন্য হইয়া পরব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত তন্ময় হইবে। এখানেও তাঁহার ঔপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকার ও ব্রহ্ম এক করিলেন না, আবার মাণ্ডুক্যোপনিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন

"সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদাঃ মাত্রাশ্চ পাদাঃ অকার, উকার, মকার ইতি॥"

সেই আত্মা বা ঈশ্বর ওঁকার অক্ষরকে বা মাত্রাকে অধিকার করিয়া অবস্থিতি করেন। আত্মার যে পাদ তাহাই ওঁকারের মাত্রা এবং ওঁকারের যে মাত্রা তাহাই আত্মার পাদ। সে মাত্রা এই যে অকার, উকার ও মকার। এখানেও তাঁহার ঔপনিষদিক আর্য্যগণ ওঁকার ও ব্রহ্ম এক করিলেন না; ওঁকার আবার ও ব্রহ্ম আবার হইলেন। ওঁ শব্দে মায়োপাধিক চৈতন্য বা ঈশ্বর বুঝায়, এই ঈশ্বর দ্বারা যে কল্প কল্পিত হয় তাহাই সত্য। ইহাঁ তাঁহার নিজমতবিরুদ্ধ অন্য ব্যাখ্যাও নিষেধ করেন যে

প্রণবোহি বাব [illegible] পরং চৈব প্রণবেনৈবায়তনেনান্যতরমেতি। বেচারাম বাবু! এই ওঁ ঈশ্বর মাত্র, প্রথমাদি আর্য্যশাস্ত্রের মূল ভিত্তি, এ বিষয় লইয়া সম্বাদপত্রে বেদের তর্ক বিতর্ক করিয়া কিরূপ হইতেছে, অনেক স্থানে আপনাদের অধিকাংশ [illegible] দিয়া থাকেন। [illegible] করিয়াছেন, তাহা

[illegible] আপনার ও [illegible] করিবেন।

[illegible] আশ্বিন সংখ্যার সোমপ্রকাশে ৩৫ [illegible] বেদের ঈশ্বর বিষয়ে লিখিয়াছেন। [illegible] দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমরা বারম্বার তাঁহার আলোচনা করিয়াছি, বোধ হইল যেন তিনি আমাদের কথাগুলি হইয়া অতিনয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পড়ুন পড়ুন আর অধিক প্রমাণ চাহিবেন না, মনোযোগের সহিত মনে মনে উচ্চারণ করিতে থাকুন, কখন যে বেদ বেদান্ত পড়া করিয়া ফেলিবেন, টের পাইবেন না। এই জন্যই আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার লেখার অধিকাংশই বাক্যোক্তি ও প্রলাপোক্তিতে পূর্ণ। গম্ভীর যুক্তি ও শাস্ত্র

প্রমাণ এবার আর তাঁহার সহল নাই। এবার হাত নাড়িয়াই মারা করিয়াছেন। অবশেষে দুই একটা কথা কহিবাই, আর যে তুলণা! আমার ভয় হইল এই সঙ্কেত করিয়াই অবসর লইলেন। মন্দ নয়! তিনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করায় তিনি আমাকে বাঙ্গ [illegible] বলিয়া তিনি যে রাগে "উদ্ভট" ইংরাজের তাহাতেই পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক আমি তাঁহার দর্শনে ভীত নহি, বরং তাঁহার অবস্থা মনে করিয়া দুঃখ হইয়াছে। ভগবান, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করুন।

ভগবতী বাবু "সতী" "দুহিতা" "আর্য্য" আদি কয়েকটী শব্দ লইয়া পুরাতন শব্দের নবীনার্থ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সে চেষ্টা বিফল। "সতী" শব্দের অর্থ পতিব্রতা, ইহা অতি পুরাতন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। সাময়িক নিয়মের অধীন হইয়া "দ্রৌপদী যে পঞ্চ পাণ্ডবের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন" সুতরাং উক্ত পঞ্চ জনই তাঁহার পতি, তাঁহাদিগকে সেবা সুশ্রূষা করাই তাঁহার পরমধর্ম্ম ছিল, অতএব দ্রৌপদী পতিব্রতা" সহ এক্ষণে এক পতির অধিকে বিবাহ করিলে কোনপ্রকার শাস্ত্রীয় আজ্ঞা বা ঋষিবাক্য নাই, এজন্য এক্ষণে এক মাত্র পতিসেবাই সতীর লক্ষণ। সতীর অর্থ পতিব্রতা ইহার কিছুমাত্র বাধ্যতা হয় নাই। এক পক্ষে তিনি পতিব্রতা আছে। 'দুহিতা" শব্দের দুর্দ্দোহিতে ভগবতী বাবু দোহনকারিণী বলাতে বলি [illegible] পাঠক মহোদয়গণ এই শব্দের ব্যাখ্যা বিবেচনা করুন, তাহা হইলেই ভগবতী বাবুর ভ্রমসাগরে ডুবকি মারি চলিয়া যাইবে। "দুহিতা" শব্দ দুহি ধাতু হইতে উৎপন্ন, তৎপরে 'ইত' এই ইকার লোপ হইলে "দুহ" অর্থে গমন, প্রণয় বা দোহন যে পাত্রে করা যায় তাহাকে দুহিতা বলা হইয়াছে, কারণ কন্যা বিবাহান্তে পিতাগৃহ হইতে চিরদিনের মত শ্বশুরালয়ে ও স্বতন্ত্র গোষ্ঠীদিগে গমন করে, যখন কালে পিতার নিকট হইতে ধন, ভূমি, অলঙ্কারাদি গ্রহণ অথবা পিতৃস্বত্ব হইতে কোন দ্রব্য পাওয়া করিয়া থাকে এজন্য কন্যা "দুহিতা" বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেবল গাভী দোহন করিত বলিয়া "দুহিতা" হয় নাই। "আর্য্য" শব্দও [illegible] হইয়াছে। ঋ ধাতুর অর্থ গতি অর্থাৎ যিনি জ্ঞান হইতে উত্তমে, অসত্য হইতে সত্যে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে ও জড় হইতে চৈতন্যে গমন করেন, তিনিই আর্য্য, এবম্বিধ শ্রেণীর লোকই আর্য্যজাতি নামে অভিহিত, এই জন্য যোগী ঋষি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ আর্য্য নামে প্রসিদ্ধ। আর্য্য শব্দে তখনও শ্রেষ্ঠগণকে বুঝাইত, এখনও তাহাই বুঝায়। আর্য্য শব্দে কেবল চলধারী চাষাকে বুঝায় না। ভগবতী বাবু বোধ করি এখন বুঝিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টান্ত গুলি অকিঞ্চিৎকর ও চপল বাগোক্তি মাত্র।

ভগবতী বাবু আমাকে বিবাদপ্রিয় বলিয়া তাসা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিবেন যে তিনি "বলিয়াছেন" মাত্র যে আমি বিবাদপ্রিয় কিন্তু সকলেই "জানেন" যে ভগবতী বাবু একজন বিখ্যাত বিবাদপ্রিয়।

"পরদারাভিমর্ষণকারির" দৃষ্টান্ত পাঠে ভগবতী বাবু আমাকে অশ্লীলতার দোষ দিয়াছেন। তা; উহা যদি অশ্লীলতা হয়, তবে আমাদিগের জ্ঞান শাস্ত্রের, যোগ শাস্ত্রের অনেক দৃষ্টান্তই অশ্লীলতা পূর্ণ আছে, তবে তাহাও অপাঠ্য! চিকিৎসাশাস্ত্রেরও শরীরতত্ত্বে অনেক অশ্লীল শব্দ ও কুৎসিৎ স্থানের বিশেষরূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহাও দূষিত ও অপাঠ্য? বুঝিলাম মনোবৃত্তি অনুসারে শব্দ সকল অশ্লীলতা ও মন্দভাব প্রসব করে। ভগবান ভগবতী বাবুর মন নির্ম্মল করুন।

ভগবতী বাবুও বেচারাম বাবুর ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন যে আদি ব্রাহ্মসমাজের কয়েকখানি অনুষ্ঠানিক উপনিষদাদিই তাঁহার সম্বল। তিনিও আবার লোক উদ্ধৃত করিবেন বলিয়াছেন। যথেষ্ট হইয়াছে; আমরা আপনাদিগের দৌড় বুঝিয়া লইয়াছি। তিনি ঔনবিংশতি শতাব্দীয় জীব বলিয়া একবারে ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করেন, আবার ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পরমার্থ উপনিষদের লোক তুলিতেও হস্ত তাহাতে করেন! যে গ্রন্থ হইতেই হউক ও ঈশ্বরের বেদ বিধি দেখাইব, ইংরাজের মতে সেই গ্রন্থই [illegible] সিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য। তবে [illegible] করেন। আমরা শাস্ত্রীয় বিচারেরই অবতারিয়াছিলাম, ভগবতী বাবুর তাহা ভাল লাগে না। তিনি শাস্ত্রের অবমাননা করিলেও তাহার প্রশংসা করি নাই এই জন্য তাঁহার মতে আমার খেলাপ এজাহার। সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় রাজবিদ্রোহী বাবুর পত্রের উত্তরে প্রথমে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরিশেষে তাঁহার মতবৈষম্য দর্শনে তিনি স্পষ্ট (ন্যায়তঃ) বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; ইহাও কি ভগবতী বাবুর মতে খেলাপ এজাহার! তিনি যে এজন্য আমার অভিমানা করেন নাই তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কপিল যে আস্তিক ছিলেন তাহার প্রমাণ চাহিয়াছেন, আর্য্যগণ তাঁহাকে আস্তিক বলিলেও ভগবতী বাবু তাঁহাকে আস্তিক বলিতে চাহেন না। সেই জন্যই ত বলি যে আর্য্যগণ "আস্তিক" বলিলে যে অর্থ বুঝাইত, ভগবতী বাবুর "আস্তিক" তদর্থবাচক নহে। কপিল বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মান্য করিতেন, তিনি বাঙ্মনোতীত "অস্তি" পদ বাচ্য ব্রহ্মকে কোথাও স্বীকার করেন নাই এই জন্য তিনি আস্তিক। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবনা ও চর্চ্চার দ্বারা আর্য্য শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, নির্ম্মলবুদ্ধিগণ তাঁহাকে কোন্ প্রাণে নাস্তিক বলিতে সাহস করিবেন। যখন ভগবতী বাবুর শব্দ ও আমাদের শব্দ একার্থ বহন করে না, যখন আমার ভাষা ভগবতী বাবু তাঁহার নিজার্থে ও ভগবতী বাবুর ভাষা আমি নিজার্থে গ্রহণ করি; যখন আমার ভাষা তিনি বুঝিবেন না, তাঁহার ভাষা আমি বুঝিব না; এমতে বিচার বিতর্ক যে পরিণাম বিরস হইবে তাহার সন্দেহ কি। আমি "নাস্তিক" শব্দে বাঙ্মাত্র, শব্দমাত্র ও ভাষামাত্র অর্থ করিলাম ভগবতী বাবু ভাবমাত্র ও লক্ষ্যানুগত অর্থ বুঝিলেন, সুতরাং এ বিচার সিদ্ধান্ত হইবে কিরূপে। আমি বলিলাম হরিলাল একজন বড় বিষয়ী, ভগবতী বাবু বলিলেন, হরিলালের গৃহ নাই, ধন নাই, পরিবার বর্গ নাই সে বিষয়ী কিরূপে। আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ বিষয় বলিয়া উল্লেখ করিলাম, ভগবতী বাবু বলিলেন সাধারণ লোকে এ অর্থ গ্রহণ করে না, ধন দৌলত জমিদারীকেই বিষয় বলে। সুতরাং হরিলাল পঞ্চ বিষয় পরায়ণ হইলেও ভগবতী বাবুর মতে হরিলাল বিষয়ী নহে। সুতরাং এই প্রহেলিকা আর সিদ্ধান্ত হইল না। তিনি সাধারণকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ভাই আমি তোমাদের পক্ষ তোমরা সকলেই আমার জয় ঘোষণা কর শ্রীকৃষ্ণ বাবু বুড়ো মনে করি ঋষি ব্যাসদেবের শত্রুপক্ষ, তাঁহার কথা আর কে শুনিবে? হরিবোল! খোল মিটিয়া খোল!!!

উপসংহারকালে কালী চর্ব্বাণ উপাসনা আমারী ও কনষ্টেবলাদিরও উপাসনাকারী ভগবতী বাবু পর পর জেনারেল মাকাল সষ্ঠি আদি সম্বন্ধে এক নবীন প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন; উহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোড্য বিষয়ের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই এইজন্য তদ্বিষয়ে আপাততঃ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করিলাম না (১)।

মুন্সেফ, আমলাপুর }
প্রচারিণী সভা } শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।

(১) এক বিষয়ের দীর্ঘকাল আলোড্য হইলে বিষয়টী ক্রিয়া হইয়া উঠে, পাঠকগণ তাহাতে আর প্রীতিলাভ করিতে পারেন না, প্রস্তাবিত বিষয়ের বহুল আলোড্য হইয়াছে অতএব অনেক লেখকমহোদয়কে লেখা অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এবিষয়ের বিরাম বিধান করিলে, আর একটী নূতন বিষয় গ্রহণ করুন এই পত্রখানি এবিষয়ের শেষ পত্র আমিনের প্রস্তাবসমূহান্ত পর আর সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইবে না এতদ্ব্যতীত অপর পত্র প্রকাশ করা দুষ্টি বিষয় অপরাধ হয় লেখক মহোদয়গণ নিজ কৃপা গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। সোং—স

সোমপ্রকাশ।

১০ ই কার্ত্তিক সোমবার

কান্দাহার ও কাবুলের পরিত্যাগ।

ইংরাজ রাজপুরুষেরা কান্দাহার স্বহস্তে রাখিবেন অথবা তৎপরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবেন বহুদিন অবধি এই প্রশ্নের আন্দোলন চলিয়াছে, আজিও তাহার মীমাংসা হয় নাই। কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী লোক লার্ড হার্টিংটনের নিকটে গিয়া যাহাতে কান্দাহার পরিত্যাগ করা না হয়, আগ্রহ সহকারে সেই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী! স্বরাজবৃদ্ধি হইলেই তাঁহাদের স্বদেশহিতৈষিতা রক্ষা হইল, তাহাতে ধর্ম্মরক্ষা হউক, ন্যায়পথের সম্মাননা হউক, আর না হউক, তাহা তাঁহাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী! অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া যদি স্বদেশের অগৌরব হয় এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর উজ্জ্বল নির্ম্মল মুকুট যদি কলঙ্ককালিমায় কলুষিত হয়, সেই ক্ষতির, সেই অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টের বাজারদি দ্বারা পরিপূরণ ও প্রতীকার হইবে, তাঁহারা এই বিবেচনা করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি আবার আমিরবন্ধু গবের ন্যায় কান্দাহারগ্রহণলোলুপ কতকগুলি লোক লোলজিহ্ব ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ইংলণ্ডের প্রধান সমাচার পত্র টাইম্‌সে এই বিষয়ের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতেছেন, তাঁহারা বলেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে বাণিজ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে, ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশবর্ত্তী অন্য অন্য প্রদেশ, সমুদ্রের যত দূরবর্ত্তী কান্দাহার তত দূরবর্ত্তী নয়; সমুদ্রে ও কান্দাহারে ৭৫০ মাইল মাত্র ব্যবধান। কান্দাহার গ্রহণার্থীরা এমনি কৌশলবান্, কাবুলিরা ইংরাজরাজত্ব ভাল বাসে না বলিয়া যে এক গুরুতর আপত্তি আছে, তাহারও খণ্ডনে বিমুখ হন নাই। তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থনার্থ বলেন, কাবুলের ব্যবসায়ীরা ইংরাজদিগের পক্ষ। তাঁহারা দৃঢ়তাসহকারে এ যুক্তির প্রদর্শন করিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তগত থাকিলে কাবুলের আমীর যদি কখন ইংরাজদিগের উপরে বিমনায়মান হইয়া বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হন তৎক্ষণাৎ তাঁহার দমন হইবে এবং রুশ প্রভৃতি বিদেশীয় শত্রুগণ ভারতে প্রবেশেও সাহসী হইবে না।

হস্ত্যাতঙ্করবাদিরও স্বমতপ্রতিপোষিণী অনুকূল যুক্তি আছে। অতএব কান্দাহারগ্রহণার্থী ব্যক্তিরা যে স্বমতের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি সারবতী কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কান্দাহার ইংরাজজাতির করতলগত না হইলে কান্দাহারবাসিদিগের সহিত যে বাণিজ্যের সুবিধা হইবে না ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে যে রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকৃত নয়, তাহার সহিত কি ইংরাজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধ নাই? ইংরাজেরা কি আমেরিকা রুশ ফরাসি জার্ম্মণ প্রভৃতি রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যান না? তবে অধিকৃত প্রদেশে একটোটিয়া চলে, অনধিকৃত প্রদেশে তাহা চলে না। কান্দাহারগ্রহণার্থী মহোদয়েরা একটোটিয়ার লোভে কান্দাহার গ্রহণে কি এত লোলজিহ্ব হইয়াছেন? কারণ কান্দাহার হিরাট প্রভৃতির প্রজাগণ যে ইংরাজদিগকে ঘৃণা করে, তাহা কান্দাহারগ্রহণার্থি মহামহিমদিগের বাক্য দ্বারা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ব্যবসায়ীরেরা কান্দাহারে ইংরাজ অধিকার প্রার্থী। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয় লোক। তাহারা অনুকূল থাকাতেই যে কান্দাহারের প্রজাগণ ইংরাজ রাজত্বের অনুকূল, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে না। যাহারা কান্দাহারের প্রকৃত প্রজা তাহারা যখন প্রতিকূল রহিল, তখন বলপূর্ব্বক ইংরাজ রাজত্ব কান্দাহারে প্রবর্ত্তিত করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কাবুল যুদ্ধের প্রারম্ভে স্পষ্টাক্ষরেই করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাবুলে রাজত্ব করিবেন না। কান্দাহার কাবুলের একটী অঙ্গ। সে প্রতিজ্ঞা কি কান্দাহারে বর্ত্তিবে না? কান্দাহার গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে কেবল প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষে দূষিত হইবেন এরূপ নয়, কিন্তু দিন পরে তাঁহাদিগকে কাবুলের অধিকার হস্তগত প্রস্তুত হইতে হইবে। কান্দাহারে ইংরাজেরা বদ্ধমূল হইলেই কাবুলের আমীরের সহিত ঠকাঠকি আরম্ভ হইবে। যিনি এক্ষণে কাবুলের আমীরপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি লোক সুচারু নন।

সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল, তিনি ইহার মধ্যেই অর্থের নিমিত্ত কাবুলের ধনিকগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ সংবাদ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেও আবদুল রহমন যে দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের মনোমত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। না পারিলেই তাঁহাকে অধিকারচ্যুত হইতে হইবে। কান্দাহার গ্রহণ লোলুপ মহোদয়েরা প্রকারান্তরে এ ভাবও ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিক কান্দাহার স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবেন কি না? তাহার সম্ভাবনা আছে কি না? যে সকল সম্প্রতি মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভাবিত কি না? এক্ষণে ইহার আলোচনা করা অসঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে লিবারলদল মন্ত্রী হইয়াছেন। লিবরাল শব্দের অর্থ আমরা বুঝিয়াছিলাম উদারাশয়। তাঁহারা বিপক্ষযুক্তির অনুমোদিত কোন কার্য্যই করেন না; তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বা বাধা করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা, তাঁহাদের দূরের বিষয়; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহারা নামে লিবারল, কার্য্যে নন। অনুচ্চারণশীল ব্যক্তিরা যেমন লোককে ভয় প্রলোভন প্রদর্শনাদি দ্বারা অভিভূত করিয়া কার্য্য করাইয়া থাকে, লিবারল দলও সেইরূপে কার্য্য করিতেছেন। ইউরোপীয় রাজগণ তুরস্কের সুলতানকে ভয় প্রদর্শন করিয়া ডলসিগ্নো প্রদেশ যে মণ্টিনিগ্রোবাসিদিগকে দেওয়াইতেছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহার প্রধান পরামর্শী ও উদ্যোগী। গ্রীস আক্রেণিয়া সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা আছে। সুলতানের অধিকৃত রাজ্যে অনেক অত্যাচার আছে, অতএব তাঁহার রাজ্যের যে যে অংশ তাঁহার হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সেই সেই প্রদেশবাসিদিগেরই মঙ্গল, এ কথা সত্য। কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল অন্য অন্য রাজার সহিত মিলিত হইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেছেন, ইহা উদারদলের সমুচিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যদি গ্লাডষ্টোন সাহেব অর্থ ও লোক দ্বারা সাহায্যদান করিয়া এবং সৎপরামর্শ দিয়া সুলতানকে স্বরাজ্যের অত্যাচারের উন্মূলন প্রবর্ত্তিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যথার্থ উদারদলের কার্য্য হইত, এদিকে সুলতানকে অনুচিত ভয় প্রদর্শন করিয়া কার্য্য করাইবার চেষ্টা হইতেছে, অন্যদিকে কেপের খাসলেজস্লেটিভ কন্ভোকেশন প্রভৃতিদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ তাহার নির্ব্বাণ চেষ্টা পাইতেছেন না। অসভ্যদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যে সহস্র সহস্র অনর্থ হত হয় তাহা কি বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় জানেন না? তাহাদিগের অপরাধ কি? ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের ঐ দুটী ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদিগের একপ আস্থা হইতেছে না যে কাবুলের ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিলে যদি লাভ বোধ হয়, মন্ত্রিগণ তাহাতে বিমুখ হইবেন। তবে এক কথা এই, যদি কান্দাহার রক্ষার ব্যয় কান্দাহার হইতে না উঠে, তাহা হইলে মন্ত্রিসম্প্রদায় তাহা পরিত্যাগ

করিতে পারেন। পরে ব্রাইটন স্বদেশহিতৈষিদিগের প্রার্থনা অনুসারে প্রকাশ্যরূপে প্রধানরূপে এই কথা কহিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণদের কলহ রাখিতে গেলে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা ভূমি হইতে করিতে হইবে। ব্রাইটের এই প্রস্তাব প্রকাশ করিবামাত্র, তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে সভাস্থান হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণের নাম শোনাও কি না মহাপাপ অনুষ্ঠানিত হইতেছে। এ অনুসন্ধান করা সম্পাদক সাহেবই বা কেমনে নাইংহেডন বেন্ট ব্রাহ্মণেরা বাঁচিয়া আছেন কি না, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কেন বা পাঠাইবেন, তথাপি সাহায্যিদলে চলিয়া আসিতে বলা হইতেছে না। এমন সময় বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের একটি নামে না হইয়া সাধারণ নিয়ামক উপাধ্যায় হইতেন এখানে আসিয়া আসা হইল।

উপকারের তারে আমাদিগের বক্তব্য এই, তিনি যে বৃদ্ধি প্রকাশ করুন, তিনি যে স্বাধীনতা বেগবতীরূপে বিস্তার করিবার চেষ্টা পাইল, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের কার্য্যকারী ইংরাজরাজপুরুষ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়, করিলে প্রধান রূপে প্রতি ছাড়ের দোষ ঘটিবে, আরও বিস্তর দৈন্য ও অর্থক্ষয় করিতে হইবে ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষকে সেই অর্থের নিমিত্ত বিপদাপন্ন করিতে হইবে। আর এই কথা রাজের অধিকার-মূলক ক্রমে কাবুলেরও স্বাধীনতা হরণ করিতে হইবে হইবে। যে জাতি স্বাধীনতা মন্ত্রের মহিমা ও মূল্যজ্ঞান আছে, সে জাতির একটী স্বাধীনতাসূচক বীরত্বাভিমান অমূল্য সামগ্রী। হরণ করা উচিত হয় না। কাবুলিরা স্বাধীনতা হরণ করিলে আমরা কি আর সেই বীরমর্ম্ম, সেই পরম ধন, সেই অমিতবলসম্পন্ন দেহ দেখিতে পাইব? আমাদের অন্যান্য পরাধীনতানুযায়ী ব্যক্তির ন্যায় ক্রমেই সাহসহীন ভীরুদেহ বিষয় বদন ও সন্তাপযুক্ত হইয়া উঠিবে।

রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণী

আরোহীদিগের কষ্ট।

সার জন লরেন্স যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা তাঁহার নিকট রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের কষ্টের বিষয় লিখিত হইলে তিনি তাহার প্রতীকারের উপায় করিয়া দেন। তদবধি প্রত্যেক গাড়িতে লিখিয়া দেওয়া হয়, প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জন মাত্র বসিবে। প্রথম প্রথম কর্ম্মচারীরা এই আদেশ মত কার্য্য করিয়াছিলেন। গাড়ি ছাড়িবার পূর্ব্বে তাঁহারা প্রত্যেক গাড়িতে উঠিয়া দেখিতেন প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচ জন বসিয়াছে কি না। কোন বেঞ্চে পাঁচ জনের অধিক লোক বসিলে তাহাদিগকে নামাইয়া দে বেঞ্চে অল্প লোক থাকিত সেইখানে বসাইয়া দিতেন। এখন সে দেখা নাই কিন্তু কাজ নাই। এখন যে দিন লোকের ভিড় হয় সে দিন অধিকাংশ গাড়িতে দ্বিগুণ লোক প্রবেশিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিবে কি না তৎসম্বন্ধে কর্ম্মচারিদিগের দৃষ্টিপাত থাকে না। শুকর রক্ষকের দৌরাত্ম্যের ভিতর শুকর বল প্রবেশিত করিবার কালে যেমন ভয় ও যন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়া থাকে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগেরও গাড়ির মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগকে প্রবেশিত করিবার সময়ে সেইরূপ ভয় মাত্র প্রকাশ পায়। এটী কেবল রেলওয়ে কর্ম্মচারির নিম্ন শ্রেণীয় আরোহিদিগের প্রতি উপেক্ষা, সমদর্শিতার অভাব ও শুভকর্ত্তব্যে উপেক্ষার ফল।

ইচ্ছা বল এক এক দিন এরূপ ভিড় হয় যে কর্ম্মচারিদিগের শুভকর্ত্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছা বলবতী থাকিলেও তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন না। এটী অতি আক্ষেপের বিষয়, তাঁহাদিগের যদি যথার্থই শুভকর্ত্তব্য সম্পাদনের বাঞ্ছা থাকে তাঁহারা অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিতে পারেন। অনেক লোক একত্র হইলে কি না ঠিকিবার সময়ে অনায়াসে, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন লোকের সমাগম হয় অমনি দেখা যায় সেখানে গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হয়, তাহা বলিলে কাহার কষ্ট হয় না। একখানি কেরোসিন গাড়ি টানিতে গাড়ে তাহার অধিক গাড়ি লিতে বলা উচিত নয়। তাহা হইলে অশ্বের কষ্ট হইবে আমাদের বক্তব্য এই অল্প অল্প দিনে যখন যখন গাড়ি বাড়িবার নিয়ম আছে বিশেষ দিনে তদতিরিক্ত অতিরিক্ত গাড়ি চালাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য অথবা অতিরিক্ত গাড়ি চালাইবার মত লোক যদি না থাকে একটী ট্রেণ কমিয়া দুটী কম করিয়া দেওয়া উচিত। সেই দুটী কমান গাড়ির চালাইতে হয়। যেখানে গিয়া লোকের জনতা কমিয়া যায় সেই খানে গাড়ি কমাইয়া একটী কম করিয়া দিলে চলিতে পারে। সকল রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিম্ন শ্রেণীয় আরোহিদিগের প্রতি যদি দয়া মায়া থাকে তো কি ব্যবস্থা হইতে হয় না।

আমাদের দেশে একটী চিরন্তন প্রবাদ আছে অন্যান্য বৈকুণ্ঠে গেলেও সুখ হয় না। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের দূরদেশে পদব্রজে গমনে যে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট তাহারা গমন করিয়াছে তাহারা তাহা বিলক্ষণ জানে। আমরা একটী স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছি।

পঞ্জাব ১৮০০ মাইল কলিকাতার দূরবর্ত্তী, এই সাত শত ক্রোশ পথ চলিয়া পঞ্জাবে যাইতে হইলে যে কিরূপ কষ্ট তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। প্রতি দিন অন্যূন আট ক্রোশ চলিলেও তিন মাসের ন্যূনে পঞ্জাবে পৌঁছান যায় না। কেবল এই পথের কষ্ট নয়, গাণের ব্যয়ও অধিক, প্রাণনাশেরও বিলক্ষণ শঙ্কা আছে, প্রাণ হাতে করিয়া যাইতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেলওয়ে কোম্পানির কল্যাণে এই দুরূহ দুঃখ দূর হইয়াছে। এখন কলিকাতায় রেলগাড়িতে চড়িলে তিন দিনে পঞ্জাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পাঠক দেখুন কত সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু অভাগার এমনি ভাগ্যদোষ যে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের উপেক্ষা-দোষে নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের সুখ হইয়াও হইল না।

আমরা এত দিন মৌনী হইয়াছিলাম। এত দিন কোন কথা বলিলে তাহা অরণ্যে রোদনপ্রায় হইত। আমাদের কথা কেহ কর্ণগোচর করিতেন না প্রতীকারের চেষ্টা পাইতেন না। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের প্রধান শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি সর জন লরেন্সের ন্যায় পরম হিতৈষিক। হিতৈষিক ব্যক্তিরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া থাকেন এই আশায় আমরা কথা কহিতেছি। আমরা মহামান্য লার্ড রিপনের নিকটে সবিনয় নিবেদন করিতেছি তিনি একবার এই ইণ্ডিয়া রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণীর আরোহিদিগের প্রতি সকরুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করুন এবং উক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারিরা যাহাতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হন তদুচিত উপদেশ দান করুন।

কেবল ভারতে নয় আদালতের প্রভা ও জমিদারে বিবাদ চলিয়াছে। সেখানে এই উভয় সম্বন্ধ সেই খানেই বিরোধ। যাবৎ এই সম্বন্ধের পরিচ্ছেদ না হইবে, তাবৎ যে এই বিরোধবহ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। জমিদার বলেন ভূমি আমার, প্রজা সেই ভূমি চাস আবাদ করিতে লইয়া সেও বলে ভূমি আমার। উভয় পক্ষের আমার এই শব্দ দ্বারা যে স্বামিত্ব ব্যক্তিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা আবশ্যক। প্রজা কৃষিকার্য

সম্পাদনার্থ ভূমি গ্রহণ করিলেই তাহাতে তাহার যে এক প্রকার স্বত্ব, জন্মে তাহা কেবল ব্যবহার ও আমার এই মমতাভিমান দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না, আইনেও তাহার সেই স্বত্ব সমর্থন করিয়াছে। প্রজা যদি জমিতে একবৎসর চাস করিল জমিদার আইন না করিয়া তাহার জোত বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। ব্যবস্থাপকেরা ভূমিতে প্রজাকে যে স্বত্ব দান করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহা সুদৃঢ়রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। প্রজা ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে পর প্রজার ও জমিদারে খাজনা লইয়া সম্বন্ধ দাঁড়ায়। জমিদার যদি নির্লোভ ও শান্তপ্রকৃতি হন, তিনি খাজনা বাড়াইবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলে কোন কথা হয় না। প্রজা অনায়াসে ভূমি ভোগ করিতে থাকে, জমিদারের সংসারে কেবল খাজনা দিয়া আইসে এই মাত্র। তবে জমিদার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া যদি খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই অকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়, ব্যবস্থাপকেরা কি ঠিকা প্রজা, কি মৌরসী প্রজা সকল প্রজাকেই যে ভূমির কর্ষিতার্থকারিতা নিবন্ধন ভূমিতে স্বত্ব দান করিয়াছেন, রাজপুরুষেরা সেটী বিস্মৃত হইয়া যান। সেই বিস্মৃতি হেতু তাঁহারা কোথাও যাদশবর্ষ ভোগ কোথাও পাঁচ বর ভোগে বসতকে স্বত্বশীলত্ব দিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং সেই স্বত্বটি স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার দিয়া উহা দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা দেখি সেই রাজপুরুষেরা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য এই প্রজার একটী স্বত্ব স্থির করিয়া তাহাদিগকে বশম্বদ করেন এবং জমিদারের সহিত তাহাদিগের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দেন, দখলে স্বত্ব পাইয়াছে বলিয়া প্রজা ভোগ বাদ দিবে কেন, খাজনা বৃদ্ধি করিলে জমিদার তাহা দিবে না, এই নিমিত্ত কোন কার্য্যের হইতে পারে না। তিনি ভাবিতেছেন আইনে প্রজার ভোগ বন্দোবস্ত থাকা হইলে জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, এ উপায়ে দোষোদ্ঘাটনের শক্তি হয় না। রাজপুরুষেরা জমিদারের মন রাখিতেছেন, প্রজারও মন রাখিতেছেন, কিন্তু এ মন রাখা কার্য্য বিবাদ নিষ্পত্তির বিষয় উপায় নয়। তাহার একটী স্পষ্ট নিয়মই উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা যদি জমিদারকে ভূমির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব দিয়া স্পষ্ট করিয়া বলুন, প্রজা সহস্র বৎসর কৃষিকার্য্য করিলেও ভূমিতে তাহার স্বত্ব জন্মিবে না। আর যদি প্রজাকে ভূমিতে স্বামিত্বের অংশ দিতে চান তাহার একটী পরিচ্ছেদ করিয়া দিন। যখন দেখা যাইতেছে প্রজা ভূমির কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেই ভূমির স্বামিত্ব জমিদার ও প্রজা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়। যায় একমাত্র খাজনা তাহার পরিমাণ দণ্ড স্বরূপ কর, তখন সেই খাজনার চিরকালের মত পরিচ্ছেদ করিয়া দিলে সমুদায় বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া যাইতে পারে। মাঝের বলিয়া খাজনা চিরকালের মত স্থির করিয়া দেওয়া উচিত হয় না, যদি বল কৃষকের দত্ত পারিতোষিক কেবলমাত্র শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়, খাজনা নিষ্কৃতি হইলে কৃষক একাকী সেই লাভ ভোগী হইবে, জমিদার তাহার অংশ পাইবেন না। এটী অন্যায়, তদুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই সনাতনী খাজনা যে অল্প বার্ষিক বৃদ্ধির কোন কোন বৎসর যেমন সহসার মূল্য বৃদ্ধি হয়, তেমনি কোনকালে কারণ বিশেষে সহসা মূল্য হ্রাস হইয়া উহা অনেক যদি ঠিক দিয়া দেখা যায়, কোন বৎসরে লাভ কোন বৎসরে ক্ষতি, এই উভয়ের তুলনা করিয়া কৃষকেরা প্রায় লাভবান হইতে পারে না। বিশেষ আর একটী অনাপত্তি নিবন্ধন শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে প্রজাকে নিরাপদ করিবার পড়ে কিন্তু তাহার খাজনার চাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না, অতএব কৃষকের বিশেষ লাভ কিছু যদি কোন ক্রমে তাহারা কিছু স্বচ্ছল হয়, তাহাতে আহ্লাদের বিষয় নয় ? আর একটী কথা এই, খাজনা বন্দোবস্ত হইলে জমিতে প্রজার মমতা জন্মিবে। সে তাহার উন্নতি সাধনার্থ বিবিধ যত্ন পাইবে। ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হইবে যদি তাহার পরিমাণে খাজনা উপস্থিত হয় বলিয়া বৃদ্ধি করা হইবে না, জমিদারেরও মঙ্গল, গবর্ণমেণ্টেরও মঙ্গল। প্রজা স্বত্বে হইলে জমিদার কোন ক্রমে ভূমিতে তাহাকে ভূমিতে স্বামিত্বের অংশ দিতে চান তাহার একটী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ডাক সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল অতিশয় প্রশংসনীয়। চিঠি পত্র যথা সময়ে গন্তব্য স্থানের হস্তে দেওয়া, প্রেরিত দ্রব্যাদির [illegible] চিঠি পত্রের গোলযোগ হইলে [illegible] এবং পোষ্ট আপীসের [illegible] বিষয় ক্ষান্ত করিবার [illegible] সংস্থিত হওয়ার [illegible] অতি সদ্ভাব জনক।

[illegible] বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ শৃঙ্খলা স্থাপন [illegible] আশা বদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু তথাপি [illegible] অশিক্ষিত লোকেরা বহুদিন এটী অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। তাঁহাদের অনেকে [illegible] সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর কিছুই জানে না; উক্ত নিয়মাবলী এতদিন ইংরাজিতে মুদ্রিত হইত সুতরাং ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরের তাহা পাঠ করা সম্ভব ছিল না। অনেকের নিকটেই পোষ্ট আপীস দাই যে গিয়া পোষ্টমাষ্টারদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সুতরাং একখানি চিঠি রেজিষ্টারি করিতে হইলে কতদূর মুস্কিল হয়, ও কত মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, রেজিষ্টারি এবং ইন্সিওরেন্সে প্রভেদ কি। পত্রক প্রেরণ করিতে হইলে কিরূপ নিয়মে পাঠাইতে হয়, পার্শেল, বীমা, ভ্যালু পেয়েবল প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য কি; এই সকল জানা না থাকাতে অনেক সময়ে অনেক অজ্ঞ লোককে বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়িতে হয়। অনেক সময়ে এরূপ হয় যে অতি দিন বিলম্ব হইয়া যায়, অথবা এর জন্য বাজে খরচে শীঘ্র কাল বাড়ে হইয়া যায়। আমরা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম যে পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছে, আমরা [illegible] হোমবারের এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে তিনি এই অসুবিধা দূর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই:—

প্রথম, পোষ্ট আপীসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী যাহা ইংরাজী ভাষাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা এমন অতি অতি সরল দেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করা হইবে। ঐ অনুবাদিত নিয়মাবলী আপাততঃ অনেক ডাকঘরের ডাক পেয়াদাদিগের দ্বারা কেবায় কেবায় বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইবে। বিতরণের পরে ঐ মুদ্রিত নিয়মাবলীর অতি অল্প মূল্য করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, গ্রামের মুদি প্রভৃতি ও দরিদ্র লোকদিগের নিকট কখনই মূল্য গ্রহণ করা হইবে না।

তৃতীয়, যে পরিমাণের যেরূপ চলিত ভাষা, তাহাতেই ঐ নিয়মাবলী অনুবাদ করা হইবে।

চতুর্থ, এখন অতি ডাক পেয়াদাদিগকে মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারগণ যখন তাঁহাদের পরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইবেন, তখন প্রত্যেক ডাকঘরের অপরাপর কার্য্য পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেয়াদাদিগকে ডাকাইয়া পরীক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষাতে কে কিরূপ উত্তীর্ণ হইল তাহা পরিদর্শন রিপোর্টের [illegible] লিখিয়া আসিবেন, তদনুসারে তাহাদের দণ্ড ও পুরস্কার হইবে, উহাতে তাহারা যত্নপূর্ব্বক নিয়মাবলী [illegible] রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহারা নিয়মাবলী ভালরূপ জানিলে লোকে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ পাইতে পারিবে।

পঞ্চম, একখানি চিঠি পত্র রেজিষ্টারি করিবার ভার ডাক পেয়াদাদিগের উপর দেওয়া হইবে। রেজিষ্টারি করিবার ভার তাহাদের হস্তে থাকিলে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পোষ্ট বিভাগের নিয়মাবলী কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে।

এই প্রস্তাবের অধিকাংশই আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। কেবল ডাক পেয়াদাদিগের হস্তে চিঠি পত্র রেজিষ্টারি করিবার ভার দিলে কার্য্য কিরূপ চলিবে তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। এই ডাক পেয়াদাগণ অশিক্ষিত ও সর্ব্বাংশ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোক। তাহারা এখনই অনেক পল্লীগ্রামের অজ্ঞ লোক ও স্ত্রীলোকদিগের নিকট বেআদবি চিঠি দিয়া এলে আমার স্থানে ভয় পাওয়া যায়। লোকের অতি প্রয়োজনীয় পত্রাদি রেজিষ্টারি করিবার ভার যদি তাহাদের হস্তে দিয়া পাঠ, তাহারা এই সুবিধাকে উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ করিতে পারে এই মাত্র আশঙ্কা হয়।

[illegible] বলা বাহুল্য, পোষ্ট আপীসের নিয়মাবলী যাহাতে লোকে বেশ পরিমাণে জানিতে পারে, [illegible] সেই জন্য [illegible] তিনি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে [illegible] করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, পল্লীগ্রামের পাঠশালা সকলের গুরু মহাশয়দিগকে এক একখানি দিলে ভাল হয়, নিরক্ষর পল্লীগ্রাম, যেখানে অধিক পরিমাণে অজ্ঞ লোকের বাস সেখানে গুরু মহাশয়েরা অনেক বিষয়ে চক্ষুঃপার্শ্বস্থ প্রজাদিগের পরামর্শ দাতা। অনেক স্থলে গুরুমহাশয় তাহাদের চিঠি পত্র লিখিয়া দেন, জমিদারদিগের প্রজার পাট্টা কবুলতি প্রভৃতি পরীক্ষা করেন, জমি জমার হিসাব প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া থাকেন; সুতরাং নিয়ম গুলি যদি গুরুমহাশয়দিগের কণ্ঠস্থ থাকে তাহা হইলে অনেক লোকের জানিবার সুবিধা হয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের গতবর্ষীয় কার্য্যবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বিভাগে গত দশ বৎসরের মধ্যে ক্রমাগত আয়ের উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে; ১৮৭০ সালে এই বিভাগ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৩৭৭ টাকা আয় হয় কিন্তু বিগত বৎসর ৯১৩৫৭ টাকা আয় হইয়াছে। ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু ব্যয় বাদে ৪১৩৯৫ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বিগত বৎসরে ৩৬৫৩৪ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। কার্য্য বিবরণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে রেজিষ্ট্রেশন করিবার কী বৃদ্ধি করাতেও দিন দিন লোকে রেজিষ্টারি করার সুবিধা বুঝিতে পারিতেছে।

এই কার্য্যবিবরণ মধ্যে আর একটী বিষয় দ্রষ্টব্য আছে। পূর্ব্বে অনেক স্থলে টিকা জমি লইবার সময় লিখিত পাট্টা লইবার বা কবুলিয়ৎ দিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু অনেক জেলার অনেক লিখিত পাট্টা বা কবুলতি ভিন্ন জমিদারদিগের বাকী খাজনার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে জমিদার এবং প্রজা উভয়েরই লিখিত পাট্টা দিবার সুতরাং রেজিষ্টারি করিবার প্রথা বাড়িতেছে। বাগবাজার, মহমনসিংহ প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌরসী পাট্টার সংখ্যা অধিক, কিন্তু নদীয়া যশোর প্রভৃতি সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে সে প্রথার পাট্টার সংখ্যা অল্প।

আমরা অবশেষে পাঠকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষ। প্রজাদিগকে ভূমির উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে দেওয়া হউক না। দুই চারি বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে, বন্দোবস্তের সময় খাজনার হার লইয়া টানাটানি চলিবে, পরে যাহা স্থির হইল তাহাতে লিখিত পাট্টা কবুলতি না হইলে আদালতে কোন ক্রমে নালিশ করিতে দিবে না, তাহা হইলে বিনা রেজিষ্টারিতে লিখিত পাট্টা কবুলতি পাঠ করিতে হয়, পাঠারা দুই চারি বৎসরের জন্য সে ব্যয় করিতে চাহে না; সুতরাং বন্দোবস্ত মুখে মুখে রহিয়া; জমিদার প্রজার পীড়াপীড়িতে অপেক্ষাকৃত অল্প খাজনায় সম্মত হইলেন কিন্তু অপর পক্ষ প্রকার ধরে তাহা আদায় করিবার ইচ্ছা রাখিলেন প্রজা জমি লইয়া যাহা হইতে যথাসাধ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; শস্যের অবস্থা ভাল হইল ত নিয়মমত খাজনা দিল নতুবা গোলযোগ করিয়া জমি ফেলিয়া গেল; জমিদার অভিযোগ অন্য উপায়ে বাকি খাজনা আদায়ের চেষ্টায় রত হইলেন, এইরূপে অনেক স্থলে কার্য্য চলিয়া থাকে। প্রজাকে মৌরস স্বত্ব দিলে এ সকল হাঙ্গামা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জমির উন্নতির ও তাহার চেষ্টা হয়। তাহার হস্তে অর্থ সঞ্চয় এই

পারে। এই সকল কারণে মৌরস পাট্টার বৃদ্ধি দেখিলে আমরা আনন্দিত হই।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ তুরিত কর সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে বিবিমতে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে তাহার কোন কোন ধারার অনুসারে কার্য্য হইলে জমিদারদিগের বর্ত্তমান অধিকারের কিছু কিছু হ্রাস হইবে। এই জন্য তাঁহারা আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের একটী প্রবল সভা আছে, একখানি সর্ব্বাগ্রগণ্য কাগজ আছে, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যা বিষয়ে অগ্রগণ্য লোকও আছেন, সুতরাং তাঁহারা উত্তমরূপে নিজ স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, আইনটীর যে যে অংশ দ্বারা তাঁহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু এক্ষণে প্রজাদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদের বক্তব্য গবর্ণমেণ্টের গোচর করে কে? গবর্ণমেণ্ট যদি উভয় পক্ষের অভিপ্রায় জানিতে পারেন তাহা হইলে ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইবেন. এ জন্য প্রজাদিগের মনোগত ভাব জানাইবার কোন প্রকার উপায় থাকিলে ভাল হইত। ভারতসভা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্যগণ এখন কি করিতেছেন? তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে এ সম্বন্ধে প্রজাদিগের মনোগত ভাব বিদিত হইবার কোন উপায় করিতে পারেন না? তাঁহারা কেন পাবনা, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটী বিশেষ বিশেষ স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা মনের ভাব প্রভৃতি চেষ্টা করেন না। ইহাতে এক জন চিরস্থায়ী প্রতিনিধি রাখিবার জন্য অধ সংগ্রহ করিতে হইতে পারে, এখন এ জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে দোষ হয় অপব্যয় হয় না।

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি এই প্রস্তাব হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে বেতন হইতে কিছু কিছু সেভিং ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে।

বিলাতি কাজের যেমন অদ্ভুত আচার ব্যবহারও সেইরূপ অদ্ভুত। পার্লামেণ্ট মহাসভার অন্যতর সভ্য আসমিড বার্টলেট এম, পি সম্প্রতি বিবাহবিধীর পাণিগ্রহণের একটী আইন প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। সংবাদপত্রে দেখা গিয়াছে ইনিই ৬৬ বৎসরের এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স ২৮ বৎসর মাত্র।

ক্রস আণ্ডার্সন নামক জনৈক ইংরাজ যাত্রা-কল এক কুলিকে এরূপ গুরুতর প্রহার করেন যে তাহাতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশীয় লোককে হত্যা করা জন্যে ইউরোপীয়দিগের রোগ হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালার ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারলের আপীসে ১২ জন লোকের আবশ্যক হয়। এই কর্ম্মের জন্য তিন শত আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল। আবেদনকারীদিগের সমস্তই প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারিদিগের উৎসাহদানার্থ অতি অল্প দিন হইতে শ্রেণী বিভাগের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এখন আবার এই জন্য শুনা যাইতেছে ১৮৮১ সালের ১ লা জানুয়ারি হইতে উহা রহিত করিবেন। সময়ের অগে জন্য সভা হয়। চাকুরেদিগের কষ্টই সার হলো।

বিজ্ঞানের কল্যাণে অসাধ্য সাধন হইল। পৃথিবীতে যত কিছু অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই বিজ্ঞানের বলে। সম্প্রতি আমেরিকার ডাক্তার মোসা চিন্তা পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। এই যন্ত্র দ্বারা প্রথম মনুষ্যের মানসিক শ্রমের পরিমাণ করিতে হয় অর্থাৎ কত চিন্তায় সেই পরিশ্রম হইতে পারে এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর কিরূপ ভগ্ন হয় তাহাও অনেকে নির্ণয় করিতে পারা যায়।

অস্ট্রিয়ার মারিয়াভের একজন অধ্যাপকেরা একটী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন পাদরি প্রভৃতির মদ্য পান নিবারণ বিধি মনে করেন না। তাঁহার মতে মদ্য অপকারি নহে।

বোম্বাইয়ের সরদারিয়া বংশের মৃত মাধোরাও ফেমনিবিস স্ত্রী বাই যোসা বাইয়ের গর্ভে বেবে মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার প্রকৃত পক্ষে সমস্ত সম্পত্তি লাভ হইয়াছিল। মৃত্যুকালে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ১২৫টী রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর জ্ঞাতিপরিবার ৯৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট টাকা বাঁচাইবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অন্য দ্বারা সৈনাদিগের জুতা প্রস্তুত করাইতে অনেক ব্যয় পড়ে এবং কাজ ও ভাল হয় না দেখিয়া আপনারা জুতা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত একটী কারখানা খুলিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। মেথর মুচি প্রভৃতি নীচ লোকের অন্ন উঠিতে চলিল।

সার নেভিল চেম্বারলেন দেশীয় সৈন্যদল হইতে ইউরোপীয় রণবাদ্যকারদিগকে অবসর দিবার হুকুম করিয়াছেন।

এদিকে উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ছোট সেক্রেটারি বড় হার্টিংটন সাহেব শীঘ্রই ভারতবর্ষ দেখিতে আসিবেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মেটকাফ সাহেব সাধারণের উপকারার্থ কলিকাতায় একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া যান। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী গবর্ণর জেনরলদিগের মধ্যে তাহাকেও তাহার উন্নতি বিধানার্থ প্রয়াস পাইতে দেখা যায় নাই। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল রিপন সাহেব উহার উন্নতি বিধানার্থ ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

এবার সিবোলপুরের কতকগুলি সৈন্য শীকার করিতে যায়। তাহাদিগের অনবধানতা নিবন্ধন সৈন্যে একটী দেশীয় স্ত্রীলোকের বক্ষে গুলি লাগে। স্ত্রীলোকটীর স্বামী তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্বিত হইয়া সৈন্যদিগকে মারিতে যায়। উহারা তাহাকেও গুলি করিয়াছে। সার, উক্ত সৈন্যগণের শীকার বন্ধ হয় নাই।

বিলাতের আকাট মূর্খদিগ মধ্যে এক জন অদ্ভুত উপায়ে একটী পীড়িত স্ত্রীলোককে আরোগ্য করিয়াছেন। মানসিকচিন্তায় এই স্ত্রীলোকটী পীড়িত হয়। তাহার মৃত্যু নিকট বুঝিয়া ডাক্তার তাহার পীড়া চিন্তামূলক জানিয়া রোগী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একখানি এরূপ উপন্যাস পড়িতে থাকেন যে তাহাতেই তাহার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং মৃত প্রকৃতি হইয়া উঠে ক্রমে পীড়া হইতে উপশম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব্ব রাজার প্রার্থনানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পুত্রের জন্য ৫ টী গ্রামের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। একটীর বার্ষিক মূল্য আট অষ্টাদশ টাকা ও অবশিষ্ট ৪ টীর [illegible] টাকা। গবর্ণমেণ্ট কাস্টমিটীর আফিসরেরাই এই পদ পাইবেন।

আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ৫ ই নবেম্বর রবিবারে হারাঙ্গলিং হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন এবং দুই দিবস পরে ছোটনাগপুর গমন করিবেন।

আমরা দেখিতেছি ডারউইন সাহেবের কথা ক্রমে গুরুতর হইতেছে। অধ্যাপক ডিরচাউ নামে এক ব্যক্তি সভাতে একটী বালকের মেরু উদ্ভিজ্জ দেখিতে দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে সেটা হাড় ছিল না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মাদ্রাজের [illegible]

যাজ কটকরাজবিদ্যে, তথা বাংলাদেশে একটী আইপিশাখা করিতে ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

মাছুষের পড়িয়া এক হাতের কেমে নিকেই তাহার চেষ্টা হয় না। এজন্য ভিক্ষাই ধনিদের ধূলি মুষ্টি হয়। ভুবনের ঘোষালদের এখন পড়তা এমনি মন্দ হইয়াছে, যে তাঁহারা গ্রামার কোন স্থানই তাহার শোধ দেনা দান করিতেছেন না। সকলেই কুলকর্ত্তার নিকটাকিটি করিতেছেন। এদিকে ডিক্রিদারেরা ক্রমে উদ্যোগ করিতে বাংলাদেশ করিতেছে। তাঁহার উপর আবার গ্রাম সমাজের কাবেদেন। তিনি সীয় প্রবেশে ৩০ হাজার টাকা দেওয়াইয়াছেন। এটী হুলস্থানের পক্ষে মহার উপর হইয়াছে।

এবারার পরাজয়ে পরিবার বদলে পড়িয়াছে। সে দিন মৈত্রিপাড়ের পাহাড় ধসিয়া পড়াতে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি আবার দার্জ্জিলিং হইতেছে।

কেপ্পরেটরেরা অল্পতা মারিষ্ট্রেট ফরেলমাটের নামে নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেট্টি ঘটি, ইষ্টেম্যান, ওটিনিউস, এবং অন্যান্যরা পরিয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন করাতে তিনি সম্পাদকদিগের নামে ফিরা আবার ফেরদার নালিশ হইবার সংকল্প করিয়াছেন।

মোসার সোবিক সাহেব দেশে ফিরিলসহেব পদ পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

অক্টোবরের রাজস্বারে গবর্ণমেণ্টের ১০০ হইতে ৮১ পর্য্যন্ত ৪৩১৪২২৫ টাকা আয় হইয়াছে।

রাউলপিণ্ডি কমিসারিয়েটের একজন কেরাণী ১ লক্ষ টাকা চুরি করাতে গবর্ণমেণ্ট ভয়ঙ্কর হইয়াছে।

পুলিসের রাজপ্রাসাদের কথা সমারাট ওয়াল্ডার্স। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর মাতাল হইয়া পুলিস ষ্টেশনে ও তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে ও তাহার স্ত্রীকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে। ইনি নিজে একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি ঐ জন ডিপার্টমেণ্টে সাহেব ও বাঙ্গালী সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

লাহোরাঞ্চলে [illegible] করিয়াছেন তাহাদের ইংরাজি পড়িতে [illegible] হইয়াছে।

কাবুলের আয়ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দানের সময়ের পরিবর্ত্ত করিয়া রাজাতে ঐ হিসাব বসন্তকালে প্রদত্ত হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা বারইপুর পুস্তকালয়ের একখানি কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩৫০টী শিক্ষিত যুবকের বিশেষ যত্নে এই পুস্তকালয়টী এক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্যোগ ও অর্থের অভাবপ্রযুক্ত অদ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ৮১৯ খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এ প্রকার একটি উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান নিতান্ত বুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া আমাদিগের মনের নানা প্রকার আশার উদ্রেক হইতেছে। কেশবিহারী মহাত্মাগণের এই সকল কার্য্যের সাহায্য সর্ব্বতোভাবে সাধারণ করা উচিত।

ইংরাজেরা সেমরণের স্বামী মরণমানদণ্ড প্রদত্ত করাতে তিনি পুনর্বিবাহের সম্মতি পাইবার নিমিত্ত আদালতাবাদের দ্বারস্থ আবেদন করিয়াছেন। জাষ্টিস মাসক প্রতিবাদীদিগ একজন সাহেব জামার জন্যই আবাতে হত্যা করাতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়াছে।

বিচারী রমাবাই ডিক্রুজ নিবাসী বাবু বিপিন বিহারী দাস বি, এলকে বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। খৃষ্ট ১৫ ই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

শিমলার কণ্ডিসনারিকে পাথেয় স্বরূপ যে টাকা দি [illegible] ছিল চেয়ারম্যান সাহেব তাহা বন্ধ করাতে তাহারা গবর্ণর জেনারলের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

[illegible] এবং, তি বৈকা [illegible] ইংরাজি [illegible] দেওয়ার গমন করিয়াছেন।

[illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। তিনি [illegible] তাহার এক বন্ধুর [illegible] তিনি [illegible] করিতে পারেন তাহা হইতে তাঁহার [illegible] উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া এদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নূতন নূতন কলের সৃষ্টি করিয়া দেশের বিস্তর উপকার করিতে পারেন।

পুলার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও চন্দ্রেশ্বর বসু নামক দুই জন উকিল সপরিবারে মেদনীপুর হইতে নৌকারোহণে বাটী আসিতে ছিলেন। উলুবেড়িয়া আসিয়া তাঁহারা নৌকাখানি একখানি ষ্টিমারের পশ্চাতে বাঁধিয়া দেন। কিন্তু দূর যাইয়া বন্ধন রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। নৌকা খানি জলমগ্ন হইলে ছয় জন আরোহী সপরিবারে জলমগ্ন হয়। তন্মধ্যে বাবু দেবেন্দ্র বাবু বাচিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পরিবারবর্গ ও চেন বাবু এবং তাঁহার পরিবারবর্গের কেহই রক্ষা পান নাই।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রায় বেরিলি নামক স্থানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব উপকূলস্থ বিশাখাপত্তন নামক স্থানে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে কোম্পানিকে আদেশ দিয়াছেন যে যাত্রিদিগের জন্য তাঁহাদের প্রতি গাড়িতে ধূমপানের ও স্নানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কোম্পানীর কাগজের দর।

৪৯৲	" ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১	"	১০১৲
৪৲	" ১৮৭১ (১৮১১) ৯৯৲		
৪৲	" ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১০৪৸০ " ১৮৭৯ (১৮৯৩) } হইতে ১০৫৲		
৪৲	" ১৮৮০ (১৮৯০) রূপে ১০৫৲		
৫	" ১৮৮৭ (১৮৮০)		১০১

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের জীবনে যাহা হয় নাই সাহেব মকাশয়ের কল্যাণে তাহাই ঘটিল. আমরা এই আনু পাইয়াছিলাম তাই এই নূতন কাণ্ডটী দেখিতে পাইলাম। এই সংস্কৃত কালেজের প্রতিষ্ঠাদিনে এইরূপ কথা কহা হয় যে শূদ্র বালক এই কালেজে পড়ি করিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে বিদ্যু শিক্ষিত হইয়া যাওয়াতে শূদ্র বালক এর প্রাবল্যশিকার প্রাপ্ত হইল। তখনে পণ্ডিত [illegible] ন্যায়রত্নের সঙ্গে সেই [illegible] শাস্ত্রকার প্রোণ হইল। সুবেশ্রন্যে ওরাই নামে কাটা বালক পুস্তে [illegible] পড়িতেন। [illegible] ম্যাকডোনাল্ড সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে টৌল গৃহে দীক্ষিত করেন। এই ঘটনের যখন সংস্কৃত কালেজে গবেষণাবিভাগ করার কথা গমন করিয়াছিলেন তখন ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার এই উদ্যমের দীক্ষার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাগ্যে তিনি এখনও সংবাদ-পত্রে এই কথা লিখিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি জানিয়া শুনিয়াও সে কথায় দৃক্‌পাত

করিতেছেন না। কিন্তু আমরা জানি এই নাবালক মহাশয় এক ব্রাহ্মের পুত্রকে সংস্কৃত কালেজে পাঠার্থ ভর্ত্তি করেন নাই। এখন কি বুঝিয়া যে তাহা অপেক্ষা সরস ধর্ম্মাবলম্বী বালককে স্কলে-শিপের দিলেন তাহা ও আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ছোট উদয়পুরের রাজার নাবালক পুত্র বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। পোলিটিকাল আফিসর তাঁহাকে তাঁহার স্বীকৃতাকারী স্থির করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার করিতেছেন।

ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্থিত হইয়াছেন। তিনি সীমাপ্রদেশে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও নিজ স্বত্ব রক্ষার্থ তথায় সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। বেঙ্গল হইতে আরও নূতন সৈন্য তথায় যাইতেছে।

মফঃস্বলের হাকিম দিগের অত্যাচার চির প্রসিদ্ধ। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বেলঘাট নামক স্থানের ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল প্লাউডেন গনপৎসিং নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোককে একটী হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমার মূল সাক্ষীকে গোপনে রাখার অপরাধে অপরাধী করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ ও অসঙ্গত অর্থদণ্ডকরিয়াছিলেন। কমিশনরের নিকটে আপীলে গনপৎ সিং এক্ষণে তাহা মুক্ত হইয়াছেন।

অক্টোবর মাসের মধ্যে কাবুলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। বিলাত হইতে কতকগুলি নূতন সৈন্য প্রেরণের জন্য সাময়িক বিভাগে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতে গুড টেম্পলার নামক স্থানে একটী সভা হইয়াছিল, একজন বক্তা এই সভায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা কি শীত কি গ্রীষ্ম কোন কালেই মদ্য পান না করিলেও চলিতে পারে। তাহা হউক ইহার বিশেষ বিবেচনা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সৈন্যেরা মদ্যপান না করিলে যদি তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এমন হয় তাহা হইলে তাহাদিগেরও যথেষ্ট উপকার হইবে এবং গবর্ণমেণ্টেরও অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

রুসপুরের যুবক মহারাজ যে কেমন ছেলে ছিলেন পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। মহারাজের সাধের হ্রদ হইতে বর্ষে বর্ষে লবণের কর বিশ্বর টাকা আয় হইয়া থাকে। ভারতের কুতপুর গবর্ণর লিটন বাহাদুরের উহাতে দৃষ্টি পড়ে। তিনি লবণ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য একদা মহারাজকে শিমলায় আহ্বান করেন। মহারাজ গমন করিলে পর তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন কি করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন। রাজা কহুত্তরে বলিয়াছিলেন লবণ বিষয়ক প্রশ্নের উত্থাপন না করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

কুষি নামুজের যুদ্ধ আমুর খাঁ অনেকগুলি উচ্চপদস্থ ইংরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কাবুলের বন্দী আমীর ইয়াকুবখাঁকে তাহা মুক্ত করিয়া দিলে আমরও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারেন।

এক্ষণে যে নিয়মে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল কণ্ট্রাক্ট দিবার রীতি আছে তাহার বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হয় বলিয়া ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ইণ্ডিয়া আপীসের উপর এই আদেশ দিয়াছেন যে সকল কণ্ট্রাক্টর অনেক দিন অবধি কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের হস্তেই যেন কার্য্যভার দেওয়া হয়। এরূপ কণ্ট্রাক্টরের অভাবে তাঁহারা কম মূল্যের টেণ্ডার দাতা কেহ কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট দিতে পারিবেন।

আফগানস্থানের সংবাদ।

শুর সাইমেণ্ট মহম্মদের অনুবর্ত্তী সহিত তিনি কথোপকথন করিয়াছেন। আমার এই সময় পক্ষে সমবায় বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেনাপতি রোবার্ট সাহেব সীমান্ত পরিদর্শনের চেষ্টা করিতেছেন।

বোম্বাই গেজেট আফগান হইতে আসা পত্র পরিশোধন আফগানিস্থানে উপনীত হইয়াছেন। তিনি তিনটি ইংরাজের সাধারণী হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে সাধারণ পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কাবুল হইতে উপত্যকাভিমুখে ... সহরী ইউরোপীয় ও ভেদমন্তের মধ্যে ... করিয়া লইয়াছে। এ সকল স্থান হইতে ... নাই।

এইরূপ সময় পাওয়াতে সকল আমীর পরিবার সকলের মন সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমির আবদুর রহমানের পুত্র পরিবারের উপর সামান্য হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পান না। এই জন্য দ্বিতীয় পক্ষীয়ার সাহায্যার্থে একদা অগ্রসর হইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩রা অক্টোবর। অফগানিস্থানের সহিত সীমাসংক্রান্ত খোসামোদের মীমাংসা করিবার কিরূপ প্রস্তাব করেন রাজপুরুষেরা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কেরলার রাজকীয় তরণী ১৪০টী টর্পিডো কামান লইয়া কর্ক নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডনবরের লর্ড মাউন্ট মরিসকে যাহারা হত্যা করিয়াছে তিনি তাহার সন্ধান করিয়া দিলে তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২রা অক্টোবর আলবানিয়ের ডলসিগ্নো নামক স্থানে বিস্তর সন্দিগ্ধ সৈন্য সংগ্রহ করিয়েছে। ইহা পাশা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে জানাইয়েছেন তাহারা যেন তাহাদিগের পরিবারবর্গকে পার্শ্ববর্তী স্থানে লইয়া যায় কারণ ঐ স্থানটী শীঘ্রই উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৪ঠা অক্টোবর। জমীদারের সহিত আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের যে বিরোধ চলিতেছে গত কল্য তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করিবার জন্য নানা স্থানে নানা সভা হইয়াছিল। ডর্ক ও কিলকেনি নামক স্থানে যে দুইটি সভা হয় পার্নেল সাহেব তাহাতে বিদ্রোহ সূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩রা অক্টোবর। ইউরোপীয় রাজপুরুষের সহিত সুলতানের যে যে বিষয়ে খোসামোদ হইতেছে তাহার মীমাংসার কোন সদুপায় স্থির করিবার জন্য তিনি স্বয়ং রাজদূতগণকে পত্র লিখিয়াছেন।

ইংরাজদিগের নাবিকদল কার্টাগো নামক স্থানে যাত্রা করিয়াছে। সেনাপতি সিমর সেটিতে গমন করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩রা অক্টোবর। রুসের মূলস্থান সিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে বসন্তকালের পূর্ব্বে যুদ্ধ যাত্রা করা অসম্ভব। সেনাপতি কফমান টমস্কে প্রত্যাগমন করিয়েছেন।

লণ্ডন ৫ই অক্টোবর। সার হার্বার্ট স্কিয়র ইণ্ডিয়ার উপনিবেশ উপনীত হইয়াছেন।

সিপ্রস নিবাসী অমর্ত্তবিলম্বে ডলসিগ্নো আক্রমণের জন্য রাজপুরুষের সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ই অক্টোবর। আজ ডেমিনিউস লিখিয়াছেন সুলতানের শুভ প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত নহে। রাজপুরুষ যদি তাঁহার বিরুদ্ধে জল যুদ্ধের উদ্যোগ না করেন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তবেই তিনি ডলসিগ্নো পরিত্যাগ করিবেন।

মন্টেনেগ্রো সম্রাট যুদ্ধের আয়োজন করিবার কল্পনা করিতেছেন।

সেনাপতি লর্ডউলসলে স্যাণ্ডহার্ষ্ট নামক স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছেন।

রাজপুরুষেরা কুরস সম্বন্ধে কোন আন্দোলন করিতেছেন না। তাহাতে কন্সটাণ্টিনোপলের সংবাদপত্র সম্পাদকেরা নানা প্রকার কল্পনা করিতেছেন, তুরস্কীদিগের ইচ্ছা অনতিবিলম্বে সমরানল জ্বালিয়া দেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণ সাবধানে থাকা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতেছেন। ইউরোপের সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা কল্পনিত সংবাদ দ্বারা সাধারণদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

লণ্ডন ৬ই অক্টোবর। ইউরোপীয় রাজপুরুষ তুরস্কের পরামর্শক্রমে ইজিয়ান সমুদ্রের প্রধান বন্দর অধিকার ও কনষ্টাণ্টিনোপলে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য তুরস্কের যে জাহাজ আছে তাহার

গতিবিধি বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন। ৩৫০০০ রণতরির অধ্যক্ষকেও এই আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ৮ ই অক্টোবর। ৩০০ সহস্র তুরস্কবাসি পুর্ণ, পাবত্যবাসি খৃষ্টের সাহায্যে লাজিস্তান নামক স্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়া আরগো নামক স্থানে গমন করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। বাণিজ্য সভার হিসাবে গত মাসে ৩৯২০০০০০ টাকার দ্রব্য আমদানী ও ২০০০০০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ৯ ই অক্টোবর। সুলতান বলিয়াছেন ডলসিগ্নোর তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহা ত্যাগ করিবেন তথাচ রাজগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না।

ইংরাজদিগের আর এক দল যুদ্ধ জাহাজ লেভাণ্টে যাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত গ্যালওয়ে ও মেও নামক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ১০ ই অক্টোবর। পুর্ব্বেরা মিণ্টাইট ও তাহার নিকটবর্ত্তী আর চারিটী পল্লীতে ভয়ানক লোমহর্ষণ করিয়াছে। উহারা গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। হিসমথ পাশা ইহাদিগকে শাসন করিবার জন্য দুই হাজার অশ্বারোহী ও ১২ দল বন্দুকধারী পদাতি সৈন্য লইয়া যাইতেছেন।

লণ্ডন ১১ ই অক্টোবর। ডেলিনিউস বলিয়াছেন সুলতান ডলসিগ্নো ছাড়িয়া দিতে সম্মত হওয়াতে অদ্য কাবিনেট সভার অধিবেশন হয় নাই। তুরস্কের বাণিজ্যকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজদিগের পরামর্শক্রমে রাজগণ রণতরি সমূহ স্মির্ণায় প্রেরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণির এই কার্য্যে মত আছে কিন্তু ফরাসী মন্ত্রি-সম্প্রদায় এ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছেন। বিস্তর ডলমেশিয়ার সৈন্য গ্রীসে উপনীত হইয়াছে। মণ্টিনিগ্রোর অধিকার মধ্যে যে সকল আলবানীর অধিবাসী ছিল উহারা তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১১ ই অক্টোবর। রুশ সম্রাট পীড়িত হইয়াছেন।

পুর্ব্বেরা ১৮০ টী পল্লীতে হত্যাকাণ্ড করিয়া নিরস্ত হইয়াছে।

কেপটাউন ১১ ই অক্টোবর। ১০ ই অক্টোবর বাসুতোরা নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহারা এরূপ ঘোর তর যুদ্ধ করিয়াছিল যে ইংরাজ সৈন্যগণকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে বিপক্ষেরা প্রতিহত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের ন্যাশনাল সভার সভাপতিরা সাধারণ সভায় বিদ্রোহোত্তেজক বক্তৃতা করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই জন্য পশ্চিম আয়র্লণ্ডে নূতন সৈন্যও প্রেরিত হইতেছে।

লণ্ডন ১৮ ই অক্টোবর। গত কল্য পার্নেল লঙফোর্ডে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ন্যাশনাল লিগ-সভার যে সভ্য বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সভার কার্য্য বন্ধ হইবে না।

লণ্ডন ১৯ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের কৃষকদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গত কল্য একজন জমীদার যখন বেনটি নামক স্থানে যাইতেছিলেন সেই সময়ে এক ব্যক্তি শকট চালককে গুলি করিয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। আয়র্লণ্ডের কেরি নামক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন বেনট্রিতে যাহারা শকট চালককে হত্যা করিয়াছে যিনি তাহাদিগের সন্ধান করিয়া দিবেন তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

শীতঋতু প্রথমেই ইংলণ্ডে ভয়ানক কড় হইয়া গিয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ২০ এ অক্টোবর। সুলতান প্রস্তাব করিয়াছেন, মণ্টিনিগ্রোরা ডলসিগ্নো যখন অধিকার করিতে আসিবে তাহার ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে তুরস্কসৈন্যগণ উহা পরিত্যাগ করিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

৯ ই অক্টোবর। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়িতে বদলী হওয়াতে তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী ফরিদপুরের অন্তর্গত বালিয়াপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এম কিশুকন আপাততঃ ১ ম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং খুলনার সবর ষ্টেসনে থাকিবেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হিকেটস সাহেব চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের সবর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল হক চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অযোধ্যানাথ সোম চট্টগ্রামে বদলী হইলেন বলিয়া ১৫ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

হুগলীর সহকারী ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ, বিভারলি যে দিন হইতে কলিকাতায় প্রতিনিধি পুলিষ কমিশনরের পদ ত্যাগ করিবেন সেই দিন হইতে এক মাস বিদায় প্রাপ্ত হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে, ও ডবেসডেকের বিদায় কাল বিশেষিত হওয়াতে তিনি প্রত্যাগত হইয়া যশোহরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১০ ই অক্টোবর। জাফরপুরের সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মোবারক আলী পুরস্কারের এক হাজার পর্য্যন্ত সারণের ও বাবু মুক্তকেশব মুখোপাধ্যায় ২য় আদেশ এক হাজার পর্য্যন্ত বরদাপরগণার এবং বাবু বাণিকলাল পাল জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মজফরপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হাডসন সাহেবের পদে অন্যের নিয়োগ আদেশ হইলে তিনি ১ম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং তমলীর অন্তর্গত মীরাগঞ্জের ভার গ্রহণ করিবেন। ঐরূপ রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর গর সাহেব পরীক্ষার সবর ষ্টেসনে বদলী হইবেন এবং হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর কর্ণিণ; রাজসাহীর সি, এ সাবুএল, ও পাবনার সি, সি কুইন সাহেব প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত হইবেন এবং যে স্থানে এখন রহিয়াছেন সেই স্থানে থাকিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি কমিশনর জে, বিমস হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

হাবরাপরের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গ্রিমলি সাহেব (ইনি এক্ষণে বিদায় লইয়াছেন) ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মধুমতীর ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গ্রেনফিল সাহেব ঐ জেলার সবর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

হাবড়াপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবো সাহেব বেতবাড়ার অনারেরি ভার গ্রহণ করিবেন তিনি ১ম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন এবং সাগরদ্বীপের সবর ষ্টেসনের ভার গ্রহণ করিবেন।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হাডসন সাহেব আপাততঃ ২৪ পরগণায় নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, জে ও ডবেসডে ৫ ই হইতে ১ম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১১ এ অক্টোবর মুরশিদাবাদের বিদায় প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বিজ সাহেব কিছু দিনের জন্য বারভাঙ্গার ভার গ্রহণ করিলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লাইসেন্স টাক্সের কার্য্য হইতে অবসর পাইলে ২৪ পরগণার সবর ষ্টেসনে অবস্থিতি করিবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের কমিশনরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

ও ডেপুটী কালেক্টর এফ ষ্টাটের আমতায় বদলী হইলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এচ মার্টক হাজ বহরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু নিতাইলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল হুগলীর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে শশিহাটে থাকিতে হইবে।

মানভূমের অন্তর্গত পোলিশপুর উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল, শালকরাডের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে সিংহভূমে থাকিতে হইবে।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন এল, এল চট্টগ্রামের মুন্সেফ হইলেন। ইহাঁকেও প্রায় মীরসরাইয়ে অবস্থিতি করিতে হইবে।

বাবু রজনীনাথ রায় এল, এল ফরিদপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইহাঁকে মুন্সফবাজারে থাকিতে হইবে।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবের ন্যায় রামলীলা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের প্রধান উৎসব। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বঙ্গদেশের ন্যায় দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া পূজিত হয় না। কিন্তু দেখিলাম মুঙ্গেরে রামলীলার ন্যায় দুর্গোৎসবেও বিলক্ষণ আমোদ হয়, মুঙ্গের সহরে প্রায় ২০।২৫ খানী প্রতিমা হইয়া থাকে। বিজয়াদশমীতে রামলীলার শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস প্রায় ৫।৭ হাজার লোক লীলা ক্ষেত্রে একত্র হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ স্থানে প্রতিমা গুলি আনীত হইয়া প্রদর্শিত হয়। বহু দূর হইতে দর্শনার্থী লোক আগমন করে, এখানে আর একটী বিশেষ দেখিলাম, এই দুর্গোৎসবের সময়ে এখানকার লোকে কালী পূজা করিয়া থাকে, দুর্গা পূজার ন্যায় কালী পূজাও তিন দিন হয়। আমি দুই তিন খানী কালী প্রতিমা দেখিলাম। সে প্রতিমাগুলিও রামলীলাক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইল। বঙ্গদেশে দেবী পক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষে কালী পূজা হইয়া থাকে। এখানকার লোকের পক্ষাপক্ষ জ্ঞান নাই এবং পক্ষাপক্ষ বিচার করিবার অবসর ও ক্ষমতাও নাই। বচন আছে।

"আত্মিকপ্যাচ্চ বিদ্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি।"

প্রতিমা উৎকৃষ্ট হইলে দেবতা তাহাতে সন্নিহিত হন।

এই বচন প্রমাণ করিয়া বঙ্গবাসীরা প্রতিমার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে যত্নবান হন, সুতরাং বঙ্গদেশের বিশেষতঃ নদীয়ার কারিকরেরা প্রতিমা নির্ম্মাণ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখানকার প্রতিমাগুলির সে প্রকার নির্ম্মাণকৌশল দেখিলাম না, তবে এদেশীয়েরা বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় প্রতিমা সাজাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। এখানকার আর একটী বিশেষ এই, ভদ্রলোকেরা প্রায় প্রতিমা পূজা করেন না, ইতর লোকেরা চাঁদা করিয়া প্রায় পূজা করে।

বৎসর বৎসর রামলীলার অনুষ্ঠান হওয়াতে যে একটী মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত ও কতকগুলি মহৎ উপদেশ প্রদত্ত হয়, আধুনিক আর্য্য সন্তানেরা প্রায়ই তাহার ফলভোগী হন না। ইহাঁরা রামলীলার প্রায়ই তামাসা দেখিয়া থাকেন। রাম ও রাবণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতেছেন এবং বাণ বর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া ইঁহারা আনন্দিত হন; কিন্তু রামচন্দ্র উপস্থিত রাজ্য ও অতুল ভোগসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া যে অদ্ভুত পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্ন যে অকৃত্রিম সৌভ্রাত্রের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন সেগুলি দর্শকদিগের হৃদয়ে প্রায় স্থান প্রাপ্ত হয় না।

রামলীলায় আমাদিগের অনেকগুলি শিক্ষিতব্য বিষয় আছে। দশানন অবলা মধ্য হইতে যখন জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, তখন রামচন্দ্র ভিন্ন না লক্ষ্মণও ছিলেন না। তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন কুটীরে সীতা নাই। এ অবস্থায় তাঁহার অন্বেষণের ও প্রত্যুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া কাপুরুষেরা নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া থাকে কিন্তু রামচন্দ্র হতাশ না হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন এবং সাগরবন্ধন করিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্ধার সাধন করিলেন, ইহাতে যে তাঁহার কি অলৌকিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা অধ্যবসায়শীলতা ও সাহসিকতার পরিচয় হইয়াছে, অদ্যকার প্রতিজ্ঞ অধ্যবসায় ও সাহসহীন আর্য্য সন্তানেরা তাহা কিরূপে বুঝিবেন? ইদানীন্তন আর্য্যসন্তানহৃদয়ে বীরত্ব-বহ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে। রামচন্দ্র ত্রিভুবন-বিজয়ী দশকন্ধরের পক্ষ ছেদন করিয়া যে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন রামলীলা, দর্শকদিগের হৃদয়ে সেই বীররস উদ্দীপন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে কিন্তু সে চেষ্টা নির্ব্বাণ দীপে তৈলদানের ন্যায় বিফল হইয়া যায়। যদি স্থানটা উষ্ণ থাকিত তাহা হইলেও কথঞ্চিৎ আশা থাকিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সে হৃদয়স্থানও হিমালয়ের পাদদেশের ন্যায় একান্ত শীতল হইয়া গিয়াছে।

যে সময়ে ভারতে রামলীলা ও দুর্গা পূজা প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় তৎকালে বীররসের সমধিক আদর ও গৌরব ছিল। আর্য্যেরা তখন নিস্তেজ ও কাপুরুষ হইয়া যান নাই। বীররস তখনও তাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিত। তাঁহারা বীররসপূর্ণ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দর্শন ও বীরমাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ পাঠে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তদানীন্তন আর্য্যসমাজধুরন্ধরেরা বীররসপূর্ণ রামলীলা ও দুর্গোৎসবের সৃষ্টি করিয়া যান। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বীররসোদ্দীপিত প্রভূত হৃদয়ে ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলে স্থান প্রাপ্ত হইবে এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা বীররসাশ্রিত ক্রিয়া আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ দুর্গোৎসব ও রামলীলার উদ্ভাবন করেন, রামলীলায় যেমন রামের বালী অবধি তাড়কা বধ ও চন্দ্রহুড়ের প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বীরত্ব প্রকাশ, দুর্গোৎসবেও সেইরূপ অসুরবধ দ্বারা দেবীগণের বীরত্ব প্রকাশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী কেবল দেবীমাহাত্ম্যে পরিপূরিত। মহিষাসুর বধ, শুম্ভনিশুম্ভ বধ বৃত্তান্ত যখন সম্মুখে পঠিত হয় তখন যে হৃদয়ে বীররসের লেশমাত্র আছে এমন কোন্ হৃদয় নৃত্য করিয়া না উঠে? হায় সে দিন আর নাই! এখন নির্ব্বীর্য্য কাপুরুষ আর্য্যসন্তানদিগের অশুষ্ক হৃদয়ে ভ্রমেও সে ভাবের আবির্ভাব হয় না। যাঁহাদের হিন্দু নামে আস্থা আছে তাঁহারা মনে করেন দুর্গোৎসব গুলির অশ্বমেধ, চণ্ডীপূজা করিলে ও দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভববন্ধন ছেদন হইয়া যাইবে যাঁহারা তামসিক লোক তাঁহারা দুর্গোৎসবে তামাসা দেখেন এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য একটী অপূর্ব্ব কবিত্ব মনে করেন কিন্তু কাহার হৃদয়ে এ ভাবের উদয় হয় না যে আর্য্যবংশীয় বীররসোদ্দীপিত হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনার্থ দেবী মাহাত্ম্য প্রণয়ন ও দেবী পূজা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্ট পাদরিরা মেয়ে স্কুল অনারত করিতে বিমুখ হন না। মুঙ্গেরের রামলীলা ক্ষেত্রে তাঁহারা কয়দিন অধিষ্ঠিত হইয়া বক্তৃতায় বিলক্ষণ খাটা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দেবতা ও মুক্তিদাতা নন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া খৃষ্টের দেবতায় ও মুক্তিদাতৃত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁহাদিগের বক্তৃতার উদ্দেশ্য কিন্তু রামচন্দ্র দেবতা নন বুঝি দেখা হয় কখনও কখন সফল নয়। রামচন্দ্র যেমন ঈশ্বরাংশে জন্ম মনুষ্যস্থিময় শরীরধারী, যীশু খৃষ্টও সেইরূপ শরীরধারী, রামচন্দ্রের চরিত্র যেমন বিশুদ্ধ, যীশুর চরিত্রও সেইরূপ, খৃষ্ট যেমন অল্প কটীতে বহু সংখ্যক লোক ভোজন করাইয়া আপনার ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়া ছেন, রামচন্দ্রও তেমনি পাষাণকে মানবী করিয়া নিজ অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং রামচন্দ্রের দেবতাযোগ্য গুণ অধিক। খৃষ্ট সংসারত্যাগী ও উদাসীন হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে চরিত্র—শুদ্ধি রক্ষা করা কঠিন নয় কিন্তু সংসারে থাকিয়া রামচন্দ্র যে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার দেবোচিত ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহাকে

খ্রীষ্ট অপেক্ষা বড় জ্ঞান হেয় বলিয়া বোধ হইতেছে, খ্রীষ্ট নন তদ্বারা অন্য লোকের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার হইয়াছিল। তিনি মূলে কথা পরিত্যাগ করেন অতএব ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ব্যক্তিদিগের সহিতই তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তদ্ভিন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন চেষ্টা আপাত নয়। অতএব যে সেই সকল লোকের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি না।

পক্ষান্তরে রামচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার স্বদেশ বিদেশ রাজ্যের পণ্ডিত হইয়াছিল। রাজকার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন প্রকৃতি নানাবিধ লোকের সহিত তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হয়। তিনি যে সৌজন্য সহকারে সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেবসদৃশ গুণের পরিচয় হইয়াছে। রাম যথোচিত রাজধর্ম্ম পালন করিয়া যে অনিন্দনীয় বৎসল ভাবে প্রজাশাসন করিয়াছিলেন তাহা "সীতাবাক্য" এই একটী সমস্তপদ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। আজি যদি কোন রাজা সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্য পালন করেন; তাঁহার রাজত্বে প্রজার কোন প্রকার ভয় না থাকে, সেই রাজা রামরাজা বলিয়া নির্দ্দেশিত হন। রাম যে কেমন সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন তাহার কি আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা আছে?

ঈশ্বরের জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি আলোচনা করিয়া দেখিলেও রামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যীশু ঈশ্বরের পুত্র। তিনি কিরূপ পুত্র? তিনি কি ঈশ্বরের ঔরস পুত্র অথবা তিনি সাধারণে সচরাচর মনুষ্যের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অন্য অন্য মনুষ্য যেমন তাঁহার পুত্র খ্রীষ্টও তেমনি কি তাঁহার পুত্র? বাইবেলের মতে ঈশ্বর যদি নিরাকার এবং তাঁহার ঔরস পুত্র হওয়া সম্ভাবিত নহে আর যদি তিনি সাকার হন তিনি যে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় একটী দুঃখী স্ত্রীলোকের দুঃখে দুঃখিত অনুরক্ত হইয়া তাহাদের পুত্র উৎপাদন করেন ইহাই কিরূপে সম্ভাবিত হয়, ইহা সম্ভাবিত, যদি এই অবধারণ করা যায় তাহাতে ঈশ্বরত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে মানব দম্পতির সন্তান হইয়া তাঁহার তিন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম। আগে মায়ের সেই হয় হইবে খ্রীষ্ট তাহার পুত্র তাহার নিশ্চয় নাই কিন্তু যা এই নারায়ণের দল তাহা আগাগোড়া করিয়া তুলিয়াছেন। খ্রীষ্ট দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন না। তিনি ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাইবেল মতানুসারে তিনি মৃত্যুর পর সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া শিষ্যদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রকারদিগের মতে রাম দশ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল কিন্তু রামচন্দ্রকে সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই ইহাতে তাহার অধিকতর দেবত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমরা বলি পাদরি সাহেবেরা রামভক্ত হিন্দুস্থানিদিগের মনে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতার নিন্দা করিয়া মর্ম্মান্তিক বেদনা না দিয়া যদি কেবল এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দেন তাহাতে খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যকতা প্রতিপাদন চেষ্টা না পান এবং অজ্ঞান অন্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন বিপথগামী হিন্দুস্থানিদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বহুতর মঙ্গল হয়। মুঙ্গেরবাসিরা এরূপ মূর্খতাগ্রস্ত অন্ধ তমসে আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে তাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে আত্ম সম্বন্ধে ও সমাজ সম্বন্ধে কিছু মাত্র কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। তাহারা জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নয়, সমাজের উন্নতি সাধন মনুষ্য মাত্রের যে একান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা তাহারা অবগত নহে। তাহারা সমাজের প্রতি এমনি উদাসীন যে তাহারা পরস্পরের দুঃখ দূরে সমদুঃখদুঃখতা প্রকাশ করে না অন্য কথা কি তাহারা নিজের নিজের উন্নতি সাধনে যত্নবান নয়। জ্ঞানলাভ চেষ্টা দূরে থাকুক তাহারা শরীর একান্ত ইন্দ্রিয় দেয় ভোজন ও পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করে না। শরীরমধ্যে তৈলমর্দ্দন, ছাতাপোকে কামড়ায় ও মশাতে দংশন করে সামান্য, ধূলি ধূসরিত অবস্থায় কোন রূপে রাত্রি যাপন হইলেই হইল এরূপ ব্যক্তিদিগকে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়া সৎপথে আনয়ন করিবার চেষ্টাতে যে কি মহোপকার লাভ হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পাদরী সাহেবেরা সে চেষ্টা না করিয়া বিফল চেষ্টা পান তাই তাঁহাদের সকলই অরণ্যে রোদন তুল্য হয় কেহই সে বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয় না প্রত্যুত, উপহাস করে কিন্তু আমরা যেরূপ বলিয়াছি যদি তাঁহারা তাহাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা এবং সদ্নীতি এবং এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দেন তাহা হইলে কেহই বিরক্ত হইবে না বরং অনেকে তাঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণে উৎসুক হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে সন্দেহ নাই অনেকের চরিত্র শোধিত হইয়া সৎপথে প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। মুঙ্গেরে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান, এই উভয় জাতির শাস্ত্রে প্রধান রূপে এক ঈশ্বরের আরাধনার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব পাদরি সাহেবদিগের মুখে সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের বিরক্ত হইবার কথা নাই। পুষ্পদন্ত মহাদেবকে স্তব করিবার সময়ে কহিয়াছেন

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতম
বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে—ইত্যাদি"

তিন বেদ সাংখ্যশাস্ত্র যোগশাস্ত্র পাশুপতদর্শন বৈষ্ণব মত ইত্যাদি ভিন্ন পথ আছে।

এই প্রকার লিখিয়া তিনি কহিতেছেন—

"ঋজু কুটিলনানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব"

কোন নদী সরল পথে, কোন নদী বক্র পথে এইরূপ নানা পথে গমন করিয়া যেমন এক সমুদ্রে গিয়া পতিত হয় তেমনি ঋজু কুটিল নানা পথগামী মনুষ্যগণের তুমি একমাত্র গম্যস্থান।

এক ঈশ্বর প্রতিপাদন ও তাঁহার উপাসনার উপদেশ দান যাবতীয় সংস্কৃত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হরিহরবিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণের রূপ যে কল্পনামাত্র ঐ সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা সে কথাও কহিয়াছেন—

"উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং তত্তদ্রূপোক্তিকল্পনা।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে পাদরি সাহেবেরা খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়া এবং রামাদির নিন্দা না করিয়া সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব জাতির উপাস্য এক ঈশ্বরের যদি আরাধনার উপদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহারা কখনই বিরাগভাজন হইবেন না।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা রামচন্দ্রের উপরে যেরূপ গালিগালা বর্ষণ করেন মুসলমানেরা সেরূপ করেন না। মুসলমানেরা রামলীলা দর্শন ও তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরে মহাপ্রকৃতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মুঙ্গেরের হিন্দুরাও এরূপ মহাকর্ম্মে যোগ দিয়া থাকেন। যেখানে হিন্দু দেবতার সেই খানেই প্রায় মুসলমানদের মসিদ দেখিতে পাওয়া যায়। এ অংশেও মুসলমান ও হিন্দু বিরোধ দৃষ্ট হয় না। দেখিয়া বোধ হয় ঐ উভয় জাতি পরস্পর মৈত্রী সহকারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় কতকগুলি গণ্ডমূর্খ মুসলমান হিন্দুদিগের অবমাননা করিবার উদ্দেশে হিন্দুধর্ম্মের একান্ত বিদ্বেষ ভাবজ্ঞতা প্রকাশ স্থানে করিবার চেষ্টা করিয়া হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন।

উপরে আমরা রামলীলা ক্ষেত্রে যে প্রকার জনতার কথা কহিলাম অন্য অন্য দেশে এ প্রকার বৃহৎ মেলা হইলে কত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা আসিয়া মেলা হইবার পূর্ব্বে দোকান বাঁধিয়া দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে তাহার কিছুই দেখা গেল না। বাণিজ্যের উৎসাহ

দর্শন মেলার একটী প্রধান লক্ষণ, কিন্তু সে লক্ষণ এখানকার মেলায় সামাজিক দেখিলাম না। মুদ্রার সহর ও জিলায় যে কোন বিষয়ে উন্নতি নাই এটী তাহার একটী প্রধান নিদর্শন। এই এক রামলীলা ব্যাপার লইয়াই পত্রখানি বৃহৎ হইল। অতএব অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ মুঙ্গেরের অন্য অন্য বিষয় ক্রমেই সোমপ্রকাশে দেখিতে পাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ।

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের পরীক্ষা করতঃ কতকগুলি মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক রোগী বিবিধ উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের দ্বারা চিকিৎসিত হউন।

১। ধাতু দৌর্ব্বল্য, অসুখ ধুকধুকনী, হস্ত পদাদির কাঁপনী, পুরুষত্বহানী,—ঔষধের মূল্য ৮।

২। মূর্চ্ছা রোগ, বাধক বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা,—ঔষধের মূল্য ৪ টাকা।

৩। পুরাতন বাত, পক্ষাঘাত, গাঁট ফুলা, শরীরের বেদনা,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৬।

৪। কুষ্ঠরোগ, মহাব্যাধি, ধবল, চিত্রাদি,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ১০।

৫। রক্ত অপরিষ্কার, ঘাত, বাত, বাধী,—ঔষধের মূল্য ৬।

৬। পুরাতন জ্বর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৩।

৭। শ্বাস কাশ, বক্ষাকাশ, জয়কাশ, রক্তোৎ কাশ, হাঁপানিকাশ,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৭।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিগণ রোগের বিবরণ সহ মূল্য পাঠাইলে ঔষধ পাইবেন। ডাক দ্বারা ঔষধ পাঠাইতে হইলে ॥০ প্যাকিং চার্জ্জ দিতে হয়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যাধিসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রভৃতি কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা বর্ণনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ১ দুই টাকা
প্যাকিং ৵০ দুই আনা

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শোয়ার মূল্য ... ... ৪ টাকা।
প্যাকিং ... ৵ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে সকল প্রকার দুরারোগ্য শিরোরোগ উপশম হয়। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, খুসখুসি, কেশশূন্য, মস্তিষ্কদৌর্ব্বল্য, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অক্ষমতা, টাক প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া সমূহ নষ্ট হয়। কেশ সকল ঘন, পুষ্ট ও বৃদ্ধি হয় এবং অকাল পক্কতা দূর হইয়া চক্ষু জ্যোতিবিশিষ্ট হয় এবং গায়ে ব্যবহার করিলে ছুলি, পাচড়া ও চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা।
প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিজিয়তা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাসরোগ, অঙ্গভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বাতমূত্রাদি রোগ সমূহ একত্রালীন বিদূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দক্ষবাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং সরেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিকেল কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধ ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১২০ নং বাটী।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

রোগনিস্তরণ। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপূয় ধাতু, আমা রক্তপ্রদর ও দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ২, প্যাকিং ৵০ আনা।

আশুতি সুফল হৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া [illegible] হয়। মস্তিষ্কের উষ্ণতা শোষিত হইয়া শীতলতা, মস্তক সুগন্ধি, মন প্রফুল্ল ও দুর্গন্ধি বাষ্পরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵ আনা।

[illegible] ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া [illegible] হয়। মস্তিষ্কের উষ্ণতা শোষিত হইয়া শীতলতা, মস্তক সুগন্ধি, মন প্রফুল্ল ও দুর্গন্ধি বাষ্পরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵ আনা।

[illegible] ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল, [illegible] হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵ আনা।

[illegible] ইহা ব্যবহারে নিদ্রার ব্যাঘাত একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে [illegible] পড়ে। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵ আনা।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। [illegible] আনা। গ্রাহকদিগের [illegible] পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কবিরত্ন সহকারী কালেজের পুস্তকরক্ষক।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

[illegible] কেশের [illegible] টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়া মস্তিষ্কের শিরোরোগ অন্যান্য ঔষধে নিবারণ [illegible] ইহার বড় শিশি ১৸০ টাকা, ছোট [illegible] ৵০ টাকা।

কণ্ঠরোগোপচূর্ণ।

[illegible] কাশি, শ্বাস, [illegible] ইহার ধূমপানে [illegible] হইবে।

[illegible]

[illegible] প্রশংসা, আরোগ্যপত্র [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৲ [illegible] ৵ আনা।

[illegible] ১৲ [illegible] ৵ আনা।

[illegible] ১৲ [illegible] ৵ আনা।

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং " ২৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১৭ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮০। ১ লা নবেম্বর। { অগ্রিম বাষ্পীয়ে ৪।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৩ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও ক্যাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত ঈপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ ভট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /১ আনা, /১ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

WANTED.

For the district of Balasore an officer with necessary qualifications of a Sub Overseer Public Works Department, and with sufficient practical experience to act for six months on a salary of Rs 50 per mensem during the absence on leave of the permanent incumbent. Applications with Copies of testimonials, will be received by the undersigned up to the 6th November. 80.

Balasore
The 21 October, 1880. } H. G Cocke
Chairman of the
Road-Cess Committee
Balasore.

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ার ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের চর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের নায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা মেডিকেল ষ্টোরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স সিপি ১৷০ আনা। মণ্ডল মূল্যে বিক্রীত হয়, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি এক দিবসে অবশ বপুতে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মীভূতরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীবেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন
সাং শ্রীরামপুর।

সোমপ্রকাশ

১৭ ই কার্ত্তিক সোমবার।

ভুরস্কের বর্ত্তমান অবস্থা।

ভুরস্ক অধিকার করিয়া রুসিয়া সমগ্র ইউরোপ ভাসিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ সকলে আশা করিয়াছিলেন যে ইউরোপের রাজাদিগের মধ্যে ঐক্য বহুদিন থাকিবে না। যখন নানা জাতীয় রণতরি সকল বিপাশা সাগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল, তখনও অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে ভয়প্রদর্শন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যতঃ কিছু করা হইবে না। কিন্তু ইংলণ্ডের সে মতিভ্রম এত দিনে ঘুচিয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন ভাতিবার লোক নহেন, তিনি পদস্থ হইয়াই সুলতানকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। বার্লিন সন্ধিপত্রে তুরস্ক ও গ্রীসের যেরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা হয়, মণ্টিনিগ্রোদিগকে যে সকল অধিকার প্রদত্ত হয়, এবং তুরস্কের শাসন-কার্য্যে যে সকল সংস্কার করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়, সুলতানের গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাহার অনেক অবহেলা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা জানে পড়িয়া পরেও অনেকবার এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। যাঁহারা সুলতানকে সম্বাদের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন, তাঁহারা পাছে তুরস্করাজ্য ভাসিয়া চুরিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারিতেন না; পরামর্শ দাতা করিলে না কি করিব এই বলিয়া তাঁহারা উদাসীন্য অবলম্বন করিতেন। অথচ তুরস্কসম্রাটকে অর্থের দ্বারা সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে হইত। এইরূপে তাহা চলিতেছিল। বার্লিন সন্ধিপত্রে ইউরোপের সকল গবর্ণমেণ্ট একত্র হইয়া আবার তুরস্কগবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অবহেলিত হইতেছিল, গ্লাডষ্টোনমন্ত্রিসভা পদস্থ না হইলে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ সকলের ন্যায় এই সকল পরামর্শও অবহেলিত হইত, কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেব পদস্থ হইয়াই সে ঔদাসীন্য ভঙ্গ করিলেন। তিনি বলিলেন, ন্যায়ের জন্য এবং শান্তির জন্য যে সকল আবশ্যক এবং সমুদায় পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহা তুরস্ককে করিতেই হইবে, নতুবা আমরা বলপূর্ব্বক করাইব, তাহাতে তুরস্করাজ্য যায় যাউক থাকে থাকুক। ইউরোপীয় অন্যান্য রাজা বার্লিন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিজ নিজ সম্মতি জানাইয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সমুদায় রাজাই এবিষয়ে এক হৃদয় হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এইবার তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট শক্ত হাতে পড়িয়াছেন। অনেকদিনের দূষিত প্রথালী সকল বোধ হয় এতদিনে সংশোধিত হইবে; খ্রীষ্টীয় প্রজাদিগের উপর অত্যাচার যে সকল অত্যাচার হইত তাহা বোধ হয় এতদিনের পর নিবারিত হইবে।

পাঠকগণ। বর্ত্তমান লিবারেল মন্ত্রিসভার তুরস্ক সম্বন্ধীয় রাজনীতির বিভিন্নতা দেখিতে পাইতেছেন। কনসারবেটিবগণ রুসিয়ার ভয়ে এত দূর ভীত ছিলেন যে সাহস করিয়া তুরস্ককে কোন কথা বলিতে পারিতেন না বরং তুরস্ককে রুসিয়ার পথ রোধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন। এই জন্য অর্থ এবং লোকবল দ্বারা তুরস্ক গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। লিবারেলগণ রুসিয়ার ভয়ে তত ভীত নন। ইঁহারা যে মূল নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা এই, যে ব্যক্তি নিজ প্রজাবর্গের প্রতি নানা প্রকারে অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ করিতেছে আমরা তাহাকে আমাদের বন্ধু মনে করিতে পারি না, কিম্বা তাহাকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিতে পারি না, যদি করিতে হয় তাহা হইলে সেই সকল অন্যায় ও অত্যাচার নিবারণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। বিশেষ তাঁহার অত্যাচার নিবন্ধন যখন ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা তখন আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারি না।

এবিষয়ে যে সকল জাতির ঐক্য হইয়াছে ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষ শুভচিহ্ন বলিতে হইবে। অতঃপর ইউরোপীয় জাতিদিগের যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইবে তাহাও বোধ হয় এইরূপ সকল জাতির সমবেত বিচার দ্বারা মীমাংসা হইবে। তাহা হইলে যুদ্ধ বিগ্রহের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিবে। যে উভয় পক্ষে বিবাদ হয় তাঁহারা অনেক সময় স্বার্থপরতা বা হিংসা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া অপক্ষপাতে ন্যায় বিচারে সমর্থ হন না। এরূপ স্থলে ঐ প্রশ্ন যদি এরূপ পাঁচ জনের হস্তে দেওয়া হয় যাঁহাদের স্বার্থের সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে ন্যায় পক্ষ রক্ষা হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইউরোপে এই সমবেত বিচার প্রথা একবার বদ্ধমূল হইলে অনেক অত্যাচার উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইবে। যাহারা সবল তাহারা আর দুর্ব্বলদিগকে পীড়ন করিতে পারিবে না; সুলতানের ন্যায় যথেচ্ছাচারী রাজগণ আর প্রজাদিগকে অসহ্য ক্লেশ দিতে সাহসী হইবে না। কারণ ইউরোপে এরূপ বিরাট কোন জাতি আছে, যাহারা অপর সকল জাতির সমবেত বলের সমক্ষ হইবে এই প্রথা দ্বারা জগতের মহৎ কল্যাণ হইবে এরূপ আশা করিতেছি।

আসিয়া দেশে কি এরূপ কোন প্রথা স্থাপিত করিবার উপায় হয় না? বর্ত্তমান সময়ে তিনটী আসিয়ার ভূখণ্ডে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া হইতেছেন। ইংলণ্ড, রুসিয়া ও চীন। দুর্ভাগ্য এই তিন জাতিরই অন্তরে গূঢ় বৈরভাব অদ্যাপি প্রধূমিত হইতেছে। ইংলণ্ডের শঙ্কা হইতে চলিতে ভারতবর্ষের উপর এত অত্যাচার করা হইতেছে। রুসিয়ার মনে হইতেছে আফগানিস্থান পারস্য প্রভৃতি অধিকার করিয়া মধ্য আসিয়ার সমুদায় নিজ হস্তগত করা ইংলণ্ডের ইচ্ছা; রুসিয়া এবং চীনের ত কথাই নাই, তাঁহারা উভয়েই বহুদিন হইতে সমর বেশে দাঁড়াইয়াছেন। এই অস্বাভাবিক চিরবৈরের অবস্থাতে থাকা অপেক্ষা কোন প্রকার সমবেত কার্য্য-প্রণালী কি অবলম্বন করা সম্ভব নয়? অনেকে হয়ত বলিবেন আসিয়াবাসি সকল অসভ্য ও বর্ব্বর, তাহাদিগকে লইয়া সমবেত ভাবে কার্য্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহার উত্তরে বক্তব্য এই ইউরোপে যেমন "গ্রেট পাওয়ার্স" অর্থাৎ প্রধান জাতিদিগেরই সমবেত সভা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ প্রধান জাতিরাই মিলিত হউন। ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ সকল তাঁহাদের মিলিত পরামর্শ অবহেলা করিতে সাহসী হইবে না। রুসিয়া অথবা ইংলণ্ড ত আর অসভ্য বর্ব্বর নহেন, চীনকেও নিতান্ত বর্ব্বর শ্রেণীতে গণ্য করা যায় না। আমাদের বোধ হয় ইঁহাদের তিন বলের মধ্যে সন্ধি বন্ধনের চেষ্টা বিফল না হইতে পারে।

উর্দ্দু ও হিন্দী।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিত ভাষা সম্বন্ধে বহুদিন হইতে একটী গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে। হিন্দি এবং উর্দ্দু এই উভয়ের উচ্চারণ ও ভাষাগত প্রভেদ বড় অধিক নয়। উভয়ের বাক্যের এক বলিলে হয় তবে এক ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের ভাগ অধিক। অপরটীর মধ্যে পারস্য শব্দের ভাগ অধিক। কিন্তু এই উভয় ভাষার বর্ণ স্বতন্ত্র হওয়াতে ফলে একই দেশে দুই প্রকার ভাষা চলিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের আদালতে এতদিন উর্দ্দু ভাষার ব্যবহার হইত, কিন্তু সেখানকার লোকে যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে তাহা উর্দ্দু নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা হিন্দী এবং পঞ্জাবের ভাষা পঞ্জাবী বা গুরুমুখী। বরঞ্চ অতিশয় করিয়া জোধপুর কাশী প্রভৃতি স্থানে বিশুদ্ধ হিন্দী অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে

সংস্কৃত মিশ্রিত হিন্দী শুনিতে পাওয়া যায়। যতই দিল্লী আগরা প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটদিগের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় ততই চলিত হিন্দী উর্দ্দুর আকার ধারণ করে।

একই প্রদেশে এই উভয় প্রকার ভাষা প্রচলিত থাকাতে বালকবালিকাদিগের শিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। দেশের দৈনিক বিষয় বাণিজ্য প্রভৃতির সমাধার জন্য প্রচলিত হিন্দী ব্যবহার হইয়া থাকে সুতরাং বালকদিগকে তাহা শিখাইতে হয়। আবার উর্দ্দু আদালতের ভাষা সুতরাং উর্দ্দুও শিক্ষা দিতে হয়। এইদিকে আবার তাহাদের ব্যাকরণ প্রায় এক। সুতরাং একই ভাষা তাহাদিগকে দুই প্রকার বর্ণমালা দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় পরীক্ষা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, একই শ্রেণীতে হিন্দী ও উর্দ্দু দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আদালত সকলে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে যে কাযেতী হিন্দী প্রচলিত করিবার কথা হইতেছে তদ্দ্বারা এই গোলযোগের নিবারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার মূল যুক্তি এই, আদালত যে প্রদেশে থাকে সেই প্রদেশের লোকে সচরাচর যে ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহে, সেই ভাষাতে বিচারালয়ের কার্য্য চলা ভাল। বিশেষ উর্দ্দু ভাষার বর্ণমালা অতিশয় হীন। অনেক স্বর আছে, যাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বর্ণ উর্দ্দু অথবা পারস্য বর্ণমালার মধ্যে নাই। এই জন্য উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি করিবার সময় পারস্য বর্ণমালাতে অনেক প্রকার বিন্দু, চিহ্ন প্রভৃতি যোগ করিয়া উর্দ্দুর একটী নূতন বর্ণমালা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। দ্রুত হস্তে লিখিতে গেলে এই সকল বিন্দু, মাত্রা ও যুক্তাক্ষরাদি এমন ওড়াইয়া যায় যে তাহাদের মধ্যেভেদ করা অনেক সময় অতি নিপুণ ব্যক্তিদিগেরও পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে. এই জন্য আদালতের অনেক সময় বিঘ্ন থাকে। এক একজন মুন্সী আসিতেছেন এবং এক এক নূতন প্রণালীতে পড়িতেছেন, দুইজন মুন্সীর পড়া এক প্রকার হয় না। একদিকে উর্দ্দু বর্ণমালা লিখিবার যেমন সুবিধা; ইংরাজী অপেক্ষাও বোধ হয় দ্রুত লেখা যায় অপর দিকে এই এক মহা অসুবিধা। কাযেতী হিন্দীতে দ্রুত লিখিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু পাঠের সময় এরূপ গোলযোগ ঘটিবে না।

উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে হিন্দী ব্যবহার করিবার আরও একটু যুক্তি আছে। হিন্দী ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই লোকে বুঝিতে পারে কিন্তু উর্দ্দু অনেক স্থলের লোকে বুঝে না। বহুল পরিমাণে হিন্দী শিখিবার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের সহিত বিষয় বাণিজ্যাদিতে যত হইবার সুবিধা হয়। বালকদিগকে আর উর্দ্দু বর্ণমালা শিক্ষা করিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না। ইহার বর্ণমালা এমন রচনা যে পঞ্জাব প্রদেশের অনেকগুলি ভদ্র ইংরাজ ও দেশীয় লোক ইংরাজী অক্ষরে উর্দ্দু লেখার রীতি প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যদি উর্দ্দুই শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে ইংরাজী অক্ষরে লিখিবার প্রথা প্রচলিত করা ভাল।

বিহারবাসীদিগের হীন অবস্থা তাহার কারণ ও প্রতীকারের উপায়।

বিহারবাসীরা যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আছে, যাঁহারা সেই অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। এই কারণে আমরা সেই অবস্থার বোধক কয়েকটী প্রমাণ সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের অগ্রে উপস্থিত করিতেছি। প্রথম, এই বিহার প্রদেশ আসাম অঞ্চলের চা-ক্ষেত্র ও মরিসস্ ও ত্রিনবাদ প্রভৃতি উপনিবেশের কুলি সংগ্রহের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতার মাত্রা অধিক। ইহারা নিতান্ত নিরুপায় না হইলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে যায় না। বাঙ্গালা দেশই ইহার প্রমাণ। বঙ্গদেশে যে কোন ব্যক্তি হউক, কোন রূপে তাহার অন্ন সংস্থান হয় করিয়া অন্যত্র গমন করে না। বেহারে এরূপ লোক অনেক আছে, কোন রূপে তাহাদের অন্নাভাব হয় না। এই হেতু এখান কার অধিক সংখ্যক লোক ভিক্ষোপজীবী হইয়া দূরতর দেশে গমন করিয়া থাকে। ইহা বিহারবাসীদিগের হীনাবস্থার এক প্রধান প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ ইহাদের বাস, আহার ও পরিচ্ছদ পরিধান প্রণালী। ইহারা অতি সামান্য রূপে অপরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়া থাকে। সেই গৃহগুলি গো মেষ শালার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। তাহাদের আহারীয় দ্রব্য অতি ঘৃণিত। পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও নিকৃষ্ট। একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া অনেক দিন যাপন করে। সেই পরিচ্ছদকে মূর্ত্তিমতী হীনাবস্থা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

তৃতীয়, ইহাদের ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই বোধ হয়। শোভার ইহা হউক অনিষ্ট হউক তাহারা তাহা বুঝে না, তাহাদের নিকট ইহা একই হইল। এই দুরবস্থা অন্যান্য সকলের হীনাবস্থার অপর প্রমাণ।

চতুর্থ, তাহাদিগের কথা ভাল ব্যবহার জ্ঞান ও বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই। কখন কাহা যেন তাহাদের মুখে লাগিয়া আছে। যাহাদিগের ব্যবহার উচ্চ হয়, তাহাদিগের এরূপ আচরণ হয় না।

এ প্রকার হীনাবস্থার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ বিহারে অতি দীর্ঘকাল অবধি লেখা পড়ার চর্চ্চা নাই। যে কোন সমাজ হউক, যদি লেখা পড়ার চর্চ্চা না থাকে সে সমাজ ক্রমে মূর্খ হইয়া পশুবৎ হইয়া যায়। মূর্খতা হীনাবস্থার প্রধান কারণ। নিরক্ষর লোকেরা প্রায়ই অলস ও অপদার্থ হইয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যাহার বুদ্ধি না থাকে, সে উৎসাহ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহার পরিশ্রম পশুর পরিশ্রমের ন্যায়; অপরে যতক্ষণ খাটাইয়া লয়, ততক্ষণ খাটিতে পারে, না খাটাইলে খাটিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি কতকগুলি জাতি হিন্দু সমাজের প্রধান। যাহারা যে সমাজের প্রধান, তাহাদিগের যদি উন্নতি না থাকে, অপর শ্রেণীর উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের প্রধানেরা উন্নত হইলে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অপর শ্রেণীর উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। ভদ্রলোকদিগের কার্য্য ব্যবহার দৃষ্টান্তস্বরূপ করিয়াও অপর শ্রেণীর অনেক শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ জাতি বিহারবাসীদিগের শীর্ষস্থ তাঁহারাই একান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আছেন। না আছে তাঁহাদিগের লেখা পড়া শিক্ষা, না আছে তাঁহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, না আছে তাঁহাদিগের সৎ ও প্রশস্তা জীবিকা; সুতরাং মানুষ যে যে গুণে উচ্চ হইয়া থাকে, তাহার অনাটন একটী গুণও তাঁহাদিগের ঘটে দৃশ্যমান হয় না। আমরা ইহার একটী প্রমাণ দিতেছি। মুঙ্গেরের মাসী সীতাকুণ্ডের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর পাণ্ডা আছেন। তাঁহাদের অন্য কোন জীবিকা নাই। তাঁহারা অন্য কোন কার্য্য করেন না, কেবল যে সকল যাত্রী সীতাকুণ্ড দর্শন করিতে যায়, তাহাদিগের নিকট যে কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই তাঁহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যাহারা ও তাঁহার নিকটবর্ত্তী তাঁহাদিগের কি কখন সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়? অধিকাংশ ব্রাহ্মণদিগের এরূপ অবস্থার হইয়াছে। যাহারা চাকরি করে, তাহাদিগের লেখা পড়া জ্ঞান ও বুদ্ধির চর্চ্চা না থাকাতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয় না। তাহারা পাচক, খানসামা, কনষ্টেবলি, বিপাহিগিরি ও আর্দ্দালিগিরি, করিয়া জীবন যাপন করে। তাহাতেই চিরকাল সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। সন্তুষ্ট না থাকিয়াই বা কি করিবে? তাহারা যে উন্নতোন্নতি বিধান করিবে, তাহাদিগের সে ক্ষমতা কোথায়? সে পথই বা কোথায়?

[illegible] যে সকল মধ্যবিত্তাপন্ন লোক আছে, তাহারা [illegible] তুরি যোড়ের সম্বতি আছে বটে কিন্তু তাহাদিগের দ্বারাতে সমাজের কোন উপকার হয় না এবং ধনিগণ দোষ হয় অত্যুক্তি দোষ স্পর্শ করে না। তাহারা ব্যবহার সম্বন্ধে অত্যন্ত-পথে নিতান্ত [illegible] উঠে। পথের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি [illegible] সমসর হয় না। বিহারে যে সকল [illegible] থাকেন, তাঁহারাও প্রায় আত্মম্ভরি। [illegible] নিজ নিজ প্রভার ও পরিবেশিগণের সুখ [illegible] ছাস রোধ করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা নাই। এরূপ অবস্থায় বিহারবাসিদিগের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি?

নীলকরেরা আবার অন্য উপায়ে বিহারের অপকার করিয়াছেন। তাঁহারা বিহারের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ভূমি কব্জিয়ত করিয়া লইয়াছেন। তাহার লাভ [illegible] করিয়া থাকেন। আমরা শুনিতে পাই, এক এক পৃষ্ঠপাল খরচ খরচা বাদে ৬০। ৭০ হাজার বা লক্ষ টাকা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহাদের দেশ, যাহাদের জন্মভূমি, তাহারা ভাল [illegible] হবে পাকুক, অতি অধম অবস্থায় উদর পুরিয়া খাইতে পায় না; আমরা শুনিয়াছি, এক একজন নীলকরের কুঠীর অধীন ১০। ১২ হাজার বিঘা ভূমিতে নীল হইয়া থাকে। প্রজারা যদি ঐ সকল ভূমির জমিকার্য্য করিতে পাইত, তাহারা কি উন্নতিশালী হইত না? আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, প্রজারা নীলকে তাহাদিগের অবনতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকে। যে যে কারণে প্রজারা নীলকে আপনাদিগের অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা এই—

প্রথমতঃ নীলকরেরা আপন আপন ভূমিতে মজুর খাটাইয়া নীল উৎপাদন করে। তাহাতে দেশের অধিকাংশ লোকই মজুর হইয়া গিয়াছে। তাহারা যে মজুরি হইতে মুক্ত হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিবে, তাহার যো নাই। তাহারা শিকলবদ্ধ পশুর ন্যায় নীলকরদিগের অর্থবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ দেনা পাওনার স্রোত চলিতে থাকে, যে কোন কালে তাহার বিরাম হয় না। তাহারা মজুরিও [illegible] না, যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া [illegible] নীলকরের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবে। তাহাদিগকে কষ্টমস্ত খাটনী খাটিতে হয়, তার [illegible] তাহাদের যে কিছু বুদ্ধি আছে তাহার প্রায় [illegible] এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহাদিগের অপকারিতার ক্রমে চূড়ান্ত হইয়া উঠে। উহাদিগকে নীলকরের এক প্রকার ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আবার যে সকললোকের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি আছে, নীলকরেরা তাহার কতকভূমিতে নীল উৎপাদন করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া থাকে। যাহার গরু ও লাঙ্গল না থাকে, নীলকরেরা তাহাদিগকে ঐ দুই বস্তু কিনিয়া দেয় এবং তাহাদিগকে টাকা কড়িও যখন দিয়া থাকে। তাহাদিগকেও পাকে প্রকারে নীলকরের ক্রীতদাস হইতে হয়। তাহারা অন্য নীলের ভূমিতে চাস না দিয়া আপনাদিগের অন্য অন্য ফসলের জমীতে চাস দিতে পারে না। রোদ কম তাহার ক্ষেত্রে যে হইয়াছে এবং তাহাকে যে জমীতে নীল উৎপাদন করিতে হইবে, তাহাতেও যো হইয়াছে; কিন্তু সে অন্যে নীলের ক্ষেত্রে চাস না দিয়া অন্য ফসলের জমীতে চাস দিতে পারিবে না: সুতরাং সে নিজ ভূমিতে সময়ে চাস দিতে না পারাতে শস্যোৎপত্তির বড় ব্যতিক্রম ঘটে।

এখন পাঠক দেখুন কৃষকের দুই প্রকারে ক্ষতি হইতেছে। প্রথম, তাহার নিজের জমীর কিয়দংশে নীল উৎপাদন করিয়া দিতে হয়, তাহাতে তাহার এক অংশে ক্ষতি হইল অর্থাৎ তাহাকে যদি সে জমী নীলের নিমিত্ত দিতে না হইত, সে তাহাতে নিজ মনোমত শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইতে পারিত, তাহার সে লাভ ক্ষতি হইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ তাহার অধিকৃত অন্য শস্যের জমীতে সময়ে চাস দিতে না পারাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিল না, তাহাতেও ক্ষতি হইল। কৃষকের আর একটী ক্ষতি এই, নীলকর কৃষক দ্বারা যে শস্য উৎপাদন করে, তাহার যথোচিত মূল্যই দিয়া থাকে; কিন্তু কৃষকের তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ লাভ ঘটে না। নীলকঠীর আমলা চাপড়াসী ও বাগিদকার প্রভৃতির উদরে তাহার অর্দ্ধেক প্রায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এটীও কৃষকের একটী মহৎ ক্ষতি। ইহা তাহার উন্নতির বৃহৎ প্রতিবন্ধক। সে নীলকরের প্রদত্ত অর্থের লেখা মুড়া গাদ দিয়া যাহা পায়, তাহাতে পরিবার ভরণপোষণ হয় না। অতএব তাহার সংগতি হইবার সম্ভাবনা কি? অর্থ-সংগতি ব্যতিরেকে কে কোথায় কাহাকে উন্নত হইতে দেখিয়াছেন?

কৃষক ও মজুর ভিন্ন নীলকরের আর এক প্রকার ক্রীতদাস আছে। নীলকরেরা নীল বহাইবার নিমিত্ত গাড়ির বাহন রাখে। যাহারা একবার বাহন লয়, তাহারা আর কস্মে নীলকরের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হয় না। নীলকরের যখন প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাকে আপনার কাজ ফেলিয়া ও কাজের ক্ষতি করিয়াও আসিতে হইবে। তাহার ঘাড় মুখ নাড়িবার যো থাকে না। নীলকর দাদনরূপ কীলক দ্বারা তাহার ঘাড় মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীলকরেরা বিদেশীয় লোক, তাহারা কিরূপে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল? কিরূপেই বা এক একজন ৮। ১০ হাজার বিঘা ভূমি হস্তগত করিয়া লইল? পাঠক ইহার অনেক গুলি কারণ আছে। আমরা উপরেই বলিয়াছি জমিদারের প্রজার প্রতি স্নেহ নাই। বিহারের অনেক জমিদারই অজ্ঞ তাঁহারা সাহেব দেখিলেই মনে করেন, তাহারা (সাহেব) দেশের কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। মাজিষ্ট্রেটেরা নীলকরের মাতব্বর তাই। নীলকর মাজিষ্ট্রেট ও গবর্ণমেণ্ট তিনিই এক; একে তিন; তিনে এক। জমিদারেরা নীলকরের বিষয়ে প্রায়ই অজ্ঞতা মূলক এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া পড়েন; সুতরাং নীলকর নীলের নিমিত্ত জমি চাহিলে জমিদার প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসী হন না। তিনি যেন বাধ্য হইয়া নীলকরের প্রার্থিত ভূমি তাহাকে দেন। নীলকরের ভূমি পাইবার আর একটী কারণ এই, কোন কোন জমিদার প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করা কষ্টকর কার্য্য বিবেচনা করেন, সুতরাং নীলকরেরা ভূমিপ্রার্থী হইলে সেই সেই জমিদার আপনাদিগের লাভ মনে করিয়া প্রজার সহিত ভূমি নীলকরকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাঁহারা দুটী লাভ গণনা করিয়া থাকেন। প্রথম, এককালে কিছু অর্থ লাভ হইল। দ্বিতীয়, প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার যে কষ্ট ছিল তাহা দূরগত হইল। আবার কোন কোন জমিদার ঋণগ্রস্ত হইয়া নীলকরকে ভূমি দিতে বাধ্য হন। বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় বিহারবাসিদিগের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ নাই। তাহারা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ দোল দুর্গোৎসব বিবাহ অন্য কোন পর্ব্বে ব্যয় করে না তাহারা এক বিবাহে অসঙ্গত ব্যয় করিয়া থাকে তাহারা প্রায়ই সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নীলকরকে জমী দিয়া অর্থ লইয়া সেই ঋণ পরিশোধ করে। এতদ্ভিন্ন কোন প্রকার ভাল ভূমি দেখিলে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাও নীলকরের একটী রোগ আছে। গরিব প্রজারা নীলকরের সহিত মকদ্দমা করিয়া জমীর উদ্ধার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা মনোদুঃখে মনে নির্ব্বাচন করিয়া মৌনী থাকে। নীলকর স্বচ্ছন্দে সেই ভূমি ভোগ করে। এই গুলই নীলকরদিগের ভূমি হস্তগত হইবার প্রধান কারণ।

অহিফেনের চাসও বিহারি প্রজাদিগের অবনতির যে কারণ নয়, তাহা বলা যায় না। এত সংক্রান্ত যে এক দাদন প্রথা আছে, তাহা প্রধান

প্রজার কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা হরণ করা হয়। দরিদ্র প্রজারা আপাততঃ কষ্ট দূর হইতেছে দেখিয়া দাদন লইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা ইচ্ছামত নিজ নিজ ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা বিহারবাসী কোন কোন প্রজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে ভূমিতে অহিফেন উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের যে লাভ হয়, সেই ভূমিতে আলু দিলে তাহাদিগের অধিক লাভ হইতে পারে। কৃষক পুই হইয়া বলিল, এক কাঠা ভূমিতে অহিফেন উৎপাদন করিয়া ৪৷০ । ৪৸৷০ টাকা লাভ হয়; কিন্তু ঐ এক কাঠা ভূমিতে আলু দিলে ৬। ৭ টাকা লাভ হইয়া থাকে। অহিফেনের দাদন প্রথা নীলের দাদন প্রথার ন্যায় বলপ্রকাশের প্রথা নয় বটে; কিন্তু প্রলোভন প্রথা। গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের ন্যায় জুলুম করেন না সত্য; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিরা যে জুলুম করে না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। একজন জমীদার আমাদিগকে বলিলেন, তাঁহার প্রজাগণের ইচ্ছা নাই যে অহিফেন উৎপাদন করে; কিন্তু কর্ম্মচারীরা ছাড়ে না। তিনি একথাও কহিলেন, অহিফেনের উৎপাদন যোগ্য কোন কোন ভূমিতে তাঁহার কোন কোন প্রজা ধান্যের চাস করিয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছা এই যে ধান্য উৎপাটন করিয়া তাহাতে অহিফেন বীজ বপন করা হয়: কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাষ স্বয়ং সে কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অভি প্রায় জমীদার স্বয়ং ঐ কার্য্য করেন। কলতঃ গবর্ণমেণ্টের এই দাদন দিবার প্রথাটী আমাদিগের কণ্ঠের কর হইতেছে না। প্রজাদিগকে এখন যে লাভ দেওয়া হয়, তাহাও অনর্থমূলক। গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিক্রয় করিয়া স্বয়ং যে লাভ করেন, তাহাকে অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া উচিত।

বিহারী প্রজাদিগের দীনাবস্থার স্বরূপ, তাহার প্রমাণ ও কারণ নির্দ্দেশিত হইল, এক্ষণে তাহার প্রতীকারের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। বিহার বাসিরা অতি নির্ব্বোধ। তাহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতাই তাহাদিগের দারিদ্র্যের মূল। যাবৎ তাহাদের বুদ্ধির উন্মেষ, উদ্যম, তীক্ষ্ণতা ও চতুরতা না হইতেছে, তাবৎ তাহাদের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি পশুদিগের ন্যায় কেবল জড়তাদিগুণ কর্দ্দমাদি স্থূলসিক্ত গুণে পরিপূরিত হইয়া আছে। ইহার উন্মূলন ব্যতিরেকে মঙ্গল নাই। উন্মূলনের উপায় কি? বহুল পরিমাণে বিদ্যা চর্চ্চাই এক মাত্র উপায়। গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক যত্ন ও বিশিষ্ট মনোযোগ ব্যতিরেকে যে উপায় সাধিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বঙ্গদেশের বিহারের ন্যায় প্রথমতঃ শিক্ষানুরাগ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট তত অর্থ ব্যয় করিয়া সেই শিক্ষানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও মেডিকাল কলেজ যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে তথায় ছাত্র জুটিত না। এই নিমিত্ত ঐ ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের আকর্ষণার্থ মাসিক বৃত্তি (ষ্টাইপেণ্ড) দিবার ব্যবস্থা করা হয়। বিহারেও প্রথমে ঐরূপে শিক্ষানুরাগ বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এস্থলে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট বিহারিদিগকে ইংরাজী শিখাইয়া নীচ দুরবস্থা করিয়া তুলিতে পারিবেন না। বুদ্ধি চিক্কণ ও সূক্ষ্ম না হইলে ইংরাজী শিক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়। বিহারিদিগের যেপ্রকার বুদ্ধির গতি দেখা যাইতেছে; ৩। ৪ পুরুষ ক্রমাগত লেখা পড়ার চর্চ্চা করিলে তাহার পর বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়া উঠে। তিনি ভাষার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্য ইতিহাস ও ধর্ম্মনীতির সহিতের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, তাহাদিগকে অঙ্ক বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রাদির শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। তাহারা আপাততঃ ঐ সকল গ্রন্থের অর্থবোধে সমর্থ হইবে না। অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণিতে যেমন বল প্রয়োগ শিক্ষা বিধি আছে বিহারেও সেই বিধি প্রয়োগ করিতে হইবে। স্থানে স্থানে বিজ্ঞ হিন্দি ভাষার পাঠশালা হউক এবং এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দেওয়া হউক, যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে ঐ ঐ পাঠশালায় পড়িতে না দিবেন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন। ঐ পাঠশালায় অধ্যয়নার্থী ছাত্রদিগের নিকট হইতে সামান্য মাত্র বেতন গ্রহণ করিতে হইবে: বিহারিরা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদিগকে বিনা বেতনে পড়াইতে হইবে। পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমীদারদিগের নিকটে ও মিউনিসিপালিটীর নিকটে সাহায্য গ্রহণ করা হউক এবং গবর্ণমেণ্ট নিজেও সাহায্য দান করুন।

মুসলমান রাজারা যাহা হউক কিছু করিয়া গিয়াছেন, প্রজার বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায় করেন নাই। তাঁহাদিগের ঈশ্বরপ্রদত্ত অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতা বিহারী প্রজাদিগের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকিত। আমাদের স্বাধীনতা গবর্ণমেণ্ট কি উপায় করিয়া তাহাদিগকে চিরকাল ইংরাজ প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত রাখিবেন? আমরা মহামান্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করি, মুসলমান রাজত্বের রাজকার্য্যে প্রজার শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আদর্শ না হইয়া মহারাজ নির্ব্বিশেষে চরিত্রে ইংরাজদিগের আদর্শ স্থল হউক।

প্রভাসাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাৎ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

সেই বালক বিনীত প্রজাদিগের শিক্ষা দান রক্ষণ ও ভরণ পোষণ হেতুই প্রকৃত পিতা ছিলেন, তাঁহারা কেবল শিতারা জন্মদাতা মাত্র ছিল। অর্থাৎ বিনীত প্রজার পিতৃ কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট প্রজার পিতৃ স্থানীয়। অতএব বিহারী প্রজাদিগের শিক্ষাভার স্বহস্তে গ্রহণ করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা উপরে নীলকর ও প্রজার যে অনিষ্টকর সম্বন্ধের কথা কহিলাম, তাহারও নিষ্পেষণ করিয়া সুব্যবস্থা করা বিধেয়।

অযথোপার্জ্জিত অর্থ।

কতকগুলি লোকের মুখে সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে রাজশাসন করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মরক্ষা দেখিয়া চলা যায় না। স্বার্থবিশেষে ন্যায় বা কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইলেও অধিক লাভের গণনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। কেবল চিন্তাধিকীন সামান্য লোকের মুখেই যে এরূপ কথা শুনা যায় তাহা নহে, অতি বিজ্ঞ সমাজ হাওলীবিজেতারা অনেক সময়ে এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন এমন কি গ্লাডষ্টোন সাহেব যে ভূরস্ত গবর্ণমেণ্টকে নিজ চরিত্র সংশোধনের জন্য চাপাচাপি করিতেছেন তাহাও অনেকের মতে কূটনীতি প্রিয়তা মাত্র। মনের অনেক সাধুভাবকে যেমন অনেক সময় আবিশ্যকবোধে দূষিত করা যায় ইহাও সেই প্রকার ভ্রান্তকল্পনা মাত্র। এই শ্রেণীর লোকের নিকট ধর্ম্মবিষয়ে যোগকাম্য এবং স্বার্থচিন্তাই বৃথা কার্য্য।

চতুর্থাবলম্বন ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর লোকের যুক্তি সকলকেই অধিকাংশ স্থলে ভ্রম প্রমাদ হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অহিফেনের ব্যবসায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক।

চীনের অধিকাংশ নগরে বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বণিকগণ যখন চীনদেশে ভারতবর্ষের অহিফেন বিক্রয় আরম্ভ করে তখন সেই ব্যবসায় নিবারণার্থ চীন গবর্ণমেণ্ট আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অহিফেনের আমদানী রাজবিধি দ্বারা বন্ধ করেন। তাহার পরে ইংরাজ বণিকগণ অগ্রসর প্রস্তাবপূর্ব্বক অহিফেন বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে যখন চীন গবর্ণমেণ্টের বিব্রত হইয়া যখন তাঁহারা ইহা নিবারণের উপায় অবলম্বন করিলেন। ইহার জন্য একজন বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত করা হইল। ইনি বণিকদিগকে চীন ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল এবং অ-

বাপর অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল। ক্রমে এই অহিফেনের ব্যবসায় লইয়া দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল। ইংরাজেরা চীনদিগকে পরাজিত করিলেন এবং এক নূতন সন্ধিপত্র লিখিত হইল। তদ্দ্বারা চীন গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ বণিকদিগকে অধিকতর বিস্তারের অধিকার দিলেন। তদবধি অহিফেন অবাধে চীনদেশে বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ক্রমে চীনদেশের এত লোক অহিফেনসেবী হইয়াছে যে এক অহিফেনের মাশুলের হিসাবে স্বাধীনবর্তী গবর্ণমেণ্টের বর্ষে বর্ষে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে।

ইহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন, যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অস্ত্র খুলিয়া প্রাণহত্যার ভয় দেখাইয়া চীন জাতির গলে বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মূলোর বিষ ঢালিয়া দিতেছেন তাহাতে কি অন্যায় হয়? পাঠকগণ হয় ত অবগত আছেন, এই অহিফেনের ব্যবসায় লইয়া ইংলণ্ডের অনেক লোক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লর্ড শাফ্‌টসবরি প্রভৃতি এই দলে আছেন। আমাদের রাজপুরুষগণ কেবল রাজস্বের ক্ষতি হইবে এই দিকেই দেখিতেছেন কিন্তু এরূপ বলপূর্ব্বক একটী জাতিকে উৎসন্ন দেওয়া কর্ত্তব্য কি না সে দিকে দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না। সকলেই বলিতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের যেরূপ চরবস্থা তাহাতে এ ব্যবসায়টী তুলিয়া দিলে সে ক্ষতি পূরণ হইবে কিরূপে? এই ক্ষতি পূরণের জন্য আবার কোন নূতন করের উদ্ভাবন করিতে হইবে। তাহার অকর্ত্তব্য সুতরাং এ ব্যবসায়টী চীনের মঙ্গল অনিষ্টের কারণ হইলেও ইহা আপাততঃ পরিত্যাগ করা যাইতে পারিতেছে না। এই সকল ব্যক্তিই বিদেশীয় বস্ত্রের প্রতি যে শুল্ক ছিল তাহা তুলিয়া দিবার পক্ষে মত দিলেন। তদ্দ্বারা কি ভারতবর্ষীয় রাজস্বের ক্ষতি হয় নাই? ভারতবর্ষের ত এরূপ দুরবস্থা তথাপি অদ্য একটী যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হউক, সেই সময়ের হইতে অর্থ দিবার উপায় উদ্ভাবন করা হয় কি না দেখা যাইবে। তখন রাজস্বের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, রাজস্ব বৃদ্ধির নূতন নূতন পথা উদ্ভাবন করিতেও বাকি থাকিবে না। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

যদি কোন ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে ধনাগম করিয়া অপরাধ করে তাহা হইলে কি তাহার অপরাধভার আরও গুরুতর হয় না? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি সাহসের সহিত সকল বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ করিতেন এবং যদি তৎপরেও দেখাইতে পারিতেন যে উক্ত রাজস্ব পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের অচল হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও বরং একদিন অপরিহার্য্য প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ দেওয়া শোভা পাইত কিন্তু সে প্রকার করিতে সাহসী হইলেন না; অথচ একটী অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।

অহিফেনের ব্যবসায়ে আমরা লাভবান হইতেছি; এবং ইহার অস্তিত্বে আমাদের অস্তি; হয় ত অধিকতর করভারপীড়িত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি এই কথনা প্রথা রহিত করিবার জন্য চীন গবর্ণমেণ্ট যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ও এতদ্বারা চীনদিগের যেরূপ শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতেছে তাহা স্মরণ করিলে মনে বড় ক্লেশ হয় এবং এই ব্যবসায়কে সাক্ষাৎ নৃশংসতা বলিয়া মনে হয়।

হল অন বণিক এই বাণিজ্যে রত আছেন গবর্ণমেণ্ট কেবল শুল্কের হিসাবে কিঞ্চিৎ রাজস্ব আদায় করিতেছেন; যদি এরূপও হইত তাহা হইলে ধর্ম্মের চক্ষে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এত নিন্দিত হইত না; কিন্তু তাহা নহে; এ ব্যবসায়টী গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। নীলকরদিগের দ্বারে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং অহিফেনের চাষ করেন; বাক্সবন্দি করেন এবং চীনদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। একেত বাণিজ্যকার্য্যে রত হওয়া গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য তাহাতে আবার এরূপ নিন্দনীয় ব্যবসায়।

গবর্ণমেণ্ট হয় ত বলিবেন, এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতেছি নূতন কর দেও। আমরা নূতন কর দিতে প্রস্তুত নই, কারণ আর দিবার সামর্থ্য নাই, অথচ এ ব্যবসায়টী পরিত্যাগ করা উচিত বোধ হয়। গবর্ণমেণ্ট হয় ত বলিবেন যদি রাজস্বের ক্ষতি পূরণ করিবে না তবে ব্যয়সঙ্কোচের দিকে দেখিও না। সে প্রস্তাবেই বা কিরূপে সম্মত হই, সুতরাং বলিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করুন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা দেখুন।

সিমলা গমনের ব্যয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছি যে সকল এদেশীয় কেরাণী বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সিমলা শৈলে গিয়া থাকেন, পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে যে নিয়মে পাথেয় ও অতিরিক্ত বেতন প্রভৃতি দেওয়া হইত, সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা একটী নূতন নিয়ম অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

এরূপ শুনা যায়, গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রী সভার সভ্যদিগের মধ্যে কেবল সর আলেকজণ্ডার আরবুথ নট সাহেব এই প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের পাথেয় দিবার রীতি উঠাইয়া দিলে বরং ক্ষতি নাই; কিন্তু এদেশীয় সামান্য কর্ম্মচারিদিগের অতিরিক্ত আর কমাইলে তাহাদিগকে প্রকৃত ক্লেশে পাতিত করা হইবে।

সিমলা শৈলে গমন প্রথা রহিত হয়, তাহা অনেকের ইচ্ছা; সুতরাং এ বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ হয় তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যে স্থানে হাত দিলে বাস্তবিক ব্যয় সংক্ষেপ হইবে সেস্থানে হাত না দিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট গরিব দুঃখীর শিরেই হস্ত দেন তাহা হইলে অবিচার বোধ প্রকাশ পায়। প্রথম কথা এই, পূর্ব্বে যখন অতিরিক্ত বেতন পাথেয় প্রভৃতি দিবার নিয়ম করা হয়, তখন তাহার যুক্তি কি ছিল। সিমলা বাসের ব্যয় অধিক এই চিন্তাই কি তাহার কারণ ছিল না। কিন্তু ব্যয় বাহুল্যের আশঙ্কাই যদি ঐ প্রকার নিয়ম প্রচলিত করিবার কারণ হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে কাহাদের অতিরিক্ত বেতন পাওয়া কর্ত্তব্য? বৎসরের মধ্যে একবার শীত প্রধান দেশে যাওয়া কাহারও পক্ষে আবশ্যক? তাহাতে কাহারও লাভের অধিক সম্ভাবনা? সিমলা ও অপরাপর পার্ব্বতীয় প্রদেশে দেখা যায় যে সেখানে এদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিক দুর্ম্মূল্য। ইংরাজদিগের সমতল ক্ষেত্রে থাকিতে যে ব্যয় হয় তদপেক্ষা শৈলোপরি অল্প ব্যয় হইয়া থাকে। ইংরাজেরা সচরাচর মাংসেই অধিক আহার করেন। সহরে মাংস যেরূপ দুর্ম্মূল্য পর্ব্বতে পশুর মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন হইবার সম্ভাবনা। তদপেক্ষা নূতন হইবার সম্ভাবনা। সহরে সাহেব দিগকে যে বাড়ী ভাড়া দিতে হয় তদপেক্ষা অল্প মূল্য পর্ব্বতের উপর বাড়ী পাইয়া থাকেন, সহরে থাকিতে গেলে তাহাদিগকে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি ২০০। ২৫০ শত টাকা ব্যয় করিতে হয় পর্ব্বতের উপর ৮০। ৯০ টাকা হইলেই স্বচ্ছন্দে ঘোড়া প্রভৃতি রাখা যায়, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের বেতনাদি হিসাবেও কিছু অর্থ বাঁচিয়া যায়। একখানি ইংরাজী পত্রের সম্পাদক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে একজন উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মিতব্যয়ী হইলে অনায়াসে ১২ বৎসরে ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারেন। যাঁহারা সিমলা গমনের দ্বারা ধনে প্রাণে উভয়দিকে লাভবান হন, তাঁহাদের পাথেয় বন্ধ করিলে অন্যায়াচরণ করা হয় না।

যে নিয়মে এদেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে পাথেয় প্রভৃতি দিবার নিয়ম আছে তাহা যদি অতিরিক্ত বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত করুন কিন্তু এবিষয়ে ভীরুতা অবলম্বন করিলে চলিবে না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে। গবর্ণমেণ্ট যে এবিষয়ে সাহসের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ আমরা

অনেক স্থান তাঁহাদের ভীরুতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা স্বজাতীয়দিগের প্রতি সহজে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। যার সংক্ষেপের এই উৎসাহ নূতন নয়। অনেকে কৌতুক করিয়া ইংলণ্ডকে বলদ পঞ্চানন বলিয়া থাকেন, বলদ পঞ্চাননের অন্য স্থানের গুণাবলীর মধ্যে এই একটী গুণ দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে উঁহার মিতব্যয়ী হইবার বড় উচ্চা হয়। তখন তিনি ঘোড়ার এক্সের দানা বন্ধ করিলেন, একটী সইস ছাড়াইলেন, গো বৎস প্রভৃতির ঘাস কিঞ্চিৎ কমাইলেন। কিন্তু স্ত্রী পুত্রের বেশ ভূষা প্রভৃতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন সেগুলি গৃহস্থের অত্যাবশ্যক ব্যয়। ক্রমে যখন অর্থ গো প্রভৃতি দুর্বল ও কর্ম্মে অসক্ত হইতে লাগিল তখন আবার বলদ পঞ্চাননের দয়া হইল তিনি এক সেরের স্থানে পাঁচসের দানার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন আর মিতব্যয়ি তার কথা মনে থাকিল না। বলদ পঞ্চানন ভারতবর্ষে এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। এক একবার ব্যয় সংকোচের বাতাস উঠে অমনি দুই চারিটী চুনা পুটির প্রাণ যায়; কতকগুলি দরিদ্র কেরাণীর অন্নে হস্ত পড়ে। কিন্তু নিজ পরিবারদিগকে স্পর্শ করিতে সাহস হয় না আবার কিছুদিনের পর একটী কেরাণীর স্থানে পাঁচটী নিযুক্ত হয় দেখিতে পাই।

লর্ড রিপন ধর্ম্মভীরু লোক, তাঁহার প্রতি আমাদের অনেক আশা আছে। তিনি কার্য্য দক্ষতা বিষয়ে অগ্রগণ্য না হউন তাঁহার ন্যায়পরতার প্রতি আমাদের আস্থা আছে। তিনি একটু সাহসের সহিত কার্য্য করেন আমাদের এই মাত্র অনুরোধ

আবগারি বিভাগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে আয় প্রণালী তাহা অতি বিচিত্র। লোকের পানদোষ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দৌর্দ্ধিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; আবার যদি আবগারি বিভাগের আয় কমিয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, যে প্রদেশের আয় কমিয়া যায় সেখানকার কর্ম্মচারিদিগের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন না। কর্ত্তৃপক্ষ চান যে লোকের পান প্রভৃতি কমিবে অথচ গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবে। এরূপ সকলেই জানেন যে পরিমাণে সুরাপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে সেই পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িবে। সুতরাং উভয় উভয় উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিচিত্র কার্য্য-প্রণালী বলিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

পূর্ব্বে যে যে ব্যক্তি ভাঁটী খুলিতে পাইত না। ভাঁটী সকল গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন ছিল; এই প্রণালী অনুসারে কিঞ্চিৎ সাইলেমি দিলে যে সে ব্যক্তি যেখানে সেখানে ভাঁটী খুলিতে পারে। এই কারণে প্রায় সর্ব্বত্রই দেশীয় সুরার মূল্য সস্তা হইয়াছে। সুতরাং অনেক দরিদ্র লোক যাহারা পূর্ব্বে দরিদ্রতা নিবন্ধন সুরাপান করিতে পাইত না তাহারা এক্ষণে পানদোষে লিপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের গৃহবিবাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা এই জন্য আরও নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার যদি এই প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে দেশের বিশেষ দুর্গতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ কি এই পানদোষ নিবন্ধন আপনাদের দেশের লোকের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেন নাই? ইহা কি তাঁহারা জানেন না যে এই পানদোষের ন্যায় ইংলণ্ডের নিম্ন শ্রেণীর দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ নাই। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কোন বিবেচনায় এদেশের দরিদ্র প্রজাদিগকে উৎসন্ন করিবার উপায় করিতেছেন? প্রথমতঃ ধর্ম্মভীরু রাজার পক্ষে রাজস্বের লোভে মহা অনর্থের মূল স্বরূপ পানাসক্তির প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহার উপর যদি সেই আসক্তিকে বর্দ্ধিত করিবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে রাজার পক্ষে নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়।

ইতি মধ্যেই এই অতিরিক্ত পানাসক্ত নিবন্ধন অনেক লোক উৎসন্ন হইতেছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে সর রিচার্ড টেম্পল এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাঁওতালদিগের পানাসক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা অনেক গুণে প্রশংসনীয়। তাহারা সরল নির্ভীক, সত্যবাদী ও সরল। সাঁওতালদিগকে জানেন সকলেই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই জাতি যদি অতিরিক্ত পানদোষ নিবন্ধন হীনাবস্থ হইয়া পড়ে, তাহা অপেক্ষা অধিক শোচনীয় কি? গত বৎসরের রিপোর্ট দেখা যায়, সাঁওতালে পথপার্শ্বে শূকর যত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের বক্তব্য এই ইংলণ্ডে যখন এবিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের দেশেও বর্ত্তমান প্রণালীর সংস্কার করা কর্ত্তব্য। প্রজার উৎসন্ন যাইবার পথ খুলিয়া দেওয়া রাজার পক্ষে উচিত হয় না।

নূতন পুস্তক।

টাকার পথ। শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ নাথ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে টাকার কি উপকার হয়। টাকা উপার্জ্জন করিতে কত কষ্ট হইয়াছে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য চারি আনা।

আড়বালিয়া জ্ঞানবিকাশিনী সভার তৃতীয় বার্ষিক বিবরণ। সভার অধীনে যে যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ইহাতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ব্যবস্থাকৌমুদী। ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অনেক ব্যবস্থা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে; শ্রীযুক্ত হর নাথ তর্কালঙ্কার ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল্য এক টাকা।

বিজন কানন। এ খানি কবিতা গ্রন্থ। পাঠ করিলে লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে উত্তমোত্তম কবিতাগ্রন্থ লিখিতে পারিবেন। যে কিছু সামান্য ত্রুটী লক্ষিত হইল চেষ্টা করিলে তাহাও থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

বিবিধ সংবাদ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নৈনিতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে আলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

রাজা মনুসিং হিতকরি সভার সাহায্যার্থ ২০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

যে পর্য্যন্ত লর্ড রিপণ তাঁহার শরৎকালীন বাসস্থানে অবস্থিতি করিবেন সার জন ষ্ট্রাচি সেই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরেলের মন্ত্রণা সভাপতির কার্য্য করিবেন।

মৃত জেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পালের দ্বিতীয় পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল সিবিল সর্ব্বিস পাঠের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

সিলান দ্বীপে যে সমস্ত ইংরাজ রক্ষিত আছেন বিসূচীকা রোগে অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শেষোক্ত বিস্তর সৈন্য কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কতকগুলি হিন্দু জ্যোতিষির পরিচালন গণনাদ্বারা স্থির করিয়াছেন দেওয়ালি শেষ হইলে ভারতে অতি বৃষ্টি এবং তৎ সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইবে।

উত্তর সিমাবলের গবর্ণমেণ্ট জাতী সকলই নিরস্ত্র করিবার নিমিত্ত তথায় বল প্রয়োগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। কালেক্টরেরাই উহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

মুক্তাগাছা হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন "মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ৺ পারলীয় মহারাণীর পুণ্যার দিবস যখন আপন বিশ্রামভবনে অবস্থিতি

করিতেছিলেন সেই সময়ে কোন একটী ছিন্ন বস্ত্রা অনাথ বৃদ্ধা স্ত্রী একখানি বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ভূপতি মহাশয় সেই বৃদ্ধার দীনতা ও কাতরতা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া একণ আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে যদি ধনী ও ভূমিধারণ [illegible] আমোদে অর্থ ব্যয় না করিয়া এরূপ দীন দরিদ্রদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেন তবে দরিদ্র সমাজ হইতে দারিদ্রতা অবশ্য কিছু না কিছু অপসারিত হইয়া দীন দরিদ্রগণ, অপেক্ষাকৃত সুখী থাকিতে পারে। তিনি তখনই এরূপ অনাথ দিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই ঘোষণা দেন। ঐ ঘোষণানুসারে অষ্টমী পূজার দিবস দুইশতাধিক অন্ধ, আতুর, এবং উপায় বিহীন বৃদ্ধদিগকে বস্ত্র, চাউল, ও পয়সা এবং তিন শতাধিক সাধারণ ভিক্ষুককে চাউল ও পয়সা বিতরণ করিয়া আপন দানশীলতা ও দয়ালুতার বিশেষ পরিচয় দিয়াই যে ক্ষান্ত রহিয়াছেন তাহা [illegible]। তাঁহার পরিচিত যে সকল অন্ধ আতুর ঐ [illegible] উপস্থিত হইতে পারে নাই কি উপস্থিত হইতে যে না তাহাদিগের নিমিত্তও বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন এবং আপন লোকদ্বারায় পাঠাইয়া দিতেও মনস্থ করিয়াছেন। ইনি, একজন দরিদ্রের অবস্থা দেখিয়া অকাতরে এইরূপে বহুল অর্থ বিতরণ করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইনিই প্রকৃতপক্ষে এক জন মহাত্মা ব্যক্তি। ইনি কেবল যে এই মাত্র দান করিলেন এমন নয়। সময়ে সময়ে এইরূপে বহুতর অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। প্রার্থনাকারী ইহার নিকট কখনও বৈমুখ হয় না।

আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি বর্দ্ধিত ভূম্যধিকারী মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ সময়ে সময়ে এইরূপে অনাথ দিগের দুঃখ মোচনে কৃত সঙ্কল্প থাকুন।"

শুনিতে পাওয়া যায় হুগলি ষ্টেসন হইতে নৈহাটির ঘাট পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া এবং খেয়াঘাটের ভাড়ার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেট বদ্ধ আছে। কিন্তু পূজা কিম্বা অপর কোন পর্ব্ব সময়ে ঐ দুই স্থানে পুলিসের পাহারা না থাকায় গাড়োয়ান ও খেয়াঘাটের নাবিকেরা বড় বিরক্ত করিয়া থাকে। গাড়োয়ানেরা অগ্রে আদর করিয়া তুলিয়া লইয়া পরে নামিবার সময়ে দ্বিগুণ ভাড়া চাহিয়া বসে এবং জবরদস্তি করিয়াও লয়। লোকে পাছে বেঙ্গল রেল কোম্পানির ন্যায় এই আশঙ্কায় বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা দিয়া প্রস্থান করে। খেয়ার মাঝিরাও অনেক সময়ে দিগা ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন তিনি যেন এই বিষয়ের একটী ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েন। আমরা রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির রেট-বদ্ধ দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি।

বাগানে চাউল দুর্ম্মূল্য হওয়াতে দরিদ্র লোকদিগের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পেটের জ্বালায় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করাতে ১৯০০ ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে।

কুচবিহারের মহারাজ ও রাণী বর্দ্ধমান হইতে ২৬ এ অক্টোবর কলিকাতায় উপনীত হইলে ১০টী তোপ ধ্বনি হইয়াছিল।

১৫ ই অক্টোবর আহমদাবাদে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। কতকগুলি কৃতবিদ্য যুবক একত্র হইয়া অতি আমোদের সহিত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

১ লা ডিসেম্বর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়ে আটক পর্য্যন্ত খোলা হইবে। রাউলপিণ্ডি পর্য্যন্ত এক্ষণে লাইন খোলা হইয়াছে। পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবার বিলম্ব আছে। কিন্তু শুনে একটী সেতু নির্ম্মাণ ও রেলওয়ের অন্যান্য কার্য্য হইতেছে।

শুনা যাইতেছে তুরস্কের সুলতান আবার এক নূতন মতলব বাহির করিয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় রাজগণের বেশী পীড়াপীড়ি দেখিলে রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়া তাঁদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিবেন। তথাপি রাজগণের স্নেহধরা হইবেন না। পরামর্শ কিছু মন্দ নহে, কিন্তু মরার বাড়া গালি নাই। ইংলণ্ডেরও আর জ্বালার উপর পালার বাড়ি মারাও উচিত নহে।

এইরূপ শুনরব ইংলণ্ড সাইপ্রস দ্বীপ পরিত্যাগ করিবেন।

বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের উপর একটী নূতন আইন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। পুরির জগন্নাথের মন্দিরের একটী বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র আইন হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম নাটোরের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় হাবড়া রেলওয়ের প্লাটফরমের উপর তথাকার পুলিস কর্ম্মচারীকে প্রহার করাতে কমাণ্ডেবল তাঁহার নামে মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন এইরূপ ঘটনা হইবার কারণ এই রাজা কতকগুলি অনুচর বর্গের সহিত হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া একটী স্ত্রীলোকের সহিত রহস্য করিতে থাকেন। কমাণ্ডেবল এইরূপ দেখিয়া তাহার কর্ত্তব্য ও নিয়মানুসারে বিনয় বাক্যে রাজাকে কহিল এরূপ কথাবার্ত্তা কথা এখানে নিষিদ্ধ। তাহাতে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া কমাণ্ডেবলের পরিচ্ছদ ছিন্ন ও তাহাকে যার পর নাই অবমাননা করেন। এক্ষণে রাজা বিচারাধীনে আছেন এবং ২০০ শত টাকা জামিন দিয়াছেন। আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে কেমন সুফল রাজা এখন বোধ হয় যেন বুঝিলেন।

২ রা নবেম্বর শিমলায় সেক্রেটারিয়েট আফিস ভঙ্গ হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। ইহার কিয়দংশ কলিকাতায় ও কিয়দংশ লাহোরে স্থাপিত হইবে।

আমরা গুপ সহকারে পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি বঙ্গ রঙ্গভূমির স্থাপয়িতা ও প্রধান অভিনেতা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শরৎ বাবু একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন অতএব তাঁহার অভাবে রঙ্গ ভূমির বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় পুরুষেরা অনেক সময়ে সন্তরণ বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি একজন ইংলণ্ডীয় রমণীও ইহাতে বিশেষ পারদর্শীতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ক্লাইডের নিকটস্থ ডুনুন হইতে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিয়া ৯০ মিনিটে বুক সাইট হোসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর গ্রাবেট সাহেব হাজারিবাগস্থ স্কুল পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট অফিস সমূহের ডিরেক্টর জেনারেল ২৭ এ অক্টোবর শিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

বোম্বায়ের গবর্ণর কার্ক্সন সাহেব নিয়ম করিয়াছেন যখন তিনি রাজপথে যানারোহণে বা অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবেন তখন গাড়ি ঘোড়া লইয়া কেহ যাতায়াত করিতে পারিবে না। এমন কি লোক জনের গতিবিধি বন্ধ করা হইবে। সাহেবী মেজাজ স্বতন্ত্র।

লাহোরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবর্ণর জেনারেলের বরবার না হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টেলিফোন যন্ত্র আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষেও ইহা প্রচলিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এডিনবরা নগরস্থ আলো ইণ্ডিয়ান টেলিফোন কোম্পানি ইহার প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারা এক ব্যক্তিকে এই কার্য্যের ভার দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন।

ভারতেশ্বরীর ষ্টলণ্ডে গমনাগমন করিতে প্রতি বর্ষে গাড়িভাড়া প্রভৃতিতে প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে একটী কাগজের কল খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহার নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকা ও সংগৃহীত হইয়াছে।

আলজিরিয়া নিবাসী একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সুয়েজ যোজক কাটিয়া লোহিত সাগরের জল ভূমধ্য সাগরে আনয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এইরূপ জনরব যে ব্যারিষ্টার ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের পদে মনোনীত হইয়াছেন।

আমাদের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুর দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দুই জন চিকিৎসকের প্রবর্ত্তনায় তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিবেন বটে কিন্তু ছোটনাগপুর প্রভৃতি পরিদর্শনার্থ গমন করিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট ঢাকা বিভাগ হইতে ২০ জন বোম্বেটিয়াকে ধৃত করিয়াছেন। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১০ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ইহারা ঢাকা ও গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে নৌকা লুট করিয়াছিল।

ছোট উদয়পুরের রাজার মকদ্দমা শেষ হইয়াছে কিন্তু বিচারে কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই কারণ ষাড উড সাহেব আপনার ন্যায় প্রকাশ না করিয়া উহা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ইক্ষুরস ঘর্ষণকরিয়া লইলে যে ছাঁটাংশ (শিটা) অবশিষ্ট থাকে আমেরিকাবাসীরা তদ্দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্য আমেরিকাবাসীদিগের শিল্প নৈপুণ্য।

আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে গোচর করিয়াছি যাঁহারা কিরেণচেষ্টারস্থ কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবেন, আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাঁহাদিগকে ২০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবেন। বাবু অধিকাচরণ সেন এম, এ ও শাখওয়া হোসেন বি, এ ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পারস্যে পশু কিছু অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া তথাকার গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন অতঃপর তথা হইতে পশ্বাদি বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না।

দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ ডাকাইত বাসুদেব বলবন্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা প্রদান করা হয়। এ ব্যক্তি এডেনের জেলে কারারুদ্ধ ছিল। একদা সে কারাগৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করে কিন্তু পুনরায় ধৃত হইয়াছে।

ওমিল উদ্দিন খাঁ গ্লাসগো মেডিকাল কলেজে অধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছেন।

বৈদ্য আবদুল রহমন, বৈদ্য এম, মেহিরউদ্দিন, আবদুল ইলিম এবং তাঁহার ভ্রাতা এম মেরাজউদ্দিন বারিষ্টারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

কলিকাতায় মেরিকের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অন্যান্য আর কেহ উক্ত পদে মনোনীত হইবেন না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যুনোরিয়ন ব্যাঙ্কের জনৈক কর্ম্মচারী বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত "শিক্ষাবিভাগের সংস্কার" সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখাতে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজিকিউটিব কমিটী তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

সওদাগর একজারিনার বদলে সাবারণে জলসিংচনা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন কিন্তু এই সুযোগে কেহ আসিয়া মাইনরে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন।

নৈনিতালের হ্রদ হইতে জল বহির্গত হওয়াতে রামগঙ্গানদীর জলোচ্ছ্বাস হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন বেরেলিনামক স্থানের কিয়দংশ জলপ্লাবিত হইয়াছে, তথাকার অধিবাসিদিগেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

ভগবান বহুদিন হইতে গুলাগোরনৌকি নাম্নী একটী রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার গর্ভে তাঁহার পুত্রাদিও জন্মে। সম্প্রতি তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়াতে তিনি গুলাগোরনৌকিকেই প্রকাশ্যে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিধান সুখ অনুভব করিবার জন্য যুবরাজের হস্তে রাজকার্য্য অর্পণ করিয়া সিভিরিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

মেক্সর ক্যাস্তাগনারি কতিপয় আফগান কর্ত্তৃক হত হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইয়াকুবের উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি দোষী কি না তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিশন বসিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ইয়াকুব খাঁ যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তিনি যে হত্যা করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

ভারতসভার প্রতিনিধি বাবু লালমোহন ঘোষ গত কল্য বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে ইঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য তথায় একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

আমরা এ সপ্তাহে রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের ১২৮৭ সালের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম। এ পুস্তকালয়টীতেও অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা অন্যান্য পুস্তকালয়েরও যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি। ইহাতে এদেশীয়দিগের বিদ্যা শিক্ষার যে বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এরূপ দেশহিতকর কার্য্যের যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

হেনরি নিবাসী ব্লাকবরণ নামক একজন ভূস্বামী একটী বালিকাকে বলপূর্ব্বক চুম্বন করে। আদালতে তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি তাহার ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

গ্লাডষ্টোনের কনিষ্ঠ কন্যা হেলেন নিউহাম কালেজের অধ্যক্ষের প্রাইবেট সেক্রেটরীর কার্য্য করিবার নিমিত্ত ক্যামব্রিজে গমন করিবেন।

মঙ্গপু নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে কারখানা আছে তাহাতে প্রতি সপ্তাহে ২৪ মণ করিয়া অহিনাশক সিনকোনা প্রস্তুত হইয়া থাকে কিন্তু অহের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাতেও কুলান হয় না।

নাগপুরে যে তুলার কল আছে, তাহাতে দিবসে যেরূপ কার্য্য হয় রাত্রিতেও সেইরূপ কার্য্য চালাইবার জন্য উক্ত স্থানের জনৈক ব্যক্তি একটী বৈদ্যুতিক আলো ৩০০০০ টাকা দিয়া ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার অবকাশ সময়ে নাটক রচনা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যে সকল পুস্তক তাঁহার স্বকপোলকল্পিত তাহার কোন কোন অংশ আবশ্যকমতে পুনর্মুদ্রিত করিবার মনাও ইচ্ছা আছে।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে শিলাপুরের গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী চুরীর সংবাদে ঐ বাক্য তাহার প্রতিপোষকতা করিল। কয়েক দিবস গত হইল তথাকার গবর্ণরের টেবিল হইতে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত চেন ও ঘড়ি তাঁহার ২০ মিনিট অনুপস্থিতির মধ্যে অপহৃত হয়। লাট সাহেবের চক্ষের উপর যখন এরূপে কাণ্ড হইল তখন সাধারণ লোকের যে কি দশা হইবে তাহা পাঠকগণ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৫২ জন সেপাহি ও একজন সর্দ্দারের সহিত যে দূত, চীন সম্রাটকে উপঢৌকন দিবার জন্য গমন করেন তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক এবং ২ টী রাজ পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভয়ানক বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের সহিত ঝটিকা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কত দূর অনিষ্ট হইয়াছে অদ্যাপি তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আর্চবিষপ ল্যাথেল সাহেব আটলাণ্টিক সমুদ্রে গমন কালে পুরাণ ও তিনি মহাশয়ের মধ্যে একটী ঘোর যুদ্ধ দেখিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এই এক ঘণ্টা যুদ্ধ হইয়াছিল অবশেষে তিনি মহাশয় নিহত হইয়াছে। তিনি বলেন যে তিনি অনেক সাগরে ভ্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মহাসমুদ্রে কখন এরূপ ভয়ানক যুদ্ধ দেখেন নাই।

বাঁকিপুরে বিহারের জমীদারদিগের

এইবে নূতন কর সংস্থাপন আইনের পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল তাহার মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ইহাতে বিহারস্থ যাবতীয় মহারাজ রাজা ও জমীদার প্রভৃতি উপস্থিত হইবার কথা আছে।

বেথিউন কালেজটী রক্ষার জন্য সম্প্রতি একটী সভা হয় তাহাতে ১৪৬৫০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। মহারাজ ১৮০০০ টাকা চাঁদা দিবেন বলিয়াছেন।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী এরূপ বোধ হয় কোন ধর্ম্মাবলম্বীই নয়। মুরাদাবাদের সব জজ মৌলবী সামিউল্লা খাঁ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। যে সকল মুসলমান ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাদিগের উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটী মসজিদ ও কবর দিবার জন্য ভূমী ক্রয় করিবার নিমিত্ত তিনি তথায় একটী সভা করেন। এই সভা হইতে ৬০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। পাঠক! মুসলমানেরা কেমন ধর্ম্মরক্ষা করিতে জানেন। ইহারা বিলাতে বিহার নির্ম্মিত নিজ ধর্ম্মমন্দির স্থাপনে ব্যস্ত, কিন্তু হিন্দু যুবকগণ আপন আপন পূর্ব্ব গৌরব মনীতে বিসর্জ্জন দিয়া বিজাতীয় সাহেব হইবে ও ইউরোপীয়ের প্রসাদ পাইবে তাহার জন্য ব্যস্ত।

লর্ড লিটন যখন গোপাল মোহন সরকার মহাশয়ের কার্য্য দক্ষতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি উপঢৌকন স্বরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত ঘড়ি ও চেন প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার খনরক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

সোণাপুর পোষ্ট আফিস গৃহের দুর্দ্দশা দেখিলে বোধ হয় ইহার মা বাপ নাই। গৃহখানির চাল শত-ছিদ্রবিশিষ্ট। রৌদ্র ও বৃষ্টি প্রভৃতি হইলে পোষ্ট মাষ্টার বাস্ত হিয়া পড়েন। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু সোণারপুর পোষ্ট আফিস সম্বন্ধে পরিদর্শকগণ বোধ হয় কাণে তুলো দিয়া বসিয়া থাকেন। পোষ্ট মাষ্টারদিগের বেরূপ দায়িত্ব এবং সে পদে যেরূপ বিপদ বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কর্ম্মচারীর এরূপ নহে। সাধারণ লোকের সংস্কার পোষ্ট আফিসে বিস্তর টাকা কড়ি থাকে, এই নিমিত্ত চৌর্য্যাদি উপদ্রবের আশঙ্কাও পদে পদে। এই জন্য পোষ্ট মাষ্টারগণ এক একটী লোহার সিন্দুকও পান। কিন্তু গৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা তাহাতে পোষ্ট আফিস গৃহে সিন্দুক রাখা আর বনাইয়া রাখা সমান। টাকা কড়ি চোরে যাইলে অথবা বৃষ্টি পড়িয়া কাগজপত্র নষ্ট হইলে যখন তাহাকে সমূহ বিপদাপন্ন হইতে হইবে তখন কেন যে তাঁহার গৃহও তদনুরূপ না হয় আমরা তাহারও কোন বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই না, আর এক কথা এই, সোণারপুর পোষ্ট মাষ্টারকে যেরূপ কষ্টসাধ্য খাটুনি খাটিতে হয় তাহাতে তাঁহার বেতনের বিষয়ে বিবেচনা করাও কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। সোণারপুর পোষ্ট আপীস হইতে গবর্ণমেণ্টের যখন বিশেষ লাভ হইতেছে তখন পোষ্ট মাষ্টারেরও কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উৎসাহ দেওয়া যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, অদ্যে এই পোষ্ট আপীস হইতে প্রাতে যেরূপ চিঠি পত্র যাইত এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্ত হওয়তে সাধারণ লোকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। বর্ত্তমান নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রাতঃকালে যদি এতদঞ্চলের পত্রাদি কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারে ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

ক্যাবেণ্ডিস বোর্ডের পূর্ব্ব উপকূলস্থ পণ্ডিচেরিতে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের প্রভাব এরূপ অধিক হইয়াছিল যে সেতুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর সমূহ একেবারে উল্টিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। চারি জন পথিক যাত্রা-ভঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ফ্রেঞ্চম্যানরা এতদ্রূপ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে পণ্ডিচেরির ঝড়ের মৃত্যুর সংখ্যা নানাপ্রকার পরিমাণ হইয়াছে। এক প্রকাশ দুইশত, বাইশতিদের মধ্যে ১০০ মৃত ও পুলোচিরিদের সংখ্যা ২ শত অনেকে কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছে।

নৈনিতালে যে সমস্ত ব্যক্তি ভস্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অসহায়া বিধবা ও অপোগণ্ডদিগের পুত্রদিগের নিমিত্ত অনেকে সাহায্য দান করিতেছেন। বোম্বাইয়ের বি এবং এ হোরমাসজিনাজা দুইটী স্ত্রীলোক ইহার জন্য ১০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রেবরণ্ড নারায়ণ শিপারারী নামক বোম্বাই-নিবাসী জনৈক ব্যক্তি চীন ধর্ম্মার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন চীন দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা এরূপ নিকৃষ্ট যে ভূমণ্ডলে কোন কালে কোন জাতীয় স্ত্রীলোকের এরূপ অবস্থা ছিল বোধ হয় না। পুরুষেরা ইচ্ছা করিলে স্ত্রীগ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারে। চীনবাসিদিগের অপত্যস্নেহও অতি চমৎকার। তাহারা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু পুত্রেরা পিতাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

কোম্পানীর কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ	৯৭৶০	হইতে	৯৭৶০	
" ৪৷৷০ " "	১৮৭০ (১৮৮৪)	১০১৷	"	১০১৷০
" ৪৷০ " "	১৮৭১ (১৮৮১)	৯৬৷৶	"	৯৭৶০
" ৪৷০ " "	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	১০৬		
৪৷০ "	১৮৭৯ (১৮৯৩)		হইতে	১০৬৷
৪৷০	১৮৮০ (১৮৯৩)		কুপণ	১০১
৫	১৮৬৭ (১৮৮২)			১০১৷০

আফগানস্থানের সংবাদ

সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ হিরাটে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার নিকট এক্ষণে তিন দল হিরাটী সৈন্য ও ২০ টী কামান আছে।

বাবু কালিন্দ একজন সর্দ্দার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন আয়ুব যদি তাঁহাদিগের দলে যোগ দান করেন তাহা হইলে শীঘ্রই তাবেদস্থ অধিবাসীগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবে। কারা নামক স্থানের অধিবাসিরা এই নিমিত্ত যুদ্ধ কার্য্য শিক্ষা করিতেছে।

জনা খাইবরের আমীর আসদুল রহমান আকবর খাঁকে লালপুরার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৮ নম্বর সৈন্যদলের একজন উইল্সনিক টাকা কড়ি লইয়া যখন যাইতেছিল সেই সময়ে দস্যুরা আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া অর্থ লইয়া গিয়াছে।

সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন সলিমান খাঁ ও হির্জা ইব্রাহিম খাঁ নামক দুই জন মুসলমানকে আয়ুব খাঁর চর বলিয়া পেশোয়ারে ধৃত করা হইয়াছে। মাজারা নামক স্থানে যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে ইহারা অয়ুবের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া

কেহ কেহ নিশানদিহি করিয়াছে। এদেশীয়দিগের নাম ইতাদিগের পরিচয়ের ছিল।

আমুদ হেলমন্ড নদীতীরস্থ মেজলে নামক স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন।

কাবুলের যে মুসলমান হিন্দু স্বর্ণকারকে হত্যা করিয়াছিল আমীর তাহাকে তোপে উড়াইয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৫ ই অক্টোবর। নাটোরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ৺, কে, নিয়ন সাহেব বিদায় লইলে তথাতে রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৮ ই অক্টোবর। নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডব্লু, আর, রিকেটস চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন বলিয়া ৬ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ৺, টি, বারোনা চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে অবস্থিতি করিবেন।

১৮ ই অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, ভাওয়েল বারাসতে রহিলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রসন্নকুমার গুহ ময়মনসিংহে বদলী হইলেন কিন্তু ঐ জেলার অন্তর্গত আটিয়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

আটিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ফরিদপুরে বদলী হইলেন। কিন্তু উঁহাকে সদর ষ্টেসনে অবস্থিতি করিতে হইবে।

২০ এ অক্টোবর। পুরার অন্তর্গত নওয়াবাদ ভার-প্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এইচ, কক্স কাওয়াকোল নামক স্থানে ইনস্পেক্টরদিগের থাকিবার জন্য বাঙ্গালা নির্ম্মাণার্থ ভূমি সংগ্রহের জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ।

২১ এ অক্টোবর। বিহার ও পাটনার সবডেপুটী কালেক্টর আর, কি, বুইস সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৩ এ অক্টোবর। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মার্শ সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ৩২২ ধারা অনুসারে সদাসর্ব্বি বিচার করিবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ অক্টোবর। রুষিয়া অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্স তলসিগ্নো শাসনের ভার গ্রহণ করাতে সুলতান তাঁহার সৈন্যগণকে উহা ৫ দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। মণ্টিনিগ্রোবাসী আলবানীয়গণের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য তিনি পাশা একটী দুর্গ নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

প্রেসপাশাকে কনষ্টাণ্টিনোপলে আনয়ন করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি যে আদেশ পালন করেন নাই। এইরূপ জনরব সুলতানকে বাকাকুল করিবার চক্রান্ত করা হইয়াছে, চক্রান্তকারীদিগের কতক জন ধৃতও হইয়াছে।

প্রেসপা ২৩ এ অক্টোবর। ডেপুটী চেম্বার্স সভার বিশ্বাসভাজন লাভ করাতে মণ্ট্রিনগ্রোর পক্ষত্যাগ করিয়াছেন।

কেপ্‌টাউন ২১ এ অক্টোবর। বাসুতোরা কাফ্রি রাজকে পশ্চাদ্ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্থান করাতে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ অক্টোবর। গুপ্তচর পাঠানো পুনরায় দোরাত্ম আরম্ভ করিয়াছে। সাঃ উহাদিগকে দণ্ডাজ্ঞা করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ অক্টোবর। লেপ্টনাণ্ট কেনাবেল লার্ড আলেকজাণ্ডার টেলার কৃপাসটিল ট্রেনিং কলেজের গবর্ণর হইলেন।

গতকল্য সাবেল সাহেব গ্লাসগোয় নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন লর্ড সল্সবরি সাহেব আফগানদের দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলেখা অগ্রাহ্য করাতে তথায় যে সকল গুপ্ত চক্রান্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর। আরও নূতন নূতন সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট প্রসিদ্ধ বক্তা পার্নেল, ডেলি, বিগার, সেরটন, ও কনার্স ও সলিভান নামক ছয় ব্যক্তি এবং ন্যাশ্যনল লিগের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে চক্রান্তকারী বলিয়া ধৃত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এইরূপ জনরব ইহাঁদিগের বিচার লণ্ডনে হইবে।

পার্নেল সাহেব গ্লাসগোয় নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যে যে ব্যক্তিকে চক্রান্তকারী স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগের বিচার কমন্স হাউসের দোষী সাব্যস্তদিগের বিচারের ন্যায় হইবে।

প্রেসপা ২৬ এ অক্টোবর। সীমা প্রদেশ সম্বন্ধে নূতন মন্ত্রী বলিয়াছেন গ্রীশ ইউরোপীয় রাজত্বের বিচারের প্রতীক্ষা করিবেন না।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর পার্নেল সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি তিলি ধৃত হইয়াছেন। লর্ড সালিসবরি টাউটন নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন সাম্রাজিক যুদ্ধের উদ্যোগ এখন বিফল হইয়া গিয়াছে। জীবন রক্ষা করা এবং আবর্জ্জনাবাসী দিগের সহিত যে চুক্তি আছে তদনুসারে কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তুর্কিস্থ কমিসনর কেয়ার্ড সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংলগ্ন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী সুদীর্ঘ রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মত কেয়ার্ড সাহেবের মতের সহিত অধিকাংশ বিষয়েই অনৈক্য। কেয়ার্ড স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা পরিচ্ছিন্ন করিবার এবং সেনীয় বিভাগকে কার্য্যে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে উঁহাদের মত এক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কর সংক্রান্ত কার্য্য পরিবর্ত্তন করিলে সময়ে সময়ে অনেক গোলযোগ ঘটে এবিষয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন এবং কৃষির উন্নতি ও স্থায়িত্ব করিবার উপায় শীঘ্র বহির করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের ব্যাঙ্কগুলির সভার অন্যতর সভ্য ওয়ালেস সাহেব মৃত হইয়াছেন।

গতকল্য ২৯ এ অক্টোবর আবর্জ্জনের পুরোভাগকূলে অবতরণ সম্বন্ধে প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রভৃতি স্থানের অনেক লোকের গৃহাদি প্লাবিত হওয়াতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৮ এ অক্টোবর। সংবাদ আসিয়াছে কশ সৈন্যেরা লক্ষাধিক তোপে আক্রমণ করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ অক্টোবর। রিজা পাশা যে লোকদিগকে তলসিগ্নো পরিত্যাগের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে বধ করা হইয়াছে।

ভিয়েনা ২৮ এ অক্টোবর। অষ্ট্রিয়ার বৈদেশিক কার্য্যের মন্ত্রী কেলনকি সেণ্টপিটার্সবর্গে বলিয়াছেন অষ্ট্রিয়া তুরস্কের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ অক্টোবর। সংবাদ আসিয়াছে গুদেরা উর্পিট নামক স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এক্ষণে আবরিজ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

সংবাদপত্রাদি পত্র।

সাধারণী।

[illegible] সম্বাদপত্রের প্রেরণ-[illegible] কলিকাতার অতি উপাদেয় ও [illegible] সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হয়। এ সময় যাহার সহিতই প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাহার সহিতই প্রথমে প্রণয় ও আলিঙ্গন [illegible] আবশ্যক। কিন্তু সোমপ্রকাশ [illegible] মহাশয়দিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎকার [illegible] অতি সুদুর্লভ হইলেও, আমরা [illegible] সুধাকরাদি সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়, এবং সমুদয় গ্রাহকবর্গকে গাঢ় বিশেষ প্রণয় ও [illegible] করি, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন এবং [illegible] নিবন্ধন সুস্থশরীরে অধিষ্ঠান করি[illegible]

শারদীয় পূজোপলক্ষে এখানে বিশেষ [illegible] হইল না। এ বৎসর এখানকার [illegible] শারদীয় পূজা হইয়াছিল। [illegible] খানি [illegible] ও খানি ভুয়াজানি গ্রামে। পশ্চিমোক্ত গ্রামে পূজায় কিছুমাত্র জাঁকজমক হয় নাই, কেবল বলা বাহুল্য মাত্র হইবে যে, অন্যূন দশ বারটী লোকের পুরি ভাজিতে কাঁসারোর প্রসাদ [illegible] ঘুমিয়োচন হয় নাই।

বিংশাধিকশতীয় দিবস অন্যান্য বৎসর এখানে [illegible] নৌকায় বাচ খেলা হইয়া থাকে, এবৎসর [illegible] হয় নাই। নৌকায় বাচ খেলা হইবার সময়ে সময়ে বিষম বিসম্বাদ ঘটে, এবং ঐ বিবাদ অবশেষে [illegible] হইবার অনেকে বাচ খেলায় বিরত হইয়াছে। [illegible] ৮ আট খানি নৌকায় ৮ জন করিয়া বলী [illegible] একত্রিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নৌকা বাচখেলার আমোদ [illegible] করিয়াছিল।

[illegible] এই নিবন্ধ [illegible] এখন অনেকের বাসনা ও [illegible] ঘটিবে, ইহাইস বিদ্যালয়ে [illegible] হইয়াছে। পূর্ব্বে [illegible] ৩৪ জন ছাত্র উপস্থিত হইত, অধুনা ৮০।৯০ জন ছাত্র এবং তাহাদিগের অভিভাবকগণ ও অন্যান্য লোক জনও এই [illegible] নিবন্ধ কার্য্যারম্ভে প্রীতি প্রকাশার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। [illegible] বাবু [illegible] বাবুকার্য্যে যে [illegible] করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ [illegible] বাহুল্য বোধে [illegible] করিলাম না।

[illegible] শুনিয়া আসিতেছি যে, [illegible] গবর্ণমেণ্টের ডাক [illegible] নিমিত্ত একটী [illegible] নিযুক্ত হইবে। অদ্য [illegible] সিংহ হইতে [illegible] শুনিলাম। [illegible] আশ্চর্য্যের বিষয় এ পর্য্যন্ত রাস্তার কোন [illegible] দেখিতেছি না। শিবালয় হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত এই স্থান অতি কদর্য্য; বর্ষার প্রারম্ভে এবং বসন্তে ডাক বাহকদিগকে পাকার এই কষ্ট তাহা বর্ণনাতীত। বরাবরে ডাক চলাইবার জন্যও নৌকা [illegible] হইয়া থাকে। আর বিশেষ টাঙ্গাইলহইতে মধুপুরনিবাস পর্য্যন্ত রাস্তা অনেক দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, এক্ষণে টাঙ্গাইল হইতে শিবালয় পর্য্যন্ত ১৫। ১৬ ক্রোশ রাস্তা নির্ম্মিত হইলেই ডাক চলাচল [illegible] লোক জন চলাচলের বড় একপ্রকার বিলুপ্তি হইতে পারে। অমাদিগের বিবেচনায় ডাক্তারি সিবিল সার্জ্জন মৌলবী মহম্মদ সাহেব মহোদয় এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট মহোদয় কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলেই এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইতে পারে। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এত বৎসরে এই রাস্তাটী প্রস্তুত করিতে হইলে সমূহ ব্যয় বাহুল্যের প্রয়োজন হইত বটে, কিন্তু এক বৎসরে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করিলেই এই কার্য্যটী [illegible] সম্পাদিত হইবে। বস্তুতঃ এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইলে ময়মনসিংহ জিলার একটী বিশেষ অভাব [illegible] হইতে পারে। ইহা করি বর্ত্তমান আমাদিগের এই বাক্যের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ পাত করিবেন।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল আমরা [illegible] একটী [illegible] সংস্থাপন করিতে বহুবান হইয়া তদুপযোগী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এবং তদবধি [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] করিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমাদিগের [illegible] পুস্তকালয় [illegible] আশা নাই, কিন্তু নিজে নিজে বার বার স্বীকার লিখা লিখা করিয়া পুস্তক [illegible] সংগ্রহ করা [illegible] তাহাই এ পাঠ করিতেছি। [illegible] এই [illegible] পুস্তক পাঠ করি, এ সকল [illegible] প্রায় [illegible] আইসে না। এমত অবস্থায় পুস্তকালয় স্থাপন করার আবশ্যক কি? ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া আমরা ও বিষয়ে ক্ষান্ত পাইয়াছি। অনেকের উন্নতি করা চেষ্টা করিয়া যদি তাহা দেশের লোকের প্রীতিকর না হয় তবে চেষ্টা করা নিষ্ফল হইবে বৈকি।

আর কাল প্রবাহে [illegible] আষাঢ়। এই [illegible] পড়িয়া গ্রামা ব্রাহ্মণগুলির সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। আমরা বলি যে, স্বজাতীয়ে স্বজাতীয়ে [illegible] মারামারি কর। এ ঢেউ গরিব ব্রাহ্মণের উপরে যায় কেন? বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে অবশ্য তাঁহাদিগের অভিসম্পাত গ্রহণ করিতে হইবে। যাজনিক ব্রাহ্মণদিগের যেমন হস্তাক্ষর হইলে তাঁহাদিগের যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যদি দেশে ধর্ম্ম থাকে তবে অবশ্যই উহার ভোগ ভুগিতে হইবে।

বিগত ১৮ ই আশ্বিন হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বৃষ্টি আজিও (১৩ ই কার্ত্তিক) বিরাম হইল না। সকলের এই যে আগামী ১৮ ই কার্ত্তিক এদেশে একটী বৃহৎ ঝড় হইবে, এ কথা সকলেই বলিতেছে। এক্ষণে হওয়া না হওয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা। বাস্তবিক অতিবৃষ্টিতে রবিশস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

৮

মুঙ্গের।

মুসলমান বাদসাহ ও নবাবেরা অলস, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও নানাপ্রকার ব্যসনাসক্ত ছিলেন। এই সেই কারণে তাঁহারা রাজকার্য্য স্বচক্ষে অবলোকন করিতে পারিতেন না। রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিত। শাসনপ্রণালীর কিছু মাত্র উৎকর্ষ ছিল না। পুলিসের নাম গন্ধ নাই জঘন্য ছিল। যাহারা রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহারাই প্রায় ভক্ষকের কার্য্য করিত। অন্য অন্য রাজকর্ম্মচারীরাও স্বভাবতঃ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। প্রজার উপরে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সেই পাপে ও প্রজার শাপেই মুসলমান রাজারা উৎসন্ন গেলেন। তাঁহারা নানা দোষে দোষী ছিলেন বটে, কিন্তু নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন না। অন্ততঃ তাঁহাদের মন্ত্রণাদাতা বুদ্ধি ছিলেন। তাঁহারা মুঙ্গেরকে যে একটী পাষাণ আস্তরা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে স্থানটী এখন মুঙ্গের নগর বলিয়া পরিগণিত হয়, উহার স্থান সন্নিবেশ অতি চমৎকার। উহার পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিকেই কামানের নাম গন্ধ প্রবেশিতে হইতেছে। দক্ষিণ দিকেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শত্রু সৈন্য বিনাযুদ্ধে যে যে পথ দিয়া এ মুঙ্গের দখল করিতে পারিবে, সে পথ ছিল না। মুঙ্গেরে নবাবদিগের সদাই সৈন্য থাকিত। সৈন্যের প্রশস্ত বারিক ও রাজপথ ছিল। ঐ সকল ঘরে এক্ষণে ইংরাজেরা জেলখানা করিয়াছেন। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি এমনি প্রশস্ত ও দৃঢ়তর করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় যে ঐ ঘর গুলি মুঙ্গের সহর ও মুঙ্গেরের দুর্গ কখন নবাবদিগের হস্তপরিচ্যুত হইবে, তাঁহারা স্বপ্নেও এ চিন্তা করেন নাই। কিন্তু বিধাতা তাঁহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যে তাঁহাদের বিপরীত স্বভাব-সম্পন্ন ইংরাজ শত্রু ভারতে আনিয়া উপস্থিত

করিবেন; তাহা কে জানিত। মুঙ্গেরের দুর্গ দৃঢ় নির্ম্মিত। নবাবেরা যে অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন, দুর্গের দক্ষিণের ও উত্তরের দ্বার-দেশ দীর্ঘকালী হইয়া তাহার পরিচয় দিতেছে। দুর্গের দক্ষিণ দ্বারের বহিঃপৃষ্ঠ দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়; মন্দির আস্তিয়া যেমন (ডাক) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, আক্ষেপের মন্দির গুলির ভিত্তি চৌকণী করিয়া তাহাতে নানা পাতা লতা ও নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র করা হয় এবং এতদ্ভিন্ন প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া থাকে। ঐ দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বেই মন্দিরের সেই ভাব স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরের ফটকের পার্শ্বে ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, মন্দিরের পরিমূর্ত্তির অবয়ব ভাঙ্গিয়া তাহার দুই একখানি প্রস্তর ঐ পার্শ্বদেশে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নবাবেরা মনে করিয়াছিলেন; মন্দির ভাঙ্গিয়া আনাতে লোকে তাঁহাদের বাহাদুরী বোধ করিবে, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সেটী যে তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিতে পারেন নাই।

মুসলমানদিগের অত্যাচারের আর একটী প্রমাণ এই, তাহাদিগের অত্যাচারে হিন্দুরা মুঙ্গের নগর মধ্যে বাস করিতে পারে নাই। এখন হিন্দুদিগের নগর মধ্যে নূতন বসতি হইয়াছে। হিন্দু রাজত্বকালে হিন্দুরা নগর মধ্যে বাস করিত, উক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও প্রবাদবাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এখানকার বিজ্ঞলোকেরা বলেন, মুঙ্গেরের নাম মল্লাল পুরী। এখানে মল্লাল নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। তিনি মহাপুরুষ বলিয়া ছিলেন। তাঁহার নামেই নগরের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠকগণকে আর ব্যস্ত করিব না। এখানে বনে জঙ্গি অগস্ত্যের আশ্রম ছিল, অদ্যও হিন্দুদিগের যে বাস ছিল, তাহা ভগ্নাবশেষ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। হিন্দুর বাস না থাকিলে নিত্য নিত্য অগস্ত্যদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা নয়। বিশেষতঃ এখানকার গঙ্গাতীরটী তপোযোগ্য অতি মনোরম স্থান।

আমি মুঙ্গের নগরের মধ্যে দুটী মনোহর স্থান দর্শন করিলাম। এক কেল্লা; দ্বিতীয়, সিরপাহাড়। এই দুটীই অতি স্বাস্থ্যের স্থান। ইংরাজেরা কেল্লাটীকে অতি পরিষ্কৃত স্থান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে অধিক বাড়ী নাই। অধিকাংশ পরিষ্কৃত মাঠ পড়িয়া আছে। তাহাতেই ইহার সমাস্তা ও স্বাস্থ্যকারিতা বৃদ্ধি হইয়াছে। কেল্লার পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে কষ্টহারিণীর ঘাট নামে যে একটী ঘাট আছে, তাহার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলে অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হয়। দক্ষিণে প্রায় আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, সম্মুখে অর্দ্ধ ক্রোশাধিক প্রশস্ত গঙ্গা। তাহারও বামে অপূর্ব্ব শোভা। তাহার পশ্চিমে গঙ্গার অপর পারে বৃক্ষ শ্রেণী নিকুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানে বারাণসীর ন্যায় গঙ্গা উত্তর বাহিনী হইয়াছেন। উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলেও প্রশস্ত গঙ্গা ও তাহার পরপারে নিসর্গের শোভমান বৃক্ষরাজী দৃষ্টিগোচর হয়। চক্ষুঃ স্বতঃই দর্শন না করিলে এস্থানের শোভার ভাবগ্রহ করা কঠিন।

দুর্গের পরিখা ও প্রাচীর এবং বর্ত্তমান সেনানিবাস কয়েকটী বাটী, দুই একটী কাল মসীদ ও গোর ভিন্ন মুসলমানদিগের কৃত নির্ম্মাণ অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। নবাবেরা যে এখানে সময়ে সময়ে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের যে অট্টালিকাদি ছিল, তাহার একটী প্রমাণ এই, গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী হইয়াছেন, দক্ষিণে এক্ষণে যে রাস্তা হইয়াছে, তাহার নিম্ন দক্ষিণে গঙ্গার অবতরণশীল সোপান পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বেগমদিগের গঙ্গাস্নানার্থ ঐ সোপান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধাপগুলি ক্রমে নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ করিয়া গাঁথা আছে। যে স্থানে দাঁড়াইয়া বেগমেরা স্নান করিতেন, সে স্থানীয় দেওয়ার মাঝিকে সেত দিয়া উচ্চ করিয়া গাঁথা আছে। কেল্লার পরিধি এক ক্রোশের অধিক হইবে বোধ হয়।

সিরপাহাড়টীও অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার উপরে কলিকাতার দুই বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটী সুসজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকা আছে। তাহার ছাদের উপরে উঠিলে গঙ্গানগর মুঙ্গের ও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ও গঙ্গার পরম শোভা নয়নগোচর হয়। সেখানে নিত্যকাল বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সে বায়ুর স্পর্শ হইলে শরীর শুদ্ধ হইয়া উঠে। বাবু প্রসন্নকুমারের একটী নববস্ত্র আছে। তাঁহার বাটী ভিন্ন ইংরাজদের বাবু রামলাল মুখোপাধ্যায়ের একটী চিত্তরঞ্জন বাটী আছে সেটীও রম্য। অন্যান্য কুটীরাকার একটী ইষ্টক গৃহ আছে, তাহাতে একজন উদাসীন বাস করে। আমি যেই পাহাড়ের উপর হইতে যে শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা এখনও আমার মনে বিরাজ করিতেছে। ইহার সিরপাহাড় নাম হইয়াছে, তাহার কারণ এই এখানে কয়েকটী সিরের স্থান আছে।

মুঙ্গের হিন্দু সমাজে যে এত শ্রদ্ধাস্পদ ও পবিত্রীকৃত স্থান হইয়াছে তাহার দুটী কারণ আছে। এক কাশীর ন্যায় এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছেন এবং সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণটীর পরিমাণ দীর্ঘ ও প্রশস্ত উভয় দিকেই ১৫ হাত। ঐ কুণ্ড হইতে অনবরত ফোয়ারার ন্যায় জল উঠিতেছে এবং সেই জল নির্গত হইয়া গঙ্গায় গিয়া পতিত হইতেছে। ঐ প্রস্রবণ হইতে ফোয়ারার আকারে নিম্নে অনেকগুলি ধারা উঠিতেছে এবং তাহা হইতে মৃদু উষ্ণতা হইতেছে। স্পর্শে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়; উহার জল অতি স্বচ্ছ ও আস্বাদ। কলিকাতার নলের জলের ন্যায় পরিষ্কার নয়। কার্য্যকারিতা গুণ এমনি বলবৎ, যে এই অদ্ভুত প্রকার উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিয়া ও গঙ্গার উত্তরবাহিনী দেখিয়া তাঁহাদের মন হয়ে একপ অনুরক্ত হয় এবং তাঁহারা ঐ স্থানকে ও সীতাকুণ্ডকে তীর্থ মধ্যে গণ্য করিয়া লন। সীতাকুণ্ডের এমনি মাহাত্ম্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এক যাত্রী সীতাকুণ্ডে স্নান করিতে যাইলেও যাত্রীরা এত অর্থ দান করে যে তিন শত পাঁচ পাণ্ডা স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। পাণ্ডাদিগের মধ্যে পরস্পর বড় প্রাধান্য নিমিত্ত সঙ্ঘর্ষণ হইয়াছে। পাঠক একণে আশ্রমস্থানদিগের কেমন অদ্ভুত মাহাত্ম্য বুঝিলেন। উষ্ণপ্রস্রবণ একটী আশ্চর্য্য পদার্থ। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই আশ্রমস্থানদিগের দিন দিন কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। সীতাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনার্থ রাম, লক্ষ্মণ, জনক পঞ্চক নামে চারিটী কুণ্ড খাত হইয়াছে। সে চারিটী কুণ্ড পানায় পরিপূর্ণ। পাঁচটী কুণ্ডই ইষ্টক দ্বারা নিবদ্ধ। সীতাকুণ্ডে মানুষ বা অন্য কোন পশু পতিত হইয়া পড়িলে প্রাণত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় উহা লোহার জাল দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছে। শনিলাল ত্রিপাঠিনামে চৌধুরী নামে একজন মনীষী লোক ঐ সকল কার্য্য সম্পাদ করিয়াছেন। কয়েকটী কুণ্ড খোদাই করিয়া একটী আড্ডাও নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুঙ্গের নগরটী দীর্ঘে দেড় ক্রোশ ও প্রস্থে এক ক্রোশ হইবে, এখানে প্রায় ৭০ হাজার লোকের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। কত যে দোকান আছে, তাহা গণিয়া উঠা ভার, বাজারে প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্য। এখানকার লোকের মানসিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়, কিন্তু দৈহিক উন্নতি বিলক্ষণ আছে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহ বিলক্ষণ সবল। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক পরিশ্রম করে। এখানকার এই একটী রীতি দেখিলাম, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অতি পত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। এটী এখানকার লোকের স্বাস্থ্যের একটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। এখানকার মাড়ওয়ারী ও মৈথিল প্রভৃতি মহাজনদিগের স্ত্রীগণ বাহিরে যাইবার সময়ে বদন

থাকিয়া থাকে। [illegible] পুকুরিণীর ঘাট পাকা করিবার নিমিত্ত [illegible] হইয়াছে। পুকুরের বড় দেখিয়া [illegible] আসিবার সময় ঘাট অনায়াসে করিতে পারা যায়।

[illegible] ঘাটের নিকট এই এখানকার [illegible] হইয়াছে। যাহা হউক সাধারণের মঙ্গল [illegible] কেবল তাহাদের মঙ্গল হয় না, [illegible] সে অনেকের থাকে না। এখানে [illegible] কর্ম্মের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি। এই [illegible] লোকের দুঃখের একটী প্রধান কারণ।

[illegible] সংখ্যা অধিক বলিয়া ইহার [illegible] বাড়ী নিবন্ধন হইল, এখানে কি [illegible] কোন বাটীতেই স্থান দুর্ব্বি দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি কতদিন এখানকার কেল্লাখানা দেখিতে গিয়াছি। এ জেলাবাসী যাজিপুরের কেল্লাখানি দেখেন নাই। আমি উপরে করিয়াছি লোকের অধিকাংশ ঘর নবাবদিগের নির্ম্মিত। ইহাদিগকে কেল্লা নির্ম্মাণের জন্য বড় অধিক পরিশ্রম করিতে হয় নাই। আমি বেলা পাঁচটার সময়ে জেলাখানায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন কয়েদীরা কয়েদীদিগের আহারের সময়। কয়েদিদিগকে এক টাকা এগার আনা সের চাউলের ভাত, একটী পেঁপের তরকারী ও ডাইল দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সুবন্দোবস্তের সকলেরই এক রকম ব্যবস্থা। সকলেই এক স্থানে বসিয়া আহার করিতেছে।

একজন সিবিল সার্জ্জন একবার ছুইজন পাচক ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে সেই সময়ে বিষম [illegible] হইবার উপক্রম হইয়াছিল। [illegible] সিবিল সার্জ্জনের [illegible] আমি বুঝিতে পারি [illegible] হনুমানের [illegible] কিন্তু আছে, সব এক [illegible] অত্যাচার। [illegible] অধিবাসীদিগের বিশ্বাসভাজন [illegible] ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্নরূপ [illegible] কোনরূপে জোড়ন দিয়া [illegible] কোন অনিষ্ট দেখা যাইতে [illegible] পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টে [illegible] তাহারা কয়েদিদিগের সম্বন্ধে [illegible] তাহাদিগের ক্ষতি নাই। তদ্ভিন্ন ছই ছই জন কয়েদী এক একটী ঘানিতে ছয় সের করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রত্যেক কয়েদির প্রতি যদি কতিদিন ছয় ঘানা করিয়া ধার পড়ে, তাহাদের ক্ষতি হয় না। তাহাদের যে প্রকার আহার ব্যবস্থা দেখা গেল, তাহাতে প্রতি ব্যক্তির প্রতি ছই আনা করিয়া ধরে থাকে কি না সন্দেহ স্থল। আমি জেলের মধ্যে একজনও ইউরোপীয় কয়েদী দেখিতে পাই না। এরূপ অল্প লিখিত সাজনকে বহু লোক নিযুক্ত রাখিবার প্রয়োজন নাই। সামান্য সাজন দ্বারা অনায়াসে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে।

মুন্সরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবটী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, একটী ছয়বছরের ৫ কেটি ইংরাজ বালক সঙ্গেই ছিল। তাহার এক পার্শ্বে কৃষ্ণাকার একটী ছিপছিপে বালিকা আছে। তাহাকে অনেকক্ষণ [illegible] প্রায় ৩০ বের অনেকে নবাবী আমলের একটী লৌহময় গোলা দেখা গেল। নবাব-দিগের কামানের ছিদ্র বোধ হইতেছে। ডিগবালিকাটী লক্ষউড সাহেবের বড় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি এদেশীয়দিগের হিতৈষী ছিলেন। এদেশীয়েরা যাহাতে সুশিক্ষিত হয়, তাঁহার সে চেষ্টা বিলক্ষণ ছিল। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি প্রায় ১০ বৎসর এখানে আছেন। তিনি কহিলেন, এই কৃতি বৎসরে যদি দুটি ছেলে আবলীর ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, যথেষ্ট হইয়াছে। এখানকার [illegible] প্রধান হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা-বিভাগে বিদ্যোৎসাহিতার [illegible] হইবে না। কিন্তু ছাত্রদিগকে বিদ্যা দিয়া [illegible] করিয়া তাহাদিগকে শিল্পবিদ্যায় [illegible]

[illegible] পূজা গ্রামে [illegible] করে [illegible] অন্নপূর্ণা কাহিনী [illegible] [illegible] পুত্রের গ্রামদেবী পাড়ার [illegible] ধানিক পাড়াইয়ের নিকট হইতে [illegible] ছিলেন। [illegible] পুলিসে [illegible] অনেক দিন পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে নাই। সম্প্রতি উক্ত খড়্গ কেবল দেওয়া হইয়াছে এবং [illegible] দানও হইতেছে। দেবোত্তর বিষয়ের [illegible] ভাল নহে। অন্যান্য বন্ধক ও অন্য [illegible] বিক্রয় করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় যে যে ব্যক্তির অস্ত্র লইয়া গোলযোগ হইয়াছিল তাহাদিগের নিকট তাহাদিগকে বিক্রয়ার্থ দিয়া [illegible] ভাল হইত।

ট্রাফিক ম্যানেজর অফিসের ষ্টীয়ারলঞ্চ পালিত [illegible] একজন মাতাল ও বেপরোয়া কেরাণী বাবুর সম্প্রতি ৫ বৎসর কারাবাস ও একশত টাকা চরিমানা হইয়াছে। ইনি একবার অত্যন্ত পানাসক্ত বলিয়া কর্ম্মচ্যুত হয়েন এবং কিছু দিনের জন্য বৈদ্যনাথপুর ষ্টেট রেলওয়েতে যাইয়া কর্ম্ম করেন। তথায় অত্যন্ত মাতাল বলিয়া কর্ম্ম যাওয়ায় পুনরায় এখানে আসিয়া ট্রাফিক অফিসে একটী কর্ম্ম পান। এবারকার কর্ম্মটী তাঁহার পক্ষে লাভ জনক হইয়াছিল। অর্থাৎ তিনি মহাজন প্রভৃতির প্রাপ্য টাকার চেক প্রস্তুত করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়া মহাজনদিগকে পাঠাইয়া দিতেন। ইতি পূর্ব্বে পালিত বাবু কোন মহাজনের টাকা আদায় করিয়া লইয়া মদ্যপান ও পূজার বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া বাটীস্থাদিগকে বিতরণ করিয়া আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। মহাজন টাকার জন্য বহু পত্র লেখেন বাবুর হাতে উপস্থিত মাত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। দৈবযোগে এতখানি পত্র উক্ত আফিসের কোন সাহেবের হস্তে পড়ায় সাহেব মহাজনের টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছে কি না এই বিষয় তদন্তের ভার অপর একজন কেরাণীকে প্রদান করেন। সে ব্যক্তি অনুসন্ধানে দেখে যে টাকা মহাজনকে দেওয়া হয় নাই। খরিদ বহির নম্বরের পাতা সকলেরও পরস্পর মিল নাই এবং কয়েকখানি নম্বরের পাতাও বহি হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে। সাহেবকে অনুসন্ধানকারী এই বিষয় জ্ঞাত করাইলে সাহেব প্রত্যেক কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন এরূপ কাজ কে করিয়াছে। পরিশেষে পালিতের হাতে এই কলঙ্কের ভার ছিল, তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিলে পর চুরী স্বীকার করে এবং রেলওয়ে পুলিসের হাতে অর্পিত হইলে কয়েক টী টাকা সে মদ্যপানে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। পরক্ষণে তাহার পকেটে আছে। তখন পুলিস বাটী তল্লাসকরিতে আসায় ৩।৪ খানি বহির বাহির হয়। সম্প্রতি মুন্সেফের জেলেট মাজিষ্ট্রেটের হিসাবে উপরি উক্ত দণ্ড হইয়াছে। কলিমাত্মার দণ্ড এরূপ টাকা না দিতে পারিলে তৎপরিবর্ত্তে আর ৬ মাস কারাগার করিতে হইবে।

মুন্সেফের খেয়ার মাঝিরা ভীষণ লোক। ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তজ্জন্যই ডিপুটী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে নিম্ন ঘাটের জন্য খেয়াঘাটের ইজারাদারের ১৮০৲ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

যাজিপুর।

পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম লোভাবাং এবৎসর উপপীঠযাজিপুরে প্রত্যাশাপূরক্ষণ সমারোহের

সহিত শারদীয় মহামহোৎসব পাঞ্জাবটী নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর শান্তিপুর ও সুরাপাড়ে পক্ষে অনুমান ৭০। ৭৫ খানি দুর্গামূর্ত্তির পূজা হইয়াছিল, কিন্তু এবৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ ৭২ খানি প্রতিমার পূজা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর পণ্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুমিত প্রায় দশা সমুপস্থিতি নিবন্ধন বোধ হয় এবৎসর প্রতিমার সংখ্যা কিছু কম হইয়া থাকিবে। যাহা হউক এ বৎসর নবমী পূজার দিন প্রায় কুত্রাপি অশ্লীল ও অশ্রাব্য সঙ্গীতাদি গীত হয় নাই। তবে সজ্জনীর ন্যায় অন্তঃসলিলে দুই এক স্থানে ঐরূপ সঙ্গীত গীত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কালক্রমে তাহাও রহিত হইয়া যাইবে। কারণ পাশ্চাত্যসভ্যতার বাতাসে প্রায় সমুদায় অসভ্য স্থান ক্রমে সভ্য হইয়া উঠিতেছে। শান্তিপুর সভ্যপ্রধান উপনগর বটে, কিন্তু ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা তাদৃশ সুসংস্কৃত ও সুসভ্য নহে; এজন্য মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি অশ্লীল খালাখালি ও অশ্লীল সঙ্গীতাদি আমাদের প্রতিগোচর হইয়া থাকে। ফলতঃ আজ কাল সমাজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় অচিরাৎ ইহার অবস্থা অধিকতর উন্নত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

শারদীয় মহোৎসব ও রাসের সময় এখানকার গাড়োয়ানেরা প্রতি বৎসর রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর আসিবার ভাড়া আরোহিদিগের নিকট অত্যধিক হারে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কুপ্রথা রহিত করণার্থে প্রায়ে আমরা অনেক বার অনেক প্রস্তাব করিয়াছি এবং ইংলিশম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্রে ঐ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক প্রস্তাবও লিখিয়াছি, কিন্তু তৎকালিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুর সহিত বন্ধুত্বে আমাদের মনোরথ সফলিয়াছিল, এজন্য এত দিন বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় নাই। কৃতবিদ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামচন্দ্র বসুর কল্যাণে ও আমাদের সৌজন্য পুনঃ প্রস্তাবিত গাড়োয়ানদিগের এক জোট হইয়া বাণিজ্য উঠিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু অর্থপিশাচ গাড়োয়ানেরা আইনানুসারে আসনাপন গাড়ী ঘোড়া রেজিষ্টরী করাইয়াও পূজার পূর্ব্বে ও পূজার তিন দিন আরোহিদিগের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট ভাড়া অপেক্ষা অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করিয়া লইতে ত্রুটি করে নাই এবং মধ্যে উহারা "ধর্ম্মঘট" করিয়া ২। ১ দিন গাড়ী চালান পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, এতদ্বিবন্ধন ভদ্র লোকের সমূহ কষ্ট উপস্থিত হয়। অনন্তর এই সংবাদটী উক্ত ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর হইলে স্থানীয় পুলিসের সহায়তায় গাড়োয়ানদিগের "ধর্ম্মঘট" ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ সকল অত্যাচারী গাড়োয়ানদিগকে আইনানুসারে কিঞ্চিৎ শুশ্রূষা দেন।

এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের কএকজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ছাত্র মিলিত হইয়া একটী থিয়েটরের দল করিয়াছে। ঐ দলের দলপতি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বটেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা বয়স্কা ভেলে বসা রোগ হইয়াছে, এজন্য প্রায় সমুদায় সময়ই ব্যস্ত থাকিতে হয়। অতএব আমরা অনুরোধ করি, তিনি অবিলম্বে ছেলে ধরা রোগটী পরিত্যাগ করিবেন। কারণ ঐ রোগটী সংক্রামিত হইলে পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা।

৺ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধী অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত সুসম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ঐ শ্রাদ্ধে তাঁহার মধ্যমা কন্যা মাহারী নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বিস্তর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন বন্ধন স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত ষোড়শ ও তৈজসাদি দ্বারা শ্রাদ্ধসভা সুশোভিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগের অবস্থানুরূপ বিদায় করা হইয়াছে। বিদেশীয় অধ্যাপকদিগের আগমন হয় নাই। এজন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ আশানুরূপ বিদায় লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ৺ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর হিতকরী সভায় যে একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাহা কি তাঁহার মধ্যমিকা শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সংপ্রদান পূর্ব্বক গুরুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন না? দ্বারকানাথ বাবু উক্ত শ্রাদ্ধে যেরূপ অকৃত্রিম গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে যে তিনি গুরুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উপেক্ষা করিবেন, এরূপ বিবেচনা হয় না।

বিজ্ঞাপন

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ।

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের পরীক্ষা করতঃ কতকগুলি মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক রোগী বিবিধ উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের দ্বারা চিকিৎসিত হউন।

১। ধাতু দৌর্ব্বল্য, অন্তর ধুকধুকনী, হৃৎ পদাদির কাঁপনী, পুরুষত্বহানি,—ঔষধের মূল্য ৮।

২। মূর্চ্ছা রোগ, বাধক বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা,—ঔষধের মূল্য ৪ টাকা।

৩। পুরাতন বাত, পক্ষাঘাত, গাঁট ফুলা, শরীরের বেদনা,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৭।

৪। কুষ্ঠরোগ, মরাঘাসি, ঘবল, ইত্যাদি,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ১০।

৫। রক্ত আমরিকার, ধাত, বাত, বাধী,—ঔষধের মূল্য ৩।

৬। পুরাতন গর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৩।

৭। শ্বাস কাশ, বন্ধাকাশ, জয়কাশ, হুপিংকাশ, হাপানিকাশ,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৭।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিগণ রোগের বিবরণ সহ মূল্য পাঠাইলে ঔষধ পাইবেন। ডাক দ্বারা ঔষধ পাঠাইতে হইলে ।৷০ পার্সেল চার্জ্জ দিতে হয়।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনের

হোটেলের পশ্চিম রাস্তা, ৩ নং

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অজীর্ণী, পাকাতিসার, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর যে কোন উপসর্গ থাকুক ও নিবন্ধ এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ।১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ

চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বলবীর্য্যসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্ন ... ...

সোমপ্রকাশ।

২৩ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" | ২৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৪ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮। ৮ ই নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও খাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৫৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

WANTED-

For the district of Balasore an officer with necessary qualifications of a Sub-Overseer Public Works Department, and with sufficient practical experience, to act for six months on a salary of Rs 50 per mensem during the absence on leave of the permanent incumbent. Applications with Copies of testimonials, will be received by the undersigned up to the 6th November. 80.

Balasore
The 21 October, 1880.

H. G. Cooke
Chairman of the
Road-Cess Committee
Balasore.

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের পোকায় ক্ষত, ফুলা, আমপা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক খাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই সৃষ্টি কর্ত্তাকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

ডাকঘরসম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন

... ... ৩১ এ অক্টোবর তারিখ হইতে কর্ড ও লুপ লাইনের মেল ট্রেণ শীঘ্র ছাড়িবে বলিয়া কলিকাতা ও তৎঅধীনস্থ ডাকঘর সকলে ... ... পরিবর্ত্ত হইল। সর্ব্বসাধারণ বিশেষ করিয়া মনে রাখিবেন যে, যে সকল ডাক এক্ষণে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা ৩০ মিনিট ঘটিকাতে লুপ ও ... ... যাইবে বলিয়া বন্ধ হয়, তাহা ভবিষ্যতে ৩ টা ৩০ টার সময়ে বন্ধ হইবেক। আরো জানা আবশ্যক যে ইনসিওর্ড (Insured) রেজিষ্টরী ... ... ডাকঘরে অপরাহ্ণ ৫ টা পর্য্যন্ত না হইয়া ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক এবং কলিকাতার অধীনস্থ যে যে ডাকঘরে ইনসিওর্ড ... ... রেজিষ্টরী চিঠি লওয়া হয়, তাহাতেও ৪ টা পর্য্যন্ত লওয়া হইবেক। অপর সাধারণ রেজিষ্টরি চিঠি ও পারসেল্ ৪ টা পর্য্যন্ত লওয়া

কলিকাতা জেনরল পোষ্টাপীসের যে যে সময়ে ডাক বন্ধ করা হয়।

যে যে স্থানের নিমিত্ত।	চিঠি।	রেজিষ্টরী চিঠি।	পুরা মাসুল ও অতিরিক্ত ... এক আনা কোট দেওয়ার ... দেওয়া হইলে যে সময় পর্য্যন্ত চিঠি লওয়া যায়।
হাবড়া ও প্রেমচাঁদ মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ আছে এবং লুপ লাইনে বাদুড়িয়া ও রামপুর হাটের মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ।	এ, এম, ৫। ৩০	(ঘ)	পি, এম, ৫।০
হাবড়া।	এ, এম, ৭।০	(ঘ)	পি, এম, ৫।০
	৮। ১০	(ঘ)	৫।০
	পি, এম, ২।০	(ঘ)	১। ৩০
ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের বারাকপুর ও গোয়ালন্দর মধ্যে যে সকল ষ্টেষণ আছে	এ, এম, ৬। ৩০	(ঘ)	পি, এম, ৫।০
সোণাপুর, বাঙ্কইপুর এবং কেনিং টাউন	৮। ৩০		৫।০
দমদম	৮। ৩০		৫।০
ঐ বশিরহাট এবং শান্তফীরা	পি, এম, ৬। ৩০		পি, এম ৫।০ ৭।০
দক্ষিণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত ষ্টেষণ এবং রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জ্জিলিং জেলা সমূহের সমুদায় স্থান ও আসাম প্রেরিত	এ, এম ১২।০		এ, এম ১২।০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপ লাইনের সমুদায় ষ্টেষণ এবং বীরভূম মুরসিদাবাদ মালদহ পবণা মালদহ, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জেলা সমূহের সমুদায় স্থান	পি, এম ৩।০		পি, এম ২। ৩১
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমস্ত ষ্টেষণ এবং কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা বরিশাল, ঢাকা ত্রিপুরা, নয়মনসিংহ চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলা সমূহের সমুদায় স্থান	পি, এম, ৬। ৩০		পি এম ৫।০ পি এম ৭।০
ডায়মণ্ড হার্ব্বর এবং বেহালা	পি এম, ৬। ৩০		পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৭।০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মেন ও কর্ড লাইন এবং সাকড়া মানভূম হাজারিবাগ রাঁচি সিংহভূম জেলা সমূহের সমস্ত স্থান এবং বেহার উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পঞ্জাব সিন্ধু রাজপুতনা মধ্যপ্রদেশ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদায় স্থান	পি এম, ৬০		পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৬। ৩০
উলুবেড়িয়া এবং মেদিনীপুর বালেশ্বর কটক পুরী ও মাদ্রাজ প্রদেশস্থ ভিজিয়াগাপটম পর্য্যন্ত	পি এম, ৬। ৩০		পি এম পি এম পি এম ৫।০ ৭।০
কর্ড মেন ট্রেণ যে সকল ষ্টেষণে লাগিবেক অর্থাৎ হুগলী চুচুড়া শান্তিপুর ব্যতীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সমুদায় ষ্টেষণ	পি এম ৫।০		পি এম পি এম ৪। ৩০

(ঘ) রবিবারে এই সকল স্থানে এই সময়ের ডাক যায় না। টাকা প্রতি শনিবারে এক অতিরিক্ত ডাক হাবড়াতে অপরাহ্ণ ৬৷৷ ঘটিকার সময় প্রেরণ করা হয়।

কলিকাতার অধীনস্থ রিসিভিং আফিস সকলে যে যে সময় ডাক বন্ধ করা হয়

	রিসিভিং আফিসের নাম ও সাঙ্কেতিক অক্ষর।	প্রথম ডাক প্রেরণের সময়	দ্বিতীয় ডাক প্রেরণের সময়	তৃতীয় ডাক প্রেরণের সময়	চতুর্থ ডাক প্রেরণের সময়
		এ, এম,	এ এম,	পি এম,	পি এম,
১	বাগবাজার N	৭। ৪০	৯। ৫৫	২। ০	৫। ৩৫
২	বিডন স্কোয়ার NC	৭। ৫৫	১০। ১০	২। ১৫	৫। ৪০
৩	সিমলা NE	৮। ০	১০। ১৫	২। ২০	৫। ৪৫
৪	বহুবাজার C	৮। ১০	১০। ২৫	২। ৩০	৫। ৭৫
৫	বালিয়াঘাটা E	৭। ৫৫	৯। ৫৫	২। ৫	৫। ৩০
৬	নাপিত বাজার EC	৮। ৫	১০। ১০	২। ২০	৫। ৪৫
৭	ধর্ম্মতলা WC	৮। ১০	১০। ২৫	২। ২৫	৫। ৪৫
৮	ভবানীপুর S	৭। ৫০	১০। ৫	২। ১০	৫। ৪০
৯	ওএলেসলি ষ্ট্রীট SC	৮। ৫	১০। ২০	২। ২৫	৫। ৪৫
১০	পার্কষ্ট্রীট P	৮। ১০	১০। ২৫	২। ৩০	৫। ৪৫
১১	গার্ডেনরিচ W	৭। ১৫	৯। ৪৫	১। ৩০	৫।
১২	আলীপুর A	৭। ৪৫	১০। ৫	২। ১০	৫। ৪৫
১৩	খিদিরপুর SW	৮। ০	১০। ৩০	২। ২৫	৫। ৪৫

মন্তব্য।

রিসিভিং আফিস সকল হইতে প্রত্যেক রবিবারে মিউটিংরোডে ডাক যায় না এবং ভারতেশ্বরীর জন্ম দিবসে কেবল দুই বার (অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ) ডাক প্রেরণ করা হয়।

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিসে পার্শেল মেল বন্ধ হইবার সময়

যে যে স্থানের নিমিত্ত	বন্ধ করিবার সময়।	ইনসিওর্ড পারসেল
বর্দ্ধমানের পশ্চিম ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ড লাইন এবং লুপ লাইনের সকল ষ্টেষণ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, সন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগ, (নাগোর এবং পঞ্জার প্রদেশস্থ নাগোরের পশ্চিম স্থান সকল ও বোম্বাই সহর ও বোম্বাই দিয়া যে যে স্থানে পাঠান যায় সেই সকল স্থান ব্যতীত)	পি এম ৩০	পি এম ১। ৩০
এন বি ষ্টেট রেলওয়ের সমুদায় ষ্টেষণ এবং দার্জিলিং হেলার সমুদায় স্থান ও আসাম প্রদেশ	এ এম ১১। ১৫	এ এম ১১। ১৫
ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের সমুদায় ষ্টেষণ এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া ষ্টেষণ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত ও মানভূম, বাঘুণ্ডা, হাজারিবাগ, রাঁচি, সিংভূম, মেদনীপুর, বালেশ্বর, কৃষ্ণনগর, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, বরিশাল, ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, এবং কাছাড় হেলার সমুদায় স্থান	পি এম	পি এম
টীকা সাধারণ পারসেল সকল অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকা এবং ইনসিওর্ড পারসেল অপরাহ্ণ ৪ ঘটীকা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যায় কিন্তু যে সকল পারসেল উপরোক্ত সময়ের পূর্ব্বে দাখিল হইবে কেবল সেই সকল সেই দিবসের ডাকে রওয়ানা হইবেক।		

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিস ও তৎঅধীনস্থ রিসিভিং আফিসে যে যে সময় ডাক বিলি করা হয়।

নং	অফিস।	প্রথম বিলি এ, এম,	দ্বিতীয় বিলি এ, এম,	তৃতীয় বিলি পি, এম,	চতুর্থ বিলি পি এম,
	জেনেরল পোষ্ট আফিস	৭।১৫	৯।১৫	১।০	৪।৩০
	বৎবাজার C	৭।৩৫	৯।৫৫	১।১৫	৫।৫
	সিমুলিয়া NE	৭।৪৫	১০।৫	১।৪৫	৫।১৫
	বিডন ষ্কোয়ার NC	৭।৫০	১০।১০	১।৫০	৫।২০
	বাগবাজার N	৮।৫	১০।২৫	২।৫	৫।৩৫
	ধর্ম্মতলা WC	৭।৩৫	৯।৫৫	১।৩৫	৫।৫
	নাপিতবাজার EC	৭।৪০	১০।০	১।৪০	৫।১০
	বালিযাদাঙ্গা E	৭।৫০	০	১।৫০	৫।২০
	পার্কষ্ট্রীট P	৭।৩০	৯।৫৫	১।৩০	৫।১০
	ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট SC	৭।৩৫	১০।৫	১।৪৫	৫।১৫
	ভবানীপুর S	৭।৫০	১০।২০	২।৫	৫।৩০
	খিদীরপুর SW	৭।৩৫	১০।০	১।৫০	৫।১৫
	আলীপুর A	৭।৫০	১০।১৫	২।৫	৫।৩০
১৩	গার্ডেন রিচ W	৮।১০	১০।৩৫	২।১৫	৬।০

বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সকল বিলির সময় মেল ট্রেন আসিয়া পৌঁছিবার সময় সাপেক্ষ।

মন্তব্য।

প্রত্যেক রবিবার এবং উল্লিখিত ছুটির দিবস সকলে কেবল এক পাই মাত্র (অর্থাৎ যে সময়ে দ্বিতীয় বিলির সময় প্রদর্শিত হইল সেই সময়) ডাক বিলি করা হয়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ এ অক্টোবর তারিখ হইতে কর্ডলাইন মেল ট্রেনে প্রেরণ নিমিত্ত হাওড়া রেলওয়ে রিসিভিং আফিসে মাশুল সমেত অপরা ৭ ঘটিকা অর্থাৎ কলিকাতার সময় ৭।০৩ পর্য্যন্ত চিঠি দেওয়া হইলে তাহাতে কোন লেট লেটার ফিঃ লাগিবেক না কিন্তু ঐ সময়ের পর কেবল পুরা মাশুল যুক্ত চিঠি ও লেট লেটার ফিঃ অর্থাৎ অতিরিক্ত ৵০ মাশুল ডাক টিকিট দ্বারায় দেওয়া হইলে উক্ত রিসিভিং আফিসের খিড়কিতে (Window) মাদ্রাজ সময় অপরাহ্ণ ৩। ২৫ অর্থাৎ কলিকাতার সময় ৭।৫৮ পর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক।

কলিকাতা জেনেরল পোষ্ট আফিস
১৯ এ অক্টোবর ১৮৮০

ই, সি, ওক্স
পোসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার।

প্রেরিতপত্র ॥

কুইন ইন ব্যবহার।

যত প্রকার রোগ আছে, তাহার মধ্যে জ্বর প্রধান ও অধিক মারাত্মক। জ্বরোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে অন্য কোন রোগে তত লোকের মৃত্যু হয় না। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের বাঙ্গালা দেশে এবং গত বৎসর হইতে এই পশ্চিমাঞ্চলেও সেই জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাড়া এমন নাই দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হইয়াছেন। ইহার যত প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে কুইনাইন তাহাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু অনেকেই কুইনাইন প্রয়োগের নিয়ম জানেন না বলিয়া, এমন কি ডাক্তারদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া এই মহৌষধ দ্বারা সময়সময়ে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না।

কিছু দিন হইল ধাত্রীশিক্ষা ও শরীরপালন প্রণেতা খ্যাতনামা ডাক্তার বাবু গঙ্গাপ্রসাদ চাটোপাধ্যায় মহাশয় "গৃহস্থ আর পাড়া গাঁয়ের ডাক্তারদের জন্য" "সরল চিকিৎসা" নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানির মূল্য ২৷০ টাকা অথচ এখনও অর্দ্ধের সমস্ত চিকিৎসা শেষ হয় নাই, ইহা গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র। কিরূপ প্রণালীতে কুইনাইন প্রয়োগ করা উচিত, বসু বাবু তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন সাধারণ লোকের উপকারার্থ এবং অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসার্থে আমরা পুস্তকের সেই অংশ টুক (১) এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এখন কুইনাইন খাওয়ার কথা বলি। আগেই বলিয়াছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন দিবে। দৈনে অনেক জায়গায় কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম অনেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই ১০ গ্রেণ, আধার জ্বর আসিবার দুই ঘণ্টা আন্দাজ আগে ১০ গ্রেণ, আর এর মধ্যে দুই ঘণ্টা অন্তর দুই গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইলে ১০০ র মধ্যে ৯৯ জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে চিকিৎসক কোন জায়গায়

(১) আমরা মূল গ্রন্থ দেখি নাই। তাহা সমালোচন কালে বঙ্গদর্শনকার তাহা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাই লিখিয়া দিতেছি।

অপ্রস্তুত হইবেন না। মনে কর আজ বেলা ৮ টার সময়ে জ্বর আসিল, সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময়ে ছাড়িল অর্থাৎ যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। তার পর দুই ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ রাত্রি ১০ টার সময় একবার, ১২ টায় একবার, ২ টার সময় একবার, ৪ টার সময় একবার দুই গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময়ে অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার ২ ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮ টার সময়ে জ্বর আসার কথা কিন্তু জ্বর আসিল না। রোগীর কাণ ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন দিলে না। বেলা ১১ টার সময়ে ২ গ্রেণ কুইনাইন দিলে। বেলা ২ টার সময়ে আর ২ গ্রেণ দিলে তার পর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দিবার দরকার কি? আমি অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি সে সময়ে জ্বর আসিতে না যায়, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন খাওয়ান হইয়াছিল বলিয়া সে সময়ে জ্বর আসিল না। রোগী মনে করিল আজ আর জ্বর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু রাত্রি ৮ টার সময় আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন তাই ত জ্বর আসিবার ত কথা নয়, তবে কেন এ রকম হইল? সেই জন্য বলি, যে সময়ে জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে তার দশ ঘণ্টা পরে ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। তার পর দেখিলে রাত্রি ৮ টার সময়েও জ্বর আসিল না। তখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে রোগীকে আর কুইনাইন না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬ টার সময় আবার ১০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩ টা পর্য্যন্ত দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিলে। ৬ টার সময় একেবারে ৫ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ টার সময় ৫ গ্রেণ দিলে। রাত্রে আর কুইনাইন দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬ টার সময় ৫ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবার দিন বেলা ৮ টার সময় জ্বর আসে, আর সেই জ্বর রাত্রি ৮ টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়া বৃহস্পতিবারের ভোর পর্য্যন্ত জ্বর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন বন্ধ করিবে না, এখনও জ্বর আসার আশঙ্কা করিয়া অল্প মাত্রায় কিয়ৎক্ষণ কুইনাইন খাওয়াইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে আর কিয়ৎক্ষণ কুইনাইন খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিনে আবার জ্বর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জ্বর আটকাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একেবারে যায় না। ফল কিন্তু তা নয়। এরকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোকদের মধ্যে কুইনাইনের তত আদর নাই। ঘরে ঘরে খোলা করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আটকাইবার ভয়ে কুইনাইনের কাছেও যাইতেছে না। ইতর লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটে। এর ফল এই যে, চারি আনার কুইনাইন আনিয়া খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জ্বর জীবনটা নষ্ট হয়। এ ছাড়া কি রাখিবার জায়গা আছে! পাড়াগাঁয়ে লোকে ত এই জন্যেই এত মরে। তবেই দেখ যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন খাওয়ান বড় দরকার। তবে জ্বর বন্ধ হওয়ার পর ৬ই তিন দিন যে বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতে হয়, তার পর সেরূপ করিবার দরকার নাই। বাঁধাবাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই মাত্র বলিয়াছি। রোজ সকালে ৫ গ্রেণ আর সন্ধ্যার আগে তিন গ্রেণ খাইলেই হয়। আট দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে কুইনাইন খাওয়া চাই।"

সত্যবাবু কুইনাইন খাইবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা শুনিলেই ভয়ে সঙ্কোচ হয় এবং মনে মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়, আট দিনে ১১০ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া কেহ কি সহ্য করিতে পারে? তাঁহার ব্যবস্থামতে কুইনাইন খাইতে হইলে প্রথম চারি দিন ৭০ গ্রেণ তার পর পাঁচ দিন ৪০ গ্রেণ কুইনাইন খাইতে হইবে। এত অধিক কুইনাইন খাইবার ব্যবস্থা আমরা যে কয়েকখানি ডাক্তারি গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার কোন খানিতেই নাই; অপর কোন ডাক্তারের মুখে এত অধিক কুইনাইন খাওয়াইবার কথাও কখন শুনি নাই। সম্প্রতি আমি নিজে জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়াছিলাম, দুই দিনে ২৭ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া কাণ ভোঁ ভোঁ করিয়া, ঘূর্ণ রোগের ন্যায় এক প্রকার অসুখ হইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম। তাই আমি এখানে অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারদিগকে বিনীত অনুরোধ করিতেছি যদুবাবু কুইনাইন খাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রশস্ত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকের উপকার করেন। সাধারণ লোকদিগেরও কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের মধ্যে কখনও অনুরোধ হইলে তাঁহারা যদুবাবুর ব্যবস্থানুসারে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া তাহার যাহা ফল হয় ও তাহা অপর সাধারণকে জ্ঞাত করেন। কুইনাইন যে অল্পের মহৌষধ তাহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত, ইহার ব্যবহারে দোষেই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না যদুবাবু কুইনাইন ব্যবহারের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা এক প্রকার নূতন বলিতে হইবে, সুতরাং ইহার দ্বারা মহান্ ফল লাভ হইলেও হইতে পারে, ইহা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এখানে আর একটী কথা, যদুবাবুর ব্যবস্থানুসারে কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইলে দুই এক দিন রাত্রে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ প্রতি ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর দিন রাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইলে কখনই নিদ্রার আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং কুইনাইন খাওয়াইবার জন্য রোগীকে দিন রাত্রি জাগাইয়া রাখা উচিত কি না এখানে ইহারও সদুত্তরের প্রয়োজন হইতেছে।

বসুনিয়া
৩০ অক্টোবর ১৮৮০ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

সোমপ্রকাশ

২৪ এ কার্ত্তিক সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর বা গবর্ণরজেনেরলগণ যখন ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করেন, তখন ইংলণ্ডের অনেক সভা তাঁহাদিগকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন; কেহ উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে, কেহ নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার বিষয়ে, কেহ কাপড়ের শুল্কের বিষয়ে এইরূপ অনেক অনেক বিষয়ে অনুরোধ উপরোধ জানাইয়া থাকেন। মান্দ্রাজের ভাবী গবর্ণর আডাম সাহেব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতেছেন সুতরাং তাঁহাকে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তাঁহাকে বিদায় সূচক অভ্যর্থনা প্রদর্শনার্থ একটী ভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভাতে আডাম সাহেব মহাশয়েরা সাম্রাজ্য রাজনীতি সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন। ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইলাম, কারণ আমরা এতৎসম্বন্ধে অনেকবার যে পরামর্শ দিয়া আসিতেছি তাহার সহিত আডাম সাহেবের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, অধিলম্বে রুশিয়ার সহিত সন্ধি পত্র দ্বারা মধ্য আসিয়াতে উভয় রাজ্যের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পঠদ্দশার

স্বরূপ থাকিতে পারে, আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে ঠিক এই পরামর্শ দিয়াছি। বলিতে কি, যে স্ত্রীর চরিত্রে বিশ্বাস নাই তাহাকে লইয়া সংসার ধর্ম্ম করা যেমন ভদ্রলোকের পক্ষে মরকযন্ত্রণার সমান, সেইরূপ সর্ব্বদা একজন পরিবারিরাধার অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় কাতরচিত্তে কার্য্য করা ভদ্রলোকের পক্ষে অসহ্য ক্লেশ। ধর্ম্ম কিংবা পরিমাণে কোন সুখ ধ্বংস হইলে এই যন্ত্রণার অবসান করা যায়, ভদ্রলোকের পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। যাহার শত্রুতার ভয়ে আপনাকে কাতরচিত্ত করিতে হয়, সাহসী ও উদার লোকের নায় সদ্ভাব দ্বারা সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করা। ইংলণ্ড কবিরাজকে বলুন; "দেখ পাছে তুমি কোন দুরভিসন্ধি খেলিতেছ এই সন্দেহে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর অতএব পাছে আমি গোপনে কোন অনিষ্ট করি এই আশঙ্কায় থাকা তোমারও পক্ষে ক্লেশকর; এস দুই জনে পরামর্শ করিয়া পরস্পরের সীমার নির্দ্দেশ করিয়া লই; আমি বা তুমি কেহই সে রেখা অতিক্রম করিব না। অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকেন, কশিয়া শঠ, চতুর ও বিশ্বাসঘাতক, তাঁহাদের সহিপত্রে বিশ্বাস নাই। বলি, তাহারা ত ব্রহ্ম দেশীয় বা আফগানদিগের অপেক্ষা বিশ্বাস ঘাতক নয়, ইহাদের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া সুস্থির থাকিতে পার, তোমাদের ন্যায় একটী সভ্য জাতির সহিত কি সন্ধিবন্ধন করিতে পার না? যদি বল আফগানিস্থান ও ব্রহ্মদেশ দুর্গম, আমরা সবল সুতরাং আমাদের সন্ধিপত্র ভাঙ্গিতে তাহাদের সাহস হইবে না কিন্তু রুশিয়ার সেরূপ কোন ভয় নাই। যদি তাহাই হয় যে পথ দিয়া যাও পরিণামে যুদ্ধ ঘটনা হইবে। ঈর্ষা ও আশঙ্কার পথে যাও এ ভাব পরিণামে বিগ্রহ উপস্থিত করিবে; সন্ধি বন্ধনের পথে যাও তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা বিগ্রহ উপস্থিত করিবে। অতি অনিষ্ট ফল ঘটিলেও ইহার অধিক কিছু ঘটিবে না। কিন্তু রুশিয়া যদি বিশ্বাস ঘাতকতা করে তখন ইংলণ্ড রুশিয়াকে শাস্তি দিবার পক্ষে বল বলের সাহায্য পাইবেন। প্রথম পথে তাহা পাইবেন না।

ইউনাইটেড এডিনবরা নগরের কতকগুলি লোক আজাম সাহেবকে মাদ্রাজের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ কতকগুলিলোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ভার নিম্ন স্কন্ধে না রাখিয়া সেই অর্থে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার সহায় হয়েন সেই অনুরোধ করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। ইঁহারা কে? অদ্যতন তারিত সংবাদে তাহা প্রকাশ পায় নাই কিন্তু আমাদের জানিতে বাকি থাকিতেছে না। ইঁহারা খ্রীষ্টীয় পাদরিদিগের পক্ষীয় লোক। ইঁহাদের উদ্দেশ্য এই গবর্ণমেণ্ট কলেজ তুলি উঠাইয়া দিন; উচ্চ শিক্ষা দেশের লোকের ও অপর লোকের হস্তে থাকুক; কলেজ গুলি হয় তাহারা খুলুক, গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থ সামান্য লোকদিগের শিক্ষায় দান করুন। ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অশিক্ষিত সে জন্য যে এই খ্রীষ্ট শিষ্যদিগের প্রাণ কাঁদিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কলেজ গুলি উঠিয়া গেলে, তাঁহারা অনেকগুলি দুঃখী পুরুষের শিক্ষার ভার প্রাপ্ত হন, এইটীই বোধ হয় তাঁহাদের গূঢ় ইচ্ছার কারণ। বর্ত্তমান সময়ে কি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা কি উচ্চ শিক্ষা যে কিছু শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, উহার কোনটীর প্রতি আমরা সন্তুষ্ট নই। যে শিক্ষাতে মানুষ কাজের লোক হয় যাহাতে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নানাপ্রকার উপায় হয়, সেরূপ শিক্ষা হইতেছে না। লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের সুখ না থাকুক, যদি দেখি তাহাদের বাস্তবিক মানসিক উন্নতি হইয়াছে, বুদ্ধি মার্জ্জিত ও পরিপক্ক হইয়াছে, স্বাবলম্বনের শক্তি জন্মিয়াছে; জ্ঞান তৃষ্ণা বাড়িয়াছে, চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, চিত্ত শীলতা বিকশিত হইয়াছে, তাহা হইলে অনায়াসে ক্লেশ মার্জ্জনা করিতে পারি। কিন্তু তাহাই বা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ভ প্রসূত অনেক বি এ, এম এ দেখা দেখিলে যুগপৎ ঘৃণা ও ভয়ের উদয় হইয়া থাকে। তাহাদের অধিকাংশের চরিত্র অন্ধকারাবিলীন; বর্ণাশুদ্ধি নিত্য নিয়ত ঘটিতেছে; ইঙ্গিত চাতুর্য্যের অনুকূল নাই; পথিক, লাঙ্গুচিত্ত ও সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে আস্থাবিহীন। যে শিক্ষার ফল এই, তাহার প্রতি আমাদের অধিক শ্রদ্ধা নাই। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার নাম মাত্র। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের এরূপ বোধ হয় না যে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শিক্ষার ভার নিজহস্তে রাখিবেন না এমন দিন উপস্থিত হইতেছে। কলিকাতাতে বসে একদিন চলিতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এ নিয়ম এখনও অবলম্বিত হইতে পারে না।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানের উপায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, বঙ্গদেশ আবার কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিই এখানকার প্রজাবর্গের প্রধান অবলম্বন। জগদীশ্বরও এই ভূমিকে এরূপ উর্ব্বরা ও শস্য শালিনী করিয়াছেন যে এখানে অতি অল্প আয়াসে কৃষক আপনার শ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বোধ হয় কৃষিকার্য্যের উন্নতির দিকে কৃষকের দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু একথা যথার্থ যে যদি কৃষকগণের আরও পারদর্শিতা থাকিত তাহা হইলে এই ভূমিতেই এখনকার অপেক্ষা তিন গুণ লাভ হইত। আমাদের কৃষকেরা এ সন্ধান জানে না, অভ্যাবশতঃ অনুকরণ প্রবৃত্তির নাই। এক বঙ্গদেশেই ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়; কোন কোন প্রণালী অপর প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হয়। যে দুই প্রদেশে উক্ত উত্তম প্রণালী প্রচলিত তাহাদের মধ্যে কয়েক ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বিবাহ বাসিকা বিষয় কর্ম্মাদি উপলক্ষে কৃষকেরা নিত্যই উভয় স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে; অথচ পরস্পরের যাহা ভাল আছে তাহা লইবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কৃষকগণের এই জড়তা দূর না হইলে, কৃষিকার্য্যের উন্নতির আশা নাই। এখন প্রশ্ন এই, কৃষকদিগের এই প্রবৃত্তি কিরূপে বর্দ্ধিত করা যায়। মাদ্রাজগবর্ণমেণ্ট ইহার একটী সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা "মডেল ফারমস" আদর্শ কৃষি নামে কতকগুলি ভূমি সীমাবদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট প্রণালীর গুণে ক্ষেত্রের ও শস্যের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে কৃষকগণ তাহা দেখিতেছে। এদিকে আবার গবর্ণমেণ্ট কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষা দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন দুর্দ্দ কৃষকগণের জড়তা দূর করিবারও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি কতকগুলি বিলাতি লাঙ্গল লইয়া বেল্লারি প্রদেশে তাহার কর্ষণ করিয়া কৃষকদিগকে দেখান হইয়াছে। বিলাতি লাঙ্গল এমন শক্ত ও সুন্দররূপে গঠিত যে অতি কঠিন ভূমিতেও অল্প শ্রমে কর্ষণ করা যায়। বেল্লারিতে উক্ত লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া দেখা হইয়াছে যে সে স্থানে দেশীয় লাঙ্গলে যে ভূমি কর্ষণ করিতে ৮ জোড় বলদ লাগে, বিলাতি লাঙ্গলে সেই ভূমি দুই জোড়া বলদে কর্ষণ করা গিয়াছে। এতদ্দেশীয় ও বিলাতি লাঙ্গল এক ভূমিতে পাশাপাশি যুড়িয়া দেখা হইয়াছে, বিলাতি লাঙ্গলে মৃত্তিকা যেমন উৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত হয় দেশীয় লাঙ্গলে সেরূপ হয় না। মাদ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, ইহা দেখিয়া উক্ত প্রদেশের কৃষকদিগের বিলাতি লাঙ্গলের প্রতি এরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছে যে অনেকে টাকা জমা দিয়া বিলাতি লাঙ্গলের জন্য আবেদন করিতেছে।

এত দেশ কর্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে, ভূমির সার সম্বন্ধেও কৃষকদিগকে অল্পে অল্পে অগ্রসর করিবার

চেষ্টা করিতে হইবে। তাহারা সহজে চিরাগত প্রথা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না এইজন্যে চক্ষের উপর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল দেখাইতে হইবে। পরে তাহাদের জড়তা দূর হইবে। "মডেলফার্ম" প্রথা ইহার সম্পূর্ণ উপযোগী বোধ হয়, ইহাতে আশা হয় গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবে কিন্তু পরিণামে তদ্দ্বারা দেশের প্রভূত অর্থের উন্নতি হইবে এবং পরিণামে গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা লাভবান হইবেন। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, বঙ্গদেশের সমুদায় ভূমি চির স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন, কৃষিরাজ যদি ভূমির কোন প্রকার উন্নতি হয় তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভবান হইবার সম্ভাবনা নাই, আমরা এরূপ মনে করি না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি দ্বারা দুই প্রকার ফল ফলিয়া থাকে; প্রথম, ভূমির খাজনা ও দুধারুদ্ধি, দ্বিতীয় শস্য বৃদ্ধি। প্রথমোক্ত ফল দ্বারা জমিদারগণ লাভবান হইবেন, দ্বিতীয় ফল দ্বারা প্রজাদিগের এবং তৎসঙ্গে গবর্ণমেণ্টেরও লাভ হইবে। তবে এই স্থলে একটী প্রাচীন আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে: যে দেশে ভূমির উপর প্রজাদিগের স্বত্ব নাই সে দেশে ভূমির উৎকর্ষের দিকেও প্রজাদিগের দৃষ্টি নাই। কৃষক যখন জানে যে ভূমির যে কিছু উন্নতি হউক না কেন ভূমি তাহার স্থায়ীসম্পত্তি নয়, এবং আয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই খাজনা বাড়াইতে হইবে, তখন ভূমির উন্নতি হউক না হউক তাহাতে তাহার স্বার্থ কি? কৃষকদিগের এইরূপ চিন্তা করিবার সম্ভাবনা কিন্তু ইহাদের যে আমাদের মত তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস [illegible] বিষয় যদি বাস্তবিক মনোযোগ [illegible] কালের মধ্যে বাস্তবিক পরিবর্ত্তন [illegible]।

আমরা স্বীকার [illegible] যে [illegible] স্বার্থরক্ষার [illegible] লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর [illegible] ইংলণ্ডে গিয়া কৃষি বিদ্যা শিখা করিবার জন্য কতকগুলি যুবক মনোনীত করেন [illegible] অন্যান্য দেশের [illegible] এম, এ, পাশ [illegible] ইহাতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছিল যে [illegible] বোধ হয় সেই [illegible] যাহা হউক এক সময় [illegible] আমরা এই যুবা পুরুষদের [illegible] ইনি একজন সুবিজ্ঞ বিদ্বান্, তাহাতে [illegible] মনে করি যে এরূপ একটী উপযুক্ত লোককে মনোনীত করিয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে।

দেশের ধনী জমিদারেরা কেন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন না? তাঁহারা মনে করিলে এক এক জন এক একটী লোক বিলাতে পাঠাইতে পারেন। দেশীয় রাজগণের ত কথাই নাই। কৃষির উন্নতি যদি কাহারও পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় তাহা তাঁহাদের পক্ষে। তাঁহাদের রাজ্যের ভূমি সকল অধিক এক হলে বঙ্গদেশের ন্যায় ছিন্নভিন্ন নয়। তাঁহাদের অনেকের রাজ্য সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত সুতরাং বঙ্গদেশাদির ন্যায় বাণিজ্যেরও সুবিধা নাই সুতরাং তাঁহাদের প্রজাদিগকে মুখ্যতঃ কৃষিকার্য্যেরই উপরে নির্ভর করিতে হয়। তাঁহারা মনে করিলেই এইরূপ দুই চারিটী যুক্তি করিয়া কতকগুলি যুবককে ইংলণ্ড বেলজিয়ম, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন; মনে করিলে নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে মডেল ফার্ম" খুলিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের সে প্রবৃত্তি নাই। সে দিগে বায় করিলে একজন বাঘের পাইকটে দশজন আর বৃদ্ধি হয় সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। ইংলণ্ডাধিপতি ইদানীং এ বিষয়ে অনেক অগ্রসর। তিনি নিজ রাজ্যে কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া অপর রাজাদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজাও বিলাত হইতে লোক প্রভৃতি আনাইতেছেন বোধ হয় নিজ রাজ্যের কৃষির উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহা একটী শুভলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ কি।

আয়র্লণ্ড।

আয়র্লণ্ড দেশের কৃষকদিগের বিদ্রোহাগ্নি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ হওয়ায় পর, "আইরিস ন্যাশনাল" নামক সভার উদ্যোগীগণ, জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা সভায় উপস্থিত অধিকে প্রস্তাবিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা যখানে যাইতেছেন, লোকের মনের ভাব দিন দিন অতি দৃষ্টি হইতেছে। এই আন্দোলনের কৃষকগণ [illegible] আন্তরিক যত্ন, তাহার উপর সাধারণ [illegible] আয়র্লণ্ডের শাসন [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] সাধারণ [illegible] হইবে। এই [illegible] এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন [illegible] এ বিষয়ে এ উপলক্ষে সম্ভব না হওয়া একেবারে [illegible] যে প্রকার যাজনা বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছে। এরূপ যাজনা আদায়ের চেষ্টা হইলে বল প্রকাশের পরামর্শ দিয়াছে; জমীদারদিগকে গুলি করাতে দোষ নাই সাক্ষাৎভাবে না হউক প্রকারান্তরে এরূপ মত প্রকাশ করিয়া প্রজাবিদ্রোহকে উত্তেজনা উৎসাহিত করিয়াছে; দেশের লোককে এতদূর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে দেশের শান্তিরক্ষা হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এ সকল কার্য্য যে নিন্দনীয়, এবং এরূপ অন্যায় [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সব ব্যক্তিকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া দণ্ডিত করিলে কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে কি না, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট যে সব ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া ধরিয়াছেন তাহাদের সকলের যে দোষ প্রমাণ হইবে তাহার স্থিরতা কি? যদি প্রমাণাভাবে অনেকে মুক্তি পায়, লোকের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইবে। আর যদি তাহারা দণ্ডিত হয় তাহা হইলে লোকে তাহাদিগকে শহীদ বলিয়া মনে করিবে। গবর্ণমেণ্ট লোকের চক্ষে প্রপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। সুতরাং তাহাদের বন্ধুতাদির যে অনিষ্ট ফল দেখিয়া বক্তৃতার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, সে অনিষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইবে। এখন যদি ইহাদের প্রতি লোকের একটু অনুরাগ থাকে সেই অনুরাগ দশ গুণ বর্দ্ধিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার উপায় বিধান করিতেছিলেন; সেই জন্য একটী নিজ কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট উপস্থিত করিয়াছিলেন; প্রজাদিগের বিরক্তি ও আন্দোলন দূর করা উহা তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা আছে যাঁহারা এরূপ সদাশয়তার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রজাবিদ্রোহকারীদিগের নিকট পরিচিত হইবেন ইহা কোন ক্রমে প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

আমরা আশা করিয়াছিলাম গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসভা [illegible] করিবার সহিত কৃষিরাজ [illegible] এবং করেল ইণ্ডাষ্ট্রি এই ত্রয়ী বিধান [illegible] সমর্থ হইবেন। কিন্তু [illegible] দেখিতেছি কিছুই [illegible] কে কেমন [illegible] তাহাদের কার্য্য [illegible] এবং ইহার [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] যায়। কৃষিরাজ [illegible] সুবন্দোবস্ত [illegible] নিতান্ত [illegible] হইয়া [illegible] সমাধানের [illegible] বিরুদ্ধ মত [illegible] প্রচার করিতে আরম্ভ করিল; তাহাকে সকল [illegible] দুর্দ্দিন [illegible] স্থান করিয়া তাঁহার [illegible] ছাড়া হয় নাই; কৃষিরাজ কি করিতেছেন? তিনি একজন [illegible] অনুচিত্তন [illegible] [illegible] উজ্জ্বল [illegible] নিযুক্ত করিতেছেন। যাহার গুরুর ভিত্তিতে বিদ্রোহীদিগের ভিত্তি দৃঢ় হইবে তাহাদিগের অভিসন্ধি হইবে এই [illegible] প্রচারিত হইল; সহস্র শুদ্ধ লোক দিবা রাত্রি [illegible]

ধা করিতে লাগিল বিদেশীয়দিগকে বাপার তাড়াইয়া দূর করা সহজ অপেক্ষা ... করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা ইত্যাদি বিচারের অকর্তব্য হস্তদান প্রভৃতি সকল অত্যাচারই চলিতে লাগিল।

আমেরিকায় ঐ প্রকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বি লোকদিগকে আর এক উপায়ে দমন করা হইয়াছিল, ইউনাইটেড ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট যখন জানিতে পারিলেন আমি একটী কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশনরগণ উক্ত মতাবলম্বিদিগকে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাহারা একে একে কমিশনের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহাতে দুইটী বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ দেখা গেল যে টুপিওয়ালা, জুতাওয়ালা, চামড়াওয়ালা, প্রভৃতি অশিক্ষিত ও চিন্তাবিহীন লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে উক্ত মত সকল গ্রহণ করিতেছে; দ্বিতীয়তঃ তাহারা নিজেই তাহাদের মত ও বিশ্বাসের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না। তাঁহারা এক একটী যুক্তি উত্থাপন করে অমনি কমিশনর মহাশয়গণ তাহার ভ্রম প্রদর্শন করেন। এইরূপে ঐ কমিশনের কার্য্য বিবরণ যখন নিজ নিজ সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইতে লাগিল লোকে তাঁহাদের নাম ধাম ও মত সকল ... পারিল এবং তাঁহাদিগের প্রতি সকলের নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিতে লাগিল এবং তাহাদের মত প্রচারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত উভয় প্রণালীর কত মত?

লর্ডমেয়র হত্যার পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন মুসলমানদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তখন অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীই উৎকৃষ্ট নীতির অনুমোদিত। বিচারপতি নর্ম্যানের হত্যাতে গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক লোক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে সুতরাং সেই বিরক্তির কারণ দূর করাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া অবধারিত হইল। যদি মুসলমান প্রজারা থাকিতেন এবং যদি কোন হিন্দু কোন মুসলমান ব্যক্তিকে ঐ প্রকার হত্যা করিত তাহা হইলে তৎপরিবারেই হয়ত সেই সম্প্রদায় হিন্দু পুরুষ ও রমণীকে হত্যা করা হইত। স্বেচ্ছাচারী নিরঙ্কুশ রাজা এবং নিয়মতন্ত্রের ঈদারতাতে এত প্রভেদ। আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যদি ধীরভাবে আন্দোলনকারীদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাদের বিরক্তির কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ইষ্ট লাভ হইত।

ছোট উদয়পুরের হত্যাকাণ্ড।

পাঠকগণ আমাদের বিবিধসংবাদের মধ্যে হত্যার সংবাদটী পাঠ করিয়া থাকিবেন। ঘটনাটী এই ছোট উদয়পুরের মধ্যম রাজকুমারের পত্নী একজন সামান্য ভদ্রলোক সহিত বাগ্‌দানিনী ছিল। রাজকুমার তাহা জানিতে পারেন। জানিতে পারিয়া রাজকুমার এরূপ ঘৃণাস্পদ ভাবে আপনার পত্নীকে প্রহার করেন যে তাহাতেই ঐ রমণীর প্রাণ যায়। এই সংবাদ ছোট উদয়পুরের রেসিডেণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তিনি এই কথা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। তৎপরে রাজকুমারকে নিজ পত্নীর হত্যাপরাধে অপরাধী করিয়া এই মকদ্দমার বিচার করা স্থির হয়। রাজকুমারের বিচার করিবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ রাজার অনুমতি আবশ্যক বোধে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। শুনিতে পাওয়া যায় রাজা নাকি ইষ্টচিত্তে এই কার্য্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা হউক তদনুসারে রেসিডেণ্ট সাহেব স্বয়ং মকদ্দমার বিচার করিয়াছেন। বিচারের ফল কি হইয়াছে তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কলিকাতা হইতে কৌন্সিলি ব্রাহ্মন সাহেব রাজকুমারের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্য করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না? কেহ কেহ বলিতেছেন গবর্ণমেণ্টের এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই। তাঁহাদের কতকগুলি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন ছোট উদয়পুর একটী স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন রাজ্যে যদি কোন প্রকার অপরাধ কেহ করে গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে হস্তার্পণ কর্ত্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যুবরাজ যেরূপ অবস্থায় নিজ পত্নীর হত্যা করিয়াছেন সেরূপ অবস্থায় হিন্দুর সন্তান মাত্রেই ঐ প্রকার আচরণ করিত। যে রমণী নিজ গৌরব, নিজ পতির মান মর্য্যাদা ও নিজ বংশের সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া এরূপ আচরণ করিতে পারে মৃত্যু দণ্ডই তাহার পক্ষে প্রকৃত দণ্ড।

প্রথম যুক্তিটী ভাবিবার বিষয় দ্বিতীয়টী আমাদের হৃদয়গ্রাহী হইল না। পত্নী দুরাচারিণী হওয়া হিন্দু ভদ্রসন্তানের পক্ষে মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা ক্লেশজনক তাহা সত্য কিন্তু রাজ অবরোধে বাস করা যে সকল রমণীর দুর্ভাগ্যে ঘটে তাহাদের অবস্থা একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সচরাচর রাজাদিগের অনেকগুলি বিবাহিত স্ত্রী থাকে; এতদ্ব্যতীত ... আবার অনেকগুলি উপপত্নী রাখিয়া থাকেন; অন্তঃপুর মধ্যে যে সকল হতভাগিনী রমণী বদ্ধ থাকে, তাঁহাদের অনেকের সহিত হয়ত রাজা বা রাজকুমারের ছয় মাসে একবার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এদিকে আবার ঘোর আলস্যে এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে দিনপাত করিতে হয়। এরূপ অবস্থাতে তাহাদের চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহাতে বিচিত্র কি? কেবল ছোট উদয়পুরে কেন? অনেক রাজঅবরোধে ঐ ব্যাপার। মৃত শিখ রণপতি রণজিত সিংহের বিষয় এরূপ কথিত আছে, যে তাঁহার অনেকগুলি রাণী ছিল। রণজিত সিংহের সহিত সকল রাণীর বড় দেখা সাক্ষাৎ হইত না। একদিন রণজিত বাহিরে বসিয়া আছেন সংবাদ আসিল যে কোন এক রাণীর সন্তান ভূমিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "এ শুক এ গোলা কাঁহাসে গিয়া" যে শুক কামানের গোলার ন্যায় এই সন্তান কোথা হইতে পড়িল। যাহারা নিজে বাক্তিচারপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে এবং বহুসংখ্যক স্ত্রীলোককে কারারুদ্ধ করিয়া রুদ্ধ করে তাহাদের এইরূপ শাস্তি পাওয়াই উচিত। ছোট উদয়পুরের যুবরাজের পক্ষে এ সকল কথা যে খাটিতেছে তাহা নহে। কিন্তু রাজবাড়ীর রমণীদিগের দুর্দশা এই প্রকার। আমাদের বক্তব্য এই যে দেশে অসতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ বিবাহ করিবার বাধা নাই সে দেশে নৃশংস হত্যা কাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করার প্রয়োজন দেখা যায় না।

প্রথম প্রশ্নটী অতি গুরুতর। বাস্তবিক এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইরূপ অনুষ্ঠান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা বোধ হয়। মধ্যম রাজকুমার রাজপুত হইলেও ছোট উদয়পুরের একজন প্রজা; উদয়পুরের দণ্ডবিধি অনুসারেই তাঁহার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি এক স্থলে এরূপ হস্তার্পণ করেন অপর রাজ্যের স্থলেও যে ঐরূপ হস্তার্পণ করিবেন না তাহার প্রমাণ কি? ইহা নিশ্চয় অপরাধী রাজকুমার না হইয়া যদি একজন সামান্য প্রজা হইতেন তাহা হইলে রেসিডেণ্ট সাহেব হস্তার্পণের চিন্তাও করিতেন না। কিন্তু দেশের সামান্য বিচারালয়ে রাজকুমারের বিচার হইলে সুবিচারের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়াই বোধ হয় রেসিডেণ্ট সাহেব নিজে ঐ মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিয়া থাকিবেন! যদি এরূপ হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে নিতান্ত দোষী করা যায় না। আমরা যতদিন না এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে পারিতেছি ততদিন এবিষয়ে স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

বেহারবাসিদিগের শুভ চিন্তা।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেহারবাসিদিগের শুভ চিন্তায় ও কল্যাণসাধন চেষ্টায় উদাসীন নহেন। রাজা ও রাজপ্রতিনিধির এই প্রকার প্রজাবাৎসল্য থাকাই আবশ্যক। যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রজার প্রতি নিঃস্নেহ ও নির্দ্দয় মন, তাঁহারা রাজপদের যোগ্য নন। কেবল নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য পর্য্যালোচন ও তাহাতে যাফর করিলেই রাজকর্ত্তব্যতা শেষ হয় না। যিনি অন্তরের সহিত প্রজার মঙ্গল কামনা করেন, যিনি অকপট চেষ্টা পাইয়া প্রজার মঙ্গল সাধনের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং সেই উদ্ভাবিত উপায় অকপট হৃদয়ে কার্য্যে পরিণত করেন, তিনিই যথার্থ রাজনামের ও রাজপ্রতিনিধি নামের যোগ্য পাত্র। যে রাজা ও রাজপ্রতিনিধির প্রজার হিত করিবার ইচ্ছা; তৎসম্পাদনের ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষ তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার এবং সেই ক্ষমতার অনুশীলনের যেমন প্রশস্ত ক্ষেত্র, এমন আর দ্বিতীয় নাই। অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইডেন সাহেব যখন ঐকান্তিক ভাবে বেহারবাসিদিগের শুভচিন্তা ও হিতচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন উহাদিগের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইবার সম্ভাবনা। যে নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব লেখ অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই:—

আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব অতি সত্বর এই দৃঢ়তর আজ্ঞা প্রচার করিবেন, যে বেহারের যে কোন রাজকর্ম্ম হউক বেহারবাসিদিগকেই দিতে হইবে, অন্যকে দেওয়া হইবে না। তাঁহার এ সংকল্পটী অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তিনি সম্প্রতি যে বেহারপ্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে যে বেহারিদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এটী তাহারই ফল। বেহার দর্শন অবধি বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়াছে। সেই ইচ্ছার আধিক্য নিবন্ধন তিনি যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার সকল দিক দেখিতে পান নাই। একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য আছে, "প্রথমে যোগা হও তাহার পর বাহা করিও" প্রথমে বেহারবাসিদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার উপায় করা হউক, তাহার পর তাহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রাজদ্বারে সম্মান ও অর্থ লাভ উন্নতির যে প্রধান উত্তরসাধক, সে বিষয়ে সংশয় নাই। মহানুভব লার্ড বেণ্টিঙ্ক যদি বঙ্গদেশীয়দিগের পক্ষে রাজদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া না দিতেন বঙ্গবাসিদিগের এক্ষণে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা কি আমরা দেখিতে পাইতাম? কখনই না। এখন যে দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা যদি উদ্ঘাটিত হয়, তাহা হইলে বঙ্গবাসিদিগের অধিকতর উন্নতি লাভ হয় সন্দেহ নাই। বেহারবাসিদিগের পক্ষে রাজদ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তাহাদেরও উন্নতিদ্বার যে উন্মুক্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? কিন্তু অগ্রে তাহাদিগের রাজদ্বারে প্রবেশের যোগ্যতা সম্পাদন করা উচিত। সেই যোগ্যতা সম্পাদন না করিয়া ইডেন সাহেব যে আজ্ঞা প্রচারের সংকল্প করিয়াছেন, তাহা ফলোপধায়ী হইবে না; প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহার অধীনস্থ বর্ত্তমান কর্ম্মচারীরা আজ্ঞা প্রতিপালনের অনুরোধে অথবা অত্যধিক অনুরাগবশতঃ যদি আপাততঃ অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে কর্ম্ম দেন; কিন্তু তাহারা যথারীতি কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে না। বিরোধকর্ত্তারা নানা কারণে যদি কিছু না বলেন, ভবিষ্যৎ উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা ঐ সকল ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই পদস্থ রাখিবেন না। তাহাতে বেহারবাসিদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি না হইয়া প্রত্যুত উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তবেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রথমে বেহারবাসিদিগের যোগ্যতা সম্পাদনের উপায় অন্বেষণ ও তাহার সংস্থান করা কর্ত্তব্য। সে উপায় কি?

আমরা গতবারে সে উপায়ের এক পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এবারেও পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। বেহারবাসিদিগের ইংরাজি ভাল বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বুদ্ধি এমনি ভগ্ন হইয়া আছে, জিহ্বা এমনি বিকৃত হইয়া রহিয়াছে যে ইহারা ইংরাজি শিক্ষা করিয়া সত্বর কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা নাই। এই কারণে আমরা গতবারে প্রস্তাব করিয়াছিলাম। বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় দেবনাগর অক্ষরে ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বেহার প্রদেশে যে সকল পাঠশালা আছে, তদ্দ্বারা এ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কারণ সেই সেই পাঠশালায় সামান্য মাত্র লেখা পড়া হইয়া থাকে। আমরা যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছি তথায় বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বেহার প্রদেশের মধ্যে এক্ষণে যে সকল ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহা যেমন আছে, তেমনি থাকুক, তাহার আর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে যত লোক শিখিতে পারুক শিখুক, তাহাদিগের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। বেহারের অধিকাংশ লোকেরই যে ইংরাজি বিদ্যায় বুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, বেহার প্রবেশে এপর্য্যন্ত যত ইংরাজি বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তাহাতে যত বেহারি অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কত লোক কৃতকর্ম্মা হইয়াছে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যদি তাহার তালিকা দর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যখন বেহারিদিগের শুভচিন্তায় ও শুভসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার আর একটী কর্ত্তব্য এই তিনি আদালতে কাথেথি নাগরী প্রচলিত করিবার যে আদেশ দিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইতেছে। কাথেথি নাগরী অক্ষর পূর্ণাবয়ব নয়, অনেক অক্ষর নাই, অক্ষরের মাত্রাও নাই, এই সকল দোষ থাকাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে অনিষ্টের উন্মূলন চেষ্টায় উদ্যত উঠাইতেছেন সে অনিষ্টের সম্যক নিবারণ হইবে না। উর্দ্দু এক নৌকার এদিক ওদিকে যেমন সর্ব্বনাশ ও রাজাপদ লাভ হয়, তেমনি কাথেথি নাগরীর সকল অক্ষর না থাকাতে সেইরূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু যদি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা আদালতে প্রচলিত করা হয়, তাহা হইলে কেবল যে আমাদিগের আশঙ্কিত অনিষ্ট নিবারিত হইবে, এরূপ নয়, বেহারেরও পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। আদালতে যে ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার শিক্ষার্থী অধিকাংশ লোকেই উদ্যুক্ত হয়। যাহারা কাথেথী নাগরী জানে, দেবনাগর অক্ষর শিক্ষা তাহাদিগের পক্ষে দুষ্কর নয়, হিন্দীভাষাও বেহারে প্রচলিত, তবে অধিকাংশ উর্দ্দু মিশ্রিত আছে, বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা হইলে সেই উর্দ্দু সম্পর্ক রহিত হইবে, এই মাত্র বিশেষ। সেই বিশুদ্ধ হিন্দীভাষা শিক্ষা বেহারিদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই কঠিন হইবে না।

আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের যে ভাষা আজ্ঞাপত্রের বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে বিহারী ভিন্ন অন্যকে বেহারের রাজকর্ম্ম দেওয়া হইবে না, এই যে বিশেষ অনুজ্ঞা থাকিবে, তাহার অর্থ কি? অন্য পক্ষ কাহাকে বুঝাইতেছে? বাঙ্গালীরা এই অন্য পক্ষের লক্ষ্য সন্দেহ নাই। বেহারবাসীরা বাঙ্গালিদিগকে যে আপনাদিগের উন্নতির প্রতিরোধক পক্ষ জ্ঞান করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদের আদ্যও হৃদয় পরিষ্কৃত ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, তাঁহারা বস্তুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন নাই। নয়ন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন থাকিলে পদার্থ নিরূপণ করা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের অবনতির প্রকৃত কারণের নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া অপ্রকৃত কারণকেও প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের অবনতির প্রকৃত কা

ম

যদি অবলম্বন হইত, তাহারা কাহাকেও প্রধান করিতেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অধঃপতিত প্রকৃত কারণ তাঁহাদের ঐক্য সংস্থাপন করার মূলক যোগাযোগের অভাব। যখন যোন একটী ঘটনা হয়, যাহাতে তাঁহারা সকলে মিলিতে সমর্থ না হওয়া যায় তখন তাঁহারা অপরকে কারণ স্বরূপ মনে করিতে থাকেন। অধুনা যেরূপ বাঙ্গালিদিগকে আপনাদিগের উন্নতি প্রতিবন্ধক স্বরূপ মনে করিয়া এই বিদেশীয়েরা বাঙ্গালিদিগকে কর্ম্ম না দিয়া তাঁহারা নিজে কার্য্য করিতে বসেন। বাঙ্গালিরা যে কাজ করিতে পারে, বাঙ্গালিরা এই পাশ্চাত্যপ্রকৃতিক অনুরোধ রক্ষা করিবেন কেন? রাজপুরুষদিগকে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালিদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। বাঙ্গালিদিগের রাজকার্য্য সম্পাদনের যে যোগ্যতা আছে, বেহারিদিগের সে যোগ্যতা নাই। সে কোন কারণ হউক, যাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইলে বুদ্ধিচাতুর্য্য আবশ্যক করে। বেহারিদিগের বুদ্ধি খেলে কৈ? তাহারা যেরূপ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তদনুরূপ লাভ হইতেছে। উচ্চতর পদলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে উচ্চতর যোগ্যতালাভ আবশ্যক। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অগ্রে সেই উপায়ের সন্ধান করিয়া দিন, তাহার পরে উপযুক্ত বাবু আন্দোলন প্রচার করিবেন। বাঙ্গালিদিগকে বঞ্চন করিয়া উক্ত আন্দোলন প্রচার করাও যেন তেমন অনৌচিত্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। বঙ্গদেশ বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া জানে না, এরূপ আদেশ প্রচার করা কি লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন?

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বেহারিদিগের মঙ্গলার্থ আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। আমরা বেহারে যেরূপ দেখিতে পাইতেছি তাহাতে ভূমি অতি পতিত হইয়া আছে। সেগুলি উদ্ধার করা আবশ্যক। তাহার উদ্ধার হইলে বেহারিদিগের মঙ্গল হইবে, তাহা নয়, গবর্ণমেণ্টও এই উপলক্ষে লাভবান হইবেন। যে ভূমির পরিমাণের কথা এক মুঙ্গের জেলায় ২০৩৩৬৯ বিঘা ভূমি অতি পতিত আছে। তদ্ভিন্ন মাল ও অন্যান্য জেলাতে ১১১৭৫৫ বিঘা ভূমি বদ্ধ আছে। এইসকল ভূমিতে যদি বেহারিদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হইতে পারে। এক্ষণে মুঙ্গেরে ৪৫৭৯৫৫৭ বিঘা ভূমিতে ধান্য ও ইতিমধ্যে উৎপন্ন হয়, নীল ও অন্যান্য যে ভূমি বদ্ধ হইয়া আছে তাহার সংখ্যা ও পতিত ভূমির সংখ্যা একত্র করিলেও প্রায় আবাদী ভূমির তৃতীয় অংশ হইবে। আবাদ পরিমাণ ৩১৭৩৯৫৩ বিঘা ভূমি। এ ভূমিতে প্রজার আবাদ যোগ্য করা উদ্দেশ্য হইলে বেহারীদিগের বিশেষ লাভের সন্দেহ নাই।

আমরা পতিত ভূমি পতিত উদ্ধারের একটী পন্থা বলিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট প্রজার ভূমিতে প্রজার দ্বারা আবাদন উৎপাদন করেন। ইহাতে প্রজাদিগের অনেক সাহায্য করা হয়। প্রথমে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের অধিকৃতের উৎপাদনার্থে যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে তাহা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া তাহাদি গর মনোমত শস্য উৎপাদন করে তাহাতে তাহাদিগের অধিকতর লাভ হয় সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, তাহাদিগের কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র অধিকের উৎপাদন কার্য্যে যদি নিয়োজিত না হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে তাহারা আপনাদিগের প্রয়োজনোপযোগী শস্য উৎপাদন করিলে তাহাতে তাহাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। তৃতীয়, দাদন প্রথাটী দূষিত। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত অত্যাচার সম্পর্ক নাই বটে কিন্তু প্রলোভন প্রদর্শন সম্বন্ধ আছে। কাহাকে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য প্রবর্ত্তিত করা আমাদের গবর্ণমেণ্টের সুশৃঙ্খল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। গবর্ণমেণ্ট কখন চাষীদের কখন কিরূপ আবশ্যক তাহা কখনও না পাঁজি। রাত্রের আশায় গবর্ণমেণ্ট অজ্ঞাত সারে গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত অত্যাচার করিয়া তাহাদের অনভিপ্রেত আফিঙ্গ উৎপাদন করিয়া লয়। সেজন্য গবর্ণমেণ্ট দাদন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যদি তাহাতে মনের মত অধিক উৎপাদন করেন তাহা হইলে আমরা ভরসা করিতে পারি যে অনেকটা নিশ্চয় করিলাম কেবল যে তাহাদিগের নিবারণ হইবে এরূপ নয়, বেহারি প্রজাদিগেরও মঙ্গল লাভ হইবে। আমরা বেহারের অধিকাংশ লোককে মহুল প্রভৃতি অঙ্কনি বিক্রয় করিতে পাই। তাহাদিগের অধিক কথা বলিতে না। তাহারা কোনরূপে সামান্য মাত্র মহুলী পায়। তাহাতে তাহারা মদ খাইয়া নিশ্চিন্ত হয় না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি উহাদিগের পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া তাহাতে মহুল দ্বারা অধিক উৎপাদন করেন, তাহা হইলে কার্য্য বৃদ্ধি হইয়া মহুল শ্রেণীর দিন লভ্য বেহারেরও বৃদ্ধি হয়। তাহাতে তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইতে পারে সন্দেহ নাই।

নীলকরদিগেরও গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হইয়া উক্ত পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কেবল যে তাহাদিগের পথপ্রদর্শক হইবেন তাহা নয়। এবিষয়ে যাহাতে তাঁহারা যত্নবান হন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত। এখন নীলকরেরা যেরূপে নীল উৎপাদনার্থ ভূমি সংগ্রহ করেন, আমরা পূর্ব্ববারে বিস্তারিতরূপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। নীলকরেরা পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যদি নীল উৎপাদন করেন, তাহা হইলে প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। সকল নীলকরের প্রকৃতি সমান নয় অর্থাৎ অনেকের প্রবল রিপুর স্বরূপ। অর্থলোভ তাহাদিগকে উন্মত্তকরিয়া তুলে। উন্মত্তের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। অতএব কোন কোন নীলকরের দুর্দ্দান্ততা নিবন্ধন প্রজার প্রতি যে অত্যাচার হয়, সেবিষয়ে সংশয় নাই। আমরা একজন নীলকরের নিষ্ঠুরতার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। এক ব্যক্তি আমাদিগকে কহিলেন তিনি একবার জ্যৈষ্ঠ মাসে কার্য্যানুরোধে কোন এক নীল কুঠীতে গিয়াছিলেন। তখন বেলা প্রায় একটা। তিনি দেখিলেন, তখনও মজুরদিগের দ্বারা নীল ক্ষেতের চেলা ভাঙ্গান হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দেব দিবাকর কেমন অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করেন, তাহা ভারতের কোন প্রদেশের লোকের অবিদিত নাই বিশেষতঃ বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যদেব দাবানলরূপ হইয়া উঠেন। তাহার সময় আছে তিনি তখন সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলা একটার সময়ে মজুরদিগকে নীল ক্ষেতে চেলা ভাঙ্গিবার মত বা অনুমতি দিতে পারেন না। বাবুটী নীলকরকে ঐ অনুচিত আদেশের বিষয় জানাইলেন; কিন্তু নীলকর কহিলেন তিনি চেলা ভাঙ্গা ফুরাইয়া দিয়াছেন, কণ্ট্রাক্টর অন্যায় করিতেছে, তিনি কি করিবেন। নীলকরের এরূপ উত্তরে চমৎকৃত বোধ পাঠক বলিবেন এ কথা করিবেন না। কণ্ট্রাক্টর যাহাতে ত্রুটি করা না করেন, তাহার উপায় করিয়াই কণ্ট্রাক্ট দিতেন। যদি পূর্ব্বে তাহার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাপি বাবুর বাক্য প্রবণ করিয়া তাহার নিবারণও করিতেন। যখন কোন নীলকরের এই প্রকার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের জ্ঞান পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের প্রজার সহিত সম্বন্ধ থাকিলে প্রজার প্রতি যে অত্যাচার হয় না, এ কথায় কে প্রত্যয় করিতে পারে? নীলকরেরা যদি পতিত ভূমির উদ্ধার করিয়া যখন কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা যে

খাটাইবেন, তাহার প্রতি যাহাতে অসঙ্গত ব্যবহার করিতে না পারেন, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে অত্যাচারের মূল উৎপাটিত হয়, নীলকরেরাও অপবাদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

মুঙ্গের।

বাঙ্গালা দেশে যেমন বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, মুঙ্গেরে তাহা নাই। এখানে রামলীলা, দেওয়ালি ও হোলী এই তিনটী মাত্র পার্ব্বণ। আমি তাহার দুটী দেখিলাম, তৃতীয়টীর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন দেওয়ালী পার্ব্বণী হইয়া গিয়াছে। আমি আগে ভাবিয়া ছিলাম, কতই ধুম ধাম হইবে, কিন্তু অধিক আশা করিলে প্রায়ই নিরাশার মুখ দেখিতে হয়। সহরের কিয়দংশ ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, বঙ্গদেশে যেমন ঐ দিবস দীপ প্রজ্বালিত করিয়া স্থানে স্থানে দেওয়া হয়, এখানেও সেইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। তবে এখানকার লোকের কিছু উৎসাহ অধিক, তদনুসারে প্রদীপের সংখ্যাও কিছু অধিক। বিশেষতঃ সহরের মধ্যে গায়ে গায়ে বাড়ী, দোকান ও গায়ে গায়ে, প্রতি বাড়ীতে ও প্রতি দোকানে পাঁচ সাত করিয়া প্রদীপ দিলেই যথেষ্ট হয়। আমি ঐ দিন আলোক দ্বারা সহরের উজ্জ্বল বেশ দেখিয়া অধিকতর আনন্দিত হইয়াছিলাম। অন্য অন্য দিন সহর নিদ্রিত কি জাগরিত, সেটী স্পষ্ট বুঝিতে পারাযায় না। এখানে মিউনিসিপালিটী ও মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত আছে। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা প্রায় ষোল হাজার টাকা আদায় করিয়া থাকেন, কিন্তু আলোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ হয়। মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে মিউনিসিপাল আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গুলির ভাব দেখিয়া বোধ হয়, আলোক গুলি মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কারিদিগের কার্পণ্য ভাব দর্শন করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া আছে।

মুঙ্গেরবাসীরা দেওয়ালীর দিন আলোক দান দ্বারা সহরের মুখটী যেমন উজ্জ্বল করিয়া তুলেন, তেমনি যদি আপনাদের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা পান, বড় অহলাদের হয়, কিন্তু ইঁহাদের সে চেষ্টা নাই। ইঁহারা হৃদয়কে অন্ধকারময় করিয়া রাখিতেই ভাল বাসেন। বঙ্গদেশে ঐ দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্যামা পূজা হয়, কত স্থানে কত ঘটা, কত তামাসা, কত নৃত্য গীতাদি হইয়া কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু মুঙ্গেরবাসীরা বড় সাবধান, ইঁহাদের নিকটে টাকার শ্রাদ্ধ হইবার যো নাই। এদেশে একটী প্রবাদবাক্য আছে, ইঁহারা বরং শরীরের চামড়া ছিঁড়িয়া দিতে পারে, তথাপি এক কড়া কড়ি ছাড়িতে পারে না। ইঁহাদের কোন পর্ব্বেই ব্যয় নাই, যে ব্যয় হয়, সে সামান্য মাত্র। বঙ্গদেশের একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের শ্যামাপূজায় যে ব্যয় হয়, মুঙ্গেরের বাবুলীলায় সে ব্যয় নাই, দেওয়ালীর ব্যয়ও তদ্বৎ।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের সময়ে যেমন ইতর সাধারণে নূতন ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করে, এখানে দেওয়ালীর দিন তেমনি সকল লোকে পরিষ্কৃত ও নূতন বস্ত্র পরিধান করে এবং নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া থাকে। অন্য অন্য দ্রব্যের অপেক্ষা মৈ আর মঠ অধিক বিক্রয় হয়।

এখানকার লোকে এ সময়ে শ্যামাপূজা করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে সে কাজ শেষ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ওখানে চাল সালে চাল খাসা হয়, এখানে এই সময়ে চালখাসা হইয়া থাকে। এখানে কার্ত্তিক মাসেই বৎসরের শেষ। ইহার পরেই অগ্রহায়ণ মাস। কার্ত্তিক মাসে যে কাণ্ডারো মতে বৎসরের শেষ, অগ্রহায়ণ এই শব্দ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। হায়ন শব্দে বৎসর এবং অগ্র শব্দে প্রথম বুঝায়। বঙ্গদেশে সরস্বতী পূজার সময়ে পুস্তক, মসী মসাধার প্রভৃতির পূজা হইয়া থাকে, এখানে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া দিবসে সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশীয়ের সহিত মুঙ্গেরবাসীর কেবল যে সভ্যতা ও ভাষাদিগত বৈলক্ষণ্য আছে, এরূপ নয়, আচার ব্যবহারাদিগত বহু বৈলক্ষণ্যও লক্ষিত হইতেছে। এখানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই লোক অধিক। কতকগুলি রামভক্ত ও আছেন। শৈব শাক্ত প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোক নাই; কিন্তু এখানে বিজয় চণ্ডী নামে বহু কালের যে চণ্ডী স্থান আছে সেখানে প্রায় সকলেই পূজা দিয়া থাকে। আমাদের ওখানে সন্তানাদি মেয়ে পাত্রের শক্ত পীড়া হইলে স্ত্রীলোকেরা যেমন কালী দুর্গা প্রভৃতির উদ্দেশ করিয়া পূজা ও ছাগাদি বলিদানের মনন করেন, এখানকার লোকেরাও বিজয় চণ্ডীর নিকটে সেইরূপ মনন ও পূজাদি দান করিয়া থাকে। ক্রমশঃ

বিবিধ সংবাদ।

সিঙ্গাপুরে বস্ত্র ধৌত করিবার একটী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই যন্ত্রটী শীঘ্র কলিকাতা রাজধানী ও অন্যান্য জনপদে আনয়ন করা আবশ্যক। তাহা হইলে লোকে রজকের পরসেবা ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন।

১ লা নবেম্বর পঞ্জাবের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর হইতে লাহারে উপনীত হইয়াছেন সার জন ট্রাচি ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত থাকিবেন তাহার পর ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। কর্ণেল স্যারিয়ট বোম্বাইয়ের হাইকোর্ট কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া এডজুটেণ্ট জেনেরেলের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বেঙ্গল টাইগরসের একজন সৈন্য নানাসাহেব ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রাঘাত করিবার নিমিত্ত সময়সজ্জা করিতেছে। ডিসেম্বরমাসের প্রথমেই তাহারা প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হইবে।

গত মাসে কলিকাতা চিত্রশালিকাতে ৩৩৩৩ ব্যক্তি দর্শনার্থ আগমন করেন। মধ্যে ১৭৬৮ জন দেশীয় পুরুষ ৪৪১৪ জন স্ত্রী আগমন করেন। ইউরোপীয়ের মধ্যে ৬৪৮ পুরুষ এবং ২৬২ জন স্ত্রীলোক সমাগত চিত্রশালিকায় প্রত্যহ গড়ে ১২৮৩ জন ব্যক্তি সমাগম হয়।

বাত রোগের একটী উত্তম ঔষধ আবিষ্কার সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় তক্তকগুলি এবং বৃক্ষের সিকড় ও মঞ্জরি ফলাই অধিক তাপ এবং করিয়া অল্প পরিমাণে জল দিয়া উত্তমরূপ পিসিয়া সেই মসৃণ স্থান লেপন করিয়া দিতে হইবে। পরে ঐ লেপটী শুষ্ক করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল রৌদ্রে থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে তিন দিবস লেপন করিলে রোগের উপশম হইবে।

বোম্বাইয়ের সামরিক চিফ আফিসর ডবলিউ এচ, হার্থি সাহেব ৩১ এ অক্টোবর আত্মহত্যা করিয়াছেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে তিনি মুখ প্রক্ষালনার্থ একজন ভৃত্যকে জল আনিবার আদেশ দেন। সেই সময়ে একখানি ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করেন। পুলিস কর্ত্তৃক এই আত্মহত্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন তাঁহার চঞ্চল কোন ঘরোয়া বিষয় জন্য ঈদৃশ হত্যা কার্য্যের তত্ত্ব প্রদর্শন করাতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

নেপলস রাজ্যবাসী একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের একটী ঘোর চুরি গিয়াছিল। উক্ত প্রোফেসার চিরজীবনে মিতব্যয়িতা দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সে সমুদায় ঐ ব্যাগের মধ্যে ছিল। প্রোফেসার এই নিদারুণ শোকে অধীর হইয়া তস্করদিগকে সম্বোধন করিয়া এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া সহরে বিতরণ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই, লোকের সর্ব্বাধিকার সর্ব্বত্র তোমাদের মত যাহাই হউক না কেন তোমরা রাক্ষস নও, অন্ততঃ আমি তোমাদিগকে রাক্ষস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি যদি

[illegible] জন্য আমরা যে সমস্ত অর্থ ব্যয় [illegible] তাহা হইতে [illegible] বিপন্নদিগের বস্ত্র [illegible] খরচের উচিত হয় না। [illegible] ধনের প্রয়োজন হয় [illegible] আমাকে দেও, [illegible] আমাদের অপরাধ অনেক লঘু [illegible] মহাশয় বোধ হয় দিক ভুলিয়া [illegible] দেশে অধিষ্ঠান; আমাদের দেশে দৈবাৎ [illegible] ঘর কাঙ্গলে জাল হইত।

[illegible] প্রেসিডেন্সির হিজীগণ নামক স্থানে [illegible] সুবর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানের [illegible] নিমিত্ত কয়েক জন ইঞ্জিনিয়ার প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত স্থানে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। [illegible] তুমি খত জন্য করিবার প্রস্তাব হইতেছে এবং [illegible] লোক মাটী ধৌত করিয়া সুবর্ণ পাইবার [illegible] সেই গ্রামে যাইতেছে।

ডাক্তার টেনারের উপবাসের কথা অনেকে অবগত আছেন। লোকে দুই দিবস উপবাস করিতে পারে না কিন্তু ডাক্তার টেনার একাদিক্রমে ৮১ দিবস কিরূপে অনশনে রহিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ অদ্ভুত যাদুবিদ্যা বলিয়া স্থির করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি যে স্বয়ং যাদুকারের পরিচয় দিয়াছেন এত দিনের পর তাহার পরিচয় হইল। ইঁহার এক প্রকার বায়ু রোগ ছিল। তাহাতে তিনি এতদিন অনশনে থাকিতে পারিয়াছেন। এই অলৌকিক উপবাসে বিস্মিত হইয়া এক ব্যক্তি ডাক্তার টেনারের সহিত এই বলিয়া অঙ্গীকার করেন যদি তিনি অঙ্গীকারকারীর সমক্ষে পুনরায় অনশনে থাকিতে পারেন তাহা হইলে শপথকারী হাজার ডলার দিবেন। ডাক্তার টেনার তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। মানুষের বুজরুকি যে অধিককাল চলা থাকে না পাঠকগণ তাহার ও প্রমাণ দেখিলেন?

রামপুরের নবাব মাইনিস্তদের দুর্গত লোকসাহায্যার্থে এক লক্ষ মুদ্রা দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটী সুন্দর বন্দর নির্ম্মিত হওয়াতে জাহাজ সকল এখন সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত আসিতে পাইবে। এই বন্দরটী প্রস্তুত করিতে অনেক ব্যয় হইয়াছে। বন্দরটী যতদিন প্রস্তুত হয় নাই ততদিন দেশীয় লোক সকলই আরোহিদিগকে লইয়া জাহাজে গতায়াত করিত। বন্দরটী সম্পন্ন হইয়া গেলেই তাহাদিগের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে। এই জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতি পূরণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। পঞ্চার পোলটী যখন হয় আমাদের মাঝিরা তখন কোথায় ছিল? এ মন্দ আবেদন নয়

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিদ্যা বিষয়ক বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। ছাত্র সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, বোর্ড অফ রেবেনিউ কালেক্টারদিগের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন যে তাহারা ছাত্র সংগ্রহের জন্য বড় বড় তালুকদারদিগকে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় এ প্রকার অনুরোধের বিশেষ ফল ফলে নাই। কেবল মাত্র দুইজন জমিদার কয়েকটী ছাত্র পাঠাইবার আশা দিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত সকল গবর্ণমেণ্টের অনুকরণীয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পইণ্টস মানেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কোম্পানি তাঁহাদের অনেক জনের নামে নালিস করিয়াছেন, তাহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, অবশ্য বিশুদ্ধ দৃঢ়তার সহিত সকলে কাজ বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের প্রার্থনা এই তাহাদের বর্ত্তমান কর্ত্তা নিতান্ত উগ্রপ্রকৃতির লোক তাহাকে পদাবনত করা না হইলে এবং ভবিষ্যতে অপেক্ষা কৃত ভদ্র ব্যবহারের আশা না দিলে তাহারা কার্য্য করিবে না।

শুকরাটের আমেদনগরসহরে একটী রমণী বাস করিত। তাহার দুইটী যমজ শিশু ছিল। ঐ রমণী একদিন যমজ শিশু দুইটী কোলে করিয়া গৃহের মধ্যে ছিল এমন সময় হঠাৎ সেই গৃহটী পতিত হয়। সেই মৃত্যু ভবের সময়েও মাতা এমন কৌশলে শিশু দুইটীকে আপন ক্রোড়মধ্যের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন, যে পরে বাটী উঠাইয়া দেখা গেল, যে জননীর প্রাণ গিয়াছে কিন্তু শিশু দুইটী কিছু মাত্র আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

বোম্বাই লেজিসলেটিব কৌন্সিলের অনারের সভ্য মেহরাব জি খোকুল দাসের মৃত্যু হওয়াতে রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক সি, এস, আই তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাট, টেলা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে জ্বর প্রবল বেগ ধারণ করিয়াছে। অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছেন। ২৪ পরগণার স্থান সমূহও ইহার হস্তের বহির্ভূত নহে। প্রেসিডেন্সি কমিশনর ইডেন সাহেব ইহার নিরাকরণ করিবার জন্য রাণাঘাটে আছেন। ইংরাজগণ অনেক বিষয় বিশেষ চেষ্টার সহিত নিবারণ করিয়াছেন কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের আধি কারণ অদ্যাপিও যে বাহির করিতে পারিলেন না এই আক্ষেপের বিষয়

লেপ্টনাণ্ট [illegible] ১১ই নবেম্বর কলিকাতায় আগমন করিবেন।

[illegible] ১৭৯০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী নূতন পিপলস পার্ক নামক বাগান নির্ম্মাণ হইয়াছে।

একটী নূতন প্রকার মকদ্দমা কলিকাতা পুলিসে উপস্থিত হইয়াছে। জানবাজারের খাতনামা বাড় বংশীয় একটী রমণী পানাসক্ত পুত্রের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে নাবালকের সংসারে উপযুক্ত পুত্রের উৎপাত বিধবা মাতের সহ্য করিতে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল সংসারে শান্তি স্থাপনের কি করিলেন? নাবালক সন্তানদিগের মানুষ করিবার জন্য "কোর্ট অব ওয়ার্ড" পুলিসলেন কিন্তু তাহা হইতে এই দেখা যাইতেছে নাবালকগণ নাবালক হইয়া বাহির হইবার মধ্যে অনেকে পশুর ন্যায় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আফগান যুদ্ধের প্রধান অভিনেতা জেনারেল রবার্টস এদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের দৌরাত্ম্য বড় অধিক। সম্প্রতি বরাহনগরে একটী অতি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। প্যারীমোহন নামক একজন পুলিসের জমাদার একটী স্ত্রীলোকের নিকট গতায়াত করিত। কিছু দিন পরে জানিতে পারিল বনমালি দাস নামক একজন লোকের গোপনে সেখানে গতায়াত করিয়া থাকে। একদিন যখন বনমালি উক্ত স্ত্রীলোকের গৃহে আছে এমন সময় প্যারিমোহন কয়েকজন পুলিসের কনষ্টেবল সহ সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঐ হত ভাগ্য ব্যক্তিকে ধরিয়া এরূপ প্রহার করিল যে সেই প্রহার নিবন্ধন তৎপর দিন তাহার প্রাণ ত্যাগ হয়। শরীর পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে তাহার হাত পা, ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, জখম হইয়াছিল এবং পাকস্থলী রক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি রক্ত বমনও করিয়া অসহ্য যাতনায় দুই দিন মাত্র জীবিত ছিল। শিয়ালদহে এই মকদ্দমার বিচার হইতেছে, মকদ্দমার ফল কি হয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন।

বিগত আগষ্ট মাসের শেষে গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্কে ২৯৭৮০০০০ টাকা জমা ছিল। এতদ্বারা লোকের অর্থাগম ও সঞ্চয় স্পৃহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, লাহোরে দুইটী আশীষের মধ্যে টেলি ফোনের তার লাগান হইয়াছে এবং অতি সুন্দর রূপে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। এই উভয় আশীষ পরস্পর দুই মাইল দূরে অবস্থিত

যাহাতে কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এক খানি সংস্কৃত সপ্তাহিক পত্র বাহির করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। আশা করি দেশীয় কৃত বিদ্যালয়ের যত্ন ভাগজখানি বাহির হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

ইণ্ডিয়ান কৌন্সিলের অনারর সভ্য উইলিয়ম মার্ক আরেরারের মৃত্যু হওয়াতে সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব তৎপদ গ্রহণেচ্ছু হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এমনি দুরদৃষ্ট যে তাহাও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বি, ডবলিউ কিউরি নামক সাহেবকে উহা প্রদান করিয়াছেন।

নীলগিরিতে যে কমিসন ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লেডি রিপণ ভারতবর্ষে আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছেন। অনরেবল জন ফিট্‌জউইলিয়ম এম, পি তাঁহার সহিত আগমন করিবেন।

২৮ এ অক্টোবর বেলা ৭ ঘটিকার সময় আমাদের রাজপ্রতিনিধি রিপণ সাহেব সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সীমাপ্রদেশবাসী অসভ্য জাতিদিগের আলায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। তাহারা সম্প্রতি খাল ও হাজু নামক স্থানের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়াছে এবং নিকটবর্ত্তী আদিবাসিদিগের মধ্যে কয়েক জনকে হত্যা করিয়া তাহাদের পশু কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শস্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কানপুর আগ্রা লক্ষ্ণৌ সীতাপুর ও বারবেরেলী স্থানে বৃষ্টি হওয়া অতিশয় আবশ্যক। খারিফ শস্য জন্মিবার আশা লোকের মন হইতে এক কালেই অন্তর্হিত হইয়াছে এক্ষণে রবিশস্যের অবস্থা যেরূপ তাহাতে উহা যে উত্তমরূপ জন্মিবে এরূপ বোধ হয় না।

ভারতবর্ষীয় রেল ওয়ের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে এবৎসরের আয় পূর্ব্ব বর্ষের অপেক্ষা দ্বিগুণ। যাহা হউক রেলওয়ের যতই শ্রীবৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

সঙ্গীত শাস্ত্র যে নিতান্ত সুমিষ্ট ও চিত্তমোহকর তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বোম্বাইয়ের গবর্ণর ইহার উপকারিত্ব ও মাধুর্য্য বুঝিতে পারিয়া ইহার উন্নতির পক্ষপাতী হইয়াছেন, তিনি ইহার উন্নতির নিমিত্ত দেশীয়দিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন।

চিনের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে কুল সম্রাট পোতাধ্যক্ষকে এই আদেশ দিয়াছেন কোরিয়ার সহিত কেবল বাণিজ্য বিস্তারের সন্ধি হইবে না। যদি উহারা তাহাতেও অমত করিবার জন্য প্রশস্ত স্থান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সন্ধি হইবে নতুবা বলপূর্ব্বক অধিকার করা হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

বার্ম্মিংহাম ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতাকালে লর্ড নর্থব্রুক দেশীয় রাজাদিগের রাজভক্তির সুখ্যাতি এবং দেশীয়সৈন্যগণের সাহসের ভূয়িপ্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দেশীয়রাজগণের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করা, শিক্ষিতদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা তাহাদিগকে উচ্চ উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করা এবং দেশীয়রাজগণ ও সৈন্যগণকে যত্নে পালন করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন আমরা দেশীয়দিগের উপকারার্থ ভারতশাসন করিব এবং যাহাতে তথায় শান্তি রক্ষা হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা পাইব।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩০ এ অক্টোবর। সুলতান ডারভিস পাসার উপর আদেশ দিয়াছেন, যেসমস্ত আলবেনীয় তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে তিনি যেন তাহাদিগকে দৃঢ় করেন। সুলতানের সহিত অদ্যাপিও কোন সন্ধি হয় নাই।

কেণ্টাটিন ২৯ এ অক্টোবর। উপনিবেশস্থ সৈন্যগণ লিবারোডিকের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। রক্ষকৌদিগের সহিত অনবরত যুদ্ধ হইতেছে। সংখ্যামস এবং টাঙ্গাকি ভাতিরা বিদ্রোহী হইয়া দুইজন মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ অক্টোবর। একটগ জনরব উপিয়ার সাহায্যার্থ পারস্য হইতে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অসময়ে নগর আক্রান্ত দেখিয়া দুর্গরক্ষা ক্রমেই উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

কোপ্টাউন ৩০ এ অক্টোবর। সংপ্রতি সংবাদ আসিয়াছে পণ্ডোমিসরা একজন মাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়াছে। পণ্ডোমিসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ তথায় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ২০০০ দুই হাজার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। আফগানিস্থানের সাণ্ডমিস্থ সভার সভ্যগণকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইতেছে। কর্ক কাউন্টিতে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২ রা নবেম্বর। জর্মণে দুর্ভিক্ষ হইবার অপেক্ষা উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। ভারতবর্ষীয় দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে ভাবী দুর্ভিক্ষের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় ইহাতে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছে যে ভারতবর্ষের শস্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ও কোন্ স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া গবর্ণমেণ্টের শোচন করিবার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী নিযোজিত করা আবশ্যক। এরূপ হইলে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১ লা নবেম্বর। যে জাহাজ সহ ৩ তুরস্ক সৈন্য ও ভারতিস পাসাকে উপসিনোপ লইয়া যাইতেছিল কাপ্তান পাশার নিকট ধৃত হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তে হইয়াছে। রিজাপাসা হইতেছি অধিকার করিয়াছেন।

কেণ্টাটিন ১ লা নবেম্বর। উপনিবেশের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। বহুসংখ্যক জাতি বহুতোবিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। ফেনিক্স রবেলস্ নামক আয়ার্লণ্ডীয় ৬ জন বিদ্রোহী প্রজাকে ধৃত করা হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে বিচারাধীনে রহিয়াছে।

বার্লিন ১ লা নবেম্বর। জার্মণ গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের মন্ত্রীকে বলিয়াছেন দেশীয় কয়েদীর তত্ত্বাবধারণার্থ একজন জর্মণ আফিসারকে নিযুক্ত করা আবশ্যক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৪ এ অক্টোবর ১৮৮০। রায়ভাবারের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর এ, এচ, রাসলি সাহেব বিশু বিশেষ জন্য ৩১ এ পৌষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ অক্টোবর। ত্রিপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ই, বি, কেক্সি সাহেব যিনি বিদায় লইয়া ছিলেন তিনি এক্ষণে উক্ত বিভাগে কিছু দিনের জন্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ মার্কি সাহেব লোহারডাগার কার্য্য করিবেন এবং পালামৌ বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৮ এ অক্টোবর। প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সোবহান হায়দার কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৩০এ অক্টোবর। ৩০ পরগনার কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর বে, এফ, পাক্সবারি সাহেব ডিং [illegible] ১ম শ্রেণীর ক্ষমতা [illegible] ডেপুটী কালেক্টরদিগকে [illegible] করিবেন।

[illegible] ডায়মণ্ডহারবার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু, ডবলিউ জে বিচ সাহেব [illegible] ক্ষমতা বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] করিবেন।

নদীয়ার জিলা ইষ্ট ও সেসন জজ এবং [illegible] সাহেব কিছু দিনের জন্য [illegible] বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন।

সাতক্ষীরার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বি, [illegible] সাহেব কিছু দিনের জন্য [illegible] করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] কিছু দিনের জন্য মেদিনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

৭ই অক্টোবর। মাল্দহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার বসু [illegible] সাহেবের [illegible] বি, পি,) এর দ্বারা অস্থায়ীরূপে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সাক্ষাৎ বিবরণ।

১৫ অক্টোবর। কাঞ্চরাপাড়ার সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি মহম্মদ গ্রামাদ [illegible] শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible] অন্তর্গত পালমৌলের আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর ও কালেক্টার এ, ডবলিউ মাজিসাহেব ফৌজদারী আইনের ২২৩ ধারা অনুসারে [illegible] বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডায়মণ্ডহারবের কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, এম, মাগরাথ সাহেব ফৌজদারী আইনের [illegible] অনুসারে সবডিসি বিচার করিবার জন্য [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ অক্টোবর। মেদিনীপুর [illegible] সোম [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[illegible] বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্, [illegible] উদ্দেশ্যের প্রতি নিযুক্ত মুন্সেফের কার্য্য [illegible] সদরের কার্য্য করিবেন।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি, এল, কিছু [illegible] জন্য ডোমনাপুরে [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু বাটিতে সহরাচর কার্য্য করিবেন।

মাদারিপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার প্রতিনিধি কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কৌজদারী আইনের ২২৩ ধারা অনুসারে সবডিসি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সাতকানিয়ায় থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

মালদহ।

বিবরণ পৃষ্ঠে কতকগুলি (৫। ৬ টী) শৃগাল উন্মত্ত হইয়া প্রত্যহ ৫। ৭ জন কি কোন দিন ১২ জন লোককে দংশন করে। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে। অদ্যে কয়েক দিবস মধ্যেও উপদ্রব হইয়াছিল। ৫। ৬ জন লোকও সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত সংক্রান্তি আইন জারি হওয়ার পর হইতে এতদঞ্চলে ভয়ানক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে এবং এপর্য্যন্ত এমন কি অসংখ্য অশ্ব গরুটি গ্রামা কন্তু ও অনেকগুলি হতভাগা মনুষ্যও ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক অকালে কালকবলে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে। দৃষ্ট মালদহ, ইংরেজাবাদ, রাইপুর, মহেশপুর, সেরপুরিয়া, ফতেপুর, মকদমপুর, হরিষপুর, শিবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান সমূহে ব্যাঘ্রের ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। সেই সেই স্থানবাসিগণ স্ব স্ব প্রাণ ও গৃহপালিত পশ্বাদি লইয়া মহাব্যতিব্যস্তে পতিত হইয়াছে। মালদহের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক লোক শীতকাল সমুদে গৃহে রাত্রিকালে ব্যাঘ্রের উপদ্রব [illegible] কিন্তু এবার প্রায় লোকের বাটীতেই ২। ৩ টী করিয়া বন্দুক থাকিবে; সম্প্রতি অনেকের নিকট হইতে লোকালয় থানাদারে পাওয়া গিয়াছে। যে যে গ্রামে ব্যাঘ্রের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে সেই সেই গ্রামের লোকের পক্ষে রাত্রিকালে গৃহের বাহির হওয়া বিষম ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দুরুহতর সাহায্যের সকলে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। বিগত ১৮ ই কার্ত্তিক আনুমানিক রাত্রি ৩ টার সময় ব্যাঘ্র আমাদের পাড়ার সদর রাস্তা দিয়া আসিয়া আমার বাটীর নিকটস্থ মাঠের রাস্তায় একটী ৩ বৎসরের গোবৎসকে বিনাশ করিয়াছে। লোকালয়ে এইরূপ কাণ্ড হইয়াছে বলিয়া ২০০ শতের অধিক লোক সেই মৃতবৎসকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং পাড়ার সকলেই সতর্ক হইয়াছেন পরে এই কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলি অশ্বাগরাদি লোকালয় হইতে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে। সে দিবস এক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে হিংসকজন্তু দ্বারা যত প্রাণী হত হইয়াছে—অস্ত্রসংক্রান্ত আইন হওয়ার পর হতাহতের সংখ্যা অনেকাংশে ন্যূন হইয়াছে!! তা হতেও পারে! ভারত—বাসি—বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ! তোমাদিগের একমাত্র সম্বল যষ্টিধারী সামান্য হিংস্রজন্তুকেও তাড়াইতে সাহসী হইবেনা—সুতরাং তোমরা যদি দুর্লভ জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর তবে পূর্ব্ব হইতেই গৃহে অর্থলব্ধকরতঃ অস্ত্রাগারের আশ্রয় গ্রহণ কর—তাহাতে হতাহতের সংখ্যা অল্প হইবে—আইনপ্রণেতারও মুখোজ্জ্বল হইবে!! যাহাহউক আমরা অন্যান্য অঞ্চলের কথা বলিতে পারিলাম না কিন্তু আমাদের এতদঞ্চলের প্রতি যদি গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টিপাত বা সুব্যবস্থা না করেন তবে কিছুদিনের মধ্যে লোকালয় শ্বাপদসংকুল জীবন অরণ্যময় হইয়া উঠিবে!!!

রাণাঘাট।

সংপ্রতি নিম রাণাঘাট ও ইহার চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী গ্রাম সমূহে অরক্ষোগের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে দুই একটী লোকের মৃত্যুও হইতেছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম রাণাঘাট সবডিবিজনের সদর ষ্টেসন কৃষ্ণ নগরে এই জ্বর সাংক্রামিক হইয়া পড়িয়াছে।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষেরা এখানে একটী শব দাহের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। আরএকটী কথা এই যে রাণাঘাট হইতে শব গঙ্গায় লইয়া যাইতে হইলে ভাগী লোকের বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হইয়া থাকে একখানি নৌকা ভাড়া করিতে হইলে ৪।৫ পাঁচ ছয় টাকার কম হয় না। আমরা শুনিয়াছি অত্রত্য মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারমান ও ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহোদয় মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে সর্ব্বসাধারণের জন্য রাণাঘাট হইতে শব গঙ্গায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত একখানি স্বতন্ত্র নৌকা নিয়োজিত হইবার প্রস্তাব করিয়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয়নাই। আমরা ভরসা করি এখানকার মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান শ্রদ্ধাস্পদ চেয়ারমান মহাশয় সেই সর্ব্বজনহিতকর বিষয় টী একবার স্মরণ করিয়া গঙ্গায় শব লইয়া যাইবার জন্য একখানি নৌকা স্থায়ী রূপে মঞ্জুর করিয়া সর্ব্বসাধারণ করদাতৃগণকে বাধিত করিবেন।

এই সব ডিবিজনের অধীন শান্তিপুরের

মিউনি সিপালিটীর চেয়ার মান ও কমিসনরগণ শান্তিপুরে হাকনি কারেণ আক্ট পাশ করিয়া নিজ শান্তিপুরবাসীগণের ও সর্ব্বসাধারণ পথিকগণের অশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ঘোড়ার গাড়ীর কোচমানগণ ভাড়া লইয়া যেরূপ অত্যাচার করিত তাহা লিখিতে কাষ্ঠনখী লেখনীও বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা গাড়ী ভাড়া করিত, তাহাদের নিকট হইতে গাড়োয়ানগণ অধিক ভাড়া লইত, যদি কোন পথিকের সহিত স্ত্রীলোক থাকিত তবে আর রক্ষা নাই ইহাতে তাহ কোচমানদিগের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিত না। আবার যাহারা বিদেশী লোক তাহাদেরই অপেক্ষাকৃত অধিক সর্ব্বনাশ। উক্ত গাড়োয়ানগণ শুদ্ধ যে অধিক ভাড়া লইয়া ক্ষান্ত থাকিত এরূপ নহে। সময়ে সময়ে ইহারা ভদ্রলোকদিগকে ঠাট্টা ও অপমান করিতেও ত্রুটি করিত না। এক্ষণে হাকনি ক্যারেজ আক্ট পাশ হওয়াতে ইহাদের দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি এক্ষণে যদি কেহ রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর গমন করেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ১৷৹ নয় সিকা দিলেই চলিবে। আমরা চেয়ারমান বাবুকে অনুরোধ করি তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার ঐ ভাড়ার রেট আরও কিছু কমাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষাকৃত কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

পুলিস এই কথাটী শ্রবণ করিলেই শতধা বিদীর্ণ হয়! ভদ্রলোকে পুলিসকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করে। ছোট লোকে পুলিসকে ভয় ও ভক্তি করে। ধন্যবাদ গভর্ণমেণ্টের মফস্বলাধিষ্ঠানীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপকের সার জেম্স বালেণ্টাইন ভারতীয় পুলিসকে নিষ্পাপচেতা, প্রহারক নিষ্ঠুর নিষ্করুণ ও অত্যাচারী বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে পুলিস মাত্রেই ঐ অত্যাচারী সার জেম্স বালেণ্টাইনের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এ বিভাগে অনেক ভদ্রলোকও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি রাণাঘাট পুলিসের গোবিন্দ নামক কোন পুলিস কর্ম্মচারী শ্রীনাথ নামে একজন জাতিকে অন্যায়রূপে অবরোধ করায় মাজিষ্ট্রেট করাতে আমাদিগের সবাগত কার্য্যদক্ষ মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু বসু মহোদয় গোবিন্দ দত্তের কঠিন পরিশ্রমসহ এক হপ্তার কারাবাসের ও২৲ টাকা (এই কুড়ি টাকা না দিলে অতিরিক্ত দুই হপ্তা মেয়াদ হইবে) অর্থ দণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর রাণাঘাটের পুলিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ সাবধান হন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

বিজ্ঞাপন

১। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত চাকদহ ও মশোহরের মধ্যে ডাক লইয়া যাইবার জন্য দিল কর্ত্তা টেণ্ডর ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের ১ লা ডিসেম্বরের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত লওয়া যাইবে এবং উক্ত সময়ে টেণ্ডর সকল আমার দ্বারা খোলা হইবে।

২। প্রতি টেণ্ডরের সহিত ১০০ একশত টাকা জমা দিতে হইবে।

৩। টেণ্ডরের উপর এই কথা গুলি লেখা থাকিবেক, "চাকদহ ও মশোহরের মধ্যে ডাক লইয়া যাইবার জন্য টেণ্ডর"।

৪। যাঁহার টেণ্ডর গ্রাহ্য হইবে তাঁহাকে ৷৹ আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে কনট্রাক্ট পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। ঐ ষ্ট্যাম্প কাগজের খরচা তাঁহাকে দিতে হইবে।

৫। উপরোক্ত কণ্ট্রাক্ট অনুযায়িক কাজ চলিবে বলিয়া ৫০০ পাঁচশত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

৬। যাঁহাদের স্বার্থ থাকিবে তাঁহারা ও অন্য যাহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সমক্ষে উপরিউক্ত তারিখে উপরোক্ত সময়ে টেণ্ডর সকল খোলা হইবে।

৭। এই অফিসে আবেদন করিলে টেণ্ডারের ফরম্ ও কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় সকল বিষয় জানা যাইতে পারিবে।

৮। অল্প টাকার টেণ্ডর অথবা কোন টেণ্ডর গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহি।

কলিকাতা
২৯ অক্টোবর ১৮৮০
H. E. M. James,
ডাকবিভাগের ডিরেক্টর জেনেরেল।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

অত্রত্য সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ ডাক্তার এডেন সাহেব নিজ ঔষধের মূল্য অর্দ্ধ হ্রাস করিলেন।

১। বাত বেদনা, অঙ্গের সঙ্কুচনী, হস্ত পদাদির কাঁপনী, পুরুষত্বহানি,—ঔষধের মূল্য ৪।

২। মূর্চ্ছা রোগ, মাথার বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা,—ঔষধের মূল্য ২ টাকা।

৩। পুরাতন ঘাস, গাত্রাঘাত, গাঁটে ফুলা, শরীরের বেদনা,— ঔষধের মূল্য ২।

৪। কুষ্ঠরোগ, মহাব্যাধি, গলগণ্ড, গায়ের রক্ত উঠানি,—এই রোগের ঔষধের মূল্য ১০।

৫। বক্ত আমাশয়, অউচ সঞ্চারকারী রোগ যায়, বাতী,—ঔষধের মূল্য ৫।

৬। পুরাতন প্রদর, গুপ্তরোগ ঘটিত জ্বর, পাণ্ডু জ্বর, কণ্ডুয়ন,—ঔষধের মূল্য ১০।

৭। গাত্রকাশ, সঙ্কাকাশ, কণ্ডকাশ, রক্তোদ্গার কাশ, হাঁপানিকাশ, এই প্রকার ঔষধের মূল্য ৩৷৹।

বরফেট্ কেমিক্যাল ঔষধালয়।
অবস্থিতি চাঁদনের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ ভাগে, ৭ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, পুরাতনগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত অর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। মফস্বলবাসিদিগকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন। ১৲ আনার টীকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নানাবিধরোগে মহৌষধ

চন্দনাসব।

মেহ, প্রমেহ, প্রদরকাস এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রকার রোগের আম, বা রোগাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সর্ব্বপ্রকার মূত্র নিঃসরণ কষ্ট প্রভৃতি যাবতীয় নানা প্রকার যন্ত্রণা ৩ দিবস ব্যবহারে মাত্র রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রয়োগে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা
প্যাকিং ৵ দুই আনা

[illegible]

[illegible] অত্যাশ্চর্য্য ঔষধের উপর ক্রিয়া [illegible] সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ [illegible] অম্ল, অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুরোগ, বক্ষঃস্থলের বেদনা, বক্ষঃস্থলে [illegible] অনেক চিকিৎসাতে শোণিতস্রাবের [illegible] এবং [illegible] সন্তানের অজীর্ণাতিসার ও [illegible] প্রভৃতি রোগ সমূহ এই ঔষধি [illegible] সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশির মূল্য ... ... ৫ টাকা।
পার্সিল ... ... ৵ আনা।

[illegible] ঔষধি ক্রয় করিয়া [illegible] সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র বিনামূল্যে [illegible] ঠিকানায় মজুমদার বন্ধু, [illegible] এম [illegible] এমোরেন্স মিত্র, [illegible] ডাক্তার এল, এম, বাবু ভোলানাথ বসু ডাক্তার এল, এম, [illegible] প্রসন্নকুমার সেন [illegible] কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক। শ্রীমদনীমোহন সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদের মজুর ঔষধালয়। কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া রামাইর একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

ঐ চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার [illegible] তৈল [illegible] প্রস্তুত করা যায় এবং [illegible] ঐ ঔষধালয় হইতে বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

[illegible] বৈদ্য বেবলে নিশ্চয় সকল [illegible] হেঃ, [illegible] ভাল [illegible] ১ শিশির মূল্য [illegible] পার্সিল [illegible]

[illegible] ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও [illegible] করে, [illegible] মস্তিষ্কের উৎপ [illegible] করে, [illegible] ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট [illegible] পার্সিল ৵ আনা।

কাশকাশীতক [illegible] ১ শিশির মূল্য ৸ পার্সিল ৵ আনা।

বলিবৃদ্ধিকর রস। ইহাতে সঙ্গের কোষবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, প্লিহাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ১৲। পার্সিং ৵ আনা।

অশ্বারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল গরার শূল একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে ফল পরিলক্ষিত হয়। ১ শিশির মূল্য ১৲। পার্সিং

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৸০ টাকা। ডাক মাশুল ৷০ আনা। গ্রন্থকারী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ক।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

অমৃতধারা।

[illegible] প্রস্তুতকারকের নিকট।

আমরা প্রায় ... বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কালরোগের ঔষধটী [illegible] দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ্যের সহ প্রকার ছর্দ্দি, কাশি, শ্বাস, অম্লপিত্ত, বক্ষঃ বেদনা, পার্শ্বশূল, অরুচি, অম্ল, অজীর্ণ, [illegible] বায়ুপিত্তে [illegible] আরম্ভ হইয়া অবিরামিক [illegible] ছাপানি প্রভৃতি উপসর্গী সকল সত্বর এই ঔষধদ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক প্রকার বটীকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

[illegible] ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

[illegible] প্রস্তুতকারক [illegible] মহোদয়।

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই [illegible] তৈল প্রস্তুত করাতে উহাদ্বারা প্রায় ... সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়াছে, এক্ষণে ভরসা করিয়ে কোন লোক ঐরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা আমাদের এই অমূল্য [illegible] সপ্তাহ ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছাবায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সদর দৌড়িয়া পালান, স্খলিত বাক্য [illegible], ঐবাসা, এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এই খুব তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অগ্নিমান্দ্যের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৪০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য ৩০ টাকা।
পার্সিং ৵০ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মানি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে পাঠান সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিম্নলিখিত কয়েকটী পুস্তকে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট

হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সে পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কোন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর ৵ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কলুটোলার গলে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং" ১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ১ লা অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ১৫ ই নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷, অসমর্থ মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও জাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

ভাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্থ পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৶০ আনা; ৶০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

১। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত চাকদহ ও বশোহরের মধ্যে ডাক লইয়া যাইবার জন্য শিল জন্য টেণ্ডর ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের ১ লা ডিসেম্বরের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত লওয়া যাইবে এবং উক্ত সময়ে টেণ্ডর সকল আমার দ্বারা খোলা হইবে।

২। প্রতি টেণ্ডরের সহিত ১০০ একশত টাকা জমা দিতে হইবে।

৩। টেণ্ডরের উপর এই কথা লিখা থাকিবেক, "চাকদহ ও যশোহরের মধ্যে ডাক লইয়া যাইবার জন্য টেণ্ডর"।

৪। যাঁহার টেণ্ডর গ্রাহ্য হইবে তাঁহাকে ৸০ আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে কনট্রাক্ট পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। ঐ ষ্ট্যাম্প কাগজের খরচা তাঁহাকে দিতে হইবে।

৫। উপরোক্ত কণ্ট্রাক্ট অনুযায়িক ডাক চলিবে বলিয়া ৫০০ পাঁচশত টাকা আমানত রাখিতে হইবে।

৬। যাঁহাদের স্বার্থ থাকিবে তাঁহাদের বা তাঁহার উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সমক্ষে উল্লিখিত তারিখে উল্লিখিত সময়ে সকল খোলা হইবে।

৭। এই আফিসে আবেদন করিলে টেণ্ডর ও কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় সকল বিবরণ পাইতে পারিবে।

৮। অন্য টাকার টেণ্ডর অথবা কোন টেণ্ডর গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহি।

কলিকাতা
২৯ অক্টোবর ১৮৮০

H. F. M. James.
বঙ্গদেশের অফিসিয়েটিং পোষ্ট মাষ্টর জেনেরেল।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

অত্যাবশ্যক সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ চাক্ষ. এলেম সাহেব নিম্নলিখিতের মূল্য অতি স্বল্প করিয়াছেন।

১। বাত বেদনা, অবশ অঙ্গমুকুনী, হাত পায়ের সাদনী, শুক্রস্তম্ভনি,—ঔষধের মূল্য ২।

২। মূর্চ্ছা রোগ, বাতক বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা,—ঔষধের মূল্য ২ টাকা।

৩। পুরাতন বাত, লম্বাবাত, গাঁট ফুলা, শরীরের বেদনা,—ঔষধের মূল্য ২।

৪। কুষ্ঠরোগ, মহাবাদি, ধবল, পারার ঘা ইত্যাদি,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ১০।

৫। রক্ত অপরিষ্কার, গাঁটে সময়সময় বেদনা হয়, বাতী,—ঔষধের মূল্য ।

৬। পুরাতন চর্ম্ম, কুষ্ঠনাশক ঔষধ, এই ঔষধ, কম্পজ্বর,—ঔষধের মূল্য ।

৭। খাস কাশ, বক্ষঃকাশ, [illegible]

...ক্ষোভক ... ওষধের মূল্য ৩৯০।
...বড়ি ... ওষধালয়।
...ও ইউনানী
...৮৯ নং
...ট, কলিকাতা।

কাঞ্চনোজ্জ্বল তৈল।

...ঘটিত ঘৃতাদি তৈলে কেশের
...ও, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও পিত্তের
...৮৯০ টাকা। শিশির ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৵০ আনা। ডজন ৩৯ টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত হইতে রক্তপড়া বন্ধ, দুর্গন্ধ, আলগা দন্তের দৃঢ়তা এবং মুখের ঘা প্রভৃতি মুখরোগ নিশ্চয় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ৷৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি লোক দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে।

কলিকাতা বহুবাজার ৩৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটস্থিত ঔষধালয়ে এবং ডিপোসমূহে প্রাপ্য।

ক্ষুরনাশক সিন্দোনা।

...সিন্দোনা ক্ষুরনাশকের ন্যায় ...কাতায় প্রধান প্রধান ষ্টেসনারী ... বিক্রয় হইতেছে। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। ১ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ... আউন্স শিশি ২৷৷০ আনা। মূল্য মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

...ঔষধ সিরাজ অবতরণীর কারবারের প্রতিষ্ঠা ...ক এবং দুশ্চিকিৎস্য রোগকে আশুফলপ্রদরূপে ...করিয়া ঐ স্থানে আনুষ্ঠানিক লাভ করিতে ...যিনি যাহাকে সেই পত্র দ্বারা জানাইলে ...বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় কবিরত্ন
সাং শ্রীরামপুর।

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সন্নিপাতের আমোদর, আম বাত, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃদ্ধি, মূত্রিকাগ্রন্থী, এবং তৎসম্পৃক্ত অন্য যে কোন উপসর্গ থাকুক ১ দিবস এই ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতার ডাক্তারগণ এই ঔষধ দি: পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমরা ঔষধের স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিনামূল্যে দেওয়া যায়।

এক শিশির মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চন্দনাসব।

...মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি মূত্রসংক্রান্ত অন্য প্রকার ...রোগ আশু, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও ...মূত্র নিঃসরণ এবং প্রস্রাব সময় অতিশয় যাতনা ...ভোগ, ৮৯০ বৎসরাতন্ত্র মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অরুচি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সমূহ ...কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে

এক শিশির মূল্য ১ হইতে ১৷৷০ টাকা। প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

গুরুগুড়ূচ্যাদ্য ও ব্রহ্মানন্দ তৈল

...সকল প্রকার উপদংশের অব্যর্থ মহৌষধ।

...এবং ... ও ... তৈল প্রস্তুত করাতে ঔষধাপেক্ষা প্রায় ১০ গুণ বাবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। সদা উদাবর্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অণ্ডবৃদ্ধি, উরুস্তম্ভ হইয়া বেদনা, বাত বেদনা এবং অন্য লোকের আঘাত করা, গুহ্য হইতে সদা রক্তপড়া পাকান, দুষ্টিত ঘা কিম্বা ঔষধ, এতদ্ব্যতীত যে কোন রোগের হউক এই দুই তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অনধিক ভোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৯০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য ৩০ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

আমরা প্রায় ১৷৷০ বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কাশরোগের ঔষধটী নানা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার হাঁচি, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, ঘামজ্বর, (অর্থাৎ রাত্রিকালে শোয়া অবস্থা হইয়া অধিকাংশ ঘর্ম্ম হয়) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধদ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটিকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

সুসাদু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত অতিশয় জনায়ুর উপর ক্রিয়া করাইয়া ঔষধের সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-স্রাব ও মৃত প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শিশির মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন:

ইযুক্ত ডাক্তার মধুসূদন বসু, এল এম এস
কেদারনাথ মিত্র,
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধ ঔষধালয়।
কলিকাতা। মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭০ নং বাটী।

বস্ত্র ব্রাদর্স।

কোন স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিদিগের
দ্রব্যাদি সরবরাহকার।
...১৩০ নং ষ্ট্রীট, হ্যারিসনের রোড,
সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি ক্রয়িত করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির মূল্য লিখিয়া বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্টাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অধিক মূল্য না পাঠাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভরসা পাইবেক না কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি মাসুল এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্য খরিদে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি ১/ আনা
৫৲ " " ১০৲ " " " ১৷৷০ অর্দ্ধ আনা।
১০৲ " " ৫০৲ " " " ০ ৷৷০ পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

প্রেরিতপত্র।

মহাশয়! দেওয়ালি যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একটী প্রধান উৎসব তাহা সকলেই জানেন। আমাদের দেশে যেরূপ দুর্গোৎসবে জনসাধারণ অবিচ্ছেদে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিন দিবস আনন্দানুভব করিয়া থাকে, এপ্রদেশেও সেইরূপ এই দেওয়ালি উৎসবে হিন্দু মাত্রেই তিন দিবস সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার ক্রীড়ায় উন্মত্ত থাকে। দেওয়ালির দিন এমন বাটী দেখিতে পাওয়া যায় না যে বাটীর সংস্কার করা হয় নাই। দেওয়ালি উপলক্ষে হিন্দু মাত্রেই আপন বাটীর যথাসাধ্য সংস্কার করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে যাহারা কথঞ্চিৎ সৌখিন তাহারা আপন আপন বাটীর সম্মুখভাগ নানাবিধ রঙ্গে এরূপ ভাবে রঞ্জিত করে, রাত্রিকালে যখন বাটীর দ্বারদেশ দীপমালায় সুশোভিত করা হয়, তখন তাহা এমনি সুন্দর দেখায় যাহা ক্ষণকালও দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। উৎসবের প্রথম দিবসে কি ধনী কি নির্ধন সকলেই স্ব স্ব বাটী সাধ্যানুসারে দীপমালায় সুশোভিত করিবে। সন্ধ্যার পরে যখন লোকে আপন আপন বাটীর দ্বার দীপমালায় সুশোভিত করিয়া ইতস্তত সহাস্যবদনে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় নিরানন্দ কাহাকে বলে তাহা যেন কেহ জানে না। কি বালক কি বালিকা কি যুবা কি যুবতী কি প্রৌঢ় কি বৃদ্ধা সকলেই আপন আপন যোগ্য ব্যক্তির সহিত নানাপ্রকার হাস্যরস ক্রীড়ায় হাস্য পরিহাসে ও কথোপকথনে দেওয়ালীর বিমলানন্দ অনুভব করে। আমাদের দেশে যেমন পার্ব্বণোপলক্ষে ময়রা প্রভৃতিতে বহুবিধ মনোহর মিঠায় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, এ প্রদেশেও সেইরূপ হালোয়াইরা নানাপ্রকার মনোহর মিঠায় সকল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন দুর্গোৎসব উপলক্ষে রেলওয়ে কর্ম্মচারী ভিন্ন বিদেশবাসী মাত্রেই পরিবার সংবাস জনিত অতুল সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত অন্ততঃ চারি দিনের নিমিত্ত বাটীতে গমন করিয়া থাকেন এদেশেও সেইরূপ অন্তত এই তিন দিনের সুখভোগ করিবার জন্য বিদেশবাসী আপন গৃহে আসিয়া থাকে। কিন্তু নিতান্তিশয় দুঃখের বিষয় এই যে দেওয়ালির প্রথম দিনে যেরূপ আপামর সাধারণের হাস্যমুখ দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় দিনে আর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন যে এমন হয়, বোধ হয় যাহারা দেখেন নাই, তাহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই উৎসবের প্রথম রাত্রিতে এপ্রদেশের হিন্দু মাত্রেই আপন আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য জুয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে ঐ দিবস যিনি জুয়া ক্রীড়ায় হারিবেন, তাঁহার সম্বৎসর হারিতেই যাইবে, যিনি জয়ী হইবেন তাঁহার সম্বৎসর জয়েতেই যাইবে। কি ভয়ানক কুসংস্কার! ক্রীড়ায় যে হার জিত হইয়াই থাকে ইহা কে না জানে? তাই আমিই হারি আর তুমিই হার, এক জনকে হারিতেই হইবে। আজ আমি হারিলাম বলিয়া যে আমাকে সম্বৎসর হারিতে হইবে, আর তুমি জিতিলে বলিয়া যে সম্বৎসর জিতিবে, ইহার কোন অর্থ নাই। অধ্যবসায়বিহীন মনুষ্য ভিন্ন যে অন্য কেহ এই সংস্কারের পোষকতা করিবেন এমত বোধ হয় না। আমরা নির্ব্বন্ধসহকারে গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এদেশের লোকের হৃদয় হইতে এই সংস্কারটী দূর হয়, তাহা করুন। ইহার দ্বারায় যদি কেবল ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি মাত্র হইত, তাহা হইলে আমরা একদিন এতদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিলেও থাকিতে পারিতাম। আমরা দেখিতেছি ইহার দ্বারায় সমাজেরও ক্ষতি হইতেছে। হারিলে যে ক্রোধের উদয়, ক্রোধোদয়ে হিতাহিত জ্ঞানের লয় হয়, ইহা সকলেই জানেন। তখন একবার চিতির এই বার জিতির বিবেচনা করিয়া যত খেলিতে থাকে, ততই হারিতে থাকে। যত হারিতে থাকে, ক্রোধও তত বাড়িতে থাকে। সুতরাং ক্রোধের উত্তেজনায় ক্রমশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। ইহার পরে যে কান্ত হয়, তাহা হয় না। তখন সে কোন প্রকারে পারে অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। প্রথমতঃ ধনাগারে অঙ্কিত হইয়া পড়ে, শেষে পরস্বাপহরণ করিতে উদ্যত হয়। ইহা যে আমরা কেবল কথায় বলিতেছি, তাহা নহে। অনেকবার অনেককে এইরূপ ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে পরস্বাপহরণ করিয়া কারাগারে যাইতেও দেখিয়াছি। সেই জন্য আমরা বলিতেছি যাহাতে এদেশের লোকের হৃদয় হইতে এই ভয়ানক কুসংস্কারের মূল উৎপাটিত হয় তাহা করুন।

উপসংহারের বক্তব্য এই এক্ষণে যাহারা এপ্রদেশে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকেও আমরা অনুরোধ করিতেছি যাহাতে এই সর্ব্বস্বান্তকারী কুসংস্কার তাহাদের সমাজ হইতে বিদূরিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করুন। যদি বলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা এখনো এক্ষণে অনেক পরিমাণে অল্প হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা সে কথা বিশ্বাস করিব না। আমরা এখন দেখিতেছি পিতাপুত্রে এই মহা অনিষ্টকর ক্রীড়াতে উন্মত্ত হইয়া পরম্পরাগত কুসংস্কারের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

একান্ত বশম্বদ
অযোধ্যাস্থ সংবাদদাতা

সোমপ্রকাশ

১ লা অগ্রহায়ণ সোমবার।

পঞ্জাবের উচ্চ শিক্ষা।

লাহোর নগরে ভারতসভার একটী শাখা আছে। এই শাখাসভার সভ্যগণ সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন, সেই আবেদনের মর্ম্ম এই যে, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে একটী স্বতন্ত্র সভা না করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন রাখা হয়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে লাহোর কলেজের অধ্যক্ষ লাইটনার সাহেব বহুদিবসাবধি পঞ্জাবে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। লাইটনার সাহেবের অভিপ্রায় এই যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতঃ দেশীয় ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হইবে; সংস্কৃত, পারস্য, উর্দ্দু প্রভৃতি বহুল পরিমাণে পাঠ করান হইবে; ইউরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলে দেশীয় ভাষাতে অনুবাদ করিয়া তাহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। লর্ড লিটন যখন লাহোরে গমন করেন, তখন লাহোর কলেজের ছাত্রদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাববাসিদিগকে তাহাদিগের দেশীয় ভাষাতে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা তাহাদের শিক্ষার উন্নতি হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তুর গুরুতর কথা লাট লিটনের মুখ দিয়া কি গর্হিত হইয়া গিয়াছিল। রাজপুরুষদিগের মধ্যে কতগুলি দূরদর্শী লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন প্রজাদিগকে অন্ধ রাখাই রাজা রক্ষার একটী প্রধান উপায়। যদি তাহারা ভূরি পরিমাণে ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করে; যদি ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাহারা দেখিতে পায় যে ইংরাজ নিজ পৌরুষেরই দ্বারা স্বাধীনতা সুখ ভোগ করিতেছেন, যদি তাহারা ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী চিন্তা প্রণালী প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মনে স্বতঃ স্বাধীনতা প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইবে। তাহারা দেশের দুর্গতির বিষয় স্মরণ করিয়া শোক করিতে থাকিবে এবং স্বাধীনতাসুখ প্রার্থনীয় মনে করিয়া তদুপায়ের উপায় সকল অবলম্বন করিবে। সুতরাং রাজ-

বিশেষ আমোদ প্রমোদের ভার বন্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। [illegible] অল্প থাকিলে তাহাদের একেবারে লোপ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

বাস্তবিকপক্ষে পঞ্জাবদেশে এই শ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারির সংখ্যা অধিক। পঞ্জাবদেশে সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারি যে উচ্চশিক্ষিত বিষয়ে তাহা বলা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষিত করেন না। কিন্তু, এম এ উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায় একটী ভাল কর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া কেহ যান, অথচ সম্পূর্ণ ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে বড় বড় বেতনের কর্ম্ম দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমৃতসরে যে কয়েকজন যুবাপুরুষ বড় ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে দুই তিনটী বাদ্যীত আর কাহাকেও উচ্চ পদ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু সেখানকার বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, তহসিলদার প্রভৃতি পুরাতন স্কুলে লোকেরা শাস্ত্রী ভারসভা এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পঞ্জাবে একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় না থাকে। আমরাও সম্পূর্ণরূপে এই মতের অনুমোদন করিতেছি। একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় থাকিলে বিবিধ প্রকারে অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ তাহা হইলে পঞ্জাব প্রদেশে ইংরাজী উচ্চ শিক্ষার উন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। পঞ্জাব প্রদেশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করায় একটী অসুবিধা এই যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়, কিন্তু এ নিয়ম অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা যেমন জেলায় জেলায় হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিএ এম এ পরীক্ষার্থিদিগকেও জেলায় জেলায় পরীক্ষা দিতে পারা যাইতে পারে। একটু ভাল বন্দোবস্ত করিলেই এ কার্য্যটী সুন্দররূপে চলিতে পারে। পঞ্জাবের অনেকগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করিবার পরামর্শ দিবার অভিপ্রায় এই যে তাহা হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সেখানকার ছাত্রদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে, বঙ্গদেশে যে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাই হউক আর মন্দই হউক তাহা আর বন্ধ করিবার যো নাই, লাইটনার, ওয়াট্স ইংরাজগণ সমস্তই হউন আর অসমস্তই হউন বঙ্গদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর লাইটনার সম্প্রদায়ের মতে লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং পঞ্জাবের শিক্ষার্থী যুবকদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চাতে বাঁধিয়া দিলে যদি উহারা এখানকার যুবকদিগের সঙ্গে তরিয়া যান এই আমাদের আশা।

একটী কথা বলিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। একথা কি সত্য, যে পরিমাণে ভারতবর্ষীয় যুবক দিগের উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে সেই পরিমাণে তাহারা রাজবিদ্রোহী হইবে। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছে তাহার মূলে কাহারা ছিল? শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক। একজন কবীর আসিয়া জনরব করিয়া দিল, গবর্ণমেণ্ট এলপুর্জ্জ টোনাদের জাতি নাশ করিবেন, অমনি সেনাগণ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিল। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কি কখনও এরূপ ভ্রমে পতিত? আমাদের দৃঢ় সংস্কার, এদেশের শিক্ষিত লোকদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর কোন আশঙ্কা নাই, যদি বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা হয় অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই ঘটিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের রাজনৈতিক উন্নত ভাব থাকুক না কেন, তাহারা শিক্ষার গুণে অন্ততঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বল ও পরাক্রম কত তাহা বুঝিতে পারিবে এবং আত্মশাসনের সুখ যদি প্রার্থনীয় হয় সে সুখ কিরূপে উপার্জ্জন করিতে হয় তাহাও তাহারা বুঝিবে। সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমাদের আশা এই বর্ত্তমান লিবারেল গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রেণীর সংস্কারশূন্য ব্যক্তিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। লার্ড রিপন যদি পঞ্জাবে উচ্চ শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহার সকল প্রতিবন্ধক দূর করিয়া দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নাম উক্ত প্রদেশের লোকের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টি বা আবার দুর্ভিক্ষের হাহাকার উত্থিত হয়। সেখানে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা বড় মন্দ। বর্ষার অভাবে চাষের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এমন কি কৃষকগণ আগামী অগ্রহায়ণের এক পসলা বৃষ্টির মুখাপেক্ষা করিয়া আছে, যদি দৈবের অনুগ্রহ হয় তাহারা কোন প্রকারে টানাটানি করিয়া চালাইতে পারিবে নতুবা আবার বহুসংখ্যক লোককে দুর্ভিক্ষের যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে লোকের অন্ন কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে উক্ত পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা এই সময় হইতেই দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্ন প্রস্তুত হইতেছেন। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে বন্ধ ছিল তাহা আরম্ভ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন যেখানে যত রাস্তা ঘাট প্রভৃতি সংস্কার করিবার প্রয়োজন আছে আবশ্যক হইবামাত্র তাহাদের সংস্কার আরম্ভ হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইতেছে।

যথাসময়ে সদুপায় অবলম্বন না করাতে উড়িষ্যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। সময়োচিত উপায়ের অভাবে বেহার প্রদেশে অনেক অনর্থ ঘটিল। সদুপায় অবলম্বন না করাতে দুই বৎসর পূর্ব্বে এই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কত লোকে প্রাণ গেল, ইহার পরেও যদি প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের চক্ষু না খুলে তাঁহাদিগকে অন্ধ বলিতে হয় আর কত গুরু দুর্ভিক্ষের সময় ঠেকিয়া শিখিয়াছেন: প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের আদেশে ও উপদেশে দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত প্রজাদিগের রক্ষার যে প্রণালী তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার দোষ গুণ বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। এবারে বোধ হয় সেরূপ নৃশংস কাণ্ড দেখিতে হইবে না।

এই সময় হইতে কোন্ কোন্ প্রদেশে শস্য উত্তম জন্মিয়াছে তাহা স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; সে সময়ে শস্য বহনের অসুবিধা না ঘটে এজন্য শস্য বহনের উপযোগী রাস্তা ঘাট প্রভৃতি ঠিক করিয়া রাখা উচিত। এই সময় হইতেই একদল কর্ম্মচারীর প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার ভার দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং তদ্ভিন্ন যে যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষক্লেশ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা সেই সকল প্রদেশে পড়ে কত শস্য সঞ্চিত আছে তাহাও নিরূপণ করিবার উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই "ফ্যামিন কমিশন" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের কারণ ও প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণার্থ নিয়োজিত সভা নিজ কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরামর্শ দ্বারা এই সময়ে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

এতদ্বিষয়ে কমিশনের সভ্যগণের পরস্পরের সহিত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। দুই জন সভ্যের মত এই যে সুবর্ষা ও সচ্ছলের সময় গ্রামে গ্রামে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এই শস্য সঞ্চয় করিবেন। ধীরে সুস্থে সঞ্চয় করিলে সঞ্চয়ের ক্লেশ ও ব্যয় অনেক লাঘব হইবে, পরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সঞ্চিত শস্য দ্বারা লোকের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে। কমিশনের অপর সভ্যগণ এরূপ কার্য্যপ্রণালীকে অনিষ্টকর মনে করেন

তাঁহাদের যুক্তি এই ; প্রথমতঃ শস্য ব্যবসায়ীরা যে সময়ে দুই পয়সা লাভ করিবে সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট যদি নিজ সঞ্চিত শস্য ছাড়িতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি করা হয়। তাহাদের স্বাধীন বাণিজ্য প্রবৃত্তি মন্দ হইয়া যায়, তৎপরে আবার যখন গবর্ণমেণ্টের শস্য বন্ধ হয় তখন আবার স্বাধীন বাণিজ্য সহসা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রজারা যদি জানে যে অসময়ে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শস্য সঞ্চিত আছে তাহা হইলে ক্রমেই তাহাদের আলস্য এবং অমিতব্যয়িতা নিতান্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

উক্ত উভয় যুক্তি নূতন নহে। ১৮৬৬ নবম্বরের সময় উভয় পক্ষের সকল যুক্তিই বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যদি সামান্য দরিদ্র শস্য ব্যবসায়ি-লোকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে বাণিজ্যের ক্ষতি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করা ত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নয়। প্রথমতঃ যে সকল দরিদ্র লোক সামান্য মূল্য দিয়াও শস্য ক্রয় করিতে পারে না এবং অনাহারে প্রাণপরিত্যাগ করে তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করা ; দ্বিতীয়তঃ সচরাচর দুর্ভিক্ষের সময় শুনিবামাত্রই শস্য ব্যবসায়ীরা শস্যের দর অন্যায়রূপে বৃদ্ধি করিয়া দেয় সেই অনিষ্ট নিবারণ করা এই উভয় প্রকার উদ্দেশ্য থাকিবে।

লোকের আলস্য বৃদ্ধি হইবে এ যুক্তি প্রবল মনে হয় না। লোকে কি বিপৎকালের জন্য যাহা সঞ্চয় করে তাহার মুখাপেক্ষা করিয়া কি ব্যয় করিয়া থাকে ? লোকে যেমন জানিবে যে অসময়ে সাহায্যের জন্য শস্য সঞ্চিত আছে তেমনি ইহাও জানিবে যে সহজে সে শস্য প্রদত্ত হইবে না। ইহাতে লোকের আলস্য প্রভৃতি বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা দেখা যায় না।

এক যদি গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে শস্যব্যবসায়িদিগের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন তাহা হইলে এক প্রকার হইতে পারিত কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, অন্য উপায়ে প্রাণরক্ষা না হইলে যখন শস্য আনিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইবে, তখন দুর্ভিক্ষের সময়ে অধিক ব্যয়ে শস্য ক্রয় ও বহন না করিয়া সচ্ছলের সময় অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু একমাত্র দুর্ভিক্ষ নিবারণের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। উপস্থিত রোগের প্রতীকার চেষ্টা অপেক্ষা রোগোৎপত্তির কারণ পরিহার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত তাহা। দুই এক বৎসর শস্যের অবস্থা হীন হইলে যাহাতে দেশ মধ্যে হাহাকার উপস্থিত না হয় এরূপ উপায় অবলম্বনের দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। খাল কূপ প্রভৃতি খনন, কৃষিপ্রণালীর উন্নতি, মধ্যভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা প্রজা সংখ্যার হ্রাস প্রভৃতি সমুদায় উপায় অবলম্বন করা বিধেয়।

ফাক্টরি আইনের পাণ্ডুলিপি।

ফাক্টরি আইনের পাণ্ডুলিপি নামে একখানি পাণ্ডুলিপি বহু দিবস ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে রহিয়াছে। বোম্বাই এবং অপরাপর প্রদেশে যে সকল কাপড়ের কল আছে তাহাতে যে সকল পুরুষ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম ও অপরাপর শরীরের অনিষ্ট জনক কার্য্য হইতে রক্ষা করা উক্ত সংশোধিত আইনের উদ্দেশ্য।

সচরাচর দৃষ্ট হয় যে কলের কর্ত্তৃপক্ষ কিসে অল্প ব্যয়ে আপনাদের কার্য্য হয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু তাহারা পরিশ্রম করে তাহাদের মুখের দিকে দেখেন না। এই সকল কলে যে সকল পুরুষ রমণী বা বালক বালিকা কাজ করে তাহাদিগকে অনেক সময় প্রাতে ছয়টা হইতে সায়ংকালের ছয়টা পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করান হয়। মধ্যে আহার ও বিশ্রামের জন্য যে এক ঘণ্টা ছুটী দেওয়া হয় তাহাতে অনেকের বাসাতে গিয়া ভাল করিয়া আহার করিবারও সময় হয় না। আবার কলের মধ্যে যেখানে উহারা কার্য্য করে সেখানেও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় না, চতুর্দ্দিক তাহার অধিকাংশ স্থানে আলোক বা বায়ুর বিশেষ সমাগম হয় না। এতদ্ভিন্ন অসাবধানতা বশতঃ অনেক সময় অনেক প্রকার দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে ; মধ্যে মধ্যে অনেকের হস্ত পদ গিয়া থাকে। ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর লোকের রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়াছেন। যাহাতে উহাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম না করান হয়, যাহাতে উহাদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় যাহাতে উহাদের বেতনাদি রীতিমত দেওয়া হয়, সেইরূপ নিয়ম সকল প্রচলিত করা হইয়াছে। কয়েক বৎসর অবধি এতদ্দেশেও ঐ প্রকার আইন প্রচলিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে এবং তদনুসারে এক খানি পাণ্ডুলিপির প্রস্তুত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের কতকগুলি ভদ্রলোক ঐ পাণ্ডুলিপির সংশোধনের জন্য আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদনের কোন কোন অংশ সংশোধিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে গৃহীত হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নাই। এই জন্য বোম্বাইনগরের উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবার আবেদন করিয়াছেন। সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে অষ্টম হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে বালক বালিকা শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদিগকে ৯ ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল পরিশ্রম করাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। আবেদনকারিগণ বলেন বালক বালিকাদিগকে কোন ক্রমেই ৭ ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করান কর্ত্তব্য নয়। উহার মধ্যে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম ও জলখাবারের জন্য ছুটী দিতে হইবে। তাঁহাদিগের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ এবং রমণীদিগের কোন ক্রমে ১০ ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করান কর্ত্তব্য নয়।

একটী বিশ্বকারখানে এতদ্দেশে এসম্বন্ধে আইন করা ভ্রমাত্মক হইয়াছে। প্রথমতঃ উহা এখানকার কল গুলি ১০ ঘণ্টার অধিক কাল খাটিতে না দায়, কলের অধ্যক্ষদিগের আয় অনেক কমিয়া যায়। বিশেষ ইংলণ্ডের শ্রমী লোকের বহু দিন কলে কার্য্য করিয়া এক প্রকার পটুতা জন্মিয়াছে, তাহারা ১০ ঘণ্টায় যে কার্য্য করে এখানে ১২। ১৩ ঘণ্টা শ্রম না করিলে সে কার্য্য হয় না এবং অনেক স্থলে ইংলণ্ডে যে কার্য্য একজনকে দিলে হয় এখানকার কলে সে কার্য্যে দুই জন লোক দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্ট যদি শ্রমের সময় সম্বন্ধে বিশেষ পীড়াপীড়ি করেন তাহা হইলে কল গুলি চলা ভার হইয়া পড়ে। অন্য কোন প্রকার কাজ হইলে চিন্তা থাকিত না, এক দল লোককে ছাড়িয়া দেওয়া গেল, আর এক দল নূতন লোক লওয়া গেল ; অথচ আমাদের কারখানা চলিল। এস্থলে সেরূপ হইবার যো নাই। কলের বাবু যাহারা কিছু দিন না বুঝিয়াছে তাহারা নূতন আসিয়া কিছুই করিতে পারে না। কারখানা বন্ধ হয় এবং তাহাদেরও চাকরীর সম্ভবনা। সুতরাং কলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ভাসা হইয়া এক দল লোককে সমস্ত দিন খাটাইতে হয়।

এখনে কথা কি [illegible] এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ না করেন তাহা হইলেই অনেক নিরে অনেক সাধারণ অনিষ্টকর। গবর্ণমেণ্ট হইতে কমি পক্ষে অধিকাংশ শারীরিক পরিশ্রম করিয়াছে তাহাদের অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা কেবল বাসনা মাত্র। বিশেষতঃ এই পরিশ্রমের সহিত যদি কোন প্রকার মানসিক শ্রমের যোগ থাকিত তাহা হইলে এ পরিশ্রমের কষ্ট আর অনুভব হইত না। কিন্তু কারখানাতে মানসিক পরিশ্রম করে তাহার সহিত মানসিক শ্রমের যোগ মাত্র থাকে না। তাহারা নিষ্ঠুর কলের মানুষের ন্যায় কার্য্য করে। সমস্ত দিন এক প্রকার ক্রিয়া, এক প্রকার পরিশ্রম হইতে শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে

যখন তাহারা ছুটী পায় তখন নিজ নিজ বাসায় গিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করিতে সময় হইয়া উঠে না। সুতরাং জনসমাজে থাকার যে সুখ, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আদি সকলের প্রফুল্লতার সহিত আলাপ [illegible], অন্যত্রে সাহায্য বিনাশ, লোক আকর্ষিতে [illegible] পরিচয়িয়া প্রভৃতির যে সুখ তাহার সুযোগ [illegible] হয় না। তাহারা কেবল অর্থোপার্জ্জন ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জীবন ধারণ করিতে থাকে। এইরূপে দিন দিন তাহাদের হৃদয় মনের [illegible] হইতে থাকে। কেবল তাহা নহে, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহাদের চরিত্রেও অনেক প্রকার দোষ ঘটে। তাহারা [illegible] অনেক কলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক বাস করে। [illegible] নূতন বন্ধুর ও পরম হৃদয়ে সুখসাধ [illegible] যখন সাহায্যে ছুটী পায় তখন নানা প্রকার [illegible] হইয়াছে হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ইংলণ্ডের "স্পেকটেটর" পত্রিকা এতদ্বিষয়ে একটী বলিয়াছেন, তাহা অনেকের সুখ মনে হয়। অনুসন্ধানে দ্বারা জানা গিয়াছে, যে ইংলণ্ডে কত শত শিশু সন্তান মাতার যত্নের অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহাদের জননীরা কোন স্থানে গেলে, শিশু গুলিকে সমস্ত দিনের মত অনেক পাড়া-প্রতিবাসীর সহায়ের মত কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হস্তে দিয়া ও তাহাদের ভূষণ ও রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ তাহার হাতে তুলিয়া কলে কাজ করিতে যায়। এতদ্ভিন্ন তাহার এক একজন স্ত্রীলোকের নিকট অনেক গুলি ছেলে-পিলে থাকে। তাহাদিগের কথা কহে ঐ রমণীর কাটিয়া হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা হইতে ছুটী পাইবার চেষ্টায় থাকে। এখানে নিজের মাথা ব্যথা ছুটে নাই। উচিত ছিল তিন বার মাত্র দিল। শিশুগুলি দিন দিন কৃশ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা নিজ মাতাদিগের পক্ষে আর সুখকর হইয়া পড়ে সুতরাং মাতারা দেখিতেও চাহে না। ক্রমে শিশুগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। রাজপুরুষেরা যে কালক্রমে এই সকল অনিষ্ট ঘটিবে না তাহা কে বলিতে পারে? এবং এই সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। এরূপ কোন উপায় কি করা যায় না যাহাতে মাতাদিগের অন্যত্রবিহারের ক্ষতি না হয় এবং শিশুদিগেরও কষ্ট না হয়?

আমাদের একটী উপায় মনে হইতেছে। কলের অধ্যক্ষেরা যে [illegible] কার্য্যের ভার এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, পঞ্চম দিনের কার্য্যান্তে ছুটী দিয়া ঐ শ্রেণীর লোক প্রস্তুত করুন। এরূপ প্রাতে আসিয়া ৮।৯ ঘণ্টা খাটিয়া যাইবে অপর দল বৈকালে আসিয়া ৬।৭ ঘণ্টা খাটিয়া যাইবে। শ্রমিকগণ অধিক অর্থের লোভে শ্রম করিতে চাহিলেও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। তাহারা অবশিষ্ট সময় অন্য প্রকারে অন্য কোন কার্য্য অবলম্বন করিতে পারে। সচরাচর দেখা যায় কল করিতে এত এত জন পুরুষ ও রমণী যারা পায় তাহার অর্দ্ধেক আর হইলেও তাহাদের চলিতে পারে। তাহাদিগকে অর্থ লোভে নিজের এরূপ অনিষ্ট করিতে দেওয়া কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে।

— — ◆ — —

আমরা বস্তুতঃ যুদ্ধের সংবাদ পূর্ব্বেই পাঠকগণকে দিয়াছি। যে বিবাদাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল তাহা প্রকাশ্য অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়াছে। কেপ কলনির সহিত বন্যজাতিগণের সংগ্রাম চলিতেছে। উহার সঙ্গে সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে। পূর্ব্বে একবার বন্যজাতিগণ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এক্ষণে অপরাপর কয়েক জাতি তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। কেবল তাহা নহে তাহারা কেপ কলনির সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেছে। ইংলণ্ড আশঙ্কা করিতেছেন,

একদা ধনুষা ন সাধবঃ
সাধবশ্চৈতদ্ধনুষা ন সাধবঃ।

আমার এক আত্মীয় অস্ত্র না হইতে হইতে দ্বিতীয় গুণ উপস্থিত। এক ফুলমুখের বন্দুক হস্তে হইলে তাহা ভরিয়া ঘরে না ফিরিতে ফিরিতে আবার বুঝি সেই বন্দুককে করিয়াছে করিতে হয়। ইংলণ্ডের আর একটী নাম বলদ পঞ্চানন। বলদ পঞ্চানন শুষ্ক নাড়িয়া উক্ত উভয় বন্দুকের গিরাছিলেন তখন জানিতেন না যে সে ক্ষেত্রে সেগুলি পুরে চাপাইয়া দিবে। এক্ষণে দেখিলেন যে পাছে ভার চাপাইয়া দিবে। এক্ষণে দেখিলেন যে পাছে ভার পড়িয়াছে। যুদ্ধে যাওয়ার সুখ অপেক্ষা যার ভারের অংশ গ্রহণ করা অধিক পরিমাণে কেশকর হইবে বলিয়াই এবারে একেবারে গোঁ ধরিয়া নিজ গোয়ালে উঠিয়াছেন, আর রণক্ষেত্রে যাইতে চান না। রণক্ষেত্রে যাইবার কথা বলিলেই শুষ্ক সঞ্চালন করিয়া অনভিমতি জানাইতেছেন। কথা এই, ইংলণ্ডের লোক আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কিয়দংশ বহন করিতে হইবে বলাতে এত বিরক্ত হইয়াছেন যে কোন বিদেশীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা প্রথমে ভাবিলেন যদি কেপ কলনি নেটাল প্রভৃতি উপনিবেশ সকলের মধ্যে সন্ধিসূত্র দ্বারা সখ্য স্থাপন করা যায় তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের বিপদের সময় সাহায্য করিবে। অর্থাৎ বাহুতোযুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশ সকলও সাহায্য করুক। কিন্তু প্রশ্ন এই ইংলণ্ড কি উদাসীন থাকিতে পারিবেন? কেপের সৈন্যগণ যখন বার বার পরাজিত হইয়া তখন যদি ইংলণ্ড সাহায্য না করেন ইংলণ্ডের মান সম্ভ্রম কি রক্ষা হইবে। তখন এই সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না? ইংলণ্ড যদি পারেন কেপ গবর্ণমেণ্টকে নিরস্ত্র করুন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগান স্থান পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু মানুষ সংশোধনের জন্য হইয়া উঠিয়া গেলেও যেমন অনেকক্ষণ সংশোধনের জন্য আন্দোলন হয়, এখন যেন আফগান স্থানে সেই প্রকার আন্দোলন চলিয়াছে। শীঘ্র এ গোলযোগ নিবৃত্তি হইতেছে না। ইংরাজেরা আফগানিস্থানে সিংহাসনে আবদুল রহমনকে বসাইয়া আসিলেন কিন্তু জনশ্রুতি বলে তিনি সুশৃঙ্খলা স্থাপন বা প্রজাবিদ্রোহের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। এক এক বার জনরব উঠিতেছে যে নূতন আমীর হত হইয়াছেন। ওদিকে অনেকে বলিতেছেন যে ইংরাজদিগের শত্রু আয়ুবের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আবার আফগানদিগের অনেকে বন্দীকৃত সাকুব খাঁর মুক্তি লাভের বাসনা জানাইতেছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় আফগানদিগের মন স্থির হইতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। বিশ্বাস এক বার ভাঙ্গিলে শীঘ্র গড়ে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দুইটী অন্যায় যুদ্ধ দ্বারা যে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছেন তাহা শীঘ্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে না। হয় ত আবদুল রহমন ইংরাজদিগের অনুগৃহীত লোক বলিয়া প্রজারা ঘৃণা করিতেছে তাহাতে কিছু মাত্র বিচিত্রতা নাই।

ওদিকে ইংলণ্ডে এবং এখানে অনেকগুলি ইংরাজ কান্দাহার হস্তে রাখা আবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের অনুরোধে কান্দাহারের আয় ব্যয় নির্দ্ধারণার্থ একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ষ্টেটসম্যানের এক জন সংবাদদাতা বলেন যে অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে যে কান্দাহারে ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার অধিক আয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু উক্ত স্থান হস্তে রাখিতে অন্যূন ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। অনেকে বলিয়াছিলেন এই স্থানটী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে, কিন্তু তাহারই বা আশা কৈ? টাইমস পত্রিকার কান্দাহারস্থ সংবাদদাতা বলেন, যে কান্দাহারে যে রেলওয়ে হইয়াছে তাহার আয়ের দ্বারা ব্যয়ের সঙ্কুলান হয় কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। রেলওয়েটী খোলা অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাহাতে কেবল সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী সমুদায় বহন করা হইতেছে। অন্য সামগ্রী

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিবার যে অসুবিধা ছিল তাহা দূর হয় নাই। সুতরাং রাজিদোর শ্রীবৃদ্ধির আশায় এক প্রকার ছাড়া দেখে হইতেছে। এরূপ স্থলে কাশাহার ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং অন্য কতিপয় অধ্যাপক পেন্সন লইয়া নিজ নিজ পদ হইতে অবসৃত হইতেছেন। এই সকল পদের উপযুক্ত লোক পাওয়া বড় কঠিন। দেশ মধ্যে যে বিদ্যার বহুল পরিমাণে চর্চ্চা থাকে, এক শ্রেণীর উপযুক্ত লোক গেলেই আর এক শ্রেণীর অধিক বা অসমান লোক দ্বারা সেই সকল পদ পূরণ করা যায়। আজ যদি গবর্ণমেণ্টের সব পূন্য হয় ইংলণ্ড পত্রিখ আর একটী প্রেরণ করিতে পারেন, কারণ ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে রক্ষ ও শাসনকর্ত্তৃগণ লোকের অপ্রতুল নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃতবিদ্যা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না; বহুদিবসাবধি এই বিদ্যার আদর না থাকাতে লোকের ইহার চর্চ্চা করিবার প্রবৃত্তিও নাই। যে দুই এক জন প্রকৃত বুৎপন্ন লোক স্থানে স্থানে পড়িয়া আছেন, তাঁহাদিগকে কেহ জানে না। এখন আমাদিগকে সকল কাজে ইংরাজের দ্বারা খুঁজা করিয়া তবেই উন্নতি হইতে হইতেছে। এক জন যদি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হন, অথচ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে তাঁহার প্রতি পাঠক না হন, তাহা হইলে তাঁহার পণ্ডিতি ভাগ্য সকলে জানে না। এরূপ পক্ষে [illegible] গভীর উপাসনা, [illegible] মোর ও সামান্য [illegible] করিতেছেন, অথ [illegible] কোন [illegible] ক্ষণাকে মন যাবে [illegible] সকল [illegible] এক [illegible] যাইতেছেন [illegible] আর পাওয়া যাইতেছে না। [illegible] ভাবনার ভাবুকদিগের [illegible] গেল, তাঁহার [illegible] প্রেমটাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অনেক [illegible] অভাব আর হোচ্ছে হইবে না; [illegible] রোমণি মহাশয় বিদায় হইলেন, তাঁহার [illegible] কোন উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরিপূরণ হইল না। বৈয়াকরণাগ্রণী তর্কবাগীশ মহাশয় চলিয়া গেলে তখনও দ্বিতীয় ব্যক্তি মিলিল না, ইঁহাদের সমান লোক যাঁর হইবে বঙ্গদেশে মিলিবে তবে বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিদ্যার এত দুরবস্থা হইবে কেন?

সম্প্রতি আবার গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পদ পরিত্যাগ করিতেছেন। ইঁহার নাম যাহারা শুনিয়াছেন বা কখনো সাক্ষাৎ বুৎপন্ন লোক বলে মনে করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ। ইঁহার বিদ্যার গভীরতা এবং সাধনা বীরের উৎকৃষ্ট উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয় ছিল। ইঁহার কণ্ঠে সংস্কৃত কলেজের অতি উচ্চতম এম, এ, শ্রেণীরও পাঠনার ভার ছিল। ইঁহার পদের উপযুক্ত লোক মনোনীত করা বড় সহজ নয়। যাঁহারা কণ্ঠের নিকট উপস্থিত, অথবা যাঁহারা প্রশংসাপত্র ও অনুরোধ পত্র আনিতে পারিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগেরই মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য নয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে এজন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। নানা স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক মনোনীত করিতে হইবে। আধুনিক উপাধি প্রাপ্ত যুবকদিগের দ্বারা এ কাজ চলিবে না, তাঁহাদের বিদ্যার গভীরতার প্রতি আমাদের আস্থা নাই। এ কার্য্যের ভার একজন প্রকৃত বুৎপন্ন বর্ষীয়ান ও সুবিজ্ঞ লোকের উপর দিতে হইবে। দেখি অধ্যক্ষ মহাশয় কিরূপে লোক মনোনীত করেন।

ভ্রমনকারীর পত্র

মুঙ্গের

১৩ই পৌষ।

আমি মাড়ুয়াডিহিবাসীর একটী পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাদের দেখিবার জন্য [illegible] আসিয়া সাধারণের [illegible] অবস্থা জানাইয়াছেন। [illegible] ব্যক্তি নিজ নিজ দোকান হইতে [illegible] সামগ্রী তাহাকে দেয়। যে ব্যক্তি যেই সকল দ্রব্য যাইতে কিনি করিয়া দেখায়। মহাশয়েরা যখন চলিয়া গেলেন, আমাদের সঙ্গে আসিয়া লোকে [illegible] কিনিয়া দেন। সেই অধ্যক্ষ ব্যক্তি [illegible] সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া [illegible] মহাশয় যে [illegible] করিয়া দিয়াছেন, তাহাদিগকে [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible]

আমি মুঙ্গেরে আসিয়া বিলক্ষণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি। অন্যে যে সকল রোগী আসিতেছেন, তাহারাও স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, মধ্যে যে অনেকগুলি করিয়া অসুখে বাক্তিদিগের পড়িতে প্রথম, এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য সেরূপ নয়। এখানকার অধিবাসী [illegible] উপেক্ষমাণ সেনের নিকটে [illegible] বিস্তর রোগী তাঁহার নিকটে চিঠি [illegible] আইসেন। বোধ হয়, তাহাদের অধিক [illegible] নিতান্ত দুরূহ বলে বাস নিবন্ধন পাছে তাঁহার [illegible] কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

[illegible] শুচিকিৎসক, কাশীরক্ষ লোক।

এখানে থাকাতে অনেকে শুচিকিৎসিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

আমি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে চলিলাম। কোন্ স্থানে গিয়া যে আমার স্থিতি নিবৃত্তি হইবে, এখন আমি তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। যখন যেখানে যাইব, সেখানকার সংবাদ সোমপ্রকাশ পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থান গুলি দর্শন করিব এবং যে স্থানে যে প্রাচীন কীর্ত্তি ও কীর্ত্তি অনুসন্ধানার্থ বিশেষ যত্নবান করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ভারতের প্রাচীন ও প্রধান স্থানগুলি না দেখা অন্যায় কর্ম। আমাদিগের [illegible] ইতিহাস নাই, প্রাচীনকীর্ত্তি [illegible] আমরা আশা প্রবল ও দর্শন করিয়া ইতিহাস লিখিতে পণ্ডিতগণ ও উদ্যত করিয়া চলিব। তাঁহারা যে যে স্থানে অনুসন্ধান করিয়া অসামান্য বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নূতন নূতন তাহা জানিতে পারিব, নূতন শাসন প্রণালী ও রাজনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং অনুকরণীয় ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়াছেন, সেই কল্প ক্ষেত্রগুলি দর্শন করিলেও যদি আমাদের অনুজ্ঞ হৃদয় অনেকালের নিমিত্ত উচ্চ হয় এবং এই অসারিয়া সেই ভেতরিয়া সেই ইহা সেই ক্ষমতি স্থানের আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্ক ও শরীর সকল [illegible] শিরা ও শিরোমণি চঞ্চল ও সজীব হইয়া উঠে, এইজন্য।

বিবিধ সংবাদ।

[illegible] ইডি সাহেব হুইটর পদ পরিত্যাগ করিয়া, [illegible] কলিকাতা বেঙ্গলিয়ে আর, এ,সি,এস, আই [illegible] পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ইনি বড় লোক। [illegible] ইহাঁরা ব্যাঙ্কের কার্য্যে বড় পটু। সুতরাং ইহাঁকে রাজস্ব মন্ত্রী করাতে এদেশের রাজস্বের অবস্থা ভাল হইতে পারে এরূপ আশা হইতেছে।

মাদ্রাজের বন্দর কমিশনরী একজন ও নিযুক্ত হন নাই। বেডারিং সাহেব রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত না হইতে হইতে তাহার এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছেন তাহার কাগজের শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মেসর বেডারিং স্পষ্ট কোন মত প্রকাশ না করিয়া এই মাত্র বলিয়াছেন যে বন্দরে শুল্ক তোলা রেলওয়ে না রেলওয়ে রাজস্বের [illegible] তাহা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত নির্ণয় করে।

বিবাহের যে বেঙ্গল রেজিষ্টারির ইঙ্গিত কাউন্সিল মাসে নিবেদন আছে, তাহার অনাবশ্যক সভা সাহেব ইউনিয়নের বিবাহ করা হাসের ঠাঁহার মুখ্য হইয়াছে। মে, বেটার সহ ঠাঁহার করি সাহেব উক্ত পাহে বলোনীত হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই করি সাহেব নিবারণ দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। গ্রাডষ্টোন সাহেবের একজন বন্ধু। গ্রাডষ্টোন ইঁহার পরামর্শ লইয়া নিজ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। রাজস্বের সুশৃঙ্খলা বিধান বিষয়ে ইনি একজন দক্ষ লোক। এই জন্যই ইঁহাকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য করা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] এদেশে স্থান [illegible] খাঁ [illegible] করিয়া [illegible] গাবরে ঠিক [illegible] বিবে [illegible] ঐ [illegible] গুলি যে [illegible] একেবারে নূতন ভাবে করা দিয়াছেন

কিছু দিন হইল মাদ্রাজে [illegible] এক ব্যক্তি [illegible] ঠকিয়া বিক্রয় করিয়াছে। [illegible] ধরিয়া [illegible] পারে নাই। অন্য [illegible] এই ঘটনার [illegible] করিয়াছে। আমি [illegible] কোন কোম্পানির [illegible] দিয়া যাই [illegible] [illegible] সেই এক স্থানে [illegible] করা [illegible] হয় কোম্পানি [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] নিকটে [illegible] করিয়াছে। কারণ কিছুদিন [illegible] তাহার স্বামী একজনের [illegible] [illegible] ঐ ব্যক্তি [illegible] করাতে [illegible] নাই, তাহাতে উত্তমর্ণ বলে, তোর স্ত্রী বিক্রয় করিয়াও ঋণ শোধ করা কর্ত্তব্য। সেই জোরে সে ব্যক্তি বাস্তবিক স্ত্রীকে নিলামে বিক্রয় করিয়াছিল। তাহার স্ত্রীও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিল। পুলিস আসিয়া পড়াতে মনোরথ পূর্ণ হইল না।

কলিকাতা মেটকাফ হলে যে সাধারণ পুস্তকালয়টি আছে তাহার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। বৎসরে যত টাকার পুস্তক ঐ পুস্তকালয়ের জন্য ক্রীত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা কর্ম্মচারিদিগের বেতনাদিতে ব্যয় হয়। পুস্তকালয়টীর আয়ও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। যদি আয় বৃদ্ধির শীঘ্র কোন উপায় না করা হয় ৮ বৎসরের মধ্যে সমুদায় মুদ্রণ নিষেধিক হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭৯৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর কম দেখা যাইতেছে।

আরমেনিয়ান একটি মুসলমান কন্যার সহিত একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বিবাহ লইয়া তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রতিবেশি মুসলমানগণ এইরূপ বীভৎস কাণ্ড উপস্থিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ও বন্দুকাদি লইয়া কেহ বা অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া বর কর্ত্তার বাটী আক্রমণ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে থাকে। পরে উহারা বর ও কন্যাকে হত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করাতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। মুসলমানগণ কেমন ধর্ম্ম প্রিয় কিম্বদন্তি কি তাহার প্রমাণ দেখি পাইতেছি।

শ্রীযুক্ত হেনরি পিক সাহেব একটি [illegible] নিম্নস্থ বিষয়ে [illegible] করিয়াছেন। এই [illegible] হইয়াছে যে পৃথিবীর উহার [illegible] আর একটি আছে কি না সন্দেহ। কালিফর্ণিয়ার একটি পর্ব্বত [illegible] সমুদ্রের উপরে [illegible] উচ্চ হইয়াছে [illegible] পাহাড়ের [illegible] পর্ব্বতশ্রেণীর [illegible] প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচর হয়।

টিকারির মহারাজা একটী ঔষধ চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিবার জন্য [illegible] টাকা দান করিয়াছেন। [illegible] বিদ্যালয়ে অনেক দান ও উপকার করিয়াছেন।

বাঁকী হইতে একটী ভয়ানক ব্যাপিকাচুরীর বিষয় পুলিসে [illegible] হইয়াছে। অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে একজন ধূর্ত্ত নাপিত পাহার [illegible] চরিতার্থ করিবার জন্য বালিকাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি, গভর্ণমেণ্ট বোম্বায়ে উপনীত হইবার সময় প্রধান প্রধান আফিস সমূহে এক সপ্তাহ কাল টেলিফোন যন্ত্রে কথা বার্ত্তা চলিবে।

গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে ইউরোপীয় স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পদ একচেটিয়া না করিয়া দেশীয়দিগকে

ঐ পত্র প্রদান করিবেন জানান করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দুইটী কার্য্য সাধিত হইবে, একটী বাঙ্গালিকাতি হইতে অল্প পরমায় অধিক কাল পাইবেন অপরটী হউরোপীয়ের ন্যায় বিদেশীয় ভাষা প্রতিপালন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

ফ্রান্সে যে সকল সাধারণ পত্র আছে তাহার এক খানি সাধারণ পত্রের গ্রাহকের বিষয় প্রকাশিত হইল। সেইটী নাম দৈনিক সংবাদ পাত্রে ৫ লক্ষ ৬ লক্ষ। প্রতি অংশের মূল্য ২৫০ ফ্রাঙ্ক ছিল এক্ষণে ৩ হাজার হইয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট বাবু বিহারী লাল জয় সাহেব ৯০০ টাকা পারিতোষিক পারিতোষিক পাইয়াছেন।

আমেরিকাবাসিদের মধ্যে একটী ইংরাজ মহিলা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা কিছু নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইবে অগ্রেই ইংরাজেরা করিতে পারিবেন অন্য কোন জাতি সক্ষম হইবেন না। ইংরাজদিগের আর একটী যশ আবিষ্কারের বিষয় প্রকাশ হইল। বেল ওয়ে ভূমি-কাদেরা মদ্য পান করিয়া টেলের সঙ্গে অনেক অত্যাচার করেন। সেই অত্যাচার নিবারণের জন্য ও যাহাতে কম ভাবে হইয়া চলন করিতে না পারেন তাহার প্রতিকারে একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ হইয়াছে। যন্ত্রের মধ্যে একখানি সাদার ঘিরে থাকে গাড়িতে অত্যাচারী উঠিলে নিজের বেড়িয়া কাগজ বিকৃতি পাবে হইবে। ইহা যদি কার্য্যোপযোগী হয় তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিবে।

বাবু শ্রীকৃষ্ণ পাল চৌধুরী জজকোর্টের সরকারের উকিল ছিলেন। তিনি পরলোক যাত্রা করিলে, তাহার বিধবা পত্নী বিষয় উইলে পাইয়াছেন। তাহার ঐ বিষয়ের আয় ৪০০ টাকা হইবে। তিনি ঐ বিষয় বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী এজেন্সি পোষ্টের কর্ম্মচারিরা ঐ টাকা গ্রহণ করিবার ঘরের দরজা এবং টাকা বাহির করিবার পথ বন্ধ করিতেছেন। যদ্যপি রায় যাদবের প্রকাশ করেন এবং পোষ্টমাষ্টার রায় এম, এ, টি, এস, মহাশয় করিলেন যে, ঐ অর্থ বন্ধন রাখা

সমস্ত পর্য্যন্ত একটী উপায়ের নির্দ্ধারণে বাধ্যিত হ। বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রকাশ করিলেন বাবু চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী পোষ্টমাষ্টার করিলেন যে ঐ দক্ষিণে অন্তরা নবীন বাবু শ্যামাচরণ সাধুসকলের ঘরে আসে করিয়া নিতান্ত হয় না। ঐ অর্থে একটী থাল করিয়া রেখে পড়িবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব ছাড়ির একটীর আন্দোলনের জন্য গঠীত হইল না। অতএব যাহা যেমনের পুনরায় প্রস্তাব করিলেন এবং তাহা করিলেন উপস্থিত লোকে [illegible] বেলওয়ে লাইনে বাস্তবিক লোকের নিকট বিশ্বাসের সাধারণ বাধিত হইবে; বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু রামগোপাল সান্যাল সমর্থন করিলেন যে কৃষ্ণনগর স্টেশন [illegible] স্থানে পুষ্করিণী খনন করা হইবে; এই অনেকই অতি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের জলাভাব করিবে "এমারসিনারি" নিম্নার্থে ঠিক হইবে। বাবু [illegible] বলিলেন অবশ্যই আর অনাথ নিবাস নির্ম্মাণ না করিয়া মাণ্ডাজের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে নির্ম্মাণ করা হউক। অবশেষে স্থির হইল এই সম্বন্ধে প্রস্তাব বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরির নিকট লেখা হইবে।

মান্য কর্ণেল ইডি সাহেব ২৩ নবম্বর বেরেলিতে আগমন করিবেন। তিনি কলিকাতা এক পক্ষ অবস্থিতি করিয়া কলিকাতা হইতে অন্য কোন যাইবেন। তিনি কবে আসিবেন প্রকাশ করিবেন? তিনি যত শীঘ্র [illegible] গ্রহণ করেন ততই মঙ্গল।

[illegible]

[illegible] হয়। এক্ষণে [illegible] সকলে [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible]

ক্ষমতা [illegible] আত্মগরিমা প্রকাশে [illegible] অত্যাচার ও অনিষ্ট করিয়া থাকেন [illegible] কিছু অধিক নাই। সেই [illegible] রিলিজিয়নিদিগের কেমন প্রকৃতি। একদল নিম্ন শ্রেণীর সিপাহী ও পুলিস ইনস্পেক্টরদিগের সেইরূপ প্রকৃতি হয়। কিন্তু সেই প্রকৃতি যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সম্প্রতি [illegible] কতকগুলন সিপাহী একটী ক্রিশ্চানী [illegible] অনধিকার প্রবেশ করে। এই সিপাহী আর অপর অন সহযোগীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একটী ক্রিশ্চানীর প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহা শুনিলে [illegible] নির্দয় হয়। পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে প্রকাশ হওয়াতে বর্ত্তমানেই মামলা একজন সিপাহী অনধিকার প্রবেশ করাতে ক্রিশ্চানীর স্ত্রী তাহার বলিয়া ছুরিবেরে আসিয়া চীৎকার শব্দ করাতে আরও অনেক আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে কতিপয়লিগণ সাহায্যার্থে উপনীত হয়। ক্রমে সেইরূপ জনতা হইতে হইতে অনেকগুলী সিপাহী উপস্থিত হয় এবং উহাদের ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রায় ৪০। ৫০ জন সিপাহী একত্র হইয়া বাটীর চতুর্দ্দিক অবরোধ ও দ্বার ভগ্ন করিয়া ফেলে। ইতা ভিন্ন এক ব্যক্তিকে আহত ও গাড়ীর আদি ভগ্ন করিয়া ফেলে। পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েক জনকে ধরিয়া বিচারালয়ে আনিয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৯ জন অপরাধীর মধ্যে ৬ টী জনের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারি দিগের অত্যাচার সম্বন্ধেসনের উপায় কিরূপ ইহাদিগের অজ্ঞতায় ও মূর্খতায় সাধারণ ভদ্র সমাজ যে অতি সঙ্কটিত তাহা অনেকেই জানেন। পাহারাওয়ালা কনষ্টেবল প্রভৃতি নিম্ন সংস্কৃত আমাদিগের সকলে [illegible] কিন্তু ইহা বিশেষ দুঃখিত অন্তর আমাদিগের অতি [illegible] হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

৯ ই নবেম্বর। ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র যিনি অবসর লইয়াছিলেন তিনি কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাল্না বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৫ ই নবেম্বর। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ঘোষগাঁয়ের মুন্সেফ বাবু গিরীশচন্দ্র রায় ঢাকায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর কাশীগঞ্জে থাকিবেন।

বাবু যোগালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর ঘোষগাঁয়ে থাকিবেন।

৬ ই নবেম্বর। বাগবাজারের অন্তর্গত পাতিয়াপালির মুন্সেফ বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

নওয়াপাড়ির অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের মুন্সেফ বাবু হরিশ্চন্দ্র সেন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

পূর্ব্বিয়ার অন্তর্গত কড়বার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

২৪পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু গোবিন্দের মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণীর মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

৯ ই নবেম্বর। বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল, কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর হাওড়ায় থাকিবেন।

২৪পরগণার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, এফ, রোজবি ফৌজদারি আইনের ৩৬৯ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের আপীল সংক্রান্ত বিষয়ের তদারক ও মীমাংসা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মিপুরার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু শরচ্চন্দ্র দাস প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত বন্ধুভাবে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ দাস জঙ্গীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

বালেশ্বরের সবডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবেকৃষ্ণ দাস কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

গয়ার সবডেপুটী কালেক্টার বাবু বরেন্দ্রনারায়ণ কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

৩ রা নবেম্বর। ফরিদপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এফ, ম্যাগ্রাথ সাহেব ময়মনসিংহে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এফ, কলিন সাহেব হাজারিবাগে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সস্ বাজারের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এচ, সুইটেন সাহেব ১৮৭৮ অব্দের ১ আইন অনুসারে আফিঙ্গ বিভাগের কার্য্য করিবেন।

৭ ই নবেম্বর। সাহাবাদের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, জে, এস, ফাউলডার ভাবলাঙ্গার অন্তর্গত মধুবনীতে কিছু দিনের জন্য কার্য্য করিবেন।

জঙ্গীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, এফ, হাওপি কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

উড়িষ্যার জয়েন্ট স্কুল ইনস্পেক্টার বাবু রাধানাথ রায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের পদের কার্য্য করিবেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার এ,ডবলিউ গ্যারেট সাহেব কিছু দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশে কার্য্য করিবেন এবং বঙ্গদেশীয় শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীর কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

খামারগাছি।

চম্পাই নগর, চাঁদ সদাগর ও বেহুলা

বাঁধনাইরের বিবরণ।

গত ১১ এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে বিহারী সাধুর উল্লিখিত চম্পাই নগরের প্রতিবাদ করিতে গিয়া পূজার পর সেই স্থানের বিশেষ বিবরণ লিখিব লিখিয়াছিলাম, তদনুসারে চম্পাইনগরের বিষয় পুনরুল্লিখিত হইল। চম্পাইনগরে নিজ ব্যয়ে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেরণ করিয়া ও প্রচলিত জনশ্রুতি গীতাদি গায়কদিগের নিকট হইতে আমি চম্পাই নগরের ও চাঁদ পরিবারের যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা আপনার বিজ্ঞ পাঠকগণের গোচরে উপস্থিত করিলাম। আশা করি আপনকার সুবিজ্ঞ পাঠকগণের ইহা রুচিকর হইবেক।

আমার পূর্ব্ব পত্রে উল্লিখিত ছিল, যে চম্পাইনগর বাঁকুড়া জেলাস্বর্গত, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, উহা বর্দ্ধমানের বুধ বুধ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। চাঁদ সদাগরের বাটীর বর্ত্তমান কোন চিহ্ন নাই, কেবল কতকগুলি খোদিত প্রস্তর রাশি ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তাল বৃক্ষসমোচ্চ একটী মৃত্তিকা স্তূপের উপরে লোহার বাসরঘরের অবস্থিতি অনুমান হইতেছে, সেই স্থানটীর নাম সাধারণী পর্ব্বত ও উহার দক্ষিণ পার্শ্বে পূর্ব্ব কথিত প্রস্তররাশি পতিত আছে। মৃত্তিকাস্তূপের উপরে চারিটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, উহাদিগের একটী ব্যতীত পরিমিত উচ্চ হইবেক। মৃত্তিকাস্তূপের পার্শ্ব দিয়া একটী নদী প্রবাহিত আছে অধুনা তাহার অনেকাংশ মজিয়া বা ধূলিয়া গিয়াছে, তবে স্থানে স্থানে বৃহৎ দহ আছে। তৎপ্রদেশবাসী লোকেরা উহাকে বেহুলা নদী কহে। ইহা ব্যতীত দুইটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণী দ্বয় সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে একটীতে চাঁদের পরিবারবর্গ স্নান নিকাইয়া দিয়া বস্ত্র খণ্ড ধৌত করিত; অপরটীতে অন্নের মল নিক্ষেপ করিত। বর্ত্তমান সময়ে কথিত পুষ্করিণীদ্বয়ের বারি বেহুলার ন্যায়, অর্থাৎ একটীর জল মিশ্রিত রক্তবর্ণ বারি, অপরটীর অবিকল গাঢ় রক্তের ন্যায়। আরো জনশ্রুতি আছে যে গণকশিক জাতীয় কোন ব্যক্তি চম্পাইনগরের মৃত্তিকা খনন করিলে সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে, ইহা কতদূর সত্য জানি না। সাহানী পর্ব্বত নামক স্থানের নিম্ন দিয়া যে বেহুলা নদী প্রবাহিত আছে তাহা মানকরের দক্ষিণ বাঁকার সহিত মিলিত হইয়াছে। বাঁকা নদী পানাগড় ষ্টেসনের চারিক্রোশ উত্তরে একটী উৎস হইতে বহির্গত হইয়া মানকরের নিকট বেহুলার সহিত মিলিয়া, পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে বর্দ্ধমানের নিম্ন দিয়া কালনার উত্তরে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় লৌহপথের শাঙ্কিগড় ষ্টেসনের এক ক্রোশ উত্তরে অপর একটী নদী বাঁকা হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে তৎপরে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নসরাএর নিকট কুণ্ডী নদীতে মিলিত হইয়াছে। কুণ্ডী নদীর সহিত গঙ্গানদীর যোগ আছে, সাধারণতঃ লোকে যাহাকে নসরাএর খাল কহে। চম্পাইনগর যাইতে হইলে মানকরষ্টেসনে নামিতে হয়।

চাঁদ সদাগর বিশেষ ধনাঢ্য ও সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মনসা দেবী মনুষ্য লোকে স্বীয় পূজা পদ্ধতি প্রচলিত করিবার মানসে প্রথমে চাঁদকে তাঁহার পূজা করিতে অনুরোধ করেন, চাঁদকৃত পূজা অপর সাধারণের অনুকরণীয় জানিয়া প্রথমে মনসাদেবী চাঁদকে অনুরোধ করেন, ইহাই অনুমিত হয়। চাঁদ পূজাপদ্ধতি [illegible] দিলেন, [illegible]

থাকুক, মাসোচ্চারে [illegible] মনসার কৃত প্রস্তাব [illegible] অসঙ্গনীয় হইল, তিনি মনসাকে [illegible] প্রত্যুত্তর অপমানিত করিয়া [illegible] বিদায় দিলেন। মনসার সহিত [illegible] বিরোধের সূত্রপাত হইতে লাগিল, [illegible] চাঁদের ছয় জন বিবাহিত [illegible] ছয় বাণে নাশন করাইয়া বম অবনের [illegible] করাইলেন। চাঁদও শিবলের বটী [illegible] মনসা অন্তর্ধান করিতে বাধ্য হইলেন।

এই [illegible] কিছুদিন পরে চাঁদ সদাগর দক্ষিণাটে [illegible] বাণিজ্য প্রস্থানে লঙ্কা দক্ষিণ গাঙ্গুর (১) নামক স্থানে ব্যবসায়ার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন। এদিকে মনসাদেবী মহাদেবের [illegible] সাধুকে (২) সাধুর [illegible]

চাঁদ সদাগর বহু কষ্টে একাকী নীরে সাত ডিঙ্গা রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর চাঁদ ভিক্ষা করিয়া ও দাসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ছয় বৎসর পরে বাণিজ্যকালে বাটী উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনসাদেবীর ছলনায় চাঁদকে বাটীতে প্রথম প্রবেশ কালে আপদান্বিত হইতে হইয়াছিল।

চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্যার্থ বহির্গত হন, তৎকালে তাঁহার স্ত্রী সন্তানবিহীনা ছিলেন। চাঁদ বাটী আসিয়া নবখণ্ড কুমার লখিন্দরের অনুপম বদন কমল দেখিয়া যাবতীয় দুঃখ ও শোক রাশি বিস্মৃত হইয়াছিলেন, লখিন্দরের জন্মকোষ্ঠীর ফলাফল গণনাকালে গণকেরা কহিয়াছিল, যে বিবাহের রাত্রিতে সর্প দংশনে লখিন্দরের প্রাণ বায়ুর অবসান হইবেক। ক্রমে লখিন্দর বিবাহ যোগ্য হইলে চাঁদ পুরোহিত দ্বারা পত্নীর অনুসন্ধান করাইতে লাগিলেন, অপরদিকে, কারীকর কারিগরেরা নিজ বাটীর সান্নিধ্যে সাহানী পর্ব্বতের উপরে লৌহময় বাসরঘর নির্ম্মাণ করিলেন। উক্ত স্থানে লৌহময় গৃহে সর্প প্রবেশাধিকার পাইবে না, ইহাই চাঁদের মনে দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু চাঁদের বিশ্বাস বৃথা পরিণত হইল, কারীকরেরা মনসার অনুরোধে গুপ্ত ভাবে লৌহবাসরোপযোগী পথ লৌহ প্রাচীরে রাখিয়া দিল।

[illegible] কহিয়াছিল, যে কন্যা লৌহ কলাই [illegible] করিবে সক্ষমা হইবেক, সেই লখিন্দরের পরিণীতা হইলে তাহার [illegible] রক্ষা করিতে সমর্থা হইবে। চাঁদের পুরোহিত নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া নিজনি (৩) নগরে উপস্থিত হন, তথাকার সাধু সদাগর নামক কতিপয় বণিকের কন্যা লৌহ কলাই বিদ্ধ করাতে তাহার সহিত লখিন্দরের বিবাহ স্থির হয়। ঐ কন্যার নাম বেহুলা সায়নী। বেহুলা বাল্যকালেই শিবব্রতে নূত্য গীতাদিতে উৎকর্ষতা লাভ করাতে ঐ নামে অভিহিতা ছিলেন। বিবাহের দিবস উভয় পক্ষীয় বান্ধবীয় স্বজন উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে চাঁদ সদাগর পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই রাত্রিতেই বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বাটী আসিয়াই চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লৌহনির্ম্মিত গৃহে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে মনসা দেবী স্বীয় আলয়ে নাগ সকলকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে এমন কে সাহসী আছ যে তক্ষা; পাতালী ও তদ্রূপ পরিবেষ্টিত লৌহ বাসরঘরে প্রবিষ্ট হইয়া লখিন্দরকে দংশন করিবে। বঙ্করাজ নামক সর্প প্রথম প্রহরে আরোহণ পাইয়া গমন করে, বঙ্করাজ গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই বেহুলা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে কালনাগ ও উদয়কাল নামক নাগদ্বয় বাসরে প্রবেশ করিয়া বেহুলা কর্ত্তৃক বদ্ধবাতের সমধর্ম্মা প্রাপ্ত হইল। শেষ যামে বেহুলা নিদ্রাভিভূতা হইলে কালনাগিনী নামক সর্প বাসরে প্রবেশ পূর্ব্বক লখিন্দরকে দংশন দ্বারা হতজীবন করিল। কালনাগিনীর পলায়ন কালে বেহুলাসখী চন্দ্রহাসের তীক্ষ্ণ প্রহারে সর্পের পুচ্ছ কাটিয়া লইলেন। স্বামীকে মৃত দেখিয়া বেহুলা রোদন করিতে লাগিলেন, বেহুলার ক্রন্দনে লখিন্দরের মাতা জাগরিতা হইয়া মৃত পুত্র দর্শন করিলেন। মাতা ও পত্নীর ক্রন্দনে লখিন্দরের অপরাপর আত্মীয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

পর দিবস প্রাতে বেহুলা বিস্তর অনুনয় পূর্ব্বক কলার ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া লইতে করিলেন। আত্মীয় স্বজনেরা ও তাঁহার পিত্রালয় হইতে অনেকেরা আসিয়া বিস্তর প্রবোধ দিলেন, কিছুতেই বেহুলার স্থির সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। সেই দিবস অপর রাত্রে মৃতপতি, অবদ্ধ সর্প তিনটি, ও কালনাগিনীর পুচ্ছ পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চলে বন্ধন করতঃ বেহুলা ভেলা স্রোতের অনুকূলে ভাসাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে হুবরাজপুর, মরখণ্ড, (৪) তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে বর্দ্ধমান অতিবাহিত করেন। চতুর্থ দিবসে কেতুগ্রাম (৫) মনসার পূজা করণার্থ ছিলেন। পঞ্চম দিবসে আমলপুর (৬) কুরুটঘাটা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া পক্ষিরাজ ক্রৌঞ্চের উত্তরে বাঁকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর একটী নদীতে ভাসমানা হইলেন। ঐ নদীটীর পুরের নাম অবগত নহি, এক্ষণে লোকে তাহাকেও বেহুলা নদী কহিয়া থাকে। সেই দিবসেই বৈদ্যপুর (৭) বইচি পাতড়ি গ্রাম অতিক্রম করিয়া নারিকেলডাঙ্গা (৮) উপস্থিত হইলেন। নারিকেলডাঙ্গায় মনসার পূজা করিয়া ভাসমানা হইলেন, ষষ্ঠ দিবসে বোয়ালিয়াসহরে (৯)

(১) [illegible] স্থান হইবে।

(২) [illegible] আপনে [illegible] দ্বিতীয় [illegible] বাণীদত্ত বহে

(৩) নিজনি নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বদমের তীরে চম্পার বন্দর হইতে তাঁই ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত আছে। অনুমান হয় এই গ্রামেই সাধু বেহুলার পিত্রালয় ছিল।

(৪) এই গ্রামগুলি অজয়াদি বাঁকার তীরে বর্দ্ধমানের পশ্চিমে বর্ত্তমান আছে।

(৫) বর্দ্ধমানের পূর্ব্বে কাঁকসা তীরে, এই স্থানে মনসার অতি প্রাচীন মূর্ত্তি আছে। আষাঢ় মাসে সমারোহের সহিত পূজা হইয়া থাকে।

(৬) এই আমলপুর বাঁকার তীরে বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব, অনেক লোকে ইহাকে আমাপাড়া কহে। একটি চাঁদ বেণেযুক্ত আত্মীয়ী বলে মনসা বণিতেছিল বেহুলে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বণিকে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে নায়ক লখিন্দরের ক্রোধের সীমা রহিল না, অমনি উভয়ে যোদ্ধবেশে সাজ হইয়াছে।

(৭) বৈদ্যপুর এই স্থানে একটি বেলা লখিন্দরকে বিষিল করিল বলিয়া বেহুলাকে ছলনা করে। তদনুসারে উহার বৈদ্যপুর নাম হইয়াছে। অদ্যও এ গ্রামে প্রাচীন বটী শিবের নিকট লখী মহাদেবের আবাস বাটী।

(৮) নারিকেলডাঙ্গা এই স্থানে মনসার প্রতিমূর্ত্তি আছে। সেই কারণ মাসোপলক্ষে এখানে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে মেলাও হইত। এই স্থানে সমবেত হইয়া আমলাদিগের মফস্বলিস পরিদর্শনের জন্য নিম্ন মাঠ হইল পুরস্কার [illegible] বিষিল [illegible] হইয়াছে। সমবেত মাল বৈদ্যেরা বেলাস্থলে মন নিষ্পাপ পুরুষকে সর্প লইয়া তাহার উপর ঔষধ করিত। এক আকাশ মাল নৈল আপ মন্ত্রের জোরে বিষাক্ত সর্প নিয়া খাইত [illegible] সর্প উপরার বিষ। মাসোবধ সর্প সহিত [illegible] কৌশল করিয়া আমাদের উপরে সর্প [illegible] দংশন হইত। গ্রাম মধ্যে নানা [illegible] ওঝা পাঁ ছাড়া [illegible] তাহারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া [illegible] বেহুলানিলের কাছে নমস্য না হইয়া [illegible] হইত। যে সকল আপোর কাটিয়া [illegible] সেই ওঝা হইত। এখন আপনে বেলা-নাচা [illegible] গাছ পাতিতে ও নিমডাঙ্গা গ্রাম মধ্যে হইয়া [illegible] খানা হইলে পরে আপনের অপরাধীর মেলা হইয়া থাকে। এখন বিষাক্ত সর্প নিয়া খেলন করা হইতে [illegible] কাটিয়া দেওয়াতে এখন বিষহর [illegible] কোন স্থানে নাই, দুই চারিজন ওঝা বৈদ্য আছে, তাহারা [illegible] কাটিতে সক্ষম। আমাদের বিবেচনা ইহার [illegible] সাপুড়েরা অনেক উপকার হইত।

(৯) বোয়ালিয়া - ঘাট গঞ্জ এই স্থানে প্রসিদ্ধ [illegible] হইতে অন্য নদীর যোগ থাকে না, বরং সর্ব্বদা প্রবল হয়। এই স্থানে চোরাল অথবা লখিন্দরের চাঁদির বালাই চাকী ভাঙ্গা করে, তদনুসারে বোয়ালিয়া পরগণা গ্রামের নাম হইয়াছে। এ স্থানের ভাঙ্গাঘাটের শেষ পাকাবাটে সর্ব্বাহরে মাহত্ত্ব স্নাপন হইয়া থাকে।

উপনীতা হন। বহু কষ্টে বোয়ালিয়ার ঘর পশ্চাৎ করিয়া, পিত্তিয়া, ঈশ্বরদী, কাশুসি, প্রভৃতি গ্রাম অতিবাহিত করিয়া সপ্তম দিবসে কুস্তী নদীতে উপনীতা হন। সেই দিবসেই মসরাইয়ের নিম্নে ভাগীরথীতে ভাসিয়া অপরাহ্ণে ত্রিবেণীতে উপনীতা হইয়াছিলেন। বিশ্রাম করিবার মানসে বুকে মান্দাস বন্ধন পূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একটী অশ্বত্থ বৃক্ষে অধিকল চতুষ্কিকে মোটা কাছির দাগ ছিল, এ প্রদেশবাসী লোকেরা কথিত বেহুলা ঐ বৃক্ষেই ভেলা বাঁধিয়াছিলেন। বিগত ৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ে বৃক্ষটী সমূলে পতিত হইয়াছে।

পর দিন প্রাতে, বেহুলার মান্দাস বা ভেলা যে স্থানে ছিল, নেতো নামক এক রজকিনী বস্ত্র ধৌত করণার্থে সেই স্থানে আগমন করিল। রজকিনীর পঞ্চম বর্ষীয় বালক বস্ত্র ধৌত করিবার সময় উৎপাত করিতেছিল, রজকিনী তাহাকে চপেটাঘাতে রোদন করিয়া সুখে কাপড় কাচিতে লাগিল। বস্ত্রাদি ধৌত হইলে, রজকিনী গমনকালীন মৃত পুত্রকে জীয়াইয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। বেহুলা ভেলার উপরি থাকিয়া এই অলৌকিক ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ করিলেন ও মনে মনে স্থির করিলেন যে এই অলৌকিক গুণ সম্পন্ন রজকিনীর স্মরণ লইবেন। এইরূপে উদ্বেগে আশার মৃত পতি ক্রোড়ে লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। (১০) পর দিবস প্রত্যূষে রজকিনী আসিবামাত্রই বেহুলা মান্দাস হইতে নামিয়া রজকিনীর নিকট গমন করতঃ প্রথমেই মাতৃ-স্বসা সম্বোধন করিয়া রজকিনীর স্নেহাকর্ষণ করিলেন। রজকিনী বেহুলার যাবতীয় ইতিবৃত্ত শুনিয়া বেহুলার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বেহুলা স্বীয় মৃত পতিকে জীয়াইবার জন্য এক খানি বস্ত্র চাহিলে, রজকিনী কহিল আমি যাবতীয় দেব বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকি সুতরাং কোন খানি অপহৃত হইলে আমি দেবকোপে পতিত হইব। রজকিনী কিছুতেই বেহুলাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, এক খানি বস্ত্র বেহুলা ধৌত করিয়াছিলেন কিন্তু রজকিনীর মনে ঘোরতর সংশয় রহিয়া গেল।

প্রাত্যহিক রীতানুসারে রজকিনী সন্ধ্যার সময়ে পুরে উপনীতা হইয়া দেববস্ত্র প্রদান করিল। ধৌত বস্ত্র খানি ঘটনাক্রমে দেবগণের চিত্ত হরণ করিলে তাঁহারা রজকিনীকে জিজ্ঞাসা দ্বারা অবগত হইলেন, যে কথিত বস্ত্র খানি তাঁহার স্বসা ধৌত করিয়াছে। দেবগণ বেহুলার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিলেন, রজকিনীও সময় বুঝিয়া বেহুলাকে দেব সভায় উপস্থিত করিল। ঘটনাক্রমে দেব সভায় সেই সময়ে নৃত্য গীতাদি হইতে ছিল। রজকিনীর আদেশক্রমে বেহুলাও নৃত্য করিতে লাগিল। বেহুলার নৃত্যাতে দেবগণ মোহিত হইয়া তাঁহাকে বর লইতে আদেশ করেন। বেহুলা করযোড়ে মনসার সহিত শ্বশুরের বিবাদ, স্বামীর মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া মৃত পতির জীবন ভিক্ষা করিলেন। তখন দেবগণ মনসাকে আহ্বান করিয়া লখিন্দরের জীবন দান করিতে অনুরোধ করিলেন। মনসা নিরুপায় দেখে দেব সভায় প্রথমে অস্বীকৃতা হইলেন, কিন্তু বেহুলার প্রদর্শিত আবহ, সর্প তিনটী, ও কালনাগিনীর পুত্র, প্রদান করাইয়া দিল। মনসা অগত্যা নিজ মায়োদ্ভবিত দ্বারা লখিন্দরকে জীবন দান করিলেন। মৃত পতির প্রাণ লাভ দেখিয়াও বেহুলা দেব সভায় নৃত্য গীতে ক্ষান্ত দিল না, বেহুলার নৃত্যাতে প্রসন্ন হইয়া দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে আর দুইটী বর প্রদান করিলেন, একটীতে স্বামীর অগ্রজ ষষ্ঠি জন ভ্রাতা জীবন আর একটীতে শ্বশুরের নিমজ্জিত বাণিজ্য দ্রব্যের তরী গুলির উদ্ধার।

এইরূপে বেহুলা মৃত স্বামী ও শ্বশুরদিগের জীবন, ও কালিদহে শ্বশুরের নিমজ্জিত দ্রব্যাদি ও নাবিকগণ সহিত তরী সকল লাভ করিয়া ত্রিবেণী পরিত্যাগ করিলেন। বেহুলা, পূর্ব্বকথিত কুস্তী বাঁকাও বেহুলা নদী দিয়া বাহিয়া চম্পাইনগরে উপনীতা হইলেন। বেহুলার এই অলৌকিক কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইলেন। চাঁদসদাগরও পুত্রবধূর অনুরোধক্রমে মনসা দেবীর পূজা আরম্ভ করিলেন। প্রতি বৎসর মাসে মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমীর দিবস বিশেষ সমারোহের সহিত অদ্যাপিও চম্পাইনগরে মনসার পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে পৌষীয় পূর্ণিমার দিবসে লখিন্দরকে সর্পে দংশন করে। মাঘীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে বেহুলা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, তৎপর দিবস চাঁদ কর্ত্তৃক মনসার পূজা আরম্ভ হয়, অদ্যাপিও উহা সমভাবে চলিতেছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যথাসাধ্য বিস্তর লিখিতে গিয়া প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে যাঁহাদিগের দৈর্ঘ্যচ্যুতির সম্ভাবনা তাঁহারা যেন আদ্যোপান্ত প্রস্তাবটী মন যোগের সহিত পাঠ করিয়া বিকাশী বাবুর উল্লিখিত চম্পাইনগরের সহিত তুলনা করেন। আমার পূর্ব্ব পত্রে ও এই প্রবন্ধে বিশেষ রূপে বেহুলা সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে আমার উল্লিখিত চম্পাইনগরে চাঁদসদাগরের বাটী ছিল। মাননীয় বিকাশী বাবুকে অনুরোধ তিনি যেন সোম প্রকাশে তাঁহার উল্লিখিত চম্পাইনগরে চাঁদের বাটীর বিশেষ প্রমাণ দিয়া উপকৃত করেন, অন্যথা নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগের সংশয় দূর করেন।

(১০) ত্রিবেণী ও বান্দাপাড়ার মধ্যস্থিত এক খণ্ড শিলাকে অদ্যা নেতো ধোপানির পাট কহিয়া থাকে।

শান্তিপুর।

শান্তিপুরে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ব্যবস্থায় এ বৎসর আষাঢ়ে দশহরা (গঙ্গা পূজা) যেমন ছইমাসে হইয়াছিল। কলিকাতার নারায়ণ মহাশয়ের মতে শ্রাবণের একাদশীও তেমনি দুইমাসে হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কার্ত্তিক মাসের শ্যামা পূজাটী আবার দুই-মাসে সম্পাদিত হইল, এতদ্বিষয়ক আমোদপ্রিয় লোকেরা আমোদ উপভোগ করিলেন এবং ফলার দাদা ঠাকুরেরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দুই দিন বেবাদিবে পোটে ফলার ও পঙ্গায় মারিলেন। ফলতঃ আজ কাল ধর্ম্মকর্ম্মে যেরূপ ঘোর মতামত উপস্থিত হইতেছে অনুমিত হইতেছে যে উত্তর কালে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই।

এ বৎসর শান্তিপুর ও সুরাগড়ে গাঁচ অনুমান দুই দিনে ৩ । ৭ শত খানি শ্যামা পূজা হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্যামা প্রতিমার মধ্যে ২৫ খানি প্রতিমা সুসজ্জিত ও অবস্থানুরূপ সমারোহের সহিত সুচারুরূপে পূজিত হইয়াছে।

নদীয়া জেলার বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের শৈক্ষক পূজো ও আশীর্ব্বাদে এ বৎসর কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পরিগৃহীত হইবে। এই সংবাদটী এ অঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ের অধীনস্থ লোকদিগের আনন্দজনক বটে। আমরা আশা করি, এই প্রথাটী চিরকালের জন্য প্রচলিত থাকে।

এখনকার সোডার গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের উপর আমাদের নবাগত ডেপুটী বাবুর বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে, এতদ্বিষয়ক "হ্যাকনি আক্ট" জারি হইয়া ঘোড়ার গাড়ী গুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর গমনাগমনে ভাড়া ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ভাড়া ২৷৷০ দুই সিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত ভাড়া অথবা চারি জন আরোহীর অধিক গাড়োয়ানেরা গ্রহণ করিলে আইনানুসারে দণ্ডার্হ হইবে। এতদ্ভিন্ন ভাঙ্গাগাড়ী ও অকর্ম্মণ্য ঘোড়া ব্যবহার করিলেও গাড়োয়ানেরা সমুচিত শাস্তি পাইবে। ডেপুটী বাবু ঘোড়ার গাড়ির নির্দ্দিষ্ট ভাড়া ও নিয়মাবলী

প্রবর্ত্তিত করিয়া শান্তিপুরে একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিবেন।

এদেশে রেজিষ্টরী আফিসে দলীলাদি রেজিষ্টরী করিবার সময় স্থানীয় মোক্তারেরা অথবী প্রজাদিগকে সনাক্ত করিয়া নিয়মিত দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঐরূপ সনাক্তের জন্যে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রামচরণ বাবু সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে অতঃপর অথবী প্রজাদিগকে স্থানীয় মোক্তারেরা মাসের মধ্যে একবার মাত্র সনাক্ত করিতে পাইবেন। অর্থাৎ প্রজাবর্গ পরিবেশী রেজিষ্টরী আফিসে আসিয়া যদি তাঁহাদিগকে সনাক্ত করেন, তাহা হইলে সব রেজিষ্টার বাবু স্থানীয় মোক্তারের সনাক্ত গ্রহণ করিবেন না। এই নূতন নিয়মটী যথারীতিতে প্রতিপালিত হইলে পরের মোক্তারের রুটী মারা যাইবে, এজন্য তাঁহারা প্রহাচার্য্য দ্বারা গ্রহ শান্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

এখানকার ভাগীরথি তটে লোকে লাম্বাইলে ও মোট উঠাইলে ঘাটের ইজারাদারদিগকে কিছু কিছু প্রণামী দিতে হয়। এই কুপ্রথাটী উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত স্বদেশ হিতৈষী কোন ব্যক্তি উহা ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর করিয়া দিয়াছেন। ডেপুটী বাবু কহিয়াছেন যে ঐ বিষয়ে কেহ বাদী হইলে অচিরাৎ প্রস্তাবিত কুপ্রথাটী রহিত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে ডেপুটী বাবু স্বয়ং উহার সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করিয়া বিহিতাদেশ প্রচার করেন।

পঞ্জাব।

এখানে আসা অবধি নানাকার্য্যে বিব্রত থাকায় কাল সংবাদাদি পাঠাইতে পারি নাই। আমি বিগত অক্টোবর মাসাবধি যে যে স্থান ভ্রমণ করিয়াছি তদ্বিষয়ক সবিস্তার বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। আপাততঃ শিলাম সহরের বিষয় কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শিলাম উত্তর পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেশন। আফগান যুদ্ধ সংঘটনাবধি এই সহরটীতে লোক জন ও তত্ত্ব তাবাসের অত্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে ইহার তত নাম-ডাক ছিল না। এই সহর হিমাচলের চরণতলে স্থিতি করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে উন্নত মস্তক হিমাচলের মস্তক সুদৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা সে দিন রম্বুনাথের একটী নির্জ্জন উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান শিলাম সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর। ইহা একটী রমণীয় বলিলে বলা যায়। ইহার মধ্যে একটী আশ্রম আছে। তথায় একটী পঞ্জাবী সাধু অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি প্রায় কাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন না ও বড় কথাবার্ত্তা করিতে ইচ্ছা রাখেন না। আমরা যাইয়া বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসালাপ করিয়া সুখী করিলেন। এই স্থান হইতে হিমাচলের ধবলাকার কোন কোন অতি উচ্চ শিখর দেখিয়া চমকিত হইলাম। বোধ হইতেছে যেন শিলাম সহরের চতুর্দ্দিক হিমাচলের শাখাশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত ও একদিক "বিতস্তা" অথবা বীতস্তা নদী দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। এই সহরের অনতিদূরে একটী সুন্দর তপোবন আছে, তথায় কতিপয় সাধু অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ বীতস্তা (অর্থাৎ এই নদীর কোন শাখা প্রশাখা নাই, একটী ধারা) অতিবেগে হিমাচলের চরণ ধৌত করিয়া এক প্রবাহে মহাবেগে সিন্ধু সমাগমে সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "বীত স্তা" নদীর বক্ষ প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। শীতকালে উহা অতি সামান্য নদী বলিয়া বোধ হয়, কেন না, গ্রীষ্মকালীন প্রবল শীত যত প্রবলতর হইতে থাকে, হিমাচলের হিমরাশি তত ঘনীভূত হইতে থাকে এই নদীর আকার ও স্রোত তত বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু যেই গ্রীষ্মের প্রখর তাপসঞ্চার ঐ সমস্ত হিমানীকে দ্রবীভূত করিতে আরম্ভ করে অমনি হিমাচল-প্রসূত ঐ সমুদয় নদ নদী ভয়ানক আকার ধারণ করিতে থাকে। এ সব নদীর জল অত্যন্ত শীতল, ইহাতে নিত্য স্নানাদি করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও আমরা তাহা চরিতার্থ করিতে পারি না, বেন না, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় পুরাকাল বাসিদিগকেও বাতরোগ শীঘ্র শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে, এই নদীর উপর দিয়া একটী প্রকাণ্ড লোহময় সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতুটী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ (ইহার পরিসর স্থানে স্থানে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) উহা দেখিতে সুন্দর। উহার নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয় এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বহুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, ইহার আকৃতি এলাহাবাদের যমুনার উপর রেল সেতুর ন্যায় দ্বিতল। উপর তলে ট্রেণ ও নিম্ন তলে মনুষ্য ও পশ্বাদি যাতায়াত করিয়া থাকে। এই উচ্চ সেতুর উপর প্রাতঃকাল কিম্বা সন্ধ্যাসমাগমে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোদয় অথবা সূর্য্যাস্ত দেখিতে বড় নয়ন মন প্রফুল্লকর। এই সেতুর একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান হইয়া এক দিকে সূর্য্যাস্ত, অপর দিকে চন্দ্রোদয়, চতুষ্পার্শ্বে হিমাচলের অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজি, নিম্নে করোলিনী বীতস্তা মহানাদে প্রমত্তভাবে সাগরাভিমুখে ধাবিতা; দেখিলে ভাবুকের হৃদয়ে যে কত অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় সঞ্চিত হয়, তাহা বর্ণন করিয়া উঠা যায় না এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে যার নয়ন মন তৃপ্ত না হয় তিনি মনুষ্য নামের অধিকারী নন। এই সহরের দক্ষিণ দিকে কেনটনমেণ্ট উত্তর দিকে সিবিল কোর্ট অবস্থিত। কেনটনমেণ্ট মধ্যে কতিপয় রেজিমেণ্ট আছে। এখানে একজন ডেপুটী কমিশনর আছেন, ইঁহার নাম মাঃ ডেপার্সন, ইনি অতিশয় সদাশয় লোক। বাঙ্গালার বড় লাট সাহেবের যেমন ক্ষমতা এসব প্রদেশে (Non regulation Provinces) কমিশনর অথবা ডেপুটী কমিশনর সাহেব মহোদয়েরা তেমনি প্রভূশক্তি সম্পন্ন। কমিশনর সাহেব যৎকালে সহরে পরিদর্শনোদ্দেশে গমন-গমন করেন, তখন বিউগেল (ডেপুটী বিগেল) ধ্বনি হইতে থাকে, অন্যান্য পথিকগণ সতর্ক হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিতে থাকে, এসব দেশে শাদামুখ দেখিলেই সেলাম করা উচিত, কেন না এখানে সেলামপ্রিয় অনেক প্রভু আছেন। কোন টুপি ও কোটের মধ্যে কোন অবতার আছেন, জানিতে না পারিয়া সেলাম করিতে অবহেলা করিলে মহা গোলে পড়িতে হয় এজন্য ইচ্ছা না থাকিলেও আলাপ না থাকিলে সাহেব দেখিলেই অগ্রে সেলামটী করিয়া রাখি আর বড় ভাবনা থাকে না। যদি কোন হাকিম অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে যাইতে সেলাম করিতে ভুলিয়া যান আর যদি তিনি সমনস্ক হইয়া তাহা টের পান, তাহা হইলে মহা প্রমাদ উপস্থিত হয়।

এখানে একটী কমিশরিয়েট বিভাগ আছে, বিভাগে ৮। ১০ জন বাঙ্গালী বাবু নিযুক্ত আছে সমস্তও এখানে প্রায় ২০ জন বাঙ্গালী বাবু মান। ইঁহাদের মধ্যে কাহার কাহার আচার ব্যবহার দেখিলে মাথার পাকড়ি বাঁধিয়া পঞ্জাবীদের মিশিতে ইচ্ছা হয়। এই সব লোক অল্প বেতনে লিখিয়া সামান্য বেতনে এই দূর দেশে এক কর্ম্মে ভর্ত্তি হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই সুরা ও বেশ্যাসেবিত। এরা সুরা করেন না, কিন্তু মদ ইঁহাদিগকে পান করে ও মহাকাল [illegible] ইহাঁদিগকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। "বাইনাচ" এখানে বাবু ভায়াদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। যে বাবুর বাসায় যে দিন দশ জন নিমন্ত্রিত হন, সে দিন কি সে রাত্রি পরীদের আর আমোদের সীমা থাকে না সন্ধ্যে আসোর জাঁকাইয়া বাবুদের সর্ব্বনাশ চলিয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়! তাহা

বলিব কি, আমি একদিন কোন সুপ্রসিদ্ধ ভদ্রলোকের আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িয়াছিলাম তাহার জানিতাম না যে ঐরূপ বারবিলাসিনীরা অঙ্গভঙ্গিমা দ্বারা বাবুদের চিত্তরঞ্জন করিতেছে, সেই আমোদে কোন কোন বাঙ্গালা কুলাঙ্গারের বিমলুখ অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া ইচ্ছা হইল যে পৃথিবীর মায়া প্রবিষ্ট হই। শুনিলাম, ঐ সব কথাবার্ত্তা ঐরূপ মজলিসের অঙ্গরাগ। এরূপ অবস্থা বঙ্গীয় সম্ভ্রান্তদের সামাজিক ও নৈতিক ভাব কতদূর উন্নত তাহা বুঝিয়া লউন। যে হিমাচলের গহ্বর হইতে বেদমাতা এক সময় প্রসূত হইয়াছিল, সেই হিমাচলের ক্রোড়ে বসিয়া সেই মহাতপা কণ্বাশ্রম, শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ, অঙ্গিরস, প্রভৃতির কুলধুরন্ধরগণ এখন কি করিয়া দিন কাটাইতেছেন দেখিলে অবাক হইতে হয়। অন্যত্র বঙ্গীয় যুবকেরা কোন সভা কিম্বা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেন না, তাঁহারা যদি প্রকৃতস্থ থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা এই দুরবস্থেশে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল হইতে পারিত সন্দেহ নাই।

নাগরপুর।

আজ কাল নাগরপুরের বাজারটীর যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কতদিন পূর্ব্বে এই বাজারটী সংস্থাপন হইয়াছে তাহা এক্ষণে স্থানীয় অনেকেই অবগত নহেন, কিন্তু পূর্ব্বে এই বাজারে যে প্রকার দ্রব্যাদি আমদানী হইত এক্ষণে তাহার সিকি অংশ আমদানী হয় কি না সন্দেহ। বর্ত্তমানাবস্থায় অন্যান্য হাটবাজারের যে প্রকার দুর্গতি ও ঐ লোকের যে প্রকার অসুবিধা হইয়াছে আমরা তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। আমরা বৃদ্ধ মহাত্মাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে হইত; কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম অন্তর্হিত হইয়া বেলা ১০।১১ ঘটিকার সময় বাজার আরম্ভ হইয়া পাঁচটা কি ছয়টার সময় ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্যই স্থানীয় লোকের ২। ৩ টার সময় মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া ঘটিয়া উঠে না। এটী যার পর নাই অসুবিধা ও কষ্ট। বিশেষ বাজার বিষয়ে সংযোজিত হওয়াতে বিদ্যালয়ের বালকগণের আহার করার পক্ষে অতি ক্লেশ হয়। আমরা অনেক ছাত্রের মুখে শুনিয়াছি, যে, তাহারা পূর্ব্ব দিবসের রন্ধন করা অন্ন ভোজন করিয়া স্কুলে উপস্থিত হয়। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া সময় সময় তাহাদিগকে পীড়িত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক এ সমস্ত কারণে নাগরপুরের হাটবাজারের দুরবস্থা ঘটিয়াছে নিম্নে আমরা তদ্বিষয়ে কয়েকটী মূল মূল বিবরণ পাঠক মহোদয়ের গোচর করিতেছি।

(১ম) কেদারপুর, গড়কাটা, ও আড়ুঙ্গা প্রভৃতি পল্লীগ্রামে ২। ৩ টী বাজার সংস্থাপিত হওয়াতে প্রস্তাবিত বাজারের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। উল্লিখিত গ্রাম সমূহ নাগরপুর হইতে বহুদূরে অবস্থিত নহে। অনেক সময় উল্লিখিত বাজারের তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য আসিয়াও এখানে বিক্রয় হয়। (২য়) একটী প্রবাদ আছে যে, "বার লাউয়ের তোলা" আমাদিগের নাগরপুর বাজারে কথায় কথায় তাহার স্বার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখানে তোলার অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সামান্য বিক্রেতার পক্ষে একটী বার পর নাই অসুবিধা ও অসুবিধার বিষয়। (৩য়) আর যে একটী বিষম অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে তাহাতেই বাজারটীর হরকারা হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। এই গ্রামে কতিপয় মহাপ্রভু আছেন তাঁহারা লোকের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবেন অথচ পয়সা দিবেন না!! ইহাঁরা যে কি রাক্ষুসে লোক তাহা তাহারাই বুঝিতে পারে, লোকের নিকট (বিনা পয়সায়) দ্রব্য ক্রয় করিতে কি ইহাদিগের একটুও লজ্জার সঞ্চার হয় না? এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে নাগরপুরের বাজারটী এক্ষণে যার পর নাই অবনত অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে। সত্বরে এই সমস্ত কুপ্রথা ও অত্যাচার নিবারিত না হইলে বাজারটী উৎসন্নে যাওয়ার সম্ভাবনা। এজন্য আমরা স্থানীয় অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সজনীনাথ চৌধুরী মহাশয়কে বিনয় সহকারে জানাইতেছি যে, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, এবং যাহাতে বাজার লাগিবার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত হয় এবং অত্যাচার গুলি নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করুন। চৌধুরী মহাশয় একে জমিদার তাহাতে আবার স্থানীয় সর্ব্বাধিপতি কর্ত্তা তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? আমরা তাঁহার নিকট এসম্বন্ধে যে সকল প্রার্থনা করিতেছি, যদি তিনি মনোযোগী হইয়া এই কিঞ্চিৎ কার্য্যগুলি করেন তবে তিনি অবশ্যই সাধারণের আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন। দেখা যাউক আমাদিগের প্রার্থনা কতদূর ফলবতী হয়?

এখানে সমস্ত কিংবদন্তী বলাবলি। নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অদ্য প্রায় দুই বৎসর গত হইতে চলিল, নাগরপুরস্থ কতিপয় মহাজন শ্রীযুক্ত গুরুচন্দ্র সাহা প্রামাণিক মহাশয়ের যত্নে অত্র স্থানে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অনেকগুলি বালক অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ছাত্রগণের শুশিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছে এবং তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ের সমস্ত আসবাব ক্রয় করাইয়া দিয়াছেন, এ জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রামাণিক মহাশয় অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সাধারণ প্রাপ্যাগারে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমীপে প্রার্থনা করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এবৎসর মফঃসলস্থিত স্কুলগুলে অর্থের সঙ্কলন না থাকাতে আমাদিগের নাগরপুর স্কুল সাহায্য পাইতেছে না। অধিকন্তু দুঃখের বিষয় এই অত্রস্থ বিদ্যালয়টীর অবস্থিতির জন্যই চরাগানির জমিদার বাবু রসিকলাল মজুমদার অতি অল্পদিন হইল আর একটী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা শুনিতেছি যে যাহাতে নাগরপুর স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া না হয় তজ্জন্য তিনি, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর মহাশয়ের সমীপে বারম্বার প্রার্থনা করিতেছেন। ভাল, মজুমদার মহাশয়কে এ মন্ত্রণা কে দিল? যদি নাগরপুর স্কুল সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয় তবে কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই সাহায্য দিবেন, তখন তাঁহার কথা শুনিবেন কেন? নাগরপুর দুরাকাঙ্ক্ষিত বহুকালে বিদ্যালয় ছিল না, তজ্জন্য আমরা এই সোমপ্রকাশেই কত লেখা লিখি করিয়াছি তখন তিনি বিদ্যালয় সংস্থাপনে উদাসীন ছিলেন কেন? আমরা আর অধিক বলিতে চাহি না, আমরা শুনি মজুমদার মহাশয় অতি বিজ্ঞ ও ভদ্র লোক, যদি তাঁহার প্রকৃতই দেশ হিতকর কার্য্য করিতে বাসনা থাকে তবে তিনি নাগরপুর স্কুলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই সকলের সুবিধা হয়। আর যদি অর্থ ব্যয় করিবার ইচ্ছাই বলবতী হইয়া থাকে তবে নাগরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়টীর এক্ষণে অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার সমস্ত লাভিক ব্যয় কেন নিউন না? তাহাতে তাঁহার যশেই বৃদ্ধি হইবে।

নাগরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়টীর অবস্থা আজ কাল অতিশয় শোচনীয়। পূর্ব্বে ২। ৩ বার গ্রামা টীকা আসায় না হওয়া নিবন্ধন ডাক্তারখানাটী উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে হইয়াছিল, পরে জুলাই মাসে টাঙ্গাইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ সাহেব অত্রস্থানে আসিয়া টীকা সম্বন্ধে যে নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন তাহার আশাপ্রদ নহে। যদবধি গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে ঔষধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন তদবধি ইহারও দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী না থাকায় গবর্ণমেণ্ট নাগরপুর হিতসাধনার্থে ঔষধের জন্য ৭৫ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বটে,

কিন্তু ঐ টীকার ঐ [illegible] করিতে পারে? ঐরূপ পত্র না পাওয়া [illegible] বিশেষ কোন উপকার দর্শে [illegible] আমাদের [illegible] আছে কি না সন্দেহ। [illegible] আমরা কর্তৃপক্ষ মহোদয়[illegible] করিতেছি যে, যদি সাগরদুপ মাতৃকা চিকিৎসকের [illegible] তাঁহাদিগের অভিপ্রায় [illegible], পুরাণের নাম ঔষধের সমস্ত নাম পরিবর্ত্তন করা হউক, নতুবা এরূপ ঔষধপত্র [illegible] কি?

চন্দ্রিকাই [illegible] বাবু শিবচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি [illegible] অত্র স্থানে থাকিয়া [illegible] চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইঁহার চিকিৎসা প্রণালী অতি উত্তম এজন্য গ্রাম্য লোকে ইঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিয়া থাকে। এক্ষণে শুনিতেছি যে, ইনি নাকি অবিচারহেতুক পুড়িয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এদেশে এরূপ উপযুক্ত ডাক্তার থাকাতে ভাল লোক কাজেই গ্রাম পরিত্যাগ করিবে?

সম্প্রতি এঞ্চলে জ্বর বিকারের ধুম লাগিয়া গিয়াছে; কিন্তু সুখের বিষয় এপর্য্যন্ত লোক মরে নাই। হাড়ুড়ে ডাক্তার ও বৈদ্যদিগের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত।

বিগত ১৮ ই তারিখে যে ঝড় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, ঐ তারিখে এপ্রদেশে ঝড় ও বৃষ্টি হয় নাই। কেবল আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

অনন্ত বাজার হইতে খেজুরঘাটা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী আছে, তাহার এক্ষণে সংস্কারাভাবে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা কোন বিষয় বিশেষজ্ঞ কেহই উদ্যোগী হইয়া ঐ রাস্তাটী সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন না। স্থানীয় পুলিসের উপর ঐ রাস্তাটীর তত্ত্বাবধারণের ভার নিহিত হইয়াছে; তাহারাই বা কবিরাজের এত দিন উদাসীন থাকিবার কারণ কি? পুলিস কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া তদারকটা দিলেই করিয়া, কিছু টাকা আদায় হইয়া, [illegible] করিতে পারেন।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] বিষয় নিকাশে বিশেষ [illegible] এবং মফস্বল নায়েবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদন কারিদের মধ্যে যাহারা প্রমাণ পত্র দর্শাইতে পারিবেন তাহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
জমিদার
২৮ এ কার্ত্তিক ১২৮৭ | চক্দিঘী

ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।
৯০ নং গ্রে ষ্ট্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঘৃত, তৈল, ঘৃতাদি পাক, ভস্ম, রস এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাপত্র বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

বাতারিষ্টবল। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার বেদনা, বাত, আলস্য বক্ষপরাণ ৩ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়।

প্যাকিং ৵০ আনা।

বাতারি কুন্তল তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ পুষ্ট ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত থাকিলে শীতল হইয়া, শীতলপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, মন্দ হইয়া ও মূর্চ্ছাদি বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

কামেশ্বরীপাক রসায়ন। বাত রক্ত, অধিক পরিমাণে, শিরিসি উদ্রিক্ত ও পরিবর্দ্ধনাদি রোগ নিশ্চই হয় ও শরীর দৃঢ়, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া স্ফূর্তিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ৩৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

বাতারিষ্ট বটী। ইহাতে সহজে কোষবৃদ্ধি, একাদিবা, বাতশিরা, স্নিগ্ধবাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০ আনা।

অশ্বারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে ফল পাইবে। ১ শিশির মূল্য ৩৲, প্যাকিং ৵০ আনা

কথা সহিত সাধারণ বিষয়ে পত্র প্রচারিত হইল। মূল্য ১৵০ টাকা। ডাক মাশুলাদি ৵০ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কবিরত্ন সাহিত্য কালেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

মূল্যপ্রাপ্তি!

শ্রীযুক্ত রায় শ্যামলাল মিত্র উকিল—পুরা ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—চুর্ণীপুর ৭
" " গোবিন্দচন্দ্র ভরদ্বাজ—দেবগড় ৭
" " শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলাপুর ৫
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—উলা ১৷৷
" " রামধন শাসমল—চণ্ডীচেটী ৮৷৷
" " রামরাজ বসু—কটক ৭
" " রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—কুমিল্লা ৫
" " নবীনচন্দ্র কোঙর—মালদহ ৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র সাধুখাঁ—তেলাখটক ৭
" " বিশেশ্বরচন্দ্র সাহা—সাগরদুপ ৬৷৵
" মুন্সি মকবুল হামেদ—গৌরভুষ ৫
" মৌলবী আবদুল রহমন—বেরীয়াঘাটা ৫
" মুন্সি ইস্তিমুল্লা সাহেব—সাগরদুপ ১৷৷

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷৷ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৷৷ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর ব্রাঞ্চ[illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত

[illegible] যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় করিয়া মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেনা। মূল্য নিঃশেষিত হইলে পুনরায় সোমপ্রকাশ প্রেরণ অনিশ্চিত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোমপুর ব্রাঞ্চ হইয়া চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার গ্রাহকের মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং " । ২ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ৩ টাকা / মাসিক মূল্য ১ এক টাকা ১২৮৭ সাল। ৮ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ২২ এ নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ১৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ১ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যসংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা নিবাসী পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদারের পরিবর্ত্তে বাবু মীননাথ দত্ত ও ৩। নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ১০ আনা; ১০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

অনেক যত্নে ও ব্যয়ে লীলাবতীর বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ৵০ আনা মাত্র। যাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হয় কার্ডিনীয় এক পত্রে আমার নিকটে এবং ডাকমাশুল পোষ্টে মূল্য সহ পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। সমাদর পূর্ব্বকালে বিনা মূল্যে বিতরিত হবে। যে সকল গ্রন্থকার স্বস্ব পুস্তকের সমালোচন করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কৃপা করিয়া পত্র লিখিবেন। সমালোচনীগণের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ও সমালোচন দেখিবার ইচ্ছা হইলে মহাশয়েরা যে প্রণালী অবলম্বন করিবেন তাহা বলা যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।
মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষ।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

অকালমৃত্যু মনুষ্যমাত্রেরই ভীতিকারণ। ডাক্তার এণ্ড্রুজ সাহেব নিজ ঔষধের মূল্য অতি স্বল্প করিলেন।

১। বাত বেদনা, অম্বল বুকধড়ফড়ানি, হৃদ্‌পদাদির কাঁপনী, পুরাতনজ্বর,—ঔষধের মূল্য ১

২। মূর্চ্ছা রোগ, বাতিক বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণতা,—ঔষধের মূল্য ১ টাকা।

৩। পুরাতন বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটে ফুলা, শরীরের বেদনা,— ঔষধের মূল্য ১।

৪। কুষ্ঠরোগ, মহাবায়ু, বদল, পারার ক্ষত ইত্যাদি,—দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ১০।

৫। রক্ত অপরিষ্কার ঘটিত সর্ব্বপ্রকার রোগ বাত, বাধী,—ঔষধের মূল্য ৪।

৬। পুরাতন জ্বর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর,—ঔষধের মূল্য ১৷৷০।

৭। শ্বাস কাশ, বক্ষঃকাশ, কফকাশ, রক্তোৎ কাশ, হাঁপানিকাশ, দুই প্রকার ঔষধের মূল্য ৩৷৷০।

বরফেট কোম্পানির ঔষধালয়।

অপরমেট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনগার্ডেনের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ডালহৌসি স্কোয়ার কলিকাতা।

ফুস্‌লেস্বার তৈল।

এই তৈল দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত নড়িলে, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং দাঁতের কৃমি প্রভৃতি সমুদায় আপদের সত্বর উপশম আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১৷৷০ আনা।

ঈক্ষ টৈতন ৬ [illegible] প্রকাশ, আরোগ্যপ্রাপ্ত হইবার লোক হয় [illegible] পরিবারে শান্ত আছে।

[illegible] এবং মনোহর হাসের ইংরাজি [illegible] প্রাপ্য।

[illegible]।

[illegible] সিঙ্গেনা ফ্রেনাইনের নমুনা [illegible] অধিকারস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় [illegible] ডাক্তারবিদেরা ইহা বিক্রয় করিতেছেন। [illegible] কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১০ ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। মাশুল ডাকে [illegible], ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

তিনি এক দিবসে জলতরঙ্গের তীরস্থিত পরিষদ দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগতকে অনিত্যসংসার অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন. তিনি আমাকে পেটেণ্ট পত্র দ্বারা জানাইতে ইহার বিশেষ প্রস্তাব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন
সাং শ্রীরামপুর।

শারীরবিধান ১ম ও ২য় [illegible] মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

প্রেরিতপত্র।

চম্পাইনগর বা চাম্পানাগর।

আমরা পূজার পূর্ব্বে ভাগলপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণস্থ চম্পাইনগরের যে ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলাম, তাহাতে বেহুলা নদীর উল্লেখ করিয়া বাঁকা নদী ভাগীরথীর সহিত কোন্ স্থানে সংমিলিত ছিল, ইহা জানিবার জন্য সোমপ্রকাশের সুযোগ্য স্বামাধ্যক্ষের সংবাদদাতা ও অন্যান্য পাঠকের নিকট যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলাম, তদুত্তরে অদ্যাপি আমরা তাঁহাদের মাননীয় সংবাদদাতার নিকট হইতে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই, তথাপি তিনি যে তাঁহার পত্রে আর একটী অপরিচিত চম্পানগরের চাঁদ সওদাগরের বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তাহাতে কোন্ চম্পাইনগরে চাঁদ সওদাগরের বাস ছিল, ইহা নির্ণয় করা সম্প্রতি কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কারণ এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না; তবে অনুমান ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিব। বলা বাহুল্য, এতদিন আমরা কেবল সংবাদদাতা মহাশয়ের লিখিত "পূজার পর এ বিষয়ে ও অন্যান্য স্থানের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ চেষ্টা করিব" এই কথায় নির্ভর করিয়া এপর্য্যন্ত কিছু বলিতে সাহসী হই নাই।

বাঁকুড়া জেলাতেও আর একটী চম্পাইনগর থাকিতে পারে। চাঁদ সওদাগর যেখানে বাস করিতেন ও সেইখানেই যে তাঁহার পুত্রবধূ লখিন্দর বিবাহ-বাসরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, এবং পরে সেইখান হইতেই যে সতীসাধ্বী বেহুলা তাঁহার মৃত পতি লইয়া কলার ভেলায় করিয়া ভাসিয়া যান; সংবাদদাতা মহাশয়, চম্পানগর ও চম্পাই নগরের ৮ ক্রোশ অন্তরে সাতালি নামক গ্রামের কথা বলিয়াছেন। ৬ ক্রোশ পূর্ব্বে বেহুলা নদীর নাম ভিন্ন আর কোন প্রমাণ দেখান করেন নাই। এ প্রমাণ অপেক্ষা আমরা অধিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। বাঁকুড়া জেলার সাতালি পর্ব্বত চম্পাইনগর হইতে ৬ই ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এখানে (ভাগলপুরে) নিজ চম্পাই নগরেই ১। ক্রোশ ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। যদিও ইহাদের নাম সাতালি পর্ব্বত নহে, তথাপি স্থানীয়গণ বলিয়া থাকেন, ইহারই উপর লখিন্দরের বাসরগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলার বেহুলানদী চম্পাইনগর হইতে ৬। ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এখানে বেহুলা যে সেই নদী চম্পাইনগরের মধ্যস্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সেখানে নদিকন্যার মৃত্যু হইলে ইহার পার্শ্ব হইতে ৫। ৬ ক্রোশ বহন করিয়া আনিয়া তবে কলার ভেলা করিয়া ভাসাইয়া দিতে হইয়াছিল, তাহাতে সুতরাং বাহিত করিতে যে পরিশ্রম হইয়াছিল তাহা নহে। নদিকন্যাকে প্রথমে বহন করিয়া আনিতে পারে তবে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আমরা ও মনসা থানে এরূপ শুনি নাই। জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে কি সুবিধা বাহির করিয়াই জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে?

সংবাদদাতা মহাশয় বলিয়াছেন, আসল পুরের চম্পাইনগর হইতে বেহুলা নদী যদি মৃত পতি লইয়া ভাসিয়া আসিয়া থাকেন সত্য হয়, তবে তিনি কেন বাঁকায় আসিবেন? সরাবত ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে কর্ণধারহীন কলার মান্দার ভাসাইয়া ভাগীরথী দিয়াই ভাসিয়া আসিতে পারিত ইত্যাদি। এতদুত্তরে আমরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতেছি, যদি প্রবল নদী দিয়া বরাবরই ভাসিয়া যাওয়া সম্ভবপর হয়, তবে বাঁকুড়া জেলার বাঁকা নদী দিয়া কলার মান্দার ভাসিতে ভাসিতে বর্দ্ধমানের নিকটে গিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বাঁকা পরিত্যাগ করিয়া কেন না দামোদরের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল? কেন আবার সেই বেলা বাঁকা হইতে ক্ষুদ্রতর বেহুলা নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল? স্বীকার করি, বরাবরই যে প্রবল জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। পরিমধ্যে তীরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অপর কোন নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকট যাইয়া তথাকার ক্ষুদ্র জলস্রোতে তাহার মধ্যে ভাসিয়া যাইবেও যাইতে পারে।

ভাগলপুর হইতে জলপথে যাইতে হইলে প্রথমে কাহালগোলার নিকট কৌশিকী নদীর মোহনা আছে। কিন্তু বেলা কিছু মোহনা দিয়া উজান যাইবে না। তৎপরে রাজমহল পর্য্যন্ত আর কোন নদী নাই। রাজমহলের পর মুরশিদাবাদের জঙ্গীপুরে ভাগীরথী ও পদ্মার মিলন। বেহুলা পদ্মার প্রবল স্রোত দেখিয়া ভয়ে ভীতা হইয়া। স্বভাবতঃ মুখ ভাগীরথীর দিকেই ফিরাইতে পারেন। ইহার পরই বাঁকা নদী; এখান হইতেই বেহুলার জেলা সাক্ষাৎভাবেই হউক আর অন্য কোন নদী দ্বারাই হউক ভাগীরথী হইতে বাঁকার মিলিত হইতে পারে।

ভাগলপুরের চম্পাইনগরেই যে চাঁদ সওদাগর বাস করিতেন চতুর্থ যুক্তি দ্বারা তাহা অনেকাংশে সপ্রমাণিত হইতে পারে। বেহুলার পিত্রালয় উজানি নগর বা নিচুনিনগর। এই উজানি নগর এখানকার ১৫। ১৬ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অদ্যাপি অবস্থিত আছে, ও এখানে অদ্যাপিও অধিকাংশ বেদিয়া লোক বাস করিয়া থাকে। ৭। ৮ ক্রোশ দূরে বিবাহ হওয়াটী সম্ভব। বাঁকুড়ায় কি কোন উজানি নগর আছে?

এস্থলে আর একটী কথা বলিতে হইল। চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। কোটচাঁদপুর যেখানে তিনি বাণিজ্য করেন, ইনিই স্থাপিত করেন। সেখানে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য করিতে গিয়া থাকিবেন। নাকাশিপাড়ার রাস্তার পুল অদ্যাপি চাঁদ বেনিয়ার পুল নামে অভিহিত। চাঁদ সওদাগর যখন বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন, তখন বাঁকুড়া জেলাতেও সময়ে সময়ে বাস করিতে পারেন। যাহা হউক এ বিষয়ের বিচারের ভার পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ভাগলপুর।
২৭ এ কার্ত্তিক।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

আপনার সুবিধার পরিচয় প্রকাশপূর্ব্বক উপহার কিছুই দেখিতে পাই না, অথচ সাধন পূর্ব্বক নিজের গুপ্তাপটী সাধারণের অবগতির জন্য প্রেরণ করিলাম, তরসা করি, একবারে আর দিয়া বাধিত করিবেন।

মণিঅর্ডার পোষ্ট আফিসে আমার সুবিধা যে পরিমাণে দৃষ্ট হয় অসুবিধা তদপেক্ষা অনেক। কেন না স্ত্রীলোকের নামে মণিঅর্ডার হইলে বিলম্ব গোলযোগ ঘটিয়া থাকে; পল্লীগ্রামের অনেক অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবালিকা লেখা পড়া জানে না সুতরাং তাহাদিগের নামের মণি অর্ডার অপরের দ্বারা লেখাইয়া লইতে হয়। কিন্তু প্রায়শঃ ঘটনার সাধারণ 'ব' কলম দিয়া স্বাক্ষর করা নিয়মবদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে এক দিকে জাল হইবার আশঙ্কা, অন্যদিকে বিলম্ব ভয়। আবার পোষ্ট আফিসে ফিরাইয়া লওয়ার যে বিধি আছে সেটীও দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের পক্ষে অতি অল্প উপকার নহে। আমরা যে সকল বেনামী অসূর্য্যম্পশ্যা ভাগ্যবিশেষের পক্ষে কিরূপ বিধি প্রচলন করা হইয়াছে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। অনেক মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বদিক পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়েরা স্ত্রীলোকের নামে মণিঅর্ডার দেখিয়া অনেক রহস্যের অভিনয় করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের নামে যাহাদের মণিঅর্ডার না করিলে চলে না তাহারা উপায়ান্তর পাইলে কখনই মণিঅর্ডার করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও স্ত্রীলোকের নামে মণিঅর্ডার করা আমার বিবেচনায় কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। (১)

দ্বিতীয় অসুবিধা এই, কোন ব্যক্তি মণিঅর্ডার আসিবার নিশ্চয় নামে রওনা করিয়াছে। মণিঅর্ডার পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে টাকা ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। (২)

তৃতীয়তঃ পোষ্ট আফিসের নিয়মের অনেক ত্রুটি অথবা কার্য্যের ত্রুটিবশতঃ ত্রুটি মণিঅর্ডার নির্দ্দিষ্ট সময়ে না পৌঁছিলে অনেক বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে; দূর [illegible] ক্রমে উহা হইয়া পড়িতেছে যে তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হইয়া

(১) [illegible]
[illegible]
[illegible]

(২) [illegible]
[illegible]
[illegible]

গেলে পরে মণিঅর্ডার পৌঁছিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ইহাতে কার্য্য নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। (৩)

উপসংহারে বক্তব্য এই মণিঅর্ডার দ্বিতির বর্ত্তমান নিয়মে অনেক অসুবিধা লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহার উপায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উপরে যে দোষের উল্লেখ করিলাম তাহার উপায়ান্তর কি তাহা আপনি কি আপনার পাঠকগণের কেহ বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যক্ত করেন এই প্রার্থনা।

আপনার একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাখালদাস গুপ্ত।

সোমপ্রকাশ

৮ ই অগ্রহায়ণ সোমবার

[illegible]

[illegible]

মেজেষ্ট্রেটের মাজিষ্ট্রেট ইক্ষ মনস্থবার যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমদর্শিতা হৃদয়ের মুসাবিকতা ও সহৃদয়তার অনুসরণকারিতার পরিচয় হয় নাই। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের কি করা কর্ত্তব্য। যে কোন কারণে হউক, বিচারপতি যদি বিচারকর্ত্তার সমুচিত কর্ম্মকারিতা সম্পাদনে অবহেলা করেন, গবর্ণমেণ্ট কি উদাসীন থাকিবেন? যে ঔদাসীন্য দোষ জন্মায়ক। গবর্ণমেণ্ট যে অবিচারের প্রতীকার চেষ্টা না করিলে দেশ মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অবিচারে বিশ্বাস প্রণয়িত হইবার সম্ভাবনা। এই মাত্র নহে, গবর্ণমেণ্টের হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মাজেষ্ট্রেট বধকর্ত্তা, প্রকৃতি কই করেন, বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার সমস্ত পুরুষে আত্মাভিমান এত, যেরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্যের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আবশ্যক হইয়া থাকে। সেরূপ দোষারোপিত হয় করিয়া আসিল, [illegible] করিতে অক্ষম। [illegible] করিবেন।

অবশ্য কর্ত্তব্যবিধিতে ক্রম অনাদর ও অবহেলা করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অবস্থা কার্য্যের প্রতীকার চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রস্তাবিত বিষয়ে এক পক্ষ অপরাধী বা উভয় পক্ষ অপরাধী। প্রথম অপরাধী কোন পক্ষ, কোন

(৩) গবর্ণমেণ্ট যদি পোষ্ট অফিসের [illegible] আফিসের [illegible] প্রেরণ করিবার [illegible] তাহা হইলে [illegible] হইতে পারে।

পক্ষের অপরাধই বা কোন্ পক্ষ? কোন্ পক্ষের অপরাধই বা লঘু? মাজিষ্ট্রেট ও সকলের বিচার করিয়াছেন কি না? গবর্ণমেণ্টের তাহার অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। এ সকলের অনুসন্ধান না করিয়া যদি মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহার সে বিচার সুবিচার বলিয়া গণ্য ও গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি মাজিষ্ট্রেটের মতবিরুদ্ধ ব্যক্তি আদালতে নালিশ করিত, আর মাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিয়া দণ্ড দিতেন, তাহা হইলেও বড় কথা থাকিত। উক্ত আদালতে তাহার আপীল চলিত, কোন আদালতে না কোন আদালতে সুবিচার হইত। কিন্তু প্রস্তাবিত মকদ্দমাটী তাহার প্রকৃত স্থল নয়। গবর্ণমেণ্ট মুন্সী ইমদাদের বিশিষ্ট প্রাণের দোষের বিষয় অবগত হইয়া মাজিষ্ট্রেটকে তাহার অনুসন্ধান করিবার ভার সমর্পণ করেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের দোষের বিষয়ের অনুসন্ধান করেন নাই। বিচারটী একপক্ষ গ্রস্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই আমরা গবর্ণমেণ্টকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পাঠকগণ! ইহার মূল বৃত্তান্তটী এই, কিছু দিন হইল, মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্মের দ্বেষ ও নানাপ্রকার কুৎসা করিয়া গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করে, মুন্সী ইমদাদ আলী তাহার প্রতিবাদ দিয়াছিলেন। উভয় পক্ষই অসঙ্গত ভাষায় উভয় ধর্ম্মের ও উভয় সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের যথেচ্ছ গ্লানি ও কুৎসা করেন। মুসলমানেরাই প্রথম অপরাধী। মাজিষ্ট্রেট যদি এবিষয়ের সত্য অনুসন্ধান করিয়া সমদর্শিতাপূর্ব্বক বিচার করিতেন, উভয় পক্ষই দণ্ডনীয় হইত। মুসলমানেরা প্রথম অপরাধী বলিয়া তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মুসলমানদিগের গুরুদণ্ড হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা আদালতের সীমারেখা মাড় হইল না। পরন্তু গ্রন্থের দুটি বিষয় মুসলমানের পক্ষে [illegible] ব্যক্ত উল্লিখিত হয়। মাজিষ্ট্রেট তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, একপক্ষের দণ্ড নিষিদ্ধ হইলেই উভয় পক্ষের অপরাধ বিষয় বিবেচিত হইবে কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মাজিষ্ট্রেটের কৃত বিচার অসঙ্গত অনলে ঘৃতপ্রক্ষেপের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম অপরাধী পক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের দণ্ড বিধান করাতে হিন্দুদিগের সাহিত্যিক অসন্তোষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমরা যে বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি প্রকৃত সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের ভুলী কথা ছিল। [illegible] তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। যে যে অংশে [illegible] পক্ষের বিশেষরূপ উত্তেজিত হয়, তাহা [illegible] করিয়া দেওয়া মাজিষ্ট্রেটের [illegible] করা [illegible]

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এই উভয় পক্ষের পক্ষীয় গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার্থ প্রেরণ করা। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিবেচনা করিতেন তাহা করিতেন।

এই অবসরে ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে একটী পত্র করিবার রক্ষা হইল। উঠে মিশনরিরা রাস্তা ঘাট ও পয়োনালীর পরিষ্কারের নিমিত্ত হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের তাহাদের বাকো উত্তেজিত করেন ইহাই বলিয়া যে প্রশংসা করিয়া থাকেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার নিবারণের কি উপায় করিবেন; গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী ও সমর্থ হইবেন কি না? যদি হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইয়া মিশনরি কার্য্যের অবসান হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের ন্যায়-রক্ষা রক্ষা করিবার আশায় যদি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, ইংরাজ-জাতি কি তাহার অনুমোদন করিবেন? ইংরাজ জাতির তিরস্কার-বাক্যে কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শির কম্পিত হইয়া উঠিবে না? এই নিমিত্ত আমরা উপরে কহিয়াছি, ধর্ম্ম সংস্কার বিষয়ক গ্রন্থ সকল নিতান্ত অশ্লীল থাকা পূর্ণ ও অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলে তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য, গ্রন্থ প্রণেতার দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নয়

ধর্ম্মার্থক বিক্রয় রক্ষার বিষয়ে প্রস্তাব

এতদ্দেশীয় হি ও মুসলমানেরা ধর্ম্মার্থ যে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় না। তাহাদিগের উপরে উহার রক্ষার ও ব্যয়ের ভার সমর্পিত হয়, তাহারা প্রায় ধর্ম্মবিধি রক্ষা সম্পাদন করে না। ঐ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ তাহাদের নিজ কার্য্যে বিনিয়োজিত হয়। দাতৃগণ দেবসেবার নিমিত্ত সম্পত্তি ও দরিদ্রগণের উপকারার্থ আপনাদিগের বহু প্রমার্জ্জিত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই দাতৃগণের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া আপনাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ করেন। উহার অধিকাংশ অর্থ তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সুখ সাধনার্থই পর্য্যবসিত হয়।

গবর্ণমেণ্ট এই অনাচার কার্য্যের নিবারণার্থ ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে একটী আইন করিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক দিন অতীত হইয়া যায়। মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি লোক এই এক গোল তুলিলেন, হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের উচিত নয়। সেই মত প্রবল হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সেই মতের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইল। তাঁহারা যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অবসৃত হইলেন এবং ১৮৬৩ অব্দে একটী আইন করিয়া ঐ ভার ৩ সীয় কমিটির উপর অর্পণ করিলেন। পুনরায় গুরুতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিলে ঐ অনাচারের নিবারণ সম্ভাবনা আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তত্ত্বাবধারণার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী তাহা অধ্যক্ষ করিতেন, এবং ডেপুটি কমিশনর বোর্ড ট্রষ্টী হইয়াছিলেন। এখন কি উপায় অবলম্বন করা হইবে? সিমলা প্রেসিডেন্সিতেই এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। সিমলা প্রেসিডেন্সি হেই এ বিষয়ের আইন হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

এখন কোন প্রণালীতে কার্য্য সমাধান করিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ হয়, করিয়া একবার আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্ব প্রবর্ত্তিত প্রথা অবলম্বিত হইলে যে সমাজ অনিষ্ট সিদ্ধি হইবে, তাহা বোধ হয় না। মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা এ সকল স্থানীয় কর্ম্মচারীর উপরে ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহাদের ঐ একটী কার্য্য নয়, তাঁহাদের উপর সকল কার্য্যের ভার আছে। সুতরাং তাঁহারা পারমার্থিক বিষয়ের সম্যোচিত তত্ত্বাবধান করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদিগকে এক একটী কমিটী নতুবা মঠাদির অধ্যক্ষ মহান্ত প্রভৃতির উপরে নিউর করিতে হইবে, তাহা হইলেই পুনরায় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিবে।

এ স্থলে আমরা যে একটী প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে বোধ হয় ভাল হয়। গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারী স্থানীয় দেশীয় ভিন্ন লোক এবং মঠ ও মসজিদের অধ্যক্ষকে লইয়া স্থানে স্থানে এক একটী কমিশন নিযুক্ত করুন। তাঁহারা মঠ ও মন্দির প্রভৃতির অধীনস্থ সম্পত্তির আয় ও ব্যয় দেবাদির নিত্য ব্যয় নির্ণয় করুন। আমরা শুনিয়াছি, অনেক দেবালয়ের এত আয় আছে যে নিত্য ব্যয় সম্পন্ন হইয়াও প্রচুর অর্থ উদ্বৃত্ত হয়। সেই উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারায় মঠাদির অধ্যক্ষেরা আপনাদিগের ইন্দ্রিয় সেবাদি কার্য্যে বিনিয়োজিত করেন এবং কতকগুলি অলস ও অপদার্থ সন্ন্যাসী ও মহান্তদলের পরিপোষণার্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট হইতে যে স্থানে যে কমিশন নিয়োজিত হইবেন তাঁহাদিগকে এ অপব্যয় নিবারণ করিতে হইবে। তাঁহারা দেবসেবাদির নিত্য আবশ্যক ব্যয় স্থির করিয়া দিবেন। তদতিরিক্ত যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে; তাহা তত্তৎস্থানবর্ত্তী লোকদিগের জ্ঞান শিক্ষার্থ ব্যয়িত হইবে। যে স্থানে যে বিষয়ের শিক্ষার অভাব আছে, সেই স্থানে সেই বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে। শাস্ত্রে আছে, দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ক্রিয়া সিদ্ধি হয়। দশজন লোকের আহার সামগ্রী সংগ্রহের ব্যয়, দেবালয়ের পরিচারক ও পূজকের বেতন প্রভৃতির ব্যয় অধিক নয়। ঐ প্রকার ব্যয়ের নিয়ম করিয়া দিলে যে অনেক দেবালয়ের অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সেই উদ্বৃত্ত অর্থ সেই সেই স্থানের লোকদিগের শিক্ষা কার্য্যে বিনিয়োজিত হইলে ভারতের যে কি মহালাভ হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতবাসিদিগের শিক্ষিতব্য অনেক বিষয়ের এখনও মহা অভাব আছে। সেই অভাবগুলি পরিপূরিত না হইলে আরতবর্ষীয়েরা কখন মানুষের মত হইতে পারিবেন না। এদেশে আজও দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হয় নাই। শিল্প কৃষি বাণিজ্যেরও সবিশেষ উন্নতি হয় নাই। দেবালয়াদির উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা এই সকল বিষয়ের শিক্ষা সমাহিত হইলে ভারত কেবল যে শিক্ষা জনিত লাভবান হইবে এমত নয়, ভারতের আরো একটী মহা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। সেটী এই:—

বিভববান সম্পত্তিশালী দেবালয়গুলি আলস্য অপদার্থতা ও কুক্রিয়ার আবাস হইয়া আছে। আমরা প্রায়ই তীর্থস্থান ও দেবালয় প্রভৃতি স্থানে অতি বীভৎস কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান সংবাদ শুনিতে পাই। সে সংবাদে অপ্রমাণও হয় না। সন্ন্যাসী মহান্ত প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দেবালয়াদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার অধিকাংশই মূর্খ। তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মা, কেবল পরভাগোপজীবী হইয়া কালক্ষেপ করে। যাহাদের লেখাপড়ার চর্চ্চা নাই, অন্য কোন কাজ নাই, কেবল অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের মনে সদ্ভাবের কুক্রিয়া চিন্তাই উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ তাহারা বিনা কষ্টে বিনা চিন্তায় দেব প্রসাদ লব্ধ রাজভোগ্য হইয়া ভোগ করে। সুতরাং তাহাদের ইন্দ্রিয়বেগ প্রবল হয়। সেই বেগ শান্তির নিমিত্ত তাহারা নানা প্রকার অসৎপথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগও দুর্লভ হয় না। ভারতীয় রমণীগণের তীর্থস্থানে গমন নিষিদ্ধ নয়। অনেক অসতী আপনাদিগের অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তীর্থস্থানে গমনার্থ লোলুপ হইয়া থাকে।

আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা ভাল বোধ করেন, আমা-

যে শোচনীয় অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম, সহজে তাহার নিবারণ হইয়া আসিবে। কতকগুলি লোক ভ্রান্ত সংস্কারে অন্ধ হইয়া আর কতকগুলি লোক অনন্যোপায় হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে করিয়া সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন হয় এবং দেবালয়াদি আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার কুকর্ম্মের অবতারণা করে। উভয় ব্যক্তিদিগের আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। উহারা যদি দেবালয়াদিতে আশ্রয় না পায়, ক্রমে উহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি স্থানে স্থানে কমিশন নিয়োগ করিয়া দেবালয়াদির আয় ব্যয়াদি উপস্থিতরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং সেই মত কার্য্য হইতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধারণ রাখেন, তাহা হইলে দেবালয়াদি ঘটিত অপব্যয়ের সহজে নিবারণ হইয়া আসিবে এবং ভারতের অশেষ প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি শালী হইয়া উঠিবে।

আদর্শ গোক্ষেত্র।

কলিকাতা পশুশালার বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণের মধ্যে একটী সংকল্পের সূচনা দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। কার্য্যবিবরণ মধ্যে দেখিলাম যে গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টর সাহেবের পরামর্শানুসারে এক খণ্ড ভূমি ঐরূপ পশুশালার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাদ্যনির্ব্বাহক সভা ঐ ভূমি খণ্ডে গো মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকে রক্ষা ও পালন করিয়া উৎকৃষ্ট পশুপালন প্রণালীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন। এই সংকল্পের সূচনা দেখিয়া আমরা কেন এত পীত হইলাম তাহারও কারণ নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

আমরা সকলেই নানাপ্রকার বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত আছি, এবং বর্ত্তমান সম্ভাবের চিন্তা ও ভাবের স্রোতে ভাসমান হইয়া বেড়াইতেছি আমাদের চক্ষের সম্মুখে একটী ভয়ানক কাণ্ড ঘটনা হইতেছে এবং সে অনিষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহা প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। আমাদের গো মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের দিন দিন দুর্গতি হইতেছে। কি রাজধানীতে কি পল্লীগ্রামে সুস্থ সবলকায় সুন্দর গো মেষ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সকলের ত কথাই নাই; সহরে গোবৎসের অকালমৃত্যু নিয়মের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি কোন গৃহস্থের গৃহে একটী গোবৎস জন্মে, এবং তাহাকে রুগ্ন বোধ হয় গোয়ালারা বলে "বাবু, সহরে বাছুর বাঁচে না।" এই ত গো-কুলের দুর্গতি। অন্যদিকে বৎসর বৎসর অসংখ্য গোধন হত হইতেছে। বিগত বৎসর কলিকাতা সহরে দশ গো-বধের প্রাণ গিয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম কলিকাতায় মিউনী হত্যা স্থানের মধ্যে এক ইটালীস্থ হত্যালয়ে সে বৎসর ১৮০০০ হাজারেরও উপর গোহত্যা হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসরে এই সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। অনুমান হয় এক্ষণে এই কলিকাতা সহরে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক গোহত্যা হইতেছে। একদিকে যেমন গোহত্যার শ্রীবৃদ্ধি অপর দিকে যদি গোবৎসের উন্নতির উপায় অবলম্বিত হইত তাহা হইলে গো-কুলের এমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত না। গো-কুলের এই দুরবস্থার অনেক গুলি কারণ ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ দিন দিন বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া শস্যের মূল্য যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই আর তিল পরিমাণ ভূমি অকর্ষিত থাকিতেছে না। উষর, পতিত, ব্রহ্মত্রাণ সমুদয় ফলতলে আনীত হইতেছে। বৎসরের প্রায় সমুদয় মাসই ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকার শস্য থাকে। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যখন ধান্য কর্ত্তন করা হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এমন কি ধান্য কর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই অনেক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার তলাই দেওয়া হয়, ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্রের প্রারম্ভে যখন রবিশস্য সকল গৃহে আনা হয়, তখন কয়েক দিনের জন্য ক্ষেত্র সকল পতিত থাকে, কিন্তু গো-কুল তখন মাঠে গিয়া কি খাইবে? তখন দিন দিন রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্ষেত মাঠ ফাটিয়া শক্ত চির হইয়া যায়, গো মেষ প্রভৃতি কি সেই মাটীতে চরিবে। যাহা হউক তাহাই না হউক দুই চারি দিন চরুক কিন্তু অনেক স্থলে বৈশাখের মধ্যেই দুই এক পসলা বৃষ্টি হইলে অনেক ক্ষেত্রে চল বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং গোকুলের গলে আবার রজ্জু পড়ে। এইরূপে পল্লীগ্রামে গো মেষাদির চরিয়া বেড়ান এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। সহরে এই দুর্ভাগাদীবিদিগের ক্লেশ আরও অধিক, পল্লীগ্রামে বরং বাড়ীর সম্মুখে বাধিয়া দিলে দুই দশ ঘাস চরিয়া বেড়াইতে পারে কিন্তু সহরে অনেক গো মেষ সূর্য্যের আলোক কিরূপ জানে না; অন্ধকার গৃহের মধ্যে আজন্ম মলমূত্রে মগ্ন হইয়া অপদুষ্ট খড় ও ভূসি দ্বারা উদর পূরণ করিতেছে। খোটাটীর নিকট হইতে দুই হস্ত দূরে যাইবার উপায় নাই। যত্নের মধ্যে দিনের মধ্যে দুই খণ্ড ঘাস প্রাপ্ত হয় এবং দুইবার বোকন করা হইয়া থাকে। গোবৎসগুলির চঞ্চলতা নেত্রগোচর করিলে চক্ষে জল ধরে না। কোথায় তাহারা গলে ঘণ্টা পরিয়া মনের উল্লাসে উৎপুচ্ছ হইয়া উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইবে, না দিবারাত্রি কাষাগারে বদ্ধ। সে বল সে উল্লাসও নাই সুতরাং "মা" "মা" করিয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্ট ও বলবান্ বৎস জন্মিবার পথও বন্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যে দুই একটী ষণ্ডবিহারী বলীবর্দ্দ দৃষ্টিগোচর হইত। লোকে সখের ষাঁড় বলিয়া তাহাদিগের অনেক উপদ্রব সহ্য করিত। তাহারা বলবান্ ও সুস্থ শরীর হইত, সুতরাং তাহাদের যে বৎস জন্মিত সে সকলের বলবান ও সুস্থকায় হইত। কিন্তু সে ষাঁড় গুলি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা বলা যায় না। সহরের মিউনিসিপালিটী তাহাদিগকে ধরিয়া কণ্ঠে রজ্জু দিয়া, লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া, গাড়ি টানাইয়া বিধিমতে ক্লেশ দিয়া অবশেষে তাহাদিগকে বোধ হয় কসাইয়ের গোয়ালে পাঠাইতেন। তাহাদের পরিবর্ত্তে অশ্বের ব্যবস্থা হইল সুতরাং ষাঁড় গুলি নিধন প্রাপ্ত হইল।

তৃতীয়তঃ অধিকাংশ স্থলে আমাদের গো মেষ প্রভৃতির আহারের জন্য এক খড় ও খইল ভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থ আর কিছুই দেওয়া হয় না। ইংলণ্ডে এমন কৃষক নাই যাহার ক্ষেত্রের অন্ততঃ কয়েক বিঘা ভূমি গো মেষ প্রভৃতির চারণের জন্য থাকে না, তদ্ভিন্ন তাহারা অপরাপর শস্যের সঙ্গে গো মেষের আহারোপযোগী নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন করে। আমাদের দেশে যদি ধান্য খড় না জন্মিত অথবা খড় যদি মনুষ্যের খাদ্য বস্তু হইত তাহা হইলে বোধ হয় গো মেষদিগকে বৃক্ষের পত্র ভরসা করিয়া থাকিতে হইত, মনুষ্যের প্রয়োজনীয় শস্য ভাগের মধ্যে গোমেষাদির প্রয়োজনীয় শস্য বপন ও কর্ত্তন হয় সে আশা কর্ত্তব্য সে জ্ঞান এখনও এদেশের লোকের জন্মে নাই।

এখন প্রশ্ন এই গো-কুলের এই দুর্গতি কিরূপে দূর করা যায়। ইহার তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম, এদেশীয় গোয়ালাদিগকে গো মেষাদির পালনের রীতি শিখাইতে হইবে। দ্বিতীয় গোমেষাদির চরিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তৃতীয় গো বৎস যাহাতে বড় হয় এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন হয়, সেই চেষ্টা পাইতে হইবে। চরিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় কি প্রকারে অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা পরপরে প্রদর্শন করা যাইবে। আপাততঃ প্রথম উপায়টীর আলোচনা করা যাইতেছে। তাহার পক্ষে পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষ যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। "মডেল ফার্ম" করা যেমন কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষি প্রণালী শিক্ষা দিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। "আদর্শ পশু পালন প্রণালী প্রদর্শন করাও গোয়ালাদিগকে শিক্ষা দিবার একটী

প্রধান উপায়। বেল বিলেশ হইতে সমাগত হইয়া অভয়, গুরুত্ব, হরক প্রকাশে এই পশুশালাতে গিয়া দেখিবে যে বন্যের পশু পোষমানি কেমন সুন্দর হইতে পারে। এখানে বিলাতী বলদ ও এদেশীয় বেহুতে যে সকল গরু তফাৎ তাহা লোকে স্বচক্ষে দেখিবে, সেই রকম গরু সকল সুখ ও সুন্দর হইবে। লোকের ঐ পশুটী অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। আদর্শ ফার্ম হইতে কৃষকেরা যেমন বিলাতি বলদ, বীজ প্রভৃতি লইতেছে সেই রূপ লোকেও এই আদর্শ গোয়াল হইতে বলদ বৎস, গো প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইবে। এতদ্বারা মহৎ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

কলিকাতার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন

মৃত ধনী জমিদারদিগের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র পৌত্রাদিকে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন রাখিয়া শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতার মাণিকতলাতে একটী বাটী আছে "তাহার নাম কলিকাতা ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন।" অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনিসন্তানদিগের কতক-গুলিকে এই বাড়ীতে রাখা হয়। ইহাদের তত্ত্বাবধারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন অধ্যক্ষ থাকেন। বালকেরা এখানে থাকিয়া কলিকাতা হিন্দু স্কুলে পড়িয়া থাকে। ইহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির জন্যও বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যখন এই ইনষ্টিটিউশনটী খুলেন, তখন আশা করিয়াছিলেন যে ধনিসন্তানেরা সেখানে শিক্ষিত হইয়া সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও কার্য্য-কুশল হইয়া উঠিবে; তাহাদের ধর্ম্মনীতিরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এবং তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা বিষয় রক্ষা ও দেশের কল্যাণ সাধনে অধিক সমর্থ হইবে। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহার যে ফল দেখা গিয়াছে তাহাতে আশা করিবার অধিক কিছুই নাই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অনেকগুলি ধনি সন্তান এই স্থানে থাকিয়া শিক্ষিত হইয়াছে; তাহারা নিয়ম পূর্ব্বক দিন দিন স্কুলে গিয়াছে; ঘোড়া চড়িতে শিখিয়াছে, কুস্তি করিয়াছে, বন্দুক ছুড়িতে শিখি-য়াছে, সুস্থ থাকিয়াছে; ইংরাজী বলিয়াছে, সভ্য হইয়াছে কিন্তু পরিণামে কি ফল দাঁড়াইয়াছে? তাহারা কি বাস্তবিক উত্তমরূপে নিজ বিষয় রক্ষা করিতে পারিয়াছে অথবা কোন প্রকারে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিয়াছে? অতি অল্প স্থলেই এরূপ ঘটিয়াছে; অধিকাংশ স্থলে বালকগুলি বিষম রোগ স্বরূপ পানাসক্তি লইয়া বাহির হইয়াছে, কেহ কেহ সেই জন্য অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

এই ইনষ্টিটিউশনটী এই প্রকারে লোকের অপ্রিয় হওয়াতে কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট, একটী কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটী অনুসন্ধান ও চিন্তার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন।

প্রথম, এখন বালকেরা ২১ বৎসর অতিক্রম না করিলে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং বালকদিগকে ঐ বয়স সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে নিয়ম ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত করা উচিত। পূর্ব্বে ১৪ বৎসরের ন্যূনে বালকদিগকে লইবার নিয়ম ছিল না, এখন ১৮ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৬ বৎসর করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্থানান্তর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহার স্থানে আপাততঃ ৩০০ টাকা বেতনে একজন এদেশীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা উচিত। তদ্ভিন্ন বালকদিগকে ইংরাজী বলিতে শিখা-ইবার জন্য ২০০ শত টাকা দিয়া একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তিনি দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা আসিয়া তাহাদিগকে ইংরাজী পড়াইয়া যাইবেন।

তৃতীয়, বর্ত্তমানে বালকেরা এখন কলিকাতা হিন্দুস্কুলে পড়িয়া থাকে। সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী। জমিদা-রের সন্তানদিগের সেরূপ শিক্ষাতে প্রয়োজন কি? তাহারা ত আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইতে যাই-তেছে না। ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদের কার্য্যে লাগে, এবং তাহাদিগকে বাস্তবিক মানুষের মত করিতে পারে এরূপ কোন শিক্ষা দিলে হয়। অতএব মাণিক তলার বাড়ীর মধ্যেই তাহাদের জন্য একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেখানে তাহাদের উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে

ইডেন সাহেব বলেন কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ সর্ব্বসুদ্ধ ১১৭ টী ধনিসন্তানের ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে আছে, ইহার মধ্যে ১০। ১২ টীর অধিক কলিকাতায় থাকে না। এই কয়টী বালকের জন্য এত ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ এখন মফস্বলের প্রায় সকলেই উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হই-য়াছে; বালকগণ নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকটে থাকিয়াই ঐ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে। যদি তাহাদের বিদ্যা প্রবেশিকা পরীক্ষা অপেক্ষা অধিক হয় সে মফস্বলের কোন না কোন কলেজে গিয়া পাঠ করিতে পারে। এরূপ করিলে তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরও অধিক মনস্তুষ্টি হয়।

এ প্রস্তাবটী একটু চিন্তার বিষয়। কলিকাতার ইনষ্টি-টিউশনটী তুলিয়া দিবার পক্ষে যুক্তি আছে; কিন্তু বালকদিগের শিক্ষার কোন বিশেষ উপায় না করিয়া যদি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের হস্তে রাখা হয় তাহা হইলে যে তদ্বারা তাহাদের কোন প্রকার উন্নতি হইবে তাহার আশা দেখা যায় না। কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী তুলিয়া না দিবার যদি অন্য কোন যুক্তি না থাকে, একটী প্রধান যুক্তি এই, যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পদ ত্যাগ করিলে আমরা অধ্যক্ষতাকার্য্যের উপযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাই না। একজন ইংরাজকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহা এদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোমত হইবে না; এবং এতগুলি দেশীয় যুবকের ভাব গতি বুঝিয়া রক্ষা করা বিদেশীয়ের পক্ষে সহজ হইবে না। এত কাল ধরিয়া রাজেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার রাখিয়া তাহার ফল যখন এই ফলিয়াছে, তখন অন্য তাহাকে হস্তে দিলে যে উৎকৃষ্টতর ফললাভ করা যাইবে তাহার আশা নাই। কিন্তু বালকদিগকে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের নিকটে রাখিলে একপ্রকার অনিষ্ট ঘটিবে তাহা নিবারণের উপায় কি? জমিদারের সন্তানেরা অসৎ হয় কেন? বাল্যাবধি বিকৃত সংসর্গই তাহার প্রধান কারণ। শৈশব হইতেই দাস দাসী, পরিজন পরিচারক সকলেই তোষামোদ উপ-দেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের ধনগর্ব্ব ও ইন্দ্রিয় সুখাসক্তিকে প্রবল করিতে থাকে। অনেকে কুপ-রামর্শ দ্বারা কইয়া তাহাদিগকে পাপের পথে প্রবৃত্ত করে, অনেক নীচাশয় লোক ধনলোভে তাহাদের দুষ্কর্ম্মের সহায় হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। কি অন্তঃপুরে কি লোকালয়ে তাহারা যেখানে থাকে দৈহিক বা মানসিক শ্রমকে এমন কি নিজ বিষয় দেখাকেও ঘৃণিত এবং আলস্য ও ইন্দ্রিয়সেবাকেই "বাবুর উপযুক্ত কার্য্য" বলিয়া জ্ঞান করিতে শিক্ষা করে। এই সকল কারণে তাহাদের যতই বয়োবৃদ্ধি হয় ঔদ্ধত্য ও দুশ্চরিত্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। অর্থের সচ্ছল থাকাতে অন্নের চিন্তা থাকে না, অদিকে শিক্ষা ও পরিশ্রম করিবার অভ্যাসে কাল কর্ত্তনের কোন প্রকার উৎকৃষ্ট উপায় থাকে না, সুতরাং সুরাপান করিয়া, বারাঙ্গনা লইয়া থিয়েটার করিয়া বা অন্য কোন প্রকার আমোদে মত্ত হইয়া দিন কাটাইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাদের শিক্ষার কোন বিশেষ উপায় অবল-ম্বন না করিয়া সে ভার নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের হস্তেই রাখেন তাহা হইলে এই অনিষ্টটী যেমন চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল তেমনি চলিয়া আসিবে।

কলিকাতার ইনষ্টিটিউশনটী যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ইহার স্থাপনকর্ত্তারা বোধ হয় আশা

করিয়াছিলেন যে বালকদিগকে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর যদি তাহাদিগকে কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইবে। এ আশা যে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা ইডেন সাহেবকে এই অনিষ্টটীর বিষয় চিন্তা করিবার অনুরোধ করি। কলিকাতাতে ১২ টী বালকের জন্য একটী বাড়ী না রাখা হয়, না হউক, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টটী নিবারণের কোন উপায় হয় কি কি না, ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধনিসন্তানদিগকে সকল শিক্ষার অগ্রে একটী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহারা যেন জানে যে ক্রমে এমন দিন আসিতেছে যখন বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতা ব্যতীত লোক সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া যাইবে না। যদি তাহারা বাস্তবিক লোক সমাজে গণ্য হইতে চায় তাহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের পার্শ্বস্থ হইয়া তাহাদের ন্যায় পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। প্রকৃত কার্য্যদক্ষতা লাভ করিতে হইবে। আর যদি সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি না থাকে, যদি শিক্ষিত সমাজের ঘৃণিত জীবের ন্যায় হইয়া বাস করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহারা আলস্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগ বিলাস লইয়া বাস করুক।

লর্ড রিপনের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মত।

লর্ড রিপন পঞ্জাবদেশে গমন করাতে সেখানকার অভিনন্দনপত্র তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তিনিও প্রথানুসারে প্রত্যুত্তরে সকলের মনস্তুষ্টি বিধান করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইলাম। পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী কালেজের সেনেট সভার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে তিনি একটি কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে শিক্ষা বিষয়ে বল প্রকাশ কোন প্রকারেই উচিত নহে। একটী ভাষা বা একটী শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে সকল প্রদেশের লোককে তদধীন করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সমাজের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিবেচনা করিয়া তদনুসারে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পাঠকবর্গের বোধার্থ গবর্ণর জেনেরলের মনোগত ভাব আরও কিছু ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। মনে কর গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে বাঙ্গালা ভাষা না শিখিলে, এবং কাশীরামের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ না করিলে কেহ উচ্চ উপাধি বা উচ্চ পদ লাভ করিতে পারিবেন না। এইরূপ বল প্রকাশের দোষ এই হইল, যে উত্তর পশ্চিম বাসি, পঞ্জাবি, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিখ্যাত নিজ ভাষার অনাদর করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষাতে নিযুক্ত হইতে চাহিল। মুসলমান বালকদিগকে পারস্যের চির দিনের শিক্ষা বিস্মৃত করিয়া মুর্শিদ, দোস্ত, তীর রাম ভাবর প্রভৃতির ইতিবৃত্তের আলোচনায় ব্যস্ত হইতে হইল। তাহা না করিয়া যদি প্রত্যেক জাতিকে তাহার নিজের ভাষায়, নিজের প্রথাগত সংস্কারের অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার শিক্ষার সুবিধা হয়, ইংরাজী শিক্ষার প্রতিও এই যুক্তির প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমরা গতবারে পঞ্জাবে বঙ্গল পরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা দিবার পরামর্শ দিয়াছি, তাহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, বলপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সমুদায় জাতিকে ইংরাজী শিখিতে বাধ্য করাও যুক্তি বিগর্হিত কার্য্য। ইংরাজী গ্রন্থে যে সকল আচার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাহা এদেশীয়েরা সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। যে গুলি গ্রহণ করিতে না পারিলেও যে সকল গ্রন্থের মর্ম্ম উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কেন এদেশীয় বালকদিগকে বলপূর্ব্বক বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে এবং সেই সকল বিদেশীয় প্রথাদির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য কর? যদি বল ইংরাজীতে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আছে, সে গুলি এদেশীয় ভাষাতে বালকদিগকে শিখাইবার চেষ্টা কর। লেপ্টেনাণ্ট সাহেব ত তাহাই বলিতেছেন, তবে তাঁহার মতের প্রতি এত আপত্তি কেন?

আমরা সে ভাবে ইংরাজী শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী তাহা জানিয়া রাখিতেছি। যেন মনে করিবে না। ইংরাজী না জানিলেও রাজ কার্য্য চলিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না কিন্তু তদ্ভিন্ন একটী প্রধান যুক্তি আছে। বর্ত্তমান সভ্যতার সময়ে ইংরাজী না জানা আর চোখ দেশের ভাষা না জানিয়া সে দেশে বেড়াইতে যাওয়া উভয় সমান। এরূপে বেড়াইতে গিয়া যেমন চক্ষু থাকিতে অন্ধের ন্যায় থাকিতে হয়, দেখিতেছি শুনিতেছি, অথচ সে জাতির মর্ম্মের ভাব ও রীতি নীতি বুঝিবার উপায় নাই, যদি কেহ বন্ধু হইয়া দুই চারিটী কথার অর্থ করিয়া দিলেন তবে একটী নূতন বিষয় শিখিলাম বলিয়া শিখিতে পারিলাম না সেইরূপ ইংরাজী ভাষা যে ব্যক্তি না জানে তাহার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ের কত জ্ঞাতব্য বিষয় অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ইউরোপের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কিরূপে দেশ শাসন করিতেছেন, কোন্ পক্ষে রাজ্যরক্ষার জন্য আয়োজন চলিতেছে, কোন্ প্রকার শাসন প্রণালীর কি প্রকার ফল হইতেছে, এ সকল তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন না ঐ সকল জাতির অতীত ইতিবৃত্তও পাঠ করিতে পারেন না। দেশীয় সংবাদ পত্র সকল বন্ধুর স্বরূপ হইয়া যে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া দেন সেইগুলি মাত্র জানিতে পারেন।

সামাজিক ও মানসিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এদেশীয়দিগের আত্মশাসন শক্তি জন্মিবার পক্ষে ইংরাজী শিক্ষাকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়। কারণ এখন দেশ কি প্রকারে আপনাকে শাসন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে তাহা না জানিলে কিরূপে আত্মশাসনের বৃদ্ধি ও শক্তি জন্মিবে? ইংরাজী ভাষার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে স্থানে স্থানে ও পৌরবের ভাব মূর্ত্তিমান দেখা যায়। এই ভাব অন্তরে প্রাপ্ত হওয়াও এদেশীয় যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয়। পরকীয় ভাষা শিক্ষা করা ও পরকীয় রীতি নীতির মর্ম্ম গ্রহণ করা শিক্ষার্থিদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইলেও ইংরাজীর স্থলে সে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। বিশেষ ভারতবর্ষীয় সকল জাতি যখন এক রাজারই অধীনে বাস করিতেছে তখন তাহারা যাহাতে পরস্পরের ভাবগতি অধিক পরিমাণে জানিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইংরেজী এক্ষণে ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ ভাষা হইয়াছে। ইহার চর্চ্চা বন্ধ করিলে ভারতবর্ষের জাতি সকলের প্রকৃত উন্নতির পথে সুমহৎ প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইবে।

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে লর্ড রিপন তাঁহা উপস্থিত মতের দ্বারা চালিত হইয়া পাছে পাছে ভারতসভার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। তাহা হইলে পঞ্জাবিদিগকে বর্ত্তমান সময়ের উন্নতি হইতে বিরত করিয়া অনেক বৎসর পশ্চাতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের ও উন্নতির পথে যাহা পড়িবে লর্ড রিপনের প্রতি আমাদের ভক্তি হ্রাস হইয়াছে তাঁহার ন্যায় উদার ব্যক্তির দ্বারা প্রকৃত কার্য্য হওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষীয়দিগের আত্মশাসন শক্তি বিকাশের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় এ কথাটি যেন তিনি বিস্মৃত না হন।

বঙ্গদেশীয় জমিদারগণ গবর্ণমেণ্টের আশা পূর্ণ করিয়াছেন কি না?

বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের জন্ম সফলতা উচ্চ হওয়া অবধি অদ্য পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ইতিবৃত্ত যদি পাঠ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গবর্ণমেণ্ট বরাবর জমিদারদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কি আশা করিয়াছিলেন? তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে যে সময়ে এই বন্দোবস্ত হয় সে সময়ে যে ভূমির কর যে পরিমাণ ছিল এখন তাহার চতুর্গুণ, ষড়গুণ, কোন কোন স্থানের দশগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিজের হস্তগত বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহাদের আশা হইতে পারিতেছেন না। আপনাদের হস্ত পদ বদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু জমিদারদিগের হস্ত পদ খুলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্বীয় ভূমির করের হার বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং অধিক লাভ যাহা হইতেছে তাহা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট মৃত জমিদারদিগের বিধবা পত্নী ও তাঁহাদিগের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র পৌত্রাদির রক্ষা ও শিক্ষার জন্য একটী নূতন কার্য্য বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক একজন জমিদার ঋণ জালে জড়িত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলে তাঁহার বিষয়ের উদ্ধার ও সুব্যবস্থা করা বড় সহজ কর্ম্ম নয়। এ পরিশ্রম ও চিন্তার ভারও গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা কম অনুগ্রহের কথা নয়।

তৃতীয়তঃ অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ জমিদারগণ যখন ঋণ জালে নিতান্ত জড়িত হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসেন, তখন মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া ঋণমুক্ত করিবার ভার গ্রহণ করেন।

এতদ্ভিন্ন স্থলবিশেষে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ রক্ষা উপাধি প্রভৃতি প্রদান করিয়া মিউনিসিপল রোডসেস প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদিগকে অগ্রণী হিয়া বিধিমতে তাঁহাদিগের আদর ও সম্ভ্রম বর্দ্ধন করেন না।

এখন প্রশ্ন এই জমিদারদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এত অনুগ্রহ কেন। গবর্ণমেণ্ট কি আশার হাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন? তাহিগের প্রতি যে গবর্ণমেণ্টের এত অনুগ্রহ, তাহার নিগূঢ় কারণ আছে। গবর্ণমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন দেশ মধ্যে এক শ্রেণী ধনী লোক থাকা দেশের শান্তি রক্ষার পক্ষে আবশ্যক। দেশ মধ্যে কোন বিপ্লব বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ধনী ও ভূস্বামিদিগেরই অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁহারা সচরাচর দেশের শান্তি রক্ষার জন্য অধিক ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। অতএব এরূপ এক শ্রেণীর লোক দেশ মধ্যে থাকা প্রার্থনীয় বিশেষ ইংরাজদিগকে যদি নানা প্রকারে অনুগৃহীত করিয়া নিজ হস্তে রাখা যায় তাহা হইলে ইংরাজ ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের চিরহিতৈষী হইয়া থাকিবেন। স্বীয় স্বীয় গ্রাম ও পরগণা মধ্যে ইহাদের সম্ভ্রম আছে অনেক লোক ইহাদের অনুগত। ইহাঁরা দেশের লোকের মস্তক স্বরূপ, ইহাদিগকে হস্তে রাখিলে দেশস্থ লোককে বাধ্য রাখা হইবে। ইহাঁদের সম্মতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যখন করা হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে ইহাদের অবস্থার উন্নতি হইলে ইহাঁরা দেশের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিবেন। ভূমির উপর স্বামি স্বত্ব জন্মিলে তাহার উন্নতি ও প্রজাদিগের রক্ষা বিষয়ে অধিক মনোযোগী হইবেন। অর্থের সম্বল হইলে নানা প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে সেই অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন।

আমরা প্রশ্ন করি, জমিদারগণ কি এই সকল আশা পূর্ণ করিয়াছেন? তাহাদের মধ্যে কতজন বাস্তবিক নিজ ভূমির উন্নতি সাধন করিয়াছেন? কতজন দেশের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত সহায় হইয়াছেন? কতজন দেশহিতকর কার্য্যের জন্য ইচ্ছা বা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন? তাঁহারা কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের আশানুরূপ কার্য্য করিয়াছেন? জমিদারদিগের জানা উচিত, যে তাঁহারা এই সকল বিষয়ে অমনোযোগী হওয়াতেই অনেক ভদ্র ও চিন্তাশীল ইংরাজ তাঁহাদিগের অপ্রিয় হইয়াছেন। আমরা অনেকবার অনেক জমিদারকে ঘৃণা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি, "অমুক মুন্সেফ বা অমুক জজ, জমিদারদিগের বড় শত্রু। জমিদার ও প্রজার মকদ্দমা উপস্থিত হইবামাত্রই তাঁহারা প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। জমিদারদিগকে অপদস্থ ও পরাভূত করিতে পারিলে যেন তাঁহারা কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই সামান্য বিচারপতি কেন, অনেক সময় রাজপুরুষগণও তাঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন।

জমিদারগণ নিজ কর্ত্তব্য পালনে একটু মনোযোগী হইলেই এই অপ্রসন্নতা দূর করিতে পারেন। তাঁহাদিগের নিকট দেশের লোক এবং গবর্ণমেণ্ট এই সকল আশা করিয়া থাকেন তাঁহারা তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হউন দেখিবেন অতিকাল মধ্যে আবার তাঁহারা সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন হইতে পারিবেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

পাটনা অতি প্রাচীন সহর। এক কালে উহা মগধ দেশের প্রধান রাজধানী ছিল। এখানে অনেক বীর ও বিদ্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ, এই খানেই মহাত্মা পাণ্ডব ভীম বাহুবলে জেতা মগধেশ পরাক্রান্ত জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। এই খানেই মহামহোপাধ্যায় আর্য্য চাণক্যের বিদ্যা বুদ্ধির অভিনয় হয়। তিনি যে কেমন নীতিজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে। তিনি যে কেমন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, মুদ্রারাক্ষস নাটক পাঠ করিলে তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। তিনি যে কেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শালী ছিলেন, নন্দ বংশের উন্মূলন ও তদীয় সিংহাসনে মৌর্য্য বংশের অধিরোহণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহার বুদ্ধি যে কেমন তীক্ষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ছিল, মুদ্রারাক্ষস পাঠে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দ বংশের অনুরক্ত মন্ত্রী মহা প্রাজ্ঞ রাক্ষসও তাঁহার বুদ্ধির নিকটে পরাভব মানিয়াছিলেন।

অনেকে অনুমান করেন, এই পাটনাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম অনুষ্ঠিত বর্দ্ধিত ও ফল পুষ্প দ্বারা উপশোভিত হইয়াছিল। যে পাটনা এমন স্থান, যেখানে গেলে আর্য্যজাতির ও বৌদ্ধদিগের অনেক কীর্ত্তি ও কীর্ত্তি দেখিতে পাইব, এই ভাবিয়া মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই, আমি এখানে কি আর্য্য কি বৌদ্ধ কাহারই কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বগ্রাসী কাল সকলই বুভুক্ষিত করিয়াছেন। যে সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন ছিল, বোধ হয়, তাহার কতক গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে, আর কতক ভূমিসাৎ হইয়াছে। আমার এ অনুমান কেবলমাত্র দোষ দৃষ্টি নয়। আমি শুনিলাম, গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়রেরা বুদ্ধ গয়ার পৃথিবী গর্ভ খনন করিয়া অবিকিছুপুর বৌদ্ধমন্দিরের আবিষ্কিয়া করিতেছেন। গয়াতে যদি ভূমির মধ্যে মন্দির সদ্ভাব সম্ভাবিত হইল, পাটনাতে যে তাহার অসদ্ভাবনা হইবে, তাহা বোধ করিতেছে না। পৃথিবী যে পূর্ব্বে কিরূপ নিম্ন ছিল, এখন যে কিরূপ উচ্চ হইয়াছে, বুদ্ধ গয়ার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

বাঁকিপুর ও হানাপুরও পাটনা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বাঁকিপুর মধ্যস্থলে, হানাপুর পশ্চিমে এবং যে স্থানটী পাটনা সহর বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়, তাহা পূর্ব্ব অংশে। এই এক পাটনার তিনটী রেলওয়ে ষ্টেষণ হইয়াছে। মধ্যস্থলে পূর্ব্ব

পশ্চিম ধার দে একটী রাস্তা আছে, তাহা বাঁকিপুর ভেদ করিয়া পশ্চিমে দানাপুর ও পূর্ব্বে সহর পাটনায় গিয়াছে। ঐ রাস্তার দুই ধারেই বসতি। বাসগৃহগুলি পরস্পর সংলগ্ন, কিন্তু গৃহগুলি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন ও দেখিতে সুন্দর নয়। বেহারিদিগের অন্য অন্য বিষয়ের ন্যায় বাসগৃহ সম্বন্ধেও কোন প্রকার উন্নতি লক্ষিত হইল না। বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে সেই মান্ধাতার সময়ের প্রণালী এখনও প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। গৃহগুলির পোতা উঠানের সঙ্গে প্রায় সমান, সুতরাং আর্দ্র, গৃহের প্রায় কালনা নাই, দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ, গৃহ প্রবেশ কালে একটু অমনযোগ হইলে মস্তক প্রায় অক্ষত ও অক্ষত থাকে না। বোধ হয়, এখানকার লোকে পবনদেবকে বড় ভয় করে, পাছে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, এই শঙ্কায় গৃহের চতুর্দ্দিক প্রায় বন্ধ করিয়া রাখে।

আমি উপরেই কহিয়াছি, বাঁকিপুর মহাসহর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। দুই-জন জজ, সবজজ ও তিনজন মুন্সেফ আছেন। দেওয়ানী আদালত-গৃহ গুলিতেও বাঁকিপুরবাসি-দিগের বাহাদুরি লাগিয়াছে। এ গৃহ গুলি দেখিলে রাজাধিকরণ বলিয়া যেরূপ ভয় ও ভক্তির উদয় হওয়া আবশ্যক, তাহা হয় না। সুতরাং এ গৃহ গুলির এরূপ অবস্থা থাকা উচিত নয়। পাটনা বেহার প্রদেশের অন্তর্গত, বেহার প্রদেশ বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্ট গবর্ণরের অধিকার ভুক্ত। শুনিতে পাই, লেপ্টনন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব মধ্যে মধ্যে এখানে আগমন করেন। সেই সময়ে কি আদালতগুলি আত্মগোপন করে? উঁহার নয়ন পথে পতিত হইলে এ গৃহগুলির কখন এ প্রকার দুর্দ্দশা থাকিত না।

পাটনা কালেজ বলিয়া যে কালেজটী প্রসিদ্ধ আছে বাঁকিপুরেই সে কালেজটী আছে। এই কালেজ বাটীটী বাঁকিপুরের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। ইহার অঙ্গন মধ্যে আর একটী বাটী নূতন নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার আয়ত্ত ও গঠন দেখিয়া বোধ হইল, এটী সম্পন্ন হইলে এটীও একটী উৎকৃষ্ট বাটী বলিয়া পরিগণিত হইবে। কালেজের অন্তর্গত একটী স্কুল, তদ্ভিন্ন একটী মেডিকাল স্কুল ও একটী নর্ম্মাল স্কুল আছে। শুনিলাম কালেজের অন্তর্গত ডুপ্লিকেটমেণ্টে অধিক সংখ্যা বেহারী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। যে কোন উপায়ে হউক, বেহারিদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে, অধিকাংশ বেহারী শিক্ষক নিয়োগ বোধ হয় সেই অভ্যুৎকট দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ফল। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি এ ব্যবস্থায় বেহারিদিগের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। "বিন নজরে আসল যায়" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, উপস্থিত স্থলে তাহা সম্পূর্ণ খাটিতেছে। বেহারিদিগের উচ্চাবস্থাভিজ্ঞতা নাই। যাহারা ভাল লোকের কাছে অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারাও ভাল উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহারা আবার যাহাদিগকে শিক্ষা দিবে, তাহা-দের উচ্চারণ যে কিরূপ বিকৃত আকার হইবে তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। ক্রমে এরূপ ঘটিয়া উঠিবে, যখন কোন ইংরাজ বেহারি শিক্ষকের নিকটে শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহি-বেন তখন তাহারা যে কি বলিবে, সাহেব তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবেন এবং তাহাকে একটী মূর্খ জ্ঞান করিবার মনে করিবেন। অতএব আমার বিবেচনায় বেহারিদিগকে কথা দিবার প্রতিজ্ঞাটী রাজপুরুষেরা যদি অন্য বিভাগে সফল করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

বাঁকিপুরের আয়োজার দর্শন করিলে ইহাকে একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান বলিয়া বোধ হয় না। উহার গৃহশ্রেণীর পারিপাট্য নাই, রাস্তা ঘাটেরও উৎকর্ষ নাই রাস্তাগুলি অতিশয় দুর্গন্ধময়। এখানে মিউ-নিসিপালিটী আছে, বোধ হয় কমিশনরদিগের নাসিকা নাই, তাহা থাকিলে তাঁহারা অবশ্যই ঐ দুর্গন্ধের নিবারণ করিতেন।

দানাপুরের যেখানে সেনানিবেশ, সে স্থানটী অতি রমণীয়। সে স্থানটী যেমন পরিষ্কৃত ও পরি-চ্ছন্ন, গৃহগুলিও তেমনি বিরল-সন্নিবেশিত। সেখান কার রাস্তা ঘাট বিশুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। সেখানকার বাঙ্গালিরা প্রশস্ত ও উত্তমরূপে নির্ম্মিত। সেখানে এখন অধিক সৈন্য দেখিলাম না। বোধ হয়, কাবুল ও সীমাপ্রদেশ সেনাগণকে আকর্ষণ করিয়াছে।

এখানকার মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত অতি অধম। স্বাস্থ্যের প্রধান সাধন যে পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কৃতি তাহা এখানে নাই। ঢেলা না থাকাতে সহরের জল নিঃসেচিত রূপে নির্গত হয় না। আর একটী মহৎ দোষ ও অনিষ্টের কারণ এই, যে অবশ্যই সামান্য মাত্র নর্দ্দমা আছে, তাহাতে কোন গৃহস্থ নিজ বাটীর জল নিষ্কাশিত করিতে পারেন না। আমি মুঙ্গেরেও এই দোষ দেখিয়াছি। এটী যে স্বাস্থ্যের প্রধান হানিকারক, মিউনিসিপালিটী ইহা বুঝেন না, অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। গৃহস্থ যে বাটীর সমস্ত জল লোক দ্বারা দূরবর্ত্তী ময়দানে নিক্ষেপ করিবে, ইহা কি সম্ভাবিত হয়? গৃহস্থেরা তাহা করিতে পারে না, যেখানের জল সেইখানে বসে সুতরাং ভয়ানক দুর্গন্ধ (অমঙ্গলের) আসন না হইয়া অমঙ্গলের আসন হইয়া উঠিয়াছে। পীড়া প্রায় এখানের মায়া পরি-ত্যাগ করিতে পারে না। এইনিমিত্ত পাটনা এ অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয়, দুর্ব্বহ মূর্ত্তিমান হইয়া যেন চিরবিরাজ করিতেছে। নাসিকা অনা-বৃত করিয়া রাস্তায় বহির্গত হইবার যো নাই। আমার স্মরণ হইতেছে, ১৮। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যখন আমি প্রথম কলিকাতায় আগমন করি, সেই সময়ে কলিকাতার এই প্রকার দুরবস্থা ছিল। গন্ধে গাত্র এমনি উদ্বেলিত হইয়াছিলাম যে আহারে অরুচি জন্মিয়াছিল। সেই নরকতুল্য কলিকাতা মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের গুণে এখন স্বর্গ সদৃশ হইয়াছে। বেহারের প্রাচীনতম রাজধানী পাটলিপুত্রের (পাটনার) এ প্রকার শোচনীয় দুর্দ্দশা থাকা কোন ক্রমেই উচিত হয় না। বিশেষতঃ এখন বেহার বঙ্গদেশীয় লেপ্টনান্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের অধীনস্থ হইয়াছে। ইডেন সাহেব এদেশীয়-দিগের স্বভাব সুন্দররূপ অবগত আছেন। পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিলে যে কি মহোপকার লাভ হয়, এদেশীয়দিগের সে বোধ নাই। ইহারা শৈশব অবধি যে বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়াছে সেই বিষয়-টীকেই স্বাভাবিক বোধ করে। অতএব ইহাদিগের স্বাস্থ্যের যে বিষয়ে পরিহার চেষ্টা জন্মিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এই কারণে এদেশীয়েরা সহরের উন্নতিসাধক ব্যবস্থার বিষয় মিউনিসিপাল কমিশন-দিগের গোচর করিয়া তাহার প্রতীকারে যত্নবান হয়না। মিউনিসিপাল কমিশনরেরাও যত্ন করেন না। এরূপ অবস্থায় ইডেন সাহেবের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কি পাটনাবাসিদিগের প্রত্যক্ষ জীবক নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা আছে?

বাঁকিপুরে আমি একটী গোল ঘর দেখিলাম ভূতপূর্ব্ব কালে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এটী নির্ম্মিত হয়। এখানকার লোকে ইহাকে গোলা ঘর বলে, বাস্তবিক এটী গোলঘর। ইহা প্রায় ১১০ হাত উচ্চ। ইহার উপরে উঠিবার ১৪০ টী সিঁড়ি আছে। এই সোপান পরম্পরা থাকাতে সচরাচর সকল লোকেই ইহার উপরে উঠিয়া নগরের সৌন্দর্য্য দর্শন করে। ইহার উপরে উঠিলে নগরের গঙ্গার ও ক্ষেত্রাদির পরম রমণীয় শোভা নয়নযোগোচর হয়। এই ঘরটী যেমন উচ্চ, তেমনি প্রশস্ত। ইহার মধ্যস্থলে যথেষ্ট স্থান আছে। ইহার মধ্যে যে কত লক্ষ মণ শস্য রাখা যায়, তাহা আমি অনুমান করিতে পারিলাম না। গৃহটী দৃঢ়

মূল্যের স্থানী কমিটী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার ভিত্তি ১৭ ফুট প্রশস্ত। কাপ্তেন গডউইন ১৭৮৬ খৃঃঅব্দে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে ইহার নির্ম্মাণক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইহার গাত্রে এই কথাগুলি ক্ষোদিত আছে। বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া থানটী নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আর পদ্মা বাঁধা হয় না। ইহা এখন এক প্রকার তামাসা দেখিবার স্থান হইয়াছে। ইহার ভিতরে গিয়া শব্দ করিলে চমৎকার প্রতিধ্বনি হয়। প্রতিধ্বনি হইবার কারণ এই ইহার প্রশস্ত দ্বার বা জানলা নাই। বায়ু যাতায়ত গমনাগমন করিতে পারে না। সুতরাং শব্দ করিলে তাহার চমৎকার প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। আমরা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় এক ঘোড়াটার কাল এই আমোদেই অতিবাহিত করিলাম। দুঃখের বিষয় এই থানটী এখন উপেক্ষিত হইয়া বিনাশমুখে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার আর সংস্কার হয় না। যে ইষ্টকালয় অসংস্কৃত অবস্থায় থাকে, সেই গাছেই বট ও অশ্বত্থের আধিপত্য হয়। ইক্‌ বালে ঘরে এই নিয়মের ব্যতিচার হয় নাই। আমি দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে বিস্তর বট ও অশ্বত্থ জন্ম গ্রহণ করিয়া মূল বিস্তার করিতেছে। যে গৃহ বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেটি উচিত হয় না। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা একান্ত কর্ত্তব্য, "হাতে রাখ সেই রাখে" এদেশে এই একটি প্রবাদ বাক্য আছে। পোলাঘাটীকে রক্ষা করিলে এরা দ্বারা যে কখন না কখন উপকার লাভ হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। যদি বা উপকার লাভ না হয়, অন্ততঃ উহা একটী কীর্ত্তি বলিয়া উহার রক্ষা করা বিধেয়।

আমি যেদিন রামপুরে যাই, সেই দিন শোন-ক্যানাল নামক খালটী দেখিলাম। উহার উপর রিকের মুখ গঙ্গার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। আমরা যখন ঐ মুখটী দেখিতে যাই, তখন উহার একটী কপাট খোলা ছিল। খালের জল অতি বেগে মধুর শব্দে গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছিল। উহার অদূর দক্ষিণ দিকে একটী সেতু আছে। আমরা সেই সেতুর উপরে গিয়া বড় চমৎকার শোভা দেখিলাম। খালটী বরাবর সোজা চলিয়া গিয়াছে। বহু দূর আমাদের দৃষ্টি চলিল, তাহার কোন স্থানে বক্রভাব দৃষ্ট হইল না। খালের ধারের বৃক্ষ শ্রেণীর যে কি অদ্ভুত শোভা দেখিলাম, তাহার বর্ণন করিতে পারি না। খালটী হওয়াতে এতদ্দেশের উপকার বা অপকার হইতেছে, তাহার পরীক্ষা করিবার অবসর পাইলাম না। এ বিষয় সময়ান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

নূতন পুস্তক।

নীতিকবিতাবলী। এখানি নানা বিষয়িণী নীতিপূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে যে কয়েকটী নীতিগর্ভ উপদেশ আছে, ঐ গুলি সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের শিক্ষার বিলক্ষণ উপযোগী। ইহার পদাবলী সরল ও মনোগ্রাহী হইয়াছে। ইহাতে কবির নাম নির্দ্দেশ না থাকিলেও আমরা অন্যান্য গ্রন্থপাঠে স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই গ্রন্থ ভবানীপুর সাম্বাদিক সংবাদ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা

" রাত্রের আদরে ফিরে সুখের কাল,
যখন জানি নি কিছু ঘটিল জঞ্জাল।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সংসারের সার,
কপালেও লিখি নাই কোন অপরাধ।
মধুর শৈশব কাল কোথা গেলি হায়!
ওরে ওরে তৈল শুদ্ধ সংসারের ঘায়।
সন্ধ্যা দুঃখ পাসরিত পুনঃ ঢাই তোরে,
ঘুম্ পাড়াও জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে।
মাগো, তুমি শৈশবের আমোদ আহ্লাদ,
সবার প্রধান তুমি তুমি বিষবাদ।
সব জান্ত হর্ত্তা তুমি সর্ব্ব তব মুখ,
সকল দেবতা তুমি হেন সজোগ।
কি আশ্চর্য্য একা তুমি সর্ব্ব গুণাধার,
হায় রে কোথায় পেলি সে কাল আমার।
এস মাতা কালস্রোত ঠেলিয়া সাজোরে,
ঘুম্ পাড়াও জননী গো, ঘুম পাড়াও মোরে।"

নীতিকথা। এখানিও বালকবালিকাদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী। পদ্যগুলি মন্দ হয় নাই। ইহা ৭৮ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে বিবিধার্থসংগ্রহ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য /০ আনা।

সাধারণ আইনাবলী। ইহাতে সংক্ষিপ্ত হিন্দু দত্তকগ্রহণ ও হিন্দু বিধবা ও ব্রাহ্ম বিবাহের ১৮৬৫ সালের ৩ আইন এবং ১৮৭২ সালের ৩ আইন সংগৃহীত হইয়াছে। ডাকা নূতন যন্ত্রে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

তাপসমালা, সহীর তুর্কি, দেওয়ানী পেয়াদার কার্য্যবিধি, বাবাবেদ, বাহুবলিনী কাব্য এই পাঁচ খানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সময়ান্তরে সমালোচনে বিরত হইলাম। আগামী বারে সমালোচন করা যাইবে।

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি আমেরিকায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া একটী অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে এক স্থানে একটী নদী ও তাহার দুই ধারে দুইটী পর্ব্বতশ্রেণী ছিল। ভূমিকম্পের পর দেখা গিয়াছে দুই খণ্ড দুই পর্ব্বত শ্রেণী পরস্পর একত্র হইয়া নদীর স্থানটে অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে নদীর আর কোন চিহ্ন নাই।

কাশীধামে রেলওয়ে ষ্টেসন আবহমান হইতে ক্রোশেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কোম্পেটা হইতে একটী শাখা লাইন শীঘ্র হইবে। কাশীধামে সৈন্যদিগের স্থায়ীরূপে থাকিবার পক্ষে কিছুই নিশ্চয় হয় নাই।

ফ্রান্সের একজন দরিদ্র লোক তাস ও পাশা ইত্যাদি ফেরি করিয়া বিক্রয় করিত। কিছু দিন সে এইরূপ বিক্রয় করে মধ্যে কয়েক জন অসৎস্বভাব ক্রীড়াসক্ত লোকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তৎপরে যখন সে পথে বিক্রয় করিতে যাইত সেই সময়ে ঐ দুরাত্মারা তাহাকে ধরিয়া খেলিতে বসাইত। নিষ্কর্ম্মার খেলায় যাই অধিক এই নিমিত্ত সেই অবধি উহারা তাহার সংসার খরচের জন্য টাকা করিয়া তাহাকে দিয়া দিয়া পরসা দিয়া থাকে। সেও সেই অবধি ঐ কুকর্ম্ম ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সহিত সুখে ক্রিড়া করিতেছে। তাহাতেও এরূপ নিষ্কর্ম্মা অপ্রতুল নাই।

আলীগড়ে মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য একটী কালেজ গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে। ৫৮ হিন্দুস্থান ইহার সাহায্যার্থ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বার্ষিক পাঁচ শত টাকা টাদা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনারল করাচিতে আসিবার পূর্ব্বে খাকান তানাসিরামে অবস্থান করিবেন, তথা হইতে খ্রীষ্টানের যে মন্দির আছে তাহা দর্শন করিবেন।

মহীসুর রাজভবনের যে সকল দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে কমিশন তাহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা স্থির করিয়াছেন।

ফ্রেঞ্চ সোসাইটীর পারিসের ন্যায় ফ্রান্সের লোকে যাহাতে অন্ধ অক্ষরের ও গর্হিত মাংস ভক্ষণ করে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। ১৮৬৯ অব্দে এই জন্য পারিসে একটী সভা সংস্থাপিত হয় সেই সভার যত্নে ফরাসী লোকে ঐ বৎসরেই ঐ সকল মাংস ১৭১৩০০ পাউণ্ড ভক্ষণ করে। ১৮৭১ সালে ঐ মাংসখাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ১৯৮৭৬১ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। এই নিমিত্ত ১৮৭০ অব্দে মার্সিলিজে ৫৯৯টী ১৮৭৪ অব্দে ১৩৩১ ও ১৮৭৮ অব্দে ১৪৩৩ টী অশ্ব বধ করা হয়। নানসি নামক স্থানে ১৮৭৩ অব্দে ১৭৫, ওল নামক স্থানে ১৮৭৬ অব্দে ৩৫০ ও ১৮৭৮ অব্দে ৩৬৪। লিওন নামক স্থানে ১৮৭৩ অব্দে ১৮৩৯ ও ১৮৭৪ অব্দে ১৯১৩ টী অশ্ব বধ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষের পোষ্ট আফিস সমূহে সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাইবেন সংকল্প করিয়াছেন।

প্রাঘড়ি নামক স্থানে একটী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার এক আশ্চর্য্য পীড়া হইয়াছে। বালিকাটী ক্রমাগত নিদ্রা যাইতেছে। সাত মাস অতীত হইল ইহার মধ্যে তাহার তিনবার অতি অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। নিদ্রিতাবস্থায় সে প্রায় নড়ে না। তাহাকে যাহা কিছু খাওয়ান হয় তাহার কিছুই উদরে থাকে না। দুই মাস অন্তর তাহার চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু কবে যে নিদ্রা গিয়াছে তাহার কিছুই মনে নাই; এই যৎকিঞ্চিৎ আহারে তাহার দেহ যেরূপ শুষ্ক হওয়া উচিত সেরূপ হয় নাই।

ইংলণ্ড ও ইউরোপ, কাগজ বিক্রয়ে ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে ১৫ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকেন।

মিলানে অনেক দিন হইতে মৃতদাহ হইতেছে। মিলানবাসীদিগের এজন্য একটী বৃহৎ সভাও আছে উহারা এক্ষণে মৃত দাহের জন্য কল স্থাপনা করিতেছে।

আমেরিকাবাসিরা তুলার বীজ হইতে এক প্রকার চমৎকার তৈল বাহির করিতেছে। ইটালি প্রভৃতি স্থানে যাহারা অলিভ তৈল প্রস্তুত করে তাহারা পর্য্যন্তও এই তৈল ক্রয় করিয়া অলিভ তৈল বলিয়া অন্য স্থানে বিক্রয় করিতেছে। অলিভ তৈলের যে গুণ এই তৈলেরও সেই গুণ। এক টন তুলার বীজ হইতে ৩৫ গ্যালন তৈল ও ৭৫০ পাউণ্ড তৈল হয়।

ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০০ জন ইউরোপীয় বাস করিতেছেন। গতবর্ষে তাঁহাদিগের জন্য বিলাত হইতে ৮৫১৩৮০ টাকার বিয়ার, এল (বিয়ার মদ) ও পোর্টার, ৪৮০৭৮০ টাকা মূল্যের ব্রাণ্ডি; ১৯২৭৫১ টাকা মূল্যের রম; ১৮০০৮৫৩ টাকা মূল্যের শিরিট; ১৩৭০৭৫৭ টাকা মূল্যের শ্যাম্পিন; ১৩৮৮৪৮৭৮ টাকা মূল্যের ক্লারেট, ৪৪১৮৫০ টাকা মূল্যের পোর্ট; ৬২২৮৫৫ টাকা মূল্যের সেরি ও ১০০৭৭৮৮০ টাকা মূল্যের অন্যান্য মদ আমদানী হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি। "পোর নামে পদ্মাতি বস্তার" বলিয়া যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে ও স্থলে দেশীয় লোক দিগের পক্ষে তাহাই খাটিতেছে। দেশীয় লোকেই ইংরাজদিগের পানার্থে আমদানী মদ অধিক পরিমাণে খাইতেছে। সম্প্রতি ভারতে যে পরিমাণ ইংরাজ বাস করিতেছেন তাঁহাদিগের জন্য কখনই এত টাকার মদ খরচ হয় না। ইহার উপর আবার দেশী মদ আছে। বার শত্রুর আলায় ও মদের দৌরাত্ম্যে সোণার ভারত ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে।

গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার একজন প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি যে অভিনন্দন খানি লইয়া গিয়াছিলেন কাশ্মীরের মহারাজ তাহা অপর করিলে লাইটনার সাহেব পাঠ করিয়াছিলেন, এই অভিনন্দন পত্রে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ সাধনেরই প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও পূর্ণ অধীকারের সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ এবং দেশীয় রাজগণের আনুকূল্যের উল্লেখ ছিল। অধিকন্তু পঞ্জাবী সৈন্যগণ পর্য্যন্তও এজন্য একবাক্যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী হওয়াতে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন "আমি ইংলণ্ডে থাকিতে যেরূপ বিদ্যার বহুল চর্চ্চার পক্ষপাতী ছিলাম ভারতেও ঠিক সেইরূপ থাকিব। আমি আসিয়া অবধি কতকগুলি অত্যাবশ্যক কার্য্যে ব্যস্ত থাকা নিবন্ধনই শিক্ষা বিভাগের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারি নাই। এই কারণেই আমি এক্ষণে কিছুই অঙ্গীকার করিতে পারিলাম না।" তিনি রাজগণের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ও ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞানের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ পাঠের যাহাতে বহুল বিস্তার হয় এবং যাহাতে ইউরোপীয় দিগের সহিত এদেশবাসীগণের সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় তাহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তিনি পঞ্জাবী সৈন্যদিগের কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং মীরানশীরের সৈন্য পরিদর্শন করিয়া ভারতবর্ষ যে কিরূপ নিরাপদ তাহা তাঁহার উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অবসর ক্রমে তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ের বিবেচনা করিবেন এবং তাঁহার সহযোগীদিগের সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

বিলাতে এই নিয়ম হইয়াছে যে, অতঃপর কোন লোক মাতাল হইলে পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া আটক করিতে পারিবেন না।

গত সোমবার কলিকাতায় একটী অসবর্ণ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র কিশোরীগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু নিতাইলাল সেন। কন্যা কলিকাতাস্থ স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী বিশোরীমোহিনী। পাত্র জাতিতে বৈদ্য, কন্যা ব্রাহ্মণ।

বিগত ১৫ ই তারিখে শ্যামনগর তুলার কলের কয়েক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী শীকার করিতে যান। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন একটী পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়েন। দৈবক্রমে পক্ষীকে গুলি না লাগিয়া নিকটস্থ একটী বালকের দক্ষিণ হস্তে গুলি লাগিয়া ভেদ করিয়া যায়। শীকারার্থী সাহেব বালকের পিতাকে তিনটী টাকা দিয়া আহত বালককে বাঁরাকপুর হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে বালকটীর অবস্থা ভাল নহে।

গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর হোনস আয়ার নামক স্থানে নীলাম্বুধির সহিত ভয়ানকরূপ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে ৭০০০০০ গোরু ৫০০০০০ মেষ ও ১৫০০০০ অশ্ব মারা পড়িয়াছে। এই ঝড় ও বৃষ্টি অনবরত তিন দিবারাত্রি হইয়াছিল।

মাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগের ক্ষুধার কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। তাঁহারা তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক আরও কমাইবার নিমিত্ত ভারতের রাজস্বসচিব মেজর ইউলিন বেরিং সাহেবের নিকটে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তিনি এবিষয়ের কিছু খোলা জবাব দেন নাই। কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন রাজস্বের অবস্থা না জানিয়া এখান হইতে কিছু করা যাইতে পারে না।

আমেরিকাবাসিগণ বিজ্ঞানের প্রভাবে যে কত অদ্ভুত দ্রব্যের সৃষ্টি করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহাদিগের এক একটী কার্য্য দৈব কার্য্যের ন্যায় বিচিত্র। কাপ্তেন ফিল্ডন নামক এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত কামান প্রস্তুত করিয়াছেন। চুরটের আকৃতির ন্যায় ইহার আকৃতি। ওজন ১২৮১ পাউণ্ড। ১৯ ফুট লম্বা ও ১৫ ইঞ্চি পরিধি। উহার মধ্যে এরূপ চমৎকার কল আছে যে উহা জলের নিম্ন দিয়া এক মিনিটে একশত ৬০ মাইল যাইতে পারে।

রুশিয়া ক্রমে আট ঘাট বান্ধিয়া তুরস্ক পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। পোর্ট মাইকেলোভস্ক হইতে মিখলাকরি পোর্ট পর্য্যন্ত ২২ মাইল উত্তম রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। এই রেলওয়ে বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইবে। ডিসেম্বরের মধ্যে রেলওয়ে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। মাইকেলোভস্ক হইতে আকেল নামক স্থানে সৈন্যদিগকে লইয়া যাইবার জন্য এই রেলওয়ে খোলা হইতেছে।

আসুর খাঁ বিদ্রোহী প্রজাদিগের নিকট হইতে ৫ই বৎসরের রাজস্ব আদায় করিবার চেষ্টা করাতে হিরাটীগণ তাঁহাকে নগর মধ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টায় আছে।

নবাবগঞ্জে একটী হিতসাধিনী সভা আছে। ঐ সভার পঞ্চম অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটী মনোহর বক্তৃতা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

অক্টোবর মাসের শেষে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় ঐ পুস্তকালয়ের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই সময়ের মধ্যে পুস্তকালয়ের অনেক উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। একণে পুস্তকালয়ের একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমরা এই সৎকার্য্যে সাধারণের একতা আকর্ষণে বড় দেখিলে অতীব প্রীতি লাভ করি।

কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার ফিলিপস সাহেব ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেলের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৫ এ নবেম্বর বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে বাবুর ৬ ষ্ঠ অধিবেশন হইবে। জষ্টিস পন্টিফেক্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আসামে যাহাতে জয় ও দুর্ব্বল কুলি না যাইয়া সবল ও কার্য্যক্ষম কুলি যায় তজ্জন্য তীক্ষ্ণ কমিশনর সাহেব তাহাই ইচ্ছা। তিনি বলিয়াছেন সবল কুলি নির্ব্বাচনের ভার গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের উপর না রাখিয়া চা-করদিগের প্রতিনিধি অথবা এজেণ্টদিগের উপর সমর্পিত হউক। তবে যে সময়ে এজেণ্টদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে সেই সময়ে গোর স্বাস্থ্য কিরূপ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকে তাহা দেখিতে হইবে। বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তথা গোল এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই শীত ঋতুতে একটী কমিশন নিয়োগের আদেশ দিয়াছেন।

গত বৎসরে ১১৮৩৬ জন লোক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশে গিয়া বাস করিয়াছে।

গত ২৭ এ অক্টোবর ইংলণ্ডের প্রায় সর্ব্বত্রই ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। তারে সংবাদ আসিয়াছে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন তথায় ভয়ানক বন্যার হইয়াছে।

ফাউলিস সভার সভাপতি আরথ্য হেমফ্রামিন ও অধিবেশন গৃহ এবং মাদারস্ মুক্তা ও কচ্ছপের খোলার উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম নানাভাই করিদাস বোম্বাই হাইকোর্টের জজ জষ্টিস ক্যাম্বেল সাহেবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এইবার লইয়া তিন বার ইনি বোম্বাই হাই কোর্টে জজের কার্য্য করিলেন। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তথাপি বারো সাহেব করিতে পারিলেন না। কলিকাতা ও মান্দ্রাজে যেরূপ এক একজন দেশীয় স্থায়ীভাবে জজের কার্য্য করিতেছেন বোম্বাইয়ে আজিও সেরূপ হইল না।

আফ্রিদিদিগের উৎপাত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। গত ৩১ এ অক্টোবর কুর্ম্ম গোল নামক পার্ব্বত্য জাতি ইংরাজাধিকৃত রেলি ও সাবি নামক স্থানে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮০ টী উষ্ট্র লইয়া গিয়াছে।

ব্রিটিশদিগের সকল কার্য্যেই প্রথম প্রথম বড় ধুম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর তাসপত্রের ঘরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের উপকারার্থ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংলণ্ডের মহানুভব ব্যক্তিদিগের নিকট দুঃখ জানাইতে গিয়াছিলেন। শত শত লোকে আগ্রহ সহকারে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণ তাঁহার প্রতীকারেরও চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের লোকের নিকট তিনি সমাদৃত হইলেন না। তিনি কি করিয়া আসিলেন যাহা তাঁহার মুখে শুনিবার জন্য অথবা লাভলোকের বাবুর ন্যায় একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তির সম্মাননা করিবার জন্য অনেকে নববধূর অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাশা সভায় আসিতেও যে বৃষ্টির ধুম হইল অপেক্ষা আর তাহার কিছু? গুরুপল্লিবাসী বোম্বাইয়ের ফ্রেমজি কাওয়াসজির ইনষ্টিটিউট গৃহে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যে সভা হইয়াছিল তাহাতে স্বদেশহিতৈষী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদিগের অনেকেই উপস্থিত হন নাই। সভাতে শুনিলাম বিদ্যালয়ের পুরস্কারদিগের সভার ন্যায় জনতা পূর্ণ হইয়াছিল। সবই কি বোম্বাইয়ে বিদ্যা শিক্ষার বড়ই ধুম দেখি?

শুনা যাইতেছে বার্ডউড সাহেব ছোট উদয়পুরের মহারাজের মধ্যম পুত্রের বিচার নিরপেক্ষ ভাবে করেন নাই। অনএব এই কোন প্রকারে তাঁহাকে বিপক্ষগ্রস্ত করাই সাহেবের অভিপ্রায়।

মান্দ্রাজের গবর্ণর ডিউক বকিংহম বিবাহের বৎসরাবধি পেন্সন করাতে মহারাজের ৩৫০০০ টাকা বার হইয়াছে। ধারণাপন্ন বহুরাজন্যবর্গই ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতকে ধনী দেখেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার লেপ্টনণ্ট গবর্ণর অপর ইণ্ডিয়ায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তত্রত্য অধিবাসীদিগের কাহার কোন দেওয়ানি আদালতের ডিক্রী হইবার সময় কোন দৈবক অথবা তাহার সম্বাধিকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইবে তখন সেই সম্পত্তি তাহাদের সাহেবের নিকট দিতে হইবে।

তাহাতে মিউনিসিপালিটির বড় সম্মান নাই। কিন্তু বিলাতে মিউনিসিপালিটী বড় সম্মান ভদ্রতা লোকের দাবড়া মিউনিসিপালিটী সভ্যতার একটী অঙ্গ। গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপন সাহেব সম্প্রতি ডেরা নামক স্থানে বক্তৃতা করেন সেই সময়ে তিনি বলিয়াছেন ভারতেশ্বরী তাঁহার উপর এই ভার দিয়াছেন ভারতবর্ষের লোকদিগকে যেরূপে রাজনীতিজ্ঞ করা হইয়াছে সেইরূপ ভাবে গড়িয়া মিউনিসিপাল গবর্ণমেণ্টকে ভাল শিখাইয়া মিউনিসিপালিটীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁহাকে বিশেষ যত্ন পাইতে হইবে। যাহা হউক সভা নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্ত বিনা কোন দিকেই সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

"এইরূপ জনরব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ক্যাম্পানির ইনস্পেক্টর জেনেরল" নামক একটী নূতন পদের সৃষ্টি করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শস্যের অবস্থা বড় আশাপ্রদ নহে। বর্ত্তমান সপ্তাহে তথায় বৃষ্টি হয় নাই। লক্ষ্ণৌ, রায় বেরিলি, কানপুর, সীতাপুর, আগ্রা ও এলিগড় কিঞ্চিৎরূপে বৃষ্টির আবশ্যক। বৃষ্টি না হওয়াতে অগ্রাণ শস্যের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

মান্দ্রাজ মেলের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন তথায় গবর্ণমেণ্ট ডি, পি, ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের "বিষদাঁত ভঙ্গ" করিয়াছেন। সংবাদদাতা শুনিয়াছেন উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই একযোগে নালিশ করিবেন। তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া ভেবিয়া দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া পেন্সন ও এককালীন কিছু কিছু গুরুতার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আদায়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের নামে নালিস করা যে কতদূর অপযশের বিষয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আর বাড়াবাড়ি করা কর্ত্তব্য নহে।

আমরা দেখিতেছি ডাক্তার তুর্গাচরণ কলাধিকারীর ক্রোধ ছাড়িয়াও ছাড়িতেছে না। যে ফিরিঙ্গি বালক তাঁহার চিকিৎসাধীনে ছিল, মৃত্যু হইয়া তাহার মৃত্যু হওয়াতে তাহার পিতামাতা ডাক্তার বাবুর বিরুদ্ধে কলিকাতা পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করেন। বিচারপতি এ বিষয়ে তুর্গা বাবুর বিশেষ দোষ না দেখিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং যে বলিক কুমতির বশবর্ত্তী হইয়া কুচক্র দিয়াছিল তাহাকেই বিচারাধীন করিয়াছেন বাদী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া হাইকোর্টে আপীল করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

গত ২১ এ অক্টোবর ব্রিণ্টন নামক স্থানে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে

অভিষেকের যে আড়ম্বরী ও ধুমধামী আছে তাহা রহিত করা এই সভার উদ্দেশ্য। এম, পি হলাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই ব্যবসায়ের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া সভ্য সাধারণের সমক্ষে ডেক্লিয়ারেশন করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাক্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিবেন চীনের সহিত ইংলণ্ডের যে যে মহৎ অনিষ্ট কর ব্যবসায় চলিতেছে ইংলণ্ড যেন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অপগৃহীত হবেন।

ইউরোপীয় রাজপুরুষ তখন যে তাহার উপর প্রসন্ন হন তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। রাজপুরুষ উপস্থিতেই কুরঙ্গকে নিজ বাক্যাশ প্রীতের, হস্ত সমর্পণের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন আবার এক্ষণে কুরঙ্গের উপর প্রীস যাহাতে কোন অত্যাচার করিতে না পারেন তজ্জন্য মুখরাম আরম্ভ করিয়াছেন।

আফগানস্থান হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করা হয় এটী গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় কেবল সার ওয়াটর সাভিয়ান ইহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—ভাগলপুর ও তাহার সন্নিহিত স্থান সমূহে ভেরি অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিসূচিকারও স্থানে স্থানে হইতেছে। মাঝা এখানে বিসূচিকায় ৩। ৪ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম সুলতানগঞ্জে ভয়ানক বিসূচিকা হইতেছে। ইহার মধ্যেই এই এখনও দিন আছে।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত বাঙ্গালোর, মাদুরা ও ত্রিচীনপলি প্রভৃতি স্থান হইতে আগষ্ট মাসি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের মধ্যে ১২ লক্ষ টাকার অফিংচার করা হইয়াছে। আমাদিগের দেশে যে প্রীতিদে অফিংচার আফিম পান করা হইয়া থাকে মাদ্রাজে সেরূপ হইবে। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারের দ্বারা বন্দোবস্ত করিয়া অতি সরল ও অনায়াসলভ্য একটী আফিং যার উদ্ভাবন করিয়াছেন।

আর্য্যদর্শন সম্পাদক বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণকে আমাদিগের মাননীয় ইংলণ্ডীয় মহোদয় তথাকার বিদ্যালয়ের ৫৬টী মাসিকপত্রের পরীক্ষক করিয়াছেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিতেন।

বাঙ্গালায় ১২১ লক্ষ টাকার নোট প্রচলিত আছে এই প্রচলিত নোটের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকার নোট জাল হইয়াছে।

উত্তিষ্যার সীমাপ্রদেশে যে সকল পর্ব্বত আছে তাহাতে এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করিয়া থাকে। তাহারা উপত্যকা প্রভৃতিতে এক প্রকার কৃষিকার্য্য চাস করে। তাহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে বহুহত্যা করিলে যথেষ্ট ঢোঁকার বস্তুর হইবে তত্তদ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসিল এবং তাহার বহুত উন্নয় হইবে। তদনুসারে এই জঘন্যক সংস্কারের বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে গুরুতর বালক বালিকাকে লইয়া গিয়া বলি দিয়া মারিত। মধ্যে উহার নিবারণ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার তথা হইতেছে উহারা পূজানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে।

আফগান যুদ্ধে যাহারা হত ও আহত হইয়াছে তাহাদিগের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ যে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে সাভিয়ালার মহারাজ তাহাতে লক্ষ টাকা ও জিন্দের রাজা ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের বিদ্যালয় সমূহ হইতে ১৮০০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছে। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ৮০০ জন বোম্বাইবাসী।

গয়া হইতে হইজন লোক করেক বস্তা চাউল রাজপুরে পাঠাইয়া দেয়। রাজপুর এতজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর অনুসন্ধানে চাউলের ভিতর হইতে ২ মণ ১২ সের অফিংচার পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রেরকদ্বয় ধৃত হইয়াছে, উহাদিগের তিন মাস কারাবাস ও ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতা চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে যে প্রণালী উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়াছে। অনাহারে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই সময়ে নিরিলিউজগণ আবার উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে।

৩০ এ অক্টোবর রবিবার একপ ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে যে তথাকার অনেক মনুষ্য ও গুরু গুরু বৃক্ষ এবং অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

আমি কারি ঔষধ বিক্রয় করা একটী সাধারণ ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারেরও সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ঔষধের দোকানের সংখ্যাও সেইরূপ বাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্টের কেমিক্যাল একজামিনার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন যে এই ঔষধালয়ের ঔষধ বিক্রেতাগণ ইচ্ছামত বিষ লাইসেন্স বিষ ও বিষাক্ত ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। তজ্জন্য গেল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানার্থ একটী কমিটী নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ঔষধ বিক্রেতাগণ এখনকার ন্যায় উপযুক্ত চিকিৎসকের প্রশংসাপত্র বিনা ইচ্ছামত বিষ ও বিষাক্ত ঔষধ বিক্রয় করিতে পারিবেন না। কি ডিস্পেন্সারি কি ঔষধ বিক্রয়ের দোকান হইতে যে ঔষধ বিক্রীত হইবে তাহার পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধারণের জন্য কোন উপযুক্ত লোককে রাখী থাকিতে হইবে। তিনি কোন-স্থানে কিরূপ ঔষধ আছে সর্ব্বদা তাহা দেখিবেন শুনিবেন এবং যিনি ঔষধ দিবেন তাঁহাকে কোন ঔষধের কি গুণ তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। যে যে দোকানে ঔষধ দেওয়াতে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলে তত্ত্বাবধারককে তত্ত্বাবদিহি করিতে হইবে। তাহাদিগের উপর মফস্বলের ঔষধ নির্ণয় করিতেছে তাহাদিগের উপর কিছু কড়াকড়ি থাকা ভাল।

২৯ এ সেপ্টেম্বর ট্রাসবর্গে একটী যুদ্ধকক্ষ দেখা গিয়াছিল। উহার লাম্বুলটী দুই ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা; এই যুদ্ধকেতুটী পৃথিবীর এত নিকটে আসিয়াছে যে উহার উজ্জ্বল আভা দেখা গিয়াছিল।

আফগানিস্থানের সংবাদ।

ওর্ণল সেণ্ট জন লিখিয়াছেন আমীর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে আর কোন গোলযোগ নাই। প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে রাজস্ব দিতেছে। মারিস জাতি সেনাপতি ম্যাক-গ্রিগরের অধীনতা-স্বীকার করিয়াছে। সার রবার্ট সাভিয়ান যেরূপ বলিবেন তাহারা সেইরূপ করিতে প্রস্তুত আছেন।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমান ভূতপূর্ব্ব আমীর সিরাজউদ্দীন বিধবা স্ত্রীগণের সহিত মহম্মদ জানের বিবাহ দেওয়াতে অনেক লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

কিলাটে যে সকল সৈন্য একত্র হইয়াছে তাহারা আয়ুব খাঁর নিকট অর্থ করিয়া বেতন না পাওয়াতে সদ্দার্গণ করিয়া তথায় রহিয়াছে।

সিলাই জাতি আমীর আবদুল রহমানের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হয় নাই তাহারা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছে তাহারা ইয়াকুব ও মুসাজানের বন্ধু রক্ষার চেষ্টা পাইবে।

আয়ুব খাঁ ফারা নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে এখন হইতে আদেশ দিয়াছেন। পশ্চিম আফগানিস্থানের লোকেরা তাঁহার বড় অনুরক্ত। তাঁহার অধীনে এক্ষণে তিন দল পদাতি সৈন্য রহিয়াছে। ঘরাণির মাউন্টেনিয়ার সৈন্যগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

ওয়াশিংটনোপল ১৮ ই নবেম্বর। চলিসবেরী শক্ত হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য হরিস পাশা অবোধিনিকে ৩৫ দিন সময় দিয়াছেন। অবোধীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তাহারা স্থির করিয়াছে যদি পরিত্যাগ করিবার ৫৫ দিন পূর্ব্বে যেন তাহা দিগকে জানান হয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তেছে। সম্প্রতি ক্রস্ট সাহেবের, ম্যাকডোনল্ড সাহেবের ও কতক গুলি মাননীয় বৈদ্যের স্বাক্ষরিত মুদ্রিত পত্রাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই পত্রখানিতে সাধারণ বৈদ্যসমাজকে সম্বোধন করিয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, সুরেন্দ্র ধর্মশাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাকে বৈদ্য সমাজে পুনর্গ্রহণ করিতে তাহারও কোন আপত্তি আছে কি না। এখানে অনেক বৈদ্য আছেন সকলেই যথার্থ মত প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদের মুন্সেফ বড় ফরিদপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় যে মতামত প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, সাধারণ বৈদ্যসমাজ বা হিন্দুসমাজের বিদিতার্থে তাহা নিম্ন অবিকল প্রকাশ করিতেছি :—

" কোমরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বরাট খ্রীষ্টধর্ম্মে বিধিপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়াছিলেন অথচ মেডাচারিণিগের সহিত একত্র বাস বা অভক্ষ্য ভোজনাদি করেন নাই। এই ঘটনাটী লইয়া বৈদ্য সমাজে তুমুল আন্দোলন দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও দুঃখের উদ্রেক হইল। সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথকে স্বসংযোজিত কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মুক্তকণ্ঠ সমাজ বীর নিক্রমে গর্জ্জন পূর্ব্বক বিভীষিকা করিতেছেন আবার পশ্চাতে শত শত কদাচারী মদ্য নষ্ট ছাড়া সমাজ ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতেছে, ইহা জানিয়াও বিনা বাক্যে সমাজ পতাকাধিপকে সাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতেছেন।

ধর্ম্মদীক্ষা এই কথাটীর আপাত প্রয়োজনীয় বহুসাকের এখানে আমাকে বোধ হইতেছে। ধর্ম্ম চিরদিন মানসিক প্রবৃত্তিথা মত এবং বাহ্যানুষ্ঠান এই দুইটী গুরুতর কারণে অবস্থান করিয়াছেন। সমস্যা সমাজ সাংবৎসরিক দ্বিতীয় ভাদ্রের সেবক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কখনই ভাবেন না অথচ লোক মর্য্যাদা রক্ষার্থে ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বর্ত্তমান সমাজ তাঁহাকে আর্য্য বা হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন, আর তিনি প্রকাশ্যে অন্য ধর্ম্মের মতাবলম্বী অথচ অভক্ষ্য ভোজনাদি নাম করেন তিনি সমাজের মতে অনার্য্য ও পতিত হইতেছেন।

আমার সামান্যবুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে (১) যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম অনুষ্ঠানাদি সব প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি পতিত; (২) যিনি হিন্দুসমাজে থাকিয়াও পরধর্ম্মানুসারী হইয়াছেন তিনিও পতিত; (৩) যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন অথচ স্বধর্ম্মের গ্রহণ না করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন তিনিও পতিত; (৪) যিনি স্বধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠান করেন অথচ মনোধর্ম্ম, যবনীগমন, অভক্ষ্য ভোজনাদি করেন তিনিও পতিত; (৫) যিনি বাহ্যানুষ্ঠানে হিন্দু আর বিশ্বাসে পরধর্ম্মানুসারী তিনিও পতিত।

আজকাল এরূপ অনেক সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম আছেন, যিনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত, যিনি প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিতচিত্তে বলিয়াছেন যে " আমি হিন্দু নহি, আমি খ্রীষ্টান নহি ইত্যাদি " যিনি শ্রুতিস্মৃতিসম্মত নিত্য, নিমিত্ত অগ্নিহোত্র করিয়া থাকেন অথচ অভক্ষ্য ভোজনাদি করেন না সমাজ তাঁহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়াও একত্রে ভোজনাদি করিতেছেন। এস্থলে সমাজ স্বয়ং কি প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন? সুরেন্দ্র একদিনের জন্য মতিভ্রান্তি অথবা অন্য কোন ভাবেতে মনোধর্ম্ম খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন, কিন্তু অভক্ষ্যভক্ষণ চিরদিন হিন্দু; সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন! যদি বলেন সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু আচার ত্যাগ করেন নাই বটে কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই কথা ভ্রান্ত। তাহাতে বক্তব্য এই যে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সাময়িক অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র কেবল মৌখিক প্রণালীতে ব্রাহ্মধর্ম্মমীমাংসা প্রণালী অপেক্ষা এমন কি দূষণীয় রীতি আছে যে হিন্দু সমাজ সুরেন্দ্রকে বহুদিন চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিবেন।

ভর্জ্জন জলাদি স্পর্শে যে অশুচি হয়, " আমি বেদ মানিনা, আমি হিন্দু নহি " ইত্যাদি প্রকাশ্য সমাজে অঙ্গীকার কি অপেক্ষা অধিক দূষণীয়, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও সমাজ বিপ্লবকর নহে? মনে করুন আজ যদি একজন নবীন ধর্ম্ম সংস্থাপক উঠিয়া বলেন যে " যিনি মুসলমানদিগের প্রস্তুত করা গোলাপ জল মাথায় দিয়া বলিবেন যে " রাম কৃষ্ণাদি সর্ব্বৈব মিথ্যা" তিনিই আমার ধর্ম্মাবলম্বী।" এক্ষণে শ্যামাচরণ এই বাক্যানুসারে অথবা মুক্তকণ্ঠবশতঃ উক্ত বিধি অনুসারে পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। শ্যামাচরণ স্বমুখে " আমি হিন্দু " ইহা স্বীকার করিয়াও হিন্দু অনুষ্ঠান করিলেও কি হিন্দুসমাজ শ্যামাচরণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? কখনই না। এক্ষণে দেখুন শ্যামাচরণ পরধর্ম্মানুসরণ করিয়াও তাহা পুনর্গ্রহণেচ্ছা করিবামাত্র মুক্ত হইল, কেন না তাহাতে কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিক দোষ স্পর্শ করে নাই।

যাহা হউক, যদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন, তবে উক্ত ব্রাহ্মদলীকেও যেন প্রায়শ্চিত্তার্হ বলা হয়। নতুবা, সমাজ! সাবধান, তাঁহাদিগের সহিত ভোজন করিলে পতিত হইবে। সুরেন্দ্রনাথ, আমার মতে পতিত সন্দেহ নাই প্রায়শ্চিত্তপূত হইলে অবশ্যই আবার পূর্ব্বক সমাজে পুনর্গৃহীত হইতে পারেন।"

আজ কাল এখানে অবরোধের বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকেই পুজার বন্ধে বাটী যাইয়া এই রব সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। রব হইলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে আটা বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগের ডাক্তারেরা দিন রাত রোগী দেখে দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। বৎসর বৎসর রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হওয়ায় ঔষধালয়েরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা মূলল মূল্যে ঔষধ খাইতে পাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অবের রোগেই হউক বা অপর কারণেই হউক পূর্ণস্বাস্থ্য ঔষধ এক শিশিতে যে কাজ হইত আজ কাল দুশিশি বাকারে তিন শিশিতে সেই কাজ হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অজীর্ণতা, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত অন্য যা কোন রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। পার্সেল ৵০ আনা।

চন্দনাসব।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শুক্রদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সমূল ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা ঘড়ির ন্যায় সোজা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ১ ৫ই টাকা পার্সেল ৵০ দুই আনা।

ব্রহ্মগর্ব্বাস্তক ও ব্রহ্মানন্দা তৈল।

(নবীন প্রকার ঔষধোপযোগী অপূর্ব্ব মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই দুই এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উপাদেয়রোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বমন, উদরাময় হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সদত বৌড়িয়া পালান, স্তম্ভিত বাক্য রহিত, ঔদাস্য, এতদ্ব্যতীত যে কোন বায়ুরোগ হয় এই দুই তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের

রোগ হয় তাহা হও[illegible] সেবন করিলে
প্রায় রোগ [illegible]

[illegible] ৪০ টাকা।
[illegible] ৩৫ টাকা।
[illegible] ৵০ আনা।

অমৃতপ্রসাদ।
(সর্ব্বপ্রকারের বিশেষ ঔষধ।)

পাঁচ বৎসর হইতে এই [illegible] ঔষধটী আমার পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মি, কাশি, এবং তৎসম্বন্ধীয় উপদ্রবসকল, পার্শ্বশূল, অতিসার, জ্বর, খাসকষ্ট, অম্বল বায়ুনালীতে রোগ আসিয়া হইয়া অতিসারিক রোগ হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধ সেবনে শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটীকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

সুবাহু সুক্ত।
সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ সুক্ত গর্ভস্থ সন্তানের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া সন্তানের সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুনিশ্চিত সুক্ত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ শোষার মূল্য ৩ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মধুসূদন বসু, এম ডি
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি
কালেজের সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত
ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের
একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

বহু ব্রাহ্মণ।
অধিকাংশ হইতে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মণদিগের
ইত্যাদি সরবরাহকার।
[illegible] নং বটী, কৃষ্ণনগরের লেন্।
নিম্নলিখিত কলিকাতা।
কলিকাতা [illegible] হইতে (কিম্বা তদপেক্ষা অধিক
মত হইতে) [illegible] করিয়া পাঠান যায়। ইত্যাদির মধ্যে [illegible] পাওয়া [illegible] করিলে তাহা [illegible] পত্র লিখিলে পাওয়া হইবেক

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতার যাবা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি অনূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির অধিক করিয়া পাঠান যাইবেক। সমান মূল্যে অধিক করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ অধিক মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন লইয়া থাকি।

[illegible] হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি ৵ আনা
২৫ " ১০০ " " " ১০ অষ্ট আনা।
১০০ " ২০০ " " " ৫ এক পয়সা।

২০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে পাঠাইয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ দক্ষ কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল মাএরের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাঁহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
২২ এ কার্ত্তিক } জমিদার
চকবিষা

[illegible] ১ টাকা। ডাক মাশুল/ আনা। প্রকাশ [illegible] নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলে পাইবেন।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
চন্দ্রিকা সংস্কৃত কালেজের মুখ্যাধ্যাপক।

কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।
[illegible] নং [illegible] খ্রীট, শ্যামপুকুর।

এই চিকিৎসালয়ে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত সকল প্রকার ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং নবাবিষ্কৃত ঔষধের তালিকাদি বিনা মূল্যে বিতরণ হয়।

রোগনিশ্চয়। ইহা সেবনে নিশ্চয় সকল প্রকার মেহ, সপুয় বাস্তু, আশু রক্তপ্রদর ১ দিবসের মধ্যে নিঃশেষ আরোগ্য হয়। ১ শিশির মূল্য ১, প্যাকিং ৵ আনা।

মালতি কুসুম তৈল। ইহা ব্যবহারে কেশ দীর্ঘ ও ঘন হইয়া, টাক আরোগ্য হয়। মস্তিষ্কের ঔষধ শোণিত শীতল হইয়া, শীঘ্রপতিত, মস্তক ঘূর্ণন, মন্দ হত করা ও মূর্চ্ছাদি বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। ইহা মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। ১ শিশির মূল্য ১। প্যাকিং ৵ আনা।

কামোদীপক রসায়ন। ধাতু তরল, অধিক স্বপ্ন দোষ শিথিল ইন্দ্রিয় ও অজীর্ণাদি রোগ বিনষ্ট হয় ও শরীর পুষ্ট, সবল ও বীর্য্যবান হইয়া রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ১ শিশির মূল্য ১। প্যাকিং ৵ আনা।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত। ইহাতে নয়ন কোষবৃদ্ধি, একাশিরা, বাতশিরা, ত্রিদোষাদি রোগ আরোগ্য হয়। ১ কৌটার মূল্য ১। প্যাকিং ৵ আনা।

অর্শারি রসায়ন। ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় সকল প্রকার অর্শ একেবারে আরোগ্য হয়। সপ্তাহ মধ্যে ফলি ঝরিয়া পড়ে। ১ শিশির মূল্য ১; প্যাকিং ৵ আনা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৷৷ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের নামে পাঠাইবেন, ইহা অনেকে ভুলিয়া যান, তাহাতে অনেক গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু সেরূপ ভুলের সম্ভাবনা প্রেরণ করিবেন। অধ্য আমাদিগকে অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে সুবিধা হইবেক না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ লইতে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গণ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার পর্য্যন্ত ৵ ৬ছ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার কলিন্সোয়েরের ডাক ঘর হইতে চান্দ্রিকাদিগের কর্ত্তৃক ৺ শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ৩ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ১৫ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ২৯ এ নবেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভগীরথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া ৫৬ সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপরিষ্কৃত অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, উহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও জীর্ণ প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্জ্জার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, ঘাত, বায়ী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

মৃণাল-মালিনী

বা

অবলা কি প্রবলা?

বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।

ন্যাশনাল থিয়েটার ষ্টেজে অভিনীত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ ভাগে বিশুদ্ধ (সরীক) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, নববিভাকর, সাধারণী, বেঙ্গলি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, মুর্শিদ [illegible] পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, এবং অন্যান্য [illegible] প্রধান সংবাদপত্রের মতে

পুস্তকখানি উত্তম হইতে সন্দেহ হইল না। মূল্য ১০ এক টাকা, ডাক মাশুল আট আনা।

হরিমোহনরায় মিত্র—প্রকাশক।
কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট নং ২২।

৺ ৺ ৺ আমোদপ্রিয়কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ডিরেক্টরস্ অব এসোসিয়েশনের ৬ ষ্ঠ অধ্যক্ষের প্রত্যেক অংশে এক টাকা করিয়া দিবার "কল" করিয়াছেন। উক্ত টাকা আগামী ফাল্গুন মাসের ২০ শে তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে দেয়।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশন লিমিটেড ৭৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট আফিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১৩ ই নবেম্বর ১৮৮০।

ডিরেক্টরগণের অনুমত্যনুসারে শ্রীভুবনমোহন দাস সম্পাদক।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি পর্ব্বতা বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবারের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।/ আনা; ।/ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে; মূল্য বড় শিশি ১০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্ত-শূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য ।০ আনা। মফস্বলে পাঠাইতে হইলে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৪ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকেল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৩, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র।

চম্পাইনগর বা চাম্পানালা।

পূজার পূর্ব্ব সপ্তাহে সোমপ্রকাশের সুযোগ্য ধামাধরাধিপ সংবাদদাতা মহাশয় চম্পাইনগর সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছিলেন, আমাদের তৎসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য ছিল তাহা গত ২৭ এ কার্ত্তিক তারিখে লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এক্ষণে অদ্য আবার তাঁহার লিখিত আর একখানি পত্র পাঠ করিলাম। এসম্বন্ধেও দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

১ ম। নিচানিনগর সম্বন্ধে তিনি যে বলিয়াছেন, "চম্পাইনগরের চারি ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণে মামোদরতীরে অদ্যাপিও নিচানি নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে আছে। অনুমান হয় এই স্থানেই বেহুলার পিত্রালয় ছিল" এতদুত্তরে বক্তব্য এই নিচানি ত ক্ষুদ্র গ্রাম নহে? তিনি যে বেহুলার গান অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, সেই বেহুলার গানেই নিচানি একটী বৃহৎ জনপূর্ণ নগর বলিয়া উল্লিখিত হয়। সাহের বেণে (বেহুলার পিতা) নিতান্ত হীনাবস্থ ছিলেন না। তাঁহার বৃহৎ কর্ম্মিদারী ও পরিবার ছিল। এক্ষণে যে উজানি বা নিচানি নগর আছে, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা একটী নগরই ছিল। ইহা গঙ্গাতীরের নিকটবর্ত্তী। এখানে অনেক বেণিয়া অদ্যাপি তাহাদিগকে সাহের বেণের বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এ অবস্থায় কোন্ উজানি বা নিচানি নগরে বেহুলার পিত্রালয় ছিল বলিয়া বোধ হয়?

২ য়। চাঁদসওদাগর বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার বাণিজ্য-পোত সকল বঙ্গোপসাগর দিয়া দক্ষিণ পাটনে-উৎকলের দক্ষিণাংশে গমনাগমন করিত। সমুদ্র দিয়া যে সকল তরি গমনাগমন করিত, তাহারা আহাজের মত বৃহৎ না হউক, ৮। ১০ হাজার মণ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক হইবে তাহার সন্দেহ নাই। সেই সকল তরি বা কিস্তী যে বাণিজ্য দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া সামান্য সামান্য খাল বিলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত, ইহাও যেন কেমন কেমন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে তিনি বলিতে পারেন, দামোদর দিয়া উড়িষ্যায় যাইত। কিন্তু সে কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না তাহা হইলে বাটী হইতে যাত্রা করিয়া উড়িষ্যায় যাইতে কখন আবার ঘুরিয়া আসিয়া ত্রিবেণীর দক্ষিণ শিবপুরের কালীদহে মিলন হইত না। আর এক কথা তিনি যখন জল পথে বাণিজ্য করিতেন, তখন তাঁহার অবশ্য বহুতর তরি ছিল। সে সকল তরি কোন্ নদীতে নঙ্গর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে থাকিত? ভাগলপুরের চম্পাইনগর গঙ্গার যেরূপ নিকটে, যেরূপ বা যমুনা নদী আবার গঙ্গার সহিত যেরূপ স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের গঠন দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, পূর্ব্বে বহুতর তরি এই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে নঙ্গর করিয়া থাকিত? বর্দ্ধমান জেলার চম্পাইনগরের নিকটে কোন্ নদীতে তাঁহার তরি সকল নঙ্গর করিয়া থাকিত?

৩ য়। যেখানে বাণিজ্য ব্যবসায় অধিক হয়, সেখানে প্রায়ই কোন না কোন নূতন উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, ভাগলপুরের তসর নির্ম্মিত খেস ও বাফা বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইহা অন্য কোন স্থানে হয় না। ভাগলপুরের চম্পাইনগরে চাঁদের বাটী হইলে তিনি এ বস্ত্রের ব্যবসা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু বর্দ্ধমানে সীতাভোগ লাড়ুমোকন ভিন্ন এমন কোন প্রসিদ্ধ দ্রব্য আছে যে, তিনি তাহার ব্যবসায় করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হইতে পারে?

৪ র্থ। বেহুলা নাচনী, সাহের বেণে উজানি নাম গুলি যেন এই স্থানের নাম বলিয়া বোধ হইতেছে। এ নাম কি বর্দ্ধমানে হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয়? যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য, আমরা কিম্বা সংবাদদাতা মহাশয় এসম্বন্ধে অনুমান ও যুক্তি ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে সমর্থ হই নাই। এসম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে একজন বিজ্ঞ হিন্দুর নিকট শুনিলাম, পদ্মপুরাণে নাকি এই বিষয়টী লিখিত আছে। অনেক অনুসন্ধান করিয়া পদ্মপুরাণ এখানে পাইলাম না। যদি কোন বিজ্ঞ পাঠকের নিকট পদ্মপুরাণ থাকে, ও তাহাতে সত্য সত্যই এই বিষয় লিখিত থাকে, তবে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন। নতুবা আমাদের ও সংবাদদাতা মহাশয়ের লিখিত পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করিয়া কোন্ চম্পাইনগরে চাঁদসওদাগরের বাস ছিল, তাহা বুঝিয়া লইবেন, ও আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া তাহার ফল ও যেন বিদিত করেন।

ভাগলপুর
৩ রা অগ্রহায়ণ
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

১৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশকে আমাদের বাসগ্রামে লইয়া আসিয়া আমাদিগের এবং পাঠকগণের একটী অসুবিধা ঘটিয়াছে। অসুবিধাটী এই, আমাদের এখানকার ডাক বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া থাকে। সুতরাং রবিবার রাত্রিকালে কাগজ মুদ্রিত হইয়া পরদিন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এখানকার ডাকঘরে পড়িয়া থাকে। পরদিন যে ডাক কলিকাতায় পৌঁছিবে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সুতরাং লুপলাইন মেল যাহাতিনিত্র মেল বন্ধুবন্ধি আছে সে কাগজ যাইতে পারে না। তৎপরদিন অপরাহ্ণ সে সকল কাগজ কলিকাতার ডাকঘরে পড়িয়া থাকে এইরূপে পাঠকগণের মধ্যে অনেকের কাগজ পাইতে বিলম্ব হইতেছে। আমরা যেই মাইর কেনেডলের নিকট এতদর্থ আবেদন করিয়াছিলাম, তাঁহারা বলিয়াছেন যে নানা কারণে এক্ষিমের আপাততঃ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না। পাঠকগণ একটু বৈর্য্যাবলম্বন করিবেন আমরা এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সংসারের সুখ সকল বৃদ্ধি যেমন যাঁহাদের পরিচালক দেশের স্থায়ি ফল ও শাসনের উন্নতিও সেইরূপ রাজ-ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের প্রতি আমরা প্রথম দৃষ্টিপাত করিবে। তাঁহার গুণগণ যাহা আমরা শ্রবণ-মুখে শুনিতে উত্তম লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। একদিকে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ অবসান করিলেন, সে অসাধ্য ব্রতির লোকের রক্ষা সম্পাদনে প্রবারিত করিতেছেন তাহাদিগকে স্থায়ি স্থায়ি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিলাত বিদায়। তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া পার পার সুখে পতি নিযুক্ত হইল। অন্যদিকে ভারতবর্ষের আর অবস্থারও বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বাণিজ্যে ঢাউল সস্তা হইয়াছে। এরূপ সুলভ বাজার অনেক দিন দেখা যায় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শস্যের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে আশা করি তাহাতেও অনেক দুঃখ হইবারে। এখন যেরূপ হইতেছে যদি ভগবানের কৃপায় এ বৎসর দেশ মধ্যে কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হয়, দরিদ্র লোকে একটু মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া দেশের লোকের লর্ড রিপনের প্রতি এক প্রকার ভক্তির উদয় হইয়াছে। লোকে আশা করিতেছে এই গবর্ণর জেনেরলের শাসনে তাহারা সুখে বাস করিবে। লর্ড রিপন যেমন লোকের অনুরাগভাজন হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতেছেন এরূপ অতি অল্প গবর্ণর করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতা ও ব্যবহার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছি যদি তিনি দৃঢ়তাসহকারে তদনুরূপ কার্য্য করেন তিনি আমাদের অনুরাগ ও সুখ্যাতি-ভাজন হইয়া দেশে ফিরিতে পারিবেন। এইরূপ এক এক জন রাজপ্রতিনিধির শাসন দ্বারা প্রজাদিগের রাজ-ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় এমন আর কোন উপায়ে হয় না। আমরা অদ্য পর্য্যন্ত লর্ড রিপনের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার নাম-যশঃ ও ব্যবহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা মেকটেরীর মায় তিনি অতিশয় সাবধান লোক, হঠাৎ কাহাকেও কোন প্রকার আশা দিতে চাহেন না। আশা দিয়া নিরাশ করার অপেক্ষা আশা না দেওয়া ভাল, সত্যপ্রিয় লোকের ব্যবহার এইরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান শিবা বেল মন্ত্রিসভার বাজনীতি কিংবদন্তিয়ান ভীকলা দোষে দূষিত হইতেছে, দেখিয়া অনেক দুঃখিত হইতেছেন। পরামর্শ করিবার সময় দশ বন্ধু চিন্তা কর কিন্তু কার্য্যপ্রণালী একবার নির্দ্দোষ হইলে আর কাল-বিলম্ব করা বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য নয়। চিন্তার গভীরতা অথচ কার্য্যে কিপ্রকারিতা এই দুর্লভ প্রতিভাসম্পন্ন লোকের লক্ষণ। যে সকল কার্য্যপুরুষদের চরিত্রে এই উভয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা প্রায় লোকের আশ্চর্য্যভাজন হইয়া থাকেন। আর যাহাদের উভয়ের একটীর দশ দিন যায়, কোন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বনীয় জানিয়াও যাহাদের সম্পাদন করিতে দশ দিন লাগে তাঁহাদের প্রতি লোকের সমুচিত আস্থা জন্মে না। লর্ড রিপন ভাল মানুষ। এ সংসারে ভাল মানুষের অনেক বিপদ; তন্মধ্যে একটী প্রধান বিপদ এই তাঁহারা অনেক সময় অন্যের পরামর্শ দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন। লর্ড রিপন যেন ইংরাজি ও টেম্পল শ্রেণীর ইংরাজ-দিগের হস্তের ক্রীড়নক না হইয়া পড়েন।

পশুকুলের উন্নতির উপায়

আমরা গত বারে প্রস্তাবিত করিয়া আসিয়াছি যে আমাদের দেশীয় পশুকুলের উন্নতি সাধনের উপায়াদি একবারে তাহার আলোচনা করিব।

আমরা পশুকুলের দুর্গতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ তাহাদের চরিবার স্থান সকল জনবহুল আবাদ হইয়া তাহাদের মাঠে যাওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের আহারোপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাব হইয়া যে আবশ্যক তাহা এদেশের কৃষক বা গোয়ালাদিগের সাধ্যায়ত্ত নাই, তৃতীয়তঃ বলবান পশুদের অসাবে বংশ সকল ক্রমেই হীন-বীর্য্য ও কৃশ হইয়া পড়িতেছে। পশুকুলের উন্নতির জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহাতে এই ত্রিবিধ অনিষ্ট নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডের কৃষকদিগের মধ্যে বাস করিয়া যাঁহারা সেখানকার কৃষিপ্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনা যায় যে সেখানে প্রত্যেক গ্রামের সন্নিকটে গো মেষাদির চরিবার জন্য এক এক খণ্ড ভূমি পতিত রাখা হয়। ইহাকে "কমন্স" বলে, সে ভূমিতে সর্ব্বসাধারণের অধিকার। আমাদের দেশে কি এরূপ কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যায় না? এদেশে সচরাচর দুই তিন খানি গ্রাম পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত দুই তিন খানি গ্রামের পার্শ্বে যদি এক এক খণ্ড ভূমি অকৃষ্ট রাখা যায় তাহা হইলে সেই সেই গ্রামের পশু সকল সেখানে চরিতে পারে।

এরূপ প্রস্তাব করা যায়; ইংলণ্ডের কৃষক মাত্রই নিজ ক্ষেত্রে তিন প্রকার শস্য বপন করিয়া নিজ পরিবার পালনার্থ এক প্রকার শস্য বপন করিয়া থাকে, বিক্রয় ও লাভের উদ্দেশে দ্বিতীয় প্রকার শস্য উৎপন্ন করিয়া থাকে; তৃতীয়তঃ সেই সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমিত ভূমিতে গো মেষাদির আহারোপযোগী শস্য বপন করিয়া থাকে। বাড়ীতে গো মেষাদি থাকিলে তাহাদের জন্য শস্য বপন করা কৃষকের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। কেবল যে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তাহারা ঐ কার্য্য করে তাহা নয়, এতদ্দ্বারা তাহারা যথেষ্ট লাভবানও হইয়া থাকে। সেই সকল শস্য বাহির বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে ব্যয় অধিক লাগে। আমরা এদেশে যে সকল বিলাতী বলদ ও মেষ দেখিতে পাই তাহারা এত বলিষ্ঠ কেন? এই সকল কারণেই তাহারা বলবান, সুস্থ ও সুন্দর হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকেরা ও গোয়ালারা অজ্ঞতা নিবন্ধন পশুপালনের রীতি জানে না। যাহারা নিজ নিজ পিতৃপিতৃকে পালন করিতে জানে না, তাহারা যে গৃহপালিত পশুদিগকে উপযুক্তরূপে পালন করিবে এরূপ আশা করাই অসঙ্গত। কলিকাতার পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রণালী অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তদ্দ্বারা লোকের এ অজ্ঞতা নিবারণের অনেক সাহায্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তত্ত্ব ও শিক্ষিত পুরুষ মাত্রেরই এ বিষয়ে প্রণ প্রদর্শন করা উচিত। তাঁহারা নিজ নিজ অধীনে পশু পালনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া দেশের যত লোকদিগকে সেই পথে আকৃষ্ট করুন।

তৃতীয় অভিষ্টটী নির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল আলিপুরের পশুশালাতে কেন কলিকাতার আরও স্থানে স্থানে এরূপ একটী গোয়াল নির্ম্মাণ করা উচিত। ঐ সকল গোয়ালে ভাল ভাল বিলাতি বলদ রক্ষিত হইবে। পল্লীগ্রাম ও গোষ্ঠের স্থানের চতুর্দ্দিকের যিন কোম্পানি নানা এক একটী গোয়াল নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কলিকাতার গোয়াল হইতে উৎকৃষ্ট বলদ সকল সেই সকল গোয়ালে প্রেরিত হইবে। যে সকল লোক স্বীয় স্বীয় গোরু সেখানে আনয়ন করিবে তাহাদিগের নিকট ।০ কি ।৶০ আনা শুল্ক লইলেই বলদগুলির মাসিক ব্যয় চলিয়া যাইতে পারে। কলিকাতাতে এখন অনেক লোক এইরূপ গোয়াল করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছে, সুতরাং সে প্রণালীর কিছু উন্নতি করিলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত গোয়াল সকলে বৎসতরী ও বৎস সকলকে প্রতিপালন করিয়া ক্ষুদ্র বিক্রয় ও বৎস বিক্রয় দ্বারাও অনেক লাভ করা যাইতে পারে।

আমাদের বোধ হয় এতদর্থ গাইগরু পালনের নিমিত্ত এক একটী সভা স্থাপিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি পরিবর্দ্ধিত হইবার আশা দেখা যায় না। ঐ সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া পশুগণের চারণ স্থানের বন্দোবস্ত করিবেন, উপদেশ ও গ্রন্থ প্রচারাদি দ্বারা লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন, পশুকুলের আহারোপযোগী শস্যের বীজ সংগ্রহ ও স্থানে স্থানে প্রেরণ করিবেন, পশু বংশের উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট গো মেষ প্রভৃতি আনাইবেন, স্থানে স্থানে গোয়াল খুলিয়া তাহাদিগকে সময়ে প্রেরণ করিবেন। এরূপ ১৫। ২০ বৎসর পরিশ্রম করিলে লোকের অজ্ঞতা দূর হইয়া গৃহপালিত পশুদিগের অবস্থা বাস্তবিক উন্নত হইতে পারে। এ বিষয়ে অতির সম্ভাবনা এত অল্প যে এ জন্য যদি একটী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি হয়, তাহা হইলেও তাঁহারা লাভবান হইতে পারেন। আমাদের দেশের হিতৈষী কৃতবিদ্য যুবকেরা কি করেন? তাঁহারা এই সকল বিষয়ে উদ্যোগ পরিবর্দ্ধন করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হউন।

দ্বিতীয় এতদর্থ কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইতি মধ্যে পল্লীগ্রাম মধ্যেই যদি দুগ্ধ প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। গোপগণ যথেচ্ছ জল মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছে, তাহাও পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয় অভিষ্ট নির্ব্বাহন না হইলে এ দুষ্কর আর পাওয়া যাইবে না। ইংরাজ মুসলমান প্রভৃতি জাতিরা নাসাশী, তাহাদের দুগ্ধ না হইলেও চলে। কিন্তু দুগ্ধই বঙ্গবাসিদিগের এক মাত্র সারবান পদার্থ, এ দুগ্ধ যদি দুষ্প্রাপ্য হয় আমাদের বালকবালিকাদিগকে বাঁচান দুষ্কর হইবে আমাদেরও স্বাস্থ্য রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

ইংলণ্ডীয় রাজনীতি এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতি এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ হইয়াছে যে একের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় অপরটীর বিচারও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই জন্য আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডীয় রাজনীতির অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু কোন জাতির আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত না হইলে তাহার রাজনীতির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হওয়া যায় না। দেশের মধ্যে কত শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের কাহার কত বল, কাহার কিরূপ অবস্থা; পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ এ সকল নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা অদ্য ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব, পাঠকগণ যদি সেগুলি স্মরণ করিয়া রাখেন তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় রাজনীতি বুঝিবার পক্ষে অনেক সাহায্য হইবে।

ইংলণ্ডের সমাজকে যদি ভূপৃষ্ঠের সহিত তুলনা করা যায় তাহা হইলে ভূস্তরের ন্যায় এই সমাজদেহও চারি স্তরে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম, রাজবংশ; দ্বিতীয় ভূস্বামিগণ, তৃতীয় উকীল, বণিক, শিক্ষক প্রভৃতি স্বাধীনবৃত্তি দ্বারা শ্রেণীর লোক, চতুর্থ শ্রমজীবিগণ। এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেকের অবস্থা ও ভাব কিরূপ তাহা আমরা ক্রমে বর্ণন করিতেছি।

ইংলণ্ডে রাজপরিবারের প্রতি লোকের ভক্তির অভাব নাই; কোন রঙ্গভূমিতে বা প্রকাশ্য স্থানে যদি আমাদের যুবরাজ পদার্পণ করেন তাঁহার পদার্পণ মাত্রেই সকলে মস্তক অনাবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। রাজপরিবারের সন্তানদিগেরও বিলক্ষণ অহঙ্কার আছে। তাঁহাদিগের সহিত মিশিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যাই অল্প। অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদিগকে থাকিতে হয়। রাজকার্য্যের ভার উপযুক্ত মন্ত্রিদিগের হস্তে থাকাতে, আমোদ প্রমোদই ইঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যের মধ্যে হইয়া পড়ে, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজবিধি এরূপ যে কার্য্যতঃ এই রাজবংশের কোন শক্তি নাই। ইঁহারা কোন নূতন রাজবিধি প্রচার করিতে পারেন না; প্রজাদিগের অমতে কোন রাজবিধি রহিত করিতে পারেন না; প্রজাকুলের অনুমতি ভিন্ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; কোন নূতন কর গ্রহণ করিতে পারেন না। নামে ইঁহাদের মাত্র নিয়োগের ভার আছে, নামে ইঁহারা কোন রাজবিধি অনুমোদন করিতে পারেন কিন্তু সে অধিকার থাকিয়াও নামমাত্র হইয়াছে। এ সকল কার্য্যেও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পার্লামেণ্টের ও প্রজাদিগের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হন, আমাদের মহারাণীর এরূপ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে প্রজাদিগের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে হইল। সে ইচ্ছা অবহেলা করিতে তিনি সাহসী হইলেন না।

রাজবংশের পরেই ধনী সম্প্রদায়। ইঁহারাই ইংলণ্ডের ভূস্বামী। আমাদের দেশে যেমন গবর্ণমেণ্টই সকল ভূমির অধিস্বামী, তাঁহারা ভূমি সম্বন্ধে যাহাকে যে অধিকার দিয়াছেন, সেই তাহা পাইতেছে। জমিদারদিগকে চিরস্থায়ী স্বত্ব না দিলে যেমন তাঁহারা সে অধিকার পাইতেন না, ইংলণ্ডে সেরূপ নয়। ধনীরাই ভূস্বামী। গবর্ণমেণ্টকে সে লাভের অংশ দিতে হয় না। আমাদের দেশে যেমন ভূমির রাজস্ব বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন আয়ের দ্বার নাই। এই প্রথার মর্ম্ম যদি অন্বেষণ করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সংক্ষেপে বলা উইলিয়ম যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তখন তাঁহার সমবেত অনেক গুলি ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লোক যখন পরাজিত হইল তখন তাহার সমুদয় ভূমি উক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত বন্ধুদিগকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা উইলিয়মকে আপনাদের অধিপতি স্বীকার করিয়া যুদ্ধকালে সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই মাত্র। এই প্রথা বংশপরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া ধনীদিগকেই প্রকৃত ভূস্বামী করিয়া তুলিল। জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম প্রচলিত থাকাতে এক এক ধনী পরিবার দুই শত, চারি শত, ছয় শত, আট শত বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রাজাকে ভূমির জন্য কর দিতে হয় না অথচ ভূমির দিন দিন উন্নতি হইয়া ভূমির আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে সুতরাং ধনীদিগের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইয়া আসিয়াছে। এই ধনিগণ এক সময়ে ইংলণ্ডের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইঁহারা প্রবল থাকাতে, এবং রাজার নিজের ভূমি বা সৈন্য না থাকাতে, রাজাদিগকে সর্ব্বদা ইঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। সেই জন্য রাজা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন নাই; ইঁহারা সে পথে

অনেক সময় প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ইঁহাদের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইঁহারা শিক্ষা ও বিদ্যা বুদ্ধির অঙ্কুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন। দেশ মধ্যে যে সকল উন্নত ও উন্নয়ন মত দিন দিন অগ্রসর হইতেছে তাহার অধিকাংশের সহিত ইঁহাদের যোগ নাই; ইঁহারা সভাসমিতির সভাতে বসিয়া থাকেন; সেখানে উন্নতির প্রতিপক্ষ লোকের সংখ্যাই অধিক। তথাপি দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত লোকের ইঁহাদের প্রতি এখনও আস্থা আছে, গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিমাণে ইঁহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়।

তৃতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইঁহারাই ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইঁহাদের অধিকাংশ শিক্ষিত, বিদ্যান, বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ স্বাধীনচেতা পরিশ্রমী ও উদ্যোগী। কর্ম্মচারিদিগের সকল শ্রেণীর মধ্যেই ইঁহারা সংগঠিত। রাজবিধি প্রণয়ন, রাজবিধি সংশোধন প্রভৃতি কার্য্য ইঁহাদেরই কার্য্য। ইঁহারা যাহা করেন, তাহা অন্যথা করিতে পারে এমন কাহারও সাধ্য হয় না। ধনিসন্তানদিগের মধ্যে যাঁহাদের নাম যশের বাসনা থাকে, তাঁহারিগকে এই শ্রেণীর মতের অনুসরণ করিতে হয়। সাধারণ- সেই প্রবৃত্তি সেবক লোক।

চতুর্থ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংলণ্ডের অনেক গরীব পুরুষ অবস্থা ভাল নহে। শিক্ষার অভাবে ইঁহারা নানা প্রকার পাপাচারে রত থাকেন, অন্নচিন্তায় আকুলিত। অন্যান্য উন্নতি দেখিতে পারিত না। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি সদাশয় ব্যক্তি ইঁহাদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। দেশের সকলেই ইঁহাদের অবস্থার কথা, ইঁহাদের জন্য পাঠশালার, উপাসনা মন্দির ইঁহাদের জন্য বিশ্রাম স্থান, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে। এই সকল উপায়ে ইঁহাদের অনেক নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দেশের মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছে। আর এখানে গবর্ণমেণ্টের যে কয় পরাজয় দেখি হয় তাহা এই সকল লোক থাকে। ইঁহাদের শিক্ষা এবং সকল স্থানে ইঁহাদের সংখ্যা অধিক সেই সকল স্থান যেন নিম্নবর্ত্তিদিগের এক একটী দুর্গের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক অদ্যাপি ইংলণ্ডের সমাজকে ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য হইতে হইলে যে পরিমাণ ধনের প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ ধনবানের প্রয়োজন হয় না। যে সে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে মত দিতে পারে না; ধনের একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তৎপরিমিত ধন থাকিলেই এক জনের মত দিবার অধিকার হয়। ইংলণ্ডের লোকের নিকট ধনের ও ধনীর বড় আদর। এই কারণে ভারতবর্ষে ইংরাজেরা যখন আসেন তখন মনে করেন, তাঁহাদের দেশে ধনীরাই যেমন সাধারণ লোকের নেতা, এখানকার ধনীরাও তেমনি দেশের আধিপত্য করেন। কিন্তু তাঁহাদের দেশে ধনীদের প্রভাব যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত এদেশে সেরূপ নয় এ কথাটী তাঁহারা বিস্মৃত হন।

ফৌজদারী আদালতের বিচারপতিদিগের সাবধান হওয়া উচিত।

কলিকাতার গোরুর গাড়িওয়ালারা মধ্যে মধ্যে মহাজন দিগের মাল সহিত গাড়ি লইয়া পলায়ন করিয়া থাকে। অনেক সময়ে তাহাদিগের আর উদ্দেশ পাওয়া যায় না, অথচ এই বদমায়েস দিগকে ধৃত করিতে না পারিলে পুলিসের নিন্দা হয়। এই কারণে পুলিসের নিম্নতন কর্ম্মচারীগণ অনেক সময়ে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দোষী প্রতিপন্ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বাহাদুরী লইবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট বি, এল গুপ্তের নিকট এইরূপ একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাক্ষ্য সমালোচন করিয়া তিনি নিজে বিশেষ অনুসন্ধানের পর পুলিসের চালানী মকদ্দমা ডিস্মিস করিয়াছেন।

ফৌজদারী আদালতের বিচারপতি দিগের এই ঘটনা হইতে একটী উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। ফৌজদারী আদালতে সচরাচর যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা পুলিসের হস্ত দিয়া গিয়া থাকে। যে পরিমাণে অপরাধী লোক ধৃত ও দণ্ডিত হয় পুলিসের কর্ম্মচারীগণ সেই পরিমাণে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। যে পুলিস বিভাগে দণ্ডিত লোকের সংখ্যা অধিক হয় সেখানকার ইনস্পেক্টর জমাদার প্রভৃতির বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং যে বিভাগে উক্ত সংখ্যা অল্প হয় সেখানকার কর্ম্মচারী দিগকে মাসুলা ভোগ করিতে হয়। এই কারণে বিশেষ আসামীর দণ্ড হয় পুলিস সতত সেই চেষ্টায় থাকে। যদি পেটুক অপরাধী ব্যক্তি ধৃত হয় ভালই, না হয় কোন একজন নিরপরাধী ব্যক্তিকে ধরিয়া মিথ্যা সাক্ষী সাজাইয়া আইন অনুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে। পুলিস যে প্রকারে কার্য্য করেন তাহা নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে। কোন গুরুতর চুরী হইয়াছে, পুলিসের ইনস্পেক্টর বা জমাদার সংবাদ পাইয়া অনুসন্ধানার্থ উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই প্রথমে গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোনও ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হয় কি না? গৃহস্থের সহিত যদি তাহার শত্রুতা বা সম্পর্ক থাকে তো সেই নাম বলিয়া দিল। পুলিস দুই এক দিন ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া যখন কিছু করিতে না পারিলেন তখন দুই কি তিন জন সাক্ষী ঠিক করিয়া মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। সন্দেহের উপর সেই নিরপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত ও বিচারার্থ প্রেরিত হইল। নিম্ন আদালতে গবর্ণমেণ্ট পুলিসের লোকের কথা, সুতরাং কোন্ মকদ্দমাতে কোন্ ওজর প্রয়োজন হয়, কোন্ কথা কোন্ স্থলে বলিতে হয় তাহারা উত্তমরূপ জানে। তাহারা যে নিখুঁত মকদ্দমা সাজায় অতি বিচক্ষণ বিচারপতিরাও অনেক সময়ে তাহার মধ্যে দোষ ধরিতে সমর্থ হন না।

এই কারণে আমরা পুলিসের ফৌজদারী আদালতের বিচারপতি মাত্রেরই কলিকাতা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত বোধ করি। কার্য্যতে দুই ভাবে মকদ্দমার সত্যতা বিচার করিবার বিধি আছে। প্রথম ভাব এই, যত দিন কোন ব্যক্তির দোষসিদ্ধির প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন তাহাকে সাধু ভাবিয়া কার্য্য করা। দ্বিতীয় ভাব এই যত দিন না কাহারও সাধুতার পরিচয় পাওয়া যায় ততদিন তাহাকে অসাধু ভাবিয়া তদনুরূপ আচরণ করা। এদেশীয় আইনে বিচারপতিদিগের প্রতি এই আদেশ আছে যে তাঁহারা পরোক্ষপক্ষে কাহাকেও দোষী ভাবিবেন না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় পুলিসের কথাবার্ত্তা শুনিয়া কার্য্য করিবার সময় বিপরীতভাবাপন্ন হওয়া কার্য্য করা ভাল। কারণ পুলিসের নিম্নতন কর্ম্মচারীর অধিকাংশই বদমায়েস ও অপরাধী লোক মকদ্দমা উপস্থিত করে তাহা মিথ্যা এই সংস্কার জন্মান তাহাদের কর্ত্তব্য বিচারকার্য্যের প্রথম অঙ্গ বিশেষ। আমাদের এই সংস্কার বিচারপতিগণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইলে পুলিসের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবার আশা নাই। ইংলণ্ড অজ্ঞ অসহায় ও দরিদ্র লোক দিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে আমরা সেরূপ না হইলে ইহাদের দুর্দ্দশার শান্তি না হইল ইহাদের চৈতন্য হইবে না।

ব্রাহ্মণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কথা।

আমাদের পাঠকবর্গের অনেকে বোধ হয় এখনও আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন নাই। সে কারণটী এই; ইংলণ্ডে এরূপ প্রথা আছে যে কৃষকামী স্বীয় ব্যয়ে নিজ ভূমির উন্নতির জন্য যাহা

দেওয়া বেহা প্রভৃতি বাঁধিয়া দিয়া থাকেন কিন্তু আয়র্লণ্ডে সে প্রথা নাই। সেখানে প্রজাকে ভূমির আবাদ করিয়া যাইতে হয়। ভূমি ভূমির কর সম্বন্ধে কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই। জমিদার ইচ্ছা করিলে কর বৃদ্ধি করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলে একজন পুরাতন প্রজাকে উঠাইয়া নূতন লোককে সেই ভূমি অর্পণ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহারিগকে তাড়াইবার সময় ভূমির উন্নতির জন্য তাহাদের যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দিবার নিয়ম ছিল না। এজন্য অনেক দরিদ্র প্রজার অনেক ক্লেশ হইত। এই যাতনা বহু কাল অনুভব করিয়া আসিতেছিল। অবশেষে বিগত ১৮৭০ সালে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিদল এক নূতন রাজবিধি প্রণয়ন করিয়া এই নিয়ম করেন যে কৃষ্ণাঙ্গিগণ বাকি খাজনা দিতে অক্ষম হইলে কোন প্রজাকে তাহার ভূমি হইতে দূর করিতে পারিবেন না। যদি ধনাঢ্যক ভূস্বামী কোন প্রজাকে ভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয়িত অর্থের জন্য নালিশ করিতে পারিবে। এই রাজবিধি প্রচলন অবধি কৃষ্ণাঙ্গিগণ আর এক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক স্থলে খাজনা হার বৃদ্ধি করিতেন। প্রজারা সহজে দিয়া উঠিতে পারিত না, সুতরাং তাহাদিগকে ঋণী হইতে হইত। খাজনা বাকি পড়িলেই সেই ছল করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ চলিয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে দুই বৎসর শস্য হইল আবাদ দেখে ভূমির উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ হেতু পতিত প্রজাকে অনেক প্রজা খাজনা দিতে সমর্থ হয় নাই। কৃষ্ণাঙ্গিগণ এই সুযোগ পাইয়া চারিদিকে প্রজাদিগকে নিজ নিজ বাকি খাজনার জন্য তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রজারা এতদিন স্বীয় স্বীয় ভূমির উন্নতির জন্য যে কিছু ব্যয় করিয়াছে তাহার তাহা দিতে চাহিতেছেন না। প্রজারা এই উপায়ে নিঃস্ব প্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান মন্ত্রিদলের আন্তরিক ইচ্ছা যে প্রজাদিগের প্রতি এরূপ উৎপীড়ন না হয়, এবং সেই জন্যই তাঁহারা একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিতেন। প্রজা ভূমির উন্নতির জন্য যে ব্যয় করিয়াছে তাহা দিতে বাধ্য করা ইহাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল। মন্ত্রিদিগের সদুদ্যমে এই আইন অধ্যবসায় হইয়াছে। ইহাদের বিষয় পাঠকগণ জানেন।

ভূস্বামিগণ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। মন্ত্রিদিগকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত সভা করিতে হইয়াছে। ভূস্বামিগণ বলিতেছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের শত্রু, তাঁহাদিগের দুঃখই চাহিতেছেন, ভূস্বামিদিগের সুখ আর চাহিতেছেন না। ওদিকে আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকটি সভ্য তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট পার্লেমেণ্ট প্রতি কতিপয় অধিনায়ক স্বরূপ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া বিদ্রোহের উত্তেজনা করিবার অপরাধে রুদ্ধিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যদি এ সকল নায়ককে শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইলে ফিনিয়ানদিগের এত প্রাদুর্ভাব হইতে না দিলেই হইত। ইঁহারা যখন অগ্নিময় বাক্য সকল উদ্গীরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল তখন ইঁহাদিগের গতিরোধ করিবার কোন চেষ্টা হইল না। এখন লোক সকল ক্ষিপ্তপ্রায় ও মিতস্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, এ সময়ে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেই লোকের আর উত্তেজনার সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এই বিদ্রোহাগ্নি প্রকাণ্ড দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং তখন প্রকৃত শান্তির সময় ঘোষণা বারীত পুনঃ শান্তি স্থাপনের উপায় থাকিবে না।

ইংলণ্ডের ডেলিনিউস নামক পত্রের একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহী প্রজাগণ বিগত উপায়ের সহিত তুল প্রদর্শন করিতেছে। তাহারা বলিতেছে গবর্ণমেণ্ট যদি বল প্রকাশ করেন তাহারাও আমেরিকা হইতে ফিনিয়ান সাহায্যার্থ বিদ্রোহীদিগকে আহ্বান করিয়া বলের দ্বারা বলের নিবারণ করিবে। উক্ত পত্র প্রেরক আরও বলেন যে আমেরিকার কোন স্থানের একজন লোক একজন প্রজাকে একখানি লম্বন পাঠাইয়াছিল। প্রজাদিগের মধ্যে এরূপ আশ্চর্য্য মতের ঐক্য হইয়াছে যে সেই আমেরিকা হইতে আগত লম্বন পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহার ভোগে কেহ মনুষ্য করিতে আইসে না। তাহাকে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া সপরিবারে মহতের কার্য্য করিতে হয়, বাজারের কোন লোক তাহাদিগকে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করে না। পাড়ার বা পাশের কোন লোক তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহে না। এই প্রকারে একপ অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে যে সে হতভাগ্য ব্যক্তিকে হয় না বিবাহে অন্যত্রে যাইতে হইবে নয় আয়র্লণ্ড ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইতে হইবে। ওদিকে পাঁচ দিন পুলিসের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গাম বাঁধিতেছে। রিউটার তারযোগে সংবাদ দিয়াছেন সম্প্রতি এক স্থানে এইরূপ দাঙ্গা উপস্থিত হইয়া অনেক গুলি পুলিস কনষ্টেবল হত ও আহত হইয়াছে। ভূস্বামী ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে গুলি করিয়া মারিবার জন্যও অনেক লোক ফিরিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া বিচার করা গবর্ণমেণ্টের যুক্তি সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। প্রজাদিগকে স্বরায় দুঃখ নিবারণের আশা দিয়া পূর্ব্বোক্ত আইনটী আর এক আকারে পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিলে ভাল হইত। তাহা হইলে তাঁহারা প্রজাদিগের চক্ষে শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। আমাদের বোধ হয় আয়র্লণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি ফরষ্টার সাহেব ওই সময়ে কিঞ্চিৎ অধীরতা প্রকাশ করিয়া বিপক্ষকে বলবান বর্দ্ধিত করিয়াছেন। প্রজার দুঃখ নিবারণ করা যখন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল তখন তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করিলেই হইত।

বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা।

বঙ্গ দেশের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্‌ট সাহেব একজন চতুর ও দক্ষ লোক তিনি গত বৎসরে শিক্ষা বিভাগের যে ব্যয় অনেক কমাইয়াছেন। শিক্ষা বিভাগে যে ব্যয় হয়, পূর্ণ পূর্ণ বৎসর গবর্ণমেণ্টকে প্রায় তাহার শতকরা ৪৮ ভাগ দিতে হইত, ক্রফ্‌ট সাহেবের বন্দোবস্তের গুণে সেই ব্যয় প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ দাঁড়াইয়াছে। ডাইরেক্টর সাহেব সকল বিভাগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় লাঘব করিয়াছেন অথচ পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা এবৎসর ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪৩১৮ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৩৭৮৭ ছিল, গত বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮৩১৬ এবং ছাত্র সংখ্যা ৮১১৩৮ দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অথচ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের অংশ হ্রাস হইতেছে; এরূপ ফল সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তির সন্দেহ কি, ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে দেশের লোকের ক্রমেই শিক্ষার আদর বাড়িতেছে।

লোকের শিক্ষার প্রতি যেরূপ আদর বাড়িতেছে মফস্বলের কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা সেরূপ বাড়িতেছে না এজন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কারণ এই, বালকদিগের সংস্থা আছে মফস্বলের কলেজগুলিতে ভাল পড়া হয় না। সেখানকার অধ্যাপকগণ সেরূপ কৃতবিদ্য লোক নহেন, সুতরাং তাহারা কলিকাতার প্রেসি-

ডেন্সি কলেজে আসিবার চেষ্টা করে। বালকদিগের এ সংস্কার নিতান্ত অমূলক নহে। গবর্ণমেণ্ট ভাল ভাল লোকগুলিকে কলিকাতায় রাখিয়া দক্ষতা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত হীন ব্যক্তিদিগকে মফস্বলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহার উপর আবার অধ্যাপকগণ সপ্তাহে ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। ইহার উল্লেখ করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, শিক্ষা বিভাগের গ্রেডেড প্রোফেসারের সংখ্যা বর্দ্ধিত না করিলে চলিতেছে না। অধ্যাপকগণ বিদায় লইলে, অল্প সময়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহাতে অনেক দিকে অসুবিধা ঘটে। মফস্বল কলেজে পাঠের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত না করিলে,বালকদিগের সেখানে থাকিবার প্রবৃত্তি হইবে না। মফস্বল কলেজের কথা দূরে থাকুক, কলিকাতাতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ব্যতীত আর যে কয়েকটী কলেজ আছে তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা অধিক নহে। তাহার একটীও চালাইতে উঠিয়া গেল। ছাত্র গণকে প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসে ১২ টাকা বেতন দিতে হয়। অপরাপর কলেজে ৫ টাকা দিলেই প্রবেশ করা যায়। ১২ টাকা দিয়া পাঠ করিতে হয় তথাপি বালকেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইবার ইচ্ছা করে। ইহার কারণ এই প্রেসিডেন্সি কলেজে টমি সাহেবের ন্যায় পণ্ডিত ও শিক্ষাকার্য্যে পটু ব্যক্তিরা শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত না করিলে মফস্বল কলেজগুলির উন্নতি হইতেছে না।

এই রিপোর্টে মধ্যে আর একটী বিষয় দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করা গেল। ডাইরেক্টর সাহেব বলিয়াছেন যে গত ৫ বৎসরের মধ্যে বেহার প্রদেশের লোকের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। গ্রাম্য সমুদায় স্কুলেই ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এবং ঐ সকল ছাত্র বেহারবাসি হিন্দুদিগের সন্তান। রিপোর্টার অনুমান করেন যে ছাত্রের সেখানে বহুল পরিমাণে গ্রাণ্ট ইন এড দিতে হইতে। বেহারের লোকের এরূপ বিষয়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কে না সুখী হইবেন। শিক্ষার অভাবে বেহারের লোকদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। শিক্ষার উন্নতি ভিন্ন সে অবস্থা দূর হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন হঠাৎ বেহারবাসিদিগের শিক্ষা বিষয়ে এত উৎসাহ বাড়িল কেন? ইহার কিছু কারণ আছে। কিছুদিন হইতে কতকগুলি বেহারি যুবক ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা স্থানের আদালতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা যেখানে যেখানে আছে, বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। দেশের সাধারণ লোক সর্ব্বদা আদালতে গতায়াত করে, তাহারা এই সকল যুবকের উন্নতি দিন দিন স্বচক্ষে দেখিতেছে। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার প্রতি তাহাদের আদর বাড়িতেছে আমাদের এইরূপ অনুমান হয়।

এই রিপোর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকগণ আর একটী বিষয় দেখিতে পাইবেন। মুসলমানদিগের ও পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষার প্রতি আদর বাড়িতেছে। তাঁহারা বেশ মনযোগী হইয়া থাকেন ইহা আমাদের উক্তি নয়। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহের উল্লেখ দেখিয়া দেশ-হিতৈষী মাত্রেই সুখী হইবেন।

যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে সাহায্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। সে উদ্দেশ্যটী এই, দেশের লোকে যে পরিমাণে আপনাদের শিক্ষার সহায় আপনারা হইবে সেই পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট দায় হইতে অবসৃষ্ট হইবেন। অবশেষে শিক্ষার জন্য আর গবর্ণমেণ্টকে অধিক ভারগ্রস্ত হইতে হইবে না। যে ভাবে দিন দিন শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে আর ২৫। ৩০ বৎসরে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের ভার এখনকার চারিভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ডাক্তার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের স্থাপিত সংগীত বিদ্যালয় গুলি ক্রমে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। কলিকাতাতে এবং অপরাপর স্থানে যে দুই একটী শাখা বিদ্যালয় ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। বোড়াসাঁকোস্থিত প্রধান বিদ্যালয়টীরও অবস্থা আশা জনক নহে। বিদ্যালয় গুলির এরূপ দুর্গতির কারণ কি? সৌরীন্দ্র বাবুর কি এ গুলির প্রতি মনোযোগের ত্রুটী হইতেছে অথবা ইহার অন্য কোন কারণ আছে? আমাদের বোধ হয় এদেশের লোকের সংগীত বিদ্যার প্রতি অনাদরই বিদ্যালয় গুলির হীনাবস্থার কারণ। সাধারণ লোকে দুই প্রকার কারণে একটী নূতন বিদ্যা শিক্ষা করে। প্রথমতঃ যদি তাহাতে কোন প্রকার অর্থ লাভের সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়তঃ যেটী দ্বারা যদি সমাজ মধ্যে সম্ভ্রম লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে। যে বিদ্যা অর্থ করী নয় তাহাও লোকে সভ্য সমাজের অনুরোধে শিক্ষা করিয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাঁহারা সংগীত শাস্ত্র বিশারদ তাঁহাদের বিদ্যা অর্থাগমের একটী প্রধান উপায় স্বরূপ। আবার যাঁহারা উক্ত বিদ্যা দ্বারা অর্থ লাভ করিবার আশা নাও করেন তাঁহাদের পক্ষেও সভ্য সমাজে বলিবার নিমিত্ত উক্ত বিদ্যার প্রয়োজন হয়। তাঁহাদের সমাজ মধ্যে একজন সুগায়ক বা বেহালা অপরাপর গুণের মধ্যে সংগীত বিদ্যা একটী প্রধান গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকেন তাঁহাকে সমাজ মধ্যে সময়ে সময়ে লজ্জা পাইতে হয়। আমাদের দেশে অদ্যাপি বহুদিন লোক সমাজে ঘৃণিত কার্য্যরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। লোকের এ সংস্কার অদ্যাপি দূর হয় নাই। যে সকল দেশে এমন স্থান অতি অল্প আছে যেখানে সায়ংকালে সংগীত বা বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি শ্রুত হয় না। সুতরাং কিয়ৎপরিমাণে সংগীত বিদ্যার চর্চ্চা করা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমাদিগের সে সকল কারণ না থাকাতে ইহার চর্চ্চার জন্য লোকের আগ্রহ নাই। এই কারণেই বোধ হয় সংগীত বিদ্যালয় গুলির প্রতি লোকের মনোযোগ হইতেছে না। যাহা হউক সৌরীন্দ্র বাবু এবিষয়ে উদাসীন হইলে এ চর্চ্চা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাঁহার ন্যায় লোকের যত্ন থাকাতেই এই কয়েক বৎসরে লোকের রুচি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ে তাঁহার যত্নের শিথিলতা হইলে লোকেরও উৎসাহের হ্রাস করিবে।

যাহারা বলেন তারাপ্রসন্ন গুরুর এই বাক্যের সার্থকতা আমরা প্রায় পুলিস হইতেই পাইয়া থাকি, তাহাদের বিষয় কর্তৃপক্ষ পুলিসের বোধ কিছুই দেখিতে পান না। পুলিসের গুরুগিরী অত্যাচারের কথা শুনিলে অত্যন্ত উপস্থিত হয়, পুলিস বিভাগের কর্ত্তারাও বোধ হয় ইহা শুনিয়া, ও পুলিস বিভাগে যেরূপ ভয়ঙ্কর অনিষ্ট এরূপ আর কোন বিভাগেই নহে। অনেকে আমাদিগের নিকট পুলিসের অত্যাচারের বিষয় লিখিয়া থাকেন, কিন্তু পুলিসের লোকের প্রত্যুপকার প্রকৃত বিষয় সপ্রমাণ হয় না বলিয়া আমরা অনেক সময়ে অনেকগুলি চিঠি পাইয়া পুলিস কর্ত্তাদিগের ও কিরণ অত্যাচারী ব্যবহারজীবের হস্তাক্ষরটী পাঠ করিলে পাঠ করিতে পারিবেন। কিছু দিন হইল বরাহনগরের বনমালী ঘোষ করিয়া কোন বেশ্যার নিকট গমনাগত করিত বলিয়া তাঁহাকে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল। এরূপ বনমালী প্রাতঃকালে তাহার বাটীতে বসিয়া ব্রাণ্ডির হুকার তামাক খাইতেছিল; এমন সময় ডেপুটিবাবু বাবু তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন উঃ ব্রাণ্ডির হুকায় যে বড় তামাক খাইতেছিস্? কেন বনিল ঠাকুর বেশ্যালয়ে আমার তাকি বিচার কি?

হেড কনষ্টেবল বাবু তাহার এক সমান ভূত্য দুটীয়া যান এবং তাহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথা কহেন। শুনা যাইতেছে, সেই হেড কনষ্টেবল গাহাকে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে বিভুমিন বাবু নেমাণী একরা সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণির ঘাটের দিকে বেড়াইতে যান, হেড কনষ্টেবল উহা দেখিয়া এক ব্যক্তি দ্বারা তাহাকে থানায় ডাকাইয়া আনেন এবং নানাপ্রকার তোপকথনের পর তাহাকে সমাক মারিতে বলেন, সে তখন সমাক মারিয়া হুকের কিয়ৎ আগুন আনিতে যায় সেই সময়ে একজন পুলিস আসিয়া তাহার মুখে কাপড় বাঁধে আর হেড কনষ্টেবল সাহেবের হুকুমমত তাহাকে জুতাপেটা করিতে থাকেন। যখন সে অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ে সেই সময়ে তাহাকে রাস্তার ধারে ফেলিয়া দেয়। ঘটিকার সময় একজন ভদ্রলোক নিকট যাইতেছিলেন, তিনি ইহার যাতনা দেখিয়া মাতাল মনে করিয়া পুলিসে খবর দেন ডিব লোকেরা মাতাল বলিয়া তাহাকে তাহার বাটীতে প্রেরণ করে। ঐ রাত্রিতে বমনাবেগে কয়েকবার রক্ত বমন হয় ও মল মূত্রের সহিত রক্ত দেখা যায়। শরীরের বেদনায় সে অচৈতন্য হইয়াছিল। শুক্রবার তাহাকে চিৎপুর হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয় সে অবধি বিরাম করেক বার রক্ত বমন করে। ইহার উপর তাহার জ্বারের জ্বর হয়। শনিবার আর পাঁচ বার রক্ত বমন করিয়া পরলোকগত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু অনেক স্থানে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে এই মাতালী মৃত্যুকালে তাহার হত্যাকারীদিগের নাম নির্দ্দেশ করে ও সনাক্ত করিয়া যায়। কাজেকাজে সাক্ষ্যের সাক্ষ্যেও পুলিসের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে।

ভ্রমণকারীর পত্র।

বাঁকিপুরে একটী বাজার, চাকমান, খেলা, পশুশালা আছে ও ফিল্লহারমনিক আছে। তাহাতে প্রায় ৩০ জন ছাত্র বাস করেন। কলিকাতা ফিল্লহারমনিক ছাত্রেরা যেমন আহারাদির মাসিক নির্দ্দিষ্ট হার দিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, এখানে সে প্রকার ব্যবস্থা নাই। এখানকার ছাত্রেরা আপনাদিগের খরচের হার আড়াই টাকা করিয়া দেন এবং আপনাদিগের আহারের বন্দোবস্ত আপনারা স্বয়ং করেন, শনিবার, পূর্ব্বে এখানে একপ্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল কিন্তু এখনকার কর্ত্তাদিগের চৌরাত্ম্যে সে রীতি রহিত হইয়াছে। কর্ত্তারা যে সামগ্রী এত টুকি করিয়াছে তাহাদিগকে আহারে থাকিতে হইত। এই নিমিত্ত ছাত্রেরা খরচের করিয়া পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত রীতি রহিত করিবার চেষ্টা একটী অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ ইহাদের অধিকা। যাঁহাদিগকে উপরে নিম্নে করিতে হয়, তাঁহাদিগকে প্রায়ই এই অভিযোগ করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বে "গ্রো অপরেটিভ" কোম্পানি যে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল কর্ত্তাদিগের চৌর্য্য দোষই তাহার প্রধান একটী ব্যক্তি এক দিবস গল্প করিলেন, "গ্রো অপরেটিভের" কর্ত্তারা যখন কর্ত্তাদিগের চৌর্য্য দোষের কথা জানিতে পারিয়া বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, তখনও তাহারা সম্পূর্ণ চৌর্য্য পরিত্যাগ করে নাই। তখন তাহারা যি তিনি মহলা একত্র করিয়া ভেলা পাকাইয়া গিলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, চৌর্য্য উহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয়েরা আফিস যে নিতান্ত পোড়নীয় চীনাবাজারে হয়ে, এটী তাহার অন্যতর প্রমাণ। সমাজের উন্নতি ব্যতিরেকে এ দোষের সংশোধন হওয়া কঠিন। এখনকার সমাজের উন্নতি এখনও বহুদূরবর্ত্তিনী। বিস্তারিতরূপে লেখা পড়ার চর্চ্চা ব্যতিরেকে সে উন্নতির সুখাবলোকন সম্ভাবিত নহে।

আমরা গত শনিবার প্রাতঃকালে আফিস খানা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তথায় ঘুষ কাণ্ড। শুনিলাম, এই বেহারবিভাগে মাটি পরিষ্কার করা অফিসের উৎপন্ন হয়। দেখিলাম, কাটোয়ার উপরে অনেক অফিসের ভাল সজ্জিত করা রহিয়াছে। এক একটী আরো এক এক প্রকার উচ্চ অফিসের আছে। চাপরাশ অফিসের উপরে উচ্চ চড়ান আছে। ঐরূপ চড়ান থাকাতে অফিসরের উপর কোন প্রকার বিকার নাই। সুবিধামত কোন পাকে বসিয়া তাহাদিগে নজর করা যায়। নকল হইলে উহা ফমাইয়া কটীমত পরিষ্কার করে। এই সকল অফিসরের ভাল চীন দেশে পরিচিত হইবে। এক এক তালে কত চীনের যে এক সর্ব্বনাশ করিবে বলা যায় না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট একদিকে সবল ব্যক্তির শুভকর বিধান করেন, কিন্তু স্বয়ং সকলে অসহায় লোককে বিশ মার করিতেছেন। ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় নয়। চীন দেশে অফিসের প্রেরণ করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আফিস প্রেরিত হয় নাই। এখনও বিস্তর মজুর শুকায়ে কাজ করিতেছে। শুনিলাম, মেঘ হল মাসে যখন গাম হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী হয়, তখন ৭।৮ হাজার মজুর এখানে খাটিয়া থাকে। বিস্তর গাড়ি ঘোড়ার ও ঘুড়ক প্রভৃতির ভিড় হইয়া থাকে। সে সময়ে এখানে মহাসমারোহ কাণ্ড উপস্থিত হয়। আমরা মজুর বালকদিগের একটী শিক্ষা-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। প্রায় ১০। ১২ হাত উচ্চ কাঠের অঙ্কের উপর হইতে অটোরা সহিত অফিসের মাল একজন ফেলিয়া দিল, আর একজন তাহা অনায়াসে লুফিয়া লইল। মন মন এইরূপ করিল, কিন্তু একবারও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল না, কোন দ্রব্যে আঘাতও লাগিল না।

আমি উপরে যে অফিসের হালের কথা বলিলাম, সে গুলি বাক্স বন্দী করিয়া চীনদেশে প্রেরিত হয়। সেই বাক্স প্রস্তুত করিবার জন্য তক্তা কাটিবার একটী কারখানা আছে। কলটী ঐ আফিস গুদামের সংলগ্ন। অগ্নি জল ও বাষ্পযোগে যেমন সকল কল চলিয়া থাকে, এ কলও সেই উপকরণে চলিতেছে। যে গৃহে কল চলিতেছে, তাহার পার্শ্ব বর্ত্তী গৃহে করাত আছে। ঐ কলের সহিত তাহা সংলগ্ন। যখন তক্তা কাটা আরম্ভ হয়, করাতগুলি নক্ষত্র বেগে ঘুরিতে থাকে। অতি পুরু তক্তাও নিমেষ মাত্রে চিরিয়া যায়। ইঞ্জিনিয়র বি, এল গাবলিস এই কলের অধ্যক্ষতা করেন। তিনি তক্তায় ছিদ্র করিবার আর একটী কলের উদ্ভাবন করিয়াছেন। চারিজন ছুতারে এক দিনে যে কাজ করিতে পারে, ঐ কলে একদিনে তাহা সম্পন্ন হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাত লাখ টাকা খরচ বাঁচিয়া গিয়াছে। এ স্থলে ঐ ইঞ্জিনিয়রের নিকট হইতে আমাদের একটী উপদেশ শিক্ষা করা উচিত হইতেছে। ইউরোপীয়েরা যে কাজে যায়, সেই কাজের কিছু নূতন কারখানা দেখা পায়। তাহারা কোনরূপে দিনপাত পাপক্ষয় করিয়া কাল কাটায় না। এটী তাহাদের সুশিক্ষা অনলসতা ও অধ্যবসায়ের ভাব ফল। ইঞ্জিনিয়র গাবলিস এ দিকের লেখাপড়া কাল জানেন না। কিন্তু বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যা ভালরূপে শিখিয়াছিলেন। বহুবার সহায় দুষ্কর অনুশীলন করিয়াছেন এবং সাধ্যানুসারে উদ্যমশীল শক্তিরও বিনিয়োগ করিয়াছেন, সে জন্য কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমরা ঐ দিবস পাটল দেবী ও গুরুদোবিন্দের জন্ম স্থান দর্শন করিয়াছিলাম। পাটল দেবীর কালীমূর্ত্তি। ছোট ও বড় দুটী পাটল দেবী আছেন। আমরা বড় পাটল দেবীর মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মোহান্ত মহারাজ দেবালয়টী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গৃহ গুলি ও বাড়ীটী বিলক্ষণ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন দেখিলাম। পুরোহিত দেবীর প্রাচীনতার কথা কহিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাক্যে আমাদের বিশ্বাস জন্মিল না। আমরা যখন

প্রকার প্রাচীন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বড় পাটনেশ্বরী ও ছোট পাটনেশ্বরী পূজকেরা নিজ নিজ দেবমূর্ত্তির প্রাচীনতা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন ইহাতে দেবীদ্বয়ের আধুনিকত্ব অনুভব পাইলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বড় পাটনেশ্বরীর কোন সম্পত্তি নাই। আগন্তুক আসে তাঁহার সেবাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেবী প্রাচীন কালের হইলে অবশ্য তাঁহার কোনোরূপ ভূমি থাকিত।

পাটনা গুরুগোবিন্দের জন্মস্থান। সিখেরা ইহাকে দেব তুল্য ভক্তি করে। পাটনায় ইহাঁর একটী মন্দির আছে। সচরাচর লোকে ইহাকে হরমন্দির বলিয়া থাকে। রাজা রণজিৎ সিংহ ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরটী অতি সুন্দর, বিশালতারও চমৎকার। এরূপ সমতল বিশাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুগোবিন্দের পাদুকা ও গ্রন্থ সেই খানে আছে। তাঁহার গুরু মাত্রেই সেই গ্রন্থের পাঠ অধিকারী। তাঁহার সেবকদিগের কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন আছে। উহারা হাতে লোহার দুটী কড়া ও মস্তকে চক্র ধারণ করে। কেশ শ্মশ্রু মুণ্ডন করে না। গ্রন্থে পুরাণের আকারে গুরুগোবিন্দের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত আছে। মুসলমানদিগের উপর্দ্রব করাই তাঁহার প্রধান কর্ম্ম। তিনি সিখদিগের আরাধ্য দেব দেবী প্রভৃতি স্থাপিত করেন। তাঁহার মন্দিরের গাত্রেই সকল মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

আরঙ্গজেবের সময়ে পাটনার যে কেল্লা ছিল আজিও তাহার কতক কতক চিহ্ন আছে। গঙ্গার ধারে একটী ফটকও উহা প্রস্তুত পুরাতন রীতি লইয়া রহিয়াছে। আরঙ্গজেব যে অশ্বিসহ খড়্গাঘাত দিয়াছিলেন, ঐ স্থানে পাথরের বিশেষ চিহ্ন রহিয়াছে। আমি এক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন মসজিদ দেখিলাম। গুরুগোবিন্দের গুপ্তার মধ্যে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ইহার পার্শ্বে তাহারও আছে। মোগলের মহারাজ উহা ক্রয় করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

রাধারুমিনী কাব্য। এখানিতে গ্রন্থকারের নাম লেখা নাই। মুক্ত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্ত অভিপ্রায়ে আমরা যে মেঘনাদবধ কাব্য পড়িয়াছি বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। মেঘনাদে যেমন রাবণের মৃত্যু একখানি সেই মহাকাব্যের মূলক। গ্রন্থকার মেঘনাদের দ্বারা অবলম্বন করিয়াছেন সত্য তথাপি অনেক স্থানে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

রামায়ণ। বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ প্রণীত। পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু ছন্দের ঝোড়ার একটী ভুলিয়াছেন। এখানি কেবল যে বালকবোধ তাহা নহে অনেক পুরুষবোধও বটে। ইহাতে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন ভাষারও যথেষ্ট পারিপাটী আছে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

তারিখ আল। অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বদিগের জীবনবৃত্তান্ত। এ গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই। কিন্তু ভূমিকায় গ্রন্থকার আপনাকে একজন নবদ্বিপনিবাসিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন: ইনি অন্যান্য বঙ্গাপেক্ষা মুসলমান রাজত্বের বহু পক্ষপাতী। আর যত দূর দেখা গেল গ্রন্থকার ভূমিকায় 'বিশেষরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এখানি তেজ করতোল্ আওলিয়া নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। গ্রন্থকার এখানিতে কেবল ১৪ জন মুসলমান রাজপুরীর জীবনবৃত্তের অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের জীবনে কোন অদ্ভুত ঘটনা বৃত্তান্তও পাঠ করিলাম না। গ্রন্থকার বলিয়াছেন আমি উহার অবিকল অনুবাদ করিলাম না। আমাদিগের পাঠনা জানা নাই, গ্রন্থকার তাঁহার বিরচিত গ্রন্থে মূলের যে কি পরিবর্ত্ত করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে অনুবাদে চমৎকারিত্ব নাই তবে ভাষাটী এক রকম মন্দ হয় নাই,

বাকইপুর দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে সাধারণের মত। আমরা এখানি দেখিয়া বড় প্রীত হইলাম। বাকইপুরের জমীদার বাবু রমণকুমার রায় চৌধুরী ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্য অবধি ইহার বিশেষ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ১৮৫১ অব্দে এই ঔষধালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করাতে অনেক অনেক বড় বড় ইউরোপীয় কর্ম্মচারী তাঁহার নানা প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন। বাস্তবিক রমণকুমার বাবু যেরূপ প্রশংসার কার্য্য করিতেছেন করিতে আমাদিগের অধিক বলাই বাহুল্য।

ফেরারিনি পেরাদের কার্য্যবিধি। ফেলা ফিরাঙ্গির অধীন সুমাত্রাস্থলের মু সাফ বাবু রমনামোহন ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থের নামই বিষয়। এর পরিচায়ক সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কিছু বলাই অনাবশ্যক। ফরাসিদিগের চতুর্থ খণ্ড লোক এখন আর পেয়াদার কাজ পাইবে

যাহাদিগের দেশ ভাষা জ্ঞান ও কিছু আইন জ্ঞান আছে, তাহারাই উক্ত কর্ম্ম পাইবে। এই কারণে ঐ কার্য্যে এক্ষণে অনেক বাঙ্গালি ১১৮ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতেছে। ইহাদিগের কোন কোন কার্য্যবিধি শিক্ষা করা আবশ্যক তাহা সম্বন্ধে আমিবার উপায় নাই বলিয়া মুহুরি বাবু তাহাদিগের যে যে বিধি জানা আবশ্যক কর্ম্মোপকথন ছলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে কেবল যে পেয়াদাদিগের উপকার দর্শিবে এমন নহে বর্ত্তমান আইন অনুসারে পেয়াদাদিগের ক্ষমতা যে কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে,এবং তাহাদিগের উপর কি কি কার্য্য ভার সমর্পিত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহাও জানা যাইবে।

সতীর দুর্গতি নাটক। ফেলা বঙ্কবাসের অন্তর্গত মালীহাটি নিবাসী বাবু অধিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সতীর দুর্গতি শুনিলেই হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিতে হয় কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে নামটী উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইবে। অধুনা কি ধনাঢ্য কি মধ্যবিত্ত কি গরীব প্রায় সকল শ্রেণীর বুদ্ধিমান যুবকেরা পাশবশক্ত হইয়া যে সকল কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং পতিব্রতা সতীদিগের উপর যেরূপ অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন গ্রন্থকার তাহারই চিত্র সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ একথা বলাই বাহুল্য। তবে তিনি যে চিত্র করিয়াছেন তাহার কোন কোন স্থানে কিছু কিছু ত্রুটী ও লক্ষিত হইল। কিন্তু সাধারণতঃ বলিতে গেলে পুস্তক খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

বিজ্ঞাপন

পুষ্পবালা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

এই বারে অনেক নূতন কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১৸০

কালিদাস লাইব্রেরি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, মোহিনীমোহন মজুমদার, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও রায় লোহের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বাঙ্গ বিদ্যা ... দ্বারায় অনুপযুক্ত বলিয়া অকারণে তাঁহাদিগের ... কলিকাতেষ্টের বিভাগে নিযুক্ত ... হইবে ...

গবর্ণমেণ্ট এই রেজোলিউশন করিয়াছেন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কিরিঙ্গি ও সওদাগরদিগকে নিয়োজিত করা হইবে।

আমিন নামক স্থানে ইয়াসিয়াসিনি কাশ্মীরের মহারাজের গবর্ণমেণ্টের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করাতে তিনি প্রজাদিগকে রক্ষণ করিবার জন্য সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিয়াছেন। মেজর বিডল্ফ উয়াজিরের সৈন্যদিগের গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করিয়াছেন। পায়ওনিয়ার এই জন্য বলিয়াছেন বিডল্ফ মহারাজের প্রেরিত হইয়া এই যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে শত্রুদিগের দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় গবর্ণমেণ্ট মহারাজকে তজ্জন্য দায়ী করিবেন। এবং তজ্জন্য হয় ত তাঁহার উপর গুরুতর বিধান হইবে। যাহা হউক মহারাজের "শিরে শমন" ডাকিয়া আনা উচিত হয় নাই।

আমরা দেখিতেছি স্ত্রী শিক্ষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে গত মার্চ্চ মাসে যে বৎসরের শেষ হইয়াছে তাহার মধ্যে ১১৫ টী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সমষ্টি লইয়া ভারতবর্ষে সমুদায়ে ১১২০৫ টী স্কুল স্থাপিত হইল।

দুই কাণ কাটা গ্রামের ভিতর দিয়া যায়। এক কাণ কাটা গ্রামের বাহির দিয়া যায়। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন। কিন্তুতের কোন ধনী লোক কোন গুরুতর দুষ্কর্ম করিলে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করান। গবর্ণমেণ্টের সংস্কার উহা অতি ঘৃণিত কার্য্য সুতরাং ধনীদিগের পক্ষে উহাই গুরুতর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, উহাতে তাহাদিগের চৈতন্য হয় না তাহারা ইহাকে লুপ্তধন ভাবিয়া উত্তরোত্তর আরও কুকর্ম্ম করিতেছে। তাহারা স্বদল সমভিব্যাহারে গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে যায়, এবং ভিক্ষা না পাইলে যাহা পায় বলপূর্ব্বক তাহা লইয়া চলিয়া যায়। ইহারা এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে।

উদারচেতা সার চার্লস মেটকাফ যখন ভারতের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন সেই সময়ে "সর্ব্বসাধারণ লাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া এক কীর্ত্তিস্থাপন করেন। এক্ষণে পাঠকের অসদ্ভাব নিবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মূলধনে হাত পড়িয়াছে। এই সকল কারণেই অধ্যক্ষগণ কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা শেষ তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন পুস্তকালয়ের জন্য এক্ষণে যে সকল পুস্তক ক্রীত হয় তাহার অধিকাংশই উপন্যাস। অতএব সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য তাঁহারা যদি পুস্তকালয়ের ভার গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কমিটীর উপর সমর্পণ করেন তাহা হইলে তিনি সাহায্য করিতে পারেন এতদ্ব্যতীত নহে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম অধ্যক্ষ সভার তরফ হইতে সম্পাদক খোদী বাবু সমস্তটি জানাইয়া আবেদন পত্র তুলিয়া লইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও ভারতে টেলিফোণ বসাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এবিষয়ে তিনি বাণিজ্য সভার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

টোল প্রভৃতির যে সকল ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য স্বারভাঙ্গার মহারাজ চারি টাকা মূল্যের পাঁচ শত টাকার কোম্পানির কাগজ শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টারের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। ঐ পরীক্ষায় যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহাকে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে এতদ্ভিন্ন কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাকে পুরস্কার দানের উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে এককালীন ২০ টাকা দিবেন।

২১ এ নবেম্বর রাত্রি প্রায় সাড়ে দশঘটিকার সময় পুনায় একটী মহা ভেজস্কর ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল।

মান্দ্রাজের ভূতী তরনী বেঙ্গালোর পোষ্ট আফিসের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এক্ষণে মণিঅর্ডারের কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এক ব্যক্তি মেডিকেল জরনালে নামক পত্রে লিখিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মস্তকের চুলের সংখ্যা ১২০ হাজার দ্বিরদ্বিফ পুরুষের বিবাহের দিন জানিতে পারিলে তাহাদের চুলের সংখ্যাও নির্ণয় করা যাইতে পারে।

মি, পিলফোর্ড এ ই বি এল গুপ্ত আপ, এ ডিগ্রী পরীক্ষায় পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

বিলাতের যুবকগণ ক্রমে সুরাপায়িন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু ধূমপানে কি অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এই ধূমপানে যে কি অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা নির্ণয়ের জন্য মাঞ্চেষ্টারে এক সভা হইয়াছিল। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে উহা পানে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং স্নায়ুমণ্ডলীর পীড়া জন্মে, তাঁহারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন ধূমপানে যে অনিষ্ট হয় এরূপ অন্য কোন নেশায় হয় না।

কলিকাতায় ট্রামওয়ের কার্য্য বেশ চলিতেছে। ট্রামওয়ে যে দিবস প্রথম খোলা হয় সেই দিবস হইতে এক পক্ষের মধ্যে ৪০ হাজার আরোহী হইয়াছিল। এখন নিত্যই আরোহীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে এবার উহা স্থায়ী হইবে। কোম্পানির সাহেবগণও অশ্ব চালনায় বেশ পটু। কোম্পানি সহরের ৭ বড় রাস্তা গুলিতে যতদিন ট্রামওয়ে না চালাই তদবধি লোকের সুবিধা হইতেছে না।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তত্রত্য অধিবাসীগণের নাম ও বয়সের সংখ্যা গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু তত্রত্য মুসলমান অধিবাসীগণ তাহাদিগের অন্তঃপুরচারীগণের নাম ও বয়সের সংখ্যা দিতে চাহিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন উহা দিলে আমাদিগের জাতি যাইবে। অতএব আমরা দিব না। এই গোলযোগের এখনও কিছু মীমাংসা হয় নাই।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমান যে কতবার মরিলেন আর কতবার বাঁচিলেন আমরা তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এখন আবার শুনা যাইতেছে আমীর তাঁহার কোন গুপ্ত পরামর্শদাত্রীর নিকটে গিয়া কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাই তাঁহার মরার খবর আসিয়াছিল। আমাদিগের বোধ হয় তাঁহার বিপক্ষ লোকেই ইহা রটাইয়া ছিল। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া ঈশ্বর সাহে পোক পাঠাইতে গিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছেন। একটী প্রবাদ আছে যারে রয় সয় তারে সেই পায় দেবার তর।

রুষ সম্রাট যকৃৎ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার পীড়া সঙ্কট এতন্নিমিত্ত তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ডুলগোরিকের নামে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়া বর্লিনের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

টুথের সম্পাদক সেবর ডিয়ারসাহেব পার্লামেণ্ট সভার সভ্য হইয়াছেন, তিনি লর্ডসভা উঠাইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি নর্থাম টনে বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন যে পার্লামেণ্ট সভার আগামী অধিবেশনে তিনি এবিষয়ের আন্দোলন করিবেন।

আগামী বর্ষ হইতে ঐইংরাজ মহিলা" নাম্নী একখানি মাসিক পত্র ৮ পেজী ডিমাই দুই ফর্ম্মা করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বহির্গত হইবে, ইহার বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত একটাকা ছয় আনা।

কলিকাতা ও ক্রমে কাতলা পাড়ার মেলের ন্যায় হইয়া উঠিল। এখানেও টাকা কড়ি লইয়া; দস্যুভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পথ চলিতে হয়। আমরা অনেকের মুখে দস্যুদিগের এই উপদ্রবের কথা

শুনিয়া থাকি। গত সপ্তাহে যুগলকিশোর বাবুর গলিতে একজন দস্যু এক ব্যক্তিকে মারিয়া টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। আবার আর এক ব্যক্তি বেলিয়া ঘাটা হইতে টাকা লইয়া কাটখোলার কোন মহাজনের গদীতে যাইতেছিল। রমাপ্রসাদ রায়ের বৈঠকখানার পশ্চাতের গলিতে একজন দস্যু তাহার কটিদেশে সজোরে লাঠি মারিয়া তাহার টাকা লইয়াছে। আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি চিকিৎসার্থ ইাসপাতালে নীত হইয়াছে। শুনা গেল ইনস্পেক্টার সাহেব ঐ হতভাগা ব্যক্তির ঘাড়ে টাকা আত্মসাৎ করার দোষ ফেলিতে চেষ্টা পান। কিন্তু মহাজনের ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে বিদ্যা ফুরে নাই।

বাখরগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি চিঠি পত্রে লিখিয়াছেন নবকুমার কাহালী নামক একজন হেড কনষ্টেবল একদা সন্ধ্যার সময় মিউনিসিপালিটীর পায়খানায় মলত্যাগ করিতে যায়। কিন্তু তাহাতে অবসর না পাইয়া অজ সাহেবের চাকরদিগের পায়খানায় যায়। জজ ক্যাম্বেল সাহেব তখন বাগানে বেড়াই তেছিলেন, নবকুমারকে দেখিয়াই তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য হুকুম দেন। চাপরাশী-নবকুমারকে ধরিয়া আনে এবং জজ সাহেবের আদেশ মতে নবকুমারকে দিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিয়া লয়। নবকুমার ইহা যে জজ সাহেবের পায়খানা তাহা জানিত না, তথাপি সে আপনার খরচে মেথর দিয়া পায়খানা পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং সে সম্মুখ হইতে যে নিজে পায়খানা পরিষ্কার করিলে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে। এই সকল কথা বলিবার জন্য সাহেবকে বলিয়াছিল কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। অবশেষে নবকুমার তাহার উচ্চতন কর্ম্মচারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই বিষয়ে আবেদন করাতে তিনি এই সংবাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। পুলিস সুপরিণ্টে ডেণ্ট সাহেব নবকুমারকে এই বিষয়ে অভিযোগ করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন বলিয়া জজ সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে মান হানির নালিস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল কাবড়ার সেসন আদালতে একটী বালিকাপহরণের মকদ্দমা হইয়াছিল। মকদ্দমার সময় গবর্ণমেণ্টের উকীল আসামীদিগের স্বীকার বাক্য হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। আসামীর পক্ষের কাউন্সেল উক্ত নথী অসম্পূর্ণ বলিয়া আপত্তি করাতে জজ সেসন সাহেব কনষ্টেবল হামিল্টেট বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করিয়া তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, রঙ্গলাল বাবু নথী অসম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এবং জজ সাহেবের প্রশ্নে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নানা গোলযোগ প্রকাশ হওয়াতে জজ উক্ত ব্যাপার উপস্থিত কর্ম্মচারীদিগের গোচর করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং জুরিদিগকে ডেপুটী বাবুর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্টের কাগজ সম্বন্ধে এক খানি বিল অর্পিত হইয়াছে। এতদ্বারা গবর্ণমেণ্ট কুপং প্রণালী স্থাপিত করিতে চাহেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রথার পরিবর্ত্তে সাধারণ উত্তমর্ণগণ এক এক খানি চিরকুট পাইবেন। এই চিরকুট তিনি লইয়া যাইবেন তিনি সুদ পাইবেন কাগজে একজনের নাম স্বাক্ষর থাকিলেও যাঁহার হস্তে কাগজ থাকিবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং সুদ ও উদ্ধারমত কাগজ বদলাইয়া দিবেন।

অ মাদের রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিপন সাহেব লাহোরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তিনি মেয় হাঁসপা তালের নিমিত্ত আর পাঁচ শত টাকা দিয়াছেন।

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার সিসিল বিডনের অশ্ব প্রতিমূর্ত্তি শীঘ্রই কলিকাতায় আনীত হইবে। এটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৭ নবেম্বর তারিখে হরিদ্বারে গঙ্গা নদীর জলোচ্ছ্বাস হওয়াতে বিস্তর গরু ও মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং অনেক পাকাও পাকা ঘরবাড়ী একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছে।

আফগানিস্থানের সংবাদ।

১৯ নবেম্বর। কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, কয়েকজন ব্যক্তি সিস্তান উপত্যকাস্থ আফগানিস্থান গবর্ণমেণ্টের [illegible] করাতে তাহারা দূত হইয়াছে।

আমীরের বিপক্ষে কতকগুলি লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্মুখে সমরেত হইয়াছে। আমীর তাঁহা দিগের সান্ত্বনার্থ গমন করিয়াছেন।

আমীর খাঁ সন্ধির পূর্ব্বার্থ কাবুল হইতে কিয়দ্দূরে বিস্তর সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। অনেক কাবুলের লোকেরা পলায়ন করিতেছে। হিরাট হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

আয়ুব খাঁ বিস্তর অর্থ ও রসদ সংগ্রহের জন্য সর্ব্ব তোভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কান্দাহার নগরে নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেছেন। ইহাতে তিন লক্ষ টাকার মুদ্রা প্রস্তুত হইবে। সন্দার খোজ মহম্মদকে তাঁহার সৈন্যদিগকে বেতন দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

আয়ুবের সেনাপতির একজন পলাতিত সৈন্য কান্দাহারে উপনীত হইয়াছে। সে বলিয়াছে আয়ুব কান্দাহার হইতে যুদ্ধ প্রস্তুতির বন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব করিতেছেন না। তাঁহার কর্ম্মচারীরা এই জন্য লুন ও লৌহগোলা নামক স্থানের রাস্তা দিয়া মালামাল যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে।

মান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে ঐ স্থান এক্ষণে আয়ুব খাঁর অধিকারভুক্ত হইয়াছে। তিনি তিন দল সৈন্যকে কিয়াট হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। কান্দাহার হইতে এক ব্যক্তি পোস্তাই গোয়েটে লিখিয়াছেন আমীর খাঁর কতৃত্ব মধ্যে আমুর সাহেব আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

মেওরবেণ্ড যুদ্ধে ইংরাজ সেনাদলের যে অস্ত্রশস্ত্রাদি লুট হইয়া ছিল সে সকল কান্দাহারে প্রত্যর্পণ হইয়া গিয়াছে মহম্মদ হাসন খেলজয়ের অশ্ব পার্শ্বে একদল সৈন্য ও ৬ টী কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এক্ষণে যে পাঠানদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন তাহারা বোধ হয় আর দুই মাসের মধ্যেই শত্রুতাচরণ করিবে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পার্লামেণ্ট বন্ধ থাকিবে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডের [illegible] গোলযোগ শান্তির উপায় না করিয়া [illegible] সম্বন্ধে কার্য্য করাতে লর্ড সালিসবরি গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

আর্ল নেভি গ্রেভেট বলেন কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সৈন্যেরা যাহাতে চলিয়া আইসে তজ্জন্য মাগরবালার লর্ড নেপিয়ার সমর সংক্রান্ত আদেশ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

সেনাপতি রবার্টস মান্দ্রাজের কমাণ্ডার ইন চীফ হইলেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ এ নবেম্বর। আলবানিয়েরা জনসিণ্ডোর সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ প্রেরিত সৈন্যগণের সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে। জনসিণ্ডোর দুর্গ অবরুদ্ধ হইয়াছে।

টিয়ারাণ ১৮ এ নবেম্বর। আবেডরা তাঁহার পলাতিত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া উরানিবার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা ঘোরতর সংগ্রামের পর নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছে। গ্রীকেরা সৈন্যগণ তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছে, গুপ্তচরেরা নামক জাতি পলায়ন করিয়াছে। সিয়াম ও ফ্রান্স এই উভয় জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে।

লণ্ডন ১৮ এ নবেম্বর। ইকুয়িস নামক যে জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে জলমগ্ন হইয়াছে তাহার আরোহীদিগের কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর আথর সাহেব আগামী শুক্রবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবেন।

ক্যাবিনেট সভায় [illegible] মতভেদ হওয়াতে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল প্রাক্তন মাকেন্স [illegible] করিয়া দিয়াছেন।

পীস [illegible] সভার অধিবেশন হইবার সম্ভব [illegible]।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। রাজধানীর নিকটে দমনের জন্য পারসোর সাহের নামে পারেটে স্বীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন-১৫ই নবেম্বর। আয়র্লণ্ডের লাংটিশ প্রদেশে একজন সভাকে পুলিস ধৃত করিতে যাওয়াতে লিট্রিক নামক স্থানের প্রজারা বাধা ও পরিবেষ্টন করে এবং বালিড নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর বিবাদ হওয়াতে অনেকগুলি পুলিস-কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে।

টিংবোন ২১ এ নবেম্বর। [illegible] সৈন্যেরা আবিসিনিয়ার সেনাপতির বিনা [illegible] পুকরিণের [illegible] একবারে বিনষ্ট করিয়াছে।

ডেপ্টফর্ড ২২ এ নবেম্বর। গত ই পাঁচে রাত্রির বাহুতে ১৫০০ ঔপনিবেশিক সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু পরাস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে ইংরাজ দিগের ৬ জন ও বিদ্রোহীদিগের ৩০০ শত লোক হত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৩ এ নবেম্বর। ডাক্তিস পাশা সৈন্য সামন্ত লইয়া যখন ডলসিগ্নোর অভিমুখে যাইতেছিলেন সেই সময়ে আলবানিয় সৈন্যগণ তাঁহার গতি রোধ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। ফ্রান্স ফিনিয়দিগের উৎসব উপলক্ষে কতকগুলি লোক কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করাতে ১৪ জন হত হইয়াছে।

আফগান যুদ্ধে যে সকল লোক বীরত্ব দেখাইয়া ইংলণ্ড ধন্য করিয়াছেন ভারতেশ্বরী ইংলণ্ডের ধন্যবাদের সহিত তাহাদিগকে সম্মান সূচক চিহ্ন দান করিবেন।

লণ্ডন ২৫ এ নবেম্বর। হোমরুল ক্যাণ্ডিডেট ডিলি সাহেব অতি অল্পালোকের সমভিব্যহারে ওকের ডোর্চেষ্টর সভা মনোনীত হইয়াছেন।

মেজর ইউলিন রেবিং ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন।

স্পিরিং নামক বাষ্পীয় পোত জলমগ্ন হওয়াতে ২৫০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ এ নবেম্বর। ১৮৮১ অব্দের ৩০ নবেম্বর পূর্ব্ব আফ্রিকীয় ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত টাকা পরিশোধ করা হইবে।

লণ্ডন ২৬ এ নবেম্বর। ক্যাবিনেট সভা স্থির করিয়াছেন তাঁহারা আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ শান্তির কোন প্রস্তাব করিবেন না এবং ডিসেম্বর মাসে পার্লামেণ্টের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে আয়র্লণ্ডের ভূমী সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখাও উপস্থিত করিবেন না।

মহারাণী ভবন্‌. পি আইমকে নাইট ও সার ফ্রেডরিক হরাইসকে গ্রাণ্ড ক্রস অব দি বাথ উপাধি দিয়াছেন

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ নবেম্বর। ডলসিগ্নো হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। উভয় দলের বিস্তর লোক হত ও আহত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

সাধারণ ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

১৫ ই নবেম্বর। হুগলীর [illegible] ও সেসন জজ এ. সি, ষ্টেট সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে বিদায় প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ, [illegible] ডু, ডি প্যাটার্সন তদপদে নিযুক্ত হইলেন।

নবেম্বর। [illegible] রাজার অনারেবল কলিকাতা এচ ও কিং ১ ই শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীবিলাস সেন পদত্যাগী হইলেন এবং ঐ [illegible] অন্তর্গত খুলনার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১৮ ই নবেম্বর। [illegible] অন্তর্গত পালামৌর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ ডবলু ম্যাকাহে দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিসনর হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এচ, মাসিক নিমাইচরণ বর্দ্দনী হইলেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাবিনোদ নারায়ণ বিনি এক্ষণে সাহারাদে লাইসেন্স ট্যাক্স আদায়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন, ঘারভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি ষ্টিভেন্স বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

এ, এ, ওয়েস বীরভূমের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। ডে, ডবলিউ এডওয়ার্ড চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। ডি, এফ, কুরী চম্পারণের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

কাঁকের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডি, গডফ্রে ১৮৭৬ অব্দের বি, সি ৭ আইন অনুসারে আপীলের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২০ এ নবেম্বর। ২৪ পরগণা ও হুগলীর প্রতি আডিশনাল জজ ও আডিশনাল সেসন জজ ডবলু, এচ, পেজ বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

২১ এ নবেম্বর। কুচবিহার ও রাজসাহীর প্রতিনিধি পারসন্যাল আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত ২৪ পরগণার অন্তর্গত বশিরহাটের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী ও কুচবিহারের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট কমিসনর হইলেন।

দার্জ্জিলিঙের অন্তর্গত টিরাইয়ের তত্ত্বাবধারণ বাবু চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ৩য় শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ এ নবেম্বর। হুগলীর মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্র নাথ মিত্র বীরভূমের সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণার মুন্সেফ হইলেন বলিয়া ৫ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে বি, এল রঙ্গপুরের মুন্সেফ হইলেন; কিন্তু প্রাক্তন ইঁহাকে মেদনীপুরেই থাকিতে হইবে।

২১ এ নবেম্বর। নওগাঁ সবডিবিজনের অন্তর্গত সদরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাসরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

টিরাইয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী দেওয়ানী আইনের ১৫ ধারানুসারে ফাঁসিদেওয়া থানায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ও মুন্সেফের ক্ষমতানুসারে বাঁকী খাজনার সরাসরী বিচার এবং সব রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করিবেন।

সংবাদহতার পত্র।

শান্তিপুর।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর বায় হ্রাসের প্রতি ডেপুটী বাবুর বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সম্প্রতি এখানে একটী বিশেষ মিউনিসিপাল সভাধিবেশন হয়। এই সভায় ডেপুটী বাবু সভাপতি হইয়া একজন ওভরসিয়রের পদ উঠাইয়া দিয়াছেন এবং স্থানীয় গোড়াগাড় চৌকীদারদিগকে উঠারা দিয়া মিউনিসিপালিটীর কিঞ্চিৎ আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের মতে গোড়াগাড় চৌকীদারদিগকে উঠারা না দিয়া উহা থাকে রাখিলে মিউনিসিপালিটীর অধিকতর আয় বৃদ্ধি হইত এবং চৌকীদারেরা প্রশ্রয় পাইত না। গোচর্ম্ম আহরণ করণার্থ চৌকীদারেরা একেই ত বিষ প্রয়োগ করিয়া গোবংশ ধ্বংস করিতে বসিয়াছে, তাহার উপর আবার উহারা গোড়াগাড় উঠারা পাইল। এমন অবস্থায় যে চৌকীদারেরা অধিক পরিমাণে গোহত্যা করিবে অধিকন্তু অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের ইচ্ছা যে, ডেপুটী বাবু ঐ বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া চৌকীদারদিগকে গোড়াগাড় নিবারণে বিধিবদ্ধ করেন।

এখানে একটী কসাইখানা আছে। ঐ কসাইখানার প্রতিদিন পাঁঠা কাটী জবাই করিয়া কসাইরেরা রাস্তার উপর টাঙ্গিয়া রাখে, তখনে সহরস্থ পথিকেরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ কুপথাটী ডেপুটী বাবু উঠাইয়া দেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কসাইরা যদি সংগোপনে পশু হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই।

এখানে বর্ত্তমান ডেপুটী বাবু "ল্যাকমি কাবেক আছে" খাটি করিয়া দিয়াছেন, তথাপি গাড়োয়ানেরা সুযোগ পাইলেই খাবোলীর নিকট অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করিতেছে। যাদের সময় যাহারা নাগপাট চটকে শান্তিপুরে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় শেণী গাড়ীর ভাড়া ১৵০ পরিবর্ত্তে ৸০ ভাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানকার দুর্দ্দান্ত গাড়োয়ানেরা যেমন লোক তাহা স্থানীয় লোকের অবিদিত নাই। অতএব আমরা আশা করি, কর্ত্তব্য কর্ম্মপরায়ণ ডেপুটী বাবু ঐ সকল গাড়োয়ানকে আইনানুসারে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইবেন।

আমাদের অন্যতম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপল কমিশনর বাবু দীনদয়াল গ্রামাণিক মহাশয় অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যু জনিতশোকে শান্তিপুরস্থ প্রায় সমস্ত লোক দুঃখিত হইয়াছেন। দীনদয়াল বাবু যাবিতাবস্থায় দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছিলেন অতএব তাঁহার স্মরণার্থ কোন স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন করা উচিত। দীনদয়াল বাবু শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনর হইয়া স্থানীয় লোকের উপকার ভিন্ন কখন কোন অপকার করেন নাই, এজন্য তাঁহার বিরহে আমরাও যারপরনাই সন্তাপিত হইয়াছি। এক্ষণে দীনদয়াল বাবুর পুণ্য পদটী কোন কৃতবিদ্য স্বাধীনচেতার দ্বারা পূর্ণ করাই বিজ্ঞমণ্ডলীর অনুমোদিত।

এবার এখানে অর বিকারের এমনি দৈবঘিন শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে যে, চারজন ডাক্তরেরা প্রতিদিন ৪০। ৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। প্রকৃত ডাক্তার বাবুদের স্নানাহার করিবার অবকাশ নাই। তাঁহারা প্রতিদিন প্রত্যেক রোগীর নিকট দুই টাকা দর্শনী ও ছয় আনা পাল্কী ভাড়া পাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ঔষধ বিক্রয়ের স্বতন্ত্র লাভ আছে। কলিকাতার ডাক্তার বাবুরা রোগীর নিকট দর্শনী পাইলে স্বীয় ব্যয়ে পাল্কী অথবা গাড়ী চড়িয়া চিকিৎসা করিতে যান, কিন্তু এখানকার ডাক্তার বাবুরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া পাল্কী চড়িয়া থাকেন।

মুঙ্গের ও জামালপুর।

গত ১৩ ই নবেম্বর শনিবার বেলা ৪২ ঘটিকার সময় মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় গৃহে উপযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র নামক জনৈক যুবা "যুগধর্ম্মের ইতিহাস" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা স্থলে অনেক লোকের সমাগম হয় নাই বটে, কিন্তু বক্তৃতাটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। বক্তার বাঙ্গালা ভাষায় বেশ অধিকার আছে এবং বক্তৃতা-শক্তিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন "সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যের কর্ণে কতবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু কয়জন ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাস এই সকল শাস্ত্রাদিতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আমরা রাজকীয় ইতিহাসকেই ইতিহাস বলিয়া জানিয়াছি, বাস্তবিক উহাই পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস নহে। পৃথিবীর ইতিহাসকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক। ২য় পশু পক্ষী বিষয়ক। ৩য় মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধীয় এবং ৪র্থ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়। "যুগ ধর্ম্ম" অদ্যকার বক্তৃতার মন্তব্য অতএব পৃথিবীর ইতিহাসের চতুর্থ ভাগের কথাই আমরা বলিব। এই ধর্ম্ম বিষয় বলিতে গেলেও আবার আমরা দেখিতে পাই যে ইহাকেও তিন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: যেমন অন্তোপাসনা, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি। প্রথমে লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করিয়াছে। পরে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া তাহারাই যোগে নিমগ্ন হইয়াছে এবং আরও পরে ভক্তিরসে গলিয়া গিয়াছে, ঈশ্বর প্রেমে প্রেমিক হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা যেমন প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করি যে পৃথিবীর নিম্নে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, সর্ব্ব রাজ্যেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, অগ্রে অন্তোপাসনা স্তর, পরে যোগের স্তর ও তৎপরে প্রেমের স্তর। মনুষ্য সমাজের উন্নতি যেমন একদিনে সম্পাদিত হয় নাই সেইরূপ ধর্ম্ম সমাজের উন্নতিও এক দিনে হয় নাই। ক্রমশঃ উন্নত হইয়াই ধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে এরূপ সংস্কৃত ভাবে দৃষ্ট হইতেছে। মনুষ্য সমাজের উন্নতি দেখ, প্রথমে মিসর পরে গ্রীস পরে ইউরোপের অপরাপর দেশ সভ্যতাতে উন্নত হইয়াছিল। সিজর ও লুথার প্রভৃতির কথা কি আপনাদের স্মরণ নাই? এক একজন বীরপুরুষের উৎসাহে গ্রাম উৎসাহিত হইয়াছে নগর উৎসাহিত হইয়াছে দেশ উৎসাহিত হইয়াছে এবং পরিশেষে পৃথিবী পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে মুসা, ঈশা, মহম্মদ, লুথার, নানক, চৈতন্য উৎসাহে সহিত ধর্ম্ম যাজন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য ইহাঁরা যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, যে যোগ, বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কি কখন ভুলিয়া যাইবে? কখনই নহে। ইহাঁ জগতের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন, আপনার রক্ত দান করিলেন, ইহা কি সামান্য কথা! আপনার রক্ত দান করিয়া কে পরের উপকার করিতে চাহে? দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করিয়া পুণ্যপাদ মহম্মদ কি বীরত্বই না দেখাইয়াছেন। এক সময়ে তিনি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেছিলেন—"ভাই, বল যে আমার পিতা সেই স্বর্গীয় ঈশ্বর এক" এই সময়ে সুগম্ভীর ওঙ্কার পূরঃসরে শত শত লোষ্ট্র বর্ষণ হইতেছিল, তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই। পরে যখন উপনিষ্ট ব্যক্তি উপদেশ স্বীকার করিল তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে পৃষ্ঠে আঘাত হইতেছে। কি চমৎকার আত্মস্থ, কি চমৎকার বিশ্বাস! এদিকে বঙ্গদেশে চৈতন্য-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পৃথিবীতে নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা যে স্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন তাহা কি আর নাই? কে বলিল নাই? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, সকল মহাপুরুষেরই অনুবর্ত্তী শিষ্য আছে, সম্প্রদায় আছে এবং অনুরূপ পূজাও আছে। কাহারই আবিষ্কৃত নূতন পন্থা জগতে তুচ্ছীকৃত হয় নাই। ধর্ম্মের এক একটী বিধান সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। ইহাতেই কি ধর্ম্মের পরিপুষ্টতা হইয়াছে?

মোক্ষাকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যের অধিকার চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায়ে কেবল কোন সময়ের লোক ব্রহ্মযোগের অধিকারী হইয়াছেন, কোন সম্প্রদায় কেবল ... অনুসরণ করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় একটী সোপানেই অধিরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ... ভাব, বিশ্বাস, প্রেম একাধারে না থাকিলে ... প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না। এজন্য ... ঈশা, মহম্মদ ... তাঁহাদের দ্বারা হইয়াছে ... বলিয়াছেন "নববিধান" এই নূতন নাম ... নববিধান আর কিছুই ... কেবল ... ব্রাহ্মধর্ম্ম। ঈশা একটী বিধান করিয়াছেন, মহম্মদ একটী বিধান করিয়াছেন, চৈতন্য একটী বিধান করিয়াছেন। কোন একটী ... ধর্ম্মের দ্বারা হইবে প্রকৃত ধর্ম্মের সেবা করা হইবে না, সকল বিধান গুলির একত্রে সেবা করিতে হইবে; নববিধান ... করিয়া দিতেছে। কেবল সেবিত হইলে হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগী হইতে হইবে; কেবল যোগী হইলে হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত হইতে হইবে। এই উৎকৃষ্ট-ধর্ম্ম এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাই সকল বুঝিলে ত নববিধান কি, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? আইস এই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মে সকলে দীক্ষিত হই প্রকৃত ... হইয়া ... করি ও ঈশ্বরের কৃপা ... করি।"

বক্তৃতা শেষ হইলে ... শক্তির আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু ... মহাশয় তাহার সমালোচনা করিলেন যে, —"নববিধানে" সম্বন্ধে বক্তা যাহা বলিলেন তাহা নববিধান বলিতে পারিবে হইল না। উহাকে নববিধান না বলিয়া পরিবর্ত্তে বিধান সমষ্টি বলিলেই ঠিক হয়। যোগ, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম একাধারে রাখিবার কথা সাধু সমাজে বহুপূর্ব্ব হইতে শ্রুত হওয়া যাইতেছে, তবে আর উহা "নববিধান" বলিয়া উক্ত হইতেছে কেন? তাহা ত নহে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধীও নহে, অনেক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। "হিন্দুগণ, মুসলমানগণ তোমরা যদি দেখ, তোমাদের দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজ অনুকরণ করিতেছে—তোমাদের ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই, কেন না তোমাদের ধর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত ... হইতেছে। কিন্তু এই সকল ভাবকে আমি নূতন বলিতে দিব না। ব্রাহ্মসমাজ এতদিন তোমরা যেরূপ ধারণ করিয়া আসিতেছিলে তাহাতে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, আমরা ভাবিয়াছিলাম এই ... ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। ... নূতন ভেক ধারণ করিয়া অনেকদিন করিবেন। কিন্তু যাহা কাল তাঁহারা নূতন বলিয়া যে নববিধান প্রচার করিতেছেন তাহা দেখিয়া কেবল চক্ষে ও ... উদ্রেক হয়। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের ... স্থিতি এই হইল—পরিণামে এই হবে যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরাতন বিধান গুলিকে একত্র করিয়া তাহাকেই নববিধান বলিয়া প্রচার করিতে হইল। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের স্নেহের ... ইহাকে আমরা রক্ষা করিয়া থাকি সেই জন্য বলিতেছি যে ইহার হাকেরা যেন ইহাকে কলঙ্কিত না করেন। যাহাকে তাঁহারা নববিধান বলিতেছেন তাহা যদি নববিধান হয় তাহা হইলে তাঁহাদের গৌরব কিছুই হইবে না। কিন্তু নূতন দেখাইবা যেন তাঁহারা তাহাকে নূতন বিধান বলেন পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন পরিচ্ছদকে নূতন পরিচ্ছদ বলিলে লোকে উপহাস করিবে। ব্রাহ্মসমাজকে লোকে নিন্দা করে এমন আমাদের ইচ্ছা নহে। সেইজন্য সাহসের অনুরোধে আমরা এই কথা কটী বলিলাম।

বক্তৃতাটী যথার্থ উচ্চ হইয়াছে। সমালোচকের সমালোচনাও উচ্চ হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে আমরা দুটিকতক কথা বলিতে চাই। বক্তৃতাটী যে বিষয়ের সে বিষয়ের কি বলা হইয়াছে? উহাকেই কি "যুগ ধর্ম্ম" বলে। যুগ শব্দটী হিন্দু এবং ইহা সেই অর্থেই প্রয়োগ করা উচিত ছিল। অথবা যে অর্থ যদি বক্তার মনোমত না হয়, বক্তৃতা-স্থলে তাহার একবার সে অর্থটী বলাও উচিত ছিল। বক্তা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান ধার্ম্মিক ছাত্র, আমাদের বোধ হইতেছে যে তিনি নিজেই "যুগ" ও "যুগ ধর্ম্ম" এই দুই শব্দের অর্থ অবগত নহেন। পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়া অবধি বিংশ পর্য্যন্ত যে কাল তাহাকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই এক এক ভাগকে এক এক যুগ বলে। সত্যকালের পুরুষেরা, ত্রেতার মনুষ্য ও দ্বাপরে পাঞ্চভৌতিক এবং কলির মনুষ্য চরিত্রকীর্ত্তন যুগ ধর্ম্ম। যথা :—

সত্যে তু মানবা ধর্ম্মা ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরস্মৃতাঃ।

"যুগ ধর্ম্ম" বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক সত্য বলা যায়। যুগ যুগ একবারে এর মত অন্য কাল স্থায়ী নহে। ইহা যাহা বলেন ... অনেক দূরে ও অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। তিনি স্থূল ভাবেন। নববিধানে কিছু নূতন নাই কেবল এই মাত্র যে "কেশব বাবুর সম্প্রদায় প্রথমে "হরি" বলিতেন না, এক্ষণে হরি হরি বলেন, অবতার মানিতেন না কিন্তু কেশব ... অবতার করিয়া তুলিয়াছেন। আর এক নূতন এই যে প্রথম প্রথম বিধবার বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতাদি লইয়া ধুমধাম ছিল, তাহা আর নাই। যৌবনবসনধারী বৈরাগী ঠাকুর চলমা চক্ষে কেউটের উপর, ইহাও জগতে এক নূতন। বক্তার ঘন ঘন "এ ভাই" এই কথা শুনিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল কেশব বাবুর কন্যার শুভবিবাহের পর মুঙ্গেরী ব্রাহ্মরা একটী ভোজ দিতেছেন তাই ডাক হইতেছে এস ভাই, পাতা প্রস্তুত।

বেনারসে যত গুলি পর্ব্ব আছে তন্মধ্যে দুটি পর্ব্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ দিন বেনারসীরা স্বপরিবারে সূর্য্যোদয়ের সময় এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সূর্য্যার্ঘ দিয়া থাকে। সম্প্রতি এখানকার দুটি পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মুঙ্গেরের ভাগীরথী তীরে এত লোক স্নানার্থী দিতে আসিয়াছিল যে স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হয়। এখানকার একজন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বাবু বৃন্দাকীলালও পরিবারস্থ প্রায় ২০ জন স্ত্রী ও বালক বালিকার সহিত কষ্টহারিণীর ঘাটে সূর্য্য অর্ঘ দিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া পরিবারবর্গের সহিত সূর্য্যার্ঘ প্রদান করেন ঐ স্থানের নিম্ন জলস্রোতে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ফাঁসিয়া ছিল, বৃন্দাকীলালের পরিবারবর্গের ভার সহসা অসমর্থ হইয়া ভাসিয়া পড়ে ও সকলেই জলমগ্ন হয়। সুখের বিষয় প্রত্যেকেরই জীবন রক্ষা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটী যুবতী স্ত্রী ১০। ১২ হাত পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল হাতাহাতের তোলা হইয়াছে। বৃন্দাকীলাল একজন বেশ ধার্ম্মিক লোক এই জন্যই লোক রক্ষা হয় বলা সকলেই বলিতেছেন। পরে তাঁহার বহু-সামান্য অলঙ্কারগুলি খোয়া গিয়াছে মাত্র।

কাশীপুরে উপযুপরি দুর্ঘটনার পর হইতেই সেটে প্লেগ দেখা দিয়াছে। দেশে মেলেরিয়া জ্বর হইলে লোকে পশ্চিমে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া থাকে এক্ষণে পশ্চিমে যদি মেলেরিয়া হয় তাহারা কোথায় যাইবে? ফলতঃ ইন্দ্রাধিপতির যে প্রকার কোপ দৃষ্ট হয় ১ বৎসরের মধ্যে এখানের মেলেরিয়ার আবির্ভাব হবে।

অঘোরনাথ ইঁহার সম্বন্ধে ... সম্প্রতি আমার মুঙ্গেরের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ... মহাশয় সেন মহাশয়ের পত্রিকা খানি দেখাইয়া ... প্রকাশ করিয়াছ নিজের কোন মতামত প্রকাশ করি নাই, অবশ্য এ সম্বন্ধে কৃতসঙ্কল্প আমাদের বক্তব্য এই :—

বৈদ্য সমাজ ক্রমে ও মাকডোনাল্ডস্ সাহেবের পত্রাদি পাঠে জানা গেল অঘোর বাবুকে ... দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তবে সে সময় লবণ ... শুল্ক ধার্য্য (ট্রীটান) হওয়ায় কর্ত্তারা শুল্কের পদের প্রসাদ পায় নাই। সুতরাং এই কারণে সমাজে স্থান পায় আমাদের একান্ত ইচ্ছা, তবে শাস্ত্রে এইরূপ পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না আমরা বিশেষ অবগত নহি। যদি থাকে বিলাতে যাওয়ার

দল বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত গিয়া সমাজচ্যুত হইয়া কেন? তাঁহারা ত তথায় গিয়া খ্রীষ্টান হয়েন না। সময়ে সকলেরই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে অতএব সময়ে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারায় খ্রীষ্টান সমাজভুক্ত না হইলে সময়ের কলঙ্ক হইবে। কিন্তু সমাজের নিকট প্রার্থনা এই নিয়মটী প্রচলিত হইলে ভবিষ্যতের খ্রীষ্টান ও বিলাত গমন ছাত্রদিগের প্রতি যেন খাটে।

সুরেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে ২। ১ জন বলেন " তাঁহাকে কৌশলে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জর্ডান জল মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বলেন তুমি খ্রীষ্টান হইলে।" একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার এত বালক থাকিতে সুরেন্দ্রকে কৌশল পূর্ব্বক খ্রীষ্টান করাইতে খ্রীষ্টানদিগের এমন কি মাথা ব্যথা হইয়াছিল। সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টান হইয়াই বা খ্রীষ্টানদিগের কি গৌরব বৃদ্ধি করিত? সুরেন্দ্র নাথের খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে আবার কেহ কেহ বলেন "স্ত্রী মনস্থ না হওয়াতে সে কোন খ্রীষ্টান বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া খ্রীষ্টান হইতেছিল, পরে হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আইসে।" একথা কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না; তবে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তাহার স্ত্রীর সহিত সদ্ভাব ছিল না। সে একদিনও স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই। তাহার দরিদ্র শ্বশুর সর্ব্বস্ব ব্যয়ে তাহাকে জামাই করেন, তাহার স্ত্রী রূপ গুণে সর্ব্বাংশে ভাল তবে গায়ের বর্ণ কিঞ্চিৎ মলা। সুরেন্দ্র আবদারী বিবি চায়—তাহার স্ত্রী মনের মত হইল না এই দুঃখে খ্রীষ্টান হইতে যাইল এবং মত লইল, কিন্তু যখন বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে দীক্ষা স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন সুরেন্দ্রের মনে আবার স্নেহের উদয় হইল, পিতার সহিত গৃহে আসিয়া কহিল " আমি মত লই নাই, কৌশলে আমার মস্তকে জর্ডান জল ছিটাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক সুরেন্দ্রকে সমাজে গ্রহণ করার পক্ষে সাধারণ বৈদ্য সমাজের যে মত আমাদিগেরও সেই মত।

সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে মত লইবার জন্য বৈদ্য-সমাজ আমালপুরের বৈদ্যগণকে যে পত্রাদি প্রেরণ করেন সেই পত্রগুলি ও তৎসহ এখানকার বৈদ্যগণের মতামত সম্বন্ধে পত্রগুলি একত্র করিয়া ওয়ার্কসপে (কারখানায়) বৈদ্যগণের দৃষ্টার্থে প্রেরিত হইলে শুনিতেছি কোন দুষ্ট লোক সমস্ত কাগজ পত্র অপহরণ করিয়াছে। চোর বোধ হয় সুরেন্দ্র খ্রীষ্টানের আপনার লোক হইবে নচেৎ এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে কেন? যাহা হউক তিনি চুরি করিয়া ভাল করেন নাই, লোকে সুরেন্দ্রের অনুকূলে মতামত প্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার এই অপকর্ম্মে মনে সন্দেহ করিতে পারে।

রাণীগঞ্জ।

যথাবিধ পরীক্ষা গুলি গৃহীত হইয়া গেল। এবারে এস্থলে এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থী অল্প হইয়াছিল। প্রশ্নগুলি সাধারণো মন্দ হয় নাই। তবে গণিতের প্রশ্ন একটু কঠিন গোচের ছিল। আরো কিছু সহজ হইলে সুকুমারমতি বালকদের উপযোগী হইত। আশা করি, ভবিষ্যতে পরীক্ষকগণ আপন আপন পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের দিকে তত দৃষ্টি না রাখিয়া পরীক্ষার্থীদের বয়স বুদ্ধি সমকে রাখিয়া প্রশ্ন নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইবেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, হুগলীর শিক্ষকেরাই পরীক্ষকের পদগুলি কিরূপে এক চেটিয়া করিয়া বসিলেন? ইনেস্পেক্টর মহাশয়ের আফিস না হুগলীতে?

এদিকে জ্বরের প্রকোপ বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অনেক এ অঞ্চলে এত ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখা যায় নাই। এমন গৃহ নাই যেখানে একজন না একজন জ্বরে রোগ না পাইতেছে। আমরা দেখিলাম সিহাড়সোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্র উৎকট জ্বরে অভিভূত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন শ্রেণী একবারে ছাত্রশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

শুনিলাম, সিহাড়সোলস্থ স্কুল গৃহখানি শীঘ্র সংস্কৃত হইতে চলিল। আমরা এই অবসরে একটী ছাত্র নিবাস সংস্থাপনের যৌক্তিকতার বিষয় উত্থাপন করিতে সাধসী হইলাম। এ স্থানটী এখানকার মহারাণী মহোদয়ার রাজে পরিপুষ্ট হয়। মহারাণী বিপুল অর্থের অধিকারিণী। এই ছাত্র নিবাস সংস্থাপনের দিকে একটু মাত্র তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই এ কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এখন তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র কুমার হরিদেবের মালিয়া রাজ্যের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। তিনি একজন উন্নতচেতা লোক। দেশের হিতসাধন দিকে তিনি একাগ্রচিত্ত। আমাদের আশা হয় আমাদের উত্তেজনা এবার বিফল হইবে না। এ সামান্য মাত্র ব্যয়ে যে তিনি কার্পণ্য প্রদর্শন করিবেন, তাহা ত আমাদের বোধ হয় না।

আমাদের নবাগত মুন্সেফ হরগোবিন্দ বসু সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা তাহাই দেখিতেছি। তাঁহার বিচারপ্রণালী অতি পরিপাটী, বাবুর ব্যবহার অতি অমায়িক। ফলে সুবিচার শক্তিতে যে যে গুণ থাকা আবশ্যক হরগোবিন্দ বাবুর সে সমস্ত গুণই আছে। এখন এখানে কিছু দীর্ঘকাল তাঁহার থাকা হইলে পরম সুখের হয়।

কৃষির অবস্থা অতি প্রীতিকর। শস্যাদি পরিমাণে শস্য জন্মিয়াছে। তণ্ডুলের মূল্য অতি সুলভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শস্য সম্বন্ধে দেশের এত প্রীতিকর অবস্থা আমরা বহুদিন দেখি নাই। উপরি উপরি ২। ৩ বৎসর এই ভাবে শস্য জন্মিলে আমাদের দেশের আর কোনই অভাব থাকিবে না। তবে রাজার একটু সুদৃষ্টি চাহি। রাজার সে দিকে লোভ পড়িলেই সর্ব্বনাশ।

বিজ্ঞাপন।

অনেক যত্নে ও ব্যয়ে লীলাবতীর বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয় কাকিনীয়া রঙ্গপুরে আমার নিকটে এবং ষ্টানহোপ প্রেসে মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন। সাধারণ পুস্তকালয়ে বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। যে সকল গ্রন্থকার স্ব স্ব পুস্তকের সহিত পরিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কৃপা করিয়া পত্র লিখিবেন। সংস্কৃতপাটীগণিত শাস্ত্রের চমৎকার নিয়ম ও উদাহরণ দেখিয়া দেশ হিতৈষী মহাত্মাগণ যে প্রীত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়
মুখুরী প্রোপ্রাইটর।

তিনি এক দিবসে জলদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন
সাং শ্রীরামপুর।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল মাএরের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাঁহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
১২ এ কার্ত্তিক) জমিদার
১২৮৭। চক্রদিঘী

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল।

মূল্য ১৸০ টাকা। ডাক মাশুল ৵৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান আমার নিকট বলা বাহুল্য যে ঔষধি নিশ্চিতই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কবিরাজ ও ভারতের পুস্তকব্যবসায়ী।

নবীন অবলেহ।

এই [illegible] নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম [illegible], অম্লপিত্ত, অরুচিকারিণী, এবং [illegible] যে কোন উপসর্গ থাকুক [illegible] এই ঔষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। [illegible] সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ [illegible] পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র [illegible], তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য—১৲ টাকা। পার্সেল ৵৹ আনা।

চন্দনাসব।

মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং হস্তমৈথুনজন্য অল্প প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শ্বেতবর্ণ স্রাব ও সপুয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাবা খড়ির ন্যায় হোয়া হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা পার্সেল ৵৹ ৬ই আনা।

রত্নগর্ভাঘৃত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার [illegible] ১ পার্সেল মাশুল।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়স্বীকার এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাইতে উদ্যোগী প্রায় ১২ বৎসর যাবৎ ব্যবহার করাইতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মৃগী বায়ু, অস্থিশূন্য বধির, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভূত বলা এবং অন্য লোককে আঘাত করা প্রভৃতি হইতে সদ্য ছাড়িয়া যায়েন, স্তম্ভিত থাকা হরিষ, উন্মাদ, এবং বাতিক যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। তবে অন্য নিয়ম ভঙ্গ হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৩৲ টাকা।
আধ সের মূল্য ১৫ টাকা।
পাঁচ ৵৹ আনা।
তৈল।

আমরা প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ এই শ্লেষ্মিক কাশরোগের ঔষধ [illegible] দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট [illegible]। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার হাঁপি, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অস্থিসন্ধি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, (অর্থাৎ বায়ুনালীতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অধিকাংশ শ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধ দ্বারা শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার সহিত এক রকম বটিকা সেবন করিতে হয়। তাহার মূল্য ১ টাকা।

ভগবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ সন্তানের উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া প্রসবের সময় সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভস্থ সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুশ্লিষ্ট ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। পার্সেল ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধ ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মিউনিসিপাল বাগানের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী—পুটিয়া ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁইবাসা ৭
" " বৈদ্যনাথ গুহ—সেরপুর ৫
" " মুন্সিফ দত্ত—রায়পুর ৫৷৹
" " নারায়ণদিন তেওয়ারি—রংপুর ৯
" " তারিণীপ্রসাদ হাজরা—দিনাজপুর ১৲
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—যশোহর ৭
" " যদুনাথ মল্লিক—কলিকাতা ১৲
" " হরিশ্চন্দ্র সামন্ত—বোকড়া ৭
" " সোণারাম দাস—বেরুগড় ৭
" " কেশবচন্দ্র চৌধুরী—করিমপুর ৭
" " নিমাইচন্দ্র রায়—মালদহ ১৲
" " মহেন্দ্রনারায়ণ দাস—মেদিনীপুর ৭
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—গৌরীপুর ৭
" " মহীনচন্দ্র দাস—বড়বাজার ৫৷৹
" " বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর ৭
শ্রীযুক্ত হেমরি উইলিয়ম—কৃষ্ণনগর ১৲
" চন্দ্রকুমার সাহা—দিনাজপুর ১৲
" সনাতন ধর্ম্মরক্ষিনী সভা, শিমলা পাহাড় ১৲
" গৌরাটী মর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার ১৲

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৬৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ষ্টাম্প, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। ৵৹ আনার অধিক মূল্যের ষ্টাম্প প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে এক সোমপ্রকাশ গ্রাহকে পরিচ্ছুক্ত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের [illegible] পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

এক সোমপ্রকাশে তিন পত্র লইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন পত্র [illegible] আনা ডাকমাশুল পর ৵৹ এক আনা দিতে হইবে।

প্রতি এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কলমস্থ গৃহে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং"। ৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ২২ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ৬ ই ডিসেম্বর। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

ইংরাজী টীকা।

১৮৮০ সালের ৫ আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতায় টীকা দিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সরকারী টীকা দিবার স্থান	থানা	উপস্থিত হইবার দিন	টীকা দিবার সময়।
১। চিৎপুর ডাক্তারখানা	শ্যামপুকুর ও কুমারটুলি	সোমবার, বুধবার,	
২। মেয়ো হাঁসপাতাল	জোড়াবাগান ও বড়বাজার	মঙ্গলবার ও শনিবার	
৩। ৩৩ বিডনষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্রের বাটী	বটতলা স্থপ্রিকোর্ট ও জোড়াসাঁকো	সোমবার বুধবার ও শুক্রবার	প্রাতে ৯ টা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত।
৪। মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতাল	কলুটোলা ও মুচিপাড়া	মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার ও শনিবার	
৫। টেক্স আফিস	বৌবাজার পদ্মপুকুর ওয়াটারলু ষ্ট্রীট ও কেরিওয়ালা	সোমবার বুধবার ও শুক্রবার	
৬। পার্ক ষ্ট্রীট ডাক্তারখানা	আলমতলা, কলিঙ্গা, পার্কষ্ট্রীট ও বাবুবাজার	মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার	
৭। কেস্‌উইস হাঁসপাতাল		সোমবার ও শুক্রবার	

যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিন ও সময়ে উল্লিখিত স্থানে টীকা লইতে আসিবেন তাঁহাদিগকে বিনা ব্যয়ে টীকা দেওয়া যাইবে

যাঁহারা আপন বাটীতে টীকা লইতে কিম্বা সন্তানগণকে টীকা দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা সেই সপ্তাহের সরকারী টীকা দিবার স্থানে নিরূপিত দিন ও সময়ে দরখাস্ত করিলে সরকারি টীকাদার বাটীতে যাইবে, মিউনিসিপাল আফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নামে ডাকযোগে পত্র পাঠাইলে সত্বর তদ্রূপ বিধান করা যাইবে।

বাটীতে টীকা দিবার জন্য মিউনিসিপালিটীকে ৷৷০ চারি আনা করিয়া ফি দিতে হইবে ঐরূপ ফি দেয় দিলে ওকবাদি করিয়া ছাপান রসিদ দেওয়া যাইবে।

সরকারি টীকাদার গণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপ ফি কিম্বা পারিতোষিক পাইতে পারিবেন না।

কোন বালকের মাতাকে গাড়িভাড়া কিম্বা অন্য কিপাকে ৷৷০ টীকার বেশী খরচা দেওয়া যাইবে না সন্তান জন্মাইলে তাহাকে ভিজিটারি ও যাহাদের টীকা হয় নাই এমন সন্তানগণকে সত্বর টীকা দিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর হইতে উল্লিখিত নূতন বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত হইবে।

মিউনিসিপাল আফিস
২৫ এ নবেম্বর

জে ম্যাকলিয়ড এম ডি
ইংরাজী টীকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পাঠি পাইয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ৷৷০ আনা, তাহার পর প্রতি ৷ আনা; ৷৷০ আনার ন্যূন আর গণ্য হইবে না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শুভকারী বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে [illegible] মেডিকেল [illegible] পাইবার আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-

[illegible] করিয়াছে। অন্যত্র গ্রাহক [illegible] বিনামূল্যে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করিতে হইবে, তাহা [illegible] সোমপ্রকাশ অফিসে মূল্য পাঠাইয়া [illegible] তাহা অগ্রিম ও অতিরিক্ত ডাকমাশুল [illegible] তাহাকে উপরি উক্ত [illegible] তাহার নিকট হইতে ইনিদ লইবেন।

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতার বিগত ১৫ নবেম্বরের সোমপ্রকাশে [illegible] সংবাদদাতার সংবাদ পাঠে অতিশয় বিস্মিত হলাম। যে হেতুক ঐ সংবাদে সিমলায় কমিসরিয়েট বাঙ্গালি সাহেবের যে বিষয়টী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমস্ত অলীক ও বিস্ময়পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ বিষয়ে আমরা প্রায় সকলেই [illegible] উপাধিধারীকালিদাসাদিপর্যন্ত বাস করিতেছি ও অবসরানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি।

সময়ে সময়ে যদিও কিছু কিছু অসঙ্গতি ঘটে, অন্তরে দুঃখ পাই বটে কিন্তু কমিসরিয়েট আপিস ও সংবাদদাতা যে প্রকার বিকসচিত্ত ও ঘৃণার সহিত আপনাকে ও আপনার সহকারিদিগকে কিরাণের দুরবস্থা ও নিষ্কৃষ্টতা কহিয়াছেন তাহা বাস্তবিক নহে। দুঃখ, পীড়া ও মৃত্যু সময়ের ঈদৃশ হাস্যকর ও অমঙ্গলসূচী বলিয়া পরিচিত হয় নাই। যাহা হইলে সমস্ত সভ্যসমাজে কখনই ইহা তাদৃশ আদরণীয় হইত না। সুরা পীড়া দিবার ও মনোরঞ্জক ও হর্ষ সুখকর একমাত্র বিষয়। ইহা অন্যের বাড়ীতে উপস্থিত হয় না। বঙ্গদেশে এই বিদ্যার অনুশীলন অতি অল্প। কথিত আছে যে হাতে সাহেবী বাড়ি প্রভৃতিতে প্রচুর পাওয়া যায় এ নিমিত্ত অনেকেরই এদেশে আসিয়া ঐ বিদ্যা চর্চ্চায় আশা বলবতী হইয়া উঠে। ইহাতেও অনুমানে ইহার উদ্ভব হইবার যে প্রায় অর্দ্ধোপার্জ্জন বাসনা ভিন্ন অনুরাগিত হয় না। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর লোক বিলাসেই ইহার অনুশীলন প্রায়ই লক্ষিত হয়। এখন কোন ব্যক্তি এই বিদ্যা শিখা বা ইহাতে মনোধর্ম্ম করিয়া থাকিলে ঐ শ্রেণীর লোকের অনুসরণ করে হাহাতে তাহার চিত্ত বলুষিত বা কলঙ্কিত হওয়া মনোযোগে সন্দিহান করা আকাশে থুতিক্ষেপ করে আপনার মুখ কলঙ্কিত করা মাত্র। বারবিলাসিনী বা বেশ্যাপরায়ণতাই হউক বিদ্যা সর্ব্বত্রই সমান আদরণীয়। এখন ইহাদের পরস্পরের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রতি লক্ষ্য হয় না। কারণ তখন ইন্দ্রিয় অর্থে যারা গীত শ্রবণেচ্ছা চরিতার্থই এক মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। সকল কার্য্যই উদ্দেশ্য সাপেক্ষ। এক্ষণে গায়ক গায়িকা শ্রোতার কতদূর মনোরঞ্জন করিয়াছে জানিতে পারিলে স্বীয় বিদ্যার পরিচয় পায় ও যাহাতে শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করিতে পারে প্রাণপণে এইরূপ যত্ন করে। সুতরাং তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ "বাহবা" প্রভৃতি উপযোগী তারা (যাহা সংবাদদাতা ঐ স্থলের অঙ্গরাগ বলিয়া প্রকটিত করিয়াছেন) ভিন্ন আর কিছুই প্রয়োগ হয় নাই এবং ইহা অপেক্ষা হইতেও পারে না কারণ তাহা অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ। তবে আমরা এই সকল সুরা গীতের সময়ে অশ্লীলতাপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ কবি বলিয়া সংবাদদাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এস্থ চিন্তা করা সকলে আবশ্যক; কিন্তু যখন ইন্দ্রাদি দেবগণের চিত্তহরণ মানসে দেব সভায় রম্ভা প্রভৃতি নর্ত্তকীদিগকে আনিয়া করিয়াছিলেন তখন সামান্যের উপর এরূপ দোষারোপ করা নিতান্ত অন্যায়। (১)

সংবাদদাতা আরোপে কমিসরিয়েট আমাদের অনেক অধিকাংশ লোক দুরাত্মা ও লম্পট। ইহা কি প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে অনুমোদন করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আমরা যখন যাঁর নিকট যাই অনুরোধে তাঁহার মনে এরূপ ভাবনার উদয় হইয়া থাকে তাহা কহিব, নচেৎ যদি তিনি কাহার সমক্ষে কিছু বলিতে থাকেন তবে তাহা ঐ বিষয় [illegible] বিশ্বাসের [illegible] আমরা কখনও [illegible] তাহাও যদি না হয় ও বোধ হয় বিশিষ্ট ইহাদের মধ্যে একজন সভ্য বলিবেন। [illegible] বেশ্যা সেবা সকলে করে না। এই বিষয় [illegible] একজনের মনে দুঃখের প্রকৃতি কিছু [illegible] ইংরাজদিগের ন্যায় ইহাদিগের অবসরের [illegible] সুরাপান ও বেশ্যা সেবা যে কোন [illegible] ও অবকাশ সময়ের [illegible]

(১) [illegible] কথা কহিয়াছেন তাহাতে [illegible] বাইবেলে [illegible] আমরা [illegible] ছেলে অনেক [illegible] কিন্তু তাহা নিতান্ত [illegible] বোধ হয়। [illegible] ইহাদের [illegible] প্রবণ হয় না। যত দিন না এই সকল কবিতার সহিত লোকের [illegible] ততদিন সমাজের [illegible] হইবে কাজে [illegible] হয় না। সুরা পীত নিতান্ত পদার্থ, ইহার [illegible] কথার সহজের দুঃখ দূরি হয়। ইহা দূরিমাত্র [illegible] আরও কারণ; কিন্তু তাহা বলিয়া নিতান্ত ও অনুচিত্ত [illegible] লিখিতে [illegible] আমোদ করা নিতান্ত দূষিত কার্য্য।

সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্যয় পক্ষে ত সংবাদদাতা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। আর এক্ষণে কমিসরিয়েট বিভাগে অবকাশ যে কত সুলভ তাহাও সংবাদদাতা জানেন এবং আপনাকেও বিদিত করিতেছি। প্রত্যহ প্রায় রাত্রি ১০। ১১ টা পর্য্যন্ত আমরা সরকারি কার্য্যে আফিসে নিযুক্ত থাকি। অপরাপর উৎসবের দিন দূরে থাকুক রবিবার পর্য্যন্তও অবকাশ পাওয়া যায় না। এমন পরিশ্রমের পর বিরাম ভিন্ন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ বাসনা মনোমধ্যে স্থান পায় না। বলিতে পারি না, যদিও কাহার কাহার মনে এরূপ ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে যে উহাতে একজাতীয় মহত্তা বলিয়া সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন ইহা অতিশয় অন্যায়। সুরা তাহাদিগকে গ্রাস করে নাই ইহা নিশ্চয় জানিবেন (২)। সুরাপান ও বেশ্যা সেবা (যে কোন প্রকারের ও যত পরিমাণেই হউক) নিন্দনীয় ও সমাজের হানিকর, অতএব অবশ্যই পরিহার্য্য। কিন্তু যদি এ নিমিত্ত কিলাসপ্রিয় বাঙ্গালী মাত্রই কলিকে ও অজ্ঞাতীয় বলিয়া আপনার সংবাদদাতার প্রতীয়মান হয় তবে বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত জগতে তাঁহার রুচির অনুযায়ী স্থান ও সমাজ অবশ্যই অপ্রাপ্য।

আমরা পাকড়ি বান্ধিয়া পঞ্জাবীদের সহিত মিলিত হইতে অধুনার কুণ্ঠিত বা লজ্জা বোধ করি না, বলিও দেশ কাল পাত্র বিশেষে তাহাদিগের রুচির বিশেষরূপ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ও সমাজের ন্যায় বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণের কলুষিত বাহীত অন্য কেহ নহে। আপনার সংবাদদাতা কি কারণে তাহাদিগকে হেয়জ্ঞানে না দেখিয়া বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ের সহিত অবলোকন করিয়াছেন বলিতে পারি না। যদিস্যাৎ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্জাবীজাতীয়দের সহিত মিলিত হইলে তাহা হইলে বোধ হয়

(২) পত্রপ্রেরকদিগের এই কথাগুলি পড়িয়া আমাদের একটী বিষয় স্মরণ হইতেছে। অনেক সুরাপায়ী লোকের মুখে সর্ব্বদা এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন "আমরা মদ খাই, মদ আমাদিগকে খায় না"। এরূপ বলা অতিশয় অন্যায়। আমাদের পত্রপ্রেরকগণ এরূপ বাক্য ব্যবহার করেন না বটে। তাহা হইলে অনেক দুর্ঘটনার নিবারণ হইতে পারে। আমরা অনেক বাঙ্গালি যুবা এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া নিজের পরিবারের ও দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই জন্য এ উত্তর গালে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। পত্রপ্রেরকগণ বলিয়াছেন ঘৃণা ব্যক্তিকে নহে; আমরা বলি পাপের প্রতি যার ঘৃণা নাই সে ব্যক্তি ধার্ম্মিক নামের যোগ্যই নয়। পত্রপ্রেরকগণ যাহাতে দেশের লোককে এই সকল পাপ হইতে বিরত করিতে পারেন; সেই চেষ্টা করিবেন, তাহার এদেশের দুর্গতি দূর হইতে পারে।

সমাজের উন্নতি ও পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল হইতে পারে।

জগতে কোন বস্তুই সুখাস্পদ নহে। সুরা এক মাত্র উদ্ধত চেতার পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা, মদ্যের বিপরীত অন্যায় স্বরূপ। সংবাদদাতার ভাবে প্রকাশ যে তিনি একজন ধার্ম্মিক কিন্তু সম্পাদক নিজিশেষে যেরূপ চিত্তের বিকলতায় ও বিদ্যে পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি ঐরূপ একপ্রকার অব্যবস্থাচিত্ত সম্পাদ ও হয় বলী হইবেন। আর এই হিমাদ্রির গর্ভে বসিয়া যে হয়া প্রভৃতি যে কত শত গুরুতর কার্য্য হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই কল্পিত সুরাপান ও বেশ্যা সেবার উপর এতাদৃশ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। বোধ হইল যে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে অথবা সম্পাদক মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিবার মানসেই এই বঙ্গবাসিনিষ্ট সংবাদদানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন।

সংবাদদাতা স্বয়ং লিখিয়াছেন যে আমাদের অন্ন বিদ্যা সুতরাং উপরি উক্ত উক্তিটী কখনই তাঁহার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর মধ্যে পরিগণিত হইবে না (৩)।

কিলম্‌
২৭ এ নবেম্বর
১৮৮০।

অনুগত
ব্রীঃ-
কমিশনিংটন।

সোমপ্রকাশ

২২ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

হয়ার নূতন এ ইংরেজ শব্দ।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে "অকটরয়ি সিষ্টেম" নামক নূতন লাইসেন্স প্রথা প্রচলিত হওয়াতে দেশ মধ্যে সুরাপানের নিতান্ত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

[illegible]

সকল জেলা হইতেই শোচনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সে দিন দারজিলিঙ্গ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল যে এই প্রথা নিবন্ধন পাহাড়ী জাতিদের উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সাঁওতাল ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগেরও দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অশিক্ষিত ও অসভ্য লোকদিগের মধ্যেই পান দোষের আতিশয্য ঘটিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগের প্রবৃত্তি সকলকে নিয়মিত করিতে পারে না। সুতরাং এ সকল দোষ একবার তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগকে একবারে দুঃখসাগর দুরমীয়মান উপনীত করে। গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন? তাঁহাদের হাতপাই কি বড় হইল?

পূর্ব্বতন প্রথানুসারে স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের এক একটী ভাঁটী ছিল। সুরাকর সেখান হইতে মদ চোরাইয়া লইয়া যাইত। যে, যে পরিমাণে সুরা প্রস্তুত করিত তাহাকে সেই পরিমাণে কর দিতে হইত, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের ভাঁটী তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুরার উপর কর না করিয়া দোকানের উপর কর স্থাপন করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি নীলামের ডাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকিতে পারে সেই দোকান খুলিতে পায়; সুতরাং সে দোকানে যে যত পরিমাণে সুরা বিক্রয় করিতে পারে তাহাতে বাধা নাই। মনে কর পূর্ব্বে যে দোকানে মাসে ৫০ মণ বিক্রয় হইত, তাহাকে তিন মণ বিক্রয় করিতে হইলে তদনুসারে অধিক কর দিতে হইত। এক্ষণে সেই ব্যক্তি একবারে ১০ টাকা কর দিয়া ইচ্ছা হইলে মাসে ৮০ মণ ১০০ মণ ২০০ শত মণ ছাড়ার মদ সুরাপ বিক্রয় করিতে পারে। দোকানগুলিরা অনুমতি পাইতে গুরুতর কর দিতে হয়, সুতরাং সুরা বিক্রেতারা অধিক পরিমাণে সুরা বিক্রয় করিয়া নিজ লাভের অংশ অধিক করিবার চেষ্টা করে। লোক যাহাতে অধিক সুরা পান করে তাহাদের সেই চেষ্টা। সুরার মূল্য অল্প করাই লোকের সুরাপান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং তাহারা সুরার অধিক ছিটা করিয়া সুরার মূল্য নিতান্ত অল্প করিয়াছে। লোকের সুরাপানের দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সহরের সুরা বিক্রেতারা নিজ পাকাবাড়ীতে সুরা বিক্রয় করিয়া সুরাপায়ীর আমোদ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ইংরাজি কায়দা বাহির করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ করিতেছেন; আমাদের বোধহয় অচিরাৎ দেশের যে কতক লক্ষ টাকা সুরাপায়ী নিবন্ধন আমরা পাইতেছিলাম, তৎপরে তাহার অধিক আসিবে। তাহারা যে কোন উপায়ে পয়সা সংগ্রহ করে আর বৃদ্ধি করিয়া মদের দাম দিবে। বোর্ডের কর্ত্তাগণ এরূপ বিবেচনা করিলেন!

এই পানাসক্তি বৃদ্ধির অনিষ্ট ফল সকল দিকে অনুভূত হইবে। সকল সকল দরিদ্র [illegible] নিঃস্ব হইবে, অসংখ্য দরিদ্র পরিবার অন্নাভাবে মরিবে, অসংখ্য বালক বালিকা শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে বদমায়েস হইয়া উঠিবে; এবং দাঙ্গা, হাঙ্গাম খুন প্রভৃতি চারিদিকে বাড়িতে থাকিবে। বাড়িতে এক দলেছেন, কাঁসারিপাড়ায় এই সকল অনিষ্ট, ফল [illegible]। আমরা অধিক দূরের কথা বলিব না। আমাদের চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী ও কলিকাতার উপকণ্ঠের পাইকপাড়া একটী স্থানের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এই নূতন প্রথা নিবন্ধন টালিগঞ্জ নামক স্থানে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। এখানে মাতালদিগের বিশেষ জনতা দৃষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ এই, ইহার উত্তর অংশেই দক্ষিণ উপনগরীর মিউনিসিপালিটীর অধিকার। সেখানে এই নূতন প্রথা প্রচলিত হয় নাই সুতরাং সেখানে সুরার মূল্য অধিক। এই কারণে টালিগঞ্জের উত্তর বিভাগের যত লোক দক্ষিণ বিভাগে অর্থাৎ ভবানীপুর নামক স্থানে সুরাপানার্থ মিলিত হয়। এখানে অনেকগুলি খাড়িওয়ালা, ভুনিওয়ালা, আড়তদারদিগের মজুর প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোক বাস করে, তাহারা অল্প মূল্যে সুরা পাইয়া প্রত্যহই দলে দলে দক্ষিণ বিভাগের দোকানে আসিয়া থাকে। সুতরাং দাঙ্গা হাঙ্গাম প্রভৃতির সর্ব্বদা ঘটনা হইয়া থাকে, এমন কি এরূপ জনরব যে স্বাধিযোগে এখানে পথিকদিগকে ধরিয়া লুণ্ঠন প্রভৃতিও আরম্ভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই সময়ে বিশেষ সতর্ক না হন এই স্থানটী বদমায়েসের আবাস ভূমি হইয়া উঠিবে।

পানাসক্তি নিবন্ধন ইংলণ্ডের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইংলণ্ডের লোকে ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ডন সাইট প্রভৃতি দেশের সম্ভ্রান্ত [illegible]

[illegible]

'ন সা সবের [illegible] এবং সমা বৃদ্ধি যথা সাধ্য দুই চারি [illegible] করিয়া এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু দেশের লোকে রাজনীতি বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখা অবধি তাহারা নিজ নিজ অধিকার সম্বন্ধে অনবরত আন্দোলন করিতে পারে। তাহাতে সেই সকল অধিকার রক্ষার বাসনা তাহাদের অন্তরে দৃঢ়ীভূত হয়, তাহাতে দেশের ভবিষ্যদ্বংশের পক্ষে তাহাদের দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয় সে বিষয়ে তাহারও বিশেষ চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এমন বড় বাড়ীর কর্ত্তা বাবুর ন্যায় নিজের সমি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, সভ্যদিগের পরস্পরতা নিবন্ধন অর্থের অভাব নাই; দুই একজন বক্তৃতি লোকের প্রসাদে বুদ্ধি বিদ্যারও অপ্রতুল নাই; সুতরাং নিজ গদিতে বসিয়াই দুই একটী পাকা কথা বলিতেছেন; নিজ লোকের ন্যায় গবর্ণমেণ্টকে দুই একটী সারগর্ভ পরামর্শ দিতেছেন। কমিসারিগেরে স্বার্থ তাঁহারা কয়েক জনে যাহা বুঝিতেছেন তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু দেশে রাজনীতি চর্চ্চা বৃদ্ধি হয় এইরূপ কোন উপায় ইঁহারা অবলম্বন করিতেছেন না। বোধ হয় সেরূপ কার্য্যকে আপনাদের অবলম্বনীয় কার্য্য বলিয়া গণনা করেন না।

এতদ্ভিন্ন ভারতসভা নামে একটী সভা আছে। ইহাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র স্বরূপ। সভার কর্ম্ম গ্রহণের সময়ে সভ্যগণ দেশ মধ্যে রাজনীতি চর্চ্চার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এসম্বন্ধে যে কিছু করেন নাই তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে সিবিল সার্ভিস সংক্রান্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করা ইহার জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইয়া ও শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া ইহাঁরা রাজনীতি চর্চ্চার অনেক সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু এরূপ ক্ষণে ক্ষণে এবং সুবিধা ও আবশ্যক মত কার্য্য করিলে হইবে না। এই কার্য্যটী সভার একটী প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। ইহার মধ্যে কলনায় ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি কিছুই কার্য্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া যাইবে তাহারা কই? তাহারা এখনও নিজ নিজ অধিকার বুঝিল না; তাহাদের হইয়া যে কথা বলিতে যাইব তাহারা তাহার আলোচনা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; তাহারা দেশের কি উপকার করিবে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। তবে কাহার প্রতিনিধি হইয়া যাব? দেশের আন্দোলন, প্রতিনিধি প্রেরণ, আবেদন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের মূলে মাতৃভাষা প্রাণ হওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আগে মাতৃভাষা প্রকৃত রূপ এ সকল আপনা আপনি হইবে।

অনেকে পরে ভাবেন তাহার উপায় কি? ইহার অনেক উপায় দেশের মধ্যে স্বাধীন বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা একটী প্রধান উপায়। বর্ত্তমান সময়ে এই গবর্ণমেণ্টের দাসত্বে কত শত শত শিক্ষিত লোকের হস্ত পদ, লেখনী বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রজাদিগকে নিজ নিজ অধিকার শিক্ষা দিতে গেলেই অনেক সময় কোথায় কোথায় সেই অধিকারের ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক হইবে। সুতরাং অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদ করা প্রয়োজনীয় হইবে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তাদিগের পক্ষে এরূপ আচরণ নিষিদ্ধ। এইরূপে দেশের কত বিজ্ঞ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোক বাঁধা পড়িয়া আছেন! বুদ্ধি বিদ্যাতে যাই না দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা হইবেন তাঁহাদিগের রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিবার সাধ্য নাই। যুবকদিগেরও স্বাধীন বৃত্তির দিকে গতি নাই। একটী বড় চাকরী যুটিলে দেশহিতৈষীদিগের অগ্রগণ্য ব্যক্তিও লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে আর প্রজাদিগের হইয়া গবর্ণমেণ্টকে স্বাধীন ভাবে কথা বলে কে? যাহারা শিল্প, প্রভৃতির উন্নতি হইয়া যতদিন এক শ্রেণীর শিক্ষক, সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা লোকের বৃদ্ধি না হইতেছে ততদিন প্রকৃত রাজনীতি চর্চ্চার উন্নতির পথে দুরূহ ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে।

আর একটী উপায় আছে। শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের রাজনীতি বিষয়ে দৃষ্টি আছে, এবং যাঁহারা সরলভাবে দেশের হিতকামনা করিয়া থাকেন, তাহারা সভা বদ্ধ হইয়া এই চর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবলম্বনীয় কার্য্যের মধ্যে গণ্য করুন। সভ্যদিগের অর্থ সাহায্য আদৌ প্রার্থনীয় হইবে, হয়ত নাই। মিটিং অধিক বোধ বিশুষ্ক করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু যাঁহারা এই সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে কিছু পরিমাণে শ্রেম স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ অন্য বিষয়ে শক্তি হইলে যেরূপ মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা হয়। হইবে না, কিন্তু প্রথম উদ্যমে এরূপ কেশ কিছুকাল সহ্য না করিলে, লোকে অগ্রসর হইবে না।

আমরা ভারত সভাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা স্বয়ং এইরূপ কোন উপায় অবলম্বন করুন, দেখিবেন তাঁহাদের দ্বারা দেশের একটী মহৎ ইষ্টসাধিত হইবে; তাঁহারা ও দেশের লোকের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া থাকিবেন

ইংরাজী বর্ণমালাতে ভারতবর্ষীয় ভাষা লিখন প্রণালী

ভারতবর্ষবাসি অনেকগুলি ইংরাজের ইচ্ছা যে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলকে ইংরাজী বর্ণমালাতে লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়। এইরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পঞ্জাব প্রদেশে এতদর্থ একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজী বর্ণমালাতে উক্ত ভাষা লিখন প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে উক্ত বর্ণমালাতে কয়েক খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন উক্ত সভার প্রকাশিত একখানি মাসিক পত্রিকা আছে। তাহাতে উক্ত প্রবন্ধ সকল ইংরাজী বর্ণমালাতে লিখিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজের ইচ্ছা যে বাঙ্গালা ভাষাও উক্ত অক্ষরে লিখিত হয়। চল্লিশ পঞ্চাশবার জন ব্রাউন সাহেব উক্ত মতাবলম্বী, কিছু দিন হইল তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত জানিবার জন্য এক পত্র লিখেন, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার যে উত্তর দিয়াছেন গতবারের ফিন্দু পেট্রিয়টে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত যে ইংরাজী বর্ণমালাতে বাঙ্গালা ভাষা লিখিলে হানি নাই। যাহাঁরা এই মতাবলম্বী তাহাদের অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রথম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করা যে এত কঠিন বর্ণমালার বিভিন্নতাই তাহার একটী প্রধান কারণ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালা শিক্ষা করিতে যে শ্রম ও সময় যায় তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র। জগতের সকল ভাষাই যদি এক প্রকার বর্ণমালাতে লিখিত হয় তাহা হইলে লোকের অনেক অসুবিধা দূর হয়।

দ্বিতীয়, ইংরাজী যে ভাষাতে লিখিত ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশেই ঐ বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই বর্ণমালাতে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল লিখিত হইলে ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা ও ইউরোপের লোকের পক্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা সহজ হইবে।

তৃতীয়, ভারতবর্ষের ভাষা সকলের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ এত অল্প যে সকলের যদি এক বর্ণমালা হয় তাহা হইলে অতি অল্প আয়াসেই সকল ভাষা শিক্ষা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই ভাষার নৈকট্য এত অধিক যে দুইটীকে দুইটী বিভিন্ন ভাষা না বলিয়া এক ভাষা বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কিন্তু বর্ণমালা বিভিন্ন হওয়াতে দুইটী যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের এখন ইংরাজী চর্চ্চার বহুল প্রচার হইতেছে। ক্রমে দেশের অধিকাংশ লোককেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজীর বর্ণমালা শিক্ষা করিলেই তাহারা ভারতবর্ষের সকল ভাষার বর্ণমালা পাঠ করিতে পারিবে।

পঞ্চম, ইংরাজী বর্ণমালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে অতি অল্প আয়াসেই তাহা বাঙ্গালা বা নাগরী অক্ষরের ন্যায় সুন্দররূপে পাঠ করা যায়। অতি সামান্য পাঠের অভ্যাস করিতে পারে।

বর্ণমালার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে দুইটী বিষয় প্রধানরূপ লক্ষ্যকরণে প্রবিষ্ট বিচারে প্রবৃত্ত হইবে হয়। প্রথমতঃ সে বর্ণমালা এরূপ কি না, যে তদ্দ্বারা মানব কণ্ঠের সকল প্রকার স্বরই প্রকাশিত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ সে বর্ণমালা এরূপ কি যে তাহাতে অতি সহজে শুদ্ধ লিখিতে পারা যায়। প্রথম লক্ষণ দ্বারা বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার অর্থাৎ দেবনাগর বর্ণমালার নায় মানব কণ্ঠের সকল প্রকার স্বরের উপযোগী বর্ণমালা প্রায় দৃষ্ট হয় না। আমাদের কণ্ঠের অনেক প্রকার স্বর আছে, যাহা ইংরাজী বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ করা হইবে। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় পারসী বর্ণমালা অপেক্ষা উর্দ্দু বর্ণমালার অক্ষরের সংখ্যা অধিক। কিন্তু কালে এই মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া এখন পারসী অক্ষরে হিন্দি লিখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন উর্দ্দু বর্ণমালার অক্ষরে কুলাইল না, সুতরাং নানা চিহ্ন প্রস্তুত করিয়া বর্ণমালা বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া উঠিল, এই কারণে ইংরাজী অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত বা হিন্দী গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও বিন্দু, মাত্রা ইত্যাদি [illegible] করিয়া অনেক গুলি অক্ষর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। কিন্তু আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশ প্রভৃতির কতকগুলি বিদ্বান লোকের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা ইংরাজী লেখার সুন্দর ইচ্ছাধীন করিতে পারেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বা পঞ্জাবের ছাত্রগণকে সেরূপ সুন্দররূপে ইংরাজী উচ্চারণ করিতে পারে না। উহার কারণ এই, বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশের ছাত্রগণ যখনকালে সংস্কৃত ও হিন্দী বর্ণমালা শিক্ষা করে, তাহাতে মানবদেহের অনেক স্বর ঠিক উচ্চারণ করিবার অভ্যাস হয়ে সুতরাং তাহারা বর্ণমালা সহকারে যখন ইংরাজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে তখন ইংরাজী উচ্চারণ করিতে তাহাদের অধিক ক্লেশ হয় না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাবের বালকগণ শৈশবকালে প্রায় উক্ত ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করে; উহার যে সকল অক্ষরে মানব কণ্ঠের অনেক স্বর নিষ্পন্নরূপে উচ্চারিত হয় না। সুতরাং তাহারা যখন ইংরাজী শিক্ষা করে, তখন ইংরাজীর সমস্ত সকল উচ্চারণ করিতে কষ্টবোধ হইয়া উঠে। এই কারণেই বাঙ্গালির মুখে ইংরাজী উচ্চারণ যেরূপ সকল ইংরাজের মুখে বাঙ্গালা শিক্ষা করা তত সহজ নয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণে ইংরাজী বর্ণমালাকে সম্পূর্ণ বর্ণমালা হইতে হীন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু লিখিবার পক্ষে ইংরাজী বর্ণমালা ভারতবর্ষের সকল বর্ণমালা অপেক্ষা উপযুক্ত। ইংরাজী বর্ণমালা অতি অল্প আয়াসেই শুদ্ধ লিখিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের অপর কোন বর্ণমালা এরূপ লিখিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী বর্ণমালা পৃথিবীর অনেক জাতির পূর্ব্বাক্ত ইতর বিদ্যার অনুরূপ পড়ুয়া একটী প্রধান যুক্তি। যদি সমস্ত সাধারণের কোন একটী বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে ইংরাজী বর্ণমালা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহাতে স্বর ও লিখিবার সুবিধা উভয় পক্ষে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল কথা কহিয়া না, ইহাতে ইহাই সমালোচনার সংক্ষেপে উপযুক্ত হইবে।

[illegible]

বঙ্গদেশ মাত্রেই সংবাদ পত্র সম্পাদক বেশ সাধারণ একটী প্রধান সমস্যা বোধ হয়া করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই, রাজনিয়মের দ্বারা শাসন কার্য্যের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। প্রজাগণ সংবাদ পত্র দ্বারা অসাধারণ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কলাপের বিচারে প্রবৃত্ত থাকাতে, গবর্ণমেণ্ট সাধারণের নিকট প্রিয়পাত্র হইবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকেন, সেইজন্য তাঁহারা ও সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, এবং কোন বিষয়ে কোন অন্যায় আচরণ হইলে, তাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া দিলে, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। কিন্তু সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের অনেক সময় এমন ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ করিতে পারিলেই যেন কৃতার্থ হন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ করিতে পারিলেই যেন কৃতার্থ হন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ করিতে পারিলেই যেন কৃতার্থ হন।

[illegible]

ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠকদিগের [illegible] অবগত আছেন যে, ঐ দেশে রাজপুরুষের সহিত বিবাদ করিতে সকলে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিত। যাহাতেই কিছু কথা কহিবার সুযোগ পাইত, তাহাতেই সকলে একত্র হইয়া রাজপুরুষদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

[illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন। [illegible] সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা [illegible] করিতেন।

প্রেস কমিশনরকে গবর্ণমেণ্টের মত স্বরূপ করিলে ভাল হয়। গবর্ণমেণ্টকে যে সকল কথাই লোককে জানাইতে হইবে তাহা নহে। রাজশাসন সংরক্ষার্থ এরূপ অনেক কথা আছে যাহা ব্যক্ত হইলে প্রকাশ হইলে শান্তিভঙ্গের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, সে সমুদায় সে সকলকে জানাইতে হইবে তাহা কেহ বলে না। যাহা গোপন করা উচিত তাহা গোপনে থাকুক, কমিশন গবর্ণমেণ্টের সমুদায় কার্য্য ও তৎসম্বন্ধীয় যুক্তি প্রভৃতি প্রেস কমিশনরের জানা লোকের গোচর করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট এক উদ্দেশে এক প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন লোকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অন্য এক ভাবে সেই কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সে সময়ে যদি গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারা যায় তাহা হইলে লোকের সন্দেহ এবং আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। প্রেস কমিশনর যে কেবল সেই কার্য্যের সংশোধন দিবেন তাহা হইলে চলিবে না। সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মনোগত অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে সংবাদপত্র সকলকে আর অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে হইবে না।

এইস্থলে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকলের একটী অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের যে সকল বার্ষিক রিপোর্ট প্রভৃতি প্রকাশিত হয় অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের চক্ষেও তাহা পড়ে না। যে দুই এক জন সম্পাদকের নিকট দুই একখানি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়া থাকে; তাহার অসময়ে প্রেরিত হয়। প্রথমে ইংরাজী পত্র সকলকে দিয়া তাহার বহুকাল পরে তবে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথা স্মরণ হয়। যখন রিপোর্ট গুলি হস্তগত হয়, তখন তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি বিষয় গুলি তৎপূর্ব্বেই সাধারণের বিদিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি অধিকাংশ লোকে পাঠ করে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন চুরি থাকে সে সব বহুদর্শনী হইয়া পড়ে। দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা লোকের বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া ভ্রান্তি বশতঃ গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন আইন করিলেন, কিন্তু যাহাতে সেই বিদ্যার বৃদ্ধি কারণ না হয়, তাহার কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না।

অনন্তঃ প্রেস কমিশনরের পদটী উঠিয়া যায় আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে। উক্ত পদটীর দ্বারা বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে দেশীয় সংবাদের দিকে দৃষ্টি রাখা যেন প্রেস কমিশনরের একটী প্রধান কার্য্য হয়। সাহেবরা ভ্রমে পড়িলে বহুসংখ্যক লোককে ভ্রমে ফেলিবে, তাহারা প্রকৃত কথা জানিলে বহুসংখ্যক লোককে জানাইতে পারিবে তাহাদিগের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ভারত সচিব ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, চর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ যে কমিশন নিযুক্ত হয় তাহার মধ্যে কেয়ার্ড সাহেব একজন ছিলেন। কৃষি বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া ইহার ইংলণ্ডে অত্যন্ত সুখ্যাতি আছে। ইনি ইংলণ্ডের কৃষির অবস্থা পরিদর্শন করিয়া এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের লোকে ইহাঁকে এবিষয়ে একজন পরামর্শদাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যখন চর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করা স্থির হয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাকে তাহার একজন সভ্য হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কমিশনের রিপোর্ট মধ্যে ইহাঁর যাহা বক্তব্য ছিল তাহা বলিয়াছেন, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইহাঁর নিজের বক্তব্য কি তাহা একখানি স্বতন্ত্র রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লর্ড সালিসবরি আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইনি নিজের মত প্রকাশ করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পত্র লেখেন। উক্ত পত্র বিচারার্থে লর্ড সিটনের গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। তাঁহারা কেয়ার্ড সাহেবের অনেক মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

কেয়ার্ড সাহেব পরামর্শ স্বরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ পুর্ব্বে এক একটী গ্রাম এক একটী স্বাধীন স্থান ছিল; গ্রামের মণ্ডল ও দলপতিগণ গ্রামের রাজস্ব আদায়, শান্তি স্থাপন, বিবাদের নিষ্পত্তি প্রভৃতি কার্য্য করিত। গুরুতর স্থলে পঞ্চায়েতের দ্বারা কঠিন প্রশ্ন সকলের মীমাংসা হইত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারকালে এক একটী জেলাতে এক একটী সবডিবিজন ও তাহাতে এক একটী আদালত স্থাপিত হইয়া সেই প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ভূমির রাজস্ব। পুর্ব্বে যেমন ভূমির উৎপন্ন শস্যাদি গ্রহণ করা হইত সেই প্রথা প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

তৃতীয়তঃ, যত সহজে ভূমির উপর দখলী স্বত্ব উপস্থিত হয় তাহার উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে ত্রিশ বৎসর অন্তর খাজনার হার পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, এরূপ দেখা গিয়াছে যে সেখানেও ভূমির প্রতি প্রজার মমতা জন্মে না।

চতুর্থতঃ রেলওয়ের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বাণিজ্যেরও বিশেষ সাহায্য হইবে।

পঞ্চমতঃ যে যে স্থানে ভূমিতে জল সেচনের জন্য খাল কাটিবার সুবিধা নাই সেখানে কূপ খনন করিবার প্রথা অবলম্বন করিলে ভাল হয়।

ষষ্ঠতঃ দেশের শাসনকার্য্যের ব্যয় অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে, ঐ কার্য্যে বহুল পরিমাণে এদেশীয় লোক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্যয় লাঘব হইবে এবং দেশের ও ধন বৃদ্ধি হইবে।

সপ্তমতঃ গবর্ণর জেনরলের পদ ও সুপ্রিম কাউন্সিলটী তুলিয়া দিয়া প্রদেশীয় গবর্ণরদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন করিলে ভাল হয়। ইত্যাদি।

লর্ড সিটনের গবর্ণমেণ্ট ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার সারাংশও সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথাঃ—

গবর্ণর জেনেরলের পদ তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাব বিষয়ে তাঁহারা বলেন, "গবর্ণর জেনেরলের পদ উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে সেই স্থানে স্থাপন করা আমাদের মতে পরামর্শসিদ্ধ নয়। তবে প্রাদেশীয় গবর্ণরদিগের শক্তি ও ক্ষমতা আরও অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, ইহা আমাদের মত।

দ্বিতীয়তঃ পবলিক ওয়ার্কসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে এক এক প্রদেশের পবলিক ওয়ার্কের ভার সম্পূর্ণরূপে সে প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই; তবে এই মাত্র বক্তব্য যে যে স্থলে ঋণ করিয়া কোন প্রকার পবলিক ওয়ার্ক করিতে হইবে, সে স্থলে ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতির অপেক্ষা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের লোকের অর্থ এদেশের কার্য্যে খাটে তাহাতে আমাদের অনিচ্ছা নাই কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রতিভূ স্বরূপ না হইলে তাহা পাইবার অধিক আশা নাই।

অতিরিক্ত প্রজা সংখ্যার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বলেন, যে ভারতবর্ষের কোন কোন বিভাগে প্রজা সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সত্য কথা। কিন্তু হঠাৎ সে ক্লেশ নিবারণের আশা দূরে হয় না। রেলওয়ের সুবিধা, শিক্ষার উন্নতি এবং জনভাধণীড়িত প্রদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক লোকবিশিষ্ট প্রদেশ সকলে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল উপায়ের দিকে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগের ত্রুটী নাই।

ইংরাজী আইন ও আদালত সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান আইন ও আদা-

লক্ষ প্রথা নিবন্ধন কোন কোন অংশে ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, এবং ইহার যে আরও বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও স্বীকার্য্য কিন্তু এ প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রাচীন মহাজন বা পঞ্চায়েত প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, লোকের সেরূপ ইচ্ছা নয়। গ্রামের লোকের বিচার অপেক্ষা আদালতের বিচারের উপর লোকের অধিক আস্থা। গবর্ণমেণ্ট কেয়ার্ড সাহেবের আরও অনেক কথার উত্তর দিয়াছেন, সে গুলির সবিশেষ উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

পাঠকগণ দেখিতেছেন কেয়ার্ড সাহেব যে সকল পরামর্শ দিয়াছেন তাহা অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করিতেছে। এক প্রবন্ধে তাঁহার সকল বিষয়ের বিচার করা সাধ্যায়ত্ত নয়। তবে দুই একটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেয়ার্ড সাহেব যত কথা বলিয়াছেন তাহার মূলে একটী প্রশ্ন রহিয়াছে। ভারত বর্ষের লোকের ধন বৃদ্ধির উপায় কি? পাঠকগণ মনে মনে একবার এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিবার চেষ্টা করুন তাহা হইলে কেয়ার্ড সাহেবের অনেক কথার তাৎপর্য্যের মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। প্রজার ধন বৃদ্ধির উপায় কি? ইহার অর্থ প্রজার হস্তে অধিক অর্থ কিরূপে সঞ্চিত হয়। ইহার দুই প্রকার উপায় সম্ভব। প্রথম যদি প্রজার আয় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়; দ্বিতীয় যদি তাহার ব্যয়ভার লঘু করা যায়। আয় বৃদ্ধির বিষয় ভাবিতে গেলে তিনটী বিষয় চক্ষে পড়ে। (১ম) কৃষিজ দ্রব্যাদির উন্নতি (২য়) শ্রমজীবি শিল্পের উন্নতি (৩য়) বেলওয়ে খাল প্রভৃতি পবলিক ওয়ার্কের বৃদ্ধি। ইহার এক একটী প্রকার আবার এক একটী ভাবে স্বতন্ত্র। ধান্যের দিক দৃষ্টান্ত করিলে, প্রথমে ধান্য বাহুল্যের প্রধান কয়েকটী কারণ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। (১ম) আমাদের শাসনকার্য্য চালাইতে গবর্ণমেণ্টের যত টাকা ব্যয় হয়, উক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টকে কর সংগ্রহ করিতে হয়, উক্ত কর প্রজাদিগের উপর একটী প্রধান ব্যয় স্বরূপ হইয়া থাকে। প্রজাদিগকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ঐ কর দিতেই হয়। মনে কর গবর্ণমেণ্ট এখন শাসনকার্য্য চালাইতে যত টাকা ব্যয় করিতেছেন, কোন উপায়ে যদি অন্য তাহার দশ কোটী টাকা কমাইতে পারেন, তবে তাহা হইতে প্রজাগণের সেই দশ কোটী ধন বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই জন্য প্রজাদিগের ধন বৃদ্ধির অপরাপর প্রস্তাবের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংকোচের কথা-টাই সর্ব্বাগ্রে আসিয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সংকোচের প্রশ্ন উঠিলেই গবর্ণমেণ্টের সিবিল, মিলিটারি সকল বিভাগের ব্যয়ের কথা আপনা আপনি উপস্থিত হয়। এই জন্যই কেয়ার্ড সাহেব গবর্ণর জেনারেলের পদের ও সিবিল সার্ব্বিসের প্রশস্ত উপস্থিত করিয়াছেন। প্রজাদিগের ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষার অভাব ও তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি। তাহারা বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে দৈবের উপর নির্ভর করে। "ঈশ্বর দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপ্রস্তুত হইয়াও বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্য জাতীয় লোক নিজের অবস্থা দেখিয়া বিবাহ করে, কিন্তু হিন্দু গৃহস্থের পাঁচ পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে। না দিলে ধর্ম্মাংশে হীন হইতে হয়। এই সকল সামাজিক সংস্কার ও নিয়ম থাকাতে লোকের দরিদ্রতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অর্থনীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এইরূপ স্থলে স্বাধীনতার উপনিবেশ স্থাপনকে দারিদ্র্য হইতে নিস্তারের একটী প্রধান উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কেয়ার্ড সাহেব প্রথমোক্ত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল প্রকার প্রশ্নেরই মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতির উপায়স্বরূপ যে দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন অগ্রে সেই দুইটীর আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। প্রথমতঃ, ভূমিতে যত সহজে প্রজাদিগের স্বত্বলী স্বত্ব জন্মিতে পারে তাহার উপায় করা; দ্বিতীয় অর্থে খাজনা লইবার প্রথা রহিত করিয়া উৎপন্ন শস্যে সেই খাজনা লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা। এখন প্রথমটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা অনেকবার প্রকাশ করিয়াছি। সে সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী কিঞ্চিৎ পরিমাণে নূতন। অর্থে খাজনা না লইয়া শস্যে খাজনা লইলে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। কৃষকের পক্ষে একটী প্রধান সুবিধা এই যে তাহার ক্ষেত্রে যে বর্ষে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণে খাজনা দিতে হয় এবং দুর্ভিক্ষের বৎসরে যে খাজনা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। এখনে দেশের ভাল শস্য, উৎপন্ন হউক না হউক, জমিদারকে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক স্থলে প্রজাকে কর্ম্মচারীর নিকট খাজনা দিতে হয়। ফসল ভাল হইল কি না জমিদার তাহার অনুসন্ধান করেন না গবর্ণমেণ্টের ও কথাই নাই। তাঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব বলিলে হয়। সেখানে প্রজারা জমিদারের সরকারে খাজনা দেয়, সেখানে তাহারা আপত্তি, অনুনয়, উপরোধ চলিয়া থাকে। প্রজা খাজনা না দিলে আদালতের সাহায্য ভিন্ন জমিদারের অন্য উপায় নাই। সেখানে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সেখানে প্রজার ওজর আপত্তি চলে না, খাজনা না দিলেই নালী ঘাটী নিলাম আরম্ভ হয়। ফল, শস্যে খাজনা দিবার প্রথা প্রচলিত হইলে, প্রজার এ ক্লেশ থাকে না। শস্য উৎপন্ন হইল না, খাজনাও দিতে হইল না। কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনেক প্রকার অসুবিধা ঘটে. গ্রামময় স্থানে স্থানে বহুবিস্তৃত শস্যের গোলা প্রস্তুত করিতে হয়। অতিশয় যত্ন সহকারে শস্য সঞ্চয় না করিলে শস্যের অনেক অপচয় হইয়া থাকে। গৃহস্থ যে ভাবে তাহার শস্য রক্ষা করে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারির পক্ষে তখনই তত যত্ন ও সতর্কতা সম্ভাবনা; সুতরাং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের শস্যের ক্ষতির নিতান্ত সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট শস্য লইয়া কি করিবেন, তাহা বিক্রয় করিতে হইবে। এতদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট কেমন কৌশল করিয়া দুই পয়সা লাভের পথ আবিষ্কার করে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হইয়া কে সেরূপ করিবে? গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতি অনেক স্থানে অতিরাস্ত হইতে হইবে। তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের বাজেট নিত্য নিয়মবদ্ধ থাকিবে, সে দিকে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা অল্প কিন্তু শস্যের অবস্থা সকল বৎসর সমান না হওয়াতে তাহার দিকে অসফলতা থাকিবে সুতরাং অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিত ব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় যে ক্লেশ তাহাও সময়ে সময়ে সহ্য করিতে হইবে। আরও অনেক অসুবিধা আছে পরাদি বহন করার ব্যয়ও গণনা করা উচিত। এই সকল কারণে কেয়ার্ড সাহেবের এই পরামর্শ অবলম্বন করা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুকর হইবে। প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আমরা অন্যবারে কেয়ার্ড সাহেবের উল্লিখিত আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

[illegible]

আমাদের গ্রামের জেনেরল পার্লামেণ্টের সাহেব বোম্বাই নগরে হাইকোর্ট ভবন নামক ই বাড়িনির্ম্মাণের সভাতে আমাদিগের একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষিতা ও মাতৃভাষানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে ছয় মাস কাল মিলন [illegible] করিয়া তাঁহার এই শুভকার্য্যের [illegible] পক্ষে সন্তোষ জন্মিয়াছে। [illegible] বলিয়া তিনি উপস্থিত [illegible] জেন যে তাঁহাদের মধ্যে [illegible] সকলের বিবাহ [illegible]

তাৎপর্য্য কি বিস্তারিত [illegible] করিয়া বলা যাইতে পারে না। এদেশের আবহমান রীতিনীতি কিরূপে শাসন করেন [illegible] সময়ে সময়ে লক্ষিত হয়। কিন্তু [illegible] পরে কালে তাঁহাদের উপযুক্ত [illegible] করিয়া থাকে। লর্ড রিপন [illegible] তিনি স্বদেশীয়দিগের উপযুক্ত ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে মনে চমকিত হইয়া থাকিবেন; যাহা হউক তিনি কিছু কাল এদেশে থাকিলে তাঁহার উপদেশ চুম্বকে এদেশীয় ইংরাজ [illegible] অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারিবে বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইচ্ছা করি তাহা এই :—

উক্ত বক্তৃতার একস্থলে লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য ও দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। তিনি কি পরিমাণে তাঁহার কর্ত্তব্যসাধনে সমর্থ হইয়াছেন বা হইবেন তাহার বিচার ভার তাঁহার স্বদেশীয়দিগের হস্তে। লর্ড রিপন সরল লোক সুতরাং এ কথাগুলি তাঁহার মনের কথা। এ কথা গুলির অর্থ এই তাঁহার শাসন সম্বন্ধে এদেশের লোকের মত কি তাহা জানিবার জন্য তিনি তত ব্যস্ত নন। কিন্তু নিজস্বদেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র। অন্য কোন চতুর গবর্ণর হইলে হয় ত সাবধান হইয়া কথা কহিতেন। আমরা এই প্রকার ভাবের জন্য লর্ড রিপনকে একমাত্র দোষী করিতেছি না। এখানকার প্রত্যেক ইংরাজের মনের ভাব এই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে সুপ্রিম কাউন্সিলের অনারেবল সভ্য

থর্ণটন সাহেব এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন যে এদেশীয় লোকের মতামতের উপর কর্তৃপক্ষীয়ের যেরূপ উপেক্ষা তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফলতঃ গবর্ণর জেনেরল অবধি জেলার মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী যে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের মতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশীয়দিগের সদ্ভোষ অসন্তোষ এদেশীয় সংবাদপত্র সকলের মতামত অনেক ইংরাজের পক্ষে কৌতুকের বস্তু। তাঁহারা যখন দশ জনে মিলিত হন তখন ঐ সকল অবলম্বন করিয়া আমোদ প্রমোদ চলিয়া থাকে। আরথনট সাহেব বলিয়াছিলেন এবং আমরাও বলিতেছি প্রজাগণের মতের প্রতি এত উপেক্ষা করিয়া কোন গবর্ণমেণ্টই দীর্ঘ কাল রাজ্য সুশাসনে রাখিবার আশা করিতে পারেন না। প্রজাগণের সুখ দুঃখ বা অনুরাগ বিরাগের প্রতি উদাসীন হইলে কখনই রাজ্যের সুশাসন হয় না। লর্ড রিপনের কথার যদি এই অর্থ হয় যে তিনি স্বদেশীয়দিগকেই ভয় করেন এদেশীয়দিগের অসন্তোষের ভয় করেন না তাহা হইলে তাঁহারও আর ইংরাজের সহিত সমশ্রেণী গণ্য হইতে হইবে। কিন্তু আমরা সেরূপ বিশ্বাস করিতে পারিব না। পক্ষান্তরে উৎকৃষ্টতর রাজনীতির আশ্রয় করি। বোধ হয় লর্ড রিপনকে সেই উন্নত রাজনীতির অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গবাসীদিগের প্রতি সৈন্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের একটি অবিচার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে যুদ্ধকালে বাঙ্গালিদিগকে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের ভার দিয়া লইবা যাওয়া হইবে না। কিম্বা কমিশরিয়েট বিভাগে কোন কর্ম্ম দেওয়া হইবে না। এরূপ আদেশের কারণ কি তাহা আমরা জানি, সে কারণটী এই

গত আফগান যুদ্ধের সময় কমিশরিয়েট বিভাগের অনেকগুলি বাঙ্গালীকে সৈন্যদলের সহিত যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছুটি লইবার প্রয়াস পাইয়া এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকারে অসুবিধা করিয়াছিলেন। কোন সৈন্যদলের প্রতি দিন দিনের মধ্যে যাত্রা করিবার হুকুম হইল তাহাদের যাত্রার আয়োজন করার ভার কমিশরিয়েটের বাবুদিগের উপর। বাবুরা সঙ্গে না গেলে তাহাদের যাত্রা করাই দুষ্কর। কিন্তু উক্ত আদেশ প্রচারের পরেই একজন বাবু পীড়ার উপলক্ষ করিয়া ছুটির জন্য আবেদন করিলেন অপর একজন নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন, তৃতীয় ব্যক্তি ভয়ত চিন্তিত নিরুদ্যম সমুচিত আয়োজন করিতে বিস্মৃত হইলেন।

ইংরাজেরা আলী মসীদ দুর্গ যখন অধিকার করেন সেই সময়ে আমাদিগের পরিচিত একজন ভদ্র বাঙ্গালী সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি কমিশরিয়েটের একটি বাঙ্গালী বাবুর যেরূপ দুর্গতির বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন একদিন রাত্রি অনুমান দশটার সময় আমরা তাঁবুতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময়ে কিয়দ্দূরে বন্দুকের ধ্বনি শ্রুত হইল। অমনি চারি দিকে বন্দুকের মিলিত ধ্বনি ও লোকের ছুটাছুটী আরম্ভ হইল। কমিশরিয়েটের কর্ম্মা বাবু সেকেলে লোক, তিনি ঐ শব্দ ও গোলযোগ শুনিবামাত্র ভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন। আপনার আসনে আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ওকি ওকি করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক কম্পান্বিত হইল এবং ঘন ঘন ঢুঁ ঢুঁ, এইবার গেলাম। ঢুঁ ঢুঁ এইবার গেলাম বলিয়া আমাকে কাপড় পরাইয়া দিতে বলিলেন। আমি কাপড় পরাইয়া দি এবং মুখে অভয় দিবার চেষ্টা করি। অবশেষে জানা গেল যে গোলযোগ কিছুই নহে।

এরূপ যাহাদের সাহস তাঁহাদিগকে যে গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদলের সঙ্গে লওয়া অনুচিত বিবেচনা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? যুদ্ধকালে অপরাপর সদ্গুণের অপেক্ষা সাহস ও ধৈর্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ সময়ে হীন সাহস ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনেক অনুবিধা ঘটিতে পারে। ইহা স্বীকার করি যাও আমরা গবর্ণমেণ্টকে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কমিশরিয়েট বিভাগে যে সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই পুরাতন লোক। আমরা জানি আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অধিক সাহসী। আমাদের নিশ্চয় বোধ হয় কমিসরিয়েট বিভাগে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা যদি অধিক থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে এপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। এরূপ স্থলে সমুদয় বাঙ্গালি জাতিকে কমিশরিয়েট বিভাগে কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা সবিচারসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের লোক যে বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা অধিক সাহসী তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু সৈন্যদলের পশ্চাতে পশ্চাতে যাওয়াও বড় দূরে শিবির মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করাতে যে অধিক সাহসের প্রয়োজন এরূপ বোধ হয় না। বঙ্গদেশের যুবকগণ যে সে সাহসটুকুও প্রদর্শন করিতে পারিবে না তাহা কে বলিল। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই অযথা অনুদেশ দর্শন করিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ের পুনর্বিচার করিবেন

সেণ্ট্রাল ফণ্ড।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে গত আফগান যুদ্ধে হত ও আহত সৈনিকদিগের অনাথ ও নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে সেণ্ট্রাল ফণ্ড নামে একটী ফণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদর্থে যে সভা হয় লর্ড রিপন তাঁহার সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক যাহাতে অধিক পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হয় সেবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারল যখন এ বিষয়ে উৎসাহিত হন তখন আমরা মনেমনে একটী আশঙ্কা করিয়াছিলাম। সে এই উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ সাক্ষাৎভাবে কোন কার্য্যে হস্ত না দিলেও এদেশের অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ধনী লোক আপনাদের অবস্থা না ভাবিয়া সেই সকল কার্য্যে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা

ভাজন হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব বিষয়ে এ বিষয়ে স্বয়ং উৎসাহিত হওয়াতে সেই সকল ভদ্রলোক ব্যক্তির আরও সম্মানলাভ হইবে। যে ভাবে এই সংবাদের অর্থ সংগ্রহ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহাতে এই আশঙ্কা আরও বলবতী করিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল মাজিষ্ট্রেটদিগকে অর্থ সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই কার্য্যটী যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। সাহারাণ মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী কথা বলিলে এদেশের অতি সম্ভ্রান্ত লোকেরও না বলিবার সাহস হয় না। মাজিষ্ট্রেটগণ যখন ধনীদিগকে আহ্বান করেন তখন অনেকে আপনাদিগের শক্তির পরিমাণাতিরিক্ত দান করিতে বাধ্য হইবে। পরের উপকারার্থ যে সকল কার্য্য করা হয় তাহাতে এ ভাবে লোককে প্রবৃত্ত করিতে নাই। যে সৎকার্য্যে অর্থ দিয়া লোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম বলিয়া মনে করে, যাহার অনুরোধে অর্থ দেয় তাহার উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয় এবং যাহার সাহায্যের জন্য অর্থ দেয় তাহার প্রতি মনে মনে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকে তাহাতে দাতার পারত্রিক কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণই হয়। আমাদের বোধ হয় এ সম্বন্ধে এই নিয়ম অবলম্বন করা উচিত যে দেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইলে গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর বিশেষ ভাবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা ভাল। তাহাতে লোকের স্বাধীন উপকার প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হয়।

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে সকল অনাথ ও অসহায় বৈধানিক পরিবারের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতেছে আমরা তাহাদের বন্ধু হাবী নহি। সাহায্যের ভার দূর করা যে উচিত এ কথা কে অস্বীকার করিবে। যাঁহারা এতদর্থ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারা যে সদাশয়ে লোকের প্রশংসার উপযুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে আমাদের এই একমাত্র অনুরোধ যে প্রার্থনীয় বৈধানিকদিগের পরিবারগণকে যেন বিস্মৃত করা না হয়।

ভ্রমণকারির পত্র।

বক্সার।

আমি শোণপুর মেলা স্থান হইতে এই অগ্রহায়ণ বক্সরে আসিয়া উপস্থিত হই। বক্সার সাহাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। স্থানটী বৃহৎ নয়। এখানকার লোকে ইহাকে বাক্সেশ্বর বলে। এখানে বৈদ্যনাথ নামে একটী স্থান আছে, সেইখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধার্থ এই স্থানে রামচন্দ্রকে আনিয়াছিলেন। অদ্যত্য লোকেরা তাড়কানালা বলিয়া একটী নালা দেখাইলেন এবং বলিলেন, রাম তাড়কা বধ করিয়া তাহার শরীর এই স্থান দিয়া টানিয়া লইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। নালাটী একটী উচ্চ স্থানের নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ উচ্চ স্থানের দক্ষিণে আর নালা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার লোকের মতে ঐ উচ্চ স্থানটী তাড়কার আসস্থান ছিল। রামচন্দ্রের বহুরাক্রই তাড়কা হেতের শরীর ঐ নালাটী হইয়াছে, অথবা উহা বরাবর স্বাভাবিক জল নির্গমের পথ ছিল এক্ষণে নির্ণয় করা বড় কঠিন। রামায়ণে তাড়কার শরীর যেরূপ বৃহৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিতল প্রমাণ দীর্ঘ নালাটী তাহার শরীর নিঃসৃত হওয়া সম্ভাবিত নয়। তবে রামায়ণের অতি বর্ণন পরিত্যাগ করিয়া যদি একপ অনুমান করা যায়, বক্সার পূর্ব্বকালে বৃহদাকার দুরন্ত রাক্ষসদের আবাসস্থান ছিল এবং তাড়কা নামে রৌদ্রমূর্ত্তি অতি ভীষণস্বভাব কোন রাক্ষসী স্ত্রী বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদির বিঘ্ন উৎপাদন করিত, কুশপতি বিশ্বামিত্র স্বয়ং তাহার দমনে সমর্থ না হইয়া রামচন্দ্রকে আনিয়া তাহার প্রাণ সংহার করেন এবং পূর্ব্বপক্ষের ভয়ে তত্ত্ব সেই রাক্ষসীকে সরযূর রামচক্র দ্বারা গঙ্গায় নিক্ষেপ করাইয়া ছিলেন। তাহা হইলে কথঞ্চিৎ ঔপচারিক নালাটীর উৎপত্তি সুসঙ্গত সম্ভাবিত হয়।

এই স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল, ইহা যদি স্থির হয়, রামচন্দ্র এই স্থান হইতে জনকপুরাধিপতি বিদেহরাজ নীত হইয়াছিলেন। মিথিলায় আর বক্সারে ৫০।৬০ ক্রোশ অন্তর। আমি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি, গণ্ডকপারে ছিল্লভেলা। মিথিলা ছিল্লভেলার রাজধানী।

বক্সারে গঙ্গার ধারে রামেশ্বর নামে শিব ও ৺দুর্গার মন্দির আছে। আমি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মন্দিরটী দিয়া সুধা ও অতি যত্নসহকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। এদেশে কারুকার্য্য সে বিষয়ক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, মন্দিরগুলি দেখিলে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হয়। এদেশের লোকে মন্দিরে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। মন্দিরের অবয়ব নানাপ্রকার চিত্র ও পুত্তলিকা দ্বারা বিভূষিত হয়।

সভাস্থলে শিবলিঙ্গ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, রামেশ্বর শিবলিঙ্গ সেরূপ নয়। অঙ্গুলি চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত একটী পোড়ামাটীর প্রস্তরখণ্ড। পরিব্রাজকেরা বলিল, রাম বালি জমাইয়া শিবপূজা করিয়া তাহাতে শিব পূজা করিয়াছিলেন, সেই বালি জমিয়া পাথর হইয়াছে। বালিতে যে ঐরূপ অঙ্গুলি চিহ্ন পড়িয়াছিল, আজও তাহা বিদ্যমান হইতেছে। তাহাদের অতি বিশ্বাস আছে, সাধারণের এই বাক্যে তাহাদের প্রবল পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই।

ঐ রামেশ্বর শিবের সম্মুখে একটী শাকা থাকের আবাসের চূড়া হইল। কত কালের থাট কেহ বলিতে পারেন না। থাকটী যে অতি বৃহৎ ছিল, তদবশিষ্ট ইষ্টকরাশিগুলি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

উহারই নিকটে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ দৃষ্ট হইল। দুর্গটী বক্সারের পূর্ব্ব রাজার কৃত। উহা এক্ষণে ইংরাজদিগের অধিকৃত ও আবাসস্থান হইয়াছে। আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ঐ বংশের যিনি এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা আয় ছিল, সমুদায় নষ্ট করিয়া এক্ষণে পরের গলগ্রহস্বরূপ হইয়াছেন। এটী অনেকের সুনীতি শিক্ষার একটী সুন্দর উপায় হইবে সন্দেহ নাই।

এখানে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আদালত, মুন্সেফ আদালত, ডাক্তারখানা ও জেলখানা আছে। আমি ডাক্তার বাবু কেদারনাথ বসুর অধ্য চিকিৎসার নৈপুণ্য দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিলাম, তিনি ৫টী ব্যক্তির পা কাটিয়া ফেলিয়াছেন, আর এক ব্যক্তির বড় বড় ৮টী পাথরী বাহির করিয়াছেন। যে দুই ব্যক্তির পা কাটা হয়, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি মরিয়া উঠিয়াছে। এটী একটী বালক, চাউলের বোঝার নীচে যে চাউল পড়িয়া থাকে, বালকটী সেই চাউল কুড়াইতেছিল, হঠাৎ একটা বোঝা তাহার পায়ের উপরে পড়িয়া যায়। তাহাতেই তাহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির পায়ে ক্ষত হইয়া হাড় পচিয়া যায়।

এখানকার জেলে প্রায় ৯০০ কয়েদী আছে। স্থান সাস্থ্যকর ও ডাক্তারের চিকিৎসার গুণে কারাগারে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম।

বক্সার বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান। এখানে অতি অল্পের আমদানী রপ্তানী হয় যে স্থানে অধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার স্থান সমাবেশ হয় না। বস্তাবন্দী করা অনেক দ্রব্য বাহিরে পাঠান যায়। তিসি, গমমটর, পাটেরই অধিক রপ্তানী হয়।

এই অগ্রহায়ণ এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত এ বৃষ্টি হয়। তাহাতে রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে। এ বৃষ্টি না হইলে স্থানে স্থানে শস্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিত। গ্রামের কূপে জল নাই কষ্ট হইত। এমন কি অনেক স্থলে

ভবিষ্যতের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি বিভাগ সম্বন্ধে সেরূপ অবস্থার আছে, কমিশনর সাহেব অনুমান করিয়া লইলেন। সকলের দৃষ্টি না হইলেই তাহা-কার উচিত হয়। গবর্ণমেণ্ট কেবল কিনার্থ গাল কাটিয়াছেন, কত চেষ্টা করিতেছেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে না। সরকারি কর্ম্মের মূল উৎপাটন না করিয়া পাছে সমস্ত বৃক্ষ চেষ্টা করেন, অর্থাৎ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। ভিতরে ঘুণির কত রহিল, উপরে মলম দিয়া কি ইষ্ট লাভ হইবে?

বিবিধ সংবাদ।

১লা ডিসেম্বর লেডি রিপন বেলা ৭ ঘটিকার সময় বোম্বায়ে উপনীত হন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আমাদের রাজপ্রতিনিধি রিপন সাহেব এবং প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি অনেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ওকণে বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট হাউসে অ। স্থিতি করিতেছেন।

অবগত হওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের অনুমতিসারে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে তার আনয়না হইতেছে এবং তদ্দ্বারা উত্তর বাঙ্গালার অধিবাসীগণ অল্প বারি প্রস্তুত করিতেছে: গবর্ণমেণ্ট এইসংবাদ পাইয়া ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে ইংলণ্ডে ৫২ জন ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পোর্টসাডের ডিউক ১৫০০০০০০ টাকাতে ছিলেন ১৩০০০০০০ টাকা এবং জন উইলিয়ম ১৩০০০০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য অবশিষ্ট ৯৯ জনের মধ্যে কেহই ১০০০০০০ টাকার ন্যূন রাখিয়া যান নাই।

আমরা দুঃখ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি বিখ্যাত ডাক্তার এডওয়ার্ডস ওঁহার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাহেব গত কিবসাবধি ভারতে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার তিনি অতিশয় সদাশয় ও সাধুলোক ছিলেন।

ভারতীয় গ্রন্থাবলী প্রণেতা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র একটী অলীক নাম ধারণ করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে ৬হাজার দশ টাকা করিয়া ২০ টাকার নোট আনয়ন করিয়া ৫ জন। দায়রার বিচারে তাঁহার তিন মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

১৮৭৪ অব্দে ট্রাম্প বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের ৮৯ লক্ষ টাকা আয় হইত কিন্তু উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান বর্ষে ১ কোটী ১৫ লক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে ভারতে ধন শিক্ষাশিক্ষার উন্নতি হইতেছে স্তরাং লোকের চক্ষু ফুটিতেছে: তাঁহাদিগের আত্মগরিমা বৃদ্ধি হইতেছে এবং সকলেই স্বস্ব প্রধান হইতে শিখি সামান্য গোলযোগের গবর্ণমেণ্টে কর্ণে তুলিতে ত্রুটি করিতেছেন না।

বারের অরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষগণ এই নিয়ম করিয়াছেন অন্যান্য অন্যান্য বালকগণকে হাতিনি ও বেদ্য চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এলাহাবাদের উচ্চ শ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয় হইতে দুটী বালিকা এবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মিউসেণ্টাল কলেজে তাহাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল।

১৮ ই ডিসেম্বর টাকা মর্ণিংক্ষে তলে পুরা বাঙ্গালার ভারতীয় জমীদারগণ সমবেত হইয়া একটী সভা করিবেন। এর সংস্থাপ আইনের পাণ্ডুলেখা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা এই সভার মূল উদ্দেশ্য। মহমনসিংহের সোম হয় শীঘ্রই ঐরূপ আর একটী সভা হইবে।

আগামিত সোনারপুর হইতে মগরা রেলওয়ে নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি ক্রয় না হওয়াতে এবৎসর ইহার কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

১২ ই ডিসেম্বর কলিকাতায় দুই জন হত্যাপরাধে ফাঁসি হইবে।

মান্দ্রাজের দক্ষিণে প্রবল ঝটিকা হওয়াতে ফ্রান্স্ রোড রেলওয়ের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে।

৮ ই নবেম্বর বঙ্গদেশে দায়রার অধিবেশন হওয়া গিয়াছে।

জাষ্টিস্ ফ্রি, এচ্ পি, ইডাল্জ সাহেব ছুটি লওয়ায় হঠাৎ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর এফ্, বি সিঙ্কক সি, এস আগামী সপ্তাহে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

লণ্ডনস্থিত ভারতীয় আসিষ্টাণ্ট এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সমস্ত সৈন্য নাগা দিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে তাহাদিগে ৫ প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে ১০ টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম টেলিফোন কোম্পানি ভারতে টেলিফোন স্থাপন করিবার যে আবেদন করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পুরা জেলার অন্তর্গত বারকলের মহারাণী টীকারী নামক স্থানে যে ঔষধালয় আছে তাহার ভার ডাক্তার মিত্র দিবেন বলিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছেন।

বেঙ্গল গেজেট বলেন অন্তরস্থ অঞ্চলে কেল সমুদ্রে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদত্ত হইবে এবং তাহা হইলে রাত্রিযোগে জেল রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে টাকা ব্যয় হইত তাহা বাঁচিয়া যাইবে। অধিক কয়েদীগণ অন্ধকার রজনীতে পলায়নে সক্ষম হইবে না।

পুনা কলেজের মধ্যে যে কৃষিবিদ্যালয় আছে কয়েক দিবস হইল তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

রবার্টসন সাহেব তাঁহার ভগ্নীর আত্মাকে হত্যা করাতে হাইকোর্ট সমর্পিত হইয়াছিলেন। প্রায় তিন দিবস ধরিয়া তাঁহার বিচার হয়। রবার্টসন সাহেব বলিয়াছিলেন মৃত আত্মা তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপন করাতে তিনি তাহাকে প্রহার করেন কিন্তু তিনি তাহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করেন নাই। ২৭ নবেম্বর ষোলজুরার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বিচারপতি তাহার এক মাস কারাবাস ও ১০০ টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

মান্দ্রাজে এক নালিত পাথল হইয়া নানাপ্রকার হত্যা করিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি মান্দ্রাজের গবর্ণর ত্রিচিনপলির রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হইবা মাত্র সে তাঁহার হস্ত একখানি ছুরিকাঘাত দিয়া কাল প্রিন্স যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি অঙ্গী কার করিয়া গিয়াছিলেন ভবিষ্যতে গবর্ণরী পদ তাহাকেই প্রদান করিবেন। সে এক্ষণে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে মাত্র। লাট সাহেব এই সমস্ত দেখিয়া তৎকালে একবারে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ফরাসী সাধারণতন্ত্র সভার সভাপতি নিজ অধ্যয়ন মন্দিরে একটী টেলিফোন যন্ত্র সংস্থাপিত করিয়া সেনেট চেম্বর্স ও মন্ত্রী সভার সভাপতিদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

ডিউক অব বকিংহাম হস্পিটালের সহিত আগ্রা করাতে মান্দ্রাজবাসীগণ তাঁহার প্রতি একপ অসন্তুষ্ট হইয়াছে যে তাহারা তাঁহার প্রথমে কতকগুলি গালিবাদ সংগ্রহ করিবায় অভিলাষ করিয়াছে এই নিমিত্ত ইতিমধ্যে মধ্যস্থল হইতে ১০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া প্রদেশে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে এবং ইহার তাকারে আগ্রাম নামক স্থানের ২০০ অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইয়াছে এতদ্ভিন্ন বেশীর-ভাগের ১৮।২০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এমনি মহিমা যে কেহ কাহারও চোখের চামড়ার ভয় রাখে না। পূর্ব্বে নীচ লোকে ভদ্রলোকের সকল কাজে কাজে ভাঁড়ামি করিত। এখন নিকটে নিকটে আদালত পুলিস হওয়াতে পাড়াপড়া ভদ্রলোককে কেহ আমল করে না। অধিক কথা কি স্ত্রী স্বামীর ভয় রাখে না। "সব ভাতে ঘর" যদি বিবাদ হইল অমনি আদালতে স্ত্রী স্বামীর নামে নালিশরুজু হইল। এবং তাহার ভাত খাইতে চাহিল না। এখন আমরা যে রাজার প্রজা তাহাতে স্ত্রী পুরুষে বিবাদের কথা এক পক্ষ না এক পক্ষ যদি আদালতের আশ্রয় লয় তাহাতে লজ্জার নাই আর মানেরও হানি হয় না। তাহার নিকট এ সকল সদাচার আদর্শ। পাঠক দেখুন বিলাতে এই সদাচার দিন দিন কত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৯৮ অব্দে ১১৭০০০ টী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রী ও স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত স্বামীর বিবাহ এবং ১৮৭৮ অব্দে ১৯০০০০ টী ঊক্ত প্রকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভারতে সমিতি এখন স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ ও স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেছে বটে, কিন্তু আমাদিগের নিয়মকর্ত্তা মহর্ষি মনুর পুণ্যে স্ত্রীরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিবাহ করিতেছেন না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আর থাকেও না। নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় ভদ্র স্ত্রীলোকেও স্বামী থাকিতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। সচরাচর বারাঙ্গনা স্ত্রীর অন্নবস্ত্র, গুরুতর স্থলে তাহাতেও যদি সন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে প্রকারান্তরে পুলিসবিধিকে বাঁধর করা হয়

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অন্যতর সি এন কুক সাহেবের ১ লা নবেম্বর ইংলণ্ডে মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা টামওয়ের অধ্যক্ষগণ ১ লা ডিসেম্বর হিংপুর লাইন খুলিবার নিমিত্ত সকল করিয়াছিলেন। কিন্তু শিয়ালদহের ঢাল ঘাটা প্রস্তুত করিতে যাহা টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হওয়াতে তাহা হইয়া উঠে নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন ১ লা জানুয়ারির মধ্যেই উহার কার্য্য সমাধা করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা গণনা করিবার জন্য বড় ধুম করিতেছেন। মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশের তত্রূপ হুকুম জারি হইয়াছে। লোক সংখ্যা গণনা করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে লোক নিযুক্ত হইতেছে। বিডারলি সাহেব উহাদিগের তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন। সংখ্যা বারী। সকল লোকের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছেন মাদ্রাজের মুসলমানদিগের ন্যায় কলিকাতার মুসলমানেরাও তাঁহাদিগের অন্তঃপুরচারিণীগণের নাম ও বয়স লিখিয়া দিতে চাহিতেছে না। তাহারা বলিতেছে ইহা তাহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। স্ত্রীলোকদিগের নাম ও বয়স লিখিয়া দিলে তাহাদিগের জাতি যাইবে। এই সকল আপত্তি করিয়া তাহারা গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছে।

মাদ্রাজবাসী মুসলমানগণ ডিউক অব কনিংহামকে স্ব স্ব আলয়ে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ভোজ দিয়াছেন। মাদ্রাজবাসিগণ বোধ হয় ১৬ ই ডিসেম্বর তাঁহার পুত্রকেই তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন প্রদান করিবেন।

মন্ত্রিবর উইলিয়মস সাহেব লণ্ডন এডিনিবরে লিখিয়াছেন তিনি অল্পাধিক কাশ্মীর ও তিব্বতের নিবাসি ভিন্নজাতিদিগের নিকট হইতে যে সকল সংস্কৃত পত্র পাইয়া থাকেন, তাহার রচনাপ্রণালী এরূপ উৎকৃষ্ট যে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে অল্পাধিক বহুল সংখ্যক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত তাবত ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। নামে ভাল পুরুর কিন্তু ঘটী ডোবে না।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেরাইস্মাইল খাঁর সর্দার মহম্মদ আজিজুল খাঁকে নেটিব সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভালই কিন্তু এই বারে শনির দশায় পড়িলেন।

অধিকাংশ কমিশরিয়েট গমস্তা কার্য্য নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রকৃত ধন সঞ্চয় থাকেন সুতরাং গমস্তারা যে অসৎ সঞ্চয় করিয়া মনোমার্জ্জন করিয়া থাকেন তাহা অনুমান সন্দেহ নাই। কমিশরিয়েটের কার্য্যে সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই কলিকাতায় একটী সভার অধিবেশন হইবে। বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং ওয়াটসন সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা হইবে।

গবর্ণর জেনেরলদিগের ভরবার করিতে বিস্তর ব্যয় হয় বলিয়া ষ্টেটসমান উক্ত প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কোট ভরনাল নামক একখানি পত্রিকায় একটী কুকুরের আশ্চর্য্য বুদ্ধির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অলডিবিচার সার উইলিয়ম নেপিয়রের কন্যার একটী কুকুর আছে। ঐ কুকুর প্রত্যহ প্রাতঃকালে বাজার হইতে ১২ খানি রুটী আনিত। এক দিন কুকুরটী প্রত্যাগত হইলে দেখা গেল তাহার নিকট ১১ খানির অধিক রুটী নাই। তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিবস রুটীর সংখ্যা ঐরূপ ন্যূন হওয়াতে তাঁহারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে জানা গেল ঐ কুকুরটী অন্য একটী ক্ষীণকায় কুকুরকে ঐ রুটী দিয়া আইসে। নেপিয়র সাহেবের কন্যার আদেশ মত যখন রুটীওয়ালারা ১২ খানি করিয়া দিতে লাগিল তখনও সে এক একখানি রুটী দিয়া আসিতে লাগিল অবশেষে যখন সেই ক্ষীণকায় কুকুরটীর পলায়ন হইল তখন সে পুনরায় ১২ খানি করিয়া রুটী বাটীতে আনিতে লাগিল।

ইউনাইটেড ষ্টেট একটী অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এই যন্ত্রটীর এক প্রান্ত দিয়া বায়ু এরূপ প্রবলবেগে বহির্গত হয় যে তাহার সম্মুখে লোমশ ধরিলে তাহা অবিলম্বে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় আমরা এরূপ হইবার কোন কারণ দেখিতে পাই, বায়ু যে তরে বোধ হয় বায়ুর প্রবলতা নিবন্ধন উহা এরূপ ঊষ্ণ হইয়া উঠে যে তদ্দ্বারা লোহ খণ্ড হইয়া যায়।

উপসাগরীয় স্রোতের বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা ইউনাইটেড ষ্টেটবাসীরা সাগরগর্ভে বহুদূর বিস্তৃত এবং সুদৃঢ় একটী উপত্যকা আবিষ্কার করিয়াছে এই উপত্যকাটী ফ্লরিডা ও জামেকা দ্বীপ হইতে ৩৯৯৯ উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৭০০ ও প্রস্থ ৮০ মাইল। এই উপত্যকাটী যে দুই পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত তাহার একটীর শৃঙ্গ ২০৫৮ ফিট ও অপরটীর শৃঙ্গ ২৯০০০ ফিট উচ্চ। সমুদ্রের মধ্যে ইহার ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না।

দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একটী দুর্ঘটনায় কাপ্তেন মহম্মদ সাহেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটী ওয়ে বেল্-পানির অনবধানতা প্রযুক্ত ঘটে

স্বর্গীয় কোলেনের স্ত্রী রেলওয়ের অধ্যক্ষের ৫০০ টাকা পাইবার প্রার্থনা করে।

পক্ষ তাঁহাকে ৭৫০ টাকা প্রদান করিতে হইয়াছেন।

পোষ্ট আফিস বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নিয়ম করিয়াছেন পল্লীগ্রামে মুদি ও গুরুদিগকে অবৈতনিক পোষ্ট মাষ্টার নিযোজিত করা হইবে এবং তাহা হইলে বিনা ব্যয়ে প্রায় সকলেই চিঠি দিতে পারিবে। এতদ্বিষয় ডাক পেয়াদাগণের উপর চিঠি রেজিষ্টারি করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছে।

ভূগোলতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন হিমালয়ের শৃঙ্গ এভারেষ্ট, পৃথিবীর সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চ ইহার উচ্চতা ২৯০০০ ফিট কিন্তু সম্প্রতি কাপ্তেন ওয়াটসন গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন নবনিদিত কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বত ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ইহার উচ্চতা ২৯০৭৮ ফিট। ওয়াটসন সাহেব ১৩০১৪ ফিটের অধিক আরোহণ করিতে পারেন নাই কারণ ঐ স্থানের বায়ু এরূপ স্থির ও লঘু যে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয় এবং মুখ ও চক্ষু দিয়া রক্ত পড়ে।

[illegible] ইহাতে [illegible] ঐ দিবস প্রাতঃকালে [illegible] একটী কুলিকামিনীকে [illegible] নিকটে [illegible] ঐ স্ত্রীলোকটী [illegible] ঐ দিবস বেলা [illegible] মৃত্যু হয়। পুলিস এই [illegible] ঐ স্ত্রীলোককে ধৃত করেন। কারণ [illegible] সাহেবের নিকট হইতে [illegible] পলায় চড়াইয়া [illegible] ঐ দিবস বেলা [illegible] আদেশ করিয়াছেন। [illegible] ডিকিন্সের মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ার্থ [illegible] ডিকিন্সের মৃত্যু না হওয়াই সম্ভাবিত।

[illegible] কলিকাতার কতকগুলি ইংরাজ [illegible] কাউন্সিলের মেম্বর [illegible] ষ্টেপাদি প্রদান করেন। [illegible] অনেক দেশীয় লোককে [illegible] পারেন।

[illegible] বেঙ্গল থিয়েটরের [illegible] ঐ থিয়েটরের কোম্পানীকে [illegible] দিবা করিয়াছিল। [illegible] তুলনা করিলে বোধ হয় [illegible] ১৭২৫০০ টাকা অধিক দিয়াছে।

[illegible] দিবসকালে নিধিরামের, আমহর্ষ্ট [illegible] বাবু গোবিন্দলাল বাবের সহিত আপিস [illegible] নিবারণ করিবার প্রোপোজাল [illegible] ইহার পূর্ব্বে একটী মিটিং [illegible] হইয়াছিল। [illegible] বাবু উহা অধিকাংশ [illegible] ঐ প্রস্তাব [illegible] তাহারা নিকট [illegible] প্রস্তাবিত করিতে [illegible] তাহারা চোরের উপর [illegible] দোষের বোঝা [illegible] ঐ প্রস্তাবের সম্বন্ধে [illegible] একটী মিটিং [illegible] অধিক গোবিন্দ বাবুর লোকের [illegible] একটী বোঝাই [illegible] হয়। ইহাতে প্রস্তাবিদিগের [illegible] পক্ষ [illegible] ঐ [illegible] হইয়াছে। [illegible] গোবিন্দ বাবুর এক জন কর্ম্মচারী মুখে [illegible] ইহার কিছু [illegible] করিবার [illegible] ইহারা [illegible] মাহিনাদারের [illegible] টাকা [illegible] দিতে চাহেন, কিন্তু [illegible] কলিকাতার [illegible] বাবু [illegible] ঐ [illegible] ইহাতে [illegible] ঐ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ঐ [illegible] ইহাতে [illegible] করিতেছেন। [illegible] ঐ [illegible] ইহাতে [illegible] ঐ [illegible] ইহাতে [illegible] ঐ [illegible] ইহাতে

ওয়ালিসের আদি কি আসুর খাঁ উহা গ্রহণ করিবেন না। দ্বিতীয়ত যদি অতর্কিত অবস্থায় কাবুলাধীশ পরিত্যক্ত করা হয় তাহা হইলে ইংরাজদিগের অপমান হইবে এবং এই সুযোগে রুশেরা উহা সহজেই ধ্বংস করিয়া লইবেন।

কাবুলাধিপের প্রধান সেনাপতি সদৈন্যে শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের রাজপ্রতিনিধি এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই। ১০। ১২ দিবসের মধ্যে তিনি করাচি উপস্থিত রাজা করিবেন।

পার্লিমেণ্টের মধ্যে যে ব্যক্তি ৭ নং ফুসিলিয়ার সৈন্য দলের সারজেণ্টদিগের চেষ্টা করিয়াছিল গত শুক্রবার তাহার ৬ দিন কাল সাজায় কারাগৃহে কাঁদি হইয়া গিয়াছে।

২৭ এ নবেম্বর কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমির খাঁ মানাপ্রকার ভয়প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি পুনরায় যুদ্ধ বাঁধাইবার চেষ্টায় আছেন এবং ওমরা রুশের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি আলকন্দর ৩৫ বর্ষ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ নবেম্বর। সিনিয়র ইউনাইটেড ক্লবে আর ফেডারিক হবার্টসকে একটী ভোজ দেওয়া হয়। উৎসব স্থলে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, ডিউক অব কনট এবং ডিউক অব কেম্ব্রিজ উপস্থিত ছিলেন।

রাইট অনারেবল কোলরিজ ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

লণ্ডন ২৭ নবেম্বর। ৬ই জানুয়ারির পূর্ব্বে পার্লিমেণ্টের অধিবেশন হইবে না।

কনষ্টান্টিনোপল ২৬ নবেম্বর। মণ্টেনিগ্রো সৈন্য গুরুতর পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

নিউইয়র্ক ২৫ এ নবেম্বর। আমেরিকার পেপারী নোট বন্ধ করিয়া পরিপুরিত হইয়াছে এবং ১২৫ খানি ব্যাঙ্ক ব্যবসের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে।

কোপেনহেগেনে যে সকল সৈন্য আছে তাহাদের উপর আধা পেটা দিয়ে ৫ দলের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড প্রানভাগ কেনলিতে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের অবস্থা এখন যেমন শান্ত যে এইরূপ থাকিলে তাহার সম্ভাবনা অল্প। দেশ হইতে কুপ্রথা উঠিয়া গিয়া যাহাতে প্রজার সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন এক্ষণে ইউরোপীয় রাজগণের মধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। রুশের সহিত তাহাদিগের কোন সন্ধি বন্ধন না থাকিলেও তাহাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কোন বিবাদ নাই।

লণ্ডন ২৯ এ নবেম্বর। মহারাণীর সাংঘাতিক নামক তরণীর অধ্যক্ষ ও ছয় জন নাবিক সলোমন দ্বীপে নিহত হইয়াছে।

টিরাবণ ২৮ এ নবেম্বর। খুর্দ্দদিগের দলপতি সেখ আবদুল্লা পরদা বাহাদুর প্রত্যাগত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। ক্লেয়রে কাউণ্টির অন্তর্গত বিলমাই নামক স্থানে প্রায় এক হাজার লোক সমাজতন্ত্রিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

গর্ব্ব বিদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ অভিপ্রায় রুশকে তিনি তাহা জানাইয়াছেন।

লিসবন হইতে সংবাদ আসিয়াছে গোয়ার আর্চ বিসপের মৃত্যু হইয়াছে।

ডরবী সহরের মেজেষ্ট্রারি ডি. সা লেফিনার চীফ কমিশনরের পদ গ্রহণ করাতে টি বিলিয়ার্স এম পি, তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

কনষ্টান্টিনোপল ৩০ নবেম্বর। গোরেন সাহেব ডিসেম্বরের প্রথমেই কনষ্টান্টিনোপল হইতে লণ্ডনে চলিয়া আসিবেন। এবং আসুষাবিতে প্রত্যাগমন করিবেন।

টিরাবণ ২৯ এ নবেম্বর। খুর্দ্দদিগের দলপতি আবদুল্লা পর্ব্বতের সীমাপ্রদেশস্থ উকমিয়া নগরে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে ধরণ করিবার জন্য তিন দল পারস্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা ডিসেম্বর। লর্ড সালিসবরি গত কল্য উডষ্টক নামক স্থানে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টদিগের রক্ষণার্থে আইন বিধিবদ্ধ করিবার যে প্রস্তাব স্থির হইয়াছে তৎবিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদর্শন করিবেন। তিনি প্রজাদিগকে মৌখাশী সম্বন্ধে অধিক বিরক্ত করায় নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন উহার কোন প্রতীকার করিবার পূর্ব্বে একটী আইন করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণগণ যে তত্ত্ব নিরূপণ করেন তাহার মীমাংসা সাধারণে হইবার জন্য ইংলণ্ডে যে হাইকোর্ট আছে তাহার চীফ জষ্টিসের পদ উঠাইয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ৩০ এ নবেম্বর। সুলতান গ্রীসের সহিত তাঁহার সীমা সম্বন্ধীয় গোলযোগের নিষ্পত্তির ভার ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের উপর সমর্পণ করিয়াছেন।

এথেন্স ৩০ এ নবেম্বর। রাজগণ গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে নিবারণ করিয়া যে মতামত দান করিয়াছিলেন তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

টিরাবণ ৩০ এ নবেম্বর। সেখ আবদুল্লার পুত্র কতিপয় সহস্র সৈন্য ও কতকগুলি কামান লইয়া উকমিয়া অধিকার করিয়া টাউম্বর বেগের গতি রোধ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮০।

২৬ এ নবেম্বর। মহীয়ান অন্তর্গত কুষ্টিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী খলীল উদ্দীন আহম্মদ সাহেব বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের সব ডেপুটী কলেক্টর বাবু দুর্গামোহন দে বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু নবীনচন্দ্র গুহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীকিঙ্কর সেন পুরীর অন্তর্গত পুর্ণীয়ার হাট প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ১৭ ই তারিখের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

২৭ এ নবেম্বর। ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ফরিদপুরে বদলী হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দ মাধব রায় ময়মনসিংহের ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

বরাহনগরীয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

বাবু মাধবচন্দ্র সরকার মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

৩০ এ নবেম্বর। ত্রিপুরার অন্তর্গত সাব্রুমবাটীয়র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নিজাবর হোসেন ১৮৮০ অব্দের বি, সি ও আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ এ নবেম্বর। বালেশ্বরের অন্তর্গত পাটাশপালির মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এল, যিনি সম্প্রতি কাটোয়ায় কার্য্য করিতে ছিলেন, তাহাবাদে বদলী হইলেন।

২৪ গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত ও ইংলণ্ডীয় সিবিলিয়ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারি অপরাধের [illegible] করিয়া সেসনে সোপর্দ্দ বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৭ নবেম্বর। সাসেরামের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অঘোরনাথ সেন, ও প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৭ নবেম্বর। জলপাইগুড়ির ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ইমসন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

২০ নবেম্বর। মুঙ্গেরের প্রিন্সিপাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল করিম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার টী, ইমসিম তৃতীয় শ্রেণীর উকীল হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

১৮ নবেম্বর। হাজারিবাগের ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টার কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করাতে তত্রত্য স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু রামকালি সামন্ত সবইনস্পেক্টর ও ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২০ নবেম্বর। পুরুলিয়া জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ মানভূমের প্রতিনিধি ডেপুটী স্কুল ইনস্পেক্টর হইলেন।

২৯ এ নবেম্বর। দিনাজপুরের স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু গিরিশচন্দ্র সোম স্বতার্য্য ও কিছু দিনের জন্য ডেপুটী ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৩ ডিসেম্বর। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, রঙ্গপুর স্কুল সমূহের প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর হইলেন

সংবাদদাতার পত্র।

পত্তন।

এতদ্দেশে সুখের পরিবর্ত্তে যেমন চারিদিক সমারোহ ও উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে, আনন্দের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এমন কি কোন্ দিন কোন্ পুরুষ কোন্ পার্শ্ব তাহার কোনই সমস্তার পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে এ অবস্থাটির কাল বহুত্ব পৌরুষিক কাল যেমন আড়ম্বর লক্ষিত হয় পরবর্ত্তে তাহার পরাধীনের একালেও নাই বলিতে হয়। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই হৈব, অন্যান্য রাজ্যের এবং বঙ্গবাসী এক নামকেরই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সকলেরই [illegible] তাঁহাদের প্রত্যেক শাস্ত্র। বিলাসের ১।৪ খানে নানক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সমাজ আছে। ইহার মধ্যে প্রত্যেকটির পূজা ও পঠন হইয়া থাকে। যে নানক গোবিন্দসিংহের জন্ম প্রথম প্রদর্শন করত একেশ্বরাধিষ্ঠাতার [illegible] মন্ত্র নাটকে লৌকিক করিয়াছিলেন, সেই গুরু নানকের দেবতেরা আজ কি না তাঁহার উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বিটির পূজা করিয়া এক প্রকার পৌত্তলিকতার ঘোর গভীরে। অন্য প্রকার ব্যবসায়ের কথা পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় ব্যবসায়িদের মাহাত্ম্যের ও সাহস্য দেখুন যদি মনের ভেদ ও এর ফলস্বরূপ তাহা হয় এ ব্যবসায়িদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই সমতুল হইতে পারিত না। গত বারো পুরুষ মহা ভিক্ষুকদের [illegible] দেখিয়া দিন পুরুষে হইয়া দিয়াছে এখানে তাহার কিছুই হয় নাই এমিত অত্যুক্তি হয় না। তবে নদী তীরে এখানে ওখানে এক একটী দীন আলান কিম্বা কিছু কিছু বালি পোড়ান ভিন্ন কিছুই হয় নাই। তবে যে বালি কোন কোন ব্যবসায়ের বাণিজ্য মহামাটী হইয়াছিল, তাহা নবদ্বীপে কোন কোন বাবায় "গঙ্গা মৃত্তিকা" বিক্রয়কর কেহ কেহ আছেন। তাঁহারা পরিবারদিগকে নিজ মুটি মাত্র করিয়া দিয়াছেন। তাহাকারা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হন না। ইক্ষু ক্ষেত্রে অমনিশায় তাঁহাদের কেহ কেহ যে সব গাছের কাণ্ড দেখিয়াছিলেন তাহা লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। তাহা কাণ্ড হইয়া নিজ ব্যবসায়ের মুল চালিয়া, স্বত্ব স্বাধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বঙ্গদেশের উন্নতি একটী আবোধান হইয়া তাহা মনের দিন যাপন করিবেন।

এতদ্বারে অন্যান্য কোন কোন ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের ও ব্যবসায় পূজা সম্বন্ধে যাহা বিবেচিতেছিল তাহা পড়িয়া কেহ কেহ [illegible] দেখিয়া থাকিবেন। আমাদের [illegible] করিতে তাঁহারা যে নিম্নে [illegible] তাহাই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের দেশের মধ্যে ব্যবসার নাম গন্ধ ছিল না, তবে দলবদ্ধ ব্যবসার শব্দটিই বাদের নায় অলক্ষিত ভাবে উহা যে কত কাল [illegible] ইহার কিছু সুখিত হইবার। আমরা [illegible] পরিবারে পরিবারে যাহা করিয়া উঠিতে, তাহা এখন করিয়া তাহাদের সন্তানগণ বিস্মরিতেছি। তাহারা সাহসের অভাব নরম বাঙ্গালীর মধ্যে কাহারা দিয়া নিজ [illegible] করিতে না পারেন, পরিবার পাছে আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়া "পড়ুয়া" হইবার সময়ের ভয়ে বীরাগ নরাধমান হইয়া পথে পথে ঘুরে বেড়ান না, তাঁহারা বাহাতে স্বদেশবাসিদের সহিত সংসারের পরিহার হস্তে পুনরায় হাতাহাতি মুঠামুঠি না করেন তাঁহারা যাহাতে নিজ নিজ চারিদিনী পরিপরায়ণা বঙ্গবধূদিগকে উপেক্ষা করিয়া কুলকলঙ্কিনী পরাধীনা বারাঙ্গনাদের পূজা ও ধ্যান ধারণায় সন্তুষ্ট না হন, তাঁহারা যাহাতে অকালে নামধেয় ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চিরতরে বিদায় না করেন, তাঁহারা যাহাতে পরাধীনের নিকট বিক্রয় না যাচিত না হন, তজ্জন্যই নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া দুই চারিটি কথা লিখিতেছি। তাহাতে ইঁহাদের এত আস্ফালন কেন? এক্ষে এতদ্দেশে পরাধীন গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বাবুদিগকে কোন আফিসে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়া থাকেন না, তাহার উপর যদি বাঙ্গালী বাবুরা একটী সংসারের যাহিতে না পারেন, তাহা হইলে সকলেরই পক্ষে যে মন্দ হইবার সম্ভাবনা তাহাতে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। শুনিতে পাই ইঁহারা কেহ কেহ না কি সোমপ্রকাশ সম্পাদকের কৈফিয়ৎ তলব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বেশ কথা, তাঁহারা যদি এতদ্দ্বারা সন্তোষ হইয়া থাকেন, আমাদেরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, আমরাও তাঁহাদিগকে সন্তোষের মধ্যে একটুকু পরিবর্দ্ধিত করিতে প্রস্তুত আছি।

এখানকার স্কুলে [illegible] একটী রীতি দেখিয়া কিছু লিখিত করিলাম। অধিকাংশ কুলকামিনী উদ্যানিনী হইয়া নদীতীরে ভ্রমণাদি করিয়া থাকেন। [illegible] পুকুরের জন্য অতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘাট আছে, এবং তাহার উপর এক একটী "সাইনবোর্ড" স্থাপিত আছে তথাপি কহা হয় দিয়া যে ব্রাহ্ম গণ গিয়াছে তথায় প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে গাত্র ধৌত করিতে গেলে এবধির নিরক্ষর নির্লজ্জ ব্যবহার দেখিলে আমার নায় নরাধম ব্যক্তির পক্ষে নিদ্ [illegible] হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সব [illegible] [illegible] অনাবিধ সহযোগিতা ইহারা [illegible] ইহারা সকলে একাদি উদ্যোগের করতঃ অন্যান্য প্রস্তাবনা করিয়া থাকে তাহার পুকুরের সংরক্ষণ করিবার অধিকার কি? বরং ব্যবহার যে তাহারা নিজেদের এক [illegible] [illegible] কলঙ্কিত [illegible] [illegible] [illegible]

যে বস্ত্র একবার পরিধান করে তাহা যত দিন না ছিন্নভিন্ন হয় তাহা পরিত্যাগ করিতে সহজে চায় না। তবে ধনী পরিবার মধ্যে স্বতন্ত্র রীতি থাকিতে পারে পরন্তু যাহা সাধারণ প্রচলিত তাহাই দেশীয় রীতি মধ্যে পরিগণিত হইবে। এদেশীয় হিন্দু অথবা পশ্চাদী নারীরা অনেকেই অঙ্গারোহণ করিতে পারে ইহাদের শারীরিক গঠন বঙ্গবালাদের সঙ্গে তুলনায় বিলক্ষণ সবল ও পুষ্টিকর।

তাড়িৎ বার্ত্তাবহ আবিষ্কার হওয়া অবধি দূরদেশ সন্নিকট হইয়াছে। দূরদেশবাসী বন্ধুবান্ধবের কুশল সংবাদাদি পাইবার আর বাধা নাই। আমেরিকা, ইউরোপ এক সূত্র দ্বারা সংস্থাপিত হইয়া বিজ্ঞানের মহত্বশ ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই ফিলাম সহরে কলিকাতা হইতে তাড়িৎ সংবাদ আসিতে এক দিন লাগে!! আপনি শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অদ্য দিন হইল আমার কোন আত্মীয় পত্রযোগে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান আমি উক্ত সমাচার তাড়িৎ তারের সময় পাইলাম। ১৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী বার্ত্তা আসিতে এক সময় লাগে আমরা অপেক্ষা করিলাম না, এ বিষয়ের সংবাদ এতদ্বারা জানাইলাম। আর এক কথা শুনুন, আমাদের একটী সংবাদপত্র এই মাঘ (গতকল্যকার ১০টার সময়) প্রকাশিত হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই পাইলেন ইহা গত কল্য ৯ বাজে ১। ৫ মিনিটের সময় প্রেরিত হয়, এবং ১২ ঘণ্টা পরে ইহা চন্দননগর হইতে পুনর্ব্বার তাড়িৎ যোগে প্রত্যাগত হইয়া প্রায় ৮৭ মাইল হইবে। তাহার হইতেও এক বেলা পরেই মুদ্রাঙ্কিত ইহার ইতর সমাচার ছটী প্রেরণকর্ত্তার নিকট আসিল। তাহাতে ও বিষয়ে একটী প্রস্তাবনা হয় কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া আর অধিক আবশ্যক।

এখানে বাঙ্গালী ছেলেদের লেখাপড়া শিখিবার জন্য উপায় নাই। দেখিতে পাই এক দুই একটী স্কুল আছে তাহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষা সাধ্যে হয় না। কেবল উর্দ্দুওয়ালা ও উড়ে ভাষা প্রচলিত। তবে যাঁহারা নিজ নিজ প্রকৃতাবস্থিতি বালকদিগকে স্বয়ং যত্নপর হইয়া কাবিল হইবেন তাঁহারা কতকগুলি লেখাপড়া শিক্ষা দেন তাঁহাদেরই পুত্রেরা কিছু কিছু শিখিতে পারে।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

যিনি এক দিবসে চক্ষুদর্পণে নীরোগার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই পৃথ্বী জগৎকে আত্মস্বত্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
সাং শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে তাহা ৩ সপ্তাহযুক্ত জ্বর, পালা জ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বরে রোগ পাইতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটবেদনা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অব্যর্থ মহৌষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহারদ্বারা আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও জর প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও সুস্থ করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, দাদ, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

মৃণাল-মালিনী

বা

অবলা কি প্রবলা?

বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।

ন্যাশনাল থিয়েটার ষ্টেজে অভিনীত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ ভাগে বিশুদ্ধ (সটীক) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, নববিভাকর, সাধারণী, বেঙ্গলি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, মুরশিদাবাদ পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মতে পুস্তকখানি উত্তম বলিতে সঙ্কুচিত হই না। মূল্য ১/ এক টাকা, ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রকাশক।
কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট নং ২২।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কতকগুলি মোহরের এবং সদর ও মফস্বল নাজরের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাঁহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের নিকট বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
২২ এ কার্ত্তিক ১২৮৭। } জমিদার চকরিয়া

আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

ই ডিমেলপ্রস্ত কর্ম্ম

কলিকাতা চোরবাগান ডাক্তারের পুস্তকালয়।

নবীন অবলেহ।

এই [illegible] সকলের আদরের, আর [illegible] অগ্নিবর্দ্ধনী, দুর্বিকারনাশনী, এবং অর [illegible] ॥ শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক [illegible] আরোগ্য হয় এ [illegible] ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশে [illegible] পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দি [illegible] তাহা আমাদের ঔষধের আলিকাগারে [illegible] অবিকল এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম [illegible] লিখিত হইল। সকলসাধারণকে এই ঔষধিকারে [illegible] বের সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য—১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চন্দনাসব।

[illegible] কুষ্ঠরোগ, শুক্রদোষ এবং [illegible] অসাধ্য কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত সাব ও সম্পূর্ণ বাজু নির্গমন এবং প্রস্রাব দাহ অতি [illegible] যোগ করা ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ, [illegible] কার্য্য মধ্যে, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা ১ টাকা প্যাকিং ৵০ ছয় আনা।

রত্নগর্ভায়ত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(সকল প্রকার উপদংশের অব্যর্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম করে অনেক ব্যয়সাধ্য এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করিয়ে উপদংশরোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উপদংশ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ঘুম বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সরত বাহির হইয়া যাওয়া, কখনও বাকা কখনও সোজা, উদাসা, অন্তর্দাহ কে কোন বাতুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের হয় তবে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে [illegible] শেষ হইয়া যাইবে।

[illegible] ঘৃতের মূল্য ৩০ টাকা।

[illegible] তৈলের মূল্য ১৫ টাকা।

ডিঃ ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

[illegible] কলেরার বিশেষ ঔষধ।

আমরা [illegible] বৎসর হইতে এই প্রসিদ্ধ কালরোগের অনেক পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধদ্বারা সর্ব্ব প্রকার চর্দ্দি, কাশি, এবং তৎসংক্রান্ত নক্ষত্রবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিসার, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, অম্বরে বায়ুপ্রকোপে প্রেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস [illegible] প্রভৃতি উপসর্গ সকল সত্বর এই ঔষধ দ্বারা শান্ত হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

[illegible] একরূপ এক প্রকার বটিকা সেবন করিতে [illegible] তাহার মূল্য ১ টাকা।

মৃত্যুঞ্জয় ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই প্রসিদ্ধ ঘৃত প্রস্তুত [illegible] উপর ক্রিয়া করাইয়া করাইবার সময় রোগকে নষ্ট করে। নিশ্চেষ্টতা [illegible] গর্ভস্রাব, প্রসব, [illegible] বেদনা, সন্তান [illegible] অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভস্রাব জন্য প্রসব সময়ের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই প্রসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট করা যায়।

১ শোবা মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ [illegible] উক্ত ঔষধ সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া (সার্টীফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গঙ্গাদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

শ্রীযুক্ত বাবু রাজরক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী অধ্যাপক।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সমর [illegible] ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মিত্রলিয়া বাগানের একটু পশ্চিম ১৪৮ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বস্ত্র ব্রাদর্স।

[illegible] সহরের মধ্যস্থল ব্যক্তিদিগের [illegible] সংবাদের।

আমি [illegible] নং বাটী, ফকিরচাঁদের ষ্ট্রীট।

নিউমিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর (কিম্বা অপেক্ষা সুবিধা মত দরে) বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা লিখা পাঠাইলে ভাল কাপড়ে ইচ্ছা করিলে ডাক ছাপাসহ পত্র লিখিলে লাভ হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি অনূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির ক্রয় করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে ক্রয় করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ ক্রয় মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি ১০ আনা

২৬ " " ১০০ " " " ১০ অষ্ট আনা

১০১ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে পাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী নামে নোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবেক না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মফস্বলে না লিখিয়া সহরে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের এই প্রণালি গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ এমনপ্রকারে ঠিকানা লিখিতে ইচ্ছা করিবেন যাহাতে তাহার ১ম ২য় পাঁচ পর্য্যন্ত ৬ষ্ঠ দুই আনা ডাকের ১৫/০ এক আনা দিতে হইবেক।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ডাকমাশুলের কড়ারে ৺ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" । | ৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮০। ১৩ ই ডিসেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা অতঃপর সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে জবদর্শনে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

-:০:-

কথা সরিৎ-সাগর ইহার ১ম খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ঐ মাশুল ৵০ আনা। গ্রাহকার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চালনা ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও জীর্ণ প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই

আরও কিছু নিম্নে [illegible] আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট [illegible]

বরডেট্ কেমিক্যাল ঔষধালয়।

[illegible] উইলসন

[illegible] ৮নং

[illegible] কলিকাতা।

দুর্গানাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যায়। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সরকার ও মফস্বল সাএবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারায় আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়

২২ এ কার্ত্তিক — জমিদার

১২৮৭। — চকদিঘী

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

মৃণাল-মালিনী

বা

অবলা কি প্রবলা?

বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য।

ন্যাশনাল থিয়েটার ষ্টেজে অভিনীত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ ভাগে বিশুদ্ধ (সটীক) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, নববিভাকর, সাধারণী, বেঙ্গলি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, মুরশিদাবাদ পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মতে পুস্তকখানি উত্তম বলিতে সঙ্কুচিত হই না। মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রকাশক।

কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট নং ২২।

প্রেরিতপত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

যাহারা বাঙ্গালাদেশের কোন প্রকার সংবাদ রাখিয়া থাকেন, তাহারা অবশ্যই ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং এখনই বা কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষরূপ অবগত নহেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির সমূহ ব্যাঘাত হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত অনেকে এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের এক মাত্র নায়ক কেশব বাবু, তিনিই তাহাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং তাঁহার অস্তিত্বের উপরেই তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। তাহাদের এই প্রকার মত ও বিশ্বাস আছে, আর কাল কেশব বাবু এবং তাঁহার কয়েকজন শিষ্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিরুদ্ধে যে সকল উপদেশ দিতেছেন ও অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন এবং তাহার অপরাধ, অনীতিকর ও পৌত্তলিক প্রবৃত্তি ভয়ঙ্করূপ করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ হইয়া উঠিতেছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি আশানুরূপ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। অতএব আমাদিগকে সেই জন্য উক্ত ধর্ম্ম ও সমাজের সহিত কেশব বাবুর পূর্ব্বেই বা কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং এক্ষণেই বা কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত যেমন বুদ্ধদেবের, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত যেমন যীশুখ্রীষ্টের, মুসলমান ধর্ম্মের সহিত যেমন মহম্মদের বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত যেমন চৈতন্যদেবের সম্বন্ধ (১) ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত তেমন কেশব বাবুর কোন সম্বন্ধ নাই, উক্ত মহাত্মারা ঐ ঐ ধর্ম্মের সংস্থাপক ও প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপক অথবা প্রবর্ত্তক নহেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গেসঙ্গে আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মোপাসক হইয়াছিলেন কিন্তু আর্য্যসমাজ মধ্যে ক্রমে ক্রমে, নানাপ্রকার সমাজ বিপ্লব হইয়া জ্ঞানসূর্য্য অস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখান হইতে ব্রহ্মোপাসনাও এক প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন এখানকার প্রায় সকলেই ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠেন, এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা সকলের উপাসনা করিয়া থাকা হয়। পরে মহাত্মা রামমোহন রায় কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয় নানা প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পৌত্তলিকতার মস্তকে কুঠারাঘাত করেন এবং বহু আয়াস ও যত্নে পুনরায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। এক্ষণে সেই [illegible] প্রচলিত যে সেইরূপ একটী সামান্য দেবতার মতেই গণ্য ছিলেন, " ঋগ্বেদেতে আবাহনে বিষ্ণু পরম দেবতারে সম্বোধয়ে দেবগণ। " এতদ্বারা প্রমাণ। " দেবতা-দিগের মধ্যে যে আমি মহান্ ও প্রধান, বিষ্ণু সঙ্গে কহিছে। অন্যান্য দেবতারা ইহাদের মধ্যস্থান অধিকারী, এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। [illegible] যে আমি মহান্ ও প্রধান তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য বোধ হইতে পারে। কেননা যে সময়ে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই বিষ্ণুপুরাণে প্রত্যেক বিশেষরূপে বিস্তারিত হইয়া আসিতেছে। যত চৈতন্য গোস্বামী, রূপ সনাতন, কবীর, দাদূ প্রভৃতি শত শত মহাত্মা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, চৈতন্যদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তবে একথা সত্য বটে যে, তাঁহার অলৌকিক প্রেমের গুণে এবং তিনি একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। চৈতন্যদেবকে ব্রহ্মোপাসক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কেহ কেহ চেষ্টা ও করিয়া থাকেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা, তিনি মূর্ত্তি উপাসক ছিলেন।

অনুমান ৪০ বৎসরের কিছু পূর্ব্বেই আমরা শিক্ষোপায়ের শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন এখানে ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া ৭ বৎসরের একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে। " সংসর্গতো বিষ্ণুসখ্য ভবে দ্বী বিপ্রদেবা আশুতরা নরা। " অর্থাৎ ইহা পড়িলেই শ্রবণ করুন, যেন শিক্ষোপায়কেরা আমাদিগের ধর্ম্মের নিকট অগ্রসর হইতে না পারে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বস্তুতঃ তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে বিষ্ণু ভক্তি ছিল, তাহারা শিক্ষোপায়ক ছিল, আর্য্যেরা নহে। অপর, অতি প্রাচীন কাল হইতে মথুরা প্রদেশে যে বলদেবের আরাধনা প্রচলিত আছে, তাহা সহস্র বৎসর অতীত হইল এরিয়েন নামক একজন গ্রীক দেশীয় ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয় হারকিউলিস বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহাদের হারকিউলিসই আরও বলদেব নামে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব যখন গ্রীস দেশের দেবতা, অন্যান্য বস্তুনিদের দেবতা হিন্দুদিগের নিকট হইতে পরিচ্ছেদের ও হিন্দুদের দেবতাদিগের সঙ্গে একাসন পাইতে পারিয়াছেন তখন হিন্দু পুরুষ সত্যপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবতারা কেন না অন্যান্য হিন্দু দেবতাদিগের সঙ্গে এক আসন পাইবেন?

(১) এখানে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চৈতন্যের নামোল্লেখ করা ঠিক হইল না। কারণ চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্থাপক নহেন, তিনি [illegible] কিন্তু আর পক্ষে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্থাপক এ আবেকের বিশ্বাস আছে। সেই ভ্রম বিশ্বাস দূর করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্থানে চৈতন্যের নামোল্লেখ করা হইল। চৈতন্যের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম যে প্রচলিত ছিল তাহা এই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এবং এখন যেমন আকাল, মদনা, ষষ্ঠী দেবী, সত্যপীর, ওলাবিবি প্রভৃতিরা সামান্য দেবতার মধ্যে

* এখানে কেহ বিবাদ করিতে পারেন যে, হিন্দু দেবতা বিশেষ মধ্যে সত্যপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবতাদিগের স্থান দেওয়া কেন হইল। ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলিতে চাহি, যে শিবলিঙ্গ উপাসনা এক্ষণে ভারতবর্ষে বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যে শিবলিঙ্গকে এক্ষণে হিন্দু মাত্রেই আপনাদের নিজের দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, সেই শিবলিঙ্গ উপাসনা পুরাকালে ভারতবর্ষের আদিমনিবাসি অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং

ব্রহ্মোপাসনা কি স্বদেশ, কি বিদেশ, সমস্তই ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। সেই ব্রহ্মোপাসনা মূলক ধর্ম্মের নাম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নাম ব্রাহ্ম এবং সেই ব্রাহ্ম সমষ্টি বা দলের নাম ব্রাহ্ম সমাজ প্রচলিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের পরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং তাহার উন্নতি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিধিমতে চেষ্টা করেন। তাহার পর, কেশব বাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন অক্লান্তোৎসাহী যুবক আসিয়া উক্ত মহাত্মাদিগের সহিত যোগ প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র বিস্তারিত করিয়া দেশে বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। আজ পর্য্যন্ত যাহারা কেশব বাবুকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সংস্থাপক বা কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন কেশব বাবু বাস্তবিক তাহা ছিল কি না, তিনি যাহা উপদেশ দিবেন, যাহা করিবেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি না। বস্তুতঃ তিনি যাহা করিবেন বা উপদেশ দিবেন তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এরূপ স্বীকার না করিয়া, সত্য বিনি তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিবেন এবং তদনুরূপ উপদেশদান ও কার্য্য করিবেন, ততদিনই কেবল তাঁহাকে একজন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কেশব বাবুর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? এ প্রশ্নের ইহাই উত্তর যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত সেণ্ট পলের যেরূপ, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কেশব বাবুর সেরূপ সম্বন্ধ ছিল। এমন অনেক লোক আছে, যে বলিবে, কেশব বাবুর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজ কোন প্রকার ঋণে আবদ্ধ নহে। এক সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জীবন স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার উন্নত চরিত্র ও ওজস্বী বক্তৃতা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহার বিপরীত এই, পল যেমন আজীবন ঈশ্বরের খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কেশব বাবু সে রূপ আজীবন ব্রহ্মের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবা করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার কলার বিবাহের পর হইতে বৎসর পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ "আমি একজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ, তাঁহার উদ্ধারের জন্যই আমার জন্ম ও আগমন হইয়াছে।" যে অবধি তাঁহার মনে এই মহানর্থকর অভিমান স্থান পাইয়াছে, সেই সময় হইতেই তাঁহার পতনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই তিনি নিজের ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবতারবাদে ও সৌত্তলিকতাতে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন। কেবল ব্রাহ্ম বা ঈশ্বরের নামে এখন তিনি আর পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন না, দুর্গা, কালী, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুদিগের অনেক দেবতাই তিনি এখন শরণাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু সাহস করিয়া একেবারেই দুর্গা কালী প্রভৃতিকে দুর্গা কালী প্রভৃতি রূপেই প্রকাশো গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অর্থান্তর (২) ও ভাবান্তর করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মকেই কালী দুর্গা ভাবে দর্শন করিতে হইবে। পাঠক! কেবল ইহা নহে; এখন তিনি আবার উপাসনার সময় উপাসকের সম্মুখে একখানি আসন পাতিয়া, ঈশ্বর যেন তাহার উপরেই বসিয়া আছেন উপাসকের পক্ষে এরূপ অনুভব করার আবশ্যকতা প্রতীতি করিয়া থাকেন। বলেন যে, এরূপ করিলে উপাসকের পক্ষে ধ্যান ধারণা ও ব্রহ্ম সহবাস অতি সহজ হইয়া উঠিবে। কেশব বাবু সোজাপথে এমনই কতকগুলি শিশু পাইয়াছেন যে, তিনি ডাকিয়া আনিতে বলিলে তাঁহারা দৌড়িয়া আসেন, তাঁহার মুখ হইতে কোন কার্য্যের আবশ্যকতার কথা বাহির হইতে না হইতে তাঁহারা সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বসেন। উপাসনার সময়ে ঈশ্বরের জন্য আসন রাখিলে ভাল হয় কেশব বাবু এই কথা বলিতে না বলিতেই তাঁহার কোন কোন শিষ্য উপাসনাস্থলে ঈশ্বরের জন্য আসন রাখিয়া দিতে আরম্ভ পর্য্যন্ত করিয়াছেন!! আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ করিলেও যদি একেশ্বরবাদী থাকা, ও অনাদি অনন্ত নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে উপাসক বলিয়া বুঝা হইতে পারা যায়, তবে পৌত্তলিক মহাশয়েরা দোষ করিলেন কি? তাঁহারা কেনই না তবে সাষ্টাঙ্গোপাসকের মধ্যে গণ্য হইবেন? পাঠক! আরও শুনুন সম্প্রতি বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ হইতে কেশব বাবুর "নববিধান" নামে একটি নূতন কথা ব্যবহার করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা এখন যাহা কিছু করেন বা বলেন, স্বীকার করিতে হইবে যে, সে সমুদয়ই ঈশ্বর তাঁহাকে নববিধানের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা করান ও বলান। অপর, যাঁহারা কেশব বাবুর কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী, ঈশ্বরের শত্রু, নাস্তিক, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, বাঁদিচারী ও রাক্ষস প্রভৃতির মধ্যে গণ্য। এই রাক্ষস প্রভৃতি যে কাহারা, পাঠক! আপনি তাহাও কি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না? কেশব বাবুর কতকগুলি অত্যুৎসাহিক কার্য্য দেখিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্ম হিন্দু দিন হইল তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে কেশব বাবু যাহাই অভ্রান্তই হউন, অথবা উক্ত নববিধানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই হউন এই সমাজের মন্দিরকে ঈশ্বরের উক্ত প্রকার বিশেষরূপ দ্বারা বিশেষিত করিয়া তিনি নিজে যে একজন ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ ও পরিত্রাতা স্বরূপ যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপ এই, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ, এমন কি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া সাধারণভাবে (অথচ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগকেই) গালি দিতেছেন। ইহা দ্বারা অবশ্যই তাঁহার আইন কানুন জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইতেছে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই সেই সঙ্গে কি তাঁহার ভীরুতা ও নীচতারও পরিচয় দেওয়া হইতেছে না? পাঠক! রাক্ষস প্রভৃতির উদ্দেশে আর ঈশ্বরের নিকট তিনি যে একটী জঘন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন তাঁহার মন হইতে এরূপ অপবিত্র ও ঘৃণাবিবর্দ্ধিত প্রার্থনা উঠিতে পারে তিনি নিজে কিরূপ লোক এবং তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া আর স্বীকার করা যাইতে পারে কি না? যদি না পারে, তবে ইহার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, কেশব বাবুর অন্যান্য উপদেশ প্রভৃতিকে ব্রাহ্মদিগের জন্য উপদেশ প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গতি করা সঙ্গত ও [illegible] করিয়া তাঁহার সহিত ও আপনাকে [illegible] কি না? ফল কথা এই, এখন [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত কেশব বাবুর [illegible] নাই, এখন তিনি ঈশ্বরের নাম [illegible] নিজের নাম প্রচার করিতে ব্যস্ত, [illegible] প্রভৃতিকে আর কেহ যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ না করেন। কিন্তু তিনি হইতে কেশব বাবুর সঙ্গের লোকেরা নিজেই "ব্রাহ্ম" নাম ত্যাগ করিয়া "ব্রহ্মপন্থী" নাম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু

(২) [illegible] মুক্তেশ্বর পর যেরূপ ব্রাহ্মক [illegible] তাঁহার পত্নীরোগের মতে অ[illegible] অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যে পক্ষে যে [illegible] করিয়া থাকুন করিলেন, তিনি [illegible] [illegible] [illegible]

কেন যে তাঁহারা এখনও তাহা করিতেছেন না তাহা বলিতে পারি না, তবে ইহা বলিতে পারি যে তাঁহারা তাহা করিলে তাঁহাদের নিজেরও মঙ্গল হইবে এবং ব্রাহ্ম সমাজেরও মঙ্গল হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনা।

(ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত)

"হরি! তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা। যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রকৃত দেখ, সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভালবাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য কখনও প্রতিষ্ঠিত না হয়, সজ্ঞানে যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু। আমরা তোমার প্রেরিত নববিধানের আশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে কোনরূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে। যোগ ভক্তি, বাতুলতা, বিধান কিছুই নহে, ঈশ্বরদর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষসপ্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকার আঘাত করিতেছে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব, ইহাদের শরীর স্পর্শ করিব না, আক্রোশতে কাটিব। এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দেশের সুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে ও তাহাদিগকে সাংঘাতিক বিষ খাওয়াইতেছে। নারী জাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক সুখ বাভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরাসুর উপাসনা ও ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমার পুত্র কন্যাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে ঘুরে লইয়া যাইতেছে, ঘোর সংসারী, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, দেশ ময় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা! তোমার ভক্ত মহম্মদ কাফেরদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীরপরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইতে দিবে না; কোন দুরাত্মা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, অগ্রসর হউক," তাঁহার এই বাক্য ছিল, তাঁহার সিংহপ্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই। মা! কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচরিত হইয়া কাহাকে কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার সহ্য করিব, কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারিব না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শ্রীভগবতীচরণ দে

যমুনীয়া।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার

আয়র্লণ্ডে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবার নহে। গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী প্রজা দলের দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া আইনানুসারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদর্থ ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান ব্যারিষ্টারদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্যাক্সনীয়ের লোকেরাও সকর্ম্মে ক্ষান্ত দিবার পাত্র নয়। উক্ত দলপতিগণও বিচারস্থলে আয়োজন করিতেছে। তাঁহারা আয়র্লণ্ডবাসিদিগের নিকট মকদ্দমার খরচের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সকলেই অর্থ সংগ্রহার্থ সভা আহূত হইতেছে; অনেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আয়র্লণ্ডের লোকেরও সেইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা না পাইলে কখনই নিরস্ত হইবে না। তাহারা যাহা চায় গবর্ণমেণ্ট তাহা দিতে প্রস্তুত নহেন। জমিদারগণ যদি আজ বলেন আমরা আর তোমাদের খাজনা অন্যায়রূপে বৃদ্ধি করিব না, অথবা তোমাদিগকে হঠাৎ অধিকারচ্যুত করিব না তাহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট নয়। তাহারা বলিতেছে জমিদার ও প্রজা এসম্বন্ধ যত দিন আয়র্লণ্ড হইতে উঠিয়া না যাইবে ততদিন আমরা নিশ্চিন্ত হইব না। এরূপ যাহাদের প্রতিজ্ঞা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা অতি দুষ্কর কর্ম্ম। দেখা হউক দলপতিদিগের বিচারের কি ফল দাঁড়ায়।

লার্ড রিপণ এখনও বিশেষ এমন কিছু করেন নাই যদ্দ্বারা তাঁহার রাজনীতির কোন প্রকার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে তিনি দুই একটী সৎকার্য্য ও কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার সদাশয়তা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতেই তিনি দেশের আপামর সাধারণ লোকের বিশেষ অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পদার্পণে নরশোণিত প্রবাহ বন্ধ হইল; সৈনিকগণ পুনরায় স্ত্রী পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া তুষ্টী পাইল; দেশে সুবর্ষা হইয়া শস্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট হইল; লোকের অন্ন কষ্টের লাঘব হইল। সকল দিকেই সুখ এবং উন্নতির লক্ষণ সকল প্রকাশিত। এই সকল কারণে তিনি ইতি মধ্যেই দেশের লোকের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছেন।

কলিকাতার লোক উৎসুক অন্তরে আশা করিতেছিলেন যে তাঁহারা গত সোমবার তাঁহাদের রাজ্যেশ্বরীর প্রতিনিধির প্রফুল্ল মুখ দর্শন করিবেন। কিন্তু লার্ড রিপণ সুরুচনীয়ে বোম্বাই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। লেডি রিপন যে দিন ষ্টীমারে করিয়া উপস্থিত হন সেই দিন অতি প্রত্যূষে তিনি তাঁহাকে আনিতে যান। সেই দিন বৈকালেই তাঁহারা এলিফ্যাণ্ট নামক গিরিকন্দর দর্শনার্থ গমন করেন। উক্ত গুহার সমীপেই তাঁহাদের ভোজনের আয়োজন হয়। সেখানে কয়েক দিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর সেই অনাবৃত স্থানে বসিয়া আহারাদি করাতে তাঁহার শর্দ্দি হয়। তাহার উপর রেলযোগে যাত্রা করাতে তিনি জ্বরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এলাহাবাদে পৌঁছিয়াই তাঁহাকে কলিকাতা যাত্রা ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেই খানে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইতেছে। জগদীশ্বর ত্বরায় তাঁহাকে সুস্থ করুন। ভারতবর্ষের লোকে তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষের হস্তে শাসন ভার কিয়ৎকাল থাকিলে দেশের অনেক উন্নতির আশা উদ্ভূত হইবে সকলে এই প্রকার আশা করিতেছেন।

—:০:—

মানুষকে যখন ধন, মান, প্রভুত্ব বা পদগৌরব প্রভৃতি রাখিয়া চলিতে হয় তখন সে সম্পূর্ণরূপে সত্য বা ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। তখন সে নিজ গৌরব বা নিজ পদ রক্ষার জন্য বিচিত্র যুক্তি সকল উদ্ভাবন করে; সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়; অন্যায় অত্যাচারকে সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়া তাহার কদর্য্যতা হ্রাস করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আয়র্লণ্ডবাসিপ্রজাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা দেখিলে পূর্ব্বোক্ত উক্তি সপ্রমাণিত হয়।

আমাদের পাঠকগণ জানেন যে আয়র্লণ্ডে প্রথমে যখন প্রজা ও জমিদারে বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন বর্ত্তমান গিবারেল মন্ত্রিদল সে বিরোধের শান্তির উদ্দেশে একটী নূতন আইন প্রণয়ন করেন।

দরিদ্র কৃষকদিগকে নিজ জমিদার ও ইজারদার হইতে নিষ্কৃতরূপে যাহাতে ছাড়াইয়া দেওয়া না হয় তাহার উপায় করাই উক্ত আইনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু জমিদারগণ কি করিলেন, লর্ডসিপের সভায় যে সকল ধনী সভ্য কখনও চলিয়া পার্লমেণ্টে উপস্থিত হন না তাঁহারা চারি দিক হইতে কৎপুরুষ দিগ সংগ্রহাভিমুখে যাত্রিত হইলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই প্রজাদিগের প্রতি সেই উৎকৃষ্ট আইনটি অধিকারের মধ্যে বন্ধন করিয়া পুনরায় নিজ নিজ আমোদ প্রমোদের অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। যদি তাঁহাদের স্বার্থের সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে কখনই তাঁহারা এরূপ অবহেলা করিতেন না।

সমধিক আক্ষেপের বিষয় এই উৎসাহের সময় অনিজ পত্রিকা সম্পাদকগণও আয়র্লণ্ডের লোকের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে ছাড়িতেছেন না। টাইমস বলিতেছেন যে আয়র্লণ্ডবাসিদিগকে অধমজাতির ন্যায় শাসন করা কর্ত্তব্য। দেশানুরাগী কৃষকদিগের দরিদ্রতা বিষয়ে টাইমস বলিতেছেন তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত, কিন্তু ইহাই সে দরিদ্রতা নিবারণের উপায় নাই। তাহারা আপনাদের মূর্খতার ফল আপনারা ভোগ করুক। ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান লোকদিগেরই যখন আয়র্লণ্ডের প্রতি এই ভাব তখন আমরা কোথায় আছি। আয়র্লণ্ডের সহিত যদি ইংলণ্ডের যোগের বন্ধন না থাকিত তাহা হইলে কখনই ঐ দ্বীপের আদর হইত না।

গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ।

কেয়ার্ড সাহেব গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কমাইবার যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গবর্ণর জেনেরলের পরিষদে উপস্থিত করিবার জন্য তিনি এই প্রস্তাবটী লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ঋণ করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করা হউক। এই বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ একটী কমিশন নিযুক্ত হউক। কমিশনের সভ্যেরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমুদায় আয় ব্যয় বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিবেন। তাঁহারা যে সকল রাজবিধি প্রণীত হয় তাহাতে এই প্রস্তাব সন্নিবেশিত করিবেন। এই প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ঋণ করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করিবার জন্য যে সকল রাজবিধি প্রণীত হয়, তাহা সমুদায় ভারতবর্ষের লোকের উপর খাটিয়া থাকে, প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ঋণের উপর খাটিয়া থাকে। বোম্বাইয়ে গবর্ণর সাহেবের সভাতে যে আইন প্রণীত হয়, তাহা বোম্বাই প্রদেশেই চলিয়া থাকে, বঙ্গদেশের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। সেইরূপ আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভাতে যে আইন সৃষ্টি হয় তাহা বঙ্গদেশেই চলিয়া থাকে, অন্যত্র চলে না। এতদ্ভিন্ন আয় ব্যয় বিষয়ে প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা আছে। তাঁহারা নূতন কর সৃষ্টি করিয়া নিজ আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন; কোথায় কত অর্থ ব্যয়িত হইবে তাহা স্থির করিতে পারেন। কেয়ার্ড সাহেব বলেন প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আরও বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় অবধারণের সহিত করা হউক এবং সিপ্রিয়াল গবর্ণমেণ্ট বলিয়া যে একটী সর্ব্বপ্রধান গবর্ণমেণ্ট আছে তাহা উঠিয়া যাউক। প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত ইংলণ্ডের ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট নিজ নিজ কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিবেন।

আমরা যাহার যে প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি কেয়ার্ড সাহেব সেই প্রস্তাবই করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের পরিষদ উঠিয়া গেলে যে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অবে কেহ কেহ এই কথা বলিবেন, গবর্ণর জেনেরলের পরিষদ রাখিবার অনেক কারণ আছে। প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সুদীর্ঘ পত্রের সর্ব্বদাই এক প্রকার পত্রনিকাদি উপস্থিত হইলে অপর প্রয়োজনের অবসর পাওয়া সুকঠিন হয়। যদি প্রাদেশিক গুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়, এবং তাঁহাদের উপর একজন কর্ত্তা না থাকেন তাহা হইলে বোম্বাই এক দেশের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না। এমন স্থলে প্রবেশ বিশেষ উপস্থিত হইলে, টেলিগ্রিফের ব্যবস্থা, ও সাধারণ ব্যবহার ইত্যাদি অনেক সংবাদ অনেক সময় হইয়া যাইতে পারে। প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া গেলে তাহার বিস্তর সুবিধা হইবে। আমরা উঠিয়া গবর্ণর জেনেরলের পরিষদের লোকের উপর অনেক অতিরিক্ত কার্য্যের ভার পড়িবে। আমরা বলি এক জন স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর এই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হউক। তাহা হইলে অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে। গবর্ণর জেনেরলের পরিষদ উঠিয়া গিয়া তাহার স্থানে একজন সেক্রেটারি নিযুক্ত হইবে। গবর্ণর জেনেরলের পরিষদ উঠিয়া গেলে সে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অবে কেহ কেহ এই কথা বলিবেন, গবর্ণর জেনেরলের পরিষদ রাখিবার অনেক কারণ আছে। প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সুদীর্ঘ পত্রের সর্ব্বদাই এক প্রকার পত্রনিকাদি উপস্থিত হইলে অপর প্রয়োজনের অবসর পাওয়া সুকঠিন হয়। যদি প্রাদেশিক গুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হয়, এবং তাঁহাদের উপর একজন কর্ত্তা না থাকেন তাহা হইলে বোম্বাই এক দেশের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না। এমন স্থলে প্রবেশ বিশেষ উপস্থিত হইলে, টেলিগ্রিফের ব্যবস্থা, ও সাধারণ ব্যবহার ইত্যাদি অনেক সংবাদ অনেক সময় হইয়া যাইতে পারে। প্রাদেশীয় গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া গেলে তাহার বিস্তর সুবিধা হইবে। আমরা উঠিয়া গবর্ণর জেনেরলের পরিষদের লোকের উপর অনেক অতিরিক্ত কার্য্যের ভার পড়িবে। আমরা বলি এক জন স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর এই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হউক। তাহা হইলে অনেক ব্যয় লাঘব হইতে পারে। গবর্ণর জেনেরলের পরিষদ উঠিয়া গিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা যদি এতদ্দেশীয় এক জন তাঁহাদের প্রতিনিধি বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন সভাতে সমাদর করেন।

সিবিল বিভাগের ব্যয় কমাইবার আর একটী উপায় আছে। প্রায়ই ইংলণ্ডের লর্ডদিগের বংশের ছেলে সেক্রেটারি প্রভৃতি যে আছেন তাঁহাদের বেতনাদির দরুণ ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বাৎসরিক ব্যয় অনুমান ১৮ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। আমাদের ছোট সেক্রেটারি সিবিলিয়ান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীভূত লোক। যেমন আয়র্লণ্ডের একজন সেক্রেটারি এক জন কলের সেক্রেটারি একজন ফাইনান্স সেক্রেটারি প্রভৃতি আছেন সেইরূপ আমাদের ছোট সেক্রেটারির একজন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি। যদি আর সকল সেক্রেটারি ইংলণ্ডীয় রাজধানী হইতে বেতন পাইলেন, আমাদের সেক্রেটারি কেন না পাইবেন? ইহাতে ও তাঁহার সহকারীদের বেতনের ভার ভারতবর্ষের উপর অর্পণ করা হয় কেন? এ ব্যয় উঠিয়া গেলে কি অনেক অর্থ বাঁচে না? বোম্বাই ও মাদ্রাজে গবর্ণরের পদ দুইটী তুলিয়া দিয়া দুই জন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলে অনেক ব্যয়ের লাঘব হইতে পারে।

সিবিল বিভাগের ব্যয় কমাইবার আর একটী উপায় আছে। সামরিকার্থে ইউরোপীয় না লইয়া দেশি পরিমাণে প্রাদেশীয় লোক সংগ্রহ কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা অনেক পরিমাণে ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। যে বহু লক্ষ টাকা ইউরোপীয়দিগের বেতনে ব্যয় হইতেছে তাহার উপযুক্ত কিরিয়া লইলে কি তাহার অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে না? কিন্তু কথা এই কেয়ার্ড সাহেব যে সকল কথা বলিতেছেন তাহা নূতন নহে। অনেকবার কতই কাগজে লেখা হইয়াছে। তবু আমাদের কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না। আমাদের কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের ইংরেজ ইংলণ্ডে।

মাঃ মনমথ সরকার ইংরেজ ইংলণ্ডে অনেক কথাবার্ত্তায় একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের কতক গুলি লোকের রীতি নীতি ও ভাব বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যে বিষয়ে আমাদের এখানে কোন মতে করেন যে বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, সে বিষয়ে অতি সোজাসুজি ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বড় লোকেরা ভারতবর্ষের বিষয়ে যত, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি জানিতে পারিবেন। তাহাতে ইংলণ্ডের লোকের অনেক লাভ হইবে। ভারতবর্ষ আর তাহাদিগের

নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিবে না। লোকে ভারতবর্ষের বিষয় যতই জ্ঞাত হইবে ততই ইহার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ হইবে; যতই তাঁহাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পাইবে ততই তাঁহারা আমাদের কথা শুনিতে পাইতে হইবেন। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন ইংলণ্ডে অধিক পরিমাণে গৃহীত হইবে। যে যাহা হউক, আমরা এক্ষণে যে বিষয়ের উল্লেখ করিব তাহা এই, লর্ড নর্থব্রুক গত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক এতদূর অজ্ঞ যে গবর্ণমেণ্টের নামে অতি অসম্ভব কথা সকল উহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। ফলতঃ যখন তিনি বলিয়াছেন যে ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যখন বিদেশ হইতে চাউল আমাইয়া প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করিবার আদেশ প্রচার করেন তখন এইরূপ এক জনশ্রুতি উঠিল যে গবর্ণমেণ্ট কোন গূঢ় দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রজাদিগকে চাউল খাওয়াইতেছেন। এই জনরবে বিশ্বাস করিয়া শত শত লোক অনাহারে মরিল তথাপি সাহায্য লইতে আসিল না। এই গল্পটীর উল্লেখ করিয়া ষ্টেটসম্যান সম্পাদক প্রশ্ন করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের নামে যে কথা উঠে তাহাই লোকে বিশ্বাস করে ইহার অর্থ কি? যে গবর্ণমেণ্ট পিতার ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহার প্রতি লোকের এতদূর অবিশ্বাস কেন? তিনি বলেন যে ইংরাজ জাতির প্রতি লোকের বিদ্বেষ ক্রমশাই বৃদ্ধি হইতেছে। উভয় জাতি দিন দিন পরস্পর হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন পূর্ব্বে কোন গ্রামে একজন ইংরাজ প্রবিষ্ট হইলে গ্রামস্থ লোক ভয়ে তাহার নিকট আসিত না। এক্ষণে দেখা যায় যে দেশের লোকের যেন সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন একজন ইংরাজ যদি একটী বন্দুক হস্তে কোন গ্রামে শীকারার্থ প্রবিষ্ট হয় অমনি দশ পাঁচ জন লোক উপস্থিত হইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে চলিবার পথে বাধা দেয়; গালাগালি করিতে থাকে এবং কেমন কেমন দেখিলে প্রহারাদিও করিয়া থাকে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ইংরাজদিগের প্রতি এত বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতেছে কেন? এ কথা কি সত্য? বাস্তবিক কি লোকের এতদূর সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে? আমরা ত জানিতাম একজন ইংরাজ গ্রামে প্রবিষ্ট হইলে গ্রামস্থ লোক ভয়ে জড় সড় হয়। যদি বাস্তবিক লোকের সাহস এতদূর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ নিম্ন শ্রেণীর ইংরাজগণ সময়ে সময়ে গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন এরূপ সাহস না হইলে সে অনিষ্ট নিবারণের আশা দেখা যায় না।

এদেশের লোকে যে ইংরাজদিগের প্রতি বিরক্ত হইতেছে তাহা ইংরাজদিগেরই গুণে। তাঁহারা যখন শীকারার্থ কোন গ্রামে প্রবিষ্ট হন, তখন গ্রামবাসিগের সুবিধা অসুবিধা, ক্ষতি লাভ বা মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। লোকের ফল শস্যের ক্ষতি করিয়া, ক্ষেত্রের হানি করিয়া চলিয়া যান, বলিলে অপমানিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের তত্ত্বা তত্ত্বের বিচার নাই। কত একজন তদ্র বংশীয় ব্রাহ্মণের সন্তান পথ দিয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে কুলীর ন্যায় মনে করিয়া একটী মৃত পক্ষী কুড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন, সে ব্যক্তি যদি সে আদেশ না শুনিল তবে আর ক্রোধের সীমা পরিসীমা নাই। হয়ত কোন দরিদ্র গৃহস্থের অনাবৃত প্রাঙ্গণে তাহার কুলবধূ বসিয়া গৃহকর্ম করিতেছে, সাহেবের খানা খন্দ ভাঙ্গিয়া বন্দুক হস্তে সেই প্রাঙ্গণ দিয়া গমন করিতেছেন। দেখিয়া স্ত্রীলোকটীর মস্তকম্প উপস্থিত। আমরা যে কোন কথা কল্পনা করিয়া বলিতেছি তাহা নহে, প্রত্যহ যাহা দেখিতে পাই তাহারই বর্ণনা করা যাইতেছে। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া লোকের বিরক্তি উৎপন্ন না হওয়াই বিচিত্র। ভারত বর্ষের লোক নিতান্ত ভীরুস্বভাব এত অত্যাচার সহ্য করে, ইহার দশভাগের একভাগ উপদ্রব কোন ইংরাজের জন্মভূমির নিকট হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হন। লোকের সাহস যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহারা এই সকল উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবে।

এসম্বন্ধে ষ্টেটসম্যান একটী পাকা কথা বলিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন দেশের অশিক্ষিত লোকদিগের ইংরাজদিগের প্রতি যত বিদ্বেষ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তত বিদ্বেষ নাই। যেখানে যেখানে ইংরাজের সহিত ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত লোক একত্র বাস করেন সেইখানেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এক আপীসে দুই জাতীয় কেরাণী থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব হয়। ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার বি এ, তসিলদার উভয়ে অম্লানবদনে কত কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন। এইরূপ সকল বিভাগেই ইংরাজের সহিত শিক্ষিত দেশীয় লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সদ্ভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহার মতে এদেশীয়দিগকে শিক্ষিত করাই উভয় জাতির সদ্ভাব বৃদ্ধির প্রধান উপায়।

ষ্টেটসম্যান সম্পাদক আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এদেশে অদ্যাবধি যতগুলি মিউটিনী ও বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে, তাহার মূলে কি শিক্ষিত লোক বা অশিক্ষিত লোক ছিল? লর্ড নর্থব্রুক লোকের অজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া যে অদ্ভুত গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন অধিকাংশ স্থলে কি অজ্ঞ লোকেরা সেইরূপ অদ্ভুত গল্প বিশ্বাস করিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয় নাই? একজন ফকীর কোন স্থানে আসিয়া একটী কথা প্রচার করিল, অমনি সেই জনশ্রুতি দেশব্যাপী হইয়া পড়িল, অজ্ঞ প্রজাদিগের মন ভয় ও সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে সুস্থির রাখা কঠিন হইয়া পড়িল। আজ যদি একজন লোক আসিয়া বলে গবর্ণমেণ্ট মুচি ধরিয়া জাহাজে চালান করিবেন, কলাই কলিকাতা সহরের সমুদায় জুতার দোকান বন্ধ হইবে। আজ যদি একজন ফকীর আসিয়া বলে জনরাজ্যে ফেরাঙ্গীর হার হইয়াছে, এবং মক্কা হইতে এই আদেশ প্রচার হইয়াছে যে কাফেরের রাজ্য অবসান হইবে, কলাই এদেশের অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ধরিয়া রাখা দুষ্কর হইবে। দেশের লোকে শিক্ষিত হইলে আর কিছু না হউক তাহাদিগের চক্ষু কর্ণ ফুটিবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংরাজ জাতির বল বিক্রম, প্রকৃতি অধিক জ্ঞাত থাকিবে। মন হইতে কুসংস্কারের ভাগ হ্রাস হইয়া যাইবে, তাহাদিগকে হঠাৎ উত্তেজিত করা সহজ হইবে না। অতএব দেশের লোককে শিক্ষিত করিলে যে কেবল উভয় জাতির সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, রাজ্যের শান্তি রক্ষার আশাও অধিক বর্দ্ধিত হইবে। অদূরদর্শী ইংরাজগণ যে ইহা দেখিতে পান না ইহাই আশ্চর্য্যের।

মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত রাজনীতি।

ডফরীণ সাহেব ভারতযোগে সংবাদ দিয়াছেন যে সেণ্টপিটর্সবর্গে ইংলণ্ডের যে রাজদূত আছেন তিনি সম্প্রতি একটী গুরুতর প্রস্তাব লইয়া ব্যস্ত আছেন। রুসিয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত রাজনীতি বিষয়ে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। মধ্য আসিয়াতে উভয় গবর্ণমেণ্টের সীমা নির্দ্দেশ করা হইবে। রুসিয়া এবং ইংলণ্ড উভয়ে উক্ত সীমা অতিক্রম করিব না বলিয়া পরস্পরের সহিত বদ্ধপরিকর হইবেন।

আমরা অনেকবার যে পথ অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, এত দিনের পর সেই রাজনীতিমার্গ অবলম্বন করিবার সংকল্প হইতেছে ইহা দেখিয়া আমরা পরমপ্রীতি লাভ করিতেছি। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যে রুসিয়াকে গূঢ় শত্রু মনে করিয়া চিরসন্দেহের মধ্যে বাস করা অপেক্ষা প্রকাশ্য সন্ধিপত্র দ্বারা উভয় রাজ্যের সীমান্ত স্থির

করিয়া রাখা ভাল। বর্ত্তমান বিবরণে অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপীয় অপর জাতিদিগকে সভ্য বিষয়ে বহুতর নাম ভাসিয়া আছে। ইথ- পাত প্রবল জাতিদিগের মধ্যে এই সম্ভাবনাটী যদি দিন দিন বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে মানবের ঘোর অকল্যাণের নিদান স্বরূপ দুঃখ বিগ্রহের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক মধ্য আসিয়াতে ইংলণ্ড এবং রুসিয়ার কর্ত্তব্য কি? মধ্য আসিয়াতে একদিকে ইংলণ্ডের রাজ্য অপর দিকে রুসিয়ার রাজ্য। মধ্য স্থানে কতকগুলি সমরপ্রিয় যুদ্ধব্যবসায়ী সাধারণ জাতির বাস। ইহাদিগের অনেকে রণস্থলীতেই দিন যাপন করে। মধ্য আসিয়াতে রুশিয়ার সহিত যোর যে সকল পথ আছে ইহারা চিরকাল সেই সকল পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া আছে। রুসিয়াকে নিজ বাণিজ্য রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই সকল জাতির প্রতি সমর ঘোষণা করিতে হয়। সমরে ইহারা যখন পরাজিত হয়, তখন বলি আবার ইহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে যে উপদ্রব সেই উপদ্রব থাকিয়া যায়। সুতরাং যখন কোন একটী নূতন স্থান জয় করেন তখন সেখানে নিজ দুর্গ ও সৈন্য স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা সে স্থানকে নিরাপদে রাখিবার উপায় করিতে হয়। রুসিয়ার এত অর্থ নাই যে গৃহ হইতে অর্থ আনিয়া সেই সকল স্থান শাসন করেন। তাহারা দেশ রক্ষার জন্য তাহার শাসনকর্ত্তার হাতে কতকগুলি নিজ সৈন্য অর্পণ করিতে হয়। এইরূপে মধ্য আসিয়াতে রুসিয়ার রাজ্য বিস্তার হইয়াছে। যে সকল লোক বলেন যে রুসিয়া গ্রাসপ্রিয়, তাঁহারা ভ্রান্তিমূলক কথা বলিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের অধিকার বিষয়ে কি বলেন আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। অনেক ইংরাজ বলিয়া থাকেন, এবং তাহা অনেক পরিমাণে সত্য, যে ভারতবর্ষ অধিকার করাতে পড়িয়া ইংলণ্ডকে ক্রমে ক্রমে অনেক ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে আমরা এক উপদ্রব নিবারণ করিতে গিয়া আর এক উপদ্রবে পড়িয়াছি এবং এই ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি ইংলণ্ডের পক্ষে একথা সত্য হয়, রুসিয়ার পক্ষে যে একথা সত্য নয় তাহা কে বলিল? ইংরাজগণ যদি নিজে দুরভিসন্ধি দ্বারা চালিত না হইয়া থাকেন তবে রুসিয়াকে সেরূপে চালিত মনে করেন কেন? আর যদিই তাহারা দুরভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইয়াছে, বল সত্য হয়, তাহারও কি উপায় নাই? অথবা অসভ্য জাতিদিগের কোন জাতিই সভ্য হইয়া সেই বন্ধন ছিন্ন করে না। রুসিয়া যদি একবার সভ্যতার দ্বারা ইংলণ্ডের সহিত বন্ধ হয়, সহসা সে বন্ধন ছেদন করিতে পারিবেন না। এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া আমরা বারান্তরে রুসিয়ার সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দিয়াছি। ডনবরেটিবর্ণের মত দিন পরস্ত ডিসরেলি কখনই একথা আদৌ করিতে পারেন নাই, কারণ রুশিয়াকে শুদ্ধ শত্রু বোধে সতর্ক থাকা তাঁহাদের রাজনীতির বিশেষ ভাব ছিল। গ্লাডষ্টোনমন্ত্রিদল পদস্থ হইয়া যখন বার্লিন সন্ধি পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিলেন তখন আমাদের আশা জন্মিল যে ইংরাজ মধ্য আসিয়ার গোলযোগের নিবারণ করিবেন। এতদিনে সেই আশা পূর্ণ হইবে এরূপ বোধ হইতেছে। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে রুশিয়া মার্ভ আক্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। রুশিয়া যদি মার্ভ আক্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করেন এবং ইংলণ্ড যদি আফগানিস্থানের তুর্কিস্থান সমর্পণ করিবার সংকল্প পরিহার করেন অথচ উভয়ে যদি একত্র হইয়া উভয় রাজ্যের অধীন কারিগুলিকে শাসনে রাখিবার অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে ইহাদের বন্ধুত্ব ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

রুশিয়া ও ইংলণ্ডের পরস্পরের সম্বন্ধ এইরূপে স্থিরীকৃত হইলে আসিয়াতে আর একটী প্রবল জাতির সহিত এই উভয়ের সখ্য স্থির করা আবশ্যক হইবে।

। সম্প্রতি রুশের সহিত চীনদিগের সন্ধি- । চুক্তি হইয়াছে। রুশিয়া ইহাদের সমস্ত একটী সীমান্ত নির্দ্দেশ না

স্বাধীনতা

চাহে না। তাহা হইলে তাহারা তাহা চীন ও ইংলণ্ডের যে অধিকার আছে তাহা বিস্তার করিয়া লইতে অবশ্যই যে সকল ভূমি তাহা থাকিবে তাহা নিজের আবশ্যক মত শাসনে রাখা ভিন্ন করিবে না। সিংকিয়াংস্থিত উইগুর সম্বন্ধে বিস্তার করিয়া তথায় স্থাপন করিয়াছেন আমিরা সেরূপ কখন এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

দেশীয় চিকিৎসা বিষয়ে যাহা হইতেছে।

দেশ মধ্যে কবিরাজী চিকিৎসার আদর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেক শিক্ষিত লোকও ইংরাজী চিকিৎসার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দেশীয় চিকিৎসার আদর যত বাড়িতেছে কবিরাজগণও বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন। কলিকাতাতে এরূপ অনেক বিজ্ঞ ও সুচিকিৎসক কবিরাজ আছেন যাঁহাদিগের মাসিক ৫ প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। দেশীয় চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধনে যেমনিটেরী মাত্রেরই যে মনে আনন্দ হয় তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দেশীয় চিকিৎসার পথে একটী কণ্টক বিদ্ধ রহিয়াছে তাহা অদ্যাপি দূর হয় না। সেটী এই, যে সকল গাছ ঔষধে ব্যবহার হয় তাহার অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য। আবার এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায় পত্রে যে ঔষধের যে নাম ছিল এখন ছাল সে নাম নাই। এক দেশে যে ঔষধের যে নাম আছে অপর দেশে সে নাম হয় না। এরূপ স্থলে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে হয় কবিরাজদিগের উপরে না হয় বাজারের বেণিয়াদিগের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। যে স্থলে চিকিৎসকগণ নিজে পরিশ্রম পূর্ব্বক প্রত্যেক দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেন সে স্থলে ঔষধ প্রায়ই উপকারিতা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় কিন্তু বেণিয়ারা কি দ্রব্যের নামে কি দ্রব্য দেয় তাহা পরীক্ষা করে কে? অনেক স্থলে যে কবিরাজী ঔষধে উপকার দর্শে না তাহার একটী প্রধান কারণ এই। এই অসুবিধাটী দূর করিতে না পারিলে দেশীয় চিকিৎসার আশানুরূপ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না।

গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই বোটানিকাল গার্ডেন নামে একটী উদ্যান করিয়াছেন। সেখানে ফিজিক্, বিদ্যালিস্কার উপযোগী নানা জাতীয় তরু লতা বহু পূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল তরু লতা রক্ষা করিবার জন্য সেখানে অনেক লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহাতে বৎসরে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। মেডিকাল কলেজের ছাত্রদিগকে মধ্যে মধ্যে এই উদ্যানে লইয়া গিয়া ঐ সকল তরু লতার স্বরূপ প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় উপদেশ প্রদত্ত হয়। আমরা নিম্নে কতিপয় কলিকাতার অভিজ্ঞ চিকিৎসক একত্র করিয়া এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করেন না কেন? একটী স্বতন্ত্র উদ্যান করিবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করা যদি দুষ্কর বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিলে তাঁহারা অনায়াসেই বিহুপুরুষ কোম্পানির বাগানের কিয়দংশ এতদর্থ ছাড়িয়া দিতে পারেন। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করুন ঐ অর্থ হইতে কয়েকজন লোক নিযুক্ত হউক। তাহারা চিকিৎসকদিগের উপদেশ অনুসারে তরুল-

বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রয়োজনীয়রূপ নানা জাতীয় তক্ত সংগ্রহের চেষ্টা করুন। সেই সকল তক্ত কত কোম্পানির বাগানের উক্ত অংশে উপস্থিত হইবে। ইহাতে যে কেবল অর্থের ব্যয় হইবে এরূপ নয় আয়েরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ এই স্থান হইতে গাছ গাছড়া সকল বোম্বাইনিকে বিক্রয় করা হইবে। দ্বিতীয় মহাসমরের স্থানে স্থানে এইরূপ উদ্যান করিয়া ঐসকল তক্ত শুদ্ধ বিক্রয় করা যাইতে পারে। এক দ্রব্যের পরিবর্তে আর এক দ্রব্য ঔষধ প্রস্তুত করিলে কিরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটিতে পারে তাহার একটী দৃষ্টান্ত আমরা অদ্য নিম্ন হইল দেখিয়াছি। বাবু সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর একটী শিশুর যে কিনিন্সি বালকের প্রাণ বিয়াছে তাহা কি ডাক্তার বিক্রেতার দ্রম নিবন্ধন নহে।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু অদ্যাপি কোন কবিরাজ এবিষয়ে উদ্যোগী হইতেছেন না। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এবং ইহার সহিত প্রত্যেকেরই যেরূপ স্বার্থের সম্বন্ধ আছে, তাহাতে অল্প আয়াসেই এবিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। কি আশ্চর্য্যের বিষয় ইংলণ্ডের লোক ইংলণ্ডে বসিয়াই অক্সফোর্ড পুস্তকালয়ে দশ লাখার সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। আর আমাদের দেশের লোকেরা একত্র হইয়া এই কার্য্যটী করিতে পারিতেছেন না। দেশের ধনিগণ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনার্থ নানা বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিতেছেন যদি এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণের একটী পথ খুলিয়া দেওয়া হয়, বিশেষ করিয়া ধরিলেও গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এই আমরা পুনরায় অনুরোধ করিতেছি কবিরাজগণ এবিষয়ে মনোযোগী হউন।

বিগতবর্ষে লাইসেন্স টাক্সের আইনের কথা।

আয়ের উপর কোন প্রকার কর গ্রহণ করিতে গেলেই লোককে ক্লেশ দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি নিতান্ত সতর্ক হন, তথাপি অফিসর ও কালেক্টর দিগের অনবধানতা বা স্বার্থপরতা নিবন্ধন প্রকার ক্লেশ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। লোকে অজ্ঞাতসারে ও পরোক্ষভাবে অনেক প্রকার কর দিতেছে তাহা তাহাদের গায়ে লাগে না; দরিদ্রতাতে নিতান্ত পীড়িত হইলেও সে গুলির দ্বারা গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে না। সমর বড় কঠিন পরিণামে, কিনিন পথ প্রচার হইয়াছে বলিয়া লোকে নিজ নিজ ভাগ্যে এই নিন্দা করিয়া নিস্তব্ধ হয়। কিন্তু আয়ের উপর কোন প্রকার কর করিলে সেটী সর্ব্বদাই লোকের চক্ষে পড়ে এবং প্রবল বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হয়। প্রথমতঃ লোকের আয় নিরূপণ করাই কঠিন। লোকের কতদিকে কত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ের দ্বার থাকে, অন্যের পক্ষে তাহা নিরূপণ করাই দুষ্কর, এমন কি সেই মনুষ্যের স্বয়ং আয় কত হয় তাহা স্থিরতাই অনেকস্থলে জানেন না। বিশেষতঃ লোকের এ সকল কথা গোপন করিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল যে লোকে স্ত্রীপুত্রের নিকটও এ সকল কথা বলিতে চাহে না। সেই স্থানে করিয়া যদি টানা টানি করা হয় তাহা হইলে লোকের বিরক্তির সীমা পরিসীমা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি গুলি লাইসেন্স টাক্সের প্রতি অধিক খাটে। সকল আয় নিরূপণ করা অপেক্ষা ব্যবসায়ের আয় নিরূপণ করা সহজাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। একজনের যদি ৫ টী দুকানদারি থাকে,কোন্ দুকান হইতে বৎসরে কত আয় হয় তাহা সে ব্যক্তি অনায়াসে বলিতে পারে, কারণ তাহার আয় নিশ্চিত। যদি এক ব্যক্তি দৈনিক শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, সে ও অম্ল আয়াসে নিজের বার্ষিক আয় স্থির করিয়া বলিতে পারে। কিন্তু একজন ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে তাহা নিরূপণ করিয়া বলা নিতান্ত দুষ্কর। আমরা অনেক বার অনেক ব্যবসায়ী লোককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কত টাকা তাহাদের ব্যবসায়ে খাটিতেছে। খরচ বাদে কত লাভ হইতেছে। তাহা অনেকে নিরূপণ করিয়া বলিতে পারে না। অনেকে যে মূলধন লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে, অনেক সময়ে বাজারে ক্রয় বিক্রয় দ্বারা তাহাতে তদপেক্ষা অনেক টাকার লাভ দোকানে থাকে; যে ব্যক্তি ৫০০ শত টাকা জেলিয়াছিল ৮ বৎসর পরে হয় ত তাহার নামে তিন সহস্র মুদ্রা খাটিতেছে। কিন্তু ইহার কত ঋণ কত নিষ্ঠুর লাভ কত ক্ষতি তাহা গণনা করিয়া বলা দোকানদারের পক্ষেই সম্ভব নয়। সওদাগর দোকান দারগণ বৎসরান্তে একবার নূতন খাতা করিয়া থাকে সেই সময়ে আয় ব্যয় স্থিরের গণনা হয়।

ব্যবসায়ের আয়ের এইরূপ অনিশ্চয়তা সুযোগ অবলম্বন করিয়া টাক্স বাধা করিতে গেলে যে তাহা অনেক স্থানে লোকের ক্লেশকর হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই কথাই আমরা লাইসেন্স টাক্সের বিরোধী। পোতার অধিবেশন বিশেষ দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ৫০০ শত টাকার নিম্নে যাহাদের বার্ষিক আয় তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন বলা, কিন্তু কাহার আয় ৫০০ শত টাকার ন্যূন, কাহার আয় ৫০০ শত টাকার অধিক তাহার নিরূপণের ভার ও কালেক্টরদিগের হস্তে। সওদাগর যে কাণ্ড করা হইয়া এই এসেসরগণ নিজে ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিয়া বা লোকের নিকট সন্ধান দ্বারা একটী আয় স্থির করিয়া লন এবং তদনুসারে কর নির্দ্ধারণ করেন। যদি তাহা পরিমাণাধিক্য হয় করদাতা আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক আবেদন করিতে পারে আইনে তাহাকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এবং গত বৎসরের কার্য্য বিবরণে দেখা যায় যে গতবৎসর ১২ টী জেলার শতকরা ৪০ জনেরও অধিক লোক আপত্তি করিয়াছিল। সাহাবাদে শতকরা ৭৫, বালেশ্বর ৬১, ফরিদপুর ৫৫; মজঃফরপুর ৫০; হুগলি ৪৬; গয়া ৪৬; ঢাকা ৪৩; মুঙ্গের ৪৩; পুরীর ৪২; পাটনা ৪১; মেদিনীপুর ৪০ কিন্তু ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিয়া এসেসরের কাছারি ঘর করা কি ক্লেশকর নয়? এবং অনেক স্থলে অনেক ন্যায় সঙ্গত আপত্তি কি অগ্রাহ্য হয় না? আমরা একটী ঘটনার কথা জানি। ঐ ঘটনাটী পাবনা জেলাতে ঘটিয়াছিল। এক ব্যক্তি তাঁতিতে বুঁটী, তাহার কোন প্রকার ব্যবসায় ছিল। তাহার উপর যে কর নিরূপিত হয় তাহার বিবেচনায় তাহা নিতান্ত পরিমাণাতিরিক্ত হইয়াছিল। সে ব্যক্তি কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া প্রথমে আসেসরের নিকট হাঁটা হাঁটি আরম্ভ করিল; অনুনয় বিনয় হস্তপদ প্রভৃতি করিল, এসেসরের বিশ্বাস জন্মিল না। আর বিশ্বাস না জন্মান ও বিচিত্র নয় কারণ এরূপ স্থলে লোকে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া থাকে। আসেসর ভাবিলেন সে ব্যক্তি কর হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মিথ্যা আয় গোপন করিতেছে। অবশেষে সেই ব্যক্তি নিজ দোকান পাট বন্ধ করিয়া পাবনা সবডিবিজনে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে আসিল। সেখানে উকীল ও আমলাদিগের পূজার পর তাহার আবেদন বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইল। এদিকে সে ব্যক্তি পাবনাতে আসিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় ও চিন্তাজ্বরে কালযাপন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার আবেদন বিফল হইল। যে দিন তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল সেই দিন রাত্রে সেই নিরাশ্রয় মনের ক্লেশে ক্ষেপিয়া গেল। পরদিন উষ্ণ হইয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে স্থির হইয়া বসিতে চাহে, আমলাদিগের প্রতি কটূক্তি করে, কাছারির মধ্যে চীৎকার করিতে থাকে। পরিশেষে তাহাকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত জ্ঞানে আদালতের পেয়াদারা ধরিয়া বাসায় আনিল এবং শুশ্রূষার প্রহার জ্বালা নিগ্রহ আরম্ভ করিল। কোথায় বা তাহার দোকান কোথায় বা তাহার স্ত্রীপুত্র কোথায় বা তাহার আত্মীয় স্বজন। এক অনাহার তাহার শরীর দুর্ব্বল তাহার উপর সেই আঘাতে প্রকারে সে ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যে

আরও কত স্থানে এইরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কে জানে? এরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে অনেক স্থলে ৫০০ শত টাকার নিম্ন হওয়াতে যাহারা প্রথম তালিকা অনুসারে মুক্তি পাইয়াছিল আসেসারগণ তাহাদিগের কাহারও নাম নূতন তালিকাভুক্ত করিয়া টানাটানি করিয়াছেন। এ সকল বৃত্তান্ত কে গবর্ণমেণ্টের গোচর করে? সার রিচার্ড টেম্পল যখন "ইনকম ট্যাক্স" স্থাপনের প্রয়াস পান তখন ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের মাথুলে পা পড়িয়াছিল সুতরাং তাঁহাদের গর্জ্জন জনিতে বেশ পূর্ণ হইয়াছিল এবং লর্ড নর্থব্রুক এদেশে পদার্পণ করিয়াই সে ট্যাক্সটী তুলিয়া দিয়া সকলের অশান্তি ও আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শত শত দরিদ্র লোকের অশান্তি গবর্ণমেণ্টের গোচর করে কে? এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তিনটী বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

প্রথম, দেশের অধিকাংশ লোক অজ্ঞ; তাহারা অসহ্য ক্লেশ পাইলেও গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারে না। সুতরাং এই কয়টী কারণে যাহা কত লোকের কত প্রকার ক্লেশ হইতেছে তাহা গবর্ণমেণ্টের জানিবার উপায় নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে কার্য্যবিবরণের উপর নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কর্ম্মচারিদের উক্তি, প্রজাদিগের মনের ভাব কি কিছু জানিয়াছেন?

দ্বিতীয়তঃ, এই কর নিরূপণ প্রজাদিগকে নানা প্রকারে অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; সুতরাং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের যে পরিমাণে অর্থ লাভ হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন যে কয় সহস্র বা কয়েক লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা সেই কয় লক্ষ টাকা কেন বাঁচাইবার চেষ্টা করেন না। অল্প অর্থের জন্য প্রজার এত বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

তৃতীয়, প্রজা গবর্ণমেণ্টকে যে নির্দ্দিষ্ট কর দেয়, তাহাই যে তাহার সমস্ত ব্যয় এরূপ নহে। অনেক স্থলে আসেসারের আমলা ও ট্যাক্সো পেয়াদাগণও উপরি আদায় করিয়া থাকে। বিশেষ করা কত অত তাহা নির্দ্ধারণের ভার যাহাদের হাতে তাহারা যে এই সুযোগে নিজের কিছু আয় বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। মনে কর এক ব্যক্তির দিবে বার্ষিক ২০ টাকা পড়িয়াছে, সে যদি একজনে ৫০ টাকা উৎকোচ দিয়া বর্ষে বর্ষে ১০ টাকার ছাড় হইতে অব্যাহতি পায় তাহা কি তাহার পক্ষে প্রার্থনীয় নয়? এরূপ যে অনেক স্থলে হইতেছে না তাহার প্রমাণাভাব? এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যত শীঘ্র এই ট্যাক্সটী তুলিয়া দেন ততই ভাল।

ভ্রমণকারীর পত্র।

এলাহাবাদ।

কলিকাতার ও এলাহাবাদের ৫০৪ মাইল অন্তর। এই দূরত্বের অধিকাংশে বঙ্গদেশের সহিত কেবল মনুষ্যের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য নয় ভূমির ও বর্ষাদির প্রকৃতিগতও বড় বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। বঙ্গদেশে এবৎসর বৈশাখ মাস অবধি ঘোর বর্ষা হইয়াছে; কিন্তু এলাহাবাদে এবার বৃষ্টি হয় নাই বলিলে হয়। পূর্ব্বে বৃষ্টি না হওয়াতে এ প্রদেশে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, ৭ই অগ্রহায়ণ যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে কৃষকগণ অনেক আশ্বস্ত হইয়াছে। তাহারা সানন্দমনে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। যদি আর দিন দুই বৃষ্টি হইত, এ অঞ্চলের পরম মঙ্গল হইত। একবৎসর বৃষ্টি না হইলে কৃষকদলে হাহাকার শব্দ উত্থিত হয়, কৃষকের এ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই। কয়েকটী কারণের সমষ্টি ঘটিয়াছে, অতএব শীঘ্র এ অবস্থার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের ন্যায় এপ্রদেশের কৃষকেরা মিতব্যয়ী নয়। ইহারা সুরাপানে একান্ত আসক্ত। সুতরাং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তারা আর ঋণ ইহাদিগের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বর, বৃষ্টি হইলে শস্যও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনাবৃষ্টির বৎসরের নিমিত্ত কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না।

এলাহাবাদের লোকেরা সাধারণতঃ বঙ্গ ও বিহার বাসিদিগের অপেক্ষা বলবান। ইহাদের বুদ্ধি বঙ্গবাসিদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু ইহারা বিহার বাসিদিগের ন্যায় নহে।

এক্ষণে এলাহাবাদ সহরের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রায় ৬ই ক্রোশ স্থল সহর বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানে বসতি নাই, সেই সেই স্থানে বৃক্ষ ও বাগানই অধিক। পূর্ব্বাংশে গঙ্গার ধারেই প্রাচীন প্রকৃত সহর। আমি হিন্দুস্থানিদিগের সহরের পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন করিয়াছি, এখানেও প্রায় সেই ভাব লক্ষিত হয়। আকবরের কীর্ত্তিকলাপ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্নভাবে থাকিবার ভারপত্র নাই। সকল স্থানেই প্রায় একভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এখানে অনেক গুলি কোটাবাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। এখানেও মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ভাল নাই, পয়ঃপ্রণালীরও সুবিধা নাই। গলি গুলি এমনি দুর্গন্ধ যে তথায় প্রবেশ করিলে সহর শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। দুর্গন্ধ দূর করিবার বিষয়ে মিউনিসিপাল অধ্যক্ষদিগের যে কোন যত্ন নাই বলিতে পারি না।

সহরের পশ্চিমে রেলওয়ে ষ্টেষণ। সেই দিকেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বাসগৃহ, হাই কোর্ট, জজ আদালত প্রভৃতি আবশ্যকীয় অন্য অন্য সরকারী আফিস গবর্ণমেণ্ট কালেক্টর ঐ খানে আছে, ঐ দিকের রাস্তাগুলি অতি প্রশস্ত; কোন কোন রাস্তার দুই ধারে দুই শ্রেণী করিয়া বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

এলাহাবাদে কয়েকটী দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে। তন্মধ্যে আকবর সাহ কৃত দুর্গ একটী প্রধান। দুর্গটী গঙ্গা যমুনা সঙ্গমস্থলে স্থাপিত। উহার পূর্ব্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে যমুনা। এখন গঙ্গা কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছে। দুর্গের প্রাচীর বক্র প্রস্তরে নির্ম্মিত। আকবর যে একজন বড়লোক ছিলেন, দুর্গটী দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। উহার স্থান-সন্নিবেশ যেমন মনোহর গঠনও তেমনি সুন্দর। উহার পত্তনের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, পত্তনকর্ত্তা একজন সুরুচি সম্পন্ন লোক ছিলেন। প্রাচীর গুলি এরূপ উচ্চ ও দৃঢ়প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে যে উহা কখন শত্রুহস্তে পতিত হইবে, আকবর উহা মনে করেন নাই। উহার নির্ম্মাণকার্য্যে যে কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার অনুমান করা কঠিন। দুর্গের আকার ও গঠন ভাব দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় দেশীয় শাসনগণের শঙ্কা নিবারণার্থই আকবর দুর্গটী বর্ত্তমান প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোন শত্রু যে অনায়াসে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, তাহা সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে শত্রুর বৃহৎ গোলা নির্ম্মাণ করিবার ও তাহা নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে, তাদৃশ শত্রুরহস্ত হইতে উহাকে রক্ষা করিবার যোগ্য করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় নাই। ফলতঃ আকবর দুর্গটীকে যেমন দুরারোহ ও দুরাক্রমণীয় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তেমন গঠনা করিতে পারেন নাই। ইহা গোলার আঘাত সহ্য করিতে পারে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইংরাজদিগকে ইহার অধিকারার্থ একটীও গোলা ক্ষেপ করিতে হয় নাই। ভগবানের কেমন আশ্চর্য্য বিধান বলা যায় না। ইংরাজেরা যে সময়ে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেসময়ে আকবরের বংশে এমন কোন বীরপুরুষ ছিলেন না যে তাঁহাদিগের গোলা নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক আকবরের দূর চিন্তা ও দূরনির্ম্মাণ বিষয়ে মহৎ কল্পনা, আর বিনা আয়াসে ঐ দুর্গের ইংরাজদিগের করতল গমনরূপ কার্য্য দেখিয়া বিস্ময় চিত্তে করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল।

"যত্নেতেঃ ক গতা মধুরা পুরী।
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।

[illegible]

বিশাল যমুনা শত শত খাড়া চাঙ্গড় মধুরা নগর কোথায় গেল, [illegible] সূর্য্যের চমৎকার কৌশল যাহাই [illegible] কোন [illegible] এই চিত্রকরিয়া মনস্থির কর, এই অবধারণ কর।

উদারচেতা মহাত্মা আকবর কোথায় ? তাঁহার ধর্ম্মান্ধ বংশধর আরঙ্গজেব কোথায় আর এলাহাবাদের দুর্গই বা কোথায় ? ইংরাজদিগের এটী একটী বৃহৎ উপসংহার হইয়াছে। ভারতরাজ্য যে কেবল তাঁহাদের করতলগত হইয়াছে তাহা নয়, এই মহাবুদ্ধিসম্ভূত বহু বায়সাধিত দুর্গও তৎসঙ্কল্পিত অন্য অন্য পদার্থ তাঁহারা স্বচ্ছন্দে লাভ করিয়াছেন। ভারতে এই সকল উপরিলাভ দেখিয়াই ফরাসিরেরা লোলবিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে যে কি মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার প্রমাণ ইহার পার্শ্বেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইংরাজেরা রেলগাড়ির গমনাগমনের জন্য যমুনার উপরে যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা এলাহাবাদে দুর্গের অতি সন্নিহিত। সেতুটী দোতালা। উপর দিয়া রেলের গাড়ি যায়, নিম্নের তালাদিয়া মনুষ্য পশ্বাদি গমনাগমন করিয়া থাকে। তেরটী পিলপার উপরে সেতু দণ্ডায়মান আছে। অতি গভীর জলময় হইতে পিলপা গুলি গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। অন্য অন্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানেই যমুনার গভীরতা অধিক। এই যমুনা সেতু ও আকবরের দুর্গ উভয়ের তুলনা করিলে মন আকবরের প্রশংসাগানে স্বতই মত্ত হয়। প্রায় তিনশত বৎসর হইল, আকবর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর যমুনা সেতু সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। আকবর তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে বিষয়ে মনোযোগ এরূপ দুর্গের কল্পনা করিলেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এক্ষণে যেপ্রকার বিজ্ঞান চর্চ্চা হইয়াছে, তাহাতে যমুনা সেতুর মত শত শত সেতু নির্ম্মিত হওয়া বিচিত্র নহে। ইংরাজেরা দুর্গমধ্যে কয়েকটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আকবরের কারিগরির সহিত তাহার তুলনা করিলে তাহার চমৎকারিতা মন্দপ্রভ হইয়া যায়।

আমি অননামনা হইয়া আর্য্যজাতির প্রাচীন কীর্ত্তির প্রায়ই অনুসন্ধান করিয়া থাকি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায়ই তাহাদৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমি উল্লিখিত দুর্গ মধ্যে একটী হিন্দুদিগের আর একটী বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিলাম। দুর্গের প্রাঙ্গণগত একটী সুড়ঙ্গ মধ্যে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। কতকগুলি পাথর থামের উপরে বিলম্বিত আছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অতিশয় অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুড়ঙ্গের দ্বারে কয়জন বসিয়া থাকে, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি প্রদীপ লইয়া দেখাইয়া দেয়, তাহারা যাত্রিদিগের নিকট হইতে সন্তোষের দক্ষিণা লইয়া থাকে, ও দেব মূর্ত্তি ও দেব মন্দির দেখিয়া আসিলে দুই চারি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ইংরাজেরা ইহার এই স্থানে [illegible] দেব মূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুটী দণ্ডায়মানা মূর্ত্তি, এই অবধি দেখে। আমি ভাল দুটীই কেবল দেখিলাম কিন্তু তাহার পরবর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না, সেটী বটের ভাল কি পাকুড়ের ভাল তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। দুর্গ সাত তল একাল না হইলে দুর্গের মর্ম্ম হইতে দেয় না। আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম সে সময়ে আর কয়জন যাত্রিও গিয়াছিল। দেব দর্শনান্তিকারা বড় সুন্দর মন্ত্র পড়াইল। মন্ত্রটী এই :—

বল "মাতাযাত্রা পিতাযাত্রা সংসার যাত্র

আমি দৈর্ঘ্যশালী হইয়া এ মন্ত্রের শেষাংশ পর্য্যন্ত শুনিতে পারিলাম না। ঐ সময়ে কয়জন ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা জুতা পায়ে দিয়া স্বচ্ছন্দে মল মল করিয়া দেব প্রতিমাদি সুড়ঙ্গ মধ্যে পরিদর্শন করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইল, পাণ্ডারদিগের পূজ্যবৎ ধর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা নাই।

দুর্গের অন্তর মধ্যে একটী সুড়ঙ্গ দেখিয়া কিরূপে হইল, তাহা বড় চিন্তা করিলাম, দুই এক ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সদুত্তর পাইলাম না। পরে চর্চ্চা, পুরী পরে [illegible] হিন্দুদিগের [illegible] দেব স্থাপিত ছিল। আকবর যে সময়ে দেবী করেন, তখন [illegible] তাহা সংগোপন করিয়া ঐ স্থানে একটী সিমানে কাষ্ঠ দিয়া দেব মূর্ত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা করিবারই বিশেষ চেষ্টা ছিল, সে অভীষ্ট সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে বিমুখ হইতেন না। আকবরের গরমথ সম্বন্ধে যে যেমন উদার নীতি ছিল, তাহার অপর প্রমাণ এই, ঐ দুর্গের মধ্যেই অশোক রাজার প্রতিষ্ঠিত একটী বৌদ্ধ স্তম্ভ আছে, আকবর তাহার উচ্ছেদ করেননাই. ইংরাজেরা এক্ষণে তাহার [illegible] পূজক রাখিয়াছেন। মুখেরা উহাকে ভীমের গদা বলিয়া থাকে।

এলাহাবাদের মধ্যে দর্শনীয় আর দুটী মনোহর প্রাসাদ আছে। খসরুহিল নামে প্রজাপ্রিয় একজন কমিশনর ছিলেন তাহার স্মরণার্থ যে বাটী নির্ম্মিত হয়, তাহা অতি সুন্দর। ঐ গৃহে এক্ষণে সাধারণ পুস্তকালয় আছে। ইংরাজেরা সাদা কাজ ভাল বাসেন, কিন্তু ঐ গৃহে, তাঁহাদের রুচি বিপর্য্যয় দেখিতে পায়। পণ্ডিত শ্রেণীবদ্ধিদের ন্যায় ঐ গৃহে অনেক গুলি শুরুচিসম্পন্ন চিত্রকার্য্য করা হইয়াছে। লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত গৃহ ও চিত্রকার্য্য দ্বারা সুশোভিত। দর্শন করিলে নয়ন ও মন প্রসন্ন হয় বলিয়া বৈরাকরণেরা দেবগৃহ ও রাজ গৃহের প্রাসাদ এই নাম রাখিয়াছেন। মেয়োর স্মরণার্থ ও খসরু লিলের স্মরণার্থ গৃহের প্রাসাদ এই নামটী বাস্তবিক অন্বর্থ হইয়াছে। ঐ দুটী গৃহ দেখিয়া নয়ন ও মন চিরকাল আর হয়। খসরুহিলের "পার্ক" বলিয়া প্রসিদ্ধ যে একটী উদ্যান আছে, তাহাও অতি মনোরম, তাহার বাসের বেয়ারি এমনি শুরুচি অনুসারে করা হইয়াছে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ।

এলাহাবাদের ডাক্তার হল সাহেব কলিকাতায় মেডিকেল গেজেটের সম্পাদকের নামে মিথ্যা অপরাধ দেওয়ার অপরাধে অভিযোগ করাতে মাজিষ্ট্রেট বিচারে তাঁহার যে অবিমানা হইয়াছিল হাইকোর্টে আপীল করাতে তাহা রদ হইয়াছে।

পোষ্ট মাষ্টার বিশেষ দরে অনেক সময়ে এক পোষ্ট আপীসের চিঠি আর এক পোষ্ট আপীসে যায়। এতদ্বিষয়ক অনেক অনুযোগ ঘটে। ইহা নিবারণের নিমিত্ত উপদেশ। পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল এই নিয়ম করিয়াছেন যখন উক্ত প্রকার চিঠি পোষ্ট আপীসে আসিবে তখন যাহার ভুলে এই ঘটনা হইবে তাহার শুরুতর অর্থদণ্ড হইবে।

ফরাসি ও অষ্ট্রিয়া স্থল পথে ভারতের বাণিজ্য করিতে আসিবার জন্য একটী নূতন পথের আবিষ্ক্রিয়া করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ইঁহারা উক্ত যেই উদ্যম ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।

১৮৮১ অব্দে একটী খণ্ডপ্রলয় হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন জুপিটরশনি, উরেণস এবং নেপচুন নামক গ্রহচতুষ্টয় সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ১৮৮৫ অব্দে ইহারা নিজ নিজ কক্ষে গমন করিবে। তাহা হইলেই গ্রহ গণের সহিত পৃথিবীর যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহার বিপ্লব ঘটিবে সুতরাং প্রলয় উপস্থিত হইবে।

এবৎসর ৪ জন যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও দুই জন এল, এ পরীক্ষা দিয়াছেন। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ২ জন কলিকাতা বেথুন স্কুলের ছাত্রী।

জয়পুরের মৃত মহারাজ হেটম্যানের সম্পাদকের সহিত বলিয়াছিলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমর গমন ব্যয়ের বন্দোবস্তমার গ্রহণ করিয়া তাঁহার গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথম তাঁহার ও তাঁহার প্রজাগণের মন জুগাইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন নিজ প্রজাগণের উপর হইতে শুবিধা কর গ্রহণ করেন সেইরূপ সমরের শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার প্রজাগণেরও অর্থ শোষণ করিতেছেন। যাহা হউক ঈশ্বর নিয়ন্তন আমি যে কুকর্ম করিয়াছি এখন নিজে তাহার ফল ভোগ করিতেছি এবং উত্তর কালে আমার অধিকারিগণ ও প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দর্শনে আমাকে ধিক্‌কার দিবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বিরক্ত হইয়া আরও যে সকল কথা বলিয়াছেন তৎপাঠে আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল প্রকৃত পক্ষেই ভারতের একজন শুভষেষী। ইঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে ইঁহাকে একজন অতি দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয়। ইনি কাবুলযুদ্ধের মীমাংসা, বিদ্যাশিক্ষার পক্ষ পাতিতা, মিউনিসিপালীর উৎকর্ষ বিধান প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্যের চেষ্টা পাইতেছেন। ইনি একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষ। শুনিলাম ইনিশিমলা বাস কালে প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া অন্যূন দেড়ঘণ্টা কাল ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, এবং সর্ব্বদাই সামান্য লোকের ন্যায় সামান্যাচারে চলিয়া থাকেন। একবা যখন তিনি ভ্রমণ করিতে যান সেই সময়ে একস্থানে অনেকগুলি লোককে একত্র যোগযোগ করিতে দেখিতে পান এবং কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিলেন শিমলার লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট, বিশেষতঃ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট হাউসের রাস্তার জল বেওয়া না হয় তাবৎ সাধারণ লোকে জল লইতে পারে না। এতদ্শনে তিনি অতি দুঃখিতঃকরণে বলিয়াছিলেন গবর্ণর জেনেরলের রাস্তার ধুলা উড়ুক। মহারাণীর শত সহস্র প্রজা জলকষ্টে এই যাতনা সহ্য করিতেছে, অতএব অগ্রে উহাদিগকে জলদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করা হউক। ঐ প্রকার আর এক দিবস যখন তিনি ভ্রমণ করিতে যান সেই সময়ে পুলিস কর্ম্মচারীরা রাস্তার পার্শ্ব হইতে মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরা দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিলেন। এতদ্দর্শনে তিনি ব্যথিতান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন উহাদিগের উপর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ আর করা না হয়। উহারা মহারাণীর যেমন প্রজা আমিও তাঁহার সেইরূপ প্রজা, অতএব রাস্তায় আমারও যেমন অধিকার উহাদেরও সেইরূপ অধিকার। সুতরাং আমার নিমিত্ত উহাদিগের উপর এ রোষাবস্থা অন্যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি সিমলা বাসকালে তাবতীয় ইংরাজমণ্ডলের অনেক প্রকার কুব্যবহার দর্শন করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব দোষ সংশোধনে যত্ন বান হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। দেশীয়দিগের অনেক কার্য্যে তিনি যেরূপ সরলান্তঃকরণে যোগ দান করিতেছেন তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে ইহার শাসনকাল অনেকটা সুখে কাটিবে। এখন ভারতবাসীদিগের কপাল ও তাঁহার হাত যশ।

সোণাপুর হইতে মহারাণীর সমস্ত যে রেলওয়ে নির্ম্মাণের কথা স্থির হইয়াছে গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছিলাম ডেপুটী কালেক্টর ভূমি সংগ্রহ করিতে না পারাতে বর্ত্তমান মাসে কার্য্য আরম্ভ হইবে না। কিন্তু শুনা গেল রেলওয়ের কার্য্যের সময় নির্দ্দেশে বলিয়া কণ্ট্রাক্টরেরা প্রবর্ত্তন করায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বরণ কোম্পানিকে ডেপুটী কালেক্টর যে পর্য্যন্ত ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

শুনা গেল ব্যারিষ্টার ডব্লু, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়া কাউন্সেলের পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে ফিলিপস সাহেব ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অযোধ্যায় ভেসুভর ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে।

আসামে একটী নূতন কমিশনরের পদের সৃষ্টির কল্পনা করা হইয়াছে। কাছাড় ও শ্রীহট্টের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইবে।

বাঙ্গালোরে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগর হইতে এই ঝড় উঠিয়াছিল। অনেকগুলি গৃহ ও বৃক্ষ পতিত হইয়াছে।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মহীসুর পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালোরে একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে তিনজন জজ নিযুক্ত হইবেন। দুই জন দেশীয় ও একজন ইউরোপীয়।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৪৬৩৬০৮ মণ চাউল মজুত ছিল। ইহার অর্দ্ধ হইতে ৪ লক্ষ মণ রপ্তানি করা যাইতে পারে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী সার রণজীত ১৮ ই কলিকাতায় আগমন করিবেন। ইঁহার সঙ্গে ১৫ জন মহাজনী আগমন করিতেছেন তদ্ভিন্ন ৪০ জন সেনা পতি ৩০০ কৃতা ৫০ জন বাজাকর ও ৫০ জন দাসী

ভারতবর্ষের রেলওয়ে সমূহের দুর্ঘটনায় ৩৫২ জন মৃত্যু হত ও ৬৩৩ জন আহত হইয়াছে তদ্ভিন্ন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ২০৮ জন হত ও ১৯৩ জন আহত হইয়াছে।

হাইকোর্টের লিগালরিমেম্বারার ও রেজিষ্ট্রার সাহেব, গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার সি, পিকর্ড ও রাজনারায়ণ মিত্র এবং উকীল বাবু কালীকৃষ্ণ সেন ১৮৮১ অব্দের জন্য উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন।

সাধারণ শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর এই নিয়ম করিয়াছেন যে অতঃপর প্রকৃত হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না।

আসামের চীফ কমিসনর ষ্টুয়ার্ট বেলি আগামী মাসে ছুটী লইবেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি হোরেস কক্রেল সাহেব তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

প্রেসিডেন্সি গোল মাষ্টার জেমস সাহেব বহরমপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, ইনি শীঘ্রই মেদনীপুর উড়িষ্যা ও কটকের কয়েকমহলগুলিতে ডাকের কিরূপ বন্দোবস্ত তাহা দেখিতে যাইবেন।

টি, ডব্লু হিউম সাহেব যে যেখানে যেখানে পাথরিয়া কয়লা আছে তাহার উপর মাপিয়া নিয়ন্ত্র করণার পরিমাণ জানিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন বঙ্গদেশ ১০০,১২০ ও ১৬০ ফুটের নিম্নে কয়লা থাকে না। তিনি বলিয়াছেন সমস্ত ভারতবর্ষে ৩৫ হাজার বর্গমাইল ভূমিতে ২০০০০০০০০০ টন কয়লা আছে।

রাজস্ব মন্ত্রী সারজন ষ্ট্রাচি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ৭ ই ডিসেম্বর ইনি শিমলা শৈল পরিত্যাগ করিয়াছেন ১৫ ই বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন। তৎপরে অনুকূল তুলায় বাতাসে ইহাকে লইয়া জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে যাইবে।

শুনা যাইতেছে লর্ড রিপনের পুত্র কেবল শীকারার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ইহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

ইণ্ডিনমান শুনিয়াছেন আলীপুরের কোন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কালেক্টরি হইতে কোন দলিলের সার সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করাতে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পুলিস সেই মনস্তো সাহেব ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

মাকেটরে যাহাতে অফিসেন বিক্রয় হইতে না পারে তাহার জন্য আবকারি ডিরেক্টার সভার শাখা। সভার সভ্যগণ বিশেষ যত্ন পাইতেছেন। তাঁহারা ব্রিটীয় পার্লিমেণ্টে এই বিষয়ের আন্দোলন করিবেন বলিয়া চেষ্টা পাইতেছেন। ভারতবর্ষে

ঔষধালয়ের প্রধানরূপে কার্য্য করিতেন এবং অধিকন্তু ঐ কোম্পানি কলাই সভার মুখ্য উপায় ছিল।

কেরোসিন তৈল নামক নূতন প্রকার কথা শুনা যাইতেছে। আমেরিকা হইতে কলিকাতে চালান হইয়া থাকে। ইহার ঔষধকারিতা শক্তি পরিচয় করিয়া দেখা হইয়াছে যে অনেক কঠিন পীড়ায় ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার যে অনেক গুণ আছে তাহা বিশেষ অবগত নহি। সম্প্রতি শুনিতে পাই ডিউইার আর একটী গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহা বড় বড় কাষ্ঠ এই তৈল মাখাইলে পোকার কীট নষ্ট করিতে পারে। এই গুণটা হেমন্তের লোকের খুব বিশেষ উপকার দর্শিবে। ইহা নিশ্চয় অগ্নির প্রতি কলিতে এই তৈল কেরোসিনও বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে।

বিলাতে বিলোনা ছাপের বৈদ্যুতিক বাতি দেওয়া হইতেছে। ১৮৭৩ অব্দে বিলাতে ৪০৭৩৮ পাউণ্ড ঐ বিলোনা প্রেরিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড বিলোনা প্রেরিত হইবে। চারও ঐরূপ বসানি হইতেছে। গত বর্ষে ১৮৪৩ পাউণ্ড চা রপ্তানি হইয়াছিল।

গবর্ণর জেনেরলের রাজধানী সভায় লেফ্‌টানি উডর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের জানাইয়াছেন যে তিনি তাহার সাধারণ লোক ও সভাকে এই জানাইয়া দেন যে অবশ্যই যখন কোন গবর্ণর জেনেরলের সভায় অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত করিবেন তিনি যেন উহা তুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকেন, এবং অতিরিক্ত ৮ জন রাখি যেন। অন্যথা কাউন্সিলের সভাদিগের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে যতগুলি আবশ্যক হইবে ততগুলি অতিরিক্ত পুনর্ব্বার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

কাশীর ডেপুটী [illegible] কালেক্টর বাবু হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিকট বাসস্থানের যে মকদ্দমা [illegible] করিতে সাক্ষীর জবানবন্দীতে [illegible] না পাওয়াতে এবং তিনি স্বয়ং [illegible] বলাতে প্রকার গোলযোগ প্রকাশ হওয়াতে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার এই [illegible] করিবেন। তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল যখন এলাহাবাদ নগরে [illegible] সেই সময়ে তত্রত্য মুসলমান [illegible] অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাহাতে কমিশনর ও কালেক্টর সেক্রেটারি একজন ইংরাজ [illegible] দিয়াছেন। তিনি যখন পুনায় গিয়াছিলেন সেই সময়ে তত্রত্য [illegible] বিদ্যালয়ের উন্নতির বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

আমেরিকার কোন্ পুত্র এখন যে বৃদ্ধি খাটাইবে ইহার নির্ণয় নাই। ইহার কতকগুলি [illegible] পার্লামেণ্ট মহাসভা গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible] তাঁহার স্বত্ব কাটিয়া লওয়াতে তাহা [illegible] করেন এবং বার্ষিক ৯০০০ পাউণ্ড বৃত্তির [illegible] ৫০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দেন তদ্ভিন্ন [illegible] ও কর্ণেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া [illegible] তাঁহার পুত্রের বৃত্তি [illegible] বৃদ্ধি করিতে পারেন কিন্তু সরকারী [illegible] পারিতেছে না।

অবধের মিনিষ্টার ফকীরের অন্তর্ধানের পর [illegible] একটী চতুরালী খেলা করেন। [illegible] অধিবাসী [illegible] ধনকুবেরের জন্যই ইহার সৃষ্টি হয়। ইহাতে [illegible] সম্ভ্রান্ত পুরুষ লিখা থাকিবে। তদনুসারে এই নিয়ম হওয়াতে যেরা সৃষ্টি বিস্তর [illegible] হইয়াছে।

কাবুলের সংবাদ।

[illegible] হইতে [illegible] আফ্‌রিদীরা [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible]

উলাহের সমান মূল্য হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

টিহারণ ৬ ই ডিসেম্বর। পারসোর যে সকল যাত্রী মক্কা তীর্থদর্শনে বিয়াত্রিল পুর্বগন তাহাদিগের পাঁচ শতকে হত ও আহত করিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৬ ই ডিসেম্বর। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপের পাঁচ খানি মানওয়ার যাপানে যাইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। ফার্ষানেশ নামক স্থানে লাগুলিস সভার অধিবেশন হইবার কথা হয় কর্তৃপক্ষ উহা যাহাতে হইতে না পারে সেই চেষ্টা পাওয়ায় ফেমনাপ নামক স্থানে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছিল। বিবাদ সাঙ্কাস্থ একটী আইন পঠিত হইলে বিবাদকারিগণ গলগল করিয়া চলিয়া যায়। পলিবকে ইহার নিবারণের জন্য আসিতে হইয়াছিল।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর। ডিক্রিজারির একজন পেয়াদা যখন আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত কুকসটাউনের এক প্রজার নামে ডিক্রী জারি করিতে যায় সেই সময়ে প্রজারা তাহাকে বধ করিয়াছে।

গত রাত্রিতে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ক্লবে সেনাপতি বর্ডলকে সম্মানসূচক সহিত ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। সার্কুইস হার্টিংটন উহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেপটাউন হইতে সংবাদ আসিয়াছে পণ্ডোনি নামক এক জাতি বাস্তুতো ও গুপনিবেশিক সৈন্যদিগের সহিত যোগদান করিয়া তত্রত্য ইংরাজ সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। শুনা গেল পণ্ডোনিরা পরাস্ত হইয়াছে।

বাণিজ্য সভা প্রকাশ করিয়াছেন গত মাসে ভারত ৩৮৩৩৮৮০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ১৮৮৭৪৭০০০ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮৪।

বশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রণদানন্দ মুখোপাধ্যায় কাশিমবাজারের মৃত রাজা অরদা প্রসাদ রায় বাহাদুরের ষ্টেটের মানেজার ও ২৪ পরগণার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বিপ্রবাক্ত ষ্টেটের সব মানেজার হইলেন, ইঁহাদিগের উভয়েরই কার্য্য বেবিনিউ বোর্ডের অধীনে হইল।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আশুতোষ গুপ্ত সেরাজগঞ্জে বদলী হইলেন।

মৌলবী ওয়ারিছুল্লা রাজসাহী ও কুচবিহারের প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন। কিন্তু পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহাকে নিজামতের ভূমি জরিপ করণার্থ স্পেসাল ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে হইবে।

পাবনার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হওয়াতে এম, এন বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুবিহারি বসু ১০ ই হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে বয়ঞ্জেল যাবতাদার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি মটন ভাবড়ার নিযুক্ত হইলেন।

অনরেবল এচ, জে, রেমলড বোর্ড অব এক্সামিনরের সভাপতি হইলেন।

খরার ডিপ্টীষ্ট ও সেসন জজ জি, ই গোর্টার ও পুর্বিয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ কাউলে সাহেব ২য় আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যিনি উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ২৯ এ আশ্বিনের কলিকাতা গেজেটে তাঁহাকে যে বিদায় আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

দার্জ্জিলিঙের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল সি, এবট ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এম, ই, পিকার্ড সাঁওতাল পরগণার সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল চট্টগ্রামে বদলী হইলেন বলিয়া ২৭ এ সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

কটকের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জবসু কিজিয়ান প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ১৪২, ১৪৭, ৪১৭ ও ৪২১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ২২২ ধারানুসারে সংক্ষেপে বিচারও করিতে পারিবেন।

পাবনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে পলকোর্ড ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং ২২২ ধারানুসারে সংক্ষেপে বিচার করিবেন।

আরা বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়র এ জেমস ও হাজারিবাগের সবডেপুটী কালেক্টর বাবু সদাতারণ মুখোপাধ্যায় ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু নন্দলাল দে বি, এল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ হইলেন।

ডায়মণ্ডহারবরের ৩য় মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় চণ্ডীর মুন্সেফ হইলেন।

পুরীর মুন্সেফ বাবু জগদ্বন্ধু রায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ উইলকিন্স ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে ২য় ও ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের মকদ্দমার আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ফৌজদারী আইনের ১৫৭ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সংবাদাতারত্ন।

মুঙ্গের।

পাহাড়ে কালীর বলিদানের শনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণ অশেষ। শুনা গেল কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলে হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন এবং সে ব্যক্তি তদুত্তরে কোন কথা বলিলে কাটিয়া ফেলিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন বাঙ্গালী যুবার সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি আবার কয়েকজনের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া ঠাকুর বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে বিলক্ষণ রূপ উত্তম মধ্যম দিয়া পাহাড় হইতে ধরিয়া আনিয়া পুলিষের হস্তে অর্পণ করিয়াছে।

এক সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানকে লইয়া আমরা অনেক প্রকার নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। বৈদ্য সমাজ এখানকার যে যে ব্যক্তির নিকট মুদ্রিত পত্রাদি পাঠাইয়া সকলের মতামত লইতে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা আকারে শ্রেষ্ঠ হইলেও বেতন কিছু কম। এজন্য শুনা গেল ২। ১ জন মোটা বেতনের কেরাণী বাবু উহাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন " সমাজ সম্বন্ধে সকল

...ছে। উহাদের বেতন কম, বেশী হইলে আমা... বিদেশে আর জামালপুরে রাখিত না।" কি অন্যায়! ইহাদের বেতন বেশী নহে, কি সহজে তত্ত্ব করিয়া চলিবে? টাকা না পাঠাইলে খরচে ঘটিলে যদি আমা... তত্ত্ব করিয়া চালাইতে হয় তবে কি সমাজকে অন্যে রামা মুদ্রাযন্ত্র-স্বরূপে গণ্য করা উচিত নহে? তবে তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে মানা ও তত্ত্ব করিতে পারে, সমাজের নিকট সে অভিমান অবশ্য রাখেন, এটী যেন স্মরণ রাখেন।

এলাহাবাদে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী-কিটারের যুবতী কন্যার সহিত এক ভারত সুবার অনেক দিন হইতে গোপনে প্রণয় আছে। সুবা তহবীলদার অল্প প্রতিপত্তির হইয়া ট্রাফিক আফিসে ১৫ টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম করিতেছিলেন। ইহারা গোপনে গোপনে পরামর্শ করায় কিছু দিন পরে পত্নীর সকল জানিতে পারিল এবং কিটারকে এ কথা বলিল। কিন্তু সে লম্পট কে, নাম কি, তাহার কোন অনুসন্ধান না লইয়া স্ত্রীকে চিরকার পূর্ব্বক ক্ষান্ত থাকে। লম্পটও আর না যাইয়া ঐ চিঠী স্ত্রীকে লইয়া পলায়নের পরামর্শ করে। স্বামীর মত হইলে সুবা স্বদেশী সমাজের মনস্থ করিয়া নিজ পতিকে কহে "অনেকদিন হইতে বাপ মাকে না দেখিয়া মনটা বড় চঞ্চল হইয়াছে। আমাকে রাখিয়া আইস। তুমি জামালপুরের অনেক বাবু প্রায়ই বাসী যাতায়াতের কারণে সহিত পাঠাইয়া দেও।" স্বামী আচ্ছা" বলিয়া কে কবে বাড়ী যাইবে অনুসন্ধান করিতে থাকে। এদিকে কুলটা তাহার উপপতিকে পাইয়া দেয় তুমি তোমার পিতা পীড়িত না বলিয়া চিঠী লইবার চেষ্টা দেখ এবং আমার স্বামী তোমার বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের বাসগ্রামের ৩ ক্রোশ দূরস্থ অমুক গ্রামের নাম করিও। এই প্রকারে সমস্তশিক্ষা দিয়া যুবতী আর একদিন স্বামীকে কহে "কৈ আমাকে পাঠাইয়া দিবে না?" স্বামী গম্ভীরভাবে কহে "অনেক সন্ধান লইতেছি কেহ বাড়ী যাইতেছে না।" স্ত্রী কহিল "তুমি বড় অসুস্থ সম্বন্ধে লইতেছ। তোমার পাড়ার অমুক বাবু বাটী যাইবেন উপপতির নাম নির্দ্দেশ করিয়া) তাঁহার সঙ্গিত তন পাঠাইয়া দেও না?" বৃদ্ধ এই কথা শ্রবণে সুবার নিকট যাইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। সুবা, স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া মত বিবেচনা, বিশেষ তিনি পিতার পীড়ার সমাচারে চঞ্চল হইয়া বাড়ী যাইবেন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া কিছুতেই আর স্বীকার হইল না। পরিশেষে প্রবোধ করিয়া কহিলেন "বাপু, তোমাকে রেখে দিয়া তুলিয়া দিয়া আসিতে হইবে। বৃদ্ধ এই কথা শ্রবণে গদ্গদচিত্তে কহিল "বাবুর বাড়ী কোথায়?" বাবু উত্তরচ্ছলে উহার শিক্ষিত স্থানের নাম করিলে বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে কহিল "বেশ হইয়াছে আপনি আমাদের গ্রামের উপর নিশ্চই যাবেন। আমি বৈকাল।" কিটার স্বামী আসিয়া পরিবারকে এই শুভ সমাচার দেয় এবং স্ত্রীর আবশ্যক বস্তাদি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া আনিয়া দিয়া বিদায়ের সময় আয়োজন করিতে থাকে। এদিকে বৃদ্ধ পিতার পীড়ার ভাণ করিয়া আফিস হইতে ছুটি নিবার জন্য বিশ্ব পাশ ও বিনা বেতনে বিদায় লয়। বিদায় দিবসে বৃদ্ধ তিন মাসের জন্য কোম্পানি, পরিবারের হাত ধরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং টিকিট ক্রয় করিয়া নিয়া যুবার হস্তে স্ত্রী ও কন্যা আর পুরুষ বিশ্বিতস্থানে যাবার যায়। ক্রমে গাড়ী ছুটি শেষ হইল সে আর ফিরিল না, তখন বৃদ্ধ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিল তাহারা উত্তরে পলায়ন করিয়াছে। এই সময় চারে অধিকের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই রমণীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে কি না দেখিতে যায়। এক্ষণে তথা যেয়ে সেখানে না দেখিতে পাইয়া নিজে পাগলের মত হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং বলিতেছে "হুজুর লোক দ্বারা কাজ করে অর্পণ করে এলাম, সেকি না এরকম বিশ্বাস ঘাতকের কাজ করে?"

ঘশোহর।

অনেক সময় যশোহর বিভাগে সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সাত আট মাস গত হইল অবধৃত লোক সকলের মনে ভয় হইয়াছিল। ঝিনেদহ মহিষালমুড়ের ডেপুটি সাহেব ঐ ভয় নিবারণ করিয়া, আমার ছেলে কলেরায় মরিয়াছে বলিয়া, ঘোষণা করিয়া ছিলেন। কিন্তু ঐ কথা সত্য নহে। ডেপুটি সাহেব ঐ সময় ঝিনেদহে ছিলেন না। তিনি তখন কুষ্টিয়ায় ছিলেন। তাঁহার ছেলে কলেরায় মরিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন। তাঁহার ছেলে কলেরায় মরিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন। তাঁহার ছেলে কলেরায় মরিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন।

শান্তিপুর।

আজ কাল এখানে চুরির বৈজ্ঞানিক প্রণালী দেখা যাইতেছে। স্থানীয় পুলিস কনষ্টেবল ও চৌকিদারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মে শৈথিল্যই উহার মূল কারণ। ইতি পূর্ব্বে একবার চুরির ঐ রূপ প্রণালী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকের যত্নে ও পুলিসের সহায়তায় কয়েকজন বিখ্যাত বদমায়েস শাস্তি পাওয়াতে তাহা স্থগিত ও নিবারিত হয়। কিয়দ্দিবস পরে পুনা গেল উল্লিখিত ঘটনাবলী সমুদয়ই সম্পূর্ণ মিথ্যাকথার পরিপূর্ণ। পুলিসের অত্যাচার বলিয়া সকলেই বিশ্বাসযোগ্য ভাবিয়াছিলেন। শেষে জানিয়া মিথ্যা শুনিয়া বিস্ময়াধিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য, জ্ঞানের প্রতারণা!!! কবির বন্ধুকে আমাদের বিশেষ জানা ছিল। তিনি পুলিসের এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সন্তোষজনক বটে। কি কারণে ঐ মিথ্যা জনরব রটিয়াছিল আমরা ভাবিয়াই পাই না।

পঞ্চায়ত প্রথা প্রচলিত হওয়ায় সাধারণের নিকট চৌকিদারী ট্যাক্স রীতিমত আদায় হওয়ার কোন বাধা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে গৃহস্থেরা ট্যাক্স না দিলে ঘটী বাটী প্রভৃতি ক্রোক বিক্রয় দ্বারাও কর আদায় হইয়া থাকে। ট্যাক্স আদায়ের যেমন আঁটা-আঁটি আছে, শান্তিরক্ষক (চৌকিদার) দিগের পাহারা দেওয়ার পক্ষে তত মনোযোগ দেখা যায় না। প্রজাহিতৈষী দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কি কেবল চৌকিদারদিগের বেতন সাধারণের জন্য পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিয়াছেন? গৃহস্থের বিনিময়পত্র রক্ষার জন্য কি নহে? পঞ্চায়তী প্রথা প্রচলন হওয়ায় অধিকাংশ স্থানে বিলক্ষণ ফল ফলিয়াছে। চৌকিদারেরা এক্ষণে রীতিমত মাসান্তে পেন্সন স্বরূপ বেতন পাইতেছে। নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া রাত্রে চৌকি দিবে কেন? পুলিস কর্ম্মচারী মফস্বলে আসিলে ঘটী সুখের বিষয় এই, উহারা সাম্প্রদায়িক ভাবে থানায় ক্যাম্প দিয়া থাকে। অথবা কেহ সহরে সমুদয় দিবারাত্র এই, পঞ্চায়ত নিয়োগ দ্বারা কি আশ্চর্য্যজনক ফল ফলিয়াছে? আমাদের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন মহোদয় এই প্রথার প্রতি কি একবারও লক্ষ্য দৃষ্টিপাত করিবেন না?

এ বৎসর বৈষয়িক ধান্য নিস্তেজ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কম নহে। পুষ্করাক্ষে আশানুরূপ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। ধান্য চাউল গত বৎসর অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। শুড় দেখা যাইতেছে। কোটচাঁদপুরে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ফরাসডাঙ্গা এই সকল সৌখীনদিগের কারখানাদারেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শান্তিপুর।

আজ কাল এখানে চুরির বৈজ্ঞানিক প্রণালী দেখা যাইতেছে। স্থানীয় পুলিস কনষ্টেবল ও চৌকিদারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মে শৈথিল্যই উহার মূল কারণ। ইতি পূর্ব্বে একবার চুরির ঐ রূপ প্রণালী হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকের যত্নে ও পুলিসের সহায়তায় কয়েকজন বিখ্যাত বদমায়েস শাস্তি পাওয়াতে তাহা স্থগিত ও নিবারিত হয়।

এবার প্রতিদিন যখন চুরি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেদিন বড়বাজারের বস্ত্রবিক্রেতা শ্রীহরকানাথ শেঠের দোকানে সিঁধ হইয়াছিল, কিন্তু কোন নৈসর্গিক কারণ নিবন্ধন চোরেরা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সম্প্রতি বড়বাজারের অন্যতম বস্ত্রবিক্রেতা শ্রীহরিচরণ প্রামাণিকের দোকানে যে চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে পেটের প্লীহা চমকাইয়া উঠে। হরিচরণ রাত্রি দুই প্রহরের পর রীতিমত দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গমন করেন। অনন্তর বাজারের অন্যান্য দোকানদারেরা স্ব স্ব দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গমন করিলে, পাহারাওয়ালাগণ আপন আপন সীমায় পাহারায় নিযুক্ত হইল, ইত্যবসরে চোর চরিচরণের দোকানের চাবী ভাঙ্গিয়া অনুমান ছয়শত টাকার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, অপহৃত দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ রোপ্যাভরণ ব্যতে অনুমান চারিশত টাকার নূতন বস্ত্র চুরি গিয়াছে। যখন চোর চাবী ভাঙ্গিয়া দোকানে প্রবেশ করে তখন পুলিসের নৈশ রোঁদগস্তী করিবার সময়; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেরাত্রি রীতিমত রোঁদগস্তী না হওয়াতে ঐ রূপ চুরি হইয়া গিয়াছে। চুরির পরদিন প্রত্যূষে আনন্দ নামক একজন মিউনিসিপল কনষ্টেবল একটী ডালা ঝাড় লইয়া চরিচরণের দোকানে বসিয়া থাকে, তৎপরে চুরির এজেহার পুলিসে লিপিবদ্ধ হইলে পর সবইনস্পেক্টর বাবু উত্তমচন্দ্র ঘটক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রত্যাশানুরূপ স্থানীয় তদন্ত এবং কয়েকজন পাহারা ওয়ালাকে সন্দেহক্রমে ধৃত করিয়া পুলিসে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অদ্যাপি ঐ চুরির কোন কিনারা হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই চুরির পর, স্থানে স্থানে আর কয়েকটী ক্ষুদ্র গোচের চুরি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুলিস চোরের কোন অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। সবইনস্পেক্টর বাবু এক্ষণে নৈশ রোঁদগস্তী বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন এবং যে যে স্থানে চুরী হইয়া গিয়াছে, তাহার [illegible]ীচিমত মাল-তালিকা প্রস্তুত করিয়া চোরের অনুসন্ধান করিতেছেন। মিউনিসিপাল হেডকনষ্টেবল ভোমন সিঁড়ান আহা কল খাইয়া খোপনে ঐ সকল চুরির অনুসন্ধান করিতেছেন, এক্ষণে দেখা যাউক, কতদিনে ও কিপ্রকারে ঐ সমস্ত চুরির কিনারা হইয়া উঠে।

কতদিনের পর মিউনিসিপাল বাবে ভাগীরথী ঘাটে একটী পুরুষের ও একটী স্ত্রীলোকের স্নানের ঘাট সংপ্রস্তুত করা হইয়াছে। সভ্যতার অনুরোধে ও আইনের বিধানে স্ত্রীলোকের স্নানের ঘাটে পুরুষের যাওয়া নিষেধ এবং পুরুষের স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোকের যাওয়া নিষেধ ইত্যাদিধেয় দুইখানি সাইনবোর্ড টেঙ্গান হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মধ্যে মধ্যে নাবিকেরা বোঝাই নৌকা স্ত্রীলোকের স্নানের ঘাটে লাগাইলে অগত্যা পুরুষের স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোককে স্নান করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক ও পুরুষের ঘাটের বিভিন্নতা থাকে না। আমরা আশা করি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু ঐ বিষয়ে বিহিতাদেশ করিবেন, নতুবা স্ত্রী ও পুরুষের স্বতন্ত্র ঘাট রাখিবার আবশ্যকতা নাই।

এখানকার ভাগীরথীতে যে সকল বোম্বাই নৌকার আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে, স্থানীয় ইজারদারেরা তৎসমস্ত নৌকার প্রত্যেক নাবিকের নিকট চাবি আনার হিসাবে কর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অবৈধ কর গ্রহণ প্রথাটী উঠাইয়া দিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে একবার লেখা হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাশানুরূপ ফল ফলে নাই। বাবাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু যদি ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিতে চাহেন, তাহা হইলে স্থানীয় মহাজনদিগের দৈনিক খাতা দেখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় নাবিক ও গাড়োয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রস্তাবিত বিষয়ের সত্যাসত্য জানা যাইতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে নৌকা লাগাইলে খেঁটাখাড়ি বাবুরা নাবিকদিগকে জমীদারের ইজারদারকে কর দিতে হইত, এক্ষণে উহার পরিবর্ত্তে উক্ত প্রকার অবৈধ কর গ্রহণ প্রথাটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাবাঘাটের ডেপুটী বাবুর মতে কি উহা অবৈধ কর বলিয়া পরিগণিত হয় না?

এ বৎসর এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলের যে আট জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহারা পরীক্ষা দিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। ছাত্রদিগকে যে সকল প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমস্তের অনেকেই প্রকৃত উত্তর লিখিয়াছেন। লক্ষণে বোধ হইতেছে যে, মিউনিসিপাল স্কুলের প্রেরিত ৮ জন পরীক্ষার্থি ছাত্রের মধ্যে ছয় জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবে।

এবৎসর বাবাঘাটে বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছিল, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর কৃপায় তাহাদের এক কপর্দ্দক বাসা খরচ লাগে নাই। সজ্জন সুরেন্দ্র বাবু ছাত্রদিগের নিমিত্ত অবস্থানুরূপ বাসা, বিছানা ও আহারাদি দিয়া বিদ্যোৎসাহিতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী মহাশয় জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর হিতকরী সভার স্বীয় ব্যয়ে একটী মুদ্রাযন্ত্র ও তদুপযোগী অক্ষরাদি ক্রয় করিয়া দিতে সম্মতিপ্রদ হইয়াছিলেন। এই সংবাদটী আমরা নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে বিগত ৮ই ভাদ্র সোমবার সোমপ্রকাশে ও ১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবারে প্রভাতী প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উক্ত মহারাজ গোস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী কুলোচিত পরামর্শে উহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হয়েন, সুতরাং হিতকরী সভার অবৈতনিক সম্পাদক ঐ কথা মহারাজ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য কাগমারী নিবাসী অশেষ গুণরাশি জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয়কে পত্র দ্বারা পরিজ্ঞাত করিয়াছিলেন, এতদুত্তরে গুরুভক্তিপরায়ণ দ্বারকানাথ বাবু যে পত্র উক্ত সম্পাদককে লিখিয়াছেন, তৎপাঠে জানা গেল যে, যদি গুরু পত্নী উহা স্পষ্ট করে তাঁহাকে জানান তিনি মৃত গুরুর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে সময় মহারাজ প্রাণনাথ গোস্বামী হিতকরী সভার মুদ্রাযন্ত্র দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, সে সময় তাঁহার পত্নী কাগমারীর বাটীতে ছিলেন, সুতরাং তিনি ঐ প্রতিজ্ঞার বিন্দু বিসর্গ জানেন না। স্থানীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোকের মধ্যে ঐ কথা অনেকেই জানেন এবং বড় গোস্বামী পাড়ার কোন কোন গোস্বামী মহাশয় মৃত মহারাজের মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। বিদ্যোৎসাহী দ্বারকানাথ বাবু যদি সকল ব্যক্তির নিকট উহার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। ৮ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশ ও ১১ই ভাদ্রের প্রভাতী মহারাজ গোস্বামীর প্রতিজ্ঞার জীবন্ত সাক্ষী।

বিজ্ঞাপন

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আম রক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, মূত্রিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত অর বা রোগ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়।

এক শিশির মূল্য—২ টাকা। পার্সেল ৵০ আনা।

চক্ষুরোগ।

মেহ, মস্তকশূল, পক্ষাঘাত এবং সর্ব্বপ্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কালীন স্থান হইতে সংমিশ্রিত শোণিত স্রাব ও সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা এবং প্রত্যহ মাথা ঘুরিয়া বমির ন্যায় হয়, ও তৎসঙ্গে মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সমূহ কা[illegible] নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

ব্রহ্মগর্ভায়ত ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(ইহা দ্বারায় উন্মাদরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই ঘৃত এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা রোগ, অধিকক্ষণ বসিয়া থাকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সমস্ত দৌড়িয়া পালান, অধিক ক্ষুধা রহিত, উদাসী, এতদ্ভিন্ন যে কোন বায়ুরোগ হয় এই ঘৃত তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অন্য লিখিত রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৩০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য ৩২ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু গুণান্বিত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাসরোগ, অরুচিজন্য নূতন ও পুরাতন বক্তমূত্রাদি রোগ সমূহ একত্রকালীন দূরীভূত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতি-শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা নিতে হয়; ১ পোয়ার মূল্য ৩ টাকা প্যাকি ৵০ আনা।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার নেত্ররোগের মহৌষধ।

এই ঘৃতের চক্ষে কয়েক ফোঁটা ঔষধ দিয়া দর্শাইয়া দেওয়ায় সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টার্ত্তব ও বাধক বেদনা, পক্ষাঘাত রোগ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভস্থের জন্য প্রসূত সময়ে অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।

১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
শ্রীযুক্ত বাবু যাদবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধ ঔষধালয়।

কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বসু ব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

আপিস—২০ নং বাটী, কন্ডসিংহের লেন্।
সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধা মত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতার যাহা কিছু প্রোপা সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি। অনূন ৫০ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি ৵০ আনা
২০ " " ১০০ " " " ১০ অর্দ্ধ আনা।
১০০ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব ধর—কলিকাতা ১০
" " গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল ১০
" " শ্রীধরচক্রবর্ত্তী—জলপাইগুড়ি ৭
" হরচন্দ্র চৌধুরী—ময়মনসিংহ ১০
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ—দিনাজপুর ১০
" অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
" শরচ্চন্দ্র কুণ্ডু—কলিকাতা ১০
" উমেশ মিত্র—চম্পারণ ১০
" বিনোদবিলাল বর্দ্ধণ—বারাণসী ৭
" বঙ্কুবিহারি মুখোপাধ্যায়—টুঁয়া ৭
" বিহারিলাল সুর—শিলঙ ৪৯
" রাজীবলোচন দাস—শ্রীহট্ট ৫
" রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—কলিকাতা ৬
শ্রীযুক্ত আকবর আলী খাঁ—দিনাজপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগলির ডাকঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাগলির ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা ৬নং ভবনে যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং" । | ৬ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ৬ ই পৌষ। ইং ১৮৮০। ২০ এ ডিসেম্বর। | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাও ...রওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে জগদ্দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেটড পত্র দ্বারা জানাইলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ডাক মাশুল /০ আনা। প্রার্থনা আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, বাঁটকুলা ও বেদনা, অঙ্গ চালনে ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও অল্প প্রাণ হউক না কেন উহা অল্পকাল মধ্যে বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন পারদ, অহি, বাঘা, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পড়িয়া (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাও এই

আরও কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং

কাউন্সিল ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

এই ঔষধটি এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের সমান গুণকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা মেডিকেল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। মাশুল মূল্য বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল নাএবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারা আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়

৭ এ কার্ত্তিক ১২৮৭। } জমিদার চকদিঘী

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

মৃণাল-মালিনী

বা

অবলা কি প্রবলা?

বিয়োগান্ত দৃশ্য-কাব্য।

ন্যাশনাল থিয়েটার হেতে অভিনীত।

এই পুস্তকের অধিকাংশ ভাগে বিশুদ্ধ (সটীক) হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা সংযোজিত আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, নববিভাকর, সাধারণী, বেঙ্গলি, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, মুরশিদাবাদ পত্রিকা, ঢাকাপ্রকাশ, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের মতে পুস্তকখানি উত্তম বলিতে সঙ্কুচিত হই না। মূল্য ১৲ এক টাকা, ডাক মাশুল অর্দ্ধ আনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র—প্রকাশক।

কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২।

প্রেরিতপত্র

চম্পাইনগর।

গত ৮ ই ও ১৫ ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে চম্পাইনগর সম্বন্ধে মাননীয় বিহারী বাবু ক্রমান্বয়ে দুই খানি পত্র পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে পুনরায় কিছু লিখিয়া আপনার সুবিজ্ঞ পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম, আশা করি নিজ ঔদার্য্য গুণে তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

১ ম। আমার উল্লিখিত চম্পাইনগর নূতন সৃষ্টি বা স্বকপোলকল্পিত নহে। মানভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, ও হুগলির অধিকাংশ ভদ্রলোক বাক্তি উহা অবগত আছেন ও তাঁহারা এই স্থানে চাঁদের বাটী ছিল শুনিয়া আসিতেছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষোদিত প্রস্তর রাশি, মৃত্তিকা স্তূপ, স্তূপের উপর লোহার বাসর ঘরের অবস্থান, চাঁদের স্থাপিত শিবলিঙ্গদ্বয়, মৃত্তিকা স্তূপের অব্যবহিত পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত বেহুলানদী, চাঁদের স্থাপিত মনসার প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি তাহা কি প্রমাণ করিয়া দিতেছে না?

২ য়। নিম্নানিনগর পূর্ব্বে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর থাকিলেও কাল-প্রভাবে যে উহা ক্ষুদ্র গ্রামাকারে পরিণত না হইয়াছে তাহার প্রমাণ কি? সপ্তগ্রাম তাহার জলন্ত উদাহরণ। যে সপ্তগ্রামে পূর্ব্বে নানা-দেশাগত বণিকেরা বাণিজ্য করিত, উহা এক্ষণে কতিপয় বাঙ্গালী জাতীয় লোকের আবাস ভূমি হইয়া ক্ষুদ্র গ্রামাকারে পরিণত হইয়াছে। সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান দশা দেখিলে তাহা উপন্যাস বলিয়া প্রতীত হয়। যে কারণে সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান দশা ঘটিয়াছে, সেইরূপ কোন কারণে নিম্নানিনগরেরও বর্ত্তমান দশা ঘটিয়া থাকিবেক। মাননীয় বিহারী বাবু হয় ত বলিবেন সপ্তগ্রাম যেরূপ নগর ছিল না কিন্তু ইতিহাস সপ্তগ্রামের নাম সুবর্ণাক্ষরে অদ্যাপি বহন করিতেছে।

৩ য়। চাঁদসদাগর ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার পণ্য দ্রব্য-বাহী বৃহদাকার ডিঙ্গি-সকল বাঁকা বেহুলা ও ভাগীরথী দিয়া বাহিত হইত। পূর্ব্বে ঐ নদীগুলি অদ্যাপ্ত বেগবতী ও বাণিজ্যপোতগমনোপযোগিনী ছিল। ঐ নদীগুলির বর্ত্তমান বৃহৎ বৃহৎ চরগুলি তাহা প্রমাণ করিতেছে। যে সরস্বতী দিয়া পূর্ব্বে রোমকদিগের বৃহদাকার অর্ণবযানসকল ঢাকা নদরী পর্য্যন্ত বাহিত হইত, কাল-প্রভাবে সেই সরস্বতী এক্ষণে খালের মতো হইয়াছে। বর্ষা কালে বেহুলানদীর অধিকাংশ স্থলে ৫। ৭ শত মণ দ্রব্য সমেত নৌকা বর্ত্তমান অবস্থায় বাহিত হয়, কিন্তু সরস্বতীতে কতেক হস্ত ব্যতীত এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা গমন করিতে পারে না। আমার অনুমান যদি ব্যর্থ না হয় তবে মাননীয় বিহারী বাবু অপর একটী তাদৃশ নদীর বিষয় বিশেষ অবগত আছেন; সেটীর নাম যমুনা, তাঁহার বাসগ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত আছে। সেটীর পূর্ব্বতন ও আধুনিক অবস্থা (যাহা শুকদেবসম্পন্না তিনি শুনিয়া আসিতেছেন) তাঁহাকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার বাসগ্রামের তিন চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলের বিল পূর্ব্বে কি ছিল? ভাগীরথীর একটী ক্ষুদ্র-বিশেষ মাত্র। আমাদিগের আবাস বাটীর কতেক হস্ত উত্তরে একটী বিল আছে, এখানকার লোকে তাহাকে দহ কহিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে উহা নদী বিশেষের অংশ ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। সে দিন আমাদিগের খিড়কীর পুষ্করিণী খনন করিতে ১০। ১২ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে ২। ৩ খানি বৃহদাকার ভগ্ন নৌকা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত বিল দিয়া যে নৌকা গমনাগমন করিত, ইহাই তাহার প্রমাণ। এরূপ বিলুপ্ত প্রায় অনেক নদীর (পূর্ব্বে যাহা দিয়া বৃহদাকার তরী বাহিত হইত) উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তিনী ভাগীরথীরও বর্ত্তমান অবস্থা উল্লেখ যোগ্য। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই যে ৫। ৭ শত মণ দ্রব্য সমেত নৌকা জোয়ারের অপেক্ষায় লঙ্গর করিয়া থাকে। অনুমান হয় কয়েক বর্ষ পরেই আর তাদৃশ নৌকা গমনোপযোগী পথ থাকিবেক না। সরস্বতী দিয়া যদি পূর্ব্বে অর্ণবযান বাণিজ্য হইতে পারিত, তবে বাঁকা ও বেহুলা দিয়া চাঁদের পণ্যতরি কেন না প্রবাহিত হইবেক? কাল ক্রমে উভয়েরই সম দশা ঘটিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পত্রে উল্লিখিত ত্রিবেণীর নিকটস্থ কালিদহ ঠিক ভাগীরথীর ও সরস্বতীর বিয়োগের বা অমিলনের নিকটে (১)।

৪ র্থ। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা বাণীজ্য লাক্ষা রেশমীবস্ত্র পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত বাসন লৌহ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বাণিজ্যার্থে বিদেশে নীত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত অপরাপর দেশের ক্রেতারা যত্নপূর্ব্বক তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। আমরা স্বভাবতই মিষ্টালাপী ব্রাহ্মণ; সুতরাং মাননীয় বিহারী বাবুর এ সকল দ্রব্য থাকিতে আগ্রহে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ লালমোহনের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে! বর্দ্ধমানের গুণও ভাগ, তবে সহজে হস্তস্পৃষ্ট হয় না বলিয়া বিহারী বাবু বড়ই পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবেক। সে যাহা হউক, মাননীয় বিহারী বাবু নিজ বর্দ্ধমান নগরীর আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষ অবগত নহেন বলিয়া বিস্তারের ব্যবসায় উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয়। ভারতচন্দ্র রায়ের

(১) এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর মিলন স্থান বলিয়া উহাকে ত্রিবেণী কহে। ত্রিবেণীতেও নদীত্রয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ত্রিবেণী কহে। যমুনা অপর পারে কাঁচড়া পাড়ার নিম্ন দিয়া সরস্বতী পশ্চিম তীরোপরিস্থ সপ্তগ্রাম বিজয়পুর কলাই প্রভৃতি গ্রামের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত আছে।

বর্ণিত বর্দ্ধমানের সৌষ্ঠব যদি প্রকৃত হয়, তবে উহার সমকালীন ইং প্রদেশ বা বর্দ্ধমান নগরী বিলাসোপযোগিনী ছিল না কেমন করিয়া বলিতে পারি? বিশেষতঃ বর্দ্ধমান প্রাচীন সময় হইতে ইতিহাসে বিখ্যাত দেখিতে পাইতেছি।

৫ম। মাননীয় বিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে, বেহুলা নাচনী, সাপের খেলে নাম গুলি ভাগলপুর প্রদেশের। যখন মিশ্র গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, আমাদিগের উত্তরন পক্ষম পুরুষ হইতে উপরের পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম পশ্চিম দেশীয় নামের অনুরূপ, তখন এ প্রদেশীয় অপরাপর জাতির তাদৃশ নাম থাকায় বিচিত্র কি?

উপসংহারে বক্তব্য যে মাননীয় বিহারী বাবু যে পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কয়েক খণ্ড আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে চাঁদ পরিবারের বাটীর কোন নির্দ্দেশ বা তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, কেবল এক স্থানে মনসার মাহাত্ম্য দেখিতে পাইয়াছি, সমগ্র পুরাণ সংগ্রহ করিয়া বিহারী বাবুকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে চম্পাইনগর সম্বন্ধে বক্তব্য যে আমার উল্লিখিত চম্পাইনগরে অদ্যাপি মাঘীর কৃষ্ণপঞ্চমীতে বিশেষ সমারোহের সহিত মনসার পূজা ও তদুপলক্ষে বিস্তর লোক সমবেত হইয়া থাকে। চাঁদ সদাগর ঐ দিবসে প্রথম মনসার পূজা করেন। তদনুসারে পূজা সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা বাতীত পূর্ণ কলিকাতা নগরীর উত্তর সীমাবর্ত্তী ৮।১০ ক্রোশ ব্যাপিয়া এমন গ্রাম নাই যে গ্রামে মনসার আড্ডা নাই ও পূজার্থ আপামরসাধারণে বিশেষ ধুম ধাম না হইয়া থাকে। মানভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলির অধিকাংশ গ্রামেই মনসার কোন না কোন পূজা হইয়া থাকে। রথযাত্রার দিবস হইতে ভাদ্র মাসের শেষ শনিবার পর্য্যন্ত এক দিবস না এক দিবস গ্রামে গ্রামে এই উপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাইতেছি বঙ্গদেশের অন্যান্য অপেক্ষা এ প্রদেশীয় গ্রাম সমূহে মনসার পূজা অধিক প্রচলিত, তখন ইহার নিকটবর্ত্তী চম্পাইনগরে যে চাঁদের বাটী ছিল তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ঐ সকল কারণে এবিষয়ে মাননীয় বিহারী বাবুর সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। তবুও চাঁদ চিহ্নিত রহিলাম, আপনকার বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর যদি কেহ অথবা মাননীয় প্রযোগ্য রাণীগঞ্জের সংবাদদাতা মহাশয় এ বিষয়ের বিবরণ সোমপ্রকাশে উল্লেখ করেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব।

শ্রীঃ—

নদীয়ার অন্তর্গত নাটুদহস্থ বিখ্যাত জমীদার বাবু নবকৃষ্ণ পাল চৌধুরী মহোদয় কৃষ্ণনগরে একটী জলের কল স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন কিন্তু কৃষ্ণনগরে জলের কল স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজনই লক্ষিত হইতেছে না। কৃষ্ণনগর মোদাক্কার মধ্যে অনেকগুলি দীঘি ও পুষ্করিণী আছে তাহার জলও অপরিষ্কার নহে, প্রায় অধিকাংশ পুষ্করিণী ও দীঘি বর্ষাকালে প্রণালী দ্বারা খড়ীয়া নদীর জলের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৎসর বৎসর নূতন পরিষ্কার জলে পরিপূর্ণ হয়। এবং উহার নির্ম্মল জলপূর্ণা বেগবতী খড়ীয়া নদী বক্রভাবে পূর্ব্বে গোয়াড়ী মাজোপাড়া ও সাহেবপাড়া প্রভৃতি স্থানের নিম্নে অবস্থিতি করিয়া নিয়ত অকাতরে জল যোগাইতেছেন, তবে আর কৃষ্ণনগরে জলের কষ্ট কোথায়? কৃষ্ণনগরবাসী কোন ব্যক্তিই কৃষ্ণনগরে জলের কল হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন না, তবে মহাশয়ে এই ভূরিপরিমাণ টাকা ব্যয় করিয়া কল ।

করিবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় এই জন্যই " জলের কলের জন্য দান " ইহার পরিবর্ত্তে এখন " কৃষ্ণনগরের উন্নতির জন্য দান " এইরূপ স্থির হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে নদিয়া কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটী এককালে এতগুলি টাকা পাইয়া কোন স্থায়ীরূপ বিধানের শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া আর কিছু করিবেন এরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুলিত হইয়া পড়িয়াছেন শুনিতে পাই। ঐ সাহেবের প্রোটেক্টর কমিশনর মেম্বরগণ এ বিষয় স্থির করিবার জন্য সভাস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা মনে করেন জলের কল তাহারও মতে কৃষ্ণনগর হইতে বজনা পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে হয় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তবুও বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রভৃতি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে এই টাকা হইতে কৃষ্ণনগরে একটী অনাথনিবাস স্থাপন হউক এবং অবশিষ্ট টাকায় পল্লীগ্রামের মধ্যে যেখানে যেখানে অত্যন্ত জলকষ্ট, সেই সকল স্থানে কতক গুলি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা এই মতটীকেই বিশুদ্ধ মত বলিয়া স্বীকার করিতেছি। এইরূপ করিলে নাটুদহের জমীদারের যে অক্ষয় যশঃ এবিষয়ে একটু সুখ্যাতি আছে, তাহা আরও উজ্জ্বলিত হইবেক এবং বিশুদ্ধ জলের জন্য যে দান করিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে সফলীকৃত হইবে। তবে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটী মনে করিতে পারেন আমার জন্য দান হইল আমি ভোগ করিতে পারিলাম না, কিন্তু শত শত হীন জাতী অন্ধ খঞ্জ তাঁহার এলাকার মধ্যে বসিয়া যখন খাইতে পাইবে এবং তাঁহার প্রতিবাসী জলকষ্টভোগী পল্লীগ্রামসমূহের লোকে একটু তৃষ্ণার জল পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবে স্বর্গ হইতে তাহারা নিশ্চয় আশীর্ব্বাদ করিবে সেইটি তাঁহাকেও যথেষ্ট বলিতে হবে। অতএব মফস্বলে অধিকাংশ স্থানে এরূপ যাহারা [illegible] এবং স্থানীয় মাজিষ্ট্রেরা যদি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের [illegible] লোকে স্নান পান করিয়া তৃপ্ত হয়। উক্তরূপ বাবুর অমিদারীর মধ্যেই অনেক স্থানে এবং জলকষ্টে যে কতকে মাস জলাভাবে লোকে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া কেবল তলের জলে ও শুষ্ক বিল খাল বা অন্য পুষ্করিণীর কর্দ্দম জলে জীবন ধারণ করে, এই সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করাও তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি নফর বাবু এই মতেই মত প্রদান করিবেন।

আমরা আর একটী বিশেষ আনন্দজনক মহৎ কার্য্যের জন্য ঐ অর্থের কিয়দংশ ব্যয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। মহৎপুর হইতে শ্রীহট্ট বা তাহার উত্তরে যে পর্য্যন্ত আবশ্যক সেই পর্য্যন্ত খড়ীয়া নদীর বাঁধ বাঁধাইয়া দেওয়া হউক। এই বাঁধটী সময়মত এবং রীতিমত না বাঁধানতে দেশের যে কত ক্ষতি হয়, তাহার পরিসীমা নাই। গত বৎসর খড়ীয়া নদীর বাঁধ যে পরিমাণে উচ্চ ছিল, যদি তাহা অপেক্ষা আর কিছু উচ্চ এবং কিছু প্রশস্ত থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় দেশ বন্যার জল প্রবেশ করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিত না, রীতিমত বাঁধ না বাধানতেই দেশ বন্যার প্লাবিত হয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে কেবল জমীদারদের উপরেই ভারার্পণ হয়, জমিদারেরা প্রজাদিগকে লইয়া বাঁধ ভাঙ্গে এমন সময়ে তাড়াতাড়ী করিয়া একটু বাঁধ দেন, তাতে অনেক সময়েই ফল হয় না, পক্ষান্তরে প্রজা [illegible] অন্ন বস্ত্রাদেরী বিনেকের মধ্যে প্রাণ হারান। যদি প্রাতক্ত দানের টাকা হইতে কয়েক সহস্র মাত্র এমন বায় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কত উপকার করা হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা উপরে যে দুটী কার্য্যের জন্য লিখিয়াছি যদি তাহার একটীও না করিয়া কেবল এই কার্য্যটী করিয়া অবশিষ্ট টাকা জলে নিক্ষেপ করেন তাহা হইলেও সমস্ত টাকাদানের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

১৫ ই অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল। } কৃষ্ণনগরের উন্নতি পক্ষপাতি কতিপয় অধিবাসী।

সোমপ্রকাশ

৬ ই পৌষ সোমবার

প্রত্যাদেশ চতুর্দ্দশ কল্প

পুরুষের পাঁচটী পুত্রের মধ্যে একটীর প্রকৃতি

যদি কিঞ্চিৎ উগ্র হয়; তবে পাঠকমাত্রেই লোক তাহাকে ভয় করিয়া চলিয়া থাকে। তাহার বস্ত্র খানি যদি কেহ তুলিয়া পরিধান করে, তাহার পয়োটীতে যদি কেহ একবার পদ দেয়, তাহার গামছা খানিতে যদি একবার মুখ মুছে, তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেদীপ্যমান দেখা যায়, সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পরিধেয়খানি কাড়িয়া তুলে। এরূপ এক জন বাটীতে থাকিলে আমরা কি করি? আমরা সহজে তাহার ঘরে প্রবিষ্ট হই না; তাহার কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে হস্ত দিই না; তাহার বস্ত্র পরিধান করি না; এবং যেরূপে চলিলে তাহার বিরক্তি উৎপাদনের কারণ না হয়, সেইরূপ করিয়া চলিয়া থাকি।

পাঠকগণ গৃহস্থের গৃহের এই প্রতিদিনের দৃষ্টান্তটী যদি স্মরণ রাখেন, তাহা হইলে দেশের সুশাসনের সাহায্য কিরূপে করিতে হয় তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। এই যে আমরা ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, হিন্দু, মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক এক রাজ্যে বাস করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট কিরূপে আমাদের সকলের চিত্তরঞ্জন করিয়া কার্য্য করিবেন? গৃহস্থের পাঁচটী পুত্রের মধ্যে কাহার কিরূপ ভাব কাহার কি প্রকার রুচি জানিতে বাকি থাকে না। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের কোন্ প্রজামণ্ডলীর কি প্রকার ভাব, কি প্রকার ইচ্ছা, গবর্ণমেণ্ট তাহা কিরূপে জানিবেন? যে কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা আমাদিগকে সুখী করিবার ইচ্ছা করেন, অজ্ঞতা নিবন্ধন সেই কার্য্য [illegible] আমাদের অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে। এই জন্যই রাজনীতি-শাস্ত্রে ইহা একটী চিরাবলম্বিত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে যে, যে আপনার মনোগত ভাব উক্তরূপে গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার উপায় করিতে পারে এবং নিজ স্বার্থে হস্ত পড়িলে যে বিরক্ত হইতে জানে তাহারই স্বার্থ অধিক রক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে সকল শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সভা আছে। এমন কি দৈনিক শ্রম দ্বারা যাহারা উদর পূর্ণ করে, তাহাদেরও স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সভা আছে। এরূপ কোন রাজবিধি যদি প্রণীত হয় যদ্দ্বারা তাহাদের স্বার্থ বা সুখের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হয় ঐ সকল সভা তৎক্ষণাৎ স্বার্থরক্ষা কল্পিত করিতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না সে অত্যাচার নিবারিত হয়, ততক্ষণ নিরস্ত হয় না।

যাঁহারা এই প্রকার আন্দোলনের ইষ্ট ফল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। তাঁহারা সাক্কেইরের বিষয় একবার চিন্তা করুন। ইহাদিগের আন্দোলনের গুণে এই হইয়াছে যে বিলাতি মোটা কাপড়ের শুল্ক একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এবং অপর শুল্ক ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। ইংরাজদিগের আন্দোলনের গুণে ইনকম ট্যাক্স কিরূপে উঠিয়া গিয়াছিল এসময় স্মরণ করুন। এক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দ্বারা জমিদারদিগের স্বার্থ কিরূপে রক্ষিত হইয়াছে তাহা একবার বিবেচনা করুন।

আমরা যে উপলক্ষে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি তাহা এই, গবর্ণমেণ্ট ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত যে আইন প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশে জমিদারদিগের স্বার্থে কিঞ্চিৎ হস্ত পড়িয়াছে। সে জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন যোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রকৃত কার্য্যই হইয়াছে; তাঁহাদের স্বার্থ যদি তাঁহারা রক্ষা না করিবেন তবে কে রক্ষা করিবে? তাঁহারা যদি তাঁহাদের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টকে না জানাইবেন, তবে গবর্ণমেণ্ট কিরূপে জানিতে পারিবেন? তাঁহারা এই আইনের পাণ্ডুলিপির তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন; ইহার জন্য সংবাদপত্রে, মাসিকপত্রিকায়, নানা প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। এ সকল অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রজারা এইরূপ কথা কহে কে? দেশের সভা সকল কি করিতেছেন? তাঁহারা কি একটীও সভা করিতে পারেন না? প্রজার দিক হইতে যাহা শুনিবার আছে তাহা না শুনিলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপে ন্যায় বিচার করিতে সমর্থ হইবেন? যদি বিচারস্থলে এক পক্ষ উকীল নিযুক্ত করে এবং অপর পক্ষের উকীল না থাকে তাহা হইলে বিচারের যেরূপ অসুবিধা, এখানেও গবর্ণমেণ্টের সেই প্রকার অসুবিধা ঘটিবে।

যে সময়ে বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সে সময়ে লোকের এরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতেছে। সেই জন্য পুনা সাম্মজনিক সভা সে সময়ে বেতন দিয়া কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঐ সকল লোক গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দরিদ্র লোকদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টা করিতেন। তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি ভারতসভা কি এ সময়ে বেতন দিয়া কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়া জেলায় জেলায় প্রেরণ পূর্ব্বক এই আইন সম্বন্ধে প্রজাদিগের মনের ভাব কি তাহা কি জানিতে পারেন না? ঐ সকল কর্ম্মচারী আইনের পাণ্ডুলিপিখানি উত্তমরূপে পাঠ করিবেন, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় বিশেষরূপে প্রজাদিগের জ্ঞাতব্য তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রজাদিগের মত নিরূপণ করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া লইবেন, তৎপরে জেলায় জেলায় গিয়া এক এক স্থানে কৃষকদিগের সহিত মিশিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাহাদের গোচর করিবেন, এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে বুদ্ধিমান বোধ হইবে তাহাদের মত লিখিয়া লইবেন। এইরূপ দুই মাস ভ্রমণ করিলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে। ভারতসভার সভ্যগণ যদি এই কার্য্যটী করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে এই সময়ে বিশেষ উপকার করা হইত।

প্রোফেসার মনিয়ার উইলিয়মসের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট।

পাঠকবর্গের অনেকেই বিদিত আছেন যে গত কয়েক বৎসরাবধি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট" নামে একটী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। অনেকে এই সংবাদ মাত্র জানেন কিন্তু উক্ত অধ্যাপকের অভিপ্রায় কি, এবং কিরূপে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা বোধ হয় অনেকে জ্ঞাত নহেন, এই জন্য এই প্রস্তাবটীর ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ বর্ণন করা আবশ্যক হইতেছে।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, মনিয়ার উইলিয়মস সাহেব এই বলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন যে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলের শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ এবং ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের উপকারার্থ উক্ত অর্থদ্বারা একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। উক্ত সাহেবের যত্নে এই কয়েক বৎসরে প্রায় ১৮০০০০ এক লক্ষ আশী হাজার টাকা সংগৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যাপকের অভিপ্রায় এই যে উক্ত অর্থদ্বারা একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে, উক্ত বাড়ীতে ভারতবর্ষীয় ভাষাদির শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার এক পার্শ্বে একটী ভারতবর্ষীয় গ্রন্থের পুস্তকালয় ও একটী মিউজিয়ম থাকিবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভাতে এই প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা উক্ত অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানের মধ্যে একটী স্থান মনোনীত করিয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ২৫০০ শত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রোফেসার মোক্ষমূলর এই প্রস্তাবের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণার্থ এতগুলি টাকা বৃথা ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত করিলে ভাল হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে সকল বাড়ী বর্ত্তমান আছে, তাহার একটীতে উক্ত ইনষ্টিটিউটকে স্থাপিত

স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পুস্তকালয় বা মিউজিয়ম রেখলি কিনি আবশ্যকতা দেখেন না; কারণ অক্সফোর্ডে বডলির প্রতিষ্ঠিত যে জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয় আছে, তদ্দ্বারাই অক্সফোর্ডের সকল অভাব দূর হইতেছে। মোক্ষমূলরের মতে ঐ অর্থ ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চ্চার সাহায্যার্থ ব্যয় করা উচিত ছিল। ঐ অর্থদ্বারা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদি বিষয়ে উপদেশাদি দিবার লোক নিযুক্ত করা এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ক্রয় করা যাইত। তিনি বলেন বর্ত্তমান সময়ে সমুদায় ইউরোপ খণ্ডে প্রায় দশ সহস্র সংস্কৃত পুথী সংগৃহীত হইয়াছে। উহার ৫০ কি ৬০ খানি বাতীত অপরগুলি মুদ্রিত হয় নাই। উক্ত অর্থে সেই মুদ্রাঙ্কনের সাহায্য করা যাইতে পারিত ইত্যাদি। তাঁহার উক্তির মধ্যে আমরা আর একটী বিষয়ের সংবাদ পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন রুসিয়া ও জর্ম্মনি দেশের গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইতেছেন। ইংলণ্ডে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎপরে আর নূতন গ্রন্থ অধিক সংগৃহীত হয় নাই।

উইলিয়মস্ সাহেবের সংগৃহীত অর্থ যেরূপেই ব্যয়িত হউক না কেন, সে বিষয়ে এই দুরদেশ হইতে বলিবার আমাদের অধিক কিছু নাই। অক্সফোর্ডের লোক এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করুন। আমরা যে জন্য এই বিষয়টীর উল্লেখ করিতেছি তাহা এই, মনিয়ার উইলিয়মস্ সাহেব যে এক লক্ষ আশী হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কাহাদের অর্থে? ইংলণ্ডের কোন লোকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন? অর্থদাতাদিগের নামের তালিকা যখন প্রকাশিত হইবে, তখন পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন, যে তাঁহাদের অধিকাংশই এদেশীয় লোক। এদেশের রাজা, রাণী, মহারাণী, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণই প্রধানতঃ ঐ অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত অর্থ যে অসৎপাত্রে বা অসৎ বিষয়ে দিয়াছে, অথবা এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের কোন প্রকার উপকার হইবে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা ইংলণ্ডের একটী বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করিলেন, তাঁহারা কি মনে করিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চার কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না? বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া দিলেন তবে আমরা জানিয়া চরিতার্থ হইব। ইহা কি লজ্জার বিষয় নয়? মোক্ষমূলর অথবা মনিয়ার উইলিয়মসের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ লোক কি আমাদের দেশে ছিল না? সেরূপ কয়েক জন লোক যদি উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের অনেক রত্নের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন না? মোক্ষমূলর কি কারণে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন? তিনি ঋগ্বেদের নিকট "বড়-লিয়ান লাইব্রেরি" নামে জগদ্বিখ্যাত একটী পুস্তকালয় পাইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলেন, এই তিনটী সুযোগ হইয়াই তাঁহাকে আশ্চর্য্য ফল দর্শনে সমর্থ করিয়াছে। আমাদের দেশে কি এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করা সম্ভাবিত নয়? মনে কর, তিন লক্ষ টাকা যদি সংগৃহীত হয় সরকার এক লক্ষ টাকাতে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারেন। অপর এক লক্ষ টাকা সুদে দিয়া বৎসর বৎসর ৪০০০ সহস্র টাকার সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করিয়া একটী প্রকাণ্ড পুস্তকালয় করা যাইতে পারে। অবশিষ্ট এক লক্ষ টাকার সুদ হইতে মাসিক ৩০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া ছয়জন উপযুক্ত সংস্কৃত ও ইংরাজীনবীশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রসকলের চর্চ্চা করিবেন; এবং উক্ত গবেষণার ফল যাহা কিছু হইবে, তদ্বিষয়ে নিয়মপূর্ব্বক বক্তৃতা করিবেন। উক্ত বক্তৃতা সকল পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। অনেকে বোধ করেন, যে মৃত প্রায় ফর্দার টমাস মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা "টমাসের লেকচর" নামে একজন খ্রীষ্টীয় অধ্যাপক বর্ষে বর্ষে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি সম্বৎসরকাল যে সকল বক্তৃতা করিয়া যাবেন, তাহা বর্ষান্তে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা খ্রীষ্টীয় বিষয়ে অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হইতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেই প্রকার হইবে। সম্বৎসর কাল উক্ত ছয় জন অধ্যাপক যে বক্তৃতা করিবেন, তাহা বর্ষান্তে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলে দেশের অনেক প্রাচীন রীতির উদ্ধার হইবে। প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হইবে। প্রাচীন গ্রন্থকারের মধ্যে সাধারণ যা মূল্যবান যাহা কিছু আছে, প্রকাশিত হইবে। বিদেশে এই সকল কার্য্যের জন্যই যদি অর্থ সাহায্য করিতে পারা যায়, এদেশে কেন করা হইবে না? শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ চৌধুরীর এসকল বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে। তিনি মনে করিলে এবিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। এ বিষয়ের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবার ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডাক্তর কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি কয়েক জনের প্রতি দিলেই চলিতে পারে। মহারাণী স্বর্ণময়ী বোধ হয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন।

ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের প্রজাদিগের অবস্থা।

কিছু দিন হইল ডাক্তার হণ্টার ডুইলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরে "ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কি" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে ইংলণ্ডের লোক অভিজ্ঞ থাকে, সেরূপ অভিপ্রায় অতি অল্প লোকের থাকিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের ভূমির পরিমাণ, প্রজাসংখ্যা, ও লোকের সাংসারিক অবস্থা এই সকল বিষয় সংগ্রহ করাই হণ্টার কার্য্য। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ে যে কিছু কথা বলিবেন তাহাতে ইংলণ্ডের লোকের প্রত্যয় জন্মিবার কথা।

আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে হণ্টার সাহেব ইংলণ্ডের লোকের একটী কুসংস্কার দূর করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। সে কুসংস্কারটী এই, এদেশের অনেক ইংরাজের সংস্কার আছে যে ভারতবর্ষ স্বর্গভূমি। ধনসমৃদ্ধিতে ভারতবর্ষের তুল্য দেশ আর নাই। এখানে আসিলেই ধনী হওয়া যায়। এই কুসংস্কার থাকাতে ভারতবর্ষের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমতঃ এই ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ ভারতবর্ষ বার বার বিদেশীয় শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। মাসিডোনিয়ার অধিপতি সেকন্দর শাহ অথবা লোকেই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মহম্মদের সময়প্রিয় শিষ্যগণ এই লোভেই সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, রোমীয় ও ফিনিশীয় বণিক এই আশাতেই ভারত উপকূলে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে ওলন্দাজ, ফিনমার, পোর্ত্তুগীজ, ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরাও এই আশাতেই এদেশে আসিয়াছিলেন। অধিক লোকের যাতায়াত না থাকিলে আমেরিকাও আবিষ্কৃত হইত না। কিন্তু এই সংস্কার থাকাতে বহুবার সময়ে একটী প্রধান অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এখানকার রাজকার্য্যসকলকে বহুব্যয়সাধ্য করিয়াছেন। সেই জন্য আজ প্রজাদিগকে করভারে পীড়িত হইতে হইতেছে। সে যাহা হউক, হণ্টার সাহেব এই ভ্রান্ত সংস্কারের কয়েকটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ

পূর্বকাল অবধি ভারতবর্ষে অনেক প্রকার জীবক, মণি, স্বর্ণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধনিজদ্রব্য পাওয়া যাইত। তদ্দর্শনে পুরাকালের অসভ্য লোকদিগের বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ যেমন ধনী দেশ আর নাই। ঐশ্বর্য্যমদ, মুসলমান সম্রাটেরা ঔরঙ্গজেব অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন। শাহজহানের নাম একটী মহিমান্বিত বিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর কি প্রকারে এদেশকে নির্ধন বলিয়া মনে করিবেন? আমাদের বোধ হয় আর একটী কারণের এখানে উল্লেখ করা উচিত ছিল। ইংরাজ রাজ্যের এদেশে সূত্রপাত হওয়া অবধি যখন প্রথম যে সকল ইংরাজ এদেশে আগমন করিতেন, তাঁহারা উৎকোচ, প্রবঞ্চনা, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাইতেন। এক একজন হয় ত একবস্ত্র হইয়া অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিতেন; কিন্তু ফিরিবার সময় এক একটী ক্ষুদ্র নবাবের ন্যায় ফিরিতেন। ইংলণ্ডের লোকে দেখিত যে ব্যক্তি নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিল সে কোটীপতি হইয়া ফিরিয়া আসিল; সুতরাং ভারতবর্ষকে কুবেরের আলয়ের ন্যায় বোধ হইত। গত শতাব্দীর এই কুসংস্কার অদ্যাপি লোকের অন্তর হইতে যায় নাই। চর্চ্চার সাহেব বিবিধ উপায়ে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের অবস্থা যেরূপ নিকৃষ্ট এরূপ ইউরোপের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমন কি যে আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের দুরবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন; যে দেশের প্রজারা দরিদ্রতা-নিবন্ধন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরও অবস্থা ভারতবর্ষের প্রজাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। তিনি বলেন, যে আয়র্লণ্ডে এক বর্গ মাইলে ১১৯ জনের অধিক লোক নাই, ইহাতেই তাহাদের অন্নকষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আয়র্লণ্ডের সম পরিমিত প্রদেশে ৬৮০ জনেরও অধিক লোকের বাস। ফ্রান্স দেশে প্রতি বর্গমাইলে ১৫০ অধিক লোকের বাস নয়। এমন কি ইংলণ্ডে যে প্রদেশে এক বর্গমাইলে ২০০ শত জনের অধিক বাস, সেখানে প্রমজাত শিল্প বাণিজ্যাদির দ্বারা লোকের দিনপাত করিতে হয়। আয়র্লণ্ডে যেখানে জন সংখ্যা অধিক, সেখানে প্রজাদিগের শ্রমজাত শিল্পাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার অপেক্ষাকৃত অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার নাই। এখানকার সমগ্র প্রজা কৃষিদ্বারা জীবন যাপন করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একে জনসংখ্যা অধিক, তাহাতে কৃষিকার্য্যই ভরসা, তাহার উপর আবার প্রকাণ্ড গবর্ণমেণ্টের ব্যয়, সুতরাং প্রজাদিগের অবস্থা যে ক্রমে মন্দ হইতেছে তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এদেশের প্রজাদিগের দুর্গতি এতদিনের পর যে কর্তৃপক্ষদিগের চক্ষে পড়িয়াছে তাহা আমাদিগের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আর কিছু না হউক তাঁহারা হয়ত যাহা কোন কোশা আমাদিগের স্কন্ধে চাপাইতে পারিবেন না; যে সকল কার্য্য বহুব্যয়সাধ্য তাহাতে হয়ত প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আফগানযুদ্ধের ন্যায় কোন বিষয়ে আর হঠাৎ আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না।

এই সম্বন্ধে একটী বিষয় অবশ্য বক্তব্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট সকল প্রার্থনার পূর্ণে বোধ হয় একটী প্রার্থনা যে করা কর্ত্তব্য "শাসনকার্য্যের ব্যয় সংক্ষেপ কর।" দেশের সম্ভ্রান্তগণ অধ্যবসায় সহকারে এই বিষয়ের আন্দোলন করা উচিত। এদেশীয়দিগকে যাহাতে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া হয়; দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইনটী যাহাতে রহিত হয় সেজন্য যেমন দৃঢ়তার সহিত আন্দোলন করা হইতেছে তদপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় কমাইবার জন্য আন্দোলন করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় না কমিলে প্রজাদিগের দুর্গতি যাইবে না।

রোমক অক্ষরে দেশীয় ভাষা লিখিবার প্রস্তাব।
(২য় প্রস্তাব।)

মানুষের রোগ এক প্রকার নয়। কতকগুলি সাময়িক রোগ আছে, তাহা সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত ও সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়া থাকে; কিন্তু এক কালে রোগের শান্তি হয় না। আমরা যতদিন অবধি রোমক অক্ষরে দেশীয় ভাষা লিখিবার প্রস্তাবটীরও অন্তর্গলিলা স্বরস্বতীর স্রোতের ন্যায় কখন প্রকাশ ও কখন অপ্রকাশ দেখিয়া আসিতেছি। যখন সার চার্লস উইলকিন্সন ভারতবর্ষে ছিলেন, তখন এ বিষয় লইয়া একবার মহা আন্দোলন হয়। তাহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রস্তাবটী নির্জ্জীবপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং সে পরগণার জন ব্রাউন সাহেব উহার পুনরুত্থান করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ তাহাতে কায়মনঃ প্রাণে যোগ দিয়াছেন। এবিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ১২৬৭ সালের ২২ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের সকল কথা বলা শেষ হয় নাই। এই নিমিত্ত অদ্য ঐ বিষয়ের পুনরুত্থাপনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আজ কাল আমাদিগের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইয়া আমরা একপ্রকার অদ্ভুত জীব হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম আচার ব্যবহার পুরাতন ও নূতন উভয় নীতির মধ্যে পতিত হইয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। মানসিক বিপ্লব উত্তাল-তরঙ্গ সাগরের ন্যায় একান্ত উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের শরীরও ম্যালেরিয়ার অনুগ্রহে মধ্যপৈশাচভাব অবলম্বন করিয়াছে। এই দুরন্ত বিপ্লবের সময়ে আমাদের ভাষাটী যে অবিকৃত থাকে, সেটী উচিত হয় না! কতকগুলি লোক ভাষাটীকেও অদ্ভুত আকার করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইলেই আমাদের পরাধীনতার ফল সম্পূর্ণ ভোগ হয় সন্দেহ নাই। রোমক অক্ষরে লিখিত অনেক শব্দ আমরা পাঠ করিয়া থাকি, সেগুলি আমরা জানি সেইগুলিই পড়িতে পারি, অন্যগুলি পড়িতে পারা যায় না। আমরা উদাহরণস্থলে বাঙ্গালা ভাষাকে গ্রহণ করিতেছি। রোমক অক্ষরে ইহা লিখিত হইতে আরম্ভ হইলে ইহা যে কেমন অদ্ভুত আকার ধারণ করিবে, দুই একটী শব্দের লিখন-প্রণালীর উল্লেখ করিলেই পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। বোধ করি পিতা পুত্রের নাম রামধন রাখিয়াছেন, তিনি এত দিন রামধন বলিয়া ডাকিতেন লিখিবার সময়ে রামধন লিখিতেন, কিন্তু রোমক অক্ষর প্রচলিত হইলে তিনি আর রামধন বলিয়া ডাকিতে বা লিখিতে পাইবেন না। তাহার পর তাঁহার পুত্র রামধন রামাচান হইয়া উঠিবে। যদি ইউরোপীয় শিক্ষক হন, তাহা হইলে চতুর্দ্দশবর্ষী মেল হইবে সন্দেহ নাই।

বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধে তো এই গেল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও মহাবিপদ দেখিতেছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যেক বর্ণের উপযোগিতা আছে। সেই বর্ণ যেরূপে লিখিত হয়, তাহার আকার পরিবর্ত্ত হইলে তাহার আর সে ফলোৎপাদকতাশক্তি থাকিবে না। বেদপাঠক ও পুরাণপাঠকেরা রোমক অক্ষরে লিখিত বেদ ও পুরাণ পাঠ করিয়া পুণ্য-ফল ভাগী হইবেন, এই কি মনে করিবেন? কর্পূরাধ্যস্তুতী সর্ব্বাংশে মারা যাইবেন। বেদপাঠ পুরাণপাঠ বিফল হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, তাঁহারা ত যাইতে বসিয়াছেন. যাইবলের কি উপায় হইবে, সেই বড় ভাবনা উপস্থিত। যাঁহারা রোমক অক্ষর প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য এই, সকল ভাষা লোপ করিয়া ভারতে কেবলই একমাত্র ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবেন রোমক অক্ষর প্রচলন, তাহার ভূমিকা স্বরূপ; তাঁহারা যদি সব ভাষা এক করেন, তাহা কি যাইবলের মতবিরুদ্ধ হইবে না? যাইবলের দৈবত একভাষাভাষী স্বর্গস্থানী প্রধান নির্ম্মাণকারীদিগের এক ভাষা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা এক করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কি

বাইবলের মত বিরুদ্ধ কথা বলা ও (১) বাইবলের ঈশ্বরকে অপদস্থ করা হইবে না?

বড় দুঃখের বিষয় যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ সুবিধার নিমিত্ত রোমক অক্ষর প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে রোমক অক্ষর প্রচলিত হইলে কি ভয়াবহ অনিষ্টকর ভাষা বিপ্লব উপস্থিত হইবে। ভাষাই জাতির প্রধান ধন, ভাষাই জাতীয় উন্নতির প্রধান মূল। ভাষার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা না থাকিলে কোন জাতির স্বাধীনতা রক্ষায় সবিশেষ যত্ন হয় না। পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতির সময়ে সময়ে গ্রাটিনে গ্রন্থাদি বিরচিত ও অনেক স্থানে সম্পাদিত হইত। সেই গ্রাটিন রহিত করিয়া ইংরাজী প্রচলিত করা হইল কেন? ইংরাজী যদি একটী স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রচলিত না হইত, ইংরাজেরা কি আজ নিজ দেশের বর্ত্তমান উন্নতি দর্শনে সমর্থ হইতেন? যদি বল যাঁহারা রোমক অক্ষর প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ভাষা-বিপ্লব তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। তাহা হইলেও তাঁহাদের অক্ষর পরিবর্ত্ত চেষ্টা বিফল। যদি কেহ অমল ভাষা সাগর পার হইতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি কি সামান্য বর্ণমালা শিক্ষা দুষ্কর হয়? সেই সামান্য বর্ণমালা শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ সুবিধার উদ্দেশে ভাষা-বিপ্লব ঘটান হেয় জ্ঞান করা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না।

(১) And the whole earth was of one language, and of one speech.

2 And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.

3 And they said one to another, go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.

4 And they said, go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.

5 And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded.

6 And the lord said, behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do; and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.

8 So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth; and they left off to build the city.

The confusion of tongues. chapt XI. The Holy bible.

মেলা।

গত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বেলাইর অন্তঃপাতী শোণপুরে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ও পুষ্কর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে মেলা হইয়া গেল। মেলা এদেশের নূতন কাণ্ড নয়। বহুকাল অবধি লোকে ইহা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে ঋষিদিগের সময়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণাদি পাঠের সময়ে ঋষিরা সকলে একত্র মিলিত হইতেন। তাঁহাদের কেবল পরস্পর সৌহার্দবৃদ্ধি ও ধর্ম্মচর্চ্চার উন্নতি হইত এরূপ নয়, তাঁহারা বেদার্থবিচার ও অন্য অন্য শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া শাস্ত্রেরও সবিশেষ উন্নতি সাধন করিতেন। মেলা সাধুদিগের ঐ মিলন ব্যাপার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মেলা শব্দটী মিল ধাতু হইতে ব্যুৎপাদিত। মিল ধাতুর অর্থ মিলন। কোন পুণ্য তীর্থে ধর্ম্ম বৃদ্ধির উদ্দেশে সাধুদিগের মিলন হইতেই মেলা হইয়াছে। তখনও এই ভাবে মেলা হয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষণে মেলার অনেক রূপপরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেলার নূতন উদ্দেশ্যগুলি লোকে বিস্তৃত হইয়াছে। এখন মেলাগুলি প্রায় তামাসা দেখিবার স্থান হইয়া উঠিয়াছে। আমরা নিম্নে শোণপুরের মেলাটীর স্বরূপ বর্ণন করিতেছি। ওদ্দ্বারা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, মেলা এক্ষণে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে।

পূর্ণিমা তিথিতে ঐ মেলাটী সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু উহার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া পরেও ৮।১০ দিন থাকে। শোণপুরে হরিহরনাথ নামে এক শিব আছেন। তাঁহার নামে ঐ মেলাকে হরিহর ছত্রের মেলা বলিয়া থাকে। হরিহর "ছত্র" এ শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। পশ্চিম দেশীয়েরা দন্ত্য 'স' কে "ছ" বলিয়া উচ্চারণ করে। বোধ হয়, হরিহর সত্র হইতে হরিহর ছত্র হইয়াছে। সত্র শব্দের অন্য অর্থ আর জানি না। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় প্রাতঃস্নানে হরিহর নাথের দান জিনিষ হইত বলিয়া ঐ মেলার নাম হরিহরসত্র হয়। এক্ষণ "সত্র" শব্দের উচ্চারণ ভেদে "ছত্র" হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হরিহর ক্ষেত্র হইতে হরিহর ছত্র হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয়েরা "ক্ষ" অক্ষরকে "ছ" বলিয়া উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু এ কথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। ক্ষেত্র শব্দ হইতে ঐ নামটী হইলে হরিহর "ক্ষেত্র" পর্য্যবসিত হইত। "ক্ষেত্র" হইতে "ছত্র" এরূপ বৈলক্ষণ্য হওয়া সম্ভাবনীয় নহে।

মেলাটী যে কত কালের, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। আমাদের দেশে কোন বিষয়ের ইতিহাস নাই, সুতরাং ইহার যে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? আমরা উপরে কহিয়াছি, মিল ধাতু হইতে মেলা ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবেরা কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় হরিহরনাথের মন্দিরে মিলিত হইয়া তাঁহার দর্শন ও পূজাদি করিত। ঐ মন্দিরটী সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী সময়ের স্থানে প্রতিষ্ঠিত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঐ সঙ্গমস্থানে স্নান করিবার মহাযোগ হয়। সঙ্গমে স্নান করি হরিহরনাথ দর্শন ও পূজাদি করিয়া সম্পাদ মেলা সৃষ্টির কারণ। "আমি বৈষ্ণব শিবের ধা, আমি উপাসনা করিব না" "আমি বৈষ, আমরা উপাসনা করিব না" এ প্রকার সম্প্রদায় কারণে অতি অল্প আছে। একসম্প্রদায়ভুক্ত অন্যসম্প্রদায়ভুক্তের সহিত মিলিত হয়। এই কারণে অন্য অন্য সম্প্রদায়ভুক্তেরা ক্রমে বৈষ্ণবদিগের স্থিত মেলার উৎসাহ দিয়া উহার উন্নতি করিয়াছে।

ভারতে ইংরাজ অধিকার হইবার পর অবধি মেলার সবিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে। এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবাসিদিগের অপেক্ষা মেলায় ইউরোপীয়দিগেরই আমোদ অধিক। পাউরুটী ছাপরা বিস্কুট প্রভৃতি কয়েকটী জিনিষ ব্যতীত রাজকর্ম্মচারী ও অন্য অন্য ইউরোপীয় ঐ মেলে উপস্থিত হইয়া থোকরোড় ডোম ও নৃত্যগীতাদি যথা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। এই নিমি এক সপ্তাহ কাল বেহারের প্রায় সমুদায় আদাল বন্ধ হয়। কলিকাতা প্রভৃতি হইতেও অনেক রোপীয় মেলায় গিয়া থাকে। এ বৎসর কলিক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির স্ত্রী লেডি থা মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। মেলাস্থলে যে কত ইউরোপীয় উপস্থিত হয়, একটী কথা বলিলেই বোধ হয়, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। পাউ নাম এক বিখ্যাত সাহেবের হন টী তাঁবু পড়িয়াছিল। এবার স্বাস্থ্যাভাবে মহাত্মাদের তাঁবুর টা হইয়াছিল। তিনি মহাসমারোহে ইউরোপীয় বিশেষ যোগ দিয়াছিলেন।

প্রায় এক ক্রোশ স্থান লইয়া মেলাটী হয়। ৫ ক্রোশ তাঁবু পড়ে। অনেক ইংরাজী, মুসল মান ও বাঙ্গালিরা মেলায় আমোদ করিবার নিমিত্ত পরিবারদিগকে লইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত এ

ক লোক আইসে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। বিনা বিনিময়ে গঙ্গাপ্রবাহ সদৃশে দান করিবকলাপ দান ও মেলার আমোদ ভোগ, এই তিনটীর একত্র যোগ হওয়াতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। লোকে লোকারণ্য" এই যে একটী কথা আছে, স্থানেই তাহার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। লোকের ভিড় যে স্থানে পথে চলা যায় না। মাথায় লোক। দূর দূর লোকান, মাথা প্রস্তুত সেখানে যেমন ভিড়, পথিমধ্যেও তেমনি। অনুমান হয়, এক লক্ষের অধিক লোক মেলা আগমন করে।

সাংসারী ব্যক্তির যে সকল দ্রব্যে প্রয়োজন, সে সমুদায়ই প্রায় মেলাস্থলে আনীত হয় এবং তাহার বিক্রয় হইয়া থাকে। গরু ঘোড়া আর হাতী, তিনটী দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহার বলিয়া মহাভারতে যে বর্ণিত আছে, গরুর গাড়ী দেখিলে সেই বৃত্তান্তটী স্মরণপথে আরূঢ় হয়। যাদবগণ যখন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যান, তৎকালে পথিমধ্যে বৈবতক পর্ব্বতে তাঁহাদের অবস্থান সময়ে মাঘকবি যে অসংখ্য অশ্ব হস্তী ও উষ্ট্রের বর্ণনা করিয়াছেন, সোনপুরের অশ্ব হস্তী তাঁর দেখিয়া সেই বর্ণনাটী অবিকল মনে পড়িয়া যায়। পাঠক! এরূপ মনে করিবেন না যে কেবল ঘোড়া অশ্ব হস্তী ক্রয় বিক্রয়েরই মেলা. উট্ট মহিষ ও নানাপ্রকার পক্ষীও আনীত ও বিক্রীত হইয়াছে। পটের ছোট কেদারা চৌকি প্রভৃতি কাষ্ঠের জিনিস বাক্স ও কাঁসার বাসন এবং আলেস্তন প্রভৃতি চের জিনিসও বিস্তর আসিয়াছিল। অধিক কথা বলা বাহুল্য, এক ব্যক্তি এক দোকান সিকলের মাল বাসাতে পূর্ণ করিয়া বিক্রয়ার্থ বসিয়া ছিল।

সোনপুর মেলায় অধিকসংখ্যক লোকের সমাগম হইবার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। সোনপুর গ্রামটী পাটনা জিলার অন্তর্গতই, কিন্তু পাটনা ও ছাপ্রা উভয়ের অতিনিকটবর্ত্তী। সোনপুরের উত্তরদীমা গণ্ডক নদ, গণ্ডক পারেই ছাপ্রা; দক্ষিণে গঙ্গা, গঙ্গা পার হইলেই পাটনা। গণ্ডক ও গঙ্গা, এ উভয়ের মধ্যস্থলে চতুরস্রিক দুই ক্রোশের অধিক পথ নয়। ঐ দুই ক্রোশের মধ্যে মেলা হইয়া থাকে। মেলা যতদিন থাকে, ততদিন জিলার অতিরিক্ত বলিয়া ঐ তিন জিলার অধিকাংশ লোক ঐ স্থানে আগমন করে। ছাপ্রা, বেতিয়ার অনা অনা গ্রাম ও নগরেরও বিস্তর লোক আসিয়া থাকে। যাহারা মেলা দেখিতে যাইবে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোকেই বিষম কষ্ট পায়। বিস্তর লোক গাড়ীতলায় রাঁধিয়া খায় এবং রাত্রি কালে ঐখানে গাছ তলায় পড়িয়া থাকে। তবে যাহা দের তাঁবু আছে, এবং যাহারা গণ্যমান্যের বাটীতে আশ্রয় পায়, তাহাদেরই কষ্টের কেবল লাঘব হয়। মানুষ দুঃখের আগরে কত যে কষ্ট সহ্য করিতে পারে এবং তাহা অনিষ্টের প্রতি যে কিরূপ অন্ধ হয়, তুরুক-বেতিয়াদিগের অবস্থা দেখিলে তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ করা যায়।

বেতিয়াদিগকে নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া আমাদের সংস্কার আছে, এ সংস্কারও আছে. তাহারা বলবান, কিন্তু বেশের গোলে এরূপ সাংঘাতিক বড়মুল ও ছোটীর সংস্কার টী সমাদৃত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেতিয়াদিগের মুখ অবয়ব ও আকারপ্রকার দর্শন করিলে তাহার প্রতিবাক্যের মুখে নির্ব্বুদ্ধিতা লক্ষণ স্পষ্ট ব্যক্তিত হইয়া থাকে। বোধ হয়, বিধাতা তাঁহাদের বুদ্ধি স্যামের সুস্পষ্টতা সম্পাদন করিতে পারেন নাই। নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির কোন বিষয়ে দক্ষতা ও পটুতা থাকে না. উহাদের আকার দর্শন করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উহাদের শরীর পটু ও বলিষ্ঠ বলিয়াও বোধ হয় না। সাধারণতো উহাদের বদন ও উদর দীর্ঘ। কপোলদ্বয় মাংস-পরিপুষ্টি-হীন, হস্তপদাদিও দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নয়। স্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ যে জলবায়ু, তাহা তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ অনুকূল; সচরাচর তাহাদের স্বাস্থ্যও মন্দ নয়, তবে তাহাদের আকৃতি ও মানসিক শক্তির এত বৈলক্ষণ্য কেন? তাহারাও আর্য্যসন্তান, বঙ্গদেশীয়েরাও আর্য্যসন্তান কিন্তু উভয়কে একস্থানে দণ্ডায়মান করিয়া দর্শন করিলে উভয়ের কি শরীর কি বুদ্ধিবৃত্তি কিছুরই সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ইহারই কারণ কি? কি কারণে ইহা বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া বলিয়া দেওয়া যায় না। বেতিয়ারা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে সমুদায়ই স্থূল ও নীরস, সুতরাং তাহাদের বুদ্ধিও স্থূল হইয়া উঠে। যেরূপ দ্রব্য খাওয়া যায়, রক্ত ও তদনুরূপ হইয়া থাকে। তাহাদের নিত্য ভোজ্য আটার রুটী ও ডুমুরের চাটনের তাহা উহাই মোটা; রক্ত পাতলা হইবার সামগ্রী কোথা হইতে? এই সকল কারণে তাহাদের বুদ্ধি মোটা হইয়া পড়ে। সাধারণ বুদ্ধি হল হয়, তাহার কোন বিষয়ে দক্ষতা ও পটুতা থাকে না, তাহার কৃষিও প্রায় বিশেষ হয়। এই নিমিত্ত আমরা তাহাদের কোন বিষয়ে উন্নতি দেখিতে পাই না। তাহাদের শরীরে যে বল আছে, তাহাও কার্য্যোপযোগী হয় না। এক নির্ব্বুদ্ধিতা ও কুটিবিকার-দোষে তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে। তাহাদের বল বীর্য্য ও সাহসের বিষয়ে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, এক ব্যাঘ্র যেমন শত শত হরিণকে এক হুঙ্কারে বিত্রাসিত করে, তেমনি এক জন ইউরোপীয় শত শত বেহারিকে অনায়াসে দূরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে। বেহারিরা ইউরোপীয়কে বাঘ অপেক্ষাও অধিক ভয় করে। তাহাদের রুচিবিকার-দোষ এমনি যে সে কালের সেই বাসপ্রণালী সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। যিনি এখনও বড়বাবু করিয়া বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাঁহারও সেই অট্টালিকাবর্ণন করিলে মনে অতিশয় অকটি জন্মে। তাহাদের ভোজ্য ভোজন প্রণালী যে তথৈবচ, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের পরিচ্ছদও তাহাদের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন না করিয়া বরং বিরাগ জন্মাইয়া দেয়। প্রত্যেক পুরুষের মস্তকে একটী পাগড়ি বা টুপি এবং শরীরে জামা থাকে; কিন্তু দেখিতে সুশ্রী দেখায় না। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ যদি পরিষ্কৃত থাকে, তাহা বরং ভাল দেখায় কিন্তু তাহারা যে বীভৎস অলঙ্কার ধারণ করে, তাহাতে তাহাদিগকে সঙ বলিয়া বোধ হয়।

এ দেশে ইংরাজ জাতির অধিকার হওয়াতে বঙ্গদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার, বাসপ্রণালী, পরিচ্ছদ পরিধান ও ভোজ্যভোজন প্রণালী প্রভৃতি সকল বিষয়েরই বহুল পরিবর্ত্ত হইয়াছে; কিন্তু বেহারের ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ভারতে সমাগম শত বৎসর রাজত্ব হইতে চলিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত বেহারবাসিদিগের কোন বিষয়ে উন্নতির চিহ্ন হইল না, এটী ইংরাজশাসিত অতিশয় অযোচিতের বিষয়। ভোগবিলাসে বঙ্গদেশ যেমন কালবশে ক্রমে বৈশ্যালাবিপূর্ণ হইয়া অত্যন্তঃসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, বেহারিরা সেইরূপ অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ হইয়া যাইতেছে। বৃটিশ রাজশাসনের ন্যায় তাহাদের সম্পূর্ণ সদ্ভোগ্য আর নাই। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উন্নতি সাধন চেষ্টার অবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা শিরঃপীড়ার দূরে মস্তকোপরি লোষ্ট্রনিক্ষেপের ন্যায় এক অংশের বিকিৎসার চেষ্টায় বিষম করিয়াছে এই মাত্র, অন্যান্য অধিকাংশ স্থান পূর্ব্ববৎ অনালোড়িত রহিয়াছে। কাঁচা উটের পিঠে পোড়াইতে হইলে একবারে চতুর্দ্দিকে আগুন লাগাইয়া দিতে হয়, আর হইলেই পাঁঠা ভালরূপে পোড়ে। যদি এক দিকে আগুন দেওয়া হয়, পাঁঠার অন্য অন্য দিক কাঁচা থাকে। যদি ঐরূপ বেহারিদিগকে তাড়াইয়া তুলিতে হয়, এককালে চতুর্দ্দিকে শিক্ষারূপ আগুন জ্বালাইয়া দিতে হইবে। বহুল ভাবে শিক্ষা বিস্তার করিলেও বেহারিদিগের পূর্ণ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইতে বহুকাল লাগিবে। যাহা হউক, বড় লজ্জা ও দুঃখের বিষয় এই যে, যে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সকল বিষয়ের উন্নতি কামনা ও উন্নতি

সাধন চেষ্টা করেন, বেহারিরা সেই গবর্ণমেণ্টের প্রজা হইয়া আজও শোচনীয় অবস্থায় পতিত আছে। গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক দৃঢ়তর চেষ্টা ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নতি লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এক্ষণে যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে। আমরা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বেহারীদিগের মত এমন দুঃখী, এমন অসহায়, এমন বেওয়ারীশ কাণ্ডকুল কোথায় দেখি নাই। উহার শ্রেণীর অধিকাংশ লোকে সকল দিন উদর পূরিয়া আহার পায় না, একটী পয়সার নিমিত্ত লালায়িত, একটী পয়সা পাইয়া অতি সমারোহ সহকারে উৎসব সম্পন্ন করে। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, যাহারা একটু শ্রমশীল, তাহারা নির্ব্বুদ্ধি নিরুপায় বেহারিদিগের উপরে নানাপ্রকার অত্যাচার করে। বেহারের অধিকাংশস্থানের ভূমি অতি উর্ব্বরা, বার মাসই শস্য উৎপন্ন হয়। বেহারিরা অক্লিষ্টচেষ্টা পরিশ্রম করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন করে, তথাপি তাহাদের দুঃখ দূর হয় না কেন? তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাই তাহার প্রধান কারণ। কিরূপে কি কাজ করিলে সংসারের উন্নতি হয়, তাহারা তাহা বুঝে না। যদি দুই পয়সা হাতে হয়, অমনি মদ খাইয়া তাহা নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। মাদক সেবন তাহাদের অনুন্নতির অন্যতর প্রধান কারণ; বেহারে আবগারিতে গবর্ণমেণ্টের যত লাভ হয়, বোধ হয় অন্য কোন দেশে এরূপ হয় না। বোধ হয়, বেহার যত মদ খোকা দেশ আর নাই। গবর্ণমেণ্টও উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার ফলভোগ করেন, এটীও অতিশয় শোকের বিষয়।

মেলা দেখিতে গেলে এইরূপ অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এক্ষণকার মেলাপলক্ষোপস্থিত ব্যক্তিদিগের এ সকল অনুসন্ধান নাই, পরস্পরের দোষ সংশোধন ও আত্মোন্নতি সাধন চেষ্টা নাই, তাঁহারা কেবল তামাসা দেখিতে যান আর তামাসা দেখিয়া আইসেন। মেলার মূল উদ্দেশ্য একণে সকলেই বিস্মৃত হইয়াছেন।

ভ্রমণকারীর পত্র।

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদের আদি নাম প্রয়াগ। এলাহাবাদ এ নামটী মুসলমানদিগের কৃত। আর্য্য সন্তানেরা প্রয়াগকে তীর্থরাজ বলিয়া থাকেন। এটি একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে অনেক দেবালয় আছে। ঝাঁসিরেলির রঘুনাথ সিংহে একটী সমুদ্ধ শিবালয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে অন্তঃকরণ অতিশয় আনন্দিত হয়। কাশীধাম বর্ত্তমানের মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরগুলি যেমন শ্রেণীবদ্ধ, এখানেও সেইরূপ শ্রেণীবদ্ধ শিবমন্দির দুই দৃষ্ট হইল, মধ্যে মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত ও সুন্দর।

প্রয়াগে একটী যাদুকির মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। যাদুকির নিত্য পূজা হইয়া থাকে। সর্পের এপ্রকার নিত্য পূজাবিধি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশে এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই সময়ে মনসা দেবীর পূজা হয়, সেই সঙ্গে বাসুকি প্রভৃতি পূজা পাইয়া থাকেন, কিন্তু এখানে তাঁহার নিত্য পূজার অনুষ্ঠান হয়।

যে দিকে বাসুকির মন্দির, সেই দিকে আকবরের দেওয়া একটী দুর্গ বাঁধ আছে। ঐ বাঁধটী না থাকিলে বর্ষাকালে গঙ্গার স্রোতোবেগে এলাহাবাদ ভাসিয়া যায়। দুই একবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়াও গিয়াছে। আকবর যে কেমন প্রজাহিতৈষী ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

গঙ্গার পরপারে ঝুসি নামক একটী স্থান আছে। তথায় গঙ্গার পাড় প্রায় চারি পাঁচ তালা উচ্চ। সেই স্থানে কয়জন উদাসীন মৃত্তিকার মধ্যে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। আমি পাড়ের উপর দিয়া দেখিলাম নিম্ন স্থান। সুদর্শন দাস নামে এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী সেইখানে থাকেন। তাঁহার এক খানি ছোট বাঙ্গালা আছে। তিনি তথায় বাস করেন। তাহার সম্মুখে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান। তাহার পুষ্পবৃক্ষে গাছ বসান হইতেছে, গুলি ঐ বঙ্গ চারির ঘরে রহিয়াছে। ঐ পুষ্পোদ্যানটী দেখিয়া শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বমুনির আশ্রম মনে পড়িল। সুদর্শন দাসের সহিত কথন, তাঁহার নিত্য সন্তাষণ ও পক্ষীর পুষ্পোদ্যানের দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমার মনে শান্তিরসের উদয় হইল। বারম্বার মনে হইতে লাগিল, আমার মত বাঙ্গালির লোকের ঐ স্থান আশ্রম করাই শ্রেয়। সেখানে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা নাই, সাংসারিক কষ্ট নাই, শত্রুর উপদ্রব নাই, মকদ্দমামামলা নাই। সেটী অতি সুখের স্থান। প্রাচীন আর্য্যেরা গৃহস্থ ব্যক্তির শেষ বয়সে বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগার্থ সুখময় বানপ্রস্থ আশ্রমের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, অধুনাতন আর্য্যসন্তানেরা সংসারে একান্ত লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং বানপ্রস্থ আশ্রমের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে বানপ্রস্থ বস্তু রহিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যাহারা যৌবন বা প্রৌঢ় কালে সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন হয়, তাহারা শ্রেষ্ঠাশ্রমী নহে। ও রূপে সমাজের বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যাহারা উদাসীন হয়, তাহার মধ্যে অনেক লোক আছেন। তাঁহারা সংসারে থাকিলে সমাজের কোন না কোন প্রকার উপকার করিতে পারেন। উদাসীন হওয়াতে সে পথ বন্ধ হয়। দ্বিতীয়, ঐ সকল অলস ও অকর্ম্মণ্য লোকে পালন করিতে সমাজের অনেক টাকা বৃথা হইয়া যায়।

আমি সুদর্শনদাসের আশ্রমের পার্শ্বে একটী কূপ দেখিলাম। তাহা ১৭ হাত করিয়া চতুষ্কোণ। পরিধি উহার কম করিলে ৫২ হাত উহার নাম সহস্রকূপ। সুদর্শন দাস বলিলেন, পূর্ব্বে উহা খনন করাইয়াছিলেন। উহা বন্ধ হইয়াছিল, সুদর্শন দাস উহার সংস্কার করাইয়াছেন। উহার জল অতি উপাদেয়। ঐখানে পূর্ব্বে [illegible] ছিল, তাহাতেই কূপ খনন করান হয়, এখন সকল বসতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুদর্শন স্থানে স্থানে খনন করিয়া প্রাচীন ইট বাহির করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড [illegible] বড় সহজ হয় নাই। তিনি এবার বড় কষ্ট পাইয়াছেন, আপাততঃ কিছু ভাল আছেন বটে, কলের চিকিৎসায় ঐ রোগের উপশম হইয়াছিল। বঙ্গদেশের সাজন জেনেরল সাহেব ইহাঁর চিকিৎসা করিতেছেন। ভালর ভাল নাই।

ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণি প্রেসিডেন্সি হইতে পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্ট যে এক একজন দেশীয় কমিসনর নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবার তাহার কথা বঙ্গদেশীয় গবর্ণরের মহাশয় মহেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ নবাব সালীর আলী খাঁর পুত্র ও সার রাজা রাধাকান্ত দেবের পৌত্র কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণকে মনোনীত করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময়ে আমাদিগের এ অঞ্চলে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে।

গত ২১ এ নবেম্বর মান্দ্রাজের অন্তর্গত কুডাস্ উপনিবেশ ভারতবর্ষ হইতে ভানাক্ত হইয়া গিয়াছে। এই জাহাজে ১৩০ টী লোক ২১ খানি ঘর ও ছয়ং অট্টালিকা ও ১০৬৪ খানি অন্যান্য গৃহ একত্রে বিনষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী অট্টালিকা, আস্পাতাল প্রভৃতিও পতিত হইয়াছে। ঐ জাহাজে অনেক ইংরাজদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইংলিশম্যান পত্রের।

টেলিগ্রাফ কোম্পানি পুনরায় ভারতে টেলিগ্রাম প্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিতেছেন। টেলিফোন বসিলে গবর্ণমেণ্টের একটেটিয়া টেলিগ্রামের সমাদর যায় এই আশঙ্কাতেই তাহার প্রচলনের একটী প্রধান ব্যাঘাত।

শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী প্রণেতা বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ড গতি করিতেছেন। তিনি ব্যারিষ্টরি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তথায় যান কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতা বৃত্তি সর্ব্বদা প্রবলথাকাতে তিনি সে সব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য তথায় একটী প্রবল দল বাঁধিতেছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এক্ষণে যে ব্যয় হইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্য হইতে ৫ লক্ষ টাকা কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক এক্ষণে যেরূপ অসঙ্গত ব্যয় হইয়াথাকে সুবন্দোবস্ত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইতে পারে। রেলওয়ের গার্ড ও ড্রাইবার ইউরোপীয় না রাখিয়া যদি এদেশীয় লোককে ঐ পদে নিযুক্ত করা এবং রেলওয়ের অন্যান্য কার্য্যে পেন্সনভোগী রাজ না রাখিয়া দেশীয় লোক নিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে অনায়াসেই ঐ কার্য্য অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টেরও ব্যয় হ্রাস হইয়া যায়।

গত শনিবার এতদঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যদি বা এবার বৎসরের শুরুতে কিছু ফসল জন্মিল, কপাল গুণে দেবরাজ পাকা ধানে মই দিলেন।

ফরাসী ব্যারিষ্টারদিগের বিষম বিপদ। তাঁহারা গৌপ রাখিয়া বিচারপতিদিগের নিকট যাইতে পারেন না। এম, গাম্বেটা প্রথম যখন ব্যারিষ্টার ছিলেন সেই সময়ে একবার গোঁপ শুদ্ধ বিচারপতির নিকট গিয়াছিলেন, বিচারপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার এই বেআইনি কাজের জন্য বলেন; তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মকদ্দমা ১৫ মিনিট বন্ধ রাখিয়া গোঁপ কামাইয়া আসেন। সম্প্রতি মিউনিসিপের একজন ব্যারিষ্টার কালপেণ্টুলন না পরিয়া রঙ্গিন পেণ্টুলন পরাতে বিচারপতি তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন।

মধুসূদন নামক যে ব্রাহ্মণ ছেলে কলাইবাগানে ছিল সাধু ওকডজ ওয়েল সাহেব পাঠশালা পরিদর্শন করিয়াছিলেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বিচারে তিনি জুডিশল মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন এজন্য মধুসূদনের নিকট ঐ সাহেবকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। এ কথা বড় মিথ্যা নহে।

কোচবিহার কতকগুলি সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক হিন্দুদিগের নিমিত্ত একটী রবিবাসিক স্কুল খুলিয়াছেন। ইংরাজদিগের ধর্ম্ম চর্চ্চার সময় অল্প তাঁহারা রবিবার ঐ বিদ্যালয়ে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ ও বহের আলোচনা করিবেন। শিক্ষাগুরুর দ্বারাই এই বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এরূপ বিদ্যালয়ের পরিচালনের মতোপকারিতার সম্ভাবনা আছে ইহা দ্বারা মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন সঞ্চার ও বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের চর্চ্চা নিবন্ধন সাধারণ লোকের প্রিয় হইতে পারে।

আসামে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে নিমিত্ত ভাল স্কুল অথবা কালেজ না থাকাতে আসামী বালকগণের মানসিক অথবা বৈষয়িক কোন বিষয়েই উন্নতি নাই। সম্প্রতি কয়েকজন উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী লোক গৌহাটীর উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে কলেজ ক্লাস খুলিবার জন্য ডরেক্টর কমিশনরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। কর্ণেল কিটসন ১৮৭৩ অব্দে আসাম হইতে এক প্রকার উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া দিয়া যান। এক্ষণে ভারতের যিনি গবর্ণর জেনেরল তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী সুতরাং একথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা যে অসম্পূর্ণ থাকিবে এমন বোধ হয় না।

১৮ ই ডিসেম্বর প্রাতে ৪ টার সময়ে সাহেবের তুর্কীস্তান রওনা হইবে।

জনৈক অনেক বড় বড় লোক গর্ডিয়ু সমাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। রাজধানীতেও নিত্য অনেকে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেছে। সুতরাং সিনেটহউস হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে গমন করিতেছেন। অনেকে তাঁহাকে পথিমধ্যে হত্যা করিবার মানস করিয়াছে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের মধ্যে মাটিকিউলেসনের অঙ্ক প্রেরিত হইয়াছে। এই মাসের শেষে কলিকাতায় পৌঁছিবে।

গুজরাটের হিন্দুরা অসবর্ণ বিবাহ করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কলিকাতায় আদৌ সবর্ণা বিধবা বিবাহ চলিত না।

আসাম গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মবাহে কলোত দ্বারা পত্র বিলি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কলোতের ডাকের মাসুল অতল্প।

গত ৫০ বৎসরে ইংলণ্ডের লোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ৪১১৫০০০০০ টাকার মদ্যপান করিয়াছে।

গত বৎসর ৩০ টী ষ্টিমর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট কোর্ট অব ওয়ার্ডের জিম্মা করিয়াছেন।

জঙ্গিপুরের একজন নীলকর তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার কোন্ একজন প্রজার নিকট হইতে গরু লইবার জন্য নালিশ করেন, অতুল বাবু প্রমাণাদি লইয়া প্রতিবাদিদিগের অর্থদণ্ড করেন। বাদী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এই বিষয় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট মোসলে সাহেবের গোচর করাতে তিনি অতুল বাবুর নিকট সরকারি ভাবে এক পত্র লেখেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ মকদ্দমায় প্রতিবাদীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ দিতে পরামর্শ দেন। কিছু দিন পরে ঠিক ঐ প্রকার আর একটী মকদ্দমা উপস্থিত হয় এবার তিনি ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের পত্রের কিয়দংশ তুলিয়া বলেন আমি আপামীদিগকে কারাবাস দণ্ডের যোগ্য মনে করি না কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের কথা প্রমাণে তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ দিলাম। প্রতিবাদীগণ ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকট আপীল করাতে জজ বন্ধুভাবে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বাবের ঐ অংশ ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটকে দেখান ইহাতে মোসলে ক্রুদ্ধ হইয়া বরাবর অতুল বাবুর কাছারিতে আসেন এবং তুমি বজ্জাতি করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ প্রভৃতি বলিতে থাকেন। অতুল বাবু এই বিষয় প্রেসিডেন্সি কমিশনর মনরো সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করেন। মনরো সাহেব ইহার কিছু না করাতে তিনি এক্ষণে উহা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের গোচর করিয়াছেন। জনাগেল উপস্থিতশব্দ কণ্ডচারীর অবধানার্থ নিবেদন অতুল বাবুর পক্ষ থাকাতে বোধ হয় তজ্জন্য অনুরোধ পড়িয়াছে।

বৈজ্ঞানিক আলোক বড় সহজ জিনিষ নহে। যে কাচের সহিত উহার বাস সকল বাপন আছে সে তাহা স্পর্শ করিলে মনুষ্যের মৃত্যু হইয়া থাকে।

লাইসেন্স টাক্সের অধিকাংশ ওজনের ব্যবসায়ী দিগের উপর ধেমতার টাক্স ধার্য্য করেন তাহা প্রায় ঠিক হয় না। যিনি প্রধানী দিতে পারেন তিনি অল্পে অল্পে পার পান, আর যিনি তাহা না পারেন তাঁহার বিষম বিপাক। হয় তাহাকে ব্যবসায় বন্ধ করিতে হয়, না হয়, মুখে রক্ত তুলিয়া যে কিছু লাভ করিবে তাহা গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণায় দিতে হয়। এই সকল কারণে বঙ্গদেশের রেবিনিউ বোর্ড লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট টাক্স রহিত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির উপর দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শীতকালে যখন মফস্বল পরিদর্শনার্থ গমন করেন সেই সময়ে যাহাতে তাঁহারা ঐ সকল ট্যাক্স মার্জ্য করেন বোর্ডের তাহাই অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন শীতকালে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যখন মফস্বল পরিদর্শনার্থ যান তখন তাঁহাদিগের হস্তে অনেক কার্য্যের ভার থাকে, সুতরাং তাঁহারা যদি লাইসেন্স ট্যাক্স মার্জ্য করিতে যান তাহা হইলে অন্য কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু অত্যাচার নিবারণেরও একটী সদুপায় করা কর্ত্তব্য।

জাওয়ালপুরের নবাব নিজ রাজ্যের কোন কাজ বিদেশীয়কে দিবেন না স্থির করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে সেই পণ শূন্য আছে। নবাবের সংকল্প প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। এটী তাঁহার স্বদেশপ্রিয়তার ফল।

অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরটীর অনেক স্থান স্বর্ণ দ্বারাতে বিলের রাজা ১ লক্ষ ও পাতিয়ালার মহারাজ ৫০ হাজার টাকা উহার সংস্কারার্থ দিয়াছেন। রাজগণ যদি সাহেবদিগের খানা প্রভৃতিতে বৃথা ব্যয় না করিয়া হিন্দুদিগের এই সকল মহৎ কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নবান হন তাহা হইলেই ভাল হয়।

বরদারাজ ল ক্লাসের কতকগুলি বালক পরী[illegible] উত্তীর্ণ হওয়াতে মহারাজের দ্বারায়ান হইয়াছেন। তিনি উহাদিগকে গুইজুয়েটে কর্ম্ম দিবার সংকল্প করিয়াছেন, স্ব স্ব রাজ্যের ভাল ভাল কর্ম্ম বিদেশী রাজ্যের শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোককে দেওয়া হইলে কর্ম্মও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় এবং প্রজাগণ যথেষ্ট উৎসাহ পায়।

১০ ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ৪২৪৯০০৭ টাকা মজুত ছিল।

হেজুনে একটী ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অন্যূন বড় বড় দোকানদারদিগের ২০ লক্ষ টাকার দ্রব্য সামগ্রী পুড়িয়া গিয়াছে।

—:০:—

কাবুলের সংবাদ।

কাবুল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন আবদুল রহমান কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়াতে লোকে তিন দিন পর্য্যন্ত মহা আনন্দ প্রকাশার্থ তথায় আগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা আপাততঃ বক নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। আমীরের সম্বর্দ্ধনার্থ উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি রোশনাই বন্দুকী আওয়াজে তথা তদুপকণ্ঠ হইয়াছিল। অদ্যকালমধ্যে অন্যূন দশ ক্রোশ যাইবে। প্রজাদিগের নিকট যে খাজনা বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায় করিতে বসিলেই যে গোলযোগ আরম্ভ হইয়া উঠিবে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীরের যে সকল সৈন্য এক্ষণে বর্ত্তমান আছে তাহারা আমীর আব্দুল রহমানের নিকট কর্ম্ম করিতে চাহিতেছে না। উহাদিগের অনেকেই পলায়ন করিয়াছে।

আকরিয়া খাঁর পরিত্রাণার্থ পেশোয়ার উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কাবুলে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে যখন উহারা ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিবে সেই সময়ে যেন উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আব্দুল খাঁ রিবাটে বসিয়া যোরতর সংগ্রামের আয়োজন করিতেছেন। তিনি সমস্ত আফগানিস্থানে আধিপত্য লাভের চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

সৈয়দ মহম্মদ সা নামক যে ব্যক্তি মুল আমীর সের আলীর কন্যার পরিণয় করিয়াছেন আব্দুল খাঁ তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন।

শীকারপুরের মহাজন দুর্জ্জন মল ও ছোটি রামের কাবুলস্থ দুই জন এজেণ্ট বর্ত্তমান আমীরের টাকা দিবার আমীর বলের বিষয়ে তদন্তার্থে নিযুক্তিত হইয়াছেন।

সর্দ্দার ওয়ালি মহম্মদের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বড়ই গোলযোগ ও উপস্থিত হইতেছে। লোপেস ত্রিবিধ সাহায্য তাঁহাকে কুরম ঐপত্যকা গমনের ভার দিয়া যাবিক ক্রোড় লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একণে তাঁহাকে মাসিক এক হাজার টাকা মাত্র দিতেছেন। একণে তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন ইংরাজ পোলিটিকাল আপীসরেরা কিরূপে সত্যরক্ষা করেন তাহা জানাইবার জন্য তিনি একবার পারসোর সাহেবের নিকট যাইবেন। তৎপরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে কাশ্মীরের হইতে সৈন্য উঠাইয়া [illegible] এক আবেদন করিয়াছিলেন কাশ্মীরের পরিত্রাণ নিরাকরণ করিবেন। সেই উপলক্ষে করিতেছেন আর মুচলকার বিলম্ব

[illegible] হোতে এক অবাধক আও [illegible] নামক প্রাদেশাধ্যক্ষ এবং [illegible] হওয়াতে তিনি হতাশ হইয়া বর্ত্তমান আমীরের নি[illegible] মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে আমীর আর [illegible] করিতে না পারিয়া রফিক তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। রফিক যেন তাঁহাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করিবে অমনি একজন সর্দ্দার গিয়া তাহার প্রতিপক্ষতাচরণ করাতে তাঁহার সহিত হস্তের তিনটী অঙ্গুলি কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ এরূপ প্রকাশ্য স্থলে যে তাহার জীবন সংশয়। অনেকে আমীরকে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত এক রূপ ফলোদয় নাই। তবে এই বলিয়াছেন যে যদি [illegible] লইতে পারেন তবে তাঁহাকে অব্যাহতি দিবেন ও [illegible] করিয়া দেওয়া হইবে।

আলি খাঁকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল তাহা মিথ্যা। তিনি কিরাটে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার অধীনে প্রায় ৩০ হাজার সেনা উপস্থিত হইয়াছে। অধিক বিলম্ব নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৮ ই ডিসেম্বর। বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল ছাপরার ডেপুটি কলে ও মেদিনীপুরের ২য় কমিসনের জজ হইলেন।

৯ ই ডিসেম্বর। বাবু হরিনাথ রায় কলিকাতার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই উঁহাকে ডায়মণ্ডহারবারে থাকিতে হইবে।

১০ ই ডিসেম্বর। মুরসিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় ৩ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই ডিসেম্বর। বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বীরভূমের মুন্সেফ হইলেন। ইহাকে প্রায় সমর ডেপুটি আদায়ি করিতে হইবে।

জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার, বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রা[illegible] হইলেন।

১৪ ই ডিসেম্বর। ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার কাশেম সাহেব ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২৭ ধারানুসারে সমরি পিঠার করিতে পারিবেন।

বাবু ঘোড়েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল বরমনসিংহের মুন্সেফ হইলেন ইনি প্রাইভেট বদলীতে অবস্থিতি করিবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মিলিটস সাহেব ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

আলীপুরের মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪র্থ পদে পদায় মুন্সেফ হইলেন। ইহাকে প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবারে থাকিতে হইবে।

মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার কাজলাইনের পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার প্রাইট সাহেব ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাওড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু ভগবান চন্দ্র বসু ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১১ ই ডিসেম্বর। ওরেলসের অন্তর্গত পেনজিরাইন খনি হঠাৎ ফাটিয়া ৮৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ সভা পৃথিবীর আরও উত্তরে কি কি আছে তাহা দর্শনের সংকল্প করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে পটির সহিত পেকুর যোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। টিলির একদল সৈনা পিসুলো নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গিয়া অগ্রিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর। কাবুলাধিপের যুদ্ধ সেনাপতি কুরু হজ হত। গজ কন্যা তাঁহার মৃতদেহ যোদ্ধৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপনীত হইয়াছে।

টীহারণ ১১ ই ডিসেম্বর। পারস্য সৈন্যগণ বাঁধোয়ার নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। গুরুনবের তাঁর ওবেইল্লা পরাস্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

এথেন্স ১১ ই [illegible] গত কল্য [illegible] সভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে। [illegible] সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে [illegible] কোন প্রকার সন্ধি করিতে [illegible] সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর। অদ্যই ক্যাবিনেট সভার অধিবেশন নিমিত্ত ঠাঁহার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে [illegible] বিদ্রোহ দমনের [illegible] উপায় অবলম্বন করিবার জন্য কর্ত্তা [illegible] বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছেন বলিয়া [illegible] সভার অধিবেশনেরও সম্ভাবনা আছে।

কেনরেন ডবাটস ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তর অব ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১২ ই ডিসেম্বর। [illegible] চীনকে এইবার শেষ পত্র লিখিবার জন্য [illegible] মেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন।

পারিস ১২ ই ডিসেম্বর। এম, থিয়ার্সের মৃত্যু হইয়াছে।

টীহারণ ১২ ই ডিসেম্বর। পারস্য সৈন্যগণ গুড রিগের অচনি নামক নগর ধ্বংস করিয়া তাহার অধিবাসীদিগকে বধ করিয়াছে। আজুন রাজের নায়ক একব্যক্তি ১৮ হাজার মুদ্রা লইয়া মিথোর নায়ক স্থানে উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই [illegible] এডিনবরা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে [illegible] নামক স্থানে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিতেছিল তাহা এক্ষণে সমস্ত [illegible] জাতির মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর। গত কল্য ক্যাবিনেট সভার অধিবেশনে স্থির হইয়াছে জানুয়ারি মাসে পার্লামেণ্ট সভার যে পুনরধিবেশন হইবে তাহাতে আয়র্লণ্ডের রাজকার্য্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ নূতন বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বিদ্রোহ বহ্নি না জ্বলিতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নপাইবেন। তত্ত্ব ফেব্রুয়ারী আইনের যে পাণ্ডুলেখা হইয়াছে তাহা [illegible] থাকিবে।

আয়র্লণ্ডে আরও [illegible] হইতেছে।

ওয়াসিংটন ১৩ ই ডিসেম্বর। [illegible] সভা আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের স্বপক্ষে একটী রেজলিউসন করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই ডিসেম্বর। সুলতান ঠাঁহার প্রতিনিধিগণকে গ্রীস সম্বন্ধে যে যে কথা রাজগণের নিকট বলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর। হেওয়ার্ডসিং নাইট কথা ওয়ার্ড ইহার অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের নির্ব্বাসিত ভূস্বামিগণ যাহাতে নিজ নিজ বাসভবনে গমন করিতে না পারেন তজ্জন্য ল্যাণ্ড লীগের সাধারণকে নিবারণ করিয়া দিয়াছেন।

[illegible] দিগের যে বিচার হইতেছে বিচারকর্ত্তারা যদি তাঁহাদিগকে দোষী করেন তাহা হইলে প্রজারা তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে।

ক্যাবিনেট সভা আয়র্লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছেন।

টীহারণ ১৪ ই ডিসেম্বর। সেখ ওবেইল্লা পুত্র দিগকে আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত কোনপ্রকার শত্রুতাচরণ করিতে নিবারণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর। গতকল্য ভলণ্টিয়ার দিগকে যখন পুরস্কার বিতরণ করা হইতেছিল সেই সময়ে গর্ড লিটন সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া [illegible] তুরস্ক উপস্থাকার কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভাল কাজ করেন নাই। তিনি সেনাপতি রবার্টসের যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন তাঁহারই উদ্যোগে তিনি [illegible] যুদ্ধে জ

ফরেষ্ট সাহেব
বক্তৃতাকালে বলি
দিকে সর্ব্বদাই দৃ
যাহের বিপক্ষে খুন
সের রাজত্ব সংরক্ষ
সংশোধন নিতান্ত ক

সংগ্র[illegible] পত্র।

জামালপুর।

[illegible] যুবকগণ পাহাড় হইতে সন্ন্যাসীকে প্রহার পূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়া পুলিষের হস্তে অর্পণ করায়, হিন্দুস্থানীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহারা টাকা যোগাড় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুবকবৃন্দের নামে দুইটী বিষয়ে অভিযোগ করে। একটী অকারণ প্রহার, অপরটী পুলিষের বিনামুমতিতে তাহাকে তাহার বাসস্থান হইতে ধরিয়া আনা। মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হয়। তিনি "সন্ন্যাসী কোথা হইতে সম্প্রতি কালীপাহাড়ে আসিয়া অকারণ বহুদিনের পাচলিস বলিদান বন্ধ করে কেন? এবং তাহার প্রাণিবধ অসহ্য বোধ হইলে স্থানান্তরেই বা না যায় কেন?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া সন্ন্যাসীর ৬ই টাকা এবং যুবকগণের এক এক টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন। সন্ন্যাসী অদ্যাপর আর কালীপাহাড়ে বাস করিতে পাইবে না হুকুম হইয়াছে।

কিছুদিন হইল জামালপুরে মুসলমানেরা কোন পর্ব্ব দিবসে জোর জবাই করায় এতদঞ্চলের হিন্দুরা বিরক্ত হয়। সম্প্রতি মহরম উপলক্ষে যখন এখানকার মুসলমানেরা "হাসেন" "হোসেন" শব্দে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে খোঁয়ারা ঘাড়ে করিয়া মস্জিদ অভিমুখে যাইতেছিল সেই সময়ে একদল হিন্দু শঙ্খ ধ্বনি করিতে করিতে সেই খোলেতে প্রবেশ করিয়া "জয় জগন্নাথ" "জয় মহাদেব" শব্দে বুক চাপড়াইতে থাকে। ইহাতে মুসলমানেরা বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে কহিলে তাহারা বলে "সরকারি রাস্তায় তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে ডাক, আমরা আমাদের ঈশ্বরকে ডাকি এতে রাগ কর কেন?" এই কথায় মুসলমানেরা আরো রাগান্বিত হইয়া মারপিট করিবার উদ্যোগ করিলে পুলিসের লোকে তাহাদের হস্ত হইতে লাঠিগুলি কাড়িয়া লয় এবং তদ্যোগ্য পুলিষ ইনেস্পেক্টর কাভানর সাহেব হিন্দুদিগকে ফিরাইয়া দেন। কিন্তু উহারা [illegible] পথ দিয়া আবার মুসলমানদিগের গন্তব্য [illegible] উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় "জয় মহাদেব" শব্দে শঙ্খ বাজাইয়া বুক [illegible] থাকে। কাভানর সাহেব এই গোল[illegible] মুসলমানদিগকে কহেন "তোমরা [illegible] করিয়া উহাদিগকে না, অতএব যুদ্ধের সমানে [illegible] হইলেই ভাল হয়।" মুসলমানেরা এ কথায় সম্মত হইয়া খোঁয়ারা ঘাড়ে করিয়া প্রত্যাগমন করে এবং জামালপুরেই সে অগ্নির জয় দেয়। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রতি এতদঞ্চলে এই বিষয় চলিতেছে যে মাড়োয়ার কোন মহাজন জামালপুরের একজন মুসলমানকে নিজ দোকান হইতে মিঠাই বিক্রয় করায় অপরাপর মহাজন তাহার ঠকা বন্ধ করিয়াছে।

আজি কালি এখানে বেশ শীত পড়িয়াছে। শীত বেশী পড়ায় সুরোয়ার এককালে দুধ হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ বরাটের আত্মীয় স্বজন তাহাকে পুনরায় সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না এই মত লইবার জন্য নবদ্বীপের অধ্যাপক সমাজে যে পত্র লেখেন এবং তাঁহারা সেই পত্রের যে প্রত্যুত্তর দেন সাধারণের বিদিতার্থে নিম্নে উভয় পত্র অবিকল প্রকাশ করিতেছি।—

পরম পূজনীয় নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজস্থ অধ্যাপক মহাশয় সমীপেষু।

কস্যচিন্নিবেদনমিদং। যদি কোন হিন্দুধর্ম্মাব

নবীন বালক কালেজে পরিবর্ত্তন পত্র আনিতে গমন করিলে কলেজের অধ্যাপকেরা খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র জল খ্রীষ্টানদিগের রীত্যনুসারে তাহার মস্তকে দেয় এবং বাটী ফিরিয়া আনিয়া সেই বালক পূর্ব্ববৎ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকে, কোন অন্যথা না থায়, খ্রীষ্টান দিগের সহিত সংসর্গ না করে এবং তাহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে সেই বালক পতিত হয় কি না এবং সেই বালকের সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারা যায় কি না ইহার যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদানে আজ্ঞা হয়।

অস্যোত্তরং—

এতন্নিপার্শ্বানুসারেণ

মহাপাতকাদিসমে উল্লিখিত কর্ম্মণোঽনুষ্ঠেয়াং বিশেষশাস্ত্রাজ্ঞরা-দর্শনাচ্চ প্রশ্ননিদিষ্ট-চারুপ ভগা-তিরিক্তস্য বালকস্য পাতিত্যমবধারণীয়মিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাং।

শ্রীহরমোহন শর্ম্মণাং।

শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মণাং।

উপরি উক্ত পত্রিকা দুই খানির মধ্যে প্রথম খানিতে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই। পত্র প্রেরক যে ভাব পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ঠিক সেই মত ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমা-দের মতে পত্র প্রেরকের প্রকাশ্য ভাবে দেখা দেওয়া এবং তিনি সুরেন্দ্রনাথকে যে উপায়ে পুষ্টান করার কথা লিখিয়াছেন প্রমাণ করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত হইতেছে।

শান্তিপুর।

নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট টেলর সাহেব ও সবডিবি-জন রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু হৈমন্তিক মফস্বল পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। বিগত বৎসর নানা কারণে নদীয়া জেলার হৈমন্তিক মফস্বল পরিদর্শন কার্য্যে মাজিষ্ট্রেটদিগের অপেক্ষাকৃত শৈথিল্য হইয়াছিল, এজন্য বঙ্গেশ্বর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর খাদ্যের সাল তামামী রিপোর্টে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবৎসর ঐ জন্য বোধ হয় নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহা-শয়েরা আরো জল খাইয়া মফস্বল পরিদর্শন কার্য্যে বহির্গত হইয়াছেন। সুখের বিষয় যে নদীয়া জেলার হাকিমেরা প্রায় সকলেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পরায়ণ; সুতরাং শীকার প্রিয়তার অবশ্যম্ভাবী অত্যাচার প্রায়ই আমাদের কর্ণগোচর হয় না। উত্তর বঙ্গ ও মিয়ম বহির্গত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন হাকিম হস্তী অশ্ব ও পদাতিক সমভিব্যাহারে হৈমন্তিক মফস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া যেরূপ শীকার প্রিয়তার পরিচয় দিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের হাকিম-দিগের মধ্যে প্রায়ই সেরূপ সংক্রামক ব্যাধি নাই। তবে কেহ কেহ বিচারকার্য্যে কখন কখন শৌ ধরিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন নির্দ্দোষ ব্যক্তি গুরুতরূপ শাস্তি পায় ও দোষী ব্যক্তি এড়াইয়া যায়!! আজ কাল এ জেলার মধ্যে ঐরূপ একগুঁয়ে হাকিমের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছে সত্য, কিন্তু আসামী পাইলে কেহ কেহ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসেন। হাকিমেরা যদি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিচার করেন, তাহা হইলে অবিচার স্রোত কখনই প্রবাহিত হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের সবডিবিজনে যে কয়েকজন হাকিম আছেন, তাঁহা-দের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম-পরায়ণ। তবে কোন কোন মকদ্দমায় কখন কখন কোন কোন হাকিম ভ্রমে পড়িয়া অবিচার করিয়া থাকেন। রাণী বাগ্দিনীর মকদ্দমাটী আমা-দের ঐ কথার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ বৎসর আমাদের মিউনিসিপাল তহবীলে প্রত্যাশানুরূপ টাকা জমে নাই, এজন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বেতন পাইতেছে না। পুরাণ খেয়ার ঘাটের টাকায় মিউনিসিপালিটীর স্বত্ব ও অধিকার ছিল, কিন্তু এক্ষণে "রাণাঘাট বোয়াল" গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন; সুতরাং মিউনিসিপা-লিটীকে বার্ষিক অনূন ১৩৬৮ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং চেয়ারম্যান বাবু একটী বিশেষ সভাধিবেশন পূর্ব্বক উহার অপেক্ষাকৃত ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তথাপি মিউনিসিপালিটীর টাকার বড় টানা-টানি দেখা যাইতেছে। যতদিন মিউনিসিপাল আয় ব্যয়ের সমতোল্য করা না হইবে, ততদিন ঐরূপ টাকার টানাটানি থাকিবার সম্ভাবনা। আমাদের বিবেচনায় শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর বাজারটী কয়েকটীকে ক্রমে ক্রমে বিদায় করিয়া দেওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

গত বৎসর পণ্যদ্রব্য বোঝাই যে সকল গোরুর গাড়ীর আমদানী হইয়াছিল, মিউনিসিপাল অন্ত চরেরা তৎসমস্ত গাড়ী ধরিয়া পাউণ্ডেজ বাবদে বিস্তর টাকা আদায় করে, কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি যে, ঐ সমস্ত টাকা রীতিমত মিউনিসিপাল তহবীলে জমা দেওয়া হয় নাই। সামান্য বেতনের ভৃত্যের উপর আমদা টাকা আদায় করার ভার দেওয়া অনুচিত, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া যদি মিউনিসিপাল কমি-শনর মহাশয়েরা কার্য্য করেন, তাহা হইলে এ বৎ-সরও পণ্যদ্রব্য বোঝাই গোরুর গাড়ী ধরিয়া লাই-সেন্স বাবদে বিস্তর টাকা আদায় হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবারও সামান্য লোকের উপর গাড়ী ধরিবার ভার দেওয়া হইয়াছে, এতন্নি-বন্ধন প্রতিদিন ঐ বাবদে কত টাকা আদায় করা হই তেছে, তাহার রীতিমত হিসাব লইবার সুবিধা নাই। আমাদের শব্দাস্পদ ভাইস চেয়ারম্যান বাবু এখনও যদি কাণ্ডালের কথায় কর্ণপাত করিয়া বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে পণ্যদ্রব্যের লাইসেন্সের টাকা আদায়ের ভার বিন্যস্ত করেন, তাহা হইলে মিউনি-সিপাল তহবীলে ঐ বাবদে বিস্তর টাকা জমিতে পারে সন্দেহ নাই।

এখানকার ভাগীরথী তটে শবদাহ করিবার যে নির্দ্দিষ্ট ঘাট আছে, সেখানে কাষ্ঠ বিক্রেতারা উচিত মূল্য লইয়া শবদাহোপযোগী কাষ্ঠ বিক্রয় করিত। কিন্তু এক্ষণে উহাদিগের অত্যাচারে ক্রমে কাষ্ঠের ব্যবসাটী একচেটিয়া হইয়া উঠি-তেছে, সুতরাং শবদাহোপযোগী কাষ্ঠের জন্য বিস্তর লোক কষ্ট পাইয়া থাকে। আমরা আশা করি, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী অথবা রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু শবদাহের সুবিধার্থে কাষ্ঠের এক চেটিয়া ব্যবসাটী তুলায় উঠাইয়া দিবেন।

বহুকাল হইতে এখানকার আবগারী মহলটী একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে, এজন্য সেখানকার উপযুক্ত মূল্য দিয়াও অকৃত্রিম মাল পায় না। গাঁজা গুলি, আফিম, চরস, সিদ্ধি, তাড়ি ও মদ প্রভৃতি এখন মহাজন একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং নেশাখোর যেন খেয়ার কড়ি দিয়া তরিয়া পার হইতেছে। আবগারী যদি আর কিছুদিন ঐরূপ একচেটিয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্তর নেশাখোর নেশার ঘোরে ভেক ধরিবে অথবা অধিক মাত্রায় জল সেবন করিয়া অকালে কাল কবলিত হইবে সন্দেহ নাই।

গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থানে মদের খোলা ভাঁটী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন অনেক স্থানে টাকায় তিন পোয়া মদ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে খোলা ভাঁটী থাকি লেও শৌণ্ডিকেরা টাকায় এক বোতল বিক্রয় করিয়া থাকে ও যদি কেহ অপরের সম্মতি মদ ক্রয় করিয়া আনে, তাহা হইলে পুলিসের দ্বারা তাহাকে দণ্ড করা ইয়া শাস্তি দিয়া থাকে। কিন্তু শৌণ্ডিকেরা অতি হীন ভাটীর মাল সংশোধনে আনিয়া বিক্রয় করে, তন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের বিস্তর "রিভিনিউ" ক্ষতি হয়, অথচ পুলিস তাহা গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজনানুরূপ চেষ্টা অথবা যত্ন করে না। সম্প্রতি রাণাঘাট সবডিবি জনের হেডক্লার্ক বিধুভূষণ বাবু এখানকার শৌণ্ডিক দোকানের ঐরূপ প্রতারণা ধরিয়াছেন, এক্ষণে দেখা

যাউক, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বিচারে আসামী কিরূপ শাস্তি পায়।

আমরা নিম্নে এ দুর্ঘটনাটির প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের গ্রামের প্রধানপদ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল গাঙ্গুলী মহাশয় অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। চিকিৎসকেরা কহিতেছেন, গোবরা মহাশয় শীঘ্রই রোগাগারে গমন করিবেন, এ জন্য পারিপার্শ্বস্থ সকল লোক নানা দুর্ভাবনায় ও বাধিত হৃদয় হইয়াছেন।

খামাবগাছি।

এ বৎসর এ প্রদেশে ধান্য উত্তম জন্মিয়াছে। বর্ণাধিক্য নিবন্ধন নিম্ন ভূমির ধান্যের কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে। কৃষকেরা মনের আনন্দে ধান্য কর্ত্তন করিতেছে। ইক্ষু আর্দ্রক ও হরিদ্রা ক্ষেত্রের অবস্থাও মন্দ নহে। গত বৎসরের তুলনায় এক্ষণে চাউলাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

২। কয়েক বৎসরাবধি ম্যালেরিয়া এ প্রদেশকে চাবখার করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এমন গৃহ নাই যে অধিকাংশ ব্যক্তি শয্যাশায়ী না আছে। এ দিকে ভাগীরথীর তীব ও ঘাট জলশূন্য চিতায় রাত্রি দিন সীমাহীন হইতেছে। প্রতি বৎসরই একপ অসংখ্য প্রাণী কৃতান্তগ্রাসে পতিত হইতেছে। বাসুকোরা ইহার প্রতিবিধানের কি কোন উপায় করিবেন না? সুযোগ পাইলে অনেক ডেলগতের বাবু ডাক্তার সাধ্বা করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে আদৌ জ্ঞান লাভ না করিয়া হাতুড়ে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা মুখতার কাজ। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিয়াছেন, মারিলে আমাদের কি ক্ষতি? যাহারা মনুষ্য লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া রাজপুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। গত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী হইতে আরম্ভ হইয়া তিন দিবস শ্রীপুরে বারোয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। পূজোপলক্ষে সত্তাবিক বলি ও রাত্রিকালে আতসবাজী রোশনাই হইয়া থাকে। বেকুইবার সময় প্রকাশ্য রাস্তায় নানাবিধ অশ্লীল অশ্লীল পীতাভিনয় ও রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত দর্শক স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তামাসা হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে পাই, এ পূজা বহু দিবস হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেবীর প্রতিমা ও পূজা রীতিমত হইয়া থাকে, তবে অশ্লীল পীতাদির অভিনয় না করেন।

৪ র্থ। বলাগড়ের অনেক সাড়োয়ান একত্র কোন ভদ্র ব্যক্তির অন্তঃসারে কয়েক ভদ্র বংশ লইয়াছিল বলিয়া তাহার নিকট ডেপুটী বাবু বিচারে ২০ টাকা অর্থদণ্ড দিয়াছেন। ভদ্র লোকটী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গবিবের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছেন। এ রকম শাস্তিরা সমাচার ফল!!

৫ ম। ত্রিবেণীর অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গীয় কায়স্থের বাসস্থবাটীর বালিকার মৃত্যু হয়। কি কারণে বলিতে পারি না পিতার আজ্ঞায় মৃতদেহ জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করা হয়। পরিশেষে পুলিস হত্যা কাণ্ড সাব্যস্ত করিয়া মৃত দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক তদন্তাতে চালান দেয়। বিস্তর অর্থ ব্যয়ে ও কষ্টে পিতা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাকেই কহে "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" আমরা জিজ্ঞাসা করি ভদ্র লোকটীর অতি প্রহারের দায়ী কে?

৬ ষ্ঠ। আমাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী সিঙ্গার ও বালেশ্বরের বাজারের দোকানদারেরা অধিক মূল্যে চাউলাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহারা ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের যন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া থাকে। এইরূপ ক্রয় ও বিক্রয়ে উভয়েই তাহাদিগের নিকট প্রতারিত হইয়া থাকে। সে দিন বলাগড়ের বর্ত্তমান ডুয়েগা সব ইনস্পেক্টর মহোদয় একজনকে মূল্য পরিমাণে দেয় বিচারে চারিশত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। আমরা উপরি উক্ত সবইনস্পেক্টর বাবুকে সাদরে অনুরোধ করি, তিনি যেন প্রত্যেক দোকানদারের পরিমাণ যন্ত্র ও বাটখারা তলি পরীক্ষা করেন।

ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে আপনার বাসস্থান ত্যাগ কিছু দিনের জন্য সপরিবারে বাসগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। যে স্থানে শারিব অবস্থান বিবরণ সোমপ্রকাশের পাঠকগণের গোচর করিতে বিরত থাকিব না।

পত্রাদি।

শুনা যাইতেছে আগামী ফাল্গুনী মাসের মধ্যে উত্তর পশ্চিম রেইলওয়ের ম্যানেজারের আফিস, একাউন্টেন্টদের আফিস, ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের আফিস এবং অন্যান্য লোকনটীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের সমস্ত আফিস ও এই রেলওয়ের কার খানা উহাদি সমস্ত প্রধান প্রধান কার্য্যালয় হাউলপিতিতে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে ঐ পোয়োক্ত ষ্টেসনটী ভারি জাঁকিয়া গেল সন্দেহ নাই। পূজার বন্ধে ঐ স্থানে বেড়াইতে গিয়া ছিলাম। তথাকার বাঙ্গালীবাবুরা মিলিয়া চাঁদা করিয়া দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। বিদায় হইতে অনেক-গুলি ভদ্রলোকও আমন্ত্রিত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। শুনিলাম এবং স্বয়ং দেখিলাম যাঁহারা নাম স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা ভদ্র সন্তানদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কিম্বা অন্য কোন উদ্যোগী ভদ্র লোক দ্বারা এই সব আদুত ব্যক্তি বিশিষ্টরূপে সমাদৃত হন নাই। উহাঁরা বিয়েটরের জন্য নবমীপূজার সমস্তদিন যেরূপ ব্যস্ত ছিলেন, যদি তাহার শতাংশের কোটি সময় ব্যয় করিয়া ভদ্র লোকদের আদুগতা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাচ্ছীল্য দোষে দূষিত করিতে পারিতাম না। পূজার সাত্বিক আমোদ প্রমোদ মধ্যে ধ্যান, ধ্যান, হোমযাগ, পূজা, প্রার্থনা, সম্বন্ধে বড় কিছুই দেখিলাম না। বাজসিকের মধ্যে বলিদানের ছাড়িকাঠ নিয়ে ছিল ও পুরোহিত মহাশয় বলিদানে ছিলেন। তামসিকের ব্যাপার বেশ জাঁকাল হইয়াছিল। বাবুরা নিজ নিজ ধর্ম্মপত্নীদের শিক্ষার্থ কিম্বা স্ব স্ব সদাচরিত্রাদিকরণার্থে বোধ হয় "সাবিত্রী সত্যবান" নামক একখানি আদুত নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয় ভাই মাথামুণ্ড কিছুই হয় নাই। কেবল লোক হাসান হইয়াছিল, এবং বাবুদের "টেষ্ট" এমনি যে সতী সাবিত্রীর গুণ ব্যাখ্যান পূর্ণ নাটকাভিনয়ের অন্তি পূর্ব্বেই অশ্লীল কুলাঙ্গনা গঙ্গাবী বাই নাচাইতে ত্রুটি করেন নাই। ঐ অভিনয় দ্বারা লোকের মনে যদি কিছু পবিত্র ভাব উদ্ভাসিত হইত, তাহার মূলে বাজারের মদী মাড়াইয়া বিলক্ষণ কুঠারাঘাত করা হইল। শুনিলাম চাঁদা তুলিয়া অনেক টাকা উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার তেমন কিছুই দেখিলাম না। যদি এবম্বিধ ধর্ম্মাচরণদ্বারা পল্লীবে বাঙ্গালী বাবুরা পুণ্যানুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া শারদীয় মহোৎসবের তরঙ্গ হিমাচলে উঠাইতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয় নিন্দিত ও বিফলযত্ন হইবেন। ঔরসা করি তাঁহারা অতঃপর উক্ত মহাপূজা উপলক্ষে সাত্বিক ভাবের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিয়া স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধন করেন।

২। গত কল্য এখানকার (বিলাসের) একটী বাঙ্গালী বাবু হঠাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অত্রত্য সমস্ত বাঙ্গালী বাবু প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন। কমিশরিয়েট বিভাগের অগ্রণী শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস ও লোকমটিব একাউন্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন বসুর বিশেষ উৎসাহে ও প্রযত্নে অন্যান্য বাঙ্গালী বাবুরা সদুৎসাহে একত্রিত হইয়া শব স্কন্ধে ত্রিলাম নদী পার হইয়া অনতিদূরস্থ চড়ার উপর উহার সৎকার করিয়া যথার্থ সজ্জনতার কার্য্য করিয়াছেন। মাননীয় কালী কুমার বাবুর ভাব দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি বাস্তবিক ঐ দুঃখী মৃত বাঙ্গালীটীর জন্য নিতান্ত

স্বজাতি স্নেহ পরবশ হইয়া এই শেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদেশে অসেশস্থ বন্ধু-বান্ধবের পীড়া কিম্বা অকাল মৃত্যুতে যাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহারা বাস্তবিক পিতামাতার ও পরমাত্মীয়ের কার্য্য করেন। অন্যান্য স্থলে এরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলে যেমন প্রায়ই "স্ত্রী গর্ভিণী" হইয়াছেন যাইতে নাই" শুনিতে পাওয়া যায়, এখানে শ্মশানে যাইবার জন্য কেহই ওরূপ কাপুরুষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া গা ঢাকা দেন না। এজন্য ইঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নদী বক্ষে যেই চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইল, যেই চিতাধূমপানে উপস্থিত বায়ুমণ্ডল ধূম্রবর্ণ ধারণ করিল, অমনি কোন কোন "বাবু মহাশয়েরা" মদ্যপানে ঢল ঢল হইতে লাগিলেন। আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় একটী পঞ্জাবী শব দাহন জন্য তথায় আনীত হয়। তাহার সঙ্গে প্রায় ৩০।৪০ জন পঞ্জাবী হিন্দু আসিয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালী শবের সহিত প্রায় ১৫। ১৬ জন বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালিদের মধ্যে ২। ৪ জন ছাড়া কে যে ঐ চক্রের মধ্যে ছিলেন না বলিতে পারি না। তাঁহাদের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া একটী পঞ্জাবী পণ্ডিত আমায় এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব বাবুরা এরূপ রাক্ষসাচারী কেন?" আমি নীরব থাকিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাগুক্ত পঞ্জাবী শবের সঙ্গে যে সব লোক আসিয়াছিল, তাহারা বাবুদিগের মদ্যপানাসক্তি দেখিয়া নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাবুদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমি ঐ পঞ্জাবীদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। তাহাদের এরূপ সংস্কার হইয়াছিল যে সমস্ত বাঙ্গালীই শ্মশানকালীন ঐরূপ বীভাচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের এই কুসংস্কার দূরীকৃত করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত এই বাঙ্গালী-চিত্রখানি অঙ্কিত করিতে বাধ্য হইলাম। শবদাহনকালে তৎসঙ্গীদের কিরূপ ভাবে থাকা উচিত, কিরূপ কথাবার্ত্তা কওয়া উচিত, কিরূপ বেশ ধারণ করা উচিত, তাহা আমরা আজো শিখা করিতে পারি নাই। আমি তাঁহাদের হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন মদ্যপান না করেন, যদি বা করেন যেন শ্মশানে বসিয়া নিজের নিজের মৃত্যুবাণ সম্মুখে দেখিয়াও নিরস্ত হন। প্রত্যেক মদের বোতল মৃত্যুর সদৃশ বিশেষ, প্রত্যেক ডিপি ঐ ধনুর ছিলা, এবং উহার মধ্যে যে মহাবিষবাণ আছে, তাহার লক্ষ্য মদ্যপায়িগণ দেখিতে পান না বটে; কিন্তু তাঁহাদের বক্ষঃস্থল বোধ হয় বুঝিতে পারে। সুরায় বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিল! সুরায় দেশ উৎসন্ন গেল!! হা ভারত মাতা! তোমার প্রিয়দর্শন পুত্রদের দুরবস্থা আর দেখা যায় না।

আপনার ৬ ই ডিসেম্বর তারিখের সোমপ্রকাশে অত্রত্য কমিশরিয়েট বিভাগের "শ্রী" স্বাক্ষরিত একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বাবু তাহারা যে পঞ্জাবে থাকিয়া বঙ্গভাষাভাষাপর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন, তাহা উক্ত পত্রখানি পাঠেই সকলে অবগত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পত্র খানির প্রকৃত উত্তর আপনার সম্পাদকীয় টিপ্পনীই যথেষ্ট, তবে আমার কিছু না লেখা ভাল দেখায় না, এই জন্য দুই এক কথা বলিয়া পত্র শেষ করিতেছি। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে "ঐ সংবাদে কমিশরিয়েট বাঙ্গালি সংক্রান্ত যে বিষয়টী প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমস্ত অলীক ও বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে।" ভাল ভাই! আমার লেখা মধ্যে "কমিশরিয়েট বাঙ্গালি সংক্রান্ত" বিষয় তুমি কোথায় পাইলে? আমি ত আমার সংবাদ মধ্যে কোন বিশেষ বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া লিখি নাই। কমিশরিয়েট কি কোকমটিব, কি ট্রাফিক, কি কমিশরিয়েট যে কোন বিভাগের বাঙ্গালীরা মদ্যপান ও বেশ্যা-সেবায় কলঙ্কিত ও মদ্যপায়িগণ লিপ্ত, তাঁহাদেরই উদ্দেশে ঐ স্বাধীন মত প্রয়োগ করা গিয়াছিল, তবে "টাকুর ঘরে কে? না—ঘাই নাই" বলিয়া যদি কমিশরিয়েট বিভাগস্থ "শ্রী" মহাশয় বিশী হইয়া পড়িলেন ও আমোদ প্রকাশচ্ছলে দন্ত বুলাইলে যে অঙ্গ দূষিত রক্ত পূয, জমিয়া থাকে, সেই স্থান বন্ধুত্বের চাপ বুলাইলেও যেমন রোগী হা! উঃ! করিয়া শরীর সিকরিয়া মুখ বিকট করে ও পার্শ্বস্থ বন্ধুকে খানিক দিতে ইচ্ছা হয়, "শ্রী" মহাশয়ের পত্র পড়িয়া আমার সরলতাপূর্ণ বঙ্গীয় হৃদয় সমাজকে দেখিয়া দুঃখ উপস্থিত হইল। "শ্রী" মহাশয়! দোহাই আপনার! আপনি "ইন্দ্রাদি দেবগণের" সভায় যাইনাচ হইত শুনিয়া সেই "স্বর্গ রাজোর" সোপান স্বরূপ এই প্রকাণ্ড হিমাচলের বক্ষে দাঁড়াইয়া ঘাট মাচাইয়া দিয়া স্বর্গ সুখভোগ করিতেছেন!! হা দেবগণ! তোমরা এই সব "দেবলক্ষণ" দেখ!! ইঁহাদের জন্য শীঘ্র স্বর্গ দ্বার উদ্ঘাটন কর। ভাই "শ্রী"! ভাল তুমি কি স্বর্গধামের আর কোন সুখই পাইলে না? কেবল "দেবসভার রম্ভা প্রভৃতির সুখ পাইবার জন্য ঘরের ছাড়িয়া পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় সশরীরে স্বর্গে যাইবার লোভে ১৫০০ মাইল এড়াইয়া আসিয়াছ?" ভুইবৈ সুখং নাল্পে সুখমস্তি" সেই পরাৎপর ঈশ্বর সুখ, অল্প পার্থিব বস্তুতে সুখ নাই, এ সব স্বর্গবাণী, দেব ভাষা, মুক্তি-মন্ত্র কি কর্ণে স্থান পায় নাই? তোমরা পঞ্জাবীদিগকে "ভাজ্জা" অর্থাৎ নির্ব্বোধ বলিয়া থাক, কিন্তু তাবিয়া দেখ দেবি একটী "অবিদ্যা বিদ্যাধরী" ও পঞ্জাবী নিরক্ষর কুলকলঙ্কিনী বারবনিতা অঙ্গ ভঙ্গিমা দ্বারা (হাত পা নাড়িয়া) "সাইয়া" "সাইয়া" রবে চীৎকার করিয়া যদি তোমাদের মত শিক্ষিত উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় "শ্রী" ও "দেবশর্ম্ম" দের মাথায় নরক ঢালিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের বিদ্যার মাহাত্ম্য বড় না তাহাদের অবিদ্যার তেজ অধিক হইল? তাহা হইলে একটী সামান্য পঞ্জাবী স্ত্রীলোকের নিকট এতগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালী "ভেকো," "ভেড়ুয়া" অথবা "ভাজ্জা" কি হইল না? একটী অবাধিতা কলঙ্কিনী স্ত্রী হাত পা নাড়িয়া যদি সভ্যতাভিমানী নব্য বা প্রবীণ বাঙ্গালীদিগকে মোহিত করিয়া যথারত্ন শুদ্ধ লুটিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে ধিক সে বিদ্যায়, ধিক সে শিক্ষায়, ধিক সে বাঙ্গালী সভ্যতায়, ধিক সে সভ্যতায়, ধিক সে "অবস্থানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠানকে" ধিক সে উৎসাহে বন্ধনার্থ বাহোবা প্রভৃতি উপযোগী ভাষা প্রয়োগকে "ধিক সে "নির্ব্বোধ আমোদ" প্রভৃতিকে, এবং ধিক সে সব নির্লজ্জ বেহায়া পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে।

বিজ্ঞাপন।

BABU MOHENDRA NATH BANERJEE
Homeopathic Practitioner.
Baghazar Calcutta.
ADVICE BY LETTER GRATIS.

শ্রীযুক্ত কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের মনস্তিষ্ট করণ নিমিত্ত জনৈক জমিদারি কার্য্যে পারদর্শী ও সচ্চরিত্র প্রধান কার্য্যকারকের আবশ্যক। উপযোগিতা অনুসারে ১০০ শত হইতে ১৫০ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কর্ম্ম প্রার্থিগণ নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট স্বীয় স্বীয় উপযোগিতার নিদর্শন সহিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

তাহেরপুর } শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী
রাজসাহী } বিএ বিএল।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লপ্রদরী, সূতিকাপ্রদরী, এবং ভয়

সংযুক্ত অর্শ বা শোথ যে কোন উপদ্রব থাকুক ৬ দিবস এই মলোষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। অধিকাংশ ডাক্তার ও [illegible] এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া [illegible] প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা [illegible] ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি। [illegible] সেই সকল ডাক্তারের নাম দিয়া সাধারণকে এই তালিকাপত্র ঐ রূপ দেওয়া যায়।

১, টাকা। পার্কিং ৵০ আনা।

চন্দনাসব।

বাতিক, অম্লদোষ এবং অজীর্ণরোগ অর [illegible] কারণ ভাবিয়া, এই প্রকারের সঞ্চিত শোণিত [illegible] এই ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা ঘটিত [illegible] হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা পাতীত্ব [illegible], স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ [illegible] কাল এসেবা, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এক শিশির মূল্য ১ দুই টাকা পার্কিং ৵০ দুই আনা।

রসপঞ্চাননরস ও ব্রহ্মানন্দ তৈল।

(একত্র সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

আমরা অনেক চেষ্টা ও অনেক পরিশ্রম এবং অনেক ব্যয়দ্বারা এই রস এবং তৈল প্রস্তুত করাতে উন্মাদরোগ প্রায় ২। ৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, অতিশয় বকা, উলঙ্গ হইয়া বেড়ান, ভুল বকা এবং অন্য লোককে আঘাত করা, গৃহ হইতে সত্বর দৌড়িয়া পালান, স্তম্ভিত বাক্য রহিত, ধাঁধাসা, এতদ্ভিন্ন যে কোন স্নায়ুরোগ হউক এই দুই তৈল ব্যবহার করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। যদি অল্প দিনের রোগ হয় তাহা হইলে ১ সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলে প্রায় রোগ শেষ হইয়া যাইবে।

১ সের ঘৃতের মূল্য ৩০ টাকা।
১ সের তৈলের মূল্য ৩৫ টাকা।
পার্কিং ৵০ আনা।

রাজমঞ্জরী ঘৃত।

এই বল বৃদ্ধিপ্রদ ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু রোগ প্রশমিত হয়। যথা: মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বৃদ্ধিবৃদ্ধি রোগ সমূহ একবারীন দূরিত হইয়া, শরীরের সৌন্দর্য্য ও বৃদ্ধি শক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতের জন্য একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা লিখে হয়। ১ সেরের মূল্য ৪ টাকা পার্কিং ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ সন্তানের উপর ক্রিয়া করিয়া ভূমিষ্ঠ করাণর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কষ্টস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ রোধ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুবিখ্যাত ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

১ পোয়ার মূল্য ৩ টাকা পার্কিং ৵ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া (সার্টিফিকেট) প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার বসন্তদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধ ঔষধালয়।
কলিকাতা। মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাগানের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য

কুন্তলেশ্বর তৈল

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ পীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অতল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত কাঁপিন, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, দুলা, আলসা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।৹ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর
২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭। } শ্রীহরনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার চৌধুরী—মাড়াতোলা ১০
" " তারাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মলয়াপুর ৭
" " চারুলাল রক্ষিত—কলিকাতা ৩।
" " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ৫
" " রমানাথ সেন—সুতারাটী ৭
" " প্রিয়নাথ শীল—এটোয়া ৩
" " ডাক্তর শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী জয়পুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাবপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাবপুর ডাকঘরের অন্তর্গত ৯৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৩ ই পৌষ। ইং ১৮৮০। ২৭ এ ডিসেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ভাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে সুদর্শনদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৫০ টাকা। ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রাহকশ্রেণী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর
২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭। | শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বসু ব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের
দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

আপিস—২০ নং বাটী, কৃষ্ণসিংহের লেন্।
সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবেক না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও খরিদ করিয়া পাঠান যাইবেক। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি /০ আনা
২৬ " " ১০০ " " " ১০ অর্দ্ধ আনা।
১০১ " " ৫০০ " " " ৫ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবেক না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবেক।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

প্রেরিতপত্র

গ্রহণ।

[illegible] পৌষ দিবসের চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে গণনাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট।

ধন্য ধন্য তুমি দেবসা সমাজ
পণ্ডিত প্রধান ঋষি।
লিখিলে বসিয়া কবে কি ঘটিবে
শাস্ত্রে মর্ম্মে দশদিশি॥
চারি যুগে তুমি ধন্য ধন্য,
লোক সফলজ্যোতিষ ভাষে।
শাস্ত্র মিথ্যা নয় কভু প্রত্যয়,
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রহে॥
ধন্য চিন্তা তব, ধন্য বিদ্যা বল
প্রণম সেবক তুমি।
তোমার জনমে ধন্য এ ভারত
ভারত পুণ্যের ভূমি॥
তপ জপ দান শাস্ত্রের বিধান
কখন বিফল নয়।
মহোৎসাহে পুণ্য আচরিছে লোক
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী রয়॥
অহো কি দর্শন দেখিতেছি আজি
হে গঙ্গে তোমার তীরে।
বঙ্গ বঙ্গ লোক করে তপ দান
অবগাহি তব নীরে॥
জপ তপ দান আর্য্যজাতি প্রাণ
ভারতীয় উৎসব এই।
ঋষির বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ
পুনঃ দেখা দেয় সেই॥
যুগ যুগান্তর থাকুক থাকুক
হে ঋষি তোমারি নাম।
সুখ দুখান্তরে বলুক বলুক
ভারত পুণ্যের ধাম॥
মাতিলাম আজি উৎসবে তোমার
গাও হে সকলে গাও।
মঙ্গল বচনে নিন্দা করতালে
উচ্চ রবেতে বাজাও॥
গাও হে ভারতনিবাসী সকলে
গাও হে মধুর গান॥
ভারতে জনিলে প্রথমে গ্রহণ
ভারতী তোমে প্রমাণ॥
কেহ না জানিত দেখিত গ্রহণ—
দেখিও নয়ন ভরি।
কর পুণ্য কর্ম্ম দেও নানা দান
পিতৃপিতামহে স্মরি॥
আহার পানেতে হইও না ভাই
বহু শঙ্কর বিশালে।
ভাব এ অপূর্ব্ব রচনা যাঁহার
এ হেন অপূর্ব্ব কালে॥

গ্রহণ স্থায়ী সম্পূর্ণ গ্রহণ অবস্থায়।

কতক্ষণ তুমি থাকিবে হে শশি
সম্পূর্ণ রাহুর গ্রাসে।
ভারতের দশা তোমারি মতন
এই কি ইহা প্রকাশে॥
তুমি রাহুমুখ, ভারতে অজ্ঞান,
অন্ধকার চারি দিক্।
তুমি মুক্ত হবে, তবু কেন রবে
ভারত তত-অধিক॥
থাক তুমি তবে অন্ধকারে ঘেরা
না বুঝি মোরা যাবত।
ঘটিত ঘটনা কবির কল্পনা
বিজ্ঞের মনসা মত॥
দুঃখ দান হেতু আছ রাহুগ্রস্ত,
ছিঠে ছিঠে সবে ভাই।
বহিও না লোক, চলিও না তরী,
ভারতে বন্ধ সবাই॥
কিবা রাত্রি দিন সবে দুষ্টহীন
ইহা ই নিদর্শনের।
নাহি বল বুদ্ধি নাহি চিত্তশুদ্ধি
পাপেতে পূরিছে দেশ॥
যাবত না তব কৃপাতি মোচন
কোথায় কে যাবে বল?
আর্য্যভূমি চন্দ্র দীন পদে রবে
সবল নহে মঙ্গল॥

গ্রহণ মোচন পর।

ঢেলিলা আঁধার দেখা দিলে শশি
পুন কি ভাবক তবে।
ভাসিয়া তরণি সবীর শরীরে
কখনো উজল হবে॥
গাও গাও তবে সুকণ্ঠ গায়ক
গাওহে মঙ্গল গান।
কর প্রতিপণ সভয় সাধন
করিবে মুকতি দান॥
অন্ধ খঞ্জ হীন দরিদ্র পামর
আশীর্ব্বাদ যেন করে।
দেব-ঋষি-পিতৃ-ভারতের ঋণ
শুধিয়া চলহে ঘরে॥

ধন্য ভারতের বিজ্ঞান বিনোদ,
শঙ্খ ঘণ্টা যেন রয়।
ধন্য ভারতের পুণ্য মহোৎসব
জয় ভারতের জয়॥

কলিকাতা, ৩রা পৌষ ১৮০২ শক } খ্রীঃ-

সোমপ্রকাশ

১৩ ই পৌষ সোমবার।

সার রিচার্ড টেম্পল ও ভারতবর্ষসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা।

ক্ষণিকবাদী বলিয়া একটী মত আছে। সেই মতে যাবতীয় পদার্থেরই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্ত হয়। সার রিচার্ড টেম্পল ক্ষণে ক্ষণে নিজ ভাব ও মত পরিবর্ত্তন দ্বারা সেই মতের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। তিনি যখন বঙ্গদেশে ছিলেন, তখন তিনি বঙ্গদেশের শাসন কার্য্য এরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন যে তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল তিনি বঙ্গদেশীয়দিগের হিতার্থ ও উপকারার্থই বঙ্গদেশের গুরুতর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি যখন বোম্বাইয়ে যান, তখন তাঁহার সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তাহার পর ইংলণ্ডে গিয়া তিনি আর সে রিচার্ড টেম্পল নাই। আমরা কেন যে একথা বলিতেছি, পাঠক নিম্নে তাহার প্রমাণ দর্শন করুন।

বিলাতে গিয়া সার রিচার্ড টেম্পলের বক্তৃতা-শক্তি অদ্ভুতরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি ১৮৮০ অব্দে "ভারতবর্ষের অবস্থা" এই শীর্ষক দিয়া এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষ বিষয়ে নানা স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। রিচার্ড সাহেব তাঁর পোপে সংবাদ দিয়াছেন, "কলনিয়ান ইনষ্টিটিউট" নামক স্থানে তিনি একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় বলিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে, বাস্তবিক সেরূপ শোচনীয় নয়। রাজস্বের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। দেশে নানাজাতীয় শিল্পের উন্নতি হইয়া ইংলণ্ডের যে বহুল অর্থ আসিতে তিনি যোজিত হইবে এবং ইংলণ্ডের বহুসংখ্য লোকের যে অন্নসংস্থান হইবে এরূপ আশাও দিয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রসঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহারা এখন মানুষের মত হইতেছে, অতএব ইহারাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই উন্নতির অংশভাগী হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের লোকের উপকারার্থ শাসন করিলে চলিবে না, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের

উৎকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

সর রিচার্ড কহিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা শোচনীয় নয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ঘটী প্রকারবিরুদ্ধ। রাজস্বের দিন দিন উন্নতি না হইতেছে সত্য কিন্তু যাহার বন্দোবস্ত ও সুব্যবস্থা না থাকাতে রাজস্বের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। পাঁচ বৎসর অন্তর ও ইহার মধ্যেও গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিবর্ত্ত হয়। নূতন লোক আইসেন। রাজমন্ত্রী ভারতবর্ষের রাজস্ব লইয়া যে কি খেলা খেলা করেন নূতন গবর্ণর জেনেরল তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না। বিশেষতঃ নূতন গবর্ণর জেনেরলের যদি ব্যবস্থাকর্ত্তা না থাকে, অথচ সকল বিষয় দর্শন করিয়া তাঁহার যদি কার্য্য সম্পাদন, তাহা না থাকে তিনি যদি বিলাসপরায়ণ ও কার্য্যালস্য হন তাহা হইলে তাঁহাকে রাজমন্ত্রীর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। রাজমন্ত্রী এ অবস্থায় স্বেচ্ছামত যে কোন প্রকার খেলা খেলা করিতে পারেন পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। লার্ড মেয়ো ও লার্ড লিটনের অধিকার কালই তাহার প্রধান প্রমাণ। রাজস্ব বৃদ্ধি বলিলেন রাজস্বের অনটন হইতেছে, বৎসর শেষ হইতে বিলম্ব সহিল না, লার্ড মেয়ো ইনকমটাক্স ধার্য্য করিয়া বসিলেন। কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতে যিনি কাল হবদের হস্তে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। লার্ড নর্থব্রুক নূতন গবর্ণর জেনরল হইলেন, তিনি পদস্থ হইয়াই ইনকমটাক্স উঠাইয়া দিলেন। লার্ড লিটন রাজস্বমন্ত্রীর উৎসাহদানের সমধিক পোষকতা হইয়া কাবুল যুদ্ধ বিষয়ক ব্যয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের ভারতের রাজস্বের অবস্থা সামান্য বহু টাকা ব্যয় করি সম্ভাবনা নাই। সেখানে যে কিছু শোচনীয় ভাব ঘটিয়াছে তাহা কাহারই অধিক নয়। কোন দুষ্ট ভারতের রাজস্বের শোচনীয় অবস্থা আর কি করিতে পারে? উহাতে যে ঘাটতি হইল তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যিনি রাজস্বমন্ত্রী তিনিই রাজস্বের প্রকৃত আয় অবগত নন। আর যাঁহারা দূরের উপরিউক্ত সকল তাহারা যে কোনিবেন তাহা বলাবাহুল্য। এখন আমরা তাহার কথার প্রত্যয় করি, আমরা সার রিচার্ড লেপেলের কথা শুনিব, অথবা এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করিয়া রাজস্বের অবস্থা শোচনীয় এই সিদ্ধান্ত করিব? আর এক কথা এই, সার রিচার্ড লেপেল বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট গবর্ণর। আর সার আসলি ইডেন বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর। উভয়ের বাক্যের পরস্পর বিরোধ ঘটিয়াছে। সার রিচার্ড করিতেছেন ভারতের রাজস্বের সমধিক আশা। ওদিকে তুলকাত্ত্ব ব্রুবোস মাস্তল কমাইয়া দেওয়াতে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছে তন্নিবন্ধন ইংলণ্ড সরকার রাজস্বের অসঙ্কল অবস্থার এতদ ফরি স্বীকার অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিষম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর করিতেছেন রাজস্বের সঙ্কল অবস্থা আর এক জন তাহার বিপরীতবাদ করিতেছেন। এখন আমরা কাহার কথায় বিশ্বাস করি। তুলকাত্ত্ব ব্রুবোস মাস্তল কমাইয়া দেওয়াতে এক বঙ্গদেশে সাড়ে তের লক্ষ টাকা ও সমুদায় ভারতবর্ষে একুশ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হইয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পল এ ক্ষতি কি ক্ষতি বলিয়া গণনা করেন না? এই রাজস্বের সঙ্কল অবস্থা।

সার রিচার্ড টেম্পলের সর্ব্বশেষোক্ত সারগর্ভ বিশেষ আলোচনার যোগ্য। পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন, ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। প্রথমশ্রেণী বলেন মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের উপকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইবে। জন ব্রাইট প্রভৃতি ইনাবডেয়া ব্যক্তিগণ এই মতাবলম্বী, ইঁহাদের অভিপ্রায় এই, যে কার্য্য ভারতবর্ষের স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়া ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা হয় এমন কার্য্য করা উচিত নয়; বরং ইংলণ্ডের স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়া যদি এদেশের লোকের স্বার্থ সঞ্চিত হয় তাহাতে হানি নাই। ইহাদের উপদেশ শাস্ত্রসারে যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অতিশয় আর এ সার লাভ সঞ্চয় সম্ভব নাই। এদেশীয় লোকেরা যদি বড় বড় পদ পাইতে লাগে তাহা হইলে সিভিলিয়ান সাহেবদিগের ওজন আরো অনাবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাতে ইংলণ্ডের মাসাপরার যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের সকল বিষয়ে ক্ষতি হয়। প্রথম শ্রেণীর মতে এইরূপ নীতি অবলম্বনীয়, যদি তাহা অবলম্বন ইংলণ্ডের শক্তিতে ঘাত হইতে। ভারতবর্ষীয় দেশীয় লোকদিগকে আত্মশাসনে সমর্থ করা ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কিন্তু এখন সময়ের অনেক বিলম্ব আছে। এই শ্রেণীর লোকের মতে তাহাদের যত অধিক কালের মধ্যে ভারতবর্ষের লাভ হয়, ভারতবর্ষের তত ইংলণ্ডের কথা বলিতে হইবে, ইহাতে ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র কথা এ সম্প্রদায় মনেও করেন না। ইহাই বিষম এ শ্রেণীর লোক নিরাপদ্ধ অধ।

দ্বিতীয় শ্রেণী বলেন, মুখ্যতঃ ইংলণ্ডের চিন্তা দ্বিতীয় দৃষ্টি রাখিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইবে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, ভারতবর্ষ চিরকাল ভারতবর্ষ উপকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদস্থ লোক ভারতবর্ষে ধনবৃদ্ধি করিয়াছেন, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি করিতেছেন; ভারতবর্ষে সকল বৎসরের কর্ম্মক কালে যে শাসনপুত্র প্রেরণ করা যায় তাহা সুখ সম্পাদন করিয়াছেন, অনেক ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের ভাগ্য আছে, ভারতবর্ষীয়দের আশা পূর্ণ, ইংলণ্ডের অন্তে যাইয়া পরিবার এবং পরিবারে সুখে মনোযোগ করিবেন আর অবশিষ্ট জীবিত যাহা থাকে তাহা ভারতবর্ষের জন্য সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আর এ সম্প্রদায়ের কিছু নাই। এই শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয় দিগকে উচ্চ পদবী দিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি হইবে। ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষে যাইয়া ধনোপার্জ্জন করিবে, ভারতবর্ষীয়দের শিক্ষার উন্নতি হইবে, স্বাধীনতা প্রাপ্তি করিবে; স্বাধীনতা প্রাপ্তি বলিয়া হইলে রাজানাশের আশঙ্কা, অতএব উচ্চ শিক্ষা দিয়া না। কাজেই যদি থাকিলে ভারতবর্ষীয় কালের কিঞ্চিৎ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু মাস্তলের কিঞ্চিৎ ক্ষতি আছে। অতএব এ সব দুরিয়া দেও। ভারতবর্ষীয় শাসনকার্য্য অত্যাধিক এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের হস্তাবলম্বনেই চালাইতেছে।

ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে এমন সমাদরে [illegible] [illegible] [illegible]

...তাহাদের ব্যবহার করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ...ভাহাদের ...ভাহাদের ...ভাহাদের

অসফল অবস্থা, তিনি বলিলেন, বিলক্ষণ সফল অবস্থা, তাহাতেই শাসনকর্ত্তাদিগের ধৈর্য্যজ্ঞান জন্মিল। তাঁহার প্রশংসার সীমা রহিল না। আবার তিনি বলিলেন না রাজস্বের হিসাবে ভুল হইয়াছে। শাসনকর্ত্তৃগণ তখন তাঁহার উপরে বিরক্ত হইলেন না এবং তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগও করিলেন না। বরং সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। কোন কোন স্থান হইতে তাঁহার এরূপ প্রশংসাবাদ উত্থিত হইল, সার জন ট্রাচি কি রাজস্বের ভুল তাঁহার রাজস্বের যে ভুল হইয়াছে তিনি তাহা গোপন না করিয়া সকলসমক্ষে তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, এমন সাহসী স্পষ্টবক্তা সরল প্রকৃতির লোক কে আছে? এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন সার জন ট্রাচি কেমন একাধিপত্য করিয়া গেলেন। এই কারণেই আমরা উপরে কহিলাম তাঁহার রাজত্বের শেষ হইয়া আসিয়াছে।

তাঁহাকে এই রাজস্বসুখ ও অতুল বিভবসুখ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া বোধ হয় তিনি আলীগড়ে বক্তৃতাকালে কহিয়াছেন তিনি চারিত্তচিত্তে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার দুঃখিত হইবার যে অনেক কারণ আছে পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু এই কথার প্রসঙ্গে কয়েকটী প্রশ্ন আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে। প্রথম, তিনি যেমন দুঃখিতচিত্তে ভারতত্যাগ করিতেছেন, ভারত তেমনি তাঁহার বিরহদুঃখ অনুভব করিতেছেন কি না? দ্বিতীয়, তিনি বোধ হয় ভারত হইতে এই শেষ বিদায় লইলেন। ভারতবাসীরা সানন্দচিত্তে তাঁহাকে অভিনন্দন দান করিয়া বিদায় করিবেন কি না? তৃতীয়, তিনিও ভারতে থাকিয়া ভারতবাসিদিগের হিতার্থে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার গণনা করিয়া তদুচিত হইতে পারিবেন কি না?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান শুভ হইতেছে না। তাঁহার বিরহকাতর হইবে তাহার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। তিনি কখন ভারতবাসীর সহিত সমদুঃখসুখতা প্রকাশ করেন নাই। যদি তলাবেষী হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে তিনি ভারতবাসীর কল্যাণ উদ্দেশ করিয়া একটী কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করেন নাই। এ অবস্থায় ভারতবাসীরা যে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবেন কিরূপে তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার অধিকার সময়ে ভারতে দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ প্রকোপ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দান করা কখন তাঁহার অভিমত ছিল না। ভারতবাসিদিগের দুঃখে তাঁহার সমদুঃখতা নাই এটী তাহার একটী প্রধান প্রমাণ। "তুমি যদি আমার দুঃখে দুঃখিত হও তবেই আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব। তুমি যদি দুঃখিত না হইলে তোমার দুঃখে আমার দুঃখিত হইবার সম্ভাবনা অল্প"। সার জন ট্রাচি যখন ভারতবাসীর দুঃখে দুঃখিত হন নাই, তখন ভারতবাসীরা যে তাঁহার ভারতপরিত্যাগ দুঃখে দুঃখিত হইবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তিনি কখন এতদ্দেশীয়দিগের শুভ উদ্দেশ করিয়া কোন কাজ করেন নাই। স্বদেশীয়দিগের কল্যাণ কামনা নিয়ত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। মাফেষ্টরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। পাছে ইউরোপীয়দিগের গায়ে আঁচ লাগে এই ভয়ে তিনি ইনকমটাক্স না করিয়া দরিদ্রমারী লাইসেন্স টাক্স করিয়া দীন দুঃখির বক্ষস্থলে গুরুতার দুর্বহ প্রস্তর চাপাইয়া দিলেন। এদেশীয় লোকেরা সমাচার পত্রকল দ্বার অবলম্বন করিয়া পাছে কুমূল গোলযোগ উপস্থিত করে এই আশঙ্কায় এদেশীয় সমাচার পত্রের মুখ বন্ধ করিবার তিনিই একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন। এই কার্য্যে পক্ষপাতিতা দোষের যে কিরূপ তরঙ্গ প্রসব হইয়াছে তাহা কাহার অবিদিত নাই। ইহাতে তিনিই যে কেবল অপযশী হইয়াছেন এরূপ নয় আমাদের সোদার গবর্ণমেণ্টকে ও আমাদের নির্ম্মল শাসনপ্রণালীকে চিরকলঙ্কপঙ্কে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের গণনার আর প্রয়োজন নাই, এইটী যথেষ্ট হইল। তিনি যে ভারতবাসীর নিকটে অভিনন্দন পাইবার যোগ্য নন এতদ্দ্বারা সে সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে। অভিনন্দন শব্দের অর্থ এই, যাহাকে অভিনন্দন দেওয়া যায় তিনি অভিনন্দনদাতাদিগের যে যে উপকার করিয়াছেন অভিনন্দনপত্রমধ্যে তাহা পরিগণিত থাকে। সার জন ট্রাচির অভিনন্দনকর্ত্তৃগণ তাঁহার কত উপকার গণনা করিতে পিয়া চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিবেন। অভিনন্দন দাতারা যখন চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন তাঁহার কৃত উপকার গণনা করিয়া যখন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না তখন তিনি যে অভিনন্দনদাতাদিগের উপকার করিয়াছেন বলিয়া সদর পরিতোষ লাভ করিবেন তাহাই বা সম্ভাবনা কি?

আমরা ভারতবাসীর প্রতিনিধি। ভারতবাসীরা যখন তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার পথ পাইলেন না, তখন আমাদিগকেও শুভবার হতাশ হইতে হইল। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম যে তাঁহাকে অভিনন্দন দানরূপ আহুতি করিয়া সমদুঃখসুখে বিদায় দিতে পারিলাম না। আমরা অভিনন্দন দিতে পারিলাম না বটে; কিন্তু আমাদিগকে মস্তক নত করিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে তিনি একজন ক্ষমতাবান পুরুষ। তাঁহাকে লইয়া এত গোলযোগ ঘটিল, সকলে মনে করিলেন তিনি অপদস্থ হইয়াছেন, গোলযোগনিবন্ধন তিনি স্বকর্ম্ম পরিত্যাগও করিলেন কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এই অন্তিমক্ষণেও গবর্ণর জেনরলের অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করিলেন। যাহা হউক, তিনি সদা পুরুষ! এত কাণ্ডের পর তাঁহার সভাপতি পদলাভ দ্বারা আমাদের আর একটী সিদ্ধান্ত হইতেছে, ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষের একান্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

যথেচ্ছাচার ও ন্যায়পরতা।

ন্যায়পরতা আলোকাদির ন্যায় কোন বাস্তবিক পদার্থ অথবা কাল্পনিক? যাঁহারা ন্যায়পরতার ভক্ত, ন্যায় এই শব্দটী তাঁহাদের শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। অনেক নীতিজ্ঞের মতে ন্যায়পরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে আমাদের মনোবৃত্তিসকল বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ধ্রুব যেমন নক্ষত্রচক্রের মেরুদণ্ড, ন্যায়পরতা তেমনি আমাদের মনোবৃত্তি সমূহসকলের মেরুস্থানীয়। ইহাতে বদ্ধ হইয়াই মনোবৃত্তি সমূহসকল সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্য করে। ন্যায়পরতা যখন ছিন্ন হইলেই ঐ সকল ধর্ম্ম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অধিক কি, ন্যায়পরতা না থাকিলে মানবপ্রকৃতি-ভূত কোন ভাবই সুনিয়মরূপে সম্পাদিত হয় না। ঐ সকল বিবেচনা করিলে ন্যায়পরতাকে মনুষ্যপ্রকৃতিগত একটী মৌলিক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জগতের যেরূপ ব্যবহার দৃষ্টি করা যায় তাহাতে ন্যায়পরতাকে কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না। আলোকের অভাব যেমন অন্ধকার, অন্যায়ের অভাব তেমনি ন্যায়। অন্যায়কারিতা যেন মানুষের প্রকৃতিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। যিনি একটু প্রবল, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। এই ন্যায়পরতার স্বরূপ, সীমা, পরিমাণ লক্ষণের স্থিরতা নাই। ব্যক্তি বিশেষের মনের ভাব ও অবস্থা বিশেষে ঐগুলির ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইয়া থাকে। যেখানে রাজা বিদেশীয়, সেখানে এই সকলের স্পষ্ট ও সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশীয় রাজা সকল বিষয়েই স্বদেশীয়দিগের প্রাধান্য প্রদান করিয়া ও বিদেশীয়দিগকে বহুবিষয়ে বঞ্চিত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কৃপিত হইলেন, যে এক জন সামান্য কুলীকে ভদ্রলোকে যে কথা বলেন না সেই ভাষা এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের প্রতি প্রয়োগ করিলেন।

আমরা উপরে আক্ষেপ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছি বটে কিন্তু মলিসাহেবের নাসারন্ধ্রক হইয়া নীলকরের প্রীত্যর্থ কিরূপে অকূল বারুদ আমার উপদেশ দিলেন। যে রাজা দুর্য্যোধনের মান করিলে লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়, তিনি অন্যায়ে ও অত্যাচারী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই দুর্য্যোধনও বিচার বিতর্কসময়ে কখনও পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করেন নাই। একজন মহাকবি তাঁহার বিচার কার্য্যের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

বন্ধুমি বান্ধব ন বন্ধী ন মন্ত্রণো
স্বধর্ম্ম ইত্যেব নিযুক্তকারণঃ।
গুরূপরিষ্টেন বিপো স্তথাপি বা
নিরস্তি দণ্ডঃ স দণ্ডবিপ্লবঃ॥

সেই রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধ লোভাদির বশীভূত না হইয়া রাজধর্ম্ম অর্থাৎ প্রজাপালনীর এই বিবেচনা করিয়া মনু প্রভৃতির উপদিষ্ট দণ্ডপদ্ধতি দ্বারা শত্রু ও পুত্র উভয়ের অন্যায় আচরণের তুল্যরূপে নিবারণ করিতেছেন।

কত কালের অসৎ প্রকৃতি দুর্য্যোধন যে সাহেবের সম্মাননা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন আজি কি না মলি সাহেব অযোগ্যপাত্রস্থ হইয়া সেই সাহেবের অবমাননা করিলেন। এখন বাবু অকূলচন্দ্র চাটুয়ো পঞ্চায়েতের অধিবাসকারিতা দোষেরও উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার নিকট হইতে মলি সাহেবের উপরে ওয়ারেণ্ট জারী করা উচিত কর্ম্ম হয় নাই। তিনি যখন মুক্তিপ্রার্থনায় মলি সাহেবের উপাধ্যায়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার উচিত ছিল যে সেইক্ষণে কার্য্য করিবেন তাহা হইলে তিনি অপরাধে লিপ্ত হইতেন না। তাহাতে মলি সাহেব যদি বোলমোহ বাঁধাইতেন তখন তিনি ঐ ডিক্রীর অবলম্বন করিয়া অনায়াসে প্রতীকার করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। এই কারণে তাঁহার নীলকর সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ পরিচয় হইতেছে। নীলকরেরা পরাহত দুষ্কর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মিত পক্ষকে শাসন করিবার চেষ্টায় বিরত হয়। যে অপরাধে কারাদণ্ড বিহিত নয় আদালতে নীলকরেরা নানাযত্নে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অপরাধে লোককে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। তাহারা অনুরোধ করি উঁহারা সাহেবও বিষয়টীও যে একবার বিবেচনা করেন।

লার্ড রিপনের অভ্যর্থনা।

আমরা যখন শুনিলাম লার্ড রিপন কলিকাতায় অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহার সম্মানার্থ বেলগাছে বৈঠক সকল সুসজ্জিত করা হইতেছে, কিন্তু তিনি যখন এলাহাবাদে সঙ্কট হইতে অবতীর্ণ হন তাঁহার সঙ্গ অবয়ব থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, কাহার সহিত সালাপে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, তখনই আমাদের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হয়। তখনই আমাদের মনে হয় তিনি অতিশয় কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম ঘটনাতে তাহাই ঘটিয়াছে। দুই সপ্তাহের অধিক কাল হইল তিনি পীড়া ভোগ করিতেছেন। আজিও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। আমরা অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার আরোগ্যলাভার্থ শিবসন্নিধান করিতেছি। তিনি আমাদিগের সাধু সহায়ক, ন্যায়পরায়ণ শাসন কর্ত্তা। তিনি পীড়া ভোগ করিতেছেন এই নিমিত্তই যে আমরা কেবল দুঃখিত হইতেছি এরূপ নয়, তিনি পরম ধার্ম্মিক। তাঁহার কষ্টে সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেরই কষ্ট হইবার কথা। এখন জগদীশ্বরের নিকটে আমাদের প্রার্থনা এই তিনি শীঘ্র সুস্থশরীর ও সবল হইয়া উঠেন।

আমাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে বুঝি ভারতের জল বায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। সিমলা হইতে লাহোর, লাহোর হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে এলাহাবাদ এই ভ্রমণেই যখন তিনি পীড়িত হইলেন তখন যে অসুস্থদেহে অধিক মনে ভারতের শাসন ভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন সে বিষয়ে আমাদের বড় শঙ্কা জন্মিতেছে। কত দিন হইতে সীজরলিঙ্গ নামক অশ্বের উপর কাহারও ন্যায় আরোহণ করিয়া স্বচ্ছ নিশ্চিন্তমনে রাজ্য রক্ষা করিতে হইত এখন প্রকাশ্য দরবারে কেবল কয়েক ঘণ্টা বসিতে পারেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ধার্ম্মিক লোক তিনি যে সেরূপ গর্হণীয় কোনরূপ করিবেন তাহা বোধ হয় না। স্বাস্থ্যের বিষয়ে যেমন অন্যথা হয় তিনি যে এমন সংযমি হইয়া অবধি সঞ্চিত হইলেন ইহার কারণ বোধ হয় অন্য কিছু নয়। লার্ড রিপনের পরাগমনে লাটবেলাটি পলায়নপর হইয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ের ভাবনের যে যে কষ্ট ছিল তাহার অবসান হইয়াছে। কাবুলের সমরানলে অগ্ন্যাধিক প্রজ্বলিত করিয়াছে। সবে কাল কালে কোন প্রকার উপদ্রব নাই। ভারত ভূমি এমন কপালে কি যে তিনি মহানুভাব লার্ড রিপনের অধিকারে এই সকল অসুখ সুখভোগ করিবেন। যাহা হউক আমরা উপসাহারে জগদীশ্বরের নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিতেছি যে তিনি শীঘ্র সুস্থ ও সবল করিয়া নির্বিঘ্নচিত্তে ভারত শাসন করিতে সক্ষম করুন।

কুইনাইন বাহুল্য।

ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়া ফেলিল এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ম্যালেরিয়ার কারণ কি তাহা নির্ণীত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট তাহার নিদান প্রচারিত করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুমান। কিন্তু বোধের চক্ষে সকল লোকেই চিকিৎসক, সেমনি সকল লোকের মনে ম্যালেরিয়ার নিদান নির্ণায়ক। আমি দুই এক জনকে দেখিয়াছি অধিকাংশ লোকে কুইনাইনের প্রতি সমুদায় দোষ নিক্ষেপ করিতেছেন। অধিকাংশ লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে কুইনাইন সেবন হইতেই এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদকর্ত্তা এ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আজি আমাদের এ প্রস্তাব অবতারণার কারণ হইয়াছে। সে অভিপ্রায়টী এই :—

"হায়! কি অশুভক্ষণেই বঙ্গভূমে কুইনাইন ও রাজভক্ত ডাক্তারের শুভ প্রবেশ করিয়াছে যে, এদেশে প্রায় সমুদায় গ্রাম ও উপনগর সাঙ্ঘাতিক জ্বরের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল গ্রাম ও উপনগর স্বাস্থ্যে প্রধান ছিল, একণে তৎ সমস্ত স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা শান্তিপুরকে গ্রহণ করিতেছি। শান্তিপুরের পূর্ব্বে যখন শান্তি সুখে বিরাজ করিত, কোথা পাখাটী ও বেলার পরিধানবস্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসক এখানকার মহাজনী ও মহাজনী সম্পর্কীয় লোকের চিন্তার ও চিন্তারই কারণ হইয়া কখন পাঁচ পাঁচ করিয়া যে, কিন্তু এখনে ডাক্তার ও কুইনাইনের যে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে ঐ সকল সমস্যার লোক নিরাশ উপায় ও নিরুপায় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইতে পারে। নিজের চিকিৎসা ও পরের গুণে পাঁচ রোগী দেখা সম্পূর্ণরূপ নিরাময় হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু ৫০ বৎসর কুইনাইনের অপব্যবহারে ও ডাক্তারের চিকিৎসায় ডাক্তারের শরীর বলক্ষয় করিয়া পড়িয়াছে। এরূপ হইবার কারণ বুঝিতে একবার মস্তিষ্ক ঘুরিলেও অধিক ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু যে দিন হইতে কুইনাইন ও ডাক্তারী ঔষধ প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ডাক্তার বাবুদের যেন "বাসীমুড়ে" কাটা পড়িয়াছে; সুতরাং সে দিন হইতে বৎসরের মধ্যে

[illegible] করিতে পারে। [illegible] ও মস্তকের প্রকোপ করিয়া যায়। মাংসবিকার ক্রমে দেশ ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করে। যাহা হউক ইহার সংস্কার দূর করিবার একটী উপায় করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ উপায় কে করিবেন? যিনি উপায় করিলে উপায়টী কার্য্যকারী হয় তাঁহারই করা কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

ভূগোল চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত নবীনকালী দেবী প্রণীত। ভবানীপুর কবিকটীল প্রেসে মুদ্রিত। এখানি এক-খানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক। গ্রন্থের বিষয়ানুসারে কবিতা রচিত হইয়াছে। কবিতাগুলি অতি সরল হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা ইহাঁর আরও অনেক ভাল ভাল পদ্য দেখিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা ইহাঁকে প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা করা হয়। অধিকন্তু গ্রন্থকর্ত্রী নিজে ভূগোল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলে ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন। এখনকার পরিশ্রমের সহিত ইহাঁর কোন বিশেষের অধ্যয়ন করা নাই।

মাধবীলতা উপন্যাস অভিনব কাব্য। এখানিও নবীনকালী দেবীপ্রণীত। রাবণের মৃত্যু উপলক্ষে মন্দোদরীর প্রলাপ। স্ত্রীলোকের হৃদয় স্বভাবতই কোমল। কিন্তু পুস্তকসন্নিবেশিত কবিতাগুলি যেরূপ বীররসের প্রধান কাব্য পাঠ করিলে তাঁহাকে একটী বীরাঙ্গনা বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী পুরুষ-দিগের সাহসের যদি মনে এক পরিমাণ বীরত্বের থাকিত তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি অনেকাংশে উন্নতি করিতে পারিত। কবিতা গুলি বেশ সরল হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিণীগণের পক্ষে ইহা অতি উপযোগী হইবে। অন্তঃপুরচারিণীগণের পক্ষে এরূপ কবিতা রচনা করা বাঙ্গালী জাতির অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। তবে স্থানে স্থানে মেঘনাদের পাঠের ন্যায় কিছু কিছু ভাব পাওয়া গিয়াছে।

The Industrial Arts of India। এখানি শ্রীযুক্ত [illegible] উড কর্ত্তৃক সংকলিত প্রবন্ধ। এখানি ইণ্ডিয়ান [illegible] ইংরাজী পত্র। ভারতের যে সকল [illegible] শিল্প ও কারুকার্য্য আছে তাহার [illegible] সকলের সংক্ষিপ্ত কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। [illegible] অতি সহজ ও সরল হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত। মূল ও অন্বয়, বঙ্গানুবাদ সহিত। নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিকিশোর রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকিশোর রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও বিনা মূল্যে বিতরিত। ধর্ম্মিষ্ঠা বঙ্গমহিলা গণ মুগ্ধ হইবেন। আমরা হিন্দু যুবকগণ হিন্দু ধর্ম্মে যেরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে অনেক সময়ে ধর্ম্মবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। এই আসন্নকালে ধর্ম্ম গ্রন্থের বহুল প্রচার দর্শনে আমাদিগের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আজ কাল ধর্ম্মের নামে অনেক অধার্ম্মিকও আপনাদিগের অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এই প্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে এবং অনেক লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া সমাজকে প্রতারণা করিতেছে। ইহাতে সকলেরই মনে ভীতি সঞ্চার হইয়াছে। এমন অবস্থায় কে সাহস করিয়া এই ধর্ম্ম মূল্য দিয়া ধর্ম্ম পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন? অনেকে আবার এই বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিতেও অর্থের অনটন নিবন্ধন সমর্থ হইতে পারেন না। তজ্জন্য প্রায় কেহ আর বাঙ্গালীর মুখ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করেন না; কোন কোন ধনী ব্যক্তি নাম রাখিবার জন্য কিয়দংশ প্রচার করিয়া তাহা হইতে বিরত হন, এই জন্য এই সকল সদনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কল্পনা। সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ৬৬ নং পটুয়াটোলা লেন বিদ্যুদ্রথে মুদ্রিত। আমরা ইহার প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিতীয় সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। কল্পনা যদি এইরূপে ক্রমোন্নতি লাভ করে ইহা ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজে আদর পাইতে পারিবে।

ব্রহ্মোপাসক। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত দৈবজ্ঞচরণ সিংহ প্রণীত। কামারপুকুর ২য় সংস্কৃত ভাবে সংস্কৃতী যন্ত্রে মুদ্রিত। এই উপন্যাস খানি সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। ইহার ভাষা ও রচনা প্রণালী অতি সামান্য। ইহা যে বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

কুরুবালা। গীতি কাব্য। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। প্রথম খণ্ড। বহরমপুর বিদ্যা যন্ত্রে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি আমাদিগের দেশীয় কুল মহিলা দিগের পরিচয় দিতেছে। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। কুল উপলক্ষে অনেক অনেক কবিতা লিখিয়া কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, দেবেন্দ্র বাবুর যে তাঁহাকে বিশেষ যত্ন হইয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তাঁহার কবিত্ব মধ্যে কিছু কিছু দেখিতে পাইলাম।

Notes on the draft Rent Bill এখানি বঙ্গীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক জন সভ্য কর্ত্তৃক বিরচিত। ৩৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে নূতন কর সংস্থাপনের পাণ্ডুলেখ প্রস্তুত করিয়াছেন এখা

তাহার মর্ম্ম। আইন যে অভিপ্রায়ে ও যেরূপে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে। এই আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়াই বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই তুলমুল পড়িয়া গিয়াছে।

কুসুমকাহিনম্। অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত উপন্যাস। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত। কামাপুকুর লেন ২০ নং সরস্বতীযন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি আজ কালকার ধরণের উপন্যাস। গ্রন্থকার ইহার পত্রে পত্রে যে সকল ইংরাজী সংস্কৃত কিম্বি, ঝুলাগা করিয়া তুলিয়াছেন তৎপাঠে তাঁহার অপরিচিতসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ।

এবার জয়পুরে ভয়ানক বসন্ত হইতেছে। বিস্তর লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। গত বৎসর এই রোগে পঞ্জাব প্রদেশের ৯০ হাজার লোক কালকবলিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই, এই ভয়ানক অনিষ্ট দর্শন করিয়াও ঐ সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণান্তে শুওকন্যাদিগের টীকা দেয় না।

শুনা যাইতেছে কোর্ট মিনিষ্টর বোর্ডের অনারেবল মেম্বর বঙ্গরাজ সাহেব আগামী মার্চ্চ মাস হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। ম্যাজলস সাহেবের ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার একখানি নূতন উপন্যাস গ্রন্থের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

বেলাতের অন্তর্গত সারা নামক স্থানে একটী ডাক মারা গিয়াছে। ঐ ডাকে বিস্তর অন্তরং ছিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে সর্ব্বশুদ্ধ ২০৯ জন সিবিল সর্ব্বাণ্ট কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ২৪ জন ছুটী লইয়াছেন এবং আর ১৭ জন ছুটী পাইবার উপযুক্ত।

ক্যালিফর্ণিয়ার একটী স্ত্রীলোক বিবাহের পর তাহার স্বামীর সহিত অসৎ ব্যবহার করিবে না তাহার প্রমাণ স্বরূপ ১৫০০ ডলার জমা রাখিয়া এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছে।

আগামী ৩ রা ফাল্গুনহইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ও বি, এল পরীক্ষা হইবে। বি, এ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আড়াই শত ও বি, এল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অশীতি।

ছোট উদয়পুরের রাজার মধ্যম পুত্রকে খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া সন্দেহ করিয়া পুলিষ যে ধৃত করিয়াছিলেন বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের ৩ য় কোয়ার্টারে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ৪৪৮ খানি সমাচার পত্র প্রভৃতি জমিয়াছে।

ডাক্তার টিউসন বলিয়াছেন গুজরাতের ধুমে বিশূচিকা প্রভৃতি মারীভয় বিদূরিত হইয়া যায়।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা হইতে ২০৪৩ জন কুলী বিদেশে নীত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৪৩৭ জন ডিমেরারায় ৫৩৩ জন ত্রিনিদাদে ৪৯০ জন সরিনামে ও ৫০০ জন ফরাসীদিগের পশ্চিম ভারতবর্ষীয় উপনিবেশে গিয়াছে।

এক পাকার পরম বিচারের শস্য সকল খাইয়া ফেলিতেছে।

ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সে সমরের যন্ত্রই পরোক্ষন হইয়াছে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা সাধারণের গোচরার্থ রেবিনিউ বোর্ডকে এই আদেশ দিয়াছেন তিনি যেন এই কথা কালেক্টার প্রভৃতিকে অবগত করেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ কর্ণেল ডেসনি তাঁহার শিক্ষাগণের বড় ভক্তিভাজন ছিলেন। সে দিবস যখন তিনি টেবার সাহেবের উপর নিজ কার্য্য ভার অর্পণ করিয়া বিলাত গমনার্থ পাল্কীতে উঠেন সেই সময়ে ছাত্রেরা তাঁহার গাড়ি হইতে অশ্ব খুলিয়া আপনারা টেবল পর্য্যন্ত গাড়ি টেনিয়া লইয়া গিয়াছিল।

১৮৮০ অব্দের ২১ এ মার্চ্চ তারিখে সর্ব্ব শুদ্ধ ৫ টাকা মূল্যের ৪১৮৯৩০ কোম্পা ১০ টাকা মূল্যের ১৩৮৩৫৪ কোম্পা, ২০ টাকা মূল্যের ৪৭৮৪৯ কোম্পা ৫০ টাকা মূল্যের ২৭১২৩৩ কোম্পা ও ৫০০ টাকা মূল্যের ২৮০৯ কোম্পা নোট প্রচলিত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে প্রতিনিধি কণ্ট্রোলার ডেপুটি কমিশনার সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সেক্রেটারি আর, বি, চাপম্যানের পদ প্রাপ্ত হইবেন।

ভারতেশ্বরী আগামী ফেব্রুআরি মাসে ঔরাদের পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে বার্লিন গমন করিবেন।

১৮৮৬ ডিসেম্বর যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ৫১৬৬৪৯১ টাকা

ইরিসকানের স্থই কথরাক্ত টেলিগ্রাফের প্রক্রিয়ার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। সম্প্রতি টেলিগ্রাফে আবার সে নূতন কাজ করা হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের নহে। এক্ষণে কোন স্থানে ডিস্টেণ্ট পর্য্যন্ত যে বেগেতে সাহে তাহাতে ঠিক

গাড়ে এক মিনিটে ৬০০ হইতে ৭০০ শব্দ যাইতেছে।

সম্প্রতি আসামে একটী অদ্ভুত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ইনি কাছাড়ের একটী চা-বাগানে ডাক্তারি করেন। কন্যার নাম মীরজী মনচুখা, ইনি জাতিতে খোসা ইহাঁর মাতা পিতা ইংরাজ। মাতা কাছাড়ে দাসীর কার্য্য করেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

ট্রিউডরদিগের সময়ে যাঁহারা প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন প্লাউডেন সাহেব তাঁহাদিগের বিষয়ে একখানি ইতিহাস লিখিতেছেন।

বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার দ্বারা অম্বালা হইতে কালকার গাড়ি চলিতেছে। ইহাতে কলের জল প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক হয় না। সুতরাং অতি অল্প খরচে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

ভারতে ইংরাজ অধিকারে ১৮৮০৮১ বর্গ মাইলে ১৯১০৫১০৪৯ জন লোকের বাস, প্রতি বর্গ মাইলে ২১১ জন লোক বাস করিতেছে। দেশীয় রাজগণের ও ফরাসী প্রভৃতি অন্য জাতির অধিকৃত স্থান লইয়া সমগ্র ভারতে ২৩১,৮৯৭৩৩ জন লোক বাস করিতেছে। ইংরেজাধিকৃত স্থান সমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে ৯০৭৬৮০৩৬ জন পুরুষ ৯০২৮৭৪৭২ স্ত্রী ও অবশিষ্ট ৭০১৭৬ কোন শ্রেণী ভুক্ত তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। ইঁহাদিগের মধ্যে ১৬৬০৫১৭০ ১১ জন ১১৭০৯০৭ খ্রিষ্ট ৪৩৮৭০৫৮ মুসলমান ২৪-২২-১৮৫২৯ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ৮৯৮১৭৪ ঐরূপে ৬৮৭০১৮ কোন সম্প্রদায় ভুক্ত তাহার নির্ণয় নাই। কৌলিগার মধ্যে ২৪৭২৯৯ পরিবার ও চাষী ৪১৩৯৯৭ [illegible] ২৭৫৮ [illegible] ১৮৮৭ [illegible]

১৮৮৬৭৪ কোম্পা

বেকার ফেরাল্ড দেখা যেন পাইনার মাকিস্থো সাহেব এক অপূর্ব্ব আবেশ করিয়াছেন তিনি ইহা পুলিস সমূহের সাহায্য ও কর্ম্মচারিবর্গকে বলিয়াছেন অমনি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের এজেন্সীর কর্ম্মচারী ও অন্যান্য প্রজার কিরূপ সম্ভ্রম এবং সেই সকল কর্ম্মীদের যেরূপ প্রকৃতি তাহার এই কারণে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ইহাতে সাহেবের এই সকল [illegible] বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে। তাহার [illegible]

ইংরাজের নামে [illegible] অনেক [illegible] পাঠান হইয়াছে। [illegible] পাঠান

[illegible] হইবে তাহার [illegible] ... [illegible] ইহার অধিকাংশ [illegible] নিদান এরূপ [illegible] একটী [illegible] ...

[illegible] ম মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

আমরা সাধারণ সেপার পাঠে অবগত হইলাম কিছুদিন হইল বাকইপুর হইতে একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এক ব্যক্তির কিছু জরিমানা করেন এবং অভিযোগকারীর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঐ টাকা হইতে কিয়দংশ তাহাকে দেন। কিন্তু হইল না বলিয়া সম্প্রতি ঐ জরিমানার টাকা সমস্তই কালেক্টরিতে দিতে হইবে, তৎপরে যদি অভিযোগকারী প্রার্থনা করে তবে তাহার কিয়দংশ পাইতে পারিবে। কিন্তু অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অগ্রে কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট টাকা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীতে পাঠান করেন। বাকইপুরে যে দুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তাহা জানিতে পারিয়া এই গোলযোগের বিষয় কি দুই মাজিষ্ট্রেটের গোচর করিবার নিমিত্ত এক পত্র লিখেন। মাজিষ্ট্রেটের আমলারা সেরেস্তাদার হাতে পত্রখানি দিয়া সেই পত্র লইয়া মাজিষ্ট্রেটকে দেখাইবার জন্য যায়। দেখা সাহেবিক মাজিষ্ট্রেট ইহাতে ভীত হইয়া বাকইপুরের দেশীয় মাজিষ্ট্রেটকে ডাকিবার নিমিত্ত পাল্কি আনিবার আদেশ করেন। কিন্তু তিনি কাছারিতে যাইবার সময়ে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আলীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রাজার দাস মুখোপাধ্যায়কে ডাকিয়া আনান এবং পুনরায় বাকইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্র দেখান। তখন তিনি কৌশলক্রমে বিপিনি হইতে রক্ষা করিয়া নিজের মন্তব্য লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পেশ করেন। কমিশনর মহোদয় সাহেব এই বিষয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। সেরেস্তাদার বাবু নাকি ঘুষ লইয়া এই অপরাধে পদচ্যুত হইয়াছেন। মহকুমার বাবু একাকী আমাদিগকে বলেন। তিনি যা বলিয়াছেন তাহা সেপার এখানে ছাপা হইল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ষ্টেট সেক্রেটারি ওয়ার্ড ইন্সটিটিউসনের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার কাম্বেল্‌ম্যান মিসের বার্ষিক ১ হাজার টাকা বৃত্তি দানের আদেশ দিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। কিন্তু বোধ হইতেছে ইন্সটিটিউসন টীকে গড়া হইল।

বোধহয় আমীর নিজ রাজ্যমধ্যে কালেক্টরিগ্রাফ আনিবার অভিপ্রায়ে আবশ্যক লেখা সামগ্রীর আয়োজন করিতেছেন।

কলিকাতার অন্তর্গত ইটালিতে একটী নাবিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্প্রতি ঐক্য বিদ্যালয়ের পরিদর্শনার্থ সদল হইয়া সমাগত হইয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, সভাস্থলে অনেক ভদ্রলোক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ডিরেক্টর মহাশয় এই নাবিকদলের সভাপতি একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কমিটির ও পরের সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে সকল আয়োজন করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সমুদ্রে কতিপয় কি আরো আনিবার জন্য একটী বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। তাহাদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে ভয় হইতে পারে তাহা তিনি বলিয়া দেন। তাহাদিগের সাহায্যের জন্য কতকগুলি উপায়

[illegible] ১৮ ই ডিসেম্বর। ঠীক অর্দ্ধরাত্রে সীমা রাজের [illegible] বিশ্রান্তির জন্য [illegible] শব্দের সাক্ষ্য [illegible] সন্তুষ্ট হয় নাই। ১ লক্ষ [illegible] টাকার মানিক ছাড়া [illegible] ছাড়া হই [illegible] [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

যাবতীয় অন্তর্গত মধুরানীর প্রতিনিধি হরেন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সবাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটক খন্দমহলের তহসিলদার বাবু কৃষ্ণধন ঘোষ ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় বি, এল বর্দ্ধমানের মুন্সেফ হইলেন।

ভ্রমণকারীর পত্র

কানপুর।

কানপুর দুটী কার্য্যে প্রসিদ্ধ। প্রথম, ১৮৫৭ অব্দ বিদ্রোহীরা যে নিষ্ঠুর হত্যাক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে এখানে তাহার প্রমাণস্বরূপ দুটী স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে। বিদ্রোহীরা ইউরোপীয় স্ত্রী বালক বৃদ্ধদিগকে বধ করিয়া যে কূপে নিক্ষেপ করে ইংরাজেরা তাহা বাঁধাইয়া তাহার উপরে একটী পরী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তথায় একটী দুঃখ প্রকাশক ঈশান করা হইয়াছে। যেখানে যেন হত হইয়াছিল দীর্ঘকাল বিদ্রোহীদিগের স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত তুলি। সেইখানে হত হন, তথায় তাঁহার স্মরণার্থ একটী বৃহৎ গির্জ্জাঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। গির্জ্জাটী পরমরমণীয় হইয়াছে। তাহার কারুকার্য্য দেখিলে নীল চক্ষু ফিরান যায় না। সেই স্থান দুটী দর্শন করিলে ও বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে এখনও বিদ্রোহী দিগের উপরে ঘৃণার ভাব বোধ হয়।

দ্বিতীয়, কানপুর ইতিহাসজ্ঞদিগের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থস্থান। তথায় বহু পূর্ব্ব নানা সাহেব বাস করিতেন; এখানে পূর্ব্বপ্রাসাদের একটী বৃহৎ চামড়ার কারখানা ও তথায় পঞ্চাশ ষাট গাছ দুই তাহার মৃত্তি স্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছে। সত্য চামড়ার প্রয়োজন এখনও করে। সর্ব্বদাই হয়।

এখন সেকথা কি গল্প হইয়াছে যে যাহা এখন কথা হইয়াছে তাহা কানপুরের মধ্যে কি প্রকারে হইয়াছে। এখানে ইহাকে লক্ষ কথা বলে। এই লক্ষের জন্ম পরিষ্কার হইয়া এক স্থানে নয়না দেখা যায়। চারিদিক হয়, তাহাতে আটা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে এখানে পানচক্কী বলে। তদ্ভিন্ন এখানে আটা ময়দা সুজী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার একটী কল আছে। ঐ কল ভিন্ন কাগজ প্রস্তুত হইবার দুটী কলের কথা শুনিলাম। আমি একটী কল দেখিতেও গিয়াছিলাম। অনেক অনভিজ্ঞ লোকে বলিয়া থাকে কলে তুলা দিলে আপনি কাপড় হইয়া বাহির হইয়া আইসে। এরূপ লাভ থাকা বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। তাঁতিদিগের বস্ত্র বয়নার্থ যে যে উপকরণ ও প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয় কলের অধিকল সেইগুলির প্রয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আগুনের কল অন্যান্য স্থানে যে উপায়ে নির্ম্মিত এখানকার কলও সেই উপায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য স্থানের কল যে নিয়মে চলে এ কলও সেই নিয়মে চলিতেছে। তাঁতিরা যেমন তুলা পরিষ্কার করিয়া তাহার পাঁজ করে; মাটায়ে নলী প্রস্তুত করে এখানেও সেই সকল প্রক্রিয়া অবিকল অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাঁতিদিগের যেমন মাকু প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন হয় কলেও তাহার সম্পূর্ণ প্রয়োজন আছে। তবে বিশেষ এই কলে একবারে অনেক কাজ হইতেছে। অনেক তৈনাতি লোক আছে তাহারা যোগাড় করিয়া দিতেছে। অতি সাবধান হইয়া কলে কাজ করিতে হয়। আমরা দেখিয়া বড় চমকিত হইলাম একটী বালক অসাবধানতাপ্রযুক্ত একটী হস্ত হারাইয়াছে। কলের ভিতরে তাহার একটী হাত পড়িয়া কাটিয়া গিয়াছে। সে আর কাজ করিতে পারে না। কলের অধ্যক্ষেরা মাসে মাসে তাহাকে দুটী করিয়া টাকা দেন। আর যে সকল লোক কল দেখিতে যায় ঐ বালক তাহাদিগকে কোন খানে কি আছে দেখাইয়া দেয় তাহাতেও কিছু কিছু পাইয়া থাকে।

কানপুরের গঙ্গার উপরি একটী প্রশস্ত রেলওয়ে সেতু প্রস্তুত আছে। এখানে মিউনিসিপালিটীর যমুনার উপরে একটী বৃহৎ ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ ঘাটের একাংশে পুরুষ ও অন্যাংশে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া থাকেন। স্নানের ঘাটে পুরুষ যায় না। কারণ হইবার বাধাবন্ধ। যে পথ দিয়া স্নান পুরুষেরা সে পথে স্ত্রীলোক যান না। পুরুষ যাবার নির্দ্ধারিত স্থান অন্য স্থানে প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা মিউনিসিপালিটীর এই বন্দোবস্তটী দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এ প্রকার বন্দোবস্ত প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি দেখিয়া যখন হইলাম, গঙ্গা পড়িয়া অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগকে বালি ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে যাতায়াত দিয়া স্নান করিতে হইতেছে।

এখানে একটী প্রশস্ত সেনানিবেশ আছে। অনেকগুলি গাড়ির ঘোড়ার হইল। এখানে ঘোড় দৌড়ের ও গড়ও অনেকগুলি আছে। একটী নূতন গড় প্রস্তুত হইতেছে। তাহার শোভা বর্দ্ধনার্থ কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এক আকারের কয়েকটী করিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের যখন এত যত্ন তখন উত্তরকালে ঐ গঞ্জটী যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে তাহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। এখানে আইস ও হোটেলসহ রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

আমি দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কানপুর এত বড় সহর কিন্তু এখানকার রাস্তাগুলি ধূলিতে পরিপূর্ণ। রাস্তায় জল দেওয়া হয় না। রাত্রিযোগে আলো দেওয়াও হয় না। আমি পূর্ব্বে যে সকলের বাটী ঘরের উল্লেখ করিয়াছি এখানকার বাটী ঘরগুলি তদপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট।

এখানে জজ, সদর আলা, মুন্সেফ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন। এখানে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। ত্রিবন্ধন এখানকার জমিদার ও প্রজা উভয়ের অবস্থাই মন্দ। এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে উভয় দলেই হাহাকার শব্দ উত্থিত হয়। তবে সহর হওয়াতে অনাবৃষ্টির বৎসরে নগরের নিকটবর্ত্তী লোকদিগের বড় একটী সহায় হইয়াছে। এখানে শিক্ষা কার্য্যের তত প্রাদুর্ভাব নাই। এখানে কালেজের কথা শুনা গেল না। একটী হাইস্কুল ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরাজী স্কুল আছে।

এখানকার লোকে নন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। প্রয়াগনারায়ণ বেঙ্কটাচলপতি প্রসাদ দুকুল ইঁহারা যে দুটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার কারুকার্য্য দর্শন ও ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রয়াগনারায়ণ বেঙ্কটাচলপতি মন্দির নির্ম্মাণে এক লাখের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। বার্ষিক সাড়ে ছয় হাজার টাকা ঐ দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত দিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যয় ব্যতীত শিক্ষা বিধান নির্ব্বাহার্থ ৩০০, কানপুরের মহোপকারার্থ সাত হাজার টাকা। সম্প্রতি নাবালক অবস্থাতেই ইঁহার পরলোকগত হইয়াছে। দেবালয়ের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত একটী কমিটি আছে। সম্প্রতি ঐ কমিটির সভ্যদিগের কর্তৃত্বের সময়ে এক লাখ টাকা ব্যয়ে একটী সুন্দর ও প্রশস্ত বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় সম্প্রতি সাধারণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ইহার নাম প্রয়াগনারায়ণ বেঙ্কটাচলপতি প্রসাদ দুকুল ইঁহারা যে দুটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার কারুকার্য্য দর্শন ও ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রয়াগনারায়ণ বেঙ্কটাচলপতি মন্দির নির্ম্মাণে এক লাখের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। বার্ষিক সাড়ে ছয় হাজার টাকা ঐ দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত দিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যয় ব্যতীত শিক্ষা বিধান নির্ব্বাহার্থ ৩০০, কানপুরের মহোপকারার্থ সাত হাজার টাকা। সম্প্রতি নাবালক অবস্থাতেই ইঁহার পরলোকগত হইয়াছে। দেবালয়ের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত একটী কমিটি আছে। সম্প্রতি ঐ কমিটির সভ্যদিগের কর্তৃত্বের সময়ে এক লাখ টাকা ব্যয়ে একটী সুন্দর ও প্রশস্ত বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় সম্প্রতি সাধারণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ইহার নাম [illegible] ও প্রথম বিভাগ শিক্ষার [illegible] করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় সম্প্রতি নাই। ঐ বিদ্যালয় বার্ষিক আয় তিন শত টাকা ঐ বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রয়াগনারায়ণ বেঙ্কটাচলপতি প্রসাদ দুকুল ইঁহারা যে দুটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার কারুকার্য্য দর্শন ও ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম প্রয়াগনারায়ণ বেঙ্কটাচলপতি মন্দির নির্ম্মাণে এক লাখের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। বার্ষিক সাড়ে ছয় হাজার টাকা ঐ দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত দিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যয় ব্যতীত শিক্ষা বিধান নির্ব্বাহার্থ ৩০০, কানপুরের মহোপকারার্থ সাত হাজার টাকা। সম্প্রতি নাবালক অবস্থাতেই ইঁহার পরলোকগত হইয়াছে। দেবালয়ের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত একটী কমিটি আছে। সম্প্রতি ঐ কমিটির সভ্যদিগের কর্তৃত্বের সময়ে এক লাখ টাকা ব্যয়ে একটী সুন্দর ও প্রশস্ত বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় সম্প্রতি সাধারণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ইহার নাম [illegible] ও প্রথম বিভাগ শিক্ষার [illegible] করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় সম্প্রতি নাই। ঐ বিদ্যালয় বার্ষিক আয় তিন শত টাকা ঐ বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

তাহা হইলে তিনিও বোধ হয় ঐরূপ মহোপকারকের শিক্ষাকার্য্যে ঊর্দ্ধসংখ্যা সাড়ে ছয় হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট করিতেন সন্দেহ নাই।

[illegible]

[illegible] অনেকে [illegible] সভাস্থ ব্যক্তি [illegible] ঐ স্থানে সমবেত [illegible] একটী স্বাধীনতা [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] ঐ সভায় [illegible] পরীক্ষায় আমাদের [illegible] ঐ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় [illegible] করিয়াছিল। আজ হইতে ১৮৮০ সালের [illegible] পরীক্ষার ঐ বৃত্তিগুলি স্কুল [illegible] সভা মহাশয় অধিকার করিয়াছে। [illegible] বিবেচনা করিতে পারিবেন যে [illegible] বোধহইবে এরূপ দেশীয়দের কিরূপ উপকার, অথচ [illegible] পত্তিক মহাশয়েরা ইহাতে [illegible] যাহারা সহজে ছাত্রবৃত্তিকে [illegible] ঐ পরিবারস্থ ছেলেদিগকে [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] প্রচলিত নাই। [illegible] এখানকার [illegible] হইতেছে এবং এখানে [illegible] বিস্তর [illegible]

এই বেহালা সহর হইতে প্রায় [illegible] উত্তরে [illegible]। সমস্তটাতে একটী [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম [illegible]। আমরা পূর্বে কাহাকে দুখে [illegible] কোনরূপ পুস্তক [illegible] পড়িতে বলা [illegible] ইহা [illegible] এখন সেরূপ নাই। [illegible] বাস করিলে [illegible] ওকথায় তাহার [illegible] করে। একজন [illegible] ইহা তাহার নিকটে [illegible] যে কি, বলা [illegible] বোধহয় করে না। [illegible] কিম্বা [illegible] তাহার নিকটে [illegible] পাঠান করে। [illegible] বাড়ি [illegible] নাই। [illegible] বেতনের [illegible] সহরে [illegible] আনে। সেজন্য [illegible] পাঠ [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] লোক [illegible] [illegible] পারে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

তবে কষ্টে সৃষ্টে তাহাদের মহরমের পর্ব্ব শেষ করিয়াছে। প্রতিবৎসর এখানে মহরমের সময় মুসলমানগণের যত আনন্দ ও উৎসাহ না হউক, হিন্দুগণ তদপেক্ষাও অধিক আনন্দ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া মহরম করিয়া থাকে। কিন্তু এবার আতিনাদের ভয়ে কোন হিন্দুই এমন কি চামারেরাও তাহাতে যোগ দেয় নাই। সকল দোকানই প্রায় বন্ধ। মাজিষ্ট্রেট, পাছে মহরমের দিন হিন্দুরা কোনরূপ উৎপাত করে এই আশঙ্কায় গত ২৭এ অগ্রহায়ণ কতকগুলি হিন্দুর নিকট ৫০০০ টাকা করিয়া মোচলকা লইয়াছেন। তবে তাঁহারাই বিবাদ করিতে না পারেন, কিন্তু অন্যে যদি কেহ বিবাদ করে (ঈশ্বর না করুন বিবাদ যেন না হয়) তবে তাঁহাদের স্বতঃই সে ভার আসিবার অনেক সম্ভাবনা। সকল হিন্দুই এ বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া সেই দিনই হাইকোর্টে মোসনের জন্য গমন করিয়াছেন। এখানে যত হিন্দু উকীল (ব্রাহ্মরাও এই দলে) আছেন, সকলেই এজন্য বিশেষ যত্নবান। আর পুলীস কি জন্য গোচকার করিয়াছেন, সেই অভিযোগ করিতেও অনেকে উদ্যত। ফলতঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহজে যে এবিষয় মিটিয়া যাইবে এরূপ বোধ হয় না।

অদ্যকার ইংলিশম্যান পত্রে বিপীন বিহারী বাবু নিত্যানন্দ মিত্র একজন যথার্থদেশানুরাগী ব্যক্তি। তিনি এদেশীয় সাধারণ ব্যক্তিগণকে জ্ঞান ধর্ম্মে শিক্ষিত করিবার জন্য অনেক দিবস হইল, যথোচিত কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ছটফটী নামক একটী স্থানে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মুখনিঃসৃত ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য বহুতর লোক প্রতি রবিবার সে স্থানে আসিয়া থাকে। গোচকারের পোলযোগ হওয়ায় জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট (তিনি এক্ষণ মাজিষ্ট্রেটের ইন্‌চার্জে কর্ম্ম করিতেছেন) তাঁহার নিকট হইতে ৫০০ শত টাকার মোচলকা লইয়াছেন। কেহ এই গোলে ধর্ম্মকথা শুনিয়া লোকে উত্তেজিত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ করে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বুঝি আর লোকে ধর্ম্মকথাও শুনিতে পাইবে না। কি জন্য যে সে বাচালের উপর মোচলকার আজ্ঞা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। তিনি যদি কখন মুসলমানদিগের বিপক্ষে কোন কথা কহিতেন, বা গোচকার পর তাঁহার সভা স্থাপিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার নিকট মোচলকা লওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি ধর্ম্মকথা ভিন্ন আর কোন কথাই বলেন নাই। অসাধু অভিপ্রায়ে তাঁহার সভা স্থাপিত হয় নাই।

প্রায় ১০। ১২ দিন হইল, মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় ছটকটীতে আসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে দুইদিবস দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বয়স যেরূপ, তাহাতে আমাদের অভিজ্ঞতাস্থল ভ্রমণকারী মুঙ্গের হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন। "তিনি কালে একজন সুবিখ্যাত বাগ্মী হইতে পারিবেন" এ কথা অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সাধু উদ্দেশের জন্য তিনি সহস্র বার আমাদিগের ধন্যবাদার্হ।

আজ কাল আদিবাসিগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। বাজার দরও উত্তম।

রাণাঘাট

ইতিপূর্ব্বে এখানে অন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। যদিও এতদ্দ্বারা এই সংক্রামক জ্বর বলিয়া মৃত্যুসংখ্যা কম হয় নাই, তথাপি আমরা ইহাকে কখনই প্রকৃতির ন্যায় সাংক্রামিক জ্বর বলিয়া পরিগণিত করিতে পারি না। এখানকার মহকুমা ডেপুটী বাবু এজলাসে মফস্বলে তাঁহাকে কাছারি করিতেছেন এবং প্রতিদিনই ৩। ৪ খানি গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ও তথায় অন্তরোগের আধিক্য আছে কি না তাহার সন্ধান লইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দিতেছেন। আবার আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি সম্প্রতি এখানে বিসূচিকা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। এতদ্দ্বারা দুই একটী লোকের মৃত্যু হইতেছে। ডেপুটী বাবুর আদেশে কতকগুলি কলেরা মিক্সচর প্রস্তুত করান হইয়াছে এবং তাহাতে লোকে কোনরূপ অনিয়ম না করে ও বিশুদ্ধ জল পান করে পুলিসের প্রতি এরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক ইশ্বরের কৃপায় রোগের আধিক্য নাই বলিলে হয়। আমরা জানি ফরিদপুরের ডাক্তার সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভোলানাথ বসু এম, ডি, এম, আর, সি, এস, মহোদয় যে বৎসর সমস্ত ফরিদপুর জিলায় সাংক্রামিক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সেই বৎসর এক মাত্র ইশ্বরের সাহায্যে শত শত মনুষ্যকে এই রোগ হইতে মুক্তি দান করাইয়াছিলেন। অনেক ভাল ভাল ডাক্তার তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত ঔষধের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ইশ্বর-গব সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় ইহা বেদের দোকানে পাকে। ইশ্বরের মূল্যও যৎসামান্য। এক ছটাক ইশ্বরব থেঁতলাইয়া এক সের জল সমেত সিদ্ধ করিতে হয়। পরে অর্দ্ধসের জল থাকিতে নামাইতে হয়। রোগীকে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি। আমরা সর্ব্বসাধারণ ডাক্তারগণকে এবং ব্যক্তিসমূহকে ও এখানকার অধিবাসিগণকে এই ঔষধের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা শুনিয়াছি ডাক্তার বসু মহোদয়ের "Report on Indrajab" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। যাঁহারা ইশ্বরবের গুণ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ বা ডাক্তার বসু মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

সর্ব্ব জিলাতেই নিয়ম আছে, চৌকীদারগণ নিজ নিজ থানায় প্রতি রবিবার হাজীরা দিয়া থাকে আমরা বাঁকুড়া বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলি, চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর প্রভৃতি জিলার থানা সমূহে দেখিয়াছি, চৌকীদারগণ থানায় হাজীর হইলেই দারোগা মহাশয় বা জমাদার বাবু তাহাদের হাজীরা করিয়া ছাড়িয়া দেন অর্থাৎ যখন যে গ্রামের চৌকিদার (এক জনই হউক বা দুই জনই হউক) হাজীর হয় তৎক্ষণাৎ তাহাদের হাজীরা লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু রাণাঘাট পুলিস থানার এরূপ নিয়ম নহে। যাবতীয় গ্রামের চৌকিদারগণ একত্র সমবেত না হইলে উহাঁরা কাহারও হাজীরা লন না। এতদ্দ্বারা এই সকল হাজী চৌকিদারের যে কি পর্য্যন্ত অসুবিধা ও ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা লিখিতেও কষ্ট হয়। ইহারা যখন বেলা ১০ টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়ত ঐরূপ ঘণ্টার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা দেখিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। আমরা ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও এখানকার পুলিসের সুযোগ্য সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয় চৌকীদারদিগের হাজীরা দেওয়ার নিয়ম সম্বন্ধে একটী সুবিধান করিয়া দিয়া তাহাদের ক্লেশের লাঘব করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধিবাসিত আছে। আমাদিগের অতিশয় দুরবস্থা ও সঙ্গতির অভাবে উহার বিবাহ দিতে সমর্থ হইতেছি না, এতদর্থ সাধারণ হিতব্রতপরায়ণ মহাত্মগণের সমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দানে এই বৎ দায় হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন। যাহা দেয় তাহা চাঙ্গড়িপোতানিবাসী মানবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র-

কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে অগ্রে সোমপ্র৹ ডাকঘর টিকানায় প্রেরণ করিলে অপনি প্রাপ্ত হইব।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীউপেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী
দক্ষিণপুর।

BABU MOHENDRA NATH BANERJEE

Homeopathic Practitioner.

Bagbazar. Calcutta.

ADVICE BY LELTER GRATIS.

জমিদারি কার্য্যের হিসাব নিকাশে বিশেষ যোগ্য কএকজন মোহরের এবং সদর ও মফস্বল মাএবের আবশ্যক হইয়াছে। আবেদনকারিদের মধ্যে যাহারা প্রশংসাপত্র দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচিত হইবে। প্রথমতঃ কেবল পত্রের দ্বারা আবেদন করিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়
১২ এ কার্ত্তিক ১২৮৭। } জমিদার চক্রবিবী

শ্রীযুক্ত কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনৈক জমিদারি কার্য্যে পারদর্শী ও সচ্চরিত্র প্রধান কার্য্য কারক আবশ্যক। উপযোগিতা অনুসারে ১০০ শত হইতে ১৫০ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কর্ম্মপ্রার্থিগণ নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট স্বীয় স্বীয় উপযোগিতার নিদর্শন সহিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

জাহেরপুর } শ্রীরাঘবচন্দ্র চৌধুরী
রাজসাহী } বিএ বিএল।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুগন্ধি ও অতি সুখদ তৈলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য বড় শিশি ১৸০ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

সর্ব্বরোগোপেচুর্ণ।

এই [illegible] সেবনে মস্তকশূল, হৃদ্রোগ, আমাশয়, কফ, কুষ্ঠ, আলস্য চুলকা ও রক্তপিত্ত [illegible] ব্রণ প্রভৃতি সুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।৹ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত [illegible] লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চটকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও জর প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও সুস্থ করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনস হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৹ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ।০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং ৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ২০ এ পৌষ। ইং ১৮৮০। ৩ রা জানুয়ারি। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসম মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে চক্ষুর্দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ডাক মাসুল ৵০ আনা। প্রার্থনা আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২৮ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত-মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কুটি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর
২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭। শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধিবাহিত আছে। আমাদিগের অতিশয় দুরবস্থা ও সঙ্গতির অভাবে উহার বিবাহ দিতে সমর্থ হইতেছি না, এতদর্থ সাধারণ হিতৈষিপরায়ণ মহাশয়গণের সমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য দানে এই মহৎ দায় হইতে আমাদিগকে মুক্ত করেন। যাঁহা দের তাঁহা চাঙ্গড়িপোতানিবাসী মানদর শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে অত্র সোণারপুর ডাকঘর ঠিকানায় প্রেরণ করিলে আমি প্রাপ্ত হইব।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীহরলাল চক্রবর্ত্তী
দত্তপুকুর।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশ অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সমস্তপ্রকার শিরোরোগ অতি অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্তের আরিশ, দাঁতের গোড়ার ক্ষত, সুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অনতিদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৬৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

প্রেরিতপত্র

তামাকের ইতিহাস।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলম্বাস প্রথমে তামাকের বিষয় প্রথম অবগত হন। ঐ তারিখে কলম্বাস যখন আমেরিকার আবিষ্কারার্থ ৩ জনমাত্র সঙ্গে লইয়া কৌতূহলাক্রান্ত মনে আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বীয় সহচরদ্বয়কে দ্বীপ আবিষ্কার করিতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা যখন কিউবায় উপনীত হন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে কতিপয় লোক একত্র সমবেত হইয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মুখ ও নাসিকা দিয়া অনবরত ধূম বিনির্গত হইতেছে। নাবিকদ্বয় অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রথমে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, উহারা স্ব স্ব দেহ সুবাসিত করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রকার ধূম সেবন করিতেছে। কিউবাবাসীরা নাবিকদ্বয়ের আগমন জন্য অবগত হইয়া শরে আপনাদিগের ধূমপানের পর তাঁহাদিগকে এই প্রকার পরিচয় দেন যে আমরা এক প্রকার পাতার পত্র শুষ্ক ও অগ্নিতে সংযুক্ত করিয়া তাহার ধূম সেবন করিয়া থাকি। ঐ ধূমপানের দ্বারা আমাদের দৈহিক ও মানসিক শ্রমের অনেক শান্তি হয়।

ইউরোপীয়েরা এই প্রথম তামাকের বিষয় অবগত হন। এই ঘটনার কিছু দিবস পরে আমেরিকা ও উক্ত কিউবাবাসিগণ তামাকট সেবনের এক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ঐ ত্রিমুখযুক্ত নলের এক প্রান্তে তামাক গুঁড়া করিয়া সাজিত আর মুখের অপর মুখদ্বয় নাসিকার ঐ গহ্বরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঐ ধূম গ্রহ করিত এবং মুখ দ্বারা সেই ধূম বহির্গত করিয়া ফেলিত।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে হ্যাণ্ডো সহারনাণ্ডেজ নামক একজন স্পেনীয় ডাক্তার স্পেনাধিপতি দ্বিতীয় ফিলিপকে দেখাইবার জন্য ইউরোপের মধ্যে প্রথম তামাক আনয়ন করেন। ফিলিপ কি প্রকারে তামাক উৎপন্ন করিতে হয় জানিয়া আসিবার জন্য পুনরায় উক্ত ডাক্তারকে মেক্সিকো প্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স দেশে নাইকট নামক এক ব্যক্তি রাণী ক্যাথারাইনকে এই পদার্থ উপহার দেন। বোধ হয় এই জন্যই তামাকের বৈজ্ঞানিক নিবের নাম নিকোটাইন হইয়াছে। যেখানে যে স্থানে তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম টোবাগো। সেই জন্যই স্পেনের লোকেরা ইহার নাম টোবাকো রাখেন। পূর্ব্বে কিউবাবাসীরা যে ত্রিমুখ নলে তামাক খাইতেন, তাহার নাম টোবাকো, বোধ হয় সে জন্যও ইহার নাম টুবাকু হইয়া থাকিবে।

পর্ত্তুগাল ও ইটালির লোকেরা ইহার নাম টোবাকো রাখিয়াছেন। পোলণ্ডবাসীরা টাবাক করিয়া থাকেন। হলণ্ডাদেরা এবং সুইডেনবাসীরা টোবাক কহেন। ফ্রান্সদেশবাসীরা টাবাক করিয়া থাকেন।

সার ওয়ালটার রালে নিউ রালফলেন নামক একজনকে শাসন কর্ত্তা করিয়া ভার্জিনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ধূমপান করেন। কাহার কাহার মতে কুইন এলিজাবেথের সময় ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংলণ্ডে তামাক আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তামাক আনীত হয়। সার ওয়াল টারব্যালে তামাক সেবনের উৎকৃষ্টতর পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই সময়ের দশ বৎসর পরে ইংলণ্ডের কতিপয় সমালোচক ব্যক্তি তামকুট সেবনের প্রথা দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আপত্তি কলোপধানে সমর্থ হয় নাই। কারণ তামাক তখন ইংলণ্ডের সভ্য সম্প্রদায়ের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহারা আর তাহা পরিত্যাগ করিতে কোন মতেই সমর্থ হইলেন না। ধূমপান তখন ভদ্র ব্যবহারের একটী চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছিল। এমন কি তখনকার ভদ্রলোকেরা ধূমপান অভ্যাস করিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া লইতেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপখণ্ডে অধিক পরিমাণে ইহার উন্নতি হইয়াছিল তৎসময়কালীন কবিগণ স্ব স্ব প্রণীত কাব্যে এবং সাময়িক পত্রিকা সমূহে ইহার গুণ এত ঘোষণা করিয়াছিলেন যে একজন শাসনকর্ত্তার মানের সহিত ইহার মান সমান হইয়া উঠিয়াছিল।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে তামাকের বিষয়ে একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়। উহার গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই বটে কিন্তু পুস্তকখানি ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ কবি মিচল ডেটনকে উপহার দেওয়া হয়। ঐ কাব্যে লিখিত আছে যে "কোন সময় পঞ্চ ভূতের সভা সংস্থাপিত হয়। প্রমিথিয়স নামক দেবতা উক্ত সভায় এই প্রকার বলেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে এখন এক প্রকার গাছ উৎপন্ন হইবে যে, তাহার ধূমে মৃত ব্যক্তিও কিছুক্ষণ চৈতন্য লাভ করিবে। পঞ্চভূত হইতে এই তামাক গাছের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জুপিটর দেবতা তামাকের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। সেই সময় ক্রোধান্বিত জুপিটর এই অভিসম্পাত প্রদান করেন যে সমস্ত ইউরোপখণ্ড ও ইহার পরিচিত যে সকল দেশ আছে সে সমস্ত দেশেই যেন ইহার চাস না হয়। সেই জন্যই যত দিন আমেরিকা আবিষ্কার না হইয়াছিল, ততদিন ইহার প্রচলন স্থগিত ছিল"।

পারস্য দেশে বহুকাল অবধি তামাক প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে পূর্ব্বাঞ্চলেই ইহার প্রথম উৎপত্তি হয়। আমেরিকা হইতে এদেশে তামাক আনীত হইবার পূর্ব্বে এদেশে ইহা প্রচলিত ছিল কি না ইহা লইয়া অনেকে বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন ইউরোপখণ্ডে তামাক আনীত হইবার পূর্ব্বে এমন কোন পুস্তক দেখা যায় না যাহাতে তামাকের নাম উল্লেখ আছে। বেল সাহেব বলেন যে চীনবাসীরা কহিয়া থাকে তাহাদের দেশে বহুকাল অবধি তামকুট সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। এস্থলে আমরা বিবেচনা করি বোধ হয় বেল সাহেবের ভ্রম হইয়া থাকিবে, না হয় তিনি যাহার মুখে শুনিয়াছেন তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে। কারণ চীন ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হইয়াছি যে তাঁহাদের দেশে বহুকাল হইতে ধূম পানের প্রথা প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু তাহা যে তামাকের ধূম তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় গাঁজা প্রভৃতি অন্য কোন মাদকদ্রব্যের ধূম হইবে। চীনবাসীরা যে ভারতবর্ষ হইতে তামাক লইয়া গিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ আমরা অনেক স্থানে পাইয়াছি। অসামান্য রূপমাধুরী সম্পন্না সুবিখ্যাতা নুরজাহানের স্বামীনাথ জাহাঙ্গির যখন দিল্লীর সিংহাসনে আধিপত্য করিতেছিলেন। সেই সময়ে অর্থাৎ ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যপ্রিয় পর্ত্তুগালবাসীরা ভারতভূমিতে তামাক আনয়ন করেন। এই সময়ের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগালবাসীরা পারস্য উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পারস্য দেশে এই সময়ে তামাক প্রচলিত ছিল। কোন কোন ব্যক্তি কহেন পর্ত্তুগালের লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের সহিত তামাকও বহু পরিমাণে ক্রয় করিয়া পারস্যবাসীদিগকে বিক্রয় করিত।

তুরস্কবাসীরা পারস্যদেশ হইতে ক্রয় করিয়া তামকুট সেবন করিতেন। আবার কেহ কেহ

বলেন যে তুরস্কবাসীরাও ভারতবর্ষ হইতে তামাক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। সার টমাস হারবট কহেন যে "আমি এক দিবস দেখিলাম রোগরাদের সরাইতে বৈকালে বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়া ধূমপান করিতেছে। শ্রুত হইলাম তাহারা প্রত্যহ বৈকালে এই প্রকার ধূমপান করিয়া থাকে।" স্যাণ্ডিস সাহেব ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনিও কহেন আমি এই প্রথম তুরস্কবাসীদিগের তামাক সেবন অভ্যাস হইতেছে দেখিলাম। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কদেশে তামাক প্রচলিত হইয়াছিল।

স্যাণ্ডিস সাহেব একথাও বলেন, যে ইংরাজেরাই প্রথম তামাক সেবন করিতে অভ্যাস করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীকান্তিচন্দ্র সরকার

বারাসত

চম্পাইনগর।

শেষ পত্র।

"কথার কথা বাড়িয়া থাকে" এ কথা মিথ্যা নহে। আমরা দেখিতেছি, কাল-চম্পাইনগর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আর শেষ নিষ্পত্তি হইয়া উঠিল না। ইহার শেষ নিষ্পত্তি শীঘ্র হওয়াও সুদুষ্করাহত। কেন না বর্দ্ধমানের চম্পাইনগরেও চাঁদের কীর্ত্তিকলাপ আছে, এখানেও আছে, এমত অবস্থায় কোন্ চম্পাইনগরে চাঁদের বাসস্থান ছিল, তাহা পাঠক মহোদয়েরা আপনারা বিচার করিয়া লইবেন। আমরা আদ্য এ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া জন্মের মত চম্পাইনগরের ইতিবৃত্তের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ করিব না।

১ম। কোন স্রোতস্বিনী কালে যে অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিতে পারে, ইহা আমরা অবগত আছি। বেহুলা ও অন্যান্য খাল বিল পূর্ব্বে স্রোতস্বিনীরূপে পরিণতা হইলেও হইতে পারে। যদি বেহুলা পূর্ব্বে যথার্থই স্রোতস্বিনী ছিল, তবে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর ন্যায় তাহার নামও থাকিত। কিন্তু মনসার গানে ভিন্ন আর কেহ কখন কি বেহুলার নাম শুনিয়াছে? না কোন প্রাচীন গ্রন্থে বেহুলাকে নদী বলিয়া নির্দ্দেশিত আছে? বেহুলা পূর্ব্বে প্রবলা নদী থাকিলে কখন বেহুলাকে বর্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণী আসিতে ৭। ৮ দিন সময় নষ্ট করিতে হইত না। তিনি এক দিনেই ত্রিবেণী আসিতে পারিতেন। কিন্তু সম্বাদদাতা মহাশয় ৭ দিন জলে ভাসার কথা বলিয়াছেন।

২য়। ধান্য, চাউল পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত বাসন লৌহ প্রভৃতি কি কেবল বর্দ্ধমানের বাণিজ্য দ্রব্য? এ সকল কি আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না? এমত স্থান নাই, যেখানে ধান্য চাউলের অভাব আছে বরং বর্দ্ধমান অপেক্ষা ভাগলপুর ডিভিজনে অধিক ধান্য চাউল উৎপন্ন হয়। সম্বাদদাতা মহাশয় কি এই সকলকেই বর্দ্ধমানের উৎকৃষ্ট বাণিজ্য দ্রব্য বলিয়া থাকেন? ইহার অপেক্ষা এখানকার চম্পাইনগরের তসর নির্ম্মিত বস্ত্র কি প্রসিদ্ধ নহে?

শেষ যুক্তিটী অতি রহস্য-জনক। আমাদের মাননীয়—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একজন সুরসিক লোক তাহা আমরা জানি তাম না। জানিলে বর্দ্ধমানের ওলার কথা লিখিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, আমাদের মাননীয় খামারখাড়ির সম্বাদদাতা মহাশয় অনেক দিন হইতে মালেরিয়ার ভুগিতেছেন, পাছে তাঁহাকে ওলা উপহার দিলে তিনি তাহাতে রুষ্টপুষ্ট করিতে না পারেন এই ভয়েই শক্ত ওলার কথা বলি নাই। লালমোহন গীতাভোগেরই কথা বলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তিনি রুষ্টপুষ্ট করিতে অপারগ নন। তাই মাননীয় খামার মহাশয়ের উদ্দেশে আজ একটী ওলা উপহার দিয়া চম্পাইনগরের ইতিবৃত্ত হইতে বিরত হইলাম

ভাগলপুর
তারিখ ৮ ই পৌষ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মেদিনী পত্রিকার অকাল মৃত্যু।

মহাশয়! "মেদিনীর" অকাল মৃত্যুতে অনেকে শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন, কেহ বা বাচনিক, কেহ কেহ বা পত্র দ্বারা তাঁহাদের উদারহৃদয়ের সমবেদনা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। "মেদিনীর" তিরোভাবে আমাদের নিজের যে মনঃপীড়া জন্মিয়াছে তাহা আর কি জানাইব। তবে আমাদের বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে গতাসু মেদিনীর জন্য যে মহাশয় মহাত্মাগণ তৎপ্রতি সমবেদনা ও তাহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অর্থানুকূল্য করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা উপহার স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া "মেদিনী" স্বয়ং সকলের আশ্রয় হইতে পারিল না। অতএব আমরা মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, সদয় হইয়া আপনি সোমপ্রকাশে একটু স্থান দান করিলে আমরা "মেদিনী" কে কৃতজ্ঞতা ঋণ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যে মহাপুরুষের আন্তরিক চেষ্টা সফল করিবার জন্য আমরা দুঃখের সম্পাদকতাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, মেদিনীপুরবাসী না হইয়াও যিনি মেদিনীপুরকে স্বীয় জন্ম ভূমির ন্যায় স্নেহ করেন, যাঁহার সম্পর্কে মেদিনীপুরের নাম চিরস্মরণীয় হইবে এবং যাঁহার অনুপমা মানসকন্যা "বঙ্গমহিলা" এই মেদিনীপুরেই সঞ্জাত হইয়াছিল, অদ্য আমরা সেই মহাত্মা বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আমাদের দুর্ব্বল লেখনী ধারণ করিলাম। আমাদের সামর্থ্য অল্পতর হইলেও আশা করি যোগিবর বন্ধুবর মহোদয় আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত আবেগ প্রতীতি করিয়া আমাদের এই অযোগ্য কৃতজ্ঞতা উপহার গ্রহণ করিবেন।

রাজনারায়ণ বাবু আমাদের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও মেদিনীর প্রতি যেরূপ সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আপনার পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন আমাদের শূন্যগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহার প্রতি পর্য্যাপ্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন "তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বিষাদিত হইলাম। আমার একজন পরম প্রিয় অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি দুর্ব্বহ আত্মায় উপনীত হইলে আমার যেরূপ ক্লেশ হয় "মেদিনীর" ঐরূপ অবস্থাতে আমার সেইরূপ ক্লেশ হইতেছে। আমি মনের কথা বলিতেছি যে যদি আমার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আমি এখনি তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিতাম। যাহা হউক, যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইলাম তাহা গ্রহণ করিবে।"

রাজনারায়ণ বাবু কেবল মাত্র নিষ্ফল মিষ্ট কথায় আমাদিগকে তুষ্ট করেন নাই, তিনি অযাচিত হইয়াও "মেদিনীর" সাহায্যার্থে টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ে ঋণী। আবার তিনি স্বয়ং পত্রদ্বারা ঐরূপ দান করায় আমাদের ঋণভার গুরুতররূপে বৃদ্ধি হইল। মেদিনীপুরবাসিগণ যেমন রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাদের কেবল কিঞ্চিৎ ঋণ মেদিনীপুরকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন বলিয়াই তিনি "মেদিনীর" অকালাবে এরূপ ব্যথিত ও তাহার সাহায্যার্থ এত উদ্যত।

অধিকন্তু তিনি নিজে এরূপ অর্থ সাহায্য দ্বারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, যাহাতে মেদিনী ঋণজাল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সজ্ঞানে এরূপর পাঠকগণের সমীপস্থ হইতে পারে তদর্থ তিনি নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মেদিনীপুর ও অন্যান্য নগরের যে সমস্ত সমৃদ্ধিশালী দানশীল ব্যক্তিগণের সাহায্যাপ্রার্থী হইলে আমরা বর্দ্ধমান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এরূপ অনেকগুলি মহাত্মার নামও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবুর এরূপ সহানুভূতি ও আন্তরিক যত্নের জন্য

আমরা তাঁহার নিকট [illegible] পাশে বদ্ধ হইলাম।

১১। ১২। ৮৮
হেদিনীপুর। } হেদিনীসম্পাদক।

বৈদ্যসমাজসম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

অদ্যকার হিন্দুসমাজের যেরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে যে অচিরাৎ ইহার চিরপ্রচলিত প্রথাগুলি এক কালে বিলুপ্ত হইবে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুসমাজ এক্ষণে নামে মাত্র হিন্দু সমাজ আছে, লোকের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহাকে একটী প্রকৃত ম্লেচ্ছ সমাজ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। সমাজের মধ্যে আবার বৈদ্যসমাজের যেরূপ চঞ্চলা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে ঐ সমাজটী সত্বরেই লয় প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আর দ্বৈধ নাই। ইংরাজ মুবেন্দ্রনাথ বাবুকে লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছে উহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু তাহা বলিয়া বৈদ্যসমাজ মধ্যে নির্দ্দোষ লোক কয়জন আছেন? অধুনা ঐ সমাজে অনেকগুলি সংস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে। যথা,—বিলাতী, যবন, ব্রাহ্ম, কর্ত্তাভজা এবং খ্রীষ্টান ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন এই সমাজের মধ্যে যবনান্নভোজী, ভ্রষ্টাচারী ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরও অসদ্ভাব নাই। ইহাঁরাই আবার পল্লীগ্রামে দলপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকলেই প্রায় নিষ্কর্ম্মা, সুতরাং ঐরূপ একটা না একটা গোলযোগ না হইলে থাকিতে পারেন না। বৈদ্যসমাজের প্রায় প্রত্যেকেরই কোন না কোন সংস্পর্শ দোষ দেখা গিয়া থাকে। ইঁহাদিগের একটী মাত্র সংস্পর্শ দোষ আছে, তাঁহারা বড় অনেকাংশে ভাল, কিন্তু যাঁহারা তিনোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এক সময় সেই দোষের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সমধিক দলাদলিপ্রিয় দেখা যায়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামে আজকাল দলাদলির বড় ধুম। গ্রামটী এক্ষণে মারীভয়ে ভগ্ন প্রায় হইয়া অরণ্যপূর্ণ এবং শৃগাল, কুক্কুর ও কতকগুলি হিংসক লোকের আবাস ভূমি হইয়াছে। ঐ হিংসক লোকেরাই এ দলাদলির দলপতি। ইঁহারা সকল গুলিই প্রায় ভ্রষ্টাচার, কেহ বা যবনান্নভোজী এবং কেহ কেহ বা তিদোষ প্রাপ্ত হিন্দু। ইঁহাদের দলাদলি দেখিয়া আমাদের মাতালের মনিবের কথা স্মরণ হইল। সে ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছিল, তিনি একজন প্রবীণ ভদ্র লোক, তাঁহার বৈরী। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে দলাদলির কথা বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের যে স্থানে বিবাহ দিয়াছেন এক্ষণে তনিবেছেন তাঁহাদের বংশে রোগ আছে। তিনি পূর্ব্বে এবিষয়ের কিছুমাত্র জানিতেন না। নিজগ্রামের অপর একটী কন্যার তৎপূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে দেখিয়াই বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তি ধনী বলিয়া সমাজে চলিতেছে, তিনি নির্ধন বলিয়া সমাজচ্যুত হইতেছেন। দলাধিপতিরা কহিতেছেন "তোমার নবপুত্রবধূর গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া স্থলের জন্য চারি শত টাকা এবং তাঁহাদিগের লোকের নিমিত্ত চারিশত টাকা প্রদান করিলে সমাজে পুনর্গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।" তিনি আরো কহিয়াছিলেন "এক ব্যক্তির ভ্রাতার সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কোন সম্বন্ধ থাকায়, ভ্রাতা তথায় যাতায়াত করেন এই সূত্রে উভয় ভ্রাতা সমাজ চ্যুত হইতেছেন; অথচ যাঁহারা গোলযোগ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশব বাবুর পুত্রের সহিত একপাকে খাইয়া সমাজে চলিতেছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া কলিকাতার একটী হাস্যজনক কথা আমাদের স্মরণ হওয়ায় আমরা তাহার এস্থলে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তথাকার কোন একজন বৈদ্যের সংসর্গ দোষ ঘটিয়াছিল। তাঁহার ছয়টী পুত্রের কলিকাতার ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্রবধূদের মধ্যে একজন চিরকালের যাতায়াত করায় তাঁহার পিতা সমাজপতি কহিলেন আর পিরালয়ে যাওয়ায় সমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। কাজ কি বৈদ্য সমাজে কি এমন নিঃস্বার্থ বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী লোক নাই [illegible] অত্যাচার

হইতে পারে? আমি দলাধিপতি এক্ষণে আমার পুত্র এবং আত্মীয়গণ সকলে দোষে দোষী হইলেও সমাজে চলি ব, তুমি দলাধিপতি নও এখনো সামান্য দোষে সমাজ চ্যুত হইবে; একি অবিচার! বৈদ্যসমাজের মধ্যে আরো দেখা যায়,—বিলাত সংসর্গীদিগের মধ্যে অনেকে দারে পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্তের কোন ফল নাই? যখন সেই পুত্রের উপনয়নের আশ লইতেছেন, পুত্র বাটী আসিলে একত্র বসিয়া আহারাদি করিতেছেন, তবে পূর্ব্বকে পরিত্যাগ করিলাম বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন কি? কিন্তু সমাজ এসব বিষয়ে একটী লক্ষ্য রাখেন না। সমাজ সম্বন্ধে এক্ষণে আরো একটী কুপ্রথা দৃষ্ট হইতেছে, আজ কাল উপার্জ্জনের তারতম্য অনুসারে সমাজ তাঁহাকে মান্য করিয়া চলেন। এক জন ঘোর ম্লেচ্ছ, যবনান্ন ভোজী, ভ্রষ্টাচারী ধনী পুরুষ বলিলেন "আমি ব্রাহ্মসংস্রবীদিগের সহিত আহার করিব না।" একজন খ্রীষ্টানসংস্রবী ধনী মহাত্মা কহিলেন "আমি ব্রহ্মজ সংস্রবীদিগের সহিত আহার করিব না।" সমাজ তাঁহাদিগেরই মত লইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। একবার বিচার করিলেন না যে, যে সমাজ লইয়া বিবাদ হইতেছে সে সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি কেহই নহেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমরা বৈদ্যসমাজ সমীপে প্রার্থনা করিতেছি হরি প্রকৃত হিন্দুমতে সমাজ রাখিবার ইচ্ছা হয় আইস সকলে মিলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি; নচেৎ আর দোষাদোষ বিচারের আবশ্যকতা নাই। যখন দেখা যাইতেছে প্রায় সকলেই কোন না কোনরূপ সংসর্গ দোষে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর বৃথা গণ্ড গোলে আবশ্যক কি? ধনমদে মত্ত ব্যক্তিদিগকেও জানাইতেছি, তাঁহারা যেন সমাজসম্বন্ধে সে মন্তব্য প্রকাশ না করেন। কারণ, বৈদ্যজাতির মধ্যে ধনী নাই, তবে কেহ বা বড় কেরাণী কেহ বা ছোট কেরাণী, তাহার মধ্যে আবার অধিকাংশ রেলওয়ের। যখন আমরা সকলেই এক মোট খাড়ে করিতেছি, তখন একটু মোটা বেতন বলিয়া উন্মত্ত হইলে চলিবে কেন? লোকে উপহাস করিবে যে

ধনখর

সোমপ্রকাশ

২০ এ পৌষ সোমবার।

প্রেস কমিশনরের পদ।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার বালকদিগের কলিকাতায় শিক্ষাদান, থবসর কেনেবরের পদ, তাঁহার সভা এবং প্রেস কমিশনরের পদ এ গুলি থাকা উচিত কি না এই গুলি লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। কিন্তু ঘোর সন্নিপাতিক-রোগগ্রস্ত হইলে যেমন বলে রাম মানুষে টানাটানি করিতেছে, সম্প্রতি তেমনি প্রেস কমিশনরের পদটী লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি লোক কহিতেছেন পদটী থাকুক, আর কতকগুলি লোক কহিতেছেন পদটী রাখিয়া প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিতেছি প্রেস কমিশনর পোষা আর হাতী পোষা সমান। হাতী পুষিয়া তাহার পালনার্থ যে ব্যয় হয়, তাহার অনুরূপ ফল হয় না। প্রেস কমিশনরের নিজের বেতন ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতন এবং সংবাদ আনাইবার ও সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের নিকট সেই সংবাদ প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্যে গবর্ণ-

মেণ্টের যে বৃহৎ ব্যয় হয়, তাহার অনুরূপ ফল হয় না।

প্রেস কমিশনর যে সকল সংবাদ সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে দিয়া থাকেন, তাহার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলেই প্রেসকমিশনরের পদ রাখা উচিত কি না সহজে তাহার মীমাংসা হইয়া আসিবে। প্রেস কমিশনর সচরাচর যে সকল সংবাদ দেন, তাহা এই গবর্ণর জেনরল আলাহাবাদে পীড়িত হইলেন। প্রেস কমিশনর সংবাদ দিলেন, গবর্ণর জেনরলের গত রাত্রি অতি অসুখে গিয়াছে, অথবা তিনি গত রাত্রিতে ভাল নিদ্রা যাইতেছেন। এ সংবাদ দিবার নিমিত্ত প্রেস-কমিশনরের পদের কিছুই প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। দৈনিক সমাচার পত্রের সংবাদদাতা প্রায় সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁহারা ঐ সকল সংবাদ সর্ব্বাগ্রে পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধ প্রভৃতি প্রধান ঘটনা স্থলের দৈনিক পত্র সম্পাদকেরা সংবাদদাতা নিয়োজিত করিয়া থাকেন। সেই সংবাদদাতারা যে সংবাদ দেন, প্রেস-কমিশনর তদতিরিক্ত কিছুই নূতন সংবাদ দেন না। গবর্ণমেণ্ট যে সকল সংবাদ গোপন রাখা আবশ্যক বোধ করেন, প্রেস-কমিশনর তাহার প্রচারে অধিকারী নহেন, যদি এরূপ হইল তবে প্রেস-কমিশনর-রূপ ছাতী পোষার ফল কি? গবর্ণমেণ্টের অর্থ কৃচ্ছ্রের সময়ে গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার অনঙ্গত ব্যয় করা কোন ক্রমে সঙ্গত হয় না।

ঘটনা স্থলের সংবাদ পাইয়া সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের হস্তক্ষেপ নয়, উপরে তাহা প্রতিপন্ন করা হইল। তবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের যে সকল সংবাদ সহজে পাইবার সুবিধা নাই, গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছা করেন সেক্রেটরি দ্বারা অনায়াসে সে সকল সংবাদ সমাচারপত্রসম্পাদকদিগের নিকট পাঠাইতে পারেন। তন্নিমিত্ত প্রেস কমিশনরের পদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র দর্শনার্থ সমাচার-পত্র সম্পাদকদিগের প্রতি যেরূপ অনুমতি ছিল, সেই অনুমতি দানের ব্যবস্থা হউক এবং গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিশেষ সংবাদ সেক্রেটরি দ্বারা সমাচার পত্র সম্পাদকদিগকে দেওয়া হউক। তাহা হইলে প্রেস কমিশনরের পদ কার্য্যে কাজে নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় প্রেস কমিশনরকে যত সত্বর বিদায় দেওয়া হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

প্রেস-কমিশনরের পদের প্রতিষ্ঠাই প্রথমে অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। বৃথা ব্যাপার হলে এরূপ অবিবেচনার কার্য্য হওয়া অসম্ভাবিত নয়। উপায়ের ফল লাভ হইবে বলিয়া অনেক সময় অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। কিন্তু শেষে তাহার উপযোগিতা ও ফলোপধায়িতা সপ্রমাণ হয় না। অতএব সে কার্য্যের অনুষ্ঠান অত দূষিত নয়। কিন্তু যে কার্য্যের একবার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফললাভ হউক না হউক তাহার উপযোগিতা থাকুক না থাকুক তথাপি যে কার্য্যটীকে অবিপ্লুত ও অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইবেই হইবে, এ প্রকার দুরাগ্রহই দোষাবহ। প্রেস কমিশনর পদটী যে উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যখন সে ফল লাভ হইতেছে না এবং প্রেস কমিশনরের পদ রাখিয়া এখন যে ফল লাভ হইতেছে অন্য উপায়ে সে ফল লাভের সম্ভাবনা আছে তখন ঐ পদ রাখিয়া বৃথা ব্যয়গ্রস্ত হওয়া ন্যায়পর মিতব্যয়ী বিবেচক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত হয় না।

প্রজা ও জমীদারের খাজনা আদায়ের সুবিধা সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্পপত্র।

করসংক্রান্ত আইনের যে পাণ্ডুলেখা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত আছে, উহা যদি বিধিবদ্ধ হয়, বঙ্গদেশে একটী মহান্ বিপ্লব উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। কাল পরিবর্ত্তনশীল। কালের অনুবর্ত্তী হইয়া যদি পরিবর্ত্তনে প্রয়োজন হওয়াতায় অনেক সময়ে মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তন মঙ্গলদায়ী বলিয়া সকল পরিবর্ত্তনই যে মঙ্গলদায়ী এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়। অত্যধিক পরিবর্ত্তন-প্রবৃত্তি নিবন্ধন সময়ে সময়ে অনাবশ্যক পরিবর্ত্তন চেষ্টাও হইয়া থাকে। তাহাতে বিপরীত প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় কষ্ট ও অনিষ্ট ঘটে। অনেক বিষয় আছে যত ওই, যে পরিবর্ত্তনে উপকার নাই প্রায়ই অপকার হইবার সম্ভাবনা আছে সে পরিবর্ত্তন না হওয়াই ভাল। আমরা প্রস্তাবিত করসংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে শেষোক্ত অনিষ্টকর পরিবর্ত্তনেরই বড় সম্ভাবনা দেখিতেছি।

ছোটলাটের সভার প্রস্তাবমতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রজার স্বত্বের উপরে জমীদার আক্রমণ না হয় গবর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছা। এ ইচ্ছা যে প্রশংসনীয় ও সাধুবাদের যোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উপায়ে প্রজার স্বত্ব রক্ষণ ও তাহার বন্ধন চেষ্টা হইয়াছে, সেটী পূর্ণ ও প্রশংসনীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে প্রজার স্বত্ব দানের ও স্বত্ব বন্ধনের যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা ফলোপধায়িনী হবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। অনেক দূর কৌশলে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার বৈফল্য সম্পাদন করিবে। এই ক্রমসাধ্য চেষ্টাতে জমীদারদিগকে পরে পরে যেমনবাধনা দেওয়া হইবে। ইহাকে এক প্রকার দুশ্চেষ্টা বলিতে হইবে। এ দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া স্বত্ব স্থিরীকরণার্থ এক কালে একটী বিপদ উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। একটী স্থায়ী স্বত্ব স্থির করিয়া দিলে কোন উপদ্রবই থাকে না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট পক্ষার খাজনার হার বৃদ্ধির পক্ষে করিয়া বলিয়াছেন, দশ বৎসর অন্তর এক এক কমিশন বসিয়া খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। জমীদারেরা তাহার অধিক কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এ প্রস্তাবটী বড়দোষে দূষিত। এ প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হওয়া কোন ক্রমে বিধেয় হয় না। এ ব্যবস্থায় জমীদার ও প্রজা উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিবে। গবর্ণমেণ্টও নানাপ্রকারে অতিগ্রস্ত ও বিব্রত হইবেন। উহা পশ্চিম অঞ্চলে যে সাময়িক কর নির্দ্ধারণ প্রথা আছে ও আমরা ইতিপূর্ব্বে তদ্বিষয়ক জমীদার ও প্রজা কাহারই মঙ্গল ও সুবিধি নাই। বঙ্গদেশে দশ বৎসর অন্তর কমিশন নিয়োগ প্রথা হইলেও সেইরূপ জমীদার ও প্রজা উভয় স্থলে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইবে। ঁ ঘরে ঘরে না মারিয়া একেকোপে কাটাই ভাল ঁ এই একটী প্রবাদ বাক্য আছে। এ প্রবাদ বাক্য অনুসারে গবর্ণমেণ্টের দশ বৎসর অন্তর কমিশন নিয়োগ প্রস্তাবটী যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট যদি জমীর অবস্থা অনুসারে নিজে জমীর টাকার হ্রাস না হয় এবং উভয়ের জমীর ও টাকার উচ্চ না হয় এরূপ সকলী রাখা কর্ত্তব্য। তাহা, জমীদার ও প্রজা কেহই সন্তুষ্ট হইবে না। জমীদারেরা যখন একটা মকদ্দমা করেন, খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে আদালত খাজনা উপযুক্ত বৃদ্ধির সময়ের পঁচ বৎসর সম্ভাবনা আছে, এটী তাঁহাদের ভুল। ঁ ভাঙ্গড়ে ভুলিয়া কখনই বাঁধাবাঁধি না। ঁ চক্রবৃদ্ধি হারে খাজনা বৃদ্ধি হইয়া প্রজারা কদাচিৎ কোন বৎসরে কমিশন বসিবার পূর্ব্ব, তেমনি আবার পরের ঘুমাইবার বৎসরে ফরিয়াদী হইয়া থাকে। প্রজারা অতিরিক্তই পরিশ্রম করিয়া ফসল উৎপাদন করে, তাহাতে তাহাদের যদি বিঘ্ন না থাকে থাকুক, চক্রবৃদ্ধি জমিদারদিগের ঈর্ষা করে।

গবর্ণমেণ্ট যেন এরূপ সিদ্ধান্ত না করেন যে প্রজারা অতি সৎ ও সাধু। কমিদারেরাই সব অসৎ। বঙ্গদেশে প্রজাদের অনেক অংশ হইতেছে। তাহারা একটু সুযোগ পাইলেই এমনি দুষ্টামি

দল বাঁধিয়া বসে। ব্যাপারটা সরল ও নিরীহ। তাহারা ঐ ঘরটায় বসিয়া ঐ ছয়টিকের সহিত মিলিবেক। ক্রমে ঐ ঘরটিতে দল প্রবল হইয়া উঠে। তখন এক দল ঘরটায় বসিয়া বসে। ঘরটায় প্রবেশ সম্বন্ধে কমীসাহেবের প্রাপ্য থাকনা দিতে হয় না। বঙ্গদেশীয় ব্যবসায়ীরা সেই থাকনা আদায়ের ছুতা করিয়া বিবাদ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, এটী উত্তম কাজ হইয়াছে। কথা আছে কাহার সাধনের যে প্রস্তাবনা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কখন করিয়া শত্রু ক্ষয় করিবার যে রীতি ছিল তাহাতে প্রথমে যে অনিষ্ট ঘটিত, উপস্থিত প্রস্তাবে যেন সেরূপ অনিষ্ট ঘটিবার বোধ হয়। ইংরাজদিগের আমাদিগের হস্তে থাকনা আদায় করিয়া দিবার ভার দেওয়া উচিত। তাহা হইলে আমরা যাহাতে সহজ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দিতে পারেন, তাহার যদি করা কর্ত্তব্য। এরূপ বিধি করাতে কর্ত্তব্য, থাকনা আদায় করিবার মোকদ্দমা আদালতে না থাকে। যেন মোকদ্দমায় আইন-ঘটিত কোন তর্ক বা অন্য কোন প্রকার যুক্তি সঙ্গত আপত্তি থাকে, যদি প্রতিবাদীরা তাহার স্বপক্ষ হইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন। যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও আদায় প্রভৃতি হইতে যদি বিলম্ব হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু থাকনা আদায় হইতে বিলম্ব হইলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি আছে। তমঃসুকের মেয়াদান্তে যে রূপ বিশেষ সম্ভাবনা। জমিদারের ও প্রজার নিকট সহজ। যদি কমীদার প্রাপ্য। নিকট হইতে থাকনা অধিক মকদ্দমার আশঙ্কা থাকনা আদায় করা গেল, তাহাতে মকদ্দমার যদি কমীদার অপক্ষ হন, তিনি প্রজাকে সেই টাকা দিতে দিবেন, অথবা পর বৎসরের থাকনার তাহার মুনফা নিয়া যাইবেন। আর প্রথা ক্রম থাকনা দিবারে, যদি কিছু ঐ প্রজার হয়, জমাদার সে টাকা আদায় করিয়া লইবেন।

কলকাতা কংগ্রেসের আন্দোলন।

ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের নামে এমন দুষ্টত্ব চৌরত্ব, দুরভিসন্ধি, কুবিদ্যা, রাজনীতিজ্ঞ আর নাই, ইহাঁদিগকে বুদ্ধিকৌশলে পরাস্ত করিতে পারে, এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না, আমরা বহু বার এই প্রকার প্রস্তাবনাই শুনিয়া আসিতেছি। এ প্রস্তাবনা অলীক নহে। সহজ যুক্তি দ্বারা ইহার যাথার্থ্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা এক্ষণে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে রাজনীতিজ্ঞেরা রাজনীতি-কৌশলে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়াছেন। দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্রিটিশরাজনীতিজ্ঞেরা কৃষ্ণরাজনীতিজ্ঞদিগের বুদ্ধির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। যখন তাঁহারা যুক্ত প্রস্তাব আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা কত খেলাই খেলিয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণরাজনীতিজ্ঞেরা উপরচাল চালিয়া তাঁহাদের সমুদয় চাল কাটিয়া দিলেন। শেষে ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদিগের মাথা মুণ্ড ও হস্তপদাদি নিষ্ক্রিয় করিয়া আপনি সাধন করিয়া লইলেন। শেষে তাঁহারা হস্ত হত করিলেন, ব্রিটিশরাজপুরুষেরা সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্য দান দূরে থাকুক, একটী গালা দিবারও সহায়তা করিতে পারিলেন না।

ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের এই মাত্র পরাভব নয়। কৃষ্ণরাজনীতিজ্ঞেরা "শীতল সম্মিলন" ও চোরা বালের নাম করিয়া ক্রমে ক্রমে যত আমিনার ব্রিটিশ অধিকার উপযুক্তমত আধিকার বিস্তার করিয়া আপনারা সম্মিলিত হইতেছেন। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা কৃষ্ণরাজনীতিজ্ঞদিগের কৌশল জালে বদ্ধ হইয়া, দুরন্তর সাহায্য দান করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু কৃষ্ণরাজপুরুষেরা ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের থাকা তৃণজ্ঞান করিয়া পারসীকদিগকে সাহায্য দান করিলেন। এ কার্য্যটী ব্রিটিশ রাজনীতির একান্ত অনভিপ্রেত।

ব্রিটিশ নীতিজ্ঞেরা যেমন দুরন্ত ও কার্য্য দক্ষ হইয়াছে অন্ধ নহে কৃষ্ণরাজের অভিপ্রায় কোন কাজে পরাস্ত হইতে পারেন কি? তাহারা, ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের ভয়। তাঁহারা কৃষ্ণের আগমনে বিকল। তাঁহার বল বুদ্ধি ও চতুরতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতি বলবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ভীতির বোধে আপনার অপেক্ষা নিতান্ত দুর্বিনীত নিকট পরাভূত হয়। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা স্বয়ং ভীত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই তাঁহারা অন্য কাহাকে ভয় প্রদর্শন করা বিস্ময় ও বিবশ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণরাজনীতিজ্ঞেরা তাহাতে তাঁহাদিগকে মনে মনে উপহাস করেন; লার্ড বিকনস্ফিল্ডের অধিকৃত ইংলণ্ডীয় অর্থ মেণ্ট মাদ্রাজে সৈন্য পাঠাইয়া আপনাদিগের সৈন্য বল অর্থ বল ও বাহুশক্তির পরিচয় দিলেন। মহা সমারোহে সাহসে ভরসা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীকে ভারতেশ্বরী এই উপাধি দিলেন, তাহাতেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি দর্শনে ভীত হইবে কিন্তু তাহারা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। তাহারা ব্রিটিশ রাজশক্তি ও সমৃদ্ধি দর্শনে ভীত নয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে কাবুলে দূত প্রেরণ করিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা চমৎকৃত হইলে যে কাণ্ড উপস্থিত করিলেন এবং কৃষ্ণেরা তুরস্কে যে কাণ্ড করিয়াছিল, এ উভয়ের তারতম্য করিলেও কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তার ভূয়া লক্ষিত হয়।

আমরা উপরে কহিয়াছি, কৃষ্ণের শঙ্কাই ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের এই অগৌরবের কারণ। তাঁহারা যদি নিঃসঙ্গ হইয়া কার্য্য করেন, এপ্রকার অপযশ হন না। তাঁহারা মন্ত্রিবর্গের দ্বারা কৃষ্ণকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন" এটীও বিড়ম্বনার বিষয়। যাহারা রাজ্যকামুক হয়, রাজ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা যাহাদের অন্তরে নিরন্তর জাগরূক আছে, তাহাদিগকে কি কেহ সন্ধি সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? কি কেহ কখন বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছে? তাহাদের সিদ্ধান্ত এই "সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি" সাহসী পুরুষেরই লক্ষ্মী হয়। এই যুক্তিই তাহাদের নিকটে বলবতী। বন্ধ, ন্যায় ও অন্য যুক্তি তাহাদের নিকটে আদৃত হয় না।

আমাদের রাজপুরুষেরা কৃষ্ণের শঙ্কা পরিত্যাগ করুন। প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের ন্যায় একমাত্র সাহসকেই সীমা রক্ষার উপায়রূপ পাচীর স্বরূপ করুন। তাঁহারা যদি এম প্রমাদের বশীভূত হইয়া আপনাদের সীমা বৃদ্ধির অসঙ্গত চেষ্টা না করেন, যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই রক্ষার যদি দৃঢ়তর উপায় সম্পাদন করেন এবং কৃষ্ণের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে যে উপায় অবলম্বন করিলে নিজ রাজ্যের রক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহা যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কখন তাহারা কোথায় এরূপ ব্যবহার করিবেন যে কৃষ্ণেরা তাঁহাদের শঙ্কায় শঙ্কিত হইবে কেন তাহা না করিয়া এরূপ ব্যবহার করেন যে যাহা দেখিয়া কৃষ্ণেরা স্পষ্ট বুঝিতে পারে তাহারা রণেরই শঙ্কায় বিষম শঙ্কিত হইয়াছেন। তাহাতেই ত কৃষ্ণদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতেই ত তাহারা প্রথম পাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা রাজপুরুষদিগের আর একটী প্রমাদ কার্য্য দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া থাকি। ঐ পূর্ব্বোক্ত আচরণের মূলও ঐ কৃষ্ণের শঙ্কা। এ সময়ে মিত্ররাজ্যের ও প্রজার অনুরাগের ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের একটী প্রধান সহায়। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনার দোষে নানা প্রকার দূষিত আইন করিয়া তাহাদিগের বিরাগ উৎপাদক কার্য্য দ্বারা সেই সহায়বলকে খর্ব্ব করিয়া তুলিতেছেন। এটীও নিতান্ত দূষিত রাজনীতি। মিত্র রাজগণ ও প্রজাগণ যাহাতে দৃঢ়তর অনুরক্ত হয়, সেই উপায় অবলম্বন করুন। ঐ একমাত্র অনুরাগই কৃষ্ণের দুই ভুজের তুল্য স্বরূপ হইবে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা সহস্র কাবুল

জয় করুন, সহস্র সাহেবকে স্বদেশে আনয়ন করুন তাহাতে যে ফল লাভ হইবে, মিত্র রাজেশ্বরের ও প্রমাগণের কপালাঘাতে তাহার অপেক্ষা সকল অংশে অধিক ফলদায়ক করিতে পারিবেন। কল যে অভিলাষ তাহার অধিকারে যে, সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার সম্ভাবনা নাই, ভারতের হৃদয়শালী বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি মাত্রেরই সে সংস্কার আছে।

অতএব ভারতবাসীরা কলের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিবেন না, এটী নিশ্চিন্ত কথা। তবে যদি রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া তুলেন, তাহা হইলেই বিপরীত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। ক্রোধে মস্ত হইলে লোক দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান-শূন্য হয়। তখন তাহাদিগের নানা সাহেবের ন্যায় দূষিত পথ অবলম্বন করা বিচিত্র ও বিস্ময়কর হয় না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এতদিন কল জন্য ভীত ভীতের ন্যায় যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার এখন আর পরিবর্ত্তনের উপায় নাই। গত পোড়না বিফল। অতঃপর তাঁহারা দূষিত রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া সাহসিকতার কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন এবং নিজ রাজ্যকেই উন্নিখিত উপায়ে দৃঢ়তরক্তপে অনুরক্ত ও সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন।

বাণিজ্যের স্বাধীনতা।

গত সপ্তাহের মধ্যে এক সঙ্গে দুটী সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। একটী সংবাদ এই, কয়েক মাসের মধ্যে লণ্ডন নগরে নানা দেশের সমস্ত বণিকদিগের একটী প্রতিনিধি সভা বসিবে। তাহাতে বাণিজ্যের স্বাধীনতা বিষয়ের বিচার হইবে। দ্বিতীয় সংবাদ এই, রুশিয়া সম্প্রতি বিদেশ হইতে আনীত সমুদায় দ্রব্যের শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই উভয় সংবাদ একত্র পাঠ করিলে দুই প্রকার বিপরীত চিন্তা অন্তরে উদিত হয়।

বাণিজ্যের স্বাধীনতার অর্থ কি? উহার অর্থ এই, বিদেশ হইতে আনীত, অথবা স্বদেশ হইতে প্রেরিত কোন প্রকার দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিলে বাণিজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া যায়, বণিকদিগের লাভবান হইবার আশা অল্প হয়, সুতরাং তাহাতে বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত করে। ইংলণ্ডে একবার অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া এই স্থির হইয়াছে যে বাণিজ্যকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে দেশের কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। রুশিয়া সম্প্রতি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই, তাঁহারা বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্যাদির উন্নতি করিবেন। ইহাকে ইংরাজীতে প্রোটেক্সন অর্থাৎ স্বদেশের শুল্ক জাত দ্রব্যাদির রক্ষা বলে। কেবল যে রুশিয়া এই পন্থাবলম্বী, তাহা নহে। ফলতঃ আমেরিকা প্রভৃতি এই রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা বাণিজ্যের স্বাধীনতার পক্ষ, তাঁহারা বলেন যদি বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের উপর শুল্ক হয়, তদ্দ্বারা দেশবাসিদিগেরই ক্ষতি হয়। মনে কর আমি ভারতবর্ষের লোক ৫০ লক্ষ মূল্যের বিলাতি কাপড় পরিধেয় করিতেছি। যদি আর গবর্ণমেণ্ট বিলাতি কাপড়ের উপর শতকরা ১০ টাকা শুল্ক বাড়াইয়া দেন, তাহার ফল এই হইবে যে বিলাতি কাপড় শতকরা দশ টাকা মহার্ঘ্য হইবে। লোক পাগা হইয়া দেশীয় বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিবে। মনে কর তাহাতে আরও অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টাকা বস্ত্রের জন্য পড়িবে। এ বিশটি লক্ষ মুদ্রা কার গেল? বস্ত্রের জন্য এই বিশটি লক্ষ না পড়িলে এ টাকা কি অন্য অনেক কার্য্যে লাগিতে পারিত না? অতএব বাণিজ্যের স্বাধীনতাতে দেশের লোকেরই লাভ এই যুক্তিটীর মর্ম্ম গ্রহণ করিলেই পাঠকগণ মাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায়ের উক্ত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা যে সকল বলিয়া থাকেন বিলাতি বস্ত্রের শুল্ক তুলিয়া দিলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের লাভ, আমার কাপড় ওই।

এখন প্রশ্ন এই অপর কারিগর এই রাজনীতির অনুসরণ করেন না কেন? যে দ্রব্য স্বদেশে প্রস্তুত করা বহুব্যয়সাধ্য সে দ্রব্য বিদেশ হইতে আনিতে আপত্তি কেন? তাহাতে বাধার উপস্থিত করিলে যে পাকারাস্তরে প্রজাদিগকে অধিক মূল্য দিতে হয় তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে পারেন না? ইহার মধ্যে যুক্তি আছে। যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনের অনুকূল নহে, সে দেশে যদি বিদেশ আনীত হয় তাহাতে লোকের বাস্তবিক লাভ হয়। দেশের উদ্যম যাহা অন্যে না করিলে স্বয়ং তাহার করিতে যাইলে প্রয়োজন হয়, তাহা স্বদেশে উৎপন্ন করিবার প্রয়াস না করিয়া বিদেশ হইতে আনিবার সুবিধা করা বুদ্ধির কার্য্য। কিন্তু মনে কর ভারতবর্ষে অনেক লোমশ পশু আছে, কিন্তু লোকে সেই সকল লোম হইতে সুন্দর মোজা উৎকৃষ্ট শীত বস্ত্র প্রস্তুত করিতে অদ্যাপি শিক্ষা করে নাই। এই রূপ অবস্থায় যদি বিদেশের সুন্দর শীতবস্ত্র সকলকে দেশে আনিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে কৌশল আর শিখিবার অবসর হইবে না। সুতরাং দ্রব্য বাজারে থাকিতে লোকে কখনও দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিবে না। এরূপ স্থলে কিঞ্চিৎ শুল্ক স্থাপন করিয়া বিদেশীয় শীতবস্ত্র সকল দুর্মূল্য করিয়া দেওয়া যায়, লোকে বাধ্য হইয়া স্বদেশজাত বস্ত্র সকল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। স্বল্প শুল্কের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ হইতে থাকে, লোকে শুল্কের উন্নতি সাধনে সময় হয় এবং অচিরে কৌশল শিক্ষা করে। তৎপক্ষে বিদেশীয় দ্রব্য দুর্মূল্য হওয়াতে দেশের ক্ষতি হইল বিদেশীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে যে আপাততঃ দরিদ্রের সেরূপ ক্ষতি কিন্তু পরে সমুদায় ক্ষতি পূরণ হইয়া লাভ হয়। এই অনুসরণ করিয়াই আমেরিকা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন।

কিন্তু বস্ত্র কোন্ কোন্ দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া উচিত? অন্ন বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী যত কম হয়, ততই ভাল। ইংলণ্ড সহিত যখন আমেরিকার যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছিল তখন আমেরিকাবাসিদিগের একটী মহৎ কষ্ট উপস্থিত হয়। তখন ইংলণ্ড হইতেই আমেরিকাবাসিদিগের অধিকাংশ শীত বস্ত্র যাইত। কিন্তু উপস্থিত হওয়াতে উভয় দেশের বাণিজ্যালাপ সহসা বন্ধ হইল। আমেরিকাবাসিদিগের অত্যন্ত বস্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হইল। এরূপ শুনা যায়, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে রাজস্ববিধি স্থগিত করিয়াছিলেন। তখন যদি আমেরিকা বিদেশীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া স্বদেশজাত অনেক দ্রব্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। অথচ ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা লইয়া আমেরিকাতে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া, অনেক দ্রব্যই উৎকৃষ্ট পাকা প্রস্তুত করা হইয়া আমাদিগের মাথে স্বাধীন বাণিজ্যের মর্ম্ম আমাদের সমস্ত সাধারণের কোন প্রতীতি নাই। ভবিষ্যৎ [illegible] বণিকদিগের নাম ভারতবর্ষে [illegible] করিয়া কথা কহিতে দেখা যায়।

কলিকাতার আমাদের আত্মীয়ের একটী কন্যা [illegible] যে সকল বাঙ্গালি মহিলা ও সমাজে [illegible], ইহাদিগের বিদ্যালিকা হইতেছে না বলিয়া [illegible] করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] বঙ্গমহিলা নামক সেই পত্রখানি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি এখন কলিকাতায় যে সকল মহিলাকে দেখিতেছেন, তাঁহাদের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে যত্ন নাই। কিন্তু অন্যদেশে উদ্যমক্রমে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। তিনি [illegible]

নাহিনিবন্ধনের অবশ্য [illegible] অতএব উঁহার [illegible] গ্রন্থার [illegible] র্গিক নয়। আমরা [illegible], বঙ্গদেশের কার আছে, [illegible], কিন্তু তাহাকে শিক্ষা [illegible] হইলে [illegible] হয়, বলে [illegible] উহে [illegible] হয়; তাহার বলে [illegible] এবং অন্যায় জ্ঞান হলে সে শিক্ষা [illegible]। সে শিক্ষা কস্মিন্ কালেও বঙ্গবাসীদের অনুকূল [illegible] ও পারিবারিক সুখ-ভাবে অধিকারী হয়।

আমরা স্ত্রীশিক্ষার কয়েকটী প্রতিবন্ধক দেখিয়াছি। প্রথম, বাল্য বিবাহ। এই দ্বারা বিবাহ [illegible] পড়িয়া স্ত্রীগণের নিয়মিত শিক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র আছে—

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নবমে রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী, দশম বর্ষীয়াকে কন্যা বলে। তাহার পর রজস্বলা।

অনেকে অষ্টম বর্ষেই কন্যার বিবাহ দেন। অনেক সৌভাগ্যশালী, যিনি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার সব কন্যাই বিবাহার্থী হইয়া পড়েন। দশম বর্ষে কন্যার রজঃ হইল। সেই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার লেখাপড়ার [illegible] বন্ধ হইয়া গেল। এ অবস্থায় [illegible] শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা কি?

পিতৃগৃহে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া স্বামিগৃহে গিয়া তাহার অনুশীলন করিবে শাস্ত্র, সেই শিক্ষা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। বিনা স্বামিগৃহে শিক্ষায় সমাজের পুষ্টি লাভের বড়ই বিঘ্ন। বাল্যবিবাহ নিবন্ধন পুরুষদের কতকগুলি [illegible] প্রায়ই পরিণয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং যেই শিক্ষা মাতা হইবার উপযুক্ত পাত্রদিগকে তাঁহাদেরই মতের অধীন ও অনুবর্ত্তী হইয়া নিতে হয়। তাহারা যে স্বাধীন ভাবে উচ্চাঙ্গের আপন স্ত্রীর শিক্ষাকার্য্যের বন্দোবস্ত করিবে পথ থাকে না। অনেকেরই শিক্ষা এই কারণে হইয়া যায়; সুতরাং তাহারা পিতৃগৃহে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া আইসে আলোচনার অভাবে ক্রমে তাহা বিস্মৃত হইতে থাকে।

অনেকের আবার অবস্থা একান্ত মন্দ। সুতরাং তাহাদের স্ত্রীগণ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া এত অবসর পায় না যে অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে পারে। অবসর মন্দ হইবারও কারণ এই যে [illegible] লোক হইয়া বিবাহ করে না। সুতরাং তাহাদের স্ত্রীগণ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায় না। মন সুস্থির ও অবসর যদি না রহিল, পাঠে প্রবৃত্তি হওয়ার ও অধ্যয়ন করা নিষ্পন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

সাধারণে হিন্দুসমাজের সকলে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝিতে পারেন না, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীশিক্ষা হইতে অনিষ্টেরই আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের স্ত্রীগণের অবসর থাকে তাহারাও স্ব স্ব কন্যা ও কন্যাধিককে অধ্যয়ন কার্য্যে বিনিয়োজিত করে না। এইরূপ নানা কারণে ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিঘ্ন ঘটিয়াছে। অনেকে বলেন বঙ্গদেশের স্ত্রীগণের সুশিক্ষা হইতেছে কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সেটী অনবদ্য মাত্র। অনেক ইংরাজীর ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মনে করিয়া যা কম বঙ্গদেশে উত্তম স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে। সে দিন সার রিচার্ড টেম্পল বক্তৃতাকালে একথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য ইউরোপীয়েরাও সময়ে সময়ে এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদিগের এটী ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যে সকল স্থানিকার বিঘ্ন, আমরা যাহার কতক গুলির উল্লেখ করিলাম, যাবৎ সেই বিঘ্নগুলি তিরোহিত না হইবে তাবৎ তাহার রমণীগণের প্রকৃতরূপ শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। সুকুমারী মিস্ কুকক্ষ্যা ও উপাজ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাদের দলের কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে নীচ স্ত্রীশিক্ষা পুরুষানুক্রমিক দেবমালার ন্যায় ভারত গগনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলে। আমরা যে পক্ষের প্রসঙ্গে এ কথাগুলি বলিলাম তাহা এই—

"বঙ্গ পুরুষ কন্যা পরমেশ্বর নর নারীকে সমান মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং তজ্জন্য উভয়েই সমান বিদ্যা বুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম কিন্তু এদেশীয় স্ত্রীগণ শিক্ষাভাবে তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াতে নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছেন। যদি উঁহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহা হইলে উঁহারা কোন ক্রমেই পুরুষগণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন ইহা বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশে অনেকেই স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের যত্ন সফল হইতেছে, কিন্তু উচ্চ পশ্চিমাঞ্চলীয় বাঙ্গালিগণের তাদৃশ আস্থা না থাকায় এ প্রদেশীয় বালিকাগণের কিছু মাত্র বিদ্যা শিক্ষা হয় না কেবল আমাদের মিসনের অনুগ্রহে অক্ষর পরিচয় হইয়া উপন্যাস ও নাটকাদি পঠনের শক্তি জন্মে। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার ফল লাভ হয় না। এই সকল কেবল অভিভাবকদিগের অযত্নের ও উদ্যম শিক্ষকের অভাবের ফল। যদি অভিভাবকগণ স্বীয় স্বীয় বালিকাগণের শিক্ষার্থ যত্নবান হইয়া সহস্রার সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক সুশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে অনায়াসে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এখানে ন্যূনাধিক প্রায় ২০০ শত বাঙ্গালি বসতি করেন। ইঁহারা সকলে উৎসাহী হইলে একটী বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কোন ক্রমেই কঠিন হয় না। অতএব তত্র মহাশয়গণের সমীপে প্রার্থনা এবিষয়ে কথঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে। এখানে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে বালকগণের বঙ্গভাষা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদন হইতেছে কিন্তু ইহা কি চমৎকার বিষয় নহে যে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কেহই চেষ্টিত নহেন।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের যেরূপ অবস্থা তদ্দর্শনে তাহাদিগকে বাল্যাবস্থায় শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক কেন না দশম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের বিবাহ হয় এবং তদবধি তাহারা গৃহিণী হইয়া গৃহধর্ম্মে নিযুক্ত হয় ও অন্য তৎকালে তাহাদের সুবিধা ও অবকাশ দুইয়ের সম্পূর্ণরূপে অভাব হইয়া উঠে। স্থানীয় অনেক স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সভা সংস্থাপন ও পুস্তকাদি সম্প্রতি প্রভৃতি সংপ্রতিষ্ঠান দ্বারা দেশের হিত চেষ্টা করিতেছেন: কিন্তু যে পর্য্যন্ত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে স্ত্রী বিদ্যার উন্নতি না হইবে তাবৎ দেশোন্নতির আশা কোথায়? যদি উক্ত মহাশয়গণ যথার্থ দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে স্থানীয় অভাবটী দূর করিয়া বঙ্গবালাদিগের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হউন, ইহাই একান্ত মনে প্রার্থনা।"

হিন্দুসমাজের এতদ্দেশীয় আস্থা।

পাঠক শ্রোতৃ স্থলে দেখিবেন একজন পত্রপ্রেরক বৈদ্যসমাজের অবস্থালোচনের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কেবল বৈদ্য সমাজের কেন যাবতীয় হিন্দু সমাজেরই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সাময়িক বিপ্লব তীব্র বিষের ন্যায় সমাজের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া উহাকে একান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কোন সমাজই আর সেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের হিন্দু সমাজ নাই। এখন আর প্রায় কেহ জরায়ুশীতে বার্ত্তাকু ভক্ষণে স্নুতহানির শঙ্কা করেন না। হাঁচি ও টিকটিকির আর কাহার ঘরনোযোগ নিবারণ করিতে পারে না। সিদ্ধিদাতা

গণেশও আর যাত্রা কালে স্মৃত ও পূজিত হন না। আহার দোষ ও অন্ন বিচার এখন অন্তর্ধান করিয়াছে। পূর্ব্বে যে শূদ্রে দর্শন করিলে যে ব্রাহ্মণের অন্ন ছুই ও পরিত্যক্ত হইত, সেই ব্রাহ্মণে এখন সেই শূদ্রের উচ্ছিষ্ট পাত্রের প্রসাদভোজী হইয়াছে। নিত্য কর্ত্তব্য সন্ধ্যা স্নানাদির বন্ধন শ্লথ হইয়াছে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের সহিত এখন দেখা সাক্ষাৎ করাও ভার হইয়া উঠিয়াছে। এখন যবনের পাত্রের বাতাস লাগিলে স্নান করে এরূপ লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন রেলগাড়ীতে যবন ও মেচ্ছাকুলীন ব্রাহ্মণ অবলীলায় হইয়া গমন করিতেছেন। গাড়ীতে উঠিলেই আহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। ইংরাজী লেখাপড়ার যত চর্চ্চা বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, ততই হিন্দুসমাজ মধ্যে ঐ সকল বিপ্লবেরই অধিক প্রাদুর্ভাব হইবে। মুসলমানেরা ঘোর জবরদস্ত বাদি প্রতাপ দ্বারা যে বিপ্লব ঘটাইতে পারে নাই, এক ইংরাজীশিক্ষা ও তদ্বারা নিঃসপত্নপক্ষে সেই বিপ্লব ঘটাইয়াছে।

যাঁহারা কলাবলি করিয়া হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার এমন করিবার চেষ্টা পান এবং হিন্দু সমাজের দোষ সংশোধন করিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ রাখিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত মান্য। এখন হিন্দু সমাজের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়াছে। এখন আর উহা সংস্কার প্রতীকার করিবার সম্ভাবনা নাই। এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিপ্লব স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতে গামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপণ্ডিত ও অপদস্থ হইবেন এমত নয়, তাঁহাদের হইতে হিন্দু সমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

আমরা যে অনিষ্টের কথা কহিতেছি সেটা সামান্য নহে। পূর্ব্বের মত পীড়াপীড়ি করিতে গেলে হিন্দু সমাজের ভ্রূণে সাংঘাতিক প্রাণান্তক ক্ষতি বিকল হইয়া উঠিবে। পুরুষকার লোকেরা যে আচার ব্যবহারকে হিন্দু সমাজের জীবন স্বরূপ জ্ঞান করিতেন, সে আচার ব্যবহার এখন শিক্ষিতদের লক্ষপ্রতিষ্ঠ নয়। যাঁহারা সেই আচার ব্যবহার রক্ষার দৃঢ়তর যত্নবান হন, শিক্ষিত দল তাঁহাদিগকে অজ্ঞ বলিয়া উপহাস করেন। এরূপ অবস্থায় শিক্ষিত দলকে যদি পূর্ব্ব আচারনিষ্ঠ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, বন্ধনমাত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। শিক্ষিতদল সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দূরে প্রস্থান করিবেন। হিন্দু সমাজ যদি শিক্ষিতদের বর্জ্জিত হন, তাহা হইলে সাংঘাতিক অনিষ্টকর হইবেন। এক্ষণকার শিক্ষিত হিন্দুরাই সাংঘাতিক অস্ত্র স্বরূপ। অতএব এখনকার কর্ত্তব্য এই, যাঁহারা হিন্দু সমাজের প্রধান, তাঁহারা মিলিত হইয়া এক্ষণকার কালোপযোগী ব্যবস্থা করুন। সময়ে সময়ে হিন্দু সমাজে যেমন কালোপযোগী পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে। অতি প্রাচীন কালের আর্য্যেরা গোমেধ আশ্বমেধ করিয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন এবং চতুর্বর্ণে বিবাহ ও চতুর্বর্ণের অন্ন ভোজন করিতেন। তাঁহার পরিবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এইসকল ব্যবহারে দোষ বিবেচনা করিয়া বর্জ্জিত করিয়া দেন। "সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং"। ইত্যাদি কলুনন্দনধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন দর্শন করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন। এখন আবার উহার পরিবর্ত্ত করিবার কাল উপস্থিত হইয়াছে। এখনকার মনীষীরা এখনকার উপযোগী বিধি বিধান করুন। এখন হলাহলি কেবল চলাচলি হইয়া উঠিবে।

বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া যে সকল বিধি প্রচলিত করেন, পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাহাতে দোষ বিবেচনা করিয়া তাহা যে স্থগিত করিয়া দেন তাহার প্রমাণ এই:—

কলৌ অসবর্ণাসু অবিবাহাদয়শ্চ ত্রয়োদ্রাদশীবৎ।
সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা।
দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ।
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ।
মাংসাদনং গোমেধিত্বং। হেমাদিপরাশর ভাষ্যোদ্বাহাদিতত্ত্বধৃতবচনং।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরাশ্বমেধকৌ তথা।
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আমন্ত্রণক্রিয়াধারা কন্যাদুষ্টে নিবর্ত্তনং।
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশোবিদ্যতেঽধিকঃ।
দুষ্টস্ত্রীসংপ্রযোগশ্চ দুষ্টক্লেশস্তথৈব চ।
প্রায়শ্চিত্তবিধানেন বিপ্রাণাং মরণাধিকং।
মাংসদানেন শ্রাদ্ধেষু মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং পুত্রস্যেব পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেণ হ্যক্ষরং শ্রাব্যং কুতস্তস্মিন্ধনৌরসাৎ।
দেবরাদ্বা সুতোৎপত্তিঃ তীর্থদেবাদিতস্তথা।
সাক্ষাদ্বাপি শূদ্রতা লক্ষণাদিক্রিয়াদি চ।
দুষ্টস্ত্রিয়মবর্জ্যৈব বৃষাহিমরণং তথা।
ইত্যাদীনামভিধানে এতানি শ্লোকজন্তুবঃ।
কলেরাদৌ মহাশক্তিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ত্তৃভিঃ
ব্যবস্থা পুনরুক্তা চেৎ। *
সময়স্যাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবৎ স্মৃতেঃ।

কলিতে অসবর্ণা কন্যা যে বিবাহ নব বৃহন্নারদীয় পুরাণ সে কথা কহিতেছেন। যথা সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, অসবর্ণ কন্যার বিবাহ, দেবের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে বিবাহ নিমিত্ত পশুবধ, শ্রাদ্ধ স্থলে গো মহিষাদির মাংস ভোজন, বানপ্রস্থ আশ্রম, দত্তা কন্যার অন্যকে পুনর্দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমুদ্রযাত্রাতে গমন করিয়া দেশ ত্যাগ, গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই ধর্ম্মগুলিকে পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। হেমাদ্রি ও পরাশরভাষ্য ধৃত আদিপুরাণেও এই সকল বিষয়ের ও অন্যান্য বিষয়েরও নিষেধ করিয়াছেন। যথা—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমণ্ডলু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, দত্ত কন্যার পুনর্দান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যের অসবর্ণা বিবাহ, বয়ঃ কৃত, আতঙ্কারী (ব্রহ্মবাদক) ব্রাহ্মণের হিংসা, বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ, ঔরস ও বেদজ্ঞান নিবন্ধন অশৌচ সংকোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধের মাংস দান, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরি ইত্যাদিদের অন্ন ভোজন, অতি দূরে তীর্থসেবা, শূদ্রকৃত ব্রাহ্মণাদির পাকক্রিয়া ভক্ষ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া যা অগ্নি প্রবেশ করিয়া মরণ, বৃষোৎসর্গ মরণ, এই সকল করিয়া যদি এই ত্রেতে কলির প্রথমে মহাত্মা পণ্ডিতগণ লোক রক্ষার্থ ব্যবস্থা পুনঃ এই কয় গুলির নিষেধ করিয়াছেন। সাধুদিগের নিয়মও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যেমন সময়ের মঙ্গল হইবে মনে করিয়া তাঁহাদের গুরু আচারগুলিকে ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তেমনি এখনকার সমাজ-বৃদ্ধ বিবেচক কতকগুলি বিষয়ের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

রোম ২৫ এ নিবেম্বর। পোপ আইরলণ্ডের পোতনীয় অবস্থার বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই গোলযোগ শান্তির পরামর্শ দিয়াছেন এবং পাদরী ও প্রজাদিগকে বলিয়াছেন বিদ্রোহী ব্যক্তি দিগের সহিত প্রজাদিগণ যাহাতে মিলিত হইতে না পারে সর্ব্বদা সে চেষ্টা করা উচিত।

মিউনিচ ২২ এ নিবেম্বর। একজন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান দ্বারা এরূপ প্রকার সুদৃঢ় নীল প্রস্তুত করিতেছেন ইহা ভারতবর্ষীয় নীলের সমকক্ষ।

লণ্ডন ২৭ এ নিবেম্বর। নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে পরিচকস্টম নামক স্থানে যে সকল বুয়ার বোয়ার্স জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অনন্য

[illegible] ১৮ [illegible] ১৮ [illegible] ১৮ [

মেরি কাপার্ট নাম্নী একটী ফরাসী রমণীর পতি ভক্তি দর্শনে আমরা প্রীত হইয়াছি। এই স্ত্রীলোক-টীর স্বামী স্ত্রীর আবাসভূমির সন্নিহিত কোন স্থানে কার্য্য না পাইয়া প্যারিস নগরে গমন করেন। কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল তাঁহার উৎকট পীড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট এরূপ অর্থ ছিল না যে তিনি সত্বরে নিজের চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইতে হইল। স্ত্রীলোকটী এসকল বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট যাইবার সংকল্প করিলেন এবং শিশু সন্তানটীকে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার হস্তে কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত হইলেন না বরং তাঁহার উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার বাটী হইতে প্যারিস নগর তিন শত মাইলেরও অধিক। তিনি পদ-ব্রজে এই পথ গমন করেন। তিনি ক্রমাগত পথ ব্রজে ভ্রমণ করাতে এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে উত্থান শক্তি-রহিত হইয়া রাস্তার নিকট পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। অনন্তরে পুলিস তাঁহাকে লইয়া যান এবং তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধান করেন। অবশেষে জানা গেল তাঁহার পঁচছিবার ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোক তথায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে পৃথিবীতে বিস্তর স্বর্ণ আছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে পৃথিবীতে যে স্বর্ণ আছে তাহার মূল্য ৩০০০০০০০০ টাকা। ইহার সমুদয়ই বিশুদ্ধ নহে।

অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন যেমন দমকল দ্বারা জল তুলিয়া লোকে অগ্নি নির্ব্বাণ করে, ইহার দ্বারা সেরূপ কিছু করিতে হয় না। সোডিয়ম নামক ধাতুর কয়েকটী রাসায়নিক যোগের সংযোগে এরূপ ভাবে গ্যাস উৎপন্ন করা হইয়াছে যে ইহা দ্বারা ৫ ঘণ্টারও অধিক অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

আমরা ১২৮৮ সালের ডায়েরীতে একটী নূতন পত্রিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। অল্প মূল্যে এই পত্রিকায় আবশ্যকীয় কথা পাওয়া যায়।

ভিক্টোরিয়া পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পর্ব্বতের নিম্ন এক স্থান দিয়া একপ্রকার উত্তপ্ত ধাতব পদার্থ বহির্গত হইতেছে।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কে আদমসুমারের গণনাকারিদিগের যে সভা আছে, তাহার সভ্যগণ পার্কার সাহেব ও অপরাপর সভ্যের মতানুসারে স্বপক্ষ সমর্থনার্থ তত্রত্য আদালত সমূহের প্রধান উকীল প্রভৃতিকে লেখন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সংস্কৃত কালেজে যাহাতে ভবিষ্যতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী কোন বালককে গ্রহণ করা না হয় শিক্ষা, বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব এই মর্ম্মে প্রস্তাব করাতে কলিকাতার বিশপ্ সাহেব ঐ পত্রে ঐ আদেশ রহিত করিবার প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরচিত উড়িষ্যার ইতিহাস উড়িষ্যা ইমারত বাহাতে মুদ্রিত হইয়া তত্রত্য বালকগণের পাঠোপযোগী হয় এমত কটকের আদালতের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রোফেসর হোরাস বেল টেলিগ্রাফিক প্রক্রিয়া দ্বারা আলোকের দ্বারা লিখা শব্দ লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। টেলিফোন দ্বারা যেমন দূরস্থ লোকের সহিত কথোপকথন করা যায়, ইহা দ্বারা সেরূপ করা যাইতে পারে। টেলিফোন দ্বারা যেমন শব্দের পরিচালিত হয়, ইহা সেরূপ না হইয়া আলোকের দ্বারা পরিচালিত হইবে অর্থাৎ আলোকই শব্দবহ হইবে।

গত বৎসর ভারতবর্ষীয় ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় আমেরিকা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই চাদরের কাপড়।

অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে আমরা অবগত হইলাম যে ঢাকার আদালতে একটী মোকদ্দমা হইয়াছে। ঐ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষীয় লোকেরা ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে বলেন যে তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ কেন? তোমরা কলিকাতায় যাও। তথায় গিয়া তোমাদের মোকদ্দমা করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কথা শুনিয়া তাহারা কলিকাতায় আসিয়া মোকদ্দমা করিতেছে।

কলিকাতার হেদোতলা কমিটোলা প্রভৃতি কয়েক স্থানে আগামী তিন মাসের মধ্যে পানীয় জলের ট্যাঙ্কি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

আগামী ৪ঠা ফাল্গুনে বিক্রমপুরী সভার ষষ্ঠ বার্ষিকী হইবে।

১২৮২ অব্দের ৩রা মাঘে ভাগলপুরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষা প্রার্থীদের এবার নূতন নিয়ম হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এখন বড়ই অভিমানমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা অতি ছোট কাজেও বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি নর্থ সিটি কলেজের কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায় পাইতেছে এই প্রকার এক সঙ্কট পড়িয়াছেন। তিনি স্বীয় বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তার কল বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কর্পোরেশনের মেডিকেল অফিসর ম্যাজিষ্ট্রেট ও ১৯ নং আপীল আদালতে এত্তেলা দেন এবং কুমার যোগেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতে তাহাতে আদেশও নিষ্পন্ন করেন। পরে তিনি কোন অপরিহার্য্য কারণ নিবন্ধন অনুপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা এই কথা লিখিয়া পাঠান যে তুমি সভায় না আসাতে মাজিষ্ট্রেট অবজ্ঞা করিয়াছেন। তোমাদিগের দেশের উপকারের নিমিত্ত এই মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তুমি সভায় আসিলে না। আবশ্যক টাকার এখনও ৮ হাজার টাকা বাকী, অতএব তুমি ইহার একটী বিলাপ করিবে। কুমার যদি বিলাপ না করেন, তাহার বিপক্ষ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তাঁহার বিলাপ করিবার শক্তি আছে কি না তাহার তাঁহারা বিবেচনা করিবেন না। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি কুমারের যদি কোন পক্ষে বিলাপ করিবার ক্ষমতা থাকিত তিনি অবশ্যই তাহার আশ্রয় লইতেন। সাহেবদিগের এ পক্ষের পরিবেদনা নিবারণ আমাদের দেশের রাজা ও ধনিলোকেরা উদ্যম হইতে বলিয়াছেন।

ফরাসী রাজ্যে প্রজাদের আয় ৩০০০ লক্ষ টাকা, প্রোটেস্টনের ৩৫০ লক্ষ, ইংরাজীর ৩৫০ লক্ষ এবং ইমারতের ৫০ লক্ষ আছে হইয়া থাকে।

নিউ-সিউথ ওয়েলসের প্রকাশ্য বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হইতেছে।

গত বৃহস্পতিবারে পূজা বৃহস্পতিবারে অবর্ণ মেণ্ট হাউসে ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ডিউক ও ডচেজের সোদরেট হাউসে আগমন সম্বন্ধে, গোয়ের বাণিজ্য বিষয়ে, মাদ্রাজের অপরাধ বিচারকদিগের বিষয়ে, ওয়াকফের সমাধান বিষয়ে, তুর্কিস্থানের রাজ্যের প্রতিরক্ষক সংক্রান্ত বিষয়, ও অন্যান্য গোপনীয় কোম্পানির বিষয় সমর্পিত হইয়াছে।

মহারাজ বাবু নন্দকৃষ্ণ পাল এককালে ৫ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে কিন্তু অনেক লোকে খ্রিষ্টানের অবর প্রাপ্ত হন না তাঁহারা এই মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ নাই এক দিনের পর তাহারা দেখা দিয়াছে; সুতরাং তাহারা বড় হইবার, সুতরাং তাহার [illegible] লইয়া থাকা অপরাধ নহে।

তিনি গভর্নর মাননীয় কাউন্সিলে [illegible] করিয়াছেন অর্থাৎ [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ঐ টাকা [illegible] করিয়াছেন। সমাচার পত্রে [illegible] ঐ [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট [illegible], অন্যান্য যদি [illegible] তাহা হইলে তাহাদিগের মাথায় পা দিয়া [illegible] করিবে। এবিষয় অনেক প্রজা তাঁহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া আবেদন করিয়াছিল। [illegible] বিচারপতি সাহেব এই বিষয়ের তদন্তের অনুষ্ঠান করিয়া এক রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। [illegible] সাহেবের দুষ্কর্মের বিষয় [illegible] করিয়াছিল, তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নগর হইতে নদীর ধারে ধারে [illegible] তাহাদিগের দাসত্বানুসারে দুই বৎসরের মধ্যে ঐ টাকা তুলিয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি নফর বাবুই ঘরা পড়িয়াছেন, কিন্তু যাহারা ঐ পত্রের দান করেন তাহাদিগের অধিকাংশই নফর বাবুর ন্যায় প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া লইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর ছইজন দেশীয় পদাতিসৈন্যকে সাঁওতাল পরগণায় যাইতে আদেশ দিয়াছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোগক ছইবে মাঝি চালাবিদ্যের নিকট গত হইয়াছে।

ইংরাজবিদ্বেষের কাণ্ডই অপূর্ব্ব। এডিনবরার মিসেস কাটার নামক এক বিবি তাঁহার স্বামীর নামে সেসন আদালতে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার অল্প কাল পরেই তাঁহার এক কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিচারপতি কাটার সম্বন্ধে বিবি কাটারের অভিযোগ নিরাকরণার্থ বাদিকে ৬৫ হাজার টাকা প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। পিতা কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ! এ কথা শুনিলেও চক্ষু স্থির হইয়া পড়ে।

সাতারের লোকে কানুন সুদ্ধে ফেলেদের হস্তাটির বীরত্বনা দেখিয়া তাঁহাকে পর বাহাদুরী দিয়াছেন। অনেকে তাঁহার [illegible] হইতে কাপ্তানের [illegible] পুরস্কার ও স্বরূপ [illegible] টাকা দিবার জন্য পার্লিমেণ্টকে অনুরোধ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাই [illegible] বীরত্ব অপেক্ষা চতুরতাই অধিক [illegible] হইয়াছে।

ইংলণ্ডে আয়াত্মিক বড় প্রবল ও কড় হইয়া গেল প্রবল হইয়াছে। [illegible] কি অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এখনো প্রকাশ পায় নাই।

হাইদরাবাদের নিজামের গদি [illegible] ঘটনা [illegible] মান সম্পাদকের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

আমেরিকাতেও অত্যন্ত বরফপাত হইয়াছে। ডিবিবন শীতেরও আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

কাশ্মীরে অতি আশ্চর্য্য চৌর্য্য হইয়া গিয়াছে। এক দিবস রোকিথ হইতে ইবকোহামার তারে এই সংবাদ আইল, টেলিগ্রাফের আফিসের আড়াই শত ডলর দিবার আদেশ করিয়াছেন। যাহাকে ঐ ডলর দিবার আদেশ হয়; সে আবেদন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে টাকা দেওয়া হইল, কিন্তু পরে প্রকাশ হইল সমুদয়ই পেত্তারবাজীতে।

চার্লস ব্রাকে নামক এক জন ইংরাজ ১৮৭৮ অব্দে ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁহার স্ত্রীকে সেফিল্ড নিবাসী চার্লস ষ্টুই নামক এক ব্যক্তির নিকট ১০ বিক্রয় করেন। তাহাদিগের এই বন্দোবস্ত হয়, যত দিন পিটার জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি তাহার স্ত্রীর অন্য যাওয়া করিবেন না। পিটারের মৃত্যু হইলে চার্লস ষ্টুইএ নামক এক ব্যক্তি ঐ স্ত্রীকে নয় পেন্সে ক্রয় করে, এক্ষণে পূর্ব্ব নিয়ম পত্রের বন্দোবস্তানুসারে চার্লস ব্রাকে পুনরায় তাহার স্ত্রী পাইবার জন্য আদালতে নালিশ করিয়াছে।

পারস্যরাজধানী হইতে সংবাদ আসিয়াছে কেবালিরাম নিবাসী কোবাকুটিন মরিয়ো নামক এক ব্যক্তি ১৩ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পাণিগ্রহণ করেন। এক্ষণে তাহার বয়স ১০৮ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে তাহার ১৩ টী পুত্র কন্যা জন্মে। উহা দিগের আবার সন্তান সন্ততিতে এক্ষণে ১৩১ টী পরিবার হইয়াছে।

নেপালের প্রধান মন্ত্রী সর রণবীর সিংহ বাহাদুর কাশ্মীর দর্শনার্থ জম্মুরাজধানীতে যাইতেছেন। তিনি তথায় পনর দিন থাকিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে। ১৫ দিন পরে কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামেশ্বরে গমন করিবেন।

ইংলণ্ড আগমনে মৃতের কিছুদিন বিলম্ব বলিয়া সে অস্বীকার করেন। টাইমস পত্র বলেন সেই অস্বীকার প্রতিপালনার্থ পাঁচ কোটি টাকা দেওয়া স্থির হইয়াছে।

সার হেমন্ত কলবিনের নাম বোধ হয় অনেকে আদৌ বিস্মৃত হন নাই। তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্ট হইতে গিয়া ইংলণ্ডের প্রিবিকৌন্সিলের জজ হইয়াছিলেন। গত ৬ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন। তিনি বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাইতে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনর ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন ভারতবর্ষের যে যে জাতি মধ্যে মধ্যে ইয়াক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্থিত হইয়া থাকে তাহাদিগের সংখ্যা প্রভৃতি বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে এবং প্রত্যেক জেলার পুলিসে উক্ত কাগজ পত্র রাখিতে হইবে।

যদি কখনো সত্যি টানের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তাহা হইলে রুশরাজের তৃতীয় পুত্র ডিউক এলাফ্‌সিস একদল যুদ্ধ জাহাজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে উপনীত হইবেন।

লোকসংখ্যা করিবার জন্য যে সকল ফরম মুদ্রিত করিতে হইবে বিদ্যার সাবান বিক্রেতা এ, এফ পিয়ার্সন সাহেব তাহা বিনা মূল্যে ছাপাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তবে ঐ ফরমের পৃষ্ঠে তাহার সাবানের বিজ্ঞাপনটী ছাপিতে হইবে। উপায়টী মন্দ নহে। এরূপ করিলে পিয়র্স সাহেবের বিজ্ঞাপন দিবার পয়সা বাঁচিয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে বিনা ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাও ছাপা হইবে।

৩রা জানুয়ারি লার্ড রিপনের এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু তাঁহার শরীরের অবস্থা যেরূপ শুনিলাম তাহাতে তাঁহার এত সত্বর কলিকাতায় আসিবার পথশ্রম স্বীকার করা উচিত হয় না। এখনও তিনি সবল হইতে পারেন নাই। পরিশ্রম করিলে পাছে পুনরায় পীড়িত হন এ শঙ্কা বিলক্ষণ আছে। অতএব আমাদের বিবেচনায় তাঁহার আর কিছু দিন এলাহাবাদে থাকা উচিত।

অনরেবল এ ডিজার্স টমসন সি, এস, আই ভরিতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে এলাহাবাদে গবর্ণর জেনেরলের সাহত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া স্বপদ গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডে স্ত্রীশিক্ষা বৈলক্ষিণ উন্নতি লাভ করিতেছে। এমন কি পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিদ্যাধ্যয়ন বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটল কলেজ হইতে ছাত্র ও ছাত্রীতে ৫০০ জন পরীক্ষা দেয় কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও অধিক।

২৫ এ ডিসেম্বর বেলা আট ঘটিকার সময় কলিকাতার ভূগলহিকাল গার্ডনে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা বেলুনের শকট পরিচালিত হইত ছিল। এই অশ্চর্য্য ঘটনাস্থলে আমাদিগের মাননীয় লেণ্ট নণ্ট গবর্ণর উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টেট-সেক্রেটারি বার্ষিক ৩৮০ টাকা সুদে ৩৫০০০০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়া টেণ্ডার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুদ তিন মাস অন্তর ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রদত্ত হইবে। ১৯০১ অব্দের ৫ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত টাকা পরিশোধ করিবেন।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে এক বিঘা জমিতে এক শত টন জল প্রবেশ করিলে তবে তাহার উপর এক ইঞ্চি পরিমাণ জল দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট গত রবিবার সার রনদীপ সিং রাণা বাহাদুরকে ৪০ মণ মিষ্টান্ন ৫০ মণ চাউল ২০ মণ আটা ৫ টা মৎস্য কয়েকটা পাঁটা ঘৃত মসলা ইত্যাদি দিয়া ও তাহার টাকা মূল্যের একটী সিন্দা ও নগদ ৩ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কুরসং হইতে সোণারক পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে খোলা হইয়াছে। এই দুই স্থানের দূরতা ১০ মাইল। সোণারহু হইতে দারজিলিংএর দূরত্ব মাইলের অধিক হইবে না। বোধ হয় আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্বে এই দুই স্থানের মধ্যে ট্রামওয়ে খোলা হইবে।

লাহোর ওরিয়েণ্টাল কালেজের যে কোন দেশীয় বালক উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন এবং যিনি বিজ্ঞানে ভাল হইবেন, তাঁহাকে পুরস্কার দিবার জন্য কপূর্থলার মহারাজ রিজন সিংহ এবার শত টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা সোণারপুর রেলওয়ের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ পরিচিতা দেখিতেছিলাম, তাহাতে যে উহা ডিসেম্বরের ভাড়াভাড়ি কয়টা দিনে আরম্ভ হইবে এমন বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এখন মাটী পড়া আরম্ভ হইয়াছে। জানি না কত দিনে শেষ হয়। তবে গাড়ি না চড়িলে বিশ্বাস নাই।

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের শুল্ক বিভাগে যাঁহারা কর্ম্ম করেন নয় বর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগের নিয়মাতিরিক্ত সময়ের খাটনীর মূল্য দেওয়ার বন্দোবস্ত তুলিয়া দিতেছেন। যে কর্ম্মচারীকে নিয়মাতিরিক্ত খাটিতে হইবে যে কয় ঘণ্টা তিনি খাটিবেন, সেই কয় ঘণ্টা তিনি ছুটী পাইবেন। এতদ্ভিন্ন সচরাচর যোগ ছুটিবার জন্য তাঁহাকে অপরা ত্রিত্রিকে অধিক বেতন না দিয়া অন্য লোকদিগের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইবেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব মদের দোষ কমাইবার সংকল্প করিয়াছেন। যে কম তথা হইয়াছে, তাহাতেই মাতাল পাপে ঢেকিতে আরম্ভ হইয়াছে। আরো কম! বোধ হয় রাধুপুরেরা সমুদায় ভারতকে মাতাল না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল রিপন সাহেব ৩ রা জানুয়ারি কলিকাতায় আগমন করিবেন।

মাদ্রাজের লোকেরা ডিউক অব বকিংহামকে ইংলণ্ড গমন কালে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী বৃহৎ দুর্গ উপঢৌকন দিয়াছিল। এটী দেশীয় শিল্পীর খোদাই করা। শুনা গেল, তিনি যত্নপূর্ব্বক সেটী তথায় লইয়া গিয়াছেন।

পায়ওনিয়র ট্রাডি সাহেবের বড় সুখ্যাতি করিয়া একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার এরূপ প্রবন্ধ লিখিবার কারণ আছে। অতএব এ প্রবন্ধে ষ্টেডি সাহেবের বিশেষ ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

রিভার্স টমসন সাহেবের শরীর সুস্থ নয়। তিনি যদি ভাল থাকেন আর এদেশের জল বায়ু যদি তাঁহার সহ্য হয়, তবে তিনিই আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কার্য্যকাল অতীত হইলে তৎপর পাইবেন এরূপ জল্পনা শুনিতেছি।

ক্রোবেল্লের একব্যক্তি ইটালীর ভাষায় একখানি অভিধান লিখিয়াছেন। এখানিতে পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায় বাহাদুর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু রামদাস সেনের জীবন চরিতও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমাদিগের শান্তিপুর সংবাদদাতা লিখিতেছেন "সম্প্রতি সবডিবিজন সাগারাটের স্থানে স্থানে জর বিকার ও ওলাউঠার দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতেছে এজন্য মহকুমার স্থানীয় ভদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটী সভা করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সভায় সবডিবিজনাল অফিসর বাবু রামচরণ বসু মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন এবং সব ডেপুটী বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকতাপদে ব্রতী হইবেন। সভার উদ্দেশটী মহৎ সন্দেহ নাই।"

উক্ত শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সৌদামিনীর সংবাদটী পাঠাইয়াছেন। "আজ কাল শান্তিপুরে চিকিৎসারের চৌর্য্য বৃত্তির বড়ই শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সে দিন লক্ষ্মীতলায় কতক চিকিৎসার সন্ধ্যার পর ধরা পড়িয়া "হাড় খোড় আলা দ" হইয়া পুলিসে চালান আসিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটী বাবুর সদিচারে সে ব্যক্তি মুক্তি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার গাত্র বেদনা বিদূরিত করিয়া তাহাদিগকে অনেক প্রণামী দিতে হইবে। সম্প্রতি রামনগর পাড়ার ঐ ভাবের একজন চোর ধরা পড়িয়াছে ও সে দিন মুচিপাড়ীতে একজন ঘোষের পুত্র ধরা পড়িয়া সমস্ত রাত্রে দীক্ষিত হইয়াছে এবং স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃক চালান হইয়া বিচারার্থে রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর হজুরে পেশ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, বিচারে কাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়া উঠে।"

উক্ত সংবাদদাতা বলেন আমাদের মিউনিসিপালিটীর অনুচরেরা পথ ভরা বোঝাই সমুদায় গাড়ী ধরিয়া এক টাকা হারে প্রত্যেক গাড়োয়ানের নিকট লাইসেন্স আদায় করিতেছে সত্য, কিন্তু সুযোগ পাইলে আবার এক টাকার লাইসেন্সের পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী লইয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকে। এই জনরবটী এতদ্দেশ স্থানীয় লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে, অবিলম্বে উহার সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। সামান্য বেতনভুক চাকরের হস্তে ঐরূপ আড়াই টাকা আদায়ের ভার দেওয়া নিতান্ত অনুচিত।

এখানে সন্ধ্যার পর যে সকল গোরুর গাড়ী গমনাগমন করিয়া থাকে, এ সময়ের গাড়োয়ানেরা কেহই গাড়ীতে আলো দেয় না। এতদ্বিবন্ধন পথিকদিগের সর্ব্বনা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব স্থানীয় পুলিসের ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ ডিসেম্বর ১৮৮০। ২৩ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার ও প্রাগ পাকিনিয়ি অফিসে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এম, এফ, হাওলে সাহেব রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আণ্ডার সাহেব কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ডেপুটী কলেক্টরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করাতে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ব্রুকস সাহেব ২৬ পরগণার ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার থিবস্ সাহেব ময়মনসিংহের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মেদনীপুরের একটী নদীর বাঁধ দিবার জন্য যে তদন্ত হইয়াছে সেই বিষয়ের খোলসাসা শেষ করিবার জন্য বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিড় বিনের জন্য সবডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ডাক্তার কমিশনর সিকস সাহেব প্রেসিডেন্সি বিভাগে কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ম্যাথরণ সাহেব রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

কাবড়ার সহকারী [illegible] ও কালেক্টর ডি নরটন সাহেব দার্জি[illegible] হইতে অবধারিত কুরসহে বদলী হইলেন।

ডি কলেক্ট মাজিষ্ট্রেট ও লিপিপ কাবড়ার বদলী

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে[illegible] দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের [illegible] অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হামটন সাহেব পদচ্যুত হইয়া নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সৈয়দ আবদর রহমান বিনাবপুর সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বারেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিদাসপ্রসাদ রায় হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

চট্টগ্রাম কমলবাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবুবর্ত্তী জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

পাটনার মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র সারণের ১ম তদবিরের জজ হইলেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত আনওয়ারার মুন্সেফ বাবু বিশ্বম্বর কানুনগো ও পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু জগৎচন্দ্র মজুমদারের পদে নিযোগি হইলেন। ইনিও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নয়মনসিংহের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ও বারেশ্বরের কুক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ৩০ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

রঙ্গপাইগুড়ির অন্তর্গত এক সাবের ডাকপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার রেসি মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফুলবাপুরের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট নাথপুরে বদলী হইলেন কিন্তু ইঁহাকে হোমিওপ্যাথির অনুরোধে কাঁচিতে অবস্থান করিতে হইবে।

বাঁচির মুন্সেফ বাবু বিশ্বেশ্বরচন্দ্র ঘোষ ছোট নাগপুরে বদলী হইলেন কিন্তু ইঁহাকে মানসিক অসুস্থতা প্রযুক্ত রাঁচিতে থাকিতে হইবে। ইনি [illegible] অনুসারে ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের মাজিষ্ট্রেটদিগের ন্যায় [illegible] করিবেন এবং কুরসহ ও ফরিদপুরের থানার ১০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার ছোট আদালতের জজের ন্যায় করিবেন।

দার্জিলিঙের অন্তর্গত কুরসহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি নরটন ফরিদপুর ও কুরসহ থানার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে বিচার করিবেন এতদ্ভিন্ন উক্ত দুই থানার পলাতিগের বাকী খাজনার মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ইনি আবার কুরসহে সবরেজিষ্ট্রারেরও কার্য্য করিবেন।

বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইঁহাকে জাহানাবাদে থাকিতে হইবে।

ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের ২য় মুন্সেফ বাবু কালীধন চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইঁহাকে মুন্সিগঞ্জে থাকিতে হইবে। ইনি ১৮৭১ অব্দের ৬ আইন অনুসারে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস বি, এল যশোহরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই ইঁহাকে সদর ষ্টেষণে থাকিতে হইবে।

ভ্রমণকারির পত্র।

আগ্রা।

মুসলমান বাদসাহেরা যে কেমন সৌখীন বিলাসী, রুচিশালী ও রসিক ছিলেন, আগ্রা নিজ বক্ষস্থলে এক তাজমহল এবং একটী দুর্গ ও তন্মধ্যস্থিত কয়েকটী অপূর্ব্ব মনোহর অট্টালিকা ধারণ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাজমহলের আজ আমি আর নূতন বর্ণন কি করিব, অনেক কবি ও অনেক সুলেখক ইহার বর্ণন করিয়া নিজ মস্তিষ্ক ও লেখনী ক্ষয় করিয়াছেন। পৃথিবীতে যে সাতটী অদ্ভুত পদার্থ আছে, তাজ তাহার অন্যতর। তবে আমরা ইহার প্রশংসার্থ এক বাক্যে এই মাত্র বলিতে পারি, যিনি একবার তাজমহল না দেখিয়াছেন, তাঁহার জন্ম নিরর্থক। বিধাতা তাঁহাকে নয়নযুগল বিফল দান করিয়াছেন।

তাজমহলের যদি স্বরূপ বর্ণন করা যায়, তবে অনেক আর্য্য সন্তানের নিকটে উহা হতগৌরব হইবে। উহা সাজিহানের প্রিয়পত্নী তাজ বিবির একটী গোর মাত্র। অশিক্ষিত একপ অনেক আর্য্য সন্তান আছেন অপবিত্র বলিয়া গোর-স্থানে যাইতে সংকোচ করেন। কিন্তু তাজমহলকে অপবিত্র বলিয়া দূরে পরিহার করা দূরে থাকুক উহার নির্ম্মাণ ক্রিয়া ও কারুকার্য্য এবং নানাজাতীয় শ্বেত নীল লোহিতাদি বহুমূল্য প্রস্তরের আভরণ ও উহার সংগ্রহার্থ পরিশ্রম ও ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া চমৎকৃত ও বিমোহিত না হন এমন কেহ আছেন কি না সন্দেহ স্থল। সাজিহানের সময়েই উহা নির্ম্মিত হয়। উঁহারই অধিকার কালে মুসলমানদিগের ভারতে আধিপত্যের একশেষ হইয়াছিল। উঁহার পর ভারতে মুসলমান আধিপত্যের শেষ হইতেও আরম্ভ হয়। সাজিহান সুরুচিসম্পন্ন লোক ছিলেন। অর্থের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র মমতা ও স্নেহ ছিল না। মুসলমানদিগের অন্য দিকে যত অধ্যবসায় থাকুক না থাকুক বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যে একান্ত অধ্যবসায়শীল ছিলেন তাজমহল দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। সাজিহান একান্ত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া দূরতর স্থান হইতে নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর আনাইয়া ছিলেন। আকবরের লালপ্রস্তরের এবং সাজিহানের শ্বেতপ্রস্তরের সংগ্রহে রুচি ও যত্ন ছিল। সেকেন্দারা নামক স্থানে আকবরের যে গোর আছে তাহা লালপ্রস্তরে নির্ম্মিত। আর তাজমহল শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়াই উহা সমধিক সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। আকবরের কবরই তাজমহলের আদর্শ। কিন্তু সাজিহানের রুচির গুণে তাজমহল সমধিক সুন্দর, উন্নত ও সুশোভন হইয়াছে। ইহার সমুন্নিশালিতার বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে স্থলে যে অক্ষরপঙ্ক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা দেখিবা মাত্র আপাততঃ এই বোধ হয় যে মসী দ্বারা লিখিত হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শ্বেতপ্রস্তর ক্ষোদিত করিয়া তাহাতে নীলপ্রস্তর বসাইয়া অক্ষর সংস্থান করা হইয়াছে। অট্টালিকাটীর ভিত্তি, গুম্বজ, মিনার, পার্শ্বস্থ উচ্চ মিনার এই সমুদয়ই শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সাজিহান এত শ্বেত প্রস্তর কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন ইহা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। ঐ শ্বেত প্রস্তর নিষ্পাত করিয়া মধ্যে মধ্যে পল্লবাদি বহুমূল প্রস্তর নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই অধিকাংশ বহুমূল্য প্রস্তর এখন আর নাই। ভরতপুরের রাজা সূর্য্যমল যখন আগ্রা অধিকার করেন তখন তাঁহার লোকে অনেক বহুমূল্য প্রস্তর খুলিয়া লইয়া যায়। তাহারপর যাহা অবশিষ্ট ছিল খোরাসা তাজমহল দেখিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে তুলিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। এখনও সুযোগ পাইলে তুলিয়া লইবার চেষ্টায় বিমুখ হয় না। অট্টালিকাটী

এমনি চমৎকৃতরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলে বোধ হয় কারিকরেরা এই নির্ম্মাণ করিয়া যেন চলিয়া গেল। কিন্তু আড়াই শত বৎসর হইতে চলিল উহার নির্ম্মাণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাজের দুই পার্শ্বে দুটী প্রশস্ত ভজনালয় আছে। সে দুটীও মনোহর। উহার অঙ্গনমধ্যে একটী সুন্দর প্রশস্ত উদ্যান ও ফয়রা প্রভৃতি আছে।

আমি এতক্ষণ যে অট্টালিকার বর্ণন করিলাম তাহা সাজিহানের তাজ বিবির প্রতি প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ। তিনি যে তাজ বিবিকে কেমন ভাল বাসিতেন, তিনি তাহার আর একটী পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাজ বিবির সমাধির পার্শ্বেই তাঁহার নিজের সমাধি আছে।

আগ্রাতে বাদসাহেরা প্রায়ই অবস্থিতি করিতেন। তন্নিমিত্ত আগ্রার দুর্গ অতি প্রশস্ত উচ্চ ও সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হয়। শত্রু যে সকলা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহার যো নাই। অনেক গুলি দ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এক একটী দ্বার ও তাহার পার্শ্বস্থ প্রাচীর এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে অপরাংশের সহিত যেন তাহার কোন সংস্রব নাই। দুর্গমধ্যস্থ দরবার গৃহ, উপাসনা গৃহ, ভাণ্ডারাগার, শস্যাগার প্রভৃতি সমুদায়ই অদ্ভুত পূর্ণ অদ্ভুত পদার্থ। বেগমদিগের ভজনালয় স্বতন্ত্র। পুরুষদিগের ভজনালয় স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টিয়ানের ভজনালয়কে গির্জা, মসিদ ও পুরুষদিগের ভজনালয়কে মতি মসিদ বলে। দুর্গমধ্যে জাহাঙ্গিরের কৃত একটী বাটী আছে। দুর্গের লাল রঙ্গ। তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে দুর্গটী আকবরের কৃত। জাহাঙ্গিরের কৃত অট্টালিকাটী শ্বেত বর্ণের। দরবারখানা শিশ মহল মতিমসিদ প্রভৃতি শ্বেত প্রস্তর দ্বারা গঠিত। উহার ঐ প্রকার গঠন দ্বারা অনুমান হয়, সাজিহানই ঐ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আগ্রা নগরের তিন ক্রোশ অন্তরে সেকন্দরা নামক স্থানে আকবরের গোর আছে। ঐ অট্টালিকাটী পাঁচতালা উচ্চ। নীচের তালায় আকবরের দেহ সমাহিত আছে কিন্তু সকলের উপর তালাতেও তাঁহার একটী সমাধি স্থান নির্ম্মিত আছে। সেই সমাধি স্থানের শিরোভাগে কিঞ্চিদূন একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত দেখিলাম। রক্ষক বলিল আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশক্রমে ঐ স্থানে প্রসিদ্ধ কহিনুর মণি স্থাপিত ছিল এবং ঐ সমাধির উপরিভাগে মণিমুক্তা খচিত চন্দ্রাতপ ছিল। অতঃপুরের রাজা সূর্য্যমল ঐ মণি ও চাঁদোয়া উভয়ই লইয়া যান। তাহার পর ঐ কহিনুর রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। আকবরের কবর বাটী ১০২২ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে আগ্রাতেই প্রথম ছোট ছোট ইটে প্রস্তুত বাড়ী ঘর দেখিলাম। বঙ্গদেশে পুরাতন দুই একটী বাড়ীতে যে অতি ক্ষুদ্র ইট দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ক্ষুদ্র ইটে আগ্রার সকল বাটী প্রায় নির্ম্মিত। অধিকাংশ গৃহে চুনকাম করা নাই; সুতরাং বাটীগুলি দেখিতে তত সুন্দর দেখায় না।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর।

১৬ ই ডিসেম্বর।

কয়েক দিবস হইল বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তি আমাদের এক বন্ধুর নিকট আসিয়া দেশে যাইবার খরচ নাই বলিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাতে তিনি তাহাকে দুই দিবস পরে আসিতে বলেন। দুই দিবস পরে ঐ ব্যক্তি পুনরায় তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইল এবং নানা কথার পর একটী ঘোড়া বিক্রী আছে টাকা পাইলে সে তাহা ক্রয় করিয়া দিতে পারে বলিয়া প্রস্তাব করিল। পর দিবস সে একটী ঘোড়া লইয়া আসিল এবং তাহার দাম ৩৫ টাকা স্থির করিয়া ঘোড়া বিক্রেতাকে দিব বলিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। ইহার ৭। ৮ দিবস পরে একব্যক্তি উক্ত ঘোড়াটী তাহার চুরি গিয়াছে বলিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল ঘোড়াটী বাস্তবিক তাহার পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালি চুরি করিয়া আনিয়াছিল। এদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য আজ কাল কেহ কেহ আতিথ্য-কার্য্যে বিরত হইতেছেন। প্রায় যে সকল দুই এক হতভাগা বাঙ্গালী এ অঞ্চলে কর্ম্ম কিম্বা অন্য কোন কারণে আইসে, তাহারা শেষে এইরূপ নীচ ব্যবহার করিয়া থাকে।

এক্ষণে পারসী অভিনয় এদেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে হইতেছে; এখানে দুই তিন সম্প্রদায়ের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভিক্টোরিয়া সম্প্রদায়ীরা অভিনয় করিতেছে। ইহাদের অভিনয়, পরিচ্ছদ এবং বাদ্য প্রভৃতি অতি উত্তম।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর বন্দোবস্ত অতি শয় মন্দ, অধিকাংশ প্রধান পথ ধুলায় পরিপূর্ণ থাকে, তজ্জন্য গাড়ী ব্যতিরেকে গমনাগমন দুষ্কর হয় ইউরোপীয়দিগের ভ্রমণের জন্য যে একটী পথ আছে, কেবল তাহাতেই জলসেচন করা হয়। এপ্রদেশের সকল স্থান অপেক্ষা এখানে বারিষ্যা কার্য্য অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে এবং সেই জন্য এখানে গরুর গাড়ির যাতায়াত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যাহাতে এখানকার পথের উত্তম অবস্থা হয়, তাহার সদুপায় করা উচিত।

গৃত কলা এবং অন্য এখানে অতি উত্তম তুলি হইয়াছে, প্রায় সমস্ত দিন গাড়ীর দেখা পাওয়া যায় নাই। ইহাতে গমের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে কিন্তু নীলের কিছু অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কারণ; পুর জেলায় অনেক স্থানে নীলের চাষ হয়।

জামালপুর।

ডিসেম্বরের উৎসব দিবস উপলক্ষে এখানকার সাহেবদিগের এত কিছু সমারোহ দেখা যাইল না। তবে ওয়ার্কসপের সাহেবেরা ঐ দিন বড় গরমের একটু বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাসুখানুভব করিতে পাইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব আবাস গৃহগুলি পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত করিয়া একটু বেশীরূপ আলো দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অনেকগুলি সাহেব পুত্র কন্যা সহ সাহেব কোম্পানির দোকানে যাইয়া কিছু কিছু আতিবাজি ক্রয়ও করিয়াছিলেন। এবার নববর্ষোপলক্ষে কিছু সমারোহ হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ এখন হইতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাটের রেলিং গুলি মেরামত করিয়া চিন চিত্রিত করা হইতেছে এবং ঘোড়দৌড়ার সাহেবেরা প্রত্যহ অপরাহ্ণে ঘোড়দৌড় অভ্যাস করিতেছেন। বিজ্ঞাপন দৃষ্টে অবগত হওয়া গেল এবারের তিন দিন দৌড় হইবে এবং এই উপলক্ষে সাত দিন গুদামগুলি বন্ধ থাকিবে।

শীতকালেই এপ্রদেশে সাপের অনাদর উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি পাঞ্জাব হইতে কাল আবরণ করিতে যাইয়া টিন ভিতর বন্ধ কতক গুলি সাপ আনিয়াছে। এখানকার সাহেবদিগকে প্রত্যহ মন্দানে যাইয়া রাশি রাশি বারুদ নষ্ট করিয়া বন্দুকের অভ্যাস করিতে দেখা যায়। এ সময়ে যদি বাক্সের উপর দিয়া ছয় ভাই হইলে অনেক দুঃখী লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

আজ কাল ডাক গিয়া আবার রাম জয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। এমন গৃহ নাই যে ? ১ জন এই রোগে আক্রান্ত না হইতেছেন।

৬ ই ডিসেম্বর রবিবার জামালপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্যটী সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন উপাসনাদি হয়। এবং দুই প্রহর হইতে ২ টা পর্য্যন্ত দীন দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র এবং চাউল ইত্যাদি

ও পাঠনা বিতরণ করা হইয়াছিল। ২৫শে অপরাহ্ণ ৪ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত ঐ ও সংকীর্ত্তন এবং ৬টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত সন্ধ্যারতীর উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হইয়া যায়। এ বৎসর উৎসবে কোন প্রচারককে আহ্বান করা হয় নাই। এতদর্থে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম কোন এক জন বৈদেশিক প্রচারক কলিকাতায় উপস্থিত থাকায় এখানকার ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই প্রত্যেক মহাত্মা নববিধান সম্বন্ধে কিছু বলিবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করায়, কেহ আর তাহা বন্ধ করিয়া চলিত চলন্ত ঘড়িতে অপমান করেন নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু এবং গৃহস্বামীকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়ঃপ্রাপ্তবয়স্ক দানবাসীরা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা গেল।

বিজ্ঞাপন

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে টাট্‌কা ও যকৃৎসংযুক্ত অম্ল, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অমাবাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, যাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চালনে ও সঞ্চালনে সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্‌ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও জীর্ণ প্রায় হইয়া না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাতী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৩ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্‌ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনের হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৫ আউন্স ৩, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

সোমপ্রকাশের মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সি গোলামমালা চৌধুরী—হাটবিদ্যা ১৸
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার—

	মাদারণ ডাকঘর	১৸
"	" বনমালী কুণ্ডু চৌধুরী—শিকারগঞ্জ	১৸
"	" কালিদাস দাস—কাঁথরার	১৸
"	" বনমালিলাল সেন—বীরভূম	৭
"	" অমরচন্দ্র সাহা—রঙ্গপুর	৭
"	" ঈশ্বরচন্দ্র বসু—বহুবাজার	৭
"	" প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—রাণীগঞ্জ	৭
"	" রত্নময়ি সেন তত্ত্বাবধারক—মওয়াপাড়ি	৭
"	" শ্রীমন্তচন্দ্র নাগ—ঘাটাল	৭
"	" নবেন্দ্রচন্দ্র কর—গুজরপুর	৭
"	" কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি	৫
"	" গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বশোহর	৫
"	" ভোলানাথ দাস—শ্রীহট্ট	৫
"	" রমানাথ সেন—কাজলা রেলমকুটী	৫
"	" কামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—আমুকি জেলা ময়মনসিং	৫
"	" প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কাশীপুর	৪

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকটে প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘর কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, চিঠি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অষ্ট আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কলযন্ত্র যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ | "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" | ৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১৮ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ২৭ এ পৌষ। ইং ১৮৮১। ১০ ই জানুয়ারি। | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হইবে না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৫৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে জনসমক্ষে ঔষধপ্রভাবে শিরোরোগ দর্শন পূর্ব্বক এই ঔষধ প্রস্তুতকরণে অধ্যবসায়ী হইয়া ৬ মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
সাং শিবপুর।

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। প্রার্থনা আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২১ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগর বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর
২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮৭।

শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ শূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের পোকায় ক্ষত, সুড়সুড়ি, আলগা হওয়া ও বসে পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ৷৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৮ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রীকৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

শরীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৬৭ নং, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

স্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের নাম উপক্ষারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা উহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ১, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স বিশি ২৷৷০ আনা। মফঃ মূল্য বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

[illegible] বাবু, বিগত বৈশাখমাসীয় কয়েকটি সংখ্যক সোমপ্রকাশে মুদ্রাঙ্কটীকর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, সে সমালোচক মহাশয় পাছে মনে করেন যে, টাকশালের কর্ম্মচারীরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভ্রান্তিপূর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করিতেছেন, এই ভয়ে টাকশালের বৈশাখ মাসের পক্ষে [illegible] প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা প্রথমে পাঠকদিগকে জানান প্রয়োজন হইতেছে। কারণ, ইহা ঠিক হইলে আলোচ্য অনুশাসন করিলে অতি বৃহৎ ভ্রান্তি প্রমাণিত হইবেক যে, টাকশাল বাস্তবিক ভ্রান্তিশূন্য হইয়াছে।

সমালোচক অধিকন্তু লিখিয়াছেন। আমরা টাকশালের নিয়মাবলী বিষয়ে কিছু লেখা করিয়াছি, তাহা [illegible] বলে আমাদের লেখা ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু [illegible] বিজ্ঞাপনের ভ্রান্তি সংশোধন করিতে পারেন নাই।

সমালোচক মহাশয় একটি যুক্তি দিয়াছেন যে "ফরমাস শব্দটীর ব্যবহার করিয়া বোধ হইতেছে" ফরমাস সম্বন্ধে নহে, কারণ, কিন্তু আমের প্রথম [illegible] করিবার সময়ের পরিমাণের নাম অতি [illegible] থাকে। অতএব কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া [illegible] ইহার আর একটি কথা লেখা এ সামান্য বিষয় [illegible] বিজ্ঞাপনকে মুদ্রাঙ্কটীকর" এই কথাটির [illegible] [illegible] [illegible]

অকপট বিবেচনা না করেন, পরন্তু আমি তাঁহার পরম বন্ধু। তাহা না হইলে কখনই এত কথা কহিতাম না, এরূপ বিবাহ হইতে যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা একবার মিল, আডাম-স্মিথ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অকাট্য যুক্তি সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে।

উপসংহারে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহাতে যে অপরাধ হইবে, সম্পাদক মহাশয় নিজ ঔদার্য্য গুণে মার্জ্জনা করিবেন। মহাশয় আপনি একজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিবেচক হইয়া কেন যে এরূপ বিজ্ঞাপন (১) নিজ সুবিখ্যাত পত্রিকামধ্যে স্থান দান করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না।

একান্ত বশম্বদ।

সিমুলিয়া বলরাম দের ষ্ট্রীট নং ৬৯ } শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

২৭ এ পৌষ সোমবার

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যেষু ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য।

আজ আমরা এ প্রস্তাবের কেন উত্থাপন করিয়াছি, পাঠকগণ "ব্রহ্মক্ষত্রের চারুদত্ত" এই শীর্ষকান্বিত প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পত্রপ্রেরক সোমপ্রকাশে এ বিষয়ের আন্দোলন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া এই স্থলেই এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রপ্রেরক যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, উহা বিজ্ঞানোচিত যুক্তি-সমন্বিত থাকা দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। অতএব উহা কোন ক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে। আমরা বহু মান সহকারে উহা স্বানন্দস্তম্ভে প্রকটিত করিলাম।

আমরা যে যে কারণে চারুদত্তের বৈশ্যত্বের অনুমান করিয়াছি, নিম্নে ক্রমে তাহা লিখিত হইতেছে। প্রথম —

অর্থার্থিনস্তাঃ বিজসার্থবাহো
বৃতা ববিরঃ কিল চারুদত্তঃ।

(১) বিজ্ঞাপনদাতাদিগের যে আমাদিগের উপর সন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এবং যে কারণ উপস্থিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার যদি, তাহাই হইবার সম্ভাবনা আছে, সম্পাদকেরা সাহা জানেন বলে না। প্রকাশ্য ঘটনা হওয়াতে অসম্ভাবের নাম, পরিচয়ের বিষয়ে অনেকে অনেক কথা জানিতেন, ঐ বিজ্ঞাপনপত্র সম্পাদকের নিকট বিজ্ঞাপনদাতা হওয়াতে চারুদত্তের প্রকৃত সম্পর্ক ও বেশের বিষয় বুঝিতে পারিত। ঃ।

গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য।
বসন্তসেনের বসন্তসেনা।

এখানে চারুদত্তের বিশেষণপদে দ্বিজসার্থবাহ এই শব্দ সযুক্ত হইয়াছে। সার্থবাহ এই শব্দটী সচরাচর বৈশ্যের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার্থবাহ ব্রাহ্মণের বিশেষণ কোথাও দেখা যায় না। মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উহাতে যে সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তৎকালে ব্রাহ্মণ জাতির বৈশ্যবৃত্তির বিপ্লব ঘটে নাই। মনু ব্রাহ্মণের যখন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি যে বৃত্তি বিধান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তৎকালে ব্রাহ্মণের সচ্ছলে জীবিকানির্ব্বাহ হইত, বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বনের কোন প্রয়োজন ছিল না। মনু এ গ্রন্থের কই-কল্পে উপস্থিত হইলে বৈশ্য-বৃত্তি অবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, তৎকালে এ সংসার এ বৃত্তিতে কই হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয়, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে বসন্তসেনা ও মদনিকায় কথোপকথন হইতেছে। মদনিকা জিজ্ঞাসা করিল, বিদ্যাবিশেষ দ্বারা অলঙ্কৃত এমন কি কোন ব্রাহ্মণ যুবাকে আপনি কামনা করেন? বসন্তসেনা উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মণ আমার শুনিয়াছি। তাহার পর মদনিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, অনেক নগরে ভ্রমণ করিয়া যে বিদ্বদ্বৃদ্ধি করিয়াছে, এমন কি কোন বণিক যুবাকে আপনি অভিলাষ করেন? বসন্তসেনা ঈষৎ হাসিলেন, পাঠকের একবার জন্মভূমিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বণিক তিনি দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া মনে বিরোধ ছাড়ে উপদেশ করে। মদনিকা পুনর্ব্বার কহিল, আপনি বলেন, ব্রাহ্মণ ও বণিক কাহাকে কামনা করেন না, তবে কাহাকে অভিলাষ (১) করেন?

মদনিকার কথা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে চারুদত্ত ব্রাহ্মণ নন, বসন্তসেনা স্বামীর পরিচয় দিতে গিয়া তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া কখনও পরিচয় দেন নাই।

তৃতীয়, শর্ব্বিলক চারুদত্তের গৃহে সিঁধ দিয়া চুরি করিতে গেলে পর বিদূষকের সহিত চারুদত্তের যেরূপ বিচার হইয়া কথোপকথন হইতেছিল, তখন সময়ে চারুদত্ত কহিতেছেন।

(১) মূল : বিজসার্থবাহো, যে স্থলে যেরূপ যুক্তা হইয়াছে।

বয়স্য : পুষ্পকরণ্ডক আনয়ন কর।

চারু : বিদূষক পুষ্পকরণ্ডকটী লইয়া ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিয়া আমার নিকট আসিয়া বসুন।

বয়স্য : পুষ্পকরণ্ডক লইয়া ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিয়া আমার নিকট আসিয়া বসিলাম।

চারু : বয়স্য, তুমি ব্রাহ্মণীকে কি বলিয়া পুষ্পকরণ্ডক দিলে?

বয়স্য : ব্রাহ্মণীকে কহিলাম, ভদ্রে! ব্রাহ্মণ তোমার নিমিত্ত এই পুষ্পকরণ্ডক পাঠাইয়াছেন।

চারু : ব্রাহ্মণী কি কহিলেন?

বয়স্য : ব্রাহ্মণী কহিলেন, ব্রাহ্মণ আমার নিমিত্ত এই পুষ্পকরণ্ডক পাঠাইয়াছেন, ইহা কহিয়া আমার নিকট হইতে পুষ্পকরণ্ডক লইয়া আমাকে প্রদান করিলেন।

চারু, তিনি কি পরিচয়ের সহিত প্রেরিতত্বের (২) বাস করিলেন? সম্বন্ধের নিয়ম এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সহিত, বৈশ্য বৈশ্যের সহিত, কায়স্থ কায়স্থের সহিত বাস করেন। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির স্বারস্থ পত্নী হইয়া থাকে। চারুদত্ত যদি ব্রাহ্মণ হইবেন ব্রাহ্মণ পল্লীতেই বাস করিতেন। তিনি বৈশ্যপল্লীতে বাস করিতে গেলেন কেন?

পঞ্চম, চারুদত্তের বসন্তসেনার বধ অপরাধে রাজা শূলে দিবার যে অনুমতি দেন, চারুদত্ত যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না এটী তাহার প্রধান প্রমাণ। আদিশূরাদি ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার নিবেদন করিবার সুযোগ করিয়া রাজা পালকের নিকটে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। প্রত্যুত, তাঁহার শূলে দিবার আজ্ঞাটী দৃঢ়তর করিলেন। চারুদত্ত যদি উচ্চ কুল জাত ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহা কখনই শূলে দিবার আজ্ঞা বলবৎ করিতে পারিতেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন নন্দকুমারের ফাঁসি দেন, তখন বঙ্গদেশে হাহাকার পড়িয়াছিল, অনেক ব্রাহ্মণ বিলাপ করিয়া বিলাপ উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে কখনই শূলে দিতে লইয়া যাইত, তখন মন্ত্রণাদাতা তাঁহার সাধুবাদ উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রণাদাতা ব্রাহ্মণ প্রজাবর্গ হইল বলিয়া একটী কথা কোথাও প্রকাশ করেন নাই।

ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, কলঙ্কদানে নিম্নাধিকার পদটি যেমন ব্রাহ্মণেতর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তেমনি চারুদত্ত ব্রাহ্মণত্ব না করিয়াও বৈশ্যভাব প্রাপ্ত হন। শর্ব্বিলকের চৌর্য্যকালে তিনি নিজ মুখে আপনাকে সার্থবাহপুত্র বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে, তিনি এক পুরুষে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতিও বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা বৈশ্য জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্তই চারুদত্ত ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেও বৈশ্য

(২) মূল : বৈশ্যবৃত্তিতে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

স্থানের নাম	বাঙ্গালী কর্ম্মচারী	পঞ্জাবী	ছিন্দুস্থানী ও ইংরাজ
কিলাম	১৪	৭	৩
লাহুল সমষ্টি	৪৯	২১	১৩

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অক্তরাল যুদ্ধে পঞ্জাবী অপেক্ষা বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দ্বিগুণেরও অধিক নিযুক্ত ছিল। Field service সম্বন্ধকেরদের জন্য যতগুলি বাঙ্গালী বেহারী ও পঞ্জাবী গোমস্তা নিয়োগ পত্র পান, তন্মধ্যে ৩।৪ টী বেহারী ও ৩।৪ টী গোমস্তা কাবীল সংগ্রামে যুদ্ধস্থলে গমন করিয়াছিলেন। যে ৩।৪ জন লোক যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা রোগগ্রস্ত বিধায় বিভাগীয় ডাক্তারের "সার্টিফিকেট" দাখিল করিয়াছিলেন।

যে কাবুলের সমরশিক্ষা তাঁহার সৈনিক পুরুষেরা কখন ভুলিবেন না, এবং যথা হইতে তাঁহারা সসৈন্যে সমস্ত রসদ ও রাশি রাশি তথা সামগ্রী কেনিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন, সেই কাবুলে দেখুন পঞ্জাবী কর্ম্মচারী অপেক্ষা বাঙ্গালী সাহেব অধিক গিয়াছিল কি না? তত্রাপি "বাঙ্গালীরা" ভীরু বলিয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া কমিশরিয়েট বিভাগ হইতে গলা ধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেওয়া হইতেছে! আশ্চর্য্য নায়পরতা সন্দেহ নাই!!

কামরূপ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত কতকগুলি "পোষ্ট" ছিল, তাহাতে অল্পসংখ্যক পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ভিন্ন সমস্তই বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধ স্থলে উক্ত বঙ্গীয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের নাম সম্ভ্রম প্রায় থাকে না, কেন না, গোলাগুলির নিকট তাঁহারা পদে পদে অপমানিত হইয়া থাকেন, তাহা ছাড়া তাঁহাদের নিত্য জলযোগের মাথা পড়িত। এবং তাঁহারা বিদ্যালয়ে থাকিয়া ও তাঁহাদের "আফিসার" মনিবদের প্রসাদাৎ যে সব ভূমিই উদ্ধার গালাগালি করুন শুনেন নাই, তাহার দিবানিশি কার্য্য জ্ঞানহীন নিরক্ষর গোবরের পীড়ন হইতে অনেকে বলিদান হওয়ার তাহাদের সহ্য প্রাণ হইতে অনেক সময় অশ্রুপাত বিগলিত হইত। যে দিন শিবির তুলিয়া সেনাগণ অন্য স্থানে যাইত, সে দিন আফিসের উদ্ধার অন্ত থাকত না, সে দিন পথের মাথা বন্ধুকের তথা যাইয়া বড়ই আশা নিরাশ করিতে হইত, এ সব মহাপ্রাণ ও কেমন সরল, তাহা সেই সময় হইজাতীয় রাজকর্ম্মচারী ভিন্ন আর কে জানিবে? এক করিয়া যাহারা মহাপ্রভুদের স্নেহ ও দয়া আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহাদের মত নিরাশ্রয় কর্ম্মচারী ভারতে আর কে আছে?

১।১ জন বাঙ্গালী যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া যদি সমগ্র বাঙ্গালী জাতি কমিশরিয়েট বিভাগে রাজকার্য্যের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যে যে হিন্দুস্থানী ও ফিরিঙ্গী ঐ দোষে দোষী, তৎ সং কার্য্যেরও কেন না ঐরূপ অবিচারে দণ্ডিত হয়?

ইহা কি সত্য নয় যে কতকগুলি সৈনিক পুরুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেণী হইতে পলাইয়া বিপক্ষদলে মিশিয়াছিল, যদি হয়, তাহা হইলে তৎ দলস্থ সমস্ত সৈন্যকে কেন না নিন্দনীয় করা হয়।

এবিসেনিয়া, লুসাই, সিতাক ও উজ্জলা যুদ্ধ এবং সেদিনকার সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা কি ভীরুতা প্রদর্শন করিয়াছিল? তখন, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীরা কোথায় ছিল? পঞ্জাব যুদ্ধের সময় শত্রুর পার্শ্বে যে সিপাহী দের সঙ্গে তরবারক সংগ্রাম হয়, তখন কমিশরিয়েট বিভাগে কয়জন পঞ্জাবী ছিল? সাহেব অনুরোধ কালে হিন্দুস্থানী ও সিপাহীরা যখন ইংরাজদিগকে মুলতোগা করিয়া নিজস্বার একেশ্বর দেখাইয়াছিল, তখন ইংরাজ ভাগ্যের সঙ্গে কোন স্বাতীয় কর্ম্মচারী নিজ আপনাদিগকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল? এবং সুস্পষ্ট রাজভক্তির জন্য বুদ্ধবাঙ্গালী কমিশরিয়েট কর্ম্মচারীরা কি গত সিপাহের ন্যায় বন্দুকের নিকট এই নিষ্করুণ অন্যায়ের পাইবার উপযুক্ত পাত্র?

প্রথমতঃ, কাবুলের জলবায়ু বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় বলিয়া এবং একাউন্টেন্ট আফিস সমূহ বৃহৎস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখা উচিত বিবেচনায় দুইটী একাউন্টেন্ট আফিস খোলা হয়, একসিকিউটিভ বিভাগের অনেক ভাল ভাল লোককে ঐ দুই আফিসে নিয়োগ করা হয়। তাহাদের মাসিক বেতন ৮০৲ টাকা করিয়া। এতদ্ভিন্ন আর পাঁচটে আর একটী একাউন্টেন্ট আফিস খোলা হয়। সেখানে প্রায় ৭০।৮০ জন লোক নিযুক্ত হন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২৩ টী একসিকিউটিভ বিভাগ ছিল, তন্মধ্যে মাসিক ৫০৲ টাকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, তদ্ভিন্ন ভিন্ন হইতে উক্ত তিনটী একাউন্টেন্ট আফিসে ১৫০ বিশ ১৬০ জন ছিল। এই সব চাকরী বাঙ্গালীদিগকে সম্ভাবসাধনে কি পুরস্কার দেওয়া হইল? অনেকে অনেক প্রবা পাইল, অনেকে পদক পাইল। অনেকে টাকা লুটিল, অনেকে দ্রব্যসামগ্রী কেনিয়া পলাইয়া আসিল, তাঁহাদেরই জন্য রাজাধিপ মহাসমারোহে বর্ষিত হইল; প্রশংসাবাক্যে কর্ণ বধির হইল, সম্মান করল, ইহাদের বীরত্ব ও মহত্বের (অথবা কাপুরুষত্ব যাহাই বলুন) সীমা নির্দ্ধারণ এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্যবসিত হইল, কিন্তু হায়! বাঙ্গালী চিরকাল যে কাঙ্গালী তাহাই রহিল! তাহাদের জন্যে অপমানজনক পুরস্কার হইল! তাহাদের জন্য নিষ্কাশন বিধি শেষ পুরস্কার হইল! তাহাদের নিকায় ভূতন করিয়া গেল।

কাবুল পরিত্যাগের সময় ইংরাজদের পক্ষ হইতে পলায়নের দোষারোপ দেখাইয়া শেষে কেবল "ভীরু" বিয়া নিরাশ করা হইল কেন? আমাদের সাহসিক প্রাণপণ ও প্রভাবমন্ত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়টী একবার সুক্ষ্মদৃষ্টিসহকারে বিচার করিয়া দেখুন। কমিশরিয়েট বিভাগে পঞ্জাবীরা নিয়োজিত হয় তাহাতে তাহার দোষ বা নিন্দা নাই, তবে পঞ্জাবীরা যেমন ইংরাজপ্রধান বাঙ্গালীদিগকে সেইরূপই করিয়া রাখে, অধিক বলিতে হইবে না। পরীক্ষা করিয়া লোক নিযুক্ত করা হউক। যে যে কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে, সে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, এইরূপ বিধি শেষ। এক সন্তানকে মারিয়া আর এক সন্তানকে বাঁচান কি মোহপরবশ পিতামাতার ধর্ম্ম? এক সন্তানকে কোড় হইতে ফেলিয়া দিয়া অপরকে বক্ষে করিয়া পুত্র বৎসলতার পরিচয় দেওয়া কি সৎ শিক্ষার উচিত?

দুল দুল বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় উপরে ব্যক্ত করিলাম, এতৎসম্বন্ধে অনেক গুরু কথা আছে, তাহা আবশ্যক হইলে পরিশেষে প্রকাশ করা যাইবে। এবারে বলি, আমাদের নায়বান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু ক্ষমা ও ন্যায়দৃষ্টি করিয়া বঙ্গবাসী রাজভক্ত প্রজাবর্গের অনুরাগ বর্দ্ধন করেন।

নীল চাষের কৈফিয়ৎ।

অনেক এক বাক্তিক আছেন, তাঁহাদের মনে এক প্রকার ভাব; কিন্তু বাহিরে সাধু সন্ন্যাসীর নিস্পৃহ আত্মগণের ন্যায় বড় বড় বক্তৃতা করিয়া বলিয়া থাকেন, হাসিও ঐ চটোপাধ্যায় নিঃস্বার্থভাবে ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়াই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কখন কখন এরূপ হওয়া আবশ্যকরূপে উচিত হইয়া থাকে যে, ভাবপ্রকাশন করিয়া ইংলণ্ডের কর্ণকুহরে লাভ নাই, ইংরাজ কেবল অক্রিয়ন্ত হইবেন। অতএব স্বার্থপ্রকাশন পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া এই কথা বলিয়া কলই সাধিকতার পরিচয় দেন, আমরা তাঁহাদের প্রবোধার্থ দুটী কথার মালা গুথিয়া গলায় পরাইলাম। পুনিয়া বেলায় ১৭৭৯ খ্রী অব্দে নীল চাষের প্রথম আরম্ভ হয়। তদবধি বর্ষগণনা করিলে ১০৬ অব্দীক হইল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ১০৬ বৎসরের মধ্যে নীলের আবাদ-নিবন্ধন প্রজারা কত লোকে ধনী হইয়াছে? কত লোকে নীলের প্রসাদে পরম সোভাগ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া কলত্রপুত্রাদি সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে? কত লোকে অনায়াস অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেবালয়োদ্যানপুষ্করিণী নিজ নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? নীলের দরুণ বাস্তবিক কোন্ দেশ কত লোকে উপভোগ করিয়া ১০৬ বৎসরে নীলে যে লাভ হইয়াছে, তাহা কোন্ দেশের ঐশ্বর্য্য সমানে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে? এতদ্দেশে লোকে নীলের যে সাধুবাদ হয় না, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহ দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়াছে:

১৮৭৬ অব্দে পূর্ণিয়া জেলার নীলকুঠির সাহেবেরা যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তদনুসারে যে স্থানে যত নীল উৎপন্ন হয়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কুঠীর নাম।	যত জমিতে নীলের চাস হয়।	যত নীল উৎপন্ন হয়।
মালদাই	৩১৪৮ বিঘা	১৮৯ মণ
বীরপুর	২১৮৯ "	১১০ "
[illegible]	৩০০০ "	৩০০ "
	১০০০ "	১০০ "
	১৭৫৬ "	৩৬১ "
[illegible]গড়া	২০৬৫ "	১০৫ "
[illegible]গড়া	৯.২৪ "	৯২৫ "
নীলগঞ্জ	১৩৯১৩ "	৬৭৫ "
[illegible]ড়া	৬০০০ "	৩৫০ "
[illegible]সি	৫০০০ "	
[illegible]পুর	৩০০০ "	
[illegible]		
[illegible]উট		৩৫
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]কাম		৫০
[illegible]রিয়া		৮০
[illegible]পুর	৯০০	৭৫

মুঙ্গের জেলার অন্তঃপাতী কয়েকটী স্থানের বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইতেছে।

মাংগোপ কুঠী	আবাদ ১০০০ বিঘা	উৎপন্ন ৬০০ মণ মূল্য ১৫০০০	কত লোকে বাস করে ১০০০ হইতে ৩০০০	খরচ ১১৫০
বেলুমরাই কুঠী	৩০০০ বিঘা	১০০ মণ	৮০০০ লোক	১০০০
ভগবানপুর কুঠী	৩৫০০ "	৪০০ "	১০০ "	১০০০
বেলমরাই "	১০০০ "	১০ "	৩০০ "	৯০
জোলপুর "	৭০০০ "	৮০০ "	১০০০ "	১৭০০

১৮৭৫ সালের রিপোর্ট অনুসারে ১০২৫০বিঘা জমীতে ৩৭০০ মণ নীল হইয়াছে। উৎপন্নের হারাহারি হিসাব করিলে ৩৬০০ মণ পেরিতে পারে।

নীল ভাল জমী না হইলে হয় না; নীলকরেরা অধিকাংশ ভাল জমী আবাদ করিয়াছেন। ঐ সকল জমী যদি ভারতের কৃষকদিগের হস্তগত থাকিত, আর তাহারা ইচ্ছামত ভারতের উপযোগী শস্য তাহাতে উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে কি ভারত লাভবান হইত না? এবং কৃষকদিগের অবস্থা কি সমধিক সমুন্নত হইত না? অনেকে বলেন নীলকরেরা নীল চাস না করিলে অনেক জমী পতিত হইয়া থাকিত। আমরা বলি, নীলকরেরা যে সকল জমীতে চাস করেন, তাহা পতিত থাকিত না। কৃষকেরা সেই সেই ভূমিতে ইচ্ছামত শস্য উৎপাদন করিয়া সমধিক লাভবান্ হইত সন্দেহ নাই। যে সকল ভূমি নিকৃষ্ট, তাহাই পতিত থাকিবার সম্ভাবনা। নীলকরেরা যদি ভারতের কল্যাণ কামনা করিয়া এদেশে নীলের চাসে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের যখন সে পতিত ভূমির উদ্ধার চেষ্টা নাই তখন কি তাঁহাদের ভারতের মঙ্গল উদ্দেশ্য কৈ?

নীলকরেরা যদি ইউরোপীয় না হইয়া এদেশীয় হইতেন, তাহা হইলেও ভারতের কথঞ্চিৎ মঙ্গল সম্ভাবনা থাকিত। নীলোৎপন্ন যে অর্থ এদেশীয় নীলকরদিগের হস্তগত হইত, সে অর্থ কখন না কখন এদেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্যয়িত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপীয় নীলকরেরা যে অর্থ নীল হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা এদেশে থাকে না, তাহা ইংলণ্ডের যথেষ্টই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন এদেশের যে সকল লোক নীল ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে তাহারা নীল হইতে উপকৃত হয় কিন্তু আমরা তাহাদের বিশেষ উপকার দেখিতে পাই না। তাহারা নীল ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া যে মজুরি পায়, তাহা তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের পর্য্যাপ্ত হয় না। একে ত ৵০ /০ অপর্য্যাপ্ত মজুরি তাহাতে আবার তাহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে রামকান্ত শ্যামচাঁদ প্রভৃতি প্রয়োগ হইত এখন তাহারা নাই বটে কিন্তু এখন নীলকরেরা একটী নূতন পন্থার আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজে আর মজুর খাটান না। মজুর খাটান কণ্ট্রাক্ট দেন, কিন্তু কণ্ট্রাক্ট লইয়া মজুরদিগকে অসঙ্গতরূপ পরিশ্রম করান। আমরা পূর্ব্বে একবার কহিয়াছিলাম, পুনরায় কহিতেছি একজন ভদ্র লোক বৈশাখমাসে বেলা একটার সময়ে মজুরদিগকে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বৈশাখ মাসে বেলা একটার সময় ক্ষেত্রে মজুর খাটাইবার তুল্য নিষ্ঠুর ব্যবহার আর কি হইতে পারে? এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন নীল হইতে ভারতবাসীরা কেমন লাভবান্ হয় এবং নীলকরেরা ভারতের উন্নতিসাধন করিতে আসিয়া কেমন অভিপ্রায় হন? বোধ হয় আমাদের বুদ্ধিমান পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, কথায় বলে "বুকে বসে দাড়ী উপড়ান" ভারতে নীল চাস নিবন্ধন নীলকরদিগের ঐ প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ ক্ষতি ও ভারতবাসীর লাভ হইয়া থাকে!

পার্লামেণ্ট সভার পুনরধিবেশন।

পার্লামেণ্ট খুলিবার ও বন্ধ করিবার সময়ে মহারাণীর বক্তৃতা নামে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিবার রীতি আছে। সেই বক্তৃতার মধ্যে রাজমন্ত্রিদিগের রাজনীতির অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা নামে মহারাণীর বক্তৃতা। মহারাণীর নাম করিয়া তাহা পাঠ করা হয়; কিন্তু রাজমন্ত্রিগণ অনেক বিচার ও তর্কের পর এই বক্তৃতাটী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক চিন্তাশক্তির ব্যয় হইয়া থাকে।

সম্প্রতি পুনরায় পার্লামেণ্ট সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। তাহাতে মহারাণীর যে বক্তৃতা পঠিত হইবে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা গুলির আভাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রথম, ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত জাতিদিগের পরস্পরের সহিত যে সন্ধিপত্র আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সীমান্ত প্রদেশ লইয়া তুরস্কের সহিত গ্রীসের যে বিবাদ চলিতেছে, ইউরোপীয় জাতিদিগের সাহায্যে তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা হইবে। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা তুরস্ক ও গ্রীস উভয় দেশীয় গবর্ণমেণ্টকেই ঐ পরামর্শ দিতেছেন।

দ্বিতীয়, বন্ধুভাবে মধ্যস্থতা করিয়া বাল্কন্ দেশের সমবায়ি নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা করা হইবে।

তৃতীয়, কাবুলের ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবে না।

চতুর্থ, আয়র্লণ্ড সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইবে। তন্মধ্যে একটী আইনের দ্বারা আয়র্লণ্ডবাসিদিগের অস্ত্রধারণ ও আয়র্লণ্ডে অস্ত্র আনয়ন সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করা

হইবে। অন্য একটী দ্বারা "হেবিয়স কর্পস" নামক আইনটী স্থিতি করা হইবে। অন্য তৃতীয়টী দ্বারা ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা হইবে।

পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্রদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রীতিজনক ও কতকগুলি কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখজনক। প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বলপ্রকাশে বা সভয় পত্রের বিবাহে হস্তার্পণ করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য নহে। ইহার রাজনীতিপরবর্শী ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, যদি পার্শ্ববর্ত্তী কোন জাতির সহিত অন্য কোন জাতির বিরোধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকেই পরস্পর বিবাদের মীমাংসা করিতে দেওয়া উচিত। পরের বিবাদে হস্তার্পণ করিতে গেলে, বোলাপ যিয়া যে দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে, তাহার দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু যখন এক জনের অধিকার, বা অত্যাচার বা স্বার্থপরতা নিবন্ধন বল জনের অপকার ঘটে বা অপকারের সম্ভাবনা থাকে, তখন সেই বল জনের সে বিবাদে হস্তার্পণ করিবার কারণ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, ইউরোপীয় জাতিসকল যে প্রণালীতে পুরাধারি কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন, গ্রীসের সীমান্ত ঘটিত প্রশ্নে হস্তার্পণ করা তাহার পরিণাম ও অপরিহার্য্য ফল হইয়াছে। যদি হস্তার্পণ করা হইল, তাহা হইলে সমস্যানল নির্ব্বাণ ও শান্তি স্থাপন করিয়া নিস্তব্ধ হওয়া উচিত। এই জন্যই প্রাক্তীয়, গ্রীস ও তুরস্ক উভয় দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে ইউরোপীয় জাতিদিগকে মধ্যস্থ মানিবার পরামর্শ দিয়াছেন। পরের বিবাদে হস্তার্পণ করিবার পক্ষে একটী প্রধান আপত্তি এই যে মানবের স্বার্থপরতা বড় প্রবল, পাছে লোকে পরোপকার করিতে গিয়া নিজের স্বার্থসাধন করিয়া বসে। ইউরোপীয় জাতিগণ সকলে একত্র হইয়া করিলে এ আশঙ্কা থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কোন বলা উচ্চ উহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কষ্টকর।

যাহারা হস্তক্ষেপে যে সন্তাবনা সম্ভাবিত হয়, তখন অনেকে বলিয়াছিলেন যে, রাজপুত উহাদিগের সাহায্য করিতে সময় হইবেন না। তাহাদের আশঙ্কা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ঐ প্রদেশ স্থির করিয়াছেন যে, বিদ্রোহপরাধের কতিপয় ব্যক্তির নিকট সর্ব্ব প্রথমে নিজে মধ্যস্থতা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত না হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানিতে পারিবেন যে, কেন কলনির গবর্ণমেণ্ট বারংবার দিগের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে অগত্যা করিয়াছেন, এখন যদি সেই অন্যায় যুদ্ধ হইলেও কেন গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করেন, তাহা হইলে অন্যায় কার্য্যের সাহায্য করা হইবে। কিন্তু কোন গবর্ণমেণ্ট সপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডের সহিত আরো বাধিবে, বিশেষ মন্ত্রিসভা কখনই অগ্রসর হন।

তৃতীয়, কাপ্তানাব যে পরিত্যাগ করিবে, এ সংবাদে ইহার নীতির পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন। এই সাংকল্পের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লিবরালগণ প্রকৃত সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কাপ্তানার ব্রিটিশ বন্দে থাকে, অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ইংরাজের এই বাসনা। তাঁহারা নানারূপে গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন ও কাপ্তানার বন্দে থাকিবার ইপকারিতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। এত আপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের ঔদারতা ও সাহসের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

আয়র্লণ্ড লইয়াই বিষম বিপদ। মন্ত্রিগণ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া একটী নিয়ম করিবেন, বল প্রকাশ করিবেন না। সাধারণ আইনে কতকটার, উপদ্রব, চুরী প্রভৃতি নিবারণের যে সকল ক্ষমতা আছে, তদবলম্বন করিয়াই বিদ্রোহ শান্তি করিবেন। এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াই তাঁহারা বিদ্রোহী দলনিগকে আইন অনুসারে দণ্ডিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরামর্শের অবাধ্যতা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, এখন প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়া যে উপদ্রব শান্তির আশা নাই। ইতিমধ্যেই কয়েক দল বৈন্য আয়র্লণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে কেবিয়স কর্পস নাম একটী আইন আছে। লোকে ঐ আইনটীকে প্রজার স্বাধীনতার রক্ষক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ আইনটীর মর্ম্ম এই, যদি গবর্ণমেণ্ট বা অন্য কেহ কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে, সে বিচার প্রার্থনা করিলেই উক্ত বন্দীকরণের কারণ আদালতে উপস্থিত করিতে হয়। অন্যথা সে ব্যক্তিকে তখনই কারামুক্ত করিতে হয়। মন্ত্রিসভার গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে আপাততঃ ঐ আইনটী রহিত করিবেন। অর্থাৎ কাহার প্রতি রাজদ্রোহী বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সন্দেহ জন্মিলে, তাহাকে ধরা করা হইবে, তাহার আর বিচার প্রার্থনা করিতে হইবে না। লিবরাল মন্ত্রিসভাকে অনেকেই এই বিষয়ে অবলম্বন করিতে হইবে, ইহা একটী সাধারণের বিশ্বাস হইতেছে। এ কারণ কেহ কেহ বলেন যে, ইহা করিলে লোকে বিদ্রোহ করিতেছে, তাহাই দূর করিবার জন্য তাহারা যে শাস্তি হইতে পারে, কিন্তু কাহারও তাদৃশ ভয়ের সঞ্চার নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা না জানিয়া তাহারা আপনাদের অনিষ্ট নিজ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিলে তাহারা বলিবে যে, আমাদিগকে ভয় দেখাইয়া এই কথা বলিতেছে। সে যাহা হউক, এই সকল লোকের নিমিত্ত কথা না করিলে কোন কথা শুনিবে না। লিবরাল মন্ত্রিসভা আয়র্লণ্ডের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য কমিশনর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রতি কি নিয়ম হয়, তাহা স্থির করিবেন। কোন উপায় করা কর্ত্তব্য? আমরা দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র তাহার উপায় করিবেন। এখন এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইংরাজেরা স্বাধীনতার রক্ষা করিতে যেরূপ পটু, সেরূপ আর পরিপালনে ও করিতে পারেন না।

একাকিনী নারীদিগের ভারতবর্ষে আসা কি প্রকার বিবেচনা।

ভারতেশ্বরীর পরিবার আজ কাল স্কটলণ্ডে এবর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে অতি দুরবর্ত্তী বঙ্গদেশ বা নিজন প্রান্তর কোন কারণ প্রতি আমাদের ভরিতে সাহসী হয় না। রক্ষনীর স্বয়ম্বর কালে শুনিলা তাঁহার অঙ্গে যখন রাজপুতের পরিচয় বিবেচিত হইল, সেই সময়ে কাকীয়ঃ অঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন।

অকারোদিস্তাসমকালামব
প্রাকৃতবিলম্বাগদং শুভদাং।
অস্তুশকটিবস্তুপ বং প্রকাশা
প্রাকাশিকেশ্বিবিনাং বিমোহা।

প্রকাশ্যে যেমন অকাশ্য ক্রিয়া করে অথবা কুটি অপরা আসা হইয়া ভবিষ্য মনে করা অমনি এই শব্দাবলীর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে সমুদয় ইংরাজ হইতে আমাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তি অনিবার্য্যরূপে নির্ণয় করিতে পারেন।

এই এক কথায় কাকীয়ের পরিচয় দে পর্য্যন্ত হইতে হইয়াছে, আমাদের যা বেশীর ভাগের ইংরাজ মহিলা পাশ্চাত্যদেশীয় ভারতে আসিতে ইচ্ছা করিলে অনেক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। তাহাদিগের ভারতে আসিতে ইচ্ছা হইলে, তাহারা যে আত্মীয়দিগের প্রতিপালনে নির্ভর করিয়া আসিবেন, তাহাদিগের কাহার সহিত বিবাহ হই

[illegible]

[illegible]

[illegible]

উপরে জব করিলে যেমন দরিদ্র ক্ষেত্রাধিপকে আরার ভাব বহন করিতে হয়, জমীদারেরা যে রূপ জবেন, তাহার অধিকাংশের অধস্তার দরিদ্র প্রজাদিগকে বহন করিতে হয়। জমীদারের লোকেরা জলীকার মাত্র পাবার নিকট হইতে তাহার সংগ্রহ করেন। এইরূপ জমীদারদিগের নিন্দা ও অসন্তুষ্ট হইবার একটী প্রধান কারণ হইয়াছে।

সকল ইলাকেই যেই নিকলের নিকট কর্ম্ম করেন, আমরা এই কথা বলিতেছি, পক্ষপাত যেন এ সিদ্ধান্ত না করেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও পাইকপাড়ার রাজা প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান জমীদার আছেন, তাঁহাদের জমীদারীতে পীড়ন নাই, অথচ তাঁহাদের দানশোভায় দেশ সুশোভিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমরা জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষকেই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পরস্পর বিরোধিভাব পরিত্যাগ করিয়া ঐকমত্যে আপনাদিগের চিরবিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া লউন। এমন সুসময় আর পাইবেন না। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে আছেন। তিনি বঙ্গদেশে অনেক দিন অধিবাসিত করিলেন। তিনি বঙ্গদেশের যেমন বিশেষজ্ঞ, রাজপুরুষদলে এমন লোক অতি অল্প আছেন। তিনি কোন পক্ষে পক্ষপাতী নন। উভয় পক্ষের মঙ্গল হয়, ইহাঁর এই ইচ্ছা। এ সময়ে যদি উভয় পক্ষ পরস্পর বিরোধ করিয়া আপনাদের আনন্দ সংগোপন করেন, তাহাতে ইডেন সাহেব দোষী হইবেন না।

সভাপন

মহারাজা রামমোহন রায়ের

স্মরণার্থ সভা।

আগামী ২ রা মাঘ (১৪ ই জানুয়ারি) রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আমাদের যোড়াসাঁকো ভবনে মহারাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবে। সকলসাধারণে অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাস্থ হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

১। সভাপতির আসন গ্রহণ।

২। সঙ্গীত।

৩। ভূমিকা (শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

৪। রামমোহন রায়ের মতবিষয়ক বক্তৃতা।

(শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।)

৫। সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে সকলে উপস্থিত হইয়া সমস্বরে বন্দনা পাঠ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১ লা জানুয়ারি। রবিবার লার্ডসিংহ সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া ছেলযাত্রে অদ্য উহার অধিবেশন হইবে। বাহিরে যাহাতে উহারা সভা করিয়া কুপরামর্শ করিতে না পারে তজ্জন্য সৈন্যেরা চৌকী দিতেছে।

ডিসেম্বর মাসে বৈষয়িক রাজস্ব ১৯৩০০০০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩১ এ ডিসেম্বর। মন্ত্রী আসিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথের সহিত ঐ রাজ্যনিবাসের মিত্রতাটেপি নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; উভয় পক্ষের বিস্তর লোক হতাহত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ ডিসেম্বর। সুলতান গ্রীক সীমাপ্রদেশে একলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া যাইতেছে।

৩১ এ ডিসেম্বর। লার্ড লিটনবিলের বিদায়কালে এডিন্‌বরনগরবাসি লিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি আপনাদিগের বিদ্যোৎসাহকে বক্তৃতাই মনিষ্টের মূল কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। পোয়াসেঁরা অটরেক্ট নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে।

ট্রাইমস বলিয়াছেন তুর্কি সম্রাজ্য আইনের যে পাণ্ডুলেখা ইতি সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ১৮৭০ অব্দের তুর্কি সংক্রান্ত আইনের কতি সংশোধন করিবার পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। মন্ত্রিত আদিনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে স্পানিবেশিক সৈন্যদিগের সহিত স্বধর্ম্মিদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বিদ্রোহিদিগের ৮০ জন হত ও কয়েকজন বন্দীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারী। টাইমস বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই আইনের পাণ্ডুলেখা চেবিলস কর্ণর ও ডুরিয়াতে বিতরণ করা হইয়াছে। অদ্য শস্ত্র অধিক বিক্রী বন্ধ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আলেক্সি ষ্টেটের যোয়াসেঁরা ট্রান্সভালের বিদ্রোহী ব্যোয়ারদিগের সহিত যোগদানের চেষ্টা পাইতেছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি গবর্ণমেণ্ট ডিনিয়ানেরা ইংলণ্ডে মজুরি করিবে। ইংরাজ সিবাহগণের কথা রক্ষিবিষয়ে সতর্ক হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। বোয়ারেরা লেডীস্মিথে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারা ট্রান্সভালাধিপতি ইংরাজ সৈন্যদিগের পরিরোধ করিবে।

গবর্ণমেণ্টকারীরা টেলিগ্রাম দ্বারা কয়েকবার লিডারপুলের জব বন্ধ করিয়াছে।

রুশ ও তাতারদিগের যুদ্ধে রুশের ১ হাজার সৈন্য হত ও আহত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের ঔপনিবেশিক সৈন্যগণকে ডিনাপোরা উপসাগরের মধ্য দিয়া ট্রান্সভালে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পোর্চুগিজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। ইউরোপীয় রাজগণ একত্র হইয়া গ্রীসের সহিত তুরস্কের সীমা সংক্রান্ত গোল যোগের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

ট্রান্সভালে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রভুশক্তি পুনঃস্থাপিত করা আবশ্যক হইয়াছে।

বাল্কানোদ্ভিদের সহিত যে গোলযোগ চলিতেছে বক্তৃতাদ্বারে মধ্যস্থতা দ্বারা তাহার মীমাংসা করা হইবে।

কাফ্রাদের যাত্রা অভিপ্রেত নহে।

বিদ্রোহ দমন, তুর্কির স্বত্ব সংরক্ষণ আইনের পাণ্ডুলেখা ও কাইপ্রি সম্বন্ধের বিল এইবার পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হইবে।

গ্লাডেস সাহেব স্বত্ব করা সভায় উপনীত হইয়াছেন।

সার ইউলিয়ম উই একল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

লার্ডলিটনবিদায় ৬ দল অধিনায়ক ইয়ার্লি নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়াছেন।

বোয়ারেরা সন্ধির প্রস্তাব করিলে কাপ্তান ইলিয়ট ও লাম্বার্টকে কারারুদ্ধ করিয়া নিয়া অবশেষে প্রস্তাবোক্ত বাক্যকে খণ্ডি করিয়া বধ করিয়াছে।

কাবুলের সংবাদ।

পেশোয়ার হইতে কাবুল পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহাতে আর কোন গোলযোগ নাই। বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহে চলিতেছে। আয়ুব খাঁ সৈন্য সামন্ত লইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। কাবুলে এই নিমিত্ত মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানেরা কাবিলদিগকে কাবুলে প্রবেশের বাধা অনুরোধ

বিবিধ সংবাদ।

হাই কোর্টের ... জন ... সকল মহাশয় ... ছুটি ... ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

... আমীর আবদুল রহমান ... বিলক্ষণ ... দিবার কি শক্তি ... ইংলণ্ড। ... দিবার মতো ... ইংলণ্ডের ... না করাতে ... সকলেই ... আমীর ... মারুষ ... মানিক ... শত ... ছুটি ... করিয়াছেন কিন্তু ... ঐ ... করিতে অসমর্থ। আমীর ... ইংলণ্ডের ... সকল ... সঙ্গে ... দিতে পারিতেছেন না। ... আমীর ... আদরের ... তিনি ... ইংলণ্ডের ... ঐ ... অনেক ... দিতে পারিতেছেন না। ... ইংলণ্ডের ... করিতেছেন।

... ঘাঁ যুদ্ধের ... উঁহারা ... তিনি ... যুদ্ধে ... আমীরের ... করিবেন। ... মিলিয়া ... ইংলণ্ডের ... করিবার ... ইংরাজীর ... করিয়াছেন। ... আমীর ... করিতেছেন। ... ঘাঁ ... করিতেছেন। ... ঘাঁ ... করিয়াছেন। ... ঘাঁ ... করিয়াছেন। ... ঘাঁ ... করিয়া

হিসোরী নদীতে এক প্রকার কীট হইয়াছে তাহা দেখিতে আটুলের ন্যায়, ঐ নদীর জলস্পর্শ করিলে উহারা মানুষের গাত্রে লাগিয়া থাকে। ইহাদিগের লাল যে খানে লাগে, সেইখানের চর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং ইহা তুলিয়া ফেলিলে সঙ্গে সঙ্গে যা দেখা দেয়।

রুশিয়া হইতে রুশ ভাষার ৪১৭ খানি ৫৪ খানি পলিস ৪০ খানি ফর্শন ১০ খানি ফরাসী ১১ খানি সেটীশ ৭ ইথোনিয় ২ ফিনিস ৪ ডিক্স ৭ আর্ম্মেবিয় ৩ জর্জ্জিয় ৩ ভাষাতে সংবাদ পত্র প্রচারিত হইয়া থাকে।

ইজ্জাসত তাগক কাটিবার একটী নূতন কল হইয়াছে। ইহাতে অল্প সময়ে বিস্তর তাগক কাটা যায়। থাম কাটিবার জন্যও ঐরূপ আর একটী কল হইয়াছে। এই কলের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ২৪০ থাম কাটা যাইতে পারে এবং তাহের দ্বারা বই বাঁধিবার যে কল হইয়াছে, তদ্দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে একখানি পুস্তক বাঁধিতে যে সময় লাগে, এই কলে তাহা অপেক্ষা ১০ মিনিট কম সময় লাগিয়া থাকে।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, সূর্য্যের তেজ তিন শত ৫০ হাজার পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তির সহিত সমান, এ হিসাবে যদি সমস্ত সূর্য্যই পূর্ণচন্দ্রময় হয় তাহা হইলেও সূর্য্যের এক চতুর্থাংশ কিরণের সহিত তত সমান হয় না।

ডাক্তার ডে নামক মান্দ্রাজের একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন মৎস্যদিগেরও পশুর ন্যায় জ্ঞান ও মনস্তাপ আছে। তিনি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন কখন কখন দুইটী ভিন্ন জাতীয় মৎস্য একত্র হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জলচরকে আক্রমণ ও তাহার বধসাধন করিয়া আহারের সংস্থান করিয়া থাকে।

রুশিয়ার লিপার নদীর তীরে যে সকল অরণ্য ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে যে স্থান অতিশয় দুর্গম ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তাহা তরুলতা পরিশূন্য মরুভূমি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী শুষ্কপ্রায় হওয়াতে লিপারে জলাগমের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে নদীগর্ভে যে সকল পাষাণ পুঞ্জ জলমগ্ন থাকিত, এক্ষণে তাহা নদীজল অপেক্ষা উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে পোত চালনা রহিত হইয়া গিয়াছে। লিপার অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগরের পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতেছে। এক্ষণে যদি ঐ নদীতে পোতাগমন বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ সকল সভ্য জনপদ অসভ্যদিগের বাসস্থান হইয়া নিতান্ত হীনই হইয়া পড়িবে।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৬০০০০ পাউণ্ড কুইনাইন হয়ে। ইহার মধ্যে জার্ম্মণিতে ৫৮৫০ ইটালিতে ৪৫০০০ ফ্রান্সে ৪০৫০০ ইংলণ্ডে ২৭০০০ আমেরিকায় ৬৩০০০ ভারতবর্ষে ১১২৫০ পাউণ্ড কুইনাইন হয়।

মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ডিউক বকিংহাম ইংলণ্ড যাত্রা কালে ৪১ সিন্দুক স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র লইয়া গিয়াছেন।

মহীশূরের মহারাণী ও বালকমাতারা মৃত মহারাজের রাজ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও যাহাতে তাঁহাদিগের স্বার্থ কেহ নষ্ট করিতে না পারে তদ্বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার বস ডনসন সাহেবের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন।

"এবৎসর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার সময় মিউনিসিপাল স্কুল হইতে যে সাতটী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছিল, তন্মধ্যে গিরীন্দ্রলাল সেন নামক একটী মাত্র ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতিবৎসর উক্ত স্কুল প্রত্যাশানুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে, কিন্তু এবৎসর কেন যে ঈদৃশ বিষময় ফল ফলিত হইল, তাহা কোন সদয় ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, মিউনিসিপাল স্কুলের হেড মাষ্টার ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষক অধ্যাপনাকার্য্যে আশানুরূপ পরিশ্রম করেন না। হেড মাষ্টার বাবু উহা বিলক্ষণ অবগত আছেন, কিন্তু চক্ষুর লজ্জায় কখন কোন শিক্ষকের প্রতিকূলে রিপোর্ট করিতে পারেন না, সুতরাং উক্ত বিদ্যালয়টী ক্রমে ক্রমে শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছে। এবার প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষক মহাশয়েরা যেরূপ সরল প্রশ্নাবলী দিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে আমাদের বিবেচনা হইয়াছিল যে, মিউনিসিপাল স্কুলের প্রেরিত সাত জন ছাত্রের মধ্যে অন্ততঃ ৪। ৫ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবে, কিন্তু "ডিরেক্টর" ইয়ারকা ও অন্যান্য নানা কারণে আমাদের সেই আশালতাটী পরিশুষ্ক করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতি বাবু উক্ত স্কুলের শিক্ষকগণের গুণাগুণ পরীক্ষা পূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবেন।

উক্ত সংবাদদাতা বলেন গত বুধবার রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে একটী বিশেষ মিউনিসিপাল সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ডেপুটী বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এজন্য সভার কার্য্য প্রণালী বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিব ডাক্তার বাবুকে মাসিক ৪০ টাকা বেতন দেওয়া উচিত কি না প্রথমতঃ প্রস্তাবিত সভায় এই প্রস্তাবটী উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কমিশনর বাবুরা মিউনিসিপল তহবীলে টাকার টানাটানি বলিয়া উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে ডাক্তার বাবু বাণিত্ত হন হইয়াছেন সত্য কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে ভাবিয়া তাঁহার মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত। সত্য বটে, ঐ চিকিৎসালয়ের ভূতপূর্ব্ব নেটিব ডাক্তার বাবুরা মাসিক ৪০ টাকার হিসাবে বেতন লইয়াছেন, কেন না ঐ সময়ে মিউনিসিপাল তহবীলে টাকার টানাটানি ছিল না এবং তৎকালে তাঁহারা উক্ত চিকিৎসালয়ে "প্রোই মরটেম" পরীক্ষা করিতেন। এক্ষণে একেত মিউনিসিপাল তহবীলে টাকা নাই, তাহার উপর আবার বর্ত্তমান নেটিব ডাক্তার বাবু "প্রোই মরটেম" পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়াছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন যথেষ্ট বলিতে হইবে সন্দেহ নাই।

মিরাটের একজন সংবাদদাতা ৩ লক্ষ টাকা দানকারী বাবু নফরচন্দ্র পালের যেরূপ বোম্বাই প্রবাসের কথা লিখিয়াছেন চক্ষে দেখা দূরে থাকুক শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি বলেন একদা নফর বাবুর সাহেবের আদেশক্রমে তাঁহার লাঠিয়ালেরা খাজনার জন্য একজন দরিদ্র প্রজাকে চোরের ন্যায় বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে উপবিভাগস্থ কর্ম্মচারী ব্লাক সাহেব তথায় গিয়া যাইতেছিলেন, তিনি এই প্রকার কাণ্ড দেখিয়া লাঠিয়ালদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে উহারা তাঁহাকে নীলকর সাহেব মনে করিয়া বলিল আমরা সাহেবের আদেশ ক্রমে ইহাকে কাছারিতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি কিন্তু তা বলিয়া সাহেব তুমি যেন আমাদিগের কমিসনের ন্যায় এমন করিয়া প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইও না। সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা ইহাকে কাছারিতে লইয়া গিয়া কি করিবে? লাঠিয়ালেরা উত্তর করিল আমরা ইহাকে লইয়া গিয়া উত্তমরূপ প্রহার করিয়া পরে কয়েদ করিয়া রাখিব। তখন এ ব্যক্তি খাজনা না দেওয়ার জন্য দরিয়া খেদ করিবে। সাহেব এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের কথায় সায় দিয়া এক মুহূর্ত্ত তলায় তাহাদিগের সহিত গেলেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পকেটবুক দেখিলে তাহাদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্দ্দারকে ধৃত করিলেন এবং তাহাকে ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিলেন।

আমরা শুনিয়া [illegible] মাডবরাণীর [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার [illegible] ছিল।

পার্লিমেণ্ট [illegible] হইয়াছেন। ইঁহারা [illegible] করিবার জন্য এক প্রকার [illegible] করিবার অভিলাষে [illegible] ওই নিমিত্ত অতি অল্প দিনের মধ্যে [illegible] টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

[illegible] সৈন্যের আমীর [illegible] কলিকাতার [illegible] মুসলমানদিগের জন্য [illegible] কালেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য মাদ্রাসা ও কালেজ প্রভৃতির সাহায্য করাইয়া ইহার সাহায্যের [illegible] কথা হইয়াছিল, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হন

[illegible] জন্য নির্গমন পথ পরিষ্কার করাইবার জন্য কমিশনার বাবু মতিলালচন্দ্র রায়চৌধুরী [illegible] টাকা দান করিয়াছেন।

আগ্রাঅযোধ্যার ডিষ্ট্রিক্ট জজ অনেক দিন অবধি অনেক প্রকারে কৃষকদিগের উপকার করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি উহাদিগের উপকারার্থে [illegible] দেশীয়ের সাহায্যে একটী ব্যাঙ্ক খুলিয়াছেন। কৃষিকর্ম্মের সাহায্যে দিন দিন উন্নতি হয়, ও কৃষকেরা যাহাতে ঋণ পায় ও সুখে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি করিতে পারে তজ্জন্য তিনি নানাপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চাসের সময়ে যাহ কৃষকদিগের আবশ্যক মত টাকা, লাঙ্গল গোরু বীজধান্য প্রভৃতি দিবেন।

১২৮০ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে ২৯৮৮০০০০ টাকা ইংলণ্ডের বন্দরে প্রেরিত হইয়াছে। এই টাকার বাঁটি ৩১৮০০০০০ টাকা লাগিয়াছে।

জন্ম হেল অনরেবল উইলিয়ম মিউর সাহেব পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কিন্তু কি কারণে আর প্রত্যাগত হইয়া আসিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড মণ্টক ফেডারার নামক পত্রে ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন "যাঁহারা ভারতবর্ষীয় মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া বাক্যবৃষ্টি সহিবার কাজপ্রাপ্তে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করেন তাঁহাদিগকে দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্য করিতে যাঁহারা অভিলাষী তাঁহারা যে কিরূপ স্বার্থী ও তাঁহাদিগকে যে কিরূপ বিব্রত হইতে হয় এইরূপ অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে তাহা তাঁহাদিগের একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। শাসনকর্ত্তারা যদি মনে এইরূপ স্থান দেন যে আমরা মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া ভারত শাসন করিতে যাইতেছি, ভারতবাসীদিগের উপকার সাধনের জন্য যাইতেছি আপনাদিগের লাভ অথবা সুবিধার জন্য যাইতেছি না তাহা হইলে সহজেই ভারত সাম্রাজ্য সকল গোলযোগেরই সীমাংসা হইতে পারে।" উপদেশটী ভাল বটে, কিন্তু যাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করেন, ইংলণ্ডে তাঁহাদিগের মহা সম্মাননাস্পদ, বৈপুত্তিক ও ঐ পুরুষিক বৃত্তি বিধান হয়। সুতরাং ঐ উপদেশে ফল হয় না। ঐ সম্মাননাস্পদ বন্ধ করিবার কি কোন উপায় আছে?

উড়িষ্যা পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে অতঃপর আগ্রা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিল ও সেসন জজেরা দুর্গোৎসবের ছুটীতে কেহ কোয়াটীর পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত স্থানান্তরে যাইতে পারিবেন না।

লার্ড লিটন এখনও অতিশয় অসুস্থ আছেন। যত শীঘ্র তিনি করে কলিকাতায় আসিবেন, তাহা স্থির হয় নাই।

কেশের গোলযোগ ক্রমে ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। রাশিয়া হইতে আবার সংবাদ আসিয়াছে ১০৮ নম্বর ইনফেনট্রিকে তথায় যাইতে হইবে। ২৮ ই সেপ্টেম্বরে ইহাদিগের যাইবার দিনস্থির হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে তথায় বিস্তর সৈন্য যাইতেছে তথাপি আবার আবশ্যকীয় সৈন্যের টান পড়িয়াছে।

মুরসরাবাদের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট রাজাট মোসলি সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কারাবিধি মধ্যে অবমান করাতে তিনি এই বিষয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের গোচর করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মোসলি সাহেবকে হংপদোনাস্পি বিতরণ করিয়াছেন। কেবল তিরস্কারে কাজ হয় না। ক্রমান্বয়ে কয়েক জনকে এ বিতরণ করা হইল। অধস্তন মাজিষ্ট্রেটেরা মনে করেন, অন্যায় প্রভুত্ব প্রদর্শনে তাঁহাদিগের অধিকার আছে।

গত ১৮৭৯ অব্দে পৃথিবীতে নিম্নলিখিত জলার মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে। যথা—

আমদানী।

আফ্রিকা হইতে	১০৩৪০০০
ইউনাইটেড ষ্টেট ভাড়া আমেরিকা	২৭৯১৫০০০০
আসিয়া	৪২১৮৪০০০
অষ্ট্রেলিয়া	১১৮৫০০০
ইউরোপ	২৫৫১৪৪০০০

রপ্তানি।

আফ্রিকা	৪৩২৮০০০
ইউনাইটেড ষ্টেট ছাড়া আমেরিকা	৯৯১৫২০০০
আসিয়া	১২৫২০০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬৮০০০০০
ইউরোপ	৭০৮০০৯০০০

ফসেট সাহেব ম্যাঞ্চেষ্টারে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ভারতবর্ষ সরকার যুদ্ধের অতিরিক্ত সৈন্য রাখা হইয়াছে এবং তাহাদিগের জন্য যে টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা ও সামরিক বিভাগের অনাবশ্যক ব্যয় যদি সংক্ষেপ করা হয় এবং বিতব্যয়ী হইয়া যদি সকল কাজ করা যায় তাহা হইলে কেবল উক্ত বিভাগের উদ্বৃত্ত টাকা হইতেই ভারতবর্ষের পূর্ত্ত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। কথা সত্য, কিন্তু শুনে কে?

আজকাল আমরা যাহা কিছু আশ্চর্য্য ও নূতন খবর পাইয়া থাকি তাহার অধিকাংশই আমেরিকা হইতে। প্রোফেসার মেনার্ড একদা তাঁহার গালভানিক ব্যাটারি দ্বারা একটী নূতন বিষয়ের পরীক্ষা করিবার অভিলাষে ব্যাটারির উভয় পার্শ্বের তার পরস্পর ১৮ ইঞ্চি দূরে ভূমির উপর রাখিয়া উহা পরিষ্কার করিতে থাকেন, তাঁহার একটী নিবীড় কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল দুইটী তারকে ইঁদুর মারা কল মনে করিয়া উহার আস্বাদ লইতে যায়। ঐ সময়ে এক তারে তাহার নাক ও অন্য তারে ঠোঁট উহার লেজ পড়িয়া যাওয়াতে বিড়ালটী এই দুইতারে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে, বিড়ালটী যখন যাতনায় চিৎকার করিতে থাকে সেই সময়ে মেনার্ড উহা দেখিতে পাইয়া কল বন্ধ করেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাহার শরীরে এত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করিয়াছিল যে ৭।৮ দিন রাত্রিতে উহার শরীর ৮ পদ দূরের আলোকের ন্যায় অগ্নিময়।

ষ্টাম্প ডাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জজ ও বিচার সংক্রান্ত বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে উহার নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন কোর্টফির পরিবর্ত্তে কাগজের উপর অঙ্কিত ষ্টাম্প প্রচলিত হইলে এ অনিষ্ট নিবারণের অনেক সম্ভাবনা আছে।

নিহিলিষ্টেরা রুশ সম্রাটকে হত্যা করিয়া তুলিয়াছে। সম্রাট প্রাণভয়েই ব্যাকুল, তিনি যখন নিবাষ্টপোল হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গ যান সেই সময়ে ৩৬০০০ পদাতি ও ১৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। আবার সম্রাট যখন লিভাডিয়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন সেই সময়ে যাহারা তাঁহার প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিল তাহাদিগের জন্য তাঁহার ১৫০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের পার্শী সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। পার্শী বিধবারা হিন্দু বিধবাদিগের ন্যায় পতান্তর গ্রহণ করেন না।

পোয়ার অন্তর্গত আথোলান নামক স্থানে এক ব্যক্তির বাটীতে এক কনেষ্টাবল কোরোসীন তৈলে আগুন দাড়। হঠাৎ এক ব্যক্তি ভীত হইয়া উহাতে জল দেওয়াতে টিনটী ফাটিয়া যায়, ইহাতে পঞ্চত্বিংশ চারি জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আজিও আমাদের এ অঞ্চলে অনেক ব্যক্তিকাবিহের অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছে।

আমরা সমিতা অন্যান্য হইলাম অন্যপুরে বসন্তের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়াছে।

মাদলা বেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসন হইতে মথরা পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছে এবং যাহার মাটীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ঐ রেলওয়ের যে সকল ব্যক্তির ভূমি পড়িয়াছে তাহাদের ভূমির মূল্যাদান বিষয়ে নিয়োজিত কমিশ্নর সাহেবের অক্ষমতা ও সততা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ঐ স্থানের অতি নিকৃষ্ট ধান্যোপযুক্ত ভূমির বাঘনাড় ১ টাকার ন্যূন নাই। কিন্তু কমিশ্নরসাহেব ১এক টাকা ১৮ সিকা বাঘনা ধরিয়া ১০ টাকা ১২ টাকা ভূমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই ত মহাজন, ইহার উপর রাজপুরুষের ছিল। যাঁহাদের ভূমি তাঁহাদের মূল্য পাইবার নিমিত্ত সোনারপুরে হাঁটাহাঁটি করিতে করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া গেল। তাঁহারা যে অন্যায় অবমাননা করিয়া ভূমি লওয়া উপলক্ষে করিবেন, সে সমস্ত বঙ্গ হইতে চলিল। তাঁহারা যে কেন আমাদের মূল্যদান না করিয়া তাড়াতাড়ি লন, তাহাতে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা ভূমির উপর ঋণ দিয়াছিলেন, সেই ঋণ শোধ করিয়া লইবেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঐ সকল ভূমির মূল্যদানের দায় হইতে এড়াইবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি করিতেছেন।

একটী উত্তম লক্ষণ দেখা যাইতেছে। হুগলীর সাহেবের নিকট হইতে মহাশয়া পার্লামেণ্টের সভ্যপদে অভিষিক্ত হইবার আমন্ত্রণ পত্র আসিল, তিনি ও বিবী ব্রেডলা পার্টি করণের সম্বন্ধের সাধারণের বিশেষ উদ্যোগী হইতেছেন। তাঁহারা ভারতের দেশীয় ভূত্যের ন্যায় আইনটী রহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া ইতি মধ্যে গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের যে রীতি আছে, গ্লাডষ্টোন সাহেব তদনুসারে ইহা এই উত্তর দান করিয়াছেন যিনি এখনও গবর্ণর জেনরলের এ বিষয়ে কি মত তাহা জানিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ব্রেডলা একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক, তাঁহার যখন শুভ মতি হইয়াছে, তখন আমাদের মনে আশা হইতেছে। ভবিষ্যতে ভারতের কিছু মঙ্গল হইতে পারে। ভারত বন্ধু অক্ সফোর্ড সাহেব এতদিন একা লড়িতেছিলেন এখন চন্দ্রমান ও জোয়ান, ব্রাডলা তাঁহার সহায় হইলেন। এ সহায়তার অবশ্য কিছু ফল ফলিবার কথা।

জন বুকানন্দিবারে যেসন ব্যাঙ্কর ফ্রাইডেটিকিদের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ১-৭২,৮৭ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। অংশীদিগকে বার্ষিক শতকরা ৮ টাকার হিসাবে ঐ লাভের অংশ দেওয়া হইবে।

১৮ এ ১৯ এ আমুয়ারি মেডিকেল পরীক্ষার্থি দিগের পরীক্ষা কলিকাতা সাদিল, ঢাকা এবং মৌলাইটে হইবে। ঐ তিনদ ব্যতীত পরীক্ষার্থি দিগের যাঁহারা কলিকাতার ব্যতীত পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা বেলা ১০ টার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে উপস্থিত হইবেন।

অনেকে বলেন বাবুরা ইংরাজদিগের অনেক দোষগ্রাহক করিয়াছে। আমরা এখনি তাহাতে বিশ্বাস করি নাই। মর্ণপ্রলাপ বলিয়াই ঐপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু এখন যে পত্রের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে সেটা বড় মূল প্রমাণ বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইংরাজদিগের সহিত যোগ করিবার বলিয়া আমরা ও। তাঁহার অনেক আমাদিগকে সৈনাদিগের হস্তে বিনা কারণে প্রাণ সাহার করিয়াছেন। আরও তিন একজন সাহেব কথা কহ হইতে, এক বাঙ্গালা ভদ্রলোকদিগের করিয়া দিয়াছেন। এক কাঁপিয়া মেজেষ্টর সাহেব কারাদণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমরা কথা কহিয়াছি। ইহারা বাস্তবিক দোষী হউক বা না হউক কিন্তু যে অবস্থায় উঠিয়াছে সেই বিষয়ে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সমাচার পাই যে ইংলণ্ডের ভূপাল, আলবার্টের অন্তর্গত ... একটী মহৎ প্রোপকার করিয়া গিয়াছে। সেখানে থাকের লোকের নিকট যাহাতে প্রাণিহত্যা করিতে হয় না। যাহারা ঐ লোকের বিষে যায়, তাহাদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত কতকগুলি কলেজ আছে। তাহারা বিরোধী প্রজাদিগের কয়েক ঘরকে ঐ বিষ দ্বারা শুদ্ধতর আঘাত করিয়াছে। আশ্চর্য্য ও অসন্তোষের বিষয় এই, যে নিম্নশ্রেণীর লোক ঐ বিষ যোগ দিয়াছে তাহারা সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যবহার পায় না। ভদ্রলোকেরা তাহাদের সহিত কেন ব্যবহার করিতেছে, তাহা সংক্ষেপে বলিলে অধিকতর দুঃখের হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিম্নোক্ত।

আদেশ ও সাধারণ বিজ্ঞাপন।

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

[illegible]

ভ্রমণকারীর পত্র।

জয়পুর।

[illegible] এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামেই ঐ নগরের নামকরণ হইয়াছে। সওাই শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। তিনি [illegible], [illegible] বংশের প্রথম উপাস্য দেবতা। তিনি বিদ্যানুরাগী ও জ্যোতির্বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ্মতের দর্শনার্থ তাবিতে মানমন্দির স্থাপিত করেন। তিনি যে সময়ে উচ্চাভিলাষপূর্ণ লোক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাঁহার সুকীর্তি শাস্ত্রিলেখ্য সাধারণে পরিচয় হইয়াছে। তাঁহার [illegible] নগর পত্তন হইয়াছে বলিয়া নগরটী চিত্রগুপ্ত দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। তিনি ময়ো মাস পর্যন্ত রাখিয়া তাহার ওই মাসে এক আকারের [illegible] নির্দ্ধান করাইয়াছেন। সকল [illegible]। সকল বাড়ীর চিত্রিতেই ভিন্ন রূপ আছে। যে গৃহস্থ তাঁহার ইচ্ছামত চিত্রিত গৃহ নির্দ্মাণ করিতে পারেন তিনি গৃহনির্দ্মাণের অধ্যক্ষকে [illegible]। নগরটী সামান্যরূপ [illegible] করা সুশোভিত। মহারাজ রামসিংহ ঐ নগরের অনেক বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে রাস্তার [illegible] এবং গাছের আলো দেওয়া হইয়াছে। [illegible] চারিটি মুখ। একদিকে চারিজন করে পাহারা থাকে। রাস্তায় প্রতিদিন জল দেওয়া হয়। রামনিবাস বলিয়া রাম সিংহ যে একটী প্রশস্ত উদ্যান করিয়াছেন তাহা দর্শন করিতে গমন করিলে মন একান্ত আনন্দিত ও পুলকিত হয়। রামসিংহও একজন সুবুদ্ধি, সদাশয় ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণের উন্নতি সাধনার্থ ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বত্রই সুশিক্ষা হইতেছে। আমরা শিল্পবিদ্যালয়ের কারুকার্য্য দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কি কাষ্ঠের উপর কি ধাতুদ্রব্যের উপরে ক্ষোদকারী দেখিলে মন একান্ত আনন্দিত হয়। রাজা রামসিংহের এরূপ প্রজাবৎসলতা ছিল যে তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছে।

প্রজার চিত্তার্থে যে যে কার্য্য করা আবশ্যক, জয়পুরে তাহার অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা দ্বারা উহার মনুষ্যসমাকীর্ণতারও সবিশেষ পরিচয় হয়। রাজপ্রাসাদ নগরের প্রায় চতুর্থ অংশ অধিকার করিয়া আছে। যেখানে দরবার হয় ও ইউরোপীয়দিগের [illegible] হয় এবং যেখানে নৃত্য গীতাদি হয় সে অট্টালিকা গুলি অতি উৎকৃষ্ট।

নগরের চতুর্দ্দিক পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। সেই পর্ব্বতের নিম্নের জল বহু দ্বারা নগরে আনীত হয়, পর্ব্বত কাটিয়া একটী নালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই নালা দিয়া ঐ জল আসিয়া নগরের পার্শ্বে পার্শ্বে [illegible] জল নালা দিয়া গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পর্ব্বতের নিম্নে কত শত [illegible] হইতেছে।

জয়পুরের প্রায় তিন ক্রোশ অন্তর গ্রামের নামক [illegible] মালাকরের কৃত অনেকগুলি অট্টালিকা আছে। তাহা মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিয়া দিয়া ঐ স্থানে ঐ স্থান নির্দ্মাণ করেন। ঐ অট্টালিকা সকলের উপর নির্ম্মাণ হয়। ঐ সকল মানসিংহ নিজের অনুকরণ করিয়া দরবারখানা প্রভৃতি অতি সমুদ্ভতরূপে নির্দ্মাণ করিয়াছিলেন। লোক মুখে উহার সমুদ্ভয় কথা শুনিয়া নিজের বাসস্থান ইত্যাদির চেষ্টা ছিলেন। মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে যে শিল্পকরদিগকে আনয়ন করেন ঐ গ্রামের সহিত তাহার মন্দির নির্দ্মাণ করিয়াছেন। দুর্গোৎসবের সময়ে ঐ সকল গ্রামে উহাঁর পূজা হইয়া থাকে। নিত্য পূজার ব্যবস্থাও উত্তম। জনশ্রুতি এই গ্রামের সহরে জয়পুর রাজবংশের অনেক ধন ও বহুমূল্য রত্ন সঞ্চিত আছে।

রাজা জয়সিংহ ও রামসিংহ প্রভৃতি নগরবাসীদিগের সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধনের সদুপায় করিয়া দিয়া তাহাদের যেরূপ সুখিত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাদিগকে সেরূপ সুখী করিতে পারেন নাই। প্রজার সহিত কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। ইউরোপে যখন সময়ে যে প্রকার কিউডাল বন্দোবস্ত ছিল জয়পুরের বন্দোবস্ত সেই প্রকার। জমীদারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সম্বন্ধ। জমীদারদিগকে ঠাকুর বলে। ঠাকুরেরা মহারাজের প্রয়োজনানুসারে সৈন্য ও অর্থদ্বারা সাহায্যদান করিয়া থাকেন। পুলিস বন্দোবস্ত ঠাকুরদিগের হস্তগত। ঠাকুরেরা সামান্য বেতন ভোগী কর্ম্মচারী রাখিয়া পুলিসের কার্য্য সম্পন্ন করেন; সুতরাং বঙ্গদেশে পুলে পুলিসের যেমন দুর্দ্দশা ছিল, জয়পুরে পুলিসের সেই প্রকার দুর্দ্দশা। প্রজাদিগকে জমিদারের অত্যাচারের ন্যায় পুলিসের অত্যাচারও সহ্য করিতে হয়। ফলতঃ জয়পুরের কৃষক সাধারণ প্রজাগণ সুখিত নয়, সেখানকার ভূমি অতি উর্ব্বরা। বঙ্গদেশের ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি দর্শন করিয়া অনেকে চমৎকৃত হন, আমরা সেই বঙ্গদেশবাসী আমরাও জয়পুরের লঙ্কা ও লোকাতমাক প্রভৃতি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। জয়পুরের এমন উর্ব্বরা ভূমির কর্ষণ বহনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াও দারিদ্র্য দশা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। কেবল জমিদারী বন্দোবস্তের দোষই ইহার কারণ।

আমরা উপরে যে বন্দোবস্তের কথা কহিলাম, শীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। মহারাজ যদি এ সম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা পান ঠাকুরেরা তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠেন। ইঁহারা প্রবল হইয়া সেই অভাব সিদ্ধির ব্যাঘাত করেন।

মহারাজ রামসিংহ মৃত্যুকালে যাঁহাকে মনোনীত করিয়া যান তিনি এক্ষণে রাজপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হন নাই। এক্ষণে কাউন্সিল সভাদ্বারা রাজকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। সোসিটিকাল এজেন্ট ঐ সভার অধিনায়ক। আমরা শুনিতে পাই রাজা রামসিংহ অতি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনে সুশিক্ষিত পারিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তিনি নয়টী বিবাহ করিয়াছিলেন, এই বহু বিবাহের দোষে তিনি পুত্র মুখ দর্শনে অধিকারী ও সুখী হন নাই। রাজারা মনে করেন বহু বিবাহ করিলে তাঁহাদিগের বংশ রক্ষা হইবে কিন্তু এটী তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। এই বহু বিবাহ দোষে অনেক রাজার বংশ লোপ হইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র

সোমড়া।

১৫ ই পৌষ ২৮০২ শকাব্দা।

বহু দিবসের পর আপনার সোমড়াস্থ সংবাদদাতা

আর পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিগত কৈষ্ঠ মাস হইতে দেশ ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইয়া জামালপুর, মুঙ্গের, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর, ফিরুজ, রাইলদিগ্রী, এবং মরি-পাহাড় পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিবার আমাদের ইচ্ছা থাকিলেও বিবিধ কারণ বশতঃ তাহা সময়ে ঘটিয়া উঠে নাই। পাঠক মহাশয়দিগের কৌতূহল বৃত্তির চরিতার্থ সাধন জন্য অচিরে তাহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি দেশের নানা সংবাদ সংবাদ সকল প্রকটিত হইল।

২। বিগত ১২ এ ডিসেম্বর রবিবারে আমাদের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডবলিউ কলিন সাহেব, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ইডেলিস সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেভিস সাহেব মহোদয়গণ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও সবডেপুটী বাবু কৃষ্ণমোহন সুর মহোদয়গণ সমভিব্যাহারে মফস্বল পরিদর্শনার্থ বরাগরে আগমন করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত প্রধান কেরাণী এবং আরও দুই জন কেরাণী আসিয়াছেন। ফলতঃ এবারে বড় কাঁকজমক এবং প্রকাণ্ড ধুম কাণ্ড হইয়াছে এরূপ আর কখনও হয় নাই। আমাদের প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বড় পরিশ্রমী মহাশয়ব্যক্তি ও সামাজিক এবং বিদ্যোৎসাহী বোধ হইল। তাঁহার অসুবিধা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি পাইবা আমরা যাবদ্দেশ আসিয়াছি ও হইতেছে সম্পাদন করিতেছি।

৩। বরাহনগর ইউনিয়ন নামে একটী সভা সংগঠিত। এই বড় হইতেছে অতি অল্প দিন হইল। তথায় ১৮৭৬ সালের ৫ আইন মতে ইহা রেজিষ্টরিভুক্ত হইয়াছে। এই বড় ইউনিয়ন তাহা করিবার অনুচিত হয় বলিয়া বরাহনগর ইউনিয়ন উঠাইয়া দিয়া তথায় চৌকীদারী ইউনিয়ন অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের ৬ আইন জারি করিবেন। বিগত ১৬ এ ডিসেম্বর সন্ধ্যা বরাহনগর ভলিয়ন্টিয়র দেশস্থ সমস্ত ভদ্র লোককে আহ্বান করিয়া তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইবে। কিন্তু ইউনিয়ন উঠিয়া যাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ বরাহনগর অভিপ্রায় বা সম্মতি ছিল না। তাহারা ভবিষ্যতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া অবনতি হইবে আশঙ্কায় এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছিল এবং ইউনিয়ন তোলা করিয়া যাহাতে ইহাকে রাখিবার করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অভিমত অনুসারে এ বিষয় ইতি পূর্ব্বে গোচর হইয়া যাওয়ায় এবং এক্ষণে সকল বিষয় স্থিরীকৃত হওয়ায় সে পরিবাদে কোন ফল হইল না। আমরা বর্ষে পুনরায় নূতন করিয়া চেষ্টা করা যাইতে পারে।

৪। এ দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ, জীবন নাশক ও আকারে-কষ্টকর কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত করিয়াছে।

(ক) আমাদিগের দেশে পানীয় জলের কোন পুষ্করিণী নাই। অধিকাংশস্থার অধিক হইতে একটী সঙ্কীর্ণ গাত্র পাদবিষ্ট হইয়া সোমড়ার নীচে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলে আছে। ঐ খালের জল প্রায় ১০। ১২ খানি গ্রামের জীবন স্বরূপ। গ্রামের উপরে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। এবার মাঘারা জলকর জন্য লাইসেন্সে অধিক মৎস্য ধরিবার আশায় তাহারা সোমড়ার নীচে খালের মুখ কাটিয়া অন্যত্র সঞ্চিত যোগ করিয়া দিয়াছে। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে অনবরত জল নির্গত হইয়া এক্ষণে খালের জল এত কমিয়া গিয়াছে যে, তুল দিবার সময় কর্দ্দমের মৃত্তিকা পাওয়া যায়। আমরা দিবা চক্ষে দেখিতেছি চৈত্র বৈশাখ মাসে এক ফোঁটা জলের জন্য আমাদিগকে হাহাকার করিতে হইবে। এখনও জল নির্গত হইয়া যাইতেছে। চড়ার যে সামান্য কাটিয়া দিয়াছে তাহাতে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকের পুষ্করিণী বাড়ীর সমস্ত অধিকারী। তাঁহাদের এ বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত।

(খ) এখানে পুরাতন ইংরাজী ওল উঠি হইয়াছে। ঐ কুকিয়ে ছাড়কণ্ঠ উপস্থিত হয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে একটী অনাথা বৃদ্ধা পড়িয়া স্ত্রীলোককে ঐরূপ কণ্ঠস্থায় এক মনে পরেশ পুরাক প্রাণ করিয়া ফেলিয়াছে। আবার গত ১১ ই পৌষ অপরাহ্ণ সময়ে একটী ভদ্রলোক-সন্তানকে ঐরূপ করিয়াছে। কি পর্যন্ত যাতনা, কেবল আমাদিগকে শুনাইয়া করিবে। ঐ ওলের বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা অনেক সমাচার ও দৃষ্টান্ত আর কি পাইবে ? তাহারা নিবেদন করিয়াছে লোকালয়ে ভ্রমণ করে। তাহাদের উপদ্রবে আমাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকিতে হইয়াছে।

(গ) সোমড়ার বাজারের লোকানদারেরা উৎপাত আমাদিগের অনেক কষ্ট, অনেক ক্ষতি ও অসুবিধার মূল হইয়াছে। তাহারা নিজ নিজ দোকান সমূহ অপরিষ্কৃত রাখে। ঘাহা ময়লা অপকৃষ্ট জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা সমস্ত রাত্রি দোকানের নিকট পড়িয়া থাকে। আমাদিগের বিশেষ বলিয়াছে যে তাহারা ১৯০ বিক্রয় করিয়াছে, এক ক্রোশ দূর হইতে আসিয়া তারা ১৬৯০। ইহাকে ডাকাইতি না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে। নারিকেল তৈলে এরূপ কতিপয় মিশ্রিত যে তাহা অব্যবহার্য্য। সরষা এক ফিক যে মূলে দেখা যায় না ইত্যাদি। বিশেষতঃ ইহাদের ওজন ঘরানকল বহুকালের ব্যবহারে কম হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা লাভ বিক্রয় করে, তাহাদের ওজনের দ্রব্যাদি আরও কম এবং অনেকের দুই প্রকার ওজনও আছে। মধ্যে মধ্যে পুরাতন ওজনগুলির পরিবর্ত্তে নূতন ওজনের সম্পূর্ণ উচিত।

আমরা গত খাস মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখাইয়াছি এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে বলিয়াছি। তবুও ও আশা করি তিনি সকল বিষয়ের সুনিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রজা সমূহের কষ্ট নিবারণ করিয়া সাধারণের প্রীতিভাজন হইবেন।

৫। গত ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট কলিন সাহেব, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ইডেলিস সাহেব ডেপুটি ডেভিস এবং আর একজন ইউরোপীয় মহিলা সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয় দর্শনার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন। পুস্তকালয়ের অবস্থা, কার্য্য ও আয়ব্যয়ের গ্রন্থ সমূহ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকালয়ের ও সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র সেনের আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহারা যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। আর ঐ সময়ে তাঁহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা করি, তাঁহার বাহাদুরি বিশেষে ও পুস্তকালয়টীর কথায় উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেন।

৬। এখানে একটী সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহা মাজিষ্ট্রেটের বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও উদ্যমে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টবাবু ধরণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুপরিচালনে সংস্থাপিত হইয়াছে। অধিকাংশ বাবু সেই সভার সভ্য। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ক্রমে বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সোমড়ার শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ সেন, হুগলীস্থিত বাবু সুকুমার মুস্তফী প্রভৃতি মহাশয় ব্যক্তিগণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিযুক্ত করিয়াছেন।

৭। ডাকাইতের কথায় এবার সংবাদ অবশ্য অতি উত্তম, চোরের প্রসঙ্গ মাত্র বিরাম হইয়াছে কিন্তু সেরূপ প্রাদুর্ভাব হওয়া অপেক্ষা মহাশয়।

বিজ্ঞাপন

বন্ধু ব্রাদর্স।

এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের

সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহারের।

নং ১৮ নং বাটী, কৃষ্ণসিংহের লেন,

বিডনিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধা দরে ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ঘড়ির বাক্স, ঘড়ির চাবি, ঘড়ির কাচ, ঘড়ির স্প্রিং, ঘড়ির কাঁটা, ঘড়ির ডায়েল, ঘড়ির পেণ্ডুলম, ঘড়ির ঘণ্টা, ঘড়ির হাতুড়ি

সোমপ্রকাশ।

১৪ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং" । | ১০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ৫ ই মাঘ। ইং ১৮৮১। ১৭ ই জানুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে নিবেদন করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসম্বন্ধে মফস্বলীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵ আনা; ৵ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু সীতানাথ বসু ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শিরোরোগের দিব্যৌষধ। চন্দনপুরে বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় পুরুষ এই ঔষধ প্রস্তুতকরণে আশ্চর্য্যরূপ অবগত হইয়া ঐ মতে আমুকূল্য করিতে করিতেছেন, তিনি আমাকে যেরূপ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবার বিশেষ বৃত্তান্ত আমি তদনুরূপ লিখিব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সাহা কবিরাজ
সাং শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। মূল্য ১৷৷ টাকা। ডাক মাশুল ৵ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২১ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগরে বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর | শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
৭ ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৭। | সম্পাদক।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃ পীড়াদি সমস্তপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷৷ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তুরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের পোকায় খাওয়া, ফুলা, আলগা হওয়া ও দন্তপড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ৷৷ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীরা লোকের দ্বারা বেশ বিদিত আছে।

কবিরাজ নবদ্বীপচন্দ্র সেন
৩৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। ক্যেণ্ড্রি ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

ক্ষুধানাশক বিড়ালী।

এতদ্দেশীয় এক বিড়ালী বৃক্ষলতার নাম উল্লেখ করিয়া কলিকাতার কোন কোন ইংরেজীর ডাক্তারেরা ইহা বিক্রয় করিতেছেন। কলিকাতা বোটানিকেল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিকট সাহেব। ৩ আউন্স ১৷৷ আউন্স ১২, ১৮ আউন্স শিশি ১৷৷৷৷ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল খরচ দিতে হয় না।

প্রেরিতপত্র

ফুলবেড়ের সংবাদ কায়ী-বিবরণ।

বিগত ৫ ই কার্ত্তিক অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় নবীগ্রাম অন্তর্গামী কাঁসাই নামক ষ্টেমার হইতে ৮০০০ হস্ত সকল প্রজা এক বিস্তীর্ণ ময়দানে সমবেত হইয়াছিল। অধিকার এবং প্রজাদিগের পরস্পরসম্বন্ধীয় নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি ... [illegible] সম্বন্ধে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

গবর্ণমেণ্টের আইন সম্বন্ধে কোন প্রকার সভা-সমিতি প্রজাগণ প্রজাদিগের একস্থানে সমবেত হওয়া এতদ্দেশীয় এই প্রথম; এবং ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই প্রথম উদ্যোগের আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রজা ও ভূস্বামি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে প্রজাদিগের মতামত জ্ঞাপনার্থ কলিকাতার অনেক ভদ্র লোক একত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কৃষ্ণনগরের সভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা প্রজাদিগকে সম্বোধন করিয়া উক্ত সভা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ মুখোপাধ্যায়
" " কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—এম, এ,
" " কৃষ্ণকুমার মিত্র—বি, এ,
" " দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী
" পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

যাহাতে প্রজা ও ভূমিধারিদিগের পরস্পর কোন প্রকারে অসদ্ভাব হইতে না পারে, তৎপ্রতি পূর্ব্বের বক্তারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বক্তাগণ তাঁহাদের বক্তৃতাকালে ভূমিধারিদিগকে তাঁহাদিগের ন্যায্য পাওনা যথা সময়ে প্রজাদের নিকট আদায় করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটী বক্তৃতার সপ্তাবিত ... [illegible] সভাতে গৃহীত হইয়াছিল।

প্রথম প্রস্তাব। প্রজা ও ভূস্বামিকারিদিগের সম্বন্ধে ছোটলাট বাহাদুর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেবের পক্ষ-সমর্থক বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে, ঐ সভা মূলতঃ তাহার অনুমোদন করেন। ঐ সভার বিশ্বাস এই যে, এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইলে প্রজা ও ভূমিধারি উভয়দিগের পক্ষে মঙ্গলের হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বিশেষ বন্দোবস্তের সময়ে সংকীর্ণিত গবর্ণর জেনেরল ... ও আকর ১ আইনের সপ্তম প্রকরণের অষ্টম ধারানুসারে অধীনস্থ তালুকদার, প্রজা ও কৃষকদিগের হিতার্থে সময়ে সময়ে যে বিধানাদি প্রণয়নের ক্ষমতা নিজ হস্তে রক্ষা করিয়াছেন বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রজা ও ভূম্যধিকারিদিগের সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে, উহা কোন অংশে উক্ত ক্ষমতার বহির্ভূত ও প্রতিকূল হয় নাই।

তৃতীয় প্রস্তাব। প্রজা ও ভূমাধিকারী সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপিতে ২৬ ধারানুসারে প্রজাদিগকে দখলি স্বত্ব দান, ২০ ধারানুসারে ঐ স্বত্ব হস্তান্তর করণের ক্ষমতা, ২৭ ধারানুসারে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট ভূমির বৃক্ষাদি ছেদনের অধিকার, ৩৮ ধারানুসারে ভূস্বামির অনুমতি ব্যতীত দখলি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার ভূমির উপর আপনার ও আপন পরিবারের ব্যবহারের ও দপলের উপযোগী ঘরামান গোশালাদি নির্ম্মাণের ক্ষমতা প্রদান, জমিদার খাজানা বৃদ্ধি করার সকল দখলি স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজাকে নিজ দখলি ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইলে ৮৮ ধারানুসারে পরিত্যাগার্থক অস্বিকৃতি এবং ২৯ ধারানুসারে ভূমির কোন উন্নতি করিয়া থাকিলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে এই সভা তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। এই সভার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া এক আবেদনপত্র প্রস্তুত করা এবং তাহাতে প্রজাবর্গের স্বাক্ষর করাইয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত হউক: তাঁহারা আবশ্যক বোধ করিলে অপর ব্যক্তিদিগকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত রজনাথ মোস্তফি
" যোগানাথ দত্ত
" প্রসন্ননাথ বিশ্বাস
" জ্ঞাননাথ মুখোপাধ্যায়
" সত্যব্রত দত্ত
" হরিনাথ দাস সম্পাদক।

পঞ্চম প্রস্তাব। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজা ও ভূস্বামি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদিগের শুভ অভিপ্রায়ের জন্য এই সভা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

—

বীজ শুটী তসর কীট এবং শুটী।

মহাশয়! সম্প্রতি, ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সে তসর শুটী এবং তসর সূতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। তজ্জন্য মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা সাধারণের গোচরার্থ রেবিনিউ বোর্ডকে আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি যেন এই কথা কালেক্টর প্রভৃতিকে অবগত করান। এই হেতু এই বিষয় লইয়া আমাদিগের জাহানাবাদ মহকুমার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার সেন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বার বাহাদুর তসরের উৎপত্ত্যাদি বিবরণ লিখিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ দেন। আমি তাঁহার ঐ আদেশানুসারে প্রকৃষ্টরূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক উহার বিষয়ে যতদূর জানিয়াছি, তাহা সমস্তই লিখিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, তবে এই লিখিত বিষয়টী অনেক স্থলে পঠিত হওয়াতে অনেকেরই মনঃপূত হইয়াছে। এই তসরের লিখিত বিষয়ের একখণ্ড কাগজ উপহার স্বরূপ আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। যদি সাধারণের গোচরার্থ উহা সোমপ্রকাশে স্থান পাইবার যোগ্য হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনানন্তর স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

১। আকার। পরমকারণিক, পরমপিতা, পরমেশ্বরের বিচিত্র কৌশলে, সকল জাতীয় প্রজাপতির ন্যায়, ঘর্ম্ম লব বিশিষ্ট ডাট হইতে " কাগুজি লেবুর আকারে " তসর নামে এক প্রকার শুটীর উৎপত্তি হয়। এই শুটীর আকার গোল বলিয়া গোল শব্দের অপভ্রংশ নাম গুটী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই কীটজ পদার্থ হইতে এক প্রকার সূত্র নির্গত হইয়া থাকে। ইহার রং অর্থাৎ কাঁচ খেলনের ন্যায় অতি শুভ্র। অভিধানাদিতে " এই কীটোৎপন্ন শুটীর নাম " গুটী ব্যতীত অন্য কোন নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। কেবল অযোধ্যাবাসীরা সাঙ্কেতিক কথায় এই কয়েকটী নাম নির্দ্দেশ করিয়াছে। যথা:—

১। নাম। (১) তুলসী, (২) ভাবা, (৩) বগুই (৪) আমেথে, (৫) বোড়ন, (৬) মূলে, (৭) মুখ, (৮) টীকে, (৯) চোপা, (১০) আকুই, (১১) রাসকাটা, (১২) চুঁচি। এই গুটী সকলের স্বভাবতঃ গুণ, ঘুম, ঘুসর, পিঙ্গল, পীত, এই চারি প্রকার।

২। আকর, স্থান। পশ্চাৎ লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গুটী গুলি হাঁচি বিভাগ ভেদে চাঁইবাসা মানভূম, হাজারিবাগ, লোহারডগা, এবং কটক বিভাগ ভেদে বালেশ্বর প্রভৃতি এবং বর্দ্ধমান বিভাগ মেদনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, এবং কলিঙ্গ রাজ্য ময়ূরভঞ্জ, ক্যাওঝোর, প্রভৃতির পর্ব্বত, ও জঙ্গলে সাল, পীয়াল, মৌল, আসন, কুসুম, করীতকী, বিভিতকী, আমলকী, বদরী প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সন্তানিতে শরৎ, বর্ষা, শিশির, হেমন্ত, এই চারি ঋতুতে মনুষ্যের যত্নে ঐ কীট হইতে শুটী গুলির জন্ম হয়। তুঁত পোকা পালনের যেরূপ চাষ আছে ইহার সেরূপ চাষ

নাই। এবং ইহার স্থূল সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত এ প্রবন্ধে যত্নও নাই।

৪। সংগ্রহ বীজ। উপরে লিখিত ১।২।৩ প্রকার গুটীর পৃথক পৃথক বীজ আছে। পরে প্রথমোক্ত মূদল গুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং গুরুতর, ইহাই বীজ স্বরূপ হয়। জঙ্গলবাসীরা বিশেষ যত্নের সহিত এই বীজ-গুটীকেই গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই গুটীর অভ্যন্তরে পতঙ্গাৎ যে একটী কীট থাকে সেই কীট "গুটীর দুটীর দিকে" মুখের লালে আইগুলি ক্রমশঃ সরাইয়া এক প্রকার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহির হয়, এবং বাহির হইয়া সঙ্গিনি করিবার ইচ্ছায় উচ্চীন হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিবার চেষ্টা করে। কিশলয়, বন পনস ইহাদিগের আহারীয় বস্তু। ইহারা বহির্গত হইবার সময় জানিয়া যখন ঐ সঞ্চিত গুটী হইতে নির্গত হয়; তখন সংগ্রাহক ইহাদিগকে ধরিয়া বন মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। জঙ্গলা ভাষায় ছাড়িয়া দেওয়াকে (আড়া) দেওয়া বলে। যখন ইহাদিগকে বনে ছাড়িয়া দেয়, তখন ইহাদিগের পরস্পরীয় বন্ধ কীটের সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই সঙ্গম হয়। সেই সঙ্গম হইতেই হউক, বা নিয়ম কালের নিয়ম বশতই হউক গর্ভের উৎপত্তি হয়।

৫। জন্ম বৃত্তান্ত। ইহাদের উদর নিঃসৃত সূত্র দ্বারা গুটীর চতুর্দিক "ঠিক চাউলপেতে" এক প্রকার অন্ত গর্ভের বেষ্টন থাকে। দুর্দ্দশ পরে ঐ সকল কালে ইহাদের সেই ডিম্বগুলি স্ফুরণ যুক্ত হইয়া ঐ অন্ত হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি উৎপন্ন হয়। তখন ঐ কৃমিগুলি কোমল পত্র ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়। "পাঁচ সাতদিনের মধ্যে" কোমল গ্রাম্য পত্রে বিচরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বন্য পত্র ভক্ষণ করে।

কোমলে কিছুদিন থাকিয়া ঐ পত্রের ক্রমে ক্রমে এক এক পাত, এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অন্যান্য লোমাবলিষ্ট হয়। শিশুদের পক্ষোদ্গমের ন্যায় ইহাদের লোমোদ্গম হইলেই ইহারা উঁচাল পাল ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বন বিচরণ করিতে থাকে। তখনই এই কীট হইতে আমরা সকলে যেরূপ রেশম পাই সেইরূপ রেশম বাহির হয়। এই কীটের স্বাভাবিক পরমায়ু ৫২ দিবস। ইহারা (২) নীচ।

৬। পালন। বনচর, বিচরণেরাই এই কীটের পরম শত্রু। বৃক্ষ শাখাদির শাখা প্রশাখাকে আশ্রয় করিয়া যখন ইহারা গুটী করিবার আয়োজন করে, সেই সময়ে যাহারা আড়া দেয় তাহারা ইহাদিগকে পক্ষি জাতির হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কীর, বাঁশ, গুলেন, অর্থাৎ শরশর্ষু, এবং বর্জ্জন লইয়া প্রহরী স্বরূপ বনের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া পক্ষিদিগকে তাড়া দিয়া বন হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়।

৭। নিয়ম। শুনিয়াছি যে, এই প্রতিপালককে তৎকালীন এক প্রকার ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হয়। এই রক্ষকেরা যে বনে আড়া দেয়, সেই অবধি মধ্যে পর্ণকুটীর বাঁধিয়া ২।৩ মাসকাল থাকে এবং ব্রতপরায়ণ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান, প্রাতঃ অপরাহ্ণে নূতন হাঁড়িতে আতপ তণ্ডুল পাক, করিবাহ, ভোজন, এবং তুণশয্যায় শয়ন করিয়া শুদ্ধাচারের সহিত পবিত্র চিত্তে পোকা গুলিকে সংরক্ষণ করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত গুটীগুলি পরিণতি প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত স্ত্রী, পুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। প্রবাদ আছে যে, আড়া দিয়া বাড়ী গমন করিলে গুটীর উৎপাদিকা শক্তি অধিক হয় সুতরাং লভ্য হইবার আশা অল্প। বাড়ী গমন না করিলে রক্ষকদিগের আর সে পোয়াবারো থাকে না। কতদূর একথা সত্য কি না তাহা ঈশ্বরই জানেন।

৮। উৎপত্তি। এই কীটের নাম হইতে "মাকড়সার নাম" এতদ্দেশীয় কবির হয়। [illegible] ইহা আর।

[illegible] ইহাদের [illegible] কোমারার বহু পরিবর্ত্তন [illegible] এই কীট নিজ শরীরের পরিমাণে প্রথমতঃ একটী [illegible] নির্ম্মাণ করিয়া সে খানির মধ্যে ডুবাইয়া [illegible] এই প্রকারে কয়েক পুরিত হইলে ঐ নীচে আসিয়া কোষ বেষ্টন করিতে করিতে পরিশেষে নিজ মলে এই কোষ ঐ নির্ম্মিত সূত্রময় [illegible] যায়। পরিশেষে কথায় বলে...

"বারোমেসে পড়িয়ে তবে আপনি হয়।
আপনি হইল মন্ত্রী, আমার কিবা হয়॥"

৯। লক্ষণ। ইহাদের [illegible] নির্ম্মিত গুটীর নামই গুটী। ইহাদিগকে [illegible] বলে। [illegible] আহারের [illegible] আহারান্তরে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। [illegible] গুটী গুলি পরিণতি প্রাপ্ত হয় তখন [illegible] কোন কোন পোকা গুটির দুই পার্শ্বে [illegible] চেষ্টা করে, অথবা, প্রস্তুতকর সূত্রের শাখা প্রশাখা ছাড়িয়া লইয়া উৎপাদিকাশক্তিযুক্ত গুটী গুলি ভূমে রাখিয়া এক একটী হাঁড়ির ভিতর পরিষ্কৃত জল এবং তন্মধ্যে গুটী দিয়া (ইংরাজিতে) চুল্লীর উপর স্থাপন করতঃ লাল দিয়া অগ্নির উত্তাপ করিলে এইরূপ গুটীর আবরণীয় পোকাগুলি গরম জলে সিদ্ধ হইয়া যায়। সেগুলির আর মুখ কাটিয়া পলাইবার ক্ষমতা থাকে না।

বেলা তমলুক
২৬ এ পৌষ। শ্রীকালীবর বসু।

সোমপ্রকাশ

৫ ই মাঘ সোমবার।

প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ কহিয়াছেন—

"আশাহি পরমংদুঃখং নৈরাশ্যং পরমংসুখং।"

এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলে কি সংসারী, কি উদাসীন, সকলেই পরম সুখী হইতে পারেন। কিন্তু বিধাতা মানুষের মনকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যদি মানুষের মন আশাবিহীন হয় একেকালে বদ্ধ হইয়া যায়। আশা দুঃখহারিনী হইলেও মানুষ আশার দাস হইয়া জীবিত হইয়া থাকে। সুতরাং আশা মানুষের দুঃখের একটী প্রধান কারণ। আমরা গ্রাণ্ডটোন সাহেবের মন্ত্রিমণ্ডলে পরম সুখী হইব এই আশা, উড়িষ্যার পদ চাকরি আদি কিছু পাব প্রত্যাশায়, একেবারে আশাভঙ্গ দুঃখ ত্যাগ করিয়াছি। গ্রাম বৎসর পূর্ব্ব হইতে টোরি, গ্লাডষ্টোন সাহেব মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইবেন, কিন্তু এ সংবাদে তাঁহারা কতদূর আহ্লাদের এক [illegible] হইয়াছিল।

[illegible] কি পরিত্যাগ হইবে হইতে অবসর পাইবে ভাবিয়া [illegible] ভাবেন, আমরা কি

[illegible] ইংরাজগণ [illegible] তিনি যে একটী কারবার আরম্ভ করিয়াছেন সেটা [illegible] আরম্ভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। [illegible] ইহার [illegible] কার্য্যারম্ভে [illegible] ইহার [illegible] ইহার [illegible] ইহার

উঠে। পুলিবন্ধন [illegible] করিবার নিয়ম হইয়া যায়। সেই কারণে [illegible] ঐ সকল স্থানে উপনীত হইলে অবলম্বন করে [illegible] বাঙ্গালিরা বলপূর্ব্বক পুলের [illegible] করিতে পারিত না। ঐরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলে যে অনিষ্ট হয় এখন তাহা কথা নিষ্প্রয়োজন।

এই সকল সাক্ষ্য দ্বারা বাঙ্গালিরা যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু মেটিনিষ্ট্রোর যে [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, পুলে ইউরোপীয়ের প্রবল বাক্তির মন রাখা যে নীতি প্রণালীর ছিল সেই নীতি পুনরুজ্জীবিত করা ডাক্তারের সাহেবের অভিপ্রেত। অধিক লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর পদ পাওয়া এবং [illegible] করিয়া [illegible] সহিত দুঃখের যোগাযোগ নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া সমান নয় কারণ পেরোক্ত কার্য্যে অনেকের যোগ পরিচয় হইয়াছে। তথাপি এই [illegible] সাহেবের চেষ্টায় সেই পুরাতন প্রোজ্জ্বলমণ্ডিত পুনরুজ্জীবিত হয়, আমরা ইহা [illegible] তাঁহার সেই অপরাধী লোক বলিয়া পরিগণিত না হইয়া [illegible] করিলেন তাহাই পরিশেষিত, হীনবিধ ও [illegible] হইবে।

ইউরোপে [illegible] নামাঙ্কিত হইবার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে যদি তাহার অনুরাগের একান্ত একটী নিদর্শন করা অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলেও আমরা তাঁহার [illegible] করিবার যে আশা করিয়াছিলাম তাহা অসঙ্গত হইত। যে কিমিত্তেটান হইতে [illegible] তাঁহার পক্ষ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিতা কারণ হইয়া তিনি নিরপরাধ [illegible] তাহাতে [illegible] করিলেন না। কারণে মুর হইতে [illegible] প্রভৃতি করেকটী আরো পক্ষপাতের [illegible] করিয়া আছে আমরা তাহার অনুরক্ত ছিল হইতে না। আবার নূতন পক্ষপাতিতাদূষিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে হইতে চলিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বাঙ্গালিদিগকে বঞ্চিত করিয়া বেহারীদিগকে সাক্ষ্যপদ প্রদান করিবার সম্প্রতি যে আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন আমরা আরেই কথা করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বে এই পক্ষপাতদূষিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের আভাস পাইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সেই আজ্ঞাটী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। তাহা এই—

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অন্তর সেক্রেটারি এচ, এম কিন সাহেব পাটনা, সাহাবাদ, গয়া, মজফরপুর সারণ, চম্পারণ, ও দারভাঙ্গার মিউনিসিপাল সভাপতিদিগকে এবং ঐ সকল স্থানের রোডসেস কমিটীর সভাপতিদিগকে এবং রেভিনিউর ইনস্পেক্টর জেনরল ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরলদিগকে সম্বোধন করি [illegible] নিম্নলিখিত আজ্ঞাপত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"বেহারে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্ম আছে সেই সেই কর্ম্মে ঐ প্রদেশের উপযুক্ত লোকদিগকে বাঙ্গালির অপেক্ষা অগ্রে মনোনীত ও নিয়োজিত করিবার উদ্দেশে পাটনার কমিশনরকে ১৮৭১ অব্দের ৩ রা অক্টোবর তারিখে যে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দেওয়া হয় তাহার এক অংশে [illegible] ১] যে উপদেশ আছে, সেই বিষয়ে আপনাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে আপনারা পাটনার কমিশনরকে গবর্ণমেণ্টের ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রেরণ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কার্য্যকারী প্রতি বর্ষের শেষে আপনাদিগের অধীনে স্থায়ী হউক আর অস্থায়ী হউক যত কর্ম্ম ঐ বর্ষে খালি হইয়াছিল তাহাতে কত বাঙ্গালি বা কত বেহারী নিযুক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ের উক্ত কমিশনরের নিকটে প্রেরণ করিবেন। যখন বাঙ্গালিদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে তখন বেহারীদিগকে না দিয়া বাঙ্গালিদিগকে দেওয়া হইল কেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে হইবে। প্রথম বিবরণ ১৮৮১ অব্দে। ১৫ ই ডিসেম্বরের ঐ কমিশনরের নিকটে পাঠাইতে হইবে।"

উপরি উদ্ধৃত আজ্ঞা প্রচার করিবার পর বিহার গবর্ণমেণ্টের অধীনে এরূপ পক্ষপাতদূষিত অনুরূপ আজ্ঞা প্রচার করিবার পর বিহার স্বতন্ত্রের বিষয় আলোচনা। বেহারিরা অনুন্নত ও হীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলা দয়ালু ও সহিষ্ণুতার গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের উন্নতিসাধনের যে [illegible] আছে তাহা মুক্ত হউক, তদ্বিষয়ে কাহারও আপত্তি ও অসন্তোষ নাই। গবর্ণমেণ্ট এতদিন তাহাদের উন্নতিসাধনবিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়া আমরা অনেকবার আক্ষেপ করিয়াছি। এখন গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের হিতার্থ উদ্যত ও চেষ্টাবান্ দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি, কিন্তু এ পক্ষপাত কেন? যাহার কন্যার যদি পাঁচটী পুত্র থাকে সে কারণে হউক তিনি যদি একটী পুত্রের প্রতি পক্ষপাতী ও স্নেহবান্ হন সে বাটীর অবস্থা কিরূপ হয়? যে পিতা পরমারাধ্য ও স্নেহপাত্র সে পিতার প্রতিও যে অবজ্ঞাত পুত্রদিগের ভক্তির ত্রুটী হয় না? আবেদনপত্রে বাঙ্গালির নামোল্লেখ করা হইল কেন? বাঙ্গালিকে বেহারে কর্ম্ম না দিয়া বেহারিদিগকে কর্ম্ম দিবে এরূপ উল্লেখ না করিয়া যদি কর্ম্মচারিদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইত কর্ম্ম খালি হইলে বেহারিরা যাহাতে পায় সেই চেষ্টা করিবে এবং বেহারিদিগের উন্নতিসাধনের যত উপায় আছে তদবলম্বনে তোমরা সবিশেষ যত্নবান হইবে, এই আদেশ দিলে কি সকল দিক রক্ষা হইত না এবং সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধক হইত না? উক্ত আদেশে কেবল যে পক্ষপাতদোষ প্রকাশ হইতেছে এরূপ নয়, বাঙ্গালির প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষও প্রকাশ হইতেছে। আর একটী মহৎ অনিষ্ট এই, বাঙ্গালীও বেহারী উভয়ের মনেই বিষম বিষময় বিদ্বেষ বিস্তৃত হইবে। বাঙ্গালী ও বেহারী পরস্পরকে আপনাদিগের উন্নতিপথের কণ্টক-স্বরূপ জ্ঞান করিবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই আমাদের ন্যায়পরায়ণ ইডেন সাহেবের লেখনী হইতে এরূপ অন্যায় আজ্ঞা বিনিঃসৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহার ন্যায়পরতাকে অক্ষুণ্ণ বলিয়া জানিতাম কিন্তু দুটী পক্ষপাতিতা তাঁহার ন্যায়রূপ চন্দ্রমার দুর্ভেদ্য শুভ্র মেঘকে দেখিতে দুটী ছায় করিয়া দিল। একটী পক্ষপাতিতা দেশীয় ভাষা মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে ঘটে, আর এক একটী ঘটিল। পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা লর্ড লিটনের বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই আদেশটীর প্রতি [illegible] করা আবশ্যক। [illegible] ও মিরেক্টদিগকে না দিয়া উপযুক্ত ও স্থানীদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে কর্ম্ম দেওয়া হইবে, যদি এরূপ আদেশ প্রচার করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে কি [illegible] করেন?

[illegible] বেহারে আগমন।

গত মঙ্গলবার বেলা ৪ টার সময় মহানুভব লার্ড লিটন কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। অন্যান্য গবর্ণর জেনরলের আগমন-সময়ে যেমন মহা সুধাম হয়, তাঁহার আগমন কালে সেরূপ কিছুই হয় নাই। তিনি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সামান্যভাবে ষ্টেশনে শকট হইতে অবতীর্ণ ও অশ্বশকটে আরূঢ় হইয়া কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে উপনীত হইয়াছেন। এরূপ ভাবে আগমনের কারণ কি? তিনি কি স্বভাবতঃ জাঁকজমক ভাল বাসেন না? অথবা তাঁহার গাঁড়ার এখনও অবশেষ আছে। যদি প্রথম কারণ হয় তাহা হইলে আমরা তাঁহার আর একটী স্বাভাবিক গুণের পরিচয় পাইলাম। তিনি যেমন ধার্ম্মিক দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ তেমনি স্বভাবতঃ গম্ভীর। স্বভাব-গাম্ভীর্য্য তাঁহার একটী

প্রধান ও অতি প্রশংসনীয় গুণ। প্রথমের আশীর্ব্বাদাত্মক কবিতা তাহার অসাধারণত্বের "গান্ধীর্য্যে সাগরোপমঃ" এ বিশেষণ দ্বারা যাদৃশ রাজাকে বিভূষিত করিতে তদ্রূপ বিভূষিত হন নাই। যদি এই কারণে লার্ড লিটন মুখবন্ধ কবিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের অতিশয় আক্ষেপের হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর যদি পীড়ার নিমিত্ত এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেটী আমাদের নিরানন্দের বিষয়। তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অধিক কাল কলিকাতায় দেখিতে পাইবেছি না। তাঁহার শরীর যদি শীঘ্র সুস্থ না হইয়া পড়ে, তিনি হয়ত সিমলার গমন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা বোধ হইতেছে।

যাহা হউক, লোহিতকুঞ্জা পরিচালনা-মন্ত্রীর বিদেশগত পতির আগমনে যেমন আনন্দোচ্ছ্বাস হয়, লার্ড লিটনের আগমনে কলিকাতা রাজধানীর জন্য সেইরূপ উন্মুখিত হইয়াছে। যে কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের আদিম রাজধানী, যেখানে কমলা লক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীরূপে পরিণত হইয়া ব্রিটিশ বাহিনীকে বরণ করেন, যে কলিকাতার নিমাই উকৌলার নির্ম্মল হরা, নিমুচাঁদা, নিষ্ঠুরতা ও অবাবস্থিতচিত্ততার পরিচয় হয়, যে কলিকাতা অনন্ত বিলাসভরের নাম মুকুল অন্ধকারময়তা বলয় অন্তরে ধারণ করিয়াছে, যে কলিকাতা যৌবন, যৌবনের মদমত্ততা ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা সহরের অন্য অন্য সমস্ত নগরীকে পরাজিত করিয়াছে, তাহাদেরধাত্রী পরিচালিকা সেই কলিকাতাকে পাইবার্থ করিয়া অনাদি বাস করিবেন, ইহা যে কলিকাতার কিরূপ গৌরবের বিষয়, তাহা মহাকবি কালিদাসের পত্নীর নিম্নলিখিত কয়টী কবিতা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

অনাদ্যন্তরহোরূপশশাঙ্কে
শয়ানাং ক্ষুব্ধজঘনে জাহ্নবীং।
কৃপাং ভবানষকরাবেশাৎ
অনুষ্ণশুভ্রাং রমিতাঃপয়ঃস্থিতে
মা মাস্থাঃ কাবেরপয়োমিশ্রিতে
বিস্তীর্ণ পুরুষায়ুষ্যকরাং।
কেতুঃ সপ্তার্ণবা জলক্ষালনে
ত্রিলোকিনি বস্তুবতোবরক্ত
অধ্যাসোচ্চাগমশ্রমাণাং
ছায়াবিশ্রামতরুস্তরিয়াং।
সবিস্ময়োদ্ভাসরসেনুপুরং
সেবাগত পুজ্যাস্তবিস্তরেণ।
লক্ষ্মীস্তুলা সাবরণেহপি ভোগে
যোগপ্রভাবো ন চলপ্রকাশে ইতি,
বিভর্তি চাকারমনিন্দ্যযোনেঃ

মৃণালিনী হৈমনিবোপকাণ্ডা।
তা ত্বং ভজে ভবা সিধরো বা
ধিগ্ বা মদভাগ্যমকারণং দ্বেষ্টি।
আচক্ষু মন্যা বসনাং বসুধাং
মনঃ পরস্ত্রীবিষয়প্রবৃত্তি।
তমন্তরীয়ং মা লঙ্ঘয়ানবদ্যা
যা শীতলৌকা স্বপয়োমুখেন।
তস্যাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতমালাং
ধানীং রাজর্ষিদেবয়াং যাহি।
বলৌকসাং বাহ্যমভিত্বরাং সাহং
সৌরাজ্যরক্ষোৎসবলব্ধ বিক্লবা।
সমগ্রসক্তৌ ত্বয়ি সংযতাত্মনো
ন্যস্তে প্রজা রক্ষণমাবভাবং

রাজা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া কুশাবতী নামে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিলে অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হন। তাহাতে যেরূপ কথোপকথন হয় তাহা এই:

নিশীথ সময়, প্রাসাদের আলোকপাত মন্দ হইয়াছে; পরিজন সকল নিদ্রিত আছে; কুশই কেবল নিজ শয্যাগৃহে জাগরিত আছেন। তিনি নিজ প্রসূন প্রেয়সিসমুৎকণ্ঠাকারিণী অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সেই অযোধ্যাপুরী এমনি সাধুজোষা, যাতায়, তাঁহার নাম হেমবতী, বস্তুতঃ তা যখন তাঁহার সেই দুঃখের অংশে অবগাহন করিয়া তাঁর অঙ্গ উজ্জ্বল পুলক অর্পিত করিতেছেন। [illegible] আহারের [illegible] করিতে [illegible] পারেন না [illegible] ইতিমধ্যে [illegible] হইতেছে [illegible] হইতেছে [illegible] কুশ [illegible] বিষ্ণু [illegible] কিরূপে [illegible] তোমার [illegible] [illegible] [illegible]

ইচ্ছা, কৃষকের [illegible] আর চাষা গবর্ণমেণ্ট একরূপ থাকায় এদেশে সকল লোকেই সুখে আছে। জমিদারী গেলে ইংলণ্ডাধিপের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা করিতে গেলে প্রজার স্বার্থ হানির সম্ভাবনা থাকে না।

আর আমাদের বাঙ্গলা এই জমিদারী ও গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্তবিরোধিনী হইয়া উভয়ের ঘাড়ে করিয়া পরস্পরের স্বার্থহানির চেষ্টা না করেন। আমরা স্বার্থহানি করিতে গেলে নিশ্চয় যে স্বার্থহানি হইবে, তাহা যেন তাঁহারা স্থির করিয়া রাখেন। আমরা একটী সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য সহজে বুঝিতে পারিবেন। আমরা গ্রামে পাঁচ জন বাস করি। তন্মধ্যে আমি ও শ্যামরাম দুজনে সম্পন্ন। অপর তিন জন দুঃখী। কিন্তু তাঁহারাও ক্রমে সম্পন্ন হইয়া উঠিবেন, এমত সোপান হইতেছে। সেই উপলক্ষে আমি ও শ্যামরাম আমরা দুজনে যদি তাহাদিগকে চাপিয়া রাখি, উন্নত হইতে না দি, তাহাতে তাহাদের স্বার্থহানি করা হইল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদেরও স্বার্থহানি হইয়া গেল। অন্য গ্রামের লোকেরা যদি বিপক্ষ হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, শ্যামরাম ও আমার এত বল নাই যে আমরা দুজনে কেবল তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যে তিনজন প্রতিবেশীর উন্নতিপথ রোধ করিয়াছিলাম তাহারাও যদি আমাদের ন্যায় বলসম্পন্ন হইত তাহা হইলে সকলে মিলিয়া আমাদিগে আক্রমণকারিদিগকে দূর করিয়া দিতে পারিতাম। আমরা যেই তিন প্রতিবেশীর স্বার্থহানি করিয়াছিলাম, তাহাদের উন্নতির ব্যাঘাত করিয়াছিলাম সেই নিমিত্ত আজ আমাদের দুরবস্থা হইয়া গেল। আক্রমণকারীরা আমাদের ঘাড়ে বন্দুক করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা তিন জন মানুষ কেমন মুক্তহস্ত, তাহার মন কেমন উদার, দেখাদিতে কতদূর যে মানুষ এই উন্নত বিষয় বুদ্ধিটী বুঝিতে পারে না। এই নিমিত্তই আমরা উক্ত সমাজে এই উপদেশ দিতেছি, তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধী হইয়া পরস্পরের স্বার্থহানির চেষ্টা না করেন। [illegible] স্বার্থহানি হয় ও স্বার্থের [illegible] সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা থাকিলে পরস্পর উন্নত হইয়া উঠিবেন। জমিদারদল ও প্রজাদল উভয়ে উন্নত না হইলে দেশ কখন উন্নত হইতে না। জমীদারেরা যদি এরূপ বিবেচনা করেন প্রজারা উন্নত হইলে তাঁহাদিগের অসুবিধা হইবে, সেই তাঁহাদিগের ভ্রম। প্রজা উন্নত হইলে রাজার যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টই তাবৎ প্রজাগণকে উন্নত করিবার নিমিত্ত এক প্রয়াস পাইতেন না। প্রজার উন্নতি হইলে রাজার রাজ্যের উন্নতি বিনা অবনতি নাই। গবর্ণমেণ্ট সেনাপ্রহারে সফল হইয়া উঠেন। জমীদারদিগের বিপক্ষে এই নিয়ম। যাহাহউক এক উন্নত হইবে তবে তাঁহাদিগের সফল ও মঙ্গল হইবে। এরূপ যে সকল জমীদারের প্রজার প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার করিবার ইচ্ছা, প্রজার উন্নতি তাহাদিগের পক্ষেই অমঙ্গলের কারণ। আমাদের কয়েকজন অত্যাচারপ্রিয়, পরুষ পরদর্শনে অভিলাষী, স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষের ব্যবহার দর্শন আমাদিগকে এই থাকে। কমেণ্ডে লিখিত করিতেছে। বঙ্গদেশের যে সকল প্রজা কুবিদ্যা হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল স্বেচ্ছাচারী রাজপুরুষের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছেন। এরূপ যে সকল জমীদার অন্যায় ও অত্যাচারপ্রিয়, প্রজার উন্নতি তাঁহাদিগেরই অসুখের কারণ হইবে।

সহ গবর্ণমেণ্টের অধীনে একদল কেবল উন্নত ও আর একদল চিরাবনত এরূপ ঘটনা অধিক দিন থাকে না। প্রাচীন রোম এবিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রাচীন রোম রাজনীতি সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতিশালী ছিল, অন্য কোন রাজ্য সেরূপ ছিল না। ঐ প্রাচীন রোমই এতৎকার সভ্য ইউরোপখণ্ডের আদর্শস্থল। ঐ রোমকে অনুকরণ করিয়া ইউরোপীয়রা অধিকাংশ রীতিনীতি স্ব স্ব রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সেই রোমে প্লেবি, সিনেট ও প্যাট্রিসিয়ান নামে তিনটী দল হইয়াছিল। প্লেবিয়ানেরা বাহুবলে বিস্তর যুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত না পারিয়া প্যাট্রিসিয়ানদিগকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পায়, তাহাতে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। শেষে প্লেবিয়ানদিগকে অগত্যা প্যাট্রিসিয়ান দিগের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়। ক্রমে উন্নত দল সমকক্ষ হইয়া উঠে। তখনই রোমের গৌরব উন্নত অবস্থা। ঐরূপ যখন আমাদিগের দেশের প্রজারা রোমের প্যাট্রিসিয়ানদিগের ন্যায় উন্নত ও জমীদারদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে তখনই এদেশ প্রকৃত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

আমরা প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। যে সকল ব্যক্তি রাজভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই উপরোক্ত ভাব শ্রবণ করেন নাই। সকলেই শান্তভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। তাঁহারা সকলেই প্রজাদিগকে জমীদারের প্রতি পাঠনা সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া নিম্ন উপদেশ দিয়াছেন, এটী বড় আহ্লাদের বিষয়। জমীদারে ও প্রজায় খাজনা লইয়াই প্রধান বিরোধ। স্বত্ব লইয়া যে বিরোধ আছে, জমীদারী সভার ও রায়তী সভার সভ্যগণ যদি পরস্পর প্রণয় পূর্ব্বক পরস্পর মীমাংসা করিয়া লন, তাহা হইলে সহজে ও অল্পের বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে পারে। উভয় সভার সভ্যগণ একত্র বসিয়া বিবেচনা করিয়া জমীদার ও প্রজার খাজনার পরিমাণ স্থির করুন। স্থির করিয়া একটী কাগজে বন্দোবস্ত করুন। তাহা হইলে আর বোড় রোড় আন্দোলন হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট ক্রমে পাওয়া সেই কাগজে স্বত্বরাজে উদ্যত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি সেই স্বত্ব নির্ণীত হয় তাহা হইলে জমীদারদিগের অনেক অংশে অসুখের কারণ হইয়া উঠিবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টেরও ইচ্ছা এইরূপ, প্রজা ও জমীদারের বিবাদের সহজে মীমাংসা হইয়া যায়। জমীদারে ও প্রজায় সহজে নিষ্পত্তি না করিলে যে কি ঘোর কাণ্ড হয়, আয়র্লণ্ডে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। বঙ্গদেশে পাবনার প্রজাবিদ্রোহও তাহার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করাইয়াছে। জমীদারেরা যেমন প্রজার বাড়ী ঘর লুট করিয়া তাহাদিগকে যাতনা দিয়াছিলেন, প্রজারাও তেমনি দলবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ দিয়াছিল।

প্রেস কমিশনরের পদ রহিত যাবেন।

প্রেস কমিশনরের পদ রহিত বিষয় আমাদের যে অভিপ্রায় পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন। গত সপ্তাহে অনেক হইয়াছেন। সম্প্রতি কতকগুলি সমাচার পত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক আমাদের ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট জেনরল মাননীয় বিসেনের নিকটে ঐ পদরহিত করিবার প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্রের একখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে ১২৩ খানি সমাচারপত্রের নাম দেখিলাম। উহার মধ্যে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশ উভয়বিধ পত্রই আছে। কেবল বঙ্গদেশের নয়, উত্তরপশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাব প্রভৃতির পত্র উহার অন্তর্নিবিষ্ট। আবেদনপত্র খানি যে মতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা এই—

"সম্প্রতিলিখিত ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় সমাচারপত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ নিম্নলিখিত বিবরণে সম্পাদকী আবেদনপত্র আপনার মহিমার অগ্রে বিনীতভাবে উপনীত করিতেছেন।" ইত্যাদি

এটী সত্য বলিয়া যথাবিধি প্রমাণ না হইলে কিন্তু আমরা শুনিয়াছি প্রেস-কমিশনরের আইনটী বিলুপ্ত করিবার বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে।

প্রেস-কমিশনর নিয়োগের পূর্ব্বাহ্নে বুঝতে আপনি অবগত আছেন, যদিও আমরা এরূপ অনুমান করিতেছি, তথাপি উপস্থিত আবেদনপত্রে ঐ পদ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে কারণগুলির পুনর্নির্দ্দেশ করা আমরা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিতেছি।

এই দেশে সকারণ আবশ্যক বিষয় সকল সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবার কর্ত্তব্য, তাদৃশ একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতাজ্ঞান নূতন নয়। যখন লার্ড লরেন্স ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি ছিলেন সেই সময়ে এই পদ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব হয়। ঐ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা দান ভিন্ন এবিষয়ের যে অন্য কোন কাজ হইয়াছিল আমরা তাহা জানি না।

লর্ড মেয়র অধিকারকালে এবিষয়ের পুনর্বার আন্দোলন হয়, কিন্তু তৎকালে ইহা ভিন্নপ্রকার আকার ধারণ করে। তৎকালে এই প্রস্তাব করা হয় যে গবর্ণমেণ্টের নিজের একখানি সংবাদপত্র হউক। ঐ সংবাদপত্র দ্বারা আবশ্যক বিষয় সকল সাধারণের গোচর করা হইবে। যাহা হউক উহা সুসাধ্য বলিয়া বোধ হইল না। কারণ এই বিবেচনা করা হইল এপ্রকার একচেটিয়া ভারতবর্ষের অন্য অন্য সমাচারপত্রের পক্ষে অনুকূল নহে এবং সমাচার পত্রে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের আন্দোলন কেবল আপনি সম্পাদক বিষয় বলিয়াই হইবে, অন্যের সাধারণে উহা স্বাধীন ও পক্ষপাতিতাশূন্যতা বলিয়া বিবেচনা করিবেন না। এ প্রকার নিজের সংবাদ বিতরণ যে সমাচারপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগেরই মুখপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণেই ঐ প্রস্তাব কখনো পরিগৃহীত হইল না।

লর্ড নর্থব্রুকের অধিকারকালে ঐ প্রস্তাবটী কয়েকবার আন্দোলন হয় কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই।

আপনার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী লার্ড লিটন প্রেসকমিশনরগণ প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণকে যে সকল সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সকল সংবাদ কি ইংরাজী সমাচারপত্র কি দেশীয় সংবাদপত্র উভয়কে তুল্যরূপে প্রদান করা ঐ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম হয় এবং গবর্ণমেণ্ট আফিসের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের প্রেসকমিশনরকে ঐসকল সংবাদ দান করা কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎকালে এই বিবেচনা করা হইয়াছিল, লেখকেরা ঐ সকল অসংযুক্ত সংবাদগুলি পাইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও স্ব স্ব পাঠকের প্রতি যথাবিধি স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। ১৮৭৭ সালে ঐ পদটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রোপর লেথব্রিজকে ঐ পদ প্রদান করা হয়। তিনি শিক্ষাবিভাগের একজন কর্ম্মচারী। ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করিবার একজন সম্পূর্ণ উপযুক্ত লোক।

১৮৭৭ সালের এপ্রেল মাসে প্রেস কমিশনরের পদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে বিশেষরূপে আমরা আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এ বিষয়ে আপনার চিত্তকে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি তাহার কারণ এই, সর্ব্বদা এই কথা বলা হইয়া থাকে ১৮৭৮ অব্দে দেশীয় সমাচারপত্র সংক্রান্ত যে ৯ আইন হয় তৎসম্প্রবে ঐ পদটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রেস কমিশনরকে দেশীয় সমাচারপত্রের পরীক্ষক করা হইয়াছে। ঐ ৯ আইন পাশ হইবার ও ঐ পদ প্রতিষ্ঠার ভিন্ন ভিন্ন তারিখে দেখাইয়া দিবে যে, যাঁহারা প্রেসকমিশনর পদ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাদিগের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না এবং আমরা ভারতবর্ষের সকল অংশের সংবাদ যতদূর জানি তাহাতে কখনও এরূপ একটীও দৃষ্টান্ত শুনি নাই যে প্রেসকমিশনর সমাচারপত্রের পরীক্ষক হইবার কখনও চেষ্টা করিয়াছেন। ৯ আইন পাশ হইয়া অবধি দেশীয় সমাচারপত্রের নামে যে কোন অভিযোগ করা হইয়াছে, সে স্থানীয় কর্ম্মচারিরাই করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়টী বিশেষরূপে আপনার গোচর করা আবশ্যক বোধ করিয়াছি যে প্রেসকমিশনর সম্বন্ধে ঐ ভাব কেবল এদেশের দেশীয় সমাচারপত্র লেখক দিগের মনে সাধারণে উদিত হইয়াছে এরূপ নয় ঐ প্রেসকমিশনর পদের বিপক্ষেরা এদেশে ও ইংলণ্ডে সর্ব্বসমক্ষে ঐ ভাবের উদ্দীপন করিয়াছেন।

প্রেসকমিশনর না থাকিলে অধীন ও সোহার্দ্দিপূর্ণ ভাবে উপায় দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সত্য কথা জানা ও প্রকাশ করিবার নিশ্চিত প্রতিবোধ দিবা রেত্র যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আপনার সময় নষ্ট করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। যে কর্ম্মচারীকে উৎকোচগ্রাহী বা খোসামোদে বর্ণাভূত করা যায় সে যদি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষের দোষী নয়। ইংলণ্ডের প্রতি গবর্ণমেণ্ট সাধারণে অনেক বিশেষ বিশেষ সমাচারপত্র সম্পাদককে আবশ্যক সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও অনেক ও বিশেষ সকল সমাচারপত্র সম্পাদককে তুল্যরূপ সংবাদ প্রদান করিয়া এখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়।

প্রেসকমিশনরগণ প্রতিষ্ঠা অবধি দেশীয় সমাচার পত্রের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে আমরা তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছি। দেশীয় সমাচার পত্রের যে উন্নতি হইয়াছে এই আবেদনপত্রের সঙ্গে দেশীয় সমাচার পত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষদিগের লিখিত যে পত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইবে। দেশীয় সমাচার পত্রসম্পাদকেরা এখন আর রাজার কার্য্যের উপর নির্ভর করেন না। লেখকেরা এখন প্রকৃত তুরঙ্গ লইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক বিষয়ে প্রজার প্রকৃত মনের ভাব জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই একমাত্র এই বাকাটী প্রেসকমিশনর পদ রক্ষার উপযোগিতা প্রদর্শনে পর্য্যাপ্ত হইতেছে। এই যুক্তিটী কিঞ্চিৎ নূতনভাবে ইংরাজী পত্র এবং দেশীয়দিগের সম্পাদিত ইংরাজী পত্রের প্রতিও বর্ত্তিতেছে।

প্রেসকমিশনরগণ বিলুপ্ত করিবার পক্ষে অনুকূল কোনও বলবতী যুক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। এই কথা বলা হইয়া থাকে সংবাদ সংগ্রহের ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অর্পণ করাই উচিত। সামান্য সংবাদ সংগ্রহের বিষয়ে একথা বলা সঙ্গত বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে এক রকমে হউক বা অন্য রকমে হউক ইংরাজ উৎকোচ দান বা অন্য প্রকার বিবাদ উৎপাদন করাই ইহার অর্থ। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই উহা নিবারণের বাসনা করেন। গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণে যে উপকার দান ও উপকার লাভ করিবেন তাহার সহিত তুলনা করিলে প্রেসকমিশনরের পদ রক্ষার ব্যয় অতি সামান্য মাত্র।

ইংরাজ ও দেশীয় সমাচার পত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষেরা যে সকল পত্র লিখিয়াছেন যাহা ঐ আবেদন পত্রের সহিত প্রেরিত করা হইল। ঐ বিষয়ে উপসংহারে আমরা বিশেষরূপে আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছি। আপনি ঐ পত্রগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন সমাচারপত্র সম্পাদকেরা প্রায় একমতের প্রেসকমিশনর পদ রক্ষা করা। অল্পকাল মাত্র প্রস্তাব হইয়াছে, কেবল কয়েকজন মাত্র মত দান করেন নাই।

অতএব আমরা নম্রভাবে আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি প্রেসকমিশনরের পদটী অবিলুপ্ত থাকুক এবং প্রত্যেক আফিসের প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে এই আদেশ দেওয়া হউক যে তাঁহারা সাধারণের জ্ঞাতব্য উপকারী আবশ্যক সংবাদ সকল অবিলম্বে প্রেসকমিশনরের নিকটে প্রেরণ করেন। যে সকল বিষয় গোপনীয় তাহা প্রকাশ করা না হয়।"

প্রেসকমিশনরপদপরিরক্ষা করা প্রথমেই উচিত কার্য্য হয় নাই। আবেদনপত্র মধ্যে ঐ পদ প্রতিষ্ঠার যে ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারাই ঐ পদ

প্রতিষ্ঠার অনেকদিন পরে হইয়াছিল। ঐ ঘটনার সময়ে এই [illegible] পড়িয়াছিল। তিনি এ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। আমরা তাঁহার কার্য্যের অনেক অনুমোদন করিতাম। তাঁহার পরিত্যাগে দেশের যথার্থ বন্ধুকে হারাইলাম। এক্ষণে তাঁহার স্থানে কে আসিবেন তাহা আমরা জানি না। তিনি ইংলণ্ডে গিয়া এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন কি না তাহাও বলিতে পারি না। পেশ মার্কি লিটনের সময়ে তিনি কি করিবেন?

মার্কি লিটনের সময়ে ঐ পদের সৃষ্টি হওয়াতে অনেকে নানা প্রকার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। মার্কি লিটন কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি যে যে কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বাপর ব্যবহার বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করা কি না করা। প্রেস-কমিশনরের পদ পরিত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্টের ও সাধারণের কি অনিষ্ট হইবে ও লর্ডলিটন করিয়াছিলেন যে বিবেচনা করিবার অবসর পান নাই। অবসর ঐ পদ বিলুপ্ত করিবার অন্য কারণ আবশ্যক প্রয়োজন হইয়াছিল না। মার্কি লিটনের পরিবর্ত্তে কিরূপ ব্যক্তি বিলুপ্ত হইবার এতদ্বিষয়ে পরীক্ষা করেন।

দেশীয় সমাচারপত্রের পরীক্ষার্থে প্রেস-কমিশনর পদের সৃষ্টি হয় নাই। আবেদনকারীরা আবেদনপত্রে যে ও কথার উল্লেখ করেন কেবল তাহার ঐ কার্য্যের জন্যই ঐ পদের সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ [illegible] কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে বিষয়ের জন্যই হউক, ঐ পদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা যদি ঐ পদের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেশীয় সংবাদপত্রের প্রকাশ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেস কমিশনর আমাদিগের [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমুদায় বিষয় লিখিতে হয়। কিন্তু তাহা করিবার এখন আমাদের ইচ্ছা নাই। আমরা কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে, প্রেস কমিশনর যে সময় সংবাদ দেশীয় সমাচারপত্রের সম্পাদকদিগের প্রতি কটূক্তি করেন, এমন সময় যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার মতের বিপক্ষে কিছু বলেন নাই। অবশ্য তখনই এমন সময় মানব সমাজে নাই যে তাহাতে পারেন। আমরা ও সময়ে প্রেস কমিশনর সম্বন্ধে উপযোগী কিছু মাত্র লিখিতে পারি নাই। দেশীয় সমাচারপত্রের সম্পাদকেরা যে সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রেস কমিশনরের কোন [illegible] থাকে না। কমিশনার প্রেসেই ইংরাজী প্রভৃতি সরকারী পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা লইয়াই সম্পাদক দেশীয় সংবাদ পত্রে আন্দোলন করা হইয়া থাকে। আবেদনকারীরা প্রেস কমিশনর পদ রহিত করিবার যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই আমরা ঐ পদের বিলোপহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট প্রেসেই কমিশনার প্রেসেই প্রভৃতি সরকারী পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা লইয়াই সম্পাদক দেশীয় সংবাদ পত্রে আন্দোলন করা হইয়া থাকে। আবেদনকারীরা প্রেস কমিশনর পদ রহিত করিবার যুক্তিস্বরূপ যে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমরা ঐ পদের বিলোপহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট প্রেসেই কমিশনার প্রেসেই প্রভৃতি সরকারী পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা লইয়াই সম্পাদক দেশীয় সংবাদ পত্রে আন্দোলন করা হইয়া থাকে। আবেদনকারীরা প্রেস কমিশনর পদ রহিত করিবার যুক্তিস্বরূপ যে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমরা ঐ পদের বিলোপহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আবেদনকারীরা প্রেস কমিশনরের পদ রহিত করিবার পক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা সমুদায় দেশীয় ভাষার মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আবেদনপত্রের সঙ্গে দেশীয় সমাচার পত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদকদিগের লিখিত যে সকল পত্র দাখিল দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাঁহারা তাহা সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে সকলগুলি আমাদের হইয়াছে। [illegible] আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না কিন্তু আমরা [illegible] দেখিতে পাইতেছি প্রেস-কমিশনর পদ রহিত হইলে যে উপকার হইবে তাহা নয়। এ উপকার [illegible] কারণ এমন। কারণকারে যেমন সকল বিষয়ের উন্নতি হইতেছে সে উন্নতির [illegible] হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অসাধারণ ক্ষমতার [illegible] একটী কারণ। প্রেস কমিশনর যে [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ব্বে অনেক সংবাদপত্রের [illegible] হইয়া যায়।

আবেদনকারীরা প্রেস-কমিশনর পদ রহিত করিবার আর একটী এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে প্রেস কমিশনর যে সময় সংবাদ দেশীয় সমাচারপত্রের সম্পাদকদিগের [illegible] করেন, এমন সময় যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা তাঁহার মতের বিপক্ষে কিছু বলেন নাই। অবশ্য তখনই এমন সময় মানব সমাজে নাই যে তাহাতে পারিবেন। আমরা ও সময়ে প্রেস কমিশনর সম্বন্ধে উপযোগী কিছু মাত্র লিখিতে পারি নাই। দেশীয় সমাচারপত্রের সম্পাদকেরা যে সকল বিষয়ে আন্দোলন করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রেস কমিশনরের কোন [illegible] থাকে না। কমিশনার প্রেসেই ইংরাজী প্রভৃতি সরকারী পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহা লইয়াই সম্পাদক দেশীয় সংবাদ পত্রে আন্দোলন করা হইয়া থাকে। আবেদনকারীরা প্রেস কমিশনর পদ রহিত করিবার যুক্তিস্বরূপ যে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমরা ঐ পদের বিলোপহেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আছে, সরকারী প্রকাশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যখন ইহাতে প্রকাশ হইতেছে তখন আর প্রেস কমিশনর পদের প্রয়োজন কি? ঐ সকল সরকারী পত্রে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হয়, প্রেস কমিশনর তদতিরিক্ত নূতন কিছু প্রকাশ করেন, যদি এরূপ হয়, আমরা বলি, আরও ঐ সকল সরকারী পত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া না হয় কেন? তাহা ঐ সকল পত্রে প্রকাশ করিয়া দিলে গবর্ণমেণ্ট ও [illegible] একটা অনন্ত মহৎ অপব্যয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

আবেদনকারীরা যখন প্রেস কমিশনর পদ রহিত করিবার পক্ষে তাঁহারা কোন বলবতী যুক্তি দেখিতে পান না, কেবল এই একমাত্র যুক্তি আছে যে, ব্যক্তি বিশেষে সংবাদ সংগ্রহ করিবেন। সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যদি আপনারা সমাচার সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর প্রেস কমিশনর পদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহাতে আবেদনকারীরা গবর্ণমেণ্টের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ উদ্দেশ্যটির লোপ প্রাপ্তির হইবার আশঙ্কা করেন। আমরা উপরেই এ যুক্তির খণ্ডন করিয়াছি। প্রেস কমিশনর পদ নূতন, এ পদের সৃষ্টির পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ সংগ্রহ কি উদ্দেশ্যটি লোপ প্রাপ্তির হইবার আশঙ্কা করেন, তাহা বুঝা যায় না। [illegible] এ যুক্তির খণ্ডন করিয়াছি। প্রেস কমিশনর পদ নূতন, এ পদের সৃষ্টির পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ সংগ্রহ কি উদ্দেশ্যটি লোপ প্রাপ্তির হইবার আশঙ্কা করেন, তাহা বুঝা যায় না। [illegible] এ যুক্তির খণ্ডন করিয়াছি।

[illegible] [illegible] [illegible] [

যিনি অগ্রে নূতন সংবাদ দিতে পারেন, তাঁহার পত্রের গ্রাহক হইবার নিমিত্ত অনেকেই সবিশেষ সমুৎসুক হয়। তবে যাহারা উৎকোচ দিয়া বা খোসামুদী করিয়া গবর্ণমেণ্টের অলীকাশা সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পান, তাঁহারা গর্হিতকারী। তাঁহারা মহুষ্যমধ্যেই পরিগণিত হইতে পারেন না। অনুগ্রহ কর্ত্তা ও অনুগ্রহ গ্রাহী উভয়েই পাপী হন।

আবেদনকারীরা বলিয়াছেন, প্রেস কমিশনর পদ রহিয়া যে মনোযোগের লাঘব হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে প্রেস কমিশনর আফিসের ব্যয় অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু আমরা উপরে যেরূপ প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে প্রেস কমিশনর পদ রহিয়া কিছু মাত্র উপকার নাই, ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইল। যাহাতে উপকার নাই তাহাকে এক কপর্দ্দক ব্যয়ও সামান্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু প্রেসকমিশনর আফিস রহিয়া গবর্ণমেণ্ট সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন না। ১০ জন আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহারা কিছু কিছু তাঁহার সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রেসকমিশনরকে সেই কিছু কিছু সংবাদ অপহরণ করিতে হইবে, তাহাতে কত বাদ্‌সাদ সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। তাহার পর তাহা তাঁহার স্থানে পাঠাইবার ব্যয় আছে, কিন্তু প্রেসকমিশনরের আফিসের কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও তাঁহার নিজের বেতন। প্রেস কমিশনর একজন ইউরোপীয়, ইউরোপীয় খোরা আর চারি রোজা সমান আর এক কথা এই, যদি আবশ্যক হয়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বার্ষিক বেতন ১০ হাজার টাকা নির্দ্ধারণ করেন। আবেদনকারীরা বলেন, "অধিক সম্পত্তি ও নিরুপদ্রবে বেদিনায়।" ইঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন আবেদন স্থিতি বৃদ্ধি ও অনর্থক ব্যয় অপহরণের জন্য আবেদন ও অনর্থক ব্যয় অপহরণের জন্য প্রার্থনা করেন।

আবেদনকারীরা উপরোক্ত সাধারণের, তাহার প্রায় সমুদায় সমাচার সম্পাদক এই বাক্যে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইঁহারা স্বাক্ষর করেন নাই তাঁহারা সংখ্যায় সামান্য মাত্র। আবেদনকারীরা হয়ে বেশী হইল আর কম হইল তাহাতে আইসে যায় না। বিষয়টী ন্যায্য ও স্বকর্ত্তব্য কি না তাহারই বিচার করা আবশ্যক। গলিলিও কোপর্নিকস যখন করিয়াছিলেন পৃথিবী চলিতেছে, তখন লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদের বিপক্ষ হইয়াছিল। কেহ তাঁহাদের স্বপক্ষতা করিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইংলণ্ডে যখন প্রথম রেলওয়ে চালাইবার চেষ্টা হয় তখনও অসংখ্য লোক তাহাতে আপত্তি করিয়াছিল।

উপসংহারে মহাশুভব মাননীয় রিপনের নিকটে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই আবেদনকারীদিগের প্রদর্শিত যুক্তির যথাযথ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বৃদ্ধি ভিন্ন করিয়া সাধারণের ইষ্টানিষ্ট বিচার করিয়া প্রেস কমিশনর পদটী রাখা উচিত কি না অবধারণ করিবেন। আমরাত ঐ পদের কিছু মাত্র উপযোগিতার উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। উহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল কতকগুলি অনর্থ অর্থক্ষয় ও কতকগুলি নিষ্ঠেই অলস সমাচার পত্র সম্পাদকের কিঞ্চিৎ সুবিধা এই মাত্র।

কাবুলের সংবাদ।

সিমলা কোয়াটের এক মাইল দূরে রক্ষারা ৫০ হাত ডৈনিগ্রাফের তার কাটিয়া লইয়া গিয়াছে।

পেশোয়ারে সংবাদ আসিয়াছে আমীর আবদুল রহমানের বাসিন্দানাস্থ শাসনকর্ত্তা সেখ আলী চাকরাদিগের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। কাজাগারা আমীরের ঘোর বিপক্ষ এবং তাঁহাকে কোনক্রমেই রাজ্য প্রদানে সম্মত নহে।

আয়ুব খাঁ জুনেই কাবুলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইংরাজের কারাগার পরিত্যাগ করিয়াই তিনি আবদুল রহমানকে আক্রমণ করেন, তিনি ইংরাজদিগকে শিকা বিদায় দিবার নিমিত্ত কাবুল হইতে সৈন্য লইয়া কান্দাহারে গমন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কাবুলে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সেনা সিংহ সন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্য রাইটারের তিনি পাঠকদের নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার সৈন্যগণ কাবুল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে তিনি তাঁহাকে জানাইবেন এবং আবদুল রহমানকে আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। তাঁহার সৈন্যগণ যদি আবশ্যকের সময় ও সেনা সাহায্য করেন তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহ কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন এরূপ সাহা হইলে মাত্র তাঁহার ক্ষুণ্ণ পরিশোধ করিবেন ও তাঁহার সৈন্য সাহায্যার্থ তাঁহার অন্য আফগানিস্থানের মধ্যে এক একটী প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। তাঁহারা যে সকল সৈন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহারা মাত্র মধ্যেই বাকো আবার সামন্যাচরে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব একেবারে স্বীকার করিতেছে।

কাবুলে কান্দাহারস্থিত কোম্পানীর কোন কিন্তু নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অধীনে আছেন, আফগানেরা যখন রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া সমুদায় লোককে বধ করে কেনবিদ্দে সেই সময় প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি অতি অল্প নাথ তাঁহার নামে আবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বৃত্তি দানের জন্য ৫টি হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয় হইতে বর্ষশেষে অনীকোত্তীর্ণ হইবেন তিনি উক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।

গবর্ণর জেনেরল সীমান্ত ইংরাজ সৈন্যাধিকারে পাইবার পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করিবেন।

কাবুলের বর্ত্তমান আমীর আবদুল রহমান খানের বড় অসুখ। তিনি যখন আমীরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে লোকে মহা খুসী হইয়াছিল। এক্ষণে না কি তাঁহার বাটীতে কশিয়ার কিনজন লোক অবস্থিতি করিতেছে। আমীরও না কি লোকের সাহায্যই আসুবের মুখে। আয়োজন দর্শনে বড় ভীত হইতেন।

চানিয়া খাঁ ও কোকেন খাঁ তুর্কিস্থানের গবর্ণরের ৫ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া সীমন্ত নামক স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন। উহাঁরা মাসমানা অধিকার করিয়াছেন। ইয়াকুব খাঁ মাজারিসরিফের প্রস্থান করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ই জানুয়ারি। ইংলণ্ডেশ্বরী যে বক্তৃতা করেন সভাস্থ সকলে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাহার সংশোধন পত্রাদি করিয়া ডিউক গার্লেস ব্যাকস্থানে লাঙ্কাস্টরীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন এবং ঐ কথা স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছেন আয়ারলণ্ডে ভূমির খাজনা কম করাই সম্প্রতি সকলের উদ্দেশ্য। যাঁহারা এই প্রস্তাবের নীচে অবস্থান করিয়াছেন তাঁহারা সাধারণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। [illegible] বলিয়াছে।

লণ্ডন ৮ই জানুয়ারি। [illegible] করিয়াছেন [illegible] ইংলণ্ডীয় [illegible] ইংলণ্ডীয় [illegible] অনুরোধ [illegible] ইংলণ্ডীয় [illegible] বিবেচনা [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ফরাসী [illegible] ফরাসী [illegible] ফরাসী [

[illegible] ১৮ই [illegible] [illegible] [illegible]

কেরোসিন প্রভৃতি তৈলদ্বারা ল্যাম্প জ্বালিলে সচরাচর এমন একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয় যে তাহার নিকটে বসিয়া কোন কাজ কর্ম করিতে কষ্ট বোধ হয়। শুনা গেল ইহা নিবারণের জন্য এক ব্যক্তি ল্যাম্পের যে স্থান দিয়া সলিতা জ্বলে সেই স্থান পিতলের পরিবর্তে একপ এক প্রকার ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করিয়াছেন যে সেই ধাতুনির্মিত ল্যাম্প জ্বলিবার সময় আর কোন দুর্গন্ধ বাহির হয় না।

আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি হাই কোর্টের জজ কোয়াটর্ট সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত গমন করাতে একজন দেশীয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে, মিষ্টার ঘোষ ঐ পদে নিযোজিত হইলেন। আমরা দেখিতেছি হাইকোর্টে তিন জন ঘোষ আছেন, ব্যারিষ্টার মনমোহন ও লালমোহন ঘোষ এবং উকীল বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ। ইঁহারা তিন জনেই উপযুক্ত লোক অতএব ইঁহাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানিতে পারি নাই।

আমরা দেখিতেছি মার্কুইস রিপনের বৃদ্ধি ভারতে থাকা গোষাইল না। সীজা নিবন্ধন তাঁহার শরীর মন্দ হওয়াতে বিলাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে ভারত পরিত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার বিলাতস্থ বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে অবিলম্বে কর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব নাকি খোসেন সাহেবকে সাহেবের গবর্ণর জেনরল করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

শ্যামের সহিত ফ্রান্সের বড় গোলযোগ যাই হোক। শুনা গেল সম্প্রতি শ্যামের পাঁচ জাহাজ সৈন্য লঙ্কাবোল যাইতেছে।

কাপ্তেন বাকট নামক এক ব্যক্তির উদ্যোগে আফগণ্ডে গোলযোগ অনেক গড়াইয়াছে। শুনা গেল সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে আফগণ্ডের এই বিদ্রোহ থামাইবার জন্য তাঁহার যে প্রভুত্ব আছে যদি তিনি তাহা পুরণ করেন তাহা হইলে তিনি ইহার কিছু সদুপায় করিতে পারেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব নাকি এদুত্তরে বলিয়াছেন গোলযোগ নিবৃত্তির জন্য আফগণ্ডে যে আইন প্রচলিত আছে তদ্দ্বারাই উহা প্রশমিত হইবে তবে আইনগুলিকে কিছু কঠোর করিতে হইবে এই মাত্র।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৯০১১১৭ বল চাউল মজুদ ছিল।

বিজ্ঞান বলে ক্রমে অসাধ্য-সাধন হইতে চলিল। বিজ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছামত বৃষ্টি করা ও বৃষ্টি বন্ধ করিবার কল হইতেছে। দেশমধ্যে অনাবৃষ্টি হইলে শস্যাদি জন্মে না এবং দুর্ভিক্ষের করাল গতিতে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করে, বিশেষতঃ সকল সময়েই মানুষকে দেবতাদিগের অনুগ্রহাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, এই সকল কারণ নিউইয়র্কের বিজ্ঞান বিৎ পণ্ডিত, ডি, এফ বেলিসাহেব যে কল করিতেছেন আমরা দেখিতেছি তাহাতে আর দেবতাদিগের একাধিপত্য থাকিতেছে না। তিনি ১৫০০ ফুট উচ্চ কতকগুলি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন, ঐস্তম্ভ গুলি ফাঁপা হইবে। যখন বৃষ্টির প্রয়োজন হইবে তখন তিনি ঐ স্তম্ভ দিয়া নিম্ন হইতে উষ্ণ-দেশে জল-বিমিশ্রিত বায়ু উঠাইয়া দিবেন। সেই বায়ু আকাশমার্গে গিয়া বিশিষ্ট হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। পক্ষান্তরে উহার বিপরীত করা করিলে বৃষ্টি বন্ধ হইবে। যখন আকাশপথ বারি বিমিশ্রিত বায়ুপূর্ণ হইবে তখন তিনি তাঁহার যন্ত্র যোজনা করিয়া সেই স্তম্ভ দিয়া উপরিস্থ বায়ুরাশি শোষণ করিবেন। উহাতে সেই বায়ু নিম্নে আসিয়া পড়িলে আর বৃষ্টি হইতে পারিবে না।

এলাই ক্রুক নামক একখানি বাষ্পীয় পোত দক্ষিণ সাগরের এক দ্বীপে গিয়া আর আসিতে পারে নাই। দ্বীপবাসীরা নাকি নাবিকদিগকে খাইয়াছে।

৮ ই ফাল্গুনারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সমস্ত ১৫৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ১৩ জন বিসূচিকায়, ২৪ জন উদরাময়ে ৮৮ জন জ্বরে এবং অবশিষ্টেরা অন্যান্য পীড়ায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গত সপ্তাহের অন্তর্গত কাল্পেলসুবের সন্নিহিত চুরি নামক স্থানে একটী কারাগার অগ্নি দগ্ধ হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে ফ্রান্সদেশের অনেক লোক ফোনো যন্ত্রে টেলাফিনের ন্যায় কথা বার্ত্তায় উৎসুক হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের ন্যাশনলিষ্টদিগের অধিনায়ক পার্ণেল সাহেব আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রিয় লোকদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

মিসরদেশের খেদাইব নিজরাজ্যের দাস ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরের শ্রীমতী দুর্গাদাসী ও শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালা স্কালারশিপ পরীক্ষায় ৪ র্থ ও ৬ ষ্ঠ হইয়াছে। ইহাদিগের বয়ঃক্রম ৯ বৎসর।

আমাদিগের এক সহযোগীর সাময়িক পত্রে ইউক্লিডের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণে ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বোধে আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চশতাব্দীর ৩২০ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্সের দশ ক্রোশ দূরস্থিত মাগেরিয়া নগরে ইউক্লিড জন্মগ্রহণ করেন তৎকালে ঐ স্থানে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা ছিল। বাল্যকালে ইউক্লিডের বুদ্ধি তাদৃশ মার্জ্জিত ছিল না, তরিবন্ধন তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইতেন তাহাতে কোন ফলোদয় হইত না। তিনি অতিশয় চক্ষুঃপীড়ায় ছিলেন সুতরাং তিনি এক সময়ে এক ব্যক্তির মতের অপর সময়ে অপর ব্যক্তির মতের এইরূপ নানা সময়ে নানা ব্যক্তির মতের অনুসরণ করিতেন। যাহা হউক অবশেষে তিনি ডিনো নামক একজন নৈয়ায়িকের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঐ সময় হইতে তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এবং তিনি সত্য শাস্ত্রে অধিকতর বুৎপত্তি লাভ করেন। সক্রেটিস ইউক্লিডের এই অদ্ভুত গুণের প্রমাণ শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। সক্রেটিস একজন ঈশ্বরবাদী নৈয়ায়িক ছিলেন। ইউক্লিড তদ্মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের ঘোর বিবাদ হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সক্রেটিস যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিলেন ইউক্লিড তাহার প্রবল খণ্ডনশক্তি প্রভাবে তাহার খণ্ডন করিয়া দিলেন। অবশেষে ইউক্লিড ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যে সময় ইউক্লিড ও সক্রেটিসের এইরূপে সদ্ভাব হয় তখন নাগরিকগণের এই আক্ষেপ প্রচার করেন মাগেরিয়া হইতে যে কোন লোক আসিয়া সুমন করিলে তাহার প্রাণবধ হইবে। কিন্তু ইউক্লিড রমণীর বেশ ধারণ করিয়া অন্ধকারে নগরমধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার নিকটে নানা বিষয় শ্রবণ করিতে আরম্ভ করেন। ইউক্লিডের যে সকল শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা প্রচারের কারণ এই কারণ তিনি যে সমাধি প্রকরণ রচিয়া গিয়াছেন তাহাদের সংখ্যার পরিচয় হইতেছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর উপর বাক্যালাপ ছিলেন তথাপি তাঁহার পুত্রাদি ছিল না।

পাকদীঘির হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত একটী ট্রামওয়ে খোলা হইবে

চীন ও লাওতবাসী অতি কম লোক ঘরে ঘরে যে সকল বিষয়ের ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা আলোচনা করিয়া নিজাম রাজ্যে তাহা আবাদের চাষ বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয়দিগের [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] কতকগুলি বাঙ্গালি [illegible] করিবার নিমিত্ত [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] সাহেবদিগের [illegible] করিয়াছিল। আমরা যে দুইটি [illegible] করিয়াছি, তিনি [illegible] করেন। এক বিদ্যালয়ের [illegible] ঐ বাটীর [illegible] করিতে হয়। আমি [illegible] করিতে [illegible] করিতে [illegible] করিতে

দিবে এবং একটী পাথরের পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া চারু'নি খোলা স্থান পাথরে লাগাইয়া কাঁকড়াটী ঘষিতে থাকিবে। পরে ঐ চন্দনের মত ঘষা পদার্থ রোগীকে অর্দ্ধ আধিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পরিমাণে খাওয়াইলে জ্বর আসিবে না। রোগ ভাল হইবে।

বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

নবাব খাজে আবদুল গনি সাহেবের তিন জন অস্ত্রোত্তী সৈন্য কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত বলিয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়ই জনরব শুনা যাইত সম্প্রতি ঐ তিন ব্যক্তি তাহাদের যন্ত্রের সহিত ধৃত হইয়া ঢাকা পুলিসে সমর্পিত হইয়াছে। ইহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের উপর দিয়া যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদত্ত হওয়াতে ঐ স্থানের শোভা অতি রমণীয় হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহারা অল্পের ছোট উলসপুরের ফৌজদারের বিচার হইতে বিরত হইবেন। ছোট উলসপুরের মহারাজ অবিলম্বে বিচার করিবেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হইতে বিরত হইবার কারণ এই যে তাঁহারা দেশীয় রাজাদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং তাহা করিলে ১৮৫৮ অব্দে ভারতেশ্বরী যে প্রতিজ্ঞা করেন সেই প্রতিজ্ঞা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হয়।

সাঁওতালেরা ইংরেজদের বিদ্রোহী হইয়াছিল কিন্তু এ বিদ্রোহের লক্ষণ কারণ কি তাহা জানা যায় নাই। কেহ বলেন মহাজনের অত্যাচার করা হইতেছে বলিয়া তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে কিন্তু সম্প্রতি আমরা অবগত হইয়াছি যে তাহাদের জমির কর বৃদ্ধি করাতে তাহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে।

সিংহল দ্বীপে সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

কেন্দুলীতীর্থের নামে যে বালি পুণ্য অনুষ্ঠান পদার্থ আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তিনি সম্প্রতি দাক্ষণবিদের যে বালির উত্তর অংশে স্নান পড়িয়াছে তাহার অবিকল ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন।

কিম্বুর্লি হীরকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন আলাহাবাদে লোক সংখ্যা গণনার কর প্রতি মস্তকের উপর তিন আনা করিয়া ধরা হইয়াছে। এ সংবাদে আমাদের বিশ্বাস হয় না।

পাটনার বেহারী জমীদারদিগের যে সভা ছিল সেটী না কি উঠিয়া যাইতেছে।

বেরারের আদালত সমূহে হিন্দি অক্ষরে কাজ কর্ম্ম চালানই স্থির হইল। কেবল ফৌজদারী আদালতে যে সকল দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য উকীল মোক্তারের প্রয়োজন হয় না দরখাস্তকারী নিজে দাখিল করিতে পারে সেই সকল দরখাস্তের কেথা উর্দ্দুতে চলিবে।

বার্লিনের ক্লাডারাডাচ নামক হাস্যরসপ্রধান পত্রের সম্পাদক মৃত্যুকালে ২৪০০০০ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উক্ত পত্রের বার্ষিক আয় ৮০ হাজার টাকা। তিনি প্রথমে পুস্তক বিক্রয় করিতেন পরে ১৮৪৫ অব্দে ঐ হাস্যরসপ্রধান পত্রখানি প্রচার করিয়া এই অতুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব বলিয়াছেন রাজপুরুষগণ যদি ভারতের উন্নতি ও মঙ্গলসাধন করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে তাঁহারা যেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ষ্টেটসেক্রেটরির পদে অপেক্ষাকৃত অধিক দিনের নিমিত্ত মনোনীত করেন নতুবা তাঁহারা আবশ্যক সংস্কার বিষয়ে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রঙ্গপুরে ব্রাঞ্চস্কুল একটী বিদ্যালয় হইয়া গিয়াছে। তাহে বাবু কবিলাস রায় গোপালপুর স্কুলের অন্যতম শিক্ষক পাইবে নাম স্বর্ণময়ী বসু।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা ফরেষ্ট ইনষ্টিটিউসনের তত্ত্বাবধারক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে মাসিক ৮ শতাধিক টাকা বৃদ্ধি দানের আদেশ দিয়াছেন। তিন হাজার টাকা এডিটোরিয়ালের ব্যয় ও আর তিন হাজার টাকা পুরাতন সাময়িক পত্রের সংশোধনের জন্য তিনি পাইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৭ এ পরীক্ষায় ৬৯০ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৭ জন ১৭৭ দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৭৫ তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

কলিকাতায় ১৮ এ মে দাঙ্গা বাধিবে, হাইকোর্টের সিবিলিয়ান জজ মি সাহেব আদালতে বি র করিবেন।

শুনা যাইতেছে ডাঃ কোলাসের স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা করিবেন। পুরুষদিগের নিকট যাইতে পারে; কিন্তু এই স্ত্রীলোকদিগের নিকট যাইতে পারে নাই। স্ত্রীলোকেরা বশীভূত হইয়াছে। ডাক্তারের পূর্ব্ব চিকিৎসা নামক স্থানের স্ত্রীলোকেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের লোকের নিকট চিকিৎসা লইতে অসম্মত হইয়াছে। তাহারা বড়শা ডাক্তার প্রভৃতি লইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিতেছে। এই ঘটনা নিবন্ধন ঐ দেশ হইতে গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মচারীকে প্রস্থান করিয়াছে। এবং একটী সৈন্যদল যুদ্ধার্থ গবর্ণমেণ্টের এক কর্ম্মচারীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া এরূপ বুঝান হইয়াছে যে সেই আঘাত রক্ষা করিতে গিয়া একজন চিকিৎসকের হাত কাটিয়া গিয়াছে। শুনা যাইতেছে স্ত্রীলোকেরা এখন এমন প্রোৎসাহিত হইয়াছে যে তাহাদিগের পুরুষেরা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছে না।

আমরা নিম্নলিখিত অবগত হইলাম,খানা জাকটীপুরের অধীন সুবাগড়, গোঁড়ঘর ও আকুড়দহের হাটে প্রতি হাম্বারে জুয়াখেলা হইয়া থাকে। আমরা দক্ষিণাঞ্চলের আরও অনেক স্থানে প্রায় উক্ত ক্রীড়ার কথা শুনিতে পাই। পুলিস কি উহার অনুসন্ধান রাখেন না? অথবা জানিয়া শুনিয়া; যাহা হউক, এই দুই লোকদিগের শাসন করা একান্ত আবশ্যক।

সে দিন বরাবরিয়ায় যে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে পুলিস সাহেব অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই।

৭৮০	১৮৫৮	৫৫৫	
৮০	১৮৫৯—৬০	১৮৫৯	১৮৫৯৮০
৮১	১৮৬০	১৮৬০	১৮৬০ ৫১ ১৮৬০
৮২	১৮৬১	১৮৬১	
৫	১৮৬৭	১৮৬৭	১৮৬৭

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও শাসন বিভাগ।

১৮৮১

তমলুক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাবড়ায় বদলী হইলেন কিন্তু আপাততঃ তমলুকের কমিসনরের স্পেসাল ডিউটীর কার্য্য করিবেন।

বাবু হারাধন দেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সাঁওতাল বিদ্রোহের কার্য্যভার হইতে অবসর লইয়া ১৭ দিন বিদায় গ্রহণ করিবেন।

উড়িষ্যার কমিসনরের পেস্কার বাবু আনন্দপ্রসাদ ঘোষ ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইনি অতি কর্ম্মদক্ষ বলিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

চট্টগ্রামের কক্সবাজারের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, এল, গুইনডেন ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

অতঃপর গবেষিকা পরীক্ষায় বলিত এখানকার অবৈনিবিদ্যালয় স্কুলের একটী মাত্রছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বঙ্গ বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসাস্থচক ফললাভ করিয়াছে। এখানকার মিলনরি বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অন্যান্যকার্য্যে যেরূপ আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, মিউনিসিপল স্কুলের মাষ্টার বাবুরা সেরূপ করিতেন; তাহা হইলে এবার সেপোর্টের পরীক্ষার ফলাফল অধিকতর সন্তোষকর হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদের নিবেদন ইহাই যে, প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল স্কুলের আসন্নোদ্ধার শিক্ষকদিগকে বিদায় দিয়া তাঁহাদের স্থলে প্রশংসাপত্র কৃতবিদ্য শিক্ষক নিযুক্ত করাই বিজ্ঞতাবুদ্ধির অনুমোদিত, নতুবা কেবল এক ডেমন্টীর বাবুর উপর নির্ভর করিলে কখনই শ্রেয়ঃ লাভের সম্ভাবনা নাই।

ইদানীং "শিক্ষকরূপে" মানেরের বাবুর দোষে আবার আন্দোলনের লক্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গতবৎসর ঐ মানেজের বাবু অধিক রাত্রে আহারান্তে বহির্গমনে ইচ্ছা করিলে, [illegible] পাহারা দেয়, স্বয়ম্ভাবে কলিকাতা হইতে মাষ্টারের উক্ত উপরের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই অবধি [illegible] বাবু বিশেষ [illegible] সম্পাদক করিতে [illegible]। কিন্তু ভরসা নিরাশ হয়, [illegible] মানেজর বাবু নিজেই [illegible] কাজে [illegible]। [illegible] "নিজে [illegible]" পুস্তক নাম অধিকসংখ্যক [illegible] লইয়া [illegible] আরম্ভ করিয়াছে। অতএব আমরা আশা করি যে, উক্ত উপরের অবাক্ষ মহাশয় [illegible] বাবুর কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং অনুরোধিগণের সুখ সৌকর্য্যের [illegible] অবসর করিবেন।

[illegible] এখানকার শ্যামবাজারে একটী চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরটী স্ত্রীলোক। উহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর। যে লোকের ঘরে চুরি হইয়াছে, সে লোকটী ভদ্র প্রকৃতির লোক। কিন্তু সে বাক্তি প্রথমতঃ ঐ চুরির অনুসন্ধান না পাইয়া সন্দেহক্রমে একজন কোলুনীকে ধরিয়া বিলক্ষণ প্রহার করে। অনন্তর প্রকৃত চোরের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনে ও পুষ্করিণীতে চোবা ইয়া একবার করায় এবং তৎপরে ধনজন-যন্ত্রে অপ হৃত মালের কিনারা করিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। পরে ঐ সংবাদ মতিগঞ্জের আউট পোষ্টের কেহ কনষ্টেবলের কর্ণগোচর হইলে সময়োচিত মুষ্টিযোগ প্রয়োগ দ্বারা চোরের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আমরা আশা করি, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিয়া অপরাধীর সমুচিত শাস্তি বিধান করিবেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে এই সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আজ কাল শান্তিপুরে চিক্‌-চোরের চৌর্য্যবৃত্তির দৈনন্দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল চোরের সমুচিত শাস্তি বিধান না হওয়াতে চতুর্দ্দিকে উক্ত প্রকার চুরির অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন হইল, বেহারাচরণ নামক কনৈক চিক চোর বড়বাজারে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু চোরের সৌভাগ্য বশে ও শান্তিপুরের মুন্সিফের গুণে কেহ তাহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। এরূপ জনশ্রুতি যে ঐ চিকচোরের বিষয় বিবরণ রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, বড় দিনে পরকীয়াপরায়ণ বেহারাচরণের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হয়।

মুখোপাধ্যায় [illegible] ডিস্পেন্সরীর স্থানে স্থানে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার দৈনন্দিন প্রণালী চলিতেছে, এখনও সে দিন এই ডিস্পেন্সরীর মাষ্টার যান, চলিয়া গিয়াছে। ঐ সময় ডেপুটী বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য এই যে মুর্দ্দিদাবাদ ও কলাইমারীস্থ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ সাধারণ লোকের নিকট হইতে কিছু টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা। ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যে পরিষদ কলাহিগণের ডেপুটী বাবু স্থানে স্থানে চাঁদা পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত কার্য্য হইলে সেই টাকায় দৌর্ব্বলিষ্যকে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পরম সিদ্ধ পরমেশ্বরের প্রসাদে ডেপুটী বাবু অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন।

এখানকার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র রায় বিস্তর ম্যালিগ্‌ন্যান্ট রোগীকে নিরাময় করিয়াছেন। ইনি শান্তিপুরে আসিয়া অবধি এ কাল পর্য্যন্ত অনেকগুলি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত লোকের জীবন দান করিলেন অথচ ইহাঁর অদ্যাপি আশানুরূপ পসার হইল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, গোপাল বাবুর কোন চরিত্রগত দোষ নাই,

সুতরাং ইহাঁর ঔষধ বড় তিক্ত ও কষায়। কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ ডাক্তার বাবুর ঔষধ বড় সুমিষ্ট, এজন্য তাঁহাদের বড় পসার! বন্য কলিকাল!

জামালপুর।

নববর্ষোপলক্ষে রেলওয়ে সাহেবদিগের এক সপ্তাহকাল যথেষ্ট আনন্দ উৎসবে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঐ কয়েকদিবস ঘোড় দৌড়ের মাঠে অনেকগুলি তাম্বু ও অস্থায়ী দোকান নিশ্মিত হওয়াতে মাঠ যেন নগরের আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অসংখ্য ইংরাজ, মেম ও পুত্র কন্যাগণ সহ কেহ বা পদব্রজে কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে এবং কেহ কেহ বা বগী ও ফেরেটে পরিভ্রমণ করিয়া ময়দানের শোভা আরো বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঘোড় দৌড় উপলক্ষে বেকারবাসীদিগেরও যথেষ্ট আনন্দ দৃষ্ট হইল। ইহারা দূরতর স্থান সকল হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত দিবস ময়দানে অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যাস্তের পর প্রস্থান করিত এই উৎসবটীকে একটী বৃহৎ মেলা বলিলে বলা যাইতে পারে; কিন্তু মেলাস্থলে যেমন দোকান ইত্যাদির আমদানী হয় এখানে তাহার কিছুই ছুই হইল না। এবংসর উদ্যোক্তাগণ লোকো সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেব মহোদয়ের অনুগ্রহে এবং শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে অনেকেই পাশ ও টুকি পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাটী যাইতে পারিয়াছিলেন।

১লা জানুয়ারি রাত্রি ১ ঘটিকার সময়ে অবর মিকানিক ইনিষ্টিটিউট হলে কাহার নামে কোন ঘোড়া উঠে ওই সম্বন্ধে লটারি হয়। ২রা তারিখে অপরাহ্ণ ২ টার পর হইতে ঘোড় দৌড় আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিন সর্ব্বসমেত পাঁচবার দৌড় করান হয়। প্রথমবারে ১৩০ দ্বিতীয় বারে ৪০০ তৃতীয় বারে ৪০০ চতুর্থবারে ১২০ এবং পঞ্চমবারে ৩৫০ টাকা পারিতোষিক ছিল; তন্মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ বারে ছোট ঘোড়া দৌড় করান হয়। ৩ রা তারিখে অপরাহ্ণ ২ টার পর হইতে ক্রিকেট ও পোলো খেলা আরম্ভ হয়। আমরা ঐ খেলা দেখিয়া বেশ আনন্দানুভব করিয়াছিলাম, যাহা কিছু অসুখ হইয়াছিল সাহেব অফিসর পতিত হইয়াছিলেন। বেশী আঘাত লাগে নাই। ৬ তারিখে অপরাহ্ণ ছইটার পর হইতে আবার ঘোড় দৌড় আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রথমবারে ১৬০ দ্বিতীয়বারে ৩৫০ তৃতীয়বারে ১৮০ চতুর্থবারে ৩৪০ এবং পঞ্চমবারে ১৮০ টাকার পারিতোষিক ছিল। তন্মধ্যে তৃতীয়বারে ছোট ঘোড়া দৌড় করান হয়। ৭ তারিখে পোলো এবং ক্রিকেট খেলা হইবে বিজ্ঞাপন ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন পোলো খেলার আঘাৎ প্রাপ্ত হওয়ায় বোধ হয় এই দিন আর হইল না। ৮ তারিখে প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় হইতে ঘোড় দৌড় আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রথম বারে ১২০ দ্বিতীয়বারে ৩৫০ তৃতীয়বারে ৩০০ চতুর্থ বারে ৩১০ এবং পঞ্চমবারে ১৮০ টাকা পারিতোষিক দান করা হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয়বারে ছোট ঘোড়ার দৌড় হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণ ২ টার পর হইতে মাদুর দৌড় ইত্যাদি হইয়া নববর্ষের উৎসবক্রিয়াটী এবংসরের মত সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঘোড় দৌড় উপলক্ষে বেরিয়া, বেতসরাই, রানপুর এবং আড়া প্রভৃতি স্থান সকল হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঘোড়া আসিয়াছিল। তন্মধ্যে আড়ার নীলকর সাহেবেরাই প্রায় প্রত্যেকবারে জয়লাভ করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অডিট আফিসের কোর্টিং ডিপার্টমেণ্টের হেডিড সাহেব অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার অধীনস্থ কেরাণী বাবুরা সাহেব ভাল হইলে রক্ষাকালী পূজা করিবেন মনন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সাহেব আরোগ্যলাভ করিয়া প্রত্যাগমন করায় পূজার আয়োজন হইতেছে। বুনীর যদি সৎ ও ভক্ত হয়েন ঐরূপ করিতে ইচ্ছা যায়। আর মন্দ হইলে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিতে ইচ্ছা করে।

এ বৎসর জামালপুর বিদ্যালয় হইতে ৬টী বালক প্রাথমিকা পরীক্ষা দিয়াছিল। ৬টীই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী পূর্ব্বে মধ্যশ্রেণীর ছিল। পরে ৬ই বৎসরকাল হইতে ইহাতে প্রবেশিকা পর্য্যন্তের শ্রেণী খোলা হয়। এ বৎসর প্রথম পরীক্ষা দিয়া ৬টী বালক উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা আশাতীত আনন্দানুভব করিয়াছি। প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ ঘোষ মহাশয় দিন রাত বালকদিগের জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকতর পরিশ্রমের ফলেই এই সফল ফল ফলিয়াছে দেখিয়া আমরা তাঁহাকেও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ভ্রমণকারির পত্র।

দিল্লী।

আমি জয়পুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিল্লী পঁহুছিয়াই কেমনে রেল গাড়িতে আরোহণ করি। আমি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম যখন দেখিলাম, তখন পরস্পর বিপরীত ভাবসমূহ যুগপৎ উদিত হইয়া অন্তরকে যে কেমন বিকল করিয়া তুলিল তাহা লিখিয়া পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করা আমার সাধ্য হইতেছে না। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি কাহার মন তখন আমার মত হইয়া থাকে তিনিই বুঝিতে পারিবেন। দিল্লী যে কেমন স্থান "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই প্রার্থনাবাক্য দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর একটী উচ্চ প্রার্থনীয় ছিল। এই দিল্লীতে ও ইহার সন্নিহিত স্থান সকলে কুরুপাণ্ডবেরা নানা প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড করেন। হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ স্থান-সন্নিবেশ এখন নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা যায় না বটে কিন্তু দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ যে ঐস্থান বলি ছিল সে বিষয়ে সংশয় হয় না। ঐ সকল স্থানের কুরুপাণ্ডবের রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, শাসনপ্রণালী, ও সমাজ-শাসন প্রভৃতির পরম অনুশীলন হয়। এইখানে বসিয়াই ব্যাসদেব বেদ বিভাগ ও পঞ্চম বেদ নামে প্রথিত মহা ভারত রচনা করেন। এইখানেই বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র রাজনীতিজ্ঞতা ও বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় হয়। এইখানেই ব্যাসদেব তাঁহাকে পরমারাধ্য দেবতা করিয়া তুলেন। এইখানেই ক্ষত্রিয় কুলক্ষয়কর দারুণ সংগ্রাম ঘটনা হয়। এইখানেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা তরুস্থাগ্র করে। ঐ সেনার অন্তর্নিবিষ্ট সৈনিকপুরুষ ও সেনাপতি বীর পুরুষগণের মধ্যে দশজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

মানুষ যে বিধাতার কেমন বিচিত্র সৃষ্টি, মানুষের মন যে কেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ, মানুষ কি উন্নত হইতে, যদি সুসভ্য ও যদি বুদ্ধিমান হইতে বিধাতা, তাহার মনে যে কোন শোকাদির বিষময় বীজ বপন করিয়াছেন তাহার বীজ বিক্রিয়া হইতে তাহারও যে কি রক্ষা করিবার অবস্থা নাই ঐ কুরুক্ষেত্র তার প্রমাণ করিয়া দিতেছে। একজনের দোষে কত সংক্রামিত হইয়া যে অপরকে মহা করিয়া তুলে এমন কি সমষ্টির পরমায়ুর পর্য্যন্ত বিনাশ আনয়নে উদ্যোগিত করিয়া তুলে, ইহার পর আর্য্যবংশের আর কি হইতে পারে। মানুষ কখন কোন অবস্থায় যে, এই ক্রোধ লোভাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন, ইহাদের উদ্দীপন যুক্ত দর্শন করিয়া সে সিদ্ধান্ত করা যায় না। ভীষ্ম ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পুরুষের মধ্যে এক্ষণে ছুটী সভ্যতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেদিন সেই কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধনের দুর্বল ক্রোধ লোভ ইহাঁদের অন্তঃ সকলকে করিয়া ঐ দুই জাতিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। উভয় জাতির কত অশ্ব গজ, কত সৈন্য ক্ষয়, কত জনপদ বিনাশের কারণ ঘটিল, সেই রক্তে মৃত্তে জগতের কত অনিষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

আজিও সেই ভোগ [illegible] অবস্থায় সম্ভোগ করিয়া [illegible] করিতেছে।

[illegible] কেবল যে ভীম, দ্রোণ, [illegible] তাহা নহে। [illegible] নিপুণতা যে কত কাল [illegible] তাহা নাই। [illegible] আমাদের [illegible] ভস্ম করিয়া গিয়াছে। [illegible] যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা [illegible] সমাজমন্দিরের মুসলমান কারিগরদিগের [illegible] বিলাসিতা ও অভদ্র অত্যাচার [illegible] দিতেছে। আজিও সেই মুসলমান সম্রাটদিগের দরবারখানা, উপাসনা গৃহ ও [illegible] দর্শন করিলে তাহা বিস্ময়রসে [illegible]। আমার সঙ্গিগণ ও আমি যখন যখন [illegible] তাহাদেরই গায়ক [illegible] ঐরূপ সমূহ কাণ্ড। [illegible] বর্ণন পুনরুক্তিমাত্র হইবে।

[illegible] আমার অপেক্ষা অনেক পরিচিত [illegible]। [illegible] বাস্তাজুরি প্রশস্ত ও নিম্না জনবিরল [illegible]। আমার নায় প্রধানকার মশক [illegible] ক্ষুদ্র হইতে প্রবিত। কিন্তু আমার [illegible] অনেক পরিমাণে নাই বলিয়া বোধ হইল। [illegible] দেখা। [illegible] সমুদ্র বালি প্রায় চুরুটের [illegible] করিতেছে। অনেক [illegible] যে উহারা [illegible] পুনঃ পুনঃ করিলাম। আমরা যে [illegible] আমাদের মল [illegible]। আর পুরে [illegible] ছিল তাহা বলি আদি [illegible] পারা হইলে মনে [illegible] খুব অনেক [illegible] বলিতে পারা যায় না। [illegible] নাই, আর [illegible] নাই, আর [illegible] নাই। বাস্তবিক আমি [illegible] ও জলপ্রপাত দর্শন করিয়া [illegible] দেখিলাম ইহার মধ্যে কয়েকটি [illegible]

[illegible] মহৎ ইহার [illegible] আমাদের [illegible] ইংরাজেরা [illegible]। এই অদ্রি [illegible] বিষয়। এই [illegible] নিম্নভাগস্থ প্রবেশ মধ্যে গমন করিয়া [illegible] দেখিয়া [illegible], এটীও প্রায় একটী [illegible]। ইহা [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] করিয়াছেন তাহা [illegible] বিবেচনা করিতে [illegible] কলিকাতার [illegible] নিম্নভাগের প্রবেশ-মধ্যে গমন করা করিবা

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধীকে এক টী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উদ্গার, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদি কম্প, চক্ষুরুন্মীলন, মানসিক বিকার, বধিরতা, চাঞ্চল্যতা প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ১ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ কাঁথি
জেলা মেদিনীপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুটনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও মালেরিয়া জ্বর যত দিনের কঠিন না কেন, ইহা সেবন করিলে সত্বরকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক উপায়।

বাত, পক্ষাঘাত, পাদফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চালনার ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই ঔষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ ভগ্ন ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা বহুল গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (খাবকরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

বরফেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনসন হোটেলের দক্ষিণ বাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৷৷ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, কড়ি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যথা যাহাতে না হইয়া হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য ডাকের অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে যেন সোমপ্রকাশ প্রেরণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে প্রথম তিন বার পঙ্‌ক্তি প্রতি দুই আনা তাহার পর প্রতি এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরস্থ চাঙ্গড়িপোতা কলাকম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং" ১১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ১২ ই মাঘ। ইং ১৮৮১। ২৪ এ জানুয়ারি। অগ্রিম বাণ্মাসিক মূল্য, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত সাড়ে ৫ টাকা।

প্রেরিতপত্র

নব পাঠ।

জীবন আদর্শ প্রণেতা বাবু কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নবপাঠ নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বালকদিগের পাঠার্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎসমালোচনার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থের একখণ্ড আমাকে প্রদান করেন। পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণার জন্মিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া মহাশয়ের সাপ্তাহিক পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে বাধিত হইব।

অল্প বয়স্ক কোমলমতি বালক বালিকাগণের পাঠার্থ গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে যিনি যাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ তাহা, চারিটী বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রথমতঃ, যে সকল পাঠ্যপুস্তক বালকদিগের অর্থ ও ব্যবহারের উপযোগী হয়, তাহারা যাহা পড়িয়া লইলে সহজে তাহাদের বোধগম্য হইতে পারে, এরূপ গ্রন্থে তৎসমুদায়েরই অবতারণা করা উচিত। আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। বিদ্যালয়ের বালকদিগের পুস্তক অতি সরল সাধুভাষা-সংযুক্ত ভাষায় লেখা উচিত। ভাষার সরলতা ও মাধুরিমা না থাকিলে পাঠ্য বিষয় বালকদিগের হৃদয়গ্রাহী হয় না। অশেষ সমাস-সমন্বিত সুদীর্ঘ-পদ সংযুক্ত বাক্যবিন্যাস করিয়া পাঠ রচনা করিলে লোকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা বালকদিগের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তৃতীয়তঃ বালকদিগের পঠনীয় বিষয় সকল যে ক্রম অবলম্বন করিয়া অনুশীলন করিলে তাহা তাহাদিগের সুন্দররূপে উপলব্ধি হয়, এবং চিন্তা-প্রণালী উৎপথে গমন না করে, তাহাই অবলম্বন করা উচিত, পেয়োক্ত ব্যাপার সবিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ন্যায়সঙ্গতিক্রম অবলম্বন করিয়া চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করা যে সে লেখকের কার্য্য নহে। যেমন জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ করিতে হইলে একটী ক্রম অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। মধ্যবর্ত্তী কোন ক্ষেপ পরিত্যাগ করিলে অভিজ্ঞের না হউক প্রথম শিক্ষার্থীর পদস্খলন হয়, সুতরাং ও অল্পে অল্পে এই ঘটনা বালকদিগের অন্যান্য পাঠ সম্বন্ধেও ঘটিয়া থাকে। কোন কোন গ্রন্থকার এই সকল উপেক্ষা করিয়া শকটারোহণ করিয়া রাজপথে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় বিষম ভ্রান্তি করেন। সুতরাং ঈদৃশ গ্রন্থের দ্বারা বালকদিগের চিত্তবিভ্রম বিলক্ষণ হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন ধুরন্ধর শিক্ষক ইংরাজি ভাষায় পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া এই দোষ অতিক্রম করিয়াছেন।

নবপাঠ গ্রন্থে এই অবশ্য হইয়া বিশেষ বিশেষ মধ্যে বাবু কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় কোন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন। বাক্যবিন্যাস ক্রমের প্রতি তিনি তাদৃশ মনোযোগ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে উহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এবিষয়ে সাধারণ লেখকের ন্যায় তিনি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যেরূপ সাবধান হইয়া পাঠগুলি বাছাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে বালকদিগের উপকার ভিন্ন অপকার হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। মদীয় সামান্য বিবেচনায় তাঁহার পুস্তক বালকদিগের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি সাধু ভাষার ছড়াছড়ি করেন নাই, অতি সরল ভাষায় পাঠগুলি রচনা করিয়া বালকদিগের কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দররূপে ব্যবস্থাপন করিয়া তাহার অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। অল্পদিন বিদেশ বঙ্গিত সাধুভাষা আর ভাল লাগে না। এখন যাহাতে মাতৃভাষার স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকারদিগের যত্ন করা আবশ্যক। বঙ্গভাষার স্বাধীনতা রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার কারক, [illegible] স্থানীয়ানির নিয়ম নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া মাতৃভাষার স্বাধীন প্রকৃতি বাধ্য করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কালীকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থে মাতৃভাষার স্বাধীন প্রকৃতি নিতান্ত লক্ষিত হয় না। এই পুস্তক খানি বঙ্গদেশীয় [illegible] বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পুস্তকের [illegible] একটী ভ্রম শুদ্ধির প্রমাদ লক্ষিত হইল। [illegible] সংস্কার কালে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবেন।

কলিকাতা
১৫ ই জানুয়ারি ১৮৮১

শ্রীযুক্ত
শিবনাথশর্ম্মা শাস্ত্রীমহাশয়ের
সমীপেষু

বঙ্গদেশীয়াদর মাঙ্গোপাধ্যায়
এম. এ, ১৩৬ মাইল

ভ্রমসংশোধন এবং শুদ্ধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১০। বিশেষ সাবধান। এতদ্ব্যতীত যে গুটীকতক ভ্রম জলে সিদ্ধ না হয়, সেইগুলি অতি ধরিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই মূলে নামে বীজস্বরূপ প্রথম গুটী, এইগুলীর কলেবর অতি কঠিন। এমন কি, বায়ুপ্রবেশ হইতে টিপিলেও টেপা যায় না এবং টিপিলে সঙ্কুচিত হয় না। (২) ভাদ্রা [illegible] কৃত এ গুলী গুলিও উঠাইয়া এবং উহার [illegible] গুলি মধ্যম বোধ হয়। গুটীগুলি উপরে হইবে

...প্রায়ই অধিকাংশ লোকে ...টির মুখ কাটিয়া খাইতে হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন ... ব্যয় ... ইহলির নাম গ্রাসকাটা ... ...ছেদন, ...চ্ছেদ, ছুরি, মুখ, ...ঠি ...ইয়া থাকে। এই কাটা গুটীর মধ্যে ... ...টি যে খাইতে অতি সুস্বাদু, বলা ... ...শালা লোকেরাই ইহাকে ক্রয় করে এবং ১৭।১৮ ... ...খিয়া খোপ বাঁধিয়া বিক্রয় ... ...লোকে এই গুটীগুলি পরিপক্ক না হইতে ... অকালে কর্ত্তন করিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ... ...এই নিমিত্ত ইহার নাম ছোপা হইয়াছে। ... ...কারের নিতান্ত অপদার্থ, টিপিলেই ভোঁতা ... ...যায়। মুখ কাটা গুটীর ছাই কি সুতা কাট ... ...একেবারে নষ্ট হয় না। গুটী হইতে কাটা ... ...হইবার সময় "গুটীর মুঁটির দিকে" সুতের ... ...ছাই গুলি কিঞ্চিৎ আর্দ্র করিয়া ক্রমে ক্রমে ... ...বুরুশের ঠেলায় সরাইয়া বাহির করা। সুতরাং ছাই বজায় থাকে এবং সুতাও পাওয়া যায়। যে গুটিগুলি মুঁটীর বিপরীত দিকে মুখ কি অন্য ভাবে ... পিপীলিকা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হয়, তাহা কেহ ... ...থাকে না এবং তাহার সুতাও আদায় হয় না। নষ্ট হইয়া থাকে।

১১। সংখ্যা। এই সকল গুটী ওজনের মতে ... হইবার রীতি নাই; টীক ... ...সংখ্যার নামে বিক্রয় হয়। যথা—ইহার ... ... গণ্ডা (১০) গণ্ডায় (১০) শত (১০০) ... ... ইহার উর্দ্ধাদি। যে বৎসর গুটীপোকার ... ... এই সকল গুটীর দর পরিমাণে কম হয়, সেই বৎসর ঐ সকল গুটীর নিম্ন মূল্য প্রতি কাহন ... টাকা, ... ১৫ টাকা, মধ্যমের দর প্রতি কাহন ৯ টাকা হইতে ১০ টাকা, অধমের দর প্রতি কাহন ৬ টাকা হইতে ৭ টাকা। আর উৎকৃষ্টাপেক্ষা যে বৎসর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুটীর দর প্রতি কাহন ৯ টাকা হইতে ১১ টাকা, মধ্যম গুটীর দর প্রতি কাহন ৫ টাকা হইতে ৬ টাকা, নিকৃষ্টের দর প্রতি কাহন ৩ টাকা হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত। ওজনে আবার কাঁচা গুটা ... ... ওজন বাটীর দরও ... ...

কাটিয়া লইলে সূত্র গুলি সাফ হয়। এই সূতা প্রাতঃকাল হইতে দিবা ৪ই প্রহর পর্য্যন্ত এক এক জন কাটনীতে ৮ ছেটী পর্য্যন্ত সূতা কাটিয়া উঠিতে পারে। ৮ ছেটী কাটনির দাদার মজুরী ৶০ আনা অর্থাৎ চারিসিকাপয়সা। অতি উত্তম সূতা প্রতি টাকায় ৮ তোলা হইতে ১০ তোলা, মধ্যম শ্রেণি টাকায় ১০ তোলা হইতে ১২ তোলা, নিকৃষ্ট সূতা ১২ তোলা হইতে ১৬ তোলা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ইহা তোলা এবং সের এই উভয়বিধ ওজনে বিক্রয় হইয়া থাকে। কাঁচি ৬০ পাকি ৮০ তোলাতে সের হয়। এই সূতা কাটিবার সময়ে অতিশয় সাবধান হওয়া আবশ্যক। তাহাকে লাগা বলে। এই লাগা আবার স্ত্রীলোকেরা ক্রয় করিয়া তাঁতিদের দ্বারা পাক দিয়া সূতা প্রস্তুত করণ তাঁতিদিগকে বিক্রয় করে। এই সূতাকে ফেটিয়া নামে উত্তম টিকসাই বস্ত্র ও বহির্বাস প্রস্তুত হয়। স্নান, আহ্নিক পূজাদি কার্য্য নিমিত্তে এই বস্ত্র পবিত্র বলিয়া অনেকে পরিধান ও ব্যবহার করে। কটী হইতে সূতা প্রস্তুত করিবার আরো একটি উপায় আছে, কিন্তু সেটী সচরাচর দেখা যায় না: অধিক, এবং নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদের দ্বারা যাহাদের সংসার পরিবার একটু বেশী আমোদ আছে, কেবল তাহারাই অবসরের সময়ে তাহার তন্তুবায়ে তোল করিবার নিমিত্ত এক একটা কটী পরম জলে ফেলিয়া আই বাহির করিয়া একটী চরকিতে ঐ সূতা কাটিয়া তোল প্রস্তুত করে। যদিও, অন্য সূতাপেক্ষা এই সূতার তোল কিছু শক্ত হয়, কিন্তু এরূপ তোলে বস্ত্র বয়নের কার্য্য ভালো হয় না। এই সূতা বাটার কলিকে পরিষ্কার রেখা হয়। প্রাতঃকৃত্য সমাপনে স্ত্রীলোকেরা যে তোয়ালে দ্বারা প্রস্তুত করে, তাহাকে পরিষ্কার করে, তথা ব্যবহার করে।

৩। তন্তুবায় বর্ণন। বিশেষতঃ, নিম্ন তন্তুবায় দ্বারা নানা রকমের চাদর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষণে সে কথা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। নিম্নে লিখিত তন্তুবায়দের মধ্যে কতকগুলি ইহাদের মূলতন্তু হয় না। কেবল, ইহারা যে সকল চাদর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহার সূতা ইহারা স্বয়ং ক্রয় করিয়া নিজ নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লয়। যে সকল উপরে সংক্ষেপে তন্তুবায়দের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে, সেগুলি বাস্তবিক জাতিভেদ নহে। এখানে আমাদিগের কর্ম্মকারদের সম্বন্ধে আমি চাক্ষুষে দেখিয়াছি যে, ঐ ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ কোন জাতি সংজ্ঞার অবতারণা করিলে ঐ ব্যক্তি ঐ সূতায় ভাগ করে, আর সেই সূতাকে ঐ সম্প্রদায়ের ন্যায় অভ্যস্ত থাকে। ইহারা অকালে বাহির হয় বলিয়া অধিক দিন টেকিয়া থাকে না। ঘরে আলোকে ধরিয়া যায়। এবং কাজেই পতঙ্গের নষ্ট করে। সুতরাং এ অবস্থা নিবেদন করিয়া তন্তুবায় কীট যে, তাহার অন্য স্থানে পাঠিয়া আসা দরকার নাই, সে সম্বন্ধে অনুমোদন হইয়াছে।

১২। শুক্তি। বিশেষতঃ এক সময় এই শুক্তি একজন সংস্কৃতজ্ঞের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; প্রকৃতিরূপ অনুসন্ধানের কারণ ঐ ব্যক্তি ঐ শুক্তি কি প্রকারে কত দিন পর্য্যন্ত থাকে? এবং লোকালয়ে সঞ্চিত থাকে কি না? যদি থাকে কোন সময়ে বাহির হয়? এসম্বন্ধে এই কয়েক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সূতার সহিত শুক্তিসংযোগের একটু বার আছে, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, এই তিন মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, এই চারি মাস শুক্তিসংযোগে সূতার মূল নিষ্ফল করে না। যে তিন ঐ কয়েকের মধ্যে মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনি সকল করিয়া গিয়াছেন কিনা বিস্তার করেন, সুতরাং উহাদি শুক্তির কোমলাঙ্গ দাহ করিবে বলিয়া এই সময় শুক্তিসংযোগ। ঐ কালে শুক্ত সংগ্রহ করিয়া স্থাপিত গৃহ মধ্যে থাকিয়া আগুন অল্প জ্বালিয়া করে। যখন সূর্য্যের উত্তাপ কমিয়া গিয়া বর্ষা অতুর সমাগম হয়, তখন সূর্য্যদেব প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় শুক্তি কীট তাঁহার মুখ সন্দর্শন করিবার জন্যে শুক্তির মুখ উন্মুক্ত করিয়া সূতার আকার ধরণ পূর্ব্বক আনন্দের সহিত বর্ষা, শরৎ, শিশির, বসন্ত এই চারি ঋতুতে (মতান্তরে) আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই আটটি মাস নিবাস আছে, এই পাঁচক মাস যখন সংক্রান্ত হয় তিনের করিয়া শুক্তির সূতা টৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, এই তিন মাস নিজের [illegible] অন্য স্থানের কোন [illegible] এই প্রকারে [illegible] [illegible] [illegible]

যাবিল. তবে পুরিকীর [illegible] প্রয়োজন কি? [illegible] আছার [illegible], ঠিকানা, ইংলণ্ডীয় করিয়া [illegible] সমবায়ে [illegible] প্রধান অবলম্বন ও [illegible] ধর্ম কি কেবল [illegible] ও [illegible] করিয়া জগতের সম্মুখে আমরা [illegible] সমাজ হইতে দূরে পলায়ন করেন [illegible] আশা বুদ্ধিতে আমরা যদি [illegible] পরিত্যাগ করি, স্ত্রীলোক ও [illegible] আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকি, যদি সেই পরলোকগত কোটী কোটী পুরুষ গণের ও অধুনা জীবদ্দশায় বিদ্যমান [illegible] করি ও তাহাদিগ স্বাধীনতা হরণ করিতে পারি, তবে কি করিয়া আমাদের [illegible] কি সমাজ সম্পাদিত হইল? আর ইংরেজ শিক্ষা দ্বারা আমাদের সমাজেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইতেছে? তাঁহারা এত দূরে থাকিয়া আমাদের [illegible] সকল নিয়ম ও ব্যবস্থা স্থাপিত করিতেছেন, আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদান ও তাঁহাদের আবশ্যক প্রণালী বলিয়া কল্পিত করিতেছেন; তাঁহারা কল্পিত করিতেছেন যে বিদেশীয় ও বিজাতীয় হইয়া অন্য মূল আর্য্য [illegible] করিয়া [illegible] শুদ্ধ [illegible] আমাদের [illegible] এমন [illegible] সমাজের [illegible] করিতেছেন, সেই মহাত্মাদিগকে, কী [illegible] নানা কারণে বাঙ্গিদিগকে ইংরেজের [illegible] সাধারণ তাঁহাদের [illegible] করিতেছে, [illegible] কারণে ইংরেজ সম্বাদে আমাদের ভাষা [illegible], আমাদের দল [illegible] আমাদের [illegible] তাহেন না, এক কথায় তাঁহারা আমাদের কিছুই ভাল বাসেন না, তবে তাঁহাদের [illegible] স্ত্রীলোকের [illegible] কিপ্রকারে হইবে? যদি এই [illegible] শিক্ষিত দল কর্তৃক হিন্দুসমাজ পুষ্ট হইয়া [illegible] আমাদের [illegible] হয় তবে সে হিন্দুসমাজ [illegible] হইবে না। খ্রীষ্টান অথবা এক [illegible] জাতি সংস্থান হইবে। অতএব আমাদের, [illegible] সমাজ হইতে [illegible] করিতে হইবে। [illegible] সমাজের কোন [illegible] আর [illegible] এবং [illegible] সমাজ [illegible] করিবে। [illegible] সমাজের পরিবর্ত্তন [illegible] করিতে [illegible] দোষের [illegible] অনিবার্য্য, ইংরেজ [illegible] ইংরেজী ভাবে পুষ্ট হইয়াছেন, অথচ তিনি [illegible] দায়ে [illegible] করিলেও নয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহ আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইব [illegible] আমাদের [illegible] যাহাতে সমাজের পবিত্রতা সংরক্ষিত হয়, আমরা যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহারকে পরম শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিয়াছি ও যে ঋষিগণকে তাপোবলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বিবাদশী ও চিরকালের বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি, তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের আদিষ্টপথে দিন দিন অগ্রসর হই ও স্ব স্ব জাতি সত্ত্ব যতদূর সাধ্য রক্ষা করি। সুখস্থে নিশ্চয় শ্রেয়ঃ। এই দেবাদেশ যদি [illegible] কর্তৃক উপেক্ষিত না হইত, তাহা হইলেই বা হিন্দুগণকে এরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কেন এত ক্লেশে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে? আপনি ইংরাজদিগকে চলাচলি বলিয়াছেন কিন্তু বাস্তবিক চলাচলি নয়। ইংরাজী বাহ্যিক এক্ষণে আমাদের আর কেন সমাজ শাসন নাই, উহা শিথিল হইয়াছে বলিয়াই ত সমাজ এত উচ্ছৃঙ্খলতায় ঢলা হইল, সুতরাং বরাটকে লইয়া বৈদ্য সমাজে কি শাসন দেখিয়া কিন্তু মাত্রেরই মনে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, উহা সামাজিক জীবনের পরিচায়ক এবং সমাজে এরূপ জীবনীশক্তি থাকিলে, উহা সমাজের [illegible] সমাজ [illegible] করিতে থাকিলে, উহা সমাজের [illegible] আমাদের কালোপযোগী সামাজিক ব্যবস্থা [illegible] বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বিষয়টী গুরুতর। অতএব করিয়া আমরা এই প্রস্তাবটী যদি পরিত্যাগ করেন তবে আমরা বোধে ক্রমশঃ ইহাসম্বন্ধে লিখিবার বাসনা রহিল। অদ্য কথা, আজ কাল সমাজের [illegible] ঘটনা তাহাতে তাৎকালিক বিষয়ে বাদবিতণ্ডা অপেক্ষা সামাজিক আলোচনায় অনেক [illegible] হইতে পারে।

শ্রীঃ চন্দ্রশেখর শর্ম্মা
উপাচার্য্য—পঞ্চানন।

সোমপ্রকাশ

১২ ই মাঘ সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণকে জানাইতেছি যে [illegible] বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রী অথবা থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের থাকা প্রভৃতির ভাল বন্দোবস্ত না থাকাতে বিশেষতঃ উক্ত ব্যবস্থা দেশী ধরণের না হওয়াতে অনেক বালিকার কর্তৃপক্ষ ইহার সুব্যবস্থা করিবার জন্য বিদ্যালয় সভার সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষের নিকট বলিয়া পাঠান। এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য গত ৩০ এ নবেম্বর এক সভা হয়। ইহাতে স্থির হইয়াছে অন্তঃপুর কমিটী বালিকাদিগকে সাধ্যমত হিন্দু-আচার ব্যবহারানুসারে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। বালিকাবিদ্যের কর্তৃপক্ষ যখন কোন বালিকাকে এই নিবাসে রাখিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের কি প্রকার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে চান, সম্পাদককে পত্র দ্বারা তাহা জানাইতে হইবে। তাহা হইলেই এ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবনা কমিটী তাঁহাদিগকে জানাইবেন। এক্ষণে ছাত্রীদিগের আহারের যে বন্দোবস্ত আছে, ৬ জন ছাত্রী একত্র হইয়া যদি আহার জন্য প্রকার বন্দোবস্ত করিতে চান, তাহা করিয়া দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট ছাত্রীদিগের নিবাসের যে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আহারে যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা আশা করি, মফস্বলের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই এই নিবাসে স্ব স্ব কন্যা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিয়া ইহার কার্য্যে যোগ দান করিবেন। বিদ্যালয়ের বেতন, বোর্ডিং, বাসাভাড়া প্রভৃতি সমেত প্রতি ছাত্রীকে মাসিক ১৮০ টাকা দিতে হয়।

[illegible]

আমাদের একটী গল্প মনে ছিল, গল্পটী বাঁকেম বাস্তবিক ঘটনা। এক ব্যক্তি বড় দুরিক্ষপন্ন ছিলেন। এক জমীদারের সরকারে তাঁহার কিছু জমী জমা ছিল। অন্য অন্য প্রজা যে নিয়মে জমিদারের সরকারে খাজনা দেয়, তাঁহাকেও সেইরূপ খাজনা দিতে হইত। কিন্তু তিনি সময়ে দিতে পারিতেন না। তিনি টাকা হাতে করিয়া কাছারিতে গিয়া বসিতেন। অন্য অন্য প্রজা টাকা দিত, তিনি বসিয়া দেখিতেন। ক্রমে তাঁহার হাত খালি হইয়া উঠিল। সকল প্রজার টাকা দেওয়া হইলে পর গমস্তা বলিত বাবু টাকা দেও। তিনি উত্তর দিতেন বাপু আমি টাকা আনিয়াছি এই দেখ আমার হাতে আছে কিন্তু আমি আপনি দিতে পারিব না। আমার হাত হইতে নিয়া লও। আমাদের গবর্ণমেণ্টেরও এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিসের পদ দিবার সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাঁহারা এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিস পদ দিব দিব করিতেছেন কিন্তু সহজে দিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডে সিবিল সর্ব্বিসের প্রতিযোগী পরীক্ষার যে কঠিনতর নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ পদ গুলি এদেশীয়দিগের আর জোড়া

ও সহজ নয়। সে দিকের দ্বার ও এইরূপে রুদ্ধ হইয়াছে। এখানে তাঁহারা ঐ পত্রগুলি এদেশীয়দিগের অনুগ্রহলভ্য করিয়া দুই একটী কলিমা অতি কষ্টে দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে একটী প্রতিজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা এই-

"ইংলণ্ডেশ্বরীর চিহ্নিত যে সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ সচরাচর যে সকল লোক পাইয়া থাকেন, সেই পদে ভারতবর্ষীয়দিগকে নিয়োজিত করিবার ইংলণ্ডেশ্বরীর সেক্রেটারির অনুমোদনক্রমে যে নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদনুসারে ভারতের যে সকল ব্যক্তি সিবিলিয়ান পদে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা যদি সময়ে সময়ে প্রবেশীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন তাহা হইলে পদস্থ থাকিতে পারিবেন না। তবে গবর্ণর জেনরল যদি তাঁহাকে পরীক্ষা-মুক্ত করিয়া দেন সে কথা স্বতন্ত্র।

সিবিল সর্ব্বিস-প্রবিষ্ট ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ পরীক্ষা গৃহীত হইবে ও কতদিনেই বা সে পরীক্ষা লওয়া হইবে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সকলকে ঐ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনরল এই নির্দ্ধারণ করিতেছেন ভারতের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট ব্যক্তিরা যদি দুই বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিতে পারেন তবেই পদস্থ থাকিতে পারিবেন। তবে উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়ম করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না কিন্তু এটী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিতেছেন, অপরাপর সিবিল সর্ব্বিস প্রার্থী ব্যক্তিরা যেরূপ উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেও পদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এ সকল ব্যক্তিরা সেরূপ হইতে পারিবেন না। আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যাহারা সিবিল সার্ব্বিস প্রার্থী ব্যক্তিরা যদি সময়-মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন তাঁহারা একজিকিউটিবসম্প্রদায়ের অন্তর্গত থাকিয়া কর্ম্ম হইতে অবসারিত হইবেন। সেই অবসারিত করিবার ক্ষমতা গবর্ণর জেনরল নিজ হস্তে রাখিয়াছেন।"

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন তাহাই আমাদিগকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে। অতএব আমরা এ বিষয়ের অসন্তোষ প্রকাশ করিতে চাহি না কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি ঔদারভাবে ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতের প্রতিযোগী পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন এবং ঐ পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে ইউরোপীয়দিগের তুল্যভাবে পদ প্রদান করেন তাহা হইলেই তাহা আমাদের অধিকতর সন্তোষের কারণ হয়। আর গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলিবেন সিবিল সর্ব্বিস পদ ভারতে প্রতিযোগী-পরীক্ষা-লভ্য করিয়া দিলে বিস্তর ভারতবাসী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন। সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ এত নয় যে তাঁহাদিগকে যাহাহউক প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করা যায়। তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে গেলে ইউরোপীয়েরা আবার অসন্তুষ্ট হন। গবর্ণমেণ্ট এখন কোন্ দিক রক্ষা করেন। এতদ্ভিন্ন আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট পদ গুলি দুই ভাগ করুন। এক ভাগ ইউরোপীয়েরা ও একভাগ এদেশীয়েরা পাইবেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই ভারতের সিবিল সর্ব্বিস পদে তুল্যরূপ দাবওয়া আছে। ইংলণ্ডের দাবওয়া অধীনের, আর ভারতবর্ষীয়দিগের দাবওয়া ভারতবর্ষাসনার্থ স্বত্বাধীন। তত্তদ্ভয় লোকের এই সংস্কার ও বিশ্বাস আছে ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন অতএব ভারতবর্ষের যাবতীয় স্বত্ব তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য। কিন্তু আমরা ভারতবাসী আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন তদনুসারে এ সংস্কার ও বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলিয়া আমাদের স্থির আছে। একজন গ্রন্থকার বলেন বিদেশীয় রাজার অধীনে যে স্বত্ব হয় সে স্বত্ব নূতন প্রকারের নয় পূর্ব্ব রাজার যে স্বত্ব ছিল বিদেশীয় রাজা সেই স্বত্বেরই অধিকারী। ইংরাজেরা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে রাজ্য হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানেরা কিন্তু পরস্বাপহারকে কোন দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না। [illegible] পর জয় করিলে ইংরাজ [illegible] আচরণ করা উচিত। [illegible] প্রার্থনা করিতেছি না [illegible] ভারতবর্ষীয় ইংরাজগণ [illegible] ইউরোপীয়েরা [illegible] তাহাদের নিকটে নিষ্ঠাবান [illegible] হইবেন না। [illegible] সাহস আছে এবং [illegible] প্রশ্ন দিয়াছেন তাহাতে [illegible] প্রকার সাহায্য পাওয়া দি[illegible] ৮। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি প্রশ্ন না দেন, ঐ পুস্তকাদিরামকল্পতরু হইতে লোপ হইয়া যায় সন্দেহ নাই। তিনি স্বয়ংবিকল্প বিচারাসন অলঙ্কৃত করিবেন, তিনি ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত ও সম্মানিত হইবেন। গৌরব কুইবর্ণ বিবরণ সেই সম্মানের ন্যূনাতিরেক হইবার কারণ নাই। যিনি অনায়াসে ঔদার্য্যভাবে পুস্তক-সংক্রান্ত স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন তিনি যথাবিধি সম্মানিত হইবেন। এদেশীয়েরা যদি জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হন তাঁহারা যে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টভাবে কার্য্য করিবেন ইহা সম্ভব বিষয় নহে এবং বিষয় বিশেষে তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা প্রশংসা প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। এদেশীয়েরা যে সকল বিচারাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন তাহাতে তাঁহারা আইনের বেগবান্ অধিকৃত করিতে [illegible] এবং ইংলণ্ডীয়েরা যেরূপ্রাচীন পদ অন্তে বলিয়া অনেকে আইনকে পদ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া থাকেন। কলতঃ আমরা দেখিতেছি আমাদের [illegible] এক অলীক আলঙ্কার পরণ হইয়া ভীত ভীত হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের পদে পদে অনৌদার্য্য প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি এরূপ ভীত ভীত হইয়া কার্য্য করেন নাই, তাহাতে তাঁহারা ঔদার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা যদি ঔদারনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন তাঁহারাও অল্পদিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন পদ সকল ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে এবং ইউরোপীয়েরা এদেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকটে মস্তক নত করিতে শিখিয়াছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট যত ইউরোপীয়দিগের বৃথা অভিমানের প্রশ্রয় দিবেন ততই তাঁহাদিগের উদার পথের পথিক হইবার বিষম বিঘ্ন ঘটিবে।

[illegible] হওয়া উচিত।

বোম্বাইয়ের [illegible] কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত হইয়া ইংরাজ রাজশক্তির উন্মূলনার্থ চেষ্টা করে, সমাচারপত্রে এরূপ প্রকাশ হইয়াছে। সে ষড়যন্ত্র যেরূপ আবিষ্কৃত ও ষড়যন্ত্রকারীদিগের বিচার হইতেছে। বিচারে যেরূপ [illegible] অনুমিত হইতেছে তাহাতে পরিণামে [illegible] কিছুই নাই। অতএব উহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া বোধ হইতেছে না। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত লোক একত্র হইয়া মুর্খ লোকদিগকে লইয়া বিপক্ষ প্রভুশক্তি বিনাশের চেষ্টা পাইয়াছিল। কতকগুলি লম্পট মুর্খ অনায়াসে একবার ঐরূপ চেষ্টা পায়। তাহারা পানিবার একটী আড্ডা করিয়া নানা স্থান হইতে অস্ত্র যোগাড় করিয়া সাহস করে। মুর্খ সিপাহিদিগের [illegible] বাহুবল বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং রাজত্ব [illegible] প্রয়াস পায়। মুর্খদিগের এই সকল অনর্থের কারণ

কলিকাতার রাজপুরুষদিগের পরামর্শদাতা পুলিস অফিসর করিয়া তাঁহাকে আপনার ঔপনিবেশিক রাজ্য সকল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে সমস্ত এই—

[illegible] হইলে আমাদের মনে [illegible] পরিচালনকে দুর্ঘটনাজনক করিবেন, তাহাদের [illegible] হইবে, তাহারা সকল বিষয়ে [illegible] তাহাদের দ্বারা কার্য্যের বৃদ্ধি হইবে, অথচ [illegible] বিষয়ে পরামর্শ করা যাইবে, [illegible] বিষয়ে কথা। ইংরাজ-রাজপুরুষেরা [illegible] কার্য্যকারী ও দুর্নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন [illegible] এই ভয়ে ইংরাজ-রাজপুরুষেরা [illegible] করিলেন এবং অন্য অনেকে [illegible] সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান, তাহাতে [illegible] ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। রাজপুরুষেরা নিশ্চয় জানিতেন, যাঁহারা যত ভারতবাসিদিগকে ইংরাজী শিক্ষা শিখাইবেন, তত বিদ্রোহের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। ইংরাজদিগের পুরস্কার বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস হইয়াছে। কিন্তু কি জন্য তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। মনে করিলেই যে মনুষ্য পশুকে ও অর্থ ও ঐশ্বর্য্য-বলবিশিষ্ট মনুষ্যকে ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে দূর করিতে পারা যায় না, ইহাঁরা কাহা বুঝিতে পারিতেছেন। মনে করিলেই যে মনুষ্য পশুকে ও অর্থ ও ঐশ্বর্য্য-বলবিশিষ্ট মনুষ্যকে ইংরাজদিগকে এদেশ হইতে দূর করিতে পারা যায় না, ইহাঁরা কাহা বুঝিতে পারিতেছেন। [illegible] ইংরাজ-রাজপুরুষেরা [illegible] করিয়াছিলেন, যদি তোমাদিগের শত্রু [illegible] ইংরাজ-রাজপুরুষদিগকে শত্রুর অপেক্ষা অধিক বল সম্পন্ন হইতে হইবে। এখন "কোম্পানি বাহাদুর" এখন লোমাদিগের বিপক্ষ, ইহাঁরা আর [illegible] ইহাঁরা বিলক্ষণ জানেন। চতুর রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ [illegible] ভারতবাসিদিগের [illegible] ইংরাজ-রাজপুরুষদিগকে রাজপদস্থ বহুমূল্য ভূষণের বিনিময়ে অনেক তোষামুদি ও দৈন্যবল সঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। অতএব ব্রিটিশ রাজশক্তির উন্মূলনার্থ [illegible] আয়োজনের প্রয়োজন। সাক্ষাৎভাবে মুখ বিদ্রোহ [illegible] জন্য নাই। তাহাদিগের মনে [illegible] তাহারা বিটিশ নিয়মের বিরুদ্ধে [illegible]। নিয়মের যে সব সরল ও মৌখ অর্থ আছে, তাহারা সে অর্থের আশ্রয় লইয়া কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহা নহে সে দোষ নাই।

বিশেষতঃ উপযুক্ত শিক্ষিতদিগের জন্য উপযুক্ত [illegible] হইয়াছে। সেই কৃতজ্ঞতা উপযুক্তের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া রাখে, উপকর্ত্তার বিপক্ষে উত্থিত হইতে দেয় না। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন।

"বরং পণ্ডিত শত্রুতা নচ মূর্খ মিত্রতা"

পণ্ডিতের সহিত শত্রুতা করা ভাল মূর্খের সহিত মিত্রতা ভাল নয়। পণ্ডিতের সহিত শত্রুতা থাকিলেও তিনি সদা বিপক্ষ অসদাচরণ করিতে পারেন না। সাহেবদিগের সকলে যদি আজ পুলিসিত হইয়া তাহা করেন কোনদিনের ঘটনা ঘটিতে পারে। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিতেরা ইংরাজদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ও অবিচারের উল্লেখ করিয়া আত্মগৌরব সম্পাদনের চেষ্টা পান, তাহাতে কতকগুলি রাজপুরুষ ইঁহাদিগকে বিদ্রোহী মনে করেন, এটী বড় ভুল। শিক্ষার মুখ্য ফল এই, শিক্ষা শিক্ষিতদিগকে সত্যপরায়ণ করিয়া অনিষ্ট প্রতীকারে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু দুঃখের অনেক নিবারণের সে শক্তি নয়। তাহারা একালে দুঃখোপশমে উদাত্ত হয়। অতিশয় দুঃখের ও ক্রোধের বিষয় এই, লার্ড লেটন অধিকারকালে কয়েকজন রাজপুরুষ উন্মিখিত ভ্রমে পতিত হইয়া এদেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিপরীত শাস্ত্রবিদ্ধ ঐ সকল রাজপুরুষ স্বমত সমর্থনার্থ বলিয়া থাকেন পুলিসিস্কার ফল যে বিদ্রোহ নয় তাহা প্রামাণিক নহে। তাঁহারা নানা সাহেবকে তাহার দৃষ্টান্তস্থলে প্রদর্শন করেন। নানা সাহেবের কি প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি ছিল তাহা আমরা জানি না কিন্তু তাঁহার কার্য্য দেখিয়া বোধ হয় তিনি একজন চতুরাগ্রণী ছিলেন। তিনি যখন কানপুরে বিদ্রোহানলের সহিত মিলিত হন তখন বিদ্রোহীরা মনে করিয়া কানপুরে কতকগুলি বিপাই থাকিলেই ইংরাজ রাজ্য লয় হইল। নানাসাহেব যদি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হইতেন তাহা হইলে তিনি কখনই বিদ্রোহীদিগের চক্রান্তে পতিত হইতেন না। তাঁহার চক্রান্তে পতিত হইয়া কানপুরের এক কোনে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করিবার চেষ্টা না পাইয়া ইংরাজ দিগের প্রতিপক্ষের বিনাশার্থ সর্ব্বপ্রথম উপায় অবলম্বন করিতেন। ইংলণ্ডের যে সকল বিপক্ষ যখন তাঁহার ঐ বোধ ছিল না, যখন তিনি তিনি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান নহ আর যদি তিনি সেনা সঙ্গে আনিতেন এরূপই হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার স্বার্থহানি হইয়াছিল, সেই ক্রোধে অন্ধ হইয়া তিনি অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পান নাই। আর যদি দুই এক শিক্ষিতের অসদ্ব্যবহার উদাহরণ স্থলে প্রদর্শিত হয়, তাহাতে সমুদায় শিক্ষিত দুষিত হন না। মহাপ্রাজ্ঞ লর্ড বেকন প্রভৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন সে দোষ বিদ্যার নয়। এই সকল কারণেই আমরা কহিয়েছি যেসকল রাজপুরুষের এসম্বন্ধে যে কিছু ভ্রম আছে তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করুন। শিক্ষিত হইতে ভারতের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। মূর্খ হইতেই অনিষ্টের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। রাজপুরুষেরা ভারতের অজ্ঞানান্ধকার যতই বিনাশ করিবার চেষ্টা করিবেন ততই তাঁহারা সুখী হইবেন।

অতুল মোদলি কাণ্ড সম্বন্ধে আমলি ইউরোপের অভিপ্রায়।

আমাদের গতবারের প্রতিজ্ঞা ছিল, মুরসিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট মোদলি সাহেব ও জঙ্গিপুর উপবিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে বিবাদ হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এ সম্পর্কে পাঠকবর্গের গোচর করিব। অতএব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

কমিশনর মনরো সাহেব এ বিষয়ে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং এতদ্বিষয়ক কাগজ পত্র তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে সমস্ত পাঠ করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কমিশনরকে যে পত্র লিখেন, আমরা আভ্যন্তরিক সংকারে তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া আমাদিগের যে সংস্কার জন্মিল, তাহাতে আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে পারি, ইডেন সাহেব যেমন উচ্চপদস্থ, এবং সমদর্শী ও ন্যায়বানজনক তাঁহার সকল বিষয় দর্শন ও তাহাতে সমধিক প্রকাশ করা উচিত, তদনুরূপ বিবেচনা তিনি তাহা করিয়াছেন। পত্রখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয় অপক্ষপাতে সুন্দররূপে তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া সকল বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। মনরো সাহেব মোদলি সাহেবের প্রতি পক্ষপাতিতা ও অতুল বাবুর প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া অতুল বাবুকে নিম্ন শ্রেণীতে অবনীত করিবার যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অযুক্তি জ্ঞানে তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। মোদলি সাহেব "বদমায়েস" শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতেন না, তিনি অতুল বাবুকে বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়েই ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অপমান করিবার অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করেন নাই, এই-রূপ কৈফিয়ৎ দেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহাতে অবিশ্বাস করেন নাই বটে, কিন্তু অধীনস্থ কর্ম্মচারির প্রতি এরূপ কটু শব্দ প্রয়োগ যে একান্ত অন্যায় হইয়াছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মোদলি সাহেবকে তাহার প্রতি

স্থিত স্বরূপ অতুল বাবুর নিকটে প্রকারান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিয়াছেন। অতুল বাবু আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া ক্ষুণ্ণিত হইলেও যথোচিত ধৈর্য্য-সহকারে শান্তভাবে যথারীতি তাঁহার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল, তিনি তাহা করেন নাই, অসময় তিরস্কৃত হইয়াছেন; অতুল বাবু লোক ছাড়াইয়া লইবার মকদ্দমায় মোসলি সাহেবের উপদেশ মতের ও সবিবেচনা অনুসারে অপরাধীর যে লঘুদণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তদ্ভিন্ন তাঁহাকে অন্যথাচারেও দোষী করেন নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর যদি তাঁহাকে সে দোষে দোষী বোধ করিতেন, নিঃসংশয় তাঁহাকে কমিশনর মনরো সাহেবের অনুরোধ অনুসারে নিম্ন-শ্রেণীতে অবনীত করিতেন। মোসলি সাহেব অতুল বাবুকে অপরাধীর গুরুদণ্ড বিধানের যে উপদেশ দিয়াছিলেন, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মতে তিনি তাহাতে অধীনস্থ কর্ম্মচারীর স্বাধীন বিচার-প্রণালীতে হস্তক্ষেপরূপ অন্যায় কার্য্যকারী বলিয়া দোষী হন নাই। মোসলি সাহেব একজন জিলার মাজিষ্ট্রেট, তিনি জিলার শান্তিরক্ষার দায়ী। শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা করিলে যাহাতে শান্তি রক্ষা হয়, তিনি এরূপ উপদেশ দিবার অধিকারী। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এসম্বন্ধে যে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই, আইন বল, আদালত বল, সকলই শান্তিরক্ষার জন্য। শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া যদি কিছু বেআইনী কাজ হয়, তাহাও নীতিজ্ঞবিদের অনুমোদিত। তবে অতুল বাবু অপরাধীর যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে শান্তিভঙ্গের বাস্তবিক সম্ভাবনা হইয়াছিল কি না, ইহার অনুসন্ধান করা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের উচিত ছিল, তিনি তাহা করেন নাই, তন্নিমিত্ত আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার মীমাংসা সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে, কেবল এই অংশে যে কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইল এই মাত্র।

তিনি যে অতুল বাবুকে জঙ্গিপুর হইতে বদলী করিয়াছেন, সেটীও উচিত কাজ হইয়াছে। কারণ, যখন তাঁহার নিজ উপরিতনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব নাই, তখন তাঁহার সেখানে থাকিয়া মঙ্গল নাই।

আমরা এতক্ষণ যে সকল কথা কহিলাম, তাহার উপসংহার এই—কমিশনর মনরো সাহেব বিবেচনার ত্রুটি বা ভ্রান্তিবশে অন্যায় পক্ষপাতী হইয়া যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা হইল না, তিনি অপ্রতিভ হইলেন। মোসলি সাহেব যে নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারির অবমাননা করেন, তাঁহার নিকটে প্রকারান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলাতে তাঁহার অপরাধের সমুচিত দণ্ড হইল এবং অতুল বাবু সমুচিত বাক্যে প্রতিবাদ না করাতে তিনিও তিরস্কৃত হইলেন, তবে আমাদের ক্ষোভ এই, অতুল বাবু অপরাধিদিগের যে দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে জঙ্গিপুরের শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল কি না, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার অনুসন্ধান করেন নাই। ইহাতে এই একটী মহৎ দোষ ঘটিতেছে, ইহার পরে যিনি জঙ্গিপুরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া যাইবেন, তাঁহার বিবেচনার লঘুদণ্ডেই যদি অপরাধিদিগের সমুচিত শাস্তি হয়, আর তিনি উপরিতনদের ভয়ে গুরু কারাবাস দণ্ড বিধান করেন, তাহাতে অধর্ম্ম হইবে কি না?

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কমিশনর মনরো সাহেবকে যে পত্র লিখেন তাহা এই:—

আপনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনায় মুর্শিদাবাদের মাজিষ্ট্রেটের সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিবাদের যে ঘটনা বৃত্তান্ত ও পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমার হস্তগত হইল।

জঙ্গিপুর উপবিভাগে শুরু জিনাইয়া লইবার মকদ্দমা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। বিচারপতি বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সকল মকদ্দমায় আপামী দিগকে কেবল অল্প জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন। মকদ্দমার আধিক্য দর্শনে ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট মোসলি সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ড লঘু বিবেচনা করেন এবং তাঁহার দণ্ডের লঘুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া ঐ প্রকার মকদ্দমায় গুরুদণ্ড বিধানের আবশ্যকতা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার সবিশেষ চেষ্টা পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেই উপদেশবাক্য কিঞ্চিৎ কর্কশ ও গর্হিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ডেপুটী বাবু উত্তরোত্তর আপামী দিগকে পূর্ব্ববৎ দণ্ড বিধান করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় সেই দণ্ড লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে পুনরায় এইভাবে পত্র লেখেন যদি তিনি উক্ত অপরাধের প্রশস্ত স্থানে অধ্যবসায়গ্রস্ত হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে উক্ত মহকুমা হইতে স্থানান্তরিত করিবার অনুরোধ করিবেন। যে সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রেটের এইপ্রকার পত্র পান তৎকালে তিনি ঐ বাতুর আর একটী মকদ্দমার বিচার করিতেছিলেন। এবার তিনি মকদ্দমার আপামীকে গুরুদণ্ড দেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন আপনার গ্রাহ্যে ঐরূপ গুরুদণ্ডবিধানের কারণরূপে সেই পত্রের উল্লেখ করেন। তোমার মতে ঐ দণ্ড এরূপ হইয়াছিল যে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে উহা আইনবিরুদ্ধ হইল। অতএব আপীলে ইহা টিকিবে না।

মাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে কথার অবাধ্য দেখিয়া তিনি যখন জঙ্গিপুরে যান সেই সময়ে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। অতুল বাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে মোসলি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তোমার আচরণে বোধ হইতেছে "হয় তুমি অতি বোকা নয় তোমার কেবল বজ্জাতি।" ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাঁহার মুখ হইতে এই প্রকার বাক্য নির্গত হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পেস কুমি জমিশনর বলিয়া তোমার নিকটে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তুমি স্বীকার করিয়াছ মোসলি যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তিনি তাহার যে অর্থ করেন তাহার অর্থ তদপেক্ষা অধিকতর অপমানজনক। বাস্তবিক মোসলি অতুল বাবুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গালা ভাষায় এই বজ্জাতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে অবমান করিবার জন্য বলেন নাই। এরূপ কটু কথা অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে বলা অন্যায় এই জন্য তিনি বজ্জাতি শব্দ প্রয়োগ নিবন্ধন যা কিছু দোষী হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে ও পরে অতুল বাবুর ব্যবহার সম্বন্ধে তোমারও এই ধারণা হইয়াছে। কতকগুলি মকদ্দমায় তিনি আপামীদিগের যে দণ্ড দেন তাহা লঘু এবং তিনি তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আদেশ পালন করিতে বাধ্য। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বাধীন বিচারকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করাতে তাঁহার যে ক্ষোভ হয়, তাহাতেই তিনি মাজিষ্ট্রেটের উপদেশবাক্যকে অন্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধনই তিনি একার মোকাবলে যে অকথ্য করিয়াছিলেন তাহা তোমার বোধ হইতেছে তিনি বেআইনি জানিয়া করিয়াছিলেন। আর ঐ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন তাহা তোমার বিবেচনায় অযথার্থতাদুষ্ট বোধ হইয়াছিল এবং ইহাতে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অভিপ্রায় ও আচরণের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছে সে দোষারোপ করিবার কোন কারণ ছিল না। অধীনস্থ কর্ম্মচারীর ঐরূপ আচরণ অতিশয় দোষাবহ। অতএব এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। এস্থলে তোমার অনুরোধ এই, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে নিম্নশ্রেণীতে অবনীত ও সদর ষ্টেসনে বদলী করিয়া তাঁহার দণ্ডবিধান করা হয়।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ইহা পাঠ করিয়া তোমার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে অসমর্থ হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেটের সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যে পূর্ব্ব হইতে মনান্তর হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। অতএব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহিত মাজিষ্ট্রে

বিশেষ সতর্কতার সহিত পত্র লেখা ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহা। তিনি ভিন্ন এবং তাঁহার পত্র হইলে কেন কহা হইত না, সে পত্র লেখা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি পত্র না করি। যে ভাবে পত্র লিখি য়াছিলেন, তাহা [illegible]। মাজিষ্ট্রেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহিত সম্বন্ধ করা উচিত কর্ত্তব্য নহে। বোসলি অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] তাঁহাকে লোকা [illegible] করিয়া শেষে দুঃখ বলিয়া [illegible] স্বীকার করেন দর্শান বোধ হয়, " এত [illegible] লোকা করা তোমার সরলতা বলিতে হইবে।" [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে মাজিষ্ট্রেটের এরূপ পত্র লেখা কখনই উচিত হয় নাই এবং এরূপ পত্র লেখাতে তাঁর এ উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। ঐ পত্র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার সমের বিষয় [illegible] বিরত না দিয়া প্রত্যুত তাঁহাকে অসন্তুষ্টচিত্তে ইচ্ছে ও আধীন করিয়া তুলিয়াছিল। যে শব্দ প্রয়োগ করা হয় আফিসানিকেরা তাহার কিরূপ অর্থ করেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহার বিচার করা আবশ্যক বোধ করিতেছেন না। বোসলি চরিত্র কলোপকথন স্থলে উক্ত শব্দ যেরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার যেরূপ অর্থ করিয়াছেন বাস্তবিক উহার তত কুৎসিত অর্থ নহে এবং মাজিষ্ট্রেটেও কুৎসিত অর্থে ঐ শব্দ প্রয়োগ করা অভিপ্রেত নহে। যাহা হউক জেলার মাজিষ্ট্রেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এরূপ কটু বলা অতি অন্যায় ও অসঙ্গত হইয়াছে। অতএব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের ঘাহে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদ করিয়া অন্যায় করেন নাই। বোসলি এই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা সরকারীভাবে হয় নাই, তিনি বলেন যে তিনি তাহার অবান্তরভাব কথা বলিবার জন্য উক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ঐ সাক্ষাৎকারকে সোসলীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। জিলার মাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ ও যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা কেবল সরকারী সম্বন্ধে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উপরোক্ত ভাবাভিজ্ঞ, সুতরাং যাহা কিছু বলিবার বোসলির ইহাঁদিগের বলা উচিত ছিল। তবে যদি তিনি সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা হইলে তাঁহার এরূপ স্থলে সময় প্রবাস করা উচিত হয় নাই। তাহাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আপনাকে অবমানিত ও নিন্দিত বিবেচনা করিতে না পারেন। বোসলির এরূপে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে এই বলিয়া পত্র লেখা যে তিনি তাঁহাকে অবমান করিবার জন্য উক্ত কথা বলেন নাই।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই, মাজিষ্ট্রেট যদি ভদ্রতাবিরুদ্ধে পত্র লিখিতেন তাহা হইলে বাবু অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাঁহার স্বাধীন বিচার কার্য্যের উপরে হস্তক্ষেপ করা হইল এরূপ বিবেচনা করিবার কোন অধিকার থাকিত না। জিলার মাজিষ্ট্রেট জিলার শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার গবর্ণমেণ্টের নিকটে দায়ী। অতএব যে বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার অধীনস্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য পরিদর্শনের সংবাদ না রাখেন ও তাহার সংশোধনে হস্তক্ষেপ না করেন তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে অযোগ্যতাপন্ন হন। বোসলি যদি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে লোকে চাড়াইবার মকদ্দমায় অনাবশ্যক বিলম্ব ও বাহুল্য বিস্তারে অনেক পরিশ্রম বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেরিত হুকুমে যদি উদ্দেশ্যের উক্ত রোধের প্রয়াস না এমন বোধ হইবার থাকে তাহা হইলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সেরূপ হুকুমবিধান করা উচিত ও তাঁহার পরামর্শ দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। এরূপ হইলে কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটই তাঁহার স্বাধীন বিচারকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হইল, মনে করিতে পারেন না। উপস্থিত বিষয়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অবমান করা হইয়াছে এই বোধ হওয়াতে তাঁহার মনে যেরূপ আক্ষেপের উদ্রেক হইয়াছে লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন কিন্তু তা বলিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিজে পারেন না করিয়া তাঁর পদের অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন এরূপ আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। উপস্থিত বিষয়ে যে অমূলক অভিযোগ করিয়াছেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারেন না, এমন [illegible] অতএব নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তোমাকে অনুরোধ করা যাইতেছে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষোভ করিবে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মনে একপ বুঝিতে পারিতেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ চলনা দিয়াছেন যাহা তিনি আইন বিরুদ্ধ জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যদি তাঁহার কার্য্য স্বরূপ এই কথা বলিতেন যে মাজিষ্ট্রেটের পরিচালনাতেই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র অধিকতর নিন্দনীয় হইত। কিন্তু লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই বিবেচনা হইয়াছে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যে আইনবিরুদ্ধ হুকুম প্রদান করেন তাহা তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটে যে মনোবাদ চলিয়াছে এবং যাহা তোমার রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেই ইহাই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইতেছে, বাবু অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্য জিলায় বদলী করা কর্ত্তব্য। অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার চরিত্রের বিষয় হাইকোর্ট লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ভ্রান্ত করিয়াছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই বিশ্বাস করেন, ভবিষ্যতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আপনার প্রতিপত্তি রক্ষার চেষ্টা করিবেন।

উপসংহারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে বোসলি সাহেবকে সাবধান করা হয় তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ভদ্র বিবেচক এবং বিবেচনার কার্য্য করেন এবং তিনি যখন তাঁহাদিগকে কোন পত্রাদি লিখিবেন তখন তাঁহার লেখার বিষয়ে যেন সতর্ক হন।

[illegible] ব্যবহার করিয়া।

আমরা ইতিপূর্ব্বে হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা বলিয়া যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছিলাম, একজন পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পাঠক স্থানান্তরে তাহা দর্শন করিবেন। তাঁহার পত্রের দুটী মূল কথা এই:—

প্রথম, যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী লিখিয়া ইংরাজী নবিস লিখি পড়েন, ইংরাজী রাজনীতি ভাল বাসেন, কিন্তু আচার ব্যবহার ঘৃণা করেন, তাহাদিগকে হিন্দুসমাজে রাখিয়া হিন্দুসমাজকে কি ইংরাজ সমাজ করিয়া তুলা হইবে? বিশিষ্ট রূপ ব্যক্তিরা আমাদের সমাজে মিশিতে চান কৈ?

পত্রপ্রেরকের দ্বিতীয় আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া সাহেব হইয়া গিয়াছেন, হিন্দুসমাজের সহিত মিশিতে চান না, তাঁহাদের ত কথাই নাই তাহাদিগকে হিন্দুসমাজভুক্ত গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিয়া আমরা পুস্তক প্রস্তাবে লিখি নাই। আমাদের বাক্যের তাৎপর্য্য এই, যেন কালে পাই ফেলে যাবার। এখন যে প্রকার কাল পড়িয়াছে, তাহাতে পুরাণের ন্যায় আঁটাআঁটী করিলে সমাজ রক্ষা হইবে না, কিছু আলগা দিতে হইবে। তাহাদিগের রক্ষার্থ শৈথিল্য ভাব অবলম্বন না করিলে সমাজের উন্নতি হইবে না, সমাজের শ্রী হীন হইয়া যাইবে। কথায় বলে "সকল কাল সমান যায় না।" পূর্ব্বে যে সকল আচার ব্যবহার শোভমান ও উপকারী হইয়াছিল, এখন তাহার অধিকাংশের আর শোভা ও উপকারিতা নাই, এখন প্রাচীন কালের অধিকাংশ আচার ব্যবহার অপকারী হইয়া উঠিয়াছে। এখন যদি কালের পরিবর্ত্তনশীলতার বিপরীত হইয়া সেই প্রাচীন আচার

ব্যবহারাদি পূর্ব্ববৎ অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ থাকিবার চেষ্টা পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল অনিষ্টই ঘটিবে, দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বকার ঋষিগণ বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা প্রশস্ত বিবেচনা করিয়া যত্নাচারের বিধান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বকার বিধবারা কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, তাঁহারা প্রাণান্তিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শাস্ত্রের উপদিষ্ট আচারসদাচার হইয়াছিলেন, কোন অনিষ্ট হয় নাই, তাঁহাদের বিবাহবিধির চেষ্টারও প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এখনকার বিধবারা কালবশে বিলাসিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, সুতরাং এখন তাঁহাদের বিবাহের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বিবাহ না দেওয়াতে অনেক কুল কলঙ্কিত ও ভ্রূণহত্যা মহাপাপে দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে, এখন বিধবা বিবাহ হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচলিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এখন যদি কেহ বিধবা বিবাহ করেন, অপরে তাঁহাকে উৎসাহ দেন, তাঁহাদিগকে লইয়া পীড়াপীড়ি করা আর শোভা পায় না। তাহাতে সমাজের অনিষ্ট বিনা ইষ্ট নাই। এই নিমিত্ত আমরা কহিয়া ছিলাম, কাল স্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যদি কেহ অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহ না দিয়া ষোড়শ বর্ষে দেন, তাঁহাকেও সামাজিকদিগের পরিত্যাগ করা বিধেয় হয় না।

ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাজমধ্যে গ্রহণ করিলে সমাজ দূষিত হয় না এবং আর্য্যসমাজের আর্য্যসমাজত্ব ব্যাঘাত জন্মে না। পূর্ব্বকার ঋষি ও পণ্ডিতগণই সময়ে সময়ে ঐ প্রকার পরিবর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে সমাজের আর্য্যসমাজ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের কোন বিঘ্ন হয় নাই। আমরা আর একটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুরাপান হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। সুরাপায়ীর আর্য্যত্ব ব্যাঘাত হয় সন্দেহ নাই। সুরাপায়ীকে লইয়া আর্য্যসমাজকে আর্য্যসমাজ বলা সঙ্গত হয় না। সেই সুরাপান এখন হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রায় প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে হিন্দুসমাজের হিন্দুসমাজত্ব ব্যাঘাত জন্মিতেছে না। অনেক হিন্দুকে সুরাপায়ী কুলীনের পাদোদ্ভিষ্ট প্রক্ষালিত পানীয় পান করিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুরাপান যে কেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ নিম্নলিখিত বচনটী দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপ প্রতিপন্ন হইবে।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং
স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহু
স্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ।"

ব্রহ্মহত্যা সুরাপান গুরু চৌর্য্য ও গুরুদারগমন এ গুলি মহাপাতক। যে ব্যক্তি তাহার সংসর্গ করে সেও মহাপাতকী হয়।

মহাপাতক গণনায় সুরাপায়ী দ্বিতীয় স্থান ও তৎসংসর্গী পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। মহাপাতকীর সংসর্গ করিতে নাই। কিন্তু সেই মহাপাতকী আর্য্যসমাজ মধ্যে অনেক স্থলে সাদরসহকারে পরিগৃহীত আদৃত পূজিত হইতেছে। তাহাতে কি আর্য্যসমাজের কোন অঙ্গ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে? সুরাপায়ীরা কি হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না? না, যে সমাজে সুরাপায়ী আছে, সে সমাজের হিন্দু সমাজ বলিয়া গণনার কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে? সুরাপান হইতে ভারতবাসীগণ একমাত্র অনিষ্ট নয়, উহা হইতে বল বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান ও শরীর সমস্তই বিনষ্ট হয়। যাহারা সুরাপায়ী হইয়া সমাজকে অধঃপাতে দিতেছে, তাহাদের হইতে আর্য্যসমাজের আর্য্যসমাজত্ব ব্যাঘাত হইতেছে না; আর বিধবা বিবাহ করিয়া যাহারা সমাজের উন্নতি সাধন চেষ্টা পাইবে, তাহাদিগকে সমাজমধ্যে লইলে আর্য্যসমাজের আর্য্যত্ব ব্যাঘাত জন্মিবে, এটী বড় বিচিত্র কথা। আমরা পুনরায় কহিতেছি, প্রাচীন আচার্য্যেরা সময়ে সময়ে যে আচার ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে আর্য্যসমাজের আর্য্যত্ব ব্যাঘাত হয় নাই, আমরা পরাশর "সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ" ইত্যাদি আদিত্যপুরাণাদি বচনাদি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

এখন বোধ হয় পাঠকেরা বুঝিতে পারিলেন, আমরা কালক্রম পরিবর্ত্তন স্রোতে গা ঢালিয়া সমাজমধ্যে নৈমিত্তিকভাবে অবলম্বনের যে উপদেশ দিয়াছিলাম, আমাদের সে মন্ত্রণা, নহুষ যে সকল হিন্দু সন্তান যাবজ্জীবন নিমিত্ত কোট পেণ্টুলন পরিয়া সাহেব হোটেলে বাস করিয়া কিরিঙ্গি সাজিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হিন্দু সমাজ মধ্যে লইবার কথা আমরা বলিতেছি। এরূপ যদি কোন ব্যক্তি ছেলের পরিণয়ে হইয়া বিলাতের পালিয়ামেণ্ট সভায় হেলের হাত ধরিতে যান, আর তিনি বিবাহ করিয়া আসিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চান, তাঁহাকে মানা সভয়া করিয়া।

আমরা যে দলাদলির কথা কহিয়াছিলাম, সে ঐ প্রকার দলাদলি। তবে পাঠকেরা যদি দলাদলি করিতে চান, সুরাপায়ী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি হইতে সমাজের অধোগতি হইতেছে, তাহাদিগকে লইয়াই দলাদলি করুন। যাহাতে সমাজমধ্যে ধর্ম্মনীতির উন্নতি হয়, তাদৃশ দলাদলিতে দশ পাঁচ জনেই আছে। পক্ষান্তরে, যাহারা দেশহিতৈষী, তাহাদিগের আচারগত কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিয়া তাহা লইয়া যদি দলাদলি করা হয়, তাহা কেবল চলাচলি হইবে সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

আমার চিন্তা। ভাগ্যকোড়া নিবাসী বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা মজুমদার ষ্ট্রীট ডাইরেক্টরী যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার সমাজে নূতন পরিচিত হইলেন। ইহাঁর আরো আট নয় খানি পুস্তক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকার যে লেখা পড়ায় পটু এ কথা বলাই বাহুল্য। অম্বিকা বাবু আমার চিন্তায় যে সকল কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন সে গুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, তিনি চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যে সকল সার কথা বলিয়াছেন ও তাঁহার বিশুদ্ধ চিন্তায় যে সমাজের মঙ্গল আছে একথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি, তিনি এইরূপ চিন্তায় অবরত নিযুক্ত থাকেন ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা, পুস্তকের রচনাও যেমন সুললিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞতারও তেমনি যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার যদি উপন্যাসী ধরণ আর কিছু বর্জ্জন করিতে পারিতেন তাহা হইলে এখানি সুকুমারমতি বালকগণের পাঠের উপযোগী হইত এবং তাহা হইলে আমার চিন্তার দ্বারা সমাজের যে মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই যাহা হউক এখনকার নাটককার নবেলেরা এক একবার আমার চিন্তা পাঠ করিয়া যাহাতে তাঁহাদিগের কলুষিত চিন্তাকে দূর করিয়া সুচিন্তাকে মনে স্থান দেন এই আমাদিগের অনুরোধ। ইহাতে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে যে সকল কয়েকটী লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইয়াছি, সাধারণকে এখানি আদরে বুক বসিবার যোগ্যপদবাচ্য করিয়াছে।

পাত্রী পরীক্ষা। শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও বঙ্গবন্ধুর সহরের যন্ত্রে মুদ্রিত। মাসেই বিদ্যারত্নের পরিচয় হইয়াছে। পুস্তকখানি পাত্রী পরীক্ষা করণের একটী প্রসিদ্ধ রীতি বিশেষ। আশ্চর্য্য যে নাই এমন নহে তবে তফাৎ লোকে উহাকে সাপের পাঁচ পা দেখিতেছেন। পাত্রিনী লক্ষ্মীস্বরূপ। পাত্রের অনেক মঙ্গলামঙ্গল পাত্রীদিগের উপর নির্ভর করে, সুতরাং পূর্ব্বকালের লোকে ইহার উপযোগিতা সম্যক বুঝিয়া পুত্রের বিবাহ দিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে পাত্রী পরীক্ষা

করিতেন। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে এখনকার যুবকদিগের নিকট মহাত্মা ঋষিদিগের ও সম্মুখে সমুদের থাকা আর অসুখ হইতেছে না। যুবকগণ ক্রমে ইংরাজদিগের ন্যায় কোট সিল প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা আর পিতা মাতার পাদী পরীক্ষার সম্মত নহেন। দুই পংক্তি লিখিতে ও পড়িতে পারে এরূপ একটা কন্যা দেখিলেই পুত্রবৎসল ধন ও তাঁহাদিগের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীলোকের যে সব গুণ লক্ষণ থাকা উচিত সে স্ত্রীলোকের তাহা নাই তাহাকে বিবাহ করিলে ভদ্রস্ত্রী কখনই চিরকাল সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন না, রাধিকানাথ ঠাকুর মহাশয় পাত্রী পরীক্ষা বিষয়ক কন্যা বোধে অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সংস্কৃতীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার বাঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, অনুবাদ সরল ও উত্তম হইয়াছে এবং তাঁহার অনুসন্ধিৎসাগুণের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড। ব্যবহারিক ধাত্রী-বিদ্যা ও শিশুপালন। কতিপয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রণীত। ময়মনসিংহ ভারতমিহীর যন্ত্রে মুদ্রিত। শরীরতত্ত্ব আমরা অবগত নহি সুতরাং আমরা ইহার গুণ দোষ বিচারে যে সম্যক পারদর্শী নহি এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে মোটামুটি আমরা এই কথা বলিতে পারি যে ইহার ভাষা সরল হইয়াছেএবং ধাত্রী বিদ্যা ও শিশুপালন সম্বন্ধে যে গুলি লিখিত হইয়াছে তাহার সকল গুলিই যুক্তিযুক্ত। এরূপ পুস্তক সমাজের বিশেষ উপকারী এবং সকল গৃহস্থেরই যে ইহা বিশেষ করিয়া জানা উচিত বোধ হয় তাহা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা অনেকে এখন বুঝিয়াছেন বলিয়া আজকাল অনেক স্ত্রীলোক উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, অনেক তাঁহাদিগের ও পল্লী-গ্রামের ধাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু লেখা-পড়া জানেন যত্নপূর্বক তাঁহাদিগের ও গ্রন্থখানি ক্রয় করা একান্ত কর্তব্য, অধিকন্তু ইহা পাঠে স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়েরই উন্নতি লাভের সম্ভাবনা।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি। সালসফোর্ডের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, লোকে বলে সেটি ফেনিয়নদিগের কার্য্য।

মাকুয়াডের কলের খনির কার্য্যকারকেরা যে ধর্ম্মঘট উপস্থিত করে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। ভারি দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে উপনিবেশের লোকেরা ন্যাটাল ও লোরাইবে নামক যে স্থান সুরক্ষিত করিয়া অধিকার করিয়া আছে, বাসুতোরা তাহা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। সালসফোর্ডের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার যে চেষ্টা হয় তাহা ফেনিয়ন-দিগের কার্য্য বলিয়া লোকে অনুমান করে তাহার প্রকৃত কারণ অদ্যাবধি জানা যায় নাই।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৬ ই জানুয়ারি। পোর্ট নামক স্থানে দুই জন টর্টরোগীয় রাজদূতকে জানান হইয়াছে যে এ মাসের শেষে গ্রীস তুরস্কের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। রাজগণ গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবের সহজে মীমাংসা করিবার চেষ্টা দ্বিগুণতরগুণে আরম্ভ করিয়াছেন। সুলতান পুনরায় আপনার নানা স্থানস্থ প্রতিনিধিগণের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে গ্রীকেরা ক্রমিক যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে এবং রাজগণের দূতেরা সহজে গ্রীক সীমাসংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই জানুয়ারি। সেনাপতি স্কবেলফের নিকট হইতে এই পত্র আসিয়াছে, গিয়োকটেপির সম্মুখে যে শিবির সন্নিবেশ ও উহার অবরোধার্থ যে সকল কার্য্য করা হইয়াছে টেকি তুর্কোমানেরা প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া তিন বার তাহা আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তিনবারই ঘোরতর যুদ্ধের পর দূরীকৃত হইয়াছে। রুশিয়-সেনাগণ ১৮ ই গিয়োকটেপি দুর্গের সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। উহাতে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। ইংলণ্ডে শীতের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব আত্যন্তিক পীড়া হইয়া বড় পাইতেছিলেন, তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। কমন্স হাউসে গত রাত্রিতে ইংলণ্ডেশ্বরী বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে অভিনন্দন সম্বন্ধে বিবাদের পুনরুত্থাপন হইয়াছিল। লর্ডো-ডের মেম্বর চেমবলেন ক্রমিক ম্যাককার্থে বলেন যে পর্য্যন্ত ভূমি সম্বন্ধে আইনের পরিবর্ত্তন বিধিবদ্ধ না হয় সে পর্য্যন্ত প্রজার ভোগ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সৈনিক সাহায্য গ্রহণ করা না হয়। গ্লাড-ষ্টোন সাহেব বলিলেন এ কথায় ইংলণ্ডেশ্বরীর অব মাননা হইতেছে, এটী কেবল হাউসের কার্য্যের প্রতি বক্রতা করিবার চেষ্টা। তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, বিদ্রোহীদিগের দমন করিবার উপায় অবলম্বন করিবে। পার্ণেল সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, আয়র্লণ্ডে স্বাধীনতা লাভ ন্যাশনলিষ্ট সম্প্রদায়ের শেষ উদ্দেশ্য, কিন্তু এ কথাও বলিলেন বিপ্লব ঘটান সেই স্বাধীনতা লাভের উপায় নহে। তিনি বলিলেন বিদ্রোহে দমন করিবার অতি প্রায়ে যে গ্রেপ্তার করা হইতেছে তাহা আপনা বন্ধ করিবার এক প্রকার সঙ্কেত।

ডেলিনটস লিখিয়াছেন; রাজগণ মহাশয়তা দ্বারা গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আফগান যুদ্ধের ব্যয় সংক্রান্ত সরকারী কাগজ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৬ এ অক্টোবর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সীমাপ্রদেশের রেলওয়ের ব্যয় সমেত সাড়ে সত্তর কোটি টাকা আফগান যুদ্ধের ব্যয় অনুমান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তৎসংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যয়কে ভারত-বর্ষের চলিত ব্যয় বলিয়া পরিগণিত করিবেন। ষ্টেট সেক্রেটারি এই বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তিরস্কার করিয়াছেন, যে সময়ে অতিশয় সাবধান ও সতর্ক হওয়া আবশ্যক সে সময়ে তাঁহারা সতর্ক হন নাই।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। ভারতেশ্বরীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে অভিনন্দন প্রেরণ সম্বন্ধে যে তুমুল বিতর্ক হইতেছিল তাহা বন্ধ করিয়াছে। ম্যাককার্থে সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন কমন্স হাউসের ২০১ জন সভ্য তাহার বিপক্ষে ও ৩৭ জন স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

ক্লার নামক স্থানের ও সিলগোর কিয়দংশের লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। উলষ্টরের ধনাগ হে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৯ এ জানুয়ারি। তুর্কোমানেরা গিওকটেপি ছেড়াও করিয়াছিল। রুশেরা তাহা-দিগকে দূরীকৃত করিয়া দিয়া তোপদ্বারা দুর্গ ভঙ্গ করিতেছে এবং উত্তরোত্তর আর আর দুর্গ অবরোধ করিতেছে।

২০ এ জানুয়ারি। আনকোনা নামক রাজ্যীয় পোতের যে কল ভগ্ন হইয়াছিল তাহা সারা হই-য়াছে। উহা পুনরায় যাত্রা করিয়াছে।

গত কয়েক দিবস হইতে ইংলণ্ডে যে ভয়ানক ঝড় হইতেছিল তাহা থামিয়াছে।

আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত লিমরিকের ও ওয়াটারফর্ডের নামক স্থানের ৩০ জন ন্যাশনলিষ্টকে বিদ্রোহহেতুক বলিয়া ধরণ দেওয়া হইয়াছে।

১১ ই নবেম্বর ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন আফগানিস্থানে আবদুল রহমানের গবর্ণমেণ্টকে স্থায়ী করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ব্রিটিশ সৈন্যগণ তথা হইতে চলিয়া আসিবে।

জেনারল রবার্টস কান্দাহার হস্তে রাখিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেছেন, তিনি বলেন উহা কিরাট লাইন। রুশেরা আক্রমণার্থী হইলে এই স্থানে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সুবিধা হইবে।

লণ্ডন ২১ এ জানুয়ারি। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ হইতে তারসোগে সংবাদ আসিয়াছে, ১৭ ই জানুয়ারি চীলির লোকেরা পেরুবীয়দিগের সহিত দুই দিবস ঘোর যুদ্ধের পর পেরুভীয়দিগের রাজধানী লিমা অধিকার করিয়াছে। পেরুবীয়দিগের ৭০০০ সৈন্য হত হইয়াছে। পেরুভীয় সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডন নিকোলাস দি পিরোলা পলায়ন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি লাণ্ডলিথর সম্প্রদায়ের বিচারকার্য্যে উহাদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ মাঞ্চেস্টার যাত্রা করেন অদ্য ডবলিনে তাহার শেষ হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যাকালে গবরাই বিভাগের অন্তর্গত সোকটারি কমন্স হাউসে সাধারণের কতিপয় প্রধান প্রধান মহাশয়ের দ্বারা গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা যত্নের সাধ্য সত্ত্বেও ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টায় আছেন।

এক্ষণে কতিপয় সদস্য যে পরিবর্ত্তন পক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন কমন্স সভা তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তরের অভিনন্দন দান ঐ তারসোগে সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

—

কাবুলের সংবাদ।

কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথাকার অধিবাসী লোকেরা ইংরাজদিগের বিরোধী হইয়াছে। মাসুদ খাঁ নামক আদ্দ ওকজই লোক তাহাদিগের সর্দ্দারদিগের বশীভূত করিয়াছে এবং সে সাহায্যে তাহার ক্রমাগত কাটিয়া করিতেছে। গারমসির ও সরঞ্জাতের মধ্যবর্ত্তী সাস্তার সন্তানা অধিকার করিয়াছে। হাসিম খাঁ আলিকোজাইয়ের অধিপতিকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি খাঁর সাহায্যার্থে দেশে যাইবেন আর তাহারা ইংরাজদিগের নিয়োজিত গিলিজি নামক স্থানের গবর্ণরের দেয় কোন কথা না শুনেন।

হাসিম খাঁ ও ফোরেম খাঁ মাহমানা অধিকার করিয়াছেন। ইঁহারা এক্ষণে মারা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। হেলমণ্ড ও হরিরুদের মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় সকল স্থানের লোকে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইহারা কান্দাহারের সৈন্য দিগের জন্য খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। সম্প্রতি আফগানিস্থানেই এক প্রকার অন্নাভাব বিদ্যমান এবং বস্ত্রাভাবও কোন অংশে অল্প নহে। আবদুল রহমান খাঁর সৈন্য পরিপূর্ণ রিপিই চেষ্টা করিয়াও ইহা প্রতিরোধ করিতে পারিতেছেন না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যেখ আলী নামক জাবি বিদ্রোহী হইয়াছে। মোরবাক ও বারিয়ানা নামক স্থানের হাজারারা আমাকে বহুদূর হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। মুনিরা ইংরাজ সৈন্যের উপর অত্যাচার করাতে সেনাপতি আকবিথর তাহাদিগের নিকট হইতে যাহা করিয়াছিলেন কিন্তু তার পরই সান্ত্বিয়ান ইংরাজদিগকে কৌশলে বশীভূত করিয়াছেন।

কান্দাহার মিউনিসিপল কমিশনরগণ অদ্য হইতে চলিয়া আসিলে আমুবের উৎপাতে আবশ্যক রহমানের রাজত্ব করা ভার হইবে।

আমুর খাঁ মাহমানা অধিকার করাতে এদা খাঁ ৫ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে নিয়োজিলেন কিন্তু আমুবের সৈন্যগণ তাহাদের উপরে আসিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছে। হাসিম খাঁ এদা খাঁর পরাজিত সৈন্যদিগের সহিত যোগদানের নিমিত্ত সৈন্য লইয়া আমুবকে আক্রমণ করিতে যাইতেছেন। তাহার নিকট সংবাদ পাঠান হইয়াছে যে, তিনি যেন আমুবের সহিত যুদ্ধ না করেন কারণ তাহাকে আমীর কর্ত্তৃক তাহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ইংরাজের অধীনে নিযুক্ত খাঁ ইরিত হাজারাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। খাঁ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়াছেন।

বাবেক কারমাকের ও অন্য অন্য অপরাধী লোক বন্দুক, গুলি ও অন্যান্য যুদ্ধের সামগ্রী লইয়া সরঞ্জাতের পথে উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা সেখানে সৈন্যদিগের গতিরোধ করিবে। কিন্তু সরঞ্জাতের আমীরের সৈন্য তাহাদিগকে পরাস্ত করিবে।

সরঞ্জাত হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, খাঁ বেগ কোয়েটার লোকদিগের নিকট হইতে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছে। তাহারা কোন কর ও কাহারও হাতে দিতে হইবে না।

তুর্কিস্থানের লোকেরা আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। হাসেম খাঁ তাহাদিগের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

জুলা প্রেরিত যে বিদ্রোহদল মুক্ত হইয়াছে উপনীত হইয়াছিল তাহারা একণে কাবুলে পৌঁছিয়াছে। ইহাদিগের পরিচ্ছদ আফগানদিগের ন্যায়। উহারা এক্ষণে সেক্রেটরিয়েট আফিসে অবস্থিতি করিতেছে।

লণ্ডন হইতেছে আর খাঁ মুখে সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন এবং গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার অধস্তন লোকেরা যুদ্ধের বেশ আয়োজন করিতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া আমীরের ভয় পরিত্যাগ করিয়া এখন আবশ্যক বহমানকে নিরাপদ করিয়া চলিয়া আসিবার নিমিত্ত সুবিধা করিয়া লইবেন।

বিবিধ সংবাদ।

রুশ গবর্ণমেণ্ট ক্রনষ্টাট হইতে পিটরহফ পর্য্যন্ত রেলের দ্বারা রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়াছেন, রেলওয়েটী কেবল মালামাল আমদানী রপ্তানির জন্য হইতেছে। ঘনীভূত রেলপথের বোম্বাসিটি ইহা প্রস্তুত করিয়া দিবেন। এইস্থানে [illegible] রেলের ব্যবস্থা ইংরাজ অপেক্ষা শক্ত থাকিবে।

[illegible] ইহা [illegible] একটী প্রধান গুরুতর। চিরকাল [illegible] একটী [illegible] [illegible] [illegible]

পত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি [illegible] বিবাহ উপলক্ষে তিনি [illegible] গিয়া ঐ দুই দিবস [illegible]।

গতবার [illegible] তিনি গত শুক্রবার [illegible] উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি [illegible] অনেক কথা আছে।

[illegible] আরও দুই [illegible] সৈন্যনিবাসের [illegible] টাকা সংগ্রহের [illegible] সকলকে মনে করিয়াছিল না কারণ [illegible] বিবরণটা [illegible] [illegible] করিতে পারে। যদিচ সৈনিক [illegible] বেতনের লোভে [illegible] [illegible] দেওয়াতে না কারণ [illegible] [illegible] টাকাই তুলিবার [illegible] আর আর সৈনিকপুরুষদিগের [illegible] [illegible]। পাঠক! মুক্ত [illegible] বিবরণ হইতে [illegible] অনুভব করিয়াছে [illegible] সাহায্যের [illegible] [illegible] কি তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

যোড়াসাঁকো নিবাসী বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদিত অনুশাসন-পদ্ধতির একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল। তিনি যেরূপ যত্নসহকারে উহা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজ অনেক অংশে তাঁহার নিকট উপকৃত হইয়াছেন এবং যে হইবেন তাহার আশা আছে। প্রতাপ বাবু এ ভারের গুরু মহাভারত বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দেশের উপকার প্রবৃত্তি যে পরম তাহা তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশ হইতেছে। মহাভারত শেষ প্রায় করিয়া প্রতাপ বাবু হরিবংশের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু যেরূপ যত্নসহকারে পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুবাদ প্রবৃত্তি করিয়া প্রকাশ করিতে অভিলাষী তাহাতে তিনি উৎসাহ পাইলে উহা যে বিভূষিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা জানি প্রতাপ বাবু এমন ঐশ্বর্যশালী নন যে অনায়াসে এই সকল ব্যয় সমাধা করেন। আমরা দেখিতেছি প্রতাপ বাবু এতদ্বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া লোকের স্বারস্থ হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক তাঁহার এ উদ্যম অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্তবিভাগে অবাধ-গতি দেখা ঐ বিভাগের কার্য্যকে অভিলাষী হইয়াছেন। ভারতের উৎপাদিত দ্রব্যের গতায়াত জন্য পাঁচটী রাস্তা হবে।

মুরশিদাবাদের পরিদর্শক ভাগলপুরের মুৎপাত্রাদির বিক্রয় ও ব্যবসা করাতে উহা অতিশয় সংশয়ে এই কারণের চারিছিলেন করিলে তাহার বিক্রয়ের উপায় করিতেছেন। এ বিষয়ের মূল সেই কুম্ভকারি মাটিগুলী এখন কোথায়? তিনি কমিশনরের নিকট হইতে এইবার কিছু জানা পাঠ করুন। শান্তিরক্ষার জন্যই তাহারা নিযুক্ত আছেন তাই শান্তিরক্ষার জন্য মনে।

এরূপ শুনা যাইতেছে যে তাহার ডেনেরল মহাশয় নামক একটি ইউরোপীয় যুবাকে ভারতীয় সৈন্যের শিক্ষানবীশ মনোনীত করিয়াছেন।

রাশের চান্সেলর গলার যুদ্ধ প্রস্তাবে উত্তাক্ত হইয়াছেন। তিনি এখন কিছু দিন শান্তি ভঙ্গ উপায়োগ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ প্রস্তুতি করা হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিতেছেন। রুশের এখন যে বহুসংখ্যক সৈন্য করিয়াছে তিনি তাহা কমাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার কথা শুন গবর্ণমেণ্ট গ্রেটব্রিটেন গবর্ণমেণ্টের ন্যায় চলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তঞ্জোরে যে গোলযোগ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল বিনা শোণিতপাতে তাহার শান্তি হইয়াছে।

এই সময়ে কাশ্মীরাধিপে বৈদ্যময় হইয়া থাকে। সেনা-শিবিরে তাবৎ বিষয়ের শাসনভার হইয়াছে। যে সেনাদল সম্প্রতি সীমা পার হইয়া গিয়াছিল তাহার দুইজন অফিসার এবং ১০ জন সৈনিকপুরুষ হেফাজত করিয়াছে, আর সকলেই প্রায় পীড়িত, তন্মধ্যে দুই শতের অধিক কাশ্মীরক লোক নাই। ঐ দল যখন কাশ্মীরাধিপে যায় তখন ৭০০ শত ছিয়াছিল।

১৩ ই ফাল্গুনারি গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে ৫১১৯৭৭১ টাকা মজুদ ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনায় এবার ১৬৯৮৭৭৩ টাকা হ্রাস হইয়াছে।

কোচিন রাজের হাইঘান এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন আমাদের তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেহ দাস রাখিতে পারিবে না।

ত্রিপুরের মহারাজ আগরতলা যুদ্ধে হত ও আহত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৫০ হাজার ৯ পঞ্চাশ বিদ্যালয়ের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট নদীয়ার মহারাজ এবং রাণাঘাটের ডিরিয়ার বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীকে অব্র বিষয়ক আদেশ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু এখন অস্থায়ি রাজিবারের আদেশ পাইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণর ডেনেরল তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার অন্যান্য সভ্য জেমস হিল সাহেবের স্থিত আসনের পিছা সম্বন্ধে বাহের তাকে ক্ষোভ করিয়াছেন।

কতকগুলি মিশনারী বিদেশে গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ করিয়া একরোগীদিগের চুরি করাইয়া দিবা রাত্র সাক্ষেপ করিবার চেষ্টায় বেড়াইতেছেন। কোথাও গবর্ণর ডেনেরলের নিকট এই অত্যাচার নিবারণের জন্য আবেদন করাতে তিনি হইতে বিদায়ে এই আদেশ পাঠাইয়াছেন আমাদের বাঁহাদিগের প্রস্তাব উচিত পাঠিয়া। এপ্রেল মাসে নিমন্ত্রণ হইবার পূর্ব্বে বাহা হইবে। এই একটী শেষ ৫ ১ করিয়া।

ত্রিমিল নীল সম্বন্ধে বাঙ্গালা গোলমাল থাকাতে যে নীল প্রস্তুত করিতেছেন ইংরাজদিগের তাহার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। ত্রিমিল নীলের কলাপে যদি ভারতের নীলের ভাল উঠিয়া যায়, কৃষকের এইটি মহা বিপদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

ইউনিভার্সিটি নিবাসী প্রোফেসর ইণ্ডিয়া শীঘ্রই নিম্নলিখিত একখানি মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। তিনি বিদেশে মহাগ্রন্থ ভিন্ন প্রকাশ না করিয়া ইংরেজি লেখা লোকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মাকুইস হার্টিংটন আবকারের আমদানি কমাইতে উপায় ওর হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ে আন্দোলনের বণিকদিগের প্রতিনিধিকে একটী স্থির জবাব দিবার নিমিত্ত ২৯ ডিসেম্বর দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ২১ এ ডিসেম্বর মাকেইবের বণিকগণ এক বৃহৎসভা করিয়া হার্টিংটন সাহেবের মত প্রতীক্ষায় থাকিবেন স্থির করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের জুলাই হইতে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ খরচা বাবে ১৭৮০৮৭ টাকা লাভ হইয়াছে।

আসামের চাঁদ কমিশনর সাহেব ইয়াট বেলি সাহেবের আসামা এপ্রেল মাস হইতে কাইয়াবাদে রেসিডেণ্টের কার্য্য করিবেন।

আমলাদের অধিকারগণ মন্দ সুখের নহেন। তাঁহারা পাঁচশত টাকা পাঠাইতে পারিলে গবর্ণরের পুরস্কারস্বরূপে সে টাকা পরিশোধ হয় না। যত দান মুখে কাটা যায়, কত সাদাচাউন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভূমিক প্রতীকারের নাম করিয়া শতকরা ১০ টাকা সুদে ৩০ বৎসরের মধ্যে আসল সুদ পরিশোধ করিবার স্বত্বে ঋণ গ্রহণ করিয়া ধরিত প্রাণপণিকে ডিসেম্বরের মত শতকরা ৫ টাকা সুদে টাকা দান করিয়াছেন, এ টাকা আর যাহাদিগের জীবনে শোধ হইবে না। কথা মাত্র সাদাচাউন এই ব্যবসায়ে অনেক টাকা করিয়াছেন। ইহাঁরা মাইলক অপেক্ষা এক কাঠি সরস।

বিলাতে পার্লের চোর ডেমেই বৃদ্ধি হইতেছে। অপেক্ষাকৃত লোকেরা ইহার চাল করিবার প্রণালী শিক্ষার নিমিত্ত অনেকবার হতে কয়েকজন জাল কারকের সঙ্গে দেখা যাইতেছে। গত প্রচুর পরিমাণে জমিল হইয়াছে। চুনারের জেলের মধ্যে ভিতরের লোকে সঙ্গে বাহির কারবার চেষ্টায় এই চাল করিতেছে।

১৮৮০-৮১ অব্দে ব্রহ্মদেশের টাকা মূল্যের অশ্ব বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে এবং এক দেশের ১০৫৩৬৯৮ টাকা মূল্যের অশ্ব আমদানি হইয়াছে।

এলাহাবাদের আদালত হেমন্তের অবকাশের বেঞ্চে কয়েক ডাকের চরিত্র কতকগুলি ডিপোষায় দৈন্যের আর সন্দেহ কারণে বিপদ হয়। সেনাদিগের বল বেশি এক নিশিথে তাহারা দরিদ্র দেশীয়দিগের কয়েকখানি গবর্ণমেণ্টের অট্টি দিয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছে। অপরিচ্ছন্নতা ভাঙ্গিয়া বিষয়ে এবং ডাকাতকে গবর্ণমেণ্টের আদেশ করিয়াছে।

দোল যাত্রে ক্রমক প্রকৃতি দরিদ্র লোকদিগের টাকা অগ্র পাসা চলা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে ঐ কর্ম্মচারীর হাতে অনেকদিন অধিক মাসে যে সকল লোকের টাকা

কাশীপুর হইতে ফরেস্টারের স্ত্রী ও ছেলেরা পত্রক হওয়াতে তাহা আপাতত নিবে সকলে ইহাই স্থায়ে চলিতেছে। আমোদপ্রিয় যুবকে পড়ে স্থানটির উন্নতি করিয়াছে। এই বেলেঘাটা নিবাসী কামপুর হইতে ফরেস্টারের ভবনবাসীরা অনেক অর্থ দিয়াছেন, যাহাতেই এ অনেক উপকার হইবে।

এইরূপে ইংরাজেরা দেশের হিতকরিণে নাম ছাড়ে ছাড়ে দিয়া ক্ষিপ্ত করে, কিন্তু ইংরাজিদের নাম প্রায় শুনিয়া ও লক্ষ্যের প্রশংসা করে না। ইহারা এক যত কটী কিনা এক মুখা আছে তনা যায়। যাহে নীচ দুটি তনা করিয়া কিনা করিয়া এদেশে এমন দাতা পাইলে আমাদিকে চরিতার্থ বিবেচনা করে। নীচের সমুদে ইংরাজের বহুতরে ভালোক কষ্ট হয়। এখানে স্থান অতি কম, যে সকল ইংরাজমহিলা দানী লোক অনেক উপকার পাইতে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া তত্ত্বাবধারণ করেন। কিন্তুদেশীয় মেয়েদের জন্য কিছু কিছু ব্যয় করিয়া থাকেন। শীতকালে পরিবর্তনের আবশ্যক হইলে অনেক বন্ধুবান্ধব স্থান প্রায় করেন না।

৬ই দিবস ৪টার সময়ানকার কুপারহিল নামক স্থানের সান্নিকটে একটী ঘাটে গাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। চারি দিবস হইল কয়েকজন লোক মিলিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে, যাহা বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যাতি এখানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রামে এবং তত্ত্বনা করেক দিবস শীতল ঘাটায় করিতেছে। এই সময়ে এখানে সুখের সম্ভাবনা অধিক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কলেক্টর বাবু শ্যামাচরণ দাস শ্রীরামপুরে বদলী হইলেন।

মাদারিপুরের অন্তর্গত খুলনার প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার রায় চাঁদুরী ও বসিরহাটের প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস কিছু দিনের জন্য ২য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি. ডব্লু, মাসগ্রব ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুন্সেফ বাবু হরনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক দেওয়া হইলেন কিন্তু প্রায় বালেশ্বরে অবস্থিতি করিবেন।

বালেশ্বরের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত বিনাপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই ছুটিতে থাকিবেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায়ই আবারিয়ার থাকিবেন।

বাবু প্রমনাথ রায় এল, এল ছাকার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় কালীগঞ্জেই থাকিবেন।

বিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ বাবু রাখাল চন্দ্র বসু বি, এল, ১৮৭৯ অব্দের ১ আইন অনুসারে ছোট আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু হরিনাথ রায় বি, এল মেহেরপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু নিমতেড় অবস্থিতি করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মহাগুরুতর কর্ম্ম হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, কেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৵ আনা। ৵ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেবগণের বংশ আগমন দিক্‌নির্ণয়ের বক্তিমাবিচার, ঐহিক, মধুসংক্রিয়া, বসুধা বরন, মৃত্তিকটিক, যোগহর, সাম্বাদর্শন, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ইহাই আট পেজি ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোমপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকটে কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর সম্পাদক পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ [illegible] বাবু অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীটে [illegible] কার্য্যালয়ে [illegible] আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কার্য্যকারক গ্রহণে হইলেন, তাহার করিবেন। অতএব গ্রাহক মহাশয়েরা বিজ্ঞাপনকারে কলিকাতায় [illegible] করিলে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার আবশ্যক হইবে, তাহারা [illegible] কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। [illegible] ষ্ট্রীটে [illegible] নিকট [illegible]

ভূতনাশক নিস্তোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার উপরাধী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৸৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

যিনি এক দিবসে জলজন্তুগণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই মূল্য জগৎকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কার্য্যকার
সা শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎসাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷৷৹ টাকা। ডাক মাসুল ৵ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য দিয়া পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

আগামী ২২ এ মাঘ তারিখ হইতে কৃষ্ণনগরে বসন্ত মেলা আরম্ভ হইবে। উৎকৃষ্ট কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শকগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীহরনাথ চট্টোপাধ্যায়
২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১। সম্পাদক।

কস্তুরেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সমস্তরোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৸৹ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

কস্তুরোদ্যোগগুণ।

এই চূর্ণ খাইলে নীরক্ত মাতিলে চক্ষুশূল, কর্ণ আরিশ, চোখের রোচনা, ক্ষত, ফুলা, আবেগা ইত্যাদি ১ সপ্তাহে এবং মুখের চর্ব্বি প্রভৃতি মুখরোগ অল্পদিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১ আনা।

[illegible] প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত [illegible] ঔষধ বিক্রয়ের স্থান আছে।

কলিকাতা ওষুধালয়ের ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট ইউকেশ্বরচন্দ্র এর ঔষধালয়ে প্রাপ্ত।

শারীরবিজ্ঞান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

বহু ব্রাহ্মণ!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং" ১২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১৮ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৯ এ মাঘ। ইং ১৮৮১। ৩১ এ জানুয়ারি | সহিত বার্ষিক ৫৮০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাম্বড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেবগণের মর্ত্যে আগমন ত্রিপুরিষের বহ্নিআবিভা, শ্রীকৃষ্ণ, মধুসংক্রিয়া, রমণীহরণ, মুক্তকটিক, যোগতত্ত্ব, সাঁওতালদিগের, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আট পেজি ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছুক মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শীতলাপ্রসন্ন ৬ ১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, থাকায় করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকের টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রম সন্দর্ভ টীকার সহিত মহেশ আয়োপান্ত বঙ্গ ভাষার সহ সমস্ত গদ্যাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০৷০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৷০ টাকা। ইহা ব্যতীত উত্তম নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭৷০ টাকা, পদ্যাঙ্ক সমেত সটীক ৩৷০, পদ্ম পুরাণ ১২ শ খণ্ড ৪৷০, অভিজ্ঞানশকুন্তল সিন্ধু ১৷০, যোগাদ্যা তান্ত্রিনী ১৷০ কলাপে ব্রহ্ম নাটক ১৷ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

কেলা জিনাজপুরের অধীন বায়গাছের নিকট ফুলবাড়ী নামক স্থানে শ্রীশ্রীমতী ভবাণী শ্যামমোহিনীর স্থাপিত ৬ সপ্তমী পূজার দিন হইতে ১২ দিবস ব্যাপী একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে দেবোত্তর, দুগ্ধ, ঘৃত, ধান্য, ছগী অশ্বাদি পশু এবং শাল, বনাত, শীতবস্ত্র ও অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্যবসায়ী, দর্শক, ও ধনিলোকদিগের উত্তম বাসস্থান এবং আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায়। গত বৎসর এই মেলায় ব্যবসায়ীরা ক্রয় বিক্রয়ে আশাতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। সুতরাং ও জন্যে এখানে আসিবার উত্তম সুবিধা আছে।

ইতি সন ভবাণী শ্যামমোহিনীর ভার প্রাপ্তকালীন বিশ্বাস ফুলবাড়ী কাছারী।

এই [illegible] মাসিক পত্র প্রচারিত হইল। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

প্রেরিতপত্র।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মল্লিক এম, এ ও বি, এল, বারএট্‌লা উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী বি এ, ও বি এল, উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] ঐ ঐ

[illegible] এবং শ্রীযুক্ত [illegible]

মুন্সি মীরজান [illegible] ঐ

এক [illegible] [illegible]

বাবু [illegible] [illegible] [illegible]

বাবু শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী অদ্য সংবাদ না দেওয়াতে পরীক্ষা সম্পাদনের কার্য্য করিলেন না।

যে সকল ব্যক্তি [illegible] তাহাদের অনুষ্ঠানপত্র [illegible] করিয়া [illegible]

১। কাজ সাঙ্গ হইলে নিম্ন লিখিত রসিদ এবং [illegible] ফরমা উপরে টাকা লইবেন।

২। আবেদনপত্রের সংশোধন করিতে বাকিপোরে [illegible] আনিয়া দিবেন এবং তথা হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবেন।

৩। যে কোন কোম্পানি বাকিপোরে [illegible] তাহাদের [illegible] করিবেন।

৪। কোম্পানি কাগজ [illegible] [illegible]

৫। [illegible] [illegible]

৬। [illegible] [illegible]

৭। [illegible] [illegible]

৮। [illegible] [illegible]

৯। [illegible] [illegible]

১০। [illegible] [illegible]

১১। [illegible] [illegible]

১২। [illegible] [illegible]

১৩। [illegible] [illegible]

১৪। [illegible] [illegible]

১৫। [illegible] [illegible]

১৬। [illegible] [illegible]

১৭। [illegible] [illegible]

আমরা বলিলাম, ইংলণ্ড সাহেব নিশ্চয় ইংরেজ, ইংরেজ সাহেব ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ড সাহেব ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাহার সহিত যাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহাকে ইংরেজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, চাল চলন সমস্তই ইংরেজের ন্যায়। তিনি যে ইংরেজ নহেন, এ কথা কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে না। তিনি যে ইংরেজ নহেন, তাহা তাঁহার নামেই প্রকাশ পাইতেছে। ইংলণ্ড সাহেবের নাম ইংলণ্ড সাহেব নহে। তাঁহার নাম ইংলণ্ড সাহেব নহে। তাঁহার নাম ইংলণ্ড সাহেব নহে। তাঁহার

সকল সমাচারপত্র যে বিষয় লইয়া আন্দোলন করে, দেশীয় সমাচার পত্রে তাহার আন্দোলন হওয়াতে যে কি ফোর আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে গেলে সকলেরই বিরক্ত হইয়া উঠে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পীঠস্থ যদি রাজনীতির পরিবর্তে লোডনা পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে "চকাচকি" ও "বাঘছাল বাঙ্গালির" গল্প লইয়া পত্র পরিপূর্ণ করা ভিন্ন উপায় দেখিতে পাই না।

সমাচারদর্পণের কথা ত এই গেল। ১৮৭৬ অব্দে বঙ্গদেশের পুস্তকালয়ে ১৯৯১ নূতন পুস্তক সংগৃহীত হয়। ১৮৭৮ অব্দে যত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা ২১ খানি কম। লেপ্টনেণ্ট অর্ণর এই পুস্তক সংখ্যার হ্রাসের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের প্রভাবে এরূপ হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বলেন এক্ষণে পাঁচ বৎসরকাল এই হ্রাস দেখা যাইতেছে। যাহা হউক, এটী তাঁহার বিবেচনার ভ্রম, যখন বঙ্গে পরিমাণে এত প্রবীণ হইতেছে না, তখন উচ্চ শিক্ষার ফল যে সমাক ফলিত হইতেছে না, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। আগামী বারে শিক্ষা প্রভৃতি আর আর বিষয়ের উল্লেখ করিব।

যখন শাস্ত্রীর বাসনা পাঠ করিবার বড় হইবার বাসনা ছিল, শাস্ত্রীর সহিত পরিচয় যখন বীজ বলিয়া পরিগণিত হইত, তিনি যত আরব শাস্ত্রীয় বল প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাঁহার তত অধিক সম্মানাস্পদ হইত। এই কারণেই হিন্দুসন্তানের শোভা ছিল। শাস্ত্রীয় বল প্রকাশ করিয়া অপরিপক্ক বুদ্ধিকে গোলোকে ধাঁধা দেওয়া যত সহজ হয়, তখনকার বাঙ্গালায় তাহার আর উপায় ছিল না। ইংরাজদিগের হস্তে বঙ্গের যত অধিক হইয়াছে, ততই দেখিতে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর বুদ্ধি যে অতি তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের হিন্দুর বুদ্ধি অন্ধ করিবার অধিকার ছিল না। তাঁহারা এ পৃথিবীর শাসনীয় জন করিতেন। পুরুষ ও লোকের একরূপ আচারেই ছিল। অধিকাংশ পুরুষের অন্তরাত্মা "বসেদ্বৈবিদ্বিপ্রাধ্যাসে" বলিয়া এই বিশ্বাস দিয়াছেন। বাস্তবিক হিন্দুর ভেতরে হিন্দুর আলোচনা করিয়া দেখিলে বঙ্গের নিমিত্ত হিন্দু করা যে প্রশংসার বিষয় নহে, লজ্জার বিষয়, পুরুষকার লোকে তাহা বুঝিতেন না।

অনেকে হিন্দুদের পক্ষপাতী হইয়া বলেন হিন্দুদিগের বুদ্ধি হইতে লণ্ডনের অনেক উপকার হইয়াছে। হিন্দুদের প্রসাদে অনেক নূতন নগর পত্তন হইয়াছে। হিন্দুরা সাগরের সাহায্যে পৃথিবীর অনেক সন্নিধের উন্নতি হয়, কিন্তু হিন্দুরা হইতে লণ্ডনের যে প্রকার অর্থাগম হয়, তাহার সহিত তুলনা করিলে এ উপকার উপকার বলিয়াই পরিগণিত হয় না। হিন্দুরা হইতে কত সুসমৃদ্ধ নগর ও বন্দর যে উৎসন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন সে বিবেচনা বোধ হয় তাহাদের অসহ্য হিন্দুরূপে গত হইয়াছে।

হিন্দুদের পক্ষপাতী হইয়া যিনি যত যুক্তি প্রদর্শন করুন, যিনি যত বড় বিবেচক হউন, পুরুষকার লোকের হিন্দুর সম্ভাব থাকাতে উহার যত প্রসার বৃদ্ধি হউক, এমনকাল এ সকল সময়ে উহার আদর থাকা আর উচিত হয় না। এখন শারীরিক বল আর পূজনীয় নয়। এখন বিদ্যাই পূজনীয়। এখন মানসিক ও উহার বিদ্যাপ্রভাবে পুরুষকার বিপদীত ও অবিচলিত মস্তকে সকল পরিস্থিতি ও দুর্বিপাক হইতেছে। এখন দাসের হৃদয়ে কিঞ্চিৎ নিদ্রা বুদ্ধি আছে, হিন্দুদের দোষ সাহেবদের অপেক্ষা অল্পতম হইয়াছে। অতএব এ সময়েও আর হিন্দুরা লোকা পাইতে না। কিন্তু বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় এই যাঁহারা অগ্রগণ্য, হিন্দুদের পরি যাঁহাদের আস্থা আছে, তাঁহারাও হিন্দুরা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। আমরা ইংলণ্ডের নিবেদন মতের কথা উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা বিস্তর বিশেষে যে ঔদাস্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কখন তাঁহার উপযুক্ত নহে। তাঁহারা স্বয়ং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদের অনেকের গবর্ণর হইয়া বসিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি সুশিক্ষিত, বিশ্ব নাগরিক ও লাবণ্যের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হেন মতের অগ্রণী ফ্রডরিক সাহেব হিন্দুদিগের পরিহার করিতে পারিলেন না। আমরা ইংরেজদিগের অনেক সমাচার পত্রে করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাহারা সাহেব হাইকোর্টের সাহেব জজ সকলে করিতে উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া হইতে পারে না। কিন্তু উহা তাহারা এখন তিনি সাহায্যের বিবেচনা করেন না কারণ আমি অনুমোদন করি না, তাহার পরিবর্ত্তে সাহেব। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। আর কিছু ভিন্ন স্থানে হিন্দুদিগের হিন্দু এই বা কি প্রকার নীতিসঙ্গত? কারণ ও কারণের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, টানাটানি বা ভাঙ্গিয়া না দিবার সম্বন্ধ? হিন্দুস্থানে যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যদি স্বাধীনভাবে সাধারণস্থ স্থানে করিয়া শুরুতর রূপে সম্পাদন করিতে পারে, তাহা কি নিবেদন মতের আন্দোলনের বিষয় নয়? মাদ্রাজে "মহাজনসভা" হইয়াছে, আবেদন-পত্রাদিরও অনেক দিনের ইচ্ছা ও চেষ্টা হইতে, তাহারা বাঙ্গালার অধীন হইতে মুক্ত হয়। ইংলণ্ডের বহু নিবেদ কালের নিমিত্ত এ চেষ্টায় বিমুখ নয়। সম্প্রতি ডুমিনিয়ন সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে, তাহাদের কেমিনিয়নের সহিত তাহা অধিকারের সংঘর্ষণ হইতেছে। আমরা ইহাতে মূলে অসন্তুষ্ট হইয়াছি। শাস্ত্রীয় উহাতে শান্তি করিয়া, হিন্দুদের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এখন যে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর পরিবর্ত্তে না হইয়া ইংরাজিদের হাতে স্বাধীনতা দান করা হয়, ইহা চলিত কি ঐ দেশের পরম মঙ্গল করা হয়? তাহাতে কি নিবেদন মতের সমধিক উন্নতি প্রকাশ পায় না? স্বাধীনতাই সভ্যতার উন্নতির মূল। স্বাধীনতা হইতেই লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস ও বলাধিক্য উদ্ভাবন হয়। আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করিয়া সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ইংরাজদিগকে সকল বিষয়েই পরাজয় করিয়াছে। তাহারা যদি ইংরাজদিগের অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত, তাহা হইতে কি ঐরূপ উন্নতি লাভে সমর্থ হইত? আমেরিকার স্বাধীনতা হইতে যখন করিয়া ইংরাজ বিদ্যায় করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের এরূপ পরিবর্ত্তনে সে বিষয়ে সংশয় থাকে না।

এখনকার সমালোচনে এই কারণে হওয়া উচিত যে দেশ ও যে জাতি স্বশাসনে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করা বিধেয়। যে দেশে যে কোন জাতি প্রবল হইয়া উঠি

[illegible] হইয়া পরলোকগত [illegible] করিবে এবং [illegible] হইবে, তাই [illegible] করিলে, আমরা [illegible] করিতে [illegible] করিব।

[illegible] পরমাত্মীয় [illegible] ইংরাজিনবিশ [illegible] সিবিলিয়নের একটী কৌতুকজনক [illegible] করিয়াছেন। সে ঘটনাটি এই, পত্র পাঠে করিলে আমরা বর্ণিতে পারিলে বর্ণন করিলে ইহা প্রকাশ করিলাম। পত্র লেখা—

[illegible] ভাই বিদ্যাবিবাহের প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন হইতেছে। সেখানে সেখানেই [illegible] যাইতেছে। লোক, সম্প্রতি ইহাদের বিরুদ্ধাচরণে বিদ্যাবিবাহ দিবি ওজনে ঢের। এক দিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া স্ত্রীলোক হইতে পারে কথা বটে, কিন্তু পরিমেলনী বিলাত সম্বন্ধীয়ে [illegible] সোমপ্রকাশ-

[illegible] বলিয়া বসিলেন। তিনি [illegible] সাহেব [illegible] হইয়া, যাহাতে বিদ্যাবিবাহ [illegible] হইবে, এই নিমিত্ত [illegible] সোমপ্রকাশে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সোমপ্রকাশ [illegible] হিন্দুধর্ম্মের [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিবেন। [illegible] করিবেন।

[illegible] করিলেন।

[illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। [illegible] করিলেন। [

কি বিবাহ দাই? কন্যাকর্তারা কি বিবাহবিষয়ে করেন না? আমরা কখন ও কখনি আশা করি না, কিন্তু "ইউরোপ" ও "ইউরোপেতরে" এই ইংরাজী শব্দ দুটীর কি কারণে সৃষ্টি হইল? মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কোন নিষেধ নাই। তুমি লোককে এইরূপ মুখে বা লেখাতে এইরূপ না, তবে তাহার সেরূপ অযোগ্য নিন্দা করিবে, সেটা তাহার বিরোধী ব্যবহার প্রকাশ করিবেক, কখন অন্যায়ী বলিয়া আপনার নিকট সমাদর পাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যেমন আপনাকে করিতেছে, সেইরূপ মুখে ও লেখাতে না বলে। তুমি তাহার বিষয় কিছু ও লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যদি বিবাহবিধির পরিবর্তন না হয়, আমরা এই আপনারা ভদ্র হইয়া অন্যকে ভদ্র করিতে পারিব না। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার সহিত আমাদের ব্যবহার করিয়া দেয়া কর্তব্য নহে। কারণ যেমন আমরা তাহাকে করিতেছি, সেইরূপ তুমি ও লোকে ও করিবে। তুমি তাহার বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার সহিত আমাদের ব্যবহার করিতে পারিবে না।

আদি উচ্চাশয় ও মধ্যশয়ের এক শ্রেণীর পক্ষী বরফ যে সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র বাসস্থান সংস্থাপন করিতে পারিতেছি। বড়লোক মাত্রেই স্বার্থপর এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকেন। যাঁহাতে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তাঁহাকে বড় লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কাম্বেল সাহেব দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসিদিগের উপর তাঁহার যেরূপ ভাব জন্মিয়াছে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা দূরিভূত পারেন নাই। তিনি যখন বঙ্গদেশে ছিলেন, তখন বঙ্গদেশীয়েরা যাহাতে মাতৃভাষার মর্ম্মজ্ঞ, যাহাতে তাহাদের লোক হন এবং যাহাতে ইঁহারা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য শিক্ষা করিতে পারেন, তিনি অন্তরের সহিত সে চেষ্টা পাইয়া ছিলেন। কেবল চেষ্টা পাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার অধিকাংশ মনোরথ কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রদেশীয়দিগের উচ্চ পদ লাভের বিষয় লইয়া যে আন্দোলন চলিয়াছে তিনি ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক কলিকাতার সভায় সে বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার চিত্তের মহত্ত্বগুণের পরিচয় হইতেছে। বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত হ্যালিডে সাহেব অবধি অনেকগুলি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়া গেলেন, তাঁহারা আছেন কি নাই, কোথায় আছেন, কি করিতেছেন তাহার কোন সাড়াশব্দ নাই, তাঁহারা আমাদের কোন খবর লন না। আমরাও তাঁহাদের খবর রাখি না। কিন্তু সার জর্জ্জ কাম্বেল তাঁহাদিগের ন্যায় সুখে ও নিশ্চিন্তভাবে ভারতবর্ষ অর্দ্ধ ভোগ করিতেছেন না। ভারতের অর্থে যতদিন তাঁহার শরীর যে প্রতিপালিত হইয়াছে, তিনি এদেশে সেই ঋণ স্বীকার করিতেছেন। প্রদেশীয়দিগের উচ্চপদপ্রাপ্তি-বিষয়ে তিনি বলেন "যে সকল ভারতবর্ষীয় বিশেষ ক্ষমতা ও বিদ্যত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের এরূপ দাওয়া আছে যে কোন পরিবর্ত্তনকেই তাঁহাদের উচ্চতম পদে আরোহণের অন্তরায় হইতে পারে না। সেই সকল ভারতবাসিগণ যাঁহাদের সঙ্গে আমি বেশ অন্তরের সহিত সমস্তর ভাবে কার্য্য করিয়া থাকি এরূপ আর কেহ বলেন না। ঐ সকল ভারতবর্ষীয়কে উন্নত করিবার যে আইন ও উপদেশ আছে আমি বিশ্বাস করি যে তাহাকে ফলোপধায়ী করা হইবে। উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা অতিশয় বিদ্যত্ত তাঁহাদিগকে শীঘ্র আমি উচ্চপদে আরূঢ় দেখিতে ইচ্ছা করি।" ইত্যাদি।

সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শেষে করিয়াছেন, "ভারতবর্ষীয়েরা উচ্চ ও উচ্চতর পদগুলিতে নিযুক্ত না হইয়া একেবারে যে উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হন সেটী তাঁহার ইচ্ছা নয়। সার জর্জ্জ কাম্বেল ক্রমোন্নতির নিয়ম অবলম্বন করিয়া পরোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহাকে দূষিতে পারি না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উদারনীতি অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্য করাই উচিত। যে ভারতবর্ষীয় উচ্চতম পদ লাভের যোগ্য সদ্‌গুণ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন তাঁহাকেই ইউরোপীয়দিগের সহিত তুলারূপে উচ্চতম পদ দান করাই কর্ত্তব্য। পদটী যে কোন কার্য্যেই হউক তাহাতে পক্ষপাতিতা শোভা পায় না।

কাম্বেল সাহেব প্রদেশীয়দিগের উচ্চতম পদ লাভের উপযোগিতার একটী যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষীয় উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদি যেমন জানেন, ইউরোপীয়েরা সেরূপ জানেন না, এটী অতি যথার্থ কথা। যে ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী দেশের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদি ভালরূপ জানেন ও তাহাদের মনের ভাব ভালরূপ বুঝিতে পারেন তাঁহার দ্বারা যে, কার্য্য ভালরূপ হয় সে বিষয়ে সংশয় কি? কাম্বেল সাহেব এক কার শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় অপেক্ষা পল্লীবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন এতদ্দেশীয় নব্য সম্প্রদায় নগরে থাকিয়া সুশিক্ষিত হন সত্য, কিন্তু তাঁহারা গ্রাম ও জনপদবাসী লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারাদি ভাল জানেন না, পল্লীবাসী লোকেরা ভাল জানিবেন। এ বিষয়ে আমরা কাম্বেল সাহেবের মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এতদ্দেশীয় নব্য সম্প্রদায় সহরে শিক্ষিত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই পল্লীগ্রামে বাস নিবন্ধন পল্লীগ্রামবাসীদিগের সমুদায় বিষয় জানিতে পারেন। যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাসও নয় তাঁহাদের সহরের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদিজ্ঞান থাকাতে পল্লীগ্রামের অনেক জানিতে পারেন। নগরের সহিত পল্লীগ্রামের ভাষা ও আচার ব্যবহারাদির বড় বৈলক্ষণ্য নাই।

প্রদেশীয়েরা ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্যক দেশীয় সভ্য নিয়োগের যে প্রার্থনা করেন তদ্বিষয়ে কাম্বেল সাহেব বলেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের এই দাওয়া বলবৎ করা কি উপযুক্ত নয়? তাঁহারা উন্নত ও ফলোপধায়ীরূপে নগর গ্রাম ও জেলা কাউন্সেল সভার কার্য্য সম্পাদন করিতে শিখিয়াছেন, তথায় প্রশস্ত কার্য্য-ক্ষেত্র আছে। স্ব-শাসন সম্বন্ধে আমার সংস্কার এই নীচে হইতে ক্রমে উচ্চে উঠিতে হইবে। সেম একটী গ্রামরূপে আরম্ভ হইয়াছিল, শেষে সমুদায় পৃথিবীর রাজত্ব করে। ঐরূপ আমার সংস্কার এই যে ভারতবর্ষীয় আপনার প্রতিবেশীদিগের উপরে কর্তৃত্ব করিতে এবং গ্রামের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদন করিতে শিখেন তিনি ক্রমে উন্নত হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারিবেন।"

পাঠক দেখুন কাম্বেল সাহেবের হৃদয় কেমন প্রশস্ত। তিনি ইডেন সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা তখন স্বশাসন শিখিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহাদের উন্নতি-দ্বার রুদ্ধ করিতে চান না।

উপসংহারে বিজ্ঞ ও সমাজের প্রধানদিগকে আমাদের অনুরোধ এই, কাম্বেল সাহেবের কোন স্বার্থ নাই, তিনি কেবল মহাত্মভাবতাগুণে ভারতের শুভ অন্বেষণ করিতেছেন। অতএব কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বলাবান দেওয়া উচিত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে চিলির জয়ী সৈন্যেরা লিমা হইতে কালাও বন্দর যাত্রা করে, এবং আরও উপসাগরে আপনাদিগের যে সৈন্য ছিল তাহাদিগের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২১ এ জানুয়ারি। চীনের দূত মারকুইস টসেঙ্গ তাঁহার সহিত যে প্রকার সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন চীন গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করাতে তদনুসারে সন্ধিপত্রের কার্য্য তাঁহার সমাধা করা হইবে।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে পর্ত্তোগিনিগের সহিত ওমরিচোয়া ৮ শত অনুচর সমভিব্যাহারে ঔপনিবেশিকদিগের শরণাপন্ন হইয়াছে।

তুরস্কান গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার জন্য রাজপুরুষেরা কনষ্টাণ্টিনোপলে যে সভা করিবার কথা বলিয়াছিলেন ইউরোপের অধিকাংশ বড় বড় রাজা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

টুরকেস্তানে ট্রেমস নদীর জল জমাট খাইয়া গিয়াছে।

ট্রাংকেবার হইতে সংবাদ আসিয়াছে বোয়ারা সেরা লিডেনবর্গে ইংরাজদিগের যে দুর্গরক্ষি সৈন্যদিগকে অবরোধ করিয়াছিল সেই সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ল্যাডসায়রের যে যে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গাম চলি-

হইতে সেই সেই স্থানে নূতন সৈন্য প্রেরণের আদেশ হইয়াছে।

মহারাণীর বেল আইল নামক লৌহবর্ত্ম বন্দরীকে শীঘ্রই আয়র্লণ্ডের উত্তর পশ্চিম প্রান্তবাসিমুখে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ জনরব যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি বোঝাই জাহাজ করিবার জন্য উহা যাইতেছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২২ এ জানুয়ারি। রুশের সহিত চীনের যে সন্ধিপত্র হইয়াছে তাহাতে এই বন্দোবস্ত হইয়াছে কুলজা চীনেরই থাকিবে।

হাইল্যাণ্ড সাহেব ট্রান্সভেয়াল ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা অন্যায় ও রাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কমন্স সভা তাহা শুনেন নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেবও উহা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা অন্যায় বিবেচনা করিতেছেন বটে কিন্তু তিনি বোয়াদিগকে উহা ফিরাইয়া দেওয়া অসাধ্য বলিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। ইংলণ্ডে যে ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছিল তাহা কমিয়াছে। বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

উত্তমাশা অন্তরীপের গবর্ণর সর জার্ল্লিস রবিনসন কেপটাউনে উপনীত হইয়াছেন।

ট্রান্সভেয়াল হইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরেজদিগের যে সকল দুর্গরক্ষি-সৈন্য পেচেষ্টুম নামক স্থানে বিপক্ষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তাহারা বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃত এখনও জানা যায় নাই।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৩ এ জানুয়ারি। জেনেরল কবেলফ সংবাদ দিয়াছেন রুশ সৈন্যগণ গিওকটেপির প্রাচীরের নিকটে গিয়াছে। তুর্কমানেরা রুশের কৃত গড়খাই আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষেরই বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। রুশেরা এক্ষণে উহাদিগের দুর্গ ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এথেন্স ২৩ এ জানুয়ারি। ত্রিকলান যে সভার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং অধিকাংশ রাজা যাহাতে মত প্রদান করিয়াছেন গ্রীক গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় মধ্যস্থতা দ্বারা সীমাংসার প্রস্তাব অপেক্ষা তাহা অধিক আদরণীয় নহে।

গ্রীক সৈন্য-সংখ্যা এথেই বৃদ্ধি হইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি ২১ এ যে আফগানিস্থান সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কাবুল ও কান্দাহারকে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করিবার পক্ষে আপত্তি করিয়াছেন এবং গবর্ণর জেনেরলকে বলিয়াছেন বিনা কারণে যদি কেহ আফগানিস্থান জয় করিতে আইসেন তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে যে কারণে আমীরকে সাহায্য দান করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছেন তিনি যেন সেইগুলি পুনরায় তাঁহাকে বলিয়া দেন। তিনি উক্ত পত্রে আর লিখিয়াছেন একজন দেশীয়কে দূত রাখিলে উপকার দেখিতে পাবে কিন্তু তথায় কোন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিবার জন্য আমীরকে যেন পীড়াপীড়ি করা না হয়। সুবিধা হইলে কিরাটকে ইউনাইটেড আফগানিস্থানের একটী অংশরূপে পরিণত করা উচিত।

ষ্টেট সেক্রেটারি ও রা ডিসেম্বর যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার বিবেচনায় কাবুলে একজন দেশীয় দূত রাখিলেই আমীরের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে এবং তিনি আশা করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র শীঘ্র উহার কোন উপায় করিবেন।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। ফরষ্টার সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে যখন বাদানুবাদ হয় সেই সময়ে ফরষ্টার স্বয়ং বলিয়াছেন ফেনিয়নেরা আয়র্লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত গোলযোগকে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়াছে।

ডবলিনের সভ্য রাইট অনরেবল সাহেব ফরষ্টার সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া বলেন, বলপ্রয়োগ উপায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার সংস্কারের চেষ্টা পাওয়া উচিত।

সার হীক্টে র্ড এথকোট বলিয়াছেন ফরষ্টার যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য। ধাউন তর্কবিতর্ক বন্ধ রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে সার এডমণ্ড কলে সসৈন্য সমভিব্যাহারে সিঁ ফ্রান্সিস হইতে ট্রান্সভেয়ালে যাইতেছেন। বোয়ারেরা এই বার্ত্তা পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি আফগানিস্থান সম্বন্ধে ১১ই নবেম্বর গবর্ণর জেনেরলের নিকট যে পত্র লেখেন এবং তাহাতে তিনি যে কান্দাহারে অধিক দিন ইংরাজ সৈন্য রাখিবার প্রতিকূল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তথা বলিয়াছেন সম্প্রতি যে ভূয়োদর্শিতা লাভ করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সীমা বৃদ্ধির উপযোগিতা খণ্ডন করিয়াছে।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন ইমলি সাহেবের কন্ভেনাকেল ক্লার্জির সংক্রান্ত যাহা প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। কিন্তু তিনি উহার কোন সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করেন নাই।

ফরষ্টার সাহেব গত রাত্রিতে কমন্স হইতে এই ভাবে আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন যে আপত্তিস্থল ব্যক্তিদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার উপায় করা হয় তথা ভদ্রতা রাজপ্রতিনিধিকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় যে সকল লোকের উপরে বিদ্রোহীতার সন্দেহ হইবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বন্দী করা হইবে। আয়র্লণ্ডের লোকের অস্ত্র রাখিবার ও বিক্রয় করিবার নিয়ম করিবার নিমিত্ত একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য তিনি উপস্থিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। ডবলিনের সংবাদ এই লাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের যে বিচার আরম্ভ হয় তাহাতে যাঁহারা জুরার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ৮ ঘণ্টাকাল ঐ মকদ্দমার বিবেচনা করিয়াও ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। শেষে তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ঐ সংবাদে জানা হইয়াছে পার্ণেল সাহেব সম্পূর্ণ অনুরোগমুক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন ১১ ই নবেম্বর আফগান সম্বন্ধে যে পত্র পাঠান হইয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত তাহার উত্তর দান করেন নাই। যাহা হউক কান্দাহার সম্বন্ধে প্রোনীয় বিপক্ষতাবের চিঠি পত্রাদি লেখা লিখি হইতেছে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি সেই সকল কাগজ পত্র প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং মাণেরায় সার্ড নৌপতির ঐ বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। গ্লাডষ্টোন কমন্স হাউসে গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে এই প্রস্তাব করিয়াছেন আয়র্লণ্ডে শান্তি রক্ষার্থে বলপ্রয়োগ উপায় সম্প্রতি অবলম্বন করা উচিত।

হোমরুলের সভ্যেরা এখন পর্য্যন্ত হাউসের কার্য্যে বাধা দিতেছেন। তাহাতে কার্য্যের বড় বিশৃঙ্খলা হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট মানস করিয়াছেন পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য এখন বন্ধ করিবেন না। আর অধিকদিন চলিবে।

বিদায় পাওয়া প্রতিবন্ধকারিদিগের অগ্রণী বলিয়া ধৃত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় অণ্ডর সেক্রেটারি লর্ড সল্সবরি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার বন্দর

আগ্নেয়াস্ত্রের লাভ ... [illegible] ... কিন্তু ... [illegible] ... ইহাতে ... [illegible] ... সহিত ... [illegible] ...

... [illegible] ... সংবাদ ... [illegible] ... অধিনস্থ ... [illegible] ... হইয়াছিল। ... [illegible] ... হইয়াছে। ... [illegible] ... করিয়াছে। ... [illegible] ... হইয়াছে। ... [illegible] ... কামান দিল।

... [illegible] ... হইবে পারিবেন না।

... [illegible] ... কর্ণেল ... [illegible] ... গবর্ণমেণ্ট হইতে ... [illegible] ... পাঠাইবেন।

... [illegible] ... অবলম্বনার্থ ... [illegible] ... পাণ্ডুলেখা লইয়া ... [illegible] ... হইয়াছিল। ব্রাইট সাহেব পাণ্ডুলেখোক্ত ... [illegible] ... প্রকাশ করিয়াছেন।

... [illegible] ... সেক্রেটরিয়র্থ হইতে ... [illegible] ... লিখিয়াছেন, ... [illegible] ... থাকিবেন।

... [illegible] ... কাবিল ... [illegible] ... সম্পাদক ... [illegible] ... লিখিয়াছেন, ... [illegible] ... হইয়াছে।

সিবিলের মহোদয়।

... [illegible] ... মাহেব ... [illegible] ...

... [illegible] ... সেখান ... [illegible] ... গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৫ টাকার ... [illegible] ... ভারতবর্ষীয় যে ... [illegible] ... পারিবেন এইরূপ ... [illegible] ...

... [illegible] ... হইতেছে। ... [illegible] ... পুস্তক করিবার ... [illegible] ... পারিয়াছেন ... [illegible] ... কোরোয়াল ... [illegible] ... বার জন্য তিনি ... [illegible] ... বিবাহ ঘটনা হইবে। ... [illegible] ... লোকে বড় ... [illegible] ... কথা শুনিয়া ... [illegible] ... হইয়াছে এবং শীঘ্রই ... [illegible] ... হইবার প্রতিশোধ দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়াছে।

বোম্বাই হইতে ... [illegible] ... ইঞ্জিনিয়রকে ... [illegible] ... আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন ছুটী লইয়া সোমবার ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

বঙ্গদেশের লিপ্তাধিক ... [illegible] ... কোন কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিবেন। ইনি মহারাজ আলেকজাণ্ডারের বাল্য সহচর।

এইরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে কাবুলের যদি ইংরাজদিগের অধীনে থাকেন, তাহা হইলে প্রতি মাসে

... [illegible] ... ফিনসবারির ... [illegible] ... আমীরের আর কোন কষ্ট নাই।

... [illegible] ... মহাসমারোহে অভিষিক্ত করিবেন, কিন্তু তিনি নীরব বস্ত্র অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তিনি এই পুত্র মুসাজানও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহার আগমনে আমীরের পরামর্শ অনুসারে বড় অধিকার করিয়া বসন্তকাল পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিবেন, তাহাতে আমীর যখন কাবুলে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইবেন।

রুশিয়া আফগানিস্তান ও কলিকাতার পরিবর্ত্তে তথা কাবুল ইংরাজ যুদ্ধনীতিজ্ঞদিগের অনেকের মত নহে।

বিবিধ সংবাদ।

ইংলণ্ডের কোন্সার্ভেটিভ ... [illegible] ... ইংলণ্ডের ... [illegible] ... করিবার জন্য মহা মহা আয়োজন করিতেছেন।

... [illegible] ... কর্ণেল ... [illegible] ... করেন, তাহার প্রতি বাহাদুরি পত্র পুষ্প বর্ষিবার ... [illegible] ... কাপ্তা সোমেট হাউস পরিচ্ছদধারীর এক ... [illegible] ... হইয়াছিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিত পরিচ্ছদ ৬টি শত আর লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইংলণ্ডের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ড্রুরি ষ্টাফান সাহেব সভাপতিত্বে চাকরের ... [illegible] ... করিয়া ১৫০০০ এবং মন্ত্রিত্বের জন্য ৫০০০০, লর্ড চানসেলর ১০০০০০, আয়র্লণ্ডের লর্ড চানসেলর ৮০০০০, ইংলণ্ডীয়, বৈদেশিক তত্ত্বাবধায়ক, ভারতীয় ও যুদ্ধকার্য্যের সেক্রেটারির প্রত্যেকে ৫০০০০, লর্ড অ্যাডমিরালিটী ৪০০০০, কাউন্সিল বোর্ডের সভাপতি থাকিয়া সভাপতি, প্রিবি সিলের লর্ড, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের সভাপতি, ল্যাঙ্কাসায়রের ডচির চানসেলর, ওয়ার্ক কমিশনর ইঁহাদিগের প্রত্যেকে ২০০০০, পোষ্ট মাষ্টর জেনেরল ২০০০ আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনাণ্টের প্রধান সেক্রেটরি ৪৯০৫০ ও প্রধান বিচার কমিশনর ২০০০০ টাকা।

কাশীর একটী ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের স্বামীর বড় কঠিন পীড়া হয়। স্ত্রীলোকটীর স্বামিভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। সে মরিলে সাধ্বীকে অনেক যাতনা সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া সে কাতর আন্তরিকার্থে এক মনে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে থাকে। ক্রমে তাহার স্বামীর অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, পরিবেষ্টিরা তাহাকে বাহির করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া যায় এবং নাম ডাকিতে থাকে। স্ত্রীলোকটী অবিচলিত চিত্তে অবিরাম ঈশ্বরের আরাধনা করিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে রোগী চাহিয়া দেখিল এবং বাহ্যনিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া ইঙ্গিত দ্বারা বাটী লইয়া যাইতে বলিল। প্রতিবাসীরা তাঁহাকে বাটী লইয়া গিয়া দেখে, তাহার স্ত্রী টেডমাষ্টার হইয়া আছে, মুখে জল দিতে দিতে সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কহিল, এইরূপ যাতনা না দিয়া ঈশ্বর পরীক্ষা লন না। পরে সে বলিল, ঈশ্বর তাহার স্বামীর পাপনিবন্ধন উৎকট রোগ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহার চিত্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার স্বামীর অন্যান্য ধার্ম্মিক হইয়াছেন।

এবার ২০ জন লোক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও সভ্যা হইয়াছেন।

রুশ সম্রাট ৩০ লক্ষ রুবল ব্যয়ে একটী কামান প্রস্তুত করাইয়াছেন। কিন্তু ৩০ হাজার রুবল দ্বিব্যক্তিক পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিতে পারিলেন না।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের তৃতীয় পুত্র ... [illegible] ... আসিয়াছেন। ভারতবর্ষের লোকে কেমন বাগিতেছে ... [illegible] ...

... [illegible] ...		...
... [illegible] ...		১০০
... [illegible] ...		১০০
... [illegible] ...		১০০৮
... [illegible] ...		১০১

আমাদুরের এখানে মুসলমানেরা গোমাংস বিক্রয় করে, ক্যাণ্টনমেণ্ট কমিটীর সম্মতিক্রমে ঠিক তাহার পার্শ্বে এক ব্যক্তি শূকর মাংস বিক্রয় করিবার জন্য দোকান খোলাতে মুসলমানদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। উহারা মাংস বিক্রয়ের ব্যবসা বন্ধ করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

গেল নামক এক ব্যক্তি বাজি রাখিয়া ৬৫ দিন ২০ ঘণ্টায় ২৫০০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছেন।

গত অক্টোবর মাসে লণ্ডন টেইমসপত্রের একটি প্রবন্ধে রায়দ্রাবাদের আমীরের প্রসিদ্ধতা অনেক কথা লিখিত হয়, উহার মধ্যে ইহাও বলা হইয়াছিল, আমীর রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের একজন রেসিডেণ্টকে দূর করিয়া দেওয়া ভাবিতেছেন। এই প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে মেসর্স লাইল সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, ৩১ এ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের পুলিসকোর্টে তাহার বিচার হয়। বাদীর পক্ষ উকীল বলিয়াছেন, উক্ত প্রবন্ধে হায়দ্রাবাদের উপর গেইবউমের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। বিপক্ষ, হায়দ্রাবাদের আমীরের পক্ষে পার্সিবালা উকীল এই কথা বলিয়াছেন, এ লিখন ভ্রমবশতঃ হয় নাই বলিয়া এখানে হওয়াতে লিখিত বিষয় সত্য কি মিথ্যা তাহার অনুসন্ধান করিবে না। আর আমাদের এখানে নাই। অতএব এ মকদ্দমা চলিতে পারে না। বিচারপতি সে কথা শুনেন নাই। তিনি লাইট সাহেবকে বিচারাধীন রাখিয়াছেন।

কাশিপার সাহেব এক নূতন প্রকার টেলিস্কোপের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, এই টেলিস্কোপের সাহায্যে এক মাইল কোন ব্যক্তি কলম লইয়া কিছু লিখিলে তাহার কথা সে ভাবে বুঝিবে আর মাইল কলম টৈয়ারির আকারণে ঠিক সেইরূপ খুলিয়া সেই লেখা বাহির করিবে। কিন্তু কাগজ এক জনকে ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

সমস্ত পুলিসে ১৩০ ফৌজী লোক আছে। উহাদিগের কর্ণেল ই নাসরবীর খাঁ, তাহার সঙ্গে ৪ জন সুবা, ১ জন সুবাদার, ৮ জন জমাদার, ১২ জন হবলদার, ১২ জন কাঁসী, ৯ জন বাদ্যকারক, ১ জন আর্দলি, ১ জন হরকরা, ১ জন চমার, ৩৮ জন সোয়ার ও ৮০ জন পেয়াদা আছে।

বাগবাজারে নিবারণ নিবারণী হইয়া জমী ও মাটেহেরপালা মাঠের পার্টেরনিদিগের যথা সর্ব্বস্ব খুই ও প্রকাশ করিতেছে। আমীরের যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা ও পাইকেরা শত টাকা মাহিনার বিদেশে দুরবস্থা করিয়াছে।

কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত টেলিফোন দ্বারা এখন কথা বার্ত্তা চলিতেছে।

বেরিলি কালেজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অক্সফোর্ডের মিটন কালেজের ছাত্রী মিস কনষ্টান্স জোন্স, ঊন ও ট্রাইপোস নীতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হইয়াছেন এবং মিস হাকেট প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়াছেন।

আমেরিকাবাসিদিগের একখানি ঘর অন্যায়রূপ অবস্থা। তন্মধ্যে হাটফার্ড নামক এক ব্যক্তি কোথায় নামক এক ব্যক্তির বাটী বাহিয়া গৃহ মধ্যে ঘর মাস হইতে দি। সীতবর্ণ দেহটা কাপড় শীত কাটাইয়েছেন। ঐ স্থানে তেনি অনাহারে দীর্ঘকাল থাকিয়া থাকাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছি লেন, সেইজন হাটফার্ড লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি এমন কি যে গৃহে অগ্নি থাকে, সে গৃহে শয়ন থাকেন না।

ইউরোপিনিদের বাসুকানন্দনা সকলের অনুভব। কল নিডিয়াইবিদের ইচ্ছা এবনা এক হইয়া সম্রাটের পক্ষ হোহেনলিককে কাবমবের চেষ্টা পায়। অনেক চেষ্টায় তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। ইহারা হোকা কৈবরী বোধে নিজ শক্তিদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে নাই। সেনা-সাহায্য আবশ্যক হইয়াছিল।

আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই উকীল ব্যারিষ্টারের ছড়াছড়ি। স্বাধীন ব্যবসায়ের লোভে যাহারা ঐ দিকে গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের এখন অন্ন চলা ভার। বেঙ্গলের ব্যারিষ্টারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে অতি অল্প দিন হইল এক জন ভদ্রলোকের পুনের পক্ষ সমর্থনার্থ এক ব্যক্তি এক ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে চান, বারি ইহার তিন হাজার পক্ষ-সমর্থনের জন্য তিনশত টাকা চান, অবশেষ একশত টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা হাইকোর্টে আনিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে আর একজন ব্যারিষ্টার তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিযুক্ত করিয়া তাঁহার তিন জন আমলার পক্ষসমর্থন করিবেন বলিয়া রফা করিয়াছেন।

লোক সংখ্যা গ্রহণকারীরা লাহিড়িপুরে লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতে যাইয়া এক বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কলকারখানা করিয়া পলাইয়াছে।

আমীর আলী কলিকাতা হইতে বিলাতে যাত্রা করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট কক্ষিপুরের মেজেষ্টর মাজিষ্ট্রেট অকুল বাবুকে লইয়া ভাল তামাসাই করিয়াছেন। শুনা গেল এই কথা সত্য হইলে গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মোসলি অকুলের নামে আর ৪৭ গুলি ঘটনা বঙ্গদেশে ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার একটী ফর্দ্দ চাহিয়াছেন।

১০ এ ফাল্গুনারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের জমাখাতে ৬৪৪৮০১১ টাকা মজুত ছিল। গত সপ্তাহের সহিত তুলনায় ১১৭৩৮০) টাকা বেশি মজুত হয়।

শুনা যাইতেছে মাইকেল সাহেব স্বীয়ই এক খানি সংবাদপত্র প্রচার করিবেন। এই নিমিত্ত তাঁহার এক পুরা নামা স্থানে সমন করিবার অভিপ্রায়ে আদালতে আবেদিকা গমন করিয়াছেন।

যে গেজেটনার বিদ্যালয়ের ক্লাস শিক্ষা সোপান প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বালিকাবোধক সাহায্য কর্ত্তৃক সংশোধিত সংস্কৃত, শ্রীযুক্ত ভদ্রমোহন সরকার সঙ্কলিত উদ্ভিদবিদ্যা, সচিত্র অনুবাদ ও সটীক মূল সহিত ঈশোপনিষদ্ মিত্র সঙ্কলিত ঈশোপনিষদ্ ও ক বিনা শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, এই সকলগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেই হইলাম লণ্ডনের সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভা কাল কালাকাল যে বাহাদুরকে ইহার একজন সম্পাদকশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাকে এম, এস, এস উপাধি দিয়াছেন।

১৯ এ জানুয়ারি কলিকাতা মেডেকে ডিরেক্টর সভার সাধারণসভায় ১৮৭৩ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশীয় সাধারণে প্রোপাইটর কলাতে যে কমিশন বসে তাহাতে কমিশনরেরা ১৬ পৃষ্ঠা এক রিপোর্ট দিয়াছেন। উহাতে আইনে কুলিদিগের কি উপকার, গবর্ণমেণ্ট বা কি কথা এত বড় আইন করেন এবং তাহাতে দেশেরই বা কি উপকার, সমস্তাতে এবার আমরা এই সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আমরা পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

কলের একটী যুবতী এক বড়-লোকের প্রাণধারী হইয়া এই লিখিয়া আপনার সোহাগের পরিচয় দিয়াছেন যে কুল আমার কল মেরে নাই কিন্তু আমার মোহনের পুনের আমাকে উদ্ভিত করিয়াছে। এই কথার উপমা নিষ্প্রয়োজন মূলার উপরে হউক। অতএব আমরা উহা করিতে আমার সোহাগী বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

নিউইয়র্কে সহরের অধ্যক্ষ প্রায়ই হইতে ৫ সকলে ঘাইপোলিসের কার্য্য দেখিবার করিয়াছেন। ইহাতে ইংলণ্ডের কর্ণধার মন্ত্রীদিগকে নাড়ে দেখাইয়া পাঠাইয়া করিয়াছেন।

চাঁদ অষ্টম হাইকোর্টের সিবিলিয়ান জজদিগের উপর বায়ভার বিচারের ভারক্ষেপ করাতে ব্রিটিশ লিপোপ সাহেব উহা এক প্রকার অবমান বোধে এবারকার দরখাস্ত বিচার করিতে সম্মত হন নাই।

এইরূপ শুনা গেল কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ও ভাইসচেয়ারম্যান পদত্যাগ করিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা ইহার মর্ম্ম ভেদে সমর্থ হইলাম না।

বিলাতের [illegible] পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার [illegible] পোষাক পরিধান [illegible] মাথায় হাট ইংরেজীর ব্যবহার [illegible] পরিবর্ত্তে পাগড়ি কিংবা কি আশ্চর্য্য! [illegible] তাহার স্ত্রী ও তাঁহার কন্যাদিগের সম্মুখে [illegible] পোষাক ধারণ সম্বন্ধে [illegible] পরিবর্ত্তন করিতেছেন।

ডিফারেন্সিয়াল এক রমণী ইচ্ছামত আপনার কর্ম্মকে [illegible] বিস্তৃত করিতে পারিবে কি? ইহা [illegible] পারে কেহ বলিতে পারেন যে স্ত্রী [illegible] পুরুষ অপেক্ষা অনেক [illegible] এবং এমন স্থলে গমন করিতে [illegible] সময় শরীর কাঁপিয়া উঠে।

এরূপ স্থলের জন্য কামিনী ও যুবপুরুষ সৃষ্টি [illegible] করিয়াছেন। কামিনী সুন্দর সৃষ্টি প্রাপ্ত [illegible] মধ্যে একবেশ হইয়াছেন।

আমরা যখন কোচিন আক্রমণ করিয়া ইংরাজ সৈন্যদিগকে অবরোধ করি, সেই সময়ে মহিশূরের মহারাজ হৈদরআলির সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং অবশিষ্টেরা ও ব্রহ্মবাসের লোকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। সেই সময়ে মাদুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা হইয়াছে। ও দিকে শত্রুর সৈন্যগণ ইংরাজ রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এদিকে ইংরাজগণও অগ্রসর হইতেছে। এই সকল নানা কারণে আমরিগার [illegible] হইতেছে রাজকার্য্য কিছু এইবার চলিতে পারে না।

আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম, মহাত্মা চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত সৈরাত্মিক ছিলেন। ইনি ইংরাজি ভাষায় শিরোমণির গুরু। যত গুলি সৈরাত্মিকের মৃত্যু হইতেছে, ততই আমাদিগের নাড়ীশাস্ত্রে নিতান্ত ভাবনা উপস্থিত হইতেছে। [illegible] সৈরাত্মিক রমণক কীর্ত্তিক আছেন, [illegible] ইনি [illegible] শাস্ত্রে যে অনেক [illegible] আশা মৃত্যুমুখে পতিত [illegible] হইয়াছে। না হইলে ক্রমে [illegible] সৈরাত্মিকে পূর্ণ [illegible] হইত। [illegible] নাড়ীশাস্ত্রের পাঠ [illegible] ক্রমে ক্রমিয়া আসিতেছে। নাড়ীশাস্ত্র ক্রমে বিলুপ্ত হয়, অনেকে [illegible] ইহার সন্ধান নাই। নাড়ী শাস্ত্রে মনোযোগ করিয়া অনেকে শাস্ত্র বিশারদ হইয়া আছে। [illegible] বিদ্যা না থাকিলে অন্যান্য রমণ শাস্ত্রাদি পরিষ্কারপে বুঝিয়া উঠা [illegible] হয়। এই সকল কারণে সৈরাত্মিক পণ্ডিতের মৃত্যু আমাদিগের অধিকতর শোকের কারণ হয়। ৺চন্দ্রমোহন শর্ম্ম চূড়ামণির মৃত্যুমোহন বিলাতের ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন নামে আর দুই জন বিখ্যাত পণ্ডিত আছেন। ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন সৈরাত্মিক এবং মধুসূদন স্মৃতিরত্ন স্মার্ত্ত। এখন আমরা দেখিতেছি, ভুবন মোহন বিদ্যারত্নই প্রধান হইলেন।

১৪ আইনের ইনিস্পেক্টর বাবু রাজনারায়ণ সেন ৬৫ জন ৫ম লাইনের সাহায্যে আরব ও তুরস্ক [illegible] ৩ জন [illegible] সাহায্য করিয়া থানায় আনয়ন করেন এবং অপরাধকে অবরোধ করিয়া রাখিয়া [illegible] পাহারিগের নাম রেজিষ্টরি করিয়া লন। এই উপলক্ষে তাহাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করা হইয়াছিল। আরব ও তুরস্ক অত্যন্ত চটিয়া কমিশনর পুলিস কোর্টে নালিশ করে। ঘিরাবে কাফরারীদিগের জোর পূর্ব্বক রাজনারায়ণ বাবুর [illegible] ও একজন জমাদারের ৬ ও অন্যের ২৫ টাকা জরিমানা হয়। এই ঘটনা হওয়াতে পুলিসের ডেপুটী কমিশনর রাজনারায়ণ বাবুর কৈফিয়ত চাহেন। এতদুত্তরে তিনি লেখেন যে তুরস্ক ও আরব ১৪ আইনে নাম লেখাইবার [illegible] অতএব ম্যাজিষ্ট্রেট অধিকার করিয়া তাহাদিগের দণ্ড করিয়াছেন। ডেপুটী কমিশনর এই কথা শুনিয়া ষ্টক ওয়েটরের নামক দুইজন [illegible] কে ধরার অনুসন্ধান লইতে বলেন। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে তাহারা [illegible] ছিল না। তাহারা ধর্ম্মতঃ ইংলণ্ডের প্রজা; কিন্তু [illegible] থাকিত, তাহাতে কাফ্রিদেশীয় সৈন্যদিগের পরস্পরকে [illegible] দেখা করিত। [illegible] গবর্ণর এই মকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিয়াছেন।

[illegible] যখন ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিবেন, সেই সময়ে তিনি বোম্বাই, পুণা, হায়দ্রাবাদ ও কলিকাতা দর্শন করিয়া অযোধ্যা প্রভৃতি দর্শন করিবেন।

মেসোপোটেমিয়ার মহারাজ সর [illegible] সিংহ মাক্রাজ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মাঃ কি বড় ভাল, পাকষ্ট্রীট, ওয়েলেসলিষ্ট্রীট, নাপিয়ার বাজার ও বউবাজার প্রভৃতি কলিকাতার ইউরোপীয় মহলের পোষ্ট আপীস সমূহে দেশীয় লোক পোষ্ট মাষ্টার না রাখিয়া ভিবিজি পোষ্ট মাষ্টার রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এরূপ কেন?

সর্প দংশনের অনতিবিলম্বে যে ব্যক্তির অঙ্গ স্থান করিলে যদি অনবরত চুষন দ্বারা রক্ত নির্গত করা যায় তাহা হইলে তাহাতেই বিষ অল্প হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। চুমকুড়ির দ্বারা আমরা কয়েকজন মনুষ্যকে আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি. সম্প্রতি সার্জ্জন জেনরলও ঐ প্রকারে কালসর্প-দষ্ট এক ব্যক্তিকে বাঁচাইয়াছেন। তিনি প্রথমে ঐ ব্যক্তির দ্বারা তাহার অঙ্গুলির ক্ষত স্থান জোরে চোষাইতে থাকেন, পরক্ষণেই ক্ষত স্থান ছিরিয়া দিয়া চুষিয়া বাহিরে অধিক রক্ত নির্গত হয় তাহার উপায় করিয়া দিলে উক্ত ব্যক্তি ক্রোধ না গিলিয়া চুষিয়া অনবরত রক্ত ফেলিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাল রক্ত বহির্গত হয়। তখন তিনি সেই স্থানটীর কিছু উপরে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেন। রক্ত বন্ধ হইলে রোগীর কষ্টের শিরায় যাতনা অনুভব হয়, এবং তাহাতেই সে শয্যাগত হয়, তাহার পর তিনি দুই তিন বার তাহাকে ভাত খাওয়ান, ইহাতেই তাহার বিষবেগ হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করে।

ও, সি মল্লিক ও সৈরেন্ধ্রনাথ উপাধিধারী বিলাতের মিডল টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্যারিষ্টর উপাধি প্রাপ্তিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শাস্ত্রের পরীক্ষায় ও তাহাকে কিছু বাধ্য করিবার পূর্ব্বে যে পরীক্ষা দিতে হয় তাহাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৫ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় পঞ্চ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা ব্রহ্মদেশের সরকারী কমিশনর বিক সাহেবের নিষ্ঠুরতার কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। কি কারণে জানি না কমিশনর যখন বেসিন নামক এক স্থানের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে উক্তদেশবাসী তাঁহাকে গালা করিয়া লোষ্ট নিক্ষেপ করিতে থাকে। কমিশনর এই অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগের বস্ত্র চুর্ণ করিবার জন্য একগাছি যষ্টি লইয়া সাক্ষাৎ ক আক্রমণ করিয়াছিলেন। শুনা গেল তিনি ঐ প্রকারে করিতে থাকাতে তাঁহার আর অবমাননার বাকী ছিল না।

পুনরায় একজন ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে একটী খোল বেলা যায় ঘোষিত দেখিয়াছেন। তিনি ইহাকে পরমা মহৎ অমঙ্গল চিহ্ন স্থির করিয়াছেন। সেখানকার লোকের সংস্কার এ বৎসর বড় আর একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনা হইবে নয় ভয়ানক মড়ক হইবে। পক্ষিকা কারদিগের গণনায়ও বৎসরের শুভ ফল নহে।

তাঁহারা এ বৎসর তাঁহাদিগের পল্লিকায় কড়, পীড়া, অতিবৃষ্টি দুঃখ ও জলপ্লাবনের উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম নদীয়া জেলার যে যে স্থানে সংক্রামক জ্বর ও বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেই সেই স্থানের লোকদিগের চিকিৎসার্থ সিবিল হাঁসপাতালের ১ জন আসিষ্টেণ্টকে তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

গয়া রেলওয়েটী বেহারের অন্তর্গত বক্সিয়ারপুর পর্য্যন্ত বাড়াইবার অভিপ্রায়ে বেহারের জমিদারেরা এক সভা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে এই অতিরিক্ত রেলওয়েটী প্রস্তুত করিবার ভার স্বহস্তে লইতে নতুবা কোম্পানির দ্বারা সম্পন্ন করাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রাওলপিণ্ডি ও পেশোয়ার সমুদয় প্রকার খাদ্যদ্রব্যই অতিমূল্য। কাশ্মীরে চাউল ৩ মণ টাকায় ৬০ সের বিক্রীত হইতেছে।

খ্রীষ্টীয় উৎসবে কি ভারতবর্ষের কি ইংলণ্ডের সকল স্থানেই ইংরাজেরা খোসরোজ প্রভৃতি খাইয়া দুঃখ ভাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু স্কটলণ্ডের নিরামিষভোজী সভার সভ্যগণ সেরূপ কিছু করেন নাই, ইঁহারা উৎসব উপলক্ষে একত্র হইয়া কেবল আলু, কপি প্রভৃতি নিরামিষ তরকারী ভোজন করিয়াছিলেন।

শৌণ্ডিকেরা দেশী মদ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানাতেই দেশ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে, ইহার উপর আবার সকলে বিলাতী মদ প্রস্তুত করিতে শিখিলে মাতালদিগের পালার কাঁচ কাঁচ করে। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের বলিয়াছেন ৩ মণ ৩০ সের তণ্ডুলে ১ সের মদ্য হয়। ৩ সের গুড়ের ডাঁটা ও ২ সের যবের ছাই সহিত ডাঁটা একত্র করিয়া ৬৬ ঘণ্টা নিম্ন করিয়া রাখিলে মদের ন্যায় [illegible] নির্গত করিয়া লইলে ১ সের মদ্য হইবে। [illegible] ফল বিশেষ [illegible] করিলেই [illegible] করিবার প্রণালী নূতন [illegible]

এতদ্ভিন্ন ভারতবাসীরা [illegible] গিয়া তথায় লোকদিগের আচার ব্যবহার নীতি দর্শন করিয়া আসিবেন। অধিক কি, স্বয়ং লর্ড হার্টিংটন সাহেব এক সাহেবের সহিত [illegible] করিতেছেন। ইংলণ্ডের এ চেষ্টা নূতন নয়। অনেক মহাশয় ব্যক্তি এ চেষ্টা বহুদিন হইতে করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বৈবাহিক সম্বন্ধ যাবৎ না হইতেছে তাবৎ উভয় দেশের দুঃখ ঘুচিবার হইতেছে না।

শিবগিরি নামক স্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। প্রজারা অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া মহা আসিয়ার পতিত ভূমি সকলে বিনা খাজনায় কর্ষণ করিতেছে। ভূম্যধিকারিদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্টের গবর্ণর সমাটের নিকটে এ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না দেওয়াতে গবর্ণর তাহাদিগের কষ্ট দেখিতে না পারিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের পদত্যাগ প্রস্তাব লইয়া বিলাতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ কেহ লোকে বলিতেছেন লর্ড রিপন আগামী ঐতিহের সাহায্যে পদত্যাগ করিবেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ও হাটিংটন সাহেব লর্ড কার্নারভনকে ঐ কর্ম্মে ইহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

সার্ভেয়র জেনেরল যাহাতে ভারতের রাজস্বের হিসাব প্রভৃতি দর্শন করেন এবং ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভা যাহাতে উঠিয়া না যায় তজ্জন্য নিম্নতন সিবিলিয়ন সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। বিলাতীয় কমিশনের সভ্য সার জর্জ কেম্পবেল, ওয়েলবি, ও ডুরণ্ড সাহেব ট্রেচি সাহেবের হিসাবের ভুল ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। সম্প্রতি কতকগুলি লোক ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় রাজস্বের হিসাব নিষ্পাদ্য করিবার কথা বলিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। এক ট্রাচি এমনি আসন লাগাইয়াছেন যে তাহাতে ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েই অস্থির, এখন এ ভুল করিবার পারিশ্রমিক ভারতবাসীদিগের ঘাড়ে না চাপিলেই বাঁচা যায়।

কণ্ডাহারের মহারাজ নিজ রাজ্য হইতে পুলিস উঠাইয়া দিয়াছেন এবং পুলিসের দায়ী নিজের সৈন্যদিগের উপর সমর্পণ করিয়াছেন। তুমা আড়ম্বরের জন্য কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া বাকীটা গত স্থান অপেক্ষা এ রাজ্যের [illegible] করিতে উদ্যত দিন বাড়িয়া পরিচ্ছন্ন পাইয়া যাইতেছে। তাহারা উপরেই লাগিয়েছে, [illegible] যাইতে পারিবে যাবার সময়ে [illegible]

২১ এ ডিসেম্বর [illegible] প্রকাশ হইয়াছে যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট [illegible] ঐতিহাসিক সভাকে [illegible] উপায় উদ্ভাবনের প্রার্থনা করিয়া [illegible] আদি সম্পাদক [illegible] শীঘ্রই [illegible] করিয়া [illegible] হইবে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম চাঁদাদিতি সাব-জজের [illegible] ৩ ই মাঘ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে [illegible]

[illegible] হইবেন। চিকাগিসি সাহেব একণে উক্ত কার্য্যের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible] অক্ষরে দেশীয় ভাষা লিখিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে ইংরাজেরা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টার এখনও ত্রুটী করিতেছেন না। শুনা গেল গ্রাইন সাহেব কথামালা খানি ইংরাজী অক্ষরে ছাপাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। এজন্য তিনি পণ্ডিত বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুমতি চাহিয়াছেন। [illegible] অক্ষরে দেশীয়ভাষার পুস্তক ছাপাইলে যখন বিস্তর অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তখন তাহা করিবার জন্য তাঁহাদিগের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া ভাল দেখায় না। একপ স্থলে চেষ্টা করিলও তাহা ফলবতী হইবে না।

মৃত সার জুলিস ক্যাম্বাগনবির স্মরণার্থ ১৫ হাজার টাকা ব্যয়ে কোতরঙ্গে একটী ঘড়ি দান হইতেছে, ক্যাম্বাগনবী সাহেব এখানে অনেক দিন ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিয়াছিলেন।

এবার সি এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। ২১ জন প্রথম, ৪০ জন দ্বিতীয় ও ৩৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কাপোনের সাহেব নামক স্থানে একটী স্বর্ণ খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুশেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ওরেনবর্গ হইতে একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মত জানিতে চাহিয়াছেন। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট মত করিলে ইঁহারা ক্রমে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তারের চেষ্টা পাইবেন। এই সকল কারণেই বোধ হয় পামরা গোভেরের নিকট নিম্ন রেলওয়ে লইয়া যাইবার মনোযোগ করিতেছেন। সার জর্জ কাম্বেলী গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া করিবার আদেশ দিয়া [illegible] ও এডমিরল্টি [illegible]

বাঙ্গালার [illegible] উন্নতি লিখিবার যে কালী [illegible] দিন দিন [illegible] উৎকর্ষ সাধন করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর-দের ডাইরেক্টরী।

নিম্নলিখিত।

১৮৮১।

কটকের [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৮০ অব্দের [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের

১৯ আইন অনুসারে ঐ [illegible] কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হরেকৃষ্ণ [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কর্ত্তৃক [illegible] দেওয়ানী নাজিরী ও কালেক্টরী [illegible]

[illegible]পুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] শ্যামাচরণ চৌধুরী খাটালে বদলী হইলেন।

[illegible]ঘাটাইলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক কর্ণা নদীর উপর [illegible] নির্ম্মাণের জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিক্রমপুর অন্তর্গত রাজনগরবাড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অবনীমোহন সাহা [illegible] ছুটী লইয়াছেন) ভগলহাট বদলী হইলেন।

আমীর আলী কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিলে বি, এল গুপ্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বেরারের মুল ইনস্পেক্টর গ্রীয়ার্সন সাহেব সহকারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত বেতনাইয়ের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাখোলাল সাহেব ১ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাহাবাদের [illegible] বাবু নিবারণচন্দ্র চৌধুরী চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল শীল সাহেবের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হন হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত বরাবাজারের মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী মহকুমাতে বদলী হইলেন কিন্তু তিনি কামারপুরে অবস্থিতি করিলেন। এই আদেশ নিবন্ধন [illegible] হইলে বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর কামারপুরে যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

মানভূমের মুন্সেফ বাবু নীলমণি হাস ছোটনাগপুরে বদলী হইলেন কিন্তু তিনি মানভূমের অন্তর্গত [illegible] অবস্থিতি করিবেন।

[illegible] অন্তর্গত হরিণ সাকোবাদপুরের মুন্সেফ [illegible] রাজসাহীতে বদলী হইলেন কিন্তু [illegible] থাকিবেন।

[illegible] অন্তর্গত মেজকোলার মুন্সেফ বাবু বিপিনচন্দ্র [illegible] বদলী হইলেন কিন্তু তিনি দক্ষিণ সাহাবাদপুরেই অবস্থিতি করিবেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মেজকোলার মুন্সেফ হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু আনন্দকুমার সর্ব্ব বিকারী ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের মুন্সেফ অবিনাশচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু নন্দলাল দে বি, এল মুর্শিদাবাদে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায়ই বহরমপুরে অবস্থিতি করিবেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত বরিশালের প্রথম মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান সদর দেওয়ানের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এল বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণশলে বদলী হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র

সোমড়া।

১১ ই মাঘ ১৮৮১।

এখানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভোলামোহন মধোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত পাহাড় বাসীগণের অন্তরিক্ষি করিতেছেন, এবং এক জনের সকল প্রকার মকদ্দমা তাঁহার নিকট নিষ্পত্তি হইবার আবেদিত হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যে মেদিনীয় তিনি অতিশয় বিচক্ষণ, কার্য্যকুশল ও সদাশয় ব্যক্তি। আমাদের বিশ্বাস উচ্চ যে যদি পাহাড় একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অবশ্যকে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহা হইলে সকল লোকের মকদ্দমাদির হইয়াছে। মকদ্দমা করিয়া জীবনসর্ব্বস্ব নষ্ট করিবে তাহার ভয়, স্থগিত হইতে নিস্তব্ধ হইবে না। সমস্ত লোকের পরস্পরিসোষ এরূপ প্রবল প্রবাহিত হইয়াছে এবং প্রবাহবেগের কোন উপায় নাই, এখন পাহাড়ে সেই দোষের অল্পতা হইতে পারে, আমাদের তেমন কথা অসম্ভবিক্ষন। কাছারী এখান হইতে ১৫। ১৭ মাইলেরও অধিক। গমনাগমনের সুকর পথ বা যানাদি নাই। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, শীতের তুষার ঝিমকীবারি, সকল সময়েই লোকের অধিকার হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে আমরা প্রার্থনা করি, বলাগড়ে এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হউন। তদ্ভিন্ন করি, কেলার কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয় আমাদের এই প্রস্তাবে অনুকূল দৃষ্টিপাত করিবেন।

বিগত ৪ ঠা মাঘ প্রত্যূষে সুখড়িয়া গ্রামে একটী বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ৩ টি বালক মাহিন্যাল গাছের নিম্ন দিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ একটী বালকের মস্তকে একটী নারিকেল পড়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

৫। ৬ দিবস হইল জিবাট গ্রামের অদূর পারে গঙ্গার চরি- চুনী নদীর সঙ্গমস্থলে, তিসি, মটর প্রভৃতি বোঝাই ৩ খানি বড় বড় নৌকা চড়ায় বানচাল হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানটীতে প্রায় সর্ব্বদা ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।

এতদঞ্চলে ভাদ্রে এত অনাবৃষ্টি হইয়াছে যে আর পাওয়া যায় না বলাই ঠিক। বস্তুবিকই আর পাওয়া যায় না। থাকী দূরে থাক, উচিত মূল্যেও বিশুদ্ধ ঘিয়ের অস্তিত্বসম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ। এবং গুরুর অসদ্ভাব প্রযুক্ত ছানা প্রস্তুতিও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এখানকার "গোয়ালা" বিখ্যাত ছিল। এখন তাহারাও "গুড়ে মন্তা" মুখে দিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। আজ কাল সকল স্থানেই দুগ্ধের এইরূপ দুর্দ্দশা। তথাপি বাবু উমাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবিত গোরক্ষা নিবারণ উদ্দেশ্য সফল হইল না। ধিক্ বাঙ্গালী জাতিকে! তাঁহারা না আর্য্য সন্তান? কলিকাতার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বিখ্যাতনামা বি, এল, গুপ্ত মহোদয় গুদাকার গোয়ালা দিগকে দুগ্ধ দিয়া দুগ্ধ বাহির করা অপরাধে শাস্তি দিয়া দেশহিতৈষিতার এবং নাম্বরিচারের সদা কার্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি না আর্য্য বিশেষ মতে [illegible] ধন্য আর্য্যসন্তান!!!

সুখড়িয়ানিবাসী বিখ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রপতি মুস্তোফী মহাশয় শ্রীপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এককালীন ১০ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি সময়ান্তরে সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়া থাকেন।

শান্তিপুর।

এখানে সংক্রামক-জ্বর বিকার ও ওলাউঠার শান্তিপুরে মেসর্স, ডি, সেরিফ ও চার্লস্ ইস্থিথ কোম্পানির একটী শাখা ঔষধালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত ঔষধালয়টী একজন ইংরাজের তত্ত্বাবধানে আছে, এজন্য সেখানে প্রতিদিন বিস্তর ঔষধ বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধালয়টী বাঙ্গালীর অধীন, সুতরাং সেখানে প্রত্যাশানুরূপ ঔষধ বিক্রয় হইতেছে না। এই দুইটী ঔষধালয় ভিন্ন এখানে অন্যান্য বিস্তর ঔষধের দোকান আছে সত্য, কিন্তু ঔষধের মূল্য আশানুরূপ সুলভ নহে। স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের ঔষধালয়ে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ লোকের সংস্কার। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, তাঁহারা লোকের ঐ সংস্কার বিদূরিত

করিতে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি এখানকার বহুবিবাহপ্রিয় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যুবতী স্ত্রী উহাঁকে প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। যে দিন উক্ত লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হয়, সে দিন প্রত্যূষে স্বামীস্ত্রীর সহিত বোধের ঘোর কলহ হইয়াছিল। বৌটী দেখিতে বিলক্ষণ সুশ্রী, একথা স্বামীর সহিত তাহার প্রত্যাখ্যানানুরূপ প্রণয় ভঙ্গে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিপিনের বিধবা জননী উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে পুত্রবধূকে তিরস্কার করিতেন, এবং পুত্রকে প্রতি ইতনী বাপান্তা সুখসম্ভোগ করিতে দিতেন না। এরূপ চরপ্রকৃতি যে,বিপিনের মাতা স্বভাবতঃ "বৌ-কাঠকী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এজন্য মনের দুঃখে ও ঘৃণায় বৌটী উন্মত্তনে প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা আশা করি, বহুবিবাহপ্রিয় বিপিন এবার বিশেষ সমবেদনার সহিত সংসার ধর্ম্ম করিবেন, নতুবা অতঃপর তাঁহার বিবাহ করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

বসন্তকাল আগতপ্রায়,অতএব এ সময়ে কয়েকজন টীকাদারের নিতান্ত আবশ্যক। গত বৎসর বসন্তরোগে বিস্তর নব নারী অকালে কালকবলিত হইয়াছিল,এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাবু যদি এই সেরা টীকাদার আনয়ন করেন,তাহা হইলে লোকের সন্তান সন্ততি সকলই বসন্তরোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিবে না। আমাদের নিবেদন টীকা দেওয়ার চেয়ারম্যান বাবু প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হইতে সাধারণসমাজে সচেষ্ট হইবেন, নতুবা লোকে তাঁহাকে চন্দ্রশেখর বাবুর ন্যায় দীর্ঘসূত্রী করিতে কখনই সঙ্কুচিত হইবে না।

মলিনাথপুর।

অনিচ্ছাকৃত বাজারে যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আইসে, যাহারাই বিক্রয় করিয়া যাইবার সময়ে অমিদারকে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক স্বরূপ কিছু দিয়া থাকে। ইহাঁর আমরা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু যে সকল লোক বাজারে ২। ৪ পয়সার দ্রব্য ক্রয় করিতে আইসে, তাহাদিগকে যে শুল্ক দিতে হয়, না আমরা কোন স্থানে দেখিয়াছি, না কাহার মুখে এ কথা শুনিয়াছি। কয়েক দিবস অতীত হইল,আমার এক জন লোক অন্যূন আনিনিমন্ত্র নামক বাজারে এক টাকার দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রত্যাগত হইয়া বলিল, শুল্ক যদিও আমাদিগকে দিতে হইবে না বটে,কিন্তু এখানে যাহারা আমানিগঞ্জের বাজারে কোন প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে যাইবে, তাহাকে দিতে হইবে। একারণ ক্রেতার ক্রীত দ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ করিলে জমিদারের কত টাকা হইতে পারে জমিদারকে এইরূপ বলাতে তিনি উপদেষ্টার উপদেশানুসারে উক্ত বাজার বার্ষিক ৬০ টাকায় অষ্টোত্তরশতনামক একজন মহাজনকে ইজারা দিয়াছেন। সেই জন্য ইজারদার ইচ্ছামত শুল্ক ক্রেতার নিকট গ্রহণ করিতেছে। প্রথমতঃ আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি নাই, পরিশেষে গবেষণায় পরিজ্ঞাত হইলাম কথা অমূলক নহে। এমন কি কেহ এক পয়সার লবণ ক্রয় করিলেও তাহাকে ইজারদারের ইচ্ছানুরূপ শুল্ক দিতে হয়।

লাঙ্গুলী নগরীর ডেপুটী কমিশনর সাহেব মফস্বল পরিদর্শনে আসিয়া কানুনগুইদিগের বার্ষিক কাগজ প্রস্তুত না পাওয়াতে এখানকার তহশীলদার প্রেমনাথ পণ্ডিতকে ৩ মাসের জন্য সস্পেণ্ড করিয়া গিয়াছেন। যে কারণে উক্ত নিরীহ ভদ্র লোককে সাহেব বাহাদুর সস্পেণ্ড করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি তিনি লোকের কথা না শুনিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিতেন; তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি ঈদৃশ ভদ্র লোককে তিনি কোন ক্রমেই সস্পেণ্ড করিতেন না। একজন লোকের কথা ভিন্ন প্রত্যেকের দুইটী কথা যে এক সময়ে সমান হয় না, ইহা কে না স্বীকার করিবে? তাহা যখন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে, তখন তহশীলদারের অধীনস্থ কানুনগুইগণের দ্বারা বার্ষিক কাগজ প্রস্তুত ও জনসংখ্যা গ্রহণ কখন একসময়ে কখনই হইতে পারে না। কারণ গাছে বসিয়া প্রস্তুত ও জন সংখ্যা ঘরে ঘরে গণিয়া গ্রহণ করিতে হয়। সত্বাধিকারে জনসংখ্যা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যেরূপ আদেশ প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহাতে অপরাপর কার্য্য যে রহিয়া তাহা অগ্রে করা কর্ত্তব্য তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছিল। এমন অবস্থায় কানুনগুইগণ তাঁহাদের বার্ষিক কাগজ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে পারে নাই বলিয়া সাহেবের তহশীলদারকে সস্পেণ্ড করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বীরভূম।

বীরভূম স্কুলের প্রবেশিকার ফল মন্দ নয়। তবে আরো কতকগুলি বালককে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হইত। শুনিয়াছি এখানে গণিতের চর্চ্চা অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। এ কথাটী সত্য হইলে প্রধান শিক্ষক শিব বাবু এ ত্রুটীর পরিহার করেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

শুনিলাম এখানকার উকীল সম্প্রদায় একটী উকীলগৃহ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিতেছেন। এ অনুষ্ঠানটী বড় মন্দ হইতেছে না। এখন অনেক প্রবাসীদিগকে বৃক্ষতলে উপবেশন করিতে হয়। অনেক সময়ে তাহাদিগকে এ অভাব নিবন্ধন বড় অসুবিধাগ্রস্ত পড়িতে হয়। আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে অতিসত্বর এ অভাবটীর নিরসন হইয়া যায়।

শুনিয়া সুখিত হইলাম ঈশ্বরচন্দ্র বাবু এখন রোগমুক্ত হইয়া সবলকায় হইয়াছেন ও পুনর্ব্বার এখন বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকলাপের দিকে বরাবর আমাদের দৃষ্টি আছে। আমরা আশা করিয়া আছি এক সময়ে তিনি বীরভূমের দুঃখ উপকার করিবেন। প্রতি জেলায় এখন এক একখানি সংবাদপত্রের কার্য্য চলিতেছে। এখন আমাদের সাধুবোধ প্রার্থনা এই যিনি "দিবাকর" পরিত্যাগানিব উদ্ধারসাধন করুন। তিনি বিপুল অর্থের অধিকারী। সেই অর্থের কণামাত্র এ কার্য্যে উৎসর্গ করিলে বীরভূমের একটী দ্বারা উপকার সাধিত হইয়া যায়। তিনি কার্য্য অবলম্বন করুন, অনেকেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইতে সমুদ্যুক্ত আছেন।

শুনিয়া সুখিত হইলাম, রাইপুরের ডাক্তার চিকিৎসাব্যবসায়ে অনন্য সাধারণ। সম্প্রতি উহয়নারায়ণ বাবুর প্রতি বড় গুরু আছে। শুনিতেছি টাকাদাতৃগণ একে একে টাকা প্রদানে বিরত হইতেছেন। সুতরাং উদয় বাবুর গুরু কার্য্যকারী হইতেছে না। রাইপুর বীরভূমের একটী প্রধান স্থান। অনেকগুলি ভদ্রলোক আছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সকলে ঐক্যবদ্ধ অবলম্বন করিয়া এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করুন, তৎপ্রতি মনোযোগী হন।

রাইপুরের নিকটে অন্যূন সহস্র পুরাতন গাড়ি কয়েক বৎসর হইল ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। তত্রত্য লোকের যে ওই হয়, তাহা স্বচক্ষে দর্শন ভিন্ন লেখনীর বলে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বর্ষার এই মাত্র অবসান হইয়া গেল। এ সময়ে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইলে চৈত্র মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করে কে? শুনিয়াছি আমাদের নবাগত মাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স সাহেব অতি অমায়িক লোক। তিনি একটু মনোযোগী হইলে এ কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া যায়। তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের উপায়

কি? অনুবাদক মহাশয়ের কৃপা কি সাধিত হইবার নহে। অনুবাদক কি সেই কৃপা প্রদর্শন করিবেন?

এবারে সময় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে অতিবাহিত হইয়াছে। চণ্ডীর অতি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হই

বিজ্ঞাপন

আগামী ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার, ৯ই ফাল্গুন শনিবার ও ১০ই ফাল্গুন রবিবার দিবসে বোয়ালিয়া বঙ্গ-সভার পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক মহাধিবেশন হইবে।

লেম্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুখকর তৈলে দেহের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অতাল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের পোকায় কষ, ফুলা, আলগা হওয়া ও কষ পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রী কৈলাসচন্দ্র বেরার ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

শারীরবিধান ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

স্বপ্রকাশ সংবাদ।

গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা মেটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ১ আউন্স ১৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স সিপি ২৷৷০ আনা। মূল্য মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

বিশ্ব দর্শন পুস্তক এই মূল্য প্রদানে আত্মসাৎকরণে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন
সাং শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চালনা ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশত হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও জীর্ণ প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও, ইডেনস হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বড় চিঠি, খাম অথবা, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তাহা সেই ঠিকানায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কলমক্রম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন রহ্যতাং" ৩ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১৮ টাকা । বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা । ১২৮৭ সাল । ২৬ এ মাঘ । ইং ১৮৮০ । ৭ ই ফেব্রুয়ারি অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৸৵০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহ ।

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইতেছে ।

আমরা পুরাণ এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্রমে ক্রমে অনুবাদিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিব ।

প্রথম কাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণ প্রচার করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে । পুস্তকাকারে আট পেজি ৩ ফর্ম্মা করিয়া সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । ইহাতে সংস্কৃত মূল,টীকা ও দ্বিতীয় বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে ।

মূল্যের নিয়ম ।

বার্ষিক ২৸০ ডাকমাশুল ১৸০

গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য প্রথম অঙ্ক মূল্য ১, এবং দ্বিতীয় পরে অবশিষ্ট ১, পাওয়া যাইবে ।

একত্র চারিজন এক যোড়কে লইলে ১৬ টাকা স্থলে ১১৸০ টাকাতে পাইবেন ।

ভারতমিহির এবং সর্ব্বশাস্ত্রসংগ্রহ একত্রে গ্রহণ করিলে ৮৸০ টাকায় উভয়ই পাইবেন ।

ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ } শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল ভারতমিহির ও ভারতমিহির যন্ত্রের অধ্যক্ষ ।

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গা স্থায় উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১ ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন বিদ্যোৎসাহী এবং বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মাসিক ২ টাকার হিসাবে এক বৎসরের জন্য ৪ টী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন । বিশেষত সচ্চরিত্র এবং উপযুক্ত বালকদিগকে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইবে । চিকিৎসার ব্যয় এবং স্কুলের বেতন লাগিবে না । প্রার্থী ৭ অগ্রহায়ণে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন ।

গোবরডাঙ্গা স্কুল ২৮ এ জানুয়ারি } শ্রীশ্রীকণ্ঠ সেন হেড মাষ্টার ।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল স্বামিকৃত টীকা ১ ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে এবং সঙ্গত টীকার সহিত ২২ক আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত একাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে । সমস্ত পুস্তকের মূল্য ৪০৲ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা । ইহা ব্যতীত উদ্ধব গীতাদি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩৲ টাকা, পরামৃত ২৸৩ টাকা ৩৵০, পদ্য পুরাণ ১২ শ খণ্ড ৸৵, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৸, গোপাল তাপিনী ১, রূপগোস্বামীর ২ টীকা ১৲ টাকা, আমার নামে বহরমপুর বারাণসীস্থ হইয়াইলে প্রাপ্ত হইবেন ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ।

ক্ষতনাশক সিঙ্কোনা ।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী । কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন । কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য । ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা । নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না ।

কুন্তলেশ্বর তৈল ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, চাক্ষপড়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে । মূল্য বড় শিশি ১৸০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা ।

দন্তরোগোপচূর্ণ ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, হনু আড়ষ্ট, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ পঙ্কতি সুন্দররূপে অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে ।

মূল্য ১০ আনা ।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক লোকে দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে ।

কলিকাতা ৬৮ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়ের ঔষধালয়ে প্রাপ্ত ।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ ।

মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা । কলেজ ষ্ট্রীট ৩৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য ।

যিনি এক বিন্দুতে ব্রহ্মাণ্ডপথে নীলাম্বরে প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া এই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেটন পত্র দ্বারা জানাইলে তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন ।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কঙ্কণকার
সাং শ্রীরামপুর ।

প্রেরিতপত্র।

[illegible] ঈশ্বর নাই?

[illegible] ঈশ্বরের [illegible] আস্তিক [illegible] করিয়াছেন। কোন প্রকার [illegible], বা শিক্ষাদ্বারা আমরা যে জ্ঞান উপার্জন, বিনা প্রযত্নেও তাহার অস্তিত্বের উপলব্ধি আমাদের পরীক্ষা ও শিক্ষা স্থির করিয়া থাকে, অর্থাৎ যদি আমাদের আত্মজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই কোন বিষয় শিক্ষা করিতে অথবা পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইতাম না। আমাদের এ কার্য্যকারণ জ্ঞানও আত্মজ্ঞান হইতে পাইয়া থাকে। আমরা এই বিশ্ব পুস্তক পাঠ করিয়া আমাদের কার্য্য-বিশেষের [illegible] লিখিয়া থাকিতে পারি [illegible] যে, [illegible] নিকে হইয়া [illegible] পুরুষ, আমরা নিশ্চয় পারি যে, আমরা নিজে আমাদের এই শরীরের কখন পর [illegible] অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি নহি। যদি কেহ এই আত্মজ্ঞানের সহিত সঙ্গেই ঈশ্বরজ্ঞান [illegible] পাইয়া থাকে। আমাদের অন্তরে বা প্রকৃতিতে যে অন্তর্যামী, মেজন্যে নাম অনন্তের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাদ্বারাই [illegible] অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে, এবং তাহা আমাদের ঈশ্বরজ্ঞান স্ফূর্তি [illegible] সহায় বলিয়া [illegible] হইয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, [illegible] বাল আমাদের অধিকাংশ যুবক, যাহাদের আত্মজ্ঞানের [illegible] বিলক্ষণ অভিমান করে, [illegible] প্রায়ই আত্মার ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে [illegible] ও মূর্খতার কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। পুরাণে নাস্তিক বলিয়া লোকে যাহা বিবেচনা করিত, কিন্তু এক্ষণে এমন আমাদিগের [illegible] নাস্তিক বলিয়া স্বীকার করা [illegible] আমরা [illegible] আমাদের দেশে অনেকই নাস্তিকের মত [illegible] কেবল লোকে হাসিয়া [illegible] করিয়া থাকে [illegible] সকল লোকের মন ও ঈশ্বরের [illegible] তাহাতে আমরা মনের ও ঈশ্বরোপাসনার [illegible] করিতে সক্ষম হই, এবং [illegible] চেষ্টা করিতেছি [illegible] আপনারা [illegible] ইহাতে [illegible] ভবিষ্যতে [illegible] উপায় [illegible]

করিয়া যাঁহারা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের কথা লিখিতেছি না, যাঁহারা সমস্ত নরনারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আবদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র, সমস্ত নরনারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মামৃত পান করাইবার জন্য উৎসুক, আমরা সেই সকল ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদিগের কথা বলিতেছি। তাঁহারা তাঁহাদিগের নাস্তিক সাক্ষাৎদিগের অবস্থার প্রতি যেরূপ উদাসীন, বোধ হয় সেরূপ আর কেহই নহেন। তাঁহারা দেবোপাসকদিগকে, ঈশ্বরোপাসক করিবার জন্য, অসভ্যদিগকে অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্য লোকদিগকে নীতি ও ধর্ম্মপরায়ণ, এবং স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ও বিধবাদিগকে বিবাহ দিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে,—তাহাদের যে এ সকল কার্য্য ও চেষ্টা যে অপ্রশস্ত কর্ত্তব্য, ও প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই সকল, সভ্য, ও বিধবা প্রভৃতির অবস্থা অপেক্ষা নাস্তিকের অবস্থা কি সংশোধনে শোচনীয় নহে? যদি কাহার মঙ্গল করা যদি কর্ত্তব্য হয়, আবশ্যকের ছুঃখদশার ব্যক্তির প্রতি অগ্রে দৃষ্টি করা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে নাস্তিককে আস্তিক ও সংশয়াত্মাকে বিশ্বাসী করিবার চেষ্টা পাওয়া কি ঠিক নহে? কিন্তু আমরা এখানে আমাদের এদেশের সমাজ বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা নাস্তিককে নাস্তিক করিবার চেষ্টাকে তত আবশ্যক বোধ করেন না। যদিও তাঁহারা মনে মনে, যে ঈশ্বর নাই, বা আত্মা নাই, তাহাকে উপদেশ দিতে যাইলে বা তাহার সহিত তর্কে কখনই বাধ্য হইবে না। কিন্তু আমরা বলি, এটি এক গুরুতর দোষ, অথবা ভ্রম। নাস্তিকদিগকে তাঁহাদের নিজে নিজে, নাস্তিকের মত খণ্ডন করিতে দিলে তাহারা কখনই পারিবে না, অথচ তাহারা নাস্তিক ও সংশয়ী হইয়া থাকেন, সেই হেতু, তাঁহাদের অনেকেই এই ভ্রমে নাস্তিকদিগকে নাস্তিকতায় মগ্ন করিতে সাহস করেন না, এবং তাহাই মনেই তাঁহারা ভক্ত, বিশ্বাসী, ও জ্ঞানী ভাবিয়া এক প্রকার সন্তুষ্ট থাকেন। নাস্তিকেরা জানেন, আস্তিকদিগের মধ্যে তিনটী দল হইয়াছে,—একদল বাহ্যদল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দল, এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের দল। প্রথমোক্ত দল হইতে আজ কাল যে সকল পুস্তক, ও পত্রিকা বাহির হয়, এবং যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে, অবতারবাদ প্রচার ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিক করা, পরিত্যাগ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা এবং জ্ঞান চর্চ্চা, প্রভৃতির সহিত তাঁহারা এক প্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগই করিয়াছেন, অনেক দিন হইতেই তাঁহারা জ্ঞানকে স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মবিরুদ্ধ বলিয়াই আসিতেছেন। তাঁহাদের দল হইতে এক সময়ে এরূপ কথাও বাহির হইয়াছে যে, "জ্ঞান ও বুদ্ধির অনুশীলন করিলে এই ফল হয়, যে আহারীয় সামগ্রীর বাচবিচার থাকে না, সুরার প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জন্মে, পরকালে অবিশ্বাস হয়।" দ্বিতীয় দল হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত অথবা অসারের অসার কথা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাও জ্ঞানের প্রতি যে কারণেই হউক, বড় একটা সদয় নহেন। (১) তাঁহাদের দল হইতে এ পর্য্যন্ত এমন কোন একটী উপদেশ, পুস্তক, পত্রিকা বা প্রবন্ধ বাহির হয় নাই, যাহা পাঠ করিয়া কোন প্রকার বিশেষ শিক্ষা লাভ অথবা ঈশ্বর-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় দূর হইতে পারে। তৃতীয় দল অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের দল জ্ঞানের বড় পক্ষপাতী; তাঁহাদের দল হইতে যে কোন পুস্তক বা পত্রিকা বাহির হয়, জ্ঞানচর্চ্চা ও ঈশ্বর তত্ত্বালোচনা দ্বারা তাহার অধিকাংশ পূর্ণ হইয়া থাকে, নাস্তিকদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা যথার্থই দুঃখিত, এবং সেই জন্য নাস্তিকদিগের সংশয় দূর করিবার জন্য তাঁহারা সাধ্যমতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কিন্তু তাহা হইতে কি হয়, তাঁহাদের এক্ষণে দুরবস্থা; তাঁহাদের মধ্যে বড় একটী বিষয়ে বা জীবনের চিহ্ন লক্ষিত হয় না, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা নাস্তিক এবং সংশয়বাদীদিগের কোন প্রকার উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অতএব উপায় কি? উপায় কি কিছু নাই? ঈশ্বর কি সত্য সত্যই তাঁহার পবিত্র মুখ লুকান দিগকে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদরূপ নরকে নিমগ্নিত

(১) ইহাদের কাহারও কাহারও এরূপ মত যে, ধর্ম্ম বিষয়ের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির ও সাধারণ শক্তির সহায়তা গ্রহণ করা, জ্ঞান, বুদ্ধি, ও [illegible] চালনা করা [illegible] কিন্তু এরূপ মতটী নিতান্তই ভ্রমাত্মক। নাস্তিক ও সংশয়বাদিদিগকে কিরূপ যুক্তিদ্বারা [illegible] করিতে হইবে, তাহা [illegible] জ্ঞান ও বুদ্ধি [illegible] সহায়তা না করিলে [illegible] অনেকের মনেও [illegible] হইতে পারে না। [illegible] কোন [illegible] আমাদের [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ও [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ও [illegible] ধর্ম্মের [illegible] ও

করিতে দিবেন? বোধ হয় এমন অবিশ্বাসী আত্মক কেহই নাই, যিনি একথায় বিশ্বাস করিতে পারেন। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তি দ্বারা যথা সময়ে ইহার প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু তা বলিয়া আমাদের কি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? "তাঁর বিশ্বাস তিনি, আমার বিশ্বাস তিনি" একথা বলিয়া কে কোথায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? আমাদের নিজের জন্য চিন্তা করা যদি আবশ্যক হয়, তবে কি প্রকারে বলিব যে, আমাদের নাস্তিক ও সংশয়ী ভ্রাতাদিগের অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকিলে আমাদের কোন অপরাধ হইবে না? অথচ আমরা কেবল যে ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকেই অনুযোগ করিতেছি এমন নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সাধারণকেও আমরা বিশেষরূপে অনুযোগ করিতেছি; দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই নাস্তিকদিগের প্রতি উদাসীন, সকলেই "তারা আমাকে খাঁটা" এই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু সাস্তিকতা যেরূপ দ্রুতপদে আসিয়া আমাদের যুবকদিগকে আক্রমণ করিতেছে, যদি শীঘ্র তাহাকে সে আক্রমণে ক্ষান্ত না হয়, এবং যদি শীঘ্র তর্ক, যুক্তি, ও বিচার দ্বারা নাস্তিকতার অসারতা, অলীকতা ও অনিষ্টকারিতা যুবকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কেবল ব্রাহ্মদিগের কেন? হিন্দু, খ্রীষ্টান মুসলমান ও ব্রাহ্মসমাজের ইহাতে সমূহ অনিষ্ট হইবে, ক্রমের পরিবর্ত্তে শূন্য হইয়া নাস্তিকতার একাধিপত্য হইয়া উঠিবে। অতএব কোন দ্বেষ নহে; হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ভ্রাতাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য যে, শত্রুতাচরণ (১) যেরূপ গৌড় হইতে ভারতবর্ষে বিদূরিত করিয়াছিলেন সেইরূপ ইহাদের লেখনীর জ্বলন্ত যুক্তিপ্রভাবে দ্বারা নাস্তিকতার বিষবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলেন। আমরা নাস্তিকদিগের অনেক দোষ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদিগের সাধারণ গুণের দিকে দৃষ্টি করি, আমাদের এমন অবস্থা নাই, তাহা যে ক্ষমতা মাত্র তাহাকে আমরা ঘৃণা করিতে পারি। লোকে কথায় বলে যে, [illegible] সহোদরা হইতে বলাই আমাদের শ্রেয়।

ইচ্ছা হয়, কিন্তু যাহার ধন থাকে সে পরের দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাতও করে না। আমাদের সংশয়ী যুবকদিগকে সকলেই প্রবোধ দিতে পারেন, যাঁহাদের এরূপ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছেন, ভ্রাতাদিগের মধ্যে কোথায় কে কিরূপ অবস্থায় আছে, সে সংবাদ লইতে তাঁহারা কষ্টস্বীকার করিয়া থাকেন? তাঁহাদের সেই নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য আমাদের অধাকার এই প্রবন্ধটি লিখিবার অবতারণা। আর যদিও আমাদের ক্ষমতা নাই, তথাপি সাধুচেষ্টা করাতে কোন দোষই হয় না। আমাদের এরূপ বিশ্বাস থাকাতে আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা যুক্তি ও বিশ্বাস করি, এখানে তাহা বিবৃত করিতে আমরা কোন অংশে ত্রুটি করিব না।

এই উনবিংশ শতাব্দীতেই যে কেবল আত্মার অস্তিত্ব লইয়া তর্ক বিতর্ক হইতেছে, আত্মার অস্তিত্বের প্রতি কেহ কেহ সংশয় করিতেছে এমন নহে, অতি প্রাচীনকালেও হইয়াছে, অনেকে আত্মাভিমানী হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। আমরা যদি কেবল মাত্র সেই আপত্তিকর তর্কসকল পরিবর্জ্জন করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহাতেই আমাদের এক প্রকার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকল সংশয়ই বিদূরীত হইতে পারে। আত্মা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ আত্মাকে সমস্ত শরীর হইতে ভিন্ন এক চৈতন্য পুরুষ বলেন, কেহ আত্মার ও ঈশ্বরে অভেদ, কেহ বা কেহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ একটি আত্মা সমস্ত শরীরের ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলেন, কেহ শরীরের [illegible] একটি আত্মা আছে। [illegible] অনেক অবয়ব মৃত্যুর পরেও কিছুকাল অবস্থিতি করে, [illegible] শরীর ও আত্মা, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, [illegible] শরীরের [illegible] কেহ [illegible] আত্মার [illegible] আছে, [illegible] আত্মার [illegible] আছে, [illegible] আত্মার [illegible] আছে,

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন; এবং তাঁহাকে যুবকের মুখেই ওকথা শুনিতে পাওয়া গিয়া থাকে। আমরা এই ভয়ানক দুরাচার যুবকের নিন্দা বিস্তার করি, আজ যদি কোন ইউরোপীয় পাঠক বলেন যে, "মোসলের ন্যায় উপাদেয় খাদ্য আর নাই, যাহারা শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে, বিশেষতঃ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতিদিন একতোলা করিয়া খোসের ভক্ষণ করা উচিত।" তাহা হইলে কখনই আমাদের যুবকেরা প্রতিদিন এক তোলার পরিবর্ত্তে তিন তোলা খোসর খাইয়া শরীর ও আত্মাকে নষ্ট করিয়া, এবং সভ্যতার একশেষ দেখাইয়া সকল লোককে চমৎকৃত করিয়া তুলেন। যাহা হউক যথা এই পর্য্যন্ত।

যমুনাতীর
২৪ এ মাঘ ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে

তমাকের ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিয়ানা নামক গাছের শুদ্ধ পত্র। আমেরিকা, ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের অধিকাংশ দেশে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ বিচার গ্রন্থে ৪০ জাতীয় তমাকের গাছ আলিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্ত জাতিই সোলেনেসী মধ্যে গণ্য। ইহার মধ্যে তিন জাতীয় তমাক উৎকৃষ্ট ও প্রধান। ভর্জ্জেনিয়ন, সিরীয়ান ও মিরাক। ভর্জ্জেনিয়ন তমাকের গাছ প্রথমে সর মুণ্ডিয়া নামক ইউরোপ খণ্ডে আনয়ন করেন। এই জাতীয় তমাকের গাছ সকল কখন কখন প্রায় ৫ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বৃক্ষ সকল কঠিন ও বক্ষ-ভাবে হইয়া থাকে। পাতা সকল এক হস্তেরও কিছু বড় হইয়া থাকে। ইহার পুষ্প মটরা আকারে হইতে দেখা যায়। তিন প্রকার তমাক ইহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমেরিকা এই জাতীয় তমাকের গাছের স্বাভাবিক পুষ্প প্রায় এক হস্তেরও কম দেখা যায়। ইহার গাছও তাদৃশ উচ্চ নহে। সেই জন্যই ইউরোপীয়েরা ইহার চুরোটকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন। ল্যাটাকিয়া সিরীয়ান তমাক ইহা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি হয়। এক্ষণে অন্যান্য দেশেও উৎপন্ন হইতেছে। ইংলণ্ড দেশের উদ্যান সমূহে প্রতি বৎসর ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জন্যই বোধ হয় ইহার অন্য এক নাম ইংলিশ তমাক হইয়াছে।

সিরাজ তমাক। পত্রের আকৃতি ও পুষ্পের বর্ণে ঠিক উভয়বিধ তমাক হইতে ইহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই জাতীয় তমাকের পুষ্প শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। পারস্য দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। উপরি উক্ত উভয়বিধ তমাক অপেক্ষা ইহার উগ্রতায় লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। পারস্য দেশে ইহা মিহি তমাক বলিয়া প্রসিদ্ধ। লিডলে নামক সাহেব বলেন এই জাতীয় তমাকে উত্তম চুরোট প্রস্তুত হয় না, তাহার কারণ এই, অগ্নি সংলগ্ন করিলে এই তমাক সীয় বর্ণ রাখে না। অন্যান্য তমাকের ন্যায় ইহা ধূমপানে ব্যবহার করিলে তাহার কোন ফল দৃষ্ট হয় না। তমাক চাষের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে ফাল্গুন হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তমাকের জমীতে কৃষকেরা উত্তমরূপে চাষ দিয়া রাখে। নদীয়া, যশোহর, রঙ্গপুর, পাবনা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার চাষারা তমাকের জমিতে গরিমাটি তুলিয়া ফেলে ছড়াইয়া দিয়া থাকে। তমাকের জমিতে যদি খোসর, ভূষ, পচাপাতা ও তাহার সহিত প্রতি বিঘায় ৫। ৭ সের লবণ বা সোরা একত্র মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তম তমাক উৎপন্ন হইতে পারে। অস্মদ্দেশে তমাক নানাবিধ। পামমুরী, হরিণপালী, হাতিকানী, সিংহটা, রুপি, শঙ্খকানী, কালীদিঘে, ছোটনা, ভেরেণ্ডি, পটুয়া, চামা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি বহুবিধ উৎপন্ন হয়। কৃষকেরা সম্পূর্ণ সারের ভূমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া তমাকের বীজ বপন করে।

পরে যখন চারাগুলিতে ৩। ৪ টী করিয়া পাতা বহির্গত হয়, সেই সময়ে পুনঃ নিদ্দিষ্ট কর্ষিত ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া রোপণ করে। যখন গাছগুলির ১২ ১৩ টী করিয়া পাতা বহির্গত হয়, সেই সময়ে কৃষকেরা গাছের অগ্রভাগটী ভাঙ্গিয়া দেয়। আর প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে অন্যান্য যে সকল গুল্ম বহির্গত হয়, তাহাও প্রতি সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। এই প্রকার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার দ্বারা গাছের নিম্নিষ্ট পত্রগুলি অত্যন্ত মোটা হয়, আর কিছু উগ্রতা হইয়া থাকে। পূর্ব্ব নিদ্দিষ্ট পাতাগুলি পাকিয়া উঠিলে, এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর না থাকিলে গাছের গোড়ার দিক হইতে ক্রমশঃ পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া লয়। এ দেশে প্রতি বিঘায় দুই পাটি হইতে ৭। ৮ পাটি পর্য্যন্ত তমাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাজনেরা দুই পাটি তমাককে এক চালা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক চালা ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে ইহার চাষের আয় হইতে ব্যয় বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় ৮০। ৯০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

ইউরোপ খণ্ডে সকল ভূমিতে উত্তমরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে এবং জাতি বিশেষে এই উদ্ভিদের আকার উচ্চ ও অনুচ্চ দৃষ্ট হয়। এমন কি কোন কোন দেশে ইহার গাছ সকল দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দুই হস্তেরও অধিক উচ্চ দৃষ্ট হয় না।

ব্রিটনে যদি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি থাকিত তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে তমাক উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে সাধারণের তমাক উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। যদি কাহারও তমাক চাষ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া করিতে হইবে।

প্রেস্‌কট্‌ নামক সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত (টোবকু এণ্ড ইটস্‌ এডলটারএণ্ট) নামক পুস্তকে পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ স্থানে তমাক উৎপন্ন হয় এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমরা এক্ষণে তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ইউরোপ—তুরস্কি, হলণ্ড, ইউরোপীয় তুরস্কস্থ সালোনিকা, ইংলণ্ড; এসিয়া,—চীন, পূর্ব্ব ভারত-সাগরীয় দ্বীপ শ্রেণী, ল্যাটাকিয়া, আসিয়াটিক তুরস্কের কোন কোন অংশ, পারস্যের—সীরাজ, নূতন দ্বীপের মানিলা নামক স্থানে এবং ত্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ। উত্তর আমেরিকা—ভর্জ্জেনিয়ন, কেণ্টকি, মেরিল্যাণ্ড। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—কিউবা, হেটী পোটোরিকো। দক্ষিণ আমেরিকা—ভারিনস্‌ রেসিল, কলম্বিয়া, এবং কিউমানা।

কিউবা, হ্যাবিনা, কলম্বিয়া হইতে তমাকের পত্র আইসে। কলম্বিয়া, ভারিনস ও কিউমানার চুরোট অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিউবা, হ্যাবিনা, কলম্বিয়াই ভারিনস, কিউমানার, তমাক পত্র সকল পীতবর্ণের আভাযুক্ত হইয়া থাকে। ভর্জ্জেনিয়ান, কেণ্ট কি, মেরিলণ্ডের তমাক পাইপে

খাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তুরস্ক লাটাকিয়ার সিল্কোরেন তমাক অতিশয় মিষ্ট এবং পাইপে খাইবার সময়ে সরগুজ বাহির হয়। ফলতের তমাক অপ্রশস্ত। কিন্তু কাল পাতীর তমাক কড়া, আর উহা ভিজা নস্যের জন্য ব্যবহার হয়। অপ্রশস্ত তমাক গুলি চুরোটের জন্য ব্যবহৃত হয়। মার্সিলার তমাকে উৎকৃষ্ট চুরোট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তমাক মিশ্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সোমপ্রকাশ

১ম ভাগ। ২৬ এ মাঘ সোমবার। ১২৮৭ সাল। ১৭ সংখ্যা।

খোঁড়ার পা খানে বই আর পড়ে না। নিরাবল গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ প্রস্তুতি হওয়ার হইতে যেমন বাড়াবার চেষ্টা পান, বিধির বিড়ম্বনায় তেমনি ঐ সকল হস্তার আপনা আপনিকোথা হইতে আসিয়া পড়ে। লোকসংখ্যা গ্রহণকারিদিগের বৃদ্ধিতার অস্থিরে সাঁতরালেন। পুনর্বার বিদ্রোহী হইয়াছে। ইহা শিক্ষা দিলে, দেশীয় লোক বিদ্রোহের কথা আনিবেন, তাঁহারিগের চোক কাণ ফুটিবে ভাবিয়া যাঁহারা স্বাধীনদিগকে চোক থাকিতে কাণা করিয়া রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দেন, তাঁহারা সাঁতরাল প্রভৃতি ঐ মূর্খ জাতিদিগের কপালে মূর্খ করিয়া রাখিবার জন্য শুদ্ধ হাত তোলেন। পুরাতন পুরু মূর্খ হইলে যেমন হয়, রাজার পারা মূর্খ থাকিলে সেরূপ হয়। লোক সংখ্যা গ্রহণকারিদিগের ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ মূর্খ তুলিয়া প্রকাশন করিতেছে। ছাকন সাহেবদিগের বিষম বিপদ্ধি। এদিকে সাতরালের লোক সংখ্যা গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া মত করিয়াছে। উহা সংক্ষেপ করিবার জন্য আবার নব-প্রণালী উহার মন্তব্য করা আবশ্যক হইয়াছে। অমনি ইংরাজেরা এই লোক সংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে, নিজেদের সাঁতরালের উদ্দেশ্য চর্চা আমাদের পরিচ্ছদের বাহিরে প্রভৃতি অন্বিষয়া তামাসা করিলেন, বড়লাট হস্তার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইলেন। দেশীয় সম্পাদিক সৈন্য ও নিজের পুলিস কমিশনারকে ইহার তোষ করেন। সেই অতিশয় শুদ্ধ প্রণালীতে গণনা আর কোন হইয়াছে করে নাই। সম্প্রতি উহা জোটবদ্ধ করা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষতাচরণের উদ্যোগ করিতেছে। ৩১ এ ডিসেম্বর বড়লাটের গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সংবাদ আসিয়াছে যে ভূমধ্যে ৬৩টী মাজিস্ট্রেটের আবেদন ক্রমে যাহারা জানকোতে কারারুদ্ধ হইয়াছিল উহারা তাহাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। শান্তি হওয়ার জন্য আবার নূতন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। কমিশনরের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত আর কতক গুলি ইউরোপীয় মাজিস্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছে, ওরা অন্য অন্য সেনা হইতেও তথায় বিস্তর কনষ্টেবল প্রভৃতিকে বদলী করা হইতেছে।

যাহা হউক থোড়ায় ভাল লোক লোক-সংখ্যা গ্রহণকারীরূপে নিযোজিত হইলে কখনই গবর্ণমেণ্টকে এত বিপদে হইতে ও টাকার শ্রাদ্ধ করিতে হইত না। উহারা অবশ্যই ত্রিটিশ নিয়মের প্রবল প্রতাপে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিবে। তখন তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বিবেচনায় বুঝাইয়া দিলে ভবিষ্যতে তাহারা আর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না। মূর্খ অনেক বিষয় বোঝে এই, তাহারা এক এক স্থানের এক এক জন দলপতি অথবা মণ্ডলের বাধ্য হয়। মণ্ডল যাহা করিবে বা বলিবে তাহারা তাহা শুনিবে ও করিবে। তাহাদিগের ভাল মন্দ বিবেচনাশক্তি নাই। অতএব এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের কথা, সেই সকল মণ্ডলকে লোক সংখ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তাহারা তাহা বুঝিতে পারিলে স্থির হইলে মূর্খগণও স্থির হইবে। আর কোন উৎপাত করিবে না।

লর্ড রিপনের শেষ কার্য্য।

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন [illegible] সম্পূর্ণরূপে [illegible] তাহা [illegible] ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী উঠাইয়া দিবার বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। এবারে ইংলণ্ডীয় ডাকের সংবাদে জানিতে পারা গেল, উক্ত আইনটী রহিত করিবার আদেশ ইণ্ডিয়া আপীস হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। যখন এতদিন এ বিষয়ে লর্ড রিপনের মত প্রকাশের অপেক্ষা ছিল, তখন এটী যে লর্ড রিপনেরই উদারচিত্ততার কার্য্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক আমরা তাঁহার এই কার্য্যটী দেখিয়া আমাদের ভাবী মঙ্গলের আশায় আশ্বস্ত হইলেম, এরূপ নহে, তাঁহার উচ্চ স্বভাবের একটী পরিচয় পাওয়া গেল। মহাকবী কালিদাস রঘুবংশে রঘুর বর্ণনাচ্ছলে করিয়াছেন।

তস্য সংস্তুতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥

সেই রিপণ যে কার্য্য করিবেন, পূর্ব্বে তাহার যে মন্ত্রণা করিবেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না। তাঁহার মুখবিকারাদি কখন দেখিয়াও কেহ তাঁহার হৃদয়গত ভাব জানিতে পারিত না। গূঢ় চক্রান্তিক বিরাদির সংস্কারের ন্যায় তাঁহার কার্য্য ফল দ্বারাই অনুমিত হইত।

আমাদের লর্ড রিপন বোধোদয়ের কার্য্য সেইরূপ ফলানুমেয় আমরা দেখিতেছি, লর্ড রিপন মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী রহিত করিবার বিষয়ে যে মত দিয়াছেন, এবং বিলাতে যে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, কেহ মুখফুটিয়া এরূপ [illegible] করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এটিও [illegible] ভাল কথা মন্দের [illegible] হয়। আমরা [illegible] হইয়া [illegible] আছি। [illegible] ভাবিতেছি। [illegible] যে [illegible] আমাদের [illegible] আছে। [illegible] ঐ [illegible] দিয়াছে। [illegible] ঐ [illegible] ঐ [illegible] ঐ

কিছু অতি সামান্য ঔষধ শরীরে দিলে তাহারও হ্রাস হইয়াছিল। যথার্থ কথা বলিতে না দিলে স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে যে বিকার জন্মে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে সময়ক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য। আদরবাসিদিগের অনুরোধে লর্ড রিপন প্রবেশে পদার্পণ করিয়াই অসুস্থ হইয়া ছিলেন, তাই তিনি ভারতবাসিদিগের উন্নতির ব্যাঘাতকারী পথ গুলি দমন করিতে পারেন নাই। তিনি যেরূপ উদারতার ও কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাতে তিনি অপনই লর্ড রিপনের ন্যায় ভারতবর্ষের যথার্থ হিতৈষীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতের উপকার-সাধনে বিলম্বিত থাকিবেন না। ইনি যেরূপ বিজ্ঞতা তাহাতে যে কার্য্যের ফলের সুফল হইবেন তাহাও আমাদিগের বোধ হইতেছে না। তিনি অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়িকতা গুণে আপনিই ভারতবাসিদিগের উন্নতি-রোধক পথগুলির বিশেষ বৃত্তান্ত জানিয়া লইবেন এবং তাহা উন্মুক্ত করিয়া তারপরকমিশিনারে যে সংশোধন হইবেন সে বিষয়েও সংশয় নাই। তিনি ভারতে প্রথম পদার্পণ করিয়াই যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানের লোকের মুখে তাহাদিগের উন্নতির প্রতিরোধক যে যে বিষয় শুনিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত ধাবিত হইয়াছে এবং তাহাতেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া, তাহাদিগের একজনে সকলের দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার কোন প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া শান্তনা করা আবশ্যক করিয়াছেন। তিনি এইরূপ মহামনা, তিনি যে ভারতবাসিদিগের সুখের নিদান হইবেন তাহা অসম্ভাবিত নহে। তিনি যে ভারতবাসিদিগের উন্নতির জন্য নূতন নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত করিবেন তাহাও আশ্চর্য্যের নহে। যে যে উপায়ে ভারতের মঙ্গল হইতে পারে পশ্চাতে আমরা সেই সেই উপায়ের উল্লেখ করিব। বর্ত্তমানে কলকত্তবেটীবন্দিগের অনুষ্ঠিত ভারতবাসিদিগের উন্নতির পথ-রোধক কারণগুলির নিরোধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার বলে প্রায়, ভারতবাসীদিগকে ইউরোপীয়দিগের সহিত সমভাবে পদ প্রদান, কাউন্সিল ষ্টাম্প উঠাইয়া দেওয়া, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগের বয়োবৃদ্ধির নিয়ম করা ও এদেশে ঐ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করা, ইলবর্ট, বাহা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে বিলম্বে সৃষ্ট করিয়া ভারতবাসিদিগের হাতে সাহেবের বিচারের মা চাপান দেশীয়দিগের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে সেই কার্য্যে অধিক ব্যয়ে ইউরোপীয় নিযুক্ত করিয়া অনর্থক ভারতের ধনের ক্ষয় যাহা না হয় তাহার কোন বন্দোবস্ত করা; সম্প্রতি এই কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে মহানুভব। লর্ড রিপন উক্ত আইনের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া তুলিয়া দিলেন। কিন্তু লর্ড লিটন যখন ভারতের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তিনি ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ষ্ট্রাচি প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির কথায় পুণাপাপ না ভাবিয়া ঐ আইনটীর সৃষ্টি করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের উদ্যোগে ঐ আইনটী হইয়াছিল লর্ড রিপন তাঁহাদিগের সম্মুখে তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে ভারতবাসীরা যে কত আনন্দিত হইয়াছেন তাহা তাঁহারা দেখুন। শাসনকর্ত্তার প্রজারঞ্জকতাগুণ না থাকিলে কোন বিষয়েই সুবিধা হয় না। সামান্য ভাগ স্বীকার করিলে অথবা একটু ক্লেশ সম্বরণ করিলে যদি লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গল সাধিত হয় তাহা কথা কি শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্য নহে? আর তাহা করিলে তিনি কি প্রজাগণের অনুরাগভাজন হন না?

উপসংহারে পাঠকগণের নিকটে বিনীত বচনে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা বড় চমকিত হইয়াছি মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী একা যেন না, লর্ড লিটন প্রভৃতি কয়েকজন মহাপ্রাজ্ঞের কীর্ত্তিকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

হাইণ্ড সাহেব পুনরায় সমক্ষেত্রে।

ইংরাজেরা বাহুবলে যে বিশাল রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন এবং অনুপম উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে পৃথিবীময় বাণিজ্য বিস্তার করিয়া যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন তাহা তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব গৌরব ও মহিমার কারণ নয়। বাজীকরেরা যেমন চাকচক্যশালী ভঙ্গ-প্রবণ চিত্তন পদার্থ দেখিয়া মোহিত হয়, তেমনি মূঢ়-ব্যক্তিরা ইংরাজদিগের ঐ সকল সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া মোহিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজ জাতির প্রকৃত মহত্ত্বের কোন উচ্চতর কারণ আছে। ঐ জাতির কতক গুলি লোকের ন্যায়পরতা, স্বজনের প্রতি দয়া ও অপক্ষপাতিতাদি গুণ সেই কারণ। সময়ে সময়ে ইংরাজেরা জাতি-সাধারণে ঐ সকল মহামনা ব্যক্তির মতের যে অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতেই ঐ জাতির চিরকালের জন্য অসামান্য মহত্ত্ব ও খ্যাতি লাভ হইয়াছে। কয়েকজন মহামনা ব্যক্তির মতানুসারী হইয়া ইংরাজেরা যে দাস-ব্যবসায় রহিত করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ জাতির যেরূপকার মহত্ত্ব লাভ হইয়াছে সহস্র সহস্র ভারতবর্ষ জয় করিলেও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। আজ ও যে ঐ জাতির মহিমা ও গৌরব রক্ষা হইতেছে তাহাও ঐরূপ কয়েকজন মহামনা ব্যক্তির গুণে। যাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপরতাবে উন্নত স্বজাতির অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করেন তাঁহারা ইংরাজ জাতির গৌরবের কারণ নন। এখনও যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে দুর্জ্জনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা ইংরাজ জাতির যথার্থ গৌরবের কারণ। দরাফ খাঁ এই বলিয়া গঙ্গার স্তব করিয়াছিলেন:—

সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
সততমতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্ত্ব কিন্তে মহত্বং।
যদি চ গতি বিহীনং তারয়েঃ পাপীনং মাং
তদপি তব মহত্বং তদ্ভবত্বা মহত্বং॥

হে মুনি-কন্যে গঙ্গে! তুমি যদি পুণ্যবানকে তরাও তাহাতে তোমার কিছুই মহত্ত্ব নাই, কারণ পুণ্যবান ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলে তরিয়া যায়। যদি গতিবিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলেই তোমার মহত্ত্ব,আর সেই মহত্ত্বেই মহত্ত্ব।

ভগবান অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

হে কুন্তিপুত্র! তুমি দরিদ্রকে প্রতিপালন কর, ধনবানকে ধন দিও না, পীড়িত ব্যক্তির ঔষধে আবশ্যক, নীরোগ ব্যক্তির ঔষধে কি প্রয়োজন?

যাঁহারা অধীন দরিদ্র-ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ধনী ইংলণ্ডের উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের গৌরব নন। তাঁহারা ইংলণ্ডের কলঙ্ক স্বরূপ কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষকে দীন, দরিদ্র ও দুর্ব্বল, ভাবিয়া ইহাকে সদাই নয়নে দর্শন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টা করেন, তাহারাই ইংলণ্ডের গৌরব স্বরূপ। হাইণ্ড সাহেব শেষোক্ত দলের অন্তর্নিবিষ্ট। আজ কাল অনেকে ভারতকে সচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা তিতরের খবর জানেন না। সস্তা বিলাতী কাপড় ও ছাতা হইয়াছে। ১৫০ আনা ১৮০ সিকা হইলে একটী ছাতা ও এক জোড়া কাপড় হয় এবং এই সস্তা পাইয়া চাষারা পর্য্যন্ত ছাতা মাথায় দেয় ও পরিষ্কার কাপড় পরে। এই দেখিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন ভারতবর্ষ সচ্ছল হইয়াছে কিন্তু তাঁহারা যদি চাষাদিগের আহার দেখেন, নিঃসন্দেহ এ সিদ্ধান্তের বিপরীত হইয়া যায়। তাঁহারা যদি ভিতরের খবর না নিতে চান,তাহা হইলেও আমরা এই কথা বলি, ভারতবর্ষ যত সচ্ছল, এক দুর্ভিক্ষে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। এক বৎসর যদি অনাবৃষ্টি হইয়া দুর্ভিক্ষ হয়, অমনি ভারতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এই কি ভারতের সচ্ছল অবস্থার লক্ষণ? হাইণ্ড সাহেব ভারতের দরিদ্রতার যে কারণ নির্দ্দেশ

করিয়াছেন অথবা তাহা পঠনকালের শোভন করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। ইণ্ডিয়া টাইম্‌সের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, হাইণ্ড সাহেব এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, দীর্ঘকালীন অনুন্নতির পর যে উন্নতির আশা করা যায় ১৮৮০ অব্দের বিলাত সে উন্নতির সাক্ষী নয়। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণকে এই বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন ভারতবর্ষ এত দরিদ্র কেন? সেখানে আদি, সুশাসন ও উত্তম শাসন-প্রণালী বিদ্যমান সেখানে তাহার নৈতিক ফলোৎপাদন না হয় কেন? হাইণ্ড সাহেব বিশেষ প্রমাণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ১৮৮১ অব্দের ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভা, ইংলণ্ডের হিসাবে ১৯০০০০০০ টাকার কম ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন না। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরে যে টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবেন তাহা গণনায় ৫০০০০০০০ টাকা হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে জাহাজ ভাড়া সুদ প্রভৃতি বাদে কেবল কুবিজাত দ্রব্য ২৪০০০০০০ টাকার কম ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু উহার পরিশোধস্বরূপ কিছুই যেন নাই। ফসেট সাহেব নিশ্চিতরূপে দেখাইয়াছেন; অন্ততঃ ৬০০০০ ব্যাঙ্কে ভারতবর্ষের ৪০০০০০০০ টাকা আছে। যে দেশের এই আয় তাহা হইতে যদি ঊনবিংশতি টাকা ইংলণ্ডে গেল, তাহাই কি ঐ দেশের দারিদ্রের পর্য্যাপ্ত কারণ নয়? উহাও যেন যথেষ্ট থাকে, ইংলণ্ড কেবল যে এই বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন, তাহা নয়, গত ২০ বৎসর অধিক ইংলণ্ড ২০০০০০০০ টাকা বর্ষে বর্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণেতে গত পঞ্চাশ বর্ষ যে কেন দরিদ্র হইয়াছে তাহা বুঝিয়া কে নিষ্পন্ন হইতে পারে? কোন ইংলণ্ডের ইতিহাস আলোচনা বিশ্বয়াপন্ন হই? তাহারা উত্তমরূপ জানেন, ইহার অর্থ কি? হাটাইন অবশ্য গত বৎসর স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছেন যে, কোন ভারতবাসীর দাস নীতিজ্ঞ, চিন্তাশূন্য হইয়া এই অর্থশোষণের বিষয় দেখিতে পারেন? ইত্যাদি।

যাঁহারা বলেন ভারতবর্ষ হইতে যাইয়া ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই। তাঁহারা হাইণ্ডম্যান সাহেবের বাক্যে কি উত্তর দেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহাদের কি এই ইচ্ছা, যে ভারতবর্ষে কিছু না থাকে, ভারতবর্ষ যে প্রকার উর্ব্বর ও ভারতবাসিরা যে প্রকার মিতব্যয়ী ও মিতাচারী ও সামান্য অসন বসনে তুষ্ট, উত্তম হাকার অধীনে ইহাদের কোন প্রকার কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা নয়। পূর্ব্বে শাসন-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা থাকাতে প্রজার যে কষ্ট ছিল, তাহা এখন নাই। তবে কেন ভারতবাসির কষ্ট? ইংলণ্ড বর্ষে বর্ষে যে অর্থ গ্রহণ করেন, হাইণ্ড ম্যান সাহেব যাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, সেই টাকা যদি ভারতবর্ষে থাকিত তাহা, হইলে কি ভারতবাসির কষ্ট থাকিত? আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ধনীর উদর কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। ইংলণ্ড ভারতের যত অর্থ গ্রহণ করিতেছেন ততই তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে, পক্ষান্তরে ভারত ইংলণ্ডের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট যাহা কিছু পাইতেছেন, তাই লইয়া উভাইয়া উভাইয়া তাহা সুখ করিয়া খাইতেছেন, কিন্তু কতকগুলি ধনলুব্ধ ইংলণ্ডবাসির তাহাও সহ্য হইতেছে না। তাঁহারা ভারত শরীরের কোন স্থানে রক্ত আছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সেইখানে শিঙ্গা বসাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। এত টাকা যদি ভারতের বদনাথাব হইতে ইংলণ্ডে না যাইত, তাহা হইলে ভারতের অর্থকৃচ্ছ্রতা বলিয়া শোক করিতে হইত না, এবং নূতন প্রকার ট্যাক্সের কোন অনুসন্ধান করিতে হইত না।

আসাম প্রকৃতি প্রদেশে মনুষ্য লোকের আইন।

গবর্ণমেণ্ট যে যে বিষয়ে আইন করেন তাহার বিধি ও নিষেধ-বিষয়ে তাঁহার অনুমোদন ও প্রত্যাখ্যানের যে কথাবলম্বন আছে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। গবর্ণমেণ্ট আইন করিলেন যেন বালকগণ্ডলি বাল্যাবলিকে না দিয়া বেচাবিদিগকে দিতে হইবে। ইহাতে বিধি ও নিষেধের অনুমোদন ও ঈশ্বর বিষয়ই গবর্ণমেণ্টের সাধারণ লোকের আস্থার প্রকাশ পাইতেছে। ব্যবস্থাপকসিনিদিগণ যদি বেচাবিদিগকে বাল্যদান হইতে নিবৃত্তে সাহায্য না করেন, তাহারা নিঃসন্দেহ অধিমান রক্ষিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ের আইন করেন সে বিষয়ে তাঁহার সাধারণের মত করিয়া, তাহা যদি প্রমাণ হইল তবে যে বিষয় ব্যবস্থাপকের দোষ আছে, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয় আইন করা উচিত হয় না।

আমরা আসাম "প্রকৃতি প্রদেশ মনুষ্য লোক বিষয়ক আইনটী লক্ষ্য করিবার এইরূপ কথা বলিতেছি; ১৮৭৩ অব্দের ৩ আইন মতে ব্যবস্থাপকের একটী আইন হয়। ১৮৮০ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আইনটীর সংশোধনার্থ এক কমিশন নিয়োজিত করেন। কমিশন স্বয়ং আপন করিয়া রিপোর্ট দিয়া সেই রিপোর্ট সাধারণের গোচরার্থ ২৬ এ জানুয়ারি কলিকাতা গেজেটেপ্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন ঐ আইনটী যেরূপে করিয়াছেন, আইনটী সেরূপে হওয়া আমাদিগের অনুমোদিত নহে। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে বলপ্রয়োগকারিকা অত্যন্ত অনুগামী হইতেছেন।

উপনিবেশে উৎসাহ দান গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য নয়। চিরকালই উপনিবেশ করিবার রীতি আছে। দেশ মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক হইলে অতিরিক্ত লোক লইয়া নির্জ্জন প্রদেশে বসতি করান হইয়া থাকে। কালীদাস হিমালয়ের বর্ণনকালে হিমালয়ের এই বিশেষত্ব দিয়াছেন—

"অর্থাতিরিক্তান বনদং স্তরে যোগ নিবেশিতহং।"

অর্থের অতিরিক্ত লোক লইয়াই যেন হিমালয়ে উপনিবেশ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণসম্প্রদায়ের টীকাকার মল্লিনাথ এস্থলে প্রসিদ্ধ নীতি-গ্রন্থকার কৌটিল্যের উপনিবেশ সম্বন্ধে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু সেই উপনিবেশে, আর আসাম প্রভৃতি প্রদেশে মনুষ্য প্রেরণে বড় অন্তর। সেই উপনিবেশের বাসকারীরা স্বাধীনভাবে ভূমির কর্ষণ বসনাদি কার্য্য সম্পাদন ও বাণিজ্যাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সেই স্বাধীন বাসকারিদিগের দ্বারে, সেই নূতন উপনিবেশস্থান শীঘ্র উন্নতিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু আসাম প্রভৃতি প্রদেশে যে উপনিবেশ নয়, এখানে বাক্তি বিশেষের স্বার্থ সাধনার্থ স্বাধীন জীবপ্রকৃতিদিগকে গো গর্দ্দভাদি পশুর ন্যায় আইনরূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। সেখানে তাহারা ভাগ্যোদয় অধিকারিদিগের ইচ্ছানুসারে চলিয়া পরিশ্রম করিয়া থাকে। আইন কর্ত্তারা বলিতেছেন, যে ভাকরে যে মজুর ক মাসিয়া যাইবে তাহার [illegible] করিবে [illegible] করিবে। [illegible] করিবার [illegible] মজুর লইয়া [illegible] করিতে পারিবে। একজন যদি একটী মজুর লইয়া গেল আর একজন চা-কর তাহাকে ইচ্ছা দেখাইয়া দিলে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতে পারিবে।

আইনে এই কথা লিখা করাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, চা-কর্দিগের মজুরদের স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার কোন অধিকার নাই। এই বল প্রয়োগ করিবার বিষয়ে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা হইতেছে। এরূপ সংযুক্তিশালী নানারূপ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত নয়। গবর্ণমেণ্টের এরূপ আইন করাই সঙ্গত যে, চা-ক্ষেত্রে যে সকল মজুর নীত হইবে, চা-করেরা তাহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে না পারে, তাহাদিগকে কদর্য্য আহার দিয়া কিম্বা কম্ম [illegible]

বাস করাইয়া সুস্থ মুখে স্বাধীন করিতে না পারে, তাহার স্বত্বাধিকার তত্ত্ব একার্থ করিয়া। সে নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যে আইন করা উচিত, তাহা করা বিষয়। কিন্তু চা-করে গিয়া মনুষ্য যে স্বেচ্ছানুসারে ফিরিতে পারিবে না, তাহার আইন করা উচিত হয় না। যদি কোন চা কর মনুষ্যকে টাকা দিয়া থাকে, দ্বিতীয় চা কর সে টাকা পরিশোধ করিবে।

যদি এল প্রথম চা-করের কি লাভ হইল, সে মনুষ্যকে লইয়া গেল, সে মনুষ্য যদি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে প্রথমে কষ্ট ও চেষ্টা পাইয়া ও অর্থ ব্যয় করিয়া মনুষ্য সংগ্রহ করিল, তাহার কি ফল হইল? উত্তরে আমরা বলি,গবর্ণমেণ্ট যখন চাকেত্রে মনুষ্য যোগাইবার ভার স্বকার্য্যস্থলে গ্রহণ করিতেছেন। তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, অসমর্থ মনুষ্যদিগকে টাকার বাসন দিয়া শেষে চা-করদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লন। মনুষ্য যে চাকেত্রে অধিক বেতন পাইবে, সেই খানেই সে কাজ করিবে। গবর্ণমেণ্ট, চাকেত্রে মনুষ্য সরবরাহ করিবার ভার গ্রহণ করিলে এই একটী লাভ হইবে যে অনেক অজ্ঞ মনুষ্য প্রলোভনে পড়িয়া যে অশিক্ষিত ও প্রতিকিত হয়, সেই প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ভাগ অল্প হইয়া আসিবে।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতিতা।

শিক্ষাবিভাগে।

সার চার্লস উড ভারতবর্ষে স্বিধাসিদ্ধ বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৫৪ অব্দে যে শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র প্রেরণ করেন তাহার উদ্দেশ্য এই, গবর্ণমেণ্ট ক্রমে শিক্ষাকার্য্য হইতে হস্ত সঙ্কোচ করিবেন এবং দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব সন্তানাদির শিক্ষা ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। সেই উদ্দেশ্য ক্রমে সুসাধিত হইয়া আসিতেছে। ১৮৭৮-৮০ অব্দে, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যবিবরণে দৃষ্ট হইল, গবর্ণমেণ্টের ছাত্র হ্রাস করিয়া দিয়াছেন এবং সাহায্যকৃত ৩১টী স্কুল বৃদ্ধি করিয়াছে। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের স্কুল সম্বন্ধে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। নিম্নোক্ত লিখিত হইয়াছে, যেপর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অবধি এই পর্য্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা সম্বন্ধে যত টাকা দান করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা সংরক্ষণ দান গবর্ণমেণ্টের দানকে অতিক্রম করিয়াছে। কলেজ সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয় শতকরা ৫১ হইতে ২১ হইয়াছে। কলেজ ভিন্ন অন্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় শতকরা৫৫ হইতে ৩৩ হইয়াছে, এবং নর্ম্মাল সাহেবের পাঠশালার ব্যয় শতকরা ২৮ হইতে ২৫ হইয়াছে। কেবল বিশেষ শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া শতকরা ৮২ হইয়াছে।

একাউণ্টেণ্ট জেনারল ব্যয়ের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিষয়	১৮৭৯-৮০ অব্দে আনুমানিক ব্যয় টাকা	১৮৭৯৮০ অব্দে বাস্তবিক ব্যয় টাকা
হস্তাবধান	৩৯১০০০	৪২৭৬০৪
গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও মাদ্রাসা	৪৬৬০০০	৪৪৬৮১৭
গবর্ণমেণ্ট স্কুল	৯১৪০০০	৯০৭০৬৫
সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ও উচ্চ-শ্রেণীর স্কুল	৪৫০০০০	৪১৯২২৬
প্রাথমিক শিক্ষা	৪০০০০০	৩৮৮৩৩৬
ছাত্রবৃত্তি	১৫৬০০০	১৪৯১৫৫
অন্য প্রকার	৬৬০০০	৩১৩৫৭
মোট	২৩৮০০০০	২৪৭৫১৬০
আয় বাদ	৪৫০০০০	৪৫০৭৪৫
গবর্ণমেণ্টের খাটি ব্যয়	১৯৭০০০০	২০২৪৩১৫

গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয় ও সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা।

	১৮৭৯। স্কুল।	ছাত্র।	১৮৮০। স্কুল।	ছাত্র।
গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও কলেজ	৩০৭	২৮৪২৩	৩০১	২৯৩৩২
সাহায্যকৃত উচ্চ শ্রেণী	১৯৭৭	৮৪৮৩১	১৮৮৮	৮৮৮০৫
সাহায্যকৃত নিম্ন শ্রেণী	৪৮১	১১৮০৭	৫৮৮	১২৭৮৫
প্রাথমিক স্কুল	২৪৯৫৪	৪৮০৫৮	৩০৪১৭	৫৮৯০৫
নর্ম্মাল পাঠশালা ও নর্ম্মাল স্কুল	৩৯০৭	১১৪০৮	৪০১৩	১০৩৭৫

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ জানুয়ারি। ডব্লিনহইতে সংবাদ আসিয়াছে ইংরাজদিগের সহিত সাধারণ অশান্তিকারী সৈন্য লাণ্ডসক নামক স্থানে বোয়ার্সদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু বিস্তর ক্ষতির সহিত পরাভূত হইয়াছে।

বোয়ার্সেরা যেখানে আড্ডা করিয়াছে তাহার তিন মাইল দূরে সার কণ্ড ওলে সৈন্যগণ সমাবিবাহারে শিবির-নিবেশ করিয়াছেন। তিনি শত্রুদিগকে আক্রমণের পূর্ব্বে নূতন সৈন্যের সাহায্য প্রতীক্ষায় তথায় রহিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি কমন্স চাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করা হইবে কি না যে পর্য্যন্ত তাহা স্থির হইতেছে, সেপর্য্যন্ত তথায় রেলওয়ে প্রস্তুত করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না।

লর্ড ওয়াভেনি লর্ডদিগের হাউসে একটী রেজলিউসন দিয়া কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। লর্ড এনফিল্ড গবর্ণমেণ্টের নীতির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর রেজলিউসন তুলিয়া লইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। ফরাসীর সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া কমন্স চাউসে বাদানুবাদ হইয়া পুনরায় তর্ক বিতর্ক বন্ধ হইয়াছে। গত কল্য গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন আয়র্লণ্ডে অত্যাচার ও লাণ্ডলিগ তুল্যরূপে বৃদ্ধি হইতেছে।

লাণ্ডসক নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যগণ যাহাতে বোয়ার্সদিগকে আক্রমণ করে তাহাতে কর্ণাল ডীন, মেজর পোলি, লেফ্টেনণ্ট রবার্ট হামণ্ড এলউইক ও তাঁহার অনুচরবর্গ ও লেফ্টেনাণ্ট বাইলি হত এবং মেজর বিকেইন, কাপ্তেন লডব্রোক ও লেফ্টেনাণ্ট ও ডোনেল আহত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সৈন্য প্রভৃতিতে ১৮০ জন হত ও আহত হইয়াছে।

এক ব্যক্তি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, বোয়ার্সের অগ্রহত লোকদিগকেও বধ করিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জানুয়ারি। নেটাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ফ্রকে ষ্টকেল নামক জাহাজ ৮০ ও ৯২ নম্বর সৈন্যদলকে লইয়া ডরবানে উপনীত হইয়াছে।

ষ্টেণ্ডার্ড বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী উঠাইয়া দিবেন।

টমস কারলাইল পড়টাপর পাড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন।

সেণ্টসিটাসবর্গ ৩০ এ জানুয়ারি। একেন্সি রুশি বলিয়াছেন, আমীরের অকোমান্যনের সম্বন্ধে রুশের যাহা করিবার, তাহা সেনাপতি স্বরেলফের নিরীক্ষণানুসারে করা হইবে।

লিবন ৩০ এ জানুয়ারি। পর্টুগালের ডেপুটী চেম্বার্স সভা পোর্টুগালের মধ্যস্থতা দ্বারা ট্রান্সভালের স্বাধীনতা নিষ্পত্তির প্রস্তাব লইয়া মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন।

লণ্ডন ৩১ এ জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন, ইংরাজ সৈন্যগণ কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে পর, কাবুলের নায় তথায় এক জন দেশীয় লোককে প্রতিনিধি রূপে রাখিবার সঙ্কল্প আছে।

বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন,গ্রীক সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য যে কনফরেন্স সভা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন উচ্চ বাচ্য হয় নাই। দূত প্রেরণ দ্বারা সন্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ মত তাহার

কিছু পরিবর্ত্ত হয় নাই। অতএব সেক্রেটারির বিষয়ান্তর প্রেরণ দ্বারা মীমাংসা করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে রাজপুরুষ উপযোগী হইয়া বিনা খোসামোদে ঠিক প্রস্তাবের মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইবেন।

সংগ্রাম-কার্য্যের ষ্টেট সেক্রেটারি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, ২৪২৩ জন সৈন্য ভারতবর্ষ হইতে কর্ণাটে উপনীত হইয়াছে। ডিবরুগীর হইতে যে নূতন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা কল্য তথায় উপনীত হইবে। ১০ ই ফেব্রুয়ারি আর কতকগুলি সৈন্য তথায় যাইবে। সমুদায়ে তথায় ৪৫০০ নূতন সৈন্য যাইতেছে।

বোয়ারদিগের মধ্যে যাহারা কোন অপরাধ করে নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলে যুদ্ধকালে তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, উহাদিগের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে। অধিকারীদিগের বল করিবার কোন অধিকার নাই, কিন্তু পুরি [illegible] বলে কোন কথাই হয় নাই।

লণ্ডন ১ [illegible] বিদ্রোহীদলকে বিদ্রোহীদলের [illegible] পরাস্ত করিয়াছে। পুলিষকে সেনাপতি ডিভিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লা ডলিফ সম্প্রদায়ের [illegible] করিবার জন্য উপায় [illegible] ৬৬ সভা হইয়াছিল।

লর্ড [illegible] করিয়াছেন। [illegible] উপায় অবলম্বন [illegible] করিবার পক্ষ করা [illegible] বলিয়া [illegible]

প্রাক্টর [illegible] মতের [illegible] করিবেন। [illegible] তিনি উহা [illegible] স্বয়ং [illegible] পক্ষ [illegible] বলিয়া [illegible] কোরমসাহেব [illegible] প্রতিবাদ করিবেন।

[illegible] । ফ্রান্সের [illegible] অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] বলিয়াছেন।

এম কমন্সসভায় বলিয়াছেন, [illegible] দ্বারা গ্রীসের [illegible] হইলে [illegible] হইবে, এবং [illegible] দ্বারা মীমাংসার [illegible] অনেক চলিয়া গিয়াছিল।

লণ্ডন ১ লা ফেব্রুয়ারি। কমন্স হাউসে কোন [illegible] মতের [illegible] হইয়াছে। কোন বার বৈকালে যে সভাধিবেশন হইবার [illegible] তাহা ভঙ্গ হয় নাই।

লণ্ডন ১ লা ফেব্রুয়ারি। কমন্স হাউসের এখনও অধিবেশন ভঙ্গ হয় নাই। প্রতিবাদকারীরা বারান্দায় বসিয়া থাকিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। কোন কারণে হাউসের অবস্থানের কারণে ব্রাইট সাহেব তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ কারিদিগের মুখবন্ধ করিবার কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ করা শীঘ্রই একটী প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ডেলি টেলিগ্রাফ বলেন সেনীর মুক্তারের সংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দিবার জন্য ইণ্ডিয়া আফিস হইতে কলিকাতায় পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

বলপ্রয়োগ উপায় গ্রহণ সম্বন্ধে কমন্স হাউসে যে বাদানুবাদ হইতেছিল অদ্য বেলা ১০ টার সময়ে তাহা বন্ধ হইয়াছে। হাউস আসেনব্লে বলপ্রয়োগ উপায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাতে কোমকল সভাগণ অবকাশে সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিরক্ষার্থী একবার পাঠ করা হইয়াছে। অদ্য তৃতীয়বারের সময়ে দ্বিতীয়বার পাঠ করিবার কথা আছে।

লণ্ডন ২ রা ফেব্রুয়ারি। ব্রাডলৌ সাহেব একটী একটী নিয়ম করিবার সংবাদ দিয়াছেন যে, বিশেষ জরুরী বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার তিন চতুর্থাংশ সভ্যের মত হইলে সভার কার্য্য সম্পাদনে প্রভু থাকিবে।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি। ইহার [illegible] হইবে না।

[illegible] ২ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] মন্ত্রণা [illegible] যে ভাবিয়া [illegible] বলিতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব [illegible] সভার [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছেন। [illegible] দ্বারা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ৩৫ [illegible] । [illegible] অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] বলিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। কমন্স সভা গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উহার পর কমন্স সভা আয়র্লণ্ডে বল প্রয়োগ উপায় অবলম্বনের মত প্রদান করিয়াছেন।

পার্নেল সাহেব একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া আয়র্লণ্ডের লোকদিগকে শান্তভাব অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের নিমিত্ত পার্লিয়ামেণ্টে [illegible] পুনরায় বিবাদ উত্থাপিত হইবে।

লণ্ডন ৩ রা ফেব্রুয়ারি। কমন্স হাউসে কথা গত গোলযোগ চলিয়াছে। পার্নেল সাহেব দুঃখিত হইয়াছেন। যে সকল কোমকলার সভা সভার কার্য্যের [illegible] বিরক্তিকর উক্তিরা প্রত্যেকে পঞ্চাশবারে দুঃখিত হইতেছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব ভারতবর্ষীয় বোম্বের আমদানী মাদুল সংক্রান্ত প্রস্তাবের করিয়াছেন, তিনি সম্ভাবনা করেন, গবর্ণমেণ্ট উহা রহিত করিতে পারিবেন।

মেউপিটার্সবর্গ ৩ রা ফেব্রুয়ারি। [illegible] নিকট হইতে সংবাদে সংবাদ আসিয়াছে, তিনি আস্ত্রাবাদ অধিকার করিয়াছেন। একদল তুর্কিস্থা অস্ত্রারোহী সৈন্য আস্ত্রাবাদ ছাড়াইয়া অনেক পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

কাবুলের সংবাদ।

কান্দাহার পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি কাজ সাকল্যে করিতে হইবে, তার পরে বরটি সাহেবকে এই নিমিত্ত বিদায় লইয়া বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়া কলিকাতায় [illegible] পুনরায় কোয়েটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আইয়ুবখাঁর হস্তার জন্য আফিসিনিয়ের সহিত এপর্য্যন্ত কোন বন্দোবস্ত হয় নাই।

লর্ড লিটন এক্ষণে লর্ড সভায় আফগান সমর্থন করিতেছেন। তিনি একবার সভায় কলের [illegible] ১। ঘণ্টা বোম্বাইয়ের পর প্রকাশ করিবেন। ইতি পূর্ব্বে এ পর্য্যন্ত কথা কেহ জানিতে পারে নাই।

৪২ ৭ অব্দে ইংরেজিদিগের মধ্যে কেবল ৭ বাঙ্গালার ৩৫৫ জন ইউরোপীয় ৬ ৪১৩ জন দেশীয় সৈনিকের [illegible] সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। [illegible] ক্রমে ৫৩ ৭ ৩৫ ৩৮ হাজার টাকা [illegible] হইয়াছে।

আইয়ুব খাঁ [illegible] করিয়াছেন। তিনি আজি কালের মধ্যে [illegible] করিতে পারিতেছেন না। তিনি কাবুলের দুর আমীর দোস্তমোহাম্মদ খাঁর সৈন্যদিগের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত্র আদায়ের বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

আমীর শীঘ্রই কাবুলে আগমন করিবেন, তিনি আসিবার আয়োজন করিতেছেন। ওদিকে অয়ুব খাঁ সেই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ সৈন্যগণ চলিয়া আসিলে অয়ুব খাঁ যদি আবদুল রহমানকে দূরীকৃত করিয়া কাবুলের আমীরি লন তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণ-

মেণ্ট তাঁহাকে দুঃখ দান করিবেন, বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মহম্মদ হাদত খাঁ বিদ্যোৎসাহকতা করিয়া আমীরের চৌকাদি বহুমূল্য দ্রব্য সকল আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন, পাইওনিয়র এই সংবাদ প্রকাশ করাতে তিনি উহা মিথ্যা বলিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমীর খাঁ পাবনার সাহেব সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। সাহেব উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু দূত পুনরিয়ের সর্দ্দার হামজাবেগের নিকট বাস্তবিক তিনি আবশ্যকমত সৈন্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শান্তির অধীন এক্ষণে রহ। ৩০ হাজার সৈন্য হইয়াছে, ওরিয়ের অনেক পাজন্টা জাতিও আবশ্যকমত সাহায্য করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আমীর এক্ষণে কিরাটের চতুঃপার্শ্বের লোকের নিকট হইতে বাজস্ব আদায় করিতেছেন। প্রজারা টাকা সন্তুষ্টচিত্তে খাজনা দিতেছে। তাহারা লোকদিগের এই বিশ্বাস, আমীর যুদ্ধ করিয়া কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিলে, পরে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজকে উদ্ধার করিবেন।

আবদুল রহমানের উপর প্রজারা বড়ই অসন্তুষ্ট। অধিক কি তাঁহার নিজের কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত এমন অসন্তুষ্ট যে সুবিধা পাইলে তাঁহাকে বধ করিতেও ছাড়ে না। এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা সশঙ্ক হইয়া থাকেন।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

স্ত্রীর মহিমা। শ্রীমতী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বলরাম দের ষ্ট্রীট ৮৮ নম্বর ভবনে মুদ্রিত। স্ত্রীলোকের দ্বারা মাসিক পত্র প্রচারিত হওয়া সাহিত্য সমাজের বিশেষ উন্নতির একটী প্রধান চিহ্ন। এবার ইহাতে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে লেখিকার সুশিক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সাহিত্য ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তাহা সংগ্রহ করা দাঁড়াইয়া স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ মনে মনে করেন তাঁহারা সাহ। ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ এতদুভয়কেই সমান শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি দিয়াছেন। কিন্তু চর্চ্চার অভাবে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের পশ্চাৎ পতিত হইয়াছেন। তাহাদিগের উপর পুরুষদিগের অন্যায় প্রভুত্বই তাহাদিগের উন্নতির আর একটী প্রতিরোধক। অধুনা উন্নতিশীল নব যুবকদিগের উৎসাহে ও যত্নে হিন্দু স্ত্রীগণ শিক্ষাসম্বন্ধে অনেকাংশে উন্নতি লাভ করিয়াছেন সত্য কিন্তু খ্রীষ্টীয় স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক অংশে যে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন আমরা পদে পদে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহা হউক এবার সম্পাদিকা প্রবন্ধগুলি যেরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাতে বেশ বোধ হইতেছে পত্রখানি শীঘ্রই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আশা করি সম্পাদিকা অধিকতর যত্নের সহিত ইহার উন্নতিবিধান করিবেন।

ভিষক্। ঢাকা বৈদ্যক সমালোচনী সভা হইতে প্রকাশিত এবং গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত। আজ কাল আমাদের দেশে সাহিত্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আলোচনার জন্য অনেকগুলি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তন্মধ্যে তাহাতে সম্পূর্ণ না হউক অনেক পরিমাণে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা হওয়াতে দেশের অনেক উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক পত্রিকার যেমন বহুল প্রচার হইতেছে তাহার সহিত তুলনায় চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক অথবা পত্রিকার প্রচার নাই বলিলেই হয়। আমরা অনেক দিন অবধি ইহার অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু ঢাকার বৈদ্যক সমালোচনী সভা উপরিউক্ত নামের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকাখানি প্রচারে তাহার কিয়দংশ দূর করিলেন বটে কিন্তু ইহা সমুদ্রে পারাবারের ন্যায়। আমাদিগের দেশে ডাক্তারের অপ্রতুল নাই। তাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুশীলন করা, তদ্ভিন্ন বিষয় তাঁহারা তাহাতে লিখিয়া আমাদিগের আবশ্যক সমাজের দৃষ্টি ইংরাজী চিকিৎসার উপর সুদৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ভিষকে এবার যে বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে তাহা অতি সারবান।

শিক্ষা সোপান প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রণীত। কলিকাতা আমাদুপুর ২০ সংখ্যক ভবনে সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকুমারমতি বালকদিগের পাঠ সৌকর্য্যার্থ ইহা প্রণীত হইয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় শিশুশিক্ষা নামক তিন ভাগ পুস্তক লেখেন। কিন্তু নিরক্ষরিত বাবুগণ ও লালসা বশত বালকেরা শিশুশিক্ষার আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে তাহাদিগের বানান শিক্ষা ও যুক্তি-শক্তির চালনার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে দেখিয়া তদীয় দোষ নিবারণের মানসে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয় রচনা করেন। কিন্তু তাহাতে ও শব্দ কাঠিন্য দোষ প্রভৃতি থাকাতে যোগেন্দ্র বাবু বালকদিগের পাঠের সুবিধার জন্য উক্ত উভয় দোষ পরিহার মানসে শিক্ষা সোপান প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমরা ইহার আদ্যন্ত ভাল করিয়া দেখিলাম, গ্রন্থকার বর্ণপরিচয়ে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন তিনি নিজেই তাহার সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারেন নাই। তবে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষা শিক্ষাসোপানের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে অনেক নূতন কথা সংযোজিত হইয়াছে সুতরাং বর্ণপরিচয় অপেক্ষা ইহা পাঠে বালকদিগের কিছু অধিক শিখিবার সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের বিবেচনায় বালকেরা শিক্ষা-সোপান প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিলে একবারে বোধোদয়, নীতিসার প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে পারে।

সচিত্র অনুবাদ ও সটীক মূল সমেত শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা। মীমাংসা, শ্রুতি, ন্যায় বেদান্ত ও সাহিত্যাদির মতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কাঙ্গালীপুকুর ১০ নম্বর সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত এবং সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ, প্রথম কাণ্ড। মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত ও বিষ্ণুবল্লভের টীকার বঙ্গানুবাদ সমেত বিষ্ণুপুরাণ। মহমনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে শ্রীকালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত। এই উভয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ২ রা ফেব্রুয়ারি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় পুটিয়া ইংরাজী স্কুলগৃহে জাতিবন্ধু হেরম্বচন্দ্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবার্ট নাইট সাহেবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও তাঁহার প্রার্থনা যাহা তাঁহা সম্পন্ন করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

আমরা প্রামাণিক সূত্রে অবগত হইলাম যে মহা সমারোহে পুটিয়ার মহারাণীর শরৎসুন্দরী বঙ্গ বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট সাহেব মফস্বল পরিদর্শনার্থ পুটিয়ায় দুই দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া সভ্যগণকে মহোৎসাহিত করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট প্রেস কমিশনর লেপট্রিক সাহেবকে নিষ্কণ্টক বেহারে নাকি ঐ আপীসের সেক্রেটারির কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

২৭ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে ৮৫৯১৭১

টাকা মঞ্জুর ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনায় এ সপ্তাহে ১৮৫৩১৫০ টাকা বেশী মঞ্জুর হইয়াছে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯ কোটী ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আমেরিকার একজন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সচরাচর গ্রীষ্মকালে এই সূর্য্যের তেজ পৃথিবী হইতে ৪০ ক্রোশ উপরে অগ্নি তুল্য। বড় গ্রীষ্মের সময়ে ৩৫ ক্রোশ উপরে কিরণ অগ্নির সমান হইয়া থাকে। বর্ষাকালে এক হাজার ক্রোশ উপরে এবং শীতকালে ৫ হাজার ক্রোশ উপরে উহার কিরণ অলক্ত অগ্নিময় অর্থাৎ অগ্নিতে যেমন তৃণ প্রভৃতি ধরিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া যায়, সেমনি উক্ত স্থানে উল্লিখিত পরিমাণ উচ্চে তৃণ প্রভৃতি রাখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা জ্বলিয়া যায়।

রেইসম্যান সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেব নিজামের গ্লানি করাতে নবাব ইরাকউল ওমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। জনরব এই যে, এক্ষণে তিনি নানা কারণে তাঁহার ওটরিকে উক্ত মকদ্দমা তুলিয়া লইতে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের লোকে নাইট সাহেবের বিপক্ষতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সাহায্যার্থ যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের যত্নে এক ব্যক্তি দুই বৎসরের জন্য পুরাতত্ত্ব সংগ্রহার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক তাঁহার জন্য ১৫ হাজার টাকা বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টও নাকি ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করিতেছেন।

কষ্টম কালেক্টার ডে. ডি মেকলীন ও কেটলিওয়েল বুলেন কোম্পানির কার্য্যালয়ের ডে, ডবলু ওকিফ আমদানী দ্রব্যের জন্য দ্রব্যাদির উপর শুল্ক নির্দ্ধারণার্থ বিশেষ কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের কেমিকাল এক্সামিনরের রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে গত ১৮৭৯-৮০ অব্দে ২৫৭ জন লোকের বিষ প্রয়োগে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ১২৪ জন লোক ও ১২৯টী পশু সত্য সত্যই উহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বিষ খাওয়াইয়া মানুষ মারা আমিও যে উক্ত দেশ সমূহে প্রচলিত আছে ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা।

১৮৮০ অব্দে ইংলণ্ডীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে ৮৯৫ খানি ধর্ম্ম গ্রন্থ, ৩৭৫ খানি সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি উচ্চতরের গ্রন্থ, ছোট ছোট বালকদিগের পাঠোপযোগী ৭১৯ খানি গল্পের বহি, ৪৮০ খানি উপন্যাস গ্রন্থ, ১৪৫ খানি আইন, ৪৭৯ খানি শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক, ২৮২ খানি ভ্রমণবৃত্তান্ত, ৩৬৩ খানি ইতিহাস ও জীবন চরিত, ২৮৭ খানি নাটক ও কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

তুরস্কের সুলতান ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কতকগুলি বিদ্রোহোত্তেজক গুপ্তপত্র ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়াতে তিনি তাহা আর ভারতে পাঠাইতে পারেন নাই, কাজেই সেগুলি ব্যর্থ হইয়া যায়, আবার শুনা যাইতেছে আরবা ভাষায় উক্ত প্রকার ৬খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখাইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মুসলমান মাত্রেই তাঁহার প্রভা হয়, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি ইতিমধ্যেই আলজিরিয়া, ট্রিউনিস ও মরক্কো নামক স্থানের লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

পোষ্ট আপীসের ডাইরেক্টর জেনরল চর্চ সাহেব পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গুরুমহাশয়দিগের দ্বারায় পোষ্ট মাষ্টারের কাজ করানই স্থির করিয়াছেন, তিনি উহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া বেতন দিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টারের মত গ্রহণের জন্য তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্য আলিবিচারস্ত এক প্রকার অন্তর্ধান হইতে চলিয়াছে, আমরা শুনিলাম কোন ভারতবর্ষীয় যুবক অনেক দিন অবধি সপরিবারে ইংলণ্ডে থাকিয়া একবারে সাহেব হইয়া উঠিয়াছেন। বিলাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা আবক, তবেবার কর্ত্তার স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী এমন স্বাধীনা হইয়াছেন যে তিনি তাঁহার এক টইরোপীয় রমণী বন্ধুর সহিত সখ্যভাব বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার কন্যার সহিত ইউরোপীয় রমণীর পুত্রের বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছেন। উভয় কর্ত্তাই মত হইয়াছে। শীঘ্রই উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবার কথা আছে। পাত্র ও পাত্রী এতদ্ভয়ের কোর্টসিপও এক প্রকার শেষ হইয়াছে।

দুরুপতিবার বেলেঘাটায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অন্যূন একশত খানি গৃহ ও একশত মণ চাউল পুড়িয়া গিয়াছে।

রেলের গাড়ির কাগজের চাকার কথা পাঠকগণ অনেক দিন শুনিয়াছেন। সেই চাকা যেরূপে প্রস্তুত হইয়াছে সেইরূপে এক ব্যক্তি সিউনি নামক স্থানের মেলার কাগজের একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছেন। গৃহটী বড় ছোট নহে। উহার প্রাচীর, ছাদ ও মেজ যে কেবল কাগজে নির্ম্মিত হইয়াছিল এমন নহে, নির্ম্মাণকারী সেই গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদিও কাগজের দ্বারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি কাগজের দ্বারা যে সকল বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন।

২৯ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বসুদ্ধ ৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

গত সোমবার দিবা দুই প্রহরের পর আহিরীটোলার ঘাটে, ৬ শত মণ গম বোঝাই এক খানি নৌকা উলটাইয়া পড়াতে বোঝাই গমগুলি একবারে ডুবিয়া যায়। যৎকথঞ্চিৎ উদ্ধার হইয়াছে তাহাও আবার ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।

রাজস্বমন্ত্রী মেজর বেরিং সাহেব রাজস্ব সম্বন্ধে কথোপকথন করিবার জন্য বোম্বাইয়ের একাউণ্টেণ্ট জেনেরল গ্রে সাহেবকে কলিকাতায় আনিতে বলাতে তিনি আসিতেছেন।

১৫ ই জানুয়ারি মধ্য-প্রদেশের সিউনি ও লাখাওন নামক স্থানে এবং ২৭ এ শিমলায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গবর্ণমেণ্ট হাউসে যে দরবার হয় তাহাতে অনেক ভদ্রলোক আগ্রহাতিশয় সহকারে গমন করিয়াছিলেন। উদাহ-প্রভৃতি গবর্ণর জেনেরলকে দেখিবার জন্য এরূপ জনতা হইয়াছিল যে অনেকে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন, বিহার সম্পাদক বলিয়াছেন, দর্শকবিগকে অবকাশ করার যাওনার নামে যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নূতন গবর্ণর সাহেবের যে কেমন অনুরাগভাজন হইয়াছেন, পাঠক ইহা দ্বারাও তাহার কতক পরিচয় পাইতেছেন।

কোন শত্রু স্বাধীনতাপাস অভিজন করিয়া তাহাকে ভারতে উপদ্রব করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিয়া একটী কন্যা অবধারণের নিমিত্ত আমেরিকের বাক-প্রতিনিধি বিপন সাহেব বিপোভিয়ার জেনেরল চার্লস গফ সাহেবকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন।

ইউরোপে টিউটন, লাটিন ও শ্লেভ এই তিন জাতীয় লোক বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের সংখ্যা টিউটন ১৫৭০০০০০, লাটিন ৮৯৩০০০০ এবং শ্লেভ ৯৫৫০০০০।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব কাছারি ও সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিবার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পরিদর্শনকালে সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতির দুরবস্থা দর্শন করিয়া এই সংক্ষিপ্তসার প্রচার করিয়াছেন যে

নের ২২২ ধারা অনুসারে সবাসবি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী দিলুয়ার হোসেন আহম্মদ ত্রিপুরার অর্থত রাঙ্গামাটীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার হইলেন।

ভাগলপুরের সব ডেপুটী কলেক্টার মৌলবী লোম নিলাহি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গুমলা বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ পাল ঐ জেলার অন্তর্গত দুমকার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ।

ঢাকার আইনের উপদেষ্টা বাবু বেণীমাধব দত্তের ছুটী হওয়াতে বাবু রজনীকান্ত চৌধুরী তৎপদে নিযুক্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপ।

রাজসাহীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, ব্রি ব্রাউনলি সাহেব ফৌজদারী আইনের ২৬৮ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ধারভিলিঙ্গের প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, আর ম্যাকিণ্টিন সদর উপবিভাগে মুন্সেফের কার্য্য এবং দারজিলিঙ্গ জেলার অন্যান্য স্থানের বিচার তত্ত্বাবধান জন্য এসিষ্টেণ্ট জজ ও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নবীনের মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই ছুটিয়ায় অবস্থিতি করিবেন।

রাজসাহীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডব্লিউ, সি, সার্প সাহেব, মৌরসী আইনের ৪৪, ১৪২, ১৪৩, ৪১১ এবং ৪১৩ ধারা অনুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনিও উক্ত আইনের ২৬৮ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবেন।

রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ফজলল রহমান তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাকসাড়ির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত সুরাদনগরের বাবু ভগবতীচরণ সেন (ইনি ছুটী লইয়াছিলেন) খাগড়াছড়ির মুন্সেফ হইলেন। কিন্তু প্রায় ছুটিয়ায় অবস্থিতি করিবেন।

বরিশালের মুন্সেফ সি, ই প্যারকস বদোবস্তের বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

বাবু মতিলাল ঘোষের পাবনার মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু প্রায় ইহাঁকে ছুটীয় থাকিতে হইবে।

বাবু প্রসন্নকুমার সেন হুগলীর মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু প্রায় শ্রীরামপুরেই থাকিবেন।

বাবু ভগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মেদনীপুরের মুন্সেফের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রায় তমোলুকে থাকিবেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের মুন্সেফ বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন ত্রিপুরার বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় মুরাদনগরেই থাকিবেন এতদ্ভিন্ন ইনি হুগলীর এডিসনাল জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

আমরা নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, রাণাঘাটের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহাশয়ের কল্যাণে ও প্রয়াসে এখানকার ঘোড়া ও গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে রাত্রিকালে আলোশূন্য গাড়ীতে আলো দিতে হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ আলো দিবার প্রথাটী না থাকাতে অনেক অনেক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এজন্য আমরা উক্ত বিষয় লইয়া অনেকবার আন্দোলন করিয়াছিলাম।

বিগত ৫ ই মাঘের সোমপ্রকাশে আমরা এখানকার শ্যামবাজারের যে দুটি কথা লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার তদন্ত করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কয়েকজন ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠাবানের যড়যন্ত্রে প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িল না।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর কথামতে এতদ্দেশের এখানকার টীকাদার মহাকালে আপনি পুরুষ স্থানীয় বালক বালিকাকে অতি যত্নের সহিত টীকা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ টীকাদার আপাততঃ ছাত্রদিগের ডিষ্ট্রিক্ট সার্জ্জনের নেটিব ডাক্তার বাবুর অধীনে থাকিয়া টীকা দিতেছেন এবং প্রয়োজনানুসারে পরক্ষেত্রে বাটী যাইয়াও টীকা দিয়া আসিবেন। দক্ষিণা ৬ ছয় আনা মাত্র।

আমাদের বিদ্যালয়ের স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী প্রায় সমুদায় উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি উক্ত গৃহ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল না, ইহাই দুঃখের বিষয়। বলা বাহুল্য যে গতবৎসর রাণাঘাটের তৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট চন্দ্রশেখর বাবু ঐ স্কুলের ভাবী ভবনের ভিত্তি-ইষ্টক স্বহস্তে প্রোথিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদ্দেশের অজ্ঞতা মিউনিসিপালিটীর অপ্রতুল নিবন্ধন সেইবধি সেই গৃহের অদ্যাপি কার্য্যারম্ভ হয় নাই। রাণাঘাটের বর্ত্তমান ডেপুটী বাবু যদি ঐ বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হইবার অবকাশ পান তাহা হইলে শীঘ্রই উক্ত গৃহারম্ভ হইবার সম্ভাবনা নতুবা কখনই উহা সম্পন্ন হইবে না। অতএব আমরা আশা করি যে, রামচরণ বাবু ঐরূপ সৎকার্য্যে মনোযোগী হইতে সাহসপূর্ব্বক সচেষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

এখানকার ব্রাহ্মসমাজটী প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিরহে ক্রমে অন্ধমিতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় বাবু বহুযত্নে ও পরিশ্রমে উক্ত সমাজটী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উহার প্রতি অন্য কোন ব্যক্তের আশানুরূপ যত্ন নাই। ইতঃপূর্ব্বে প্রস্তাবিত সমাজে যে সকল পুস্তক ও উপকরণাদি সংগৃহীত হইয়াছিল, এক্ষণে তৎসমস্ত স্থানের দোষে বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার সাধারণ ব্রাহ্ম মহাশয়েরা অবস্থানুসারে এ সময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ..... যত্ন স্বীকার করিলে সমাজের পরিবর্ত্তে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম, বি, উপাধিধারী পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীযুক্ত ডাক্তার উমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার বঙ্গবাসিদের অন্তর্গত হইয়া সহায়তা বাহুল্য বাহুকে একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বুৎপত্তির বিশেষ সুখ্যাতি আছে এবং ইহাঁর কোন চরিত্রদোষ নাই। ইনি পুরোক্ত ৬ টা অপেক্ষা ৮ টা, পর্য্যন্ত দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহার ঔষধালয়ের উন্নতির মূলে অপেক্ষাকৃত সুলভ, এবং প্রায়ই অব্যর্থ দেখিতে পাইতেছি যে, পরমেশ্বরের প্রসাদে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার প্রত্যাশানুরূপ সফল হইবার সম্ভাবনা। যদু বাবুর আগমনে এক দিনের পর "অপবিত্র গাঙ্গুলী বাড়িটী" পবিত্র হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল, ইহাই আমাদের অধিকতর আনন্দের বিষয়।

আমরা শুনিয়া সন্তোষিত হইলাম যে, এখানকার হিতকরী সভার সম্পাদক মহাশয় আমাদের কাছেন

অবস্থান [illegible] সাহেবের স্ব স্ব কার্য্যে [illegible] ইহা ভিন্ন চৌদ্দ প্রকৃতি পরিচারক আছে, তাহার উহাঁর নিকট হইতে বার্ষিক [illegible] ৯০ কাহার টাকা মাসিক [illegible]

[illegible] কমিশনর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও ডিপুটী কমিশনরেরা ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন, যুগ্ম জজ, মাজিষ্ট্রেট, সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টরেরা ৭৫ এবং সব ডেপুটী কালেক্টর প্রভৃতি নিম্ন কর্ম্মচারীরা ৩০ টাকা বেতনের পাইবেন।

মেদিনীপুর জেলে ভয়ানক বসন্ত হইয়া গিয়াছে। [illegible] ৩৬ জন কয়েদী মানিক পুরের [illegible] ৩৬ জন কয়েদী নিবারণ হইয়াছে। ইহাদের সকল [illegible] ১০০ টাকা [illegible] করিতে হয় নাই, ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ ৮০০০০ টাকা [illegible] হইয়াছে।

চট্টগ্রামে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রজনীকান্ত বসাক পাবনায় বদলি হোয়াতে ওকালতী করিতে এই মর্ম্মে নিবেদন করিয়াছেন যে সাক্ষ্য দেন ইহাতে সাধারণের [illegible] সেই কথা তিনি গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই অপরাধে [illegible] করিয়াছেন। কমিশনর বঙ্গদেশের কমিশনর বিষয় সাহেবকে পদচ্যুতির করিবার জন্য [illegible] গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয় বদন ঘটে ছিলেন বলিয়া বাবু গোর সময়ে তাঁহার স্থানে পাবনা [illegible] করাতে তিনি তাঁহার জন্য এই অনুরোধ করিয়াছেন। অনুরোধ রোধ হয় সফল হইয়াছে। ইহাদের বাবু ওকালতি কিছু দিনের ছুটী লইয়াছেন।

চাউলের আমদানি [illegible] হইয়াছে। কলিকাতায় [illegible] ৯ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে। [illegible] ৭৫, ঢাকায় ৮০, ময়মনসিংহে ৮০, পুরুলিয়ে ৫৬, বিনাজপুরে [illegible] ৫৬, মালদহে ৫৬, টাকার [illegible] ৬০ ও ৭ হইতে ৩৩ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছে।

[illegible] অনেক [illegible] ইংরাজ [illegible] ভারতবর্ষে [illegible] ভাঁহার [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] ভাঁহার [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] ভাঁহার [illegible] ভারতবর্ষীয়

মাসের শেষাংশে [illegible] হইবার উদ্যোগ করি। [illegible] সম্পাদক মহাশয় [illegible] ছিলেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ একটী [illegible] করেন। তাহা যাহাতে [illegible] প্রাণবল্লভ গোস্বামী মহাশয় [illegible] সুবন্দোবস্ত ও উপযোগী [illegible] সম্পাদিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, [illegible] সেবার গোস্বামী মহাশয় [illegible] তাহার আশা পূর্ণ করিতে অসমর্থ [illegible] এবারও তিনি আমাদের [illegible] করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। [illegible] করি, [illegible] বিষয়ে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। [illegible] পাঠক মহাশয়েরা মহাশয়দিগের [illegible] কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন, [illegible] ইহাঁর সম্পাদক মহাশয়কে একবার [illegible] অনুরোধ করিতে ক্রটি করিব না, [illegible] কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়, [illegible] লোকের উপকার ও সাহায্য করিতে [illegible] সন্দেহ নাই। বাস্তবিক বিদ্যানুরাগী [illegible] সেখানে যাইয়া ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সাহায্য করিলে সে

কলিকাতা।

[illegible] অধ্যাপক [illegible] কলিকাতায় [illegible] আসিয়া [illegible] করিয়া [illegible] সেই [illegible] স্থানে [illegible] অবশ্য [illegible] হইয়া [illegible] করিবেন। [illegible] কলিকাতার [illegible] পরিদর্শনের [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] আমাদিগের [illegible] বিদ্যুৎ [illegible] অধ্যক্ষ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] এক [illegible] করিয়াছেন। [illegible] ও [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] মুদ্রিত [illegible] [illegible] [illegible]

প্রত্যেক উপযুক্ত শিক্ষকের বেতন দিতে অপারক সেই গ্রামের বৎসর বৎসর বার শত টাকা ফাঁড়ির জমাদার ও চৌকিদারের উদরসাৎ হয় ইহা কি রাজার চক্ষে দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায়? এ জন্য গ্রামস্থ সকল লোকেই যে নিতান্ত দুঃখিত ইহা বলা বাহুল্য। যাহাদের পেটে অন্ন নাই, চালে তৃণ নাই তাহাদের চৌকিদারের জন্য কি বার্ষিক ১২০০ টাকা খরচ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কার্য্য হইতেছে? পোষ ৯ই ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট অনেকানেক গ্রামে একটী ডাকঘর স্থাপন হয় নাই, তাই তিনি কোন সদুপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যাহাদের বিবেচনায় ২।৪ জন কনষ্টেবল ছাড়াইয়া দেওয়া হউক, এবং সেই উদ্বৃত্ত টাকায় কিয়দংশ সংস্কৃতের স্কুলে সাহায্য দিয়া উহাকে স্থায়ী ও উন্নত করা হউক। সংস্কৃতের সদর রাস্তার অবস্থা প্রশংসনীয় নহে। রাস্তার দুই ধারের গাছ তুলিলে যদি পথ সংস্কার করা হয় তাহা হইলে উক্ত গ্রামে পাকা রাস্তা অতি মেরামত হইতেছে বলিতে হইবে। পথ গুলি আছে বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় জল নিগমনের প্রণালীগুলির মধ্য পরিষ্কার না থাকায় দুষিত জল রাস্তার দুই ধারে জমিয়া বর্ষাকালে নানা রোগের আকরস্বরূপ হইয়া উঠে, এ বিষয় কর্তৃপক্ষের একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। সব টাকা এক গ্রামের উদরে যদি না যাইত তাহা হইলে এই সমস্ত অপদার্থকর কার্য্যে অমনোযোগী হইবার কারণ থাকিত না। ভরসা করি মাননীয় শ্রীযুক্ত গারবে বাবু এ বিষয়টী ভাল করিয়া চেয়ারম্যানের গোচর করিয়া যাহাতে দেশের মধ্যে একটী স্বাস্থ্যকর জল প্রণালী অবলম্বন করিবেন।

চেতলা।

মহাশয়! আমাদের মাজিষ্ট্রেট ও সাহেব শ্রীযুক্ত বীডন বাহাদুর ইংরাজী বাঙ্গালার পরিষদ মহাশয় অমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ইনি সদাশয় হইলে সাহেবের আগমনে আনন্দ হইত।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের ১০ বৎসরীয় দৌহিত্র সুধাংশুকে অতিশয় পীড়ার শিক্ষক পূজনীয় বাবু গোবিন্দ সোমাল ছাত্রবৃত্তি উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়াতে উক্ত মহাশয় শিক্ষক মহাশয়কে ১ বিঘা জমি নাখেরাজ ও একখানি মূল্যবান্ শাল বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

এবৎসর এতদঞ্চলে বিশেষরূপে শস্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু ১০।১৫ দিবস পূর্ব্বে দুই একদিন রাত্রিতে মাঠ ঘাট জলপূর্ণ হইয়া যায়, তজ্জন্য শস্য কাটিতে বিলম্ব হয়। এই কারণে শস্য সকল পাকিয়া ভূমিতে চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এ বৎসর মকর সংক্রান্তি স্নানোপলক্ষে অনেক লোক সমুদ্র-স্নানে যাত্রা করিয়াছিলেন, গত বৎসর সমুদ্রস্নানে গিয়া ২ টী বালক জলমগ্ন হয়।

গত কল্য আমাদের ডরেণ্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় উত্তমরূপে ফেডরনাথ স্কুল পরীক্ষা করিতেছেন। ছাত্রবর্গ উত্তমরূপে প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম বালেশ্বর জেলার পূর্ব্বের ন্যায় ৪ টী বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গত ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনটী মাত্র বৃত্তি হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অল্পব্যয়ে সত্বে নানাপ্রকার জলওয়াক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনকর্ত্তাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে সবিশেষ লিখি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পার্শ্বে দেখিয়া নিয়মের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম দিবসের প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা। /০ আনার ন্যূন আর বসান হয় না।

বঙ্গদর্শন মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেবতাদের সহিত আগমন হিন্দুদিগের বহির্গমিকা, ইতিহাস, মহাভারত, বহীরত্নম, মৃচ্ছকটিক, যোগতত্ত্ব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আট পেজি ফর্ম কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৩ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছুক মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকট কদাচ প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু শ্যামানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা ঐখানি ঐক্ত স্থানে টাকা দিয়া ইঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

বসু ব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলের ব্যক্তিদিগের

সুবিধার্থে সংবাদপ্রকাশ।

আপিস—১৩ নং গাই, কুঞ্জবিহারীর লেন।

নিউমিনা কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর ও নিত্য ব্যবহার্য্য সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক টিকিট পাঠাইলে পত্র লিখিতে পারা যায়।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবে না। কলিকাতার যাহা কিছু পাওয়া সম্ভব আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি, আমাদের দর টাকা ১০০ টাকা খরিদ করিয়া পাঠাইলে পাইবার খরচা মূল্য হইতে কাটিয়া লইয়া দ্রব্যাদি ভাল করিয়া বাক্স বন্দী করিয়া রেল ষ্টীমার বা নৌকাযোগে পাঠাই।

[illegible] টাকার কম হইলে [illegible] ১০ আনা [illegible] ১৫ আনা [illegible] ১ টাকা [illegible] ১৫ টাকার উপর [illegible] ২ টাকা [illegible] ২৫ টাকার উপর [illegible] ৩ টাকা [illegible] ৫০ টাকার উপর [illegible] ৪ টাকা [illegible] ১০০ টাকার উপর [illegible] ৫ টাকা [illegible] ২০০ টাকার উপর [illegible] ৬ টাকা [illegible] ৩০০ টাকার উপর [illegible] ৭ টাকা [illegible] ৪০০ টাকার উপর [illegible] ৮ টাকা [illegible] ৫০০ টাকার উপর [illegible] ১০ টাকা [illegible] ১০০০ টাকার উপর [illegible] ১৫ টাকা [illegible] ১৫০০ টাকার উপর [illegible] ২০ টাকা [illegible] ২০০০ টাকার উপর [illegible] ২৫ টাকা [illegible] ২৫০০ টাকার উপর [illegible] ৩০ টাকা [illegible]

[illegible] কাব্য বিক্রয় করা অনেক কবিরাজি ব্যবসায়ী ও চিকিৎসক প্রধান কার্য্যকারক আবশ্যক। উপযুক্ত ব্যক্তিরা ১০০ শত হইতে ২০০ মাসিক বেতন নির্দ্ধারিত হইতে পারে। নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট [illegible] নিদর্শন সহিত পত্র প্রেরণ

ইশানচন্দ্র চৌধুরী
বিএ বি এল।

[illegible] করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ [illegible] নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া, অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ ব্যবহার করুন।

ইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে পীড়ার লক্ষণযুক্ত জ্বর, আমাশয়, কলেরা ও বেরিবা জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা [illegible] ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে অল্পকালে আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, [illegible], শীতশূল ও বেদনা, অর্থাৎ চলন ও অঙ্গ [illegible] প্রকার বেদনা যে কারণ [illegible] এই ঔষধ সেবন করিলে [illegible] আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য [illegible] মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট [illegible]

ডাক্তার [illegible] সাহেবের ব্রহ্ম-[illegible]

এই উৎকৃষ্ট [illegible] করিলে দুর্দ্দিক রক্ত [illegible] হয়, শরীর [illegible] পরে নিশ্চয়

[illegible] প্রাপ্ত হইবে না যেন উহা পুনর্ব্বার বলিবে। মূল [illegible] সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা মালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, পাথী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই ঔষধ কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

ওরিয়েন্টাল ফার্ম্মাসিউটিকেল ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও, উইলসন হোটেলের দক্ষিণ ধারে, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূ ১৷৷ টাকা। ডাক মাশুল ৵ আনা। গ্রাহকদিগের নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

ইউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

BABU MOHENDRA NATH BANERJEE
Homœopathic Practitioner.
Bagbazar, Calcutta.
ADVICE BY LETTER GRATIS

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মিষ্টার নীলমণি ঘাটাইট্ট গুরু টেকানী মাদ্রাজ ১৷
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র—ইন্দোর ১৷
" " অনন্ত অধিকারি গোস্বামী আসাম ১৷
" " পঞ্চানন মিত্র কলিকাতা পোষ্টাপিসের ১৷
" " বেচারাম কর—অযোধ্যানগর ১৷
" " দেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী রাকটপুর ১৷
কাশীযোগাল মহে—বর্দ্ধমান রাজবাটী ১৷
" " মধুসূদন পালচৌধুরী—গাড়ীবহ ১৷
" " কিশোরীমোহন চৌধুরী জমীদার সেরপুর ১৷
এলাহাবাদ লাইব্রেরি—এলিয়াবাদ ৭
" " বনমালী দাস—মথুরাপুর মালদহ ৭
" " রাধাকান্ত চৌধুরী—বেগুনিয়া ৭
" " উমেশচন্দ্র চাটোপাধ্যায় আহুত সংস্কৃত লাইব্রেরী ৭
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষাল—মোদিনীপুর ৭
" " শুকলচন্দ্র পাত্র—বেড়ুয়ারপুর ৫
" " দেবনারায়ণ দত্ত—রাজবাটীপুর ৫
" " কানকীনাথ ঘোষ—গুড়বাড়ী ৫
" " অম্বিকাচরণ মিত্র—ভবানীপুর ৫৷৷
আড়ংঘাটা জ্ঞানবিকাশিনী সাধারণ পুস্তকালয় ৫
" " সতীপ্রসাদ সেন—সোমড়া লাইব্রেরি ৫
" " রাজকৃষ্ণ মিত্র—শ্যামবাজার ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই ফ্রি প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৷ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ ব্যক্তিকে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে ব্যবসায়ক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে [illegible] টি, ড্রাফ্ট, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর [illegible] হইতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵ ছয় আনা তাহার পর ৵ এক আনা দিতে হইবে।

ইং ১৮৮০ সাল কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কলমস্থ যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং ” ১৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ৪ ঠা ফাল্গুন। ইং ১৮৮০। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট
কর্ম্মখালী।

হাজারিবাগের একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়রের আপীসে একজন প্রধান কেরাণীর আবশ্যক হইয়াছে। মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা।

আবেদনকারীদিগকে স্ব স্ব প্রশংসাপত্রের অনুলিপি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

যিনি একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়রের আপীসে কাজ কর্ম্ম করিয়াছিলেন অথবা যাহার উক্ত আপীসের কর্ম্ম সকল বিশেষ জানা আছে তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

হাজারিবাগ ৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৮১ } হাজারিবাগের এক্‌জি কিউটীব ইঞ্জিনিয়র।

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী গোবরডাঙ্গা স্থ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১ ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন বিদ্যোৎসাহী এবং বদান্যবর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মাসিক ২ টাকার হিসাবে এক বৎসরের জন্য ৪ টী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বিদেশস্থ সচ্চরিত্র এবং উপযুক্ত বালকদিগকে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইবে। চিকিৎসার ব্যয় এবং স্কুলের বেতন লাগিবে না। প্রার্থীগণ অগ্রোপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

গোবরডাঙ্গা স্কুল ২৬ এ জানুয়ারি } শ্রীশ্রীকণ্ঠ সেন হেড মাষ্টার।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৷৮০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭৷৩০ টাকা, পরামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৩০, পদ্ম পুরাণ ১২ শ খণ্ড ৪৷৶, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৶, গোপাল তাপিনী ১, ৺গঙ্গাধর রায় নাটক ১, টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতাদ্বারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ১, ৮ আউন্স ১৷৷, ১৬ আউন্স শিশি ২৷৷০ আনা। মফস্বলে মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃশূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অত্যল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তপূয়, দন্তআরিশ, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, কৃমি, আলসা ও দন্তমূল ও রক্ত পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে খ্যাত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রী কৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

যিনি এক দিবসে স্বচ্ছদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মচৈতন্যরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
সাং ঈশ্বরদিপুর।

কথা কবিতা মালার দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৷০ টাকা। ডাক মাশুল ৷০ আনা। গ্রন্থকারী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রী উমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

শারীরবিধান ১ ম ও দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩ টাকা। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭ নং শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

প্রেরিত

[illegible] প্রেরিত।

[illegible] নামক কলৈক খ্রীষ্টান বালক [illegible] প্রবেশাধিকার নিয়া [illegible] সংক্রান্ত বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত মাকডনল্ড সাহেব মহোদয় উক্ত কালেজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া [illegible] করিয়াছেন, আমি যত দূর জানিতে [illegible] তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি নহি, অন্যান্য অনেকেই [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকে আমার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ও অপ্রকাশের সম্বন্ধবিচারকের [illegible] "সুহৃৎ" সম্পাদক কালেজের কর্তৃপক্ষ [illegible] সম্বন্ধে এতদিন পর প্রকাশিত করিয়া [illegible] "সুহৃৎ" যদি আপনার নাম প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে কিনি কৃতার্থ হইতেন, কি অনুমানের ছাত্র, কি অধ্যাপক আমরা তাহা সাহসের জানিতে পারিতাম। তাহা হইলে ঐ পাত্র আমার কথা অপ্রকৃত [illegible] বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে, হয়ত্র কোন মিথ্যা কথা বলিবার [illegible] না, সম্পাদকীয় সাধারণের কথা আমরা তাহা প্রমাণ করিতে [illegible]

"[illegible]" [illegible] পরিচালকদের [illegible] বাহির [illegible] কথা [illegible] সাহেবের ঐ [illegible] অনুরোধক। [illegible] মুদ্রিত করিয়া [illegible] করিয়াছি, [illegible] আমার [illegible] সমালোচনা ঐ পত্র [illegible] দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার কথা এই যে, [illegible] খ্রীষ্টান করিয়াছেন এবং তাহার [illegible] প্রবেশাধিকার দিয়া উক্ত [illegible] সাহেব মহাশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।

[illegible] সাহেবের লিখিত আমার কোন কথাটা [illegible] তাহার বিষয়ে আমার বক্তব্য কথা [illegible]

[illegible] লিখিয়াছেন মাকডনল্ড মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর [illegible] কালেজের মাননীয় পরিচালকবর্গ ও অন্যান্য [illegible] তাহারা ব্রাহ্মেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির মত [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীন সম্ভ্রান্ত কালেজের "[illegible] পরিচালকবর্গ" প্রকাশ্যভাবে মাকডনল্ড মহাশয়ের "বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কালেজে প্রবেশাধিকার দান বিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে মতভেদ থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। অন্যান্যের কথা দূরে থাক, ও ছাত্রের [illegible] সম্বন্ধে যে কোন হিন্দুসমাজের উপর [illegible] এবং এমন কোন হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহাদের [illegible] পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, আমরা তাহা অবগত নহি, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে মাকডনল্ড মহাশয় "[illegible]" দেখিতে না পাইয়াই উক্তরূপ "[illegible]" লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এবং তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে সম্পাদক তাঁহাদের নামের গৌরব বিলক্ষণ বৃদ্ধি-চাতুর্য্যের সহিত "হিন্দু মহাশয় বর্গ" এই বিশেষণ [illegible] করিয়া সকল দোষ কাটাইয়া দিয়াছেন।

৩। সুরেন্দ্রের পিতা বাল্যে সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান হন নাই, সাহেবেরা বলেন সুরেন্দ্র খ্রীষ্টান হইয়াছেন। খ্রি[illegible] অধ্যক্ষ মাকডনল্ড সাহেব মহোদয় অতীব [illegible] লোক। সুরেন্দ্রের পিতা [illegible] বিশ্বাসের অপক্ষপাত বলায় [illegible] আছে। এমন স্থলে তাঁহার কথা [illegible] সাধারণে [illegible] করিবেন।

৪। [illegible] "খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত [illegible] নামক [illegible] স্থানে পাঠ্য [illegible] আবশ্যক করিয়াই চলিয়া থাকে" [illegible] কোন বিশেষ দীক্ষিত [illegible] নাই, [illegible] একটী স্থানে [illegible] কথা হয়। [illegible] সাহেবের বাসু খ্রীষ্টান নহেন?

৫। [illegible] লিখিত [illegible] একটী [illegible] সুরেন্দ্রনাথ [illegible] করিয়াছেন। তিনি [illegible] হিন্দুধর্ম্ম অবজ্ঞা হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ [illegible] করেন নাই। কালীতে একজন [illegible] তিনি [illegible] হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার [illegible] একটী [illegible] এবং হিন্দু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ [illegible] করেন নাই, এবারই তিনি হিন্দু?

৬। [illegible] মুখে মুখে পাঠী [illegible] মাকডনল্ড মহাশয় [illegible] কতকগুলি কাগজে বিশেষ প্রশংসা ও সভা করিয়াছেন, তবে কি তিনি হিন্দু ছিলেন?

৭। আমাদিগের পত্রপ্রেরক "[illegible] ছাত্র" নিজ পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছা বশতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহাকে যথাশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় দীক্ষা প্রদান করা হয় নাই, এই দুইটী বাক্যই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আজিকার দিনে এই উনবিংশ শতাব্দীতে পাত্রী মাকডোনাল[illegible] সদৃশ সভ্য ও বিজ্ঞতম ধর্ম্ম-যাজক দ্বারা অন্যান্যের ন্যায় ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা কিম্বা অনাবিধ প্রকারে খাঁটা কারাকে খ্রীষ্টান করান কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। পত্রপ্রেরক নিজ পত্রে যেরূপ খ্রীষ্টীয় দীক্ষা-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পর পাঠকে অবগত হওয়া যাইতেছে, যে সুরেন্দ্রনাথকে সেইরূপই দীক্ষিত করা হইয়াছে, অতএব সিদ্ধান্ত মতে এই হয়। যাহা হউক সুরেন্দ্রনাথকে খ্রীষ্টান না বলিবার যে কি অকাট্য যুক্তি ও অধিকার তাহা সকল, পত্রপ্রেরক নিজ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, আমি ত তাঁহার পত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াও তাহা দেখিতে পাইলাম না।

পুনশ্চ যে সাহেব কালেজে একজন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর প্রবেশাধিকার ছিল না, অদ্য সাহেবের মহাশয়ের উদারতম শিক্ষা নীতির প্রভাবে সেই কালেজে একজন খ্রীষ্টান বালক লব্ধ-প্রবেশ হইল। ইহাতে অনেকের মনে বাস্তবিকই একটু আঘাত লাগিয়াছে। উক্ত কালেজের পূর্ব্বতন একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক এ সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা গত ১৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে বিবিধ সংবাদ স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible] এ সম্বন্ধে এক দিকে সাহেব মহাশয় যেমন অধিষ্ঠাতৃকারিণী পদের [illegible] অক্ষমতার আবির্ভাব করিতেছেন, অন্য দিকে তাঁহার সেই [illegible] কার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, "[illegible] হইতে [illegible]" "হিন্দু মহাশয় বর্গের" [illegible] তাঁহার যথেষ্ট [illegible] [illegible] পাইতেছে। [illegible] হইবার চেষ্টা হইতেছে, সেইজন্যই [illegible], তাহাতে [illegible] আবশ্যকের প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের রাজধানী কলিকাতায় রাজধানী সাধারণ [illegible] হিন্দু, [illegible] মহাশয়ের হাতে থাকিবে, ইহাতে আর কথা কি আছে।

এ দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বভাব-সুলভ দোষগুলি কিন্তু এ সাহেবের অনুরাগের কারণ হইতে হয় না। [illegible] মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, যদি তিনি সুরেন্দ্রনাথকে খ্রীষ্টান বলিয়া ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শিক্ষা বিভাগের উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে এই উনবিংশ শতাব্দীর অসভ্যপোষী অসুরার অন্যতম বলিয়া উপহার করিতে পারেন। এই অতি হীন সুক্ষ্ম-চিন্তাই এত গোলযোগের মূল বলিয়া বোধ হয়। পরে যখন দেখিলেন সাধারণ শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের ভাব অন্যরূপ তখন সুরেন্দ্রনাথ যে খ্রীষ্টান নহেন, তাহাই প্রমাণ

করিবার জন্য বিবিধ অযথা চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে, খ্রীষ্টান বালককে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া উক্ত কালেজের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবও তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহার নূতন নিয়ম প্রচার দ্বারা তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তিনি সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে—"অতঃপর প্রকৃত হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না" গত ১৯এ অগ্রহায়ণ তারিখের সোমপ্রকাশে এই নিয়মটী প্রকাশিত হইয়াছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই, যে সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃত খ্রীষ্টান হইয়াও সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় কালেজ হইতে বহিষ্কৃত হন, আমার সে অভিপ্রায় নহে। যে কোন জাতিকে হিন্দু প্রতিপন্ন করিয়া কালেজে গ্রহণ করা হইলেও আমার তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আমার মাননীয় পূজ্যপাদ ব্যক্তি, তবে যে কার্য্যের জন্য যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং সেই সকল নিয়ম রক্ষা করিবার ভার যাঁহাদের হস্তে অর্পিত হয়, তাঁহাদিগকে সেই সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য অপরের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতে দেখিলে বড় ক্লেশ হয়, এবং তদ্দ্বারা সমাজের সাংঘাতিক অনিষ্টের শঙ্কা আছে।

ইলছোবা মোগলাই) ৫ চাঁপদনর ঘোষ সংস্কৃত
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র

বিধবা-বিবাহ।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাবটি লিখিয়া ছিলাম, তাহা উপহসনীয় বোধে উপেক্ষিত না হইয়া যে বিগত ১৯ এ মাঘ তারিখের সোমপ্রকাশে সাদরে গৃহীত হইয়াছে ও তাহাতে আপনি যে আমার সংশয় অপনোদনার্থ আপনার বহুমূল্য সময়ের কিয়ৎ ভাগ দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ইহাতে আমি পরম পরিতুষ্ট ও আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও আমার সংশয় সম্পূর্ণ অপনোদন হয় নাই। এজন্য এ সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিতে হইল। আশা করি ইহাও স্থান প্রাপ্ত হইবে।

আপনি প্রথমেই বলিয়াছেন "বালবিবাহ নিবারণ হইলেই বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত করা অনাবশ্যক হইবে, ইহা একটী নূতন প্রকার কৌতুককর উদ্ভাবনীশক্তি। এটি নূতন কি পুরাতন শক্তি, সে বিচার এখানে করিবার কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না, তবে সে উদ্ভাবনীশক্তির কোনরূপ সমাজ-হিতকর-শক্তি আছে কি না তাহাই বিচার করা যুক্তি সঙ্গত। যে সমাজে বালবিবাহ নাই সে সমাজে যে বিধবা হয় না, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, এবং কোনস্থলে যে সেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছি তাহাও নহে। মৃত্যু যখন সকলকেই লইয়া থাকে, তখন বালক মরিবে, যুবা বা প্রৌঢ় মরিবে না এরূপ কথাই নহে। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে প্রৌঢ়ের মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা বালকের মৃত্যুসংখ্যা অধিক। বালবিবাহ উঠিয়া গিয়া যদি অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি প্রচলিত হয়, তবে বিধবা হওয়ার সংখ্যা যে বহু পরিমাণে অল্প হইয়া যাইবে, তাহা আপনিও স্বীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞানবান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। অতএব বালবিবাহ উঠিয়া যাইলে যে বিধবার সংখ্যা অল্প হইয়া যাইবে ইহা প্রমাণিত হইল। বলা কর্ত্তব্য অধিক বয়সে বিবাহ দিবার বিধি প্রচলিত হইলে তাহা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত হইবে না।

"বিধাতা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই ইচ্ছা প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বিকার প্রভৃতি তুল্যরূপে প্রদান করিয়াছেন" সত্য; কিন্তু সে বিকারের কি কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই? দুই একজনকে বৃদ্ধাবস্থাতেও ইন্দ্রিয়ের দাস হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা গণ্য নহে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ১৪।১৬ হইতে ৪৫ কি ৫০।৫৫ বৎসর ও পুরুষের ২০ হইতে ৬০। ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত মনোবিকারের প্রকৃত সময়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে অনেকের এই বিকারের সময় যে তবে অতিরিক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সময় অতীত হইলে অসময়ে কয় জন স্ত্রীলোক বিবাহের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন?

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বালবিবাহ উঠিয়া যাইলে বিধবার সংখ্যা বহুপরিমাণে অল্প আর যাহা বিকারনিবন্ধন বিধবা হওয়ার তাহারও অনেকের মনোবৃত্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকাংশে শিথিল হইয়া যাইবে। এই অল্প সংখ্যক বিধবার মনোবৃত্তি যাঁহাদের নিয়ত প্রবল থাকিবে, তাহারা যে সকলেই পুনর্ব্বিবাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবে এমনও কখন হইতে পারে না। অবশ্য তাহাদের মধ্যে একজনের ন্যায় এমন অনেকে থাকিতে পারিবেন, যাঁহারা পরস্পর কলহ করে যে কেহ বিবাহে পুর্ব্বাহ্নে অকপটে হৃদয়ে একজনকে দান করিয়াছেন, সেই দেহ বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া দ্বিচারিণীর ন্যায় আবার অন্যকে দান করিতে স্বীকৃতা হইবেন না। তাঁহারা ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া সাধ্বী হইতে চেষ্টা করিবেন। জিজ্ঞাসা করি, কোন ন্যায়ানুসারে একটী বস্তু দুইবার দান করা যাইতে পারে? আপনি বলিবেন, তবে পুরুষেরাই বা কোন্ ন্যায়ে পত্নান্তর হইলে অশৌচান্ত না হইতে হইতে আবার দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকেন? আমার মতে সে পুরুষেরও বিশ্বাসঘাতক! বিবাহ রূপ পরম ধর্ম্মের ভাণ্ডা তাহারাও হইতে পারে না।

যারা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ হইলে যে অতি অল্প সংখ্যক যুবতী বিধবা বা প্রৌঢ়া বিধবা বিবাহের জন্য ব্যাকুলিতা হইবেন, ন্যায়ানুসারে সমাজ তাহাদের জন্য বাধা দিবেন, কিন্তু সে অল্প সংখ্যক বিধবা আবহমান কালই ও সমাজে হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধারণের কেন পূর্ব্বতন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সমাজে বিধবাবিবাহ চলিত হয় নাই? তখনকার ন্যায় এখনও অধিক বয়সে বিবাহ দিলে অল্প সংখ্যক বিধবার বিবাহ জন্য তাহাতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ, যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক—যে সাধারণে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিয়া সাধারণ রমণীমণ্ডলীর বিশ্বাস ও পবিত্র প্রণয়মূলে কুঠারাঘাত করিতে শিক্ষা দিবেন, ইহাও তাহার পক্ষে কতদূর ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য তাহা বলিতে পারি না। এরূপ সঙ্কট অবস্থায় আর দেশ কাল পাত্র ভেদে যখন বর্ত্তমান যুবকগণ জ্ঞান শূন্য বিবেচিতা করিয়া বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন, তখন সে অতি অল্প সংখ্যক বিধবা সমস্ত হিন্দু সমাজের রমণীদের মঙ্গলার্থ, এই তাহাদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া চরিত্রের উৎকর্ষ তাহা রক্ষা করিবার সার্বজনিক সম্পদ নষ্ট করিতে চেষ্টা করুন, না হয় পুনরায় বিবাহ করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যে অতি অল্প সংখ্যক বিধবার দুঃখ দূর করিয়া কলহ হিন্দুসমাজ, সমস্ত হিন্দু সমাজকে বিচলিত করিতে যে পারিবে এমন বোধ হয় না। এখনও বলিতেছি, বালবিবাহ উঠাইয়া দিতে সরকার যত্ন করুন দেখিবেন বিধবার সংখ্যা অল্প হইয়া যাইবে ও সাধারণে বিধবাবিবাহ চলিত করিবার জন্য আর এত দুঃখী দুঃখী করিতে হইবে না। তাহা হইলে অনেক বালকও অকালে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে, অনেক যুবতীও শুষ্ক কাল কাটাইতে পারিবেন। উভয় দিক অনেকাংশে রক্ষা পাইবে।

উপসংহারে আর একটী কথা বলিতে হইল, আপনি যে বলিয়াছেন, "প্রৌঢ়ত্বে বিধবা প্রৌঢ়া কন্যার উপায় কি"? জিজ্ঞাসা করি তাহাদের বিবাহে কন্যা বাধ্যতা নাকি? এমনও হইতে পারে অনেক প্রৌঢ়া বিধবা পাত্রাভাবে তাহাদের বিবাহ হইতে হিন্দুসমাজে এমন সহায় পাইতে অতিশয় ভয়গ্রহণ করিয়াছে যে সে ইচ্ছাও

" উইডো " গল্পের পুত্রের ন্যায় বিসর্জন না করিয়া স্বীয় জননীকে পুনঃ পরিণীতা হইতে দিবে? সে স্থলে এতদ্রূপ হইলে কত পরিবারে আবার ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভক্তি স্বীয় হৃদয়ে কলঙ্কিত করিয়া আপনিও মরিবে, জাতিকেও অধঃপাতের মুখ বিবাহ দেখাইবে। তাই বলি সমাজকেও আরও কিছু উন্নত হইতে নিবে কি তাতে ক্ষতি নাই?

আগরপুর
২১ এ মাঘ } শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

এখানে পাঠক এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা এই অপেক্ষা কোন গুরুতর আমাদের আছে প্রয়োজন নাই। তাহার পুনরায় পত্র লিখিয়াছেন। অতএব বলিয়া এ বিষয়ের আলোচনা আর কোন প্রকারে হইতেছে না। —সং।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আপনি যে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহা আমরা ঐ পত্রখানি সংশোধিত হইল না। এক কারণ এই, বিষয়ের ঠিক অনুরূপ পত্রখানি লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ, আপনার পত্রের অধিক স্থান অধিকার করে, একটি বিষয়ের জন্য তত স্থান দেওয়া উচিত হয় না। আমরা কুলীনদিগের বিবাহ করা অনেক শুনিয়াছি, আরও অনেক হিন্দু হিতৈষীদিগের নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন কুলীনের কিরূপ বয়সে বিবাহ হইয়াছে তাহার ঠিক সংবাদ পাই নাই। বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুরা যেরূপ নিয়মের অধীন, তাহাতে ঐরূপ বিবাহ হওয়া অসম্ভব। পাঠকেরা সকলে আমাদের এই মতের পোষকতা করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। —সং।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা ফাল্গুন সোমবার।

লর্ড লিটন কাবুলের সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কি ঠিক?

এই বিষয় লইয়া লার্ডদিগের সভায় বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ঐ বাদানুবাদে কেবল যে লার্ড লিটনের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ নয়, তাঁহার অবলম্বিত কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতির সমালোচনাও হইয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজনীতির একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত দেখিতে পাইতেছি। ব্রিটীশ সিংহ ত্রাস করিয়া যে উদারতা করিয়া ফেলেন আমরা ইহা কখন দেখি নাই। সিংহের কখন এরূপ ক্ষুধা মন্দা হয় নাই, প্রায় শতাধিক শত বৎসর ভারতে ইংরাজ রাজত্ব হইতে চলিল এপর্য্যন্ত সিংহ অনেকগুলি রাজ্যাংশে উদরসাৎ করিয়াছেন কিন্তু কখন এরূপ বমনশঙ্কা হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এই সকল বিষয় লইয়া মহা বাদানুবাদ হইয়াছে কিন্তু শেষে কিছু হয় নাই। এবার আমরা সেই রাজনীতির একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত দেখিতেছি। কাবুলে অন্যায় প্রবেশ করা হইয়াছিল অতএব কান্দাহারটী ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত করা উচিত নয় এই বিবেচনা করিয়া হউক, অথবা লার্ড লিটন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কাবুলের স্বাধীনতা হরণ করিবেন না, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিবার অভিপ্রায় করিয়া হউক কিম্বা কান্দাহার ইংরাজ জাতির হস্তে থাকিলে কাবুলীদিগের সহিত সর্ব্বদা গোলযোগ ঘটিয়া বাতিব্যস্ত ও বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে ভাবিয়া হউক অথবা কান্দাহার ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত করিয়া কোন লাভ নাই কেবল ক্ষতি এই চিন্তা করিয়া হউক কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইতেছে, যে কারণে পরিত্যাগ করা হউক এটী যে ব্রিটীশ রাজনীতির একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত সে বিষয়ে সংশয় নাই।

আমরা উপরে যে বাদানুবাদ উপস্থিত করিবার কথা কহিলাম এটী লার্ড লিটনের মতেই হইয়াছিল। পৃথিবীতে অনেকে অনেক প্রকার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, লার্ড লিটনও মনে করিলেন কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া তিনিও জগতী-তলে একটী চির-কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না, সমুদায় বিপরীত ঘটনা ঘটিল, তিনি দেখিলেন ইংরাজ সমাজেই কি, আর পার্লিয়ামেণ্ট সভাতেই কি তাঁহার কাবুল-নীতির প্রশংসা গান করে তিনি বিনা এমন আর কেহই নাই। যদি কান্দাহারটীও ইংরাজেরা ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তি জলের রেখার ন্যায় এক কালে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং প্রভুত্ব সাহসে যদি কোন রূপে কান্দাহারটী ইংরাজ করির হস্তে রাখিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার নাম কথঞ্চিৎ রক্ষা হয়, এই ভাবিয়া তিনি বক্তৃতার ছলে উপরি উল্লিখিত বাদানুবাদটী উপস্থিত করেন।

আমরা লার্ড লিটনের বক্তৃতাটী দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম, বুদ্ধিমান লোকে নিজ বাক্যের সমর্থন-যোগ্য যুক্তির বলাবল বিবেচনা না করিয়া কোন প্রকার প্রস্তাব করিতে উদ্যত হন না কিন্তু লার্ড লিটনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কালে সে চিন্তা ছিল না। তিনি সরলভাবে কহিলেন কান্দাহারটী যদি না রাখা হয় তাহা হইলে কাবুল-যুদ্ধে যে এত আড়ম্বর করা হইল সমুদায় বিফল হইয়া গেল। লার্ড লিটন কান্দাহার ব্রিটীশ হস্তে রাখিবার যে যে কারণ প্রদর্শন করেন তাহার মধ্যে রুশিয়ার ভয়ই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তিনি বলেন " পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট সমুদায় বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন গত আফগান যুদ্ধে যে ভয়াবহ আপদের বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে পুনরায় তাহার অভিনয় না হয় এই নিমিত্তই তথায় ব্রিটীশ প্রাধান্য রক্ষার্থ প্রধানরূপে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আফগানযুদ্ধে এই বিষয়টী স্থিরীকৃত হইয়াছে যদি রুশিয়া তথায় সদ্ধপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সে অনায়াসে ভারত সাম্রাজ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া ইউরোপ খণ্ডে ইংলণ্ডের রাজনীতিকার্য্যেরও ব্যাঘাত করিতে পারিবে। রুশিয়া আফগানস্থানের সহিত মৈত্রী করিয়া ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমায় সর্ব্বদাই উপদ্রব উপস্থিত করিবে। যাঁহারা ভারত সাম্রাজ্যের নিমিত্ত ভাবী তাঁহাদের এই বিষয়টী বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আফগানস্থান বারুদপূর্ণ পিস্তলের ন্যায় আমাদের হাত-বেদে রহিয়াছে। রুশিয়া যখন মনে করিবে তখনই সেই পিস্তলে আগুন দিবে, রুশিয়ার সদর গবর্ণমেণ্টের তল দুবে থাকিয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগের উপরে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাখা সাধারণ নয়। অতএব ভারতের শাসনকর্ত্তারই সচরাচর কার্য্য-ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ঘটিবার সম্ভাবনা। তিনি যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া যদি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিবেন না। আর যদি তিনি কৃতকার্য্য হন তাহা হইলে জয় লাভার্থ তাঁহার সম্মান লাভ হইবে। কাবুলে রুশের যে দূত আইসে তাহা এক দিনের কার্য্য নয়, তাহা তিন বৎসরের বিবেচনা ও বন্দোবস্তের ফল। কাবুলের আমীর সর্ব্বদাই ভারতের গবর্ণমেণ্টের সহিত সংবাদ আদান প্রদান ও পত্র লেখা লিখি করিতেন। ১৮৭৫ অব্দ হইতে ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই কাবুলে আপনাদিগের লোক পাঠাইয়াছেন। একজন গিয়াছে আর একজন আসিয়াছে। আর এক কথা এই আফগানস্থান কখনই অসহায় থাকিতে পারিবে না। যদি ইহা ইংলণ্ডের শাসনাধীন না হয় অবশ্যই রুশিয়ার শাসনাধীন হইবে। এমন কি কোন ব্যক্তি আছেন, যে তিনি এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন, যে রুশ যদি আফগানস্থানে প্রভুত্ব লাভ করে, ভারতবর্ষের শান্তি রক্ষার সম্ভাবনা থাকিবে? লার্ড লরেন্স পরিষ্কাররূপে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রুশিয়াকে আফগানস্থান হইতে দূরবর্ত্তী রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত রুশিয়াকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যদি রুশিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমা পার হইয়া আইসে তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিবে। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট অকারণ কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন

নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যদি সন্তাসকের সন্ধি যথারীতি পরিপালিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবেন না কিন্তু সন্ধি অতি গর্হিতরূপে ভঙ্গ করা হয়, তাহাতেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। সেনাপতি রবার্টস যে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন তাহাতে উপেক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। পৃথিবীর ঐ অংশে আমাদের যে নায়ানুগত প্রভুত্ব প্রদর্শন করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। ঐ প্রতিপত্তির হানি হইলে শান্তি স্বাধীনতা ও কুশল এ সমস্তেরই হানি হইবে, অধিক কি তাহাতে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর রক্ষার্থ যাহা আবশ্যক তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। অধিক দিন গত হয় নাই, সিবারেল লর্ড বিকাট রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু বিকাট কান্দাহারের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কান্দাহার রক্ষার বিষয়ে যে সকল আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী প্রধান আপাত এই, কান্দাহার ব্রিটিশ চক্ষে রাখিতে গেলে অনেক ব্যয় হইবে, কিন্তু কত ব্যয় হইবে, তাহার কিছু প্রমাণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই,যে অল্পকালের মধ্যে পার্শ্বিক বৃদ্ধি হইয়া উহার আয় বৃদ্ধি হইবে। আর এক কথা এই,একটী নগরকে নির্দ্দিষ্ট রক্ষা করিতে গেলে, এক পয়সাও ব্যয় হইবে না, তাহা হইতে পারে না। পবর্ণর জিনারেল চিফ সেক্রেটারি বলিয়াছেন, কশিয়ার অগ্রবর্ত্তিত আক্রমণের ভয় হইতে আফগানের ভয় প্রবলতর নয় বটে, কিন্তু কুশিয়া হিরাট সমুদ্ধ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল উপকরণ আহরণের চেষ্টা পাইবে,তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এটী অতি যথার্থ কথা। অনেকবার বলা হইয়াছে যে, কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করা নীতি বিরুদ্ধ আছে। কারণ, স্বতন্ত্র লোকেরা যদি ঐ প্রদেশটী ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহা হইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উহা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইবার অধিকার নাই। তাহার যৌক্তিকতা হেট সেক্রেটারি ঐ আপত্তিটীর উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু স্থির চিত্তে তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে, যুদ্ধ এবং জয় প্রস্তাব হইলেই তাহার হয় না। সকল বিষয়েই উহা পরিহার্য্য হইতে পারে না। যুদ্ধ ও জয় পরিহার্য্য কি না তাহা অবস্থার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ কথা বলা হইয়া থাকে যে কান্দাহার ব্রিটিশ হস্তে রাখিতে গেলে, আফগানদিগের জাতীয় মনোভাব কলুষিত হইবে। উহা হইতে পারে না, কারণ আফগানদিগের একটী জাতীয়ভাব নাই। আফগানিস্থান একটী স্বতন্ত্র স্থান। লার্ড লরেন্স বলিয়াছিলেন, ঐ স্থানে আমাদিগকে একটী বলবৎ গবর্ণমেণ্ট রাখিতে হইবে। এই একটী বিশেষ প্রশ্ন যে, এক রাজ্যের রাজ্যান্তরের সহিত সংযোজিত করিবার নীতি কতদূর সম্পাদিত হইয়াছে, ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করা যেমন উচিত, উহার উত্তরদান ও তেমনি আবশ্যক। যাঁহারা ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের সাধারণতঃ অভিপ্রায় এই যে, যুদ্ধ ও জয় কার্য্য পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু তোমরা যুদ্ধ ও জয়কার্য্যকে এককালে দূষিত করিতে পার না, কারণ ইহা সভ্যতার একটী প্রধান অনুচর। এ কথাও ন্যায়ানুগতরূপে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যে নিরী ও প্রজাবাৎসল্যের উপরে কি আমাদের কোন স্বত্ব আছে? তদুত্তরে লোকেরা বলিবে "না।" ভারতবর্ষের উপরে আমাদের কোন স্বত্ব নাই, পাপ কার্য্য দ্বারা উহা উপার্জ্জিত হইয়াছে, এবং ঐ স্থানে আমাদিগের অবস্থান আমাদিগের চির অনুতাপ স্বরূপ। যাঁহারা ঐরূপে তর্ক বিতর্ক করেন, তাঁহারা আমাদিগের সাম্রাজ্য দৃঢ়তরূপে রক্ষা করিবার বিষয়ে কোন কথা বলিতে অধিকারী নহেন। আফগানস্থানে অবস্থান করিতে পারে না। যদি সে উহাকে ইংরাজ শাসনাধীনে না আনা যায়,উহা স্বাধীন শাসনাধীন হইবে, উহাই আফগান যুদ্ধের কারণ। বস্তুতঃ ঐ যুদ্ধকে তোমরা শোচনীয় ভ্রম বলিয়া বিবেচনা কর,অধিক দিন বিলম্ব হইবে না, তোমাদিগকে ফিরিয়া কান্দাহারে যাইতে হইবে, নতুবা রুসদিগকে কশিয়ার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, অথবা সেই প্রদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিকল্পে পক্ষপাত করা একটী লাইন মৃত্তিকারূপে রক্ষা করিতে হইবে। একণে লার্ড মহোদয়গণ বিবেচনা করুন এ বিষয়টীর সামাদিগের রাজ্ঞীর এবং তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে কতদূর সম্মান, কুশল ও মঙ্গলের সহিত সংশ্লেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে।"

লার্ড লিটন যেপর্য্যন্ত না কান্দাহার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এই কথা শুনিয়া তিনি মস্তাষ্টিক বেদনা পাইয়াছেন। মস্তাষ্টিক যাহা না পাইলে কখন ঐরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য সকল তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইত না। তিনি এমনি ছঃখিত হইয়াছেন, যে যুদ্ধ ও জিগীষাকে পাপকার্য্য বলিয়া গণনা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। অন্যায় হউক, পাপ কার্য্য হউক তথাপি কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিতে হইবে, নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি কখন এ কথা বলিতে পারেন না, তাঁহার এরূপ মনের ভাব হওয়া অসম্ভাবিত নহে, তাঁহার প্রিয় কাবুলনীতি উপেক্ষিত হইল, তাঁহার প্রিয় কান্দাহার পরিত্যক্ত হইল, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ডিউক আর্গাইল ও লার্ড নর্থব্রুক তাঁহার বাক্যের যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অপ্রতিবাদ করিয়া লিখিতে পারিলে পাঠকবর্গ প্রীতি লাভ করিতে পারিতেন কিন্তু মনে সমাবেশ না হওয়াতে আমরা পাঠকের সে মনোরঞ্জন পূর্ণ করিতে পারিলাম না। অগত্যা ডিউক আর্গাইলের বক্তৃতার কিয়দংশ মাত্র অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। ইহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন,যে লার্ড লিটনের বাক্যগুলি অনায়াসে কেমন খণ্ডন করা যায়।

যে যে কারণে পূর্ব্ব মন্ত্রিবর্গ মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া ডিউক অর্গাইল বলিলেন, "ইংলণ্ডের অধুনাতন রাজনীতি সংক্রান্ত ইতিহাসে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের পদচ্যুতির ন্যায় পদচ্যুতি আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি সর্ব্বদাই এই বিষয়টী মনে আন্দোলিত হইয়া চিন্তা করিয়া থাকি, পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট সেনাপতিত্বের গুণের নামে প্রাতঃকালেই মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ সহকারে ছুটি হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এই বিপ্লবের অনেক গুলি কারণ আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই, যে সকল কারণে রক্ষণশীলদলকে প্রজাদের লোকের নিকটে নিন্দনীয় করিয়াছে, এবং যাহাতে তাঁহাদিগের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, আফগানিস্থান সম্বন্ধে রাজনীতি তন্মধ্যে প্রধান। লার্ড মহোদয়গণ! আমি অধিক সময় হইয়া যাইতেছে, সে কারণে আমি আর বিস্তার করিয়া বলিতে পারিলাম না। আপনারা আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, তাহাতে বক্তৃতার একটী শেষ অংশ সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত রহিয়াছে, সকলে যেরূপ লার্ড লরেন্সকে দূষিত করেন তিনি সেরূপ করেন নাই। তিনি এই কথা বলিয়াছেন,লার্ড লরেন্স সময়ে ঐ ঘোর বিপদাপন্নস্থানে কিরূপে কার্য্যভার হইতে নেওয়া উচিত নয়। লার্ড লরেন্সেরই কেবল যে ঐ মত ছিল এরূপ নয়, লার্ড লিটনের পূর্ব্বে যাঁহারা গবর্ণর জেনেরল হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই ঐ মত। মহান আরল সিমের কোন কথাই বলেন নাই কিন্তু আমি বলি, আফগানিস্থানে রুসের পাইওনিয়ার নিবন্ধন ভারত-রাজ্যে যে বিপদ ঘটিয়াছে সে কেবল পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কেবল পূর্ব্ব আমীরের প্রতি অনুচিত ও উদ্ধত ব্যবহার নিবন্ধন তুমি রুসিয় দূতের কথা করিলে কিন্তু তোমারই স্বীকার অনুসারে কাবুলে রুসিয় দূত প্রেরিত হইবার ১৭ মাস পূর্ব্বে তুমি আমীরকে রুসিয়ার আশ্রয় গ্রহণে বাধা করি-

হাছে। ১৮৭৭ অব্দের এপ্রেল মাসে আমাদের প্রতিনিধিকে কাবুল হইতে উঠাইয়া আনা হয়। ১৮৭৮ অব্দের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত কাবুলে কৃষির দূত উপনীত হন নাই। তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থা ঘটিয়াছিল। ১৮৭৭ অব্দের ১০ ই মের পত্রে একান আবদল বলেন সেনেবারের সন্ধ্য ও পত্র আমীর সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উহাই ঠিক কথা বটে; ঐ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। বোধ হইতেছে মহান আবদল পূর্ব্বেই আমীরের পার্শ্বেলের শিষ্যগণের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে হস্তভাষা আমীরকে তার প্রদর্শন করেন তাহার পর তাঁহাকে (বরকট) করেন। সিহার আলীকে এই রূপে যখন তার প্রদর্শন করা হইল তখন আর তিনি কি করেন কৃষিয়ার শরণাপন্ন হইলেন। কাবুলের কৃতপূর্ব্ব আমীরের সহিত সেনাপতি কফমানের যে পত্রাদি লেখা লিখি হয় মহান আবদল এরূপ ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যেন আমীর কৃষিয়ার সহিত পূর্ব্বাবধি যোগযোগ করিয়েছিলেন। আমরা জানি যে পূর্ব্বগবর্ণমেণ্ট অন্তত তাঁহাদের বান্ধবগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে যখন উৎসুক হইয়াছিলেন সেই সময়ে এই কথা রাষ্ট্র করিয়া দেন, যে গুপ্ত কাগজ পত্র কাবুলে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমীর যে দোষী তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমি গবর্ণমেণ্টকে ঐ কাগজ পত্র প্রদর্শন করিতে কহিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে অস্বীকার করেন, তাহার পর আমি কাগজপত্র দেখিয়াছি এবং আমি নিশ্চিত রূপে বলিতেছি আমীরকে যে পর্য্যন্ত না তার প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং আমাদিগের মহান আবদল তাঁহাকে উত্তমরূপে তারপ্রদর্শন না করিয়াছিলেন, সেপর্য্যন্ত আমীরের কৃষিয়ার আনুগত্য করিবার সামান্য চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। মহান আবদল যে বিশেষপত্রে আমীরের বিশ্বাসভঙ্গ দোষের স্থাপন করিয়াছেন তাহা লার্ডরিপণের সভার টেবিলে রহিয়াছে। আমি শুনা করিয়া বলিতেছি, যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা তাহাতে কৃষিয়ার তার ভিন্ন আর কিছু দেখাইয়া দিবে। লার্ড মহোদয়গণ! আফগান সংক্রান্ত বাবতীয় বিষয়ের সারসংগ্রহ এই, কাবুলের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখা হইবে কিনা, আমি অবশ্য স্বীকার করিব মহান আবদল কাবুলের রক্ষার যে মহৎ আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি নিজের গবর্ণর জেনেরলি পদে শেষ কাল পর্য্যন্ত কাবুলের অধিকার করিবার মানস করেন নাই এবং আমি নিশ্চিতরূপে জানি পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট কাবুলের লইবার মানস করেন নাই।" ইত্যাদি।

এই রূপে ডিউক আরগাইল লার্ড লিটনের প্রত্যেক বাক্যের খণ্ডন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা সে সমুদায়ের অনুবাদ করিয়া দিতে পারিলাম না যে পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিলাম তাহাতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। লার্ড লিটন আফগানদিগের স্বাধীন ভাব নাই বলিয়া প্রবোধ দিবার যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে ডিউক পরিহাস করিয়া বলেন, আফগানদিগের স্বাধীনতা ভাব যেরূপ প্রবল ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কিনা তাহা সন্দেহ, ইংরাজ সেনাগণ কাবুলে প্রবেশ করিয়া যেপ্রকার ব্যবহার করে ও যে জ্বালাতন দেয় ও নানা প্রকার অত্যাচার করে ডিউক তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। যখন কাবুলের মুসলমানেরা ইংরাজ সৈনিকদিগের নানা প্রকার অত্যাচারে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল সে সময়ে ৭০ জন লোক সঙ্গে দিয়া ক্যাভাগনরিকে পাঠাইয়া দেওয়া যে অন্যায় কাজ হয় ডিউক তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার জন্য কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন সীমা রক্ষা করাই কাবুল যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু এখন কান্দাহার ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার কথা বলা হইতেছে, এতদ্বারা পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি যে বিশুদ্ধ ছিল না এবং তাঁহাদের মতের যে স্থৈর্য্য ছিল না তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেবই ইংলণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত মন্ত্রী।

ইংলণ্ড যেমন সকল বিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্য যেমন বিশাল হইয়া পড়িয়াছে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকের মন যেমন দিন দিন উদার ও সঙ্কীর্ণতাদি দোষশূন্য হইতেছে, এ সময়ে সকল বিষয়ে দক্ষ পারদর্শী সন্ধি [illegible] কার্য্য না হইলে এই বিশাল রাজ্য সুশৃঙ্খলরূপে চলা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত না হইবেন, তিনি যদি কর্ণধারতা ভারগ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্য কোনরূপেই সুশৃঙ্খলরূপে চলিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায় দ্বারাও ঐ বাক্যের দৃঢ়তররূপে সমর্থন হইতেছে। এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি গ্লাডষ্টোন সাহেব ও তাঁহার দলই ইংলণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত মন্ত্রী।

গ্লাডষ্টোন সাহেব ও তাঁহার দল যখন প্রথম মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন পূর্ব্ব মন্ত্রীদলপক্ষপাতী ব্যক্তিরা কহিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু গ্লাডষ্টোন সাহেব যেরূপে কার্য্য চালাইতেছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তিনি ভিন্ন ইংলণ্ডেশ্বরীর উপযুক্ত মন্ত্রী ইংলণ্ডে অন্য নাই। আয়র্লণ্ড ঘটিত যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায় ফেনিয়ানদিগের যোগে যে প্রবল চক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, হোমরুলরেরা পার্লিয়ামেণ্ট সভার যেরূপ কার্য্যের বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে অনেকেই বিশেষতঃ পূর্ব্ব মন্ত্রীগণের পক্ষপাতী লোকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের রাজকার্য্য সম্পাদনের অযোগ্যতার যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বুঝি সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। স্থান স্থান হইতে বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্ত হওয়া তারতম্বরে উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইলাম, বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় সমুদ্রোদ্বেলিত শৈলের ন্যায় অবিচলিতচিত্তে কার্য্য করিয়া যাবতীয় বিঘ্ন ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়াছেন। এবারের ইউরোপীয় সমাচারে জানা যাইতেছে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের উপদ্রব শান্তি হইয়াছে, আয়র্লণ্ডের প্রজারা খাজনা দিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহারা বিদ্রোহী হইলে সাগর যেমন শান্তভাব অবলম্বন করে ইংলণ্ড যে শীঘ্র সেইরূপ শান্তভাব অবলম্বন করিবে তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

মন্ত্রীসম্প্রদায় কেবল যে বল প্রয়োগ করিয়া আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ শান্তি করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন এরূপ বোধ হইতেছে না। যাহাতে প্রজার পক্ষে মঙ্গল হয় তাঁহারা এরূপ চেষ্টাও করিবেন। কিন্তু সে চেষ্টার অনুরূপ কার্য্য এ গোলযোগের সময়ে হওয়া সম্ভাবিত নয়। ক্রমে যে তাহা সম্পাদিত হইবে তাহা তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়া অনুমান হইতেছে। তাঁহারা কোন কার্য্যেই ব্যগ্রতা ও ত্বরাগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন না। তাঁহারা সাধুতা ও সদাশয়তা প্রেরিত হইয়া ধীর ভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। গ্রীস সীমা লইয়া গ্রীকদিগের সহিত তুরস্কের যে গোলযোগ চলিতেছে ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্ত্রীসম্প্রদায় সদাশয় ভাবে তাহার সহজে মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মত নহেন তখন তাঁহারা সে বিষয় হইতে বিরত হইলেন। তাহাতে তাঁহাদিগের লিবারল (উদার) এই নামের

স্বার্থকতাই সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি বাস্তবিক পর্বতে উঠিতে ও দুরাগ্রহ গ্রস্ত হইতেন তাঁহারা কখন সফলে নিরস্ত হইতেন না।

আমরা তাঁহাদিগের হইতে আরব্ধকার্য্যে যে সমস্ত শুভানুষ্ঠানের আশা করিয়াছি তাঁহাদিগের কার্য্য প্রণালী দর্শন করিয়া মনে হইতেছে আমাদের সে মনোরথগুলি ও ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমাদিগকে কোন বিষয়ে হতাশ ও চকিত হইতে হইবে এমন মনে হইতেছে না। তবে স্থির হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিয়া এবং সবিশেষ যত্ন পাইয়া সে গুলি সাধন করিয়া লইতে হইবে। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের বক্তৃতাতেও তিনি এই আভাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্যোগহীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে অভিষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। উদ্যোগ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

মন্ত্রিগণের একটী কথায় সকলের প্রত্যয় আবশ্যক।

যখন কাহারা সভায় উপস্থিত হয় তখন তাহারা আপনাদিগের কার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া এই প্রতীয়মান হয় তাঁহাদের যাবতীয় ব্যবহারের নির্দ্দোষ চরিত্র পাইলে তাঁহাদের উপরে এরূপ দোষ নাই। যখন আমরা করিয়াছিলাম মন্ত্রিগণের প্রত্যাবর্ত্তন বহুল অনিষ্টের কারণ। কেননা ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে যাহা প্রতি অনিষ্ট ঘটিতেছে এরূপ নয়, ইংলণ্ডের ও অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশের চলিতেছে। এই সম্ভাবনাস্থলে পাঠ করিয়া দেখিলে কারণ অনুধাবন করিয়া যে তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব এমন বলা যায় না। কিন্তু কহিয়াছেন তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণের নিকটে কোনপত্র চাহিয়া পান নাই। তবে তাঁহারা পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ যে কেমন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। তাহাদিগকে অনেক কার্য্যে স্বেচ্ছাচারিতা আর সবিশেষ পরিচয় করিয়াছি। তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন যত অনিষ্ট ঘটিয়াছে সেবিষয়ের লাভ সভায় বক্তৃতায় স্থলেই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি, একটী স্বাধীনতাহারা জাতিকে উৎসন্ন করা হইয়াছে।

যখন অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে তখন আর তাহার আন্দোলনে ফল কি? যে অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন কি আন্দোলনে তাহার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা আছে? যে ক্ষতি হইবার হইয়াছে, এখন কি আর সে ক্ষতি পূরণ হইবে? মন্ত্রিগণের স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন যাহাতে অনিষ্ট ঘটিতে না পারে তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য। অতীত চিন্তায় ফল লাভের স্থল ইহা নয়, এটী ভবিষ্যতে চিন্তার স্থল। মন্ত্রিগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে অনিষ্ট করিতে না পারেন পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে তাহার যদি ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে পার্লিয়ামেণ্ট সভা থাকা বিফল ও পার্লিয়ামেণ্ট সভাস্থিত নিয়মাদি নিষ্ফল। যাঁহারা নিয়মের আদর্শ স্বরূপ, যাঁহাদিগকে নিয়মনিষ্ঠ দেখিয়া অপরে নিয়মাদি প্রতিপালন করিবে তাঁহারাই যদি নিয়ম ভঙ্গ করিলেন, তবে আর সে নিয়মের গৌরবই বা কি এবং অপরের দ্বারা তাহা প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনাই বা কি? অতএব পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এরূপ একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যে কার্য্য দ্বারা ভারতের অনিষ্ট ঘটিবার ও ইংলণ্ডের যশোহানি হইবার সম্ভাবনা, তাদৃশ মহাত্মক কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়বিধ সভ্যগণ পূর্ণ পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাহার বিচার না হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ হইবে না।

যদি বল এমন অনেক কার্য্য আছে, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাহার বিচার করিবার সময় থাকে না। বিচার করিয়া সে কার্য্য করিতে গেলে, অসময়ে অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। কিন্তু আমরা বিদ্রোহ ভিন্ন এমন কোন কার্য্য দেখিতে পাই না যে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাহার বিচার চলে না। কারণ যদি কোন স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয় ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকল তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণে যত্নবান হন। তৎসঙ্গে কমন্সসভাও বিদ্রোহের কথা ও পরের কথা, সে কথাও যে পার্লিয়ামেণ্টে বিচার করিয়া স্থিরীকৃত হয় না এরূপ নয়। আমরা কাবুলকে লক্ষ্য করিয়াই আজ এসকল কথা বলিতেছি। কাবুলে যে ঘটনা হয়, তাহা আকস্মিক নয়, ৬দিন পূর্ব্ব অবধি তাহার আয়োজন হইয়া তবে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যদি তাহার দোষ প্রদর্শন করিয়া সে ঘটনাটী ঘটিতে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে এখনই এত কলঙ্কিত হইত না এবং পূর্ব্ব মন্ত্রিগণও অপদস্থ হইতেন না। মাই যদি তাহা না করেন, তাহাতে নিরোধকারী রাজবিধি অযথা আছে। নিরোধিত কমন্সসভার যোগাযোগাদি তাহাই সম্ভব যে যোগাযোগাকার পারচয় হয়, এমন পাত্রে বা সভার হইতে বিচারণা করা কর্ত্তব্য, উভয়পক্ষীয়ের মান সম্ভ্রম ও কলঙ্কাস্থান অনুচিত কার্য্যের আচরণ হইতে সকল সময়ে তাঁহাদিগের হস্ত নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। ইহাই লৌকিক ন্যায় ও লৌকিক নিয়ম যে একান্ত আবশ্যক তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, এই নিমিত্তই আমরা পার্লিয়ামেণ্ট সভাকে অনুরোধ করিতেছি, যে সভা মন্ত্রিগণের [illegible] সম্বন্ধে একটী বিশেষ নিয়ম বিধান করুন।

১৮৭৯-৮০ অব্দের বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বিবরণ

পুলিস বিভাগ।

আমরা এ বিভাগের কিছু ব্যয় সংক্ষেপ দেখিতেছি। কলিকাতা ও উপনগরের ব্যয় ধরিয়া এ অঙ্কে গবর্ণমেণ্টের ৩৮৬৯৮৮ টাকা পুলিসের ব্যয় পড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে যে ব্যয় হয় তদপেক্ষা ১১৭৩ টাকা কম ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু মাদ্রাজ চট্টগ্রাম নীমা পুলিসের ব্যয় এবং গবর্ণমেণ্ট রিউনিসিপালিটী ও ডেলওয়ারের যে আয়ব্যয় হইয়াছে সে সকল ইহার সঙ্গে ধরা হইয়াছে। রিউনিসিপাল পুলিস ব্যয়ে বৎসরের শেষে সমুদায়ে ৩৮৩৩ অফিসর এবং ১৯৪৯৮ কনষ্টেবল ছিল। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের পুলিস বন্দুকধারী এবং ডেলওয়ার পুলিস কণ্ডচারীরা ইহার অন্তর্গত। ধারা ও পাবনা ডেলওয়ারে এবং রাজকীয় এই উভয় বন্দর ইহা হইতে বাদ গিয়াছে। আর লোক নিযুক্ত হওয়াতে এবার পুলিস কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভাগলপুর ও ছাপরা যে সৈন্য দিয়া সাহায্য করা হইতে উঠাইয়া লইয়া স্বতন্ত্রস্থানের জন্য আহিরদের এবং এর জন্য পুলিস কনষ্টেবল করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বরদমুদ্রণ ও জন আফিসর এবং জন কনষ্টেবল রাখা হইয়াছে। অন্যান্য যে সৈন্য ছিল তাহাদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে। কেল ডিপার্টমেণ্টে যে পুলিসসৈন্য ছিল তাহারও অনেক কমান হইয়াছে।

[illegible] আইন প্রচলিত হওয়া অবধি এ অঙ্কে মুকদ্দমা সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। সমুদায়ে ১৮৮৭১ মকদ্দমা হইয়াছিল। ১৮৭৮ অব্দে ১১৮৫১ মকদ্দমা হয় [illegible] ইহার অপেক্ষা ৮০১৮ কম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত [illegible] নানা বিষয়ে অনেক মকদ্দমা বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] বাহুল্য জানাবার জন্য বেশিতে পারেন। [illegible] অপরাধে ১৮৭৯ অব্দে ৩৭৭ জন ধরা পড়িয়াছে। কেবল বাহাতে [illegible] আসামি ৩৯ জন [illegible] বৎসর অপেক্ষা [illegible] ইহাতে। [illegible], বিনাপরাধে [illegible] অনেক কমিয়াছে। [illegible] অপ্ত [illegible] মাদিষ্ট্রেটের নিকট চালান দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩৮৬১০ জনের সপ্রমাণ হইয়াছে। সমুদায়ে ১৮১৯৭ ব্যক্তি বন্দীকৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ১৩৮৪ জন জেলে মরিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে ইংরাজি

বাঙ্গালা [illegible] হইতে আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] হইতে [illegible] হইতে [illegible] দেওয়া হয়। [illegible] পুলিস কর্ম্মচারী [illegible] সংবাদ লইয়া থাকে। আর এই [illegible] করা হইয়াছে যখন কয়েদীদিগকে খালাস দেওয়া হইবে তখন যে [illegible] থানায় লইয়া যাওয়া হইবে। তাহা হইলে সেই [illegible] ছাড়ার কথা হইবার এবং মুক্তিলাভের [illegible] অবাধ করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিবে।

কলিকাতা ও উপনগরের অপরাধ সংখ্যার যে [illegible] হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, কলিকাতায় [illegible] মকদ্দমার সংখ্যা হইয়াছে, এবং উপনগরে ৭৭১ মকদ্দমা বৃদ্ধি হইয়াছে। [illegible] টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয়, ও তন্মধ্যে ৭১৩১ টাকার সম্পত্তি ফিরিয়া পাওয়া হইয়াছে। অন্য পক্ষ বৎসরের অপেক্ষা পুনঃ প্রাপ্ত সম্পত্তির সংখ্যা অনেক অধিক। [illegible] পূর্ব্ব বৎসরে ৮৮৪ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় অপরাধী হয়, কিন্তু এ বৎসরে ৮৭৯ জন অপরাধী হইয়াছে। আমাদের সংখ্যা করিয়া যাওয়াতে তাহাদের অপরাধীর সংখ্যা কমিয়াছে। ১৮৭৩ অব্দে ৯১৮ এবং ১৮৭১ অব্দে ৫৫১ অপরাধী হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসরে ২৮৮ জন মাত্র অপরাধী হইয়াছে।

অস্ত্র সংক্রান্ত আইন প্রচলিত হওয়াতে অস্ত্রের আমদানী কমিয়া গিয়াছে, কেবল বারুদের আমদানী কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। অস্ত্র সাহসের লোককে বাটীসমেত নিয়া অস্ত্র রাখিবার ও অস্ত্র প্রস্তুত করিবার যাহা কিছু দেখা হইয়াছিল। যে সকল চর্ম্মকার ও ফিটিংকিদিগের [illegible] ছুরি ছুরিকে [illegible] নিয়া যাইতেছিল [illegible] বারে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৭১ অব্দে ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত ১৮৭৪ জন কয়েদীর বিনা শ্রমে [illegible] হয়। কিন্তু এ বৎসর ১৮৭৫ জন [illegible] ১৮৭৪ অব্দে ৮৮৭৩ জন ও ১৮৭৩ অব্দে ১০৮৪ জন [illegible] হইয়া [illegible] ও বৎসর ১৩৮৮ জন [illegible] হইয়াছে।

সেনাবিভাগ ও ভারতবর্ষীয়গণ।

ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিবার অভিপ্রায়ে যে সমবায়নী প্রস্তুত হয় আমরা তাহাতে যোগ দিলে আমাদের [illegible] হইবে, এই নিমিত্ত অধিবেশনে যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া যেমন সম্পাদকেরা নিরস্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আফ্রিকার যুদ্ধ বাঁধাইবার সময় বাটলর ফিচ্‌ঘেরল সেই রূপ অপ্রস্তুত হইয়াছেন, লিবারল গবর্ণমেণ্ট আফগান যুদ্ধের নিষ্পত্তি করিয়া যেমন লিটনের কীর্ত্তি লুপ্ত করিলেন সেইরূপ বাটলর ফিচ্‌ঘেরলের কীর্ত্তি লোপ হইতে চলিয়াছে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আফ্রিকার অন্যায় যুদ্ধ উপস্থিত করা হইয়াছে বলিয়া তাহার মীমাংসার্থ যত্নবান হইয়াছেন। বোয়ারেরা চাড়িবার পাত্র নহে, তাহারা অমিত-তেজ ও অধিকতর আত্মসম্মানের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ইহারা সন্ধিবিগ্রহের যেমন অবসর করাইতেছে তেমনি বলপ্রকাশ করিতেছে। লর্ড কিম্বার্লিকে অন্যায় যুদ্ধে অধিকারিবর্গ কখনই ক্ষমতাপন্ন করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে যেমন বিব্রত করিয়া তুলেন, সেইরূপ অধীনস্থ ভারতবাসিদিগের সেনা বিষয়ে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ক্রমে যোগদান করিতে ও নষ্ট কুষ্টি উদ্ধার করিতে লিবারল গবর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য যত্ন পাইতে হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কতকগুলি অদূরদর্শী লোক এই সকল না বুঝিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় পরিবর্ত্তনের সমুদ্যুক্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, যে লিবারল গবর্ণমেণ্ট এমনও বিকল ভিন্ন ভারতের গবর্ণমেণ্টের ভার বহনের ফলাফল করিতেছেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিকে যে আগুন লাগাইয়াছেন তাহা সহজে নির্ব্বাণ হইবার নহে। তাঁহারা উহার মধ্যে [illegible] নায় গোলযোগে নূতন নূতন রাজনীতি কৌশলে কি ইউরোপ, কি ইংলণ্ড, কি অধীনস্থ রাজ্যসমূহ কোন স্থানেরই গোলযোগ মোচন করিতে পারেন নাই। সুতরাং যুদ্ধ শান্তি রাজ্যে বিপত্তি করিয়া অবশ্য ও অন্ত গবর্ণমেণ্ট করিয়া আপনারা যেমন বিব্রত হইলেন ইংলণ্ডবাসী অন্য [illegible] তেমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

[illegible] হইতে [illegible] নামক [illegible] বোয়ারদিগের আক্রমণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিয়াছেন। [illegible] ১৮০ জন ইংরাজ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বৃদ্ধ গোলযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু [illegible] ইহা ত হারা [illegible] না হইয়া অনেকের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যোগের সাহসে সংকারে যুদ্ধ করিতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লিবারল গবর্ণমেণ্ট বলপ্রয়োগের উপায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, মন্ত্রিবর গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন, লর্ড কিম্বার্লি ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলে ও আয়ের ফ্রিটাউনের মেয়রকে [illegible] প্রতিনিধিদিগকে এই কথা বলিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহারা যদি অস্ত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি প্রকৃত বন্দোবস্ত করিয়া আপনাদের তাহাদিগের সহিত সকল গোলযোগের মীমাংসা করিতে পারেন, এবং তাহা করিবার জন্য আপাততঃ তাহাদিগকে ৫ দিবসের সময় প্রদানও দিতে সম্মত আছেন। আমাদিগের বেশ বোধ হইতেছে, এ কথায় বোয়ারেরা অসম্মত করিবে না, আর তাহা হইলেই সকল গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

সাম দান দণ্ড ভেদ এই চারি প্রকার উপায় অনুসারে তাহারা সামনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সুতরাং লিবারল দল অস্থায়ী না হইয়া ধীরে সুস্থে, যাহা করিবেন, তাহাই স্থায়ী হইবে, এবং উহাই বিজ্ঞ রাজনীতির অনুমোদিত। অন্যথা অনুধাবন দলের ন্যায় পুরাপর না ভাবিয়া লোকের সন্তোষ অসন্তোষের দিকে না দেখিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করিলে অনুচিত হইবেন। বিবেচনা পূর্ব্বক ও বুঝ পূর্ব্বক কার্য্য করাই উদারচিত্ত মহান ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

এই [illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে এখন কেলের হটেন্টটদের কয়েদীরা কেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষের কোন কথা শুনিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদল পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগকে গুলি করিবার ভয় প্রদর্শন করাতে তাহারা এখন কিছু নিরস্ত হইয়াছে। খাদ্যের কষ্টই তাহাদিগের এই গোলযোগের কারণ। বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রায় সকল জেলেতেই এই দুরবস্থা, কারাগার প্রাঙ্গণে যে শেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় ও নৃশংসের কার্য্য আর কি হইতে পারে। ইউরোপীয় কয়েদীরা বিদ্রোহাচরণ অথবা কোন কার্য্য করিয়া অনেক ভাল খাইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশীয় কয়েদীরা সে সব কিছু করিতে পারে না, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের খবর জানিতে পারেন না। এবং তাহারা অকালে কালকবলিত হয়। বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এক দিনের রিপোর্টে আমরা ৭ জন পর্য্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা দেখিয়াছিলাম। তাহা হউক এ বিষয়ে কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

যেটে যেটে সম্বন্ধের কথা যাহা শুনা যায় তাহা মিথ্যা নহে। শুনা গিয়াছে অযোধ্যের সাবেকদারী বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহের এরূপ রীতি ছিল যে অনেকে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত এরূপ কথাবার্ত্তা স্থির করিত যে তোমার পুত্র অথবা কন্যা হইলে, তখন তোমাকে আমার পুত্র অথবা কন্যার সহিত বিবাহ দিতে হইবে। উভয়ে

সম্বন্ধ হইলে পরস্পরের যখন পুত্র কন্যা হইত তখনই পরস্পর বালক বালিকার সম্বন্ধ স্থির হইত। এ সম্বন্ধও এক প্রকার বিবাহ। ইহাতে বিবাহের মন্ত্র তন্ত্রও পঠিত হইয়া থাকে এবং উভয় কর্ত্তাকেই ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের পুত্র কন্যাগণকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এই জন্য আফ্রিকা প্রভৃতি দেশীয় সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধকর্ত্তা পাত্রের বিবাহ অনাথা হয় না। পাত্র অথবা কন্যা কাণা হউক, খঞ্জ হউক, মূর্খ হউক, যাহাই কেন হউক না, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে বাড়ীর কর্ত্তা বালিকা সে বিবাহে অন্যথা করেন না। অধুনা বৈদিক সমাজের অনেক কুলবিজ্ঞ ব্যক্তি উহার গুরুতর অনিষ্টকারিতা প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া উক্ত সম্বন্ধ পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সকল স্থান হইতেই উহা তিরোহিত হয় নাই। আমরা জানিয়াছি, বঙ্গদেশের দাক্ষিণাত্যদিগেরই এই দুরবস্থা। এখন বেরিতেছি, কেবল বঙ্গদেশে নহে বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের পার্সী সমাজে পর্য্যন্ত ঐরূপ রীতি প্রচলিত আছে। তথায় গত সোমবার ঐ পরকা সাতটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরকন্যার বয়স এক বৎসর বোধ হয় মাত্র। উহাদিগের মধ্যে একটী বিবাহ হইয়াছে তাহাতে পাত্রের বয়স ১৪ মাস এবং কন্যার বয়স ৯ মাস মাত্র। ফলতঃ লোক কতদিনে সমাজ হইতে এই নিষ্ঠুর পদ্ধতি নিঃশেষিত দিবে?

লোই অস্ট্রেলিয়ার কর্ত্তৃপক্ষেরা লেপ্টেনাণ্ট্রিদিগের দ্বারায় অনেক স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রত্যেক লেপ্টেনাণ্ট দুই তিন প্রকার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। তাহার পরিণামে ছাগাদিরা যেন লেপ্টেনাণ্টকে যেখানে সেখানে টেলিগ্রাফ করিতে না হয়, এই জন্য এখন সকল লেপ্টেনাণ্টই অনেকটা লোক আনিয়াছেন। ইহাতে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আমদানি অধিক হইলেও গবর্ণমেণ্ট লেপ্টেনাণ্টদিগের দ্বারা প্রত্যেকের কত লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিনা। ইহা দেখা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের অনেক অর্থ বাঁচিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু এখন যাঁহারা লেপ্টেনাণ্টদের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভাবিত। তবে যদি গবর্ণমেণ্ট এই সকল কর্ম্ম পুনর্ব্বার তাঁহা দেরকে লোক ছাড়িয়া দিয়া অধিক বেতনে পূর্ব্বনিযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ লোক ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাঁদিগের সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ২রা ফেব্রুয়ারি। বৈদেশিক কার্য্যাধ্যক্ষ সেক্রেটারি প্রার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে কাবুলের নিকট হইতে ২৩এ জানুয়ারি সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ দিবস পর্য্যন্ত তথায় আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

কর্ণেল কাবটাইনের মৃত্যু হওয়াতে কার্লস এণ্ড্রুয়ার কমিশরি জেনেরেলের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাণী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সার জন লরেন্সের নিকট আর যে সংবাদ পাঠান তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলের অধীনস্থ আহত গুর্খাদিগের সৈন্যেরা নিউকাসলে প্রত্যাগত হইয়াছে।

ডেলিনিউস বলেন অস্ট্রেলিয়ার সহিত আবার যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। অতএব ইণ্ডিয়ন সৈন্যদলের ২০০০ জনকে সিঙ্গাপুর হইতে অযোধ্যা হইতে বলা হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডে বন্দুকধারীরা উহার অবৈধ সম্বন্ধে যে রাইফেল কমপ্যানিকে বাজেয়াপ্ত করিয়া দিবে বলিয়াছে।

লণ্ডন ৩রা ফেব্রুয়ারি। ইয়র্ক কাবেনাইলের মৃত্যু হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে লাটলিপাইবিদিগের অধ্যক্ষতার নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রোসন সাহেব বার্লিনে সম্রাট নিকোলাসের সহিত বিবাহ বিষয়ক্তের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন।

মুক্তাবলী নামক সংবাদ পত্র বলিতেছে, ফ্রেডরিক কোর্টস সাহেব ডেনমার্কের ট্রেজরির সাহায্য করিবার জন্য ফ্রেডেরিকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

লোক বলিতেছেন, আমেরিকাতে মার্কিন সমরাধিপতি ক পুরস্কার দেওয়া বলিয়া লোকের হৃদয়ে বিদ্বেষের নাম শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লণ্ডন ৭ই ফেব্রুয়ারি। ট্রান্সভালে আর কোন গোলযোগ নাই।

ফ্রেডরিক্টোর্ণ ৬ই ফেব্রুয়ারি। ফেনার্লি ফ্রেডেরিকের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তাঁহার কতকগুলি সৈন্য টিবেট নগরে উপনীত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ আফ্রিকার ঈশানকুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অস্ট্রেলিয়ের একজন মন্ত্রী হোয়াইট সাহেব পলায়ন করে। উহারা তাহাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ার অফিসের সেক্রেটারি কমন্স হাউসে প্রকাশ করিয়াছেন, লোর্ড উলস্লের গবর্ণর জেনেরিলের আফ্রিকা নিবাসের প্রস্তাব আছে। তাহার পরিবর্ত্তে আর সপ্তাহ মধ্যে তিন ব্যাটারি গোরা সাহায্যার্থে অনেক নূতন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।

ফ্রান্সবর্গের ডিউ সেক্রেটারি পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, কাফ্রাদের করে যে পরিমাণ কর্ম্ম হইবে, এখন তাহার কোন নিশ্চয় দিন স্থির করা যাইতে পারে না।

লর্ড গবর্ণমেণ্ট লর্ড গ্রানভীলকে বলিয়াছেন তাঁহার আর মন্ত্রী করার ইচ্ছা নাই।

লণ্ডন ৮ই ফেব্রুয়ারি। লর্ড গ্রানভীল লর্ড লিণ্ডের সহায় হইয়াছেন সেনাপতি ব্রাউন কাবুল সহরে যে সকল ভাগার পাইয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে কোন আপত্তি নাই।

গভর্নমেণ্ট কাবাবার পরিবারে কবরার কথার বড়ই দুঃখ প্রকাশন করিয়াছেন।

১৮১৮৬৭ অব্দে সৈন্যদিগের অনুমিত ব্যয় ১৭১৮৫০০০০ টাকা ধরা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এই ব্যয় ৬৯৯০০০০ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।

ট্রান্সভাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে বোয়ার লোকেরা ভাগের সাহায্যার্থ ৩০ হাজার সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছে। পরিবর্ত্তে সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়াছে।

আমরা সকল বিষয়ের খুব ভাগে বিষয়ে ১৮৬৬-৬৭ টাকা হইতে ১৮৬৭-৬৮ টাকা ভাগে ভাগে ভাগে

ম্যাড্রিড ৮ ই ফেব্রুয়ারি। স্পেনের মন্ত্রিসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন। নিজ সাধ্যেয় সংগ্রাম-মন্ত্রী মার্টিন ক্যাম্পসকে লইয়া আর একটী নূতন সভা সংগঠিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ফেব্রুয়ারি। সার জন্ লরেন্স কলের সহিত সংবাদ আসিল গদর দ্বারা বোয়ারেরা একবারে বন্ধ করিয়াছিল একণে তাহা কিয়ৎপরিমাণে চলিতেছে, তিনি উহাদিগের দলভঙ্গ করিবার জন্য ৬০ সহস্র ইংলণ্ড সৈন্যদলকে প্রেরণ করিয়াছেন।

ইতালি—লিখিয়াছেন, প্রধান সেনাপতি কাল্পাডার হস্তে রাখিবার জন্য বড়ই ক্ষেদ করিতেছেন।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। আমীর সেয়ার আলীর সহিত রুশের যে পত্র লেখালিখি হইয়াছিল লেপেলিন্ গ্রিফিন এতদিনের পর সেই গুলি প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৮ অব্দের আগষ্ট মাসে রুশের সহিত আমীরের যে সন্ধি হয় তাহাতে এই সর্ত্ত ছিল যে পরস্পরের পরস্পরের বিপক্ষতে যুদ্ধারম্ভে সাহায্যদান করিবেন। আমীর বৈদেশিক শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রুশ তাঁহার সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গিকার করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দের অক্টোবর মাসে লেপেলিন্ ইতিটক তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া এই উপদেশ দেন তিনি যেন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে সন্ধি করিয়া ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করেন। আমীর ১৮৭৮ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার প্রত্যুত্তরে ৩০ হাজার সৈন্য সাহায্যের জন্য তাঁহাকে লেখেন। ষ্টলিটক আবার এতদুত্তরে লেখেন যে এক্ষণে সৈন্য প্রেরণের সময় হইলেন না। এই সকল পত্র লেখালিখি দেখে বোধ হইতেছে, রুশের কৌশলে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা একবার ইংরাজদিগের বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল।

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। বলসম্বোধ্য উপায় গ্রহণ সম্বন্ধে ফরষ্টর সাহেবের কৃত আইনের পাণ্ডুলেখ্য কমন্স সভায় পঠিত হইয়াছিল। উহার অনুকূলে ৩৫০ ও প্রতিকূলে ৫৬ জন সভ্য মত প্রদান করিয়াছেন।

৮ ই মার্চ্চ কলের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে পঞ্জরা তাহার সহিত নিউকাসলস্থ সৈন্য দিগের সম্বাদ আদান প্রদান পক্ষে বন্ধ করে এই শঙ্কা করিয়া তিনি ইংলণ্ডের নিকটস্থ প্রান্তরে সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন বোয়ারেরা ৫০০ ও সেনার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে ৯ দিবা ৫ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কৃতকার্য্য হইলে পর তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া যায় এবং সার জন্ কলও সৈন্য সমভিব্যাহারে শিবিরে গমন করিয়াছিলেন।

১০ ই ফেব্রুয়ারি। ডেলি টেলিগ্রাফ বলেন, পার্ণেল সাহেবকে দূত করিবার জন্য কমন্স হাউস হইতে সমন বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। লর্ড কার্টিটন প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন তাঁহার গোপনীয় কাগজপত্র কাবুলে পাওয়া যাওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার পরিত্যাগের বিষয়ে ভিন্ন মত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন কেম্ব্রিজের ডিউক কান্দাহার ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত করিবার যথেষ্টতা করিয়া যে মিমিট দিয়াছিলেন তাহা তিনি উঠাইয়া লইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

মাক্রলা রেলওয়ের চাঁপকাটী ষ্টেষনের পশ্চিম গোবিন্দা নামক গ্রামের রামচন্দ্র বর্মী ঘোড়শ নামে এক ব্যক্তি কাপড়ের ব্যবসা করিয়া থাকে, কলিকাতা হইতে কাপড় আনিয়া ব্যবসায় করিত এই কারণে তাহার মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গতিবিধি ছিল। সম্প্রতি ২৪ মাঘ শনিবার কলিকাতায় কাপড় আনিতে যায়। তাহার এই নিয়ম ছিল সে যে দিন কাপড় আনিতে যাইত সেই দিবসই বাটীতে ফিরিয়া আসিত কিন্তু শনিবার প্রত্যাগত না হওয়াতে তাহার পরিবারেরা পরদিন তাহার তত্ত্ব আরম্ভ করে। তাহারা নানাস্থানে নানা রূপ অনুসন্ধান করিতে, রামচন্দ্র যে দোকান হইতে প্রতিবার কাপড় আনয়ন করিত তথায় অনুসন্ধান করাতে তাহারা জানিল রামচন্দ্র তাহাদিগের দোকানে এবার কাপড় আনিতে যায় নাই, তাহার বয়ঃক্রম ৩৮। ৩৯ বৎসর হইবে, তাহার আত্মীয় স্বজনেরা অনুমান করিতেছে, দুরাচারেরা তাহাকে কোন বিপথে লইয়া গিয়াছে। তাহার নিকট নগদ ৭০ টাকা ছিল, অনুসন্ধানকারীরা সর্ব্বত্রকার অনুসন্ধান করিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। যারা চট্টক আমরা বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম ইহার কিছু উদ্দেশ্য উদ্ভব হইল না।

ডিসেম্বর মাসে ভারত মহাসাগরে গাবো দ্বীপের নিকট কর্দ্দমবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পটোমি নামক ষ্টিমার সেই বৃষ্টির মধ্যে পতিয়াছিল। সেই কর্দ্দম লালের আভাযুক্ত হইয়া বর্ণ।

লর্ড রিপন সুস্থ হইয়াছেন শুনিয়া ভাওয়ালপুরের নবাব সম্ভোষ প্রকাশার্থ এক দরবার করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে ৫০ জন কয়েদীকে তাহা মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রাজ্যের যে যে স্থানে লোকের অন্যায় জলকষ্ট সেই সেই স্থানে এক একটী কূপ খননের জন্য ছয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

একজন জরমান হসায়নাবং পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, অঙ্গুরের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত আছে।

মনীষা জেলার অন্তর্গত বন গাঁ নামক স্থানে একটী ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ১৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া অনুমান ৬০ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ফরষ্টার সাহেব কমন্স হাউসে এইরূপ এক মর্ম্ম দিয়াছেন, যে আবর্ল্ডের অনূন ৩৫ হাজার এক শত জন কৃষকের ভোট বরবাদ হইয়াছে।

গত বর্ষে কেবল বঙ্গদেশে ও বোম্বাইয়ের অহিফেন বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্ট খরচ খরচা বাদে ৬০,১২৪৮৩ টাকা লাভ করিয়াছেন।

গত বর্ষে বিলাতের ক্লাইড নামক স্থানে ৫০৮ খানি নূতন জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে।

লাঙ্কাশিরে ট্রেমেওয়ে হওয়াতে কলিকাতা হইতে ২৪ ঘণ্টায় এখন তথায় পৌঁছিতে পারা যায়।

কলিকাতা হইতে বর্ষে বর্ষে তিন লক্ষ ৫০ হাজার টন পাট বিলেতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মেটকাফ্ হাউয়ার ভূতপূর্ব্ব নবাবের পুত্রদিগের শিক্ষার জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অপরাপর ধনী মুসলমান বালকেও মাসিক একশত টাকা বেতন দিয়া তথায় পড়িতে পারিবে।

পারিস নগরের অনতিদূরবাসী কোন ভদ্রলোকের একটী কুক্কুর আছে। ঐ কুক্কুরটীর সহিত একটী ঘোটকের সদ্ভাবের কথা শুনিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। উক্ত ভদ্রলোকের উদ্যানে যে সকল ফল মূল হোয়া থাকিত ঐ কুক্কুরটী প্রত্যহ তাহা চুরি করিয়া ঘোটককে খাইতে দিত। যে ব্যক্তির উপর বাগানের তত্ত্বাবধানের ভার আছে সে এবিষয় জানিতে পারিয়া চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরে ঐ ব্যক্তি একটী বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল ঐ কুক্কুরটী কয়েকটী ফল মুখে করিয়া গমন করিল। কুক্কুর ফল ভক্ষণ করে না সুতরাং ঐ ব্যক্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কুক্কুরের অনুগমন করিল এবং দেখিতে পাইল যে ঐ ফল ঘোটককে প্রদান করিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার অবৈতনিক সম্পাদকের যত্নে অশেষ দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, ঢাকার নবাব আবদুল গণি ও তাঁহার পুত্র আসান উল্লা খাঁ বাহাদুর, এবং কতকগুলি দানশীলা হিন্দু স্ত্রীলোক ও কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা পশু-

দিগের জল পানার্থ জলছত্র স্থানে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে যে যে স্থানে ছত্র হওয়া আবশ্যক, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই সেই স্থানে এক একটী ছত্র করিয়া দিবেন।

কাশ্মীরের মহারাজ মদ্য প্রস্তুত করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে পাঁচজন ইউরোপীয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা মহারাজের নিযোজিত ফরাসী কর্ম্মচারিদিগের সহিত মিলিত হইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। মহারাজের এ কুবুদ্ধি কেন?

ব্যবস্থাপক সভার ১১ ই যে অধিবেশনের কথা ছিল তাহা বন্ধ করিয়া ১৮ ই বেলা ১১ টার সময়ে হইবার কথা হইয়াছে।

লোকসংখ্যা প্রকরের অর্থ বৃদ্ধিতে না পারিয়া মার্জ্জিলিঙের নির্ব্বোধ কুলিরা বড়ই গোলযোগ বাঁধাইয়াছে। উহারা আপনার পুত্র কন্যাদিগকে কখন বাটীর বাহির হইতে দেয় না। তাহাদিগের সংস্কার, ইংরাজেরা আপনাদিগের প্রভূ জগন্নাথকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য প্রতি বাটী হইতে এক এক জন লোককে লইয়া গিয়া মার্জ্জিলিঙের প্রচলিত ট্রাম ওয়ের চক্রের নীচে ঘষিবে, এবং তাহাতে তাহারা খণ্ড বিখণ্ড হইলে তবে প্রভু সদয় হইবেন। কাহারও কাহারও আবার এইরূপ সংস্কার যে প্রত্যেক বাটীর এক একজনের দক্ষিণ হস্ত বাটীয়া লইবার জন্যই এই কাণ্ড হইতেছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার অর্ক্ল কুপার সাহেব আগামী ফাল্গুনমাসে কর্ম্মত্যাগ করিবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মারকুইস রিপন সাহেব ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সভা ও তাহার সংকারের বিজ্ঞানে সভার সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা আগামী ১৮৮২ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠের জন্য লেখব্রিজ সাহেবের ক্রত সিলেক্সন সাহিত্য স্থির করিয়াছেন।

লেডি রিপন মার্চ্চ মাসের প্রথমেই শিমলা গমন করিবেন এবং গবর্ণর জেনরল ১০ এ তথায় যাত্রা করিবেন।

বিজ্ঞানের বলে বুঝি পরীক্ষকদিগেরও মাহাত্ম্য যায়। মিরার বলিয়াছেন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার দ্বারা একজনের চক্ষুর ছানি তোলা হইয়াছে। ডাক্তারেরা ছানি তুলিলে ভবিষ্যতে আবার তাহা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ইহাতে আর সে আশঙ্কা পর্য্যন্ত থাকে না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অনরেবল মহারাজ যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি, এস, আই গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, ইনি এইবার লইয়া তিন বার উক্ত পদ লাভ করিলেন।

সংস্কৃত কালেজে কেবল সংস্কৃত পাঠার্থীদিগের পরীক্ষা হইয়া যে উপাধি দানের নিয়ম হইয়াছে আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ঈশ্বরী মহারাণী স্বর্ণময়ী পরীক্ষার্থিদিগের উৎসাহ দানার্থ তাহাতে ৮০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বাবু, রাজা লোকনাথ রায়, রাজা হরনাথ রায় ও রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের নামে চারিটী বৃত্তি স্থাপিত হইবে। দর্শন, স্মৃতি, বেদ ও সাহিত্য এই পৃথক পৃথক বিষয়ের পরীক্ষায় যে যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ হইবে তাঁহারাই উক্ত বৃত্তির এক একটী প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা বেঙ্গলি পাঠে অবগত হইলাম আলীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সি সাহেব বড় উগ্র ধাতুর লোক। তিনি গরিব আমলাদিগকে মারিতে ধরিতে গালাগালি দিতে বড় ভাল বাসেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার এক আমলাকে হস্তের ছুরিয়া মারিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেরেস্তার এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে এরূপ কটু গালি দেন যে সেরূপ গালি কোন ইতরেও কাহাকে দেয় না। গরিব ব্রাহ্মণ সকলের সম্মুখে অপমানিত হইয়া ব্রাডবরি সাহেবের নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছিলেন। ব্রাডবরি না কি নালিস অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সুচুর দুইজন চীনাম্যান মেকি টাকা প্রস্তুত করাতে অজ্ঞতা গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে হত করেন এবং উহাদের গলা পর্য্যন্ত চুনের গাদায় পুতিয়া ফেলেন। ইহাতেই তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।

পুলিসের অত্যাচার সকলেই সমান, ইংলণ্ড প্রকাশে লিখিত হইয়াছে কবিরপুর উপবিভাগের নিকটবর্ত্তী কোন এক দরির পাটনীর কলাইয়ের ক্ষেত্রে ওজস্বী কতক গুলি কনষ্টেবলের ঘোড়া বাঁধিয়া সমস্ত ফসল নষ্ট করিতে থাকে। পাটনী ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষেত হইতে ঘোড়াটী তাড়াইয়া দিতে যায়। পেট কনষ্টেবল এই সংবাদ পাইয়া লোক জন সমভিব্যাহারে গিয়া দরিদ্র পাটনীকে এই অপরাধে গুরুতর লগুড়াঘাত করেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধ শান্তি না হওয়াতে তিনি পাটনীর পরিবারবর্গকেও যথোচিত অপমান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্কুলের হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে—পাঁচকড়ি দে, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কিশোরীলাল গোস্বামী, হুগলী কলেজ হইতে—যোগেন্দ্রনাথ বসু।

২য় বিভাগ

ঢাকা কলেজ হইতে কালীমোহন সেন, জগদ্বন্ধু সরকার, তারকচন্দ্র বসু। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে—নওবারী বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লালবিহারী জাহুড়ী, রঘুনন্দন প্রসাদ, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃতান্তকুমার বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র রায় শ্রীকান্ত সেন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রলাল দে, কালীমোহন দেব, প্রসন্নকুমার রায়, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন হাস, পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়, নৃত্যগোপাল ঘোষামী। কৃষ্ণনগর কালেজ হইতে—কিশোরীমোহন শিকদার, নগধর রায়, ইন্দ্রনারায়ণ রায়। হুগলী কালেজ হইতে—চন্দ্রশেখর ভেতরারি, কিশোরীলাল সেন, শৈলেন্দ্রবন্ধু রায়। রাজসাহি কলেজ হইতে—রাজেন্দ্রনাথ রায়, নিজামুদ্দিন হোসেন। পাটনা কলেজ হইতে—ব্রজনন্দন সিংহ, ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, জগৎনারায়ণ সরকার।

১ লা ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও তরিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৯৭৯০৫ মণ চাউল মজুত ছিল, উহার মধ্যে ৯১ লক্ষ মণ বিদেশে রপ্তানি করিবার উপযুক্ত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ১লা এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

মাদ্রাজের অন্তর্গত পালিয়াকি নামক স্থানে এক ব্যক্তি লোকসংখ্যা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, তথাকার নেয়ার জাতীয় অনেক স্ত্রীলোক পাঁচ ভরতে নিবাহ করিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে একজন মাতৃদেবী, একজন মেসন, একজন ওয়ারিআর, একজন ভগ্নী এবং অন্য সকল ঐ নেয়ার জাতীয়। ইহারা সকলেই সেই স্ত্রীর নিকট এক বাটীতে থাকে। এবং সেই স্ত্রী তাহাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

বিবাহে সম্প্রদানকর্ত্তার যে কয় আদর পাইবে, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঐ চর্ম্মের উপলক্ষে ৬৩৬৩ প্রকার পত্র পত্রিকা কাপি ছাপা হয়। ইহাতে ৫০০০০ টাকার কাগজ, ছাপাখানা ও ছাপা পত্রিকাতে ৩০০০০ টাকা এবং ছবি সকল খোদাইতে ৩০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ছাপা প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে, আবার

...ক্ষন লোকে উক্ত ... ক্তার তাহা বুঝা গেলেন করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পাদক তাহা দিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে এখা কেহই বিবাহ...

...ক্তি ... তিনি ... পার্লামেণ্ট ... করিয়াছেন, তাঁহাকে ... গুপ্ত ...

...ক্তি ... অত্যন্ত মূল্যবান মামক স্থানে ... করিয়াছে তথা শীঘ্রই একটী কারখানা খুলিবে।

...ক্তি ... অন্যান্য সকল স্থানের অপেক্ষা ... বাস্তুক মধ্যবর্তীদেই ১০০০ খানি ...

...ক্তি ... বাস্তু, যাই আজও লোপাকলে পরি...

...ক্তি ... কলিকাতা সমাচার কি বেনীয়ু ... সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন? ...

...ক্তি ... এই কথা অনেকে ... করিতেছে। এই কথা অনেকে ... করিতেছে।

...ক্তি ... শাসনকর্তার শাসনকাল ... বড় ... ক্তি ... ক্তি ... বিবাহ প্রচলিত করা কলিকাতা ... নিবারণকারিণী সভা ... করিয়াছিলেন, কিন্তু ... ক্তি ... বিষয়ের কথা ... করিতে পারিলেন না। এক্ষণে ... বিবাহ করিবার জন্য সাধারণের ... পাইবেন।

...ক্তি ... একটী শীকারের ... আয়োজন করিতেছেন

...ক্তি ... ডাক্তার ... নিকট

...ক্তি ... সম্প্রতি ... করিয়াছেন, ... হইবে।

...ক্তি ... নিবারণকারী ... ক্তি ... করিয়াছেন, ... করিয়া ... ক্তি ... ক্তি ... ক্তি

হতের সহিত আলিপুরের মুন্সেফ আদালতে একটী মকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য গত ৬ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ২॥০ প্রহরের সময়ে দুই জন লোক সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে আপন বাটী পাথরঘেড়িয়া হইতে আলিপুর গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে মাঝেরহাট নামক স্থানের উপর উপস্থিত হইলে, কৃতান্তের সহচরের ন্যায় কতকগুলি লোক লাঠি দ্বারা গদাধরকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহার সমভিব্যাহারী লোকদ্বয়ের মধ্যে নবীন হর নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছিল। সে বিপদ্বয়ের আগমন শ্রবণে ভীত হইয়া প্রাণভয়ে দৌড়িয়া নিকটবর্ত্তী গুরুদের বাটীতে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এবং যাদব বাউরি নামক অপর ব্যক্তি বিপদ্বয়ের সন্নিহিত থাকায়, দুরাচারেরা তাহাকেও প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু সে বৃদ্ধি পূর্ব্বক ২।১ টী লাথির আঘাতেই মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে নিষ্ঠুরেরা কেবল গদাধরকে প্রহার করিতে লাগিল। ইতাবসরে যাদব তাহাদিগের অগোচরে পলায়ন করিয়া রামজয় নগরের সনাতন চৌধুরীর ও ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়কে সংবাদ দেওয়ায়, চট্টোপাধ্যায় মহোদয় তৎক্ষণাৎ ৩০। ৪০ জন লোক সঙ্গে লইয়া যাদবের উপদেশানুসারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে মৃত কিংবা নাায় অজ্ঞান অবস্থায় বিপদ্বয়কে মৃদুই ভাবাপন্ন দেখিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, এবং পুলিসে সংবাদ দিলেন।

ডেপুটী বিষ্ণুপুরের সুযোগ্য সবইনস্পেক্টর বাবু কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় এই সংবাদ পাইবামাত্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিপদ্বয়ের চৈতন্য নাই, প্রাণবায়ু কেবল ওষ্ঠাগত দুইয়ের ফল দেখা করিবার জন্যই যেন তাহার শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি তাহাকে চিকিৎসার্থ সত্বর জঁসেপাতালে প্রেরণ করেন। সে যেইভাবে তথায় তিন দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।

সবইনিস্পেক্টর বাবু উল্লিখিত দুরাচারীদিগের মধ্যে কেবল ১৮ জন লোকের নাম প্রকাশ পাইয়া, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া চালান দিয়াছিলেন। আলিপুরের প্রসিদ্ধনামা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বিচারে ১৫ জন ধৃতেরা সোপর্দ্দ হইয়াছে এবং এক জন শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং পরাণকৃতি নামক একব্যক্তি নিরপরাধী বলিয়া খালাস পাইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

এ বৎসর বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় এখানকার রামনগর মিশনরী বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীপতি মিত্র ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া নদীয়া জেলার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহাদের মধ্যে কেহই এবার ছাত্রবৃত্তি পাইল না!! এতদ্ভিন্নজন উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রের অভিভাবক বান্ধব হৃদয়ে আপন আপন পুত্রকে অন্য বিদ্যালয়ে পড়াইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, অধিকাংশ ছাত্রের অভিভাবকের মনে সংস্কার জন্মিয়াছে যে, মিশনরী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জেলার মধ্যে ১ম, ২য়, অথবা ৩য় হইলেও তাহারা ছাত্রবৃত্তি পাইবে না, কিন্তু অন্যান্য বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বৃত্তি পাইবে। এই ভ্রমাত্মক সংস্কারটী স্থানীয় লোকের মনে এতদূর বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, উক্ত মিশনরী বঙ্গবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা যদি প্রত্যাধিক সংস্কারটী অপসরণ করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের অধীন বিদ্যালয় সমূহের নিতান্ত অবনতি ও লোডশীর দশা সমুপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের নিতান্ত বাসনা যে, মিশনরী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র শ্রীপতি মিত্র ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাহাতে বৃত্তি পান তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও যত্নশীল হইবেন এবং বাঙ্গালী বিদ্যালয় বিদ্যালয় সমূহও সুযোগ্য ইনস্পেক্টর মেং গ্যাবেট সাহেবকে উক্ত অভিপ্রায়ের বিষয় বিনম্রভাবে পত্র দ্বারা বিজ্ঞাপন করিবেন সন্দেহ নাই।

এবার এখানে যে প্রণালীতে জনসংখ্যা গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের বিশুদ্ধ বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগকে বেগার ধরিয়া জনসংখ্যা গ্রহণকারী পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অনেকের অক্ষরজ্ঞানের বর্ণপুত্র সাক্ষাৎ কালিদাস। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা তদ্বিষয়ে বিশুদ্ধ কবিতা বানান করিতে হইলেই বিদ্যা ব্রহ্মতা বাহির হইয়া পড়ে, এমন অবস্থায় ঐ সকল অক্ষরবিদ্য ব্যক্তির হস্তে জনসংখ্যা গ্রহণের গুরুতর কার্য্যভার বিন্যস্ত করা নিতান্ত অন্যায় ও অনুচিত হইয়াছে। এই ত গেল নিম্ন শান্তিপুরের জনসংখ্যাগ্রহণকারীদের কথা! পল্লীগ্রামের এন সংখ্যাগ্রহণকারীদের মধ্যে আর সকলেই তদ্বৈচ! এক্ষণে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু জনসংখ্যাকারীদের মধ্যে ঐরূপ বাবুর অনেক লোক আছেন বুঝিতে পারিয়া সম্প্রতি কয়েকজন স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে টেষ্টিং আফিসরের পদে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা সংগণকারীদের লিখিত পুস্তক সকল তন্ন তন্ন রূপে পরিদর্শন করিবেন এবং আবশ্যকমতে ভ্রম প্রমাদ গুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। এক্ষণে যে কয়েকজন টেষ্টিং আফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দুই একজন অক্ষরবিদ্য লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা পরের সহায়তায় স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লইবেন। সুতরাং তাঁহাদের বিদ্যা ব্রহ্মতা প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক জনসংখ্যাগ্রহণ সম্বন্ধে জেলার ও মহকুমার হাকিমেরা যেরূপ আদা জল খাইয়া বিষয় বর্গির পরিশ্রম করিতেছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে অনুমিত হইতেছে যে, পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ঐ কার্য্যটী এবার সুচারুরূপে সম্পাদন হইবার সম্ভাবনা। তবে যে দুঃখী ঐ জনসংখ্যা গৃহীত হইবে, সে দিন এখানকার বড়বাজারের অমপূর্ণা পূজা; এ জন্য আমোদপ্রিয় লোকেরা আশঙ্কা করিতেছে যে, পাছে সে রাত্রি জনসংখ্যা গ্রহণ নিবন্ধন নিস্তব্ধ রীতের কোন প্রতিবন্ধক ঘটে।

পরম শ্রদ্ধেয় পরমেশ্বর প্রসাদাৎ এ বৎসর এখানকার মদনগোপাল গোস্বামী পাড়ায় শ্রীশ্রীমদনমোহনের ঠাকুরের সপ্তাহ ব্যাপিনী মহোৎসব সমারোহ ও উল্লাসের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। ঐ কয়দিবস কীর্ত্তনের তাকডুমুরে গোস্বামী মহাশয়েরা ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা ভাসমান হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইসাদা হরের প্রেমময় কীর্ত্তন শ্রবণে অমর্ণন প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কোন কোন গোঁড়া গোস্বামী ও গোঁড়া বৈষ্ণবী ঈশ্বরের "বাস [illegible] শ্রবণে মনে এমনি গদগদ চিত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঘর ছাড়া করিল অন্যান্যদের কোন কোন ব্যক্তি তাহা সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সকলে আমাদের বিবেচনায় ঐই-কৃষ্ণের বাস কৃষ্ণযাত্রা শ্রবণ করা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পাছে আমাদের গোঁড়া-সম্প্রদায়েরা উহা শ্রবণ করিলে দণ্ডিত হইতে হয়েন। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর এবং কোন কোন গোস্বামী মহাপ্রভুর অবতার ঐ বাস [illegible] শুনিয়া "[illegible]" ঘরে, ইহাই অধিকতর পরিতাপের বিষয়। সেইদিন "[illegible]" হইয়া থাকে। এটী আমাদের আশৈশব

পরিচিত সম্বন্ধ এবং ঐ তিন সম্বন্ধে মনযোগপূর্ণ পাঠকের কৌতূহলোদ্রেক হইয়া থাকে ও ঔৎসুক্যের সহিত পড়িয়া থাকেন। এই সকল পাঠকের মধ্যে অনেকে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে দেখিতে চাহেন, কেহ কেহ বা কন্যার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন। এই সকল অপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এখনো এই সকল বিষয়ে আমাদের দেশে অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন অতি ধীরে ধীরে হইবে। এখনো অনেক পরিবারে কন্যার মতামত জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক, কন্যা যে কাহাকে বিবাহ করিবে তাহা কন্যা জানিতে পারে না। বিবাহের পর বর কন্যা একত্র হইলে, তাহারা পরস্পরের মুখ দেখিতে পায়। এখনো অনেক পরিবারে কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না। এখনো অনেক পরিবারে কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না। এখনো অনেক পরিবারে কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না।

এখনো এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন অতি ধীরে ধীরে হইবে। এখনো অনেক পরিবারে কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না। এখনো অনেক পরিবারে কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না। এখনো অনেক পরিবারে কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, তাহার স্বামী তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না।

বিবাহসভা।

বিবাহসভায় পুলিসের কর্ম্মচারিদের মাতাল প্রভৃতি হইয়া সভাস্থ লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করা, সভার কার্য্যে বিঘ্ন জন্মান, এই সকল বিষয়ে কিছু লিখিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বিবাহসভায় পুলিস-কর্ম্মচারিদের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাইতেছি, তাহাতে আমাদের মনে হইতেছে, এ বিষয়ে কিছু লিখিলে বোধ হয় অনেকের উপকার হইতে পারে। এই জন্য আমরা এ বিষয়ে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবাহসভায় পুলিস-কর্ম্মচারিদের মাতাল হইয়া সভাস্থ লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করা, সভার কার্য্যে বিঘ্ন জন্মান, এই সকল বিষয়ে কিছু লিখিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বিবাহসভায় পুলিস-কর্ম্মচারিদের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাইতেছি, তাহাতে আমাদের মনে হইতেছে, এ বিষয়ে কিছু লিখিলে বোধ হয় অনেকের উপকার হইতে পারে। এই জন্য আমরা এ বিষয়ে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গমান।

সম্পাদক মহাশয়! কোন রাজা কি জমীদার দেশের হিতকামনায় যৎসামান্য দান করিলে, তদ্দেশবাসীরা তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তাহার প্রশংসন করে, এমন কি মুখেও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু বঙ্গমান নগরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই; বঙ্গমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহারাজেন্দ্র বাহাদুরের পরলোক হওয়া অবধি তাঁহার মহিষী সমস্ত ভোগ বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক সম্প্রতি অযথা অর্থব্যয় করিতেছেন, তথাপি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ হইতে দেখি না, বরং যখনি যে কোন অংশে ত্রুটি হইলে তাহা লইয়া তোষ তাঁর আন্দোলন হইয়া থাকে। সুতরাং মহারাণীর নিজস্বার্থ দানশক্তি, না গবর্ণমেণ্টের গৌরব, না সাধারণের কর্ণসুখের জন্যই হইতেছে। এই জন্য আমি মহারাণীর সদ্ভাবে এবং দানের দ্বিবিধ সাধারণের গৌরব করিতে মানস করিয়াছি।

মহারাণী অমিতা শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে সকলেরই মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক বৈধিক যজন করিয়া সকলেরই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে বিধবাদিগকে শয্যা ত্যাগ করিয়া কখনো বা মৃত্তিকায় শয়ন কিম্বা উপবেশন করিতে দেখা যায়। কিন্তু মহারাণী স্বয়ম্পর্শ শয্যা কি আসন স্পর্শ করেন না, সকলে মৃত্তিকায় শয়ন এবং উপবেশন করিয়া থাকেন। এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে কখনো তাঁহার আহারও হইয়াছে, অধিক নিশিতে আর কোন দিনই নিশি কাটান না। এবং পারলৌকিক মহাদিবে নিমিত্ত সকলে মুক্তাহারে নিশি যাপন করেন, কেবল তাঁহার ১২ টী কন্যার সকলে একত্র হইয়া একখণ্ডবস্ত্রে দুই তিন জনে পরিধেয় করিয়া একখণ্ডবস্ত্রে দুই তিন জনে পরিধেয় করেন। কখনো বা ১ টী হইতে ৩টী পর্য্যন্ত হইতেছে। পূজা ও কথা কহিয়া সামান্যমাত্র ভোজন পূর্ব্বক দিবসকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পুনরায় সে ত্রুটি হইতে রাত্রি ১ টা পর্য্যন্ত কথা কহিয়া নিদ্রিত হয়েন। আহা! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মোহিনী মায়া! এই কঠোর ব্রতকে অনন্ত সুখে সুখী করিতেছেন, পরন্তু তাহাকেই যাবার কঠোর ব্রত-সাধনে নিয়ত নিয়োজিতেছেন। যাঁহাকে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী করিয়া অপরিসীম সুখ-সাগরে ভাসাইতে ছিলেন, তাঁহাকেই আবার সকল সুখে বঞ্চিত করিয়া অতি কঠোর ব্রতচর্য্যাতে দীক্ষিত করিয়াছেন। তিনি মানবকে আশ্চর্য্য সুখ সম্ভোগ করান, তিনি আবার মানুষকে অশেষ ক্লেশ সহ্য করান, তাহা না হইলে, বঙ্গমানাধীশ্বরী

হইয়া কখনই একপ ক্রুর সংকল্প করিতে পারিতেন না।

মহারাণী পরিদিন স্বামীর প্রতিমূর্ত্তির পূজা না করিয়া কখন জল গ্রহণ করেন না, এমন কি, মহারাজ স্বামীর নিমিত্ত অন্ন গ্রহণ না করিয়া ইতিপূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাণী স্বামীর নিমিত্ত অন্ন গ্রহণ করেন না। এই কারণ দ্বারা তাঁহার স্বামী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত করা হইতেছে। মহারাণী কিছুতেই সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হয়েন না, প্রত্যুত সংসার অনিত্য ভাবিয়া বিগত এক বৎসরে তাঁহাকে প্রায় শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজার ভোজন, রাজ্ঞীর ভোজন, রাজার বাটীর ব্রাহ্মণদিগের ভোজন, রাজার বাটীর ব্রাহ্মণদিগের বিদায়, অনাথা স্ত্রীলোকের মাসিক বৃত্তিদান ইত্যাদি নানা সৎকার্য্যে মাসিক পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হয়। ইহা ব্যতীত কার্ত্তিক মাস এবং বৈশাখ মাসে পুরাণ পাঠনা করাইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পরিশেষে এই সৎকার্য্যটী উল্লেখ করা উচিত, শ্রীমতী মহারাণীর সহোদর নাবা মহাশয়ের দৌহিত্র লালা রূপ গোপাল সাহেব বাবু তাঁহার বালাবাক। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপদেশ অনুসারে উক্ত মহৎ অনুষ্ঠান হইতেছে সুতরাং ইনি নাবা সাহেবের কন্যাদিগের সম্পত্তি স্বামিত্ব নাই। আমরা শুনিয়াছি তাঁহাকে অনুরোধ দিয়াছেন যে, তিনি ৫০ লাখ টাকা কি তাহার কি নিদেন সাকল্যেই নিলামে ক্রয় করেন, তাহা হইলে শ্রীমতী মহারাণীর সম্পত্তি বিক্রয়প্রাপ্ত হইবে আনুষঙ্গিক সাহেব কোম্পানির বিশ্বস্তকীর হইবেন অনুমান।

[illegible]

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সী ও কালেক্টরের প্রমোশন হইয়াছে। তাহার পরমানন্দ হাটিকার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের জেয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভূমিনাথ ঘোষ ১৮৬৫ অব্দে ২০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আজহার ৩ মাস ছুটী লওয়াতে বাবু রসিকলাল বসু তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দ্বারকানাথ চৌধুরী ১৮৭০ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পুর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এপ্‌কিন্স ১ম এবং চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মানসন সাহেব ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিপিনবিহারী গ্রামাণিক মজফরপুরের অন্তর্গত সীতামারিতে বদলী হইলেন।

সীতামারীর সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যোগেন্দ্রনাথ সেন বাড়ে বদলী হইলেন।

ভাগলপুর অন্তর্গত মাণ্ডারের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু পার্ব্বতীচরণ গুহ পাটনার অন্তর্গত মজফরপুরে বদলী হইয়াছে বক্সারের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ ওয়াজিদ হোসেন হাজিপুরে বদলী হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টার মুন্সি কুটবুদ্দিন বক্সারে বদলী হইলেন।

সহরাণী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এস, বেলি (ইনি ছুটী লইয়াছিলেন) কিছু দিনের জন্য হাজিপুরে বদলী হইলেন।

হাজিপুরের সহরাণী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বুইথ সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও বাঙ্গালীর সাধারণ বিষয়ের অনুবাদকারী হইলেন।

ঢাকার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কর ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ইউল সাহেব ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এবং [illegible] অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] বিষয়ের [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার অর্থাৎ ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ছাপরার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফরী মুন্সেফের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

পাটনার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার তুমিন মেদনীপুরের মাজিষ্ট্রেটের কালেক্টার হইলেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল হিপুরার ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ছাপরার জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডাওয়েল, ১০ ই মার্চ্চ হইতে ৮ মাস; ৩য় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর বেডফোর্ড ৭ই ১০ ই জুলাই হইতে ৬ মাস; মেদনীপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পাইন ১ লা মার্চ্চ হইতে ৩ মাস, উহার বদলে ঐ জেলার বিশেষ কার্য্যের প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রবিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ৩ মাস, দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার প্রেভিয়র ১৯ এ মার্চ্চ হইতে ১ বৎসর ৯ মাস, সহরের ডিপ্টীর ও সেসন জজ বিহারের ১ লা মার্চ্চ হইতে ৬ মাস বিদায় গমন করিলেন।

বিদায় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

কাবড়া টিমিনিরিয়ি কালেজের অধ্যাপক ই ডাব্লু ও ই, ফুলর, কালেজের অধ্যক্ষ প্রিন্সিপ্ল ই ও কৃষ্ণনগর কালেজের সহকারী বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ৮ বৎসরের উন্নীত হইলেন।

বিদায় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন।

মাননীয় মহারাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরের মুন্সেফ হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

মাদারিপুরের অন্তর্গত খোদাদীর প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি ছুটী লইয়াছিলেন) ফিরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় ভাগলপুরে থাকিবেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টার বাবু এস, এস, চাকির [illegible] হইলেন কিন্তু প্রায় মজিপুরে অবস্থিতি করিবেন।

সাসেরামের [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] আইনের ১৬৬ ধারানুসারে [illegible] মাজিষ্ট্রেটের [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ [illegible] ও [illegible] প্রতিনিধি [illegible] ডেপুটী [illegible] ও [illegible] মাজিষ্ট্রেটের [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] বাবু চন্দ্রমণী মেদনীপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় হাজিপুরে অবস্থিতি করিবেন।

মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু কালীনাথ দত্ত ৩ মাস হইতে ১ মাস ৭ দিন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজারের মুন্সেফ বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২ ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১ মাস এক দিন; নওয়াখালির অন্তর্গত হাতিয়ার ১ম মুন্সেফ বাবু কুঞ্জমণী বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মাস ১৫ দিন ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরের মুন্সেফ বাবু অভিমচন্দ্র ঘোষ, ১ মাস ৩ দিন বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ষমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, বঙ্গভাষায় ব্যাকরণের একটি গ্রন্থের অভিপ্রায়, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, মনুসংহিতা, সোমরস, হরপ্রসাদ শর্ম্মা এই ৬টি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি আকার ৬ ফর্ম্মা। মূল্য ডাকমাশুল সমেত আগাম বার্ষিক ২ দুই টাকা। অনুগ্রাহক মহাশয়গণ সোণারপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক বরাবরে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতায় এজেন্ট।

কলিকাতা সোণাগাছা বাসুর পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও মাসেথিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন-ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বরভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

আমাশয় বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, পীড়াদায়ক বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও জীর্ণ প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও দৃঢ় করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৩ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ৬।৭ উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

ঃঃ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ১১ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮১। ২১ এ ফেব্রুয়ারি। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৬ টাকা।

বিজ্ঞাপন

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট

কর্ম্মখালী।

হাজারিবাগের একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়রের আপীসে একজন প্রধান কেরাণীর আবশ্যক হইয়াছে। মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা।

আবেদনকারিদিগকে স্ব স্ব প্রশংসাপত্রের অনুলিপি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

যিনি একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়রের আপীসে কাজ কর্ম্ম করিয়াছিলেন অথবা যাঁহার উক্ত আপীসের কর্ম্ম সকল সবিশেষ জানা আছে তাঁহারই আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

হাজারিবাগ ৯ ঠা জানুয়ারি ১৮৮১। } হাজারিবাগের একজি-কিউটীব ইঞ্জিনিয়র।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মহকৃত আখ্যানাদি বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০৲ টাকা ও ডাক মাশুল ১৸০ টাকা। ইহা বাঙ্গীয় উন্নত মীরহরি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭৸০ টাকা, পদ্যামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্য পুরাণ ১২ শ খণ্ড ৪৸, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৸, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১৲ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে নাঁয় বৃদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন মর্দ্দিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যকারিতা যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহাদের পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ হইতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে অল্পকালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ ভঙ্গ কাম ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশত হউক না কেন এই অপূর্ব্ব ঔষধের মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে অকালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (হারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

বরফেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনগার্ডেন হোটেলের দক্ষিণ ধারে, ৩ নং ওয়াটারপুল ষ্ট্রীট কলিকাতা।

যিনি এক নিদান অন্বেষণপূর্ব্বে জীবাত্মাদি নিরূপণ পূর্ব্বক এবং দুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়া ছয় মাসে আয়ুজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইবে ইহার বিশেষ প্রকার জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
হরিরামপুর।

কথা কবির সাধের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল মূল্য ১৸০ টাকা। ডাক মাশুল ৵ আনা। গ্রাহক আনরে নিকট মূল্য লইয়া পত্র লিখিলেই পাইবে

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

স্যর ফ্রেডরিক রবার্টস কাবুলে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৬৮ অব্দের [illegible] কাবুলাধিপ [illegible] মেজর ক্যাভেগ্নারি সাহেবকে যে পত্রখানি লেখেন।

আমরা আপনাকে [illegible] ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] তাহাতে ও বিবেচনা [illegible] আমি [illegible] করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি মেজর [illegible] ক্যাবিনেটিকপে প্রেরণ করিলাম। ইনি [illegible] সুবোধ বন্ধু, আর ইনি কাল বৃদ্ধ [illegible] আপনাকে বীরোচিত কার্য্য করাতে সম্রাটের [illegible] যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব [illegible] আপনার সমক্ষে আমার মনের ভাব [illegible] করিবেন। তদ্ভিন্ন কহি আপনি ইহাঁর [illegible] সাধারণ বিবেচনা করিয়া মনোযোগ সহকারে [illegible] শুনিলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক উত্তর [illegible] দিবেন। আর কল গবর্ণমেণ্টের [illegible] আপনার সৌভাগ্য হইলে তাঁহারও উপকার [illegible] আপনারও যে বিশেষ উপকার আছে, ইহা [illegible] জানিবেন।

১৮৭৮ অব্দের ২৭ এ আগষ্ট আমীর এরূপ উত্তর [illegible] দেন।

গবর্ণমেণ্ট সাহেব সহ [illegible] পত্র [illegible] আপনার [illegible] ও [illegible] ১৮ই নবেম্বর [illegible] আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি এই পত্রে রুশের সহিত [illegible] সম্বন্ধে [illegible] লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং ইহাও [illegible] গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার [illegible] মেজর [illegible] বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি প্রস্তাবিত পত্রের ভাব আদ্যোপান্ত [illegible] বুঝিতে পারিয়াছি। লিখিত [illegible] বিবেচনা করিবার জন্য আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর [illegible] বোধ করিতেছি এমন সময় সম্রাটের [illegible] জেনেরেল মেজর ষ্টলিটস্কির [illegible] প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে কথা [illegible] তিনি ভারতবর্ষ হইতে আপনার লিখিত পত্রখানির দুই খানি পত্র আমাকে প্রদান করেন। আপনি পত্রে যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহা পাঠ করিলাম এবং আপনার ও সম্রাটের বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মুখে যাহা শুনিলাম তদ্দ্বারা আপনাদিগের অভিপ্রায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার সৌহার্দ্দ দৃঢ়তর বাসনায় ইতিপূর্ব্বে মৌখিক কথাবার্ত্তাগুলি সংক্ষেপে লিখিয়া আমাকে দিয়াছেন। আমি আপনার কথার উত্তর সমস্তই ইহাঁকে বলিলাম, আপনি ইহাঁর নিকট সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। ইনি শীঘ্রই এখান হইতে যাইবেন এবং আপনার নিকট সবিস্তার সকল বিষয়ের বর্ণন করিবেন।

সেনাপতির সম্মতিসম্পাদনার্থ আমি কামনার নির্ম্মাণকর্ত্তা হাসেন এবং গোলাম হায়দর খাঁকে তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলাম।

১৮৭৮ অব্দের ২১ এ সেপ্টেম্বর জেনেরেল ষ্টলিটস্কি আফগানিস্থানের বৈদেশিককার্য্যের মন্ত্রিকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। যথা—

আমি ঈশ্বর প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে তাসখন্দে উপনীত হইয়াছি, এবং যথাসময়ে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছি। আমি দিবারাত্রি আমারদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি, তদ্বিষয়ে ক্রমে কৃতকার্য্য হইব। এই সকল বিষয় সম্রাটের কর্ণগোচর করিবার জন্য আমি কল্য তৎসদনে গমন করিব। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি শ্রেয় হয় তাহা হইলে আবশ্যক বিষয় সকল সম্পন্ন হইয়া উঠিবে। অধিক কহা বাহুল্য। ঈশ্বরের অনুকম্পায় কুশলিনে হইতে যাহারা কাবুলে গমনাগমের জন্য আসিবে তাহারা উভয় রাজ্যে বন্ধুতা দেখিতে পাইবে এবং ইহা রাজ্যের কল্যাণ হইয়া উঠিবে। আপনি আমাকে আমার সন্তানের কুশলসংবাদ দিবেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করুন এবং আপনাকে সুখে রাখুন। আপনার যাবতীয় বিষয় আমার অবগত হইবার নিমিত্ত অধিক মনোযোগ, সুখ করিয়া লিখিবেন।

১৮৭৮ অব্দের ৮ ই সেপ্টেম্বর জেনেরেল ষ্টলিটস্কি উত্তর পত্র মধ্যে যে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

আমি আশা করি আপনি এক্ষণে আমাকে আমার সাধের সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর কৃপায় তিনি রাজকার্য্য [illegible] সুসম্পন্ন করুন। আমি ইতিপূর্ব্বে যাহাকে আপনার কথা স্মরণ করিব। আমি তাঁহার কামনা সিদ্ধির জন্য দিবা রাত্রি চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি বিফল মনোরথ হই নাই। সম্রাট আমীরের একজন যথার্থ বন্ধু এবং আফগানিস্থানের প্রতি তিনি যথেষ্ট। তিনি উহার জন্য যখন যাহা কিছু করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন তৎক্ষণেই তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাইবেন। যোম হয় আপনার বেশ স্মরণ থাকিবে আমি যে আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম দেশের ভিতর কতকগুলি পর্ব্বত, উপত্যকা ও নদী থাকা যেমন রাজ্যের রাজকার্য্য সেইরূপ। যে ব্যক্তি অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করে সে এই সকল পদার্থ উত্তমরূপ দেখিতে পায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও অনুগ্রহে আমাদের সম্রাটের তুল্য রাজা নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন। অতএব আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট আপনাকে যে উপদেশ দিতেছেন তাহাতে আপনার কর্ণপাত করা উচিত। আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট সর্পের ন্যায় সাবধান ও পারাবতের ন্যায় নিরীহ। রাজকার্য্য সম্বন্ধে এমন অনেক গুরুতর বিষয় আছে, যে তাহা আপনি বুঝিতে পারিবেন না কিন্তু আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। সর্ব্বদা এইরূপ ঘটিয়া থাকে, যে বিষয় প্রথমে অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় তাহাতে পরে বড় উপকার লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক এক্ষণে যে মতের সহিত প্রিয় বন্ধু আমি আপনাকে জানাইতেছি যে আপনারদিগের বন্ধু বিরুদ্ধাচারী সত্ত্ব তুরস্কের তুলতানকে তাহার কার্য্য আপনারদিগের সহিত সন্ধি-বন্ধনে সমুদ্যত হইয়াছেন। অতএব নবীন গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনার দৃষ্টিপাত করা উচিত। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় সুখে তাহারদিগের অস্ত্র গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে (বিবেচনা) ঈশ্বরের নাম করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। অন্যথা আপনাকে ধৈর্য্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। সাবধানে সন্ধি করুন, এবং কিসে কিসে সুখের আয়োজন করিতে পারুন। উৎসবে যখন ঈশ্বরের আদেশ হইবে তখন আপনি সুখে যোদ্ধা হইবেন। শত্রুপক্ষের সুখ যখন দেশে প্রবেশ করিতে চাহিবে সেই সময়েই অস্ত্রই নিষ্ফল হইবে। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শত্রুদিগের দেশে অন্তরে সরল ও বাহিরে মিষ্ট কথায় তাহারদিগের মনের ভাব জানিয়া আপনার সহিত তাহারদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরক্তিত করিতে পারে এমন একজন যোগ্য লোক ঠিক করিয়া পাঠান। বন্ধু! আমার বিশ্বাস ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করিবেন ও আমারদের রাজাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং আপনারদিগের শত্রুর মাথাকে কম্পিত করিবেন।

এই পত্রের প্রত্যুত্তর শীঘ্রই রাজধানীতে প্রেরণ করিবেন, আপনি পত্র আরবী অক্ষরে লিখিলে আমি পড়িতে পারিব।

১৮৭৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সেরআলী জেনারল ভন কফমানকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

সম্প্রতি নিম্নোল্লিখিত ঘটনাগুলি এখানে ঘটিয়াছে। আপনাদিগের প্রতিদ্বাপালী গবর্ণমেণ্টের তাসখন্দস্থ দূত জেনেরল ষ্টলিটফ এখান হইতে প্রতিগমন করিলে পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ অন্যান্য ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে শত্রুতাচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং মদীয় রাজ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। আপনি পত্রবাহকের পক্ষে ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন, উহারা এক্ষণে আফগান রাজ্যের সীমা ঘাটবার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এবং যুদ্ধের সকল আয়োজনই করিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহার প্রতিবন্ধকাচরণ করিলেই হয়। সংক্ষেপে বলিতে কি, সময়োচিত কার্য্য করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, উহারা আক্রমণকারী হইয়াছে, এই জন্য এখন প্রজাদিগের মন যান রক্ষার আমার কর্ম্মচারিগণ পাদপদ্মে সীমা রক্ষার চেষ্টা করিতে বাধ্য। কিন্তু যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, সহজে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার বোধ হইতেছে আমার এই বন্ধুত্ব-সূচক পত্র আপনার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে শুনিতে পাইবেন, আফগানদিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। আপনার সহিত সৌহার্দ্দ থাকাতে, আমার অনেক ভরসা আছে। আমি আশা করি, আপনি সেইস্থানে আমার রাজ্যের বিশেষ মনোযোগী হইয়া সুকৌশল অনুসারে উপযুক্ত সাহায্যদান করিয়া সুখী করিবেন, আমি আপনার পত্রের জন্য এই পত্র মধ্যে সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী লৌমাসাহেবকে পত্র লিখিলাম। সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী এতদ্বিষয়ক বিষয় ও সম্বাদ পরিবর্ত্তনের প্রেরণ করা আমার উচিত ছিল; কিন্তু সেইসময়ে এত কালক্ষেপ করিবার আর সময় নাই বলিয়া, উহা একজন অশ্বারোহী বার্ত্তাবাহক দ্বারা প্রেরিত হইল। ইহা করি, এ ত্রুটি মার্জ্জনা ও বিবেচনা দিয়া বোধে গ্রহণ করিবেন না।

১৮৭৮ অব্দের ৯ ই অক্টোবর আমীর সিরার আলী কলহাপের নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এই,—

আপনার সহিত আমার বন্ধুতা আছে। যখন কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, বন্ধুর নিকট তাহা গোচর করা কর্ত্তব্য-বোধে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি। যে দিবস আমাদিগের উপরে সখ্য-বন্ধন হয়, যে দিবস আমাদিগের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান আরম্ভ হয়, সেই দিবস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের অন্তরে আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা বহুদিবস অবধি আমাদিগের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব ও অত্যাচার করিতেছে, এবং পরস্পর প্রতিবেশী ন্যায় সদ্ভাবের ব্যবহারের মধ্যে যে সকল নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য, তাহাও তাহার বিপক্ষ আচরণ করিতেছে। যখন আপনার দূত আমার রাজধানী কাবুলে আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহারা অন্যায় আচরণে পরাঙ্মুখ না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্যে ও সহজে নানাপ্রকার শত্রুতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছে প্রথমতঃ লৌহোর জয় করিয়া আমার রাজ্যের সীমাপ্রদেশস্থিত পাষকম নামক স্থানে কতকগুলি ইংরাজ প্রবেশ করে, তিনা অনুমতিতে আমার রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া আপনার দূতকে অবমাননা করা এবং আমাদিগের অনিষ্ট করা তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। আবার পুলিস-কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, যে বলপূর্ব্বক বন্ধুতা করিবার এবং এত অধিক সংখ্যক বৈদেশিক এককালে রাজ্যে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। তাহারা পেসবরাতে প্রস্থানক করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, এবং যেরূপ যড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় আফগানস্থান এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইংরাজদিগের এই সকল অন্যায়াচরণ সত্ত্বেও আমার কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করে নাই। তাহারা এই বিবেচনা করে যে, প্রথম শত্রুতা আরম্ভ করার অনিচ্ছা ও অসাবধানতা প্রকাশ পায়; কিন্তু এটি সত্য, আমরা যত তাহাদিগের নিকট নম্র হইতেছি তত তাহাদিগের শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে। প্রায় ৮০ বৎসর গত হইল, রুশ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দূত আফগানস্থানে আগমন করিলে পর যদিও তখন এক্ষণে সেইরূপ ঘটনার পুনরভিনয় হইতে চলিতেছে। ভূতপূর্ব্ব আমীর নিজ সচিবেরদিগের স্থান হইতে গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা আপনার গবর্ণমেণ্টের উপর অধিকতর মনোনীত করিয়াছিলেন, চলিতেন অথচ আফগানস্থান আক্রমণ করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থানে দূত রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে এবং আফগানরাজ ইহাদিগের সাহায্যদান করিলে রাজ্য সীমা ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে। দেখা যাউক জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এ বিষয় কি হয়।

আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত বারম্বার ঘটনা বর্ণন করিয়া আপনার গোচরার্থ লিখিত হইল, এক্ষণে আফগানস্থানের স্বাধিনতার জন্য সাহায্য দান করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"

১৮৭৮ অব্দের অক্টোবর মাসে সেরআলী জেনেরল ষ্টলিটফকে এই পত্র লেখেন যথা :—

যে সময়ে আপনি আমার রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া সৌহার্দ্দসূচক কার্য্যসম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই সময়েই আপনি আফগানস্থানের প্রতি ইংরাজদিগের অসৎ অভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। আপনার স্বাস্থ্যের অবিমুখে যাত্রা করা অবধি উহাদিগের শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া এখন এমন হইয়াছে যে, উহারা এখন প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ করিতেছে। আপনি বোধ হয় পুলকানিকের পত্রে এ সকল বিষয় সমাকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, কিন্তু কিছু দিন আমি আপনার কোন সম্বাদ পাই নাই। এখন আর সময়োচিত স্বাভিপ্রায় জানাইবার চেষ্টা পাইবার অবসর নাই। যুদ্ধকাল আসন্ন, ইংরাজের আক্রমণার্থী। তথাপি আফগান গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা যাহাকে বিচ্ছেদ না হয় সে চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অন্তরালে এখন যাহা আছে তাহাই দেখিতে হইবে। এই ঘটনা কথা সম্রাট ও জেনেরল কফমানকে জানাইতে আমি সময়ক্ষেপ করি নাই। এক্ষণে আপনার নিকট আমার বক্তব্য এই, আপনি বন্ধুর বিপদ্বিষয়ে বিপদ্ন সাম্রাজ্যের অধিপতির উপযুক্ত সাহায্যদানে সুখী করিবেন।

১৮৭৯ অব্দের ১৯ নবেম্বর সেরআলী জেনারল ভন কফমানকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

আপনার ৪ঠা নবেম্বরের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এতদ্বারা ২৫ এ সেপ্টেম্বরে, ঐ পত্রে এই আকাঙ্ক্ষা পাওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বতনিক কাবুলিকে পাঠাইয়া সময়ার্থ নিয়োজিত করা আমলক সাহেবকে করিয়াছেন এবং মাসেক হইল মাসোরিসিফকে উপনীত হইয়াছেন, আপনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আফগানিস্থানের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য দানে বিমুখ হইবেন না। আপনার ১৮৭৮ অব্দের ৯ ই অক্টোবরের পত্রে জানা হইয়াছে, পুলকানিক ঐরূপ কতকগুলি অনুচর সমভিব্যাহারে তুর্কস্থানে গিয়াছিলেন তথায় নিরোজিত হইয়াছেন। তাহাতে আপনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আফগানিস্থানের স্বার্থ সম্পর্কীয় কার্য্যের সময় তিনি যত্নবান হইবেন। আমি উক্ত পত্রের উদ্দেশ্যমতে পাঠ করিয়া উহার সার মর্ম্ম জানিয়াছি, এবং আপনার অনুরোধক্রমে আমি আফগানিস্থানের গবর্ণমেণ্টের উপর এই মর্ম্মে আদেশ প্রচার করিয়াছি যে উহারা পুলকানিক সাহেবকে যথোচিত সম্মান সহকারে গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহাকে

আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া সাহায্যে সাহায্যে যাইতে দিবেন। তাঁহারা ঐ প্রকার কলাব, কিবাব, বদকসান ও ফৈজাবাদ পরিদর্শনার্থী পুরাতাত্ত্বিক মেটক ও তাঁহার অনুচরবর্গকে যথোচিত সম্মান সহকারে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অভিলাষ সাধনে কোনক্রমে ত্রুটী করিবেন না। কিন্তু তাঁহাকে বাহ্লীকস্থানে যাইতে আপনার নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

উহা অসভ্য পার্ব্বতীয়দিগের আবাসভূমি। উহারা পশুবিশেষের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, এজন্য তাহাদিগের দেশমধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় ভয়ানক। তাঁহার সঙ্গে প্রহরী যাওয়া উচিত। এই সকল কারণ কোন আপনার এ পর্য্যন্ত উক্ত দেশ দর্শন করিতে পারেন নাই। অতএব এখন তাঁহার উক্ত প্রদেশে প্রবেশ করা না করা আপনার বিবেচনা সাপেক্ষ। বন্ধুতার অনুরোধে আমি আপনাকে বলিতেছি, উপরি উক্ত প্রতিবন্ধক আছে বলিয়া তাঁহাকে ঐদেশের স্থানে সাহসান হইয়া গমন করিতে করিবে।

১৮৭৮ অব্দের ৭ ই নবেম্বর জেনেরল স্টুন কক্ষমান সেয়ারআলীর নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।:—

আপনার ১৮ ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাঠে সকল বিষয় অবগত হইলাম। আমি আপনার পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের নিকট টেলিগ্রাফ করিয়াছি ইলিচিতের নামে যে পত্র লেখা হয় তাহা এবং ঐ পত্র খানি আমি ডাকযোগে লিখিয়াছিলাম প্রেরণ করিয়াছি। সম্রাট এসকল বার্ত্তা অবগতি করিতেছেন। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, ইংরাজেরা আপনার সহিত সন্ধি করিতে চাহিতেছে। সেই জন্য আমি আপনাকে বন্ধুভাবে বলিতেছি তিনারা যদি সন্ধি করিতে চাহে, আপনি তাহাতে সম্মত হইবেন।

১৮৭৮ অব্দের ৮ ই নবেম্বর সেয়ারআলী জেনেরল স্টুন কক্ষমানকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠান। :—

আপনার ২৫ এ অক্টোবরের পত্র পাঠ করিয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। উক্ত পত্র আমার হস্তগত হইবার পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত আর এক খানি পত্র কাবুলে প্রকাশক একখানি পত্র আমার হস্তে উপস্থিত হয়। আমি উহা পাঠ করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ উহা প্রেরণ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। তজ্জন্য আমি দুঃখিত। আপনার পত্র পাঠে আমি অবগত হইলাম, আপনি লিখিয়াছেন ইংরাজদিগের সহিত আমার সন্ধি করা উচিত। আমি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্বভাবগত নীতি রীতি বিশেষরূপ জানি, তাহারা কখনই আফগানদিগের সহিত শত্রুতাচরণে বিরত হইবে না। তাহারা পুনর্ব্বিবেচনের কোন প্রস্তাবই শুনিবে না। আপনি সম্রাটের আদেশানুসারে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তদনুসারে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি তাহাদিগের পত্রের যেরূপ লিখিবার সমস্ত উত্তর দিয়াছিলাম তাহার একখানি নকল আপনার দর্শনার্থ প্রেরণ করিলাম। এতদ্ভিন্ন ভারত,ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থান আক্রমণের বিষয়ে যে বিবরণ করেন। আমি আশা করি আপনি মনো মধ্যে আমাকে আপনার দুর্বল সাহায্য জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন।

১৮৭৮ অব্দের ২৬ এ নবেম্বর জেনেরল স্টুন কক্ষমান নিম্নলিখিত পত্রখানি সিয়ার আলীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন :—

আমি আপনার ২০ এ নবেম্বরের লিখিত পত্রে আপনার কুশলবার্ত্তা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আপনি গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লিখিয়াছেন আমি তাহারও একখানি নকল প্রাপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর আপনার প্রতি প্রসন্ন হউন। ইংরাজ মন্ত্রিগণ আমাদিগের লণ্ডনস্থ দূতের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে,তাঁহারা আফগানিস্থানের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি সম্রাটের আদেশক্রমে এই সংবাদ আপনাকে জানাইলাম। আপনার সহিত আমাদিগের সম্ভাবের সংস্থাপিত হইলে পর, আমি তুর্কীস্থানের কার্য্য সমাধানার্থে বলিখ প্রত্যাগমন করিয়া কতদূর অধিক সময় অতিবাহিত হইবে বলিতে পারি না। কারণ কুশলে উপস্থিত হইয়া আপনার নিকট পত্র লিখিতে পারিব। আমি আপনাকে বন্ধুভাবে একটী বিষয়ের পরামর্শ দিতেছি আপনি তাহাতে কর্ণপাত করিবেন। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বলিয়া আমার কোন স্বার্থ নাই। কিন্তু আপনি আমাকে বন্ধুভাবে বিশ্বাস করিয়া আমার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আপনাকে এই পরামর্শ দিতেছি। আপনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি

প্রেরিত হইবে, একথায় যাহাতে অন্যথা না হয় তজ্জন্য আমি তাঁহাকে পত্র দ্বারা বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছি। আমি আপনাকে বলিতেছি আপনি উক্ত সাহায্য দানার্থ সিবারত্নি গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিবেন, কদাচ এ বিষয়ে বিলম্ব করিবেন না।

১৮৭৮ অব্দের ৮ ই ডিসেম্বর সেনাধ্যক্ষ ফেনেরল ষ্টর্ন কফমানের নিকটে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।—

আপনি আমার ও কাবুলস্থ কণ্স্যুলের পত্রে ইংরাজদিগের শত্রুতাচরণের কথা বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। যে শত্রুতা এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিল তাহা এক্ষণে প্রজ্বলিত হইয়াছে, আপনি সম্রাটের উপদেশানুসারে আমাকে যে সংপরামর্শ দিয়াছিলেন তদনুসারে তাহাদিগের শেষ পত্রের উত্তরে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন তাহারা কুড়ি দল সৈন্য সমভিব্যাহারে বলপূর্ব্বক আসিয়া আমার আলি মসীদের পরাজয়ের অধীনস্থ পাঁচ দল সৈন্যকে আক্রমণ করাতে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয়। তাহাতে উভয় পক্ষেরই বিস্তর লোক হত ও আহত হয়, আমার ৭।৮ দিবস পরে উহারা অপরাহ্ণ সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া কুরমন খানাবাদিগকে আক্রমণ করে, তদ্দর্শনে উভয় দলে দুই তিন ঘোরতর সংগ্রাম হয়, শেষে বৃদ্ধি ইংরাজেরা পরাস্ত হয়, সেনো আমার সৈন্যেরা পরাস্ত হইয়াছে, আলি মসীদের দুই আপদা এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করে। এই সকল ঘটনা হইলে পরে আমি ইংরাজদিগের পরামর্শক্রমে আফগানিস্থানের উত্তরাংশের মহাত্মা হাকিমিগের পরিবর্ত্তনার্থে তুর্কিস্থানে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, অদ্য তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ কোরীগানে পঁহুছিয়াছে প্রেরণ করিয়া যত্ন সহকারে করিতে আদেশ দিলাম। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে আমার প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইবার পরামর্শ তাহা প্রকাশিত করিতে নিষেধ করিলাম না। ইংরাজ কণ্স্যুলিস্থান গ্রহণ করিবার অগ্রে সৈন্য আনিতে বলিতেছে এবং ইংরাজদিগের এইরূপ আশা যে সত্বরকালের মধ্যেই রাজধানী কাবুল অধিকার করিয়া লইবেন আমি অবশ্যই আপনাদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্যের আশা করিতে পারি। আমি বাসনা করি তাহাসহ আপনার অধীনে যত সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভাবিত, আপনি তাহা সংগ্রহ করিয়া কান্দাহার তুর্কস্থানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি রসগানের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে, আপনি তাঁহাকে আফগানস্থান হইতে প্রত্যাগত হইতে আদেশ দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনিও এখান হইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু আমার ইহা বিশ্বাস বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ, তাহা হইলে উভয় গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

১৮৭৮ অব্দের ১১ ই ডিসেম্বর আমীর সিবার আলী খানের ভূত কফমানকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এই।—

"আমি আপনাকে ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি ইংরাজ সৈন্য আফগানিস্থানে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ হইয়াছে এবং সম্প্রতি আফগানদিগের অতি বাহাদুরির নিকটে যে মহিদ পর্ব্বত করিয়াছে সেখা নিকট হইয়াছে। আমি এখন [illegible] অবস্থিতি করিতেছি। আমি [illegible] সন্ত্রীক হইলে, সকল আফগানস্থানের [illegible] থাকে এবং সরকার কার্য্যের নিমিত্ত [illegible] এই কথা বলিতে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] করায়, আমরা বল গবর্ণমেণ্টের সহিত [illegible] করিতে না দিবি দিবি হয় কখনই হইবে না। [illegible] প্রতিবন্ধক গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার যে [illegible] আছে। ঐ সকল পুরাতন [illegible] মুসলমানদিগের ধর্ম্ম [illegible]। [illegible] পত্রে লেখক ইংরাজ [illegible] যদি আমরা [illegible] ইংরাজ [illegible] আমাদের [illegible] দিবেক না। [illegible] এই আশঙ্কায় প্রকাশ করিতেছেন যে আমি [illegible] ইংরাজদিগের [illegible] ও [illegible] একটি মহা [illegible] [illegible] ও [illegible] মীমাংসা করি যে, [illegible] আফগানিস্থানে [illegible] আছে। ইংরাজ [illegible] ইচ্ছার কখনো [illegible] আমি আমার [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

করিতে নিষেধ আপনি এ সময়ে আফগানস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। তাহাতে আপনার উপকার হইবে। আমার বাক্য বিফল নয়। আপনি এখন কোন ব্যবস্থা আগমন করিলে আপনার অনিষ্ট হইবে।

১৮৭৮ অব্দের ১১ ই জানুয়ারি জেনেরল জন কফমান সিয়ারআলীকে যে পত্র লেখেন তাহা এই:

বিদেশীয় কার্য্যের মন্ত্রী জেনেরল গর্চাকফ টারবোগে আমাকে জানাইয়াছেন, যে সম্রাট আপনাকে তাঁহাদের আসিবার ক্লেশ স্বীকার করাইবার অনুমতি করিয়াছেন। অতএব আমি অতি সন্তোষ সহকারে আপনাকে এই সংবাদটী জানাইতেছি। এই অবসরে আমি এই বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি যে আমি আপনার পিতার পরলোক গমনের বিষয়ে কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই। আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমাদিগের বন্ধুত্বের সবিশেষ বৃদ্ধি হইবে।

১৮৭৮ অব্দের ২ রা ফেব্রুয়ারি সিয়ার আলী জেনেরল জন কফমানকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

মাজারি সরিফে আমার পৌঁছিবার পর ৮ ই ১৩ ই ও ১৭ ই মহরম (২ রা ৭ ই এবং ১১ ই জানুয়ারি) ১৮৭৮-সালিবের আপনার তিনখানি বন্ধুভাবের পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি তাহা পাঠ করিলাম এবং তাহার অভিপ্রায় অবগত হইলাম, আপনার ১৭ ই তারিখের পত্রে যে বিনীতভাবে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবিয়ায় যাইবার আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি রুশিয় গবর্ণমেণ্টের দূতের সহিত পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই গন্তব্য স্থানে যাইব এ কথা অবধারণ করিয়াছিলাম এবং এই অভিপ্রায় বোখারা রাজের নিকটে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি হঠাৎ বাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছি এবং এক্ষণে আমি রুশিয় ডাক্তারের এবং আমার নিজ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীনে আছি। এই অবস্থা ঘটাতে আমি যাইতে পারিলাম না। পক্ষান্তরে সময় যাইতেছে, আমি দূতকে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলাম এবং আমার জ্যেষ্ঠা সন্তান সিয়ার আলী খাঁ, সা মলিমামদ খাঁ ও কাজী আবদুল কাদের খাঁকে অতিশীঘ্র তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলাম। ইঁহারা ঈশ্বর দত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসপাত্র ও বন্ধু। এখানে কার্য্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা ইঁহারা আপনাকে মৌখিক বলিবেন। আমি আপনার পত্রের একটী অংশ স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আপনাদিগের সম্রাটের যত্নে ব্রিটিশ মন্ত্রিগণ আপনাদিগের লণ্ডনস্থ দূতকে এই কথা বলিয়াছেন যে, তাঁহারা আফগানস্থানের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও ইংরাজেরা পেশাবারাবাদ হইতে জেলালাবাদে এবং পেশিন হইতে কান্দাহারে অগ্রসর হইতেছেন। ঈশ্বর দত্ত গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণ ইহার বিশেষ বিবরণ আপনাকে জানাইবেন। আমি আশা করি, আমার মন্ত্রিগণ আপনাকে এই রাজকার্য্যের বিষয় যাহা জানাইবেন, আপনি তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে বিদায় দিবেন।

আপনাকে জানাইতেছি যে জেনেরল কফমান এবং তাঁহার সহচরগণের ভদ্র ব্যবহারে ও মহৎ গুণে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জেনেরল কফমান একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কার্য্যদক্ষ রুশিয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং এই ঈশ্বর দত্ত গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী।

সিয়ার আলীর মৃত্যুর পর ইয়াকুব খাঁর সহিত রুশ কর্ত্তৃপক্ষের যে পত্র লেখালিখি হয় তাহা এই—

১৮৭৯ অব্দের ৯ ই মার্চ্চ জেনেরল জন কফমান ইয়াকুবখাঁকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। আপনার সম্পূর্ণ সুখ সৌভাগ্যের ইচ্ছা করিয়া নিম্নোক্ত বাক্যাবলি লিখিতেছি।

আমি আমার বন্ধু আপনার প্রিয় ন্যায়পরায়ণ পিতা আমীর সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি এবং আপনি ও আফগানস্থান তাঁহার মৃত্যুতে যে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন আমি আন্তরিক অকপটভাবে শোক করিতেছি।

আপনি আইনানুসারে উত্তরাধিকারী। অতি বিপদের সময়ে আপনার পিতা আপনাকে দেশের শাসনকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

আমি অকপট হৃদয়ে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের বাসনা করিতেছি।

আমি আপনার মৃত অমায়িক পিতার বন্ধু। আপনার মৃত পিতা আমীর সাহেব আমাকে যেরূপ বিশ্বাস করিতেন এবং আমার প্রতি যে সদাশয়তা প্রদর্শন করিতেন, আমি আশা করি যে, আপনিও আমার প্রতি সেইরূপ করিবেন।

আমি ইচ্ছা করি আপনি বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতা অনুসারে প্রজাদিগকে শাসন করিবেন। তাহারা আপনাকে বিপদের সময়ে পরিত্যাগ করিবে না। তাহারা সর্ব্বদাই আপনার সিংহাসন রক্ষার নিমিত্ত সজ্জিত থাকিবে।

আপনার মৃত পিতার দূতগণ সর্দ্দার সিয়ারআলী খাঁ, ওয়াজির সা মহম্মদ খাঁ, কাজি আবদুল কাদের এবং কামনাব দেবীর মহম্মদ হাসেন ফিরিয়া যাইতেছেন। আমার বিশ্বাস এই, এই সকল ব্যক্তি যেরূপ বিশ্বস্তভাবে আপনার পিতার কার্য্য করিয়াছেন আপনারও সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

ঈশ্বর আপনাকে জ্ঞান স্বাস্থ্য ও প্রজার অনুরাগভাজন করুন।

১৮৭৯ অব্দের ২৯ এ মার্চ্চ যেজর জেনেরল ইবা মফ ইয়াকুব খাঁর পুত্র সর্দ্দার মুসা খাঁকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

আমি আপনার তারিখল আউল ২৬ এ তারিখের (২০ এ মার্চ্চ) পত্র অতি শুভক্ষণে পাইলাম এবং ইহার অভিপ্রায়ও অবগত হইলাম। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং এই বিষয় গবর্ণর জেনেরল কফমানের গোচর করিলাম। আপনি রুশিয় আফগান গবর্ণমেণ্টের বন্ধুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া এবং বন্ধুতার ইচ্ছা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, আমরাও আপনার বন্ধু হইবার অভিলাষী। মৃত আমীরের সময়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের যে বন্ধুতা ছিল আমি আশা করি, আমীর মহম্মদ ইয়াকুবখাঁ তাহা বর্দ্ধিত করিবেন। ঈশ্বর তোমার দেশের যুদ্ধকে সুখে পরিণত করুন এবং রাজ্য মধ্যে শান্তি বিরাজমান হউক ও আপনাদিগের গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়ীভূত হউক। আমি আপনাদিগের সমুদায় পত্র গবর্ণর জেনেরল কফমানের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছি। ঈশ্বর আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখুন।

১৮৭৯ অব্দের ৮ ই এপ্রেল জেনেরল জন কফমান সর্দ্দার মুসা খাঁকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

যুবরাজ সর্দ্দার মহম্মদ মুসা খাঁ, উজীর আবেদর খাঁ, আমীর মহম্মদ ও মীর মহম্মদ ও খাজী উল্লাহ প্রভৃতি।

আমি এই বাসনা করি আপনারা সকলে নূতন শাসনকর্ত্তা আমীর সাহেবের অনুগ্রহ ভাজন হউন। আমি নিম্নলিখিত বাক্যগুলি আপনাদিগকে জানাইতেছি।

আমি সরল ভাবে আপনাদিগকে বলিতেছি যে আমার বন্ধু আমীর সাহেব পিয়ার আলী খাঁর মৃত্যুতে আমি অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি। আপনার রাজীনমা আউল ২৯ এ তারিখের পত্রে আমি অবগত হইলাম যে আফগানের লোকেরা সর্দ্দার মুসা

খাঁকে উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে আফগানস্থানের লোকের আপনার বংশের প্রতি অতিশয় অনুরাগ আছে। আমি আপনার মৃত পিতামহের পুরাতন বন্ধু। অতএব এই সংবাদে আমার অতিশয় আনন্দ লাভ হইয়াছে।

আমি আপনাদিগের সকল কার্য্যের সিদ্ধি লাভের বাসনা করিতেছি আপনারা জাগাধান আমীর সাহেব মহম্মদ ইয়াকুব খাঁর প্রবল পরাক্রমশালী সহায় হউন।

১৮৭৯ অব্দের ৭ ই মে জেনেরল ডন কফম্যান ইয়াকুব খাঁকে যে পত্র লেখেন, তাহা এই—

আপনার মঙ্গল ও সৌভাগ্যের প্রার্থনা করিয়া শেষে আপনাকে লিখিতেছি, আমার উপরে যে রাজ-কার্য্যের ভার ছিল, আমি কিছু দিনের জন্য তাহা হইতে বিদায় লইয়া ১৫ ই মে রুসিয়ার রাজধানীতে যাইবার মানস করিয়াছি, অতএব আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি আমাকে অকপট মিত্র ও প্রকৃত হিতৈষী বিবেচনা করিয়া আমি যতদিন অনন্ত থাকিব, আপনার রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবে তাহা আমাকে জানাইবেন।

আমি আমার লোকদিগকে এই আদেশ দিয়াছি আমীর যে সকল পত্র পাঠাইবেন তাহা অবিলম্বে সেণ্টপিটার্সবর্গে পাঠাইয়া দিবেন। ঈশ্বরীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী ও মহান্ করুন।

১৮৭৯ অব্দের ২৬ এ জুলাই ইয়াকুব খাঁ জেনেরল ডন কফম্যানকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

আপনার ৭ ই মের বন্ধুতাপূর্ণ পত্রখানি নাসির খাঁ হস্ত দ্বারা আমার নিকট পৌঁছিল। ইহাতে যে বন্ধুতাপূর্ণ কথা আছে তাহা আমি অবগত হইলাম।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সন্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা স্থির হইয়াছে যে, তাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টেই সন্তুষ্ট হইবে: উভয় গবর্ণমেণ্টের বিবাদের কারণ দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে উভয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেছেন। নাসির খাঁকে কাবুল হইতে বিদায় করিয়াছে, আমি আপনার বন্ধুতাপূর্ণ পত্রের উত্তরদান উচিত বিবেচনা করিয়াছি এবং এই কথা কহিতেছি যদি কোন সময়ে আপনি রিপের গবর্ণমেণ্ট বন্ধুত্ব নিয়মের অনুসারে কোন হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন, আমার গবর্ণমেণ্টকে জানান আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে সিটার্সবর্গে যে ব্রিটিশ দূত আছেন, লণ্ডনে যে রুসিয় দূত আছেন, তদ্দ্বারা কিম্বা তাঁহার বন্ধুর গবর্ণর জেনেরল দ্বারা অথবা কাবুলে যে ব্রিটিশ দূত আছেন, তদ্দ্বারা জানাইবেন। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছে, তদনুসারে এইরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

রুসিয় গবর্ণমেণ্টের সহিত আমীর সিরাজউদ্দীনের সন্ধি। ইহা আমীরের একজন কর্ম্মচারী পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, মূল সন্ধিপত্র পাওয়া যায় নাই।

১। রুসিয় গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, আফগানস্থানের আমীর সিরাজউদ্দীন খাঁর সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হইবে।

২। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন যে, আমীরের পুত্র আবদুল্লা জানের মৃত্যু হওয়াতে আমীর যে ব্যক্তিকে আফগানস্থানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন, রুশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব তাহারি সহিত দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে।

৩। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, যদি কোন বিদেশীয় শত্রু আফগানস্থান আক্রমণ করেন, এবং আমীর তাহাকে তাড়াইয়া দিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। রুশ গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ দ্বারা হউক, আর অন্য কোন বিবেচনা-সিদ্ধ উপায় দ্বারা হউক শত্রুকে দূরীভূত করিয়া দিবেন।

৪। আফগানস্থানের আমীর রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং ঐ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া কোন বিদেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ চালা হইবেন না।

৫। আফগানস্থানের আমীর এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, তাঁহার রাজ্যমধ্যে যখন যে ঘটনা ঘটিবে, তিনি তাহা সত্বরে রুশ গবর্ণমেণ্টে গোচর করিবেন।

৬। আফগানস্থানের আমীরের যখন এই সন্ধি পত্র নিষ্পন্ন ও স্থা উপস্থিত হইবে, তিনি তুর্কিস্থানস্থ গবর্ণর জেনেরল ডন কফম্যানকে তাহা জানাইবেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরলকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যে তিনি আমীরের সেই মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

৭। রুশ গবর্ণমেণ্ট এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতেছেন, আফগানস্থানের যে সকল বাণিজ্য রুশ রাজ্যে যাতায়াত করিতে যাইবে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না। তাহারা নিজ বাণিজ্যের দ্রব্য লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

৮। আফগানস্থানের আমীরের এই অবস্থা থাকিবে, যে তিনি নিজ কর্ম্মচারীদিগ ও শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার্থ রুশ রাজ্যে পাঠাইতে পারিবেন রুশ কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে তাহাদিগের মান সম্ভ্রম করিবেন।

৯। এ প্রকরণটী লেখকের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় নাই।

১০। রুশ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসপাত্র প্রতিনিধি জেনরল জেনেরল ইঁলস্টফ নিকলস উপরি উক্ত সন্ধির নিয়মগুলি লিখিয়াছেন, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আমীর সিরাজউদ্দীন খাঁর সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি। আমীরের একজন কর্ম্মচারী কাবুলে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন, মূল সন্ধিপত্র পাওয়া যায় নাই।

১। আফগান গবর্ণমেণ্টের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের যতকাল অবধি যে বন্ধুত্ব আছে, তাহা পুনরুক্তীকৃত করা হইল।

২। যিনি কেন উত্তরাধিকারী হউন না, উভয় গবর্ণমেণ্টের এই বন্ধুত্ব তাঁহার সহিত চিরস্থায়ী হইবে।

৩। আমীরকে রুশ গবর্ণমেণ্টের তুর্কিস্থানস্থ গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রত্যেক বিষয় জানাইতে হইবে।

৪। যদি কোন বিদেশীয় শত্রু আমীরকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরল দ্বারা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন।

আমীর নিজ রাজ্যে প্রভুশক্তি বদ্ধমূল করিয়া রাখিবেন। যদি তাঁহার বিরোধে কেহ অন্য কোন ব্যক্তি [illegible] তাহা হইলে রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন।

[illegible] আমীর [illegible] তাহার [illegible] গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় [illegible] করিবেন।

[illegible] রুশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] আমীরের [illegible] আমীরের [illegible] করিবেন।

সোমপ্রকাশ।

১১ ই ফাল্গুন সোমবার।

[illegible] করিয়া ইংলণ্ডের দুঃখমোচ

মন্ত্রিগণ কাবুলে সন্ধিস্থিতি-প্রদায়কও উপস্থিত করিলেন, একটী স্বাধীনতাপ্রিয় বীরজাতি উৎসন্ন হইল, লার্ড লিটন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর অপকার্য্য গবর্ণর জেনেরল বলিয়া সাধারণের সম্মান অর্জ্জিল, ষ্ট্রাচি সাহেব অপদস্থ হইলেন; ভারতের স্কন্ধে অন্যায় ব্যয়ভার নিক্ষিপ্ত হইল, অসি-বিপ্লব হইয়া গেল এবং আফগানস্থানের ভূতপূর্ব্ব আমীর শোকে ক্ষোভে লজ্জায় ও অবসাদে দেহত্যাগ করিলেন, সেই রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মৃত আমীর সিয়াহ্‌কালীন যে কিরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল তাহা উভয় গবর্ণমেণ্টের লিখিত কয়েকখানি পত্রদ্বারা সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতেছে। আমরা ঐ পত্রগুলির স্থানান্তরে অনুবাদ করিয়া দিলাম। ঐ গুলি পাঠ করিলে পাঠকগণ যে পক্ষের ন্যায় অন্যায় স্বয়ং তাহার বিচার করিতে পারিবেন। সোমপ্রকাশ পাঠকগণ স্বয়ং সকল বিষয়ে বিচারক্ষম হন, সেটীও সোমপ্রকাশ প্রচারের একটী মোক্ষ উদ্দেশ্য। অতএব অনুবাদে সোমপ্রকাশের অধিকাংশ স্থান গ্রাস করিল বলিয়া পাঠক বিরক্ত হইবেন এরূপ বোধ হয় না।

কান্দাহার বিজেতা সার ফ্রেডরিক রবার্ট কাবুলে ঐ পত্রগুলির আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। কান্দাহার জয় করাতে তাঁহার যে যশোলাভ হয় ঐ পত্রগুলির আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সেই যশ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ পত্রগুলি প্রকাশ হওয়াতে অনেকের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। যাঁহারা রুশকে অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের কাবুল সংক্রান্ত রাজনীতি সমর্থন চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা শিকতাবের স্থান-নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রের ন্যায় কুতলপাতী হইবে, এবং যাঁহারা ঐ রুশকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদ-বিপ্লাবন বাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই বাসনা ফলিতের মনোরথের ন্যায় জলদে উদিত হইয়া জলদেই বিলীন হইবে। রুশ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষভাবে যে কোন কার্য্য করেন নাই, ঐ পত্রগুলি দ্বারা তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শত্রুতা করা যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাহা আমীরমন্ত্রিদের মুখবন্ধে প্রকাশ হইয়া পড়িত। শত্রুতা করা দূরে থাক, রুশ গবর্ণমেণ্ট প্রতি পদেই আমীরকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন, আমীরকে বার বার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন কাবুলে রুশের যে দূত ছিলেন, ইংরাজেরা পাছে সন্দেহ করেন এই ভাবিয়া, জেনারেল কফমান তাঁহাকেও কাবুল হইতে লইয়া গেলেন। আমীর আর্ত্ত হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বারবার সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তদবধিই রুশ গবর্ণমেণ্ট নানা ছল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অন্য কথা কি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পাছে সন্দেহ করেন ভাবিয়া আমীরকে রুশ রাজধানীতেও যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রুশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষভাব কিরূপে সপ্রমাণ হইবে।

পত্রগুলি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আফগান গবর্ণমেণ্টের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের কখনও অসদ্ভাব ছিল না। দোস্ত মহম্মদ খাঁর সময় অবধি বন্ধুত্ব চলিয়া আসিতেছে। আমীর সিয়ার আলী যখন ইংরাজদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন, যখন যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখন আমীর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়চ্ছায়া অবলম্বন করিলেন। আর্ত্ত ও নিরুপায় ব্যক্তির স্বভাবত এইরূপ গতি হইয়া থাকে। রুশ গবর্ণমেণ্ট চিরকালের মিত্র বলিয়া আমীরকে এককালে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। তাহাতেই রুশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান গবর্ণমেণ্টের যে কিছু সংস্রব ছিল। সে সংস্রবে আমীরেরই অনিষ্ট হইয়াছে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে রুশের আক্রমণ-শঙ্কা কাবুল যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নয়, অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে তাহা ব্যক্ত হয় নাই। রুশের আক্রমণ-শঙ্কা কোনক্রমেই কারণ হইতে পারে না। অনুবাদিত অনাতম পত্রে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে রুশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগান গবর্ণমেণ্টের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ অস্বীকার করিয়াছিলেন আফগানস্থানের স্বাধীনতায় উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

আমরা যে ৬ খানি সন্ধিপত্রের অনুবাদ করিয়া দিলাম তাহা অকৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে রুশ গবর্ণমেণ্ট আমীর সিয়ার আলীর প্রতি মৌখিক বন্ধুতা ভিন্ন বাহ্য দ্বারা বন্ধুতার কোন পরিচয় দেন নাই, সেই রুশ গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি বিধান করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক সন্ধি হইলে অবশ্যই তাহার একটীর অবর্শ থাকিত, যাহাহউক আমাদিগের একটী আনন্দের বিষয় এই, বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায় রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়া আপনাদিগের 'অবয়াল' (উজীর) নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদিগের ন্যায় রুশ গবর্ণমেণ্টকে শত্রু বলিয়া যদি বাস্তবিক শঙ্কা করেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট ক্রমে বাস্তবিক শত্রু হইয়া উঠিবেন যে, যে বিষয়ের শঙ্কা করে, ক্রমে তাহার কার্য্যও তদনুরূপ কার্য্য হইয়া উঠে।

এ স্থলে আর একটী বিষয়েরও উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্থির করিয়াছেন, ইয়াকুব খাঁর চক্রান্তেই কাজাগলরি হত হইয়াছেন। কিন্তু ইয়াকুব খাঁ আফগানস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তুর্কিস্থানের গবর্ণর জেনেরল তন কফমানকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে কোনরূপে এরূপ প্রতীয়মান হয় না, যে ইংরাজদিগের উপরে তাঁহার মনের কোন বিরুদ্ধ ভাব ছিল। ইয়াকুব স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়াতে তিনি এবং তাঁহার কর্ম্মচারীগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ঐ সন্ধি অনুসারে আফগান গবর্ণমেণ্টকে যেরূপে পত্র লেখা উচিত, রুশ গবর্ণমেণ্টকে তাহাও জানাইয়াছিলেন। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, পত্রগুলি সৌভাগ্যক্রমে যখন প্রকাশিত হইয়াছে এবং সিয়াবল মন্ত্রিগণ যখন তাহা পাঠ করিয়াছেন তখন ইয়াকুবের প্রতি অন্যায়ের অপনোদন একান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত যুবকদিগের শারীরিক অবনতি।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে অপরাপর প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা প্রবল উন্নতি বিষয়ে অধিক অগ্রসর। তত্রত্য প্রজাদিগকে কৃষিকর্ম বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর যেরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। এতদ্দেশে এতদ্বিষয়ের পর গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের আদেশে উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের একটী সভা হয়। মান্দ্রাজি শিক্ষিত যুবকদিগের শারীরিক বল বীর্য্যের উন্নতির উপায় বিধান করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভ্যগণ কি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এবিষয়ে যে কর্ত্তৃপক্ষের এত দৃষ্টি ইহাই আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে।

কেবল মান্দ্রাজ কেন, সর্ব্বত্রই যুবকদলের শারীরিক বলবীর্য্যের অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি যে পঞ্জাব সৌর্য্য ও দৈহিক পরাক্রমের জন্য বিখ্যাত এবং ব্যায়াম-শিক্ষা ও সংগ্রাম-শিক্ষা যে প্রদেশের যুবকগণের অতি আদরণীয় কার্য্যের মধ্যে চিরদিন

পরিলক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, সেই পরিমাণ দেশের এবিষয়ে দিন দিন অধোগতি হইতেছে। একদেশ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পরিশ্রমে ব্যায়ামাদির আদর দুই হয়, কিন্তু ঐ সকল ক্রীড়া অধিকাংশে অধিকৃত হলেই বিরত। শিক্ষার প্রথা যতদূর বিকার্ণ হইয়াছে, ততদূর শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রতি অনাদর বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই রোগটী ভারতবর্ষের সর্বত্র সাংক্রামিক রোগের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

দৈহিক বলবীর্য্যের হানির কারণ কি? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে সর্ব্বদাই জাতিতে জাতিতে, গ্রামে গ্রামে, দলে দলে যুদ্ধ বিগ্রহাদি ঘটনা হইত। সদা সমাজে অর্থোপার্জ্জনের এবং লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দৈহিক বল বিক্রম ও সমরকুশলতাই অর্থ লাভ বা প্রতিষ্ঠা লাভের একটী প্রধান উপায় ছিল; সুতরাং উক্ত উভয় অভিসন্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অনেকেই দৈহিক বল বীর্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিত। সম্প্রতি সকল অর্থাগমের নানা দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন লোকের আত্মরক্ষা বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য শারীরিক বল বীর্য্যের অধিক প্রয়োজন হয় না। সুতরাং লোকে ক্রমেই অলস ও দৈহিক শ্রমকাতর হইয়া উঠিতেছে। এ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কিন্তু ইহার অপরাপর কারণ আছে। দৈহিক শ্রম নিকৃষ্ট শ্রেণীর কর্ম্ম, এই জাতিগত সংস্কার চিরকাল লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। যাহারা কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করে তাহারাই আপনাদিগকে আপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত ভাবিয়া থাকে সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের বংশ পরম্পরা গত শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রতি অনাদর জন্মে।

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে যে সকল উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহার অধিকাংশই মানসিক শ্রমসাধ্য। শারীরিক শ্রমের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং শারীরিক শ্রম করা অনেকের পক্ষে অনভ্যাস হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে যুবকদিগের শারীরিক বলবীর্য্যের হানি হইতেছে।

এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? এক্ষণে অনেক বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। অন্ততঃ পক্ষে ইহা একটী প্রধান উপায় বলিতে হইবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য কি? কতকগুলি ধারবান কুস্তীর পালওয়ান প্রস্তুত করা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। সবল শরীর, শ্রমশীল, সুস্থ, ও দীর্ঘজীবী মনুষ্য প্রস্তুত করাই আমাদের লক্ষ্য। যে কারণ বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও তুষ্ট-চিত্ত থাকিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। সুতরাং যদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হয় এইরূপ শারীরিক উন্নতির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের বোধ হয় ব্যায়ামাদির অপেক্ষা নানা প্রকার ক্রীড়ার প্রথা প্রচলিত করা ও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাচ খেলা, বাটে খেলা, ঘোড় দৌড়, খাত উল্লঙ্ঘন, প্রভৃতি বিষয়ে যুবকদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করা উচিত। এজন্য যে সময় ব্যয় হয় তাহা অপব্যয় বিবেচনা করা উচিত নয়। এরূপ ক্রীড়া কৌতুকে চারি প্রকার উপকার আছে। প্রথমতঃ তদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বীর্য্যের উন্নতি হয়; দ্বিতীয়তঃ এদ্দ্বারা চিত্তের আমোদ ও প্রফুল্লতা জন্মে।

দৈহিক শ্রমসাধ্য কার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনবিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট যেমন একদিকে নানাপ্রকার দৈহিক শ্রমসাধ্য শিল্পাদির উন্নতির বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবেন, দেশের সুশিক্ষিত ও মান্য গণ্য ব্যক্তিগণও সকলসময়ে ঐ সকল বিষয়ে যুবকদিগকে উৎসাহিত করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে যুবকদিগের রুচির পরিবর্ত্ত হইতে পারে।

পরিশেষে দৈহিক বলবীর্য্যের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ একটী প্রথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে: এটী গণ্য বিবাহ প্রথা। ঐ প্রথাটী অল্প বা অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষের সকল দেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্দ্বারা সুকুমারমতি যুবকদিগের শারীরিক ও মানসিক যে কতপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। এপ্রথার পরিবর্ত্তন ব্যতীত শারীরিক বল বীর্য্য ও স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ আশা করা যায় না।

দেশীয় সভা সমিতির নিস্তেজ ভাব।

গত দুইবৎসর কাল আমাদের দেশীয় সকল সভাই কিরূপ নিস্তেজভাব ধারণ করিয়াছে। কোন প্রকার সাধারণের হিতকর কার্য্যে লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ দৃষ্ট হইতেছে না। ভারতীয় শাখীসুধাসাধন ঠাকুরের সংগীত বিদ্যালয়গুলি ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। লোকের অনুরাগ ও উৎসাহের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। এবিষয়ে লোকের আর পূর্ব্বানুরূপ উৎসাহ নাই। বাবু নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলাও নিস্তেজ ও দুর্ব্বলভাব ধারণ করিয়াছে, এবারেও মেলার কার্য্য এক প্রকার হইয়াছিল, কিন্তু এদিকে লোকের আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে না। রাজনীতি চর্চ্চার জন্য যে সভাগুলি আছেন, তাঁহারাও অর্দ্ধ তন্দ্রিতভাবে কার্য্য করিতেছেন। ভূমির স্বত্ব সংক্রান্ত নূতন আইনটী না হইলে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভাও বোধ হয় একদিনে বিশ্রাম সুখভোগে রত থাকিতেন। সামাজিক সভাগুলির ত কথা নাই। তাহারা একে একে আলস্য-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। গৃহস্থের পরিজন সকলে কাজ কর্ম্ম সারিয়া যেরূপ নিদ্রা যায়, ইঁহাদের কাজ কর্ম্ম ও যেন সেইরূপ সমাধা হইয়া গিয়াছে। এ সময়ে যদি কেহ আসিয়া দেখেন, তাঁহার মনে হইবে, ইঁহাদের যেন ভাবিবার, বলিবার বা করিবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ কি তাহাই? ভারতবর্ষের বিস্তৃতব্যাপী দুর্দ্দশা এখনও অপনীত হয় নাই। শিক্ষার উন্নতি, কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি, রাজনীতির উন্নতি স্ত্রীজাতির উন্নতি, সামান্য লোকদিগের উন্নতি, সকলপ্রকার উন্নতিই এখন আশাতীত রহিয়াছে। অবসাদ কেন কোনটীর প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয় নাই বলিলেও হয়।

লোকের মনের এপ্রকার নিরুৎসাহ হইবার কারণ কি? দেশে যদি অন্নকষ্ট বা মহামারী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে লোকে মনে প্রাণে সাড়া হইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কোন প্রকার দেশহিতকরকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার উপযোগী উৎসাহ থাকে না। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে এ কথাও খাটিতেছে না। এই দুই বৎসর দেশের যেরূপ সুফলের অবস্থা যাইতেছে, এরূপে অনেক দিন হয় নাই। সাংক্রামিক রোগ সকলের প্রকোপও যেন কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব বোধ হইতেছে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না, যে লোকের অন্নকষ্ট সম্বন্ধে ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভরে, অনেকের পক্ষে ক্রমেই ভার সকল হইয়া দাঁড়াইতেছে। একদিকে যেমন ব্যয়ের বৃদ্ধি হইতেছে, অপরদিকে তেমনি অনুরূপ নূতন নূতন আয়ের দ্বার দেখা যাইতেছে না, সুতরাং ভদ্র অভদ্র অনেক পরিবারের পক্ষে দিনপাত করা ক্লেশকর ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। লোকে দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহিত হইবে, কি অন্ন চিন্তাতে তাহাদের উদরের অন্ন তৃণতুল্য প্রাপ্য হইতেছে। এ কথা যথার্থ কিন্তু এই সকল অসুবিধা সত্ত্বে পূর্ব্ব কয়েক বৎসরে সকল দিকে যেমন লোকের অনুরাগ ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল তাহা আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না। ইহার কারণ কি?

ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে কিরূপে কার্য্য করিতে হয় তাহাদের লোক অদ্যাপি শিক্ষা করেন নাই। সেই জন্য আমাদের উৎসাহাগ্নি স্থায়ী হয় না। অল্পকালের মধ্যে হেলীপায়ান হইয়া নিতান্ত অচেতন করে, এবং অচিরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ইংরাজেরা যে ভাবে কার্য্য করেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের দোষ অতি স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। ইংলণ্ডে বড়দাহের পুরস্কার ও যশঃ সাধারণকার হেলফিল্ডের হাতে হয় আসিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের নাম প্রকাশ হয় না, তাঁহারা মূক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এক এক জন ৫০।৬০ বৎসর এইরূপে পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারাই তাঁহাদের সভার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহাদিগের তাহা কোন বাহ্য ও আড়ম্বরে পরিণত হয় না। ইংরাজ জাতির স্বভাব এই যে, তাঁহারা প্রকৃত কাজ না দেখিলে আকৃষ্ট হন না, আমাদের প্রকৃতি ঠিক তদ্বিপরীত। আমরা যতদূর অনুকরণ করি তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ করিয়া ফেলি, আবার যতদূর অনুকরণ করি তাহাও অধিক ভাল হয় না। এই কারণে আমাদের কার্য্য আশানুরূপ মৌলিক আদরের অধিকারী হইতে পারে। দেশীয় সভাগুলিকে এই সাময়িক রোগে ধরিয়াছে। আমরা উপরে যে সকল ইতিহাস উল্লেখ করিয়াছি তাহার এক একটীতে কতগুলি লোক একত্র হইতেন। ৩০ বৎসর এই অধিকাংশ লোক কিছু পরিমাণে উন্নতি লক্ষিত করিতে পারে, কিন্তু আমাদের সে অধ্যবসায় ও সে সাহসিকতা দেশের অদ্যাপি হয় নাই। দেশীয় কতিপয় ব্যক্তির যদি প্রথমেই মাতৃভূমির না করিয়া কার্য্যারম্ভ ও গোপনে কার্য্যারম্ভ পুরুষ মাত্রের [illegible] আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। সাময়িক এইখানে ক্ষান্ত করিতে বিরত হইলাম।

বিবিধ সংবাদ।

কবিবরেণ্য [illegible] সাহেব [illegible] অনেকের [illegible] হইবে। [illegible] কবিবর [illegible] থাকেন। [illegible] থাকেন, [illegible] নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহা [illegible] সভাস্থ লোকেরা [illegible] ইহা [illegible] জন্য মহাজন [illegible] আসিয়া [illegible] হইল,

একদে মুদ্রাযন্ত্রালয় প্রভৃতি লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে, কলিকে বেঙ্গলে হর্ট লণ্টট সাহেবের ঘোর বিপদ, মাইট সাহেব ভারতবাসিদিগের উপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি দেশীয়দিগের একজন পরম বন্ধু। রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে উপকার করে সেই বন্ধু, সুতরাং মাইট সাহেব সেই কথা বলিয়া এখন রাজদ্বারে দণ্ডায়মান, এই সময়ে উপকার করিলে লক্ষ লক্ষ লোকের ন্যায় কার্য্য করা হইবে, এবং তাঁহার উপকারের [illegible] পড়িবে। [illegible] করে। সাহায্য শারীরিক ও অর্থিক, অর্থের [illegible] শারীরিক সাহায্য দেওয়া অনেক সুকঠিন। অর্থিক সাহায্যই এ স্থলে আবশ্যক। অতএব কবি স্থলেশ বৎসল মহাত্মারা তাঁহার এই বিপদ্কালে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

ঢাকার যাদার বৃদ্ধ হয় উদু খাঁকড়ার প্রাণ যায়। আমরা আজকাল বরদাখার সাহায্যকল্পে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগকর্ত্তাগণের মনিত্ব কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় যে প্রকার মনোযোগ চলিতেছে দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্রই ঐরূপ একটী সীমাংসা না হইলে বঙ্গদেশের সাহিত্যপাটীর নিতান্ত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমরা ঐ প্রকার ভারত সভার সম্পাদক বাবু আনন্দমোহন বসুর সহিত বাবু সুরেন্দ্রনাথ, [illegible] বাবু না হওয়াতে আনন্দমোহন বাবু না কি সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাহাহউক এ সকল ভালর চিহ্ন নয়, তাঁহারা এমন বিজ্ঞ ও শিক্ষিত হইয়া যদি বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া সকল ছাড়িয়া চুকিয়া যান, তবে কাহার দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহার সন্ধান আমরা পাইতেছি না।

[illegible] [illegible] [illegible] [

আমরা কলিকাতার সিটী স্কুলের স্থাপয়িতাদিগের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। দুই বৎসর হইল উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল দর্শনে স্থাপয়িতাগণ উহাতে বালকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দানার্থ সিণ্ডিকেটের সমর্পিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় কেবল যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এরূপ নয়, ইহাতে ছোট ছোট বালকদিগকে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয় ব্যায়াম, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য এক একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে। স্থাপয়িতা কালেজ বিভাগের ছাত্রদিগের বেতন ৩ টাকা করিয়াছেন, এবং দরিদ্র বালকদিগের পাঠের সুবিধার জন্য কয়েকটী বালককে বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিবার নিয়ম করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন জন্যে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় সংক্ষেপ করিতেছেন, তেমনি যদি দেশীয় লোকে উদ্যোগী হইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করেন তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

রাজপুতানার অন্তর্গত বেওয়ারের একটী মিলনারি বিদ্যালয়ের একটী বিধবা ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সরকারি ১১৪৯৯৫ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে ১৩৩৭৯৯ লোকের মৃত্যু হয়।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পুনায় ১১৯ বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ অদ্যাপি জীবিত আছেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী। অদ্যাপি ইনি অশ্বারোহণে ইচ্ছামত স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন।

কলিকাতের নদীতীরবর্ত্তী ১৮ খানি গ্রাম ঝটীর ভাঙ্গনে প্রোথিত হওয়াতে অনেক মনুষ্য ও পশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বঙ্গবাসীর মহারাজ বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ইনি প্রথম ইটালী পরিদর্শন করিয়া ইউরোপ ভ্রমণ করিবেন।

জেনেরল আমেরি ইনিষ্টিটিউসনের সুকৃতপূর্ণ সাহিত্যাধ্যাপক উইলসন সাহেব এই মাসেই কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন, অন্যূন ৩ টাকার ঔষধাবধারকগণ যেখানে সেখানে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না, তবে যদি কোন চিকিৎসক পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যান, তবেই যাইতে পাইবেন, অন্যথা নহে।

গঙ্গাসাগরে কোপিল মুনির যে আশ্রম ছিল, সমুদ্রের ঢেউয়ে তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মহারাজ জয়নারায়ণ একটী নূতন আশ্রম প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এল, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রিদিগের জন্য একটী মাসিক ২৫ ও একটী ২০ টাকার স্বতন্ত্র বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ছাড়া ইহাও পাইতে পারিবেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এই উৎসাহদানে অবশ্য আমরা সুখী হইয়াছি, এবং ছাত্রিদিগেরও যে বহুপরিমাণে উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় অনেক স্থান এতদ্দর্শনে নিরুৎসাহ হইয়াছেন।

মিস, এ হিগার বিন নামক বিলাতের একটী বিবি ইতঃপূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০ জন পরীক্ষার্থীর অপেক্ষা পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইয়া কেম্ব্রিজের প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ফেব্রুয়ারি। ডেলিনিউস নামক সংবাদ পত্র অনরব-মূলক এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন উহার সার দুর্গ উঠাইয়া দিবার যে চক্রান্ত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তদ্বিবরণ রাজা ডর্ডগসারে আগমন করেন নাই এবং সভকবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

উক্তপত্র বলেন জেনেরল রবেলডের মুল সৈন্যদল আক্রাবাদ এবং গিয়োকটেপি হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলে বাথী নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

আহমদকে বলপ্রয়োগ উপায় অবলম্বন করা হইবে এইরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছে। গত ১ লা অক্টোবর হইতে তাহার কার্য্য চলিবে।

পারেল বাবের পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইতেছেন না। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে তিনি পারিসে আছেন।

চার্লস্ডার্ন সাহেব ১০ দিনের মধ্যে সার জর্জ কলেকে নাম, প্রথার অন্যের সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। পার ৭ দিন ঐ প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন।

লার্ড এনসিলডন গত সভায় প্রশ্নোত্তরে জানাইয়াছেন, ২৪ এ ফেব্রুয়ারি কাবুলের বিষয়ক বাহাদুরাদ উপস্থিত হইবার পুর্ব্বে তিনি তৎসংক্রান্ত গোপনীয় ও বিষয় কাগজ পত্র সকল সভায় উপস্থিত করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। মোরাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে দিকার্থেজ ও সিউকাসলে বোমার্ বিলের একদল সৈন্য আছে, সংবাদ নামক স্থান হইতে ইহাদিগের যে সৈন্য যাইতেছে তাহাদিগের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া লেডিস্মিথ নামক স্থানে অপেক্ষা করে।

বাসুতো সর্দার লেডিস্মিথ এক সপ্তাহের সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন।

কাবুলে যে গুপ্ত কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার কতকগুলি বাক্যের ব্যাখ্যায় এরূপ প্রকাশ হইতেছে না যে, কশিয়া ভারতবর্ষে মুসলমানদিগকে বিদ্রোহকার্য্যে উত্তেজিত করিবার মানস করিয়াছিলেন।

মেণ্টপিটার্সবর্গ ১১ ই ফেব্রুয়ারি। সরকারি কাগজে এই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তুর্কোমানেরা সাধারণে কশিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। জেনেরেল স্কবেলফ স্থানীয় প্রতিনিধি সভা সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এক্ষণে দশ নামক কশের অর্দ্ধ সরকারি পত্র প্রকাশ করিয়াছে, যে কশিয়েরা আফগানস্থানে সকল ভাবেই কার্য্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। টাইমস পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে লেপ্টেনণ্ট জেনেরল চার্চিল বোম্বাইয়ের পঞ্চম সেনাপতি হইয়াছেন।

একাদশ ও ৮৫তম রেজার সৈন্য ও সকল মনোনীত সৈন্য সার জর্জ কলের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

ফ্যানকোর্টের চতুর্দশ রেজার সৈন্য দলের এক অংশ আবির্দ্ধের জন্য রবন করিতে বোম্বাইয়ে যাইতেছে।

কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে বাসুতো সর্দার লেডিস্মিথ এক সপ্তাহের যে মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করা হইয়াছে।

পত্র লেখা হইয়াছে নামক স্থানে দুরে জনিয়া হইল পাইকপিন্ন বলিয়া পাঠান যাইবার পাসপোর্ট সকল বন্ধ করা হইয়াছে।

কনষ্টান্টিনোপল ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। ক্রীট দ্বীপে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

জেনেরল সাহেব কলই ডিসেম্বর হইতে পৌঁছিয়াছেন এবং ভয়ের দুর্গ ফেইফুড পথে আছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। জেনেরল রবর্টসকে লণ্ডন নগরের স্বাধীনতা এবং সম্মাননাচিহ্ন উপহার প্রদান করা হইয়াছে।

হোম ডিপার্টমেণ্টের ষ্টেট সেক্রেটারি ডাকযোগে চিঠি খোলা হইয়াছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তরদানে অসম্মত হইয়াছেন। কারণ, এ প্রশ্ন সময়োপযোগী হয়

[illegible] সেনা একত্র করিয়া দেশ রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কলিকিয়ের [illegible] নায়ক স্থানের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। কলিক [illegible] সেনাপতি আসিয়া [illegible] করিয়া সাধনা [illegible] দিয়া [illegible] যাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

পারস্য নাহের [illegible] লিখিত সম্প্রদায়কে এই ভাবে সম্বোধন করিয়াছেন, যে বলপ্রয়োগ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সাধারণে তাহার বাধা দিবে। [illegible] ইউরোপের ইতিহাসে [illegible] সংঘটন করিবার [illegible] বিষয়ে উদাহরণ করা হইয়াছে।

অক্সফোর্ডে [illegible] ই ফেব্রুয়ারি। বেরাইটি নামক স্থানে [illegible] ও মুসলমান প্রজাগণ [illegible] করিয়াছে।

[illegible] ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] নিউজার্সেতে [illegible] করিয়াছে। পাদরি [illegible] সাহেব এই [illegible] করেন কার্ণেলিকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

[illegible] ই ফেব্রুয়ারি। মেরিলেণ্ড [illegible] এই, যাহা [illegible]

[illegible]

কলিকাতার [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] করিতেছেন। [illegible] [illegible]

[illegible] ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] [illegible] [illegible]

অন্য আদেশ হয় সে পর্য্যন্ত কালীদত্তাভাবের বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় মাহারুয়ের ষ্টেটের সব ম্যাজেষ্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

বাবু বনমালী প্রামানিক বাবু রামাকিশোর সেঠের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ২য় পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। মহকুমাদিগের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর, এচ, গিবস যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পোরাবেন্দরের প্রতিনিধি সরকারী কমিশনর ও, ডনলিউ মার্কি সাহেব যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বাবু কাশীনাথ বসু বাঁকীর অবসিটনার হইলেন।

১৯ ই ফেব্রুয়ারি। সেরিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহানন্দ গুপ্ত কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান কমিশনের উচ্চ বিভাগে উচ্চিয়ার খাল খননের জন্য ভূমি পরিমাণ কার্য্য করিবেন।

মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীকিঙ্কর সেন কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান কমিশনরের উচ্চিয়ার খাল খননের জন্য ভূমি পরিমাণ কার্য্য করিবেন, ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু কালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বারাসতের প্রাক্তন শেরা সব ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং উচ্চিয়ার খালের জন্য ভূমি পরিমাণ করণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২০ চব্বিশপরগণা অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বিশ্বাস এম, এ, মেদনীপুরের অন্তর্গত তমোলুক বদলি হইয়া প্রাপ্ত হইলেন।

বারাসত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে পর্য্যন্ত অন্যথা হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত বারাসতের অতিরিক্ত কার্য্য করিবেন।

সবডিবিসনের অন্তর্গত বারুইপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায় ১৮৭৩ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি। হুগলীর পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী নসিরুদ্দীন আহমদ ১৮৮০ অব্দের বি, সি, ৯ আইন ও সি, সি, ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত অফিসরেরা বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগবন্ধু সেন ঐ স্থানের ডেপুটী কলেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র দত্তের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিকাল অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের সহকারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কিছু দিনের জন্য নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন।

মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের সহকারী হইলেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীকিঙ্কর সেন, বালেশ্বরে বদলী হইলেন। ইনি এক্ষণে ছুটী লইয়াছেন।

পাবনার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর যে পর্য্যন্ত না তাঁহার [illegible] এম, ডবলিউ ওয়ার্ড সাহেব [illegible] ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ই ফেব্রুয়ারি। [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত [illegible] বিভাগের কার্য্য করিবেন।

১৯ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বোলপুরে আইনের ২২৩ ধারানুসারে সবডিবিসনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু গোপেশচন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিতিকালে বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ২য় পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সদরের আদালতে থাকিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। মৌলবী সাহাব বক্সগঞ্জের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাব কলেক্টরের বাঙ্গালাকারকের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় বি, এল, নওগাঁতে প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন, এবং সদর সাউথ সুবডিবিসনে থাকিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। নওগাঁস্থিত অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নোলপুরে আইনের ২২৩ ধারানুসারে সবডিবিসনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এ সাবডিবিসনের আদেশ সম্বন্ধে বাবু গোপাল চন্দ্র সাহেবকে মুন্সেফের কার্য্য করিবার ক্ষমতা ১৪ই ফেব্রুয়ারির যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রদ হইল।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। কালিঞ্জিলিয়ের প্রতিনিধি অস্থায়ী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বি, আর ম্যাকিনলি সাহেব ফৌজদারী আইনের ১৪০, ১৪৭ ও ১৪৯ ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র সেনের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বাবু গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সদরের আদালতে থাকিবেন।

মেদনীপুর অন্তর্গত বালিসাতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] আইনের [illegible] অনুসারে সবডিবিসনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible]

[illegible] মাসের ২৮ এ তারিখে পৌঁছিবেন। বোধ হয় তিনি কটক হইয়া বালেশ্বরে আসিবেন।

পুরীর বন্দরের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে দেখা যাইতেছে। একখানি কলের জাহাজ সেখানে আছে। ঐ জাহাজ ভাড়া লইয়া প্রত্যেক যাত্রীকে ৩১ টাকার মধ্যে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেয়।

বালেশ্বর জেলার অন্তঃপাতী কুরক নদীতিরস্থ একটী পুল হইয়াছে। সামান্য কারণ [illegible] জনকে গুরুতরূপে আঘাত করাতে তাহার প্রাণনাশ হইয়াছে।

খাঁকীর ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বসু কোন কার্য্যে অপরাধী সপ্রমাণ হইয়া জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] কয়েদী হইয়া কটকে [illegible] প্রেরিত হইয়াছিলেন। [illegible] কিন্তু [illegible]

রাজপুরের [illegible] রাজবল্লভ পট্টনায়কের উৎসাহে [illegible] অনাথ ও বয়স্ক কঠিন পরিশ্রমের নিমিত্ত কারাগার [illegible] টাকা করিমানা হইয়াছে।

সরকারী সর্ব্বপ্রধান বালেশ্বরে একটী ডেবজিনি নিষ্কাশার্থ [illegible] স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

খানা চাউল অতি শস্তা হবে বিক্রীত হইতেছে। ১ টাকায় ১৮ মণ পর্য্যন্ত চাউল পাওয়া যায়।

আর কোন এখানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বালেশ্বর নগরে এক সপ্তাহে ৪। ৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শান্তিপুর।

বিগত ১৩ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার [illegible] ঘটিকার সময় অত্রত্য [illegible] বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে [illegible] শান্তিপুরের পুস্তক বিতরণার্থ একটী বৃহৎ সভাধিবেশন হইয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় [illegible] করিয়া ভদ্রলোক ও রাজপথের বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের [illegible] মহিলাটুই শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল [illegible] হইয়াছিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ [illegible]। শান্তিপুর হিতকরী সভার অবৈতনিক [illegible] শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সান্যাল তৎকালোচিত একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অনন্তর সভাপতি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু স্বহস্তে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের পাঠোপযোগিক পুস্তক বিতরণ পূর্ব্বক একটী সুদীর্ঘ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় পরিসমাপ্ত হইলে নদীয়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের ইন্সপেক্টর বাবু কবিনাথ সেন মহাশয়ও একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবর্ট নাইট সাহেবের প্রতিকূলে বিলাতে যে লাইবেল মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, সেই মকদ্দমার উক্ত ভারতবন্ধু সাহেবকে সমুচিত অর্থ সাহায্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে সভা হইয়া টাকা সংগৃহীত হইতেছে। এই সংবাদ কলিকাতা ষ্টেটসম্যানের ফ্রফনগরস্থ সংবাদদাতা বাবু রামগোপাল সান্যাল এখানে প্রচারিত করাতে অত্রত্য কৃতবিদ্য সজ্জন সমাজ উক্ত সাহেবের অর্থ সাহায্যার্থ একটী বিশেষ সভা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। রামগোপাল বাবু ঐরূপ সভা স্থাপনার্থে করিবার জন্য সেখানে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে সেখানকার সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া শীঘ্র সভা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, লণ্ডন ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি ভারতসন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া লণ্ডন ষ্টেটসম্যান পত্র প্রচারিত করিতেছেন এবং ঐ পত্রে ভারতের হিত সাধনার্থে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে উক্ত সম্পাদককে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হয়। এক্ষণে পরমপিতা পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উক্ত সাহেব উপস্থিত মকদ্দমার সম্মানের সহিত মুক্তিলাভ করেন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের জনসংখ্যা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া এখানকার মিউনিসিপালিটীর অতীব চেয়ারম্যান বাবু [illegible] ঘোষণা দিয়াছেন যে, ঐ দিবসে স্থানীয় সোনাদিগের কেহ কোন স্থানে যেন [illegible] না করে এবং প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের এক একটী আলো ও লিখা জনসংখ্যা গ্রহণকারীর প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আর কোন লোকের বাহিরাগতপক্ষে ঐ দিবসে কোন প্রকার [illegible] গীত হইতে পারিবে না ও স্থানীয় দোকান সকলেরা রাত্রি আট ঘটিকার মধ্যে দোকান বন্ধ করিয়া আপন আপন বাটীতে উপস্থিত থাকিবে। আমাদের বিবেচনায় ভাইস চেয়ারম্যান বাবুর ঐ প্রস্তাবটী আইনসঙ্গত নহে।

এবৎসর এখানে যে টীকাদার আগমন করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা বড় পর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইনি যেসকল টীকা দিয়াছেন উহারদ্বারা তৎসমস্ত ফলপ্রদ হইয়াছে। ঐ টীকাদারের ব্যবহার প্রণালীও আশানুরূপ বিনম্র বটে।

পাবনা।

পাবনা এখন প্রথম শ্রেণীর জেলা। এখানে অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা পাবনার কোন উপকার সাধিত হইতেছে না। ইহাঁরা একটী সভা করিয়াছিলেন। ৬ মাস না হইতেই তাহা অন্তর্ধান হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে পাবনার কয়েকজন শিক্ষিত লোক "পাবনা ইয়ুনিউ লাইব্রেরি" নামক একটী পুস্তকালয় স্থাপিত করিতে সযত্ন হইয়াছেন। বাস্তবিক পাবনায় এরূপ একটী অভাব আছে। অনেক কৃতবিদ্য সদাশয় মহোদয় অর্থ ও পুস্তক সাহায্য করিয়াছেন। মান্যবর প্রোফেসর শ্রীযুক্ত ব্রিক্ষিথ সাহেব তাহার কৃত গ্রন্থ প্রদানে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন। পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ও হেড পণ্ডিত মহাশয়েরা পুস্তক ও অর্থ সাহায্য দ্বারা সভার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য অনেক মহাত্মা দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব অধিবাসী ও বিশেষতঃ মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা তাঁহারা এই মহৎ ব্যাপারে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।

পাবনার ছাত্রদিগের "সরস্বতী পূজা" অতি সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। প্রথম দিবসে "রঙ্গের" নাটকাভিনয় ও দ্বিতীয় দিবসে যাত্রা গান হয়। পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত চাঁদা হইতে লাইব্রেরির জন্য অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত লোকের প্রতি ছাত্রদিগের সমাদর দেখিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি।

পাবনা মিউনিসিপালিটির অতীব দুরবস্থা। তাহার বাবুর কথা হইতে যাহা হউক একটা অবনতির কারণ। তিনি একখানি ঘর নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন কিন্তু কার্য্য বশতঃ তাঁহাকে অন্যত্র যাওয়ায় তাঁহার সে বাসনা সফল হয় নাই। আমরা অদ্য এতদ্বিষয়ে অনুরোধ করি, তাঁহার যত্নে পুস্তকালয়টীর জীবন প্রদান করেন।

পাবনার খেলাঘরের ঘুড়ি কারা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আকার অতিশয় বৃহৎ হইয়াছে। শেষ হইতে বোধ হয় তিন বৎসর লাগিবে। খেলাঘরটী সকল লোকের থাকবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে খেলাটী ঠিক টাউনের উপর হইল।

পাবনা জেলায় মদের এত ভাঁটী হইয়াছে যে প্রায় প্রতি পল্লীতেই ২। ১ টী দেখা যায়। ইহাতে লোকের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্রমেই দেশের উন্নতি হইতেছে ও সভ্যতা বাড়িতেছে!!

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ মতে শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রতি বৎসরেই পাবনার নিম্ন বাহিনী ইচ্ছামতী নদী শুকাইয়া যায়। লোকের বড় কলকষ্ট হয়। এবৎসর আবার লোকে উহার তীরে মলমূত্র পরিত্যাগ করার যে চল আছে, তাহাও দূরিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নান পানে অনেক অসুবিধা। পুলিস সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান পূর্ব্বক পাবনাবাসিদিগকে কলকষ্ট হইতে উদ্ধার করুন।

সালগাড়িয়া গ্রামে অম্বিকাবাবুর একটী মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জন্ম অবধিই মেয়েটীর মস্তক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এখন এত বৃহৎ হইয়াছে, যে সে আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শয়নাবস্থাতেই থাকে। এই অবস্থাতেই উহার বিবাহ হইয়াছে, উহার বয়স ১৩ বৎসর। আমরা স্বচক্ষে এই কন্যাকে দেখিয়াছি।

এবার পাবনা স্কুলের ১৪ টী ছাত্রের মধ্যে ১ টী প্রথম, ৫ টী দ্বিতীয় ও ৪ টী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, প্রথম ৬টী ১৫ ও ১০ টাকা বৃত্তি পাইয়াছে। ছেড মাষ্টার যোগিন্দ বাবুর যত্নেই এরূপ সুফল হইয়াছে। ইনি এখান হইতে বদলির বহরি হওয়ায় আমরা দুঃখিত আছি।

পাবনায় পীচার প্রাদুর্ভাব নাই। ধান চাউলের অবস্থা মন্দ নহে। টাকায় ৬৮ সের চাউল ও পাঁচ সের তৈল পাওয়া যায়। অন্যান্য জিনিষ ও মহার্ঘ নয়। বৃষ্টির অভাবে অনিষ্ট হইতেছে।

সেদিন আগুন লাগিয়া কয়েকখান গৃহ অগ্নিসাৎ গিয়াছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এই সময়ে অগ্নিভয়ের বড় ভয় হইয়া থাকে। সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

পাবনার একটী বণিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার অবস্থা তত ভাল নহে। স্থানীয় অনেক লোকেরই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নাই। শ্রীমতী কাদম্বিনী বোস্তা একটী ছাত্রীকে তাহাতে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন বিদ্যা হওয়াতে অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছে। পরীক্ষা দিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু বালিকাদিগের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই পড়া শুনার অবসান হয়, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আমরা ভরসা করি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ঐ বিদ্যালয়টীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

কানপুর।

আজকাল কানপুরে বড় ধুমধাম। এখানে শুকলালজী অতুল ও প্রয়াগ নারায়ণ কেয়থাদি নামে দুইজন ধনাঢ্য লোক আছেন, ইহাঁদের কল্যাণে অজ্ঞতা লোকেরা সময়ে সময়ে মেলা দেখিতে পায়। শুকলালজি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয়, রামলীলা ও কৃষ্ণ লীলা এই দুইটী মেলায় ইনি বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। দুর্গোৎসবের সময়ে রামলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হইয়াছে, প্রত্যহ দিন অপরাহ্ণ ৫ টার সময় হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত মেলার কার্য্য হইয়া থাকে। শুকলাল জি সুকাশন হইতে কতকগুলি লোক আনাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অবতারে তাহারাই লীলা করিতেছে।

কেয়থাদি মেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি মনুষ্যের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মৃৎপুত্তলিকা দ্বারা মেলা সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহাঁর মেলাতে কেবলবিবিধ চিত্র প্রদর্শিত হয়। কোন স্থানে স্বরাজীয় কোন স্থানে পোলুস, কোন স্থানে কাবুলের যুদ্ধ কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্র হরণ করিতেছেন ইত্যাদি নানাপ্রকার চিত্র দ্বারা মনুষ্যদিগের মনোরঞ্জন করিতেছেন। রাঙ্গিতে ঠাকুরের মন্দিরের ভিতরে রাসস্থলীর স্থান হইয়া থাকে।

এই মহাত্মাদ্বয়ের মেলা প্রভৃতি কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন উহা দেশের মঙ্গলার্থ ব্যয়িত হইলে যে কত হিতসাধন হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সম্প্রতি এখানকার সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মাননীয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অসুস্থ হওয়ায় নবাবগঞ্জের চিকিৎসালয়ের মেট্রন্ডাক্তারের এক সপ্তাহ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পুরোহিত ডাক্তার বাবু যেরূপ হাস্যরস ও সুযোগ্য ব্যক্তি, ইহাঁর অল্পকাল থাকায় সকলেই অসুখী ছিলাম, যাহা হউক পরমেশ্বরের কৃপায় ইনি আবার হাস্য আমোদ করিতেছেন। ইহাতে আমরা পরমানন্দ অনুভব করিতেছি।

এখানে সর্ব্বাদি পুরাতন প্রজা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। গম ১৯ হইতে ২২ সের, যব ২৫ সের হইতে ৩০, ছোলা ২৫ হইতে ৩০ সের, আতপ চাউল ১৮ হইতে ১৯ সের এবং নিম্ন চাউল ১৪ হইতে ১৫ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। যা গম রেলওয়ের সুযোগ আমদানি হইলে আরও সুলভ হইতে পারে।

আজ কাল এখানে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ৬ই একটী লোককে টিকা দেওয়া হইয়াছে পরিবর্ত্তে ৭০ টী গিয়াছে। মন্দ কর্ম্ম, এই ঘোর বিষয়।

গত মাঘী শ্রীপঞ্চমীতে অত্রত্য বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রেরা আপনা আপনি চাঁদা করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক অতি সমারোহের সহিত পূজা করিয়াছিল। বালক-হৃদয়ে এতদূর উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া আমরা উক্ত বালকগণকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

অদ্য (১৪ ই ফেব্রুয়ারি।) মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের বড় ধুম। নানা স্থান হইতে যাত্রীরা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে, এখানে সময়ে সময়ে প্রায় গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এরূপ লোকের ভিড় হইয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সমস্তীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, গোপালপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা মোসাম্মৎ এর পত্রিকা খানির বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের পঙ্‌ক্তি পিছু ১০ আনা, তাহার পর প্রতি ৵০ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর গণ্য হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের ৩য় ভাগের ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মধ্যে আহার, বিবাহের সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, মহুসংহিতা, যোগবাশিষ্ঠ, হংসপ্রয়াগ, পদ্য

এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। চিমাই আইপোষ্ট ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১ পাঁচ টাকা। প্রাক্তেন্ট মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘর নেমেসবাবু কার্য্যসম্পাদক বরাবরে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকট কদাচ প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা নিবাসী পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য গ্রন্থের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও অন্যান্য গ্রন্থের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

স্বরনাশক সিক্কোনা।

শরীরযোগে এই সিক্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধবিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স, আউন্স ১১, ১৬ আউন্স ৮ সিকি ১৮০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল পৃথক দিতে হয় না।

কুন্তলেশ্বরী তৈলা।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি উপকারী তৈলের কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, শূলাদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অতি শীঘ্র নিশ্চয় আরোগ্য করিবে। মূল্য বড় শিশি ১৮০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপযুক্ত।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তমূল, দন্ত আরিশ, দাঁতের গোড়ার ফাক, ফুলা, আলগা হওয়া ও নড়া পড়া এবং মুখের চারুত্ব প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ১০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা বেশ বিশেষে পাওয়া যাইতে পারে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটস্থ কৈলাসচন্দ্র সেন ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

BABU MOHENDRA NATH BANERJEE

Homœopathic Practitioner.

Baghazar, Calcutta.

ADVICE BY LETTER GRATIS

বসু ব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকার।

আপীস—৯৯ নং বাটী, কুকুলিয়ার লেন।

নিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবে না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি, অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে। নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি

১০ টাকা টাকা প্রতি ৵ আনা
১০০ " " ১০ ৸৬ আনা।
১০০০ " " ৸ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ সিংহ—আমলা সরবপুর ১০
" " কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—পাঁচকোপী ১০
" " অবিনাশচন্দ্র দেবশর্ম্মা নওয়াবিড়াঙ্গা ১০
" " নিবারণচন্দ্র ভট্ট চার্য্য—সাতনা ১০
" শ্রীপতি বসু—গুড়াপ ও সংযোগ ১০
" হরিশ চন্দ্র—কাশী ১০
" মধুসূদন রায়—আড় বাড়ি
" চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—বালুচরাট
" গোবিন্দচন্দ্র মিত্র—এলাহাবাদ
" গোসাইদাস সরকার—মধুমাই
" কালীচরণ তরফদার—আটনা হিয়ত ৭
" মধুসূদন প্রামাণিক—ইংরাজাবাদ ৫
" রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—মহারাজপুর ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা সাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠী, নোট অফিস, ইহার অন্যতর যাহাতে পাঠাইবার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় করিয়া মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গ্রহণ করা মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵ ৬½ আনা তাহার পর ৵ এক আনা দিতে হইবে।

ইহা এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের চাঁদঘড়িপোতা কদমতলা বস্তে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ | প্রযন্তা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং | ১৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৮ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮১। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি | অগ্রিম সাংবাৎসরিক মূল্য, অমনস্থ গ্রাহক মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী। ১৩২ নং বাবাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতায় এবং মফস্বলে সকল প্রকার ব্যবসায়ব্যবসায়ীকে, স্কুলের শিক্ষক পাদ্রি সকল ভদ্র লোককে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প খরচে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র ডাকাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি কিন্তু আমাদের সহিত তাহা করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩২ নং বাবাবাজার

কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীর একটী আউন্স মাত্রায় সেবন করিয়া যাবৎ করিলে উদ্গার, মূর্চ্ছা, বায়ু, শূল, কম্প, বাতিকশূল, রক্তবিহীন, মানসিক বিকার, বাতরোগ, চাকলাগা প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ১ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

ঔষধ ও ইঞ্জেকসান

ঃ

কম্প দেওঃ

ইহাতে ঐচ্ছিক সঞ্চালন শক্তি আশুতা আশুতা রোগক্রান্ত হইলে অথবা অন্যান্য অসাধারণ ঔষধ দ্বারা মানবগণের চিত্ত চমৎকৃত ও মনস্ত সন্তাপহারী চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম উপায় হইলে কবিরাজ দ্বারা যায়। অন্যান্য অপিকৌড়া হইবার জন্য অপূর্ণ কৌতুক দেখান ও বর্ণিত আছে, চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় কারক কোন কোন অথবা মানবগণের আন্তরিক ভাবের মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পরিচ্ছদ বিশেষ ইহাতে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে যথা।—

প্রণালিকা দ্বারাকের মধ্যে ঔষধ দিবার বা ইঞ্জেক্ট মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রণালী। একটী আউন্স আউন্স মুক্তিকাতে রোপণ করত এক সপ্তাহ বা দশ দিবস পরে তিন প্রকার আম্র দেখান এবং যে কোন বৃক্ষের বীজ হউক না কেন উহা মৃত্তিকাতে রোপণ মাত্রেই গাছ মুকুলিত হইয়া ফল প্রসব করিবে, গুচ্ছ মিষ্ট তদ্দিন সাধারণের এ গাছ বলিলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং দিন দিন বাড়িয়া প্রচুর পরিমাণে অন্যান্যস্থা বাগান দখলিবার প্রণালী ইহাতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

ব্যবসা—অনেক লোক, বাবসের নাম শুনে দাস, বা মহাজনের নাম শুনে থাকেন, কিন্তু তাহা যোগি প্রকাশিত হবার পরে তাহাদের অনেকে যাবতীয় পত্র পত্রিকা ও পুস্তক প্রভৃতির ঠিক মত কবিবার প্রণালী পরে, পুস্তকের স্থানে ও স্থানিক ব্যবসের প্রকৃতি ও স্থান অন্ত হইতে সংযোগ মাসে শিখা বহিয়ক করণ, পত্র যোগাযোগিত পত্র পরে ও হইলে কোন স্থানে কোন পরার্থ আছে তাহা কলিকাতা বসিয়া শুনিয়াছে গমন করা কিম্বা ইচ্ছা মাত্রে যে কোন পুস্তক পত্রিকা সংগ্রহ উপায়ন করা, কিরূপ ভাবে ব্যবসায় চালাইলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অগ্রণী হওয়া, এবং বসায়ন, বশীকরণ-মোহন, স্তম্ভন আকর্ষণ ও মারণ-উচ্চাটন যোগসাধন আদি ও বশন, চক্ষু বিনা দর্শন, অন্ধ কণ্ঠাদির পরিত্যাগ, বহিবের শব্দ শক্তি বা গুপ্ত জ্ঞান, মৃতব্যক্তির দেহমধ্যে হাটান যাতু, আমাদের সকল চাকরে কর্ত্তার মান করিয়া তাহার অধিক কাজকর্ম্মন, কাজ পাড়ুয়া ছাড়া নয়ী কিম্বা পরার উপর নিয়া দুষির দাগ এমনায়মন প্রভৃতি বাটী ভালা, নল ভালা, মর্দ্দ, বৃক্ষ ও পশুর কাজ, দিবে কাজ অর্থাৎ বিনা নামান শুদ্ধ ঘরে তাহার বিশেষ আশুতা বলিয়া বোধ হইবে, ইহাসমস্তই ইহাতে বিশেষরূপে প্রকটিত হইবে। অনেক লোক কোন কাজে নাই তে ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা তে কাজ আছে তেও আশা মতে আয় হয়না, ইহাতে এমন কাজ ও ব্যবসায়ের ও ব্যবসায়ীদের পরিচয় দেওয়া হইবে, যাহাতে অনায়াসে কাজ করিতে পারিবেন, এমন কি কোন ব্যবসায়ী হইতে ইচ্ছা করিলে ইহা পাঠ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, এমন কি সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগের নিকট আমার এই আবেদন যে আপনারা এই অকিঞ্চনের বাক্যগুলি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য দ্বারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আর যদি এই সকল কথা অলীক বোধ হয়েন তাহা হইলে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্থ কোন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের বাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিব। ইহা ব্যতীত ইহাতে পুস্তিত হইবে।

এই প্রস্তাবটী আমাদিগের নিকট যেরূপ সারবান বোধ হইয়াছে, সে প্রস্তাবটী অতি সুন্দর হইলেও আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত থাকিলেও অবসরাভাবে একটী কথা বলিতে হইল। আশা করি এ পত্রখানি [illegible] সোমপ্রকাশে স্থান প্রাপ্ত হয়।

১৩ সংখ্যক সোমপ্রকাশে প্রস্তাবলেখক একস্থানে বলিয়াছেন, "যে আমরাদিগের দেশে খরচ খরচা বাদ বাদের পরে বিঘা প্রতি আমাকে প্রায় ৮০। ৯০ টাকা [illegible] থাকে।" এ কোন্ দেশের কথা? [illegible] বোধ হয় [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] আমাদের দেশে [illegible] বিঘা প্রতি ৮০। ৯০ টাকা লাভ হইয়া থাকে, আমাদের মতে [illegible] বিঘা প্রতি ৮০। ৯০ টাকা লাভ হইলে [illegible] ভূমি কি [illegible] ভূমি [illegible] ভূমি [illegible] ভূম

গত আছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহই এই ৭৫।৮০ টাকাও অতিরিক্ত জ্ঞান করিবেন। অনেক কৃষকের আগ্যে উহাও ঘটিয়া উঠে না। তাই আবার বলিতে হইল, যদি বাষ বাদে প্রতি তামাকের বিঘায় ৮০। ৯০ টাকা উৎপন্ন হইত, তবে দরিদ্র কৃষকেরা চমৎকার অন্নের চিন্তায় হাত এড়াইত ও উচ্চশ্রেণীর কৃষকেরা কলিকেতে কমিদার হইতে পারিত। আমাকে পাতিবিঘায় ৫০। ৬০ টাকা লাভ বড় অসম্ভব কথা। তবে যদি বাণিজ্যের কমিব আর কোন বিশেষ গুণ বা তামাকের কটকিটির কোনরূপ ঠৈব বল থাকে ত বলিতে পারি না। কিন্তু সেখানকার কৃষকেরাও সাধারণ নহিয়। তবে এত উহব বিশেষ হয় কেন?

বশম্বদ

এ হাড় কৃষক। দৈবো—

পৈতা পোড়াইলে কি ভূত হওয়া যায়?

ঘর বাণিজ্যের ১ ঘোর অজ্ঞানিক শ্মীক ডাকাত খুব উৎসাহভাবসম্পন্ন একটি ভদ্রলোক, সপ্তম বৈবাস ভদ্রক নগরে বাসকালে প্রবিধান করিয়া অনিশ্চিত ও ধর্ম মোক্ষপ্রিয়তা হইয়া পড়িয়াছেন। যাবলী যাবতীয় আনিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রকে বিজ্ঞাসা করেন প্রথমে তাঁহাদের অনুকম্পার আশে অনেক প্রবিষৎ পণ্ডিতের নাম শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে বলুন দেখি, কলিকালে ব্রাহ্মণ যাহা হইবে তাহারা পৈতা পোড়াইলেই কি ভূত হইতে পারিবে? ইতি।

মহর্ষি সৌমক এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। মোক্ষার্থীর মনেই এই প্রশ্ন শোভনীয়। এক্ষণে আমি পরমেষ্ঠী নৈমিষারণ্যে গমনিয়ন্তা ঋষির সহিত একত্র থাকিয়া শুকদেব প্রমুখাৎ যে যুক্তি শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

মহারাজ! কলিযুগে যাঁহারা ভূত হইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া পিতা মাতাকে পোড়াইয়া পরিত্রাণের জন্য নূতন পথ অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা মনে মনে ভাবিবেন, ব্রাহ্মণত্বই পরম উৎকৃষ্ট বস্তু। বাস্তবিক মহারাজ! ব্রাহ্মণত্বই পরম উৎকৃষ্ট বস্তু বলিবার সন্দেহ নাই। কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা এই ব্রাহ্মণত্ব কায় হইবার জন্য পৈতা পরিত্যাগ করিবেন, ও বলিবেন (১) পৈতার সহিত মানের কোন সম্বন্ধ নাই। (২) আর যখন ঈশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান, তখন তাঁহারা পৈতা রাখিয়া ইতরাদি বলিয়া পরিচয় দিয়া কেন মনোমধ্যে অনর্থক ভেদজ্ঞানকে বলবান রাখিবেন। অভেদ জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ। তুমি ছোট, আমি বড় এ জ্ঞান যাহার আছে সে ব্রাহ্ম নহে। এ জ্ঞান গিয়া যখন সকল মনুষ্যই সমান, এই জ্ঞান যাহার আছে সেই প্রকৃত ব্রাহ্ম। এক্ষণে মহারাজ! যাহা অধিক হইয়াছে, অতএব আমরা আপনাকে তাঁহাদের অবলম্বিত দ্বিতীয় যুক্তিটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া দেখি। তাহা পরে পরমর্ষি সম্বন্ধে কিছিৎ বলিব।

ভেদজ্ঞানের জ্ঞান মন হইতে দূর করা বড় সহজ বিষয় নহে। কত যুগ যুগ ধরিয়া মানবাত্মা কলিয়াছে আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা পৈতা ফেলিয়া দিয়াই সেই অসীম জ্ঞান লাভ করিবেন; তাঁহারা ভাবিবেন, পৈতা ফেলিলেই আত্মজ্ঞানী হইবার। মহারাজ! যাহার হৃদয়ে ঈশ্বর হইয়াছে তাহারা ভাবিবে পারেন এমন বিষয়ে, এই সকল অন্তঃসারশূন্য লোকের বাহিরে পৈতা ফেলাতে কখন বিষয় ও কামাকর্ষ। অতএবাদি আর কেন বলিতেছি, শুনুন। মনোমধ্যে ভেদজ্ঞান হইতে বলিয়াই অভিমান জন্মে। পৈতা পরিত্যাগ করিলে, কিন্তু বাহিরে সকলে জানী হইবেন। কোন কথা কহিতে গেলে, সকলে অমনি বলিবে, ওহে মহাশয়ের জ্ঞান হইয়াছে বলিয়াই কি না পৈতা ফেলিয়া দিয়া আমাদিগকে নীচ বলিতেছ। তিনিই বাহিরে পৈতা ফেলিয়া দিয়া অনেক বুদ্ধিমান হইয়াছেন। উহা কি কম বুদ্ধির কথা? তাই বলি ব্রাহ্মণের পৈতা ফেলা অবিদ্যার বন্ধনের একটী বাধ হইবে। তাঁহারা সংসারের মায়ার ভিতরে যে কি রহিল তাহা বুঝিতে পারিবেন না। বাহিরেই ঘাঁটাঘাঁটি করিবেন ইত্যাদি।

এক্ষণে বাহা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই বলুন দেখি হিন্দুধর্মে পৈতা ফেলিয়া দিবার কোন বিধি আছে কি না? সৌমক বলিলেন, আপনারা আপনার নাম অধিক পরিচয় দিবেন, তাহা অনায়াসেই পৈতা বিসর্জন দিতে পারিবে। কিন্তু আত্মজ্ঞানী হইবার নাম আত্মজ্ঞান নহে। আত্মজ্ঞান হইলে তখন আর বাহিরে পৈতার প্রয়োজন থাকে না। পৈতা থাকা না থাকা তখন সমান কথা। তবে কথা সত্য বটে যে অনেক কথা। সারা এই পর্যন্ত। কথা বলিলে কেহ শুনেন না, শুনিলে কেহ বুঝেন না, বুঝে বুঝে থাকি বিরাজমান হইতে হইয়াছি। ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ।

জগদীশপুর। ই.

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা।

পরিবর্তন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিতে পারেন কি না" এই প্রশ্ন লইয়া সংবাদপত্রে বিস্তর আন্দোলন হইয়া গেল এবং অনেকে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন, বিদ্যাবিনোদ পরিবর্তন মহাশয় অনেকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন। এখন উক্ত আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই, উহা এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে, এখন কেহ উহার উল্লেখও করে না। কিন্তু একটি হিন্দুসমাজের গুরুতর বিষয় লইয়া যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন তাহার একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে সমাজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য আমরা এই বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের বিবেচনায় হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে কি না, এই বিষয়ের মীমাংসা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্ম্ম যে অতি উদার ধর্ম্ম, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য

দেখিতে না পাইলেও অনেক লোকে থাকেন সুরেন্দ্র দুইটী অপরাধ করিয়াছিল একটী হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করা অপরটী অখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ। সুরেন্দ্রের অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হইলে সুরেন্দ্র অখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছিল কি না করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হইত না। কিন্তু আমাদের দেশে আজকাল হিন্দুসমাজ মধ্যে যাঁহারা প্রধান বলিয়া গণ্য আছেন, আর কাল যে সকল ব্যক্তি নূতন হিন্দুসমাজের প্রধান বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাঁহাদের অধিকাংশই, এমন কি তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকে কি অখাদ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি করেন না? তাঁহাদের প্রায় সকলেই কি এক প্রকার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই? কেহ কেহ মাসিক পত্রাদিতে কি ইদানীং নাই? যাঁহারা আপনাদিগকে খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও অনেকে কি সুরাপান করিয়া মাসিক মুখপাত করেন নাই? পত্রা স্থলে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সুরা প্রচলিত হইয়া থাকে, এবং চামার হইতে মুসলমান পর্য্যন্ত সকলে তাহা স্পর্শ করিয়া থাকে, যাঁহারা সেই সুরাপান করিয়া থাকেন তাঁহাদের জাতির মুখপাত হয় নাই এ কথা কাহারা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি? অতএব যখন সুরাপায়ী, গো মাংস ও কুক্কুট মাংস ভোজী, এবং হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক প্রভৃতিরা পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত ও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন তখন একা সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ কি? যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে, সাহস থাকে তবে "ঠক বাছিতে গাঁ উজাড়" করুন, সমস্ত গোখাদক ও সুরাপায়ী, নাস্তিক ও অবিশ্বাসিদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে দূর করিয়া দিন, আমাদের, তাহা অনাবশ্যক বোধ করিলেও তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যখন সেরূপ করা অসম্ভব, যেহেতু সমাজের অধিকাংশ প্রধান লোকই যখন সেরূপ অপরাধে অপরাধী, তখন সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় দুই একটী ক্ষুদ্র প্রাণীকে লইয়া পীড়াপীড়ি করা অপেক্ষা, যাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে সমাজ মধ্যে প্রবেশাধিকার দিলে কি অধিকতর সদন্বয় ও মঙ্গলপ্রদ হইবে তাহা প্রকাশ পায় না? কিছু দিন হইল প্রচারক সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "এখন কালক্রমে খ্রিষ্টধর্ম্মে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত লোকোপায়ী করিবেন, তাঁহারা ইহা বলেন যে কেবল অপ্রতিষ্ঠিত ও অপদস্থ করিবেন এমন নয়, তাঁহাদের হইতে হিন্দুসমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।" (১)

(১) সম্পাদক মহাশয় কেন এরূপ লিখিয়াছেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার এ কথাগুলির অনুমোদন করি এবং সেই জন্য হিন্দুসমাজকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন কালক্রমে বিপ্লব-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া একটুকু অগ্রসর হন এবং যে সকল খ্রীষ্টান পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে সমাজে আশ্রয় দিয়া নাবের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন।

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, এখন অনেক কৃতবিদ্য যুবক ও সমাজের প্রধান লোকে সুরাপানাদি করিয়া থাকিলেও যখন হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছেন, তখন যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়া পরে হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, কে কোথায় গোপনে কি করিয়া হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া যিনি প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তা প্রকাশ্যভাবে অথবা গুপ্তভাবে করিলেন তাঁহাকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরাও বলিতে চাহি, গুপ্তকে কোথায় নহে, আজ কাল অনেকেই প্রকাশ্যভাবে সুরাপানাদি করিয়া থাকেন। এখনই আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম করিতে পারি, যাঁহাদের যাবতীয় পাপই অপ্রকাশ্য না হইলে ঢাকা পড়ে না, এবং প্রমাণ করিতে পারিবে, সনাতনপন্থি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন না, এবং তাঁহাদের একটী বাক্যব্যয়ও করেন না।" কথা খান নাই কেন? না, পান নাই বলিয়া" যেখানে ছোটেলাদি নাই, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে ছোটেলাদি আছে সেখানে বলের খুষ্ট বালক হইতে আর কতবিদ্য যুবা পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই ছোটেলের কোন না কোন দ্রব্যাদির কি অল্প আধ উদর পরিপূরণ করেন না? দলপতি দিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহারা সত্য করিয়া বলুন, তাঁহারা কখন কি কাবে [illegible] চালিয়াও কখন তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া আছেন, তখন ব্রহ্মেন্দ্রনাথ এবং তাহার ন্যায় অপর লোকদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা পাওয়া কেন? কেহ কেহ বলিবেন, সমস্ত হিন্দুর তুলনায় সুরাপায়ী প্রকৃতির সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ইহার উত্তরে আমরা বলি, অল্প সংখ্যায় কিছু আসে যায় না, যখন দশজনকে কিছু বলা হয় না, তখন এক জনকে লইয়া পীড়াপীড়ি কথা হয় কেন? কেহ হয় ত বলিবেন, যাঁহারা অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করেন, তাঁহারা নামে হিন্দু মাত্র, হিন্দু সমাজের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সংস্রব নাই কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়, যাঁহাদের দ্বারা হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ অনুসারে চলিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগের আচারাদিকে আদর্শ করিয়া অন্যান্য লোকের আচারাদির পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সুরাপানাদি করেন না সত্য, কিন্তু আজ কাল তাঁহারাও এক প্রকার পতিত ও জাতিচ্যুত হইয়াছেন। দেখুন শাস্ত্রে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, ও প্রতিগ্রহ (অত্রিসংহিতা মতে আর একটী বেশী তপস্যা) এই ছয়টী ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সন্ধ্যোপাসনা ও সদাচারহীন ব্রাহ্মণের বাসনায় আশৌচের বিধি আছে; অনন্তর, শৌচ মঙ্গল, অনায়াস, মশ্নুতা, দম, দান, ও দয়া এই আটটী ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যব, তিল, তণ্ডুল, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ দধি, গুড়, লাক্ষা, লবণ, আম্র, পনস এই দ্রব্যগুলি মাত্র ব্রাহ্মণের খাদ্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; শাস্ত্রে ইহাও আছে যে ব্রাহ্মণে সদাচারহীন হইলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন; শূদ্রের সহিত একাসনে বসিতে, শূদ্রের কোন প্রকার দান গ্রহণ করিতে নিষেধ আছে; শুক্লমৃত্তী কৃষ্ণবর্ণা পরিবেশন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ আছে। পাঠক! আর কত বলিব? এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা শাস্ত্রের এই বিধি ও নিষেধ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন কি পাঠক! আপনি একশতের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণকে কি নির্দ্দেশ করিতে পারেন, যিনি শাস্ত্রের সকল বিধি ও নিষেধ মানা করিয়া চলিয়া থাকেন? তাহা যদি না পারেন, তাহা হইলে এক প্রকারে বলা যাইতে পারে তাঁহারাও সকলে পতিত। বিশেষতঃ যাঁহারা অপেয় পান ও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার, ও বিবাহ প্রভৃতিতে যাঁহার কোন সংস্রব নাই এমন একটী ব্রাহ্মণ কি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে? যদি পাওয়া না যায় তবে কি প্রকারে বলিব, তাঁহারা পতিত নহেন? অতএব দেখুন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও এক প্রকারে পতিত হইয়া, এবং সমাজের প্রধান লোকেরা অপেয় পান ও অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া এ-

যে, "এখন যদি সেই ধর্ম্মবিধি হইয়া হুজুগের শাস্ত্রগ্রন্থেই সমস্ত দেশের ছুল আনাইতে যান, আর তিনি সিমলা হইতে আসিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চাহেন, তাহাকে সমাজ মধ্যে লওয়া কর্ত্তব্য।" তবে কি সম্পাদক মহাশয় কেন মতে খাঁহারা বিলাসিতার্থে, ধনোপার্জ্জনার্থে অথবা নিজের উপকারার্থে ইংরাজ সমন করিবেন, তাঁহারা যদি এরূপ হন, তবে তিনি কালক্রমে বিপ্লব স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে অপরকে পরামর্শ দিয়াও কিনি নিজে সেই স্রোতের বিপরীত পথগামী হইয়াছেন বলিতে হইবে।

কথায় এই যে, একপ্রকারে সকলেই জাতিচ্যুত হইয়া যখন হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, তখন অবোধ বালক সুরেন্দ্রের অপরাধ কি? কেহ হয় তো বলিবেন হিন্দু সমাজের চিরকাল একপ্রকারে কোন আচার ব্যবহার চলিয়া আসে নাই, সুতরাং এক্ষণে যাঁহারা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পতিত বা জাতিচ্যুত বলা যাইতে পারে না। এ কথা বড় ভাল কথাই; কিন্তু অপরের পক্ষে যদি এ কথা খাটে, তবে যাঁহারা বিলাত গমন করেন, তাঁহাদের পক্ষেও খ্রীষ্টান সুরেন্দ্রের পক্ষে এ কথা খাটে না কেন? তাঁহাদিগকে কেন তবে "পতিত" বলা হইয়া থাকে। তাই আমরা কালক্রমে বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া দিবার জন্য সকলকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি।

যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইল, হিন্দু সমাজ উচ্ছিন্ন গেল বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অবগত নহেন। হিন্দুধর্ম্মের আদি গ্রন্থ বেদই থাকুক, এক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতিরেকে ইহার ন্যায় উদার ধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্মসকল এক এক খানি সঙ্কীর্ণ গ্রন্থ মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ কোন গ্রন্থ বিশেষে আবদ্ধ নহে। হিন্দুদিগের বেদ আছে সত্য, কিন্তু বাইবেল যেমন ঈসাই ধর্ম্মের, কোরাণ যেমন মুসলমান ধর্ম্মের একমাত্র বন্ধন করি, রাখিয়াছে, বেদ সেরূপ হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে নাই। বেদের বিধি না মানিয়াও হিন্দু হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতির বিধি না মানিয়া ঈসাই ও মুসলমান প্রভৃতি হওয়া যাইতে পারে না। দেখুন হিন্দুরা এক সময়ে চৈত্য প্রভৃতি কতগুলি সকলের উপাসক ছিলেন, তাহার পরে ব্রাহ্মোপাসক হন, এক্ষণে আবার মূর্ত্তি উপাসক হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমে যেমন হিন্দু ছিলেন, পরেও সেইরূপ হিন্দুই ছিলেন, এবং এক্ষণেও সেই হিন্দুই রহিয়াছেন। তাঁহাদের উপাস্য দেবতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত অথবা "একঘরে" হইতে হয় নাই। দেখুন, এক্ষণে লোকে ছিন্ন জাতির অন্ন, গোমাংস, শূকরমাংস বা কুকুটমাংস না খাইয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেছেন, পূর্ব্বে যাঁহারা এ সকল খাইতেন, তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেন। এখনকার লোকেরা খান নাই বলিয়া সমাজচ্যুত হন নাই। তখনকার লোকে খাইতেন বলিয়াও সমাজচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বে শূদ্রের দান গ্রহণ করিলে, স্বধর্ম্মবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মবৃত্তি গ্রহণ করিলে এবং শূদ্রকন্যা বালিকার পাণিগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হইত কিন্তু এখন ও সকল কর্ম্ম করিলে আর পতিত হইতে হয় না। অথচ পূর্ব্বকার লোকেরাও হিন্দু ছিলেন, এখনকার ইহাঁরাও হিন্দুই রহিয়াছেন। পূর্ব্বে এক পতিসত্ত্বে অপর পতি গ্রহণ অথবা নিজ পতিসত্ত্বে পরপুরুষে গমন করিলে ও বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন কিন্তু এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের সে সকলে কোন অধিকার নাই। এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা তাহা করেন না বলিয়া সমাজচ্যুত হন নাই। এবং পূর্ব্বে তাঁহারা তাহা করিতেন বলিয়াও সমাজচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বে শূদ্রের কন্যা ব্রাহ্মণে বিবাহ করিয়া হিন্দুই ছিলেন, এক্ষণে আবার যাঁহারা ওরূপ অসবর্ণ বিবাহ করিতে না পারিতেছেন, তাঁহারাও সেই হিন্দুই রহিয়াছেন, ইহাঁদের কেহই একঘরে বা সমাজচ্যুত হন নাই। পূর্ব্বে যাঁহারা অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ, ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রত করিতেন, পরে যাঁহারা তাহা ত্যাগ করেন, আবার যাঁহারা তাহার পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন এবং এক্ষণে যাঁহারা তাহা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাঁদের সকলেই হিন্দু ছিলেন এবং এখনও সকলে হিন্দু রহিয়াছেন। অধিক দিনের কথা নাই, দেখুন পঞ্জাবের গুরু নানক এবং নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য সকল জাতিকে এক করিয়া মুসলমান প্রভৃতির অন্ন গ্রহণ করিয়া হিন্দুই ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের শিষ্যেরা তাহা না করিয়াও হিন্দুই রহিয়াছেন, অথচ তাঁহারাও জাতিচ্যুত হন নাই, ইহাঁরাও জাতিচ্যুত হন নাই। ফল কথা এই, চিরকালই হিন্দু সমাজ কালক্রমে বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছেন, এবং চিরকালই হিন্দুধর্ম্ম নিজে অপরিবর্ত্তিত হইয়া সময়োপযোগী বিধি ব্যবস্থা দ্বারা নূতন নূতন শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্র সকল ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব পুরাতন শাস্ত্রের বিধি বিশেষ নিষ্ফল করিয়া "হিন্দু জাতি লোপ হইল" হিন্দু সমাজ রসাতল গেল বলিয়া আর বৃথা ক্রন্দন করা কেন? এখন তাহাতে আর কোন ফল নাই। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে কলের জলপান করিতে এক প্রকার নিষেধ থাকিলেও যেমন কতকগুলি পণ্ডিত প্রয়োজনের দাস হইয়া তাহা ব্যবহারের বিধি ব্যবস্থা দিয়া কলিকাতার লোকদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি প্রধান ও উপযুক্ত লোকে একত্র হইয়া এখনকার উপযোগী অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ রহিত প্রভৃতি কতকগুলি সদাচারের এবং সেই সঙ্গে বহুদেবোপাসনার পরিবর্ত্তে মূর্ত্তিপূজা একেশ্বরাধিষ্ঠিত ব্রাহ্মোপাসনার বিধি ব্যবস্থা দিয়া একখানি নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া হিন্দু মাত্রেরই মনোরঞ্জনোপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দু সমাজহিতৈষীর ইহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। এখানে এ কথা পুনরায় বলা বাহুল্য মাত্র যে, "এখন কালক্রমে বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইবেন এরূপ নহে, তাঁহাদের হইতে হিন্দু সমাজেরও বহুৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।"

যমুনিয়া
১৮ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। } শ্রীকৃষ্ণধনীচরণ দে

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

বঙ্গদেশের পরিবর্ত্তন পরীক্ষা।

বঙ্গদেশের কত লোকবৃদ্ধি হইয়াছে, ৭ ই ফাল্গুনে কেবল যে তাহারই একবার পরীক্ষা হয়, তাহা নয়, বঙ্গবাসিদিগের অবস্থার যে কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, ১১ ই ফাল্গুন তাহারও পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ৭ ই ফাল্গুন বঙ্গদেশে যেসমস্ত লোক গণনা করা হয়, কিসায় করিয়া তাহা ঠিক করিবার নিমিত্ত ৭ শত লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে এ বিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ একটী বিজ্ঞাপন দেন। তদনুসারে কলিকাতা ছোট আদালতের সম্মুখের এক বাটীতে প্রায় ১। ২ ঘণ্টার কর্ম্মার্থী উপস্থিত হয়। সাত শত মাত্র পল, দুই তিন হাজার অর্থী। এরূপ স্থলে কি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা, পাঠক! একবার অনুমানের চক্ষে তাহা দর্শন করুন। সকলেরই চেষ্টা, প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া হস্তগত করিবেন। এই চেষ্টা নিবারণ দ্বার-রক্ষক কনষ্টেবল ও সার্জ্জনদিগের সহিত ধাক্কাধুক্কি আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে কৌতুকপ্রিয় এক ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তক ছেঁড়া ওয়েষ্টকোট রাস্তার ধূলি পরিয়া একজন সার্জ্জনের মস্তকে ফেলিয়া দিল। তাহার মাথার টুপি ভূতলে পতন করিল। সার্জ্জন গাত্রোত্থান করিয়া নাকীয় নিশ্বাস ফেলিয়া ও ঘোর গর্জ্জন করিয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইল। সম্মুখবর্ত্তী একটী পায়ে হেঁস কেওয়া সেখের এক ছেঁড়া ছিল, সে সেই ছেঁড়া পায়ে জোড়া মারিতে আরম্ভ করিল। ওমনি কনষ্টেবলেরা ক্রস চালাইতে লাগিল। এই কোন ও কথার আঘাত খাইয়াও কতকগুলি লোক ভূতলশায়ী হইল, আর

হাজার চলিল, প্রত্যহ কাজের হইল, তাহাদিগের কপালে "লাভঃ পরং খোয়ারং" হয়। তাঁহারা শুভ ক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা কিছু লাভ করিয়া সকলের পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক অফিস সম্পাদকদিগের শরীরের সহিত কখন পরিচয় করিতে পারিবেন না। পাঠক কি মনে করিতেছেন, কেবল তাঁহারা ও তাঁহাদের পরিবারেরা উদরান্নের নিমিত্ত ব্যস্ত? তাহা নয়, অনেক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগের এই দুর্দ্দশা। ইহাঁদিগের বেতন বাড়ি ভাড়িয়া গৃহ-মধ্যে ১৫ টাকা। সাধারণ কাঁটে ইহাঁদিগের ছয় সন্তান ও পরিবারের হইয়া থাকে। তাঁহারা চিকিৎসকের কিঞ্চিৎ পাওনা দিতে পারেন না কাজেই। নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন, ঔষধ খাওয়া দূরে। এই ইহাঁদিগের একটী দুঃখের কারণ। পাঠকেরা অনুভব করিতে পারিবেন, পুরোই দুঃখের সীমা হইয়া গেল।

পাঠক! একবার চিন্তা করিবেন, মাসিক ১৫ টাকা বেতনে কোন লোকের কিরূপ সুখ হইতে পারে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিজের কথা কি? ইহার মধ্যে ১৫ টাকা বেতনের এক কর্ম্মচারী করা।

বঙ্গদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ইহাপেক্ষা উচ্চতর বেতনে অধিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে বলিয়া অনেকে অনেক সময়ে গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু কেমন উন্নতি হইয়াছে এক লোকসংখ্যার তালিকা তাহার পরীক্ষা করিয়া দেয়। পাঠকবর্গ! তাহার পরিচয় পাইলেন। বঙ্গদেশে যাঁহারা উচ্চলোক বলিয়া পরিচিত এবং যাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসায়, তাহাদের অবস্থা কেমন উন্নত হইয়াছে, পাঠক! পুনর্ব্বার ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারিবেন। মাসিক ১৫ টাকা ঠিকার সংসার প্রাণ দিতে উদ্যত। ইহার পর আর কি উন্নতি যাই! আজ কাল যে প্রকার সাংসারিক ব্যয়াধিক্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে একজন ভদ্র লোকের মাসিক ১৫ টাকা বায়ে কি হইতে পারে? ৩০ ১৫ টাকায় মিলে না। উল্লিখিত বাক্যের স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অধিকাংশ লোকেরই মাসিক ১৫ টাকা আয়ও নাই। অতিশয় কেন ঠেঁটা মারি যাইতে যাইবে।

আমরা ভদ্র লোকদিগের বিষম বিপদ দেখিতেছি। ইহাঁরা একের বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের আয়ের বিষম দুর্গীতি কিন্তু ব্যয়ের দিন দিন বিপদ হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গদেশের লোকের প্রধান অবলম্বন ভূমি। সেই ভূমির কৃষিকার্য্য কৃষকদিগের কর্ম্ম। তাহাদিগেরই অবস্থা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সচ্ছল হইয়াছে। ভদ্র লোকেরা কৃষিকার্য্যে অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ মনে মনে অহঙ্কার আছে। ইহাঁরা সেই অভিমানবশতঃ হলচালনাদি কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে পারেন না, সুতরাং ভূমিসংক্রান্ত আয়ের ইহাঁদিগের পক্ষে কম হইয়া আছে। ইহাঁরা যদি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া স্বহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিতে যান, তাহা হইলে পাঠক এখন কৃষকদিগের যে কিঞ্চিৎ সচ্ছল অবস্থা দেখিতে পাইতেছেন, তাহা আর দেখিতে পাইবেন না। পল্লী গ্রামে সামান্য বঙ্গভূমির অনেক দোষানুগা আছে। পল্লীর এক কুল পড়িয়া উঠিলেই আর এক কুল ভাঙ্গিয়া যায়। ভদ্র লোকেরা যদি কৃষিকার্য্যের উপযুক্তভাগী হইয়া উঠেন, তাহা হইলে কৃষকেরা নিশ্চয়ই নিরন্ন হইয়া পড়িবে।

এদিকে কৃষকেরা বড় লোকের কুটি · · · আঘাত করিয়া রাখিয়াছে। বাকিকে দেবোত্তরাদি কিছু ও খাদিবেদের পণ্য বড় ভাঙ্গিয়াছে। ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মণদের ভদ্রলোকদিগের আর উপায় নাই। তাহারা বঙ্গদেশের বহুকেন্দ্রে ব্যবসায়ী ছিলেন, ইংরাজদের শিল্পাদি ব্যবসায়ীরা ক্রমশঃ আসিতেছেন; সুতরাং তাহাদের দ্বারা বঙ্গদেশের অনেক স্থানে হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এক এক ভদ্রলোকের অধিক কাজের সংখ্যা করিয়াছেন। তাহার সঙ্গতির অনাদর কারণ হইয়াছে।

ভদ্রলোকদিগের আয়ের যে এই অবস্থা দেখা, ব্যয়ের তাহা বিপরীত প্রশস্ত। তাঁহার মিউনিসিপাল সম্বন্ধে অধিকারে এবং তাঁহাকে সাংসারিক ব্যয়ের মিউনিসিপাল টাক্স আদায় করিতে হয়। কেবল এই মাত্র নয়, বঙ্গদেশের ভদ্রলোকদিগের সামাজিক ব্যবস্থা এমন, তাহাতে নিয়ত সাংসারিক ব্যয় বিস্তর বৈমনিক অনেক বাড়িয়াছে। এই সকল নানা কারণে বঙ্গদেশের ভদ্রলোকেরা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। এই সকল কারণেই বিস্তর ভদ্র সন্তানেরা কেহ বা বি.এ. পরীক্ষা দিয়া ১৫ টাকার চাকরীর নিমিত্ত লালায়িত হইতেছেন। এমন বঙ্গদেশের অতি দুর্ভাগ্য অবস্থা সন্দেহ নাই।

আমাদের সাধুচরিত্র এক লোকসংখ্যার অনুষ্ঠান করিয়া বঙ্গদেশের প্রকৃতির উন্নতির ব্যবস্থা করিতেছেন। আর একটী উপায়ের তাঁহা পরীক্ষা করিতে পারেন। এক একটী ১৫ মধ্যে ঐ পরীক্ষার স্থান সমাবেশ হয়। কতিপয় যাহাদুকরদের ৪০। ৫০। ৬০। ৭০। ১০০ টাকা করিয়া কতকগুলি পুরস্কারের ঘোষণা করিয়া দিন, আর একটী দিন স্থির করিয়া এই এই বিষয় করিয়া দিন, অমুক দিনে সর্ব্বপ্রকার মেসাখোরের পরীক্ষা করা যাইবে। তিনি যে শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তিনি সেই প্রকার পুরস্কার পাইবেন। যাদুকরেরা এই ঘোষণা করিয়া দেখুন, কত মেসাখোর আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের বোধ হইতেছে, পরের মাঠ দিবিয়া দিলেও পরীক্ষাগীর স্থান সমাবেশ করিয়া দুষ্কর হইবে। সহৃদয় সোমপ্রকাশ-পাঠকগণ! আপনারা কি এই পরিহাসের কথা মনে করিতেছেন? বাস্তবিক ইংরাজ অধিকারে বঙ্গদেশের এই শোচনীয় অবস্থার কি ঘটিয়া হয় নাই? মুসলমান অধিকারে অন্য অনেক প্রকার কষ্ট ছিল বটে কিন্তু এ কষ্ট ছিল না। তখন সাংসারিক বন্ধন প্রবল ছিল, অতএব মেসাখোরের এত আড়ম্বর ছিল না। এখন সকলেই স্বাধীন হইয়াছে, এখন কেহ কাহাকে মান্য করে না, এখন যাহার যে ইচ্ছা সে তাহাই করিয়া থাকে; সুতরাং দিন দিন মেসাখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এ অবস্থা যদি এইরূপ থাকে, আর ইহার প্রতীকারের কোন উপায় না হয়; বঙ্গদেশের ভদ্র সমাজ যে অচিরে উৎসন্ন যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রক্ষিত আফ্রিকান বেসোসিয়েশনের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্বারা মাশোনাল্যাণ্ডে যাতায়াতের মীমাংসার এক প্রকার সম্ভাবনা হইয়াছে। ১১ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবাদ আসিয়াছে যে লণ্ডন-স্থিত প্রধান মন্ত্রী সাহেবের সহিত কথা কহিবেন বলিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ স্থগিত হয় অথচ বিনা রক্তপাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর পতাকা পোতে শোভিত হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। রাডেইনের সাহেব যেরূপ মহামনা ব্যক্তি, তাঁহার এ কার্য্যও সেইরূপ হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা শুনিলাম এই অল্পকাল হইল সাহেব মন্ত্রির পদে অধিরোহণ করেন প্রধানতম নিরাকরণসমূহ অধিকাংশ বেতনে নিষ্পন্ন হইতে দেখিতেছি, এও শীঘ্র উহাতে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা আমরা অত্যন্ত ভাবি নাই। আলবর্টের বিদ্রোহাদি হইলে সাহেবের নানা স্থানে যাতা-য়াত করিতে, তাহাতে সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাডেইন সাহেবের বুদ্ধি কৌশলে তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহার বিষয় এই, চট্টগ্রাম ও ডিবিসিয়ের মাংসের প্রভৃতি লোকে ইংলণ্ড সাহিত্যের কোণ করিতে পারিতেছেন না। এক দিকে এক স্থানের এক লোক লোকের মীমাংসা করা হইতেছে, অপর দিকে নূতন

বুদ্ধ বাঁধিতেছে, ট্রান্সভেরালের বুয়র পাল্টমুষ্টি অবলম্বন করিতে না করিতেই আপর পোলণ্ড কোরের আশান্বিতা অবলা ইংরাজ-কন্যাচারির বিবেচনার দোষে পরাজয়াচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে অসভ্য লাম্পট্যপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, তাঁহারা সমাদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে যে সকল উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে এমন নিষ্ঠুর বাঙ্গালীরা পর্য্যন্ত যখন মধ্যে মধ্যে উপকৃত হন এবং তাঁহার নিরাবাসের জন্য কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়াও আপনাদিগকে নিরস্ত রাখিতে পারেন না, তখন অসভ্য ও স্বার্থপর বিবেচনাহীন লোক যে সকল উপদেশ গ্রহণ করিতে না পারিবে, যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নয়। অশান্তিরাও এই কারণে নানা কারণে উত্তেজিত হইয়াছে। তাহারা যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে নাই, নায়ক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সকল ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ [illegible] সমাগত হইয়াছেন। অধিকন্তু উপরোক্ত সন্ধির আয়োজন করা হইয়াছে। নীচলোকের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া কাহাকে সহসা উচ্চলোকের সহিত সমর লোকে সমাপ্ত করিতে হয়, ইহাতেই ইংরাজেরা অশান্তিদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের সহিত বিবাদ করা তাঁহাদিগের পক্ষে ভাল হয় নাই। যুদ্ধ যে কিরূপ ভয়ানক ব্যাপার গবর্ণমেণ্ট যদি কখনও তাহা মনোযোগ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এরূপ বাধা দেওয়া উচিত, তাহাতে অনেক সময়ে বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়। সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা সকল লোকের বুদ্ধির সমতুল্য কিছু আশ্চর্য্যের নয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, সকল সময়ের মূল অধিকারীরা। সকলের কথাটি উচ্চপক্ষের সম্পাদকীয়েরা সকলের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানিতে পারেন না, তাঁহারা নিজ পরস্থ বন্ধুদিগের মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহারা অতি সামান্য হইতেই উহা ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া গল্পবাজী হয়, যেখানে তাহাতে [illegible] করিয়া ফেলা কার্য বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং এমন কুটনৈতিক উপায় অবলম্বনের আবশ্যক হইলেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এই জন্য ইংরাজদিগের কথা তাঁহারা ও প্রকার শুষ্কের কার্য্য প্রায় [illegible] পূর্ব্বে যদি সুবিবেচনা করিয়া তাহা প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে বোধ হয় নানা প্রকার গোলযোগ হইতে পারিত না।

কতকগুলি অপরাধ।

আমরা গুরুচরিত্রে দেখিতে পাই, যে গুরু স্বয়ং অপরাধনীল অথবা যাঁহার পুত্র কলত্রাদি পরিবারের অপরাধে দৃষ্টি ও তদ্বিবারণে যত্ন নাই তিনি মহা আত্মসম্মান হইলেও অচিরাৎ অবমান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সামান্য গৃহস্থের প্রতি যদি এই নীতি বর্ত্তিত হয় তবে সভ্য গভর্ণমেণ্টের বিষয়ে ঐ নীতি যে অধিকতর বিকাশমান প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অপরাধ দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া থাকি। সেই অপরাধ গুলি নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই আমাদের গবর্ণমেণ্ট মহা আত্ম সম্পন্ন হইয়াও সফল হইতে পারিতেছেন না। আমরা অদ্য একে একে সেই অপরাধগুলির উল্লেখ করিলাম।

প্রথম প্রেস-কমিশনর পদ। এখনি যে উহা উঠিয়াছে, তাহা কেবল কয়েক জন উদ্যোগী ইংরাজের আন্দোলনবলে ও লেপ্টেনেণ্ট সাহেবের কাণে উঠাতে। কুবিদ্যাময় প্রচুর সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ দেশীয় সম্পাদকদিগকে প্রেস-কমিশনারের পদটী স্থায়ী করিবার জন্য অনেক লেখালেখি দিয়া লম্বাইয়াছিলেন, তাহা কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগের পদের মর্য্যাদা রক্ষার্থে আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে আপনাদিগের পদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদক এই প্রেস-কমিশনরের পদের যদি কিছু উপযোগিতা থাকে, তাহার সহিত সম্পর্ক আছে; সাধারণের সমাচারপত্র সম্পাদকের পক্ষে উহার কিছু মাত্র উপযোগীতা নাই। আমরা বড় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি সাধারণের সমাচারপত্র সম্পাদকেরা কি নিমিত্ত উহার উচ্ছেদ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রেস কমিশনরের পদ রাখা আর না রাখা সমান। বোধ হয় আমাদিগের সুবিবেচক বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলও এ বিষয়ে স্থায়িত্ব বিষয়ে অনুরাগী নহেন। চন্দ্রবৃদ্ধি হ্রাসের নিকট অসঙ্কুচ কারণের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না সুতরাং তিনি এই অনিষ্টকর কারণটী স্থায়ী করিয়া লাভের উপরের এই অসঙ্গত অবস্থার অনেক খর্ব্ব করিতে এখনই চাহিবেন না। বাহুবলের অবমান সহজে সহ্য করিতে পারা যায় না। এই মহৎ কারণে নিবারণ করা [illegible] এই মূল প্রবন্ধটি নিষ্ফল হইতেছে [illegible] মন্ত্র যারা পাঠের অর্থ করিয়া [illegible] অর্থ করের যে গুলি প্রধান দ্বার, তাহা বন্ধ করিয়া দিতেছেন। যেমন বেরিং প্রভৃতি অতি সামান্য বায় সাধ্যের জন্য পবলিকডরার্ক বিভাগ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা স্বাধীন ব্যবসায়ী কণ্টাক্টর দিগকে দান করিয়া দিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, অধিকন্তু যে উপায়ে কিছু ব্যয় হ্রাস ও ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া যায় সেই উপায় অবলম্বনে সর্ব্বদা মুখর হইতেছেন। এ অবস্থায় চক্ষের উপর যে অনর্থক এত গুলি অর্থ নষ্ট হইতে দিতেছেন তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিলে অনর্থক বায় বলিয়া তাঁহাদিগের ও লোকের মনে প্রতীতি হইবার অগ্রে তাহার অপনোদন করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের চিত্ত সুস্থির হইবে না, তাহা প্রত্যাহার প্রবোধ মানিবে না। সকল স্বাধীনের স্বাধীনতা এরূপ যেমন করা, তার প্রয়োজনীয় পদ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইরূপে সকল কাজ চালাইলে প্রেস-কমিশনরের পদের আর কোন আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। যে বিষয়ে রোধ করিলে বায় সংক্ষেপ হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট এখন তাহার অনেক দূরেতে পড়িয়াছেন, তার স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়দিগের অনুরোধ-পরবশ হইয়া এখন তাহা সহজে কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের অগ্রে এটী দেখা কর্ত্তব্য, তাঁহারা কি জন্য এদেশে আসিয়াছেন। অনুসন্ধান বিবেচনা করিলে তাহা উপলব্ধি হইবে, তাহাতে অন্যায় ও অপব্যয় নিবারণ করিয়া প্রজাবর্গকে সুখী করিবেন। অতএব তাঁহাদিগের বাহুবলের কোন পক্ষপাত-দুষিত আচরণ দেখিলে প্রজাদিগের মনে কষ্ট হয়, তেমনি আবার অনর্থক অর্থ পুষ্টিকর [illegible] দেখিলে তাহাদিগের মনে হয়, তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এই আয়ের যে চেষ্টা আর তাহাতে যে অবথা ব্যয় হইতে পারিবে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে প্রায় দেখিতেছি না, কিন্তু তাহাদের টাকায় অনেক কুবের ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন, তাহাদিগকে সে সুখ দেখিতে পারা যায় না, তাহাদিগের আক্রোশে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহা যদি আশঙ্কা করিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই দুষ্টিক্ষ গুরুতি অপরাধে প্রশ্রয়দান করিতে পারিত না। এখনও যদি গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে দেশীয় লোক নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বার্থের অনেক লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible]

হইয়াছে যে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাশি রাশি অর্থ রক্ষা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রেসকমিশনরের পদের নাম দেশ পথ গুলি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ফিনান্স, রেভিনিউ বোর্ড। এখন অসহ্য রাজপুরুষ হইতেছেন, বিলাতেই গবর্ণমেণ্টের অসহ্য সহকারী সেক্রেটারি আছেন, এখন রেভিনিউ বোর্ড যে কাজ করিয়া থাকেন সেক্রেটারিগণ দ্বারা কি তাহা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই?

তৃতীয়, গবর্ণর জেনেরলের পদ। এ পদের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে ভারতযোগে সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা ছিল না, ভারতের গমনাগমনেরও বহু বিলম্ব ঘটিত, সুতরাং সে সময়ে ভারতবর্ষে একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা না হইলে চলিত না। বিশেষতঃ তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নূতন রাজ্য, চতুর্দ্দিকে শত্রু, সে সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের কার্য্য চলিবার কোন প্রকারই সম্ভাবনা ছিল না। এখন সে দিন গিয়াছে, এখন সমুদায় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শীঘ্র সংবাদ আদানপ্রদানাদি দ্বারা ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পল্লি-বেশিষ্টরূপ হইয়া উঠিয়াছে, এখন দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ হইতেই ইংলণ্ড শাসন হইতেছে। এখন আর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলদিগের সে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাই। এখন তাঁহারা মন্ত্রিগণের দাসানুদাস হইয়া উঠিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাবুলের যুদ্ধ তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গেল, মন্ত্রিগণ ইংলণ্ড হইতেই সকল কাজ করিয়াছিলেন, লর্ড লিটন কেবল কলের পুতুলের ন্যায় নাচিয়াছিলেন মাত্র। এরূপ গবর্ণর জেনেরল পদে আর প্রয়োজন কি? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরেরাই ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করিবেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেলজেডিয়র এবং তাঁহার সেক্রেটারি কলিকাতা রক্ষণাবেক্ষণ করেন, ইহাতে কি কাজ চলিতেছে না? ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রায় বেলজেডিয়র ও রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ, ষ্টেট সেক্রেটারির কাউন্সিল সভা। এ সভা কেন বা আর প্রয়োজন কি? মন্ত্রিসভাই ভারতবর্ষের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ষ্টেটসেক্রেটারি ইংলণ্ড পার্লিয়মেণ্ট উভয়ের যোগস্থলে দ্বারস্বরূপ রহিয়াছেন, যখন ষ্টেট সেক্রেটারি মন্ত্রিগণের অমতে চলিতে পারেন না, তখন আর তাঁহার সভ্যগণ তাঁহাকে কি পরামর্শ দিবেন আর সেই পরামর্শেই বা কি উপকার হইবে? ২২০ সনের সময় তাঁহারা ষ্টেট সেক্রেটারির কার্য্যের প্রতিবন্ধক হন এই মাত্র। কার্য্যের প্রতিবন্ধক রাখিয়া টাকার শ্রাদ্ধ করা কি উচিত? এটী একটী প্রধান অপব্যয় সন্দেহ নাই।

পঞ্চম, ভারতবর্ষের নাম করিয়া ইংলণ্ডের যায়, হাইণ্ডমান সাহেবের বর্ণনানুসারে বর্ষে বর্ষে প্রায় ২০ কোটী টাকা ইংলণ্ডে যায়। অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের যে টাকা ইংলণ্ডে যায়, তাহার বিষয়ে এখন আমরা কোন কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে ইংলণ্ডে অর্থ যাইবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এখন ভারতবর্ষের অমঙ্গল অবস্থা, ভারতবর্ষে সৈন্যাধিক্য যখন যদি কোন প্রয়োজন হয়, তন্নিমিত্ত ইংলণ্ডে নিকা যায় করা কিরূপে পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে? "তদানীং তদ্চিন্তায়" যখন সৈন্যের প্রয়োজন হইবে সেই সময়েই তাহার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। তন্নিমিত্ত নিকা অপব্যয় করিয়া অতিরিক্ত রাখা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না।

ষষ্ঠ, সৈনিক ব্যয়। ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র মন্ত্রিগণ এক ভৌতিক কাণ্ড উপস্থিত করিয়া অকারণ সৈনিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, এত সৈন্যের এখন কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভারতবর্ষে অথবা তাহার নিকটে ব্রিটীশ সিংহের প্রতিযোগী কোন শত্রু নাই, তবে এক রুশিয়ার আতঙ্ক; তাহাও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, রুশের ভারত আক্রমণ শঙ্কা দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটীশ-সিংহ যেমন রুশ-ভল্লুকের শঙ্কা করেন রুশ ভল্লুকও ব্রিটীশ সিংহের তেমনি শঙ্কা করিয়া থাকেন। সার ফ্রেডরিক রবার্টস কাবুলে যে পত্রগুলি পাইয়াছেন তদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রিটীশ জাতির বিরাগ সঞ্চার, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর নিরার আলী কর্ত্তৃক বারম্বার প্রার্থনা হইয়াও রুশ গবর্ণমেণ্ট আমীরকে এক পয়সা বা একজন সৈন্যেরও সাহায্য করেন নাই। রুশেরা যখন ব্রিটীশ জাতিকে এত ভয় করেন তখন রুশদিগের হইতে ইংরাজদিগের সম্বন্ধে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্থলে অনায়াসেই এখন সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া অপব্যয় নিবারণ করা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ এ ফেব্রুয়ারি। আমীর ইয়াকুব খাঁর সহিত জেনেরল ফরসিথের যে সকল ব্রিটীশ সেপলিথি হয়, যাহা এবং তদ্বিষয় অপরাপর যে সকল সোপনীয় পত্র কাবুলে পাওয়া যায় তাহা এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে বলিয়াছেন, অবিকল অনুবাদ বিকল বস্তু পক্ষের পরিবর্ত্তে সন্ধি বন্ধনের কথা সকল স্থানেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৮০ অব্দের আগষ্ট মাসে রুশ গবর্ণমেণ্ট লার্ড আবারীনকে এই কথা জানান, সম্রাট জেনেরল ফরসিথকে আমীরের সহিত পত্রের আদান প্রদান বিষয়ে বিরত হইবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, যাহা ব্যবহার সম্বন্ধে আমীরের পত্রের যে সকল উত্তর প্রদত্ত হইবে তাহাও যেন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া পাঠান হয়। ১৮৮১ অব্দের ১৪ ই জানুয়ারি রুশের সভাসদ্ দূত, লার্ড গ্রানবীলকে জানাইয়াছেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট বার্লিনের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কাবুলের সহিত উহার বাণিজ্য বিষয়ক যে কথোপকথন করিতেছিলেন, জেনেরল ষ্টলিটফ তাহা অবগত ছিলেন না। তিনি আমীর সেরাজদ্দীনের নিকট হইতে সন্ধি পত্রের যে একখানি প্রতিলিপি লইয়া গিয়াছেন, রুশ গবর্ণমেণ্ট তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন।

প্যেরিস হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার ইডমিন ঔড শীঘ্র শীঘ্র আর কতকগুলি নূতন সৈন্য সাহায্যার্থ মারিসবর্গ নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডেশ্বরী অবসর হইলে ঐউক সভয় দুর্গে আসিয়া বাস করিয়াছেন।

অদ্য সন্ধ্যাকালে পার্নেল সাহেব কমন্স হাউসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ডেস্টাণ্টাইন বর্গ ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। রেসিবিউস ৭ ই সেপ্টেম্বর হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন, জেনেরল স্কবেলফ ও মণ্ডেন সদৈন্যে কিরণ অগ্রসর হওয়ার কথা মিথ্যা। স্কবেলফ ও মোরভ নামক গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। তিনি তথা হইতে রুশে প্রত্যাগমন করিবেন।

কমন্স হাউসের কমিটীর গৃহে ডাক্তার লিমন্ড যে কমিশন বিষয় সাব্যস্ত করিয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

লণ্ডনীদের ডাবসে ডিউক অবশাইল এই কথা বলিয়াছেন যে লর্ড লিটন ১৮৭৬ অব্দে নিশ্চয় আফগানদের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন।

লর্ড বেকন্সফিল্ড উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লর্ড লিটন এ কথা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

লর্ড বিকন্সফিল্ড আরও সহকারে লর্ড লিটনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্রানবর্ণ সম্প্রতি বক্তৃতা স্থলে বলিয়াছেন, কান্দাহার ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করিলে তাহা রক্ষা করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা অপেক্ষা আমীর ইয়াকুবকে হাত করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু আর যে একটী নূতন হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব হিসাবের অপেক্ষা অনেক কম। তিনি বলিয়াছেন এই প্রস্তাব করিয়া দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার সম্বন্ধে একবার যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন, তাহার আর অন্যথাচরণ হইবে না।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। খোল ৪ কোই হইতে সংবাদ আসিয়াছে ১০ ই মার্চ্চিথে অশ্বারোহী সোয়ার পৌঁছিয়াছে, এখনো সেখান হইতে তিন দিনের পথ আছে।

টুলাক্তয়াল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সার ইডমিন ঔড তাহাদী হসার সৈন্য লিকে তাহা নিরপদ্রবে রক্ষাকার্য্য নামক স্থানের ৫ ক্রোশের মধ্যে পহুঁছিবেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত কল্য ব্রুয়ার নামক স্থানে এক বৃহৎ জনতাপূর্ণ সভা হইয়াছিল, পার্নেল সাহেব লোকদিগকে ন্যায়পথে যে কার্য্যের

প্রচারিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুসারে কার্য্য করাইবার জন্য এক অভিনব স্থান স্থাপ পরামর্শ দিয়াছেন।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কমন্স সভাতে প্রস্তাবে বলিয়াছেন বর্ণমেণ্ট টুাস্বেয়ালের সহিত এমন একটী সুন্দর বন্দোবস্ত সংস্থাপন করিবেন, যে তদ্দ্বারা যুদ্ধের ও অবসান হইবে, অথচ ইংলণ্ডের গৌরব সম্ভ্রম রক্ষা হইবে। কিন্তু তিনি ইহার বিশেষ বিবরণ বলিতে চাহেন নাই।

বাল্টোদিগের দেশ হইতে ইংলণ্ড সৈন্যদিগকে অবতরণ করিবার ঘাট ভালরূপ দিয়া রাখিবার জন্য লোক যাইতেছে।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। জন্সটার সাহেব বলপ্রয়োগ উপায় সকল সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিবেচনার্থ যে কমিটী বিযুক্ত হইয়াছে, তাহা বন্ধ হইয়াছে।

ডেলিনিউস লিখিয়াছেন আরম্ভে প্রচারিত করিবার জন্য যে অস্ত্রবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখা প্রস্তুত হইয়াছে পরদিবসে তাহা পরিবর্ত্তন করিবেন।

বেটার হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আরডবর্গ হইতে যে সকল সৈন্য বলপ্রয়োগার্থে প্রেরিত হইয়াছে, তাহারা শত্রু তাহাদিগের পরীক্ষা হইবা বলিয়া সাহস হইয়া সাংঘাত সংগ্রাম করিয়াছে।

এডেন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। ফ্রীক সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা শত্রুর বন্দি হইয়াছিল তাহাদিগকে আসিবার বলা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২০ এ ফেব্রুয়ারি। গ্রীসের সীমাসম্বন্ধে প্রস্তাব মীমাংসা করিবার জন্য ইউরোপীয় বড় বড় রাজপুরুষ দূত দিগের একসভা নগরে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ ফেব্রুয়ারি। ডর্বিসায়ের আর্কডিকন একখানি পত্রে লিখিয়াছেন, বাথসাইটে হইতে লণ্ডন সাহেবের যে রেলওয়ে হইবার, তাহা বন্ধ হইবে। সার্ব্বেসাহেব অন্যান্য লোকদিগের নিকটে এই কথা বলিয়াছেন।

এডিনবরোতে ২২ এ ফেব্রুয়ারি। সাম্রাজ্ঞী ইউজিনি হইতে এক টেলিগ্রাফ আসিয়াছে। সেইটে এই লিখিয়াছেন, কাউণ্টেস মণ্টিজো ও তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডে যাইবার জন্য ফ্রান্স হইতে বিদায় হইয়াছেন। তাঁহারা সীমান্তে আর কিছু রাজকীয় চিহ্ন ও উপহারদিগের বস্ত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া কাষ্টমের কর্ম্মচারিদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ ফেব্রুয়ারি। পেরিস হইতে সংবাদ আসিয়াছে, একদল সৈন্য প্রভূত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য লইয়া বিজয়ার সাহস নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

ডেলিগ্রাফ লিখিয়াছেন, কাবুল হইতে ইংরাজ দূত হইয়াছে

কেথিড্রের ডিন মহাশয় মুক্তকারের নিকটবর্তীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। তিনি ডাক্তারদিগের মতো চাঁদায় বন্দোবস্ত করিতে না পাইয়া নিন্দা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ ফেব্রুয়ারি। অদ্য, গ্রীসের অর্থ পক্ষ প্রেরণ করা বন্ধ করিয়াছেন।

গ্রীক সীমা সম্বন্ধে প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারী পত্র প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে, ১৮ ই ফেব্রুয়ারি লর্ড গ্রানভীল গ্রীসকে জানাইয়াছেন, সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি পক্ষের অন্যান্য করাতে তাঁহার সহিত ইংলণ্ডের মতামত কিছু সম্বন্ধ হয় নাই।

কান্দাহার সম্বন্ধে যাহাতুগাস করিবার জন্য ৩ রা মার্চ্চ দিবস স্থির হইয়াছে।

জেনেরল অবেলফের রুশিয়ায় গমনাগমন করা স্থগিত হইয়াছে।

মণি পেজট খলিফাদের পেক ডিনির সহিত তাহার বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য ইংলণ্ড স্কুল ও ইটালীর মধ্যবর্ত্তিতা প্রার্থনা করিয়াছে।

পার্থাস সাহেব এক্ষণে পারিসে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রধান আকাঙ্ক্ষা এবং লিণ্ডে তথায় যাইতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ ফেব্রুয়ারি। মর্ড চার্চিল আপনাদের করিয়াছেন, মাসিক পঁচি হাজার টাকা ওয়ালির পেন্সন হইয়াছে, ইহাতুর পার কিছুই পেন্সন হয় নাই।

ডেলিনিউস সংবাদপত্র সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, টীনের সহিত রুশের সন্ধিপত্রে কথা ছয় মাসের পর স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

ফেলের শেষ সংবাদ এই, সব ঠিক বলে পত্তর অবস্থান স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

মেটালদিক ওলন্দাজেরা পোপনে বোয়াসিদিগের সাহায্য করিতেছে।

লণ্ডন ২৪ এ ফেব্রুয়ারি। প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের বিলক্ষণ্য সর্দ্দি, তবে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরাম আবশ্যক।

লণ্ডন ২৪ এ ফেব্রুয়ারি। কান্দাহার সম্বন্ধে অন্য অন্য পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেথিড্রের ডিন, মাসতা আর তাঁহার বেলিয়ার ও সর গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারি পত্র আছে। তদ্ভিন্ন ইণ্ডিয়া কৌন্সিল সভার ৩১ এ আগষ্টের পত্রের আছে। কাবুল হইতে ওলন্দাজ হইতে সৈন্য উঠাইবার অভিপ্রায় করিয়া যে পত্র লেখেন কেথিড্রের ডিন তাহাতে ক্ষমা সংবাদ করিয়া বলেন, কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তে থাকিলে পুরাকালে বিসবেডঃ নয় আসিয়ায় তাঁহাদিগের রাজত্ব থাকিতে পারে। তাঁহার মতে কান্দাহার প্রধান বাণিজ্যস্থান এখানের একটী সৈন্যের প্রধান আকড়া হইতে পারিবে, তাহাতে রিসার্ট পারমেরক হইবা হইবে। জানিয়া মাক অধিকার করিবেন, ইংরাজ জাতির তদ্বিষয়ের ক্ষমতা নাই। কিন্তু কান্দাহার হস্তে থাকিলে তাহার আর সকলে অধিকার হইতে পারিবে না।

মার্কিস ইন কান্দাহার হইতে সৈন্য উঠাইয় আনিবার যে মত করিয়াছেন সার থার্ণেট ওয়ার্থি সেই মতেই মত দিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের সিরাজগঞ্জের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " বিগত জানুয়ারিতে সিরাজগঞ্জের আফিসারি পরিদর্শনার্থ পাবনার কালেক্টার ও মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডি, ওবলিট, ক্লে সাহেব এখানে আসিয়া ছিলেন। এখানকার বেঞ্চিয়রির হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় ঐ সময়ে একটী জোজদারি মকদ্দমার আসামী-শ্রেণীভুক্ত থাকায় উক্ত সাহেব তাঁহাকে মকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সস্পেণ্ড করিয়াছেন। অথচ বেঞ্চিয়রির হেড ক্লার্কের বাবু এক্ষণে উপরিউক্ত হেড ক্লার্কের একটী চইয়াছেন।

কালেক্টার সাহেব সিরাজগঞ্জের ইংরাজি স্কুল দেখিয়া স্কুলটীর সম্বন্ধে বড় ভাল লিখিয়া যান নাই।"

সিরাজল মন্ত্রিসম্প্রদায় আর রবরাউস সাহেবকে প্রিভিকৌন্সিলের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। রবরাউস সাহেব ভারতবাসিদিগের একজন পরম সুহৃদ্ ও জ্ঞানী ব্যক্তি।

২০ এ ফেব্রুয়ারি গাউলদিঘিতে এরূপ ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে উক্ত দিবস তথায় রেল গাড়ির গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল।

অমাবস্যার পর চন্দ্রকলা দর্শন হইলে মনোমধ্যে যেরূপ আনন্দের উদয় হয়, মৃত মেদিনী পত্রিকার পুনরুদয় দর্শনে আমাদিগের সেইরূপ আনন্দ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের অনুরোধ এই যে গ্রাহকগণ ইহার পরি কিঞ্চিৎ অনুরাগ দৃষ্টি করিয়া ইহার দীর্ঘজীবিনী করেন।

আমরা অবগত হইলাম কেবল যে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতির পদ উঠাইয়া দেওয়া হইবে এরূপ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ ও উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির উপর উক্ত কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে।

এ বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৩৫ জন রমণী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আবিসিনিয়ার রাজা থিওডর তাঁহার বন্দী হইতে ইউরোপীয়দিগকে বিমুক্ত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব অশ্ব হইতে যাইতে যাইতে পড়িয়া গিয়া হাতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার মাথার এক স্থান অত্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিনি শয্যাগত আছেন।

বোম্বাইয়ের একখানি মরাঠীয় সংবাদপত্র বলিতেছেন তথায় দেবদাসিদিগের সহিত অল্পবয়স্কা কুমারিদিগের যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহা নীতি বিরুদ্ধ। অতএব যে সকল ব্যক্তি আপন আপন কন্যাদি এইরূপ বিবাহ দিবেন গবর্ণমেণ্টের তাঁহাদিগের উপর কঠিন দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

নিজামপুরের অন্তর্গত নক্কা পাথর নামক স্থানে একটী রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য পাহাড় পর্ব্বত কাটিতে হইয়া ছিল। প্রথম উহা কাটিতে আরম্ভ করিয়া এক পর্ব্বত বাহির হইয়া পড়িয়া যায়। পরে আবার কাটিতে লাগিল পাথর পড়িয়া গিয়াছিল তাহার নীচে হইতে দুই পাহাড়ী ও ছোট ছোট

অঙ্কার দেখা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য অতি উৎকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লার খনি প্রকাশ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এল. এম. ডি বেকন্‌ফীল্ড বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে নিজের এক এক বৎসরের বেতন পুরস্কার দিয়াছেন।

কিডনাপার গ্রেট ফর্থ ফুড আপার নামক স্থানে সম্প্রতি ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহার উৎপাতের কারণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ভূগর্ভে যে সকল গ্যাসের পদার্থ আছে তাহা সমুদ্রের জোয়ারের নায় স্ফীত হওয়াতে ভূমিকা নিষ্পেষিত হয় এবং সেরূপ ফুলা ও চাপের আকারে সমুদ্র ও নদী সমূহে সময়ে সময়ে অধিক স্ফীত হয় দেখিতে পাওয়া যায়। সকল ঐরূপ আকার পরিষ্কার হইলে ভূমিকম্প হয়।

পত্তনের কতকগুলি ছই লোক সমবেত হইয়া উহারা কয়েকটী সরকারী ইমারতে অগ্নি লাগাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, উহারা তাহার নূতন কৌশল হইলে অগ্নি দেওয়ার উপায় করে কিন্তু চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ১৮১৯ অব্দে পুরাতন কৌশল দ্বারা একটী ঔষধাগার দগ্ধ। বিদ্রোহীগণ ও অন্যান্য ছই একটী সরকারী কার্য্যালয় ভস্ম করিবার চেষ্টা হইতেছে।

১ লা মঙ্গলবার ব্রাসেলসে ২ য় অধিবেশন হইবে। রাজা লিওপল্ড এবার ইহাতে বিরাজ করিবেন।

লণ্ডনে তিন সপ্তাহ ধরিয়া ভয়ানক তুষারপাত হইতেছে। এই তুষারপাতে মৎস্য প্রভৃতির জন্য করিয়া যাইতেছে। নীচে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। টেমস নদীর জল বরিয়া যাইতেছে যাতায়াত আদির অতিশয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে এবং গ্যাস আদি আলোক প্রস্তুতের অসুবিধা হইয়াছে। মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে। শীতার্ত ব্যক্তিদিগের জন্য গরম কাপড় ও খাদ্য সামগ্রীর জন্য সভা হইতেছে।

গতবর্ষ উঁহার এক বড় চাকরী নবীনচন্দ্র বসুর নিকট টাকা জমা রাখার এক সুন্দর ঔষধ শিক্ষা করিয়াছেন। মাতৃর বিড়াই সেই মহৌষধ। তিনি বলিয়াছেন মক্ষিকা পুরীষ সংগ্রহ করিতে হইবে। ঘরের কোঁচে এক গাছ ছড়ি ঝুলাইয়া রাখ, তাহি কোলে শত শত মক্ষিকা সেই বস্তু ও আসব গ্রহণ করিবে এবং মনোসুখে পুরীষ ত্যাগিয়া যাইবে। সেই পুরীষের কণ্ঠ পরদিন গরম হলে ভিজাইয়া রাখ মেশিবে কিছুক্ষণ পরে একটী সাদা পদার্থ জলের সাহের তলস্থ হইয়া ছড়িয়াছে। সে পদার্থ টুকু যত পারক টুকে মালিশ কর। এক পক্ষকাল এই ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে টাক ভাল হইবে।

শনিবার আলবর্ট হলে ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবর্ট নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ একটী বৃহৎ সভা হইয়াছিল। এই সভায় ডাক্তার কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গুলি দেশীয় বড় বড় লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজ বন্দর দিয়া যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, পূর্ব্ব বর্ষের ঐ সময়ের সহিত তুলনায় সওয়া ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হ্রাস হইয়াছে।

লর্ডেড সাহেব বলিয়াছেন গত বর্ষে ৩৬১ খানি জাহাজ চুর্ণীকৃত হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মেসার্সের সহিত ইংরাজদিগের সীমাসংক্রান্ত গোলযোগের এবার একটী মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ষ্টুয়ার্ট সাহেব পীড়িত হইয়া বিলাত যাইতেছেন।

কাবুলের আমীরের মৃত ভাতার স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্র লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, শনিবারে তিনি এখানে উপনীত হইয়াছেন।

মেগেডিন নামক স্থানের চর্ম্মিকপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৩০০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। তুরস্ক, মিশর, ভারতবর্ষ, পারস্য, জাপান, আলজিরিয়া, ও টিউনিসের লোকে অনেকের অধিক এবং কশিয়া ৩৯৮৪৪১ ফ্রাঙ্ক ১৮৩১৮২ ইংলণ্ড ১১০০০, আমেরিকা ৮১৪০৮ ইটালি ৫১৭৮৩ বেলজিয়ম ৪ ৬৩৮ সুইটজারলণ্ড ৭০২৭, রুমানিয়া ৬৩১ ও কশিয়ার লোকে ৩৮৪৪৮ টাকা দিয়াছে।

বিলাতের একজন সিবিল গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ কার্য্য ১৫ বৎসর কার্য্য করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী কটের হইতে সাঁকড় অর্থ ৮৫ হাজার টাকা, ইহা নিজ নানাবিধ মূল্যবান সাংসারিক দ্রব্যাদি বাদির হইয়াছে।

জ্যোতিষিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতেছেন যে, পৃথিবীর উপরিস্থ সমুদ্রের জলের মধ্যে অন্যূন ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত সূর্য্যের তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। এবং আলোক ১৫০ হাত পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে।

ইউনাইটেড ষ্টেট সমস্ত ৩৬ ৫০০০০০০ কোটী লোক আছে। ৭০ বৎসরের মধ্যে ১১ নিযুতন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রবেশিকা ও এল. এ, পরীক্ষায় কলিকাতা বেথুন বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রী উত্তীর্ণা হইয়াছেন, বারাণসীর মহারাজ তাঁহাদিগকে এক এক খানি বারাণসীর শাটী উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

আমরা ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়ন পাঠে অবগত হইলাম, আজ কাল বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে না। কোন কোন শ্রেণীতে শিক্ষয়িত্রী নাই, আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও তাদৃশ উপযুক্ত নহেন। ছাত্রিদিগের পড়াশুনার ভাল হইতেছে না। যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের উহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সার বার্টল ফ্রিয়র উত্তর আফ্রিকার লোকসংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন: মেটাবেল ২২৬৫০ ইংরাজ ২৯০০০০ আফ্রিকান; ও ১১২০০ কুলি। ট্রান্সভাল ৪০০০০ ইংরাজ ও ২৯০০০০ দেশীয়। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ২৬০০০ মিশ্র জাতি আছে।

ইউরোপের অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা হঙ্গেরিতে সাধারণ শিক্ষায় লোকের অনুরাগ কিছু বেশী। হঙ্গেরিতে ৫৭৭ পুস্তকালয় ও ৫৫ লক্ষ পুস্তক আছে। ইটালির ৯৯৯ পুস্তকালয় ৪৩৫০০০০ পুস্তক আছে। প্রসিয়াতে ৪০০ পুস্তকালয় ও ২৫ লক্ষ পুস্তক আছে। ইংলণ্ডে ২০০ পুস্তকালয়ে ৩০ লক্ষ পুস্তক আছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১০০ টাকা বেতনে একজন দেশীয় স্ত্রীলোককে ডাক্তারী স্কুল সমূহের দেশীয় ডাক্তার পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত ইহাঁর বেতন বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। ১ লা মার্চ্চ হইতে এই পদের সৃষ্টি হইবে।

৯ টাকা স্কুলের বেসরকারি কাজে	১৮৯৮ হইতে ১৮৯৯	
৯	১৮৯৯ (১৮৯৯)	১৮৯
৯	১৮ (১৮৯১)	১৮৯৯ " ১৮৯৯
৯	১৮৯ ৯৯ (১৮৯২)	১৮৯ " ১৮৯৯
৯	১৮৯৯ (১৮৯৩)	
৫	১৮৯৫ (১৮৯৫)	১৮৯

এইরূপ ভগ্নপ্রায় কলের এক জিলায় ৭৫০০০০ রুপয় অন্যাকারে প্রাপ্তিযোগ করিয়াছে।

জান ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেবের বিশেষ গুণ এই, তিনি যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান মন্ত্রিসম্প্রদায়ের আয়র্লণ্ড সংক্রান্ত ঘোর নীতির প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত লণ্ডনের নানা জিলায় সভা হইতেছে।

ফ্রান্সের সহিত তুরস্কের গুরুতর। অপ্রিয়তা হইয়া উঠিল। তুরস্ক-গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ করিয়াছেন, সরকারি রাজস্ব সুদৃঢ় নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত কন্সুলারিদিগের বেতন দেওয়া বন্ধ থাকিবে।

ফ্রিন্স গর্ভাঙ্কক এপ্রেল মাসে কলের চাকেলাদের পদ পরিত্যাগ করিবেন। ইনি অবাধে ২৫ বৎসর কাল এই কর্ম্ম করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুরের অন্তর্গত তাজহাটের জমীদার বাবু গোবিন্দলাল রায়ের সহিত গোপাল প্রসন্ন রায়ের যে বিবাদ হয় তদুপলক্ষে ৪। ৫ জন হত ও আহত হইয়াছিল, সম্প্রতি সে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। বারিষ্টার গ্রাসপার সাহেব আসামিদিগের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। এই মকদ্দমায় মদনাথ রায় নামক গোবিন্দ বাবুর একজন কর্ম্মচারীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ও অপরাপর কয়েকজন চারিলোকের ১০ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। মদনাথ রায় নামক ঐ ব্যক্তির আর একজন কর্ম্মচারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে ঘুষ দিতে যাওয়াতে তিনি তাহাকে ধৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করাতে তাহার জেলখানার কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল, আপীলে তাহা করিয়া বিনা পরিশ্রমে ৯ মাস কারাবাসের আদেশ ও তাহার টাকা করিমানা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বিচার করাবাটী আগামী বর্ষে নির্ব্বাহমাজের প্রয়োজন। পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করি: ৮৭।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় ডিপুটীজ পদপূর্ত্তির আবেদনকারী নিয়োগ।

১৮৮১।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। আলিপুর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, বি, গুডেভ সাহেব একদিন ছুটীনবাবের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বাবু সারদাচরণ উকীলানবীশ ছোটনাগপুরে ডিপুটী কমিশনরের সহকারীর কার্য্য করিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (ইনি ছুটী লইয়াছেন) পুরিয়ার কার্য্য করিবেন।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ (ইনি ছুটী লইয়াছেন) মজঃফরপুরে কার্য্য করিবেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি। পূর্ণিয়া হইতে বদলি হওয়া পর্য্যন্ত ৫ মাস কাল্লা নিযুক্ত করিবার জন্য পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষ ১৮৭০ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ হ্যালি সাহেব (ইনি ছুটী লইয়াছেন) মুঙ্গেরে কার্য্য করিবেন।

আর, এফ, হ্যাল্লিনি সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত ২৪পরগণার অরেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এফ, ব্রাডলি সাহেব আকার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ১৪ ই কলিকাতা গেজেটে যে হুকুম প্রচারিত হয় তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকে প্রেরণ করা হইল।

১৪ ই মার্চ্চের কলিকাতা গেজেটে যে হুকুম প্রচারিত হয় তাহার পরিবর্ত্তে হুগলীতে যে ডিপার্টমেণ্টাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এ, সি, আর, বেলবিকের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত সারনের অরেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, ডব্লিউ সাহেব মুর্শিদাবাদে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এস, এম বিডন সাহেব বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন বলিয়া ৮ ই মার্চ্চের কলিকাতা গেজেটে যে হুকুম প্রচারিত হয় তাহা রদ হইয়াছে।

কাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ে উক্ত উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ৯ম আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ উক্ত বিভাগের ভার গ্রহণ করণার্থ ১৮৭০ অব্দের ৯ম আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মজিদপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, বি, টেলর সাহেব বদলি হইলেন।

মশার অন্তর্গত সাতক্ষীরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, ওয়ে সাহেব রঙ্গপুরে বদলি হইলেন।

রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ই ষ্টাণি সাহেব পূর্ণিয়ায় বদলি হইলেন এবং সত্বরই ভার প্রাপ্ত হইবেন।

মজঃফরপুর এবং অন্যান্য সীতামারীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, আর, মাথিউজ বাহাদুর বদলি হইলেন।

বারাসতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, ডে, মাকফারলেন সাহেব মেদিনীপুরে বদলি হইলেন এবং সীতামারীর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বদলি হইলেন এবং ঐ বিভাগের অন্তর্গত বারুইপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কে, ঈডেন সাহেব আরাপুরের বদলি হইলেন।

১৮৮০ অব্দের ১৪ ই ডিসেম্বরের গেজেটে এফ, পার্ট সাহেবের পরিবর্ত্তে সারনপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সৈয়দ আমীর হোসেন ছুটীর পরে ঐ ডিপার্টমেণ্টের সহিত্যের ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে হুকুম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা রদ হইয়াছে।

১৮৮১ অব্দের ১১ ই জানুয়ারি হইতে বার মাসের নিমিত্ত সারনের অতিরিক্ত সহকারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য [illegible]

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নীলমণি বসু ছুটি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] পরে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি [illegible] পঞ্চম ডেপুটীত্ব করিলেন।

সম্বলপুরের অন্তর্গত কোলিহার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] বিষ্ণু [illegible] জন্য ছুটীতে [illegible]

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নীলমণি বসুর ছুটি বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি ১৫ ই [illegible]

৫ বালিয়াড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও

ম্যাজেষ্টার বাবু চন্দ্রীচরণ বসু গত নবেম্বর মাসে উকীলী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বাবু হরিমোহন সেন পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য সুবর্ডিনেট একজিকিউটিব অফিসরের কর্ম্ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সেটিলমেণ্ট বিভাগের প্রতিনিধি পারমনাস আনষ্টাট কমিশনর বাবু কালীবন্ধু ভট্টাচার্য্য এম, এ কিছু দিনের জন্য সুবর্ডিনেট একজিকিউটিব অফিসরের ৭ ম শ্রেণীতে কার্য্য করিবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কিছু দিনের জন্য সুবর্ডিনেট একজিকিউটিব মাজিষ্ট্রেটের ৭ ম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু রঙ্গপুরের পাতা এবং কোয়ারেণ্টাইন ষ্টেটের ম্যানেজারের কার্য্য করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বকারীর বল সেটেলমেণ্টের বিশেষ ডার প্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ ঘোষ কিছু দিনের জন্য ৭ ম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন;

সি, ডি, ডিকেন্স সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত পাটনার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

এফ, ডবলিউ, আর, কলি সাহেবের অনুপস্থিতি কাল অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত ফরিদপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ সি, এ কেলি সাহেব পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

সি, ও, কেলি সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ এফ মেরিজ সাহেব (তিনি ছুটী লইয়াছেন) ফরিদপুরে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বরিশালের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডে, ডবলিউ সাহেব কিছু দিনের জন্য ফরাদ আডিশনাল জজ ও অডিনেন্স সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

টি, টি, এডেন সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত বাকরগঞ্জের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডে, বি ডারলেম সাহেব উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

জে, এ, চপফিল্ড সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, উইল্স সাহেব পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

জে, আণ্ডারসন সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, ই, বি, কেল্ভি সাহেব উক্ত বিভাগে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (তিনি ছুটী লইয়াছেন) কিছু দিনের জন্য মুন্সেফ বরণী হইলেন।

ব্যবস্থাপক। ১৯ এ ফেব্রুয়ারি।

ডবলিউ, ই, এচ, ফরদিথ সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত বারিষ্টার সি, এচ, বেথি সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক বিভাগের সহকারী সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

বিচার সাক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, বি গ্যাবেট সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। সাঁওতাল পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ,এ ওডেস সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ৩২৩ ধারা অনুসারে সবসেরি বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ছোটনাগপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সদানন্দ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, ডি, সি, উইল্সন সাহেব ফৌজদারী আইনের ৩৬ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শ্রবণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট।

আমাদিগের রাণাঘাট সবডিবিজনের লোকসংখ্যার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যটী নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাইবার জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু, সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও পরিশ্রমের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট মহামতি টেলর সাহেব সস্ত্রীক মফস্বলে আগমন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি এখানে যে বালিকা বিদ্যালয়টী আছে টেলর-পত্নী সেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণান্তর তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

সম্প্রতি মনোহর দাস নামে এক ব্যক্তি প্রতিবেশী এক গৃহস্থের বধূকে বাহির করাতে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহার কঠিন পরিশ্রম সহ পাঁচ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এত কঠিন দণ্ড সত্ত্বে মনোহর দাস সদৃশ লম্পট ব্যক্তিগণের চৈতন্য হয় না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

হুগলী।

২১ এ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে এখানকার পুলিষ সাহেবের কুঠীতে সমারোহের সহিত নাচ ও ভোজ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর শ্রীযুক্ত বেডেল সাহেব কয়েকমাস ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার সম্মানের জন্য অত্রত্য ইংরাজ মণ্ডলী চাঁদা করিয়া এই উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

জনরবে শুনা যায় যে অত্রত্য জজ সাহেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত হইবেন। ঘোর ঠক কমিশনর সাহেবের পদে ইহাঁকে মনোনীত করা হইয়াছে। গ্রাণ্ট সাহেব একজন সুলেখক, অতএব তিনি যে সেক্রেটরির কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিবেন তাহা এখানকার সাধারণের বিশ্বাস।

হুগলীর রাস্তাগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। রাস্তার ধূলা গগণস্পর্শী। পথিকের চক্ষুর দ্বার সমস্ত রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব এখানকার মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সানুনয় নিবেদন যে, অনাবশ্যক বিষয়ে অর্থ ব্যয় না করিয়া অথবা কোন কোন ব্যক্তির উদর পরিপূর্ণ না করিয়া রাস্তাগুলিতে উত্তমরূপে জল সেচন করান। এক্ষণে রাস্তার মধ্যস্থলে ২। ৩ হাত মাত্র জলসিক্ত হইয়া থাকে। তাহা আবার সকল রাস্তায় হয় না।

শুনিতেছি যে, বহরমপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ঘোষ হুগলী কলেজে বদলি হইতেছেন, এবং তিনি কলেজের ১ ম ও ২ য় শ্রেণীতে গণিত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় ২ য় শ্রেণীর গণিত অধ্যাপক খ্রিষ্টিয় সাহেবের হাতে থাকিলে ভাল হয়।

কয়েক বৎসর ধরিয়া হুগলীর সম্মুখে নদীতে একটী চর পড়িতেছে। ক্রমশই উহার বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ আর ২। ৩ বৎসর চলিলে ভাগীরথী হুগলী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বপার আশ্রয় করিবেন

জামালপুর ও মুঙ্গের।

গত মাঘী পূর্ণিমার দিবস সীতাকুণ্ডের মেলা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মেলাস্থানে অসংখ্য বেহার বাসি উপস্থিত হইয়া পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিল।

কয়েক দিবস অতীত হইল জামালপুর হইতে এক দল বেঙ্গলিদের সঙ্কীর্ত্তন-বিপ্রহর হয়ন করা গ্রাম-পুরুষটি রেলওয়ে অভিমুখে যাইতেছে। যাইবার সময় পাঁচালা জামালপুর ষ্টেসনে কিছুক্ষণের জন্য নামায় অনেক বাঙ্গালী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিতে যায়। তখন ষ্টেসনটী বেশ মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

রেলওয়ের অশিক্ষিত লোকেরা পাণ্ডা-সংখ্যা গণনায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোনরূপ কল আপনাই তাহাদের আশঙ্কার কারণ। আমরা ভাল করি গবর্ণমেণ্ট হইতে পাণ্ডা-সংখ্যা গ্রহণের পক্ষে উপকারিতা কি, তাহা বিবিধ ভাষায় মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে ভাল হয়।

১১ এ মাঘ বৃহস্পতিবার হইতে মুঙ্গের আর্য্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠিত সভার এক বার্ষিক উৎসবকার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন পুণ্যাহে ত্রিসন্ধ্যোপাসন, বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণাদিসহ ও সরস্বতী দেবী মূর্ত্তির পূজা হয়। পূজান্তে অঞ্জলি প্রদান সময়ে বিহারী ও বাঙ্গালিদিগের একত্র হইয়া অঞ্জলি প্রদান করার দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। একপ উভয় স্থানের লোক একত্র হইয়া অঞ্জলি প্রদান পদ্ধতি আমরা কখন দেখি নাই, এবারে সাত নূতন দেখিলাম। এরূপ দেখিয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইল যে, উভয় স্থানের লোক পরস্পরে বিদ্বেষ-ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলেই যে এক দেশবাসী এ জ্ঞান লাভ করিবে। মধ্যাহ্ন সময়ে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-গণকে ভোজন করান হয়, এবং অপরাহ্ণ ৩ টা হইতে নগর সাঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল: কীর্ত্তনের সময়ে জামালপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লোক যাইয়া যোগদান করেন। এবং সকলে মিলিয়া পথে পথে হরিনাম সাঙ্কীর্ত্তন করিয়া সহরটীকে কাঁপাইয়া তুলেন। পরিশেষে সায়াহ্ন সময়ে আরতি হয়।

২৩ এ শুক্রবার অপরাহ্ণে সমারোহের সহিত প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হয়। ঐ দিনও বিস্তর লোক এই উপলক্ষে জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। পরে শনিবার ৯ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত বালকবর্গের "সুনীতি সঞ্চারিণী" সভার অধিবেশন হয়। সভা-স্থলে কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাইরাম অধিকারী মহাশয় হিন্দি ভাষাতে "বালকদিগের নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে বালকগণ কর্ত্তৃক কয়েকটী সঙ্গীত গীত হয়। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন মহাশয় কিছুক্ষণ উপদেশ প্রদান করেন, এবং "পিতা মাতার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা কিরূপ" এতৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়া বালকদিগের নীতিশিক্ষার উপযোগী কয়েকটী পদ্য পাঠ করেন।

২৪ এ মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ বেলা ৩ টা হইতে পণ্ডিতদিগের সভাধিবেশন ও তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয়, পরিশেষে যথাযোগ্য দান করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। এবং মধ্যবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত পাঠশালার পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থিবর্গকে পারিতোষিক স্বরূপ যথাযোগ্য বস্ত্র ও অর্থ এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া সহযোগী সম্পাদক "পণ্ডিত-গণ সাধারণের নিকট যথোচিত সম্মান পাইতেছেন না কেন?" এই সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—"যেমন ইংরাজি শিক্ষার্থী বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময়, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য শাস্ত্রা-দির শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং সামান্য বিদ্যা লাভ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও তাহা দ্বিপাকে যে কাজে নিযুক্ত করা যায় তাহা একপ্রকার সম্পন্ন করিতে পারে, আধুনিক সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগকে পণ্ডিতগণ সে নিয়মে শিক্ষা প্রদান করেন না। তাহা-দিগের মধ্যে কেহ দর্শনশাস্ত্র, কেহ ব্যাকরণশাস্ত্র এবং কেহ কেহ বা ন্যায় শাস্ত্রাদি এক একটী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুতরাং একজন দার্শ-নিকের দ্বারায় অন্যান্য শাস্ত্রের কার্য্য পাওয়া যায় না এবং যতদিন না লোকের একজন দার্শনিকের আবশ্যক হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সমাদর হয় না। সুতরাং পণ্ডিতগণ সাধারণের নিকট কিপ্রকারে সমাদর পাইবেন? পূর্ব্বকার পণ্ডিতগণ এ নিয়মে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন না, তাঁহারা এককালে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করায় লোকের নিকট বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইতেন।" সন্ধ্যার পর হইতে বিশুদ্ধ সুর তান লয় সিদ্ধ যন্ত্র সঙ্গীত ও হরিসাঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

২৫ এ মাঘ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত "সদালোচনী" সভার অধিবেশনে বাদ্য-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক ভাব-পূর্ণ উপদেশ ব্যাখ্যান হয়। উপদেশটী সভাস্থ সকলের ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইহার পর হরি নাম সাঙ্কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিতদিগকে ভোজন দান করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে বেলা ২ টা হইতে ছটুলাল কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবৎ এবং অধিকাচরণ মিশ্র কর্ত্তৃক মনুসংহিতার ব্যাখ্যান হয়। তৎপরে সহ-যোগী সম্পাদক সভার কার্য্য-বিবরণ পাঠ করেন। কার্য্য বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যাইল যে, গত বৎসর সহকারী সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বতোভাবে আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি-লেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশাদি স্থানে স্থানে বিশেষরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। বেতিয়ার মহারাজ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অতি সমাদর বিশেষ সম্মাননা করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ বাবু কর্ত্তৃক "আর্য্যধর্ম্ম কি?" এতৎসম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়। তিনি আর্য্যধর্ম্মের প্রতি, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতির যেরূপ সম্মান করিয়া বক্তৃতা পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতির তাহা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মতে বৈদিক ধর্ম্মই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত পথ। স্মৃতি, পুরাণ, দর্শনাদি বেদের টীকা মাত্র। তিনি বাহ্যানুষ্ঠান অপেক্ষা প্রকৃতিগত নিষ্পলঙ্কতা লাভ ও ভগবৎ সম্ভু-ষ্টিতে আর্য্যজীবন উচ্চতর লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপা-দন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে স্তোত্রপাঠ শ্রীমদ্ভাগবতের আরতি ও হরিনাম সাঙ্কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়া যায়।

মুঙ্গেরের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় এখানকার সকলে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি অতি সৎ ও উদার লোক ছিলেন।

মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশে একজন জমিদার গঙ্গা তীরে খাসিয়া শিবির সন্নিবেশন করিয়া কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদিন রজনীতে তাঁহার শিবির হইতে প্রায় ১০। ১২ শত টাকার অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়, এপর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

ইতি পূর্ব্বে কয়েকদিন পর্য্যন্ত মুঙ্গেরের ব্রাহ্ম সমাজের একটী বৃক্ষের উপর "মা, জননী মুঙ্গের" ইত্যাদিত একটী পতাকা উড়িয়া ছিল। একপ অনি-ন্দ্য সুন্দর সম্যুক্ত পতাকা আমরা আর কোন ব্রাহ্ম সমাজে দেখি নাই। বোধ হয় ওটী নববিধানের একটী উপহার হইবে। প্রাহ্মণগণ পতাকা উড়িয়া এতদূরে "মা জননী" বলিতেছেন কেন, তাহা [illegible] বলিতে পারেন না বলিয়া মা [illegible] ব্রাহ্মগণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

পূজা আরম্ভের পূর্ব্বে বেহারের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিনয়াবনত বিনয় সহকারে লোকে-মণ্ডিত সুপরিষ্কৃত বেদি ছি, ডবলু, বাবল সাহেব তৎপদে কার্য্য করিতেন।

বাশবেড়ের দিগু প্রবর ইল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ আজ তাবড়ন মকদ্দমে বাহাদুর নাম বিলাতে যাত্রা করিবেন,ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কতক গুলি অপরিণতবুদ্ধি পরিণামজ্ঞানবিহীন লোক তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া উত্তেজিত করিয়াছিল, মহারাজ বালস্বভাব সুলভ চাপল্যবশতঃ যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু মহারাজের মাতা মহারাণী সে অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। মহারাজের বিলাত যাত্রার সংবাদে বর্দ্ধমান রেসিডেন্সীর লোক এবং মহারাজের কুটুম্বগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই জন্য অনেকে সহরে সকল স্থানেই আন্দোলন হইতেছিল, মহারাজ বিলাত গমনে নিতান্ত হতাশ আমাদের মনের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব দিবস মহারাজ নিজ রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছেন।

সম্পাদকের অজ্ঞাতে বর্দ্ধমান সমীপবর্ত্তী এ সমাচার প্রচার হওয়াতে এবং বিলাত গমনে পাছে অনুমোদন করায় সম্পাদক দায়গ্রস্ত করিয়াছেন

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার মুদ্রণ হইতেছে। সম্বত মূল্য ও অন্য সমস্ত মূল্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনামূল্যে কার্য্যের সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসহ প্রাপ্ত সাময়িক পত্র ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনকারে মহাশয়দিগকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা

[illegible] কার্য্যালয়ীয় বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা নিজ [illegible] পত্রিকার বিষয়ে যে তাঁরা [illegible] প্রতিজ্ঞেট ফণ্ডের [illegible] করিলেন।

সোমড়া।

[illegible] উপস্থিত হওয়াতে [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] পূর্ব্বে [illegible] সরকার [illegible] করিতেছে; [illegible] করিতেছেন। [illegible] ঐতিহিক [illegible] [illegible] কোন [illegible] করা [illegible] [illegible] [illegible]

পনের আনার মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পার্কি ৵০ আনা, তাহার পর ১/ আনা; ১/ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কতকটী কথা, মনুসংহিতা, যোগতত্ত্ব, হংসপ্রয়াগ, পদ্য প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। বিদ্যাই আটপেজি রয়াল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ৩ সিক্স টাকা। গ্রাহকেরা মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়াধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহার নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার প্রেসেন্ট।

কলিকাতা মেট্রোপলিটান সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ অনুজ বাবু চন্দ্রীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু শ্রীকান্ত বসু বি এ কলেজ ষ্ট্রীট এডিসনে কার্য্যের অনুরোধে এবং পুস্তকালয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের স্বাক্ষরিত একটী প্রশংসাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কবিরাজ মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা উক্ত পুস্তকালয়ের ঔষধের মূল্য পাঠাইবার বিষয়ে অবিশ্বাস ও কলিকাতায় পাঠাইবার অসুবিধা করিবেন, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে পত্র দিলে উহা তাঁহার নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নূতন আবিষ্কার।

এই ঔষধ দ্বারা নিম্ন সম্পাদকের আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, পুরাতন কাশী, (আফোরের) বিষম জ্বর, মেহপীড়ক জ্বর, বিশেষরূপ চুলকানির সহিত কুষ্ঠ, দাদ ও একজিমা প্রভৃতি রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। এই সকল রোগে যাঁহারা ঔষধ লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৩ তিন টাকা মূল্য পাঠাইলে ঔষধ প্রেরিত হইবে। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১৯০ আনার টিকিট পাঠাইলে উপদেশ পত্রিকা পাঠান যায়।

ঐ শিশি মূল্য—১ টাকা। পার্কিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই ঔষধাসব ব্যবহারানন্তরা মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরোগ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রকার কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব দ্বারা থলির ভাব পোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় রোগ সত্বরই কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তার ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার যথেষ্ট উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা পার্কিং ৵০ দুই আনা।

সুরাহ্ হুত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুরা ... ঔষধের উপর কিয়া দ্বারা সকল রোগকে নষ্ট করে। বিশেষ ... রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, অনিয়মিত ও বাধক বেদনা বন্ধ হোয়ে, অকাল জীর্ণ পরমায়ু পরিবর্দ্ধিত এবং গর্ভধারণের জন্য পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা ও অসময়ে গর্ভপাত প্রভৃতি রোগ সমূহ ... সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক শিশির মূল্য ৩ টাকা। পার্কিং ৵০ আনা।

ভৃঙ্গারি কষায়।

(দন্তধাবিক মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিম্ন সম্পাদকের দন্তমূল দৃঢ়, অর্থাৎ দাঁত নড়া, কনকনানি, দন্তমাংসের ক্ষয়, (মাড়ি ক্ষয়) বিবর্ণ দাঁত, মুখের দুর্গন্ধ, দন্তশূল, বিশেষরূপ চুলকানির সহিত দাদ্রি হইয়া যে পাতলা ও সহজে ঝরে যায় তাহা ও দাঁত প্রভৃতি উপশম হয়, এবং মুখের কথা ঐ সকল দাঁত ... আরোগ্য হয়। প্রতি শিশির মূল্য ১ টাকা। পার্কিং ৵০ আনা।

ইহা ভিন্ন আর ঔষধ সুবিধা না থাকায় এই ... করিয়া দিলাম যায়।

রতিমঞ্জরী তৈল।

এই এক অতি প্রসিদ্ধ তৈল যাহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল পকার বায়ুরোগ শেষ হয়। যথা মৃগী বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গ বিশ্লেষ, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কম্পতা, কাশ রোগ, আমবাত নূতন ও পুরাতন বাতব্যাধি রোগ সমূহ একবারেই বিনষ্ট হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা নিতে হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ টাকা পার্কিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ উপরিউক্ত ঔষধ সকল সেবন করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ... করে সম্বলাল বসু, এল এম এস

... ঘোষাল মিত্র, ...

বাবু অম্বিকাচরণ বসু ডাক্তার এল, এম.

বাবু বৈদ্যনাথ দত্ত ডাক্তার এল, এম.

দেহ রোগে ... ব্যবহৃত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রিটারিণী

... সংস্কৃত সমাজিক।

বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ... সংস্কৃত

... ক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ষ্ট্রীট

শ্রীযুক্ত ... সেন কবিরাজের আয়ুর্বেদ সংস্কৃত

... লয়।

কবিরাজ মাণিকলাল ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া

... একটী শিশির ১৩৯ নং বাটী।

ভাগবতত্ত্বদীপিকা।

ভাগবত তত্ত্বদীপিকা, বাবু মাসিক পুস্তক ... প্রকাশ হইতেছি সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতমূল, শ্রীধরস্বামি টীকা হইতে ... পর্য্যন্ত, ...

ঐ বেদনা আরোগ্য করিয়াছে। যাঁহারা রোগের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অদ্যই ডাক্তার সাহেবের সুচিকিৎসিত অকৃত্রিম ঔষধ ব্যবহার করুন।

ট্রিনিটেন বাঙ্কিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে সেবন করিবামাত্র জ্বর, শীতাঙ্গের, কম্পজ্বর ও পালাজ্বর এবং যত দিনের কঠিন না কেন, ... সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা ... স্থির ত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে অল্পকালে আরোগ্য হইবে। মূল্য ... টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক তৈল।

... আঘাতে, পীড়িতা ও বেদনা, অথবা ... ঔষধ ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা দূর হইবে এবং অল্পদিন ব্যবহার করিলে অতি অল্প মাত্রায় ... হইবে। ইহার আরোগ্য ... নাই। মূল্য ... টাকা, ডাকমাশুল ... আনা।

ডাক্তার বেন্সন সাহেবের ... আবিষ্কৃত।

এই উষধ সেবন করিলে ... হইতে ... হইয়া থাকে, ইহার ব্যবহারে ... হইয়াছে। ইহা সেবন করিলে ... হয়। ইহা সেবনে ... হইবে। ইহা সেবনে ... হইবে। ইহা সেবনে ... হইবে। মূল্য ... টাকা, ছোট ১ টাকা।

ব্যারেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

... ষ্ট্রীট ... ও ইউনিয়ন ... ষ্ট্রীটের সন্ধিস্থল, ৮ নং ... কলিকাতা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিলে ... সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

... বাবু ... ঘোষ ... ১৫

... ১৫

... ১৫

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তয়তা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতীশ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ১৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৭ সাল। ২৫ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮১। ৭ ই মার্চ্চ { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৬ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

জ্যোতিষ দর্পণ।

বহুবিধ জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ

মাসিক পত্রিকা

শীঘ্রই প্রথম খণ্ড হইবে, গ্রাহকেরা

প্রথমেই জানিতে পারিবেন

নগদ বিক্রি প্রতি খণ্ডের মূল্য ৸৹

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৸

অগ্রিম অর্দ্ধেক মূল্য ২।১০ আনা পত্র সহ, নাম ধাম লেখা পোষ্ট টিকিট পাঠাইলে, নিশ্চয় গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন, ইচ্ছুক হইলে নিয়মিত মূল্য সহ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে প্রেরণ করিবেন।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মাচার্য্য

সাং মহিনাবন্দ জ্যোতিষ দর্পণ

পোষ্ট ত্রিপুরা প্রকাশক ও

জেলা ত্রিপুরা কার্য্যাধ্যক্ষ।

হি, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১০৫ নং বাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১০৫ নং বাধাবাজার

কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বাত, শূল, কম্প পক্ষাঘাতাদি, রূপবিকৃতি মানসিক বিকার, বধিরতা চাক্ষুষতা প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ১ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোঃ জাঁপি—বেলা মেদিনীপুর।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল

বা

কাম ধেনু।

ইহাতে জৌতিক সম্বন্ধীয় অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌতুক দর্শন অর্থাৎ অসম্ভবনীয় অমানুষিক ইন্দ্রজালিক ব্যাপার দ্বারা মানবগণের চিত্ত চমৎকৃত ও সমস্ত সভামণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ অতি সহজ উপায়েই করিতে পারা যায়। অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিক্রীড়া দ্রব বস্তু দ্বারা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কৌতুক দেখান ও বহুবিধ জাদু, বাজিকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কৃত্রিম ও কোন কোন স্থলে মানবগণের আন্তরিক ভাবের যথার্থ প্রকাশ করিয়া বলিবার সদুপায় এবং এতৎ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিষয় ইহাতে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে যথা:—

প্রজ্বলিত পাবকের মধ্যে ঝাঁপ দিবার বা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রণালী। একটী আম্রের আঁটি মৃত্তিকাতে রোপণ করত এক ঘটিকার মধ্যে পাক সমেত তিন প্রকার আম্র দেখান এবং যে কোন বৃক্ষের বীজ হউক না কেন, উহা মৃত্তিকাতে রোপণ মাত্রেই গাছ মঞ্জরিত হইয়া ফল ধারণ করিবে, গুড় মধ্যে কৃত্রিম সর্প দেখান বা গুড় বলিলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এরূপ রাশি রাশি প্রচুর পরিমাণে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শাইবার প্রণালী ইহাতে বিশেষরূপ বর্ণিত হইবে।

যথা—অকস্মাৎ হস্তস্থ, রাবণের ন্যায় দশ মুণ্ড ধারণ, বা মহাদেবের ন্যায় পঞ্চ বদন, কিম্বা কমল যোনি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার ন্যায় চতুরানন এবম্বিধ যাবতীয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিবার প্রণালী এবং, পুরুষের স্ত্রী-রূপ বা স্ত্রীলিঙ্গ ধারণের প্রক্রিয়া ও স্বীয় অঙ্গ হইতে সূর্য্যের ন্যায় শিখা বহির্গত করণ, গুপ্ত রোজনস্থিত দ্রব্য দর্শন বা গমনীয় কোন স্থানে কোন পদার্থ আছে তাহা দর্শন করা বা শূন্যমার্গে গমন করা কিম্বা ইচ্ছা মাত্রে ভেক সর্প, মূষিক প্রভৃতিকে সমূহ উৎপাদন করা, কিম্বা ভাগে ভাগাগণ দর্শন, সম্মোহন মন্ত্র সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত অথবা অন্যথা করণ, এবং বশীকরণ, মারণ, উচ্চাটন আকর্ষণ ও স্তম্ভনাকরণ, যোগবলে অপ্রত্যক্ষ গমন, চক্ষু বিনা দর্শন, অদৃষ্ট কথাদির প্রক্রিয়া, ধরিত্রের প্রবণশক্তি বা সুবজ্ঞান, মৃতব্যক্তির দেহমধ্যে

...ার আত্মা আনয়ন করত তাহাকে বর্ত্তমান ... তাহার সহিত কথোপকথন, কাষ্ঠ ... দ্বারা নদী কিম্বা গঙ্গার উপর দিয়া ... ন্যায় গমনাগমন প্রভৃতি বাজিকালা, নল ... সপ, কচ্ছপ প্রভৃতি দর্শন, বিষ ঝাড়ন অর্থাৎ ... মান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আশ্চর্য্য বলিয়া ... হবে, তৎসমস্তই ইঁহাতে বিশেষরূপে প্রকটিত ... অনন্তর এমন কোন কার্য্যই নাই যে তাহার ... সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা যে কোন আমা... বাঙ্গালা মতে আছে এমন নয়, ইউরোপ নব্য ... ও সর্ব্বজাতিতেই এইরূপ জ্যোতিষ অমানুষিক ব্যাপার প্রণালী দৃষ্ট হয়। অতএব যখন ইহা সকল জাতিতেই দেখা যাইতেছে, তখন নব্য সম্প্রদায়ী মহাশয়দিগের নিকট আমার এই আবেদন যে, আপনারা এই অলৌকিকী কার্য্যগুলি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য দ্বারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আর যদি এই সকল কার্য্য অলীক বোধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন যে, কেবল আপনাদিগেরই অপদার্থ বাঙ্গালা কেন ক্রমশঃ নিস্তেজ ও উচ্ছেদ দশায় পতিত হইবে।

এই ইন্দ্রজাল শাস্ত্রখানি বিষয় দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বিশেষরূপে কহিয়াছিলেন, অতএব ইহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে।

অতএব ধনী মানী জ্ঞানী মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, একপ পুস্তক পৃথিবী মাত্রেই একখানি করিয়া গৃহে রাখেন।

এই অদ্ভুত ইন্দ্রজাল শাস্ত্রখানি দোকরাকা হইতে সংগ্রহ করিয়া অনেকানেক তান্ত্রি মহাত্মাগণের সাহায্যে ও বহুল অন্বেষণ ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এতৎ সম্বন্ধে যদ্যপি কেহ কোনরূপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কার্য্যালয়ে আসিলে সমস্ত প্রকার টাকা ফেরত হইতে পারিবেন।

নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ১৸৵০ এক টাকা চৌদ্দ আনা, ষাণ্মাষিক ৸৵০ আনা। মাসিক ১৷৵০ পাঁচ আনা। অতএব যাঁহারা ইহার গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা এই নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইবেন, এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইলে কিম্বা মূল্য পাঠাইতে হইলে মণিঅর্ডার বা অন্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠাইবেন। ইনসফিসেণ্ট পত্র গৃহীত হইবে না।

কার্য্যালয় কলিকাতা— প্রকাশক শ্রীশশীভূষণ ঘোষ
ঠাকুরদাস পালিতের লেন ২৮ নং ভবন

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত-কথা।

ইহা অতি উৎকৃষ্ট সরল গৌড়ীয় সাধুভাষায় বা মনোমোহনকাব্যে মিষ্টান্ন অব দি কোর্ট অব লণ্ডন হইতে অবতরণে রচিত। ইহার কমপ্লিট সেট বারদ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷৹ এক টাকা আট আনা মাত্র। মাশুল ।৹ চারি আনা, প্রতিখণ্ড ডবেল ১৹ করমার নগদ মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র। পাঠকগণ! কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

এজেণ্ট আর, এল, ঘোষ,
কলিকাতা হইতে টালা নং ২ আপিস।

যিনি এক দিবসে জগদ্দর্শনে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মকৃতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৸৹ টাকা। ডাক মাশুল।৵০ আনা। গ্রহণার্থী আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

প্রেরিতপত্র।

ধর্ম্মাত্মধাবী আর্য্যসমাজের সুধী-বিনোদনার্থ কর্ত্তব্য বিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিত হইতেছে আপনার দেশবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

একজন দয়ানন্দ সরস্বতী নামধেয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শুনিতেছি না কি বেদে এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য। তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও লিপি দ্বারা স্বকীয় এই মত প্রচার করিতেছেন যে, এক্ষণে আর্য্যসমাজে যত প্রকাশক যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে বেদ চতুষ্টয়, মনুসংহিতা, মহাভারতের কিয়দংশ ও বাল্মীকীয় রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থই প্রামাণিক; এই সকল শাস্ত্রে যাহা বিহিত আছে তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহা নিষিদ্ধ আছে তাহা অকর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন পুরাণ উপপুরাণাদি সকলই অপ্রামাণিক, অর্থাৎ তদ্বিহিত কার্য্য কার্য্য নহে এবং তদ্বিষিদ্ধ কার্য্য যে সমস্তই নিষিদ্ধ তাহাও নহে। তাঁহার মত এই যে, ঈশ্বর-বুদ্ধিতে প্রতিমা পূজা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে পাপই সমুৎপন্ন হয়; তীর্থ গমন করিয়া তীর্থ নিমিত্তক কোন কর্ম্ম করা এবং মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা নিষ্ফল। এবম্বিধ নানা-প্রকার মত প্রচার দ্বারা পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক আর্য্য সন্তানকে স্বমতাবলম্বী করিয়াছেন; এমন কি তাঁহারা অনেকে তাঁহার মতে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ গৃহের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ-মূর্ত্তিকে জলসাৎ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব কালাপাহাড়ের দৌরাত্ম্যের ন্যায় ধার্ম্মিক বঙ্গবিগ্রহ দেখিয়া পশ্চিম ও অন্যান্য দেশীয় কতকগুলি পণ্ডিত মধুরাধামের শেঠ বাবুদের আনুকূল্যে কলিকাতায় আসিয়া এতদ্দেশস্থিত প্রধান প্রধান শতাধিক পণ্ডিতগণ ও ধনাঢ্য ধার্ম্মিক গণের সহিত এক সভায় সমবেত হইয়া উক্ত সর্ব্বস্থানীয় মত বিস্তরাংশে উত্থাপিত করিলে সকলে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ তাঁহার মত খণ্ডন করিলেন এবং অপরাপর সকলে সেই খণ্ডনে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু বিরোধী পণ্ডিত উপস্থিত না থাকাতে এক তরফা ডিক্রী হইল।

ইহাতে সেই বিপক্ষ পণ্ডিত উক্ত সভায় থাকিলে তাঁহার মত খণ্ডন হইত কি না এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। আবার এমনও দেখা যায় যে বাদী প্রতিবাদীর সমুখ-বাগ্‌বিচার হইলেও জয় পরাজয় নিশ্চিত জানা যায় না। যেহেতু একপক্ষ অসঙ্গত বলিয়াও বাক্যের আড়ম্বরে জয়ির প্রকাশ করিতে পারেন, অপরে সঙ্গত বলিয়াও মূঢ়-তাবিকা প্রযুক্ত তাঁহার পরাজয় প্রকাশিত হয়। সভাস্থ ব্যক্তিরাও সকল অঙ্গল সুস্থির করিতে পারেন না। সন্দিগ্ধ বিষয়ের যথার্থ ভাব লিখিত বিচার দ্বারাই সুস্থির হইতে পারে। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি লিখিতে প্রস্তুত হইলে তাঁহার সাহায্য করা ধার্ম্মিক ধনিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল নিশ্চিন্ত ভাবে দর্শন করা ও লেখা এবং তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করা বিশেষ অর্থ সাধ্য, এই জন্য পণ্ডিতগণ তাহাতে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে প্রোৎসাহী হন না। যাহা হউক আমরা অকুণ্ঠচিত্তে বলিতেছি, যে ব্যক্তি বেদ চতুষ্টয় এবং মনুসংহিতার যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইবেন, তাঁহাকে অন্যান্য স্মৃতিকারের সংহিতা এবং পুরাণাদি ও প্রমাণ বলিতে হইবে, মূর্ত্তি পূজা ও স্বীকার করিতে হইবে। যদি আমাদের অভিপ্রেত পুস্তকখানি প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সকলে জানিতে পারিবেন, যে ঐ পণ্ডিত বেদের ও মনুসংহিতার কত স্থানে কত বিপরীত অর্থ স্থির করিয়াছেন।

১৪ ফাল্গুন।
পোষ্ট আঁটপুর
ভায়া শ্রীরামপুর।

প্রেরক
শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়রত্ন
প্রভৃতি।

সোমপ্রকাশ

২৮ এ ফাল্গুন সোমবার।

বেটলের লেডমীর সংবাদ।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি লণ্ডন হইতে তারযোগে যে অপরবিধারণ লোমহর্ষণ সংবাদ আসিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সকল লোকেই যার পর নাই চমকিত হইবেন সন্দেহ নাই। সার কলিন কেম্পবেলের সহিত সমস্ত প্রাতঃকাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছেন। বিস্তর অফিসর হত হইয়াছেন। এক শত মাত্র ব্রিটিশ সৈন্য রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে।

এটী সার কলিন কেম্পবেলের কেবল প্রাণ বধের নয়, তাঁহার চরিত্র বধের ও ব্রিটিশ জাতির সম্মান বধের সংবাদ। অতএব এটী যার পর নাই গুরুতর শোকের সংবাদ সন্দেহ নাই। আমরা সহজে লিখিতে পারি এমন কোন বিষয়ে আমাদের অনেক সময়ে অতিশয় অপ্রস্তুত ও লিখিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্থলে এ সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কাহা দ্বারা অনুমান হইতেছে, সার কলিন কেম্পবেল যাদৃশ্যাধারী ব্যক্তির উপর ও যেরূপ নির্ভর করিতেন। তাঁহার সাহায্যার্থে সেনা যাইতেছিল, তাহার সে অপেক্ষা সহিল না। তিনি যে ভীরু ছিলেন, তাহাও বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। সার কলিন নিজে সেবস্থলে গেলে তাঁহার যাবতীয় সৈন্য ও ব্রিটিশ জাতির যাবতীয় সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিত। তাহার যাবতীয় ব্যবহারে প্রতিবাদ আছে এই কথা সার কলিন কলে চন্দ্র ও বোয়ারেরা উল্লাসিত হইবে তাহার পর প্রমাণ হইত। অমনি সার কলিন কলেকে আক্রমণকারী ও অন্যায় যোদ্ধারা তাহার উত্তর এই, দ্বিপ্রহরের পরে সময় স্থান। সময় নাই, নাই, প্রভৃতি বিস্তর, এমন সময়ে স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিশ্চয় অবিবেচকের কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার আত্মবলের উপর একান্ত নির্ভর ছিল। হয়, তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি সার কলিন! আমি এত যুদ্ধ জয় করিয়া আসিলাম আর এই সামান্য শত বোয়ারদিগকে পরাভব করিতে পারিব না? অধিকন্তু আমার অধিক সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন কি? অথবা তিনি রোমান কমণ্ডের ন্যায় এই মনে করিয়াছিলেন সাহায্য পাইবার পূর্বেই জয়ী হইয়া অধিকীয় যশোলাভ করিবেন!

ব্রিটিশ সৈন্যেরা যে পরাজিত হয়, তাহারা সেরূপ নয়; তথাপি যে তাহারা পরাজিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কল-ডুরক যুদ্ধে প্রথম যে ঘটনা ঘটিয়াছিল ফরাসি এবং কশাণ যুদ্ধে যে ঘটনা ঘটে উপস্থিত স্থলে সেই ঘটনাই ঘটিয়াছে। বোয়ারদিগের সৈন্য অধিক ও ইংরাজদিগের সৈন্য অল্প ছিল। এই সৈন্যগত তারতম্য বশতঃ ফরাসিরা যেমন কশাণদিগের নিকটে পরাস্ত হয় এবং কলেরা ডুরকদিগের নিকটে প্রথম পরাজিত হয়, সার কলিন কেম্পবেল সেইরূপ পরাস্ত হইয়াছেন। ব্রিটিশ গৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে। কিন্তু তাঁহার অযশের আর উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমরা ১৮৭৯ অব্দের কথা কহিতেছি, জুলু-যুদ্ধের তদ্রূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। "১১ ই ফেব্রুয়ারি কেপ হইতে লণ্ডনে এই সমাচার উপনীত হয়, ২০০০ জুলু ইংরাজদিগের একদল সৈন্যকে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়াছে। ১০০ সৈনিক ৬ জন সৈন্য সার জন কাম্পবেল বার জন লেপ্টেনণ্ট, একজন কোয়ার্টার মাষ্টার, দোপরকাদ সৈন্যের দুই জন কাপ্তেন এবং চণ্ডিনিয়ার দলের একজন কর্ণেল একজন কাপ্তেন চারি জন লেপ্টেনণ্ট এবং দেশীয় সৈন্যের ১০ জন অফিসর নিহত হইয়াছেন। জুলু দিগের ৫০০ সৈন্য হত হইয়াছে। চণ্ডিনিয়ার দলের নিশান অবিলম্বে শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়াছে। আর একটি ভিন্ন আর সকল সৈন্য তাহিয়া পলাইয়াছে।" কলিদিগের সাহস বৃদ্ধি হওয়াতে যে অবমাননা হয় অবিলম্বে তাহার প্রতিশোধ করা হইয়াছিল, বোয়ারদিগের নিকট পরাজয়ের সেরূপ প্রতিশোধ হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সার কলিন কেম্পবেল ঈদৃশ লোক সমুদায়কে নষ্ট করিয়া গেলেন। এখনকার মন্ত্রিসম্প্রদায় উদার ভাবে বোয়ারদিগের সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সার কলিন কেম্পবেল কতক দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, উহারা প্রকাশ না করিতেন, বোধ হয় সহজে সন্ধি হইয়া যাইত। তাঁহাদের সাহস হইল না। ব্রিটিশ অফিসর ও সেনাগণ সমরশায়ী হইল না, এবং ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সেনাগণের পরস্ত্রাস অবলম্বনের নিমিত্ত অধিকৃত পঞ্জলিক করিবার আয়োজন ও হইত না। বড় আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই এক কুলকা লইয়া তিন বৎসর ধরিয়া চীনে যে কলে গোলযোগ চলিতেছিল, সন্ধি দ্বারা সে গোলযোগের শান্তি হইল কিন্তু সার কলিন কলে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া সন্ধি দ্বারা বোয়ারদিগের সহিত বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন, সাহসী হইতে পারেন, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনীতিজ্ঞের একটী প্রধান ও আবশ্যক গুণ তিনি তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন। সেই গুণাভাব না থাকাতেই তিনি আফগান যুদ্ধের একজন প্রধান অভিনেতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানা গেল, আফগান-যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সার ফ্রেডরিক রবর্ট নাম দর্শন করেন পরে বিদ্রোহিত হইয়াছেন। তিনি আফগান যুদ্ধের নায় বোয়ার যুদ্ধে নষ্ট ব্রিটিশ গৌরবের উদ্ধার করিয়া বিজয়ী যশস্বী হন, এই আমাদিগের বাসনা।

উপকারকের কর্মের অনুষ্ঠান।

ইংলণ্ড ভিন্ন ফরাসী ওলন্দ প্রভৃতি উচ্চতর সভ্যতাসম্পন্ন জাতি সকল আছেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় উদারতা, স্বাধীনতা-রক্ষণতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা কোথাই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ড জাতির উদারতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা এত প্রবল, যে তাঁহারা কোন বিষয়ে বন্ধন ও পরাধীনতা সহ্য করেন না। তাঁহাদের রাজেশ্বরী ও স্বরাজ্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের অধীন পরাধীনগণও যে মর্য্যাদা ও অধিকারের সহিত স্বাধীন হইয়া থাকিবে, তাঁহারা তাহা সহ্য করেন না। এই নিমিত্ত তাঁহারা ভারতবাসিদিগের বিদ্যা শিক্ষার কেমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রবল লোকেরা দুর্বলদিগকে যে অধীন করিয়া রাখিতে, ইংরাজেরা সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁর নিরিষ্টে পুলিসের ও আদালতের এবং আফগের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অন্য কথা কি, যে জমিদারের ও পলার নিকট বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত জমিদারেই প্রজাকে নিজ কার্য্যে ডাকিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন, দাসত্ব প্রথা রহিত করিয়া নিমিত্ত কোন কার্য্য ইংরাজের ন্যায় পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেন নাই। যে জাতির উদারতা এরূপ সমধিক-পূর্ণ, সেই জাতির একটী বিষয়ে অনুদারতা দেখিলে আমরা যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। সে অনুদারতা এই—

স্বাধীনতার নায় প্রিয় পদার্থ তাঁহাদিগের আর নাই। যদি কোন ভারতের দেশের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হয়, তাঁহাদের স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সমস্ত সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া সেই স্বাধীনতা হরণেচ্ছুক ব্যক্তির গর্ব্ব চূর্ণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। যে জাতি স্বাধীনতা এত ভাল বাসেন, স্বাধীনতা যে জাতির দেহ, মন, শোণিত ও মাংসের সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সে জাতি যে সময়ে সময়ে অন্যের স্বাধীনতা হরণে ব্যগ্র হন, এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

অনুষ্ঠানে একান্ত ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্য কথা কি, সুশিক্ষিত জন যাঁহারা এই নৃত্য গীতাদির অবলাকর্ত্তারা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারাও এবিষয়ে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এটী অধিক ক্ষোভের বিষয়। নৃত্যগীতাদি আমাদি-
র শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। সঙ্গীত
মাদিগের দেশে এক সময়ে একটী প্রধান বিদ্যা
লয়া পরিগণিত হইত। সঙ্গীত চর্চ্চার দ্বারা মন যত
শান্ত থাকে, এরূপ আর কিছুতেই থাকে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এদেশের ভাগ্য ভাগ লোকে যে সঙ্গীতাদির চর্চ্চা করিবেন, তাহা তাহাদের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি এবং তুম্বরু ও মহাদেব প্রভৃতি দেবাদিদেবের গীতানুষ্ঠানের যে সংবাদ আছে, তদ্দ্বারাও সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যাইতেছে।

আমরা আমাদিগের ইউরোপ ভ্রমণকারী কোন বন্ধুর মুখে শুনিলাম, তিনি ইউরোপের যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছেন। আবহমানের কোথাও তিনি এরূপ দেখেন নাই। বাস্তবিক, ভাগ সঙ্গীতে যেরূপ অতীব আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্য আর কিছু সেই রূপ নয়। তাহার বিষয় এখনকার শিক্ষিত যুবকেরা সঙ্গীতবিদ্যার উপর প্রায় নহেন, তাহারা সঙ্গীত শিক্ষাকে আপনাদিগের চরিত্র সংশোধিত হইবার একটী প্রধান কারণ বিবেচনা করেন। যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা করেন, তাঁহারা তাহা দিগকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য করেন নহিয়া অদ্যাবধি কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ কাহাকেও উহার শিক্ষা বিষয়ে তাদৃশ যত্নবান দেখা যায় না। সাধারণতঃ সঙ্গীতের উপর অকারণ বিদ্বেষ নিবন্ধন যাঁহারা আবার কিছু খানেন, তাঁহারা আবার সাহস করিয়া কোন স্থানে কিছু গাইতে পারেন না। আমরা দেখিয়াছি যে একজন শিক্ষিত যুবক যাঁহারা কিছু কিছু সঙ্গীত জানেন, তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কখন কখন দুই চারিটী গীত গাইয়া থাকেন, কিন্তু সমক্ষে সেরূপ গাইতে লজ্জা প্রকাশ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে সঙ্গীত বিদ্যার ক্রমে অবনতি বই কিছুমাত্র উন্নতি দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে সঙ্গীত
বিদ্যার কিছু কিছু চর্চ্চা আছে বটে, কিন্তু যেমন সেই সকল স্থানে উচ্চ শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তেমনি
ঐ সঙ্গীত বিদ্যারও অবসান হইতেছে। আমরা
এ বিষয়ে প্রায় তাহারও উৎসাহ দেখিতে পাই না।

সঙ্গীত বিদ্যার পারদর্শী লোকও আমাদিগের
মধ্যে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। যে দুই চারি জন লোকের উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আবার সরলভাবে লোককে শিক্ষা দেন না। সুতরাং তাহাও উহার অবনতির অন্যতর কারণ। আজকাল দেশে যত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সঙ্গীতের ততই যে অবনতি হইতেছে তাহার প্রমাণ এই যে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে অন্বেষণে যাত্রা ও কবি প্রভৃতির যেরূপ প্রাদুর্ভাব এবং লোকের শ্রবণেচ্ছা যত বলবতী দেখা যাইত, এখন আমরা তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাই না। এখন কোন স্থানে ভাল যাত্রা প্রভৃতি হইলে ভদ্রলোকেরা তাহা বড় শুনিতে যান না। অধিকাংশ চাষা লোকেই মজা দেখিতে যায়, সুতরাং তাহাদিগের প্রত্যাশানুরূপ উৎসাহ না পাইয়া দল ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে অনুরাগ না থাকাই ইহার অবসাদের একটী প্রধান কারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় সঙ্গীতের চর্চ্চা করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের সম্ভাবনা আছে, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গীত শিক্ষার কখনই তেমন বিশুদ্ধ আমোদ পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সঙ্গীতচর্চ্চা বেশ্যাসেবা ও সুরাপান প্রভৃতি অপেক্ষাও ঘৃণিত।

ভারতের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণান্ত হইবার মত হয়। এ অবস্থায় তাঁহারা প্রত্যহ কিছু ক্ষণ করিয়া উচ্চ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সঙ্গীতেরও কথঞ্চিৎ উন্নতি হয় এবং তদ্বিনিময়ে তাঁহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল হওয়াতে কথঞ্চিৎ শারীরিক উপকার লাভ হইতে পারে; কলতঃ সঙ্গীত শিক্ষা আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষার একটী অঙ্গ হওয়া উচিত। ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই উদ্দেশে সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের যেমন সকল বিষয়ে অধিক দিন অধ্যবসায় থাকে না, এবিষয়েও সেইরূপ অধ্যবসায়ের অভাবে বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমে মলিন হইয়া উঠিতেছে।

সঙ্গীত-শিক্ষকদিগের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান বিষয়ে কৃপণতা, শিক্ষিত সমাজের বিদ্বেষ ও উপযুক্ত উৎসাহ অভাব নিবন্ধন ছাত্রগণের উৎসাহের হ্রাস হওয়াতেই আজার ক্রমে উক্ত বিদ্যালয় সকল পরিত্যাগ করিতেছে। সুতরাং ক্রমে উহার অবনতি বই উন্নতি হইতেছে না। তাহা হউক সঙ্গীতশাস্ত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যত্ন, সঙ্গীতাধ্যাপকদিগের সকল ভাবে ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান ও অর্থ উপার্জ্জন মূলা উদ্দেশ্য বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিলে বোধ হয় অতিরে আমরা ইহার উন্নতি দর্শন করিতে পারি।

উপসংহারে আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়া কহিতেছি যে এ বিষয়ে আমাদিগের এমনি রুচিবিকার ও অভ্যাসদোষ ঘটিয়াছে, যে আমরা ইউরোপীয় ও ফ্রেঞ্চলোকদিগকে নৃত্যগীত বাদ্যের আমোদ অনুভব করিতে দেখিলে উপহাস করিয়া থাকি। অভ্যাস দোষে আমাদিগের এমনি সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভদ্রলোক ও বিদ্বান হইলে তাঁহাদিগকে নিতান্ত গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতে হইবে। জনসন নৃত্য করিতেছেন একথা শুনিলে আমরা হাসিয়া আকুল হই। বিদ্যাসাগর নৃত্য করিতেছেন, একথা প্রচার হইলে তাঁহার অযশের সীমা থাকিবে না, এরূপ অনেকের মনে করিবেন যিনি পাগল হইয়াছেন কিন্তু ঐ নৃত্যগীতাদি যে আমাদিগের কেমন আবশ্যক তাহা যদি আমরা বিচার করিয়া বুঝিতে না পারি, ইউরোপীয় নিয়ের দৃষ্টান্ত তাহা আমাদিগকে চক্ষু অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দিতেছে।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

ব্রিটীশ সঙ্গীত কাব্য। (হারমনি প্রদর্শনী অধ্যায়িকা) যুক্ত যুক্তচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রণীত। চাটমোহরের অন্তর্গত শালিকা হইতে লাহিড়ী এবং চক্রবর্ত্তী কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ২২১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। নামেই বিষয়বিশেষের পরিচয় হইতেছে, ইংরাজদিগের কৃত কাব্য কলাপ দর্শনে গ্রন্থকার মুগ্ধ হইয়া ব্রিটিশ সঙ্গীতে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং যথোচিত হাস্যরস প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিত্বাংশ এক প্রকার মন্দ হয় নাই। স্থানে স্থানে কবির শক্তিরও বেশ পরিচয় আছে। গ্রন্থকার এই উপলক্ষে ভারতের পরাধীনতা নিবন্ধন অনেক দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন।

উদ্ভট চন্দ্রিকা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা সঙ্কলিত, তৎকৃত চন্দ্রিকা সম্বলিত নাম টীকা সহিত ভাষান্তরিত। কলিকাতা বঙ্গ যন্ত্রে মুদ্রিত। কোন কোন সুকবি কর্ত্তৃক বিরচিত সংস্কৃত এমন অনেক মিষ্ট শ্লোক আছে, গ্রন্থবিশেষে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তর্করত্ন মহাশয় যত্নপূর্ব্বক সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া টীকার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। একপ গ্রন্থ প্রচারে যে মহৎ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কিছু নূতন দেখেন,

ঐহিারা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লন, ভারতবাসীরা সেরূপ পূর্ব্বে লন নাই বলিয়া কত ভাল বিষয় একালে লোপ পাইয়াছে, অধিকন্তু জাতীয় উন্নতির মূল যে ইতিহাস, লিপিবদ্ধ করিবার রীতি না থাকাতে তাহা পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় এইরূপ না থাকাতে অনিষ্টকারিতা দর্শন করিয়া এক্ষণে সকল পুরুষ কবিতা, জীব চরিত, ইতিবৃত্ত, প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তর্করত্ন মহাশয় বিরল প্রচার উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতা গুলির বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে এখানি সাধারণের পাঠের উপযোগী হইয়াছে।

খোবিন্দ-গীতিকা। ক্ষুদ্র সঙ্গীত। মাডাকোল ও মেদনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত। কলিকাতা বড়বাজার ২৪৩ সংখ্যক ভবনে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি সঙ্গীত বিদ্যার একটী সহায়, সেরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয়, এখানি পাঠ করিলে তাহার কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। এই পুস্তকের দ্বারা সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু কিছু উপকার লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহাতে যে গান গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলিও ভাল প্রকার মনোনীত।

মাষ্টার উপদেশ প্রথম ভাগ। অল্প বয়স্ক বালকদিগের পাঠোপযোগী সরলিকা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্বকোষ যন্ত্রে শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই আছে। ঈশ্বরের মহিমা, কলমের প্রতি হরিণের উপদেশ, অর্থের মাহাত্ম্য এই কয়টী বিষয় ইহাতে লিখিত হইয়াছে, রচনা প্রাঞ্জলনীয় এবং ভাষা সরল হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ ফেব্রুয়ারি। বোয়ারদিগের সহিত সার জর্জ কলির কথোপকথন চলিতেছে।

টাইম্‌সের সংবাদ দাতা, অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের সাধারণ তন্ত্র বোয়ারদিগের পক্ষ সমর্থনতাপন্ন প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বোয়ারদিগের যুক্তিসঙ্গত প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন।

প্রাঙ্ক ডফ সাহেব কমন্স হাউসে প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন, বাসুতোদিগের সহিত যে সন্ধির বন্দোবস্ত হইতেছিল তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। তাহারা যে প্রস্তাব করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

লণ্ডন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি। লার্ড হার্টিংটন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি হার্ডিঞ্জ সাহেব তৎপদে যে কতদিন থাকিবেন পশ্চাতে তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে।

উক্ত লার্ড অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে কহিয়াছেন মান্দালায়ে ব্রিটিশ পরিনিধি পুনর্নিয়োগের আশা-ভরসা কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

ফকনর সাহেব বন্দোবস্ত আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, কমন্স হাউস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি। পলায়িত বন্দীরা করিয়াছে কোয়াজুলুকে ৭০০০ বোয়ার্স ও ৬টী কামান আছে। তাহারা আত্মরক্ষার্থ পার্থবের বেরাল দিতেছে

লণ্ডন ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। নেটাল হইতে আর যোগে সংবাদ আসিয়াছে যে পিল কফ নামক স্থানে বোয়ারদিগের ইংরাজদিগের সহিত একটী যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা কয়েক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ব্রিটিশ লিবিরস্থ সৈন্যেরা অশিশর গোলা গুলি চালাইয়াছিল বলিয়া বোয়ারেরা পলায়মান সেনাগণের পশ্চাদ্ধাবন হইতে পারে নাই।

এলিজিবেথ এই কথা বলেন ব্রিটিশ সেনাগণ মাঠ মাঠের মধ্যে সারাজার পরিখা কাটিয়া আসিয়ে তাহার আশ্রয়ে রহিয়াছে।

নেটালের আর এক সংবাদ এই যে সার জর্জ কলি ৬ই তারিখে সৈন্য লইয়া ল্যাংসবর্গের রাস্তা পরিষ্কার করিতে অধিকার করিয়াছিলেন।

সমস্ত পথ নিরাপদে হইয়াছিল। সার জর্জ কলির সেনাগণ যেস্থানে ছিল বোয়ারেরা তাঁহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেয় সার জর্জ কলি এবং অনেক অশ্বিসার মারা গিয়াছেন কেবল এক শত মাত্র ব্রিটিশ সৈন্য পলাইয়া আসিয়াছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ। সার ইডমণ্ড ঔড লোহিত সাগরোপকূলে ইংলণ্ডের নূতন সৈন্য পাঠাইবার সংবাদ দিতেছেন।

লিডেনবর্গের যুদ্ধে যে সকল অফিসরের মৃত্যু হইয়াছে তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ১৯ সৈন্যদলের কাপ্তেন আণ্টন এবং ৫২ সৈন্যদলের লেপ্টেনণ্ট হ্যামিলটন সামান্যরূপ আহত হইয়াছেন, ৫ সৈন্যদলের কাপ্তেন হরনবি, ৬৯ সৈন্যদলের কাপ্তেন মাক্‌গ্রিগর এবং লেপ্টেনেণ্ট হাউই মারকডনাল্ড এবং হ্যাণ্টস ৬৯ সৈন্য দলের লেপ্টেনেণ্ট সিলস বন্দীকৃত হইয়াছেন। ও ডাগ্রন দলের কর্ণেল ইয়াট এবং মেজর সেণ্ডরকে পাওয়া যাইতেছে না।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ। লিডেনবর্গের শেষ সংবাদে জানা যাইতেছে বোয়ারদিগের প্রচুর থাকর ছিল থাকর ফুরাইয়া যাওয়াতে পরাজয় হইয়াছিল তাহা নহে।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধদর্শী এক ব্যক্তি বলিয়াছে যে সময়ে বোয়ারদিগের গোলায় অতি দূরে হইতেছিল ও ব্রিটিশ সেনাগণ জীত হয় এমন সময়ে বোয়ারেরা সার জর্জ কলির অবস্থানস্থানে অধিকার করে

লণ্ডন টাইমসের প্রত্যুত্তরকে বোয়ারেরা বন্দী করিয়া লইয়া যায় তিনি সার জর্জ কলির শরীর চিনিয়াছেন। সার জর্জের মস্তকের ভিতর দিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে। আর যে সকল অফিসরের মৃত্যু হয়, তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ১৯ সৈন্যদলের কাপ্তেন মড এবং ৫ সৈন্যদলের কাপ্তেন মরিস এবং তথায় যারা পড়িয়াছেন। ১০ সৈন্যদলের মেজর ডে এবং কাপ্তেন ডি থমসন এবং ৫৮ সৈন্যদলের লেপ্টনাণ্ট ট্রুপ ও ১০৯ ষ্টুয়ার্ট ডাক্তার রাইডন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

যে জাহাজে সৈন্য যাইতেছে, উহা ১০০০ নাবিক সেনা সেটালে নামাইয়া দিবে। ঐ সকল সৈন্য সত্বর যুদ্ধ করিবে।

... ৬ ৮ সৈন্যদল এবং ১০৯ সেনাদলের ৮ টী বিভাগের ট্রান্সভালে যাইবার আদেশ হইয়াছে।

সার হ্যারিক বেবাট সার জর্জ কলির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

কোয়কলবেন পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সৈন্য সম্বন্ধে আধুনিক ব্যয়ের বাহুল্য দিয়াছেন।

লণ্ডন ৩ রা মার্চ্চ। আলবার্টের নিমিত্ত বক্তৃতোপযোগী উপায় অবলম্বনার্থ যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সিনেটেরা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ন্যাশনাল লণ্ডনের নাম প্রস্তাব নহে।

মেলাস্টেবিয়ার অধ্যক্ষ সাহেব নামক স্থানে মন্ত্রক উপস্থিত হইয়াছে।

বাসুতো সম্বন্ধের সন্ধির যে খসড়া হইবে মন্ত্রি হয়, সে সময় শেষ হইয়াছে। তথায় লেরোথডি একশনারেণ্টের সহিত সন্ধি বন্ধনে অনিচ্ছু হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ র্থা মার্চ্চ। পক্ষী হইতে পতিত হইয়া প্রাঙ্কটোন সাহেবের যে আঘাত লাগিয়াছিল তিনি তাহা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কনষ্টাটিনোপল ৩ রা মার্চ্চ। তুরস্ক মন্ত্রিগণ মধ্যে মধ্যে সভা করিতেছেন, কিন্তু গ্রীক সীমা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে না।

লণ্ডন ৩ রা মার্চ্চ। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কাহারও

সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, লার্ড লিটন তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া লার্ডসাইটসে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতবর্ষের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের ঐ নীতির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, ইংরেজেরা যদি নির্ভীক চিত্তে ও দৃঢ়তা সহকারে ভারত রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে ভিরাটে রাজ্যের অধীশ্বরের অদৃষ্টে যে ঘটনা ঘটিল এবং তুর্কিস্থান ভিন্নাটে যে কাণ্ড ঘটিল ইংরাজজাতির তাহা কোথনই হইবার সম্ভাবনা নাই।

লার্ড এনফিল্ড এতদুত্তরে বলিলেন, আবশ্যকীয় রাজ্যের ইংরাজদিগের সমর বাধ্য প্রবল-নীতির বড়ই শঙ্কা করেন। কাবুলের চিরকাল ইংরাজ দ্বেষী থাকিবে যে সাংগ্রামিক উপকার সাহেব কথা বলা হইয়াছে তাহাতে বড় মতামত ও মতভেদ আছে। বাণিজ্য বিষয়ক উপকার-লাভও সন্দেহ, রাজনীতিঘটিত কলাফলের বিষয়ে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে, রাজস্বের ও অতিশয় অসঙ্কুল হইবে। লার্ড ডর্বি, লার্ড লরেন্স, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির অনুমোদন করিয়াছেন এবং লার্ড সালিসবরি ঐ নীতির প্রতিবাদ করিয়াছে।

লার্ড ক্যাম্বস একমত হইয়া এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদ স্থগিত রাখিলেন

বিবিধ সংবাদ।

মাদ্রাজের অন্যান্য কাজ কিছুই নাই, একথা বড় মিথ্যা নহে। কয়াসীদিগের একজন রাসায়নিক এক চমৎকার উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যদ্দ্বারা আপাততঃ আয়লণ্ডের মাদ্রাজ প্রকাশিদের বড় সুবিধা হইয়াছে। তিনি এক প্রকার খাদ্যের চূর্ণ প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা জমীদারদিগের পাক পেয়াদার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া যে যে দিন জমীদারের লোকেরা খাজনা আদায়ের জন্য আসিবার কথা থাকে তাহার পূর্ব্বদিন তাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই চূর্ণরাশির অনতিদূরে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ছড়াইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দিন এই চূর্ণের ভেতে বাটীর নিকটে কেহ আসিতে পারে না, তাহার পর আবার আবশ্যক হইলে উক্ত প্রক্রিয়া করা যাইতে পারে। এই চূর্ণ নাসিকার নানাপ্রকার পীড়াদায়ক, এবং ইহার গন্ধে তৎক্ষণাৎ শারীরিক নানাপ্রকার পীড়া জন্মে কিন্তু মারাত্মক নহে।

আমেরিকাবাসিদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশল দর্শনে আমরা মোহিত হইয়াছি। আমেরিকার একজন দরিদ্র ঘোষার বাটীর নিকটে একটী পচা পুষ্করিণী ছিল, মিউনিসিপালটী অনুসন্ধান করিয়া পুষ্করিণী বুজাইবার জন্য তাহাকে নোটীশ দেন। দারিদ্র্য নিবন্ধন সে তাহা করিতে না পারাতে মিউনিসিপালিটী তাহার একবার জরিমানা করেন এবং পুনর্ব্বার তাহাকে উহা বুজাইতে বলেন, সে কোনক্রমে তাহা না করিতে পারাতে মধ্যে মধ্যে তার তাহাকে একেক দণ্ড দিতে হইত, অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া একজন ধনী লোককে তাহার বিষয় আশয় বিক্রয় করিয়া স্থানান্তরে যায়। তৎপরে সে দিনেরবেলায় জাতীয় ব্যবসায় বস্ত্র ধৌত প্রভৃতি করিয়া রাত্রিতে চিন্তা করিয়া প্রায় দুই বৎসরের পর একটী সুন্দর কলের আবিষ্কর্ত্তা করিয়াছে। ইহার দ্বারা পুষ্করিণী বজায় থাকিবে অথচ জল পরিষ্কার হইবে এবং ঘাস প্রভৃতি উঠিবে না, সে এখন এই ব্যবসায়ে অতি সামান্য সংখ্যা লইয়া লোকের পচা ও পঙ্কিল পুষ্করিণীর সংশোধন করিয়া ৬ মাসের মধ্যে প্রায় ৫০। ৬০ হাজার টাকা সংস্থান করিয়াছে।

আমরা কুকুরের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। কুকুর যাহার ভক্ত হয় তাহার কর্ম্ম না করিতে পারে এমন কাজই নাই। আমরা শুনিলাম পারিসের কোন একটী স্ত্রীলোকের একটী কুকুর তাঁহার আদেশক্রমে নিত্য এক কসাইয়ের দোকান হইতে মাংস চুরি করিত। কসাই চোর ধৃত করিবার জন্য ওকরা লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিল যে একটী বৃহৎ কুকুর আসিয়া প্রায় ২ টাকা মূল্যের একখানি মাংস লইয়া পলায়ন করিল। কসাই তখন কুকুরের পশ্চাদ্গামী হইয়া দেখিল কুকুরটী তাহার প্রভুর নিকটে গিয়া সেই মাংস দিয়াছে, এবং প্রভু তাহাকে তাহা হইতে কিয়দংশ দিতেছে, কসাই এই নিমিত্ত তাহার প্রভুকে চোর বলিয়া পুলিস হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। পারিসের পুলিস কোর্টে এই বিষয়ের বিচার হইতেছে।

সাঁওতাল পরগণায় যাহারা বিদ্রোহ বাঁধাইয়া ছিল এখন তাহারা তাহার ফলভোগ করিতেছে, দলে দলে লোক সকল এই জন্য ধৃত হইতেছে। কাহিকাকুণ্ডের মাজিষ্ট্রেটকে যাহারা অবমান করে তাহাদিগের মধ্যে ১৩ জন দোষী প্রমাণ হওয়াতে প্রধান আসামীর ৭ বৎসর কারাবাস ও ৫০ টাকা জরিমানা এবং অবশিষ্টদিগের ৪ বৎসর ও ৩ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অপরিণাম দর্শীতার এই ফল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম হিরোপুরের আর্য্যসমাজের যত্নে তথায় একটী অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কি দেশীয়, কি ইউরোপীয় সকলেই ইহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট বত্ন করিতেছেন। অনাথ দরিদ্র যাবক মাত্রেই এখানে স্থান প্রাপ্ত হইবে। জাতি-মর্য্যাদা অনুসারে কাহারও প্রতি ইতর বিশেষ ব্যবহার হইবে না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল জাতীয় বালককে ইহাতে রাখিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় ও কারখানার কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কান্দাহারের গুরুপূর্ণ ওয়ালীর পঞ্চম কুতদাসী পলায়ন করিয়া করাচির পুলিসে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু পুলিস কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কান্দাহারে গমন করিতে আদেশ করাতে উহারা ভয়ে মাজিষ্ট্রেট ওয়ালেস সাহেবের শরণাপন্ন হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে অভয় দিয়া পুলিসের অধীনে রাখিয়াছেন। উহারা এক্ষণে মাজিষ্ট্রেটী কাছারির সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে।

দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ কাবুল যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গবর্ণমেণ্ট এক একটী পদক উপঢৌকন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর নিজ চেষ্টায় ও সাধারণের সাহায্যে আমাদিগের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অনরেবল সার আসলি ইডেন সাহেবের একটী বৃহৎ ও সুন্দর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন।

চীন দেশে এরূপ প্রথা আছে যেসকল স্ত্রীলোক অতিশয় বৃদ্ধা হয়, স্বামী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন।

সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তি একটী গ্রামের কয়েক ব্যক্তি সমবেত হইয়া বিধবা বিবাহের যাহাতে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন: যাঁহারা বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগের যদি কোন আপদ বিপদ উপস্থিত হয়, উক্ত সমবেত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিবেন বলিয়া রেজিষ্টারি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। যাঁহারা সাহায্য দান না করিবেন, তাঁহারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

বোম্বাইয়ে যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫০০০০ লোক গণনা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে গণনা হয়, তাহাতে ৬৬৪০০০ লোক হইয়াছিল।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৪৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা বেঙ্গলি পত্রে দেখিলাম বীরভূমের অন্তঃপাতী লেঙ্গসাই নামক স্থানে রায়তদিগের একটী সভা হইয়াছিল, প্রায় ১০০০ হাজার লোক উপস্থিত হয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ সভার যত্নে ঐ সভাটী হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া বড় অসুখী হইলাম, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন যেমন জমীদারের পক্ষপাতী, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন তেমনি রায়তের পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনকে সমধর্ম্মী মনে করিয়াছিলাম।

আমাদের দেশে প্রতি আছে "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" বোধ হয় ভারতবর্ষের লোক প্রায় শত বৎসরের অধিক দিন বাঁচেন না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে মানুষ অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে, প্রফেসার হিউকলণ্ডের মতে মনুষ্য ছই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, কয়েকটী উদাহরণ দিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ারে হেনরি জেনকিন্স নামে একব্যক্তি ১৬৯ বৎসর জীবিত ছিল। সে ১৬৭০ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ ব্যক্তি জীবিত, যখন তাহার একশত বৎসর বয়সে সে বেগবতী নদী পার হইত। স্কটলণ্ডের টমাস পার নামে একজন মনুষ্য ১৫২ বৎসর বাঁচিয়াছিল। ১২০ বৎসরের অধিক বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিল।

ঢাকা প্রকাশ বলেন নরসিংহ জেলের অন্তর্গত চরকুশাই গ্রামে গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে ৫ জন নেটীব খ্রীষ্টান সাহেব বাবুদিগের পোষাক পরিধান পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষার বাহিরে উপস্থিত হইয়া তিনি ও ইংরেজী জানেন লোকদিগকে গালি দেন এবং যাহারা গানে মন্ত্রীর শয়ন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে জন প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের বাটির নম্বর জিজ্ঞাসা করে। তদ্দর্শনে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে চিৎকার করিয়া কলরাল শূন্য স্থানে পলাইতে আরম্ভ করে। এমন সময়ে গবর্ণমেণ্টের উপস্থিত হইয়া চারিজনের মধ্যে ৩ জনকে ধৃত করিয়া পুলিসে পাঠাইয়া দেন। বিচারে ১ জনের ৩ মাস এবং ২ জনের এক এক মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন যথাঃ—সাহিত্য ১ ম বিভাগ। জেনেরল আসেম্বির নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় ও হরিকুমার চৌধুরী। প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, হুগলী কলেজের ত্রৈলোক্যনাথ সোম ও বিজুপদ চট্টোপাধ্যায়। কি, চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনের হারকারাস। ৩ য় বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কালেজের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্যানিং কালেজের সনাতন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত সাহিত্য—২ য় বিভাগ সংস্কৃত কালেজের রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। ইতিহাস ৩ য় বিভাগ,—অনুত্তীর্ণ শিক্ষক। গণিত ১ ম বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কালেজের সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৩ য় বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কলেজের নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, যদুনাথ গোস্বামী, রমানাথ চট্টোপাধ্যায়। হুগলী কলেজের রবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের গোবিন্দ প্রসাদ, ক্যানিং কলেজের ভোলানাথ। পদার্থবিদ্যা ১ ম বিভাগ—হুগলী কলেজের কান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তকীর্ত্তন মিত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের রাধানাথ চক্রবর্ত্তী মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের আর. এচ, নিবলেট, পাটনা কলেজের পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ। ৩ য় বিভাগ—প্রেসিডেন্সি কলেজের রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিহারিলাল সরকার।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের আশুতোষ চৌধুরী কৃষ্ণলাল দত্ত, চন্দ্রকান্ত সেন, ভক্তিমুকিন আরপ্তন দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, নিশ্চল চন্দ্র সিংহ, নমঃশিবায়। ঢাকা কালেজের কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। মেডিক্যাল কলেজের চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী, মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের নৃত্যগোপাল বসু, ও বিনোদলাল মুখোপাধ্যায়। ক্যানিং কলেজের বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাইয়ের সার ফেরস ফার্গুসন একটী নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার সম্ভাব, ষ্টেট সেক্রেটারি ভোন একটী আইন প্রচলিত করিবার আদেশ দিলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা তাহা যদি বেআইনি মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহা নামঞ্জুর করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয়গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট আগামী ১৩ ই মার্চ্চ কলিকাতা হইতে উঠিয়া ৩০ এ শিমলায় যাইবে।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র বিলাতে গমন করিয়াছেন, ইনি তথায় ওকালতি করিবেন।

১৮৭৯ অব্দে ভারতবর্ষের উপনিবেশে রপ্তানি দ্বারা ২০৫২৩৪০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছে।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করণার্থে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দরিদ্র লোককে উপনিবেশে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে তথায় থাকিয়া বেশ সঙ্গতিশালী হইয়াছে। গত চারি বৎসরে উহারা তাহাদিগের ভারতবর্ষের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সাহায্যার্থে ৮৮১৭ টাকা প্রেরণ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম সিরাজগঞ্জ মুন্সেফি আদালতের মুহুরি প্রভৃতি আমলারা যেরূপ উচ্চিত জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। অপর অপর স্থানের মুন্সেফি আদালতের আমলারা তাহাতে তাঁহাদিগের ন্যায় যোগ দেন তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেক মুন্সেফি আদালতের নিকট এক একখানি পত্র লেখনে উদ্যত হইয়াছেন। বাস্তবিক আমলাদিগের বেতন অল্প বেতন তাহাতে করে সংসার নির্ব্বাহ হয়। যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বিষয়ে বিবেচনা করেন ইহা আমাদিগের অনুরোধ। এই অল্প বেতন নিবন্ধন আমরা অনেক সময়ে অনীপ্সিতাদীকে কোন কোন কারণায় তাহে পড়িয়া বড় হই পাইতে হয়।

কলিকাতা ব্যতি শিক্ষাবিভাগের উচ্চকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষদর্শী ব্যক্তি কথা শুনিয়া কতকগুলি লোককে লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছে, কেহ কেহ যাইবেও সম্মত হইয়াছে। আমাদিগের মাননীয় শিক্ষক অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা সরল প্রকৃতির লোক।

মধ্যপ্রদেশে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। গত সপ্তাহে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে, কোথা কোথাও অত্যন্ত শীলাবৃষ্টি হয়। পঞ্জাবে প্রচুর বারিবর্ষণ হওয়াতে তুষিকারা উদ্ভিজ্জ তুলিতেছে, অযুত সহরে এমন বৃষ্টি হইয়াছে যে তাহাবাট একপুর হইয়াছে। আমাদিগের এঞ্চলে ১৩ এ শনিবার বিলক্ষণ বড় বৃষ্টি ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

কুপার নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে হত্যা করাতে আলাহাবাদ হাইকোর্টে তাহার বিচার হয়। বিচারপতি জষ্টিস ট্রেট সাহেব হত্যাকারীর ফাঁসীর হুকুম দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীর আপীলে যে সকল রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাতে মনে মনে দেশীয় ভাষার যে সকল শব্দ লেখা করা হইয়াছিল তিনি বোম্বের সেগুলি পাঠ করা হইয়াছিল বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট হইতে সে সকল শব্দ তুলিয়া দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন অতঃপর তিনি যেন ইংরাজি শব্দ সমূহ ব্যবহারকালে ইংরাজীতে তাহার লেখিবারা দেন। ষ্টেট সেক্রেটারি দেশীয় ভাষার শব্দ সকল বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইলেন, কিন্তু এদিকে ভারতবর্ষস্থ মহাপণ্ডিত দেশীয় ভাষার পুস্তক সকলের শব্দ সকল ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনিলাম পক্ষিমধাতুর ডুর্গেশ-নন্দিনী নাকি ইংরাজী বর্ণে লিখিত হইয়াছে।

পিটনি কালেজের এক মুসলমান ছাত্র কেম্ব্রিজের রাঙ্গলার হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব

আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাজিষ্ট্রেট গমন করিবেন, তিনি ইতিমধ্যে একবার বন্ধমানে যাই বেন।

পুনা অবজার্ভার বলেন সোলাপুরের হিন্দুর মুলকা ওয়ার্থ নামক সিভারক বেলিয়া কাস্টীর এক ব্যক্তি ১৮৮টী বিবাহ করিয়াছেন। উঁহার এই সকল বিবাহে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আনুমানিক ব্যয় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া অতিশয় চমকিত হইলাম পাকপাড়ার কুমার কার্ত্তিচন্দ্র সিংহ এক্টিন নিউমো নিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। ডাক্তার ব্রেডলেগাল প্রথমে কেশে উঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

কবাসী জ্ঞানাদানেরা পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন অধুনা চীন হইতে যে সকল নানা রঙ্গের ঘুড়ি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে তাহা কেবল চীনেরা প্রস্তুত করে। ঐ ঘুড়ি প্রস্তুত করিবার সময় তাহারা তাহাতে উক্ত প্রকার রঙ্গ করা হইয়া থাকে। উহার প্রকৃত কারণ সেরূপ নহে।

অমৃতবাজার বলেন সিলেটজেলায় সিলেটিকেরে রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন কি আহারাদির এই দুই সময় কখন কখন পঞ্চাশ ষাট লোক মারা যায়। তাহাদিগের স্বাস্থ্যশক্তি এরূপ লোপ হয় যে কিছুদিন অন্তরস্থিতির পর তাহারা কেহই সিলেটিকা আহারকাল উপস্থিত হইলে তাহাদের নিকট গমন করে তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তাহাকে চিনিতে পারে। তাহারা স্বপ্নে তাহাদিগের নিমিত্ত বিলক্ষণ সংস্থান প্রদান করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিপদ হইলে সাধ্যানুসারে তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। এতদ্ভিন্ন তাহারা নিজের বিষয়ে তাহারা বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আমরা প্রান্তিক হইয়াছি অনেক সময় প্রকাশ করিয়াছি সুতরাং উহাতে অবিশ্বাস করিবার আমাদের কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন যে সিলেটজেলায় লোকসকল ঘ ঘ উচ্চারণ করিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে বীর বপন ও নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডও করিয়া থাকে। এই বিষয়টী [illegible] তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

অযোধ্যার অন্তর্গত আমেথির রাজা বার্ষিক ৩ লাখ টাকা ব্যয়ে অযোধ্যায় একটী সংস্কৃত পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ঈশ্বর মাদ্রাজের যে কত প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে। সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো নামক স্থানে এক যুবকের [illegible] রোগ হইয়াছে। উহার শরীর দিয়া আজ সাত বৎসর রক্ত ঘর্ম নির্গত হইতেছে। সময়ে সময়ে এই রক্তপীড়া এরূপ বৃদ্ধি হয়, যে সে এখন যায় তখন যায় এইরূপ হয়। তাহার শরীরে কাল কাল কতকগুলি দাগ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত দিয়া ফোটা ফোটা রক্তও পড়ে, আর মুখ, নাক, চোখ দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। হঠাৎ ভয় বা ক্রোধাদির সময় হইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

ইটাহার বান্ধব বলেন কিছু দিন হইল বিলাতে বোলিউট নামক হাঁসপাতালে একটী রোগী ছিল। এই ব্যক্তি শূকরমাংস বিক্রয় করিত,বয়স ১৯ বৎসর। তাহার কি রোগ হইয়াছিল প্রথমে কেহ জানিতে পারে নাই। লোকে মনে করিত বাতরোগ হইয়াছে। আর তাহার চিকিৎসার্থে সে হাঁসপাতালে আইসে কিন্তু বাতরোগের লক্ষণ তাহার শরীরে দৃশ্যমান না থাকাতে চিকিৎসকেরা তাহার স্বজাতিদের হইতে মাংসপেশী কিয়দংশ লইয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ট্রিচিনী নামক কীটে পরিপূর্ণ। তাঁহারা হস্থির নির্ণয় করিয়াছিলেন যে পীড়িত শূকর মাংস ভক্ষণ দ্বারা তাহার শরীরে উক্ত কীট রোগের উৎপাদন হইয়াছে। চিকিৎসক দ্বারা ঐ ব্যক্তির কোন উপকার হয় নাই। গত ৮ই ডিসেম্বর তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সার জন কৃপার এই মাসের মধ্যে মাইনিংয়ে যাত্রা করিবেন। প্রত্যাগমন তিনি পথে আইরিষ্ক করিবেন।

সমস্ত কারকার্যে যে দিবস স্থানে লোকসংখ্যা করা হয় হলতে ও সেই সময়ে গণনা করা হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য হলতে ১৭০০ হন কাজ পাইয়াছে।

কেবল সাঁওতাল পরগণার নয় এতদ্দেশের লোক সংখ্যা উপলক্ষে অনেক কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা হইতে এক ব্যক্তি সিংভূমে একজন লোকস পাকাদি চাষাদিগের বাটীতে গিয়া বলে আমাদের এই ছোট ছেলেদিগকে গবর্ণমেণ্টের চাকরি দিবার হুকুম হইয়াছে অতএব আমাকে যদি কিছু [illegible] আমি তোকে দি। এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্যক্তি কিছু কিছু দিয়াছিল। এই বিষয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর হওয়াতে তিনি তাহাকে ও দুইজন চৌকীদারকে চালান দিয়াছেন।

কলের অধ্যাপক মলোভিয়েফ হিন্দু দর্শন ও বিবেকশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন।

গবর্ণর জেনেরল কলিকাতার [illegible] সৈন্য দিগকে পুরস্কার বিতরণকালে কলিকাতা ও তন্নিকট বর্ত্তী স্থানসমূহের ভদ্রলোকদিগের উক্ত কার্য্যে উৎসাহ ও তাঁহাদিগের দান দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দু এডুকেশন ফণ্ডের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। ১৮৭২ অব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এই ফণ্ডটীর প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমতঃ দশজন গচ্ছিতকারী লইয়া এই ফণ্ডটী স্থাপিত হয়। এক্ষণে ৩৫৬ জন উহার গচ্ছিতকারী হইয়াছে এবং উহার আয়ও দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ইহার পৃষ্টপোষক হইয়াছেন। এই ফণ্ডটী হওয়াতে সামান্য বেতনভোগী এবং দরিদ্র ব্যক্তিদিগের বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা মাসে মাসে কিছু কিছু জমা দিলে উত্তরকালে তাঁহাদিগের বালক বালিকারা এই ফণ্ড হইতে অধ্যয়নের উপযোগী নিয়মিত বৃত্তিলাভ করিতে পারিবেন। এক্ষণে ১৪ জন বালক বালিকা ও অন্যান্য মহিলা এই ফণ্ড হইতে মাসিক ২০, ২৫, ১০ ও ৫ টাকার হিসাবে বৃত্তি লাভ করিতেছেন।

ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন শুনিয়াছেন ঢাকা কলেজের অন্যতর অধ্যাপক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় আগামী বর্ষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগের ইতিহাসের একজন পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

ইটালী দেশীয় তুরায়নবিৎ পণ্ডিত এক পকার কাল পঞ্জিকা করিয়াছেন। ঐ কালীয়ার যেরূপ পুস্তক লিখিত হয় তাহা অন্ধকারেও পড়া যাইতে পারে।

৫৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে পারিবেন না বলিয়া যে নিয়ম আছে তদনুসারে ৭৫০ লোককে এবার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যাপক মি ওয়াট্‌ সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কর্ণেলতলার মহারাজ লাহোরস্থ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৫হাজার টাকা দানের অনুমতি দিয়াছেন।

কলের কতিপয় পণ্ডিত শূন্যে গমন করিবার জন্য একটী যান প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্যোমযানের ন্যায় ইহাতে বাষ্প সন্নিবিষ্ট হয় না। ইহা কলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই ব্যোমযান খানি প্রায় ২০০ মণ ভারি।

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট হাউসে ৩০ টাকা ও ৮০ টাকা বেতনের দুইজন কেরাণীর প্রয়োজন হওয়াতে ১৩০০ দরখাস্ত পড়িয়াছিল।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে যাহাতে বি, এ অধ্যাপনা হয় তজ্জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

তনা হাইকোর্টে প্রেটসেক্রেটারি ডিপার্ট উইলসন কেই বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে মনোনীত করিয়াছেন। ইডেন সাহেব আর দুই বৎসর উক্ত পদে থাকিবেন। মধ্যে কিছু দিন আর্মি কমিশনের কাজ করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। ১৮ ই তারিখে সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এস, বেলি সাহেব বিদায় গ্রহণ করিবার যে হুকুম প্রাপ্ত হন তাহা রহিত হইয়াছে।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজকিশোর নারায়ণের ছারভাঙ্গার বদলী হইবার যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে। ইনি বাবু বিমলা চরণ ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত গয়ার বেওয়ারিস বিষয় সকলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বোর্ড অব রেবিনিউয়ে কার্য্য করিবেন।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি। মেদিনীপুরের ভার প্রাপ্ত সবডেপুটী ও বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান ও হুগলীর সবডেপুটীকালেক্টার হইলেন এবং ১৮৭২ অব্দের (বি, সি) ৪ আইন অনুসারে সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ও ১৮৭২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ডি, ই, রাডেনসা সাহেবের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সেই পর্য্যন্ত ডে, বিবস সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১ লা মার্চ্চ। সি, ডব্লিউ বলটন সাহেব ছুটী লওয়াতে ২৮ এ হইতে ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এস, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন।

২২ এ তারিখ হইতে মজঃফরপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, এফ, ওয়ারসলি সাহেব এড ওয়াইয়ারের পরিবর্ত্তে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২২ এ তারিখ হইতে সি, এফ ওয়ার্সলি সাহেবের পরিবর্ত্তে হিপুয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, টর্ণবি সাহেব কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ, কলিন সাহেব পাতবার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম, বেলি এর পরগণার অন্তর্গত ভারমওরারবারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ডবলিউ করিবেট সাহেব বক্সারের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডে, সি, প্রাইস সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে রাজসাহীর অতেণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডে টী কালেক্টার এচ, ডি, সার্প সাহেব মেদনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

প্রাইস সাহেবের অনুপস্থিতকাল পর্য্যন্ত সি, সি, কুর্টন সাহেবের মেদনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবার ৮ই তারিখে যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

২১ এ জানুয়ারি হইতে এস, কেরার সি, এস, পুনরায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম, রাজস্ব ও ক্রাব বিভাগের কার্য্য করিতেছেন।

২৯ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী ফলিলুজ্জমান আগষ্ট ১৮৬৮ অব্দের (বি, সি) ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হিপুয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস উক্ত বিভাগের চাঁদপুরের রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭৪ অব্দের ১ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, এ, ওয়েস সাহেব কিছু দিনের জন্য বীরভূমে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২২ এ তারিখে গয়ার অন্তর্গত নওয়াদার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, কর সাহেবের উপর যে আদেশ দেওয়া হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজসাহীতে বদলী করা হইয়াছে। উক্ত বিবস সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ই, ইলি সাহেব রঙ্গপুর হইতে গয়ায় বদলী হইলেন বলিয়া যে হুকুম হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিশেষ ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র নদীয়ায় বদলী হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশানাথ ভদ্র (ইনি ছুটী লইয়াছেন) বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সায়দ হাজুমুল আলী পাতনায় বদলী হইলেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডে, আর, কাপ্ত সাহেব গয়ায় বদলী হইলেন এবং সওয়ালার ভা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত ও বিভাগ।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। দেওয়ানী আদালতের ১৮৭১ অব্দের ৮ আইনের ১৯ ধারা অনুসারে বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কলিকাতার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা দান করিলেন। ইনি এই ক্ষমতা পাইলে মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি। এচ, বিলেট সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত কলিকাতা ছোট আদালতের জজ বারিষ্টার আর, এস, টি, মাকুইন সাহেব প্রথম জজের কার্য্য করিবেন।

আর, এস, টী মাকুইন সাহেব প্রথম জজের পদে উন্নীত হওয়াতে বারিষ্টার উডবার্ন তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার ই, মাকলিস্থি সাহেব ফৌজদারী আইনের ১১০ ধারা অনুসারে সবাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১ লা মার্চ্চ। গয়াসহরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন ৮ ই তারিখে আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি [illegible] দিন অবকাশ লইবার হুকুম প্রাপ্ত হন তাহা রহিত হইয়াছে।

ডি, ডোপ বারিষ্টার কলিকাতা ছোট আদালতে পঞ্চম জজের প্রতিনিধি রূপে কার্য্য করিবেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। বরিষালের ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফ বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫ দিন, সবডেপুটী ও মুন্সেফ বাবু কালীবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় এক বৎসর [illegible] পূর্ব্বের নেলসামারির মুন্সেফ বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জালন্ধর।

এতদিনের পর এখানকার কৈশব সমাজ সম্প্রদায়ের ভজনার্থ একটী ব্রাহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়া গত ১৭ ই ফাল্গুন রবিবারে আচার্য্য বাবু কেশবচন্দ্র সেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কতক গুলি ব্রাহ্ম মতাবলম্বী বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ অর্থ ব্যয়ে সাধারণের জন্য এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ ক

করিতে নিষেধ করেন। প্রায় পঞ্চাশিক লোকে মন্দির ঘেরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিরূপে প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা দেখিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কাহাকেও মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি একাকী মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরে যে সকল লোক ছিল, তাহারা দ্বারের নিকট কর্ণ পাতিয়া রহিল। ভিতরে কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু কিছুই জানিতে পারিল না। পুরোহিত মহাশয় ভিতরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি একাকী ভিতরে কি করিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি বাহির হইয়া আসিলে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ভিতরে কি হইল? তিনি বলিলেন, ভিতরে কিছুই হয় নাই। তিনি একাকী ভিতরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভিতরে কি হইবে

চেষ্টায় নিরস্ত হইল না। বা প্রাণী তাহাদের হস্তে জীবনলীলা শেষ করিল। আমরা পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনার ভয়ানকতা দর্শনে স্তম্ভিত হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহাদিগের মধ্যে সমুদয় সাহায্যই বিফলরূপে আসিয়াছে। আমাদিগের চিকিৎসা হাসপিয়ে হাঁসপাতালে হইতেছে।

সম্প্রতিমাত্র লেফ্‌টেনেণ্ট গর্ডন উক্ত বাহুকণ্টকীদিগকে ধৃত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অপরাপর গ্রামের অধিবাসিগণও এই কার্য্যে তৎপর হইয়াছে। তাহা হইলে তাহারা একপ্রকার নিরাপদ হইয়া বিস্তর দিন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

পুলিস কমিশনর সাহেব দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তদন্তের ভার লইয়াছেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ঐ সকল বাহুকণ্টকী ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। আশা করি মহাশয় এবিষয়ের সংবাদ লিখিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।

আদেশ লিপির প্রকৃত অর্থ।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না এই কথাটি ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের ভিত্তি স্বরূপ বলিলে বলা যাইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি আপনার একটি বিবাহ অন্য বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ইহা প্রচার করিবার জন্য একখানি পুস্তক লিখিয়া ছাপাইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন হয়। তিনি ঐ পুস্তক প্রচার করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইলে তিনি ঐ পুস্তক প্রচার করিতে পারিতেন, এমন নহে

ফেরতলা।

এই চেলাঃ " কেই কোলেন " এগুলো নিমিত্ত [illegible] কয়টি কন্যাপিশাচ কেমন বালেশ্বরে [illegible] এই বেলেনটী খুলা হইতে পুরী পর্য্যন্ত হইবার জন্য চলিতেছে। তাহা হইলে সকলে অনায়াসে গঙ্গা হইতে পুরী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী লর্ড হার্টিংটন এ বিষয়ে অনুকূলমত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ মনস্থ আর্য্য এ বেলার যে কি উপকার সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে সকলের পরিষ্কার মত দেখা যায়।

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন জগন্নাথের দোকান [illegible] অনেকে খুলা প্রসাদাদি [illegible] হইবে না, বরং উহা ইণ্ডিয়াবাসিদের [illegible] হইয়া পড়িবে। যদি বাস্তবিক [illegible] হইলে উহার চলিলে যে সুবিধা হইবে তাহা কোনক্রমে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। এ বেলায় [illegible] কোন্ কোন্ কথা বলা হইয়াছে আমরা [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তারীর বিষয় সাধারণ [illegible] করিতে পারিলে ভাল হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটদিগের কথায় [illegible] করেন, তাহা হইলে পণ্ডাদিগের অনেক সময়ে ছল উপস্থিত হইবে। যাত্রা এ বেলায় [illegible] চলিবে।

অনেক দুঃখী জাবনধারিদের ছোট ছোট টাকা [illegible] অকারণে যাত্রা করিবেন।

আমরা চলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শাহেবের উদ্যুক্ত [illegible] সাধারণ বীরভূমে বদলী হইয়া গিয়াছেন। তাঁর একজন বদলী ও উপযুক্ত লিয়াবপতি পাইলেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বসন্ত ও জলবিয়া রোগে নন্দিগ্রামের বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

রাজা শ্যামানন্দ দেব বাহাদুরের অধিকারিবে যে অংশে কোর্ট কেমন সাজাতে রাজা তিনি বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দিবেন ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছেন। শুনিলাম এ দোহার অন্যান্য অধিকারিগণকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব রাজা বাহাদুরের নামে স্ব স্ব অংশের খেয়াঘাট ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। যদি কোন্ খেয়াঘাটে ৭ বৎসরের অধিক উপরে হইয়া থাকে তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব মাতা-দিগের অনুরোধকে আমরা অবশ্য প্রশংসা করিতাম।

১২ ই ফেব্রুয়ারি বালেশ্বর সহরে একজন মহারাষ্ট্র যুবতী স্ত্রী গলদেশে রজ্জু দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি আমাদের এ অঞ্চলে উত্তরোত্তর লোকসংখ্যা প্রবল করা হইয়াছে। কেবল বালেশ্বরে (পোল আতীর) একটী লোক তার প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সাঁথিপুর।

সবডিভিসন রাণাঘাটের অন্তর্গত সমবায় গ্রাম ও উপনগরের জনসংখ্যা গণনা কার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের মাননীয় সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামচরণ বসু মহাশয়ের ঐ কার্য্যের অত্যাশ্চর্য্যরূপ পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত নিকট করিয়াছেন এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারি উপযোগ্যরূপ জনসংখ্যা গ্রহণ করাতে কুত্রাপি কোন প্রকার অসন্তোষ হয় নাই।

সেদিন এখানকার অনারেবল কমীশনার বাবু রামরতন রায়ের বাসায় গমন করেন, ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের মহাশয়ের সাহায্যার্থ একটী বিশেষ সভা হইবে। ঐ সভায় আমরা কয়েকটি কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, কুষ্ণনগরের উকীল বাবু আনন্দচন্দ্র রায় উক্ত সভায় বক্তৃতা করিয়া সভার উদ্দেশ্য উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন, তদ্ভিন্নকল সভায় প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক যার যে সাধ্য ও সাধ্যানুরূপ চাঁদা বহিতে স্বাক্ষর করিয়া সভাকার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় কুমারিয়া ভদ্রলোকের মধ্যে ১।৩ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে চাঁদা সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সম্প্রতি একজন সাহেব এখানকার মিউনিসিপালিটী আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন হইতে মিউনিসিপাল তহবীলে একত্র টাকার টানা টানি, তাহার উপর আবার এত অপব্যয়, এমন অবস্থায় কুষ্ঠের বাপের শ্রাদ্ধে প্রকার শোণিত শোষক টাক্সের টাকা বাহির করা নিতান্ত অনুচিত ও বিপক্ষ যুক্তির অনুমোদিত।

ইং পুরে দিনকতক ঘোড়ার গাড়ী ও গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগকে রাত্রিতে গাড়ী চালাইতে হইলে অবশ্যপ্রয়োজন আলো ব্যবহার করিতে হইবে, এক্ষণে স্থানীয় পুলিসের কোন কোন পদাতিকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিথিলতা-দোষে-আলো ব্যবহার প্রথাটী ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। আমরা আশা করি, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ তীব্রতর দৃষ্টি রাখিবেন।

এখানে কোন রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিধবা দুহিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এ সংবাদটী এই সোমপ্রকাশ ও নববিভাকর পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে নানা স্থানের পাত্রেরা হিতকরী সভার সম্পাদককে পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ পাত্রই পাত্রীর অমনোনীত হওয়াতে পত্রোত্তর দেওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য যে পাত্রী মনোনীত হইলে তাঁহারই পত্রের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইবে, অতএব পত্র প্রেরক মহাশয়েরা ঐ অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জলতরঙ্গ হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, ফেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবারে প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৵ আনা; ৵০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, মনুসংহিতা, যোগতত্ত্ব, হংসপ্রয়াগ, পদ্য এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যনির্ব্বাহকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লপাকী, সূতিকারোগী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা দোষ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস ৩৪ মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এ স্থলে সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই প্রসিদ্ধ বহুব্যয়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র পূয়মেহ এবং তৎসংক্রান্ত অন্য প্রদাহ কালীন অন্যান্য, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় বাহ্য নির্গমন এবং প্রস্রাব সাহা খড়ির মাটি গোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, কীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা বর্ণনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক শিশির মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

স্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেরুদণ্ডগত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত বক্তৃৎ, প্লীহা ও লোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

উক্ত ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাহ্য-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বাহ্য, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, জ্বরের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, খঞ্জত্ব নূতন ও পুরাতন বক্তমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ শিশির মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এল এম এস

" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং ব্রজেশ্বরনাথ দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সমর ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭৯ নং বাটী।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত-তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গাক্ষরে সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাকমাশুল ২।০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭।০ টাকা, গদাযুদ্ধ সমুদ্র-সটীক ৩।০, পদ্য পুরাণ ১২ শ পর্ব্ব ৪।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।০, গোপালচম্পূ ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১, টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণযন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা

ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ কফাঞ্জন ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

মাথা, সর্ব্বাঙ্গ, গাঁটগুলা ও বেদনা, অল্প চক্ষুকাণ ও শরীরের সমস্তপ্রকার বেদনা যে কারণ বশত হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষত প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনরায় ঘনিষ্ট ও দৃঢ় করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা মাদক অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহারা কখন গরমী, বাত, বাদী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (রোকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৪ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনস হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তমূল, দন্ত আঠিল, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও কষ পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রী কৈলাসচন্দ্র সেন ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

বস্ত্রব্রাদর্স।

কলিকাতা হইতে মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের

দ্রব্যাদি সরবরাহকারক।

আপীস— ১৮ নং বাটী, কৃষ্ণসিংহের লেন।

সিমুলিয়া কলিকাতা।

কলিকাতার বাজারদরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়। দ্রব্যাদির নমুনা কিম্বা বাজার দর জানিতে ইচ্ছা করিলে ডাক ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার ভার লওয়া যাইবে না। কলিকাতায় যাহা কিছু প্রাপ্য সমস্তই আমরা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছি, অন্যূন এক টাকা মূল্যের দ্রব্যাদির খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে; নগদ মূল্যে খরিদ করিলে দ্রব্যাদি সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়। দ্রব্যাদির যথার্থ খরিদ মূল্যের উপর নিম্নলিখিত হারে আমরা কেবল কমিশন মাত্র লইয়া থাকি।

১ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত টাকা প্রতি ১০ আনা।
১০ ১০০ ১৫ ১০ ছয় আনা।
১০০ ৫০০ ১০ এক পয়সা।

৫০০ টাকার উপর হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে। দ্রব্যাদি পাঠাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না; পাঠাইবার পূর্ব্বে ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাক করিয়া পাঠান যাইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয় ও মহোদয়াগণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

তজুলা রিডিং রুমের সেক্রেটারি—তজুলা ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ সিংহ—চট্টগ্রাম ১৲
" " রামকিশোর সেনগুপ্ত—শ্রীরামপুর ১৲
কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর তরফবেলপুর ১৲
* বিহারিলাল পাণ্ডবি—বৈরাটি ৲
* হরিনাথ চক্রবর্ত্তী—মহিষাদল ৭৷০
* অঘোরচন্দ্র রায়—মাঙ্গলপঞ্জ ৭
* সিদ্ধেশ্বর কুমার—সীতামারি ৭
* গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চালতাবাড়িয়া গ্রাম
* অবিনাশচন্দ্র মিত্র— শ্রীরামপুর
* সুরেশনাথ রায়—রঙ্গপুর
গুরুচাঁদরা সরকার—পরগণাদার

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম:

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্বপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতায় দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, ড্রাফ্ট, বন্ধকী চিঠি, অনি অর্ডর, টাকার অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ধ আনার অধিক মূল্যের ষ্টাম্প প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ ছয় আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কলক্রম বাটীতে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। প্রবর্ত্তয়া প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ॥ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ২ রা চৈত্র। ইং ১৮৮১। ১৪ ই মার্চ্চ। অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রক্রিয়াদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কার্য্যালয়—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৯ নং ভারতবর্ষীয় চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেসে ৬৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, মেডিকেল কলেজ পাইবেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীজয়দাস চট্টোপাধ্যায়।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার রোগাক্রান্তদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল অধ্যাপকদিগকে এবং অন্যান্য রাজা প্রভৃতি বড় বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল সময় ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে নীত ঔষধাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া অন্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুখিনী হই কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৫ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অমৃতিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উদরাময়, মূর্চ্ছা, বায়ু, জ্বর, ভগ্ন পদাধিকম্প, কম্পবিকার, মানসিক বিকার, বাধিরতা শিরঃপীড়া প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বায়ুরোগ আশু দূর হইয়া নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য উঃ মাঃ ১ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল

এবং

ধাম ভেল্কি।

ইহাতে ভৌতিক চমকী অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কৌতুক দর্শন আর সমস্তরজনীর আমোদজনক ঐতিহাসিক নাটক দ্বারা মানবগণের চিত্ত চমৎকৃত হইবে সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অতি সহজ উপায়েই করিতে পারা যায়। অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিক্রীড়া দ্রব বস্তু দ্বারা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কৌতুক দেখান ও বহুবিধ নাচ, বাদ্যিকরণ ইত্যাদি নানাবিধ চুরুক ও কোন কোন স্থলে মানবগণের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া কলিকার মহাশয় এবং এতৎ সম্বন্ধীয় অনেকটী ধনিষ্ঠ পরিচয় দিবে ইহাতে বিশেষ রূপে প্রকটিত হইবে ইতি।—

প্রথমিক পাঠকের মনে ধাঁধা দিবার বা ইহার মর্ম্মার্থ প্রবেশ করিবার প্রণালী। একটী অঙ্কের আটটি মূর্ত্তিকাকে যোগফল করত এক পটিকার মধ্যে যত সংখ্যক ভিন্ন প্রকার আর যোগান যায় যে কোন গুণকের টীক হউক না কেন, উহা মূর্ত্তিকাকে যোগফল মাত্রেই গাছ মূর্ত্তিকে হইয়া ফল ধারণ করিবে, পাঠ মধ্যে ক্রমিক সপ্ত যোগান যাইবে সমিতি পরিপূর্ণ হইবার পর এতদ্বিষয় সাধন প্রণালী সংক্ষিপ্ত ভাবে অবাধ্যতা ব্যাপারে ব্যবহার করিবার প্রণালী ইহাতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

যথা—অঙ্কপাত করুন, ইহাদের মধ্যে যে মূল্য ধারণ, সে মহাশয়ের নাম গুপ্ত থাকুন, কিম্বা কমলযোনি পেতামহি ইহার নাম উচ্চারণ এবধিত যাবতীয় গুপ্ত পক্ষে, তাহা করত প্রথমিক কথা ধারণ করিবার প্রণালী এবং, পাঠকের ইচ্ছানুসারে বা ইচ্ছিত ধারণের প্রক্রিয়ার ৫ টী অঙ্ক হইতে পাঠীর নাম দিয়া বর্ণিত করুন, কমযোগনিষ্ঠিত ইহা দর্শন বা পাঠক কোন স্থান মনোনীত পাঠার্থ আছে তাহাকে বলুন যে, তিনি ঐ পাঠটি ৩ বার উচ্চারণ করুন, কিম্বা নাম যোগফল সমান্বিত অঙ্কের অনুরূপ অর্থাৎ ৯ সংখ্যা হইলে ৯ বার উচ্চারণ, ৭সংখ্যা হইলে ৭ বার উচ্চারণ, ৩ঙ্ক বিনা দর্শন, ঐই কয়টির শ্রেণিবদ্ধ পরিচয় ও মূল্যাদি বা মূল্যবান, মূর্ত্তিকাদির কোনরূপ আকার আত্মা আমদন করত ধারণের অনুষ্ঠানাদি করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করা

পাড়িয়া যায়। নদী কিম্বা গঙ্গার উপর দিয়া ষ্টীমার যাইবার সময় প্রকাণ্ড ঢেউ উঠে, নৌকা চালক, সর্দ্দার, কুকুর প্রভৃতি কাপ্তেন, সিপ্ সাক্সন অর্থাৎ বিদেশীয় নাবিক প্রভৃতি যাহারা ষ্টীমারে আছে তাহারা বলিয়া বোধ হইবে, তৎসমুদয় ইহাতে বিশেষরূপে প্রকটিত হইবে। অনন্তর এমন কোন কার্য্যই নাই যে ইহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা যে কেবল আমাদের বাঙ্গালাতে ঘটে এমন নয়, ইঙ্গলণ্ড সদৃশ প্রদেশেও এরূপ নিকৃষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে। এই সকল কারণে ইহা সকল কার্য্যেরই দোষ দিতেছে, তখন নব্য সম্প্রদায়ী মহাশয়দিগের নিকট আমার এই আবেদন যে আমাদের এই অসম্পূর্ণতার কারণগুলি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তাহা করিলে এই সব কথা অনেক বোধ করেন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, কেবল আপনাদিগেরই অপরাধে বাঙ্গালা দেশ এখনও নিস্তেজ ও উদ্যমের দশায় রহিয়াছে।

এই ইঞ্জিনাল শাস্ত্রখানির বিষয় দেবাদিদেব মহাদেবের পার্ব্বতীকে বিশেষরূপে কহিয়াছিলেন, অতএব ইহা কখন অনাদৃত হইবার নহে।

অতএব নব্য মানী সদ্গুণী মহাশয়গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, অন্তত পুস্তক পক্ষে মধ্যেই একখানি করিয়া গ্রহণ করিবেন।

এই শতত ইঞ্জিনাল শাস্ত্রখানি ছোকরাদের হইতে ক্রয় করিয়া অনেকগুলি ভাল মহাত্মাগণের নিকটে বহুল অন্বেষণ ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এতদ্বিষয়ে যদ্যপি কেহ কোনরূপ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের কার্য্যালয়ে আসিলে সমস্ত প্রকার ফি ফাঁক হইতে পারিবেন।

নিবেদন।

আমার বার্ষিক ডাক মাশুল সমেত ১৸৵০ এক টাকা চৌদ্দ আনা, ষাণ্মাসিক ৸৵০ আনা। মাসিক ১৷৵ আড়াই আনা। অতএব যাঁহারা ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা এই নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইবেন, এবং পত্রাদি পাঠাইতে হইলে কিম্বা মূল্য পাঠাইতে হইলে মণিঅর্ডার বা অন্ধ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠাইবেন। ইনসিনিরেন্ট গৃহীত হইবে না।

কার্য্যালয় কলিকাতা—প্রকাশক শ্রীশশীভূষণ ঘোষ
ঠাকুরদাস পালিতের লেন ২৮ নং ভবন

ঊদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত-কথা।

ইহা অতি উৎকৃষ্ট সরল গৌড়ীয় সাধুভাষায় বা নভেলাকারে মিষ্টীল অব বি কোর্ট অব লণ্ডন হইতে অবলম্বনে রচিত। ইহার কমপ্লিট সেট দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷৵ এক টাকা আট আনা মাত্র। মাশুল ।৵ চারি আনা, প্রতিখণ্ড হইলে ১৵ একমার মূল্য ।৵ চারি আনা মাত্র। পাঠকগণ কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

এজেণ্ট আর, এল, ঘোষ,
কলিকাতা হইতে টালা নং ২ আসিস।

প্রেরিতপত্র।

টুঁচুড়া রিডিংরুম।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

আপনার সোমপ্রকাশ টুঁচুড়া রিডিংরুমে আসিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশে যাকা-শিত হইলে রুমের ডিরেক্টরেরা আমাদের মনোগত ভাব ও প্রার্থনা শুনিতে পাইবেন ভাবিয়া আমার পত্রখানি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার সোমপ্রকাশের এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

আপনি জানেন যে কার্য্য সৌকর্য্যার্থ সমস্ত ইউইণ্ডিয়া রেলওয়ে ৫ টী ডিষ্ট্রীক্টে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক্টে এক একজন ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস আছে এবং প্রত্যেক আফিসেই কতকগুলি করিয়া বাঙ্গালি কেরাণী আছে। টুঁচুড়া সেইরূপ একটী ডিষ্ট্রীক্ট, ইহার অধীনে ভাউপুর হইতে দিল্লী ও টুঁচুড়া হইতে বোম্বাই প্রায় ৩০০ মাইল পথ ও তার টী ষ্টেষন। এই সমস্ত ষ্টেষনে বাঙ্গালি কর্ম্মচারির সংখ্যা অনুন ২০০ হইবে। প্রতি ষ্টেষনে ৩। ৪ বা ততোধিক কর্ম্মচারী অবস্থিতি করে। জন্মভূমি হইতে প্রায় শত যোজন দূরে প্রান্তর মধ্যে বা অপরিচিত স্থানে ভিন্ন প্রকৃতি জনগণের মধ্যে অবস্থিত হইয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা যাঁহারা একবার ভুক্তভোগী হইয়া না দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ষ্টেষন সমূহের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিদিগের প্রায় অধিকাংশই যুবক। এরূপ অবস্থায় সমাজ শাসনের বহির্ভূত থাকিয়া ও জ্ঞানার্জ্জনে বঞ্চিত হইয়া ইহারা যে কুমার্গে বিচরণ করিবে ইহা বিচিত্র নহে। এই অশুভ নিরাকরণের জন্য টুঁচুড়ার কতিপয় মহোদয় একত্র হইয়া প্রায় ১০ বৎসর হইল একটী রিডিংরুম স্থাপন করেন। হিতৈষণা প্রণোদিত নবোৎসাহী মেম্বরগণ প্রথমে অতি সুন্দররূপে এই রুমের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাঠকগণের নিয়মিত মাসিক দান হইতে ইংরাজি ও বঙ্গীয় প্রায় ৫০০ খণ্ডেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গালির স্বাভাবিক নিরুৎসাহতার কে কত দিন দমন করিয়া রাখিবে? কালে সেই উৎসাহ, সেই পরহিতেচ্ছা, সেই একতা আকাশ-কুসুম হইল। রুমটী এখন অতি মন্দ অবস্থায় চলিতেছে। নিজ টুঁচুড়া ব্যতীত অন্য ষ্টেষনের লোকদিগকে আর পুস্তক বা পত্রিকা দেওয়া হয় না, সুতরাং রুমের অর্থাগমের ও কার্য্যের পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কয়েকখানি সংবাদ পত্র গ্রহণ এবং টুঁচুড়ার কতিপয় ব্যক্তি ভুক্ত তাহা পাঠ ভিন্ন রুমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যখন এতগুলি বাঙ্গালি এ ডিষ্ট্রীক্টে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের উন্নতি ও মঙ্গল চেষ্টা করা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন যুক্তির আবশ্যক করে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, রুমের কর্ম্মচারিগণের মনে এ বিষয় একবারও উদিত হয় না, বিশেষতঃ টুঁচুড়া ভিন্ন অন্য ষ্টেষনের কর্ম্মচারিদিগের প্রতি ত এ বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। অপর ষ্টেষনের লোকেরা যে কেবল মাসে নিয়মিত মাসিক দানে সমস্ত এমন নহে, তাঁহাদিগকে পুস্তক বা পত্রিকা দেওয়াতে যদি কোনরূপে কোন পুস্তক বা পত্রিকা নষ্ট হয় তাঁহারা সে ক্ষতিপূরণে স্বীকৃত আছেন ইহা জানিয়াও বোধ যে রুমের কার্য্যকারকগণ তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া রুমের উন্নতি সাধন না করেন তাহা বলিতে পারি না।

উপসংহারকালে মহাশয়ের নিকট এই সবিনয় নিবেদন যে আপনি হিতপূর্ণ উপদেশ দ্বারা রুমের কার্য্যনির্ব্বাহকগণের পরহিতৈষিতায় ও কর্ত্তব্য সাধন-প্রবৃত্তি যদি উত্তেজিত করিয়া দেন তাহা হইলে এখানকার বাঙ্গালি সাধারণের অশেষ উপকার সাধন করেন।

শ্রী:—

গোরাদিগের অত্যাচার কি নিবারিত হইবে না?

মানুষের অদৃষ্ট দুই প্রকার। এক পাতা চাপা কপাল আর এক পাথর চাপা কপাল; পাতা চাপা কপাল যাহাদের, পাতা উড়িলেই তাহাদিগের কপাল বাহির হইয়া পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যলক্ষ্মীও ফিরিয়া চান। দেশীয়দিগের পাথর চাপা

কপাল, তাহাদিগের সে স্বত্ত্ব, যাহাতে অধিকন্তু দুর্ভাগ্যেরও তাহা জানিবার নহে। যে স্থানে আছে, জীবিতকাল সেই স্থানেই থাকিবে, তাহার আর কিছু পরিবর্ত্ত হইবে না। অদৃষ্টবাদী লোকই কপালে অধিকাংশ, সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অদৃষ্ট ফিরিবে, ভাগ্যলক্ষ্মী আবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন তাহারা এই আশায় বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহারা যদি তাহাদিগের পশম ছাড়া কপালের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যেমন ভাবী মঙ্গলের আশা পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ হতাশান্ধকারে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ দেশীয়েরা যদি ইংরাজদিগের সুবিচারের আশায় বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে ঘোর হতাশায় ডুবিয়া যে কে কোথায় যায়, তাহার আর অনুসন্ধি পাওয়া যায় না। হাহাকার ঘোর, শোক, করতাল ও অন্যান্য অত্যাচারের জন্য তাহারা একবারে উদাসীনের ন্যায়, ইংরাজের নিকট লাঞ্ছিত, তাহারা পেটের অন্ন ও পরিধানের বস্ত্রের জন্য সওদাগরের ও গবর্ণমেণ্টের আপীসে কয়েকটী আপীসীদিগের নামে দিবা রাত্রি খাটিতেছে, তাহারা তাহাদের ইংরাজিপড়া মন উঠে না শুনিয়া নানা প্রকার ধাপ্পা দেখাইয়া কাহারো কাহারো আত্মীয়ের মানসিক এই উচ্চবৃত্তির সৌপানে আরোহণ করিতেছে, ইহার উপর বিদেশ অমণের একটু ক্রটী হইলে তাহাদিগের আর উপায় থাকে না। তাহারা স্বয়ং তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া, কাহার হত্ত ধুলা দাসা অথবা লাথি চড় খাইল, তিনি সহ্য করিলেন, কিনি শ্যামলাইলেন, আর কিনি তাহা না পারিলেন তাঁহাকে তাহাদের নিকটবর্ত্তী করিতে চলিল।

আমরা উহার আরো বৃদ্ধি করিতে পার্লামেণ্টের বিষয় নির্ব্বাচনদিগের উপর এই, চারিজন বিদ্বান ও ধর্ম্ম সাহেবদিগের দ্বারা ভারতের প্রায় ৫ কর ক্যাপিটেটিস, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পেরিয়ান উচ্চপদস্থ সাহেবরা এ পর্য্যন্ত সে ভার যেমন কিছু করিয়া দিয়াছে, মুর সৈনা ও ধার দোরাত্মদিগের তেমনি উপর বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন দেশীয়দিগের প্রাণ যাইয়া মুক্তার পরিবর্ত্তে ঘটনাক্রমে মুক্তা হইতেছে। পাছেনা দেশিয়েরা এখন হত কিছু ঘটনাক্রমে মুক্তা তাহা দেশীয়দিগেরই হইয়া থাকে। মুর্খ ও নীচ ইউরোপীয়েরা দেশীয়দিগের জীবন শুক পক্ষীর প্রাণের ন্যায় বিবেচনা করে, এই জন্যই বন্দুক পরিষ্কার করিবার সময় লক্ষ্য থাকে না। আমার ইঁহারা যখন পরিভ্রমণে বাহির হন, তখন যথার্থ সিভিল সিংহ এই নামের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা অকস্মাৎ গাত্র হইয়া দেশীয়দিগের প্রতি যখন যে হুকুম করেন, তাহা তামিল করিতে অণুমাত্র বিলম্ব হইলে সময়ে সময়ে তাঁহারা তাহাদিগকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করেন যে, তাহাতেই হয়ত অনেককে জীবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। অধিক কথা কি, পুলিস শান্তিরক্ষার জন্য নিযোজিত, তাঁহাদিগের পদার এই সকল মহাত্মার হস্তে সময়ে সময়ে যেরূপ দুর্দশা হয় তাহা শুনিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন আর দরিদ্র ও নিরীহ লোকদিগের কথা কি? পুলিসের উপর যখন ইঁহারা এত অত্যাচার করে, তখন ইঁহারা দেশীয়দিগের উপর যে আরও ভয়ানক অত্যাচার করিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নহে। গবর্ণমেণ্ট দোরাত্মদিগের কুর অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়াতেই দৈনন্দিন যে তাহাদিগের দোষের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা অনেক সময়ে কলিকাতার রাস্তাঘাটের প্রস্তরি আনে দেখিতে পাই, এই শ্রেণীস্থ পুরুষেরা এমন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে যে, দেশী কনষ্টেবল দূরে থাকুক ইউরোপীয় কনষ্টেবল ও সার্জ্জন প্রভৃতি ইহাদিগের নিকটে যাইতে পারে না। সুতরাং মুখের লাগাম দিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, ইহাদিগের দ্বারা যে তাহা সংঘটিত হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, নিষ্ঠুর দোরাত্ম দেশীয়দিগকে নিজের পাইলে তাহাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া তামাসা দেখিয়া থাকে, আমরা কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে একবার কোথায় যাইতে যাইতে দেখিয়াছিলাম, কয়েকজন দোরা একত্র হইয়া রাইতে যাইতে ৬টী বালককে ধৃত করিয়া তাহাদিগের একজনের হস্তে প্রহার করিতে দেয়, আর একজন অপর বালকের মুখে থুথু দেয়, কিয়ৎক্ষণ পরে আবার তাহারা পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া একদল আগন্তুক যুবকের মাথের উপর দিয়া চলিয়া যায়। পাঠকদিগকে আর জানাইলে তাহারা আমাদিগকে উপেক্ষা করে সকল কারণে ইহারা প্রশ্রয় পাইয়া এখন গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছে। কলিকাতার পুলিস ইউরোপীয়, ইউরেসিয়ান ও ইষ্টইণ্ডীয় ভিন্ন জাতীয় খোরা ও কেরার সৈন্যের অত্যাচারে বাস্তবিক দেশীয়দিগের নিস্তার আর নাই। আমরা মফস্বলের হাকিমদিগের অপেক্ষা কলিকাতার পুলিস ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া থাকি। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র আইন করা উচিত, যদিও নিরীহ দেশীয়দিগের সামান্য অর্থদণ্ড অথবা কারাদণ্ডে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করে। ইহাদিগের সেরূপে হইবে না, ইহাদিগের পক্ষে কিছু গুরুদণ্ড বিধান করা আবশ্যক। অন্যথা বানরের প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় ফল ফলিবে। আমরা একটী গল্প শুনিয়াছিলাম এক রাজা একটী বানর পুষিয়াছিলেন। বানর নিদ্রা যাইলে রাজাকে একটী করিয়া মোহর দিত। রাজা মোহর লইয়া তাহাকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া উপাদেয় প্রহার করিতেন। বানর মার খাইয়া সভার এক প্রান্তে গিয়া বসিত। একদা মন্ত্রী এইরূপ দেখিয়া রাজাকে তাহার এই অবিচারের কথা বলেন, তখন তিনি মন্ত্রীকে দেখাইবার জন্য, পরদিন বানর মোহর লইয়া আসিলে তাহাকে কিছুই বলিলেন না, তৎপর দিন আবার সে সেই প্রকার মোহর দিয়া ক্রমে সকাল দুইটে অবধি হইতে লাগিল, একণে দুই চারি দিন পরে একদিন সে রাজার স্কন্ধে আরোহণ করিল, তখন রাজা মস্তক হইতে ঐ বলিয়া দেখাইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তখন বানরও পূর্ব্বের ন্যায় সভার প্রান্তভাগে গিয়া বসিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ ইংরাজদিগকে প্রশ্রয় দিয়া এরূপ বাড়াইয়াছেন যে, অবশেষে ইহাদিগের প্রতি শক্তহস্ত হইলে হয়ত না করিলে ইহারা ক্রমে ঘাড়ে চেপিয়া বসিবে। ইহাদিগের অত্যাচারে যে নিরীহ দেশীয়দিগের নিস্তার কথা অসম্ভব, পাঠক নিম্ন লিখিত ঘটনা দ্বারা তাহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে কলিকাতায় গঙ্গার ধারের হেটীতে একজন দেশীয় পাচকওয়ালা সাহেব দিগের। উমাস গাইন, জেমিসন, উইলসন এবং উইলিয়ম শিপারসন এডিন্বরো জাহাজ হইতে সেই হেটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা তিন জনেই জাহাজ মাঝি। একজন নিজ জাহাজ পাচকওয়ালাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহাকে উত্তর অসম্ভব, দোরাত্মদিগের মধ্যে একজন তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, তাহাতে সম্মত হইল না। ইতোমধ্যে একজন দুরবিল এখন আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় একটী লোহার বেঞ্চ ও দুটী কাঠের বিছানা লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। নিকটস্থ পাচকওয়ালা তাহাতে বাধা দিল। তাহাদের ২ জনে প্রহার সহ্য করিতে লাগিল। প্রথম আঘাতেই পাচকের চৈতন্য লোপ হয়, একজন ইংরাজ নাবিক তাহার বক্ষের উপর উপবেশন করিয়া তাহার গলার নলীর নিকট একস্থান কাটিয়া দিয়া অবিলম্বে ডিঙ্গিতে চড়িয়া জাহাজে পৌঁছিল তাহার পর আর দুইজন পাচকওয়ালা আসিয়া তাহাকে চাঁদপালঘাটে পাঠাইয়া দেয়। যদিও সে গুরুতর আঘাত না পাইত তবে পাচকওয়ালাকে এই তিন জন সেরাঙ্গদিগের কলাগে দোলায় পায়ে পথ অনুসরণ করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই

বিচারে ইংরাজদের একজন নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে, অপর দুই জনের ৬ মাস মাত্র করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, এই কি হত্যা করিতে উদ্যত ব্যক্তির উপযুক্ত দণ্ড? এদেশ কি তাহারা দণ্ড বলিয়া গ্রাহ্য করে? এই সকল কারণে ইহারা প্রোৎসাহিত হইয়া এরূপ নিত্য যে কোথায় কত অত্যাচার করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহারা মধ্যে মধ্যে গুলের মাঠে গিয়ে, চুপুরে সন্ধ্যায় ডাকাতি করিয়া লোকের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লয়। পুলিস তাহাদিগের নিকটেও যাইতে পারেন না। তাঁহারা কেবল দেশীয়দিগকে মিথ্যা চোর বানাইয়া ও তাহাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা সাজাইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বাহবা লইয়া থাকেন। এখন হয়ত, গবর্ণমেণ্টের এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য; অন্যথা, সুবিচারের আশায় যদি দেশীয়েরা বঞ্চিত হইয়া উত্তরোত্তর এই সকল পৌরাণ নিয়ের হস্তে নিহত হয়, তবে [illegible] লোক মিলা ভার হইবে। প্রঃ—

সোমপ্রকাশ

২ রা চৈত্র সোমবার।

ইংরেজীর রাজনীতির মর্ম্ম।

কোন্ মানুষের মনে কি আছে, কাহার মন কখন কোন স্থান হইতে কোথায় যায়, কখন কি চিন্তা করে; ইহা বরং বুঝা যায়; কোন বর্ষের কোন্ মাসে কোন্ তিথি কয় হইবে, তাহার বরং গণনা করিতে পারা [illegible] আকাশের কোন স্থানে কোন্ লোক ও কোন্ লোকে কোন্ জাতের বাস আছে, তাহা বরং বলিতে পারা যায়; কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতির মহিমা বুঝিতে ও তাহার বর্ণন করিতে পারা যায় না। উহা যে কখন কি রূপ ধারণ করে, তাহার নিশ্চয় কথা মনুষ্যের সাধ্য নয়, তবে দেবতারা যদি কিছু বলিতে পারেন, বলিতে পারি না। উহার কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই; কোন প্রকার আকারও নাই, উহা কোন রূপেও নির্দ্দেশ নয়। রাজনীতিজ্ঞদের স্বার্থপরতা, কূট ও চাতুর্য্যের সাহায্যে উহার অভিনয় হইয়া থাকে। স্বার্থপরতার রূপ একটিমাত্র নয়; উহা কখন সাধুর মনে কখন পাপীর মনে, কখন বা বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বব্যাপী হয়। আমরা এক আখ্যানচ্ছলে লইয়া উহাকে শত শত রূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছি। আমরা কোন্ সময়ে কোন্ রূপে উহার বিকাশ দর্শন করিয়াছি, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে। সম্প্রতি যে দুটী অপরূপ রূপ দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, অগ্রে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম, বোধ হয়, পাঠকের স্মরণ আছে, গত সপ্তাহে রিউটর প্রচার করিয়াছিলেন, মার্চ্চ মাসের শেষে কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে। আবার সেই রিউটর এ সপ্তাহে সমাচার দিতেছেন, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে কি না, লার্ড সভায় লার্ড লিটন এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সভ্যগণের মত গ্রহণ করা হয়। ১২৭ জন পরিত্যাগ বিষয়ে অমত করিয়াছেন, আর ৭৮ জন মাত্র পরিত্যাগের মত দিয়াছেন

পালিয়ামেণ্ট সভায় কার্য্য সচরাচর যেরূপে হইয়া থাকে, যদি সেইরূপ হয়, অর্থাৎ বহুসংখ্যক সভ্যের মতে কার্য্য হয়, তাহা হইলে কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইতেছে না। তাহা হইলে লার্ড লিটন ও তাঁহার মন্ত্রিগণেরই জয় হইল। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভারই পরাজয় হইল। মন্ত্রিগণের জয় পরাজয়ে সাধারণের কিছু আইসে যায় না। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে, এখন যদি তাহা পরিত্যাগ করা না হয়, ইংরাজ জাতির বাক্যের উপরে সাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াতে ইংরাজ জাতির গৌরব লোপ হইবে কি না? সাধারণে কি এ কথা বুঝিবেন যে অধিক সভ্যের মতে কার্য্য হইতেছে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? তাঁহাদের অপরাধ কি? সাধারণে এই জানেন, যখন যে গবর্ণমেণ্ট পদস্থ থাকেন, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞানুসারেই সমুদায় কার্য্য হইয়া থাকে। তাঁহাদের কৃত অঙ্গীকার কখন ব্যর্থ হয় না; আজ সে প্রতিজ্ঞার যদি ভঙ্গ হইল, তবে কাহার কথায় লোকের বিশ্বাস ও আস্থা হইবে? পদস্থ গবর্ণমেণ্ট কি ইংরাজ জাতির সমষ্টি নন? গবর্ণমেণ্ট যে কাজ করেন, তাহাই কি ইংরাজ জাতির কৃত বলিয়া প্রমাণিত হয় না? এরূপ স্থানে গবর্ণমেণ্টের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে কি ইংরাজ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষ ঘটিতেছে না?

যাহা হউক, বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হউক কি না, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া লার্ড সভায় যেমন মতামত গ্রহণ করা হইল এবং কমন্স সভায় ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া মতামত গ্রহণ করিবার যেমন চেষ্টা হইতেছে, কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কাবুল যুদ্ধ করা উচিত কি না? আমীর সিরাজ আলির বাস্তবিক দোষ আছে কি না? তিনি যে ইংরাজদিগের উপর চটিয়াছেন, বাস্তবিক চটিবার কারণ আছে কি না? রুস বাস্তবিক ভারতবর্ষ আক্রমণার্থী কি না? রুস গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষ আক্রমণে অভিলাষী হইয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন কি না? এ সকল প্রশ্ন ও প্রস্তাব লার্ড সভায় বা কমন্স সভায় উপস্থিত করিয়া মতামত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিবারণের চেষ্টা ত কৈ হয় নাই? অন্যায় করিয়া যে কাবুল যুদ্ধ আরম্ভ করা হইয়াছে, অনেকে তৎকালে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে করিয়াছিলেন। অধিক কথা কি, লার্ড লিটনকে পদচ্যুত করিবারও কথা উঠিয়াছিল। কাবুল যুদ্ধ প্রসঙ্গ লইয়া তৎকালে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে বাদানুবাদ হয়, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইতেছে, পাঠক তাহা দর্শন করুন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, ইউরোপীয় রাজনীতি কেমন বিচিত্র।

"১৮৭৮ অব্দের ১৮ ই নবেম্বর ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে একখানি পত্র লিখেন। ১৮৪২ অব্দ অবধি কাবুলের সহিত যেরূপ ভাবে কার্য্য করা হইয়াছে, ঐ পত্রে সংক্ষেপে সেই গুলি বিবৃত করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি বলেন যে, গবর্ণর জেনেরলকে বলা হইয়াছিল, তিনি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া আমীরকে রীতিমত মাসহারা দিবেন, তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন, কেহ তাঁহার বিপক্ষাচরণ করিলে সাহায্য করিবেন এবং নিজ কাবুলে না রাখিয়া অন্যান্য স্থানে ইংরাজ দূত রাখা হইবে, গবর্ণর জেনেরল এরূপ ভাবে সন্ধি করিবেন। ১৮৭৩ অব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণর জেনেরল আমীরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সে গুলির সমালোচনা করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি সাহেব দেখাইয়াছেন, ১৮৭৩ অব্দ অবধি আমীর ইংরাজের উপর চটিয়াছেন, কিন্তু লিটন সাহেব যেরূপ নীতি অবলম্বন করেন তিনি তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। টাইমস্ পত্র এই পত্রে সমালোচনা করিয়া বলেন, যে আমীরের সঙ্গে এই বিবাদের সূত্রপাত ১৮৭৩ অব্দে হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিসভা লার্ড নর্থব্রুককে কাবুলের বিপক্ষে আমীরকে সাহায্য দান করিতে নিষেধ করাই ইহার কারণ। ঐ পত্র আরো বলেন, যখন ঐরূপ নিষেধ করিবার যে যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন যদিও তাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

পাঠক! বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইংরাজেরা কাবুল যুদ্ধ বাধাইবার মূল কি না? তাঁহারাই আমীরকে মাসহারা দিয়াছিলেন; তাঁহারাই বন্ধ করিলেন, সুতরাং আমীর চটিয়া গেলেন। আমীরকে এইরূপে চটাইয়া যুদ্ধ বাঁধান কি অন্যায় নয়? এই মাত্র অন্যায় নহে, তিনি রুসের সহিত যোগ করিয়াছেন, রুস তাঁহাকে হাত করিয়া ভারত আক্রমণ

করিবেন, এই কথা বলা হয়। কিন্তু রুশ ১৮৭৩ অব্দে আমীরের সহিত কোন প্রকার সংস্রব করেন নাই।) আমরা ১৮৭৮ অব্দের ২৩ এ ডিসেম্বরের পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য বৃত্তান্তের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বিরাম লাভও পাঠক দর্শন করুন।

"সেণ্টপিটর্সবর্গস্থ ইংরাজ প্রতিনিধি মহা আসিয়া সংক্রান্ত যে সকল কাগজ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হয়। ২২এ সেপ্টম্বর ইংরাজ প্রতিনিধি প্রিন্স গর্চ্চাকফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রিন্স গর্চ্চাকফ বলিয়াছেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত যেরূপ সন্ধি আছে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন কাবুলের বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা নাই, সেরূপ উদ্দেশ্যও নহে, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত কাবুলের যুদ্ধ বাঁধে, রুশ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা কিম্বা অর্থ দ্বারা আমীরের সাহায্য করিবেন না।"

পাঠক! চমৎকার দেখুন, যে লিবারল গবর্ণমেণ্ট কাবুল পরিত্যাগের নিমিত্ত দুষ্কর প্রয়াস পাইতেছেন, সেই লিবারল গবর্ণমেণ্টই কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার প্রধান কারণ। তাঁহারা আমীরের মাসিক বৃত্তি বন্ধ করাতে আমীর চটিয়া গেলেন। ১৮৭৩ অব্দে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। আমীর যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি রুশরাজের যে সাহায্যার্থী হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তথাপি রুশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য দান করেন নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কাবুল যুদ্ধ বাঁধাইবার যে কি যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, কান্দাহার পরিত্যাগের কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে এক এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, সিংহ যে বস্তু আক্রমণ করে, তাহা কখন তাহার গ্রাস হইতে বিমুক্ত হয় না: কিন্তু কান্দাহার যে ব্রিটিশ সিংহের গ্রাস হইতে মুক্ত হইল, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ওয়াটেল হেষ্টিংসের অধিকার অবধি আমরা এবারের দেখিয়া আসিতেছি, এরূপ ঘটনা কখন হয় নাই। আজ আমাদের সে সন্দেহ দূর হইল। যে প্রকার উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে কান্দাহার যে পরিত্যক্ত হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এখন সহৃদয় পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইউরোপীয় রাজনীতি বিচিত্র কি না? বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার পরিত্যাগের মত প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের নিস্পৃহতা ও উদারতার সম্পূর্ণ পরিচয় দিলেন, অথচ কান্দাহার পরিত্যক্ত হইল না। এটী কি বাস্তবিক বিচিত্র ব্যাপার নয়?

(লর্ড সভায় ১৯৮ জন সভ্য কান্দাহার পরিত্যাগ প্রস্তাবে যে অমত করিলেন, তাহার কারণ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে ৫টী কারণ বুদ্ধি-পথে উপস্থিত হয়। প্রথম, রুশের ভারত আক্রমণ শঙ্কা; দ্বিতীয়, রাজ্য বৃদ্ধির বাসনা। রুশ ডরাক জন ও বিদ্বেষবুদ্ধির পরবশ হইয়াছেন। তিনি মধ্য আসিয়ার জয় লাভ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার যে ভারতের প্রতি লোভ নাই, আমরা এ কথা বলি না। রুশ ভল্লুক ব্রিটিশ সিংহের সহিত একবার বল পরীক্ষা না করিয়া যে ক্ষান্ত হইবে, তাহাও বোধ হইতেছে না। তবে কান্দাহার ইংরাজ হস্তে থাকিলে রুশ সে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিবেন না, তাহা প্রমাণ কি? পূর্ব্বে কাবুলের দিকে যে ব্রিটিশ সীমা ছিল, সে সীমা থাকিলেও যে ফল, কান্দাহারকে সীমা করিলেও সেই ফল। এটী কেবল হার্নিবলের আগমন নিবারণার্থ রোমক সেনাপতি সিসিরোর পেডিয়ার অগ্রসর হইয়া থাকা হইতেছে মাত্র। অনেক ইতিহাস লেখকের মত এই, সিসিরো পেডিয়ার না থাকিয়া যদি আল্প পর্ব্বতের পাদদেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে হয় ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কান্দাহার সেরূপ আল্প পর্ব্বতের পাদদেশ নয়। রুশের যদি একান্তই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষ থাকে, কান্দাহার তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না। পারসা রুশের অনুগত। রুশ পারসীকদিগকে সহজে করিয়া অনায়াসে কান্দাহার আক্রমণ করিবে। রুশ যদি এ পথ অবলম্বন না করে, তাহার কি অন্য পথ নাই? হোমকেরা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল হার্নিবল আল্প পর্ব্বত পার হইয়া রোম আক্রমণ করিতে আসিবেন? কান্দাহার ইংরাজদিগের হস্তে থাকাতে যদি রুশের আক্রমণ শঙ্কা নিবারিত না হইল, তবে কান্দাহার স্বাধিকারে রাখিবার প্রয়োজন কি? দুইকাকাড়ুড়ি ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজন দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। অনেক ইংরাজ মুখে নিস্পৃহতা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যে সে নিস্পৃহতা দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনাদিগের অপেক্ষা চীনবলদিগের সহিত চুড়ুদিকেই পায় যুদ্ধ ঘটনা। রাজ্যবৃদ্ধি করিবার বাসনা বিষয়ে রোমের সহিত ইংলণ্ডের অনেক অংশে সোসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।)

আফগান ও তুরুকের পাঠনা ঘটিত বিবাদের মূল কারণ কি ও নিষ্পত্তির উপায় কি?

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ১৮৭২ অব্দ অবধি তুর্কিস্থান ও তুরুকের খাজনা ঘটিত বিবাদ উদ্ভাবনের যে উপায় প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি, গত বারের হিন্দু পেট্রিয়ট দেখিলাম পেটিটি সম্পাদক "রোট না করিশ-নের রিপোর্ট প্রবন্ধে সেই উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। সে উপায় এই—একটী নির্দ্দিষ্ট রূপে রুশকের সহিত স্থায়ী সন্দোবস্ত করা। যে জমীর অবস্থা যেরূপ, তাহা বিবেচনা করিয়া রুশকের তুমির কর্ষণাদি যাবতীয় ব্যয় বাদ দিয়া রুশকের যুক্তি-সঙ্গত লভ্য, জমীদারের প্রাপ্য ও গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ধার্য্য করিয়া নির্দ্দিষ্টরূপে একটী স্থির বন্দোবস্ত করিলে সকল বিবাদের শান্তি হইয়া যায়। কেবল বিবাদের শান্তি নয়, ভূমির উৎপন্নতা বৃদ্ধি হয়, তদ্দ্বারা বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং রুশকেরা সচ্ছল ও উন্নত হইয়া উঠে। প্রজা সচ্ছল হইলেই জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই লাভ। বঙ্গদেশে প্রথা সচ্ছল আছে, অতএব এখানে জমীদারের খাজনা আদায়ের বিশেষ কষ্ট নাই, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অনায়াসে আদায় হয়।

পক্ষান্তরে, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি অঞ্চলের প্রজারা সচ্ছল নয়, সেখানে অতি কষ্টে জমীদারের খাজনা আদায় হইয়া থাকে। প্রজারা সচ্ছল নয়, জমীদারেরাও সচ্ছল নয়, সুতরাং গবর্ণমেণ্টেরও প্রাপ্য খাজনা নিঃশেষে আদায় হয় না। ভূমির অবস্থা একরূপ নয়, কোন স্থানের ভূমিতে অল্প শ্রমে ও অল্প ব্যয়ে বহু শস্য উৎপন্ন হয়; আবার কোন স্থানের ভূমিতে বহু শ্রম ও বহু ব্যয় করিয়াও অল্পমাত্র শস্য লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল নির্ণয় করা কঠিন নয়। ভূমির গুণ দোষ চর্চ্চিয়া দেখিলেই অনায়াসে জানিতে পারা যায়; এক আবাদের এক খণ্ডের একরূপ ভূমি এক এক গ্রামে ও এক এক স্থানে অধিক আছে। অতএব চর্চ্চিয়া দেখাও অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। ১৮৭২ অব্দের ৭ই মার্চ্চের হিন্দু পেট্রিয়টে যে প্রসঙ্গে যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

একবিধ হার নির্ণয় বিষয়ে রেণ্টল কমিশন অনেক প্রকার আপত্তি করিয়াছেন। যথা "যেখানে খাজনা টাকায় দিতে হয়, সেখানে রায়তকে শস্য বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয়, যদি বাজার নিকটে থাকে, সেখানে পরিশ্রম ও খাটুনী তাহা সামান্য বোধ হয়। হয়ত অনায়াসে বাজারে গিয়া আপনার মনোমত মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া আসিতে পারে, কিন্তু যেখানে বাজার ৮, ১০টী ক্রোশ বাস্তা নাই ও মাল পার হইবার খেয়া নাই, সেখানে বড় বিড়ম্বনা। কতক ক্ষেত্র গ্রামের নিকট বর্ত্তী; শস্য পাকিলে মাত্র সে ক্ষেত্রের শস্য অনায়াসে বাজারে আনিয়া বেচা যায়, পক্ষান্তরে অনেক ক্ষেত্র দূরবর্ত্তী মাঠে আছে। তথা হইতে শস্য বলদ বা মাথায় করিয়া আনিতে হয়। শস্য করিয়া পথে পড়িয়া যায়" ইত্যাদি আশঙ্কা করিয়া

...করিয়াছেন, এরূপ স্থলে একবিঘা চার স্থির করা সুবিধার নয়। সুবিধার নয় কেন, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষেত্রের দৃঢ়বন্ধনী নিবন্ধন বীজ বাহুল্যাদির বিষয় স্থির করা কমিশনরিদিগের যে যেরূপ মত দুর্ব্বোধ বোধ করিতেছে, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। আমরা পল্লীগ্রামে থাকি, অনেক স্থানের ও চাষার অবস্থা জানি, বোধ হয় এই কারণে একবিঘা চার স্থির করা অতি সহজ বোধ হইতেছে। কমিশনরেরা কেত্রের ও মাঠের অবস্থা জানেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের কঠিন বোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সেটি ঘটিত এই আপত্তি প্রকাশ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন "অবশ্যকর্ত্তব্য এই যে জমীদার ও রায়তদিগের অভিপ্রায় আমাদিগের সকলকে পাঠাইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় স্থির করা উচিত হয়।" কিন্তু সেটি ঘটিত এই আপত্তি প্রকাশ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন "অবশ্যকর্ত্তব্য এই যে জমীদার ও রায়তদিগের অভিপ্রায় আমাদিগের সকলকে পাঠাইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় স্থির করা উচিত হয়।" কমিশনরেরা কেত্রের ও মাঠের অবস্থা জানেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের কঠিন বোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা বড় চিন্তাকুল হইলাম। আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় যেমন হলস্থূল বাঁধিয়া গিয়াছে, এখানেও তাহার ন্যায় সেইরূপ জমীদারের বিপক্ষ কতকগুলি লোকের চেষ্টায় ও উৎসাহদানে বুঝি আবার পাবনার সে বিদ্রোহের ন্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কর্তৃপক্ষের বিশেষতঃ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এখন অবধি অতি সাবধান হইয়া কার্য্য করা উচিত। এক এক সময়ে এক একটী কথা উঠে, সে কথাটের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি অনেক সময়ে তাহা স্থির করা যায় না। উপস্থিত স্থলে জমীদারের অত্যাচারকে কারণ বলিয়া পত্রপ্রেরক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক জমীদারের অত্যাচার আছে কি না; অথবা বাস্তবিক অত্যাচার নাই, কেবল বলে সেই অত্যাচার আরোপিত হইয়াছে, তাহা তত্ত্ব করিয়া তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যদি বাস্তবিক অত্যাচার থাকে, আর তাহার নিবারণ করা না হয় তাহা যেমন দোষের, বাস্তবিক দোষ না থাকিলে জমীদারের নিকট [illegible] তেমনি দোষে অতএব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাবধান হইয়া কার্য্য করেন এই আমাদিগের অনুরোধ। আমাদের এ অনুরোধের নামিনেন স্যাবর্ণিক যেমন সন্দেহ করিয়া দেখিবার আদেশ হইয়াছে, তেমনি যেন সেকথা আদেশ করা না হয়। এ বাঙ্গালা দেশ, বড় হুজুকে দেশ, এখানে [illegible] আদেশ হইলে সাবোর নিদেশে সর্ব্বনেশে দুরবস্থা ঘটিয়া উঠিবে।

[illegible]

সময় বড়ই মন্দ। সমাজ এই বন্ধনে চলিতেছে। যেদিন কথা এই সকল জাতিকে কেহ এক করিতে চাহিবে, সেই দিন বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে। রাজবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে লোকের মানস আঘাত লাগে বলিয়াই বোধ হয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাহাই হইয়াছে, তজ্জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিশেষরূপে প্রশংসা ও অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় না, অথচ রাজকীয় বিষয়ের রক্ষা হয় বলা বাহুল্য অন্যথা না হইয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেখানে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাই না। ও দেশীয়দিগের ধর্ম্ম হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এ প্রতিজ্ঞার প্রকৃত অর্থ কি? অর্থ এই, এ দেশীয়দিগের অনুষ্ঠিত বর্ষ ও আচার ব্যবহারাদি লোপ বা বিপর্য্য চেষ্টা করিয়া এ দেশীয়দিগের মনে বিরাগ উৎপাদন করা হইবে না। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম নাশ বা ধর্ম্ম বিপ্লব শঙ্কা নাই, প্রত্যুত তাহার উদ্ধার ও ধর্ম্মার্থ বস্তু সংরক্ষণ অপরাধ নিবারণ দ্বারা যাহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা, সেখানে হস্তক্ষেপে আমরা কোন দোষই দেখিতে পাই না। বরং হস্তক্ষেপ করে হস্তক্ষেপ না করিলে গবর্ণমেণ্টের এক প্রকার কর্ত্তব্য বহুতর অনালোচন করা হয়।

ধনিরা সচরাচর মৃত্যুকালে দেশের উপকারার্থ দেবতদ্দিগের নামে যে সকল বিষয় বিভব দিয়া যান তাহা সদুদ্দেশ্যে হয়, কোন মহান্ত অথবা ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয়-সেবা বা বিলাসিতার একশেষ দেখাইবার জন্য নহে। তবে যদি সেই টাকা কোন সৎ কার্য্যে ব্যয়িত না হইয়া, অসৎকার্য্যে ব্যয়িত হয় তাহার নিবারণার্থ তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক পরম্পরা সম্বন্ধে কি গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে?

সংসার ত্যাগী না হইলে মহান্ত হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অদ্যুনা কোন বিষয়ে তাহারা নিজের উপর অনুশাসন না থাকাতে, তাহারা সংসারী ব্যক্তির অপেক্ষা সংসারে অধিক লিপ্ত। যদি মাথার উপর কেহ মস্ত লোক থাকিত, তাহাদিগের কেহ শাসনকর্ত্তা থাকে, তাহাদিগের এই ভয় থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কখনই এই সকল টাকা অনর্থক ব্যয় করিতে সাহসী হইত না।

মহান্ত সম্প্রতিরা যে সকল অন্যায় কার্য্য করে দেশীয়েরা যদি তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের এবিষয়ে কোন বক্তব্যই ছিল না। কিন্তু তাঁহারা যখন তাহা করিতেছেন না, তখন গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অধিকাংশ স্থলে অকৃতবিদ্য মর্ম্ম লোকদিগের মহান্তের পদে অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া থাকি। সুশৃঙ্খলে যদ্বারা সাধিত হইতে না পারে এমন কার্য্যই নাই। উহাদিগের ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষমতা নাই, ভাল মন্দ বিষয়ের বিবেচনা নাই, তাহার বিষয় না উদ্দেশ্য বুঝিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং সকল কার্য্যেই বিশৃঙ্খলা, সকল কার্য্যেই ভুল ও অন্যায়। এই কারণেই ধর্ম্মার্থ বস্তু বিভব সম্পত্তির ছরবস্থার একশেষ হইতেছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয় না, তাহার মধ্যে কেবল দুরভোক্তা সকল অর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়। এরূপ করাতে যে কিছু অন্যায় ও অপরাধ হইল সে সম্পত্তিকে দুষ্টি হইতেছে না। আর একটা দেখিয়া শুনিয়াও কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য? ভাল বিশ্বাস করি, মহান্ত মহীনের প্রকৃত অভাব বিভব যদি গবর্ণমেণ্টের হস্তাবধানে না থাকিয়া এই প্রকার অসৎ অপব্যয়ের পাদদেশে বিনিয়োজিত হইত, তাহা হইলে সঙ্কা। আমরা কি কোন দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতাম? তত্ত্বাবধারক বিনা যখন অতি সামান্য কার্য্য চলে না, তখন ধর্ম্মার্থ বস্তু অতুল বিভবের বিনা তত্ত্বাবধানে নির্ব্বিঘ্নে যে সদ্ব্যয় হইতে পারে এমন কখনই সম্ভাবিত নহে।

কত দেশ নিরাহারীর অভাবে অজ্ঞান আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কত স্থানে আশ্রম মঠ ভগ্নাবস্থায়, রাখা বাটী না থাকাতে কত লোকের কত কষ্ট হইতেছে, লাক ইচ্ছা সত্ত্বে চাহিলা বিতরণ পুস্তকের সেবা পড়া শিখাইতে পারিতেছে না, কত লোকে বাবিহা নিবন্ধন পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ পথ্য দে খাইতে পারিতেছে না বলিয়া অকালে কাল কবলিত হইতেছে, আশ্চর্য্য ও বিষয় এই যে এ সকল দিকে প্রতিবাদকারীদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না, তাঁহারা কেবল কতকগুলি সন্ন্যাসীর উদর পূর্ত্তি ও মঠাদের ইন্দ্রিয় সেবা বারণ আর কোন কার্য্যই সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই নিমিত্ত দেশের যে কত মহৎ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে লোকে যে তাহা বুঝিয়া ও বুঝিতেছে না ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের আর কি হইতে পারে?

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মতে দেবোত্তর সম্পত্তি অথবা দেবতার উদ্দেশে ভক্ত হস্ত কোন সব ওয়ার্ডের নামে ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, তাঁহারা ইহার ইষ্টানিষ্টের বিষয় বুঝিয়া দেখুন কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন সদুদ্দেশ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। প্রদেশীয় কাউন্সিলের এই সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিবার ভারপ্রাপ্ত [illegible] সকল বিষয়ের অনুসন্ধানাদি এবং বিশেষ তাহাদের জন্য তাঁহার প্রতিনিধি অনুসন্ধানকে কিম্বা অন্য যে প্রকার সুবিধাজনক করিলে সুবিধা হয় তাঁহার তাহা করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যে স্থানে কাউন্সিলের অধীন এইরূপ বিষয় থাকিবে, সেখানে সেই সেই আদিম একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সভা থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট তাহার সভ্যদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদিগের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত এক [illegible] লোককে সম্পাদক পদে নিযুক্ত করিবেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের [illegible] বেতন প্রাপ্ত হইবেন। যে ব্যক্তির আয় হইতে তাহাকে বেতন দিতে পারিবেন না। কমিটিকে নিম্নলিখিত এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়া কাউন্সিলের নিকট রিপোর্ট দিতে হইবে এবং তত্ত্বাবধারক অনুষ্ঠিত হইলে যে সকল কার্য্যের ভার থাকিবে কমিটী তাহা সম্বর সম্পাদন করিবার জন্য চেষ্টা রাখিবেন। দুঃস্থাদি অথবা মূল ধনের কিরূপ ভিন্ন [illegible] হয় তাহা এবং যাহাতে অসৎ ব্যয় করিয়া দিয়া মূলাপেক্ষা হ্রাস করিয়া দেশের

হইতেছে না। টাকা বাঁচাইতে পারা যায় কমিটী তাহার সদুপায় স্থির করিয়া তদ্বিষয় কালেক্টরের গোচর করিয়া তাহাতে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবেন। এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ, ইষ্টি ও ম্যানেজার প্রভৃতি যদি কেহ কোন অন্যায় কাজ করেন, কমিটী তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন এবং তাহা করিলে তাহারা দেওয়ানী আদালতে তাহা নালিশ করিতে পারেন। সম্বন্ধীয় হিসাব পরীক্ষার্থে কিরূপ পুস্তক হইবে কমিটী ইচ্ছা করিলে তাহা দেখিতে পারিবেন।

কমিটীর বার্ষিক রিপোর্ট কালেক্টরের নিকট অদ্যাপি দেবোত্তর বিষয় বিলক্ষণ সন্ধান লিপোর্ট করিতে হইবে এবং কালেক্টরের যখন কিছু জানিতে ইচ্ছা হইবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে পারিবেন। কালেক্টর ইচ্ছা করিলে তাঁহার অধীনস্থ দেবোত্তর বিষয়ের তত্ত্বাবধারণকার্য্যে উপযুক্ত সদস্য সম্পাদকদিগকে নিযুক্ত করিতে কিন্তু কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচন কার্য্যে ও তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে।"

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহা কিছু নহে। তাঁহার ঔপচারিক আইন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে সে চেষ্টা ও সফলতার প্রত্যাশনীয় সম্ভাবনা নাই। তবে তিনি যে কার্য্য-প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে অনুমোদনীয় নহে। তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যাহা হউক আমরা দুঃখিত হইলাম, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন কোন কোন অংশ পরিবর্ত্ত না করিয়া একেবারে যে প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন সেটী বিবেচনাসিদ্ধ বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবটী আইনবদ্ধ হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলে যে যথেচ্ছাচার লাঘব হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হইতেছে চারি কারণে লর্ড রিপনের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অনিচ্ছা জন্মিয়াছে। প্রথম তিনি পুরুষত্বে দৃঢ় নহেন ও যাহা সত্য বলে, যে কারণে ও যেরূপে ঠিক অনুমান হউক হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাঁহার মনে অযথা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। দ্বিতীয়, অনেকের আপত্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি অন্য কোন কোন গবর্ণর জেনেরলের ন্যায় আত্মম্ভরি নন, একগুঁয়ে নন, গোঁয়ার নন, সুতরাং অনেকের আপত্তি দর্শন করিয়া এ বিষয়ে বিরত হইবার পূর্ব্বেও বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু যে কারণে তিনি এবিষয়ে নিরস্ত হউন, আইন না হওয়াতে এ দেশের একটী মহৎ অনিষ্ট হইল।

নূতন ও অধীন।

অতি নগণ্য, আলোক ও অন্ধকারে শীত গ্রীষ্মে ও সুখ দুঃখে যেরূপ বিরোধীভাব প্রভুত্বে ও আইনেও সেইরূপ বিরোধীভাব আছে। আইন সকল বিষয়ে বন্ধন করিয়া রেখে; প্রভুত্ব কোন প্রকার বন্ধন ভালবাসে না। আইনের মহিমা রক্ষা করিতে গেলে প্রভুত্বের মহিমা রক্ষা পায় না। আমরা এই ভারতবর্ষের রাজকর্ম্মচারী দলে প্রায়ই আইনে ও প্রভুত্বে বিরোধীভাব দেখিতে পাই। বলিতে কি, আইনকর্ত্তৃগণ বদ্ধপরিকর হইয়া যে প্রভুত্ব করিতে বসেন সে প্রভুত্বই তুণ্য। আপনি যাহা বুঝিবে তাহাই করিব, আপনার মনে যাহা আসিবে তাহা করা হইবে, এরূপ না হইলে প্রভুত্বের শোভা হয় না। পাঠক বলিবেন একপ ব্যবহারকে ত যথেচ্ছাচার বলে, আমরা বলি যথেচ্ছাচার, প্রভুত্বের অপর পর্য্যায়। আইনের মান রক্ষা করিতে গেলে প্রভুত্বের মান রক্ষা হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, মোলতি প্রভৃতি কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী আইনে পদাঘাত করিয়া প্রভুত্বের মান রক্ষা করিয়াছেন; যে নিমিত্ত আজ আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছি তাহা এই—

পরার অন্তর্গত চান্দিপুর উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কলিক্টার আসিষ্টাণ্ট বাবু হরিশ্চন্দ্র বেদের উপর কোন বিষয়ে সন্দেহ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার বাটীর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস করেন। এবং তাঁহার নিজের যে কিছু ক্ষতি হয় তাহা পরিপূরণ করেন অধিক বিনয় সহকারে হইয়া বাটীতে তাঁহার "ক্ষমা ভিক্ষা" করিয়া আসেন। এই এক অনুপম ছল ধরিয়া, নিজ স্বার্থের দোষ আপীলে রদ্দ করেন ও যে দোষে দোষী আপীলের অধীনে তাঁহার বাটী, সেই দোষে দোষী আপিলে হইবার অনুমানার্থ হইয়া মাজিষ্ট্রেটকে পদ দেখেন। তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলে সাহেব তাঁহার বাবুকে তাঁহার বাঙ্গালায় ডাকাইয়া লইয়া যান এবং তিনি তাহাতে যাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ করিতে না পারেন এরূপ লেখাইয়া লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার তাঁহার বাবুর উপর এই অত্যাচার হওয়াতে তাঁহার তথায় যে কিছু সম্মান ছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অসুখ হইয়াছে, তাঁহার চিকিৎসা করা বন্ধ হওয়াতে, তিনি পলায়নোদ্যত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদিগের বিবেচনায় একপ লোকের যাহাতে উপযুক্ত শাস্তি হয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের তাহা করাই কর্ত্তব্য, নতুবা এক একটু কৈফিয়ৎ তলব করিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ প্রদর্শনে এ সকল যথেচ্ছাচারের নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নয়। আমাদিগের দেশের লোকের বিশ্বাস, সাপ কাটিয়া করা অপেক্ষা একবারে তাহাকে মারাই ভাল, অন্ততঃ তাহার বিষদন্ত এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত যে, আর কখন কাহাকে দংশন করিলে তাহাতে তাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা না থাকে। অতএব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহাঁদিগের সম্বন্ধে যাহাই কেন করুন না, যাহাতে রাজ-প্রতিনিধিরা প্রজার উপর অত্যাচার করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে নিরীহ ভদ্র লোকদিগের বিষম ভার হইবে।

খু।

বিবারল গবর্ণমেণ্ট ধান্য রক্ষা পাইলেন। ভারতবর্ষীয়রা সেই সঙ্গে ভস্মরাশিতে হইল। কলরবেটীর গবর্ণমেণ্টের পুরো তাঁহারা বড়ই মগ্ন ছিলেন তখন সুবিচারের নমুনা দেখাইয়া রাজ্যের সকল লোককে সুখী করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত এখন তাঁহাদিগের কষ্টে আমরা আমাদিগেরই কষ্ট মনে করিয়াছিলাম। কোন অত্যাচারী রাজা প্রজাদিগকে উদরস্থ করেন পড়, প্রজারা বাহিরে তাহা বলিতে না পারুক, মনে মনে তাঁহাকে নানাপ্রকারে অভিসম্পাত করিতে থাকে এবং তখন তাহাতে পাপ অনেক ভাগ আসিয়া হয় তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। কলরবেটীর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ও তত্রত্যবাসিদিগের ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের যেমন পাপপুণ্য হইল, অমনি তাহারা আপনাদিগকে সুখী মনে করিল এবং সকল অত্যাচার নিবারক ও করে তাহারা সুখ শয্যায় নিদ্রা গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিল সকলই শূন্য। অত্যাচারিত ব্যক্তিরা যে কিছু সুখের আশা করিয়াছিল, সে সকলই সেই সঙ্গে ভঙ্গ হইল। কিন্তু দুষ্ট বিশ্বাসের একবারে বারণ ঘটে না, সুতরাং তাহারা-বাসিদিগের অন্তঃকরণ হইতে কাঁহাদিগের প্রতি যে অভিসম্পাত ভক্তি, তাহা একবারে উন্মূলিত না হইয়া উহা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মানুষের মনে সৎকার্য্য দ্বারা ভক্তি ও অসৎকার্য্য দ্বারা অভক্তি করান সহজসিদ্ধ। আমরা বিবারল গবর্ণমেণ্টের দ্বারা এখন প্রায় কোন মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি না বরং তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপে পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের দোষকথা দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা কোথায় কলরবেটীর গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের দোষগুণ বিচারে মন্দ কার্য্য গুলির সংশোধন করিবেন না এখন তাঁহারাও তাই লইয়া রহিলেন। কলরবেটীর গবর্ণমেণ্ট যেসকল অন্যায় কার্য্য করেন, এক স্থলে তাহার উল্লেখ করিতে গেলে এক খানি বৃহৎ ইতিহাস হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের কৃত অত্যাচারে ভারতবাসীরা যখন কাছে হাড়ে সিদ্ধ হইয়াছে তখন আর তাঁহাদিগের নিকটে তাহার উল্লেখ করিলে পৌনরুক্তি দোষে দূষিত হইতে হইবে। সুতরাং এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখে নিবৃত্ত হইলাম।

মানুষের কথাই মূল বস্তু। সেই কথার যদি এদিক ওদিক হয়, তাহা হইলে তৎসঙ্গেই বিশ্বাসও ভঙ্গ হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গেই ভাব-জগতের সকল স্থানই নিরাশার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। আমরা দেখিতেছি লিবারল দলের পূর্ব্বাপেক্ষা উদারতার হ্রাস হইয়াছে। "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" লোকে জগৎকে আপনার ন্যায় ভাবিয়া থাকে। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ যখন অত্যন্ত উদার ছিল তখন তাঁহারা সকল লোককেই উদার দেখিতেন এবং তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। এখন তাঁহারা বোধ হয় আর জগৎকে উদার দেখেন না, সকলকেই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় চতুর ভাবিয়া থাকেন, সেই সকলমতে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না।

মাননীয় বড় জয়ার্ক সাহেব, তাঁহারা সকল লোকের উপরে সাহস করিলেন, তখন উহা বুদ্ধি হইবে, লোক অন্তঃকরণকে এমন প্রস্তুত করিবে যে, আমরা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না। তখন তাঁহারা আপনা হইতেই সংকীর্ণমনা ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিয়া উদার নামে কলঙ্কারোপ করিবেন। নিজ বিশ্বাসানুসারে অতি-উদারচিত্ত, সরল ব্যবহারে সকলকে কার্য্য করা আবশ্যক, সকল কার্য্যে ইংরেজ করিলেই চলিতে পারে না এবং ভিন্ন-দেশীয়ের প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক জাহাজের পরিত্যাগ ও বঙ্গদেশ সংক্রান্ত আইন উহাইয়া দেওয়ার সম্বন্ধে পদে পদে তাঁহাদিগের ভিন্নের দৌরাত্ম্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যদি তাঁহারা ভাল কাজ করিতে চাহেন, আর কলঙ্করহিত গবর্ণমেণ্টের সহ অন্যায় কার্য্যগুলির সংশোধন করেন, তবে তাঁহাদিগের অনেক অত্যাচারী হইবে। অন্যথায় দলের পরিবর্ত্তে হয় পাইলে চলিবে না। এখন এক প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত, এখন তাঁহাদিগের দৃঢ় অধ্যবসায়ের আবশ্যক। জাহাজের পরিত্যাগ, মুদ্রা যন্ত্র সংক্রান্ত আইন, বোয়ারের যুদ্ধ, ও আবগারির গোলযোগ প্রভৃতি যদি তাঁহাদিগের অন্যায় অনুষ্ঠান বলিয়া অবলম্বন হইয়া থাকে, তাহা হইলে দৃঢ়তার সহিত সে গুলির নিবারণ চেষ্টা করুন। তাহা হইলে জাহাজের অধিকার পরিত্যাগ করা হউক, অনর্থক অজস্র অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই। যখনই তাঁহারা এই সকল বিষয়ে আন্দোলন করিবেন, তখনই তাঁহাদের নানাপ্রকার চিন্তায় সুস্থির হইতে পারিবেন না এবং প্রজাদিগের মনেও সন্দেহের বৃদ্ধি করিবে। তাঁহারা তাহা হইলে কোন বিষয় পরিষ্কার করিতে পারিবেন না। এইরূপে ঘোরা কর্ত্তব্য বোধ হইলে, অবিলম্বে তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, অন্যথা সুবিধার সম্ভাবনা নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছিলেন ইংলণ্ডেশ্বরীর যাহাতে মান রক্ষা হয়, অথচ বোয়ারদিগের সহিত সকল গোলযোগের মীমাংসা হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা পাইতেছেন। কৈ সে কথার কি হইল? যদি বাস্তবিকই এইরূপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তার অর্দ্ধ কলে কেন দৈর্য্য অবলম্বন করিলেন না? এরূপ ঘটনা হওয়াতে ইংরাজ জাতির ও অপযশের শেষ হইয়াছে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদার হানি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের বাক্যের দৃঢ়তাও নষ্ট হইয়াছে। লোকে সহজেই এরূপ ভাবিতে পারে লিবারল গবর্ণমেণ্ট ভিন্নীয়া গবর্ণর করিয়া পোত বাক্যে বাহিরের লোককে ভুলাইতেছেন এবং ভিতর ভিতর দুষ্টের অনুষ্ঠান করিতেছেন। লিবারল গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মত না থাকিলে একজন সেনাপতি কি তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া, স্বেচ্ছাচারণ হইয়া, সন্ধিভঙ্গ দিয়া করিয়া, বোয়রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন? যারা আমরা দেখিতেছি, এখন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া কথাবার্ত্তা না করিলে ও সাবধান হইয়া কার্য্যকর না করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের উপর হইতে লোকের বিশ্বাস যাইবে এবং তাঁহাদিগের অনেক কথাতে ছিদ্রান্বেষী থাকিয়া যাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় যে সকল স্থানে ওই প্রকার গোলযোগ হইতেছে, সে সকল স্থানে এখন সহজ ভদ্র লোকের ন্যায় উদ্ধত স্বভাব সম্পন্ন লোককে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা উচিত নহে। গোলযোগের মীমাংসা করিতে হইলে শীতল মস্তিষ্ক লোকের প্রয়োজন। অতএব ঐ সকল স্থানে শীতল মস্তিষ্ক লোক প্রেরিত হউক।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৯ ঠা মার্চ্চ। লার্ড রাণ্ডল্‌ফ চার্চিল কলিকাতা হইতে বলিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকানদিগের শান্তিপ্রিয় ব্যবহারের উপর কাফ্রারা হইতে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব নির্ভর করিতেছে না। ঐ বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। পক্ষান্তরে সৈন্য উঠাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব কয়লা চার্চিলে লাইব্রেরিতে বলিয়াছেন বান্ধবদিগের সহিত অল্প দিনের কথা যে সন্ধি হইয়াছিল, তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ যে, তাহার সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লার্ড এলফিন্‌ষ্টোন সভায় বলিয়াছেন, রিফর্ম্মার ইণ্ডিয়া টাইমসের বাকী প্রমাণে কাগজ মাত্র অধিকারের কথা কহিয়াছেন কিন্তু কখনো বাস্তবিক মার্ক অধিকার করিবে কি করিয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন সংবাদ পান নাই।

কর্ণেল নিউডিগেট সেনাপতি রবার্টের সমভিব্যাহারী হইয়া লেটালে যাইবেন।

সার ইডলিন উড মেজর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ওয়াসিংটন ৯ ঠা মার্চ্চ। সেনাপতি গারফিল্ড ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ্চ। লার্ড সিটন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তদনুসারে গত রাত্রিতে লার্ড সভার বাদানুবাদ হইয়াছে।

লার্ড ক্রানব্রুক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি আক্রমণ করিলেন এবং কাবুলের সম্বন্ধে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত ও সংক্রান্ত কাগজ পত্র উপস্থিত করিবার জন্য আনুষ্ঠানিক পীড়াপীড়ি করিলেন।

ডিউক আরগাইল বলিলেন, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি প্রণের অস্বীকার বা আফগানদিগের প্রতি অটল বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত হয় নাই। আফগানেরা গবর্ণমেণ্টের নিষ্পৃহ আচরণ দর্শন করিয়া বিপক্ষ ও আশঙ্ক হওয়ায় এই ভারিয়াই, গবর্ণমেণ্ট কাবুলের সম্বন্ধে ঐতিহিক রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

আরল্ বিকন্‌ফিল্ড গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বলিলেন, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস নয় যে কাবুলের অবৈধকর্ত্তার প্রবেশের আর সম্ভাবনা। লণ্ডনই আফগানস্থানে প্রবেশ পথ রোধ করিবার মূল। পার্লিয়ামেণ্ট সভায় আফগানস্থানে ইংরাজদিগের কার্য্যকলাপ ও অর্থ ও সৈন্যাদি সংক্রান্ত বাহিরা এবং দুর্গপ্রণালি কাবুলের দুর্গ প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রবেশ-পথ রোধ করিবার মূল সকল।

লার্ড গ্রানভিল গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, মাকুইস রিপণ কাবুলের পরিত্যাগ বিষয়ে অযুক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

লার্ড সলার উক্ত প্রস্তাবটী গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আনিলে ১৮০ জন গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এবং ৮৮ জন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হিন্দোস্তানের প্রধান রাণী ইণ্ডিয়া ক্রাউন অর্থাৎ ভারতেশ্বরীর মুকুট এই উপাধি পাইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৫ ই মার্চ্চ। এক্সেলি কলি নামক এক খানি অদ্য সরকারি কল সমাচার পত্র উইয়া টাইমসের মাফ অধিকার বিষয়ক পত্রের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ্চ। রসিয়ন আইরলণ্ডের নিমিত্ত

যে অস্ত্র বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখা করিয়াছেন, কমন্স সভায় তাহা দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত যে বল প্রয়োগ উপায় অবলম্বনার্থ আইন করা হইয়াছে, তাহা আয়র্লণ্ডের ৯ টী কিনারে ঘোষণা করিয়া দেওয়াতে বিদ্রোহের উৎপাতকারীরা সেই সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

নেটালের সংবাদ এই, বোয়ারেরা সন্ধাপতি রাজকে এই কথা জানাইয়াছে যে, তাহারা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইতে ইচ্ছুক আছে, কিন্তু ব্রিটনেরা লাভ করা তাহাদিগের মনস্থ।

৫ ই ফেব্রুয়ারী ও ই ফেব্রুয়ারি। কল সমাচার পত্র প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে, কশিয়ানেরা আফগানে চাড়িয়া যায় নাই।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ। কেপের সংবাদ এই যে, ইংলণ্ডীয়দের অনাবৃত দুই কম্পানিকে বুয়েরা ঘেরিয়া রাখিয়াছে।

ডিয়ানা ৭ ই মার্চ। ইসচিয়া নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এপর্যন্ত ২০০ অধিক মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৯ এ এপ্রেল পার্লিমেণ্টে মুদ্রা প্রচলন বিষয়ক যে সভা হইবে, তাহাতে অর্থিয়া অধিপতি নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিয়াছেন।

ওয়াশিংটন ৭ ই মার্চ। কেরল সিলেণ্ডি বুয়ু ষ্টেট সেক্রেটারির পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৭ ই মার্চ। ফলাসের প্রতিনিধি ইউরোপীয় রাজধানীর দূতদিগের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ। ডেলিনিউস পত্রে রোমের এই সমাচার প্রচারিত হইয়াছে যে, লার্ড ডর্বিস্, ইটের জোবটের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ৮ দিবের নিমিত্ত সন্ধিবন্ধনে সম্মত দান করা হইয়াছে।

সবশিং পোষ্ট পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, লার্ড সেলিসবরি ঔমরলি (পিয়ারে) এই সম্ভাবনা সূচক সমাচার করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ। এই সঙ্কট সময়ে আফগানস্থানে হইতে সৈন্য আনয়ন করা লর্ডবিকন্সফিল্ড দ্বারা, ৪ নুয়োগ সাহেব কমন্স সভায় এইরূপ একটী প্রস্তাব করিবার সংবাদ দিয়াছেন।

মাঁচেষ্টর সাহেব প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, বোয়ার সেনাপতি দূতদের নিকটে সন্ধির যে সকল সর্তের কথা কহিয়াছেন, তাহার উত্তরদানের অবসর দিবার নিমিত্ত ব্রিটেনদিগের সহিত সাময়িক সন্ধি করা হইয়াছে। এই অবসরে কান্দাহার হইতে ব্রিটিশ সৈন্যদিগের পুনরায় আনয়ন করা হইবে।

লণ্ডন ৮ ই মার্চ। খোস্তকোট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, স্থানীয় রক্ষার যাবতীয় বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আপাতি সৈন্য এখনও দেখা দেয় নাই।

শ্রীযুক্ত আর, এ, আর্যলড ও জেনেরল গর্ডন ষ্টানহোপের প্রস্তাবের সংশোধন করিবার সংবাদ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, পেশোয়ারের রাজস্ব উহারই রাজকার্য্য সম্পাদনের ব্যয়সমাধানে অপর্য্যাপ্ত। চিরকালের নিমিত্ত কান্দাহার যদি অধিকারে রাখা হয়, তাহা হইলে পেশোয়ারের প্রকৃত ব্যয় সংক্ষেপের সম্ভাবনা থাকিবে না।

ট্রান্সভালস্থ ব্রিটিশ সৈন্যের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য পাঠান হইয়াছে।

কোয়ারেন্টাইন আক্ট নামে আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত যে বলপ্রয়োগ আইন করা হইয়াছে, তাহার বলে ২০ জনকে বন্দী করা হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব কহিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্যের প্রতিবন্ধ না হয়, এরূপ অবসর বুঝিয়া তিনি কান্দাহার সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

নীল কান্দাহার পরিত্যাগের সম্ভাবনা নাই।

বর্ষিক সভার বাণিজ্যসংক্রান্ত আয় ব্যয়ের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে গত মাসে ৩৬৬৭৫০০০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে ৩৩৫৫০০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। আর ১৬৮১৫০০০ টাকা দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে ৩১৭৫০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডফারিণের সভা গভর্নেল কমন্স হইতে গত রাত্রে বিশৃঙ্খল ব্যবহার করাতে সভাপদ হইতে স্থগিত হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে কোয়ারসন আক্ট নামক আইনের প্রভাবে যে সকল ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে, লাওলিস সম্পাদকের গ্রেপ্তার হওনের সেই সঙ্গে বন্দী হইয়াছেন। তিনি ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্টের নিকটে পরবর্তী হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ। কোয়ারসন আক্ট নামক আইনের অনুসারে আরো অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খোস্তকোট হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশান্তির রাজদূত যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আশান্তির রাজা বলেন, তাহা তাঁহার জ্ঞাতসারে হয় নাই। তিনি কখন ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করেন নাই।

লার্ড হার্টিংটন প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন, আমুর খাঁর প্রেরিত দূত কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। সেই দূতের সহিত কোন প্রকার সন্ধি প্রস্তাব চলিয়াছে কি না তাহা তিনি জানেন না, আপাততঃ এবিষয়ে অধিক কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ। ট্রান্সভালের সংবাদ এই বোয়ার সেনাপতি জোবর্ট ইউটেন্স জিলার ইংরাজভক্ত বোয়ারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন।

সভাপতি ব্রাণ্ড, ইংরাজদিগের সহিত বোয়ার দিগের সন্ধি করিয়া দিবার আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন।

লণ্ডনে গবকলা একটী সভা হইয়া গিয়াছে; তাহাতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। লার্ড ডফো সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কান্দাহার পরিত্যাগের বিরোধী প্রস্তাব সকল ঐ সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

লার্ড হার্টিংটন কয়েক জন প্রেরিত প্রতিনিধির বাক্যের প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন, তিনি বাইমেটালিক কনফরেন্স সভায় উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আপাততঃ বোধ হইতেছে যাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে কনফরেন্স সভার অবলম্বিত মুদ্রা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত না নিমন্ত্রণ পত্রের সর্তের পরিবর্ত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইতেছে না। যে সভা স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন পরিত্যাগের ইচ্ছা করিবেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে সভায় যাইবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রৌপ্য মুদ্রাকে পূর্ণ বস্তু প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছুক আছেন।

বিবিধসংবাদ।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ যখন বাবা পুরদর্শন করিতে গমন করেন, তখন তিনি কোতুহর ঔষধ হইয়া ৫ শত টাকা বারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়াছেন। ইহাতে তথাকার মাজিষ্ট সাহেব ও কয়েকজন ইউরোপিয় মাজিষ্ট্রেট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ৩০ শত ব্রাহ্মণ ও বিধবার ২৫০ জন ছাত্রাদি উপরক্তে ভোজন করাইয়াছেন। এই ভোজনের সহিত পরিশেষে তিনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলে কথাটী সম্পূর্ণরূপ হইত।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজের মূল্য ১০০৶৵ হইতে ১০০৸৵ আনা ১৮৭০ অব্দের ১০০ টাকার ১০২ ও ১৮৭৯ অব্দের ৯০০ টাকা ১০২ আনা হইতে ১১০ ও ৫ টাকা সুদের কাগজ ১০১

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটান কালেজ পরিত্যাগ করিয়া সিটি কালেজে আসিয়াছেন।

মণীপুরের যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণকালে বিস্তর করেলীকে কারামুক্ত করিবেন। তাঁহার সব সুখের হইয়াছে, কেবল দুঃখের মধ্যে এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫৯০ লক্ষ টাকা আয় বিশিষ্ট রাজ্যটী কেড়ে দেখাইলেন।

কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজে কালেজ আছে। তত্রত্য বালকেরা গবর্ণমেণ্ট যাহাতে তাহাদিগের জন্য কোন উপাধির সৃষ্টি করেন তজ্জন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ইতর পশ্চিম অঞ্চলে দেশনিষ্টেরী বাক্তিদিগের দ্বারা গতবর্ষে ১১৩ টী কুল খনন ১৯ টী পুষ্করিণী ৩টী কূপখনন, ৩ টী বাঁধান ৮ টী ঘাট ও ১ টী সরাই সংস্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন করাইতে তাঁহাদিগের ১৯,১২৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পৃথিবীতে ৮২৩৪ সাক্ষ ও ভাষা চলিত আছে। ইহার মধ্যে ইউরোপে ৪৯১ আসিয়ায় ৩৯৯, আফ্রিকায় ৭১ ও আমেরিকায় ১৮৬।

আন্দামানস্থিত যে সকল উষ্ট্র ও অশ্বের হস্ত হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের ৮০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একোনা, মায়সুর ও আরোলা নামক স্থান হইতে সেপায় করেকটি কুলিয়া বিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

বিচারে কোলাপুরের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির ৮ বৎসর ৮ অন্যের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও অন্যের ৭ বৎসর ৪ জনের ৫ বৎসর ২ জনের ৩ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্টেরা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

অষ্ট্রীয়ার রাজা গতবর্ষে অবসর্গে শীকার করিতে আসিয়া ৯ ৮০০ টাকা ব্যয় করেন। এবার ইনি শীকারার্থ ইংলণ্ডে আসিয়াছেন।

অভিনয়ের চাস ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। গতবর্ষে বেঙ্গল এক্তেমির অধীনে ৪১৪৮৮ বিঘা জমীতে অফিংকেনের চাস হয়; ইহা হইতে ৪১৭৬ মণ পোস্ত হইয়াছে, এ হিসাবে প্রতি বিঘায় ৯ সের মাত্র পোস্ত জন্মিয়াছে, বারাণসী এজেন্সির অধীনে ৩২৪৮৭ বিঘাতে অফিংকেনের চাস হইয়াছিল, উহাতে ৪৬১ ৩৭ মোণ পোস্ত জন্মিয়াছে। এ হিসাবে প্রতি বিঘায় ৫॥ সের হইয়াছে। চীনে, ও পারস্যে অফিংকেনের চাসের দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। উক্ত স্থান দ্বয়ের অফিংকেনের মূল্যও ভারতবর্ষীয় অফিংকেন অপেক্ষা অল্প সুতরাং এই সকল কারণে গবর্ণমেণ্টের অফিংকেনের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে যে লাভ হইত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে, কাজেই এদিকে অফিংকেন চাসের জমীর সংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৯৮১৯৭ মণ চাউল মজুদ ছিল। উহার মধ্যে ২৫ লক্ষ মণ ব্রহ্মদেশীয়।

১৯ এ শনিবার উপাধি বিতরণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার বিশেষ অধিবেশন হইবে। ভাইসচান্সেলর ডক্টর উইলসন ইহাতে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন।

আবকারিতে মেটে তৈলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তথাকার কূপ হইতে নিত্য এখন প্রায় ১৮৮ পিপা তৈল বাহির হইতেছে। কূপ ভিন্ন ৩ কলের দ্বারা তৈল বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহা অনুন ৪৩০০ পিপা তৈল বাহির হইবে। তথায় এখন সর্ব্ব শুদ্ধ ১৭২ টী তৈলের কূপ আছে।

অরেঞ্জবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ফিউলের সিরফিড নামক স্থানে ইডিয়টের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। ডক্তিকর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে যে ব্যক্তিদিগকে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। তাহারা ক্রয়ের বিনিময়ে পুরাতনদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, বালিকারা স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পণ করিতেছে। কাহাদিগকে বিক্রয় করিতে যাইলে কেহ ক্রয় করে না।

প্রেসকমিশনর লেপরিস সাহেব এবার গবর্ণর জেনেরলের সহিত সিমলায় গমন করেন না, শিরনিয়র উক্ত পদের লোপাপত্তি করিয়া, অনেক কাটুনি খাটিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল উত্তরপাড়া হিতকরী সভার একজন হিতৈষী হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ও উক্ত সভার সাহায্যার্থ একশত টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা পোষ্টআপীস সমস্তর ডাইরেক্টর জেনেরলের আপীস ১ লা কলিকাতায় বন্ধ হইয়া ১২ই এপ্রেল শিমলায় খোলা হইবে।

গত সপ্তাহে বর্দ্ধমানের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বিষয়ে ৩ লক্ষ সিক্কা টাকা ট্রেঞ্চারে প্রেরণ করিয়াছেন।

৫ ই মার্চ্চ শনিবার তালতলার খালার বড়াবাজ পড়িয়াছিল। কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতার ট্রেঞ্চারে ৮৭৩৯১১ ও বোম্বাই ট্রেঞ্চারে হইতে ১৮৫৮২৯৭ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত বর্ষে কলিকাতা ট্রেঞ্চারে হইতে ১৩১২৭৭১ ও বোম্বাই হইতে ৩৯৭৪৩০ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্জাব ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট উপাধির মহারাণীর বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা চলিতেছে, বাদী তাহাতে ৬০ লক্ষ টাকারও উপর দাবী করিয়াছে।

সাহেবের মাজিষ্ট্রেট মাকডোনেল সাহেব ৭৬ বাঁচিয়া গিয়াছেন। যখ মঠী যখন তিনি কাজারি করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাতুরোগগ্রস্ত একব্যক্তি একখানি কুঠার হস্তে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য, যেমন উহা উত্তোলন করিয়াছিল, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে একব্যক্তি ধরাতে তিনি সেই যা সামলাইয়াছেন। পাগল ধৃত হইয়াছে

গত শনিবার রাত্রি ৯ টার সময় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ষ্টুয়ার্ট সাহেব ডালহৌসী স্কোয়ারস্থ ওয়াশিংটনের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ মুক্ত করিয়াছেন।

ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাহাদুরের সাহেব লিখিত হইল বলে এক্ষণে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে।

অন্ধবিদ্যালয়ের ইংরাজিশিক্ষার উপনিবেশ ও অন্ধাশ্রমের উপকৃষ্ট ভূমি আক্রমণের বিষয় সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইলে, ডাক্তার সাহেবেরা ঐ ভূমি দেখিতে গমন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, ফেব্রুয়েরি মাসেই ডাক্তার হলের কন্যা সাক্ষাৎ আইনের সহযোগিনের জন্য প্রার্থনা করিবেন। ডাক্তার বিষয় প্রকাশে ইহা দিবার আপত্তি দিবেন না।

ওয়েষ্টমিনিষ্টের ডিউক সাহেব কেপগবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করিবেন বলিয়া স্থানীয় বাঙ্কে ১০,০০০০০ টাকা জমা রাখিয়াছেন।

কলিকাতাস্থিত অক্সফর্ড মিসনারি সোসাইটীর কলেজ ভবনের ভিত্তি স্থাপন মিসনারিরা আগামি আষ্টিয়া ৫ ই ফেব্রুয়ারি ভিত্তি খুলিয়া ৮ শত টাকা চুরি করাতে বন্দোবস্ত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজেষ্ট্রার মহাশয় ১৮৮১ ইং কেষ্টির অবলিখিত এক অনুবাদ করিয়া বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ভিন্ন, কেহ এণ্ট্রেন্সে করিতে না পারে। ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ৩ই বৎসর আদি অধ্যয়ন করিয়া যে পরীক্ষা দিবেন তাহাতে যাঁহারা পাসক্রম উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা নিজ আলোকের উজ্জ্বল ও পতাকা জ্বালাক্রম পাস না হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে মোক্তারি করিতে দিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এবৎসর প্রেসি-

ডেভিড কালেজের বাবু হরিহর নাস্তিক্য বি, এ পরীক্ষায় প্রথম ও সংস্কৃতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হওয়াতে রাজা রাধাকান্তের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহীসুরের কোন কোন স্থানে সম্প্রতি শীত ঋতুর সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বারি বর্ষণে তথাকার গ্রামনিবাসিগণ মহীসুর মহারাজের সুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। যে যে স্থানে বারি বর্ষণ হইয়া গিয়াছে তথাকার অট্টালিকার ছাদ প্রভৃতির উপর নীলবর্ণের আভা রহিয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রতিবাদ পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, "আপনার ১৮ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, পাবনার কলেক্টর সাহেব " সিরাজগঞ্জ স্কুল দেখিয়া বড় ভাল লিখিয়া যান নাই।" ইহা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। কেন না পাবনার কলেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত ডে সাহেব গত মাঘ মাসে ঐ সিরাজগঞ্জ স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে, যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার স্কুলের পরিদর্শন-পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। এমন কি, এই স্কুলের ইংরাজি ভাষার উন্নতি দর্শনে তিনি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া উহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য কয়েকটী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। তথা এই স্কুলের বর্ত্তমান হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়কে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন।

আমাদিগের দেহতত্ত্বের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—কলিযুগে শিবজী দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি। হীপিকায় একজন সম্রান্ত পত্রপ্রেরক (মজুমদার কেন্ড দেওয়ান) মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহীসুর রাজ্যান্তর্গত চিনাপাট্ট গ্রামে মহীসুরের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রী মৎসাদর্শনাচার্য্যের একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় সেই কন্যার " অরোবলম্বা " নাম দিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহার বিবাহ হইল কিন্তু কন্যা ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকী হইল না। তাহার বক্ষস্থল ক্রমে পুরুষের বক্ষস্থলের ন্যায় হইতে লাগিল। এমন কি শ্মশ্রু পর্য্যন্ত হইল, স্ত্রীর আর কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এই সময়ে তাহার পিতা পরলোক প্রাপ্ত হওয়াতে, তাহার সমস্ত সম্পত্তি পুত্র সকলে ভাগ করিয়া লইল এবং তাহাকে তৎপতির সহিত বিদায় করিল। তাহার ভগিনীপতির পরীক্ষায় " অরোবলম্বা " এক পুরুষ বলিয়া জানা গেল। অরোবলম্বার স্বামী তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিয়া অন্য বিবাহ করিলে পর অরোবলম্বা স্বীয় ভরণ পোষণার্থ বেঙ্গালোর মুন্সেফী আদালতে অভিযোগ করাতে যথাকালে তাহার স্বামী বিচারস্থলে উপস্থিত হইয়া জবাব দিল যে, অভিযোগকারিণী স্ত্রী, স্ত্রী নহে পুরুষ, অতএব আমি উহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহে অসম্মত। মুন্সেফ বাবু অভিযুক্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া অরোবলম্বাকে ডাক্তার সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিয়া সাক্ষী দিলেন যে, "অরোবলম্বা" ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী ছিল, পরে ২ বৎসর নপুংসক হইয়াছে; তৎপরে সম্পূর্ণ পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।" ইহাতে মুন্সেফ বাবু চমৎকৃত হইয়া মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। বাদিকে কহিলেন তুমি স্ত্রী নহ পুরুষ, স্বামীর নিকট হইতে কোনরূপে খোরাক পোষাক পাইতে পারিবেক না। তাহার পর সে " অরোবলম্বা " নাম পরিত্যাগ করিয়া অরোবলাচার্য্য নাম ধারণ করিল এবং তাহার উপনয়নাদি কার্য্য সম্পন্ন হইল। এখন সে স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে অন্ন লইয়া রাজা পালন করিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

যশোহরের প্রতিনিধি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ই, এচ, রঙ্ক রাজসাহীর ১ ম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার সহকারী কমিশনর রিডেট কার্থাক বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইলেন ও ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধালদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ অব্দের ১ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাইচরণ দোষ ছোটনাগপুরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কৃষ্ণ ১ লা হইতে ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

এফ, ডে, এস কটন জমলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর কণিশেষকার্য্যভার অন্যের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি ঐ জেলার প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

মেদীনীপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র কিছু দিনের জন্য হুগলীতে বদলী হইলেন।

কটকের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু কিডিয়ান মেদনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন সার্প সাহেবের উক্ত পদে নিয়োজিত হইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সীনাথ ভদ্র দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু তারিণী শঙ্কর রায়ের উপর উক্ত স্থানে যাইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এ, ওয়েস সাহেব দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনর হইলেন।

উড়িষ্যার কোর্ট কেনাল প্রস্তুত করিবার জন্য হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশীভূষণ সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আব্দুল কিছু দিনের জন্য, বর্দ্ধমান বিভাগের ২ য় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ছোটনাগপুরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু রাজগোপাল রায় ১৯ এ হইতে ৯ মাস, বালেশ্বরের প্রতিনিধি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, জি, কুকএ ই হইতে ৩ মাস, কটকের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু মাকফার্সন ১ সপ্তাহ অতিরিক্ত বিরাম, দার্জ্জিলিঙের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিজয়কৃষ্ণ বসু যে দিন হইতে তিনি ছুটী লইতে ইচ্ছা করিবেন সেই দিন হইতে ২৮ দিন, দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনর আর, এম ওয়ালার ১ লা এপ্রেল হইতে ৩ মাস বিরাম গ্রহণ করিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এচ, রঙ্ক ফৌজদারী আইনের ১১১ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন রিডেট কার্থাক ফৌজদারী আইনের ১১১ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শিবনন্দন লাল রায় ২ শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুত দ্বৌভদারী আইনের ৪২১ ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মহান্ত ভাগবৎ রামজান দাস পুরীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুন্সেফ বাবু অঘোরচন্দ্র রায়কে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বশিরহাটে থাকিবেন।

নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার মুন্সেফ বাবু বরদা প্রসন্ন সোম চুয়াডাঙ্গায় বদলী হইলেন কিন্তু সেই জাহানাবাদে অবস্থিতি করিবেন।

জাহানাবাদের মুন্সেফ বাবু বিপিন বিহারী সেন নদীয়ায় বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় কুষ্টিয়ায় অবস্থিতি করিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল রঙ্গপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় নেলসামারীতেই থাকিবেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত নিমলের মুন্সেফ বাবু তারাচরণ রায় চট্টগ্রামে কার্য্য করিলেন কিন্তু প্রায় কক্স বাজারে অবস্থিতি করিবেন।

কলবাজারের মুন্সেফ বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পাবনার অন্তর্গত সাহাজাদপুরের কার্য্য ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু গাঙ্গুলী কটকের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২য় মুন্সেফ বাবু জগগোপাল সিংহ তমোলুকে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবেন।

মকিমহারির মুন্সেফ বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কার্য্য করিবেন।

ছাপরার মুন্সেফ বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সারণের অন্তর্গত মতিহারিতে কার্য্য করিবেন।

পাটনার মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস সারণের অন্তর্গত ছাপরার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু শ্যামচাঁদ দাস মেদনীপুরের অন্তর্গত খড়্গপুরের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু রাসচন্দ্র সান্যাল ময়মনসিংহের অন্তর্গত সোনাখীর মুন্সেফ হইলেন কিন্তু ইনি আপাততঃ বারাসতে সব জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন নড়াগাখালীর অন্তর্গত সন্দীপের মুন্সেফ হইলেন; কিন্তু ইনি এখন চট্টগ্রামে সব জজের কার্য্য করিবেন।

বারিষ্টার বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু এখন ইনি বারাসতেই মুন্সেফী করিবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার মুন্সেফ এটর্নি বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের মুন্সেফ হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ বাবু রঘুনাথ দাস পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়ার ভার গ্রহণ করিলেন।

নওয়াখালীর অন্তর্গত বেগমগঞ্জের মুন্সেফ বাবু অক্ষয়কুমার বসু ঢাকার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা অনুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সন্দীপের মুন্সেফ বাবু হরকুমার দাস বেগমগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

আরারিয়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সন্দীপের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

বাবু গোপাল চন্দ্র বসু এম, এ, বি এল, দীনাজপুরের অন্তর্গত চিরামনের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু কালীকৃষ্ণ চৌধুরী বি, এল, মেদনীপুর সদর ষ্টেসনের মুন্সেফ হইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার জন্য ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আব্দুর রব ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চিরামনের মুন্সেফ বাবু শ্যামাবিনোদ বসু যে দিন হইতে ছুটী লইতে ইচ্ছা করিবেন, সেই দিন হইতে ২ মাস, এবং মেদনীপুরের ১ ম মুন্সেফ বাবু বিনোদ বিহারী চৌধুরী ২৯ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ৩ মাস ছুটী পাইয়াছেন, ত্রিহুতের অন্তর্গত রামিপুরের ২য় মুন্সেফ বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ ই ফেব্রুয়ারি হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে অতিরিক্ত বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রহিত হইল।

সংবাদদাতার পত্র

কামালপুর।

আজকাল আমাদের সংসারের বসন্তের হাওয়া বহিতেছে। হাওয়ায় এমন ধূলি উড়াইতেছিল যে লোকের চক্ষু ধাঁধাইয়া গৃহের দরজি বন্ধ করা ভালোয়া হইয়া উঠে। সুখের বিষয় কয়েকটী বন্ধুর স্নেহের গায়ে ধরিবার দিন এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গাওয়ায় ধূলার দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়াছে, আমরা নির্ভিয়ে রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেছি। এখানে বসন্তের প্রারম্ভে কোকিলের ডাকার কিম্বা মুকুলের নবপল্লব দেখা যায় না, তবে মৌজ বৃক্ষগুলি সমাগ্রে নব পল্লব ও নবপুষ্পে দেখা দিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের একটি বন্ধুর পরিচারিকা স্বর্ণকারের দোকান হইতে ৩০ টাকা আন্দাজ মূল্যের এক জোড়া হাফ চৌদানি লইয়া দেখাইতে যাইতেছিল। ইত্যবসরে একটী চীল কাগজে মোড়ক করা চৌদানি বুঝিতে খাদ্য দ্রব্য ভ্রমে অপহরণ করিয়াছে। কেরাণিগিরির রক্তচুষা টাকা এপ্রকার চীল শকুনে নষ্ট করিলে বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে।

বিগত ২০ এ ফাল্গুন অত্রস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শশিভূষণ ঘোষালের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কন্যার শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাঠ আমালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন, দেখিতে শুনিতে মন্দ নহেন। উনি পিতা মাতার অগোচরে এ বিবাহ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে সম্বন্ধটী অনেক দিন হইতে গোপনে গোপনে হইতেছিল এবং মধ্যে কলিকাতা হইতে ছইটী বাবুও পাত্র দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের নিকট বালকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া যান। আমরা বালকগণকে শিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া বিদ্যালয়ে দিয়া থাকি। শুনিত হইলাম যে, শিক্ষক মহাশয় এ ঘটনা বালকের পিতা মাতাকে না জানাইয়া গোপন রাখিয়াছিলেন। ছাত্র বলিয়াও যদি তাঁহার স্নেহ না থাকে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অপেক্ষা কালীকৃষ্ণ ঘোষাল তাঁহার বিশেষ বড় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উভয়েরই বাস কামালপুরে। এ সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অনেক কথা প্রকাশ পাইতেছে। শুনাযায় এই—এক কায়স্থ যুবা রবিবারে ভগ্ন পাঠক ও ঘটকের কাজ করিয়াছিল। লোকটী বেশ সুরসিক। শুনিলাম বালককে বেলওয়ে ষ্টেসনে রক্ষণা করিয়া দিয়া নিজে যেন কিছু জানে না এই ভাব প্রকাশ করে এবং প্রবেশ মাত্র "মা মা শশী" এইরূপ শব্দ করিয়া ষ্টেসনটি মুখরিত করে। তৎপরে বালকের পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া দেখে, তাঁহারা এক চাদরে বসিয়া গোপন করিতেছেন। তখন সেও কিছুক্ষণ এক চাদরে বসিয়া থাকে। "আমি অদ্যই বলিয়া ফেলিয়া শশীকে নিয়াইয়া আনিব, তুমি যাই আনিব, মাচের আর কাজ নাই" বলিয়া

যদি বিবাহ হয় এমতিকা গড়কালি লইয়া শশীর গোসাঘেরি করিব; আর কিছিব না বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বাসায়াতের ট্রেণ ভাড়া লইয়া প্রস্থান করে এবং বিবাহ পর্য্যন্ত থাকিয়া সমস্ত কাজ শেষ হইলে এখনে এখানে প্রত্যাগমন করি

হাস্য। কিন্তু কোম্পানির বিনামুমতিতে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কণ্টুরেরও জল খিরাছেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, মাকুর গোঁসাই অনেক অর্থ ব্যয়ে এক একটী শাস্ত্র লইয়া যান। কিন্তু ছাত্রের হিতৈষী অনেক স্থলে শাস্ত্রের শিক্ষা মাকুর মত লওয়া হয় না। বিবাহের রাত্রে পিতা মাতা পুত্রের শুভ বাক্য শ্রবণের প্রকাশ না করিয়া চাকর জল দেখেন সেটার ভাল নহে। বলিতে কি এমন বোম্বেলের পিতা মাতার যেমন দেখিলে সকলেই দুঃখে জল আইসে। কার্যীক্ষেত্রে তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা যদি একবার চক্ষে দেখিতেন, বরদাপ্রসন্ন ঘোষালকে কখনই কাঁদাইতে না। আমরা ও সাধারণ সম্বাদে সোমপ্রকাশের স্বত্ব গ্রহণ করিতাম না। তবুও যদি সমস্ত ঠাকুর গোষ্ঠীর অন্তরের বোন বিবাহ দিবার সময় অর্থে যেন শাস্ত্রের পিতা মাতার মত লইয়া চির বাধিত করেন।

গত ২৩ ও ২৪এ ফাল্গুন শনিবার ও রবিবার নারায়ণপুরের শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী ও বাবু হিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের পরিবার আত্মস্বপ্নবর্তিনী সভার প্রথম বার্ষিকোৎসব ব্রাহ্মী সমাজের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; ইতিবিদের অসাধারণ অধ্যবসায় প্রভাবিনী সভাবলে নিষ্পন্ন না হওয়ায় হিনকড়ি বাবুর বাড়িতেই উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্থানটী অতি মনোরম ও উপযুক্ত করা হইয়াছিল। শনিবার অপরাহ্ণ বেলা ৩ টার সময় হইতে নগর সংকীর্তন ও সায়াহ্নে শ্রীশ্রীমন্নারায়ণদেবের আরতি হয়। রবিবার প্রাতঃকালে বেলা ৮টা হইতে ৯॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমন্নারায়ণ দেবের সংস্থাপিত পূজা, পঞ্চগব্য, উপহার বাক্যাদি ও হরিনাম সংকীর্তন হয়। অপরাহ্ণে বেলা ১ টার সময় হইতে হরিসংকীর্তন বোলান হয়; বেলা ৩ টা হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং মধ্যের অবসরে প্রভাবিনী সভার সভ্যগণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় কর্তৃক সম্বলিখিতা একটী সুদীর্ঘ ও সুখপাঠ্য বক্তৃতা করেন। তৎপরে ছোট পাঠ ও শ্রীমন্নারায়ণের আরতি করিয়া সংকীর্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাবু এই উপলক্ষে মুঙ্গের হইতে আসিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনকাড়ি বাবু হিনকড়ি বাবুর বাড়ে সভাটী এক পরিবারের মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমরা সন্দেহ না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।

২৪ এ ফাল্গুন ত্রিপুরাদেশে দিবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এমন কি পাখী পক্ষী পর্য্যন্ত বাকী নাই। ভাগলপুরের বাজারের এক বারাঙ্গনা অপর এক ব্রহ্মনারীর সহিত বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। বিবাহগুলির মধ্যে মুঙ্গেরে একটী বেশ সমারোহের বিবাহ হয়। কন্যা-কর্তা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মার যজ্ঞে যেমন সর্ব্ব তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হইত, তাঁহার যজ্ঞে তেমি প্রত্যেক স্থান হইতে দ্রব্যাদি ও মিষ্টান্নাদি আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি মুঙ্গের হইতে রসগোল্লা ও বুন্দিকা প্রভৃতি করিবেন। তাঁহার আদেশ মত শান্তিপুর হইতে কলাপাত, রুক্ষনগর হইতে সরভাজা, বর্দ্ধমান হইতে সীতাভোগ, মালা, সিউড়ীর হইতে পান, রাজমহল, পদ্মা ও চুনার হইতে আমাত, এলাহাবাদ হইতে কালাকন্দ এবং জনান হইতে রসকরা আসিয়াছিল। কলিকাতা হইতে অভ্যর্থনার জন্য লোক আনার প্রস্তাব হয় কিন্তু আনা হয় নাই। যাহা হউক কন্যা কর্ত্তার কার্য্যে সকলই হইয়াছে। একটী কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারিলাম না, সেটী বিবাহ সভায় বাই নাচ। কন্যা-কর্ত্তা আমাদের মুঙ্গের দাতব্য সভার সম্পাদক অতএব এ কার্য্যে তাঁহার বিশেষই করিলে বড় দুঃখের হইত।

ঐ বিবাহের নিমন্ত্রিত একজন ডেলি রাজ কাহাদিগের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিতেছিলেন। সাহেবরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন কারণ "তোমরা কেহ বাড়ীর কর্ত্তা না থাকিলে ইহিবেনা।" পরিবেশনে কায়স্থদিগেরই ভিড় বজায় থাকায়, তিনি অভিমানে বাহির হইয়া বাসায় যান। ব্রাহ্মণ-ভোমরা না গ্রহণ হইতে অনেক স্থান হেন কর না? তোমাদের সকলের সহিতই না ছাড়াছাড়ি? তবে কি কারণে আজ আমাদের ডেলি ব্রাহ্ম স্বজাতীয় বিদ্বেষ সহিত বসিতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া উক্ত স্থানের অভিলাষ করিতেছেন? এবং কি কারণেই বা রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া যাইতেছেন? যাহা-হউক তোমাদের অন্ন পাওয়া আর ; চামরা সকলই এক একটী ছোট খাট বিপ্রহ।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন বুধবারে কন্যার বিবাহ দিলেন। সেনপত্নী রাজমহিষী হইয়া সিংহাসনে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও বৈদ্য সমাজের বলাবলির শ্রোত আর নিরুদ্ধ হইল না। সম্প্রতি ভাগলপুরে একটী বিবাহ উপলক্ষে কতকগুলি বৈদ্য নলিনচন্দ্র সেনের সম্বন্ধীকে লইয়া পান ভোজন করিয়াছেন। কাঁচড়াপাড়ার বৈদ্যেরা উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগলপুরের বৈদ্যেরা এই অপরাধে সাধারণ বৈদ্য সমাজের নিকট দোষী কি নির্দ্দোষী? ভরসা করি সাধারণ বৈদ্য সমাজ এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বেহড়বা।

আমরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে তালচেরের মহারাজ কটক নগরস্থ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ২০ টাকা দান করিয়াছেন। গড়জাতস্থ রাজগণের অন্তঃপুরে লেখাপড়াও সঙ্গীতচর্চ্চা প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে। অতএব গড়জাতের রাজগণ যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবেন ইহা বিচিত্র কি? এক চেকানাল ব্যতীত ও অঞ্চলের অন্য কোন গড়জাতের রাজা কটক বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। সম্প্রতি তালচেরের মহারাজকে এ বিষয়ে মনোযোগী দেখিয়া আমরা বড় সুখী হইলাম। ভরসা করি অন্যান্য গড়জাতস্থ রাজন্য এপ্রকার কার্য্যে সদানন্দ প্রকাশ করিয়া উড়িষ্যার মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

বাবু বলরাম বসু বাঁকীর ডেপুটীগিরী পদে নিযুক্ত হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন ইনি একজন লোভী ব্যক্তি।

তালচেরের মহারাজ পেটি টাইটল করে এক তালীন ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

মফস্বলে লোকে গণনার দিবস বড় ঘৃণা করিয়া থাকে; এমন কি কেহ কেহ সাঙ্গতালেরা বলে, যদিও আমাদের মহারাজ আদেশ, তবে আমরা সংসদনে গমন করিব; নতুবা অন্য কেহ আসিলে তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিব।

বালেশ্বরস্থ মহিষগুড় বাজারের উত্তর দিকে একটী খালের বন্যাবৃত হইয়া অতি দূরে বসিয়া ছিল; দৈব নিবন্ধন তাহার বক্ষে অগ্নি লাগিয়া যায় তাহাতে সে একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়াছে।

গত শুক্রবার শেষ মাইল কেনারেল সাহেব বালেশ্বরে পৌঁছিয়াছেন। ডানিয়াস সাহেব ৭ম ডাকের ডাকের বন্দোবস্তের নিমিত্ত উড়িষ্যা আসিয়াছেন।

এক বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যা হইতে ৪৩ রেজ ষ্ট্যাম্প কোর্টফি টিকিট বিক্রয়ে ৩ লক্ষ টাকা সরকার বাহাদুর পাইয়াছেন। পূর্ব্ব পশ্চা এ রাজস্ব ৬৩১৫৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে যথা—

	১৮৭৮। ৭৯	১৮৭৯। ৮০
কটক	১০১৯৭৮ টাকা	১৭৩৮৫ টাকা
পুরী	৫৫৪৬৩	৬৬৬৯
বালেশ্বর	৫৫০৫০	৬৩১৯
মোট	২৮২৯১ টাকা	৩০৩৪৬ টাকা

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /- আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, বল্লালসেন সম্বন্ধে একটী ভ্রমের প্রতিবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা, মনুসংহিতা, যোগতত্ত্ব, তৎসপ্রয়াগ, পদ্য এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৩ পাঁচ টাকা। প্রবন্ধেচ্ছু মহোদয়গণ সোণারপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতায় এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারেরাও এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ১৯ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাসিদ্ধৃত মহৌষধ। চন্দনাদ্যস্ত।

এই সুবিখ্যাত রসায়নদ্বারা মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্ররোগ স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত আর যে সপ্ত ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও নিজ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-পাত জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুবিখ্যাত ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক শিশির মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরারি কবায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, দেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় ঐই কল পংযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই মহৌষধ-প্রদত্ত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের শিথিলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, অজীর্ণ নূতন ও পুরাতন রক্তমূলাদি রোগ সমূহ একবারেই নির্মূলিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলবীর্য্যশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী ঔষধের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ শিশির মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মধুসূদন বসু, এল এম এস

" " ক্ষেমমোহন মিত্র,

বাবু অনুকূলকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু হৈমলোকানাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেসর্স ব্রেজনাথ দে ফরেষ্ট মার্চেণ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিতাইচাঁদ ঘোষাল, ইণ্ডিয়ান সমাজ সম্পাদক।

রায় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সমর ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭৯ নং বাটী।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত-তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ও ব

হইতে শেষ খণ্ড পর্য্যন্ত, ৩০ সে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ খণ্ড ১২ শ্রী সটীক ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আলোচনাত্মক বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০০ টাকা ও ডাক মাশুল ৫৮০ টাকা। ইহা ব্যতীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মূল ডাক মাশুলসহ ৭৮০ টাকা, উজ্জ্বলনীলমণি ২৮০, পদ্য পুরাণ ১২ খণ্ড ৪০ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৮/, গোপালচম্পূ ১ গোবিন্দবিরুদাবলী নাটক ১ টাকা, আমার নামে [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হওয়া

শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

[illegible] টাকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বহুদর্শী মহাশয় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া [illegible] করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহু সংখ্যক লোক আরোগ্য হইয়াছে। যাহারা ঐ সকল ঔষধ সেবনে নীরোগ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার ওসেন সাহেবের ঔষধালয় হইতে ঔষধ সেবন করুন।

পুরাতন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার উপদংশের আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে সীধু ও মার্কারিযুক্ত ঔষ. পারাদ্রব, কলঙ্কিত ও আলেয়িয়া প্রভৃতি যদি ইহাকে নষ্ট না করে, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুচিকাটা ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটিয়া ও বেদনা, অঙ্গ চালনা ও পরিচালনায় বেদনা যে কারণ বশতঃ [illegible] কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ সেবন করিলে সম্পূর্ণ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আশ্চর্য্য [illegible] শক্তি আছে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার ওসেন সাহেবের রক্ত পরিষ্কারক আরক।

[illegible] ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর সুস্থ হয়, কোন প্রকারে পারা বিশিষ্ট হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও জীর্ণ প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সারসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

বরডেট কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও ইডেনসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

এই সুপ্রসিদ্ধ ও অতি সুগন্ধি তৈলে কেশের অকালপক্কতা, টাকপড়া, মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সকলপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৸০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তযোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আবিল, দাঁতের পোকা ধরা, দুর্গন্ধ, আলগা হওয়া ও রক্ত পড়া এবং মুখের সকল প্রকার মুখরোগ ৩।৪ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যজন্য বহুতর লোক দ্বারা লেখা রহিয়াছে।

কলিকাতা বহুবাজার ৩৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট শ্রী কৈলাসচন্দ্র দেব ওসেনায়ে প্রাপ্য।

নূতন পুস্তক।

পার্থ-পরাজয় নাটক।

সুপ্রসিদ্ধ নাটক লেখক কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় উক্ত নামের যে, কবিতা ও ভাষা-বসাশ্রিত যে চমৎকার নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহা আমাদের কলিকাতা লাইব্রেরী, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট এবং ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিজ বাটীতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা, মাশুল ৵ আনা মাত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি এক বিন্দুতে ঔষধদর্পণে চীকাদ্বারা প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে স্বচক্ষেআয়ত্ত অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ

শ্রীরামপুর।

কথা সরিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল মূল্য ১৸০ টাকা। ডাক মাশুল ৵ আনা। গ্রাহকগণ আমার নিকট মূল্য সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমগ্রপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং সাণ্মাসিক ৯৸০ নাত্র অন্যূন পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অন্য পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না যাঁহারা সোমপ্রকাশের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তের নামে পোষ্টাল নোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্য যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই ভাবে মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্ততঃ আনার অগ্রিম মূল্য টিকিট প্রেরণ করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হইবে না। নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি লইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি আর পাইবেন না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রতি লাইন তিন বার পর্য্যন্ত ১ টাকা ৪ আনা হিসাবে পরে ৵ এক আনা লাইন হিসাবে লইবেন।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা করগ্রাম হইতে শ্রীকেদারচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্তন্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ১৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মফস্বল সমেত ২॥ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ৯ ই চৈত্র। ইং ১৮৮১। ২১ এ মার্চ্চ। শনিবার সাপ্তাহিক এক, অসমর্থ পক্ষে মফস্বল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজাতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সমপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসা কল্প দ্রুম" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, "মেডিকেল লাইব্রেরিতে" আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং বাবাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোকদিগকে এবং কর্ম্মকার দ্বারা প্রস্তুত সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৪ নং বাবাবাজার

কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বাতরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বাত, শূল, হস্ত পদাদিকম্প, ক্ষয়রোগ, মানসিক বিকার, বধিরতা ঢাকুলতা প্রভৃতি সর্ব প্রকার বায়ুরোগ অতি শীঘ্র নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ঐ মাদুলি ৩ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোঃ কাঁসি—কেশো মেদিনীপুর।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহ্য, জীব বৎসল, বেদব্যাসের মহত্ত্ব আগমন, নদুদরিদ্রা, বাসবিলাস ও বাসর যাত্রা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, সাংগারুণ, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। বিষয়টী অতীব কৌতুকাবহ ও জ্ঞাতব্য তাহা বলাবাহুল্য। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেতর মহোদয় যদি সোণাপুর ডাকঘর সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

"বঙ্গোপন্যাস।"

বঙ্গোপন্যাস নামক একখানি অপূর্ব্ব মাসিক পত্র "ইতিহাসের গুপ্তকথা" প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইয়া অনুমান ১৫।১৬ খণ্ড সমাপ্ত হইবে, আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রতিখণ্ডের অগ্রিম ৵১০ আনা, ডাক মাশুল বাদ গ্রহণ করিব; মাঘ মাসে ইহার আরম্ভ হইয়াছে, গ্রাহকেচ্ছুক ব্যক্তিগণ সত্বর ডাক মাশুলাদি পাঠাইবেন। কলিকাতা, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ১৯০ নং কার্য্যালয়। প্রকাশক শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র।

নূতন ব্যবসায়ের দালালী।

সম্পাদক মহাশয়! আমরা একটী নূতন ব্যবসা করিবার মনস্থ করিয়াছি। এ ব্যবসায়ে মূল ধন চাই না, অথচ বেশ দশ টাকা হাত আছে। ইহা ও এই ব্যবসায় দ্বারা বিলক্ষণ দশ টাকা সঙ্গতি করিয়া লইব এবং এতদ্দেশ মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক হইয়া দাঁড়াইব। আমাদের নূতন ব্যবসার বিজ্ঞাপনী আপনার সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশকে কিছু দিন বিনা ব্যয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি প্রবীণ সম্পাদক, আপনাকে আমরা বঞ্চিত করিব না, লাভের অংশ হইতে যথোচিত অংশ প্রদান করিব। এই সংবাদকে বিনা মূল্যে নূতন ব্যবসার পথ দেখাইবার ব্যবস্থাটী করিয়া দিলে আমরা এবং আপনার গ্রাহকবর্গের বিশেষ কৌতুহল হইতে পারে। যে ব্যবসাটী "দালালী"। ব্যবসাদের ব্যবসাটী। যদি বলেন এত নূতন

...ক ও এক নামে ও এক প্রকার ধারাল আছে।" ...সে সত্য, কিন্তু তাহারা ইংরাজীতে মেরিট বলিতে ...বে না, কয় পয়সের পরিবর্ত্তে কয়টী পাশ তাহা ...লাইবার পদ্ধতি জানে না এবং কোন্ ঘটক কোন্ ...ময়ের কোন্ ক্রমে পড়ে তাহাও স্মরণ রাখিতে ...বে না। আমরা এই দুঃখে স্থির করিয়াছি বিজ্ঞাপন দ্বারা কাহার কয়টী পুত্র আছে এবং ছেলেগুলি লায়েক কি পায়লো এবং কত করে বিক্রয় করিতে পারেন জানিয়া লইব এবং কাহার কয়টী কন্যা আছে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা এবং কি করের ভিক্ষু পাত্র চাহেন আমাদিগকে জানাইবেন আমরা তদনুসারে সরবরাহ করিব এবং বিবাহ ...ন্ত শরীরে এবং ঘোর মেঘাচ্ছন্নে স্থান উপস্থিত হইয়া বিবাহান্তে লুচি চিনির জলার খাইব। অ...পরে খরচাদির একটা ইষ্টিমেট করিয়া পনরখা পাঁচ টাকার হিসাবে কমিশন লইয়া চলিয়া আসিব।

আমরা ভ্রাম্যমেক মাল বিক্রি করিব না। যদি দেখি কোন মাল বিবাহের পূর্ব্বে বিলায়ত ছাড়িয়া ...মেছে হইতেছে, অর্থাভাবনা করিয়া তাহাকে বিদ্যালয়ে দিব এবং যতদিন বাজারে ...রে বিক্রয় না হয়, ঐ প্রকার পাঁচ দিতে থাকিব। পরে বিবাহ হইলে আমাদের কমিসন বাদ ...রচরচা টাকা কাটিয়া লইব। আমরা এই ব্যবসার জন্য গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়া পাঁচ বৎসর নিয়াদে লাইসেন্স নিয়া একটেটিয়া করিয়া লইব। এবং মফস্বলে ব্যবসার জন্য এক একজন এজেণ্ট রাখিব। প্রত্যেক এজেণ্টদিগকে পাঁচশত টাকা নিয়া বসিতে হইবে পারিবেন। এজেণ্টরা এই ব্যবসার জন্য আমাদের একটী অফিস ও একটী সভা করিবেন। অফিসে বালক বালিকার সংখ্যা নিয়ত অন্যূন ১৫ টাকা বেতনের দাস শত কেরাণীর আবশ্যক হইবে। বিজ্ঞাপন ...ক্ষিত হইলে সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ প্রশংসাপত্র ...ত্র আমাদের করিতে পারেন। এক্ষণে আমাদের স্থানাভাব।

...ম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম হইবে। যথা:— ...দি কেহ আমাদের অজ্ঞাতসারে পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, তাহাকে দণ্ড পাইবেন। আমরা যেসা...লোকের দাবিতে যত টাকার ইচ্ছা নালিস করিতে ...ব। যুদ্ধ বয়সে যদি কেহ কিছু কোম্পানীর কাগজ পাইতে ইচ্ছা করেন, আমাদিগকে জানাইয়া সেই পরিমাণকে ৬ মাসের জন্য মোটিশে রাখিবে ...কল স্থানে একজন একটীন দিয়া তাঁহাকে ...লায় ভর্ত্তি হইয়া আমের নাম খণ্ডন করিতে ...বে। তাঁহার নাম খণ্ডন হইবামাত্র আমরা একটী বালিকাকে এককড় করিয়া তাঁহার এক হাতে দিব অপর হস্তে এক খানি চতু...ণ বিশিষ্ট কোম্পানির কাগজ দিব। বালিকা তাঁহার পরিচারিকার স্থলে পেট ভাতায় কাজ করিবে। কিন্তু এতদঞ্চলে আমরা এক চতুর্থাংশ কাটিয়া লইব। (৩) যদি কাহারও পুত্র ৮। ৯ বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল হয়। তিনি আমাদের বিনা অনুমতিতে পুত্রকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া ভ্রামেক করিতে পারিবেন না। এরূপ স্থলে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এবং আমাদিগকেও করিবেন, এটী যেন স্মরণ থাকে। (৪) " বাকা দান করিলে সম্প্রদান করা হয় " এ নিয়ম আর চলিবে না। ব্যবসাদার মাত্রেরই মিথ্যা বলিতে হয়। অতএব যদি কেহ নিজ প্রয়োজন কোন স্থানে বরদিন হইতে সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, যাহে হরিদ্রার পুরুষদিগ " ছেলে একাল বিবাহ করিবে না " বলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন তাহা হইলে পাত্রীর পিতা ভাবি যাইবার ভয়ে যথা সম্ভব বারে অপর পাত্রের জন্য আমাদিগকে অর্ডার করিবেন। আমরা বেশ দশ টাকা লাভ করিব। ...) ব্যবসা করিলেই হাজা শুকা সকল প্রকার হইতে পারে। এজন্য আমরা দায়ী নহি, তবে বিবাহের তারে দেখাইয়া বিক্রয় করিব। পরে যদি লোকসান ঘটে তাহার রাখিবার দোষ। (৬) আমরা বাজার দর গরম করিব না—ভাই, সেকেণ্ড, থা , তিন ভেটের দর বাঁধিয়া রাখিব, যাহার যেরূপ আবশ্যক পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন। কোথায় পাত্র কোথায় পাত্র করিয়া কাহার আর ঘুরিয়া বেড়াইবার আবশ্যক হইতেছে না। আমরা বিলাত থেকেও আমদানী করিব মনস্থ করিয়াছি; কিন্তু ম্যানচেষ্টরের ভয়ে সাহস হইতেছে না।

সম্পাদক মহাশয়! আপনাকে আমরা ঐ প্রদেশের এজেণ্ট পদে বরণ করিলাম। এ ব্যবসা সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বলিয়া বাধিত করিবেন।

উপযুক্তির দালাল
আপনার
শ্যামলপুরস্থ সংবাদদাতা।

৺ প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া।

গত ১৫ ই ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি ৩।৷ ঘটিকার সময়, গৌরীপুরাধিপ রায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর গৌরীপুর অন্ধকার করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার আকার মধ্যম প্রকার ও উত্তম শ্যামবর্ণ ছিল। ইঁহার চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও স্বভাবতঃ রক্তবর্ণ, মুখ ঈষৎ গোল এবং শ্মশ্রু চিরকাল অল্পিপ্ত ছিল। শরীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ বলিয়া মৃগয়াবিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল।

১৮ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতা শ্রীমতী ভবানীপ্রিয়া বড়ুয়ানী মহোদয়ার যত্নে পালিত, বাঙ্গলা ও পারসী ভাষায় শিক্ষিত হন। ১৬ বৎসর বয়সে গৌরীপুর পাস্তার আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সাহেবের নিকট জমিদারী কার্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপন সম্পত্তি মাতৃ হস্ত হইতে লইয়া এতকাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

প্রজাদিগের সন্তোষ ক্রমে আপনার সম্পত্তির প্রায় ৯০,০০০ হাজার টাকা কর বৃদ্ধি করেন।

নিজ ব্যয়ে প্রজাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়, পাঠশালা স্থাপন ও নিজ বাটীতে একটী চতুষ্পাঠী এবং মধ্যম শ্রেণীর একটী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় স্বপ্রদত্ত চিকিৎসালয় স্থাপনপূর্ব্বক অসীম কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিজ বাটীতে একটী ঘড়ীঘর আছে। আবশ্যক লোক আসুক না কেন সকলেরই আপন আপন পদমর্য্যাদানুসারে অতিথ্য হইয়া থাকে।

উক্ত রায় বাহাদুর মহোদয়ের চরম পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ঐ সমুদয় কার্য্য অব্যাহত রাখিবার আদেশ করিয়াছেন। ইঁহার নিকট বিদ্যানের বড় আদর ছিল। গরীব দুঃখি সকলকেই যথোচিত দান করিতেন। বিশেষ ঋণগ্রস্ত ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না। অনাথ ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণগণ কে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিতেন। বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টকে আপন জমীদারীর মধ্য হইতে ভূমি পরখনা দান করেন। ...ষ্ট যুদ্ধে, ঐ শ্রীমতী মহারাণীর সাহায্য করিয়া রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। সুরাট যুদ্ধে সাহায্য করিয়া এক বড় মূল্য বস্ত্রক পাইয়াছিলেন। এবং গারোদের গোলযোগের সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ইঁহার হিন্দু ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তদনুসারে বলম্বীদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি ইঁহার মৃত্যুতে হিন্দুধর্ম্ম এ প্রদেশ পরিত্যাগ করিবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, বদান্য, সহাশয় লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে ক্রমশঃ চারিটী বিবাহ করিয়াও পুত্র মুখ দেখিতে পান নাই। শেষে নিরুপায় হইয়া চারি পত্নীকেই দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। রায় বাহাদুর মহোদয় স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সৎকার্য্যাদির বিশৃঙ্খলা আশঙ্কা করিয়া স্বয়ংই বিবেচনা পূর্ব্বক আপনার অভিমত ধার্ম্মিক কার্য্যক্রম দেখিয়া আপন সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত এক কমিটীর নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নীলমণি বাবুর রঘু ও ভট্টি।

অনেকে বলেন আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা হয় না। একথা যথার্থ বটে, ইহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে সংস্কৃত পুস্তকের উত্তম সংস্করণ পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অদ্য আমরা নীলমণি বাবুর রঘু ও ভট্টির সংস্করণের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

(১) মল্লিনাথ

অথাচার্য বিধাকারঃ প্রয়তৌ পুত্রকামায়া।
ঔর্বশ্রেষ্ঠী বশিষ্ঠস্য গুরোর্জগ্মতুরাশ্রমম্।'

রঘুবংশ, ১ম সর্গ, ৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'দম্পতী' পদ বিষয়ে " দম্পতী ঘাযাপতী রাজন্যস্তাদিষু জায়াশব্দস্য ধর্মিতি নিপাতনাৎ সাধুঃ " এই কথা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এইঃ—' রাজন্যস্তাদিষু পরম্ ' (পাং ২। ২। ৩১) সূত্র অনুসারে রাজন্য প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ প্রয়োগে পূর্ব শব্দ পরে প্রযুক্ত হয়। যথা দত্তায়াঃ জায়া এই সমাসে রাজন্য হইল। এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভট্টোজিদীক্ষিত লিখিয়াছেন ' জায়াশব্দস্য জম্পত্যাদয়ো দম্পত্যাদ্যা বা নিপাত্যন্তে '। ইহার অর্থ, জায়া শব্দ স্থানে বিকল্পে জম্ ও দম্ আদেশ হয়। (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ, ৪৩২পৃঃ)। নীলমণি বাবু এস্থলে তাঁহার পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় ' যথা ' দিয়া এক অপূর্ব বিগ্রহবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। সেই বিগ্রহবাক্য এইঃ - ' দমযা যুক্তযা পত্নী অধিকারিণী '। এই বাক্যের যে কি অর্থ, তাহা নীলমণি বাবুই অবগত আছেন। যথার্থ বটে, ছন্দোভঙ্গ ' দম ' শব্দের পর অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। যথা ' বর্দ্ধমানং যে দমে '। কিন্তু এই শব্দের এই অর্থে প্রয়োগকে বৈদিক প্রয়োগ কহে, ইহা লৌকিক প্রয়োগ নহে। বোধ হয়, আমাদের সংস্কারক মহাশয় বৈদিক ও লৌকিক এই দুই প্রয়োগের বিভেদ অবগত নহেন। প্রাচীন ঋষিগণ লৌকিক-বিরুদ্ধ অনেক পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আর্ষ প্রয়োগ কহে। তাহা বলিয়া যে আমরা সেই প্রকার প্রয়োগ করিব এবং প্রয়োগ করিলে যে দোষ ও অপভ্রংশ হইবে না, তাহা অসম্ভব। সেই প্রকার নীলমণি বাবু বৈদিক ' দম ' শব্দ আনিয়া ' পূর্বোদ্বাহাদীনি যথোপদিষ্টম্ ' (পাং ১। ৩। ১০৯) সূত্র অনুসারে অকারের নাশ করিয়া ' দম্পতী ' পদ সিদ্ধ করিলেন। যে স্থলে কোনও প্রকারে কতকগুলি পদ সিদ্ধ না হয়, সেই সেই স্থলেই ' পূর্বোদ্বাহাদীনি যথোপদিষ্টং ' সূত্রের আবশ্যক। নীলমণি বাবুর স্বকপোলকল্পিত অনাবশ্যক বিগ্রহবাক্যের সিদ্ধির নিমিত্ত পাণিনি এই সূত্রের সৃষ্টি করেন নাই।

২। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ' স ঈয়ম্ বৈরং বৈজ্ঞা প্রাপ্তম্ '। ' বৈজ্ঞা ' ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। বোধ হয় আমাদের সংস্কারক মহাশয় ' স্বাক্ষরোরীরোক্তিনৌ ' (মুগ্ধবোধ, সন্ধিপ্রকরণ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণ, ১৮ পৃষ্ঠা) সূত্রটী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ এই ' স্ ' শব্দের অকারের পর ' ঈর ' শব্দের ঈকারের ও ' অজ ' শব্দের অকারের পর উকিনী শব্দের উকারের বৃদ্ধি হয়। এস্থলে সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়গণ দেখুন, আমাদের সংস্কারক মহাশয় ' বৈজ্ঞা ' লিখিয়া কি এক অপূর্ব সৃষ্টি করিলেন! যদ্যপি এই সংস্করণে মুদ্রণ দোষের অসদ্ভব নাই, তথাপি তাহার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া উঠে। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিরত রহিলাম।

৩। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—(বং অত্র বরাহমিহিরাদীনাং মল্লিনাথ শ্যামবন্ধ টীকাকারেণ ব্যাখ্যাতং তত্র সমীচীনং "। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে " মল্লিনিমন " শব্দ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। বোধ হয় " জগদ্বিমন্ ভাবে " (মুগ্ধবোধ, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংস্করণ' তদ্ধিত প্রকরণ, ১৮০ পৃষ্ঠা) এই সামান্য সূত্র দেখিয়া ইহাঁর ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

৪। আমাদের সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন " আরো সুপ্তা পুষ্পাচয়িতা যুগ্মোথিতা। " সপ্তা চ পুষ্পকালে " ইত্যমেন সমাসঃ। পুষ্পকালৈক সপ্তমীতৎপুরুষনবকেবলাঃ সমানাধিকরণেন " ২। ১। ৪৯ পাং (তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ ৩৫৪ পৃঃ) সূত্র অনুসারে সমাস বিগ্রহ।

৫। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ১২৩ পৃষ্ঠায় " যজ্ঞা " দিয়া লিখিয়াছেন " গবয়োর্দানং ইতি গোদানং। গোমিথুনং দক্ষিণা ইত্যাখলায়নে উক্তত্বাৎ। কেশবস্তেন গুরুত্বে বিবক্ষিতঃ "। এস্থলে " গো " শব্দের ষষ্ঠীর বিচনে যে " গবয়োঃ " পদ হয় তাহা সম্পূর্ণ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। পাঠক মহাশয়গণ আবার দেখুন " গুরুত্বে বিবক্ষিতঃ " লিখিত হইয়াছে। " গুরু " শব্দ যে ক্লীবলিঙ্গ তাহা বোধ হয় এট্রান্সপরীক্ষার্থিরাও সম্যক অবগত আছেন। সমস্ত কথা সম্যকরূপে বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া উঠে। এবং সমস্ত পুস্তক পাঠ করিতে গেলে সময়ও অনেক নষ্ট হয়। এজন্য এখানে সেখানে পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, যে পাতা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই পাতে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ আমার উল্লিখিত ভিন্ন যে এই সংস্করণে ভ্রম ও প্রমাদ নাই তাহা নহে।

৭। সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ১৪২ পৃষ্ঠায় " বৃত্রহা " সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অপূর্ব পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইয়াছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম, ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অপেক্ষা নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ মাত্র। Western Scholar. আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবিগের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সায়নাচার্যের মত। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নামোল্লেখের আবশ্যক কি?

৮। আমাদের সংস্কারক মহাশয় রঘুবংশের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন " ভাগিরথীর চলধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়েন চলন্নিতি পদং নিষ্পন্নম্ "। এস্থলে বক্তব্য এই যে ভাগিরথীর চলধাতুর উত্তর শতৃ করিয়া " চলন্ " পদ সিদ্ধ হয়। " চলন্ " সিদ্ধ করিতে হইলে নিজন্ত চলধাতু বলা উচিত ছিল।

৯। সংস্কারক মহাশয় (রঘুবংশ অযোধ্যাখণ্ড) ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, " গোকর্ণনিমিত্ত ছেদনার্থক কৃত্ ধাতোঃ অনট্ প্রত্যয়েন সিদ্ধম্। কৃ—দাত্তি, অদাসীৎ, দদে। কর্ত্তরি দাযতে। " ছেদনার্থক " কৃ " ধাতু পরস্মৈপদী, সুতরাং " দদে " ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। সেই বিদ্যুতিতে দাতি পদ হয়, দাতি প্রয়োগ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ।

১০। সংস্কারক মহাশয় (রঘুবংশ, অযোধ্যাখণ্ড) ১১ পৃষ্ঠায় শাসধাতুর " অশাসৎ " এরূপ লিখিয়াছেন, ইহা যে কোন প্রকারের, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বোধ হয় সংস্কারক মহাশয়ের মতে ইহা লুঙের প্রথম পুরুষের (পরস্মৈপদ) এক বচনের পদ। কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, তাহা হইলে, " অশিষৎ " হইত।

১১। এক্ষণে বঙ্গবাসী অনুবাদের কিয়দংশ দৃষ্টি পথে পতিত হইল।

মূলশ্লোক।

ইক্ষ্বাকূণামিবাদিত্যাৎ প্রভবো যোগ্য এব সঃ।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যোঽকুতশ্চনঃ।
রঘুবংশ, ১০ শ্লোক, ৪ র্থ সর্গ।

অনুবাদ। শালিক্ষেত্রে নিযুক্ত কৃষকরমণীগণ ইক্ষুছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই রঘু কথা যুবা গুণগ্রাম হইতে উৎপন্ন যে যশ, তদ্বিষয়ক গাথা সকল গাইতেছিল।

মূলশ্লোক।

অথাকিরন্ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতঃ।
পৃষতৈর্মন্দরোৎক্ষিপ্তৈঃ ক্ষীরোর্ম্মিমিবাচ্যুতম্।
রঘুবংশ, ২৭ শ্লোক, চতুর্থ সর্গ।

অনুবাদ। বয়োজ্যেষ্ঠ পৌরযোষিদ্গণ যাত্রাকালে রঘুর উপর মাঙ্গল্যগন্ধ বর্ষণ করিলেন;

যেমন জীবসূত্রের তরঙ্গমালা মন্দরগিরির মন্থনে উৎক্ষিপ্ত জলকণা বিষ্ণুর উপর বর্ষণ করিয়াছিল, তদ্রূপ। ৮১ পৃঃ। রঘু। অযরভাগ।

মূলশ্লোক।

ততোবেলাতটৈনৈব ফলবৎপুষ্পমালিনা।
আগস্ত্যাচরিতামাশামাসাদ্যোদ্বেলসৌ॥

রঘু, ৬৯ শ্লোক, ৪ সর্গ।

তদনন্তর যাঁহার উৎসাহের বিরাম নাই, এমন সেই রঘু ফলবান্ পুষ্পক সিন্ধুতীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বিজয়ের দিকে যাত্রা বিস্তার করিলেন। (রঘু। অযরভাগ ১৩৩ পৃঃ)।

এই প্রকার তুলিতে তোল অনেকের তুলিতেছে, অতএব আর অধিক তুলিব না। আর একটী কৌতুকাবহ তুল তুলিয়া বিদায় হই।

মূলশ্লোক। অথোপরিষ্টাদবতারিতানি
প্রাক্‌সাদমাস্থায়ঃসোপলপার্শ্বঃ।
নিরোচমানামমলেপ্রতিষ্ঠি
জানাং সবিস্ময়ো ভূমমাদদর্শ॥ রঘু। ৫ সর্গ
৪৩ শ্লোক।

অনুবাদ। প্রথমতঃ উপরিভাগে তরুতলা নিবাসী পক্ষিগণকে দেখিয়া পরিশেষে যাহা কোন মহারাজা কখনো প্রবেশ করেন নাই, অনুমান করা যেন। পরে একটী বনা হস্তী নদী হইতে উত্তীর্ণ হইল, যেমন উঠিল, অমনি সন্ধ্যার নিস্তেজতায় ধূইয়া যাওয়াতে তাহার বিশাল গণ্ডস্থল নির্মল দেখাইতেছে লাগিল।

English translation—Just at the time a wild elephant raised its head from the river, with its cheeks looking quite clean on account of the temporal fluid being washed off, but before he emerged from the waters, the act of his having plunged into them had been indicated by a number of bees hovering above.

এই প্রকার অনুবাদ দর্শনে আর অধিক বলিতে হইতেছে, যে নীলমণি বাবু ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন:—(The editor has also entertained rather peculiar views on the subject of translation (page 3. preface) এ অনুসারে আর অধিক অনুবাদ করিতে ইনি পরে ও সাহস প্রকাশ করেন নাই। এজন্যে আমরা আনন্দের সহিত বিদায় হইলাম।

১২। আমাদের সংস্কারক মহাশয় (রঘু, অযরভাগ) ১০৩ পৃষ্ঠায় ভবাদৃশ শব্দের ত বিভক্তির পদ 'অবতিষ্ঠে' দিয়াছেন। 'অবতিষ্ঠে' ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। এস্থলে বিভক্তিতে অন্য স্থানে অন্য পদ হয়।

১৩। সংস্কারক মহাশয় (রঘু, অযরভাগ) ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—'মজ্জ—মজ্জতি, শুদ্ধিপত্রে দেখিলাম ইহার কোন উল্লেখ নাই। সংস্কৃত ভাষায় কি 'মজ্জ' নামে একটী ধাতু আছে?

১৪। ইনি (রঘু, অযরভাগ) ১৪৮ পৃষ্ঠায় 'ব্' ও 'ভ্' ধাতুর লুটের পদ 'অবর্ষ্টে' লিখিয়াছেন। কেমন করিয়া হইল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যথার্থ কথা বলিতে গেলে ইহা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ। এস্থলে কণ্ঠিকাকারের টীকা কি প্রকার হইয়াছে, দেখা আবশ্যক।

১৫। কণ্ঠিকাবোধ (১০ পৃ) ১ম সর্গ, ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যানকালে অগ্নি পদ্ধতিতে দেবেভ্যঃ অযাচৎ "দুই হইল। যাচ্ঞাতু দ্বিকর্মক, সুতরাং 'অগ্নি প্রজাপতীন্ দেবানযাচৎ' হওয়া বিধেয়।

১৬। অভিজ্ঞানশাকুন্তল (৪০ পৃষ্ঠা) ২য় সর্গ, ২৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন প্রকাশগ্রহীতারঃ ঘাটওয়াল" আর পুস্তকান্তরে গ্রহেলুড়ি। একটী সাধারণ হইলে বোধ হয় "আর" না লিখিয়া "প্রতি" লিখিতেন।

১৭। কণ্ঠিকাবোধ (৪০ পৃঃ) ২য় সর্গ, ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"শিবাং সদ্যি আমাদিগের নিকটে আসিয়া দেখা দিয়া শিবাগুলো।" এস্থলে কোন বিবেচনায় যে "এসে" লিখিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। টীকাকার এই প্রকার পুস্তক অভ্যাস করেন, তাঁহারা যে সাধু লিখেন না, তাহা আর বিচিত্র কি?

১৮। কণ্ঠিকাবোধ (৪২ সর্গ, ৪১ শ্লোকের ব্যাখ্যা-কালে আমাদের সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন "প্রস্থানপ্রকাশপ্রকাশনি যথাক্রমমুদিতোদাত্তাবী শব্দবীবীনাং সার্থীন্, প্রস্থানরীতি বোধনায়।" "প্রস্থানং" না করিয়া 'প্রস্থান' হওয়া উচিত ছিল।

১৯। আমাদের সংস্কারক মহাশয় ভূমিকার ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "বেদিনে কনা অপ্রশস্তার বাঙ্গালোরে ইস্তফায় শাস্ত্রিবর্হিতা মুণ্ড নিলন্।" "শাস্ত্রিবর্হিতা ইতি" কেন করিলেন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

২০। সংস্কারক মহাশয় ১০৮ পৃষ্ঠায় "শুকচ যজ্ঞস্ত শুনাঞ্জুযং সমাহারে উচ্" লিখিয়াছেন। শুদ্ধি পত্রে দেখিলাম, কোন উল্লেখ নাই। 'অচ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদনে "শুনাঞ্জুযং" হইয়াছে বলা উচিত ছিল।

২১। "প্রাতীনব্যাসদীপ্রাস্তঃ সুষ্বনঃ পরিপূজয়ন" এই স্থানের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "সুষ্বণ্ডীতি সুষ্বানঃ তান্ সুষ্বনঃ সোমযান্। সুষ্বতেঃ সবোৎপাদনার্থকাৎ ভ্রমিন্। "সবোৎপাদনার্থকাৎ" পদটী দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সংস্কৃত ভাষায় "সদা" শব্দ নাই, "সদান্" একটী অব্যয় আছে।

২২। "আ তিষ্ঠেদ্‌ঘ অপদম্ সন্ধ্যাং" (৪র্থ সর্গ, ১৪ শ্লোক, প্রথম অংশ) ইহার ব্যাখ্যায় (১০৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন, তিষ্ঠেদ্‌ঘো গাবো ঘোষার অস্মিন্ কালে ইতি তিষ্ঠেদ্‌ঘ, তৎপর্য্যন্ত আ তিষ্ঠেদ্‌ঘ।" "তিষ্ঠেদ্‌ঘ প্রভৃতীনি চ" ২।১।১৭ পাঃ সূত্রের অন্তর্গত 'চ' কারের অর্থ পদকৃত্যশেষে বিবেচিত হইয়াছে:—"তিষ্ঠেদ্‌ঘ প্রভৃতীনীত্যত্র চকারস্য অবধারণার্থতয়া তেষাং সমাসাস্তরপ্রবেশোনাস্তি। আ তিষ্ঠেদ্‌ঘ অপদম্ সন্ধ্যামিত্যাদৌ "আ" ইতি পৃথক্ পদং। অর্থাৎ উক্ত স্থলে চকার দ্বারা অবধারণ বুঝায়। এই অবধারণ দ্বারা তিষ্ঠেদ্‌ঘ প্রভৃতি পদের অন্য পদের সহিত সমাস হয় না। আ তিষ্ঠেদ্‌ঘ অপদম্ সন্ধ্যাং এ স্থলে আ একটী পৃথক্ পদ।

২৩। 'লক্ষণং সা বৃদ্ধসাধ্বী মহোক্ষং গৌরিবাগমৎ, ' ৬ষ্ঠ সর্গ, ৩০ শ্লোক, প্রথমার্দ্ধের ব্যাখ্যায় আমাদের সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, ' মহান্ ঊর্ধ্বো মহোক্ষস্তমিব, সমাসান্তষ্টচ্।" মহোক্ষশব্দে যে টচ্‌প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তাহা সংস্কারক মহাশয়ের ভ্রমমাত্র। "মহোক্ষ" শব্দ "অচ্" প্রত্যয় করিয়া নিষ্পাদনে সিদ্ধ। (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ, ৪৪২। ৪৪৩ পৃঃ দেখ)।

২৪। আমাদের সংস্কারক মহাশয় ভূমিকার ১৭৯ পৃষ্ঠায় "বিশ্বাহস্বর্ণ শব্দেভ্যঃ কপ্পুত্যয়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "ভ্রুতাং যাহার পতিঃ ভ্রুতপতিঃ সূর্য্যোদয়ানিধার নামুঃ" লিখিয়াছেন। "ভ্রুতাং করপত্যোদয়োদেবতয়োঃ যা ভ্রুতপতিঃ" (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ ৪৮। পৃষ্ঠা) বার্ত্তিক অনুসারে ভ্রুতপতি হইয়া "ভ্রুতপতি" সিদ্ধ করা উচিত। ভ্রুতাং এই পদটী ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, সুতরাং ভ্রুতানাং হওয়া উচিত ছিল।

২৫। সংস্কারক মহাশয় "ভ্রুতস্থা গাবো মমিরে ঘৃতং পয়ঃ, প্রমাদধানা" (৪র্থ সর্গ, ১০ শ্লোক, প্রথম অর্দ্ধাংশ) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 'পয়াসাত্রঃ ঘট্টাত্রঃ, 'ঘট্ট ফেলে' ইতিমূলের "সমাসঃ লিখিয়াছেন। অষ্টাধ্যায়ীস্থিত এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সংস্করণ, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)। 'ঘট্টাপ্রকৃতিকো দ্বিতীয়ান্তো ক্ষীরপ্রকৃতিকেন সুবন্তেন সমর্থতে নিন্দায়াম্' ঘট্টাক্ষীরং,ঘাস্যঃ। নিন্দাসমাসোত্তরং নহি যাকোন নিন্দা গম্যতে।' অর্থাৎ নিন্দা বুঝাইলে দ্বিতীয়ান্ত ঘট্টাপদ ক্ষীরপদের সহিত সমাস হয়। যথা ঘট্টাক্ষীরো ঘাস্যঃ। ইহা নিত্য সমাস, ইহার লৌকিক বিগ্রহ বাক্য নাই,কারণ বাক্য দ্বারা নিন্দা বুঝায় না। অতএব ঘট্টাপাত্রঃ না লেখা

উচিত ছিল। বিপ্রহবাক্য দেখাইতে হইলে অলৌকিক বিপ্রহবাক্য দেখান উচিত ছিল। সেই অলৌকিক বিপ্রহবাক্য এই:—'খট্টা অহ্ আরূঢ়ঃ সি'।

২৭। আমাদের সংস্কারক মহাশয় ভট্টির ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বনেচরাগ্রাণাং দ্বিষন্! হে ঋষিহিংসক! সম্বন্ধে ষষ্ঠী।" 'বনেচরাগ্রাণাং' পদে সম্বন্ধে ষষ্ঠী না বলিয়া শতৃপ্রত্যয়ান্ত দ্বিষ্ ধাতুর যোগে ষষ্ঠী বলা উচিত ছিল। কারণ "দ্বিষঃ শতৃবা" বলিয়া একটি বার্ত্তিক আছে। (সিদ্ধান্তকৌমুদী, ৬০৪ পৃ০) এই বার্ত্তিকটির অর্থ, শতৃপ্রত্যয়ান্ত দ্বিষ্ ধাতুর যোগে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়।

২৮। আমাদের গুরুপুত সংস্কারক মহাশয় ৫ ম সর্গের ১০৮ শ্লোকের টীকায় (ভট্টিকাব্য ১৭৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "যে চরন্তীতি ষষ্ঠরাপ্রেরাং উভয়ং ষষ্ঠরোত্তরং চটায়ুঃ।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, সংস্কারকমহাশয় 'ন নির্দ্ধারণে' ২। ২। ১০ পাণিনি সূত্রটি জানেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। এই সূত্র দ্বারা নির্দ্ধারণার্থ ষষ্ঠী সমাস নিষিদ্ধ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। (১)

শ্রীরামনারায়ণ অগস্তি।

৩৫ নং বিডনষ্ট্রীট্ সেন
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ

৯ ই চৈত্র সোমবার।

রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডরের অপমৃত্যু।

আজ আমরা আর একটী শোচনীয় সংবাদ প্রদান করিয়া পাঠকগণের চিত্তকে উদ্বেজিত করিতে চলিলাম। লার্ড বিকন্সফিল্ডের কূটবুদ্ধি যে রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডারের বুদ্ধিচক্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই; যিনি নিজ বুদ্ধিবলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণকে হতবুদ্ধি প্রায় করিয়া তুরস্করাজ্যে সংগ্রামের অভিনয় করেন; নব্য আসিয়ায় যাঁহারা ভয়কার্য্য ও বুদ্ধিকৌশল দর্শন করিয়া ইংরাজেরা কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আফগান যুদ্ধরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; ব্রিটিশসিংহও যাহাকে বরাবর ভয় করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, সেই রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডার আর ভূতলে নাই। তিনি হত্যাকারীর হস্তে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার যথার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কয়েকজন দুরাত্মা গাড়িতে বোমা ফেলিয়া দিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। দুরাত্মারা অনেক দিন অবধি তাহার প্রাণবধের সংকল্প করিয়া সেই চেষ্টায় ফিরিতেছিল, এইবারে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

এক বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরকে ধড় ফড়ন্ত বধ করিয়া হত্যাকারিদিগের যে কি ইষ্ট লাভ হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের কোন উপকার দেখিতেছি না, সাধারণেরও কোন উপকার দেখিতেছি না। রোমকেরা টারকুইনস্ সুপর্ব্বস্কে দূরীভূত করিয়া রোমে যেরূপ সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল এবং ব্রুটস ও তাঁহার সহচরগণ জুলিয়স সীজারের প্রাণসংহার করিয়া সেই সাধারণতন্ত্র অবিলুপ্ত রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এ স্থলে সে প্রকার কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। নিহিলিষ্টেরা একনায়ক তন্ত্রের বিদ্বেষী, তাহারা রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডারকে বধ করিয়া রুশে সাধারণতন্ত্র স্থাপনে উদ্যত হইয়াছে, রিউটর এ সংবাদ দেন নাই। একজন হত হইলেন, আর একজন অধিবাদে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার অভ্যন্তরে সাধারণতন্ত্র স্থাপন চেষ্টা থাকিলে নূতন রাজা কখন নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন না। রিউটর বরং এ সংবাদ দিয়াছেন, প্রজাগণ নূতন রাজার রাজ্যাভিষেকে সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছে, প্রত্যুত, হত সম্রাটের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করে নাই। এ সমাচার পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডার অত্যাচারী ছিলেন। তিনি প্রজার অনুরাগভাজন ছিলেন না। কিন্তু তিনি যেরূপ প্রজার অকপট হিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, রুশের অন্য রাজারা সেরূপ পান নাই। তিনি ২৩০০০০০০ প্রজাকে দাসবৎ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

যে হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে, তাহার নিকট হইতে যে হত্যার প্রকৃত কারণ জানিতে পারা যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সে এমনি মুখ মুদ্রণ করিয়াছে যে তাহার সে মুদ্রা ভঙ্গ করা কাহারও সাধ্য নয়। পুলিষকর্ম্মচারিরা ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লার্ড মেয়ো ও বিচারপতি নর্ম্মাণের হত্যাকারিদিগের নিকট হইতে বহু প্রয়াস পাইয়াও হত্যাকারণের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আর রুশরাজের হত্যাকারীর মুখ হইতে তাহার হত্যার প্রকৃত কারণের যে কেহ নিষ্কাশন করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। মানুষ কখন্ যে কোন্ অভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়া কি কার্য্য করে, তাহার নির্ণয় করা সহজ নয়। এথেন্সের ন্যায়পরায়ণ আরিষ্টাইডিস্ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই বিবাসিত হইয়াছিলেন; রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডর সেইরূপ কোন সৎকার্য্যকর্ত্তা বলিয়া হত হইলেন কি না তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

রুশরাজ দ্বিতীয় আলেগ্জাণ্ডারের হঠাৎ মৃত্যু হইল, তিনি অন্য বিষয়ে কি, তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির বিষয়েই বা কি, তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কোন কথা বলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার উত্তরাধিকারীও কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, রাজ্যে

(১) এ বিষয়ের আন্দোলনের আর প্রয়োজন হইতেছে না। সোমপ্রকাশে এতৎসম্বন্ধীয় পত্র আর প্রকাশিত হইবে না। লেখক বৃথা পরিশ্রম না করেন, এই অনুরোধ। সো—স।

অভিষেককালে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। এখন আমাদের তর্ক এই, তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতির কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হইবে কি না? মধ্য-আসিয়ায় রুশরাজত্ব বদ্ধমূল হইয়াছে। তুর্কিস্থানে তাহাদিগের একটী গবর্ণমেণ্ট ছিল, সমরে একটী নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আলেগ্‌জাণ্ডর জীবিত থাকিলে এই স্থানে তাঁহাদের যাহাই সামঞ্জস্য থাকিত, তাহা বোধ হইতেছে না। তিনি মুখে যতই সরলভাব প্রকাশ করুন, তাহার অন্তরের ভাব কোন প্রকারে শ্রদ্ধাবা নিরুদ্ধ হইত না। তাহার অন্তরে জিগীষাবাত্ত দাবানলের ন্যায় নিরন্তর প্রজ্বলিত ছিল; সুতরাং তিনি স্থস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না; তিনি অনিচ্ছ হইলেও ঐ এক জিগীষাবাত্ত পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া তাঁহাকে অগ্রে লইয়া যাইত। নূতন রাজা সেই নীতি অবলম্বন করিবেন কি না, রিউটার তাহার কোন আভাস দেন নাই। নূতন রাজা যদি "বেয়াদিশকম্মা" হন, তাহা হইলে আমাদের মহাবিপদ, এক আশঙ্কাতেই ভারতের স্কন্ধে ২০ কোটী টাকা চাপিয়াছে, আবার যদি নূতন রুশসম্রাট দুই চারি পদ অগ্রসর হন, তাহা হইলে যে কত কোটী টাকার ব্যয়ভার ভারতকে বহন করিতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। আমাদের মনে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিপরিবর্ত্তের বহুল আশঙ্কা জন্মিতেছে। তাঁহারা যে শীঘ্র কান্দাহার পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, নূতন রাজার রাজনীতি প্রভাবে যদি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, ইউরোপখণ্ডে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। রুশ আক্রমণে ইউরোপখণ্ডের প্রধান রাজশক্তি হইয়া উঠিয়াছেন; সুতরাং উহার সহিত অনেকের দুশ্ছেদ্য বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। অতএব রুশ-ইংরাজ-যুদ্ধ ঘটিলে কুরুক্ষেত্রী কাণ্ড ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ম্যান অফ্ টাইম পত্রে দ্বিতীয় আলেগ্‌জাণ্ডারের জীবনবৃত্ত যেরূপ লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণের প্রীত্যর্থ এস্থলে তাহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

দ্বিতীয় আলেকসাণ্ডার ১৮১৮ অব্দের ২৯ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৪ তাঁহার পিতৃব্য প্রথম আলেকজণ্ডরের রাজত্ব করিলেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডরের বাল্যকাল সাত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে প্রথম আলেকজাণ্ডরের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতা কনষ্টাণ্টিনাইনের বাক্যে যে স্বত্ব ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিলেন; সুতরাং নিকলাস সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় আলেকসাণ্ডার তাঁহার উত্তরাধিকারিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। স্বল্পকালে রাজ্য মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল; বহুল শোণিতপাতের পর তাহার শান্তি করা হইল। প্রথম নিকলাস বড় বিজ্ঞ লোক ছিলেন। বিদ্রোহপ্রবৃত্ত সৈন্যদল তাঁহার ঐ দুঃপ্রতিজ্ঞতা বোধয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তিনি ১৮৫৪ অব্দের ২৬ এ ডিসেম্বর রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি রুশ প্রজাগণকে দাসবৎ করিয়া রাজা শাসন করিয়াছিলেন। সুতরাং এতদিন তাঁহার মাতার নিকটে শিক্ষিত হইতেছিলেন। তাঁহার মাতা প্রুশিয়ার তৃতীয় ফ্রেডরিকের কন্যা। অতএব তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের ভার সাম্প্রদায়িক শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার নিকটে শিক্ষা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হওয়াতে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতার অধীনে পুনরায় গমন করিলেন। সাম্প্রদায়িক শিক্ষার প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার কনষ্টাণ্টাইনের উত্তরাধিকারী হইবার আশঙ্কা অল্পিল। কারণ প্রাচীন সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তির সিংহাসনে আরোহণ বিষয়ে আপত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। নিকলাসের দ্বিতীয় পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনের সাংগ্রামিক প্রবৃত্তি থাকাতে তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের নায়কপদে অভিষিক্ত হইয়া উঠিলেন: এই সময়ে উভয় ভ্রাতার পরস্পর বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কনষ্টাণ্টাইন ভ্রাতাদের কনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি বিদ্বেষ বশতঃ একদা তাঁহার ভ্রাতাকে ধনী করিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার ঐ অত্যাচারের দণ্ড বিধান করিলেন। নিকলাস তাঁহার পুত্রদ্বয়ের পরস্পর এইরূপ শত্রুভাব দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

১৮৩০ অব্দে আলেগজাণ্ডরের প্রথম পুত্র জন্মেন। ঐ সময়ে নিকলাস কনষ্টাণ্টাইনকে রাজ্যচ্যুতিতে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত শপথ করান; তাহার পর তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করেন, তখন তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া আলেগজাণ্ডরকে রাজা দেন এবং ঐ ভ্রাতাকে এই প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করেন যে তাঁহারা রাজ্যের মঙ্গলার্থ সহায়সম্পন্ন হইবেন। ঐ সময়ে নূতন সম্রাট মন্ত্রিগণ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের সমক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডর বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ঐ দিবস বৈকালে রাজ্যের প্রধান লোকেরা এবং সেনাগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। তিনি সভামধ্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, রুশিয়া তৎকালে যে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন, তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। তিনি রুশদিগের সমক্ষে এই ঘোষণাও করিয়া দিলেন পিটার কাথেরাইনও প্রথম আলেগজাণ্ডরের রীতিতে রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও সেই রীতিতে রাজ্যের গৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইবেন। তিনি ঐ সময়ে জেনেরল ডোলগরুকে জয়াবসা হইতে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার উপরে ইম্পিরিয়াল গর্ড নামক সেনাগণের অধ্যক্ষতা ভার অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার পিতা পিতামহ ও অন্য রাজগণের সহিত যে সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন, তিনি তিনিনাম সেই সন্ধি পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন প্রিন্স গর্চাকফ তাঁহার পিতার প্রতিনিধি হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তিনি তাহার অনুসরণ করিবেন। রাজা মধ্যে শান্তি বিরাজমান হইলে তিনি রাজ্যের সংস্কারক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাহাতে রাজ্যের গৌরব রক্ষা হয় অথচ বিপদের আশঙ্কা না থাকে এরূপ করিয়া সৈন্য সংখ্যা যত দূর ক্ষমিবার ক্ষমাইয়া দিলেন। রাজস্ব উত্তম অবস্থাসম্পন্ন করিবার এবং বাণিজ্যকে উন্নত করিয়া তুলিবার যাহাতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারকার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এই যে তিনি ১৮৬১ অব্দের ৩ রা মার্চ্চ ২৩০০০০০০ লোককে কয়েকটী বিশেষ নিয়মে দাসবৎ অবস্থা হইতে মুক্ত করেন। ভূমি, খাজনা, পরিশ্রম, পরিচর্য্যার নিয়ম করিবার নিমিত্ত ৬ বৎসর কাল অতীত হইয়া যায়। ১৮৬৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পোলাণ্ডের রাজপ্রজাদিগের প্রতিও ঐ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। পোলাণ্ডের জমিদারেরা এখানকার অধিকাংশ ভূমির অধিকারী; সুতরাং তাহারা তথাকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল।

দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডর প্রজাদিগের শিক্ষা বিষয়ে ও সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সরকারী কালেজ গুলিকে

ইউরোপ খণ্ডের কালেজের তুল্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই প্রাদেশিক সভাতে প্রজাদিগের মনোনীত প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৫ অব্দে প্রথম এই প্রতিনিধি সভা হয়, তদা অবধিই ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সৃষ্টি হইবে তাঁহার এই বাসনা হইয়াছিল। ১৮৬১ অব্দের নবেম্বর মাসে কুতিস্থানে বোখারার আমীরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়; আমীর দেড় বৎসর কাল ঢুকিয়া থেকে বারাজিত হন। শেষে তাঁহার সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ১৮৬৮ অব্দের মে মাসে রুশিয় সৈন্যগণ সমরকন্দ নগর অধিকার করিয়া লয়। আমেরিকার যে সত্ত্ব ছিল ১৮৬৭ সালে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ ইহাকে ১৪০০০০০০ টাকায় তাহা বিক্রয় করেন। যখন কন্সাণ্টেনা পাবিস নগর অবরোধ করে, অবকাশে তিনি বলিয়াছিলেন যে ১৮৭০ অব্দের মধ্যেই রুশেরা তাহার উপায় তাঁহার স্বত্ব সংশোধ করিয়া দিবেক, অতএব তিনি সে সন্ধিতে বাধা নহেন। পরে কা এই ১৮৭১ অব্দে লণ্ডনে একটী কনফারেন্স সভা করা হয়, সেই সভায় সম্রাটের নিজোক্তিমে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তের পরিবর্ত্ত করা হয়। ১৮৭১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বর্ত্তমান রিয়া কন্যার ও অ ইবার সম্রাটদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেন্টপিটার্সবর্গে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আইসেন। ১৮৭৩ অব্দে সেনাপতি কফমানের অধীনস্থ রুশ সৈন্যগণ খীবা জয় করে, ঐ বাবোদ কিয়ৎদিন রুশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত করা হয় এবং মুসলমান রাজ্যের উপরে রুশ সম্রাটের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। সম্রাট ১৮৭৩ অব্দের মে মাসে ভিয়েনায় গিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়া সম্রাটের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা করিয়াছিল। এক সম্রাটের এই একটী ইচ্ছা ছিল, তিনি যে সকল সম্প্রদায়ের শাসনে ছিলেন তাহার গৌরবের প্রাচুর্য্য হয়। এই নিমি অন্য অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না; এই নিমিত্ত তিনি ক্যাথলিক বিষপলিথকে রুশ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টা এই তৃতীয় বার হয়। ১৮৬৬ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল যখন তিনি গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, সে সময়ে ৬৬ বোর তাঁহাকে গুলি করে, কিন্তু ডিমিট্রি কোরাকোসো নামে এক জন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির পিস্তল ধরিয়া ফেলে। সম্রাট ঐ ব্যক্তিকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৬৮ অব্দের ৩ ই জুন যখন তিনি পারিসে গিয়াছিলেন সেই সময়ে পোলাণ্ডের বেরি খোরস্কি নামে একব্যক্তি তাঁহার গাড়ীতে গুলি করিয়াছিল। ঐ গাড়ীতে তাঁহার দুই পুত্র ও সম্রাট নেপোলিয়ন বসিয়াছিলেন। তাহাতেই আঘাত লাগে নাই কেবল একটী ঘোড়া আহত হইয়াছিল। বদোবার ব্যক্তি পুনরায় গুলি করিবার চেষ্টা পায় কিন্তু পিস্তল ফাটিয়া যাওয়াতে তাহার হাত অবশ হইয়া পড়ে।

সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজণ্ডার ১৮৪১ অব্দের ২৮ এ এপ্রেল হেসির রাজকুমারী মেরিয়া আলেগজাণ্ড্রোভ্নার পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার গর্ভে সম্রাটের অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল। নিকোলাস নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৮৬৫। ২৩ এ সেপ্টেম্বর পরলোক করেন এবং ১৮৬৬ এপ্রেল মাসে নাইস নামক স্থানে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার যে পুত্র সম্প্রতি ইংলণ্ড আলেগজাণ্ডার নামে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি ১৮৪৫ অব্দের ১০ ই মার্চ জন্মিয়াছেন; তিনি ১৮৬৪ অব্দের ৭ ই নবেম্বর ডেনমার্কের রাজকুমারী মেরি সোফিয়া ফ্রেডরিক ডগমার পাণিগ্রহণ করেন। মৃত সম্রাটের মেরী কন্যা গ্রাণ্ড ডাচেস মেরির ১৮৭৪ অব্দের ২৩ এ জানুয়ারি ব্রিটনবর্গের ডিউকের সহিত বিবাহ হইয়াছে

আমাদের এ প্রস্তাবটীর লিখন সাঙ্গ হইলে ইউরোপীয় সমাচার পাঠে জানিতে পারিলাম, নূতন রুশ সম্রাট ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার অবলম্বিত নীতির অনুসরণ করিবেন।

এদেশীয়দিগকে রাজপদ দিবার আইনবর্ণীয় ষ্টেট সেক্রেটারির দ্বিতীয় আদেশ পত্র।

"ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং" এ একটী মহার্ঘ প্রাচীন নীতিবাক্য আছে। ইহার অর্থ এই, কেহই দুর্ব্বলের গৌরব করে না। একটু বেগবান্ বায়ু প্রবাহিত হইলে দুর্ব্বল দীপশিখা অমনি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; কিন্তু ঐ বেগবান্ বায়ু বনমধ্যে দাবানলকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না; প্রত্যুত তাহার সহায়ভূত হইয়া থাকে; আমরা সাংসারিক কার্য্যে সচরাচর ইহার ভূরিপরিমাণ উদাহরণ দেখিয়া থাকি, আমাদের রাজপুরুষেরা আবার পদে পদে ইহার পরাসহস্র প্রমাণ দেখাইতেছেন। ভারতবাসিরা ক্রন্দন করিয়া জানাইলেন, এ অসঙ্কলের সময়ে একদল ধনী বণিকের উদর পূরণার্থ তুলজাত দ্রব্যের মাশুল কমান বা পরিত্যাগ করা উচিত নয়; কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল, পক্ষান্তরে মাঞ্চেষ্টর প্রবল বলিয়া তাঁহাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ করা হইল। এইরূপে প্রবলের মন্তোষসাধনার্থ ভারতের আয় কমিয়া যাইতেছে, এদিকে সেই আয়ক্ষতি পূরণার্থ ভারতবাসির গলে রজ্জু দিয়া টানিয়া টানি আরম্ভ করা হইতেছে। একজন কবি কহিয়াছিলেন; —

শেষে ধনাকরাকারে শেষে নারায়ণ শিয়া
সম্মাবস্থোন বানিছে চারণে পরাধেনয়া ॥

অনন্ত জলে পৃথিবীর ভারে আক্রান্ত হইয়াছেন,নারায়ণ আবার তাহার উপরে লক্ষ্মীকে লইয়া শয়ন করিয়াছেন,তাহাতে অনন্তনাগের যে কি কষ্ট হইতেছে নারায়ণ তাহা বুঝিতেছেন না, তাহাতে কবি শ্লিষ্টবাক্য দ্বারা আখ্যাত্মন্যাস করিয়া কহিতেছেন, যাঁহারা লক্ষ্মীবান্ হন, তাঁহারা পরের দুঃসহ বেদনা জানিতে পারেন না। অন্তলে লক্ষ্মী শব্দ শ্লিষ্ট,এক পক্ষে লক্ষ্মী নারায়ণের স্ত্রী, আর এক পক্ষে ঐশ্বর্য্য। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী হন, লোকের যে কি দুঃসহ দুঃখ ভোগ করে, তাহারা তাহা জানিতে পারেন না।

আমাদের রাজপুরুষেরা অট্টালিকায় বাস করেন, রাজভোগ উপভোগ করেন, দরিদ্র ভারতবাসী যে কি কষ্টভোগ করে, তাহারা তাহা কিরূপে জানিতে পারিবেন? তাঁহারা ঘিরা শকটে গমনকালে দেখিতে পান, চারি বেহারা পিলাই ছাতা মাথায় ও চাদর গায় দিয়া রাস্তায় চলিয়া যাইতেছে। তাহারা মনে করেন, উহাদের পর সুখী আর নাই। কলিকাতায় যখন সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়, যাহারা ঐ আদালতের প্রথম জজ হইয়া আসিয়াছিলেন,তাঁহারা বঙ্গবাসিদিগের খাদ্য পরি

ও গালি খা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছিলেন, যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ত বড় অত্যাচারী, তাঁহারা প্রজার উপরে এমনি অত্যাচার করিয়াছেন যে, ইহাদিগের পায়ে ঊকি দুর্বা ও গায়ে কোস্তা পর্য্যন্ত নাই। অতএব আমরা এ অত্যাচার নিবারণ করিয়া ইহাদিগকে সুতা ঘটকিং গেঞ্জি পরাইয়া তবে ক্ষান্ত হইব। সুপ্রম কোর্টের প্রথম জজদিগের নবাবির গালি খা ও গালি খা দেখিয়া যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, আমাদিগের একশকার মন্ত্রীবর্গ ও রাজপুরুষদিগেরও ভারতবাসির পায়ে জুতা ও মাথায় ছাতি দেখিয়া সেইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে: কিন্তু ভারত বাসির যে কত দুঃখ কত কষ্ট ও কত প্রকার রাজকর রাজসংসারে দিতে এবং রাজপুরুষদিগের ভ্রমপ্রমাদকৃত কত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানিবার চেষ্টাও জানেন না। ভারতবাসিরা যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে ১৫ টাকার একটা চাকরীর নিমিত্ত হাজার টাকার ঘোড়া নালায়িত হইত না। এই কি ভারতবাসির সৌভাগ্যলক্ষ্মীলাভের চিহ্ন?

ভারতবাসী এক এক ব্যক্তিকে রাজসংসারে কত প্রকারে টাকা দিতে হয়, তাহা রাজপুরুষেরা জানিয়াও জানেন না। প্রধান গবর্ণমেণ্ট ও অপ্রধান গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন রাজস্বপ্রণালীর যে ব্যবস্থ করা হইয়াছে, তাহাই যত অনর্থের মূল। ঐ ব্যবস্থা ভারতবাসির ইষ্টের না হইয়া অনিষ্টেরই কারণ হইয়াছে। এক ব্যক্তিকে যে কত প্রকারে কর দিতে হয় পাঠক একবার তাহা বুঝিয়া দেখুন। বোধ করুন এক ব্যক্তি মিউনিসিপালিটির অধীনে বাস। যে স্থানে মিউনিসিপালিটীর অধিকার নাই, এমন স্থানে তাহার কতকগুলি জমী আছে, তাহাকে সেই জমীর ও রসাতবাটীর আচনা প্রধান গবর্ণমেণ্টকে এবং ঐ জমীর রোডসেস্ ও পবলিক ওয়ার্কসেস স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। আর যে মিউনিসিপালিটীর অধীনে বাস, সেই মিউনিসিপালিটী তাহার কেশ আকর্ষণ করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া থাকেন। সে ট্যাক্স আবার একরূপ নয়, জল আলোক প্রভৃতিতে নানারূপ ধারণ করিয়াছে।

এখন পাঠক বুঝিয়া দেখুন, আমরা উপরে "ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবং" বলিয়া যে কবিতার এক চরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, কার্য্যে তাহা ঘটিতেছে কি না? যে ভারতবাসির উল্লিখিত অবস্থা তাহাতে মারিসা লম্বোদর ম্যাঞ্চেষ্টর বণিকের উদর পূরণ ব হইতেছে, কি আশ্চর্য্য! পাঠক! আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের বিষয়টী একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কশ ভারতসীমা আক্রমণ করিয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, যদি এরূপ হইত, আমাদের স্কন্ধে সে ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিলে অসঙ্গত হইত না। কশ যে ভারত আক্রমণ করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, কেবল অনুমান করিয়া কল্পনা করা হইতেছে মাত্র। কশ ভারত আক্রমণ না করিলেও করিতে পারেন। এরূপ স্থলে এক ব্যক্তির খেয়াল বা বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ঘোর যুদ্ধ বাঁধাইয়া ক্ষীণস্কন্ধ ভারতের স্কন্ধে যে বৃহৎ ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা হইল, এটা কি দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের সচরাচর যে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাই নয়? সে ভার সামান্য নহে, কুড়ি কোটী টাকার (১) ভার। ইংলণ্ড তাহার মধ্যে পাঁচ কোটী দিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিন্তু সর ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট যে ধুয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে সহজে যে সে টাকা (২) পাওয়া যায়, তাহা বোধ হইতেছে না। ইংলণ্ডের লোকেরা প্রবল, অনায়াসে ইহার বাধা দিতে পারিবেন। ভারত দুর্ব্বল, তাহার বাধা দিবার শক্তি নাই; সুতরাং তাহাকে কাঁধ পাতিয়া বহিতে হইবে।

পাঠক! ভারতের আর একটী ক্ষীণতার প্রমাণ দর্শন করুন, আমাদের এখানকার রাজপুরুষেরা ভারতকে ক্ষীণ বিবেচনা করিয়া বলপূর্ব্বক পক্ষপাতদূষিত মুদ্রা যন্ত্রসংক্রান্ত ৯ আইন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা রহিত করিবার আদেশ দিয়াছেন কিন্তু আমাদের রাজপুরুষেরা সে আদেশ সেল্‌ফগত করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য আমরা যে বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা ভারতের ক্ষীণতার একটী প্রধান প্রমাণ। ষ্টেট্ সেক্রেটারি ভারতবাসিদিগকে বহুল পরিমাণে রাজপদে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বে একবার যে আদেশ দেন, বোধ হয় তাহা এতদিনে সেল্‌ফ মধ্যে থাকিয়া কীটনিষ্ঠুষিত হইয়া গেল। ষ্টেট সেক্রেটারি আবার ঐ বিষয়ের আদেশ পাঠাইয়াছেন। ইহাও বোধ হয় সেল্‌ফগত হইয়া পুস্তিকার ভক্ষ্য হইবে যাহা হউক, আমরা ভারতবর্ষীয় ষ্টেট্ সেক্রেটারিকে ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতাম, কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি গতিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-হীন গৃহস্থ যেমন গৃহেরকর্ত্তা, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিও তেমনি ভারতের কর্ত্তা। ষ্টেট্ সেক্রেটারি এদেশীয় দিগকে বহুল পরিমাণে কার্য্য দিবার যে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এইঃ—

রাজনীতি ও রাজস্ব বিষয় বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের উপযুক্ত লোকদিগকে যত দূর সাধ্য তাহাদের দেশের সিবিল কার্য্যে নিয়োজিত করা অতিশয় আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

(১) ইংলণ্ডেশ্বরীর সমাচারে দেখা গেল মাননীয় মাইকেল নর্থকোট ২২ কোটী টাকা।

(২) আমার বোধ হইলে দেশা যেন ৫ কোটী টাকা দিবার বিষয়ে কমল সকা একবারে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যদিও কোন কোন স্থলে প্রথমক্ষণে ও প্রথম অবস্থায় ইংরাজ প্রার্থীদিগের দ্বারা কার্য্য সুন্দর ও সন্তোষকরূপে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি ভারতবর্ষীয়দিগকে ঐ সকল কার্য্যে নিয়োজিত করা উচিত।

বাস্তবিক এ বিষয়ে যে বহুদর্শিতা লাভ করা গিয়াছে, তাহাকে এই প্রমাণ করিয়া দিতেছে, যখন ইংরাজদিগের স্বদেশীয়ের সহকে কোন আধিক্যের কর্ত্তার অনুগ্রহ-লাভ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়ের সহিত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়, তখন ইংরাজদিগের যত দূর কৃতকার্য্য হওয়া উচিত, সচরাচর অপেক্ষা অধিকতর কৃতার্থতা লাভ হইয়া থাকে।

আপন (গবর্ণর জেনরল) সমার্থ কথাই বলিয়াছেন, সিবিল ও মিলিটরি আফিসর দিগের যে সকল সন্তানের অন্যত্র কোন উপায় হয় না, তাহাদের সংখ্যাই শতকে অধিক। তাহারা সকলে কাজের নিমিত্ত লালিত পালিত হইয়া থাকে। তাহারা উপযুক্ত হউক, আর না হউক, তাহাদিগের নিমিত্ত অনুরোধপত্র পড়িয়া থাকে। এমত এ আরো কতকগুলি লোকে আছে রাজনীতি সম্বন্ধে হইব, আর আর সমস্তে হউক, তাহাদের সহিত আফিসের অসঙ্গতিবশে অতুল বুদ্ধি থাকলেও সম্বন্ধ আছে যে, সাধারণে তাহাদের কাজ আসা-ইবার যো নাই, সময়ে সময়ে কাজ চালানও কঠিন হয়। ইহার এই উপায় হয়, লালিতের কর্ত্তা দিগকে কর্ত্তব্যপদ হইতে পরিচ্যুত করিতে হয়, গবর্ণমেণ্টের লোকাধিক্য নিবারণের অনুকূল কার্য্য হইবারও যথা আছে। এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ বিষয়ে যে, প্রতিবন্ধক আছে, তাহা সম্পাদনে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত এবং আমার গবর্ণমেণ্ট একলে তাঁহা-দিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশের সাহায্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্ট ইহা পরামর্শ দিয়া বিবেচনা করিয়াছেন যে, উপরিলিখিত যুক্তির সম্ভাবনা রক্ষণা-মাত্রিক চল্লিশ টাকারও অধিক বেতনের অতিরিক্ত কার্য্যে ভারতবর্ষীয় দিগকে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইহাতে কয়েকটী বন্ধন বিধি থাকিবে, তবে সময়ে সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিবে যে, উল্লিখিত নিয়ম প্রতিপালন কথা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই, সে সকল স্থলে ষ্টেট সেক্রেটারির মত লইয়া কার্য্য করিলে কোন প্রকার ত্রুটি অনুভব হইবে না ইত্যাদি।

ভ্রমণকারীর পত্র। (১)

২৭এ ফেব্রুয়ারি রবিবার প্রাতে আমরা মান্দ্রাজে গিয়া করি। যখন জাহাজ ছাড়িবার সময় উপস্থিত হইল, ঘন ঘন ঘণ্টার ধ্বনি সহকারে লোকেরা ত্বরা ও ছুটা ছুটি করিতে লাগিল, তখন অন্তরে একপ্রকার বিভিন্ন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ইহা-দের মধ্যে অনেকে (ইংরেজই অধিক) স্বীয় স্বীয় বন্ধু বান্ধবকে জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়া ছিলেন, তাঁহারা কেহ বা করমর্দ্দন, কেহ বা চুম্বন, কেহ বা দানের সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি তীরে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নেটি অর্থাৎ অবতরণ সঙ্কেত হইতে জাহাজে আসিবার কাছি নিম্নিক সেতু আকৃষ্ট হইতে লাগিল; আরও দুই এক ঘণ্টা জলমি না হইতে হইতে নঙ্গর উত্তোলিত ও শঙ্খান এবং রজ্জু সকল উন্মুক্ত হইতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম এইবার কলিকাতার সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে সকল বন্ধনরজ্জু উন্মুক্ত হইয়া অবশিষ্ট দুই এক গাছি রজ্জু রহিয়াছে, জাহাজের মুখ ফিরি-য়েছে, ডেকে হস্তারমান বন্ধুগণ রুমাল টুপি প্রভৃতি ঘুরাইয়া সাঙ্কেত করিতেছে, জাহাজস্থিত বন্ধু অনেকের নেত্রে জলধারা পড়িতেছে, ভাবিলাম এইরূপেই মানবকে এই জগৎ হইতে বিদায় লইতে হয়। যে সকল বন্ধুর সহিত মানবের প্রাণ সমানে বদ্ধ থাকে তাহা সহজে ছিন্ন হয় না, তখন এইরূপই বহু বান্ধব পরস্পরের কূলে দাঁড়াইয়া বিদায় দিয়া থাকে; তখন এইরূপে নেত্রজলে ভাসিয়া বিদায় লইতে হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই জাহাজ গঙ্গার বক্ষে ভাসমান হইল এবং ঘড়ীর জলরাশি আলোড়িত করিয়া সগর্ব্বে ধাবিত হইল। তখন তালিবাসের নিম্নলিখিত কবিতাটী মনে পড়িতে লাগিল:—পশ্চাতি পুরঃ সরীরং যাবতি পশ্চাদসংস্থিতা চেষ্টা। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতা নীয়মানস্য।

লাবিলাম কলিকাতার নিকট ত বিদায় লইলাম, কিয়ৎকাল পরেই বঙ্গ ভূমির নিকট বিদায় লইতে হইবে। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক স্থান দেখিয়াছি, কিন্তু আজ কেন চিত্ত এত চঞ্চল হইল জানি না। আজ যেন মন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, যতই অগ্রসর হই, গঙ্গা ততই বিস্তীর্ণ। লোকে দেখিতে গ্রাম জনপদ সকল অতিক্রম করিতে লাগিলাম।

যাহাজস্থ ছাড়িল আমাদের আহারের আয়োজন হইল, মহযাত্রিগণের সকলেই স্বেতকায়, কেবল আমি একমাত্র কাল বাঙ্গালি; তাহাতে আবার নিরামিষাশী। ভোজনগৃহে গিয়া দৃশ্যের সীমা নাই। পরিবেষ্টা যিনি তিনি ইংরাজ, স্থানান্তরে যাঁহারা বসিলেন তাঁহারাও ইংরাজ, সে স্থানে নিরামিষের সম্পর্ক নাই। বিবিধ ভূতের খেড়ে, জলচর আহারার্থ আসিতে লাগিল, আমি হস্ত গুটাইয়া বসিয়া আছি দেখে [illegible] সাহেব বিবিরা আবার [illegible] আমাকে গোপন করিয়া পরস্পর কথোপকথন চলে, ভোজনের জানোয়ারটা আবার কোথা হইতে আসিল। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, আমি নিরামিষাশী। তখন সিদ্ধ গোল আলু ও [illegible] আমার সম্মুখে রাখিয়া আপনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, কাঁটা চামচ দিয়া কিঞ্চিৎ লবণাক্ত করিয়া আলুর সহিত কথঞ্চিৎ উদরস্থ করিলাম। অবশিষ্ট আলুগুলি চলিল, ভাবিলাম এইরূপে যদি তিনি তাবৎ দিন আহার করিতে হয় মরিয়াই যাইব। রাত্রে শয়ন আহারান্তে ডাবপুরে উঠিয়া জাহাজ খানি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। [illegible] মধ্যে। কোন দিকে অবলম্বন অর্থাৎ রেলিং চিহ্নে চলা ফেরা করিতেছে, কেহ বা সহযাত্রীর সহিত আলাপ করিতেছে, কোন স্থানে [illegible] দুগ্ধবতী বেহু সমেত দুগ্ধির নবীন সংসার করিতেছে। কোন দিকে ডাকমোকদ্দমা [illegible] সংখ্যক ছাগ ও ভেড়া একত্র করিয়া রাখিবার করিতেছে। কোন স্থানে [illegible] হংস; কিচিমি শব্দে পক্ষী [illegible] আহার বিহার করিতেছে। যখন চলিতে [illegible] ভিন্ন এই সমুদায় প্রাণী আকারে [illegible] এক প্রকার বীভৎসরসের উদয় হইল। [illegible] অনুভব কি আশ্চর্য্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। এই [illegible] অবোধ জীব আমি যাহাকে চক্ষে দেখিতে [illegible] অবস্থান গ্রহণ করিতেছে, তাহা আমারই [illegible] দেহ প্রাণ নষ্ট হইবে। এই ভয়ে [illegible] ভোজনের প্রতি আমার অনাস্থা [illegible] হইল।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিলে সহযাত্রিগণ সকলে স্ব স্ব পূর্ব্বে আসিয়া বসিলেন। অনেক ইংরাজ সপরিবারে ভ্রমণ করিতেছিলেন, আমরা যে শিশু পুত্র, ছাই তখী সকলে যেন আসিয়া আমোদ লাভের করিতে লাগিলেন, আমি ভয় পাইয়া বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। আমিলাম এরূপ ভয় আমাদের দেশের লোকে হয় না। বয়স্থি-দিগের অবরোধ প্রথা না থাকিলে এরূপ ভয় পাই-বার আশঙ্কা নাই। আমার সে রাত্রি পরেই সমুদ্র করিয়া থাকিলাম। তখনও আমরা সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হই নাই।

পরদিন প্রাতে পুনরায় জাহাজ ছাড়িল। আমরা দিবা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। প্রিয় বঙ্গভূমি দেখিতে দেখিতে নেত্রের অদর্শন হইতে লাগিল, এবং অপর দিকে নীল জল-রাশি আমাদিগকে সাগরগর্ভে লইয়া চলিল।

(১) অনুজ শিবনাথ শাস্ত্রী মান্দ্রাজে গমন করিতেছেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

[illegible] হইয়া আসিল। জলের আবিলতা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল, ক্রমেই পরিষ্কার সাগর সীমায় উপনীত হইতেছি। ক্রমে নীলাম্বু নিধির গর্ভে আসিয়া উপনীত। কি সুন্দর নীল জল! দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়। [illegible] আমাদের নিকটে নিকটে দুই একটী পক্ষী দৃষ্ট হইতে লাগিল। [illegible] তাহারা আহারের [illegible] উড়িয়া মাসা করিয়া আহার করে। [illegible] পক্ষিরা করিয়া উড়িয়া [illegible] ছাড়িতে পথন সমুদ্র [illegible]

[illegible] অল্প অল্প। অল্প অল্প অগ্রসর হইতেছি, [illegible] দৃষ্টিকে দেখা যেন না; [illegible] পশ্চিমাভিমুখে তাকাইয়া [illegible] উত্তর দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, [illegible] কেবলই জলরাশির অনন্ত [illegible] আর বিশ্রাম নাই। কেবল [illegible] একটী উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মাসা পাহাড়ের [illegible] উড়িয়া বেড়াইতেছে। উড়িয়া বেড়াইতে [illegible] পক্ষিটী দৃষ্টি পথে পতিত হইল। [illegible] পক্ষিটী বসিয়া মিনিট [illegible] করে না, কেবল [illegible] মাস্তুলের মাথায়, অতি [illegible] একটী ক্ষুদ্র পক্ষী [illegible] নাম [illegible] ইহাকে মাস্তুলের মাথায় [illegible] দেখিয়া [illegible] বলিয়া [illegible] করিতে লাগিলাম। [illegible] মনে [illegible] বিস্ময়ের উদয় হইল

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। [illegible] জলের নীলবর্ণে অন্ধকার [illegible] আসিতেছে, তখন অস্তাচলগামী [illegible] দেখিলাম, এই সময়ে মনে মনে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়া সুস্বর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলাম।

সাগরে।

[illegible] আজি এ সুখের
নাগরতরঙ্গে কেন ভেসিলু নয়ন,
ডুবিয়া বিস্ময়ে [illegible] হয়ে
[illegible] করি তোমারে দর্শন।
[illegible] পক্ষিক উড়িছ
কী আশে এ জল আসিয়া খুঁটিয়া
[illegible] ছুটে [illegible] উত্তরপানে ছুটে
পানিকে নিতেছ [illegible] গণন।

[illegible]—দেখিয়া তোমায় হৃদয় তোমার,
[illegible] পাইতেছে [illegible] সাগর,
[illegible] পরাণ, [illegible],
[illegible] [illegible] হয়ে।

[illegible]—[illegible] তোমার মহিমা,
[illegible] নিষ্ঠুরে। কেবা করে সীমা।
[illegible] ক্ষুদ্র প্রাণী কিরূপে পাইবি
[illegible] [illegible]।

[illegible]—ছোট বড় নাই এ বিশ্ব স্থান
[illegible] যারে যার নাহি হয় জ্ঞান,
মনের বিভ্রম দুঃখের সম,
[illegible] [illegible],

৯ কলি।—বায়ু সমাগমে [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]

বাও বাও তুলে অবনী মণ্ডলে
লক্ষ্মীরে কর নিমেষে হরণ।

১০ কলি।—ও নীলাম্বু তলে কত নারী নরে,
পুড়িয়াছ নিজ অকাল কবরে!
মানব সংসারে আছে কে তোমারে
স্মরি, কত ঘরে ঘরে ক্রন্দন।

১১ কলি।—ঘরে যারা ছিল আশা পথ চেয়ে
কত যে কাঁদিল তার নাহি পরে,
তুমি হেসে হেসে গেলে দেশে দেশে
সেই সব অশ্রু না করি গণন।

১২ কলি।—যদি আমি আজ ডুবিয়ে অতলে,
আমার বারতা কে দিবে সকলে?
ঘোর আর্ত্তনাদে [illegible] বিষাদে
[illegible] হইবে আমারো তখন।

১৩ কলি।—কিন্তু একটির মরণেতে কত,
মরিলেও তারি সকলে কাঁদিবে,
মরি ছার নাই অন্তে যেন পাই
মঙ্গলময়ের মঙ্গল চরণ।

১৪ কলি।—কবি কথা কবে বলিতে আমার
কবির নাম প্রাণে করিবে প্রচার,
কাহারে সাধব তাঁরি তরে তব
প্রাণে মম নিত্য এই আকিঞ্চন।

ক্রমে চারি দিন অবিশ্রান্ত নীল তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আমরা মাক্রাজের উপকূলের সন্নিকর্ষে উপনীত হইলাম। সাক্ষিগণ তরঙ্গ উপরিস্থ হইয়া [illegible] হইল, আমি [illegible] করিয়া ফিরিলাম। তরঙ্গের ও সপ্তমিমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া [illegible] চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে হয়, নিম্নে অনন্ত জলধি উপরে অনন্ত আকাশ, চতুর্দ্দিকে অনন্ত অন্ধকার, এই সময়ে মনে যে অপূর্ব্বভাব হইত তাহা বর্ণন করা কঠিন। এই অবস্থায় ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া একটী সঙ্গীত [illegible] করিয়া গাহিয়াছিলাম।

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [

১৫০০০ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করে। এ ব্যক্তি এক্ষণে হাজতে আছে।

বোম্বায়ের একটী গির্জ্জার সম্মুখের দ্বারে সম্প্রতি এক নূতন প্রকার গ্যাসের আলোক প্রজ্বলিত হইতেছে। এই আলোক অতিশয় পরিষ্কার ও অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে তৈলের কোন আবশ্যক হয় না, অথবা গ্যাসের আলোক প্রজ্বলিত করিবার জন্য যেরূপ গ্যাসের সম্বন্ধ রাখিতে হয় ইহাতে তাহাও রাখিতে হয় না। ইহা ভিন্ন এই আলোকে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা অথবা দুর্গন্ধ নাই।

বাবু প্রমথনাথ সেন মিলক্লাইট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বি, এ ও এম, এ ডিগ্রী দিবার জন্য তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ইণ্ডিয়া আপীস দ্বিতীয় আবেদন পত্র প্রেরণ করিলে হইবে তাঁহারা এই কথা বলাতে, বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট করা হইবে। আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

কাবুলের আমীর আবদল রহমনের প্রেরিত দূত গত মঙ্গলবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাবুলী সৈনাদিগের জন্য যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েই তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে পেশোয়র অস্ত্রাগার হইতে কতকগুলি টোটা লইবার আদেশ দিয়াছেন।

আলীপুর ওরিএণ্টাল কালেজের অন্যতর সংস্কৃত অধ্যাপক যদুনাথচন্দ্র গুহ বাই আর্টস পরীক্ষার সংস্কৃত প্রশ্নের মধ্যে কতকগুলি ভুল বাহির করিয়া দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলরের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্র উপলক্ষে পেট্রিয়ট মহা আন্দোলন করিতেছেন। গত এম, এ পরীক্ষায়ও যে সকল প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতি কঠিন এবং অন্যায় বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আলীপুরের মাজিষ্ট্রেটের বেহারার ঘরে নবদ্বীপ রায় মাজিষ্ট্রেটের অজ্ঞাতে মোকদ্দমা চলিতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কমিশনর সিকস সাহেব তাঁহার দোষাভাব বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পদস্থ করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে পদ প্রদান করিয়াছেন। নবকুমার বাবুর কর্ম্মকালের মধ্য হইতে ছয়মাস বাদ যাইবে।

সাধারণীর অনৈক সম্বাদদাতা গবর্ণমেণ্টের পাসমহলের দুরবস্থার কথা লেখাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইহার অনুসন্ধানের আদেশ দিয়াছিলেন। অনুসন্ধানকারীরা প্রকাশিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া এই রিপোর্ট দেন, উক্ত পত্রে সংবাদদাতা অনেক মিথ্যাকথা প্রকাশ করিয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এই কথা সাধারণের গোচরার্থ প্রচারিত করিয়াছেন। সিমনিয়র সাধারণীর সংবাদদাতার পত্র উপলক্ষে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের উপর দোষ দিয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের দোষে যে ব্যক্তি সকল লোককেই দোষী স্থির করে, সে আমাদিগের বিবেচনায় অল্পবুদ্ধি। সাধারণীর সংবাদদাতা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য সাধারণীকে দোষী করা অথবা তাহাকে গালি দেওয়া ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নহে। সংবাদদাতাদিগের পত্রের সত্য মিথ্যা অনেক সময়ে জানা কঠিন হইয়া পড়ে, অতএব সিমনিয়র জানিবেন উক্ত দোষ কেবল যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরই হইয়া থাকে এমন নহে, ইংরাজী সংবাদপত্রেরও হয়। আবার ইহাও তাঁহার জানা উচিত যে সত্য ঘটনাও সময়ে সময়ে প্রমাণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং লোকের নিকট মিথ্যাবাদী হইতে হয়। ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক নাইট সাহেব ও এই নিমিত্তই অভিযুক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন।

একখানি রুশিয় মানেওয়ার সম্প্রতি বোম্বাই বন্দরে উপনীত হইয়াছে। এই জাহাজের নাবিক বোম্বাই পুলিসে এই বলিয়া অভিযোগ করেন, যে তাঁহার একজন রুশ কর্ত্তা লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ৩৪০ ইউরোপীয় স্বর্ণমুদ্রা ও ১৩০০ টাকা মূল্যের রুশিয় নোট আত্মসাৎ করিয়াছে।

মহীসুর গবর্ণমেণ্টের খনাগার সুষ্ঠমে যে ১৬ জন ডাকাইত লিপ্ত থাকে, তাহারা সিবোগা নামক স্থানে বন্দীভূত হইয়াছে।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী এক্ষণে আগ্রায় অবস্থিতি করিতেছেন।

রুশিয় বালকদিগকে যুদ্ধ কার্য্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য উত্তম উত্তম বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ১১০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। উহার মধ্যে ৮৮০০ জন ছাত্র বিদ্যালয়েই অবস্থিতি করে। এই সকল বিদ্যালয়ের বাৎসরিক ব্যয় ৮০০০০০ ষ্টারলিঙ্গেরও অধিক।

১৫ ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সিমলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

একজন পারস্য দেশীয় স্ত্রীলোক ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ১১৫ জন পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই মার্চ্চ। রুশিয় গবর্ণমেণ্ট এই মনস্থ করিয়াছেন যে, তাঁহারা বাল্কি নামক স্থানে একটী গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবেন। উহা আসকাবাদ পর্য্যন্ত ধানী হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই মার্চ্চ। গ্রীক সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচারার্থ ইউরোপীয় রাজদূতদিগের যে সভা হয়, সেই সভায় তুরস্কের মন্ত্রীসভা যে ভাবে কথা বার্ত্তা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, যাহাতে বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়, তাঁহার মনের এইরূপ ভাব হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই মার্চ্চ। কান্দাহারবাসিদিগের নিকটে যে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া, গত বার্ত্তাতে লার্ড হার্টিংটন কথোপকথন উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে লার্ড গ্রনভিল্ স্বয়ং অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি বলেন রাজারাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। তিনি আরো বলিলেন, কান্দাহার ও বালোচার জিলা উক্ত মুক্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে, কিন্তু সে বন্দোবস্তের বিশেষ কথা এখন বলা সুবিধা নয়।

গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভায় এই সংবাদ দিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে আফগান যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫ কোটী টাকা দেওয়া হইবে। দুই কোটী টাকা ভারতবর্ষীয় ঋণ পরিশোধার্থ দেওয়া যাইবে, অবশিষ্ট টাকা বার্ষিক নিয়মে দেওয়া হইবে।

রাডল পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যপদ গ্রহণকালে প্রথম শপথ না করিয়া সভায় উপবেশন ও মত প্রদান করাতে কার্ক সাহেব তাঁহার নামে ৫০০ টাকা দণ্ড দিবার যে মকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহাতে কুইন্স বেঞ্চ আদালত তাড্লর ঐ দণ্ড করিয়াছেন।

কমন্স সভা আয়র্লণ্ডের নিমিত্ত মন্ত্রি সম্প্রদায়ের অনুমতিক্রমে আইন বিধিবদ্ধ করিতেছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। ঔদ্যোগিক দলই লোক ষ্টার্লি লার্ড লণ্ডায় পরোক্ষে করিয়াছেন ট্রাফলগারে সন্ধির নিমিত্ত কমিশন নিয়োগার বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

বেলীর হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আলফ ফ্রীহেটের লোকেরা এই ভাবিয়া অধিক শঙ্কিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের রাজ্য স্বাধীনভুক্ত করিবেন।

লেণ্টপিটার্স বর্গ ১৩ ই মার্চ্চ। কল সমাট অদ্য

যখন রাজা দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে একটী বোম গাড়ীতে ফাটিয়া যায়, সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই, দুটী বোম নিক্ষিপ্ত হয়। একটীতে কোন অনিষ্ট হয় নাই, দ্বিতীয়টীতে সম্রাটের পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। বোম স্ফোটে রাস্তাতে কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

সম্রাটের মৃত্যু হওয়াতে প্রজাগণের কোন প্রকার অবস্থার লক্ষণ লক্ষিত হয় না। নূতন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করাতে প্রজারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। সব হত্যাকারীর সহচরগণ পলায়ন করিয়াছে।

গত রাত্রিতে কমন্স সভায় গবর্ণমেণ্ট অর্থ দান বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত করিবার নিমিত্ত সাবধেস জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সর ইষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন এ বিষয়ে বিবেচনা আবশ্যক।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এই ঘোষণা পত্তার করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট অর্থের নিমিত্ত যে জিদ করিতেছেন, সেই প্রশ্ন দ্বারা কমন্স সভার সত্ব অধিকার ও স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এ কথাও প্রচার করিয়াছেন, আফগান যুদ্ধের ব্যয় দিবার প্রশ্নটী নূতন। অতএব এ বিষয়েরও বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক।

রুশ সম্রাট হত্যা করাতে ইউরোপখণ্ডে তাহার সোয়তর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৮ ই মার্চ্চ। তিনি রুশের নূতন সম্রাট হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আলেকজাণ্ডর এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই ঘোষণা করিয়া প্রজাদিগকে জানাইয়াছেন, সম্রাটবংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে তিনি কি প্রকার নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। হত্যাকারির একজন সহচর ধৃত হইয়াছে।

অভিনয়ের ডিউক ও তাঁহার পত্নী এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

রুশ সম্রাটের হত্যাকারী যুবা পুরুষ। তাহার ২১ বৎসর বয়স। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সে আত্মহিত্যা করিয়াছিল। বর্ত্তমান অবধি সে মৌনাবলম্বী হইয়াছে, কোন কথা কয় না।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। ব্রিটিশ রাজ-সভা রুশ সম্রাটের মৃত্যু নিবন্ধন এক মাস কাল শোক প্রকাশ করিবেন।

কান্দাহার সংক্রান্ত প্রশ্নের আন্দোলন করিবার নিমিত্ত মিলিত হলে যে সভা হইবার কথা হয়, লর্ডদের লার্ড মেয়র উপায় সে সভা হইতে দেন নাই। তিনি এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এ প্রকার সভায় কেবল দলাদলির ভাব প্রকাশ পায়।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। রুশ সম্রাটের অকালমৃত্যুতে পার্লিয়ামেণ্ট সভার উভয় গৃহই রুশের রাজ্ঞী ও এডিনবর্গের ডচেসের নিকটে শোক প্রকাশের মত করিয়াছেন।

ছাপরা নামক জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য লইয়া কেপের অন্তঃপাতি সরবাগে উপনীত হইয়াছে।

সর ইডিলিন উডকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, বোয়ারদিগের সহিত অল্প দিন স্থায়ী যে সন্ধি করা হইয়াছে, বর্ত্তমান মাসের ১৮ ই পর্য্যন্ত তাহার মিয়াদ যেন বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের এক হাজার লোক বোয়ারদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রশ্নোত্তরে করিয়াছেন, ষ্টানহোপ সাহেবের প্রস্তাবের কিরূপ ফল হয়, যে পর্য্যন্ত জানা না যাইতেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কান্দাহার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তদ্বিষয়ে কোন উপদেশ দিবেন না।

ট্রেজরির রাজস্ব সেক্রেটরি লার্ড হ্যেডরিক কাভেণ্ডিস কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ১৮৭৯ অব্দের দুই কোটি টাকার ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে ভারতবর্ষকে অদ্ধ কোটি টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋণের সহিত উহার কোন সংস্রব নাই।

বোয়ারদিগের সহিত পুনরায় সদ্ভাচরণ করা না হয়, এই অভিপ্রায় করিয়া ব্রাইট সাহেব এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহাতে সম্মান রক্ষা হয় এরূপে সন্ধি করিয়া দিবার বিষয়ে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

সর ইডলিন উড বর্ত্তমান মাসের ১৮ ই অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের সভাপতি ব্রাণ্ড এবং বোয়ারদিগের সভাপতি কুগারের সহিত কথোপকথন করিবেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৪ ই মার্চ্চ। হত্যাকারী নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে। আর কয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই মার্চ্চ। সুলতান গ্রীসকে থেসেলির কিয়দংশ ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় রাজদূতগণ বলিয়াছেন, উহা পর্য্যাপ্ত নহে। তাহার পর সুলতান থেসেলির কিয়দংশের পরিবর্ত্তে ক্রীট দিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু এপিরস ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ১৬ মার্চ্চ। আফগান যুদ্ধের যে ৫ কোটী টাকা ব্যয় দিবার প্রস্তাব হয়, কমন্স সভা ঐকমত্যে তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব পুনরায় এই কথা বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিবার মানস করিয়াছেন যে দ্বারা ভারতবর্ষকে ১৮৭৯ অব্দের ২ কোটী টাকা ঋণ হইতে মুক্ত করা হইবে। ৫ কোটী টাকা বার্ষিক ৫০০০০০০ সিক্ক টাকার কিস্তিতে দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আফগান যুদ্ধে সমুদায়ে যে ১৩ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে ঐ ৫ কোটী টাকা তাহার অংশ স্বরূপ দেওয়া হইবে না, তবে গবর্ণমেণ্ট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালনার্থ উহা দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষকে এই টাকা যে দেওয়া আবশ্যক তাহা নহে, তবে দিলে ভারতবর্ষের ধনাগারের কিছু স্বচ্ছল হইবে। এবং ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা হইবে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই মার্চ্চ। লোকের এই প্রকার বিশ্বাস সম্রাট-পুত্রের গৃহে সুড়ঙ্গ করা হইয়াছে। তাহার অনুসন্ধানার্থ লোক নিয়োজিত হইয়াছে। নিয়োজিত লোকেরা দেখিয়াছে, সম্রাট-পুত্রের গৃহ পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ গিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। মানসন হাউসের দেয়ালের নীচে ৪০ পাউণ্ড বারুদ পূর্ণ একটী বাক্স গত রাত্রিতে দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ বাক্সের সঙ্গে দাহ্য-পদার্থ-পূর্ণ একটী নল ছিল।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই মার্চ্চ। রুশ সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এই প্রার্থনা করিতেছেন যে রুশে জাতি সাধারণ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সম্পাদকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। ইংরাজেরা যে সন্ধি নিষ্পন্নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন বোয়ারেরা তাহা গ্রাহ্য করিয়াছে, কেবল কোন কোন অংশে অমত করিয়াছে।

জর্নাল দি পিটার্সবর্গ নামক পত্র বলিয়াছেন যে, নূতন রুশ সম্রাট তাঁহার পিতার অবলম্বিত রাজনীতির অনুসরণ করিবেন।

লণ্ডন ১৮ ই মার্চ্চ। টাইমস বলেন, গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব কান্দাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন; কিন্তু আমার এই অনুরোধ করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তিনি নগর ও প্রদেশের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে না পারেন সে পর্য্যন্ত ইংরেজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ না করেন।

এথেন্স ১৭ ই মার্চ্চ। সুলতান সীমাসংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার্থ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গ্রীস গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

নাটাগড়ি, পাইশ্বারি প্রভৃতি গ্রামে একটী ভয়ানক বদমাইসের দল আছে। জুয়াখেলা, মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া একজনের সর্ব্বনাশ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি ইহাদের ব্যবসায়। ইহাদের অন্য কোন আয় নাই অথচ এই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করে। বদমায়েসীতে ইহারা অদ্বিতীয়। আমরা দুঃখ করিয়া ইহাদের চরিত্রের বিষয় অবগত আছি। প্রতি গ্রামেই ইহাদিগের খেলিবার এক একটী আড্ডা আছে। ইহাদের অত্যাচার দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়া এখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ভরসা করি স্থানীয় পুলিস অধিলম্বে ইহাদিগকে ধৃত করিয়া শান্তিরক্ষা করিবেন।

এবার ডেমরাতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। ইহার বিশেষ প্রয়োজন। মন্তব্য অনাবশ্যক হইয়া সমুদায় নষ্ট হইবে।

এখানে নোটের টাকা ও টাকার পরসা এত অপ্রতুল হইয়াছে যে, ৫ টাকার একখানি নোট লইয়া তিন দিন ঘুরিলে টাকা পাওয়া যায় না। একটী টাকা ভাঙ্গাইতে গেলে পরসা পাওয়া যায় না। অধিক কি, খরিদ বিক্রয় বড় কঠিন ব্যাপার হইয়াছে।

সোনাড়ার বাজারে লোকানদারদিগের অসাধারণের বিষয় ব্যবহারে বলিয়াও কোন ফল হয় নাই দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত আছি। ইহারা ওজনার্থে বলিয়া নিয়োগ ও লোভ নিবন্ধন কুওজনে বিক্রয় করে। নারিকেল তৈলে অনেক তৈল মিশ্রিত করে। অধিকন্তু সকলে অধিক মূল্য গ্রহণ করে। এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। করুণা করি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে উচিত আদেশ প্রদান করিবেন।

শান্তিপুরে।

ইতিপূর্ব্বে এখানে চিনিচোরের চৌয়াড়ির দৌরাত্ম্য হইয়াছিল, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে অর্থচোরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু স্থানীয় পুলিস কিছুতেই ইহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না। কয়েক দিবস হইল, এখানকার বড় বাজারের চৌধুরী সোনারদোকানে একটী প্রকাণ্ড সিঁদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ঐ সিঁদেল চোরের কিছুই অনুসন্ধান হইল না। তবে সুখের বিষয় এই যে, উক্ত চোর চৌধুরী সোনারের মালের সিন্দুকের পরিবর্ত্তে সৌভাগ্য ক্রমে তাহার ঔষধাদি পূর্ণ একটী সিন্দুক লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ঐ বড়বাজারে ইতিপূর্ব্বে (চরিচরণ জামাদিকের দোকানে) একবার যে চুরী হয়, তাহাতে চোর অন্যূন দেড় হাজার টাকার মাল চুরী করিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় পুলিস অদ্যাপি তাহার কিছুই কিনারা করিতে পারিল না। কর্ত্তারা কত পরাক্রম সব ইন্সপেক্টর থাকিতে চুরীর দৈনন্দিন বৃদ্ধি, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

হরিচরণ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে সব রাজস বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের সৈয়দপুর ষ্টেসন হইতে সরকারী তহবীল ভাঙ্গিয়া এখানে পলাইয়া আইসে, এজন্য তাহার নামে একখানি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হয়, কিন্তু ঐ সময় স্থানীয় পুলিসের কোন ব্যক্তির সহিত তাহার কোন আত্মীয়ের সম্বন্ধ থাকাতে ধৃতিচরণ ধরা পড়ে না, বরং ঐ সময় তাহার বিবাহ হয়। অনন্তর হরিচরণ কিছু দিনের জন্য এস্থান হইতে স্থানান্তরে বিবাহের শ্বশুরালয়ে গমন করে, ও সেখানে কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া আবার তহবীল ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে স্থানীয় তাহাকে ধৃত করিবার জন্য রেসেণ্ট বাহির করিয়াছে, কিন্তু পুলিস তাহাকে ধৃত করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এখানে ঐ ব্যক্তির যে বসতবাটী ছিল, তাহা নিরূপণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ক্রোক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা অপর লোকে বিক্রয় করিয়া লইল, অথচ স্থানীয় পুলিস তৎসম্বন্ধে একটীও বাক্য ব্যয় করিল না। এমন অবস্থায় চরিচরণ শাস্তিপুরে পুনরায় থাকিতে পারিবে কি?

হুগলীর নিবাসী রামাচরণ মল্লিকের পুত্র গদাধর মল্লিক নামক এক ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রাবস্থায় পালিসী কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে, এজন্য ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধৃত করণার্থ সবডিভিসন বাগবাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করেন, এতদনুসারে বাগবাজারের সব ইন্সপেক্টর এখানকার ঐ সাব ইন্সপেক্টরের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত বাগবাজার মল্লিকের বাটীতে সেদিন খানাতল্লাস করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ডাক্তার যদুনাথ খাস্তগীর মহাশয়ের স্ত্রী কিয়ৎকাল বিষম রোগী ছিলেন, এক্ষণে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এজন্য আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, ডাক্তার মহাশয়ের অসাধারণ ভাব ও আন্তরিক যত্ন ব্যতীত স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তার বাবুদের অপেক্ষা সুযত্ন ও সুচিকিৎসা।

সম্প্রতি শেমাবাগান কতকগুলি বাবদিয়া দিনা উপপতি লইয়া "প্রেমারা" অথবা "নহা" খেলা করিতেছিল, এমন সময় স্থানীয় পুলিসের কোন কনষ্টেবল ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বয়ান সহিত গ্রেপ্তার পূর্ব্বক বিচারার্থ বাগবাজার কোর্টে চালান দিয়াছে। শুনিলাম ডেপুটী বাবু প্রত্যেক আসামীর ফাইন করিয়া মোকদ্দমার দ্বিতীয় দিন ধার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ডেপুটী বাবুর বিচারে ইহাদের কত টাকার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হয়। এস্থলে বলা উচিত যে, বেশ্যাদের অপেক্ষা এখানকার কোন কোন কুল কামিনীকুল বিলক্ষণ প্রেমাবতার। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই উহারা ঐ খেলার দলে সম্বন্ধ রাখিয়া থাকেন।

এ বৎসর এখানকার ফ্রিচার্চ্চ ইন্সটিটিউসনটী অর্থাভাবে প্রায় উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু অনেকগুলি নাই মধ্য বিদ্যের কল্যাণে আবার [illegible] সম্প্রতি হইয়াছে। [illegible] টাকা আদায় হইয়াছিল, এ বৎসর ৯০০ টাকা সংগ্রহ হইবে। এরূপ প্রকাশ যে, কেবল স্থানীয় স্থানীয় কলাবে এবার ১৭০০ সতর শত টাকা সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ বিদ্যার জন্য এত টাকা আদায় হওয়া উচিত নহে। কারণ, বাধ্যবাধ্য হইয়া এখানে অবস্থান করিতে হইলে পুত্রের অধিক স্থানীয় আমলাদি হইয়াছে। অতএব আমরা এখানে অনুরোধ করিতেছি যে, যত দিন ফ্রিচার্চ্চ ইন্সটিটিউসনটীর ঋণ সমুদয় পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে, ততদিন কিছুতেই উহার চাঁদা সংগ্রহের সম্বন্ধ থাকিবে না।

এখানকার ফ্রিচার্চ্চ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। এজন্য উহাঁর ছাত্রদিগের পড়া শুনার ক্ষতি না হয় সেজন্য উহাঁর পরিবর্ত্তে অন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা আশা করি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সত্বর শান্তিপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

এখানকার পোষ্ট অফিস সম্বন্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি রহিত হইয়াছে। এখন ডাকের চিঠিপত্র প্রাতঃকালে ৭টার সময় বিলি হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় ডাকের চিঠি বিলি হইতে বেলা ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শান্তিপুরে ডেপুটী বাবু ও মুন্সেফ বাবু প্রায় প্রতি শনিবার বাটী যাইয়া সোমবার প্রাতে আসিয়া থাকেন, এজন্য মঙ্গলবার দিবস কোন মোকদ্দমা হয় না। যে মঙ্গলবার ঐরূপ কোন নিয়মিত বন্ধের দিবস পড়ে সে দিবস ডাকের চিঠি বিলি হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল যে, বিস্তর লোক চেক ও নোটের টাকা পান নাই।

বাগবাজারের ডেপুটী বাবু ও মুন্সেফ বাবু প্রায় প্রতি শনি ও সোমবার শান্তিপুরে আসিয়া থাকেন, এজন্য মঙ্গলবার কোন মোকদ্দমা হয় না। ইহাঁরা শান্তিপুরে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া শান্তিপুরের সকলেই [illegible] আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন, কিন্তু আমরা অন্তঃকরণে বড় কষ্ট হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই মার্চ্চ ১৮৮১। ছোটনাগপুরের কিউঝিলের জন্য তার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় হাজারিবাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ ই মার্চ্চ। মজঃফরপুর জেলার সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, বি, রেণ্ডিল সাহেব পাবনায় বদলী হইলেন।

২১ ই মার্চ্চ। বারাসত অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, এ, উইলকিন্স সাহেব চিফ জষ্টিসের আফিসে কার্য্য করিবেন।

১৫ ই মার্চ্চ। সি, সি, মিকেল সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে যে পদ অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত করিবেন ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ডবলিউ মার্কহ্যাম সাহেব মহীয়ারে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

এচ, ডেবলিউ সি, মিলিসেন মহীয়ারে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইবেন বলিয়া ১৮ এ তারিখে যে আদেশ প্রচারিত হইল।

এচ, জন সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত যশোহর ও পরে অন্য কোন পদ না হয় সেই পর্য্যন্ত সাহেবের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ ডি, টেলর সাহেব ঐ জিলার দেওয়ানি বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

গাইনার অন্তর্গত বাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, ইয়াট সাহেব মজঃফরপুরে বদলী হইলেন।

শ্রীযুক্ত ইয়াট সাহেবের উপর ঘারভাঙ্গায় বাহাল রাখিবার জন্য ১৮ এ তারিখে যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

আসামবর্ত্তীয় গবর্ণর জেনারল কুমার রামেশ্বর সিংহকে সিবিল সার্জ্জিন পদে নিয়োজিত করিলেন।

সি, নোলান সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত সাহাবাদের অতিরিক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, এস, হেলো সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

এচ, এস মুইন্স সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে প্রেসিডেন্সি জেল ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারলিটেণ্ডেণ্ট ডবলিউ এচ সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

এচ, রাউ সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন, সামুয়েল সাহেব হাজারিবাগের অন্তর্গত পাচম্বা বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ শে তারিখে প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ, কলিন সাহেব পাচম্বার ভার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, কেনিডি সাহেব কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ডেপুটি কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

আর, জি, ব্রাইথ সাহেব ও বাবু জগদম্বা সহায় কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যের জল সেচন বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর ডবলিউ এন, ক্যাম্বেল সাহেব ঐ জেলার অন্তর্গত গোড্ডার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এ, জে, আর, হেনড্রিক সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ সি, এ, কেলী সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই মার্চ্চ। চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, আর, পোপ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ ই মার্চ্চ। হুগলির অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণী প্রসাদ রায় ফৌজদারী আইনের ৩২৩ ধারা অনুসারে সবাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শ্যামচাঁদ ঘরের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত এটর্ণি বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন বর্দ্ধমানে প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন কিন্তু সচরাচর উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

সারণের অন্তর্গত সোরসার মুন্সেফ মৌলবী ইমাম আলী ১ লা এপ্রেল হইতে উক্ত জেলার সদর ষ্টেসনের মুন্সেফ হইলেন।

বাবু মঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বীরভূমের প্রতিনিধি ডবলিউ জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র মুর্শিদাবাদের ছোট আদালতের ডবলিউ জজ হইলেন।

ফরিদপুরের ডবলিউ জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বীরভূমে ডবলিউ জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সোমড়া।

২৫ এ ফাল্গুন ১৮০১।

বাকুইপাড়া, পাটুলি, বাকসাগড় প্রভৃতি গ্রামে বাঘের ভয়ানক উৎপাত হইয়াছে। দুইটী লোককে বাঘে একপ আঘাত করিয়াছিল যে,তন্মিলাম,একজন চুঁচুড়ার হাঁসপাতালে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। একটি বাঘ নিহত হইয়াছে। আর একটী অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছে। সোমড়া ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে বন্য শূকরের উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। সে দিন আমাদের বাটীর পার্শ্ব হইতে একটী শূকর ধৃত ও হত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে জানাইয়াছি শৃগালের তন্তে সোমড়া গ্রামে দুইটী লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। সোমড়ায় বিসূচিকা ভীষণভাব ধারণ করিয়া প্রত্যহ ২।১ টী গ্রাস করিতেছে। মৃত্যু কোলাহল, ক্রন্দন রোল মানবহৃদয় আলোড়িত করিতেছে। গ্রাম মধ্যস্থিত নিবিড় অরণ্যানী দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। লোকালয় শ্বাপদসঙ্কুল হইতেছে। বানরের উপদ্রবে ফল ও শস্য সমূলে বিনষ্ট হইতেছে। পানীয় জলের একমাত্র জলাশয় জলকর-গ্রহীতাদিগের অত্যাচারে ক্রমশঃ শুষ্ক, কর্দ্দমাক্ত ও অব্যবহার্য্য হইতেছে। পাঠক দেখুন, আমাদের কিরূপ অবস্থা। আমরা থাকে, কি বলে, শ্মশানে কি মশানে বাস করিতেছি কিছুই বলিতে পারি না। দিবার বৈদ্য মার্কণ্ড একণে অন্য আমাদের প্রেমোন্মাদ বানন; শূকর আমাদের প্রতিবাসী, শৃগাল কুক্কুর সহচর; বানর প্রিয় মিত্র, লোকালয় বন্যভূমি; ক্রীড়া পোনকন্তে চটকের ন্যায় আমাদের জীবন নিধন। যাহা হউক, অতঃপর আমরা প্রার্থনা করি, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয়ে আর উদাসীন না থাকিয়া অবিলম্বে এতদ্দেশের জঙ্গল কাটিবার আদেশ প্রদান করিয়া সভ্য রক্ষা করুন। ইতিপূর্ব্বে সোমড়া গ্রামের শৃগাল কুক্কুর মারিবার জন্য যে টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল, স্থানীয় কার্য্যকারী লোকের অসদ্ভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না; অথচ সেই টাকা এত অল্প যে, বিদেশ হইতে লোক আনান দুঃসাধ্য। জলকর-গ্রহীতারা সাধারণের পানীয় জল বাহির করিয়া দিল, মজাইল, অনিষ্ট করিল, সেই জলে ওলাউঠার আবির্ভাব হইল, লোকের জীবন নষ্ট হইল, অথচ পক্ষান্তরে তাহাদের নামে কৃত মকদ্দমায় তাহারা নির্দ্দোষ হইয়া অব্যাহতি পাইল! মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার কারণানুসন্ধান করেন, ইহাও প্রার্থনীয়।*

* আমরা বারান্তরে এবিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, অতঃপর সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত সাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, গোপালপুর পোষ্টাফিস, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতৃদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পত্রিকা দেখিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতা এজেন্ট।

কলিকাতা চাঁপাতলাস্থ সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৫৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব পক্ষ মফঃস্বলস্থগণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে চক্ষুদর্পণে নীরোগের প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই ... জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কণ্ঠকার

শ্রীরামপুর।

তথা সবিৎ-সাগরের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হইল। মূল্য ১৸০ টাকা। ডাক মাশুল /০ আনা। গ্রন্থার্থী আমার নিকট মূল্য সং পত্র লিখিলেই পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ ভবিষ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১৲ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বৈদ্যরাজসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সকলপ্রকার নূতন ও পুরাতন প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যপ্রকার কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা থড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্লান্তি প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ বন্ধ প্রসব, শ্বেত প্রদর, রক্তস্রাব ও বারংবার বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সকলপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুঘটিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। পাঁচ বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ ঔষধযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রশ্মিমালী মলম।

এই বহু যত্ন-সংগৃহীত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা—অর্শ বাত, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার বিশ্লিষ্টতা ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, স্বরভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একত্রীভূত বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে অন্তর একটী বৈলের মূল্য ৮ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৬ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার গণপদচন্দ্র বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু বৈদ্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং এডেন্সনাথ দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত চিকিৎসালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪১ নং বাটী।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

...ভাগবততত্ত্ববোধিকা, মাসে মাসে পুস্তকা-
...প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে
...ভাগবতের মূল স্বামিকৃত টীকা ১ম
...২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম ১১শ
...১২শ স্কন্ধ শ্রীধর স্বামিকৃত টীকার সহিত মৎকৃত
...বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মূল্য ৪০ টাকা স্থলে
...টাকা। ইহা ব্যতীত উপক্রমণিকা
...টীকা আমার নিকট
...পাইবেন প্রাপ্ত হইবেন

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

...হইতেছে যে ...
...ঔষধ ...
...ঔষধাকাঙ্ক্ষী ...
...ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সোমপ্রকাশ টনিক।

...আরিষ্ট।

...এই আরিষ্টের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে
...ও বহুমূত্রকর জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও
...জ্বরে ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে
...আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহাদের
...হইয়াছে অথবা হইতেছে, তাহারা এই ঔষধ
...সেবন করিলে অল্পকালে আরোগ্য হইবে। মূল্য
...শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

...সোমপ্রকাশ।

...ভাগবতের ঐতিহ্য ও ভক্তবৃন্দ অল্প ...
...করিবার ...
...হইয়া ...
...করিবেন। ইহার আরোগ্য
...শক্তি ...
...শিশি ১ টাকা,
...ছোট শিশি ...

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে অল্পকালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণেতেই রুগ্ন ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও সুস্থ করিয়া গরমকালের রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, বাত, বাধী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (সিফিলি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই ঔষধ ১ শিশি সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য ১ শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

বল্‌ডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

...ষ্ট্রীটের উত্তর পূর্ব্ব ও ডিহেনি-
...স্কোয়ারের দক্ষিণ কর্ণার, ৫ নং
...ইষ্ট কলিকাতা।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

...তৈল কেশের
...কোষ, ...
...শিরোরোগ ...
...হইবে। মূল্য ১ শিশি ১০ টাকা, ছোট
...শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচার।

...দন্ত ...
...হয়, দন্ত
...ও ...
...হয় ...
...আবশ্যক হইবে।

মূল্য ১০ আনা।

...প্রশংসা আবশ্যকাভাব
...বিশেষ ...
...আছে।

...ঔষধালয়ের ...
...হয় না।

প্রাপ্তি।

...হইতে ...
...মহাশয় ...
...প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	বেণীমাধব ভা—	১
" "	বিহারিলাল বেরা—বলিহার গ্রাম	৭
" "	উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—সোণাহি	১০
" "	অন্নদামোহন রায়চৌধুরী টেপা মধ্যম তরফ	১০
" "	শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী বেতবরতপুর	৫৮০
" "	মহেশচন্দ্র শর্ম্ম—তালুকদার বগুড়া	১০
" "	পূর্ণচন্দ্র ঘোষাল—চন্দননগর	৫৮০
" "	ভবকানাথ বাস কলাই	৭
" "	কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায় গবটীয়া বামনগর	১০
অঘোরনাথ ভট্টাচার্য্য—বর্দ্ধমান—বাজধানী		১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমস্তপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বিক ৩ টাকা স্থলে ৩৷৷০ টাকা। অমফস্বল পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৩ টাকা। সমস্বত্ব পক্ষে মফস্বলের ও বাঙ্গালার নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ৺ম নাম লিখিয়া কলিকাতার নাকা পোষ্টাফিসে একখানি কাগজপত্রের জন্য ইণ্ডেপ্রুফ্ ডাকটিকিট লইবেন, তাহাতে নাম, ধাম, পরিচয় লিখিয়া দিবেন, তাহা হইলে মূল্য প্রাপ্তি মাত্রে তাঁহার ঠিকানা মত কাগজ প্রেরণ করিবেন। অন্য আমরা অনেক মূল্যের টিকিট ফেরত পাইয়াছি। সুতরাং নিয়মিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক অধিক হইলে অধিক মূল্য ফেলিয়া রাখিতে হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই সকল পত্র কখন কোন সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপনদাতার কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার প্রার্থনা লিখা থাকে তাহা ব্যতীত অন্য পত্রের উত্তর দেওয়া যাইবে না।

এই পত্র যে কলিকাতার যে কোন সোমপ্রকাশ গ্রাহকের নিকট ইচ্ছা চাঁদাদিগের একজন দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়তাং " সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৭ সাল। ১৬ ই চৈত্র। ইং ১৮৮১। ২৮ এ মার্চ্চ | অগ্রিম সাপ্তাহিক এক, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

ঋতুসংহার বা চিত্তবিনোদিনী।।

কবিকুল চূড়ামণি মহাকবি কালিদাসকৃত মূল সংস্কৃত ভাষার গীতকাব্য অর্থাৎ বসন্তাদি ষড়ঋতুর মাহাত্ম্য বর্ণন প্রভৃতি সব রস ও সকল রস এবং শ্লীল শ্রীযুক্ত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যথোপযুক্ত, এই সকল গুণ পূর্ণিত প্রোক্তমত বঙ্গ আদর্শে অতুল সঙ্গলিত কবিতা শ্রীযুক্ত নবকান্ত ভট্টাচার্য্যের কালিদাসের যোগ এবং অন্যান্য স্থানিত মহোদয়গণের বিশেষ সহায়তায় বঙ্গীয় বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্গীয়গণ মনোরঞ্জনের জন্যে বিরচিত করিয়া আমার অতিশয় যত্ন বিশেষ উদ্যোগে এবং পূর্ণার সর্ব্বশেষ যোগের আনুকূল্যে উক্ত গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কন করা যথাসাধ্য সমাধা করিয়াছি। এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণ যদি সামান্যদিগের এই অনাথায় "চিত্তবিনোদিনী" বালাকে আশ্রয় দান করেন, তাহা হইলেই সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব। বিশেষতঃ মহাকবির বিরচিত "চিত্তবিনোদিনী" ও কবিবর মহাশয়ের মনোরঞ্জনকারিণী হইবে না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাহার সঙ্গীনী সম্পাদকমাত্রেই সাহসপূর্ব্বক উক্ত কবির বিরচিত পুস্তকের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ফলতঃ গুণাধার মাত্রেই সাধারণ সাধু প্রকৃতি সকল, সরল আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনই ইহার অগ্রাহ্যতে সক্ষম হয় না। এতৎ সম্বন্ধে উক্ত কবিই বলিয়াছিলেন যে,

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।"

————গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"।

"যেমন কপাল বলে কাণার হাতে মোণার বীজ" আমারও তাই। কারণ,

কবিতা স্ত্রীরত্ন বিধি করিয়া সৃজন।
বাগ্দেবীর করে তারে করেন অর্পণ।
সেই কন্যা লেহ্যরসে পালেন যতনে।
অনন্তর কন্যা হয় কালিদাস সমে।
সাহেবেরা কালিদাস দিয়ে অলঙ্কার।
বাড়িল জোড়িল পদ, হয়ে চমৎকার।
এখন সে শোভা নাই পড়িয়া ধরায়।
অলঙ্কারহীনা স্ত্রীরা ছন্দপ্রিয়া।
দুঃখের বিষয় এই পাঠের দশাতে।
হস্ত পদ ভঙ্গ করে পাঠ নাহি হয়ে।

অতএব পাঠক মহোদয়গণ এক্ষণে মাদৃশ গ্রন্থকারগণের যে সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা সম্ভব নাহয়। তবে কিনা উক্ত মহাকবির বিরচিত রসস্থ কবিতা গ্রন্থাবলীর মনোরঞ্জনার্থে শুদ্ধরূপে ঈষৎ পক্ষে ভঙ্গ করিয়াছেন। তাহার অনুমোদনের কথা অধিক আর কি বলিব "চিত্তবিনোদিনী" স্বাভাবিক স্বচ্ছতা, সরস ও সুশীল, কিনা এইটে লোকগোচর দিয়া আমাদিগের বলা উচিত হয় না, সে পাঠক মহোদয়গণের বিচক্ষণ করেরই তুলিত রহিয়াছে। চিত্তবিনোদিনী সকল সময়েই স্বদীয়ের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন, ইহাতেই উহার নাম "চিত্তবিনোদিনী" রাখা হইয়াছে। অতএব অধিকাংশ গ্রন্থে চিত্তবিনোদিনীর আহ্বান করিলে অধিক বার চুম্বনের আবশ্যক নাই, অতি অল্প ধারা ধরচ মাত্র পাইবা তাহা পড়িয়া ১৷৷০ আনা মাত্র। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীনবিচন্দ্র ঘোষ।
কার্য্যালয় কলিকাতা
নেবুতলা উড়িয়াপাড়া ২৮ নং ভবন।

দুঃখের আমাদের পাঠকবিগের কথা সম্পূর্ণ বিষয়ের ভাবের সমাদর আদিবাসোপযোগী এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন, আর বেশী কবি কাহার অধিক নাই। উক্ত মহাশয়ের উদ্দেশ্য সাধনার্থে সহযোগিতাবে, কলিকাতাকে, হাওড়ায়, ও সকল স্থানে তাঁহাদের নাম ধাম " আমাদের " প্রচারিত " প্রকাশিত " গ্রন্থে অনেক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহাদের সমুহ সাধারণে সাধুবাদ সহ সকলে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। মূল্য আ, ১৷৷০, মাত্র উক্ত সমস্ত সকল স্থানে পাইবেন বলিয়া এক্ষণে অতিরিক্ত। তাহাদের আমার সম্পাদকেরা সকল মাসেই মূল্যের কথায় প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থানি সাধারণে সাধারণ কার্য্যালয়ে এখনই আসিবার আর সময় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশকের সংখ্যা, আমরা কি সাধারণে নিকট উক্ত সম্বাদ পাইলে ইহা ভাঁহাদের সাধারণের প্রতিনিধি হইতে পারিবে। আমাদের প্রতি বিশেষ বিধানের বিধেয়ান আছে, সাধারণের প্রকাশ, উদ্দেশ্য বিষয়, সম্পাদকের সম্মতি সাধারণ বিষয়ের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিশেষ পাঠকের ভাঁহাদের সাধারণ বিষয়ে বিশেষ অনুগ্রহ হইবে। আমাদের সাধারণ মহাশয়ের মূল্যের সকল প্রকার প্রতিনিধি আর বা অন্যান্য দিবেন না।

প্রেরিতপত্র।

" বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কতদূর কিরূপ প্রযত্নের আবশ্যকতা।"

এই শীর্ষক নিম্ন লিখিত ১৯ ই ফাল্গুনের হিতৈষী প্রকাশে বাবু ভগবতীচরণ দে মহাশয়

প্রস্তাব লিখিয়াছেন, মাননীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ও ঈ প্রস্তাবের সোমপ্রকাশে পক্ষসমর্থন করিয়া থাকিবেন। তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটী দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সমগ্রে আমাদের মনঃপূত হয় নাই; এজন্য তৎসম্বন্ধে আজ আমাদিগকে আর দুই একটী কথা বলিতে হইল।

ভগবতী বাবু আপত্তি করেন, যখন হিন্দুসমাজে অনেকে স্বেচ্ছাচারের দাস হইয়া গোপনে চুরুট খাইতেছেন, আড়ম্বরে বিনা গোলযোগে বিবাহ আদালতের সম্বন্ধে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় হিন্দুসমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় কিন্তু ভাল বলিয়াই বোধ হইতেছে। এমন না হইলে হিন্দুসমাজ—গতজ হিন্দু সমাজ কেন বলা, সমাজের যেই সেই সমাজবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য অনেকের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু ঐ সমাজের অন্যান্য লোকেরা তাহাতে সাধারণ সভা করিয়া কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া বিরুদ্ধ কার্য্যকারী ব্যক্তিগণকে প্রকাশ্যভাবে কিছুই বলেন না; আবার অনেক স্থলে বলিবার সুবিধা থাকিলেও বলিয়া থাকেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ গোপনে সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই। তিনি প্রকাশ্যভাবে যখন কুহকে পড়িয়াই করিয়া ছিলেন, আর ইচ্ছা ক্রমেই করিয়া, কিন্তু যখন পরিণয়ে কার্য্যে উইলসন্ কলেজে শিক্ষিত হইয়াছেন, তখন তাহাতে আপনি না করিলে সমাজ রক্ষার পথে কে? সকলেই যে দেখিতে পারে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক সাহেব-উপাধিধারী ব্যক্তি বিদেশ হইতে রাজীতে আসিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। তাহাদের সে বিবাহে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই! তবে জিজ্ঞাসা করি যখন ভগবতী বাবু কুচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ প্রকাশ্যভাবে দিলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মগণ কেন বহু আন্দোলন করিয়াছিলেন? সে আন্দোলনে কি এই কারণ ছিল না, গোপনে যে কার্য্য হয়, তাহাতে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে না, প্রকাশ্যভাবে হইলেই সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে। এখনে হয় ত বলিতে পারেন, কেশব বাবু স্বয়ং নিয়ম করিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লইয়া লোকে আন্দোলন করিয়াছিল। তাহা হইলেও কি প্রকাশ্যভাবে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না? গোপনে ত অনেকে অনেক নিয়ম ভঙ্গ করিতেছেন? সে যাহা হউক, উদার হিন্দুধর্ম্ম সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষার দোষ অন্য কাহাকে দিতে না পারিলেও স্বীয় উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন অপেক্ষা বহুগুণে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন

তখন বাবু কন্যার বিবাহ দিয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট একেবারে পতিত হইলেন, আর উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিধর্মী হইয়াও আবার উদার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতে সমাজে পুনর্গৃহীত হইতেছেন। এ অংশে কোন্ ধর্ম্মের উদারতা অধিক? তাই বলি আন্দোলন করিয়াও সুরেন্দ্র পুনর্গৃহীত হইলেন, ও আন্দোলনে যখন উপকার আছে, তখন সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া আন্দোলন করিয়া হিন্দু সমাজ উত্তম জাগাই করিয়াছেন।

ভগবতী বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি এই, সমাজের অধিকাংশ (তাই বলিয়া সকলেই নহে) লোকে সমাজ বিরুদ্ধ মদ্যাদি পান করিয়াও যখন সমাজবহির্ভূত হন না, তখন সুরেন্দ্রনাথই কি সত্য দোষ করিয়াছে? ইত্যাদি। সত্য বটে সমাজের অনেকেই মদ্যাদি পান করেন; কিন্তু রাজাই যখন মদ্য ব্যবসায়ী হইয়া দিন দিন বহুবিধ মদ্য আনিয়া প্রকারান্তরে প্রজাকে খাইতে শিক্ষা দিতেছেন, তখন সমাজ আর তাহাতে কি করিবে? একটী দুরন্ত দুরপনেয় দোষ হইলে সমাজ তাহাদের দমন করিতে পারে কিন্তু এখন যে আর দমন করিবার উপায় নাই! সুরাপায়ীর দল যে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে! এ অবস্থায় যদি রাজাজ্ঞায় মদ্যের আমদানি বন্ধ না হয় না লোকে শুনিয়া পাইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত না হয়, তবে সুরাপায়ীদের দমন করিতে সমাজ কখনই সক্ষম হইবে এ অবস্থায় সুরাপায়ের সহিত ধর্ম্মযাজকের তুলনা হইতে পারে না। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই, এখন যে ছয় একজন খ্রীষ্টান হইতেছেন, ছয় একজন বলিয়া সমাজ অনেকাংশে এখনও তাহাদের দমনে সমর্থ। যতদিন সমর্থ থাকিবে, ততদিন চেষ্টা করিলে দোষ কি?

মনুসংহিতাদিতে যখন যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মচ্যুতি বলিয়া পতিত চণ্ডালাদি তাঁহাদের খাদ্য দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া ভগবতী বাবু হিন্দু শাস্ত্র মতে সকল হিন্দু সন্তানকেই প্রায় পতিত ও জাতিভ্রষ্ট বলিয়াছেন, এটী তাঁহার নূতন বিচারের কথা হয় নাই। তিনি হিন্দু শাস্ত্রের আদর দেখিয়াছেন তাহার নিগম দেখেন নাই বলিয়া যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্মের লোপ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাই তিনি তাহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রকৃতি অবগত নহেন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে আমাদের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইল! কেন হইল বলিতেছি।

মনু সত্যযুগের ব্রাহ্মণগণের জন্য (যখন ব্রাহ্মণগণ কষ্টসহিষ্ণু ও নীরোগ ছিলেন) যখন যাজ্ঞবল্ক্যাদি সামাজিক ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যতই সমাজের পরিবর্ত্ত হইতে লাগিল, ততই লোকে অল্পায়ু ও কষ্টভোগে অসমর্থ হইতে লাগিল, ততই যে জ্ঞেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের জন্য ক্রমান্বয়ে বর্ণচতুষ্টয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি তিনি অবগত নহেন? এ সম্বন্ধে যে অসংখ্য প্রমাণ আছে, তিনি কি তাহা সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন? আর বলি সত্যযুগের কঠোর আচারের অনেক ব্যতিক্রম হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ যে পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এ কথা বলা নিতান্ত অন্যায়। কালক্রমে আহার ব্যবহারাদি কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না।

ভগবতী বাবুর চতুর্থ বা মূল আপত্তি এই, সোমরা সকলে তাসস্রোতের অনুকূলে ভাসিতে থাক, প্রতিকূল দিকে উজান যাইতে চেষ্টা করিও না ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করি যে স্রোত দেখিলেই কি তাহাতে স্রোতের দিকে ভাসিতে হইবে? না বুদ্ধ্যাদির দ্বারা অগ্রে বিচার করিয়া যদি ভাসিলে সমাজের বা নিজের উপকার হয় তবে ভাসিতে হইবে? এই যে আজকাল মদ্যপান, বাঙ্গালী সাহেব হওয়া বা নাস্তিক হওয়া স্রোত বাঙ্গালায় বহিতেছে, ইহাতেও কি ভাসিতে হইবে? ভগবতী বাবুর লেখার ভাব যেরূপ, তাহাতে কিছুই ছাড়িবে না। চক্ষু মুদিয়া ভাসিতে থাকিবে। শেষে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে গিয়া দাঁড়াও।

যাহা হউক, আমরা বলি, কালস্রোতে যে ভাসিতেই হইবে এমন নহে। যাহার যে ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে যদি তাহার কোন কথা না থাকে, তবে আপনার বুদ্ধি দ্বারা পরিণাম বিবেচনা করিয়া দেখ, পরে যদি ভাসা আবশ্যক হয় তবে ভাসিও। নতুবা বিপরীতগামী হইও। স্রোতের অনুকূলে যে ভাসিতে হইবেই হইবে এমন কোন কথা নাই। হিন্দুশাস্ত্রের কিছুরই অভাব নাই। যদি অভাব থাকে, তবে যাহা হয় করিও। কিন্তু অভাব ও কিছুরই নাই! তবে নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রণয়নের আবশ্যকতা কি? যাহা আছে, তাহারই অন্ন যায় কে?

কুকথ বেলিয়া) শ্রী বিচারিলাল চট্টোপাধ্যায়
গল্লা বেলিয়া) তারিখ ৩০ এ ফাল্গুন।

কে বলে আত্মা নাই ঈশ্বর নাই?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শরীর ও আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিবার

অন্য অধিকীয় অনুকরণীয় সক্রেটিস স্বকীয় প্রিয় শিষ্য আলসিবাইডিসের সহিত যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পুস্তক বিশেষ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকেরা তাহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই প্রীতি লাভ করিবেন। তাহা এই—

সক্রেটিস। স্থির হও তুমি এখন কাহার সহিত কথা কহিতেছ? আমার সঙ্গে কি নহে? আলসিবাইডিস।—হাঁ।

স। আমিও তোমার সহিত কথা কহিতেছি? আ। হাঁ।

স। অতএব আলসিবাইডিস শ্রবণ করিতেছেন? আ—হাঁ।

স। সক্রেটিস কি বাক্য দ্বারা কথা কহিতেছেন তাহা কি—হাঁ।

স। কথোপকথন করা আর বাক্য ব্যবহার করা কি একই? আ। হাঁ, একই।

স। তিনি ব্যবহার করেন, আর যাহা ব্যবহৃত হয়, সেই দুই কি স্বতন্ত্র নহে? আ—তাহার অর্থ কি?

স। চর্ম্মকার কি তাহার অস্ত্র ও আর আর যন্ত্র ব্যবহার করে না? আ—হাঁ।

স। আর যে ব্যবহার করে, সে কি সেই যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে? আ—নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র।

স। সেইরূপ বীণা করিতে বীণাবাদক কি পৃথক নহে? আ। তাহা বই আর সন্দেহ কি?

স। আমি পূর্ব্বে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যিনি কথা কহেন আর যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহারা কি স্বতন্ত্র নহে? আ। হাঁ স্বতন্ত্র।

স। কিন্তু সেই চর্ম্মকার কি কোনরূপ যন্ত্র দ্বারাই ঘর তেমন করে? চর্ম্মকার কি ছেদন করে না? আ। হাতের দ্বারাও ছেদন করে।

স। হাত দুখানা তাহার ব্যবহার করে? আ। হাঁ।

স। আর তাহাকে ছেদের সময় সে তাহার চক্ষুও ব্যবহার করিয়া থাকে? আ। হাঁ।

স। যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, আর যাহা ব্যবহৃত হয়, সেই দুই যে স্বতন্ত্র তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করিয়াছি?—আ। হাঁ।

স। সেই কর্ম্মকার আর বীণাবাদক যাহার দ্বারা কর্ম্ম করে সেই সব হইতে কি তাহারা নিজে স্বতন্ত্র নহে?

আ। এইরূপ বোধ হইতেছে।

স। মনুষ্য কি তাহার সমুদয় শরীর ব্যবহার করে না?

আ। তাহার আর সংশয় নাই।

স। যে ব্যক্তি ব্যবহার করে আর যাহা ব্যবহৃত হয় সেই দুই যে পৃথক, তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করিয়াছি?—আ। হাঁ।

স। তবে মনুষ্য তাহার শরীর হইতে পৃথক? আ। আমার এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে।

স। মনুষ্য তবে কি? আ। আমি তাহা বলিতে পারি না।

স। যে শরীরকে ব্যবহার করে সেই যে মনুষ্য তাহা অবশ্যই বলিতে পার?—আ। একথা সত্য।

স। তবে মন ব্যতিরেকে আর কি কিছু শরীরকে ব্যবহার করে? আ। আর কিছুই নয়।

[illegible] তবে মনই মনুষ্য?—আ। একমাত্র মনই মনুষ্য।

[illegible] মনে করিয়া থাকে [illegible] কেমন একটা [illegible] [illegible] পুস্তক" বলিয়া [illegible] আমার হয়, আমি [illegible] থাকি তখন [illegible] শরীরের মধ্যে যে পদার্থ আছে তাহাকেই [illegible] থাকে। অনেকে এই [illegible] [illegible] হয়ে থাকিয়া [illegible] [illegible] পাঠকেরা তাহার [illegible] [illegible] থাকে কিন্তু আমি [illegible] আমার [illegible] বলিলে যদি [illegible] [illegible] বলিলে আত্মার ও শরীরের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible]

পর হয়। কিন্তু একের বিনাশের সঙ্গে অনেকের বিনাশ প্রতিপন্ন হয় না।" ধন্যবাদ।

ঐকমত্য

কমুনিয়া
১১ ই মার্চ ১৮৮১ } ঐ ঐকমত্যকারিগণ।

সোমপ্রকাশ

১২ ই চৈত্র সোমবার।

কারখানা সম্বন্ধে আইন।

এই আইনটী ভারতবর্ষে নূতন প্রবেশ করিল। এই আইনের পাণ্ডুলেখাটি যখন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবিধ হয় তখন কানপুরের তাইরা ম্যানচেস্টর সভায় এবং আইনের বিরোধিদলের আইনের পাণ্ডুলেখা লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উহার প্রতি আন্দোলনের নাম তুমুল আন্দোলন হইয়া গেল সম্পাদক মহাশয় ইহার যোরতর আন্দোলন করিলেন। অধিকাংশ সমাচার পত্র সম্পাদকও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এই একটী সামান্য আইন লইয়া এত আন্দোলন হইবার কারণ কি? অতএব এ আইনের গুণ দোষ, উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি, এ আইনটী হওয়াতে একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। ভারতবাসীরা নানা কারণে দুর্বল হইয়া যাইতেছে, তাহার উপরে অধিক পরিশ্রম করিলে তাহারা যে অধিকতর দুর্বল হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে সে বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব যাহাতে তাহার অধিক পরিশ্রম প্রভৃতির বাধা জন্মে, এই আইনটীর দ্বারা তাহার উপায় নির্দ্ধারিত করা হইতেছে। এটী সদা শয়ের ও সদুপায় কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। যে কার্য্য সম্বন্ধে প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা করিয়া পশুকে যান বহন করিতে দিতেছেন না, সে কার্য্য অধিক ক্লেশ হইবে এই আশঙ্কায় অল্প পরিমাণে অধিক আরোহী লইতে নিষেধ করিতেছেন, যে জাতিরে যেমন নৌকা তাহাতে তাহার সমাধিক লোক না হইলে পাছে জলমগ্ন হয় এই ভয়ে নৌকায় লোক লইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সে জাতি যে মানুষের অকালমৃত্যুর কারণ সমুদয় দেখিয়া উদাসীন হইয়া থাকিবেন, ইহা সম্ভবিত নহে। অতএব তাঁহারা উল্লিখিত আইনটী করিয়া তাহাদিগের যত্নশীলতাই পরিচয় দিয়াছেন।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন এটী যদি সদ্ভাবের কার্য্য হইল তবে ইহাতে অনেকের অসন্তোষ জন্মিয়াছে কেন? সে অসন্তোষের কয়েকটী কারণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। প্রথম, অনেকের এই ধারণা হইয়াছে, এ আইনটী ম্যাঞ্চেষ্টরের চেষ্টা ও উদ্যোগেই সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, বোম্বাইতে অধিক তুলার কল হইয়াছে। ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে শ্রমজীবীর বেতন অল্প। সেই অল্প বেতন দিয়া বোম্বাইয়ের কলের অধিকারীরা যদি কলের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের কলে অল্প ব্যয়ে বস্ত্র প্রস্তুত হইবে, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের অধিকারীরা বোম্বাইয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সুলভ মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া উঠিতে পারিবেন না, সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; এই কারণে ম্যাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়েরা কৌশল করিয়া উল্লিখিত আইনটী করাইয়াছেন। এ যুক্তিতে ম্যাঞ্চেষ্টরের নিতান্ত নীচ ও স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। যাঁহারা এই স্বার্থপর দলের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আইন করেন, তাঁহাদের তুল্য নীচ ও ঘৃণার লোক আর নাই। আমাদের ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ জ্ঞানালোক সম্পন্ন হইয়া যে এই নীচ কার্য্য করিবেন, ইহা কি সম্ভাবিত? বিশেষতঃ যে ব্যবস্থাপক সভার নীল স্থানে সাহেব বই আর রিপন আছেন, সেখানে এতদূর নীচতার কার্য্য হইবে ইহার কি কখন সম্ভাবনা করা যায়? তিনি স্বমুখেই কহিয়াছেন, যে তিনি কোন স্বার্থপর লোকের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া ঐ আইনটী করেন নাই। তাঁহার বাক্য অবিশ্বাস কি সঙ্গত?

এই আইনটী হওয়াতে ম্যাঞ্চেষ্টরের সুবিধা হইবে যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে ম্যাঞ্চেষ্টরের সুবিধা কি? আমাদের আইন করায় শ্রমজীবীদিগের ৯ ঘণ্টা সময়কাল নিরূপণ করিয়া দিতেছেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের কলের অধিকারীরা যদি তিন তিন দল নিযোজিত করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে ঐ ৯ ঘণ্টা করিয়া তাহাদিগকে খাটাইয়া লন, তাহা হইলে সমস্ত দিবা রাত্রি কলের কার্য্য হইবার বাধা জন্মিবে না। তবে কিছু অধিক ব্যয় হইবে, এই মাত্র; সেই ব্যয়ও ইংলণ্ডের ব্যয়ের অপেক্ষা ন্যূন হইবে সন্দেহ নাই। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টর বোম্বাইয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যদি ম্যাঞ্চেষ্টরের লাভ না রহিল, তবে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া এই স্বার্থপর আইন করাইয়া কি লাভ করিলেন? অতএব ম্যাঞ্চেষ্টরের যত্নে যে এ আইনটী হইয়াছে, আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না। যাঁহারা এই আইনটী করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রম-প্রণোদিত হইয়া শ্রমজীবীদিগের হিত বুদ্ধিতেই যে করিয়াছেন, সে বিষয়ে বড় সংশয় জন্মিতেছে না। তবে আমাদের দুঃখের বিষয় এই, যদি ভারতীয় শ্রমজীবীর উপকারার্থ এই আইনটী হইল তবে সর্ব্বসাধারণে যাবতীয় শ্রমজীবীর হিতার্থ আইনটী করা হইল না কেন? অনেক স্থলের শ্রমজীবির অতিরিক্ত পরিশ্রম আছে। অন্য কথা কি, আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাই, ছাপাখানা ও অন্যান্য কারখানা প্রভৃতিতে অতিরিক্ত শ্রম করান হইয়া থাকে। তাহার জন্য প্রমাণ দিবার বড় প্রয়োজন হইতেছে না," একটী " এই শব্দটী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ছাপাখানা প্রভৃতি এমন অনেক কারখানা আছে, একটী কর্ম্ম না করাইলে সে সকল কর্ম্ম চলে না। কারণ, সে সকল কারখানায় যে সকল কাজ করিতে হয়, সে সকল কার্য্য অগ্রে শিক্ষা করা আবশ্যক হয়, তৎ তৎ কার্য্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরেকে কোন আগন্তুক আসিয়া হঠাৎ সেই সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। এই কারণে একটী কর্ম্ম করাইবার প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট ছাপাখানাতেও কি একটী কর্ম্ম করাইবার রীতি প্রচলিত নাই? অতিরিক্ত শ্রমের নিবারণ করাই যদি আমাদের দয়ালু ব্যবস্থাপকগণের উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না কেন? নীল ও চাক্ষেতে কি মনুষ্যদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না? নীল ও চা ক্ষেত বর্জ্জিত বিধির মধ্যে পড়িল কেন?

বোধ হয় এমন পাঠক কাহারিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। ঐ আইনটী হওয়া হইতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের একটী বিষয়ে অসন্তোষ জন্মিয়াছে। আজ কাল আমরা অনেক বিষয় দেখিতেছি, ব্যবস্থাপকগণ সহসা কোন ব্যবস্থার প্রণয়ন করেন না। তাঁহারা প্রায়ই পক্ষপাত দোষে দূষিত হন। এস্থলেও সেই পক্ষপাত দোষ ঘটিয়াছে। তাঁহারা ফাক্টরি শব্দের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা রহিত করিয়া যাবতীয় কারখানাকে সেই ফাক্টরি শব্দের অন্তর্গত করা উচিত ছিল এবং সকলেই ৯ ঘণ্টা কর্ম্মকাল ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করাতেই বোধ হয় ঐ আইনটী বিশেষ অসন্তোষকর হইয়াছে।

কলিকাতার পরিমাণ।

পশ্চিম নভোমণ্ডলে বিদ্যুদ্বিপ্রকাশ মেঘের উদয় হইল: দেখিতে দেখিতে বায়ুবেগে নীল, চালিত ও আলোড়িত হইয়া গগন ব্যাপিয়া উঠিল, মেঘের ঘোর গর্জ্জন, বিদ্যুদ্বিলাস ও বৃষ্টিপাত হইয়া গেল,

মুষলধারে বর্ষণ হইল; বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত; বোধ হইল মহাকাল এইবার বুঝি সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! সব বুঝি রসাতলে যায়! তাহার মুহূর্ত্তকাল পরে দেখি, আকাশ বেশ পরিষ্কার, দিকসকল প্রসন্ন, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, আর কোথায় কিছু নাই, প্রকৃতি যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিই হইয়াছে। ভূতলে যে জল জমিয়াছে, তাহাও সূর্য্যের রশ্মিযোগে নীচ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবে। আমরা কাবুল ও কান্দাহার লইয়া ঠিক ব্যাপার দেখিলাম। মহা ধুমধাম হইল, বৈদেশিক মহামেধের উদয় হইল, শোণিতবৃষ্টি হইয়া গেল, তুমুল ঘোরঘোর হইল, কিন্তু দিগ্‌দেবতা সকল প্রসন্ন হইলেন, মেঘে যে পরিষ্কার, সেই খানেই গর্জ্জিল, তাহার যে পুরা আধা, তাহাই হইল। কি পরার আক্রমণ নিরাকরণ বৈজ্ঞানিক সীমা ছাড়িয়া গেল। মহা হুলস্থূল বিধাতা আদি নিয়ন্তাসন চ্যুত হইলেন। ইরাকুব খাঁ বন্দোবস্তার হইল। ১৩ কোটী টাকা চুক্তের বাদের পাছে গেল। কান্দাহার বর্ত্তমান বাদশাহি পতি আবদুর রহমানের করগত হইল। অতঃপরই গবর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। আমরা এক্ষণে সাহসে ভর করিয়া বলিতে পারি যে আমরা বিজয়ী হইয়াছি। এখন বাহা বিস্তারিত হইবে।

লার্ড লিটন ১৮৭৬ সালের প্রথমে পার্লিমেণ্ট সভায় বলিয়াছেন, আমার কান্দাহার গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন, তাহার বোধায় এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে তথায় উপস্থিত হইতে পারে। ইংরেজ সেনাপতি ঐ স্থান পরিত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন। লার্ড কার্জ্জন এতদ্দেশীয় বলিয়াছেন, ইংরেজেরা আমিরকে কান্দাহারে রাখিতে পারিবেন না। গবর্ণমেণ্ট সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া তাহার পক্ষে বিবাদ করিতে পারেন কি না, তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। যখন কান্দাহার তাঁহার গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি রহিল, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুরোধ করিলেন এবং কাবুলের মাথা তাঁহাকে সাহায্যদানে বিপদে পাওয়া করা হইবে। লার্ড লিটন এ কথাও কহিয়াছেন যে কান্দাহারের কয়েক জন প্রধান লোক ফয়জাবাদে সরকার আমীরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে উপমাটী দিলাম, পাঠক বিবেচনা করিয়া বলুন, সেটী সঙ্গত হইয়াছে কি না? কাবুল ও কান্দাহার সেই এক জন আমীরের হস্তে দেওয়া হইল। তাঁহাকে নিরমিতরূপে সাহায্য দান করা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার করা হইল। যদি পুনরায় সমরায় বিষয়েই অনুষ্ঠান প্রথাবদ্ধ করা হইল, তবে বিষয় আলোচে সময়ক্ষয় করিবার কারণ কি? এত অর্থ ও সৈন্যক্ষয় ও অবমাননা স্বীকার করিবার প্রয়োজনই বা কি, যদি পূর্ব্ববৎ সমুদায়ই হইল, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট কেবল ভয়ে যে কাবুল মুক্ত করিয়াছিলেন, সে কথা অলীক, সেটী ছল মাত্র। সেটি যদি ছল হইল, তবে ভারতবর্ষকে তাহার ব্যয় দিতে হইল কেন? তাহার যুক্তিই কি আর তাহার বিচারই বা কি? ভারতবর্ষকে এই অন্যায় ব্যয় প্রদানের স্বেচ্ছাচারিতার কার্য্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

রুশ যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই, সেটী কেবল অনুমানমূলক আশঙ্কা মাত্র। অনেকে এই অনুমান করেন, রুশ সেনাপতি যখন পামীরময় ও মরুময় ভূমি ভেদ করিয়া কোনই অসুবিধা হইতেছে না, তখন তাঁহাদের একটী মাত্র উদ্দেশ্য আছে সন্দেহ নাই। সেই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ আক্রমণ; কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে রুশের অগ্রসরতাকে ভয় করিয়া আদৌ ঐরূপ অনুমান করা সঙ্গত হয় না। যে হেতু যত দূর, উহাদের অসিদ্ধ ও অসুবিধাজনক সম্পত্তি সমস্ত আসিয়ার যে পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন তাহাতেই ভয় হইতেছে। আর পামীর দূর অধিকার বিস্তার করিবার ইচ্ছা করিতেন না। রুশ গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ক বিবেচনা হওয়ায় অসম্ভাবিত নয় যে যখন আসিয়ার মধ্যস্থানবিশেষে কলহাদি হেতু সন্ধি করিবেন, তিব্বত কর্ত্তৃকে সেরূপ সন্ধির ভঙ্গ করিবার যো নাই। সাধারণ গবর্ণমেণ্ট মুসলমান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অসাধারণ নয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কলহাদি, ইংরাজেরা, ও পঞ্জাবি, ইহাই বলবতী, একারণ ভূজ, তেমন প্রবল একপ স্থলে কলহেরাদির সময়ে রোগ আইল এবং দুই সুবিধার মধ্যে ইংরাজ-সেনাপতি পরে নিক্ষেপ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া গেল, ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে। এই সকল ভিন্ন করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষে আক্রমণ চেষ্টার নিশ্চয় হইবেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন কোন রুশ মতের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে এরূপ অনুমান সঙ্গত হইতে পারে না। অনেকেরই অনুমান হইবে অবশ্য অধিকৃত পঞ্জাবাদি করা যায় এবং নাই যেহেতু চিন্তিবার কার্য্য হইয়াছে বলিতে নাই।

যাহা হউক, আমরা এক দিনের পর নিশ্চয়ই ও পরিণাম, কান্দাহার পরিত্যাগ করা হইবে। এই অতিশয় আহ্লাদের হইল। যদি কান্দাহারের পরিত্যাগ করা না হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতির উপরে কাহারও বিশ্বাস থাকিত না। সেই অবিশ্বাস যে করিল না, ইহাই পরম লাভের বিষয়।

একজন বাঙ্গালি গ্রন্থকারকে কিরূপ অবিচারে কারাবদ্ধ করা।

আমাদের একজন গ্রামবাসি সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, আমাদের সমাজে গবর্ণমেণ্ট যে মাসের মধ্যে একজন বাঙ্গালিকে কিপার মাজিষ্ট্রেট করিবার কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত এ উভয়ের অনাদর এতদ্দেশি সংবাদদাতার সন্তোষের পরিচয় হইয়াছে। ইহার অনেক দিন পরে যে মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইবেন সংবাদদাতা তাহা নিশ্চিত বলিতে পারেন না। আমি শুনিয়াছি, একজন যে হইবেন, সম্বাদদাতার এই কথা।

এটী বাঙ্গালার আক্ষেপের কারণ। সমাজ যাহা "সোয়ার গবর্ণর বলিয়া হাসি" ইংরাজ তাহা কিন্তু এই প্রকার করিয়াছিলেন, তাহাদের একজন যে হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইংরাজেরা ইংরাজ, তাহারা ভারতবর্ষীয়দিগকে ঘৃণা করেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইংরাজ ভারতবর্ষীয়দিগকে ঘৃণা করেন, ইহা কি কখন অস্বীকার করিতে পারেন? ইংরাজ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয়দিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা নিজে স্বীকার করিয়াছেন।

...ছেন মাজিষ্ট্রেট হন, তাহা হইলে ইঁহার কলাণে উচ্চ শিক্ষাই এদেশীয়দিগের উচ্চতম পদ লাভের পরিত্রাণের কারণ বলিতে হইবে। ইহা যে উভয়-রাজ্যের মহোপকার সাধন করিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। মহারাজ্ঞী-জয়ন্তী মহা বেতির এদেশীয়দিগের বুদ্ধির ও সদয় ভাবের পরিচয় পাইয়া পর পদার্পণ করিয়া থাকিবেন, তাই আজ আমরা ঐ সকল পদে এদেশীয় লক্ষ লক্ষ উপযুক্ত ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি। তাই আজ আমরা ঐ সকল আলা হলেও এক ব্যক্তিকে ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদে অভিষিক্ত দেখিলাম। সাম্রাজ্ঞীর অধীন না করিলে কখনই আমাদের এরূপ হইত না। "সকলের হাতের কড়ি" এই প্রবাদ বলিবার আছে। রাজপুরুষেরা যে কারণের অধীন হইয়া থাকুন, যদি এদেশীয়দিগকে নিয়োগ করিয়া থাকেন, উহাতে সুফল উৎপন্ন না হবে, একথা কিরূপে মীমাংসা করিবেন। ইহাতে কি বিদ্যা ও মনোযোগের পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। এখন এ সকল বিষয় আলোচনার প্রাপ্ত হইবে না। যে সুফল আমরা এই ঘটনার ফলে ভোগ করিতেছি, তাহা বর্ণিত উহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না।

এই বঙ্গদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের সময়াবধি ফারসীর ইতিহাস ও ভাষার ভাষায় অনেক অনুরাগ জন্মিয়াছে। ফারসী ভাষা ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া অনেকে ফারসীনবিশ প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু এখন আর কি কারণে ফারসী শিক্ষার প্রবৃত্তি হইবে, বলা যায় না। এ আশঙ্কা কি মাকোরিয়া প্রবেশ করিয়া বঙ্গবাসীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও প্রতিভার লোপ করিয়া ফেলিয়াছে? কিংবা রঘুনাথ প্রভৃতি যে কয়েকজন না, তাহার কারণ এই, পুরুষের ন্যায় লোকের আর সংস্কৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও আদর নাই, উৎসাহদান করাও নাই। উৎসাহ দান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না। আজ যদি আমাদের রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে উচ্চতম পদ দানের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেন, তবে দেখিতে পাই, ইংরাজী কেমন এ সংস্কৃত ও প্রতিভাপ্রভা প্রকাশ করিতেছেন। ফারসীর মতো অনেক ইউরোপীয়কেও ইহাদের নিকটে মস্তক নত করিতে হইবে।

রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগকে ইউরোপীয়দিগের তুলাকক্ষে বাসপদ দান না করাতে উভয়ের মনে যে অসন্তোষ ভাব আছে, তুলাক্ষে উচ্চতম পদ দান করিলে সে ভিন্ন ভাব অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। যাবৎ এ বিষয়ের অবসান না হইতেছে তাবৎ উভয় পক্ষেরই প্রকৃত মঙ্গল নাই। বিদেষী মনুষ্য ও বিভিন্ন সম্প্রদায়দিগের প্রতি তুলা ব্যবহার হইয়া যে দিন অবধি ইংরাজের বিজয়ধ্বজা উড্ডীয়মান হইতে আরম্ভ হয়, সেই দিন অবধি ইংলণ্ডের প্রকৃত উন্নতির ভিত্তি পত্তন হয়। যে দিন রোমের পেট্রিসিয় ও প্লিবিয় কলের পরস্পর ভিন্ন ভাব দূরীকৃত হয়, সেই দিন অবধি উহার প্রকৃত উন্নতির সোপান বিন্যস্ত হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগকে তুলা চক্ষে দর্শন করিলে যে কেবল এই মকাসামগুলি হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদিগের পক্ষপাত দোষেরও অন্তর্ধান হইয়া যাইবে। রাজার পক্ষপাত দোষের পর দোষ আর নাই। আমরা রাজপুরুষদিগকে সমদর্শিতার কার্য্য করিতে যতদূর বলা হইয়া থাকি।

[illegible]

আমরা সিদ্ধ আনা পরোপকার বঙ্গবাসীর অনুরোধ করিয়া দিতেছি, পাঠক দেখুন, ইউরোপীয় বন্ধুদিগের [illegible] জন্য কেমন উদারতা, কেমন একতা, বিপন্ন স্বদেশীয়ের প্রতি কেমন দয়া ও তাহাদিগকে বিপদ [illegible] চেষ্টা [illegible] করিয়াছেন। সম্প্রতি ব্রাডলেয়ার্ডিস নামক স্থানে আয়র্লণ্ডের লাভলীগ সম্প্রদায়ের স্ত্রীগণের একটী সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় মিস আনা পারেল যে প্রস্তাব করেন, তাহা এই:

এতদ্দ্বারা আমরা এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, নিম্নের প্রস্তাবটীকে যে সফল করা হইয়াছে, আমরা প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করিব এবং অন্যায় ও অনিয়মিত নিষ্ঠুর ব্যবহার ফলোৎপত্তির ব্যাঘাত করিয়া ভূইস্বত্ব-বলম্বী রমণীগণের উদার আশয়ের অনুকূল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার কারাবরোধ জনিত বৈর প্রতিশোধ করিব। আর আমরা আয়র্লণ্ডের স্ত্রীগণকে এই অনুরোধ করিব যে, তাঁহারা যেই স্থানে লাভলিগের এক একটী শাখা স্থাপন করেন, তাহা হইলেই কারাবদ্ধ দেশহিতৈষীর প্রকাশিত অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

তিনি বলিলেন, লাভলিগসম্প্রদায় যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কোন রাজনীতি-ঘটিত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার বা বক্তব্যতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে করা হয় নাই, বিপন্ন জনের বিপদ উদ্ধারের বাসনাতেই করা হইয়াছে। প্রজারা টাকা করিয়া যে টাকা তুলিবে, তাহা তাহাদিগের হিতার্থেই বিনিয়োজিত হইবে। ঐ টাকা আয়র্লণ্ডের লাভলিগ সম্প্রদায়ের হস্তে থাকিবে, যখন টাকা-লাভার্থিদিগের কোন প্রকার সঙ্কট উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে ঐ সম্প্রদায় তাহার সাহায্য করিবেন। আয়র্লণ্ডের জমীদারেরা আপনাদিগকে যে খাজনা পাইবার অধিকারী মনে করেন, এক বৎসর কাল তাহা পান নাই। তন্নিবন্ধন তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া উঠিয়াছেন, আমারী যার মাসে তাঁহারা আরো কম খাজনা পাইবেন, অতএব অধিকতর ভীত হইয়া উঠিবেন। আয়র্লণ্ডের জমীদার ভিন্ন আরো কয় ব্যক্তি নৃশংসভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গ্লাডষ্টোন অন্যতর ও একাদশ জন ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহারা যে ভীত হইয়াছেন, তাহার কারণ এই, প্রজারা অন্ন বস্ত্র ছাড়া হইয়া কেবল তাঁহাদের সম্পত্তিপ্রায় ভোজী হইয়া সর্ব্বই থাকিবে এবং শীঘ্রকালে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আর তাহাদের যে কিছু সম্বল আছে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সমস্ত খাজনাই অস্বীকার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের বিষয়ে কি করিতে চান? গবর্ণমেণ্ট এরূপ একটী আইন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ঐ আইনে আয়র্লণ্ডের লাড লেফ্টেনাণ্টকে এই ক্ষমতা দিবে, তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই কোন বৎসর কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন। ঐ উইলস ভদ্রলোকেরা ঐ আইনটীকে একপে কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি কোন [illegible] কি বলপ্রয়োগ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ঈশায় দ্বারা অধিকৃত ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি গ্রাণ্ড জেণ্টেলম্যানকে জানাইবেন এবং যে ব্যক্তিকে ঐ সকল বিষয়ের প্রধান সাহায্যকারী বলিয়া বোধ করিবে তাহাকে কারারুদ্ধ [illegible] একপে উপায়ে আয়র্লণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগকে কারারুদ্ধ করিলে সাধারণে প্রাণক্ষয় বিফল হইয়া যাইবে; আয়র্লণ্ডের স্ত্রীগণ পুরুষ কখন এরূপ সম্প্রদায়ভুক্ত হন নাই, অতএব তাঁহাদিগকে ভয়ের হইতে হইতেছে। এক্ষণে বিপদাপন্নদিগের অবলম্বনার্থে বিষয় কখন করিবার সময় নহে। এক্ষণে রমণীগণকে জমীদারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের পকেটে পড়িয়া বই না পায়। লাভলীগ সম্প্রদায়ভুক্ত রমণীগণের বিশেষ উদ্দেশ্য অতি মহৎ। লাভলীগ সংক্রান্ত যে সকল ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইবে, তাহাদিগের পরিবারগণকে সাহায্য দান করা হইবে। বিদ্রোহি দমনের আইন অনুসারে যাহারা কারারুদ্ধ হইয়াছে, যাহাতে তাহাদিগের কষ্ট না হয় সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উক্ত স্ত্রীগণের উদ্দেশ্য। অনন্তর মিস পারেল আয়র্লণ্ডের রাজকীয় পুলিসের কত প্রশ্নের উত্তর দান না করেন রমণীগণকে এই পরামর্শ দিয়া বলিলেন, এক মাসের মধ্যে হাজার লোক কারারুদ্ধ হইবে; কেবল ২০ জন নয়। এ হাজার ব্যক্তি অধিকারচ্যুত হইবেন; কেবল এক শত ব্যক্তি মন কিন্তু স্ত্রীগণকে ঐ হাজার হাজার লোকের সাহায্য দানার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে।

কমন্‌ওয়েল্‌থ ও লিবারল শব্দের অর্থবিভ্রাট।

সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবাদির ন্যায় কমন্‌ওয়েল্‌থ ও লিবারল এই দুটী শব্দের আজ কাল অর্থবিভ্রাট ঘটিয়াছে। ইংরাজী অভিধানে কমন্‌ওয়েল্‌থ শব্দের এই অর্থ করিয়াছে, যে গবর্ণমেণ্ট, যে সমাজ বা যে বিষয় যেরূপ আছে, তাহাকে ঠিকরূপ অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা পান, কোন প্রকার নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা করেন না, তাঁহারাই কমন্‌ওয়েল্‌থর। পক্ষান্তরে, লিবারল শব্দের অর্থ এই, যাঁহারা গবর্ণমেণ্ট, সমাজ বা অন্য বিষয়ের বর্ত্তমান ধরণ ধারণ মানেন না, সকল বিষয়েরই স্থানবিশেষে পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক মনে করিয়া নূতন করিবার ইচ্ছা করেন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া কমন্‌ওয়েল্‌থমন্ত্রী ও লিবারলমন্ত্রীদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া সাধারণতঃ অবশ্যই এই কথা বলিতে হইবে। কিন্তু আমরা এই কথা বলিয়া কমন্‌ওয়েল্‌থমন্ত্রী ও লিবারলমন্ত্রীদিগের কার্য্যের সমালোচনা করিতে বসি নাই। আমরা এই সকল কথা লিখিয়া যাইতেছি যে কমন্‌ওয়েল্‌থমন্ত্রী কাহাকে বা লিবারল বলি, তাহা বুঝিতে পারি কি না।

দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে ইংলণ্ডের রাজা ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ

...ার ও উক্ত সভার সাহায্য দান করিয়া প্রস্তাবটীকে ... করিবার চেষ্টা করুন।

বর্ত্তমান বঙ্গাধিপ এবট লাইটের মকদ্দমার ... নিষ্পত্তি হয় নাই। অতএব সে বিষয়ে ... কোন কথা বলা, বুদ্ধি আইন ও ন্যায়ানুসারে ... হয় না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বর্ত্তমান বঙ্গাধিপের ... সোসাইটি যে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ... অনুবাদ না করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইতে ... লাম না। ঐ পত্রখানি মিডনাপুর ... ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ... উকিল ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সিক্রেটরি ... এল, আই সি, এসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানি এই—

মহাশয়। ডাক্তার ... গবর্ণমেণ্টের কাউন্সিলে আপনি আমার নামে যে মিথ্যাপবাদের মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ... আমার বিশেষ আবশ্যক। আপনি এ মকদ্দমা ... করিলে সাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ... বৎসর হইল ডাক্তারজীর গবর্ণমেণ্ট ... ও ... সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ... ইলবার্ট বিল-ঘটনার তাঁহার সহকারী ... নিয়োগ কালে যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে ... ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হইয়া ... তাঁহারা ইহার সম্যক অনুসন্ধান করেন, ... নিবারণ জন্য আমি একান্ত উৎসুক ছিলাম।

আমি নিজে এই বিষয় দুই সেক্রেটারিকে জানান করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ ... হইতে ক্ষান্ত হই, ঐ সকল কারণের ... দুটীর এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধে ... লিখিয়া দিলাম। প্রথম—ডাক্তারজীর ... কর্ম্মচারীর দ্বারা এ বিষয়ের অনুসন্ধান ... মিশ্চয় তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না ... তাহাতে সাধারণ বঙ্গের বর্ত্তমানে অবস্থা আরও ... হইবে। কলিকাতা ... সের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, এমন ... দ্বারা ইহার অনুসন্ধান হইলে ইষ্টলাভ ... হইবে। এই কারণে আমি মনে করিতেছি ... আপনি এই অপবাদের মকদ্দমা উপলক্ষে ... আদালতে ও ইংলণ্ডেশ্বরীর বিচারাধিকারে ... সমর্পণ, আমীর কাবীরের নিয়োগের ... এবং ... বৎসর হইতে ডাক্তারজীর গবর্ণমেণ্ট ... বঙ্গে প্রকাশ্যে যে পীড়ন ও অবমান করিয়াছেন তাহা উপলক্ষরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়—এ বিষয় ... বঙ্গের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই। তাঁহার উপর গত কয়েক বৎসর যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে ও তাঁহার নিজ বহুদর্শনে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছে যে, রেসিডেণ্টের কার্য্যের ... করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই, এবং কাউন্সিলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহার কোন প্রার্থনা করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। এই সকল কারণে তিনি স্বভাবতঃ এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন, যে আর এক্ষণে রোগ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

আপনি যে কারণে আমার নামে অভিযোগ করিয়াছেন আমি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছি। আমার বড় আনন্দ হইতেছে যে, এই ঘটনা হওয়াতে সাধারণকে ইহাতে লিপ্ত হইতে হইল না, তাহা তাঁহার উপর ... অত্যাচার হইয়াছে এই উপলক্ষে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমি আপনাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে আমিও আপনার সহায়তায় আমীরি কাবীরের ... প্রস্তুতি তাহা যথাসাধ্যরূপে বর্ণন করিব। আমি আমার জ্ঞানও বিশ্বাসমতে লিখিতেছি আপনি ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া ... তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাহাসুদায়ই সত্য। ... সাল ... ফেব্রুয়ারি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম ... বঙ্গসন্তান যাঁহাকে তাঁহার সহকারীর ... পদ প্রদান করিয়াছেন তিনি তাঁহার একজন বিশ্বাসী ... ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করা অন্যান্য ... কে বশীভূত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই একজন ... তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কাইজারগঞ্জে এখন যে আর নায়েবাদির কোন কার্য্য হয় না, এ কথা আমিও আপনার ন্যায় লোক মুখে শুনিয়াছি।

আপনি বেবার চক্ষে হাবিবার সম্বন্ধে ও আর আর বিষয়ে যে চারি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন আমি আমার এ পত্রে তদ্বিষয়ে কোন কথারই উল্লেখ করিলাম না। তবে আমার এই প্রকার বিশ্বাস যে, ঐ বিষয়ে আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সত্য। আর এ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনাও আমাদিগের কর্ম্মচারিগণ পর লিপিদ্বারা সপ্রমাণিত হইবে।

নূতন পুস্তক সমালোচনা।

সোহাগ। প্রিয়তমার প্রতি। শ্রীযুক্ত গোঁসাইদাস সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত। কলিকাতা আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত। এখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। গ্রন্থকার ইহার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাঁর অনেক সুললিত পদ্য সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং সোমপ্রকাশ পাঠকের সহিত ইহাঁর এই নূতন পরিচয় নহে। স্ত্রী সরলা ও স্বামীর যে কিরূপ আদরের ধন হয়, সোহাগ পাঠ করিলে পাঠক তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বা কামধেনু। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইল। গ্রন্থকার ইহাতে প্রকৃতির গাবকের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রকরণ; অগ্নিবাত নিবারণ, করকোপরি কোন করিবার বিধি, মন্ত্রি অক্ষর প্রক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়ার কথা লিখিয়াছেন তাই একবার তাহার কোন কোনটীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এই সকল প্রক্রিয়া করিতে হইলে যেসকল দ্রব্য আবশ্যক,তাহার অতি সহজলভ্য, কলিকাতা শহরে তাহার অধিকাংশই পাওয়া যায়। তবে যত্ন করিয়া কেহ শিক্ষা ও পরীক্ষা না করাতেই সকলকে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অধ্যাত্মবিদ্যা। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রণীত আত্মনাত্মবিবেক গ্রন্থ। বঙ্গাধিপ নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইহার অনুবাদিত হইয়া পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুমূল্য বনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল গ্রন্থের ন্যায় তাহার টীকাখানিও যে ভাল হইবে এরূপ বলাই বাহুল্য।

আর্য্যদর্শন। মাসিকপত্র ও সমালোচনী। শ্রীহারক নাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯১ নং বলরামদের ষ্ট্রীট কর প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৭ অগ্রহায়ণের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে অবতরণিকা, নৈশবিহার (কবিতা) তুলির কেমনে (পদ্য) জ্যোতিষিয়া (উপন্যাস) এই কি প্রণয় বিধি (পদ্য) এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সরস হইয়াছে, আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ভরসা করি সহযোগীর উৎসাহ ও উদ্যম বলে শীঘ্রই এখানি উচ্চ পদবী লাভ করিবে।

বাবু বালকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত রায়তদিগের দ্বিতীয় খণ্ড। আলবার্ট প্রেসে ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট। ইহার বাকর ৩য় খণ্ডের ৩য় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই মার্চ্চ। ইইডার্স সাহেব ৩৫ বার কমন্স হাউসে বৈদ্য সম্প্রদায়ের যে গুরুতর কারণে সপ্রমাণপত্র উপস্থিত অনুমোদন করিয়াছেন।

সেউলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, যে সকল সৈনিক যুদ্ধ জাহাজে লোকাই হইতে প্রেরিত হয় তাহারা কর্ত্তব্যে ঘোষণা হইয়াছে।

লোহিনিতে যে সহিত অত্র দিনের নিমিত্ত যে সন্ধি হয় তাহা এক্ষণে স্থানান্তরে ও রাজধানীতে প্রেরিত হইয়াছে।

সেক্টেটিয়েট ৮ই, ১৮ ই মার্চ্চ। কন্স-পার্লমেণ্ট বিষয়ের সহিত ডিসিমিনিয়নের সম্বন্ধ নির্ণয়ের যে সভার আজ সপ্তাহ করিয়াছেন, পরি আজ তাহার শেষ হইয়াছে। তাহাতে এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে কলোনে যাহা প্রস্তাবিত হইবে তাহা ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে [illegible] ঘোষণা করিতে হইবে, [illegible] করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। [illegible] করিতে হইবে।

ওকল্যাণ্ডের ১৮ ই মার্চ্চ। [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন যে [illegible] করিবেন। [illegible] করিতে [illegible] করিবেন। [illegible] করিবেন। [illegible] করিবেন।

[

এবার সিংহলের ও ভারতবর্ষীয় স্থানে স্থানে ইংরাজ ১৮৬১ সম্বৎসরের অধিক কোন কোন সময় পর্য্যন্ত বর্ষিতে পারা যায়। চাউলের মণ ... আনা হয়। কলাই প্রভৃতির বিলক্ষণ ... হইতেছে। এবার এদেশে গতবারের ... ইয়া উঠে নাই এবং দেশারি ও মটর কলাই ... ক্রয় করিবে এমন লোক হয় না।"

এক ব্যক্তি আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, নদীয়ার মফঃস্বলবাসী কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ সুপ্রসিদ্ধ ... ডাক্তারখানার ঔষধ দিয়া যাইতে যাইতে কলা ... পরিশেষে বাটী পঁহুছিবার সময় দস্ত কটুক ... হইয়াছে। তাঁহার নিকটে সময় ... ছিল। তিনি একক লোক। তাঁহার সঙ্গে একটী ... ছিল, কিন্তু মধ্যেও ... পাঠাইতে পারেন। ... ঔষধ ... ডাক্তারখানার নাম ... ঐ ব্যক্তি ... ডাক্তারখানায় ... ঔষধ ... ঔষধ ... ঔষধ

বেঙ্গলি শুনিয়াছেন আর এক জন দেশীয় লোককে গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্যপদ প্রদান করিবার সংকল্প করা হইয়াছে, ঢাকার নবাব আশ্রাফুল্লা, হাতোয়া বা বারভাঙ্গার মহারাজ এই তিন জনের মধ্যে এক জনের উক্ত পদ লাভের সম্ভাবনা আছে।

গত এপ্রেল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দশ মাসে গবর্ণমেণ্টের নিজের ১৩৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে।

তরবারির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যেমন ঢাল আছে, সেইরূপ বন্দুকের গুলি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার ঢাল প্রস্তুত করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

ডাক্তার জর্জ স্মিথ মৃত ডাক্তার ডফের যে জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগ্নদূত প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স বিসমার্কের একটী নয়াব কার্য্য দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। তিনি হাবরলণ্ড নামক স্থানের হরিণদিগকে সর্ব্বসাধারণ কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং তাহাদিগের সন্তানেরা যাহাতে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তিনি তাহারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন মদ্য প্রস্তুতের পাটনা নামক স্থানে একজন মদ্য ব্যবসায়ী দেওয়ালেসে নরবলী দেওয়াতে বিচারে তাহার ফাঁসের আদেশ হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে বলেন, ওরেনবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া তাসখন্দ, বক্ত ও কাবুলের মধ্য দিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার জন্য রুশ-গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়াছেন, এবিষয়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের একটী লেখালেখা হইতেছে, আবশ্যক মূলধনের ; অংশ রুশ-গবর্ণমেণ্ট দান করিবেন, অবশিষ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। দশ বৎসরের মধ্যে এই রেলওয়ে হইবে। রুশ রুরিণ করিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

রাইডক্স ক্যাথলিকদিগের সেণ্টমারিয়া নামক স্থানে যাইবার যো নাই। তথাকার সাধারণ তন্ত্রের এই আইন আছে যে, তথায় কোন ক্যাথলিক গমন করিলে বলপূর্ব্বক তাহার প্রাণ বধ করা হইবে। হেন্‌রী সিলেট নামে একজন ক্যাথলিক পুরোহিত নিজ স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ তন্ত্রের লোকেরা কোনক্রমে তাঁহাকে ক্যাথলিক জানিতে পারিয়া ধৃত করে, এবং খালী পায়ে ৩ দিন অনবরত পর্ব্বতের উপর দিয়া অন্যূন একশত মাইল পথ হাঁটাইয়া লইয়া গিয়া অবশেষে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। আশ্চর্য্য এরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট সাধারণতন্ত্র আছে? আমরা দেখিতেছি ইহাঁদের হইতে সাধারণ তন্ত্র শব্দটীর অবমাননা হইতেছে।

লর্ড রিপনের পুত্র আরল ডি গ্রের শীঘ্রই উপলক্ষে দারভাঙ্গার মহারাজের এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ঐ টাকাগুলি যদি রাজের উন্নতিকল্পে বিনিয়োজিত হইত দারভাঙ্গার যে কত মঙ্গল হইত বলা যায় না। এরূপ অপব্যয় কল্প অতিথি ও আতিথেয় উভয়ের পক্ষেই অকর্ত্তব্য।

১৯ এ মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি দান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি কর্ণেল এ, ইডেনের সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং কার্য্যারম্ভে উপাধি দিয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বরণ কোম্পানি সোণাডুর মগরাহাট রেলওয়ের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। বর্ত্তমান ১৮৮১ অব্দের মধ্যে ইহাঁদিগের কার্য্য শেষ করিয়া দিবার কথা ছিল কিন্তু অসময়ে কণ্ট্রাক্ট রেলওয়ের তাঁহারা আর কিছু সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়া ছিলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়া ১৮৮২ অব্দের ৩১ এ মে পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন। এবং রাজপুর ষ্টেসন সংবর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাবে লোকে আপত্তি করাতে উক্ত ষ্টেসন বারুইপুরের পাকা রাস্তার ধারে করিবারও আদেশ হইয়াছে। বরণ কোম্পানি গোকর্ণে কার্য্য করিতেছেন ৮২ অব্দে যে শেষ হয় আমাদের এমন বোধ হইতেছে না।

পণ্ডিত ভারতবর্ষের মাই নামক তাল্লুকের কুলকার্ণি নামে এক ব্যক্তি লোকসংখ্যা গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র পুড়াইয়া দিয়াছে।

পুণায় এক ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার বিবাহের পর পুনর্ব্বার স্বামী মরিয়া যাওয়াতে বালক আবার তাহার বিবাহ দিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর একটী দরবার করিয়া অনেক ইংরাজের বড় প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। কুপার নামে যে ব্যক্তি চট্টগ্রামে অপরাধী হওয়াতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রাণ বধের আদেশ প্রাপ্ত হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বিচারে তাহার ফাঁসের আদেশ রহিত হইয়াছে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহার হেতুবাদে এই কথা বলিয়াছেন কুপার অন্যায় কার্য্য দর্শনে ক্রোধে অভিভূত হইয়া হত্যা করিয়াছিল, সে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করে নাই, অতএব তাহার প্রাণ বধের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসনই উপযুক্ত দণ্ড স্থির হইয়াছে। কুপার যেমন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া হত্যা করিয়াছিল ফাঁসের আদেশও যেন তদ্রূপ অবস্থাতেই রহিত করা হইয়াছে।

বরণীক রেলওয়ে কোম্পানি আবার এক নূতন কথা শুনাইতেছেন, ইহাঁরা ডিনলাডের উপসাগরে বরফের দ্বারা জমাট জলের উপর দিয়া পাঁচ মাইল দীর্ঘ একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থন করিবাছেন। ইঞ্জিনিয়র পরীক্ষা করিয়াছেন, বরফ এক হাত পরিমিত থাকিলে অতএব গাড়ী চলিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডিরেক্টর সাহেবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন:—

১ ম এম, বি, পরীক্ষা; প্রথম বিভাগ।

মেডিকাল কালেজের পুলিনচন্দ্র সান্যাল, ত্রিনাথ বোস।

দ্বিতীয় বিভাগ।

মেডিকাল কালেজের বিনোদবিহারি আঢ্য, শরৎকুমার বসু, দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ঘোষ, নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী, কানকীনাথ পাল ও অতিলাল ঘোষ।

দ্বিতীয় এল, এম, এস, পরীক্ষা।

মেডিকাল কালেজের বিজয়গোবিন্দ বাগচি, কাশীনাথ বসু, অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী, অঘোরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হরিশঙ্কর দাস, গিরিনাথ দত্ত, কামাখ্যানাথ ও প্রসন্ন কুমার ঘোষ, অম্বুজলাল কর, অম্বিকাচরণ কুণ্ডু, রামচন্দ্র মজুমদার, নীলমণি মণ্ডল, অঘোরনাথ ও শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গোপীবল্লভ সাহা।

প্রথম এম, বি পরীক্ষা।

মেডিকাল কলেজের রামপ্রসাদ বাগচি, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরত্ন অধিকারী, হৃষীকেশ বাহিরা, এল, কে, মিত্তির, রমানাথ দে।

২ য় বিভাগ।

মেডিকাল কলেজের সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মহেন্দ্র নাথ দত্ত, হরিলাল দে, অটলবিহারী রায়।

মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষের প্রতিমূর্ত্তি বিলাত হইতে আসিয়াছে, টাউনহলে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দুসমাজ এই মহাত্মার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন।

এ বৎসর মোক্তারি পরীক্ষায় ২০৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের অবস্থা ক্রমে হীন হইয়াছে। গত এপ্রেল হইতে ৭ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট ১৪০ লক্ষ টাকা লবণের কর আদায় করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ষে ইহার অপেক্ষা ১১ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল।

বিবাঙ্কুরের মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্ট এক জন ইউরোপীয় মুন্সেফ নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রত্যেক মুন্সেফের বিচারাধীনে দুই শত ঘর মাত্র লোক থাকিবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন, কলিকাতা গাড়রমাঠে যাহারা নূতন সোলজারকে শিক্ষা দেয় তাহাদিগের প্রত্যেককে বার্ষিক ৫০ টাকা কর দিতে হইবে।

ফরাসীস সম্রাটের পুত্র সমরবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

অযোধ্যার কবির উন্নতির বিষয়ে যিনি ভাল প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন তিনিকার সাহেব তাঁহাকে ৬৫ শত টাকা পারিতোষিক দিবেন।

সমবলডের চিটক, সর এ রোণ্ডউইকের নিকট হইতে টাকা মূল্যে ম্যানরোগেই নামক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়াছেন।

অশীতিবর্ষীয়া রমণী মারবেলা বার্ডেট কাটস বিগত বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার সহোদর লোকে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এবং বড় বড় কর্ম চারিদিগকে ৬ ও ৭ হাজার করিয়া দিয়াছেন।

৮ পদ ৮ খানি চাহাজ বাসরে আসিয়াছে।

মাদ্রাজের এস সি, কিটি স্কুলের অধ্যক্ষ মাথো মিস সাহেব উচ্চ হইয়া ভারতবর্ষ দেখিতে গমন করিয়াছেন। একজন আইন আর প্রাকটিস করিয়াছে। ইঁ সাহেব ফিরে হইলে দেশীয়দল তিন তাহাদিগের ও আর কোন উপায়ের কথাই শুনা যায় না, ইহারই বা কারণ কি?

পাইকপাড়ার কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র রায় ৩৫ হাজার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কলেজের উন্নতি বিধানার্থে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া দিয়াছেন।

পারসের কতকগুলি শিক্ষিত লোক একত্র হইয়া এক নূতন প্রকারের এক্সোক্ষি গলিয়াছেন। ইঁহারা কমিশন লইয়া কেবল যে ঘটকালী করেন এমন নহে, বিবাহের জন্য পাত্র ও পাত্রী পরীক্ষা পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

আমেরিকার চীনের যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্টকে তাহার জন্য বার্ষিক ৪০৮২৫০ টাকা দিতে হয়, কিন্তু আয় ৩০০ টাকা মাত্র।

বারলে সংবাদ আসিয়াছে বোম্বায়ার আমীরের মৃত্যু হইয়াছে, এবং রুশেরা সমরখন্দ হইতে তথায় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম গ্লাডষ্টোন সাহেব শয্যা হইতে পতিত হইয়া যখন শয্যাগত ছিলেন এই সময়েও তিনি এত কাজ করিয়াছিলেন যে অপরে দুইদিনে এত কাজ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তিনি আবশ্যক বিষয় সকল বলিতেন এবং তাঁহার সেক্রেটারি লিখিতেন।

ষ্ট্রাচি যেমন লিটনের গবর্ণমেণ্টে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন করেণ বিভাগের সেক্রেটারি লায়েল সাহেবও নাকি তেমনি লর্ড রিপনের গবর্ণমেণ্টে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। লিটন যেমন ষ্ট্রাচির কলের পুতুল হইয়াছিলেন ইনি সেরূপ জন নাই, কিন্তু হওয়া আশ্চর্য্যের নহে। এই বেলা হইতে সাবধান না হইলে বোধ হয় শেষে ইঁহারও বড় অপদস্থ হইবে; ভারতবর্ষে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের কাহারও পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে কোন দিকেই তাঁহার প্রতুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

রঙ্গপুর শাখা রেলওয়ের উত্তর দিকের শেষ সীমা কাটনিয়া হইতে কুর্ণীগ্রাম পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে লম্বিত হইবে, বর্ষমান মাস হইতে তাহাতে টামওয়ে চলিবে।

১০ ও শিবনাথ গবর্ণর জেনেরলের সভায় অধিষ্ঠান হইবে।

১৮৮৬-৮৭ অব্দে অডিকোলের শুল্ক গবর্ণমেণ্টের ১০ কোটি টাকা আয় হইয়াছে।

পুরুলিয়ের নবীন বক্তৃতা করা অভ্যাস করিবার জন্য পুনার মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রেরা একটী সভা করিয়াছে।

গত ৪ঠা শুক্রবার রঙ্গপুরে শালবাড়ুয়া তাহাতে ৩ দিবস রঙ্গপুর ও শালবাড় হেমন্তের খানি আরোহীর গাড়ী উল্টিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কাহারও গুরুতর আঘাত লাগে

এবার একজি ইউরোপীয় বাণিজ্য নূতন বিশ্ব বালকের অর্থ শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ডিউস সাহেবের প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চাকার অন্তর্গত এক গ্রামে এক ভদ্র স্ত্রীলোক উপপতির সাহায্যে নিজ স্বামীর প্রাণ বধ করিয়াছিল। বিচারে উহারা দোষী প্রমাণ হওয়াতে স্ত্রীলোকটীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও তাহার উপপতির ফাঁসী হইয়াছে।

সিংহাসনচ্যুত থীবকুমার বর্মার রাজস্ব আইনের উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার কাটনাথ সাহেব থীবকুমারের উপর যে সকল অত্যাচার ও অন্যায় হইতেছে তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিয়া গবর্ণর জেনারলের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন, তিনি তাহাতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে আমরা এস্থলে দুইটীর বর্ণন করিতেছি। যথা—মান্দ্রাজের জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে; এমন কি, তিনি তথায় আর কিছু কাল থাকিলে তাঁহার বাঁচা ভার হইবে। এতদ্বিন্ন পোলিটীকাল আপীসর সিক্সগার্ড সাহেব তাঁহার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাও কয়েদী আসামীর ন্যায়। একেই বলে ধনে প্রাণে যাওয়া। এক ত চমৎকার নীতি অনুসারে রাজ্যচ্যুত করা হইল, তাহার উপর ব্যবহারও চোরের ন্যায় করা হইতেছে, এ অবস্থায় তাঁহার বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। মনুষ্য রাজার যেরূপ দুরবস্থা হইল এরূপ আমরা কোন সিংহাসনচ্যুত রাজা অথবা নবাবের দেখি নাই।

আমরা ২৯ এ ফাল্গুনে সমাচারে সম্প্রতি দুইটী বিবাহের সংবাদ পাইলাম। এক, পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিবাহ; দ্বিতীয়, রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কাকিনার ভূম্যধিকারী কুমার মহিমরঞ্জন রায়চৌধুরীর কন্যার বিবাহ। এই উভয় বিবাহে বিস্তর ব্যয় হইয়া গিয়াছে, পুঁটিয়ার সংবাদদাতা বলেন, কেবল কাঙ্গালীদিগের বিদায়ে মহারাণী শরৎসুন্দরীর ২৫ হাজার টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে। পাঠক, হাতেই অন্য অন্য বিষয়ের ব্যয় অনুমান করিয়া লউন। আমাদের দেশে ধনী লোকের কন্যা পুত্রের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ মাত্র শ্রাদ্ধে বিস্তর ব্যয় হয়, বাহুল্যরূপ মূল কুমার কাঞ্চিলাল সিংহের মেডুপলিটান বিদ্যালয়ে যেরূপ টাকা দানের ন্যায় বিদ্যালয়াদি সাধারণ কার্য্যে যদি কিছু কিছু ব্যয় বিবাহে নিয়ম করেন তাহা হইলে দেশের বড় মঙ্গল হইতে পারে। যে কার্য্যে যে রূপ ব্যয় হইবে; তৎসমুদায় ব্যয়ের বিষয়ের কিছু কিছু ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট যে অর্থ থাকে তদ্দ্বারা দেশের হিতকর কার্য্যে দেওয়া কর্ত্তব্য।

সরকারী সার্কিট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পুলিস কর্ম্মচারী এবং বঙ্গদেশের শিক্ষকদের। ইংরাজের কর্ম চারীদিগের মাসিক পরীক্ষা ২ টী যে সোমবার গৃহীত হইবে।

লর্ড রিপনের শরীর যেমন ভাল নহে লেডি রিপনের শরীর ও তেমনি ভাল নহে। তিনি গ্রীষ্মের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি করণ করিয়া আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে, একজন সভ্য তাহার প্রতিবাদ করাতে ভিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনান চারি শত ছাত্র একত্র হইয়া গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি তাঁহার বাটী সম্মুখে গিয়া এরূপ চীৎকার করিয়াছিল যে সভ্য মহাশয় তাহাতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২০ জন বালক এই অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

বিলাতে বয়েসি সাহেবের প্রস্তাবিত ব্রাহ্ম মন্দির নির্ম্মাণার্থ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একা-উণ্টেণ্ট জেনেরলের আপীসের সহিত ঐ বিভাগস্থ ডেপুটী সেক্রেটারির আপীস শীঘ্রই এক হইয়া যাইবে। দুটী পৃথক্ থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মধুরাপুরির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ সাহেব বদলী হইলেন।

জনবু এস, মিচেল ইণ্ডিয়ান্ সিবিল সার্ব্বিসের ট্রেণ্ড, রোহিণী ও কুদি বিভাগে কার্য্য করিবেন।

হাবড়ার সব ডেপুটী কলেক্টর মৌলবী কাজেম আলি বর্দ্ধমানের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার বসু হাবড়ায় বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কমিসনরের পদের অস্থায়ী নিযুক্তি বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিবস স্থায়ী করিবার আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইয়া ঐ পদে পূর্ব্বনিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজকিশোর মজুমদার নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম সহরের পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, ই, পদ্মের কমিসিয়নর ডেপুটী কমিসনর হইলেন।

সাহাবাদ অঞ্চলে নিযুক্তির অপেক্ষায় যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহায়তার অস্থায়ী প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেন।

রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু নিত্যানন্দ সরকার বদলী হইলেন।

ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু হরিদাস বসু বদলী হইলেন।

বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস কিছু দিবস জন্য ঢাকার ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণমোহন ঘোষ ২০ দিবসের অবধান্ত ছুটিতে থাকিবার কালীন তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ দাস সপ্তাহান্তরে কার্য্য করিবেন।

পূর্ণিয়া জেলার কটিহার বন্দরপুর পর্য্যন্ত ৪ মাইল যে রাস্তা ঐ জেলার লোকের ব্যবহারার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৬ সংখ্যক পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণসহায় ঘোষ ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শিবাপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিপ্রসন্ন বসু ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত মথুরাপুরে ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ই, জে, বি, গ্রাণ্ট সাহেব পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং জে, সাদারলণ্ড আসষ্টণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

মেদীনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ ঘোষ ১ বা ইহার ৩ মাস, মেদীনীপুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারাচরণ সরকার ১০ ই ইহইতে অথবা যে দিন হইতে তিনি আবশ্যক বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস, বর্দ্ধমানের ডেপুটী কমিসনর চালটন হুই এ এসেন হইতে ৯০ মাস, বকুলাবের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রাটি ১১ ই এপ্রেল অথবা তাহার পর যে দিন হইতে তিনি আবশ্যক বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস, মধুপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিভূষণ দত্তের কয়েকার যে দিন তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস, আজ পুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু ১৪ ই অথবা যে দিন হইতে তিনি আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস।

বিচার-সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু চন্দ্রনাথ রায় ডাক ও তারি আইনের ৩১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮ পরগণার অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শেখ ফরিদুদ্দীন আহমদ ২য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বিশেষ বিবেচনা অনুসারে নিযুক্ত করিবেন।

ফরিদপুরের অস্থায়ী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজকুমার সরকার ১৮৭০ সালের ১০ আইনানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদীনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদীনীপুরের অস্থায়ী অতিরিক্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহোদয় ১৮৭০ সালের ১০ আইনানুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদীনীপুরের অস্থায়ী অতিরিক্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু রাজকৃষ্ণ

[illegible] ইউনিয়ন্ পণ্ডিতে ঠাহার একজন আফ্রিদি [illegible] ন উঠিয়া বুকিকা দ্বারা উক্ত সার্জেণ্ট সাহেবকে [illegible] আঘাত করে। কিন্তু সে আঘাত গুরু [illegible] ন হওয়াতে সাহেব সাহস সহকারে তাহাকে পাল্কির উপর হইতে নীচে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে পাল্কির একখানি চাকা তাহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে সে হাঁফি হুংক্ষণাৎ মরা পড়িয়াছে। সেখানে অন্য কেহই ছিল না, সাহেব এবং তাঁহার সঙ্গিরা ঐ কনকে চুপচাপ করিয়া রাখিয়া সইয়া এখানকার ডেপুটী কমিশনরের চাপরাসিকে ডাকিয়া দিয়াছেন। [illegible] ন করিয়া [illegible] আমি মনিয়াছি [illegible] ন ঘুরিয়া [illegible] পাইবার প্রয়াস পাইতেছে [illegible]।

এখানকার ফরি বিদ্যের ছাত্রা নৈশব বিবাহ [illegible] ন আছে। ইহারা শিশু বালকের বিবাহ [illegible] ন প্রচলন অতিশয় বিরক্তি করিয়া থেলে [illegible] ন বিদ্যালয়ে [illegible] ন ইহাদের [illegible] ন পাঠ অধিকদূর হইয়া থাকে। কোন [illegible] ন স্থানে ইহারা বিবাহের কথোপকথন [illegible]।

অতিরিক্ত আসিষ্টেণ্ট সবডিবিসনের সবডিবিসনাল অফিসর ও ইহাদের [illegible] ন পাঠ অধিকদূর হইয়া থাকে। কোন [illegible] ন স্থানে ইহারা বিবাহের কথোপকথন [illegible]।

অতিরিক্ত আসিষ্টেণ্ট সবডিবিসনাল অফিসর ও [illegible] ন

এই দিন ঘোর পাড়ারও লোল হইবে। ইহা কর্ত্তাভজাদিগের লোল। এই লোলে ঈশ্বর ঘোষের পুত্রেরা উঠিয়া থাকেন; তবে এ লোল উঠিয়া যাইবে? কর্ত্তাভজারা দ্বিতীয় কৃষ্ণ! ইহাদের দেবও নাই দেবীও নাই, থাকিবার মধ্যে আছে কতকগুলি সেবাদাসী, আর ছড়িদার! সুবর্ণ বণিক মহলে কর্ত্তাভজাদিগের বড় আধিপত্য।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ।০ আনা; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ৩৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের পক্ষে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতা এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে যে তাঁহারা সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সাহিত্য-সমালোচনীসভার বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ জয়দেবপুরস্থ শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সমালোচনী সভার অধ্যক্ষ কমিটির সভ্য হইলেন। এই কমিটীর কোন সভ্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষার উন্নতি কি শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল জ্ঞান করিয়া সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে, সভা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুস্তকালয়ে কিংবা বিদ্বৎসমাজে বিতরণের জন্য সেই গ্রন্থের বহু খণ্ড ক্রয় করিয়া লইবেন, অথবা অন্য প্রকারে গ্রন্থকারের সাহায্য করিবেন। এইরূপ পুরস্কার বিতরণ কিংবা সাহায্যদানে সম্পাদকের পূর্ব্ববৎ অধিকার থাকিবে এবং সম্পাদকও উল্লিখিত অধ্যক্ষ-কমিটীর অন্যতম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

অধ্যক্ষকমিটির সভ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল।
" " চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল।
" " বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" " গঙ্গাচরণ সরকার।
" ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায়বাহাদুর C. I. E.
" রেবারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
" বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
" " ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল।
" " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ।
" " রজনীকান্ত গুপ্ত।

ঢাকা, জয়দেবপুর। ২৮এ ফাল্গুন, ১২৮৭। } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ, সম্পাদক।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১০৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১০৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে সুবহদর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরত্ন
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক
ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাধিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩, টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮৮ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীভক্তদাস চট্টোপাধ্যায়।

নূতন পুস্তক।
পার্থ-পরাজয় নাটক।

সুপ্রসিদ্ধ নাটক-লেখক কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় উক্ত নামের বীর, করুণ ও হাস্য-রসাশ্রিত যে চমৎকার নাটক প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, কলিকাতার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গ্রন্থকারের নিজ বাটীতে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১, টাকা, মাশুল ।০ আনা মাত্র।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

"বঙ্গোপন্যাস।"

বঙ্গোপন্যাস নামক একখানি অত্যাশ্চর্য্য নব নাস "হরিদাসের গুপ্তকথা" নামের বড়ই সংখ্যা হইয়া প্রতিমাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইয়া অনুমান ২৫।২৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রতি খণ্ডের অগ্রিম ১০ আনা ডাক মাসুল বাবদ গ্রহণ করিব; মাসে মাসে ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, যাহাদিগের ডাক মাসুলাদি পাঠাইবেন। কলিকাতা, শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ ১১০ নং কাণ্যালয়ে। প্রকাশক শ্রীঅঘোরনাথ সরকার।

ফরাসডাঙ্গা মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় কার্য্যের ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষক, শিক্ষা প্রণালী, ছেলে পড়ানো আগমন, মনুসংহিতা, ব্রাহ্মণাধিকার ও ইহার মীমাংসা, মেঘদূত আকাশে ঢাল, বর্ত্তমান শিক্ষা সমাজের শোচনীয় অবস্থা, সাংবাদিকগণ, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ইহাতে আটপেপার ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা প্রায় কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৩ সাড়ে তিন টাকা। ফরাসডাঙ্গা সাকারে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য পাইলে কাহারও নিকট কখনও প্রার্থনা করা না

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বনজঙ্গলাদি নানা স্থানের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া এক এক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাহারা রোগের পরামর্শ লইতে লিখিবেন তাহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে পুরাতন ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও পেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চালনা ও সন্ধিস্থানের সকলপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে একবারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই ঔষধটী সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও রুগ্ন হইয়াছে ঠিক না হউক কেন উহা পুনরায় বলিষ্ঠ ও সুস্থ করিয়া সকলপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সর্ব্বদা অত্যাশ্চর্য্য ঔষধ। যাহারা কখন গরমী, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

বরফেট কোম্পানির ঔষধালয়।

পাথুরিয়াঘাটার উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বৃহত্তরেশ্বর তৈল।

এই তৈলটির ন্যায় অতি সুগন্ধি তৈল কোথাও প্রস্তুত হয় না। টাকশাল মস্তিষ্কের বিকৃতি ও শিরঃপীড়াদি সকলপ্রকার শিরোরোগ অল্প দিনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ১৷০ টাকা, ছোট শিশি ১ এক টাকা।

দন্তরোগোপচূর্ণ।

এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তশূল, দন্ত আলিস, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত, ফুলা, আলগা হওয়া ও নড়া পড়া এবং মুখের দুর্গন্ধ প্রভৃতি মুখরোগ অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

মূল্য ।৷০ আনা।

উক্ত তৈল ও চূর্ণের প্রশংসা, আরোগ্যপ্রাপ্ত বহুতর লোক দ্বারা দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত আছে।

কলিকাতা বড়বাজার ৮৫ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীটে শ্রী কৈলাসচন্দ্র দের ঔষধালয়ে প্রাপ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, কুপথিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরত্ব চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
পোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্পষ্ট নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত উমাচরণ চক্রবর্ত্তীর নামে মোট, ড্রাফ্ট, বন্ধক চিঠী, মনি অর্ডর, ইত্যাদি করিবেন যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অফিসে টাকা প্রেরণ করিলে পাইবার হইবেনা। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রাহক অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ ছয় আনা তাহার পর ৵৯ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে ছাতুবাবুর পোতা ৫নং বাটীস্থ শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" | ১১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৩ টাকা। মফঃস্বলে বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৭ সাল। ২৩ এ চৈত্র। ইং ১৮৮১। ৪ ঠা এপ্রেল।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

ঋতুসংহার বা চিত্তবোধিনী !!

কবিকুল চূড়ামণি মহাকবি কালিদাসকৃত মূল সংস্কৃত ভাষায় ষট্‌কাণ্ড অর্থাৎ বসন্তাদি ষড়্‌ঋতুর মাহাত্ম্য বর্ণন প্রভৃতি নব রস ও পঞ্চ রস এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত কবীট ভূপতির মনোবেদনা, এই সকল সুধা পুরিত শ্লোকসমূহ বঙ্গ আবেবণে একত্র সঙ্কলিত করিয়া শ্রীযুক্ত নবকান্ত তর্কপঞ্চানন ও কালীচরণ ঘোষ এবং অন্যান্য তাত্ত্বিক মাতাদেবগণের বিশেষ সাহায্যে যৌবনে বাঙ্গালা ভাষায় তদীয়ার্থ মনোবিধ ছন্দে বিরচিত করিয়া আমার করিয়ার বন্ধুর বিশেষ উদ্যোগে এবং কৃপায় সত্বর শতাধিক শ্লোকের অনুবাদগুলি উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় ভূমি ঘন কালী সমাধা করিয়াছে। এক্ষণে পাঠক মাত্রে সমগ্র ঋতুগুলি আমাদিগের এই অনাদৃত "চিত্তবোধিনী" নামকে আশ্রয় দান করেন, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব। বিশেষতঃ মহাকবির বিরচিত "চিত্ত বোধিনী" তে তদীয় মহাত্মাগণের মনোরঞ্জনকারিণী হইবে না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বাঙ্গালা সম্পাদকমাত্রেই সকলমুখে উক্ত কবির বিরচিত পুস্তকের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব গুণাধার মাত্রেই তাঁহার সহ সকলে সক্ষম, পরন্তু আমার ন্যায় ঘন ঘন হতাশায় থাকিলে কলাচ তাহার গুণগ্রহণে সক্ষম হয় না। এতৎ সম্বন্ধে উক্ত কবিই বলিয়াছিলেন যে,

"ভিক্ষীবুর্হুতরোহোহুতুপেনাস্থি সাধবং।

—————পর্ম্মিয়াম্যুপেক্ষালাভা"

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"।

"যেমন কথায় বলে কাণার হাতে সোণার বাঁধা" আমারও তাই। কারণ,

কবিতা স্ত্রীরত্ন বিধি করিয়া সৃজন।
বাল্মীকির হস্তে তারে করেন অর্পণ।
সেই কন্যা বেদব্যাস পালেন যতনে।
স্বয়ম্বর হয় তার কালিদাস সনে।
সাজাইল কালিদাস বিবে অলঙ্কার।
বাড়িল জ্যোতির প্রভা সবে চমৎকার।
এখন সে শোভা নাই পণ্ডিত মণ্ডলে।
অলঙ্কারহীনা জীনা চরণতলে।
তাদের বিবর এই প্রাচীন বয়সে।
হস্ত পদ ভগ্ন চলো পড়ে নদা হাতে।

অতএব পাঠক মহোদয়গণ এক্ষণে মনোযোগ গ্রন্থ করিলে যে সকল দোষ মার্জ্জনা করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা সন্দেহ নাই, তবে কিনা উক্ত মহাকবির বিরচিত সকল গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করা আমাদিগের মনোরঞ্জন, সে পক্ষে শ্রীমৎ বঙ্গে কথা সহজ করিয়াছেন। ইহার অনুমোদনের কথা অধিক আর কি বলিব "চিত্তবোধিনী" স্বাভাবিক স্বভাবের নয় ও সুশীল, কখনও একার সাহায্যের বিষয় আমাদিগের বলা উচিত হয় না, সে পাঠক মহোদয়গণের "সমর" করিবার ইচ্ছা নয় এবং কখনও নয় সমান। চিত্ত-বোধিনী সকল সময়েই সুধীগণের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন, সজ্জনই ইহার নাম চিত্তবোধিনী রাখা হইয়াছে। অতএব অবকাশ মতে চিত্তবোধিনীকে আহ্বান করিতে অধিক ব্যয় ভূষণের আবশ্যক হয় না, অতি অল্প ব্যয় মাত্র মাসে মাসে ডাকা পয়সা ১৷৷০ আনা মাত্র। তোমারি গৃহ পূরিত হইবে না।

কার্য্যালয়
শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।
কায়স্থালয় কলিকাতা
(নবকৃষ্ণ উড়িয়াপাড়া ২২ নং ভবন।

ডারলিংটনের পেনকিউরার।

শরীরের সকল স্থানের ব্যথা, বিশেষতঃ নিম্ন লিখিত রোগগুলি, ইহার দ্বারা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, পিঠের ব্যথা, শিরউড়ার ব্যথা, বুকের ব্যথা, গলাধরা সর্দ্দি, কাশি, বুকধড়ফড়ানি ধরা, শির পীড়া, বসন্তপুর, পাকস্থলির ব্যথা, বাত, পক্ষাঘাত, ঁচকির ব্যথা, খিলধরা, গাঁটের বাত, ফুলা, পুরাতন ঘা, অর্শ, হার, এবং অন্যান্য চক্ষুরোগ যখন সকল প্রকার চিকিৎসায় কিছু উপকার না হয়তখন ও ডারলিংটনের পেনকিউরার একবার উপযোগ করি। সেই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি বোতল এক টাকা, বড় বোতল দুই টাকা, ডাকের মাসুল ৵ আনা। ডারলিংটন এণ্ড কোম্পানী ১৯ সন্তরলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ব্যবহার পরিবার নিয়ম। ৩ ওষধ প্রতি দিন দুইবার বা তিন বার মালিস করিতে হইবে। অন্যান্য উপকরণ ইহা প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হইবে। যদি কাহারও পেনকি হইলে ইহা কিছু দিন ব্যবহার করিলে প্রায়োগ করা আর থাকে। ইহা দ্বারা বহুল সহস্র লোকে পেনকি আরোগ্য হইয়াছে। এতদ্বারা আমরা অনেক নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের শ্রীযুক্ত বাবু সত্য সত্য ঘোষাল মহাশয় আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং তিনি বলিয়াছেনযে তিনি প্রত্যেক বারে ইহা দ্বারা উপকার অনুভব করিয়াছেন।

নিরুদ্দেশ

আমার মামাত ভাই মহিমচন্দ্রকে আজি তিনি বছর ১৭ বৎসর, দেহাকৃতি লম্বা একহারা বর্ণ কাল গোটের উপর প্রীহার একটী দাগ আছে, বাম্পাস্ত অধিক কথা কহে না, মাথা নেড়া হাসে, গত ২৯শে

প্রবন্ধে নিরূপণ করিয়াছে। যিনি সন্ধান করিয়া আর এক সংবাদ দিবেন, তাঁহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার

শ্রীগোবিন্দনাথ কুণ্ডু,
সাং নারিকেল বাড়িয়া
বেঙ্গল বাণ্ডারসাড়া (কলা) হাবড়া।

প্রেরিত।

সমাচার চন্দ্রিকা।

সোমভা।

অদ্য কাল সমাজ লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ উদ্বোধন করিবার জন্য বাঙ্গালির প্রতি সমাজে সমাজে নানা প্রকারে অনেক প্রেরিত পাওয়া যায়। অধুনা সমাজে মাদৃশ লোকদিগের ঈর্ষা ও পক্ষপাতিতা এত প্রবল হইয়াছে যে, তদ্বিষয় কুথা লজ্জাকর হয়। সোমভা একটী বৈদ্য সমাজ আছে। এখানকার বৈদ্যেরা শূদ্র-ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্রিয়া কলাপ করান না, ইহাই চির প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ঈশ্বরের পুরোহিতের বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু উপস্থিত কয়েকটী ঘটনায় সে বিষয়ের সমাধান হইয়াছে, সুতরাং সেই বিষয়ের আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরের পুরোহিত এখানে শূদ্রযাজকেরা করেন, কিন্তু আমাদের বৈদ্যসমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের পূজা করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা কুলপুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের পূজা করিয়া

শুদ্ধং সমং পদ্যং

পদ্যমিদং পঠিতব্যং।

আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে "সাহোইসা বিখাহুত্তানি" ও "শুদ্ধং সমং পদ্যং" এই উদাহরণ স্থলের কোনও প্রমাণ নাই। কলতঃ ভাগবদ ব্যাখ্যাতা শ্রীধর স্বামী যদি বোপদেব পাণিনীয় সূত্র অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে কখনও উক্তরূপ নির্মূল মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেন না।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ২১ এ মার্চ্চ।

শ্রীজীবনধারী লাল সংস্কৃতী অধ্যাপক।

প্রণামানন্তরং নিবেদনমিদং,——

আমি আর নিজ মনোগত একটী ভাব আপনার পত্রদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার সকল গ্রন্থকারের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি জানেন আমি বাঙ্গালি নহি, কিন্তু বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে সকলেই ভাল বাসি। অতএব এক খানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়নে উদ্যত; কিন্তু উত্তম ব বাঙ্গালা পুস্তক দেখিলেই সংস্কৃত সন্তোষ লাভ করি। আমার মূল সংস্কার এই যে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ স্বদেশানুরাগপূর্ণ করিয়া যাও, অন্য ভাষায় সেরূপ নাই। তবে আমার মতানুসারে আমাদিগের দেশীয় গৌরব বিষয়ক কথা যে নাটক বা উপন্যাসের মধ্যে দুই এক কোনক্রমে আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না। এই জন্যই আপনার পত্রিকা প্রকাশকালের চরণে নিবেদন করিতে উদ্যত হইলাম। নিবেদন এই যে গ্রন্থকারগণ [illegible] কথা বা সমালোচনা বিবেচনা না করেন। [illegible] বিষয়ের [illegible]

নাটকাদিতে [illegible] কোন কোন গ্রন্থকার কখন কখন বাঙ্গালাদেশের পরম পূজনীয় আর্য্য কুলোদ্ভব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারত গৌরব বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দোষে কলঙ্কিত করেন; এটাতে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। যদিও নাটক রচনা প্রায়ই মিথ্যা উপন্যাস গঠন বিষয় বলবতী হইয়া গ্রন্থের কার্য্যোপযোগী ঐ কথোপকথনী ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন ভাবে [illegible] কোন কোন কবি পুরোহিতকে [illegible] কোন কবি পুরোহিতকে [illegible] করেন, কিন্তু এরূপ বর্ণনা যাহাই হউক না কবিকুলনাথ হউক, তাহাতে কোন পক্ষান্তরে সহ্য হয় না। জীবন্তপুরের রাজপুরোহিত কখনই ঐরূপ কর্ম্মকে কলঙ্কিত নহেন, তবে রাজপুত গৌরব রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতা অঙ্গনতী সেলিমের প্রেমে মুগ্ধা হন। সত্য হউক এই ঘটনা আর্য্য লেখনী দ্বারা বিস্তৃত হইবার উপযুক্ত নহে। নিজকুলের ললনাগণ কোন দোষে দূষিত হইলেও কেহ তাহা প্রকাশ করে না নীতি বেত্তাদিগের এই উপদেশ।

—— ——" পূরে চমৎকারিণি।

বঙ্গললনাবর্ণনে মতিমান্ প্রকাশয়েৎ।"

আমাদিগের নিকটস্থানের একটী লোকোক্তি আছে যথা, আপনি ভাত উজাড়িয়ে আলটি মরিয়ে থাকে। " তদ্রূপ সাহেব " চলন্তপাত মাতৃভাষাবহং " লেখা আছে। কাজ নাকে বা মনে, কোনরূপে আর্য্য ললনাগণ ভারত স্নীযুক্ত সোকেরা রক্ষণাবেক্ষণকারী যবনদিগের প্রেমে পতিত হইলে আমাদিগের অপমানের বিষয় কয়। এই প্রকার কথা পাঠ করাতে স্বদেশানুরাগী জনের মনে কিরূপ আঘাত লাগিতে পারে, পাঠকগণ স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন। আমার আশা এই যে গ্রন্থকারগণ লক্ষ্যপাতপূর্ণা করিয়া আমার প্রস্তাবের সারাসার বিচার করিবেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ বর্ণনা করিবেন না আর্য্য যদি সম্ভব হয় পুনর্মুদ্রণকালে মুসলমান নায়কদিগকে আর্য্যবেশে ভূষিত করিবেন। ইতি

তারিখ ৫ চৈত্র।

বশম্বদ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্ম

চৌবাড়া, বাঙ্গালা।

প্রতিবাদ।

গত ১৮ ফাল্গুন এর সোমপ্রকাশে আমরা বিদ্যোদয় স্কুল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা চৈত্রের সোমপ্রকাশে তাহার প্রতিবাদ দেখিয়া পঠন চমৎকৃত হইলাম। প্রতিবাদটীর সার কথা এই যে, ৯ মাসে শাসনের কার্য্যের মামলীয় বাবু এই সালের সিরাজগঞ্জ স্কুলের পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে বিশেষ উন্নতি দেখিয়া, বাবলর লাই সন্তুষ্ট হইয়া স্কুল সম্বন্ধে খুব ভাল লিখিয়া গিয়াছেন। প্রতিবাদকর্ত্তার বিবেচনা সাহস দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব উহাঁর নিকটে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা যে মামলীয় এই সালের এবার সিরাজগঞ্জ স্কুল পরিদর্শন করিয়া পুস্তকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা সোমপ্রকাশে প্রচার করিয়া আমাদিগকে বাধিত করুন। নচেৎ তাঁহার ঐরূপ প্রতিবাদ দ্বারা সংবাদদাতার লেখা মিথ্যা বলিয়া কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বের লিখিয়াছি কালেক্টার সাহেব এবার সিরাজগঞ্জ স্কুল সম্বন্ধে বড় ভাল লিখিয়া যান নাই, এখনও বলিতেছি বড় ভাল লিখিয়া যান নাই।

সোমপ্রকাশ

২৩ এ চৈত্র সোমবার।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্যবিবরণ।

আমাদের দেশ, মধ্যে কিরূপ কহেন, ইংলণ্ডেরা কখনও অধীনস্থ করিতেন না, কাহারও পরাধীনতা করিতেন, তবে কাহাকে দুঃখ করি। ইংলণ্ডের কি দোষ হইল? আমরা ইংলণ্ডের কোন দুঃখ প্রকাশ দেখিতে পাই না, ইংলণ্ডের কোন ক্ষতি হইতেছে: কিন্তু ভারতবর্ষের একটী মহাপাপ হইতেছে। সে পাপ এই, লার্ড লিটনের ন্যায় কতকগুলি ইংরাজের পরিচয় এবং সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজনীতিরও পরিচয়। লার্ড লিটনের মত লোক যে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইতে পারেন, তাহা আমরা (ভারতবাসী) জানিতাম না, তাদৃশ লোককে যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের ভেক করা করিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহাও আমরা জানিতাম না। কাবুল যুদ্ধ হওয়াতে তাহা জানিতে পারিলাম। দেখুন পাঠক। ইহা কি একটী সামান্য কথা? লার্ড লিটন ভারতবাসী [illegible] করিয়া দিয়াছেন, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় [illegible] করিবেন, তাহা মনুষ্য লোকের অতীত। আমরা শুনি, বড় লোকের সকল কথা। যে লোক লিটন কাবুলে থাকিয়া কি করিয়াছেন, কাহার স্বাধীনতা নাশ করিয়াছেন, কি [illegible] দিয়া পার্লিয়ামেণ্টে সভায় [illegible] [illegible] [illegible]

প্রতিজ্ঞাভঙ্গে ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে, তিনি এটি বুঝিলেন না, তিনি কি ইংরাজ জাতির একজন নন?

আমরা হাসিয়া আনন্দিত হইলাম, পার্লামেণ্ট মহাসভার অন্যতর সভ্য ষ্টীনহোপ সাহেব লিবরল গবর্ণমেণ্টের কান্দাহার পরিত্যাগ নীতির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়া যে তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি কান্দাহার রক্ষার বিষয়ে সভ্যগণের মত গ্রহণার্থে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হইয়া গিয়াছে। ষ্টীনহোপ লার্ড লিটনের ন্যায় লর্ড বিকন্‌ফিল্ডের এক বন্ধু। অতএব তাঁহার কান্দাহার রক্ষার বিষয়ে মত থাকা আশ্চর্য্যের নহে। যাহা হউক, তাঁহারা কাবুল যুদ্ধকে অন্যায় যুদ্ধ বোধে যৎকালে মহা হুলস্থূল করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহাদিগের কান্দাহার রক্ষার বিষয়ে মত দেখিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা চিরকাল জানি, ইংলণ্ড ন্যায়ের প্রতি পক্ষপাতী ও সত্যপক্ষিক। তবে কেন আজ আমরা তাঁহাদিগকে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীন, ও অন্যায়িত বিষয়ের ন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিতেছি। যৎকালে তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে যে সকল অন্যায় কার্য্য করেন, ইংলণ্ডবাসী আসাল বৃদ্ধ বলিয়া তৎকালে অন্যান্য বিরক্ত হওয়াতেই তাঁহাদিগের পদচ্যুতি হয় এবং লিবরল গবর্ণমেণ্ট পদস্থ হন। আশ্চর্য্য, ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় এই, স্বার্থ এখন তাঁহাদিগের পবিত্র হৃদয়কেও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। কান্দাহার এখন তাঁহাদিগের একটী লোভ্য বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদিগের হাতে কান্দাহার হস্তে রাখিলে তাঁহাদিগের বিশেষ লাভ হইবে এবং তাহা প্রদেশ অধিকতর নিরাপদ হইবে। স্বার্থ এখন তাঁহাদিগের মনকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে তাঁহারা এখন কান্দাহার হস্তে রাখিবার অনিষ্ট ফল বুঝিতে পারিতেছেন না, কান্দাহার এখন তাঁহাদিগের চক্ষে পার্শ্বতা প্রদেশ মাত্র, অথবানিতে পরিপূর্ণ স্থান, সেখানের অপেক্ষা উহা শতগুণে দুর্ভেদ্য এবং রক্ষা করণ ও অল্প ব্যয়সাধ্য। এই জন্যই তাঁহারাও কন্সরভেটীবদিগের ন্যায় উহা হস্তে রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লিবরল গবর্ণমেণ্টে কান্দাহার পরিত্যাগ নীতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন। কিন্তু কান্দাহার ইংরাজের অস্ত্রে হইতে উহা রক্ষা করিতে যে ব্যয় হইবে, ইংলণ্ডের অন্যান্য হস্তে সেই টাকা যদি দিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা এ চেষ্টা করিতেন না, এবং [illegible] কি দিয়া বিক্রয় করিবার যে একটী [illegible] তাঁহারা সেরিপা বর্ত্তমান আমীর আবদল রহমানকে কিছু দিয়া কান্দাহার তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিতেন। এখন যেরূপ বন্দোবস্ত কান্দাহার ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে এক প্রকার লর্ড লিটনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। কারণ, আমীরকে বাধ্য রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্রাদি দান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। লর্ড লিটন যদি পরিবর্ত্তনশীল হইতেন, তাহা হইলে লিবরল গবর্ণমেণ্টকে আর এ কষ্ট পাইতে হইত না এবং মধ্যে মধ্যে অকারণ ভারতবর্ষকেও কাবুলের আমীরের উদ্দেশে অর্থ দান করিতে হইত না। যাহা হউক, এই উপলক্ষে ইংলণ্ডবাসীদিগের অধিকাংশের যেরূপ প্রকৃতি, আমরা তাহারও অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। অন্য কথা কি, লর্ড লিটন এক জন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তিনি না বুঝিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার আর উপায়ন্তর নাই। কিন্তু তিনি যে কিরূপ অদূরদর্শী, সাঁচিই তাহার প্রমাণ দেখুন, যে দিন তিনি লর্ড সভায় গবর্ণমেণ্টের কান্দাহার পরিত্যাগ নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন, সেই সময়ে সর্ব্বসমক্ষে অম্লানবদনে তিনি বলিয়াছিলেন, কান্দাহার পরিত্যাগ করা ভারতবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। কি আশ্চর্য্য! তৎকালে তিনি একবারও ভাবেন নাই যে রিউটার তারযোগে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যে নিকট সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার এ অসত্যের উদ্বেষ হইবে। তাঁহার সত্যবাদিতার যে ব্যাঘাত হইবে, বোধ হয় তখন তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না। বোধ হয় তিনি জানিতেন না যে এ কথা প্রকাশ হইলে তাঁহার অপমান ও অসম্মান হইবে। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইংলণ্ডবাসিরা ঐক্যমতে কোথায় এরূপ শ্রেণীর লোকের উপর অবিশ্বাস করিয়া উদারমতাবলম্বী দলের প্রতিপোষকতা করিবেন, না, তাঁহারা আবার সেই সকল লোকের সহিত যোগ দান করিয়া নানা স্থানে সভা প্রভৃতি করিয়া লিবরল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছেন! এই কারণেই ডুক্‌ পৃষ্ঠ মন্ত্রিদল উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি এই সকল কারণেই লিবরল গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা সত্ত্বেও ভারতবাসীদিগের হিতানুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে যাইতেছেন, সেই কার্য্যেই অধিকাংশ লোকের মতবিরোধ উপস্থিত হইতেছে। এই কারণেই তাঁহারা সাহস সহকারে অগ্রে পাদবিক্ষেপ করিয়াও আবার পশ্চাতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আমরা লিবরল গবর্ণমেণ্টের এক একটী কার্য্যে যত প্রতিবন্ধকতাচরণ দেখিতেছি যে তাহাতে প্রতিফলেই আমাদিগের বোধ হইতেছে, লিবরল দলের পদচ্যুতির বড় বিলম্ব নাই। সংবাদ পত্র পাঠেও জানা যায়, ইংলণ্ডবাসীদিগেরও এই দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যে মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্ত হইবে। বিকন্‌ফিল্ডও তাঁহার পদচ্যুতিকালে একথাই বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, একথা শুনিতেও কষ্ট হয়। বিকন্‌ফিল্ডের বাক্যে আমাদিগের বোধ হয় ইংলণ্ডে ন্যায়ের মর্য্যাদা নাই, তাই সাহস সহকারে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে লিবরল গবর্ণমেণ্ট কখনই এত সঙ্কুচিত ভাবে কার্য্য করিতেন না। বিকন্‌ফিল্ড তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে যেসকল কাজ করিয়াছেন, তাহার সংশোধন করিতে গিয়া যদি ইহার গবর্ণমেণ্টের পদচ্যুতি হয়, এবং বিপক্ষ দল জয় লাভ করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ভবাদীন রাজা সম্বন্ধের যে কি শোচনীয় দশা ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, ইংলণ্ডবাসী অধিকাংশ লোকের এখন যেরূপ মন দেখা যাইতেছে, তাহাতে সকলেই আমাদিগের এই বিশ্বাস জন্মিতেছে, ইংলণ্ডে স্বেচ্ছাচারী লোকের অপেক্ষা ন্যায়ের পক্ষপাতী লোকের সংখ্যা অধিক নহে।

কলিকাতার রথযাত্রা নগর সঙ্কীর্ত্তন।

২৩ এ মার্চ্চ কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হারতকিদিগের একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। পুরাকালের স্থানের স্থানের অনেকগুলি প্রতিনিধি আসিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পুরা বঙ্গবাসি দলের উদ্যোগে সভাটী হইয়াছিল। কেবল এ বিষয় নয়, সকল বিষয়েই পুরাকাল-বাসিদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের যে কিছু সাধনী উন্নতি হউক, পুরাবঙ্গ হইতেই হইবে সন্দেহ নাই। নীল বন্ধনী পুরাকাল হইতে উত্তীর্ণ, প্রথা-বিদ্রোহ পুরাকালের ধর্ম্ম। এখনকার পুষ্টি পুরাকাল হইতেই হইয়াছে। অনেকের মতের প্রভাব সমকক্ষ আচরণই পুরাকাল করিতে হইতেছে। কেউ-বিলের যে যে অংশে জমীদারের স্বার্থহানির সম্ভাবনা আছে, জমীদারেরা স্থানে স্থানে সভা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, প্রজাবিলের যে যে অংশে আপত্তি আছে, তাহারাও সেই সেই অংশে আপত্তি করিতেছে।

স্বার্থপরতার বিরোধ, প্রবলের অত্যাচার ও দুর্ব্বলের তৎপ্রতীকারচেষ্টা চিরকালই আছে। পৌরাণিক আর্য্যেরা রূপকচ্ছলে বর্ণন করিয়াছেন, পৃথিবী যখন যখন অত্যাচারপীড়িত হইয়াছেন, তখন তখন নানারূপ ধারণ করিয়া কোন সর্ব্ব-

শক্তিমান্ দেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ দেব সেই অত্যাচার-যন্ত্রণা দূরীকরণ তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। বহুকাল হইল, পৌরাণিক সময় অতীত হইয়াছে, এতদিন পৃথিবী যেন অত্যাচার নিষ্পিষ্ট হইয়া নিরুদ্যমনিশ্বাস হইয়াছিলেন। এখন কাল অনুকূল হওয়াতে তিনি যেন উৎফুল্ল উজ্জ্বসিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। এখন আমরা আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ সকলেই স্বার্থপরতার প্রবল বিরোধ দেখিতে পাইতেছি। রুষ, ফ্রান্সেরা একপার্শ্ব হইয়া লোকের অত্যাচার-নিরোধ চেষ্টা পাইতেছে, নতুবা, কোন প্রবল ব্যক্তির সহায়পর হইতেছে। আসিয়ার জমীদারে ও প্রজার বিরোধ, ভারতবর্ষের সেই বিরোধ পরিপাক দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা যে বিরোধের মীমাংসার্থে যত্নবান হইয়াছেন, এদেশের রাজপুরুষেরা তাহার বাধ হইয়াছেন। কেবল এই অংশেই পৃথিবীর উজ্জ্বসভাব নহে, অন্য অন্য অংশেও বিলক্ষণ উজ্জ্বসভাব দৃষ্ট হয়। কাশিয়া এতদিন কষ্টকাল বাসে না, তাহারা ইহার সাধারণ হইয়া স্বাধীন প্রয়াস পাইতেছে। বিস্তর আলেকজাণ্ডর ঐ চেষ্টায় বলীয়ান হইয়াছেন। বাল্কন্ রাজ্যের লোকেরা স্বাধীনতা লাভার্থে প্রাণপণ করিতেছে।

আজ আমাদের এ প্রস্তাবে উপস্থিত হইবার কারণ এই, আমরা দেখিতেছি, জমীদারদিগের সঙ্গে নানা প্রজাদিগের একটী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সজ্ঘটিত হইতেছে। ইতর বিদায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে ব্যবস্থাপক রাজপুরুষেরা উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া, যে হইয়া হঠাৎ একটী পক্ষপাতদূষিত আইন করিয়া না বসেন। ফ্রান্সীয় আইন, ও ফ্লাণ্ডার্স আইন প্রভৃতি রাজপুরুষদিগের প্রণীত নানাবিধ আইন দেখিয়াই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। সম্প্রতি কর সংক্রান্ত আইনে পক্ষপাত দোষ ঘটনা হওয়াতে বিষম অনিষ্ট ঘটিবার কথা। সৌভাগ্যের বিষয় এ আমাদের দেশে নাই, কিন্তু ইংলণ্ডে ইহা ঘটিয়াছে, এ আমাদের ইচ্ছা নয়। জমীদারেরাই বঙ্গদেশের ধনিশ্রেণী। দেশমধ্যে যত ধনি [illegible] ইহাঁরা ধনিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। দেশমধ্যে যেখানে আবশ্যক [illegible] সাহায্য লাভ হয়। [illegible] কালে এ বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা হইয়াছে। অতএব ব্যবস্থাপকগণের বিবেচনার বিষয় যদি সেই জমীদার দল উৎসন্ন হন, সেটী বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে। পক্ষান্তরে, প্রজার অনিষ্ট হইলেও বাকণ কষ্ট। প্রজারাই বঙ্গভূমির, বঙ্গ পদাতি অঙ্গ, জমীদারেরা উদরস্বরূপ। অতএব উভয়েরই রক্ষা ও পুষ্টিসাধন একান্ত আবশ্যক। এই কারণ আমাদের কর্ত্তব্য প্রধান পক্ষদিগকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া উভয়ের যথার্থ রক্ষা করিতে হইবে।

ব্যবস্থাপকগণের সাধারণের প্রতি পক্ষপাতিতা রক্ষিবারই সর্ব্বিক সম্ভাবনা। তাঁহাদের ধারণা এই, জমীদারেরা দুষ্ট ও প্রজারা নিরীহ। এটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। প্রজারা নিজের স্বার্থ কেমন বুঝে, জমীদারেরা সেরূপ বুঝেন কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ প্রজারা অনন্যক নিতান্ত মূঢ়। মূর্খ ব্যক্তিদিগের অনুকরণ প্রায়ই অনুচিত হইয়া থাকে। এক পয়সা তাহাদের মা বাপ। এক পয়সা রক্ষার্থ দশ পয়সা খরচ করিতে হয়, তাহা করিতে পারে, অতি নীচভাবে তাহার চাটুরি করিতে হয়, করিয়া থাকে, অতি কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে হয়, তাহাতে বিমুখ হয় না। রাজপুরুষেরা তিনবের সংবাদ রাখেন না, উপরের ক্রন্দন শুনিয়া কাতর হন, সুতরাং প্রজাদিগের প্রতি পক্ষপাতিনী হইয়া উঠে। সেই পক্ষপাতিত্বের কারণ বরাবর হইয়া আসিয়াছে। আমাদের ব্যবস্থাপকগণ জমীদার ও রায়তের সম্বন্ধে যখন কথোপকথন করিয়াছেন, তখনই প্রজার দুর্বিষহ করিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। রাজপুরুষেরা এরূপ যদি কেবল সেই প্রজার সুবিধার দিকে যান, তত নিষ্পক্ষ হইবার তাঁহাদের এক বলা আবশ্যক হইতেছে। [illegible] প্রজার সমস্ত এক লিখা জমী আছে, সে জমীদারকে ১ টাকা খাজনা দেয়, কিন্তু আপনি সে জমীর চাস আবাদ করে না অপরকে সেই জমী বন্দোবস্ত ৫ টাকা খাজনা দেয়। কিন্তু এখন যদি এই [illegible], গভর্ণমেণ্ট জমীদার সাহায্যে ঐ এক টাকার বেশী খাজনা দিতে হইবে না, সেটী যার পর নাই অন্যায় হইবে। এমন অনেক অধিকাংশ স্থলে বাড়ী কলওয়ালিসের বন্দোবস্তের জমীদার বা জমীদারী নাই, অনেক জমীদারের জমি বিক্রয় হইয়া বড় ক্ষুণ্ণায় ও চক্রান্তগত হইয়াছে। হাসিলা অনেকে বাকিতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জমীদার করিয়া জমীদারী ক্রয় করিবার পর, তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে। [illegible] এই আইনে প্রজাকে [illegible] হইয়াছে, উপরিক অত্যাচার ও বলপূর্ব্বক দখলী স্বত্ব নিবার উপায় করা হইয়াছে।

এইরূপে জমীদারদিগের স্বাধীনতার সঙ্কোচ করিয়া আনা হইতেছে। ইহার জমীক উদ্যোগ পক্ষে এক প্রকার বিড়ম্বনার বিষয়। [illegible] কাটিয়া কাটিয়া জমীদার শরীরে পুনঃ পুনঃ ছিটা না দিয়া এককালে একটী পাকা বন্দোবস্ত করা উচিত হয়। প্রজার চাস আবাদের [illegible] খরচা বাদ দিয়া তাহার সাত জমীদারের সাত ও গবর্ণমেণ্টের সাত আনিয়া সেই বন্দোবস্তটী করা কর্ত্তব্য। যদি সেরূপ ন্যায়ানুগত বন্দোবস্ত করা না হয়, এবং সাকাতে এক পক্ষের লাভের অপরের ক্ষতি, এ প্রকার পক্ষপাত দূষিত বন্দোবস্ত করা হয়, তদপেক্ষা কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করাই ভাল। যেমন আছে তেমনি থাকুক। জমীদারেরা যেমন স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তেমনি ভোগ করুন। তাঁহারা প্রজার উপর অত্যাচার করিতে না পারেন, সেই বিষয়ে কেবল রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আর তাহারা দুষ্ট হইয়া করিয়া রায়তের জমীদারের খাজনা বন্ধ করিতে না পারে, এবং জমীদার কর বৃদ্ধির নালিশ করিলে যাহাতে শীঘ্র তাহার নিষ্পত্তি হয়, তাহার একটী সদুপায় করা কর্ত্তব্য। এখন যে নিয়ম আছে তাহাতে কার্য্যের শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় না। উহাতে জমীদার ও প্রজা উভয়েরই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা সদ্ব্যবহার ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া সমভাবে কার্য্য করেন না, অনেক সময়ে দুরভিসন্ধিময়ী রাজনীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমাদিগকে এই কথা বলিতে হইল। যাহা হউক, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বিডন সাহেব এবিষয়ে যত্নবান ও সচেষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেছেন। [illegible] অনুমোদিক পাত্রে [illegible] আপত্তি হওয়াতে [illegible] একটী পাকাপাকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা দেখিলাম, উহিদিগের [illegible] ও [illegible] যাবার আপত্তি করিয়াছেন, এবং [illegible] সাহেব পুরাণ পাণ্ডুলেখা [illegible] পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সভা বিলম্ব করাতে করিয়াছেন। [illegible] এখন [illegible] দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে।

[illegible] এবার [illegible] সাহেবের [illegible] সাহেব এ বিষয়ে [illegible] করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সময় [illegible] তিনিই [illegible] করিয়াছেন। এখন [illegible] যে সহজ নয়, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। [illegible] বিডন সাহেব [illegible] করিয়াছেন। [illegible] লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর [illegible] সাহেব [illegible] পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এ সব [illegible] আছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। [illegible] কিছু করিয়া তাহা দেখিবার [illegible]।

১৮৮১ | ৮২ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত।

আমাদের নূতন রাজস্ব সচিব মেকর বেরিড সাহেবের লিখিত ১৮৮১।৮২ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধকারে সাপ ধরা গেল, আর এ বিষয়ে আমাদের কোন কথা বলাও সেইরূপ। রাজস্বসচিবেরা যেরূপ বলেন, আমাদিগকে সেইরূপ বলিতে ও শুনিতে হয়। রাজস্ব সচিবের যে ইচ্ছা বলিতে পারেন, তাহাতেও না সম্ভুষ্ট হইয়া বেরিড সাহেবের কার্য্য দ্বারা সমালোচন করিতেছে। আয় ব্যয়ের অধিকার কালেক্টর সাহেব হইতে হইয়া অবধি [illegible] হইতে রাজস্ব সচিব পর্য্যন্ত সকলেই [illegible] আসিতেছিলেন। আমাদের সমালোচনার বিষয় হইল, তিনি ইহার [illegible] করিতেছেন। তবে সমালোচনের বিষয় এই, বেরিড সাহেব কোন প্রকার নূতন কর উদ্ভাবন করেন নাই। এদেশের যে সকল অনাথা, তিনি তাহাদের উপরে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। ফলিমাতে ছেড়ি সাহেবের নাম রাজস্ব সম্বন্ধে চমৎকারিত্ব না থাকে, তিনি যাহাতে বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা পূর্ব্বোক্ত অঙ্কের আয় ও ব্যয়ের তালিকা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আয়।	টাকা।
[illegible]	
অন্য লভ্য কর	
অন্যান্য বিভাগ	
আবগারি	৩০৩১০০০০
ষ্টাম্প	৫২০০০০
প্রাদেশিক কর	৩৬১৭০০০০
বাণিজ্যের শুল্ক	৩৩১০০০০
লবণ	১৪৩০০০
অহিফেন	২৭৬৩০০০০
ষ্টেম্প	
রেজিষ্ট্রারি	
টেঁকশাল	৯০
ডাকঘর	
টেলিগ্রাফ	
অন্যান্য বিভাগ	
আইন ও বিচার	৬৭৪০০০০
	২১৬০০০০
	১৩০০০০০
শিক্ষাবিভাগ	৯৪৩০০০
চিকিৎসা বিভাগ	৪২০০০০
কাগজ কলম প্রভৃতি ও ছাপাখানা	৬১০০০০
পূর্ত্ত	৩৭৬০০০০
পেন্সন	৭১৫০০০০
অন্যান্য বিষয়	১৭১০০০০

পেনসিল	৭১৫০০০০০
টেলিগ্রাফ	৯০৩০০০০
অন্য পার্থিব ওয়ার্ক	৪৮৫০০০০
সাধারণিক অনটন	৮২১০০০০
সেনা	৮১৪০০০০
আফগান যুদ্ধে ইংরাজের আনুকূল্য	৩০০০০০০০
আফগান যুদ্ধের সাময়িক কার্য্যে আয়	৩১০০০০০
বিনিময়ে ক্ষতি	৪১৩০০০০
মোট	৭০৯৫১০০০০
ব্যয়	টাকা।
পূর্ব্বকৃত ঋণের সুদ	৯১৮৭০০০০
নূতন ঋণের সুদ	৯৭১০০০০
ঋণের ব্যয়	৭৪০০০০০
[illegible]	৭০৯৩০০০০
বনবিভাগ	৪৭১০০০০
আবগারি	৩৪০০০০
ষ্টাম্প	১৫০০০০
প্রাদেশিক কর	৩১৬০০০০
অহি	২০৭০০০০
লবণ	৯০৮০০০০
রাজস্বগণন	১৭৬৩০০০০
ষ্টেম্প	১১৪০০০০
রেজিষ্ট্রারি	১৮০০০০০
টাঁকশাল	
ডাকঘর	
টেলিগ্রাফ	৫৬০০০০
শাসন কার্য্য	১৫১৯০০০
অন্য অন্য বিভাগ	৭৫০০০০
আইন ও বিচার	১৭৪১০০০
পুলিস	৪৪৭১০০০
রাজনৈতিক বিভাগ	৭১৫০০০
শিক্ষা-বিভাগ	১০৪৩০০০
[illegible]	
চিকিৎসা বিভাগ	
কাগজ কলম প্রভৃতি ও ছাপাখানা	৫১৩০০০০
রাজনীতি বিষয়	১২৫০০০
পাদেয়াদি	১৪৪৭০০০০
অন্য প্রকার দান	১১৫০০০০
পেন্সন	৩৭৯৫০০০০
অন্য অন্য প্রকার	১৭১০০০০
চুক্তিফের সাক্ষাৎযোগ	১৫০০০০০০
রেলওয়ে	৭৮৩০০০০০
সীমা প্রদেশের রেলওয়ে	৭২০০০০০
জল সেচন	১৭৬৪০০০০
অন্য প্রকার পথলিক ওয়ার্ক	৪০৭১০০০০
সৈন্য	১৬৭৫০০০০০
আফগানস্থানের সাংগ্রামিক কার্য্যে	২২৭১০০০০
বিনিময়ে ক্ষতি	৩৪৭৫০০০০
প্রাদেশিক উদ্ভব	১১৪০০০০
মোট	৭০১২৬০০০০

আফগান যুদ্ধের ব্যয় ২.৬১২০০০০ টাকা অনুমান করা হইয়াছে।

রাজা প্রজার সম্বন্ধ।

সম্ভ্রান্তের যত উন্নতি হউক, এ সম্বন্ধে যে কখন বাধোপস্থিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। তবে পূর্ব্বকার অনভ্য প্রবলেরা বিস্পষ্টরূপে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিত, এখনকার সভ্য প্রবলেরা স্বার্থকানি মানকানি ও লোকলজ্জাভয়ে অবিস্পষ্টভাবে বিবিধরূপ উপায়ে অত্যাচার করিয়া থাকে, এই মাত্র বিশেষ। যুদ্ধব্যবসায়ী যাহাদিগের অত্যাচার করা অভ্যাস ও ব্যবসায় ছিল, তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অত্যাচার করিতে না পারিলেও পরোক্ষে অত্যাচারের অনুষ্ঠানে বিরত হইত না। আমাদের দেশে অত্যাচারের দুটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। বিষ্ণুপ্রতাপ পুত্র রাবণ একজন প্রসিদ্ধ অত্যাচারকারী। রামচন্দ্র তাহার কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু সে তাঁহার প্রিয়তমা জানকীকে হরণ করিয়া আপনার অত্যাচার প্রিয়তার প্রমাণ প্রদর্শন করিল। দুরাচারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অত্যাচার করিতে সাহস হইল না; কিন্তু দুরাত্মা যোগাসনে অভীষ্ট সাধন করিয়া জনকনন্দিনীকে উড়িয়ে এ কিনী পাইবা হরণ করিয়া লইয়া গেল। দুরাত্মা-তনয় দুর্য্যোধন আর একজন প্রসিদ্ধ অত্যাচারী। পঞ্চ পাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রাম দিয়া বিবাদের শান্তি করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে সম্বন্ধে পাণ্ডবদিগের উপরে অত্যাচার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না ভাবিয়া কপট পাশক্রীড়ার সৃষ্টি করিল। প্রাচীন গ্রীকেরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার করিয়া উৎসন্ন হইয়া গেল। যে রোম উচ্চতর সভ্যতা-সম্পন্ন বলিয়া প্রশংসিত হইয়া থাকেন, দুর্ব্বলের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ ব্যবহার ছিল, আমরা একখানি ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

"বিদেশীয় রাজ্যের সহিত রোমের যত সম্পর্ক হইতে লাগিল, ততই সেই সম্পর্ক জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। ততই তাঁহার সাম্রাজ্যিক নীতি বিকাশিত করিবার অবসর হইতে লাগিল সে নীতি এই—রোমের নিজের উন্নতি সাধন ও অন্য রাজ্যের উচ্ছেদ বিধান। রোমকগণ শান্তি

স্থাপন ও মৈত্রী বিধানের অভিপ্রায়ে আফ্রিকা গ্রীস ও আসিয়ার প্রেরিত হইত; কিন্তু উহারা তত্রত্য প্রদেশের মহা ভয়াবহ পক্ষপাতাচরণ করিত। তাহারা তত্রত্য রাজ্যের সমা ভিন্ন অন্বেষণ করিয়া তত্রত্য রাজা উৎপন্ন দিবার উপায় উদ্ভাবন করিত। তাহারা তত্রত্য রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ভারী যুদ্ধের বীজ বপন করিত। রোম কুবিলা করিলেই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিতেন। বিদেশীয় রাজপুরুষের মনের ভাবনা অভিসন্ধি বল সম্পন্ন, নানা প্রকার চাতুরী ও কৌশল করিয়া তাহাদিগকে নিস্ব ও অসহায় করিয়া তুলা হইত; আর, যাহারা স্বদেশহিতৈষী ও সাধীন, তাহাদিগের অধিক আপত্তির কারণ হলে, তাহাদিগকে দূরে পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তাহার পর সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অকীলসা পূর্ব্বক বধ করা হইত। রোম নিজ রাজপুরুষের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন যে নিজ ক্ষমতার মদে তাহারা দিগের কৃত অত্যাচার শুনিয়া তাহাদিগকে দণ্ড করিতেন। যে সকল কার্য্যে অনেক রাজা নিন্দাস্পদ হন, রোমাধিপতিরা সে সকল কার্য্যে নিন্দাস্পদ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাদিগের দৃষ্টি এরূপ সর্ব্বত্র ও উচ্চ ছিল যে, কোন প্রদেশে কিরূপ বিপ্লব হইতে থাকিত তাহা তাহাদিগের অগোচর থাকিত না। তাহারা কোন প্রদেশে কোন বিপ্লব উপস্থিত হইলেই সেই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া শাসন করিত। কোনকোন রাজা রাজপুরুষের প্রতি ইহাতে সমর্থ না হইয়া আত্ম প্রকাশন করিত। কোন কোন রাজপুরুষ। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে কিছু অধিক টাকা দিয়া বশীভূত করিত। কোন প্রদেশের অধিবাসীরা আপনাদের কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবার সমর্থনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলে, তাহারা প্রথমে কিছুই তাহাদের শুনিত না। শেষে সময় অনুসারে হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে শুনিত। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, রোম নিজে কোনদেশে না পাঠাইয়া নিজের কতক গুলি রাজা রাজপুরুষকে পাঠাইয়াছিল; কিন্তু এটী বাস্তবিক সমস্তুক নহে। রোম যখন যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বকই করিয়া ছিলেন। তিনি যাহা করিবার কথা বলিয়া করিয়া তাহার পর অন্য রাজার অভিপ্রায় অপেক্ষা করিতেন। তিনি যাহা সাধারণ করিয়া বলিয়া করিবেন, তাহাই তাঁহার কার্য্যতা গণ্য হইত। তিনি যে যে রাজার বিপক্ষে কথোপকথন করেন, সেগুলি অন্যথায় শূন্য হইয়াছিল। তাহাতেই যে সেই রাজার অন্তকাল সহজ হইয়া উঠে।"

সোমপ্রকাশ পাঠকবর্গ নিম্নোক্ত রাজনীতির সমালোচনা করিতেছেন, ইউরোপখণ্ডে অধিকল এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কি না, পাঠক একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। কথের অবতারণা প্রসঙ্গ ক্রমে আমাদের এ প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। কোন গবর্ণমেণ্ট বাহিরে এই সকোশল আর অবলম্বন করিয়া থাকেন, যে মহাআসিয়ার রাজ্য বিস্তার করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তর সাধন করিতেছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাজা বৃদ্ধি করিয়া নিজ প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া লইতেছেন। মহাত্মা নিকল মহাশয় রাজা ঘুলি অধ্যায়ন শুনা, তাহার কারণ হইতে এ সকলের সকল হইয়া উঠিতেছে। [illegible] কৌশলক্রমে বিস্তার করিয়া যে সাধারণ অত্যাচার করিতেছেন, সেইখানে লাভের বিষয় কারণ। রোমে আর ভাল বোলপুর এই, রোম যখন একবার করিয়া উঠেন, আর এক আকার পরিধানী নহে দিতেন না। কিন্তু ইউরোপে কথের পরিধানী রাজা আছেন। তাঁহা হইতে কিংবাবাদি একটি নিষ্ঠুর না হন, রোম হইতে কথনো যে আর হইবার নয়, তাহা হইতে কথনো হইতে পারে না। ইহা ঘটিবার সম্ভাবনা।

ইংলণ্ডাধিপতি কাউন্সিলের তাঁর পার্লিমেণ্ট সভার সমক্ষে কয় নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] তাহার পরে [illegible] বিষয়ে ঘুই কোম্পানী দাসী হইবার কথা, ঘুই ঘুই সমস্ত একটী সমস্ত হইবে কথা। [illegible] কাহিনী নাহার নামে ও [illegible] করেন। [illegible] বিষয়ে ইংলণ্ডাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ [illegible] মতলব। যাহা সাধারণ হয়। [illegible] এই সাধু সাধারণের তথা [illegible] অধ্যাপক [illegible] [illegible] কিন্তু বাহিনী সাধারণতা [illegible] আশা করিবার [illegible] যায়। [illegible] আমি ইংলণ্ডাধিপতি আমাদের [illegible] করিয়াছেন কিনা তাহাতে প্রতিবাদিনী [illegible] দেখিবার করিবার চেষ্টা পাই। কিন্তু সাধারণ বিষয়ে অনুবিধা হওয়াতে প্রতিবাদিনীর এইটি বাহিনীতে অধ্যাপক হইতে [illegible] করিবার আবেদন পাঠাইয়াছেন, তখন [illegible] সাহেব ইংলণ্ডে [illegible] অনুরোধে [illegible] মাই এবং [illegible] অধ্যাপক হইতে [illegible] [illegible] কিন্তু তাঁহা ইংলণ্ডাধিপতি সাহেবকে [illegible] নিতান্ত [illegible] করিলে তিনি [illegible] একবার আবেদন দেন। [illegible] [illegible] বাহিনীর [illegible] [illegible] চিরদিনের [illegible] প্রবেশ করিয়া [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

...ছেন। এক এক ঘর অন্ধকারের আড়ালে স্নান করিয়া ...স্তুত শাস্ত্রের বিধান উল্লঙ্ঘন সাধন করিয়াছিলেন। ...এখন সে উৎসাহ ভাবের পরে লোপ হইয়াছে। ...উৎসাহ চিরকাল সমভাবে পরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ...এখন যদি হিন্দুরা আপনাদের উচ্চ ও উদার ভাব স্মরণ করেন, তবেই তাহার রক্ষা, নতুবা কিছু রক্ষা হওয়া সুকঠিন। কবি সভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি ... অন্য শ্রেণীয়েরা অধিকার পাইবেন। ...সম্মুক গ্রন্থের উৎসর্গ সাধন করে ... ও অনুবাদাদি করিয়া সম্বন্ধ ... সংস্কৃত সাহিত্যের ... ও উপদেশ করিয়া উহার ... করিয়াছেন। ইহার ... কি আর আছে? ... তিনি ... ইহার ... করিয়াছেন তাহা ইহাই যে ... ও মধ্য ... এবং ... কালিদাসাদির অনুকরণ ... কোনও গুরুর মন্ত্রণা ... নাই।

...ধ্যায়ী অক্ষয়চন্দ্র আলীপুরের ...ট্রাক্টি ... সাহেবের অতিরিক্ত ব্যক্তিগতাধীন ... এক একজন অধ্যাপক সংস্কৃত অধ্যয়ন ... ...ড়িয়া চতুষ্পাঠী করিয়া গেলি ...ছেন, যাহারা ...ধিয়া সংস্কৃত হইবার অনেকগুলি অর্থপোষক সভা করা ...হইয়াছে। তিনি এতদ্বিষয়ে একটী ...কলিসন করিয়া বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা ...ছাত্রদিগের নিকট যে অধিক ... করেন, তাহাতে আইন অনুসারে সাহায্য করিতে না পারাতে তিনি ...তাহার মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ...ার স্বভাব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যথার্থই ...ীর পথে এরূপ কার্য্য করা পর পর দাঁড়াইয়াছে। মন্তিক্ষ যে অধিক ব্যবহার করিয়াছিল তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাকে ...ট বলা যাইতে পারে না। পীড়ে বলিয়াছেন, মন্তিষ্কের ব্যবহারে তিনি ...ক হইয়া কষ্ট বলিয়াছিলেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ...আপনি গ্রাহ্য করা যোগ্য বিবেচনা করেন ...: যে নূতন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেছেন এমন নহে, অন্যত্র তাঁহার নাম লোকের ক্রোধের ...ন হওয়ার পর নাম অনাম্য। গবর্ণমেণ্ট ...ন যে অন্যের নীল নাম হইয়াছে যদি ...তাহার কোন বিষয়ে ক্রোধের ইচ্ছা হয় তাহা ...লে তিনি তাহাতে বিচলিত না হন, তিনি ...ত বলিয়াছেন অন্যের নীল যদি আপনার পদের ...ক কার্য করিতে না দিবেন তাহা হইলে ...পরার অফেণ্ডিং-ইন্ট্রুমেণ্টের পদের ন্যায় ...কতর ...ব্দ ও ইহার কার্য্য রাখিতে সমর্থ হইবেন না। ...গবর্ণর এইরূপ মিষ্ট উপদেশ দ্বারা এই-...ন ...ও ৬৬নী বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে আর কতকাল ...ন ... রাখিবেন?

ইউরোপীয় সমাচার

বুধবার ২৮ এ মার্চ্চ। ...মেবার ...সভা ...ছাত্র ...করা ...পাঠ ...

...২৯ এ মার্চ্চ। ...সাহেব ...কগুলি ইংরাজকে ...ইয়া একটী ...সম্পন্ন ...

...৩০ এ মার্চ্চ। ...সাহেব ...মেণ্টে ...সংখ্যা ...সংখ্যা ...কথা ...

...৩১ এ মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

এপ্রিল ১লা। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩১শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে জুলাই। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে আগষ্ট। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে সেপ্টেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে অক্টোবর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে নবেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে ডিসেম্বর। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে জানুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে ফেব্রুয়ারি। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে মার্চ্চ। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে এপ্রিল। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২০শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২১শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২২শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৩শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৪শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৫শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৬শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৭শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৮শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২৯শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩০শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩১শে মে। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১লা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

২রা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৩রা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৪ঠা জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৫ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৬ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৭ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৮ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

৯ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১০ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১১ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১২ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৩ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৪ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৫ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৬ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৭ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৮ই জুন। ...সাহেব ...ইয়াছে। ...

১৯শে

সামগ্রী লইয়া বিক্রেতেন। ইহাঁর অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন কি না গবর্ণমেণ্ট সে সংবাদ পান নাই।

ডুবে যাওয়া লোকদের উদ্ধার করিবার যে নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার পরীক্ষা হইয়াছে। সেই নৌকা অনেক লোককে উদ্ধার করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ সালে মার্চ মাসে ২৭৮৭৫০০০ টাকা ট্রেজরিতে জমা দিয়াছেন। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে ২৭৫০০০০০ টাকা জমা হইয়াছিল।

১৮৭৭ সালে ৩৫৫৩২৫০০০ টাকা আমদানি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৩৭৮৫০০০০০ টাকা আমদানি হইয়াছিল।

আফগানিস্থানের সংবাদ।

ইংরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ী হইয়া আফগানেরা শিক্ষার্থে গবর্ণমেণ্টে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমিরসাহেব তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিয়াছেন। তাহারা আমিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আমির তাহাদিগকে [illegible] করিয়াছেন। [illegible] আমির সাহেব [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] আমির [illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] করিয়াছেন। [illegible] করিয়াছেন।

[

থাকে পাঠিলাম। ক্রমশঃ আলা আলা হবে চারিদিক প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগ ভঙ্গ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম একি? তিনি উত্তর করিলেন, এ নববিধান। আমি হাসিয়া উঠিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন "হাসিবেন না, একি নববিধান নয়? ইহাতে খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সার লইবেন আমার সমাজে হিন্দুধর্ম্মের অবশ্যগ্রাহ্য সারভাগও রক্ষা হবে, আর মহম্মদীয় ধর্ম্মের সুধার সুধার আরও অনেক দূরে। এ যদি নববিধান নয়, তবে কি?"

বিগত ২৮ এ মার্চ্চ [illegible] সাহেব বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহ আচার্য্যের সুখ্যাতি ও প্রশংসা করিয়া লোকে বলিয়াছিলেন বলিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] করিলেন সহজে হন নাই। [illegible] তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া [illegible]

আমরা শুনিয়াছি, চুঁচুড়ার অন্তঃপাতী সিমলিয়া গ্রামে লোক সংখ্যা অতিশয়কালে যাহারা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন তিনি হইতে পারা সংখ্যা হইয়াছিল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১২ মার্চ্চ মাজুরের সিনিয়ার সাহেব স্থানে দুটি কল্প হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে ক্ষেত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। কার্য্যকারণের মধ্যে এই ক্ষেত্রটির সম্বন্ধাবেশ স্থাপন করিয়া গণনার করিবে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট ঐ ডিসেম্বর ৬৬ অনুসারে সিদ্ধান্তসন সাহেব কার্য্য করিতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। ইঁহার অবসর গ্রহণের কাল, বাঁহারা ও ঔকীলগণ সমবেত হন। এই দিন কালেক্টর সিয়োর কালেক্টর [illegible] কার্য্য পাঠশালিকা লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে পরিচালন নামক [illegible] প্রদত্ত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ঐশিকে মেব বাহাদুরকে অতিরিক্ত প্রতিনিধি ও [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন।

১২ ই মার্চ্চ পারস্যে ৩ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। উক্ত দিবস আ [illegible] ভূমিকম্প হয়। আফগানি স্থানের অনেক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বিলাতে শীঘ্রই একটী কাগজের কল হইবে। [illegible] সম্বাদে কিন্তু নিন্ন করিয়া কাগজ প্রস্তুত হবে।

[illegible] পথের পশ্চিম [illegible] নিয়া টুমেরুথে [illegible]

ডিসপুরে ট্রামওয়ের দুর্ঘটনার বিষয় প্রকাশ হওয়াতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সুবরার প্রাতে স্বয়ং তাহা পরিদর্শন করিয়াছেন।

মান্দালে হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাইক অ নায়ক স্থানে প্রস্তুত দিবাভরার সৈন্যদিগের সহিত সাদিগের [illegible] আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবাদের সৈন্যগণ বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত পরাজিত হইয়াছে।

ন্যাসনাল লেপার বলেন " আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব আগামী ৩০ এ ডিসেম্বর কর্ম্মত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে চলিয়া যাইবেন।

সার সিসিল বিডনের অশ্ব প্রতিমূর্ত্তি আনিয়াছে। সেনেট সভায় উহা রক্ষিত হইবে।

কল-সম্রাটের ট্রেকনলজিকাল সোসাইটীর সভ্যেরা বাবু [illegible] দিয়া তাহার ডালাইনা [illegible] করিয়াছেন। ইহা বড়ের উপর দিয়া কাগজে প্রস্তাবের নাম রাখিবে। তাহাতে খানিক শব্দ পাইলে আরো ও নীরব [illegible] হইবে।

এই প্রদেশ ডাকার প্রস্তুত মন্তিষ্কাধের নিকট [illegible] নামক স্থানে প্রস্তুত করিয়া এক চমৎকার পদার্থকে ধরা করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অনাদর কমিশনর ও পুলের কীর্ত্তিকলাপের বাবু [illegible] প্রস্তাবক [illegible] সাহেবদিগের পদত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অতিশয় কর্ম্মপটু ও দক্ষ লোক ছিলেন।

[illegible] পুরো [illegible] কলিকাতা [illegible] বিউনিসিপালিটীর [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন এবং [illegible] নিয়ম [illegible] বাবু [illegible] করিয়া বিষয়ে [illegible] করিয়াছিল। এই [illegible] অধিক [illegible] হইয়া [illegible] একটী [illegible] হইয়া [illegible] হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমোদার [illegible] নরবের [illegible] সাহেবদিগকে বিনা [illegible] তিন লক্ষ টাকা ৬৬ বিলাত সাহায্য করিয়াছেন।

আমরা [illegible] গ্রামবাসীর [illegible] শুনিয়াছি, [illegible] [illegible] নিবাসী ইউচরণ [illegible] নামক এক ব্যক্তি " [illegible] ডেপুটী কালেক্টর সাহিত্য [illegible] নিকটবর্ত্তী কয়েক খানি গ্রামে [illegible] হয় ও প্রত্যেক ঘরের ঘরে এক টাকা এবং [illegible] দুই টাকার [illegible] দিয়াছে এই বলিয়া টাকা আদায় করে যে, " সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব প্রত্যেক গ্রামে [illegible] হইবে ১।১ জন বলিষ্ঠ পুরুষকে ঐ কার্য্যের জন্য প্রদান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ পুরুষ প্রদানে অসমর্থ হইবে, তাহাকে অবস্থানুসারে এক টাকা ও দুই টাকার হিসাবে টাকা দিতে হইবে।" কৃত্রিম ডেপুটী কালেক্টার বাবুর মুখে গবর্ণমেণ্টের এই [illegible] আজ্ঞা শুনিয়া অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকী বাক্তি মাত্রেই অসম্ভব ভীত হয়, সুতরাং সকলেই এক টাকা ও দুই টাকার হিসাবে [illegible] দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে। অনন্তর এই সম্বাদ সাধারণের ডেপুটী বাবুর কর্ণগোচর হইলে, পুলিস [illegible] ব্যক্তি [illegible] ঐ গ্রামে ডেপুটী [illegible] [illegible] করিতে [illegible], কিন্তু একটী মন্ত্র [illegible] ডেপুটী কালেক্টারের [illegible] [illegible] [illegible]

গবর্ণর জেনেরল কারখানা সংক্রান্ত আইনের অনুমোদন করিয়াছেন। ১ লা জুলাই হইতে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

২৮ এ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ঠাকুর আইন অধ্যাপক হইলেন। আগামী ১ লা সেপ্টেম্বর হইতে ইনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

ইংলণ্ডের আর একটী বেশ ধনী বৃদ্ধা এক বিংশতি বর্ষ বয়স্ক এক যুবকের পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন।

আমরা আমেরিকার এক ইউরোপ ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম, তিনি ভ্রমণকালে একদা লেউপিটার্সবর্গে উপনীত হইয়া দেখিয়াছেন, কয়েক কটকগুলি সিবিল সার্বিদোষবিদূষণ বেহারী যুবক সভিল অবধাপ একাদশী করিবার নীতি প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা নিরম্বু উপবাস করিবেন কি না তাহা স্থির হয় নাই।

আগামী ফাল্গুন মাসে লণ্ডনে উপাধি পরীক্ষা দিবার জন্য পিলগ্রামস্থ সর্বোচ্চোপাধি ধারী শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন করায় তাঁহারা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত প্রকার আবেদন গ্রাহ্যের যে প্রস্তাব করেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া অনুমতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের বিবেচনার জন্য এই বিষয়ে প্রস্তাব করেন। তাঁহারা এতদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, যে কোন বালক অথবা শিক্ষক অনেক দিন কোন কালেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন সিলকাইট পরীক্ষা দিয়া যদি তিনি বিলাতের উপাধি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া তথা হইতে প্রশ্ন আনাইয়া এখানে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

ডিসেম্বর ট্রিমেষ্টরে চন্দননগরে লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। মিউনিসিপালিটী এরূপ জনরব শুনিয়া রাস্তাগুলি ট্রিমেষ্টরে ঢালাইবার আদেশ দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এখন নানা প্রকার দুর্ঘটনা হইতেছে, সামান্য দুর্ঘটনাগুলি উল্লেখ ও সাময়িকগুলি পুলিসের কর্ণগোচর হইয়া থাকে মাত্র। যাহা হউক, এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটী সাবধান ট্রিমেষ্টরে কোম্পানি সতর্ক না হইলে ক্রমে আরও ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে।

আজ কাল আমরা যে সিমোনার কথা শুনিতে পাই, ১৬৩৬ অব্দে ইহাদের এক ব্যক্তি ইহার আবিষ্কার করিয়া ইহার ঘড়ি কাউণ্টেস সিম্বনের অনুরোধে ও কোনক নামক ঘড়ি নির্ম্মাতার সমূহ আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগের নিকট হইতে আদায় সামগ্রী লইতেছে, যে আপত্তি করিতেছে তাহারই সাত দিনই হইতেছে। বাসিন্দারা তাহার প্রোকেশ অতি সামান্য আদায় দরের বিনিময়ে আপনাদিগের মূল্য কলাদিগকে বিক্রয় করিতেছে। কালক্রমে দিগের অনেকে মৃত ঘোড়ের অস্থি চূর্ণ করিয়া শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। গ্রামবাসী ধারা পরিবারে করিয়া সাইবিরিয়া প্রদেশে স্থানে পাঠাইয়া দিতেছে। কশ গবর্ণমেণ্ট এদিকে রাজা দৃষ্টি প্রদানে মনঃ সংযোগ করিতেছেন।

কলিকাতায় এক ব্যক্তি আমাদিগের নিকট নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন। "একটি কোম্পানির অংশ ক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে শীঘ্র পত্র লিখিবেন। নতুবা ইহার অংশীদিগের নিকট অংশ বিক্রয় করিতে পারিব না। কিন্তু যে কারণ ইহার বিক্রয় হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব না। কোম্পানির কার্য্য বেশ চলিতেছে। ইহার অংশীদিগের মধ্যে কেহই ইহার অংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন না। ছোটখাটো, কাঁসারি পাড়া, বিরির বাগান, বিশেষতঃ শহরের নানা স্থানের নানা দোকান পাড়া কয়েকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কয়েকটি কারণ অনুভব করিতেছি। কারণ নির্দ্দেশ করা হইলে এই স্থানে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। তাহা আমরা ইচ্ছা করি, কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা কোন বন্দোবস্ত করিবেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোন কথা বলিবার আবশ্যক করে না।

কলের জল প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় জলের জন্য কলিকাতায় কতকগুলি পুষ্করিণী খনন করেন। এক্ষণে সেই সকল পুষ্করিণী অবহেলায় অযত্নে পড়িয়া থাকে। কলুসা হোন কাহারই কার্য্য নাই। এদিকে কলার চাষের অনেক ক্ষতি হইতেছে। সাধারণ লোকের স্নান নিষেধ করা নয় না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহার সংস্কার করিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। এবং কলের জলের অনেক লাঘব হইতে।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোক আগামী ১লা মুহরম উপলক্ষে ঢাকা নগরীর লোকে, এবং অনেক দূরস্থ হইতে আসিয়া তাজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। তাজিয়ার উপরে একটী অত্যাচার করিতেছে, যে নিমিত্তই কয়েকজন ভদ্রলোকে স্বয়ং সৈন্যের আদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের উপায় দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুলিসকর্ম্মচারিগণ এসকল অত্যাচারের কথায় কর্ণপাতও করেন না।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

[illegible]

হাবাবিয়াবের কমিটে [illegible] এই [illegible] সংক্রান্ত [illegible] হইবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [

কলিকাতা হইতে পশ্চিমে যাইবার কালে অথবা পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসিবার কালে, বিদেশীয় লোকেরা এখানকার বৃষ্টীর মাঠে বিশ্রাম করিবার কারণ ঐ স্থানে অবতরণাদি করিয়া সেই স্থানেই মলত্যাগ করিত। এজন্য ঐ স্থানবাসী ও সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার ভয়ে আমাদের মাননীয় মিউনিসিপাল কমিটীর অধ্যক্ষ সি, সি, ডুমেল সাহেব কৃপা করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী পাকা পায়খানা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, সকলেই বিনা ব্যয়ে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

হুগলীর অধীন গড়বাটীতে গঙ্গাধর কণ্ডু নামক এক ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যবহার চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া প্রমাণাভাবে কিছু করিতে না পারায়, এত দিবস সহসা কলহ উপস্থিত করিয়া "এমনি" নৃশংসরূপে আঘাত করিয়াছে, যে তাহার প্রাণের আশা নাই। আঘাতকালে ঐ ব্যক্তির নাবালক পুত্র তাহার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতেছিল, আঘাত বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! তাহাকে আঘাতকালে ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় ঐ শিশুর নাসিকার উপর প্রচণ্ড আঘাত করায় বালকটীর আর জীবনের আশা নাই! এক্ষণে উভয়েই চুঁচড়ার হাঁসপাতালে আছে, এবং ডাক্তারেরা যত্ন করিয়া হাতে আছে।

সিউড়ি।

সিউড়ি বা সিউড়ি বীরভূম জেলার সদর ষ্টেশন। গবর্ণমেণ্ট কাগজপত্রে ইহা "সুরি" বলিয়া লিখিত হয়। এখানকার নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন সিঙ্গিয়া এখান হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইতিপূর্ব্বে বীরভূম জেলা বিস্তৃতায়তন ছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত সাঁওতাল পরগণা একটী পৃথক জেলা হইয়া ডুমকায় সদর ষ্টেশন হইয়াছে, পরে সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া সেই শোণিত মাংসে বর্দ্ধমান বর্দ্ধমপুর ও ভাগলপুরের পুষ্টিসাধন ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহা একটী ক্ষুদ্র (বি) শ্রেণীর ষ্টেশনে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে এ জেলার জল বায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ছিল। এখন আর সেরূপ নাই। সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাবে এই ক্ষুদ্র নগর সিউড়িতে চারটী ঔষধালয় নির্ব্বিঘ্নে চলিতে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডাক্তার চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ লোক আরোগ্য দান করিতেছে। সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর ডি,সি,রায় এখানে বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছেন। ডাক্তার চিকিৎসালয়ের আসিষ্টাণ্ট বাবু রবিমোহন ভট্টাচার্য্য একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালী ও যত্ন দেখিয়া এখানকার প্রায় সকলেরই তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছে।

এ জেলার বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্য এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হইতেছে না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। কুসুমপুর ডেপুটী ইন্সপেক্টার বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বহু পরিশ্রম ও শিক্ষাকার্য্যে আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমরা সুখী হইয়াছিলাম, বিদ্যালয়গুলির ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কমিশনের বর্ত্তমান ডেপুটী ইন্সপেক্টার বাবু সকল পীড়িত, অকর্ত্তব্য-সাধনে ইচ্ছা সত্ত্বেও অশক্ত। তাঁহাকে নিযুক্ত থাকিতে দেখি, এবং তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় অতি নিকট হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও তাঁহাকে লইয়া বড় পীড়াপীড়ি করেন না। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে তাঁহার শীঘ্রই অবসর লওয়া উচিত। সিউড়ি বঙ্গবিদ্যালয়টী তত্ত্বাবধারক কমিটীর অধীন। এখানকার প্রধান প্রধান ভদ্র লোক ঐ কমিটীর সভ্য, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এ বৎসর উহার শিক্ষাকার্য্য ভাল হয় নাই। আসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর ব্রজমোহন বাবুও তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গত ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার ফলও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মন্দ হইয়াছে।

এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয়টী এখানকার ও বিদেশস্থ যাঁহারা এখানে পদার্পণ করেন, তাঁহাদের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রধান শিক্ষক বাবু শিবচন্দ্র সোম শিক্ষাকার্য্যে একজন অসাধারণ ক্ষমতাবশালী পরিশ্রমী ও পারদর্শী ব্যক্তি। বলা বাহুল্য যে কেবল তাঁহার নিরন্তর যত্নই ইহার উন্নতির একমাত্র কারণ। এ বিষয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবাস্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। গত কলা এডুকেশন কমিটীর অধিবেশনে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার রিপোর্ট পঠিত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুপস্থিতিতে ডাক্তার জি, সি, রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেক্রেটরি শিবচন্দ্র বাবু এবং মেম্বরগণ বিলমরি বেকেয়ন সাহেব, বাবু মদনগোপাল সিংহ; বাবু মনকৃষ্ণ ঘোষ ও বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সাধারণতঃ পরীক্ষার ফল ভাল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিতের অধ্যাপনা কার্য্যে শৈথিল্য জন্য পঞ্চম শ্রেণীর বালকেরা সম্বৎসরে বাঙ্গালাব্যাকরণ কিছুমাত্র শিক্ষা করে নাই ও ঐ শিক্ষক প্রায় প্রতি বৎসরেই ঐরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া কমিটী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সাহেব ইন্সপেক্টারকে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করা এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাকার্য্যে ঐরূপ অমনোযোগী হইলে তাঁহার কন্ধ স্থায়ী থাকা বিবেচনাধীন হইবে বলিয়া পণ্ডিতকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতি শীঘ্র বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইবে।

এ জেলার প্রধান জমীদার রাজা এমবজন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর। তাঁহার পুত্র সম্প্রতি এই ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি এবার রাজা বাহাদুরের এ বিদ্যালয়ে শুভ দৃষ্টি পড়িবে।

নূতন সব জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এখানে আসিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি এই জেলার মহকুমা বুলন্দশহর করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি এবারও সেইরূপ যশস্বী হইবেন।

সিউড়ি বীরভূম—১২ ই চৈত্র।

শান্তিপুর।

(২৪ এ মার্চ্চ। ১৮৮১)

গত ১৯ এ মার্চ্চ শনিবার এখানে যে একটী মিউনিসিপাল সভাধিবেশন হয়, সেই সভার স্থানীয় প্রায় যাবতীয় মিউনিসিপাল কমিশনর ও চেয়ারম্যান বাবু রামচরণ বসু মহাশয়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'সভার' কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমতঃ ১৮৮০। ৮১ খ্রীঃ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত পাঠিত হইয়া সকলের অনুমোদিত হইল। তৎপরে মিউনিসিপাল সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনার্থ কমিশনর বাবুদিগকে মত দিবার অনুরোধ করা হইল। ইহাতে কমিশনর বাবু মধুসূদন গোস্বামিক ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সমুদয় কমিশনর উপস্থিত আফিসের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে সম্মত হইলেন। ইহাতে সভাপতি ডেপুটী বাবু উমাচরণ সমুদয় কমিশনরকে ধন্যবাদ করিলেন, বর্ত্তমান সহকারী বাবু মহেশচন্দ্র রায়ের পদে ও মিউনিসিপালিটীর সংস্থাপন হওয়া অবধি (এই বৎসর ভিন্ন) বাবু অনন্দময় মৈত্র মহাশয় প্রতিপালুকের ন্যায় তাহার সহিত সহকারী সভাপতির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ঐ পদে পুনর্ব্বার নির্ব্বাচন করা কেন না হউক? এতদুত্তরে একজন নূতন কমিশনর বাবু কহিলেন, আমরা আনন্দময় বাবুকে কেন পুরস্কার মনোনীত করিলাম না, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি, অতএব আমাদের "মত" লইয়া কার্য্য করাই আইনের অনুমোদিত। কমিশনর বাবুর এই যুক্তিযুক্ত উত্তরে অগত্যা সভাপতি বাবুকে নিরুত্তর হইতে হইল। বাবু পরমার্থ মুখোপাধ্যায়ই ১৮৮১। ৮২ খ্রীঃ অব্দের জন্য আমাদের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইলেন;

কিন্তু উহা কলিকাতার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমোদন সাপেক্ষ। এস্থলে বলা আবশ্যক যে বাবু একজন নূতন কমিশনর। তিনি কমিশনর হইয়া অবধি একাল পর্য্যন্ত অনুমান ১১১ টি মিউনিসিপাল সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এমন অবস্থায় একজন পুরাতন কমিশনরকে সহকারী সভাপতির পদ প্রদান করা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

এক্ষণে প্রতি বৎসর যখন ডাইরেক্টরের পরিবর্ত্তন প্রথাটী প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, তখন প্রতি বৎসর কিম্বা তিন বৎসর অন্তর কেন কমিশনর পরিবর্ত্তন হউক না। মিউনিসিপাল আইনে ঐরূপ বিধান আছে, কিন্তু আমরা কস্মিনকালেও কখন কমিশনর পরিবর্ত্তন হইতে দেখিলাম না। মিউনিসিপালিটীর সংস্থাপন অবধি একাল পর্য্যন্ত কোন কোন অনিবার্য্য কারণ নিবন্ধন ১। ২ জন কমিশনর পরিবর্ত্তন হইয়াছে; নতুবা প্রায় সমুদয় কমিশনর বাবুই যেন পুরুষানুক্রমে ঐ পদগুলি ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমানকার মিউনিসিপালিটীর প্রায় সমস্ত টাকা পুলিষে গ্রাস করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত রাস্তা, ঘাট, সংস্কার অথবা সাধারণ হিতকর অন্যান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না। বিদ্যা শিক্ষার ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু এক্ষণে উহা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রায় অনেকেই লালায়িত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন কি, বিদ্যালয় সম্বন্ধে এক কমিশনর বাবু করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রতি বৎসর বাজেট পাশ করিবার সময় আপত্তিসূচক [illegible] থাকিয়া থাকে; মিউনিসিপালিটী আসিয়া [illegible] করেন। ঐ অজুহাতে [illegible] স্বার্থপর ব্যক্তির চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ইহা কিন্তু ভাবের বিষয়। এখানে গ্রীষ্মের সময় জলের যে কষ্ট হয় তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ কষ্ট নিবারণ করিবার উপায়ান্তর নাই। এই দুটী আবশ্যকীয় সাধারণ হিতকর বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিতে মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুরা কেন যে কুণ্ঠিত হয়েন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহার পরের অর্থ ব্যয় করিবার অধিকার না থাকাই ঐরূপ অনুকূলতার কারণ। এখানে যদি একটী করদাতৃসভা থাকিত ও মিউনিসিপালিটীকে যদি "ইলেক্টীভ বিডিং" আইন নিবন্ধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকিত, তাহা হইলে [illegible] বড়ের ন্যায় হইতে পারিত না, অন্যথায় আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এখানকার কমিশনরগণ যেন এ প্রস্তাবিত দুটী বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী হন।

কমিশনর বাবু মধুসূদন প্রামানিকের কলাবে ও লাইসেন্স টাক্সের স্থলে ৯৫০৲ টাকার মিউনিসিপালিটীর মান সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে, নতুবা তথাকারে উহা এত দিন হইতিহা হইয়া পড়িত, কিম্বা হাউস টাক্সের রেট্ বৃদ্ধি করিয়া নিরমিত ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইত, কিন্তু উপরোক্ত গুড়ের গাড়ীর লাইসেন্স বাবুরা টাকায় সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে, এজন্য অনেকেই এখন আপন আপন বেতন বৃদ্ধির তদ্বির করিতেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গুড়ের গাড়ীর আমদানী রপ্তানী নিবন্ধন যে সকল রাস্তার বিকৃতভাব ঘটিয়া পড়িয়াছে, তৎসমস্তের সংস্কার কার্য্যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে কাহারও ইচ্ছা নাই। বলা বাহুল্য।

গত ২০ এ মার্চ্চ রবিবার পুরাতে স্বামীর পুলিসের হাজত ঘরে খুনে নিকারী নামক একজন আসামী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সংবাদটী প্রচারিত হইলে অনেকেই সন্দেহ করিল যে, পুলিষের কৌশলে ঐ ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে। সব ডিভিজনাল মেষ্টিক ডাক্তার বাবুর রিপোর্টে প্রকাশ যে আসামী খুনে নিকারী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পর দিন প্রত্যূষে ঘটনাস্থলে আগমন পূর্ব্বক যে স্বামীর জবানবন্দী করেন, তাহাতেও "উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা" প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আসামী খুনে নিকারীকে চোর সন্দেহ ক্রমে হেড্ কনষ্টেবল ধৃত করিয়া আনে ও তাহাকে হাজতে রাখে। উহার আত্মীয় কুটুম্বেরা জামীন হইতে আইসে, কিন্তু হেড্ কনষ্টেবল জামীন লইতে সম্মত হয় না। অনন্তর রাত্রি ১০। ১১ টার সময় ঐ আসামী চুরী স্বীকার করে, এজন্য অপরাধ মালের অনুসন্ধানার্থ একজন কনষ্টেবল তাহাকে লইয়া ঘটনাস্থলে যায়, কিন্তু মালের কোন কিনারা না হওয়াতে পুনর্ব্বার তাহাকে হাজতে আনিয়া রাখে। পরদিন প্রত্যূষে ঐ একজন আসামীকে বাহির করিয়া সব ইন্সপেক্টর বাবুর সম্মুখে লইয়া যায়, কিন্তু তিনি "তাঁহা একবার" বলিয়া উহার কথায় অবিশ্বাস করেন। উপস্থিতকারী হেড্ কনষ্টেবল তাহা ও পুনর্ব্বার হাজতে পুরিয়া রাখিয়া অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়, ইতিমধ্যে আসামী স্বীয় পরিধেয় বসন ছিঁড়িয়া ও তাহা পাকাইয়া হাজত-ঘরের খানলায় উদ্বন্ধনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। ঐ সময় পুলিষের সমুদয় কর্ম্মচারী থানায় উপস্থিত ছিলেন ও আসামী গোপাল সেখ কনষ্টেবলের পাহারায় ছিল। খুনে নিকারীকে চোর বলিয়া ধৃত করা হয়, কিন্তু তাহার নিকট অপহৃত মাল পাওয়া যায় নাই ও যে বাটীতে চুরি হয়, সে বাটী তাহার নামেও। যাহা হউক উপস্থিত কোন সন্দেহ করা নাই, বরং তাহাকে জামীনে খালাস করিয়া লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ হেড্ কনষ্টেবলের উপাসনা করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই আসামীকে ছাড়াইয়া আনিতে পারে নাই। এই ত গেল ঘটনার আসল কথা, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, আসামী খুনে নিকারী কেন আত্মহত্যা করিল? পুলিস কি উহাকে হাজতে মারিয়া ফেলিয়াছিল? না সে কোন হইতে বলিয়া মানের ভয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিল? যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় ঐ ঘটনার খুব খুঁটিনাটি "জুডিসিএল এন্‌কোয়ারী" হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা কখনই উহার রহস্য বিবৃত হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবডওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোমপ্রকাশ ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পার্শ্বে দেখিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপনের প্রতি পংক্তি ১০ আনা, তাহার পর ১০ আনা; ১০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের

ডাক্তার বাবু সীতানাথ দত্ত ৩ ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৪ নং বাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসাবাণিজ্যকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোককে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোককে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৪ নং বাধাবাজার

কলিকাতা।

যিনি এক বিন্দুমে অনায়াসে স্ত্রীবাস্থার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য করণ ও আত্মকৃতসঙ্কল্প অবগত হইয়া দুই মাসে আয়ুজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে সেইচ পত্র দ্বারা জানাইলে কিরূপ বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ

শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাধিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮৮ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

নবীন অরদোহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার সামান্য, অনেকক, গঠনী, অন্তর্গঠনী, সুতিকাগঠনী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপদংশ থাকুক ৩দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারেরা এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১২ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ১০, টাকা। পার্শ্বিক ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বল্যবাসসম্পন্ন মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত আর ও সম্পূর্ণ মাত্রা নিগমন এবং প্রস্রাব দ্বারা অস্থির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অম্লতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সমূহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতার ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা পার্শ্বিক ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভপাতের জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুস্নিগ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক শিশির মূল্য ৩ টাকা। পার্শ্বিক ৵০ আনা।

ফুরারি কমায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুবৃদ্ধিজ জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেরুদণ্ডীয় জ্বর, বিশেষতঃ কুনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল প্লীহা শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। পার্শ্বিক ৵০ আনা।

উহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এই কল সুযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু গুণ প্রদ ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাতরোগ শমিত হয়। যথা মূর্দ্ধা বাত, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, স্নায়ুর দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কুশতা কাশরোগ, সন্ধিকম্প নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ একবালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের পুষ্টিতা ও বলিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী ঔষধের মূল্য ৩ টাকা নিতে হয়। ১ শিশির মূল্য ৩ টাকা পার্শ্বিক ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরিউক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দয়াময় বসু, এম এম ডি

" কেদারনাথ মিত্র, " "

বাবু অমৃতলাল বসু ডাক্তার এল, এম,

" ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

" নরেন্দ্রনাথ সেন অনরেবল মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যচরিত গোস্বামী, চরিতাবলি সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সমর ঔষধালয়।

কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট, শিবনিবাস বাজারের একটু পশ্চিম ১৯৮ নং বাটী।

বিনা মূল্যে বিতরণ

" বঙ্গোপনাস। "

বঙ্গোপনাস নামক একখানি অশ্লীলপূর্ণ নবন্যাস " হরিদাসের গুপ্তকথা " নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইয়া অনুমান ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে, আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল ডাকের আমের ৵১০ আনা ডাক মাশুল লইয়া ১৫ খণ্ড ডাকযোগে; মাঘ মাস হইতে ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাদিগের ১৫ খণ্ড পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবে, তাহারা ডাকটিকিট পাঠাইবেন। ইহার অতিরিক্ত ডাকমাশুলাদি ব্যয় লাগিবে না।

কলিকাতা, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, ১৮ নং কাশীনাথ। শ্রীযুক্ত হরিমোহন সরকার।

অত্যুৎকৃষ্ট মাসিক পত্র।

এই পত্রিকা কুমারী কাগজের চতুর্থ সংখ্যা। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ, চিত্র, বীর রচনা, বেদপাঠের সংক্ষিপ্ত আলোচন, মধুমাছিরা, বালবিধবা ও সাধারণ বালক, বালিকার আকাশে চাঁদ, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, সাধারণজন, এই কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। বিদ্যার আলোচনে ইহা কাগজ ও মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সহ বার্ষিক ১ টাকা। ডাকটিকিট পাঠাইলে ঐ মূল্য গ্রহণ করা যায়। পাঠাইবার ঠিকানা, ৩নং কাশীনাথ বাবুর লেন, কলিকাতা।

ভারতবর্ষীয় ঔষধালয়।

ইহা ভারতবর্ষের উপযোগী ঔষধের একমাত্র

বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ।

ভারতবর্ষীয় ঔষধালয় হইতে ঔষধ সেবন করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্য ভোগ করিয়াছেন, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য ৬ শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অসাধ্য বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও মাইগ্রেন সহজেই বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এডোল্ সাহেবের টনিক-পারিষ্কারক আরক।

এই ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও জীর্ণ প্রায় হউক না কেন উহা পুনরায় বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহারা কখন গরমী, বাত, পেশী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই ঔষধ কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য ১ শিশি ১ টাকা, ছোট ১ টাকা।

ডাক্তার ডোল্যাপানিক ঔষধালয়।

[illegible]

বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত।

সকলের নিকট বারম্বারের অনুরোধ সহকারে।

[illegible]

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত রায় শ্যামলাল মিত্র বাহাদুর—পুরা ১৮

" ঈশানচন্দ্র বসু কাশি—কিসিন বেলুটি স্থান ১৮

" উইলিয়ম হেনউইক—লক্ষ্ণৌ ১৮

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সাহা—আনন্দনা ৭৮

" " গণেশনাথ চৌধুরী—গোবরডাঙ্গা ৭৮

" " মহিমচন্দ্র মজুমদার—হরিণাড়া পোষ্ট ৭

" " শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সংকট গ্রাম ৭

" " নারিয়াবাস মজরি—রঙ্গানটুলি ৭

" " ভুবনমোহন রায়—কটোয়া ৫৮

" " বিপিনবিহারী মল্লিক—পুরা ৫৮

" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মিরিয়পুর ৫

" " বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় আরমীর ৫

" " ভবেশচন্দ্র মল্লিক—শিবপাহার ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৯৮ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ছাত্র মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতো ন হীয়তাং" ২২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৭ সাল। ৩০ এ চৈত্র। ইং ১৮৮১। ১১ ই এপ্রেল। অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা

প্রেরিতপত্র।

সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে ও তাহার শাখা।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহামতি ইডেন সাহেব এ বঙ্গের বিশেষজ্ঞ শাসনকর্ত্তা উক্ত রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা প্রস্তাবেই তাহা সুবিদিত হইয়াছে, বস্তুত এই লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি ভাল ভাল জনপদ রেলওয়ের অভাবে সমুচিত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। যদি লিটনের গবর্ণমেণ্ট ইক মহোদয়ের হস্তপদ বদ্ধ না করিত তবে এত দিন এই রেলওয়ে সাধারণের মনোপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক সকলে আশা করিতেছিল, সর্ড লিটনের গবর্ণমেণ্টের সহিত উক্ত রেলওয়ের যাবতীয় অন্তরায়েরও তিরোধান হইবে, কিন্তু কই তাহা হইল? প্রদেশবাসীরা এত দিন যে আশাটুকু হৃদয়ে অতি যত্নে বাঁধিয়াছিল; কলিকাতা গেজেটে রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণের আদেশ পাঠে যাহা অতিমাত্র উজ্জীবিত হইয়া উঠে, গেজেটের দ্বিতীয় আদেশে উক্ত কার্য্য রহিত হইবার শ্রুতি শুনিয়া তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছে, অকস্মাৎ কেন এমন বজ্রাঘাত হইল, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্ষুধাতুর দরিদ্রের মুখ হইতে প্রদত্ত অন্নগ্রাস কেন পুনর্গ্রহণ করিলেন। ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। অনুমানে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে লাইনের কোন দোষ হয় নাই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সচেষ্ট, আনুষঙ্গিক উত্তেজনাতেই তিনি সংস্থানের সংখ্যা না দেখিয়া সমগ্র লাইনের জন্য ভূমি গ্রহণের আদেশ প্রকাশিত করেন, তাঁহাতেই লোকের এত নিরাশ্বাস, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সাহেবও বোধ হয় সাধারণের নৈরাশ্য দেখিয়া আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছেন এবং টাকার অনটনেই আপাততঃ বারাশত পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছেন; পরে টাকার স্বচ্ছল হইলে উহা ক্রমে বনগ্রাম ও খুলনীয়া পর্য্যন্ত যাইবে। এই অনুমান সত্য বিবেচনা করিয়া দুই এক কথা বলিব।

১ম। বারাশত কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী, অথচ এখানে পাকা উৎকৃষ্ট রাস্তা আছে, ঘোড়ার ও গরুর গাড়ীও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং বারাশত হইতে কলিকাতায় যাতায়াত বা মাল আমদানী রপ্তানি করা যেরূপ সহজ হইবে মূরবর্ত্তী গোবরডাঙ্গা ও বনগ্রাম অঞ্চলের লোকেরই নিস্তার নাই। কিন্তু এ রেলওয়ে দ্বারা তাহাদের কোন উপকারই হইতেছে না, যশোহর অঞ্চলের যে সকল বণিকেরা দ্রব্য বনগ্রাম ও চাকদা দিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করে এবং গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের প্রভূত দ্রব্যজাত যেমন বহু জলপথে ও গরুর গাড়ীতে গমনাগমন করিয়া থাকে বারাশত লাইন পুনিলেও তাহাদের সেরূপ যাতায়াত করিতে হইবে, সামান্য ৮ ক্রোশ মাত্রের সুবিধার জন্য পুনঃ পুনঃ মাল পরিবর্ত্তনরূপ ঘোর অসুবিধা স্বীকারে কেহই স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং এক বারাশত দ্বারা রেলওয়ের লাভ হওয়া একান্ত অসম্ভব, এই কারণে ভবিষ্যতে উহাও উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি গবর্ণমেণ্টের নিতান্তই অর্থকষ্ট হইয়া থাকে তথাপি চিংপুর হইতে অন্ততঃ বনগ্রাম পর্য্যন্ত লাইন খোলা একান্ত আবশ্যক, কেবল বারাশত পর্য্যন্ত রেলওয়ে দ্বারা কি গবর্ণমেণ্ট কি দেশীয় লোক কাহারও বিশেষ সুবিধা দেখিতেছি না।

২য়। বারাশত লাইন ক্রমে খুলনীয়া পর্য্যন্ত যাইবে এ কথায় আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই, ইডেন সাহেব থাকিতে থাকিতে যাহা হইল তাহার অতিরিক্ত আশা আমাদের নাই। তাঁচড়াপাড়া হইতে চারঘাট পর্য্যন্ত যে মৃত যমুনা নদী আছে, তাহাতে আর নৌকাদি চলে না বলিলেই হয়। নাবিকেরা ইচ্ছামতী হইতে গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত নিতান্ত কষ্টে নৌকা আনিয়া থাকে। এই নদীর কলুষিত জল আবার আমাদের পানীয়। ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর টেম্পল সাহেব আমাদের এই দারুণ ক্লেশের বিষয় বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত যমুনা সংস্কার প্রস্তাবও চলিয়া গেল, ইডেন সাহেবের শাসনকালও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল সুতরাং প্রস্তাবিত রেলপথ আপাততঃ যে তাঁহার সহিত অস্তা হইবে না তাহার নিশ্চয় কি? ইডেন সাহেবের যেমন রেলওয়ের দিকে স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে, তাদৃশ গবর্ণরের তাহাও না থাকিতে পারে, অথবা বারাশত লাইনে লাভ হইতেছে না দেখিয়া উহা তুলিয়া দেওয়াও অসম্ভাবিত নহে। ক্রমশঃ রেলওয়ের বিস্তারে যে এই লাইন বিশেষ লাভজনক হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলেও তিনি তাহা বুঝিবেন না, মনোযোগ ব্যক্তি ইডেন সাহেবের ন্যায় বঙ্গের বিশেষজ্ঞ হইবেন এ আশা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহাই বলিতেছিলাম যদি আপাততঃ বনগ্রাম পর্য্যন্ত লাইনটী খোলা হয় তবে নিশ্চয়ই লাভ হইবে, লাভ হইলেই উহার ক্রমশঃ বিস্তারেরও সম্ভাবনা। বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আমাদের বিস্তর আশা আছে, একটুখানি রেলওয়ে করিলে আমাদের ইচ্ছ ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। অতএব এ বিষয়ে যেন একটু বিবেচনা করেন এই আমাদের অনুরোধ।

আর এক কথা। নানা কারণে আমাদের ... ঐক্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া ... কাঁর যে ... হইতে মুক্ত হইবেন এত ... আমরা প্রতি বৎসর ১০।১২ ... করিয়া ... বিষয়ক অপব্যয় হইতে ... আমাদিগের ... ...

যে সকল প্রজা কোটাঘরে বাস করিতেছে তাহারা প্রত্যেক ব্যক্তি ২ টাকার হিসাবে দিবে। আর যাহারা খোলা ও খড়ো ঘরে বাস করে তাহারা এক টাকার হিসাবে দিবে। এক বাটীর মধ্যে যদি চারি ব্যক্তি রোজগারী থাকে তাহা হইলে ৪ ব্যক্তিকেই দিতে হইবে, এক ব্যক্তি থাকে এক ব্যক্তিকেই দিতে হইবে। যে কেহ থাকে দিবে না। এই হুকুম জারী হইবে বলিয়া সমস্ত জগতের লোক গণনা। এবং কে কি করে তাহার সঙ্গে দশ বার রকম নাম ধাম জাতি ইত্যাদি যোগ দিয়া লেখা হইয়াছে, কিন্তু এই সংবাদ পত্র পড়িবামাত্র তোমরা উক্ত হিসাবে টাকা দিয়া পুনর্ব্বার তোমাদের নাম ধাম লিখিয়া দিবে, কোন ওজর আপত্তি করিলে শুনা যাইবে না: দ্বিতীয়বার তাগাদা করিতে কেহই যাইবে না। সেনসস আপিসে ৮০০ শত লোক ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাদের মাসিক ১০ হাজার ৫০০ শত টাকা দিতে হইবে আর যদাপি তোমাদের কাছে টাকা না থাকে পরশ্বঃ কল্য করিয়া কিম্বা পাল্লের পরশু বরঞ্চ দিয়া দিবে। না দিলে মাশু গেরাবান বোজ, বোজ বোজ এক টাকার হিসাবে দিতে হইবে। কাবুল ও রুশিয়াদিগকে যে পর্য্যন্ত জয় করা না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে রক্ষা করিতে বলিব তাহাই তোমাদিগকে করিতে হইবে। দেশ রুশিয়া দেশের রাজা প্রত্যেক ঘর হইতে এক এক ব্যক্তিকে সৈন্য করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তোমরা টাকা না দাও যুদ্ধার্থ গমন করিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া ওজর আপত্তি করিও। ইতি তাং ৪ ঠা মাঘ ১২৮১ সাল।

দোকানদার, বেশ্যা যাহারা টাকা দিবে বিলম্ব করিবে, তাহাদের মাল ঠাঁইয়া আনা হইবে আর গবর্ণমেণ্ট সম্ভ্রান্ত লোক সকলকে ৭ কালে নিযুক্ত করা হইল সকলেই জানিবে।

The above order issued by the Government of India for general information.

H. W. Picarose Private secretary to the Viceroy & Governor General of India, J. Lambert Dy Commissioner of Police & A. Bonnlillion Deputy Superintendent of Census.

পাঠকবর্গ দেখুন আমাদিগের ভাগ্যে ডেপুটী কালেক্টারী বড় যেমন সুচতুর লোক তাহা বিজ্ঞাপনেই প্রকাশিত হইয়াছে। যারা ইউরোপীয় অধিবাসী অন্যান্য স্থিলাত প্রজাবর্গকে সংবাদ করাইয়া দিতেছি তাহারা যেন কাহার ভ্রমের বশ হইয়া বলিয়া বাকারা ডেপুটী কালেক্টার হইয়া টাকা আনিতে যাইবে তাহাদিগকে টাকা না দেন বরং নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দিয়া উক্ত জাল ডেপুটী কালেক্টারদিগকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করাইয়া দিবেন। আর রাণাঘাটের জাল ডেপুটী কালেক্টার গ্রেপ্তারী সোপর্দ্দ হইয়াছে। তাহার শেষফল আপনাদিগকে পরে জানাইব।

রাণাঘাট
১ লা এপ্রেল
১৮৮১।

বশম্বদ
আপনার রাণাঘাটস্থ
নিয়মিত সংবাদদাতা।

মহাশয়। বঙ্গভাষা শিক্ষা বিষয়ে আমি আপনার নিকট ঋণী; তত্ত্ব আমি কেন? সমস্ত বঙ্গসমাজ বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণে, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ও কেমন একরূপ অভিনব কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশীয় শ্রীচরণে আপনা হইতেই ধাবিত হইতেছে। আমি জানি না, কেমন করিয়া সেই কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয়; যথাপি যদ্দূর পারি জানাইব, এই উদ্দেশে আপনার পবিত্র পদে স্বদীয় মানস-সরসী সম্ভূত এক অভিনব পুষ্প অর্চ্চনাঞ্জলে অর্পণ করিলাম। এই পুষ্প কোমল সুরভিস্নিগ্ধচিত্ত বা কর্কশ দুর্গন্ধদূষিত তাহাও জানি না। কিন্তু তথাপি আশা করি, আমার সমলের সামগ্রী এই কুসুমটি অবহেলা না করিয়া গ্রহণ করিবেন এবং স্বদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার পার্শ্বে কোণে স্থান দান করিয়া অন্তর্নিহিত সেই কৃতজ্ঞতার বেগ আরও বিস্তারে বৃদ্ধি করিবেন।

উপকূলে।

সংসার পারাবার, করিবারে সুশীতল,
বসিনু একাকী গিয়া নীরনিধিকূলে।
সুমন্দ সুদৃষ্টি চলে, হেরিলাম কুতূহলে,
কেবলিতে পয়োরাশি গগনের তলে।

শেষে সেই জলরাশি, আকাশে মিশিছে আসি,
(উপমিল নানাভাব মানস ভিতরে।)
অতল অসীম জল, করিতেছে টলমল,
যেমন কুমুদনাথ কৌমুদী বিতরে।

সেই আভা নীল জলে!—তাহে ঝিকিমিকি অতি,
অনন্ত প্রশান্ত বারি বারিধি উদরে।
মৃদু সমীরণ ভরে কুলুকুলু ধ্বনি করে,
সে নীরাগ্র অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে।

অকূলাবে একি হয়, গগনপট পড়িল;
ছাইল আকাশ ঘন, ঘন আবরণে।
নীরদ বাতাস বহে, প্রকি বিষ নাহি বহে।
প্রমোদিনী স্বামি যোগ দিল তার সনে।

উত্তুঙ্গ তরঙ্গচয়, উঠিল সাগর ময়,
নিমিষে পরশি যেন আগিল এখন।
উচ্চেতে নভোদেশেতে, মেঘ গুরুভাব ধরে,
নিম্নে নিম্নাঙ্গে হয় ঘোর গর্জ্জন॥

সে আরাবে ভয়ঙ্কর, পূর্ণ দিগ্‌বিদিগন্তর
হইল, বাজিল যেন প্রলয় বাজনা।
সৌদামিনী মেঘপাশে, বৃষ্টি দিল দেখি হাসে,
প্রকাশিতে পতি কাছে কতই বাসনা॥

বসি মহাসিংহাসনে, শীতল কিরণ দানে,
চন্দ্রমা তুষিতেছিল জগতের প্রাণ।
সকলে ও বিদায়িয়, হেরি এই জ্ঞান হয়,
যেমন তাঁহার প্রেম উহার সমান॥

মুদিয়া এ চন্দ্রমুখ, ভাবে ভরে নিমগন,
বারেক ভাবিনু সেই শৈশবের কাল।
শোকের গভীর রেখা, নয়ন দিয়ে না দেখা,
নয়ন জানি না কিবা প্রেম অশ্রুজল॥

অমল কিরণে, নিশার যে শোভাবর্দ্ধন
করিতেছে, সে শৈশবে তোমা মা তাহায়।
আকি ধরণীর বুকে, জানিলাম মনা সুখে,
মনোমাঝে নাহি ছিল উচ্চ অভিলাষ॥

প্রত্যুষে প্রাতরাশা, কিম্বা পরে উপাসনা,
গগন ও তত্ত্ব আদি জানিনে কেমন।
ছিল না চিন্তার ছায়া, অথবা সংসার মায়া,
ইত্যাদির মিশ্রিকার ছিনাম যখন॥

জানিনে শৈশবকালে, সকলে কাহারে বলে,
আছিলাম এ সংসার সরলহৃদয়ে।
যে জন যেমন করে, সেজন তেমন তারে,
ভাবিত মানস হতে নাহি অন্য হয়॥

কিন্তু এবে কি হইল! সে শৈশব কোথা গেল,
আত্মসমাপরে কোথা পাঁশ আবরণ।
চিন্তামেঘ ঘন ঘোর আসিয়ার ঘিরে ঘোর,
ভবন্ত গোপন আদি নিত্য-দরশন॥

সেই চিন্তা মেঘ আদি, শোকরাশি বিন্দুরাশি
ধরণি, তাহাতে ফোটে মুখময়ী মম।
চতুর্দ্দিক অন্ধকার কিছু নাহি দেখি আর,
উদিলে এ মনোমাঝে বিশ্বমায়াতম॥

এ শোকনিশা এই ঘোর, কোথা সাধ্য হবে ভোর,
ঘুচাবে তাহার ভার, এ ভবসাগরে।
হবে যে পরিত্রাণের, যে জনক ও জীবনের,
মনস্তত্ত্বীবাদি তারে ডাকে ভক্তি করে॥

[illegible] পাখিরা গায়ে, কেন এত এরা হরষে,
[illegible] বসন্ত ভুলে যায় নিজের সাধন।
অথবা এরে বলে ফল, বল এরে কিবা ফল,
[illegible] আপন চিত্ত কর দরশন॥)

[illegible] সঙ্গে সঙ্গে, সংসার কর্ম্মের রঙ্গে,
[illegible] হয়ে, ক্ষুদ্র প্রাণ বুঝি যায় বিষাদ।
[illegible] কিছু না ভাবিয়া যাই, কিছু না ভাবিয়া পাই,
এ অবস্থা ভালো আর কত দিন যায়॥

[illegible] দিন কাটাইব, নাহি দেয় ইহজন,
[illegible] দিনি শোনা যায় মানব জীবন।
[illegible] ধীরে ধীরে ঘড়ি যায়, ধীরে ধীরে ঘড়ি যায়,
[illegible] বিলোড়িত হয়ে প্রাণ মন॥

[illegible] বসন্ত বাতাস, বলে এবে ভালোবাস
[illegible] সবে মিলে হে ঈশ্বর! হয়ে এক মন।
[illegible] শক্তি সবে দেন, সাধনায় করি যেন,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রেমে হয়! বলিলে স্বজন॥

[illegible] ধীরিয়া [illegible]। সহিছে অশেষ দুখ,
[illegible] দিন এত শত যাতনা-বাধন।
[illegible] এরে, কেমনে আছ তা সহে?
না পারি করিতে এই এত নিরূপণ॥

একান্ত বশম্বদ
শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী।

সোমপ্রকাশ

৩০ এ চৈত্র সোমবার।

১২৮৭ সাল।

আজ ১২৮৭ সালের শেষ দিন, কাল আর ইহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। কল্য আমরা নূতন বর্ষে পদার্পণ করিব। এই শেষ বেলা, আজ যদি বোধোদয় না করিয়া ইহাকে বিদায় করিয়া দি, আমরা অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হব। কিন্তু বলিতে কি, মানুষের মন কেমন অকৃতজ্ঞ, ও নূতনের নামে কেমন মুগ্ধ, মন নূতন বর্ষের পদার্পণে কেমন সমুৎসুক, যে যিনি ৩৬৫ দিন আমাদের হস্তে ভোগ করিয়া গেলেন, তাঁহার বিরহেই তেমন দুঃখিত নহে।

কত পরিবর্ত্তন হইল। আমরা কালস্রোতে ভাসিতেছি, কাল শরীরের সম্বন্ধে, বিষয়ের সম্বন্ধে, দেশের সম্বন্ধে, সমাজের সম্বন্ধে, ও পৃথিবীর সম্বন্ধে, নিত্য নানা ঘটনা ঘটাইতেছেন; ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, সচেষ্ট হইয়া হউক, আর নিশ্চেষ্ট হইয়া হউক, আমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

কাল আকাশের ন্যায় অখণ্ড। ইহার প্রবাহ সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় ভঙ্গ হয় না। অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। আমরা কেবল কল্পনা-বলে আকাশের ন্যায় ইহার বিভাগ করিয়া লই। ১২৮৭ সাল সেই একটী বিভাগ। এই কল্পিত বিভাগ মধ্যে কাল আমাদের কি কি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। ১২৮৭ সাল আমাদের শকাব্দ শত বৎসর আয়ুষ্কালের এক বৎসর হরণ করিয়া লইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলবীর্য্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় অপহৃত হইল। এ অংশে আমরা ১২৮৭ সালের নিকটে কৃতজ্ঞ হইতে পারিতেছি না। তবে আমাদের বিষয় সম্বন্ধে ১২৮৭ সাল যে ঘটন ঘটাইয়াছেন তন্নিমিত্ত ইঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক। এই সোমপ্রকাশ ১২৮৭ সালে মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ২ আইনের কোপে পড়িয়া অথবা রাজ-পুরুষদিগের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া এক বৎসর বন্ধ হইয়াছিল। ১২৮৭ সালে ইহা পুনঃপ্রচারিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কৃপায় ও গ্রাহকগণের অনুগ্রহে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত পদে আরোহণ করিয়াছে।

কাল আমাদের সমাজ সম্বন্ধে বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। ঐ বিপ্লবের মধ্যে ধর্ম্ম-বিপ্লবই প্রধান। ইংরাজী লেখা পড়ার চর্চ্চা যত বৃদ্ধি হইতেছে ততই হিন্দু-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। যে কারণে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্কোচ হইতেছে সেই কারণেই আমাদের দেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব করিয়া আসিতেছে। নৌকা জলমগ্ন হইলে আরোহিদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটে ভারতবাসিদিগের বিশেষতঃ বঙ্গবাসিদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কে যে কোন্ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। যে এক নূতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইয়াছে তাহার অবস্থাও উন্নত নয়। আমাদের সমুদায় আচার ব্যবহারাদি ধর্ম্মের অনুগত। সেই ধর্ম্মেই যখন বিপ্লব ঘটিয়াছে তখন আচার ব্যবহারাদিরও যে বিপ্লব ঘটিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

কালক্রমে দেশের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তব্য এই, লেখা পড়ার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু যাহারা লেখাপড়া করিতেছে, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে না। তাহাদিগের অবস্থা এক প্রকার শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের অধিকাংশেই মাসিক ২০। ২৫ টাকা আয়ের নিমিত্তই লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। এ প্রকার বিপরীত ঘটনার কারণ, সকলেরই চাকুরী করিবার চেষ্টা। অন্য উপায়ও ইহাদিগের সংঘটমান নয়। কৃষকদিগের অবস্থা যেরূপ উন্নত বলিয়া অনেকে মনে করেন বাস্তবিক সেরূপ নয়। ১২৮৭ সালে সুবৃষ্টি হইয়া শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে শস্যের মূল্য সুলভ হইয়া গিয়াছে। শস্যের মূল্য সুলভ হওয়াতে অনেক কৃষকের অবস্থা পূর্ব্ববৎ নাই।

এক ব্যক্তি বলিলেন জলপথে যে যাতায়াতের দোল হয়, অন্য অন্য বৎসর বিস্তর বিলাতি ছাতা ছুরী, চোল, তবলা প্রভৃতি বিক্রয় হইত। ধানের অধিক মূল্য ছিল, ধান বিক্রয় করিয়া দক্ষিণ দেশের কৃষকেরা ঐ সকল ক্রয় করিত। ১২৮৭ সালে ধান্য সস্তা হইয়াছে, তমাখারের খাটনা দিয়া অনেক কৃষকের উদরান্ন সংস্থান করাই কঠিন হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর সে সব জিনিষ পূর্ব্ব প্রবৃত্তি ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। এখানে দোকানদারেরা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। এক ১২৮৭ সালে ধান্য সস্তা হওয়াতে কৃষকদিগের। যদি এই অবস্থা ঘটিল, তিন চারি বৎসর যদি এইরূপ সস্তা ধান্যের দর থাকে তবে তাহাদের দুরবস্থার সীমা থাকিবে না। অথবা যদি হঠাৎ অনাবৃষ্টি হয় তাহা হইলেও তাহাদের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইবে।

শিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের রাজপুরুষদিগেরও অবিদিত নাই। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ইহার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহারাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন। দেশের প্রধান পদগুলি তাঁহারা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দিগকে অধিসম্বাধিরূপে প্রায় দিয়া থাকেন। সে দিন ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন পার্লিয়মেণ্টে করিয়াছিলেন এখানকার কতৃপক্ষ উপাধি ও অনুরোধে পড়িয়া কাজ কর্ম্ম গুলি প্রায় ইউরোপীয়দিগকে দেন। প্রধান প্রধানগুলি যদি ইউরোপীয়দিগের করগত হইল সুতরাং এদেশীয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা রাজ্যের মধ্যম ও নিকৃষ্ট পদগুলি গ্রাস করিলেন। কাজে কাজেই যাহারা মধ্যম প্রকার লেখা পড়া শিক্ষা করে তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়ে।

গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পরিবর্ত্ত।

গত বৎসর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বড়ল পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে কর্ণধারেরীয় মন্ত্রিদল নানাবিধ দুষ্কর্ম্মনের কার্য্য করাতে পদচ্যুত ও নির্বল দল পদস্থ হন। বিকল্পফিল্ড পদ পরিত্যাগে করাতে তাঁহার দল বল চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দলাক্রান্ত অরল ক্রানব্রুক ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির পদত্যাগ করাতে মাকু ইস হার্টিংটন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

হার্ডিঞ্জ সেক্রেটারির পদ পাইয়া অবধি যে কতকগুলী কাজ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ঈশ্বর বা অদৃষ্টের কোন্ বিশেষ দ্বারা বিশেষিত করিব, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি বাণিজ্যের স্বাধীনতার ভাণ করিয়া তুলকায় দ্রব্যের আমদানী মাশুল বর্দ্ধিত করিয়া মাঞ্চেষ্টরের কমিসিনিদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন বাণিজ্যই স্বাধীনতা লাভ করিল না। মাশুল পরিত্যাগ করাতে বিলাতী বস্ত্রে যে লভ্য হইয়াছে, তাহার কর নাই। অথচ তিনি মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইনটী রহিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। এ আদেশও দিয়াছেন যে, তাবদীয়দিগকে কিছু অধিকার দান করা হয়। মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে প্রথমোক্ত কার্য্যটী করাতে হার্ডিঞ্জের যেমন অনৌদার্য্য প্রকাশ হইয়াছে, শেষোক্ত কার্য্য দ্বারা তেমনি ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। আবশ্যকীয় ছেটসেক্রেটারির ঔদার্য্য প্রকাশের যে বিশেষ ফল কি? ছেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপরিপদস্থ হইলেও কার্য্যে বিস্তর তাঁহাকে আবশ্যকীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতে পারে। তিনি যে আজ্ঞা করিয়া পাঠান, ভারতের তাবৎ রাজপুরুষেরা নানা কারণের বশীভূত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দেন না।

মন্ত্রি পরিষদ হওয়াতে কর্ণাটের মনের মামাধরা, পদের পরিমিত নিমিত্ত লার্ড লিটন পদত্যাগ করেন। তাঁহার পদত্যাগে আবশ্যক যেন উজ্জীবিত হইয়াছে। তাঁহার গুণ বর্ণন করিয়া আবশ্যকীয় গবর্ণমেণ্টের উপরিস্থিত করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। তাঁহার গুণ ভারতবাসির হৃদয়ের পটলে চিরাঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি দেশটীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকারিতার পরিচয় স্বরূপ বিদ্যা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি নূতন অনুষ্ঠান হইয়াছে। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ তাঁহার প্রবর্ত্তিত

করিয়া তাহাদিগের মতের সংস্কার করা হইতেছে। তাহাদিগের স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে, এরূপ আশ্বাস প্রদান করা হইতেছে। অন্যান্য রাজপুরুষদিগের দোষেই আফ্রিকায় যুদ্ধ ঘটনা হয়। ইংরাজদিগের এই ইচ্ছা ও চেষ্টা কখনই ছিল, যাহাতে নূতন রাজ্য ইংলণ্ড রাজ্যভুক্ত করিয়া লইবেন। জুলুদিগের সহিত যুদ্ধ ইংরাজদিগের অনিচ্ছার হইয়াছে। একজন প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ বন্ধ হইলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির অসাধারণ উদ্যম, মহাপুরুষতা ও স্বাধীনতা প্রিয়তার বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে রাজ্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের ঐ গুণগুলি যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্বার্থপরতা আসিয়া তাঁহাদিগকে যেন অন্ধ করিয়া ফেলে। যেখানে ঠিক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্যে থাকাতে সেখানে ভারতের মান রক্ষা করিতেছে' স্বার্থপরতা অনেক দূরীকৃত করিয়াছে। যখন আমিরাণ সাহেব অবিরোধিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার নামে আর একটী কমিশন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিয়াছেন। শেষের তার একজন ইংরাজ আসিয়াছেন। তাঁহারা কখন গবর্ণমেণ্টকে কিরূপে সাহায্য করিবেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমিরাণ সাহেবের স্বপক্ষেই অনেক ইংরাজ বলিতেন। তিনি যে আমিরাণ জনরবকে আরম্ভ করিয়া মনে করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা কখনই নহে। তিনি অনায়াসে কার্য্য করিয়া যাইবেন এবং শেষে রাজাটি ও প্রভুত্ব তুচ্ছ করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি প্রজাপক্ষে দৃষ্টিপাত করেন নাই, নিজেই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র দুই-তিনটি মিটিংয়ে যদি তাঁহার পক্ষে শব্দ হইয়াছিল। ঐ দলের দোষে পড়িয়াই তাঁহাকে করিতে হয়ে। [illegible] অধিকৃত হইয়াছেন, তিনি প্রকার মনের ন্যায় স্বচ্ছন্দরূপে বুঝিতে পারিয়া কতক সাবধান হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় মিউনিসিপাল ব্যবস্থা প্রকার স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। ইহার বিষয় এই, চিরকাল কুসংস্কার পরিহার এই সুধাধারা প্রকাশ করিয়া তাহা প্রজা সাধারণ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনে অনুমতি দান করিতে পারেন নাই।

১৮৭৭ সালে কলের প্রধান মুরুব্বীরা বিদ্রোহ-উদ্দীপক বক্তৃতা করিয়াছেন। অবশেষে মতই প্রধান লক্ষ্য, এই মত লইয়াই কল গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরাজদিগের ঘাত চলিতেছে। ইংরাজেরা এমনি শাসাইতেছেন, কলেরা মতের দিকে এক পদ অগ্রসর হয়, তাহলে ইংরাজদিগের সহিত সৌহার্দ্দের বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ইংরাজদিগের এত আতঙ্ক হইবার কারণ এই, যদি যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। "নেড়ার নাই বাটপাড়ের ভয়।" যুদ্ধ বাঁধিলে ইংরাজেরই বিশেষ ক্ষতি। ইহাঁরা ধন কন সম্পন্ন। ইহাঁদিগের নানা দিকে ক্ষতি হইবে। বিশেষতঃ এক কলের আতঙ্কে নিমিত্ত করিয়া আরল বিকন্সফিল্ডের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আফগান যুদ্ধ বাঁধাইয়া ভারতের স্কন্ধে ২০ কোটী টাকা চাপাইয়া দেন, যদি সত্য সত্যই রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে, তবে ২২ কোটী লাগিবে, তাহার নিষ্পত্তি কি? ভারত কি সে টাকা দিতে পারিবে? ইংরাজদিগের কলের এই আতঙ্ক এখনও দূর হয় নাই। এই আতঙ্কমূলক কাণ্ডকারখানা লইয়া ঘরে ঘরে কোলাহল হইতেছে। এমনি ব্যাপার দেখিতেছি, নিরপেক্ষ দলকে বুঝি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কাণ্ডকারখানা যে কেমন অলক্ষণে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রস্তাবিত বর্ষে আমীর খাঁ এই কাণ্ডকারখানার নিকটে সসৈন্যে একদল ইংরাজ সৈন্য পাঠাইতে লিখিয়াছেন। তাহার পর সর ডেভিড কর্ণেল ইংরাজ জাতির হস্ত-মানের পত্তন করিয়াছেন। ঐ কাণ্ডকারখানা এখনে আর এক প্রস্তাবের তাহা দিবার প্রস্তাব চলিতেছে। এদিকে খোরতর আপত্তিও উত্থিত হইতেছে। অতএব "না আঁচাইলে আর বিশ্বাস হয় না।"

উক্ত সালে নাগপুর ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিল, লোকে সংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে মাত্র ঘরে প্রবেশের তোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষের সতর্কতা নিবন্ধন অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হইতে হইয়াছে।

কমিশনের প্রস্তাব বিরোধ।

আরলণ্ড এই ব্যাপার লইয়া তুমুল কাণ্ড হইতেছে। অন্যান্য বিরোধবহ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই। এই উপলক্ষে উহার মতাবলম্বী দলও নিতান্ত অসন্তোষের কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রজা দমনের যে এক ভয়ঙ্কর আইন করা হইয়াছে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। সে দিন ডোভ উদ্যোগ দলের কারা হইয়া কতকগুলি সভা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিরোধ মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিক ও তাঁহাদের রোধা হইতেছে না। যেমন প্রজা দমনের আইন করা হইল, যেমনি, যাবৎ বিবাদের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ জমীদারেরা কোন উচ্ছেদের চেষ্টা করিতে না পারেন, এরূপ একটী আইন করাও উচিত ছিল: তাহা না করাতে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনৌদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে। এই উপলক্ষে পার্লিয়ামেণ্ট সভার অতি বীভৎস কার্য্যও হইয়া গেল। কিন্তু ন্যায়ানুসারে কার্য্য হইলে কখন ঐ বিভৎস কাণ্ড হইত না। ভারতবর্ষেও ঐরূপ জমীদার ও প্রজার বিবাদ চলিতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অতি সাবধান ও ন্যায়পথগামী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আয়র্লণ্ডের ন্যায় এখানে কোন উপদ্রব ঘটে নাই।

মিত্র রাজ্যের সহিত ব্যবহার।

প্রস্তাবিত বর্ষে দেশীয় রাজগণের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। তাঁহারা যেমন অধীন ও রাজভক্ত ভাবে চলিয়া আসিতেছেন, তেমনি চলিয়া আসিয়াছেন, কেবল কাশ্মীররাজকে লইয়া কিছু টানাটানি করা হইয়াছিল। দেশীয় রাজগণ যে স্বপদস্থ থাকেন, অনেক ইংরাজের সে ইচ্ছা নয়। বিশেষতঃ কাশ্মীর-পদ দুষ্প্রাপ্য। অনেক ইংরাজ ঐ স্থানে বিলাসসুখ অনুভব করিতে যান। ঐ দেশটী অপরের হস্তে থাকাতে অনুমতি পাইলেই অনুভব করিতে হয়। তাহা তাঁহাদের সহ্য হয় না। দেশটী ইংরাজ হস্তে থাকিলে যে কষ্ট থাকে না, এই কারণে কাশ্মীররাজের অনেক দোষ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি অনেক দোষেরও আরোপ করা হয়, অন্য কথা কি ইংরাজেরা যে কলের নামে ও গন্ধে নাচিয়া উঠেন সেই কলের সংক্রান্ত কাশ্মীররাজের দোষ হইয়াছে বলিয়া ঘটনার কথা হইয়াছিল কিন্তু অনুসন্ধানে সমস্তই মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে। রাজাদিগের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার ব্যবহার করা বিড়ম্বনার বিষয়।

এতদিন মহীশূর রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তে ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে উহা রাজাকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উপসংহার।

এবার রাজপ্রতিনিধি সভাভঙ্গ ব্যবস্থাপনক্রিয়া লইয়া অধিক সময়-ক্ষেপণ করেন নাই। তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছেন, তাঁহারা নিস্তব্ধ থাকিলে জগৎ স্বাস্থ্যলাভ করে। এবার অধিক নূতন আইন হয় নাই, কেবল কতকগুলি পুরাতন আইনের সংশোধন হইয়াছে; তাহাতেও কিছু বিশেষ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষ আড়ম্বরের আইনের মধ্যে কেবল ফ্যাক্টরি আক্ট নামে আইনটী হইয়াছে। আমাদের নূতন রাজপ্রতিনিধি মেকর বেরিড সাহেব সে দিন বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। তিনি কোন প্রকার নূতন কর করিয়া প্রজাগণকে উদ্বেজিত করেন নাই। বরং রাজস্বের সকল অবস্থা, এইরূপ ঘোষণা করিয়া সকলের চিত্তকে

সন্তোষিত করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী বিষয়ে ত্রুটী দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছি, ইংলণ্ডের বায় বলিয়া ভারতের ধনাগার হইতে যে টাকা লওয়া হয় তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহার সমুদায়গুলি লওয়া সঙ্গত কি না তাহাও বলেন নাই। দ্বিতীয় ত্রুটী এই, সিমলাবাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কত ব্যয় হয়, বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিতেন তাঁহাদের দুঃখার্জ্জিত অর্থে রাজপুরুষেরা কেমন সুখ ভোগ করেন। বক্তৃতার যে সকল আর যে সকল ব্যয় তাহা আমরা গত সপ্তাহে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। এক্ষণে তাহার আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হইতেছে না।

১৮৭৮ অব্দের ৯ আইনের উপস্থিতির কারণ।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আইনটী রহিত করিবার যেপ্রকার আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সকল বৎসর উহা রহিত না করিতেও করিতে পারেন। ষ্টেট সেক্রেটারি অতএব গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। যে কারণে ঐ আইনটী করিবার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল সে কারণটী এখনও নিবারিত হয় নাই। অতএব অমনি গবর্ণমেণ্টের ঐ আইনটি রহিত করিবার বিষয়ে যে প্রবৃত্তি হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? সে কারণটী এই—

এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা রাজদ্রোহী নন, তাঁহারা রাজবিদ্রোহের ধার ধারেন না। তাঁহারা দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত সমাচার পত্র প্রচার করেন, তাহাতে বিদ্রোহোদ্দীপক প্রস্তাব লিখিত হয় না, যদি বিদ্রোহোদ্দীপক প্রস্তাব লিখিত হইত তাহা হইলে আমাদের রাজপুরুষেরা দেখিতে অতি চালাক, একদিনে অনেক সম্পাদককে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইত। তাহাদের সে ক্ষমতা [illegible] তাহারা [illegible] সাধারণ প্রস্তাব লিখেন। তাঁহারা বাস্তবিক কটুভাষীও নন, রাজপুরুষদিগের অকারণ গ্লানিও করেন না। বোধ হয় পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এদেশীয় ভাষায় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যদি এ সকল দোষ নাই, তবে রাজপুরুষেরা উক্ত ৯ আইনটী করিলেন কেন করিলেন, তাহা পাঠকগণ [illegible] আমাদের দেশে [illegible] অভিমানী রাজপুরুষ আছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে মনুষ্যের অধম বা দেবতা মনে করেন। দেবতারা এক এক জনে দশ দশটী বিবাহ করুন, আর ভক্ষণপানাদি করুন, মানুষের সে সকল কথা বলিতে নাই। আমাদের প্রধান রাজপুরুষেরাও সেইরূপ মনে করেন, তাঁহারা স্বদেশীয়দের এ স্বকার্য্যের প্রতি পক্ষপাত করুন, আর স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অন্যায় আইন বা অন্যায় ব্যবহার করুন, নরভক্ষী সম্পাদকেরা দেবভক্ষী রাজপুরুষদিগের সে সকল কথা বলিবে কেন? সেই লোকের কথাগুলি এদেশীয়দিগের মুখ হইতে নির্গত হইলে আমাদের রাজপুরুষ দেবতাদিগের তাহা একান্ত অসহ্য হয়। অতএব এদেশীয়েরা কোনরূপে সে কথাগুলি বলিতে না পারেন, সেই নিমিত্ত ৯ আইনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অন্যের যত বর্ণন করিতে পারেন করুন, দোষের কথা বলিবেন না। দোষের বিষয়ে এদেশীয়দিগের মুখ বন্ধ করাই উক্ত আইন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে, এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এমনি নিরোধ যে সেই দোষের কথাগুলি না বলিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহারা এমনি দুরদৃষ্টি, এই প্রকার বিবেচনা করেন, রাজপুরুষদিগের যে যে দোষে দেশের মহাবাত্যয় অনিষ্ট ঘটে আমরা যদি সেগুলির কথা না বলি, তাহা হইলে আমাদের সমাচার পত্র সম্পাদকতা করাই বিফল। তাঁহাদের নিরুদ্বিগ্ন-বিকম্পিত সাহার এই, রাজপুরুষের একটক আর অন্য পুরুষের একটক, যাহাতে যে যে দোষ হইতে দেশের অনিষ্ট ঘটিবে, উপরোধে একটক, অনুরোধে একটক, আর ভয়ে একটক, যদি আমরা সেগুলির উল্লেখ না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে একটকাক্ষের অন্নাচ্ছাদনের পক্ষে [illegible] হইতে হইবে এবং আমাদের অন্নাদিক এক ভাগ হইয়া যাইবে। তাঁহারা হিত আদিবার যে কথা বলেন, তাহা বিপরীত হইয়া উঠে। তাঁহারা কর্ত্তব্যকর্ম্মে [illegible] আবেশ নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না যে "ভিক্ষে মনোহারিণ্ড দুর্লভা বড়া" কিন্তু [illegible] সেরূপ ভাগ্য [illegible] বড় [illegible] দেশের [illegible] লেফ্টেনণ্ট [illegible] [illegible] [illegible]

তাহার কারণ এই,ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড হার্টন উলিখিত আইনটী রহিত করিবার যে অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার উপরে নির্ভর করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন, তিনি ঐ আইনটী রহিত করিবার স্থানে আবশ্যকতা দেখিতে পান না,আইনটি কখনো যে কি কাজ হইয়াছে বা হইতেছে তাহার তিনি বুঝিতে পারেন নাই। আমরা বরাবর উক্ত আইনটির যে পক্ষপাতদোষ দুষিতত্বের কথা বলিয়া আসিতেছি, হারটিংটন সাহেবের তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ আইনটী যদি ইংরাজী সমাচার পত্রের প্রতি প্রযোজিত করা না হয়, উহা রীতিমত বুঝে স্থান পাইতে পারে না।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে যথেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিয়া অন্যায় ও পক্ষপাত করিবেন বলিয়াই আমরা বিকদ্ধাচরণ ও আমরা টিটন ইণ্ডিয়া ও ভারতবর্ষ উভয় রাজ্যের শাসন রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের আত্মাভিমানী ভারতীয় প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের হামরাহ্ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন লিবরাল মন্ত্রীদলের অধীনে আর সে পক্ষপাত ও সে অন্যায় দেখা যায় না। এখন হইতে শীঘ্র পক্ষপাতদূষিত আইন ও কার্য্যপ্রণালী বিলুপ্ত হইবে, ততই ইংলণ্ডের মহত্ত্বগৌরবের প্রত্যুদয় হইবে। সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের একেনীয় সমাচার পত্র সম্পাদকগণের লেখনীর আঘাত যদি এতই অসহ্য হইয়াছে, তাহাতে সে আঘাত সহ্য করিতে না হয়, এরূপ কাজ করিলে ত আর কোন উৎপাত থাকে না।

পৃথিবীর বয়ঃ মন বয়সের অঙ্ক।

মানুষের কায়া,মনের ভাব ও গতি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়,বিধাতা মানুষকে স্বভাবতঃ অন্যায়ের প্রতি অনুরাগী করিয়া যেন সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়; অনেকেরই ন্যায্য কথা ভাল লাগে না। বিশেষতঃ যিনি ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতী, তাঁহার নিকটে ন্যায় যেন পশ্চিম দেশীয় বিষের স্বরূপ। ন্যায্য কথা তাঁহাকে দংশন করিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা দেয়। অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই; আমরা গতবারে কমীশনার ও প্রজা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, তাহাতে হিন্দুর বাহ্যালাভ গণনা করিয়া উভয়ের লভ্য রাখিয়া যে একটী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া এক ব্যক্তির একান্ত অসহ্য হইয়াছে। আমাদের ঐ প্রস্তাবটী নূতন নহে, ১৮৭২ অব্দ অবধি আমরা ঐ প্রস্তাবটী করিয়া আসিতেছি। পক্ষপ্রেরক পক্ষপাতিতা-দোষে অন্ধ বলিয়া আমাদের প্রস্তাবটী বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিতান্ত কুপিত হইয়াছেন বলিয়া অনেক অসার কথা কহিয়াছেন। আমরা সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়া যাহাতে কিছু কিছু সার কথার আভাস আছে, তাহারই উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রেরিতপত্রখানি এই:—

"আপনি কি তত্ত্ব রাখেন যে জমিদারবর্গ প্রজার প্রতি কত অন্যায় ব্যবহার করেন? না, সহরের মনোরম গৃহে বাস করিয়া প্রজার বিষয় লিখিতে হয় বলিয়া লিখেন? আচ্ছা প্রজা শব্দের অর্থ কি বলুন? অভিধান দেখিতে পাইবেন না কিন্তু ভ্রমপ্রতিজ্ঞতা হইতে বলিতে হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যেমন—

"বিনদ্ধিরপাৎ করিরাজ দৃষ্টঃ
বিভক্তিবেগাঃ পবনাবিরেকঃ।
করোতি বাসঃ গিরিরাজ পৃষ্ঠে
তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ।

তদ্রূপ জমিদার বাহ্যিক দান দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে তাক্ লাগান, আর কাগজ পত্রে আপনাদের অমায়িকতাই দেখান, তাঁহারা প্রজাশোষক এবং নরকের কীট আর কিছুই নহেন। প্রজাদের প্রতি তাঁহাদের কড়ার মমত্ব নাই; শুদ্ধ অর্থ অর্থ অর্থ!!

জমিদার পক্ষে আমি তালুকদারাদি চিরস্থায়ী স্বত্বমোহর জব বিকদ্ধকারী সম্প্রদায়কে অর্থ করিতেছি।

যখন পত্রিকা সম্পাদক, তখন আপনি এজাতের সমাচার রাখিবেন এমন আশা লোকে করিয়া থাকে; অতএব আপনকার সেই সজ্জনতা প্রভাবে বলুন দেখি—কে জমির উৎকর্ষ করে? প্রজা না জমিদার? এবং নামোল্লেখ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিউন কোন্ জমিদার আপনকার জমিদারির উন্নতিসাধনে যত্নবান্?

প্রজাকে ভোগস্বত্ব দিলে জমিদারের ক্ষতি কি? ইহাতে বাটীপার্শ্বের কোন দোষ ঘটে নাকি? প্রজার সঙ্গে জমিদারের যদি অর্থ লইয়া সম্পর্ক, ভোগস্বত্ব প্রজা পাইলে সে বাসনার ব্যাঘাত ঘটিবে কিসে? জমিতে তাহার অধিকতর স্বত্ব থাকা আবশ্যক? চিরস্থায়ী, ইন্দ্রিয়াবসায়ী জমিদারের? না, জমির উর্ব্বরতা সম্পাদনার্থ একপরিকর ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর প্রজালোকের? সাধ্য সত্ত্বে কোন প্রজা নিজ জমিতে কোপ্ বিলি করে না, যদিই সহস্রের মধ্যে একজন করে তাহাতেই বা বাসনা আদায়ের ব্যাঘাতটা কি? ভোগস্বত্ব থাকিলে মমত্ব হওয়ায় জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি দ্বারা পরোক্ষে দেশের উন্নতি করিতে প্রজার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইতে পারে কি না? এমন সব জমিদারি আছে যেখানে অনেক জমি পতিত। কিন্তু যদি জমিদার স্থায়ী স্বত্ব দিয়া সেই সকল জমি অল্প হারে বিলি করেন, তাহা হইলে অনেক প্রজা তাহা লইতে স্বীকার করে; অথচ জমিদার ভাগ দেন না কিন্তু মিয়াদী বিলিও হয় না এজন্য জমি পতিত রহিয়াছে; ফসলও উৎপন্ন হয় না। ইহাতে দেশের ইষ্ট, না অনিষ্ট? এবং তাহা কাহা হইতে হইতেছে? যদি ভোগস্বত্ব পাই প্রজারা প্রাণপণে জমি উদ্ধার করিয়া কত লোৎপত্তি দ্বারা দেশের কত উপকার করিতে পারিত। এখানে কথামালার গল্প মনে পড়ে "আপনিও খাইবে না অন্যকেও খাইতে দিবে না।" আপনি অবশ্য আয়সা কাহাকে বলে জানেন সেই আয়সা উক্ত হইয়াছে কি না?

ন্যায়ের কোন্ যুক্তিতে বলে যে জমিদার বর্দ্ধিত খাজনা পাইবার অধিকারী? তবে গবর্ণমেণ্টে ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়ার পক্ষপাতী হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট কি জমিদারের নিকট হইতে বেশী খাজনা চাহেন, যে জমিদার প্রজা হইতে বর্দ্ধিত খাজনা প্রাপ্তি জন্য লোলুপ? যত টাকা সদর মালগুজারিতে জমিদারি ক্রয় করা হয়, তাহার উপর নির্দ্ধারিত প্রমাণ লাভ থাকে। তবে কেন আরও লাভ পাইবার জন্য জমিদারের নোলা লক্ লক্ করে? আপনকার কি মত, প্রজা যেন কৃষি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিতে না পারে ও তাহার প্রতি যেন কোন ভদ্রলোকের প্রবৃত্তি না জন্মে? কৃষি দ্বারা যদি কিছু লাভ হয়, তাহার সমগ্র জমিদারদিগকে দিয়া উহারা জমিদারের ধনবর্দ্ধক হউক, আর আপনারা হা অন্ন হা অন্ন করিয়া চিরদিন অধোবদনে থাকুক। জমিদারের উচিত কপর্দ্দক লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন; আর কালসহকারেই হউক অথবা প্রজাধিপের যত্নেই হউক কৃষিতে যাহা লাভ হইবে তাহা জমির উর্ব্বরার্থ ব্যয়শীল ও কষ্টভোগী প্রজালোকের পাওয়া উচিত।

আপনি কি প্রত্যেক মহলে বেড়াইয়া সমাচার গ্রহণ করিয়াছেন যে বাকী খাজনা হয় কেন? আপনার বিশ্বাস আছে এবং জমিদারেরাও গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন যে প্রজারা খাজনা দেয় না, অনর্থক কষ্ট দেয়, সুতরাং নালিশ না করিলে চলে না। কিন্তু মহাশয় তাহা নহে। জমিদারের অন্যায় দাবিতে প্রজা সম্মত না হইলে, কোন কারণে নায়েব গমস্তার সঙ্গে প্রজার মনোমালিন্য জন্মিলে, গমস্তা যদি দেশের লোক হয়, আর, সে দেশে যদি দলাদলি থাকে এবং সে যদি এক দলের নেতা হয়, তাহা হইলে বিপক্ষকে জব্দ করিবার মানসে ঐ গমস্তা জমিদারের কর্ণে মিথ্যা রটাইলে; প্রজার নিকট ইচ্ছা

পূর্ব্বক খাজনা না লইলেই বাকী খাজনা হইয়া থাকে। আপনি প্রবাদবাক্য জানেন " নাতোয়ানের দুনো মালগুজারি।" সেই দুনো মালগুজারির লোভে জমিদার ধনপতি কখনও পর্যন্ত নাতোয়ানের প্রতি বিরক্ত নহেন। এমন লোকও জমিদার আছেন, যিনি বৎসরান্তে একবার খাজনা আদায় করেন; কিন্তু আদায়ের সময় উচ্চ সুদসহ খাজনা আদায় লয়েন। নিশ্চয় জানিবেন বাকী খাজনার নালিশগুলি অধিকাংশ স্থলে প্রজাকে দণ্ড করিবার জন্য, খাজনা আদায়ের জন্য নহে। বর্ত্তমানে বাকী খাজনার যে আইন আছে, তাহাই প্রজার পক্ষে পীড়নযন্ত্র; ইহা অপেক্ষা উহা আরও সুবিধাকর হইলে কি প্রজার বাঁচোয়া আছে। আমার নিকট দেশের তত্ত্ব পাইলেন; এখনও কি আপনি খাজনা আদায়ের আইনটীকে জমিদার পক্ষে আরও অধিকতর সরল করিতে চান?

ভদ্রলোক চাসের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করেন না কেন? তাহা হইলে কি লোক সকল চাকরির জন্য এত লালায়িত হইত? স্বচ্ছন্দে চাস করিত। শুদ্ধ, জমিদারের দৌরাত্ম্যের জন্য এবং দিন দিন চাসের খরচ যে প্রকার বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ, লাভ থাকে না, এজন্য ভদ্রলোক চাস করে না। কথায় বলে " লাভ লোকসান যেনে শুনে, চাস করে না সোণার বেণে।" অতএব বলি গবর্ণমেণ্টের উচিত যে যাহাতে কৃষির প্রতি লোকের আসক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তাহার চেষ্টা করা; এবং জমিদার যে রক্তশুষ্ক পান, তাহাই লইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে বিধান করা; বর্ত্তমান সেখানে যেমন খাজনা আছে তাহাই বহাল রাখা এবং কমাইয়া দেওয়া, এতদ্ভিন্নবাদি উঠাইয়া, কেবল জমিদারিই রাহাতে প্রচলিত থাকে তাহার আইন করা। যেহেতু এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন দায় নাই, অথচ জমির সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্পর্ক সেই সকল প্রজা-লোকের কষ্ট ও পীড়ন হয় মাত্র।"

পত্রপ্রেরক জমীদার ও প্রজা-সম্বন্ধীয় দোষ প্রকাশে লিখিত প্রস্তাবগুলি যদি আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিতেন তাহা হইলে কখনই প্রস্তাবিত পত্রখানি আমাদের নিকটে পাঠাইতেন না। পত্রপ্রেরক নিজেই প্রজা শব্দের অর্থ করিয়াছেন অতএব আমাদিগকে ঐ শব্দের অর্থ করিবার আর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। জমীদারের দোষ নাই আমরা এ কথা কখনই বলি নাই। যে যে জমীদারের বাস্তবিক প্রজার ইষ্টসাধন করিবার ইচ্ছা আছে, আমলাদিগের দোষে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগেরও অপযশ হয় কিন্তু পত্রপ্রেরক জানিবেন, প্রজারা অধিকাংশ সময়ে জমীদারের অকারণ অত্যাচার ঘটনা করিয়া বেড়ায়। বোধ কর একজন প্রজা পাঁচ বৎসর কাল পাঁচ বিঘা ভূমি আড়াই বিঘা বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে। জমীদার তাহার সন্ধান পাইয়া যদি কবিলা করিতে গেলেন, অমনি প্রজা চীৎকার করিয়া উঠিল, জমীদার অত্যাচারী। পত্রপ্রেরক বলুন দেখি, এটী কি বাস্তবিক অত্যাচার? জমীদারেরা কি ছই তাকা বিঘা দরাইয়া বলপূর্ব্বক চারিটাকা লন? উভয় পক্ষের দোষ আছে বলিয়াই আমরা সকল আপদের শান্তির নিমিত্ত বরাবর প্রজার সহিত জমীদারের মাসারাসারী একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি; এবার আর আমাদিগের অধিক লিখিবার অবসর নাই, সোমপ্রকাশে স্থান ও নাই। পত্রপ্রেরক যদি তত্ত্বতীতে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে চান আমাদের তাহার উত্তরদানে অনিচ্ছা নাই কিন্তু অতন্ত রীতিতে পত্র লিখিত হইলে সে পত্র উপেক্ষিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত জমীদারের স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে এই কারণে গবর্ণমেণ্ট জমীদারের নিকট অধিক লইতে পারেন না। কিন্তু যাবৎ প্রজার সহিত জমীদারের সেইরূপ বন্দোবস্ত না হইতেছে তাবৎ জমীদার অধিক খাজনায় জমী বরাইতে ও ইচ্ছামত ফেলিয়া রাখিতে না পারিবেন কেন?

পত্র প্রেরক আর একটী কথা নিশ্চয় জানিবেন, আমরা কুযোদর্শনবলে বলিতেছি, খাজনা বৃদ্ধি কম হউক অধিকাংশ প্রজা সহজে ইচ্ছাপূর্ব্বক জমীদারের খাজনা পরিষ্কার করিয়া দেয় না।

ইউরোপীয় সমাচার

বম্বে [illegible]। [illegible] মিশর [illegible] শ্রীল শ্রিযুক্তদের [illegible] পরিদর্শন করিতেছেন।

[illegible]। [illegible] ফরাসিস [illegible] ইহাতে [illegible] ১৮৮৮ [illegible]

[illegible]। [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] ১৮৮৮ [illegible]

[illegible]। [illegible] ১৮৮৮ [illegible]

[illegible]। [illegible] ১৮৮৮ [illegible]

[illegible]।

[illegible]

বিবিধসংবাদ।

সম্প্রতি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ঐ শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইত্যাদি কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত কয়েকটি কর্ম্মচারীর বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের কার্য্যের সুবিধার্থে [illegible] কর্ম্মচারীদিগের নিমিত্ত একটী স্কুল করিবেন। [illegible] ইংরাজী শিক্ষা দিয়া [illegible] করিয়া [illegible] করিবেন। [illegible] করিবেন। [illegible]

[illegible]

মিরাটনগরের কোন একটী বাঙ্গালি বাবুর বাটীর নিকট দিয়া একটী খোঁড়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা খোঁড়া সে দেখিল ঐ বাটীর একটী স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিতেছে। ঐ দেখিবা খোঁড়া একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং বলপূর্ব্বক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনটী হত্যা শুদ্ধ করিয়া ফেলে অবশেষে স্ত্রীলোকটী যে ঘরে ছিল সেই ঘরের দরজার নিকট উপস্থিত হয়। যাহা হউক এই সময়ে পুলিস উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৮১ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন:—

ইংরাজী সাহিত্য।

রেভরেণ্ড জে এফ্‌ওয়ার্ট—জেনেরেল এসেম্বলী।

জে ম্যাক্‌—হুগলি কালেজ।

ডব্লিউ ইয়ং—জগন্নাথ হাইস্কুল।

সংস্কৃত।

পণ্ডিত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—সংস্কৃত কালেজ।

" নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর।

" রজনীকান্ত গুপ্ত—কলিকাতা।

" গোপালচন্দ্র শর্ম্ম—ভগলী কালেজ।

ইতিহাস ও ভূগোল।

কাউর [illegible]—প্রেসিডেন্সি কলেজ।

এ এফ্‌ রটন।

পালবিহারী দে—ভগলী কালেজ।

প্রসন্নকুমার রায়—ঢাকা কালেজ।

[illegible]

জে মার্টিন—কৃষ্ণনগর কালেজ।

[illegible]—সেণ্ট জেভিয়র্স কালেজ।

[illegible]

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার কতক সোসাইটিকে পুস্তক মাসিক যে পাঁচ শত করিয়া টাকা দিয়া থাকেন করিবেন আমাদিগের বঙ্গবাসী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব এখন আর ঐ সাহায্য দানের আবশ্যকতা না দেখিয়া উহা বন্ধ করিবার [illegible] নিমিত্ত [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সোসাইটী এখন হইতে আর সাহায্য পাইবেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বহু বহু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবেন।

১ ম—সোসাইটী উড়িয়া, কাইতিবিন্দি, সাঁওতালি, কোল, খাসাই, এবং আসামের অন্যান্য দেশীয় ভাষায় (বাঙ্গালা, উর্দ্দু ও মারহাটি ছাড়া) বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তক প্রচারে বিশেষ যত্ন করিবেন।

২ য—সোসাইটী কেবল স্কুলের ব্যবহারোপযোগী ইংরাজী ও দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রভৃতি বিক্রয় করিবেন এবং তদতিরিক্ত কেবল দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য নয় অথচ সাধারণ পুস্তকও বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৩ য—শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভাপতি হইবেন।

৪র্থ—সোসাইটী প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের নিকট এক একটী কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিবেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর শেষে ডিরেক্টরের সহিত ঐকমত্যে বলিয়াছেন যুক্তপ্রদেশ সেক্রেটারি আড্‌ সাহেব বরাবর সোসাইটীর ও সাধারণের বিশেষ সন্তোষজনক কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

বেঙ্গলি বলেন আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট পেজ সাহেব সচরাচর আমলা ও মুহুরী প্রভৃতিকে কৃপণ চাপরাসী ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া থাকেন। ঐরূপ মানভূমের কমিশনর ডাকার আমলাবর্গকে মুর্খ নিরোধ প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাঁর নিকট ভদ্রলোকের মান মর্য্যাদা প্রায় থাকে না।

কাম্বেল হাঁসপাতালের অন্যতর অধ্যাপক ডাক্তার খাঁ ১লা এপ্রেল হইতে পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন।

এবার মেলে জর্জ সম্রাটের হত্যা সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে:—

সম্রাট যখন কেথেরিন খালের ধার দিয়া শকটারোহণে যাইতেছিলেন সেই সময়ে একটি বোমা আসিয়া তাঁহার শকটের পশ্চাতে ফাটিয়া যায়। সম্রাটের আঘাত লাগে নাই কিন্তু তাঁহার একজন পরাক্রমক ও কতিপয় ব্যক্তি উক্ত আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। সম্রাট শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া আহত ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে আর একটী বোমা আসিয়া তাঁহার পদের নিকটে ফাটিয়া যায়। আঘাতে রক্তাক্ত হইয়া সম্রাট ভূমে পতিত হন। তাঁহার তখনও একটু সংজ্ঞা ছিল। তিনি তাঁহার প্রাসাদে নীত [illegible] তাঁহার সহচরেরা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। কিছু পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সব শুদ্ধ কলির একবার ইংরাজী পড়ে জানা যায় যে বোমারেরা অত্যন্ত সাহসী, এমন কি তাহারা আদৌ ইংরাজ সৈন্যকে ভয় করে না। তাহারা আহত ইংরাজসৈন্যের প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করে। আমাদিগের বীর পুরুষেরা যখন যে জাতির সহিত অন্যায় যুদ্ধ করেন

তাঁহাদিগের নানা প্রকার বীভৎস দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

লেপ্টিক সাহেবের এত শীঘ্র শীঘ্র বিলাত যাইবার কোন কোন সংবাদী বলেন যে, তিনি বিলাতে গিয়াই উপিয়া গবর্নমেণ্ট তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সুবিচারের জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিবেন।

সংবাদ পত্রে দেখা গেল কলিকাতার একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক আসিয়াছেন। ইনি অক্লেশে এবং মুখে মুখে নানা প্রকার সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের কতকগুলি বালক একত্র হইয়া সম্প্রতি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বালককে অতি ক্ষুদ্র সমস্যা দিয়া শ্লোক রচনা করিতে বলেন। বালক [illegible] এই কঠিন সমস্যার সুললিত ভাষায় রচনা করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছেন।

রেবরেণ্ড সি এচ ডাল সাহেব শীঘ্রই কলিকাতা ...ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিবেন। তিনি বহুদিন এদেশে আসিয়া দেশীয়দিগের হিতকর অনেক কার্য্য করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে মিউনিসিপাল আইনের সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। কলিকাতার উপনগরে কলের জল দিবার প্রস্তাব বহুকাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অনরেবল কৃষ্ণদাস পালের মত, উপনগরে জল দিতে গেলে সহরের করদাতাগণের স্কন্ধে বায়ভার পড়িবে। অনরেবল মেকেঞ্জি সাহেব উহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে কলিকাতাবাসিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে গেলে অগ্রে উপনগরবাসিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা করা আবশ্যক। সভাপতি উহার অনুমোদন করাতে মেকেঞ্জি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করা যায় হইয়াছে।

বিলাতে এইরূপ জনরব যে, আগামী বৎসরের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রকাশিত হইবার পর যদি গ্রাডষ্টোন সাহেব বাজকোষের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পরিত্যাগ করেন, তবে চাইল্ডার্স সাহেব তৎপদ প্রাপ্ত হইবেন। লর্ড হার্টিংটন অথবা চাইল্ডার্স সাহেবের পরিবর্ত্তে সামরিক কার্য্যালয়ের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং লর্ড ডার্বি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারী হইবেন। লর্ড ডার্বি ষ্টেট সেক্রেটারী হইলে ভারতবর্ষের উপকার বই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অল্প। কারণ ডার্বি সাহেব অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

অসভ্য এবং অর্দ্ধ সভ্য রাজাদিগের কার্য্য দেখিয়া মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজা একটী নূতন হুকুমের নাট্যশালা করিয়াছেন। উহাতে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। কেবল নাট্যাভিনয়ে সাহায্য করিবার জন্য খোজারা প্রবেশ করিতে পারে। রাজার একটী বাগানে নাট্যালয় হইয়াছে। উহার সমুদয় অভিনয় কার্য্যই রমণী দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেমইার রাবর্টসের বৃত্তি প্রাপ্ত হন; গবর্ণমেণ্ট যদি বিলাতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার নিয়ম করিয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা আট হাজার টাকা পান। উহা দ্বারা ছই তিন বৎসর বিলাতে স্বচ্ছন্দে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। আমরা সংযোগীর প্রস্তাব শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। অধিকাংশ প্রেসিডেন্সি রাজবৃত্তিপ্রাপ্ত যুবক পরীক্ষার পর আলস্যে কালক্ষেপ করেন। তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষিত সমাজের বিশেষ কোন উপকার হয় না। তাঁহারা বিলাতে গিয়া শাস্ত্রবিশেষের অধ্যয়ন করিলে ভারতবর্ষের কল্যাণ এবং তাঁহাদিগের নিজেরও অশেষ উপকার হয়। যত ছাত্র ঐ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল বাবু আনন্দমোহন বসুই ঐ প্রদত্ত বৃত্তির সৎ ব্যয় করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা আমরাও নানা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি।

আয়ুর খাঁর সম্বন্ধে নানা রকম জনরব উঠিয়াছে। কেহ বলিতেছেন তিনি খুব বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, এমন কি এক্ষণে তিনি বন্দিশালায় আছেন, কেহ বলিতেছেন তিনি স্বচ্ছন্দে আছেন, তাঁহার বিপদ হওয়া দূরে থাকুক তিনি ক্রমশঃ অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। সে দিন ভরেণ আফিস হইতে সংবাদ আসিল যে তিনি হিরাটে বন্দী হইয়াছেন, পরদিন পাওনিয়র জানাইলেন যে ভরেণ আফিসের সংবাদ ঠিক নয়। আয়ুব অধিকতর উৎসাহের সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং ইংরাজেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিলে তিনি উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিবেন। এই দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত সংবাদের কোনটী সত্য কোনটী মিথ্যা তাহা ঠিক করা সহজ নয়। ভরেণ আফিস যে আমাদিগকে মিথ্যা সংবাদ দিবেন তাহাও আমাদিগের বোধ হয় না এবং পাওনিয়র তিনি গবর্ণমেণ্টের সকল গোপনীয় সংবাদের বিশেষ খবর রাখেন তিনিও যে মিথ্যা সংবাদ রটনা করিবেন আমাদিগের এমন ধারণাও নাই। সুতরাং ন্যায় অনুসারে এই সংবাদদ্বয়ের একটী সত্য ও অপরটী যে মিথ্যা সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা বলি, এই উভয় সংবাদের কোনটী সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আমাদিগের বোধ হয় বাস্তবিক আয়ুব খাঁ বন্দী হয়েন কিম্বা তিনি এক্ষণে অধিক সৈন্যের অধিনায়ক হয়েন। ও'তার অবস্থা মধ্যবর্ত্তী। যাহা হউক শীঘ্রই এ বিষয়ের উদ্ভেদ হইবে।

ব্রাউন নামে এক জন চিকিৎসক বারবিহারের নিকট, লণ্ডন এবং উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের শকট সংঘর্ষ দ্বারা আহত হইয়াছিলেন। ভুক্তভোগী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাকে ৯ নয় হাজার টাকা দেওয়াইয়াছেন। আমরা আশা করি রেলওয়ে এবং ট্রামওয়ের ছুর্ঘটনা উপলক্ষে অন্যদেশীয় জুরীরা এইরূপ বিচার করিতে শিক্ষা করিবেন।

ওয়াশিংটনে মিরি মাল্ কিন্টা নামে এক বৃদ্ধা রমণী ১১৭ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সকলে অনুমান করেন যে অর্দ্ধ ওয়াশিংটনের বাস হাসীয়দের মধ্যে ইনিই এ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

১৮৮১ সালের প্রবেশিকা ও কাউ আইন এবং ১৮৮২ সালের ৮ এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের শুদ্ধ বোধ বিচার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপসমাধিনেতার সভার সভ্যেরা যে আদেশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতোষ লাভ করিলাম। তাঁহারা যেরূপে শুদ্ধ দোষ বিচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্যেরা যেন মনোযোগের সহিত দেখেন।

শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় পি ... আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ইলিসম্যান বলিতেছেন আমেরিকার যোড়শ বর্ষে বর্ষে অনূন ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার ডলার ফেলিয়া দেওয়া যায়। মুদ্রিত ইহার মধ্যে ছাপার ভুল গুলি কর্ত্তন করিবার জন্য অন্ন বয়স্ক বালিকা নিযুক্ত করিয়া থাকে। তাহারা নাকি উহা ছিন্নকারক-যন্ত্র নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

আমাদের জনৈক মফস্বলের সংবাদদাতা লিখিতেছেন "আজ কাল ওখানে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নকালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় লেহ চলিতে থাকে। বোধহয় এ প্রকার বেশী এইরূপ কিছু দিন হইলেই ওলাউঠার এ স্থান ৮০ পুনঃ হইয়া যাইবে। ইহার মধ্যেই পুষ্করিণী প্রভৃতি শুষ্ক হইতেছে, এবং স্থানে স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে।

যাইবে!! বোধ হয় এক সপ্তাহ মধ্যে অটক পর্য্যন্ত এই লাইন খুলিবে, আর কিছু দিন পরে পেশোয়ার পর্য্যন্ত খোলা হইবে। তাহা হইলে কলিকাতা হইতে টিকিট লইয়া লোক অবাধে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসিয়া উপস্থিত হইবে! বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত বল! কি আশ্চর্য্য ক্রিয়া! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!!

লাহোরে যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, তাহা চিরস্থায়ী করণাভিলাষে এতদ্দেশস্থ সমস্ত ধনী লোক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। ইঁহারা যদি কেবল গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে সহায়ে "ইউনিভারসিটী" কখনই হইত না। এই শুভ অনুষ্ঠানের মূলে অনেকগুলি বড় বড় নাম ও কতিপয় এতদ্দেশবাসী কৃতবিদ্য সুধেলফিটৈষী বাঙ্গালা আছেন। সে দিন লাহোর কালীবাটিতে ইঁহারা এক সভা করিয়া কেবল যে ষ্টেইবধান, সম্পাদক ভারতহিতৈষী নাইট সাহেবের ঔপস্থিক বিপদে অর্থানুকূল্য করিবার জন্য টাঁদা দিয়াছেন এমন নহে, অপিচ ঔচিত্যিক বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের অধ্যবসায়গুণে এতদিন পরে লাহোরে "টিবিউন" নামে এক খানি স্বদেশ ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা আপাততঃ যে ভাবে দেখা হইতেছে অধিক দিন মধ্যে উহা ৺, একদেশে কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান মিরর" ন্যায় সুবিখ্যাত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এই সকল মহাত্মা নিজের নিজের কতদূর যত্ন করিতেছেন তাহা দেখাইবার জন্য ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ইঁহারা নানা স্থান হইতে যে সব অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মহারাজ কাশ্মীর বার্ষিক	৩৬০০ টাকা
ঐ ঐ সম্পাদ (এডাউমেণ্ট)	৯৩৯৭৮ ,,
পাতিয়ালা মিউনিসিপালিটী হইতে	২৫০০ ,,
ঐ ঐ বাৎসরিক দান	১০০০ ,,
লুধিয়ানা মিউনিসিপালিটী হইতে টাঁদা মাসিক	১০০ ,,
অজরানবয়াসা মিউনিসিপালিটী	৫০০ ,,
জিলাম মিউনিসিপালিটী হইতে মাসিক	২৫ ,,
লাহোর মিউনিসিপালিটী হইতে বার্ষিক	৩০০ ,,
জিন্দ মিউনিসিপালিটী ছাত্রবৃত্তি	১০০ ,,
মহারাজ জিন্দ এককালীন	৫০০০ ,,

(এই স্থান হইতে গুরুমুখী ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যাপনা হইবে)

এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এতদ্দেশীয় লোকের দৃষ্টি আছে কি না, এবং পঞ্জাবীরা লেখাপড়া শিখা করিতে চায় কি না তাহা দেখাইবার জন্য গত চারি বৎসরের টাঁদা ও কালেজের ফীর তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ফীস্ (Fees)	টাঁদা।
১৮৭৬ খ্রীঃ ৯১৩৩৲	৬৭২৩ টাকা
১৮৭৮ খ্রীঃ ১০৬৭২৷৵১০	৭০১২ ঐ
১৮৭৯ খ্রীঃ ১০৭৪৪/১০	৮১৯০ ঐ
১৮৮০ খ্রীঃ ১৪৩৯১৷৵১০	৫৮৮৭৷৵১৫ ঐ
মোট ৩৯৯০১৪৷৵১০	২১২৯৪৷৵১২

পঞ্জাবীদের দিন দিন ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জনে যেরূপ বলবতী স্পৃহা ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে, আর দশ বৎসর পরে এ সব স্থানস্থ কলিকাতা অফিসের ন্যায় কেরাণীর দলে মাদ্রাজীদিগকে পরাস্ত করিবে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানে এক টাকা বেতনের জন্য বাঙ্গালী কেরাণী ৫। ৬ মাইল উমেদারি করে। লাহোরে ৮। ১০ টাকা বেতনের কর্ম্ম খালি হইলে পঞ্জাবী কেরাণীর পাদি লাগিয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার এক মহৎ গুণ এই যে, কৌশলপরম্পরায় ভারতবাসী বীরপুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়া কেরাণীর দলে ঘিসাইয়া ফেলিল। হায়! "কেরাণী-যুগের" কি মাহাত্ম্য!

বীরভূম।

"দিবাকরের" পুনরুদয়ে সাধন মানসে আমরা কতই না উদ্বেজনা পাকা পোক্ত করিলাম, কিন্তু কাহাকেও এ কার্য্যে হস্তার্পণকরণে প্রোৎসাহিত চিত্ত দেখিলাম না। আমাদের কেশবপুরের রাজা ধাকাড়ের ত বিপুল অর্থের অধিকারী। তিনি মনে করিলে, স্বয় সময় মধ্যে ব্যয় করিতে পারেন। তিনি কি এ কার্য্যের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারেন না? সব কথা বলিতে কি, বীরভূমে একখানি সংবাদপত্রের কার্য্য চলা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা দক্ষিণা রাজার অনুরোধ করি, তিনি এ কার্য্যের আর একবার পৃষ্ঠপোষক হউন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া আপনাদের গুলিকে তলপুল পড়িয়া দিয়াছে। আমাদের এ অঞ্চলের ঐরূপ একটী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। আমাদের অভিমেতার শ্রীমুখে বাহিরের দাক্ষিত্ব কিছু নাই—তবে ঐ বক্তৃতাবলীর দ্বারা সকলের—এমন কি আমার বিচার পর্য্যন্তও চলিয়াছিল। তাঁহার ঔপস্থিক বিষয় সাধিত হইল না বলিয়াই হউক, বা ঐ কার্য্যের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ হউক, তিনি আবার এখন সমাজ প্রবেশে সমুৎসুক হইয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, এতদ্দেশ একজন ডেপুটের অধ্যাপক তাঁহাকে পুনর্গঠনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তবে তাঁহাকে একটা সামান্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। আমরা শুনিতেছি একপ ব্যবস্থা সময়োচিতই হইতেছে। ডেপুটর অধ্যাপকেরাও যে সময় বুঝিয়া ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাও সময়ের পরিবর্ত্তন পরিচায়ক বলিতে হইবে।

শুনিয়া সুখিত হইলাম বাইপুর, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক বাবু উমেশ চন্দ্র সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। উমেশবাবুর বড় একটা অহঙ্কার লোক ছিলেন। তাঁহার সহায়তায় চিকিৎসালয়টীর কায্য একরূপ চলিতেছিল। এখন কে, কি ভাবে কাজ কিরূপ চলে তাহা দেখিবার আমরা উদ্যমের সহিত রহিলাম।

বোলপুর হইতে ইলাম বাজারের দিকে একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে। ঐ রাস্তার উপর কতকগুলি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিবার পরিবর্ত্তে স্থানান্তরিত হইলে ভাল হয়। কিন্তু ঐ বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য যে পরিমাণে ইমারতি পাথর আবশ্যক হইবে, তাহা বহুদূর হইতে কষ্টসাধ্য ব্যয়সাধ্য হইবে। অতএব এতদঞ্চলে কয়লার খনি আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত, কিন্তু [illegible] যাইতেছে না।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম এখানকার ডেপুটী ইন্সপেক্টর বাবু রাধানাথ সিংহের নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন না। তিনি প্রকৃত ইংরাজ ভদ্রলোক বলিয়া থাকে, ইহা [illegible] ভদ্রলোক হইলে [illegible] আমরা যাবৎ যাব এ দোষ থাকে তাহা পাঠকের ক্ষমা করিবেন।

সে দিন এলাকে একটু দুষ্টি হইয়া গেল এ বর্ষা সাধারণতঃ মঙ্গলকর হইবে না। তৃণের অতি সুন্দর মূল্যে বিক্রীত হইতেছে অন্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অতি সুলভ। সাধারণ [illegible] এ সম্বন্ধে কিছিবোর্ড কেশ নাই।

সোমড়া।

১৫ ই চৈত্র ১২৮৭।

আমরা সোমড়া সাধারণ পুস্তকাগারে "অশ্বত্থ পত্রিকা বা আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে" ১২৮২। ৮৩ খণ্ড মাসের কাগজ বিবরণ দেখিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। সমাজ পর্য্যন্ত যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা আমাদের দেশে কি পর্য্যন্ত উপযোগী, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। আজ কাল বাঙ্গালা চিকিৎসার ক্রমশঃ যেরূপ আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ সময়ে অশ্বত্থ সম্পাদক সম্পাদন, সম্মিলন-উদ্যোগ ও আয়ুর্ব্বেদ

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনশ্রুতি হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঁপাতলা, সোমপ্রকাশ ডাক্তারখানা, ৫৬নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেমন প্রকারে বিজ্ঞাপন দিবার বাসনা করেন, তাহার পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট লিখিয়া বিজ্ঞাপনের আদ্যোপান্ত মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম বারের জন্য সাধারণ অক্ষর, প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ আনা, ঐ অক্ষরের দ্বিতীয় বার ।৵৹ আনা হইবে।

বিজ্ঞাপনের হারের।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের সুবিধার জন্য পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিতনিয়ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীতে অবস্থান করিয়া তত্রত্য পাঠকদিগের অবগতার্থে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন সকল সংগ্রহ করিবেন। অতএব যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতাদিগের বিজ্ঞাপন বেঙ্গল লাইব্রেরীতে প্রকাশ হইতে পারে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার সুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইতে তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম মাসিক পত্র।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ঔর্ব্ব, চীন গমন, দেবল ঋষি মতে আগমন, মনুসংহিতা, বালবিধবা ও সহমরণ বারণ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাঁদ, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফরমে ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৩ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয় যশোহরের ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণপরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনায় কাতর হইয়া মৃত্যু কামনা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপরিচিত সকল ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার দুরন্ত জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের ন্যায় ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। ইহা সেবনে পিত্তের ও শ্লেষ্মার অধিক্য, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে নিশ্চয়রূপে আরোগ্য করিবে। কুইনাইন বাতীত যে সকল জ্বরনাশক ঔষধ আছে, তাহা সেবন করিলে অনেকানেক স্থলে জ্বর বন্ধ হইয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করে। ইহা সেবনে সে আশঙ্কা নাই। মূল্য এক শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

অনার্থ সেলনাশক গুঁড়ি।

কাস, শ্বাস, হাঁপানি ও সর্দ্দি, কফ ঘুঙ্গুরে কাস ও শ্লেষ্মার সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণে হউক না কেন এই অমূল্য ঔষধ সেবন করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আশ্চর্য্য গুণ অতি আশ্চর্য্য। মূল্য এক শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে একেবারে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও কৃশ প্রায় হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও পুষ্ট করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সাধারণ অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহারা কখন পারদ, বাত, বাধী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা খাইয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ৩ টাকা।

বরফেট কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলিয়ম কোর্টের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের সহিত ঘর্ষণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, হৃদ্‌রোগ, কম্প, পক্ষাঘাতিকল্প, অপরিচীনতা, মানসিক বিকার, ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য এক মাত্রা ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং জাঁধি—জেলা মেদিনীপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা অলঙ্কার ও নানাবিধ বিলাতী সামগ্রীর আমদানিকারী ১৩৫ নং বাগবাজার, কলিকাতা।

আমরা নগরনিবাসদের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়ীদিগকে, স্কুলের শিক্ষক পেন্সনি সকল কর্ম্মচারিদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা আবশ্যক, চিঠি লিখিলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য পাঠাইলে শীঘ্রই প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দ্রব্য ও আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৫ নং বাগবাজার

কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে ছত্রদণ্ডের ঔষধার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই ঔষধকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইবা ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্ট পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কবিরাজ
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক
ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আনুষঙ্গিক প্রয়োগাদি এবং সমস্তপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাধিষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩, টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ২৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীশুকদাস চট্টোপাধ্যায়।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক তিন দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারেরা এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ১০ আনার ষ্টাম্প পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বক্ষ্যমাণলক্ষণ মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন ও সুগভীর মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রভৃতি কালীন আশু, বা প্রভাবের সাঙ্গত শোণিত সার ও সপূয় ধাতু নিগমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত সাদা ঘোলা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সহিসের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ ছয় আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ বন্ধ প্রসব, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, গর্ভাধোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেকমটিক জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

টাকা টাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এই [illegible] ঔষধ [illegible]

প্রতিমন্থরী ঘৃত।

এই সঞ্জীবনী ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে শীঘ্র নিশ্চয়ই সকল প্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়। যথা মুখ বাঁকা, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার, হিষ্টিরিয়া, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কুশতা, কাপরোগ, অঙ্গভঙ্গ নূতন ও পুরাতন যন্ত্রণাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলবিশেষরূপে বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী ঔষধের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ সোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মথুরদাস বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং প্রবেন্দ্রনাথ দে ভরেণ্ট মার্চেণ্ট
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, চরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪৯ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকব্যয় সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বন্ধক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যান্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অন্য আনার অধিক মূল্যে ষ্টাম্প প্রেরণ করিলে গ্রাহ্য হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণ অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রাহ্য হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা হারে পরে ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর হইতে চাঙ্গড়িপোতা কলুটোলা হইতে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।